ফোর গ্রেট থ্রিলার্স

ফ্রেডরিক ফরসাইথ

ফ্রেডরিক ফরসাইথের শ্রেষ্ঠ ৪ খানি সর্বকালীন
বেস্টসেলার থ্রিলার্স-এর অখণ্ড রাজ-সংস্করণ
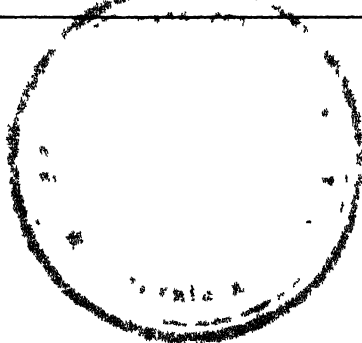
সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

প্রকাশক
বিমলকান্তি সাহা
সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

অক্ষর বিন্যাস ঃ
দি বেঙ্গল পি টি এস এণ্ড কমপিউটার সেণ্টার
৯এ, রায় বাগান স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০০৬

অফসেট প্রিণ্টিং
কল্যাণ সেন
সেনকো
১/১এ, বাগবাজার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৩

প্রচ্ছদ
কুমারঅজিত

সূচীপত্র

The Day of the Jackal, The Odessa File, The Dogs of War and Icon—Four Great thrillers of all time Best Seller by Frederick Forsyth, Collected in one Volume, Published by : Subarna Prakashani, 6A, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

মূ
Price .

লেখক প্রসঙ্গে

মধ্য লণ্ডনেলর মঁকাম হোটেলের রেস্তোরাঁয় একটা টেবিলের পাশে দেওয়ালে পিতলের একটা ফলক লাগান আছে। তাতে লেখা ঃ "ফ্রেডরিক ফরসাইথ" (দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল—গ্রন্থের রচয়িতা) এই টেবিলে নিয়মিত গুপ্তচর ও গুপ্তহত্যাকারীদের আপ্যায়িত করেন।"

ফরসাইথের বয়স এখন ৫৮ বছর। ১৭ বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেন। তাঁর নিজের কথায়, "আমার দুটো উচ্চাভিলাষ ছিল, একটাঃ জঙ্গী বিমানের পাইলট হওয়া এবং দুই ঃ বৈদেশিক সংবাদদাতা।" এই দুটো স্বপ্নই ফ্রেডরিক ফরসাইথের জীবনে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিল। বৃটিশ নাগরিক ফ্রেডরিক ফরসাইথ প্রথমে রয়্যাল এয়ারফোর্সে যোগদান করেন, পরবর্তীকালে বিবিসি এবং রয়টার সংবাদসংস্থায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। লেখালিখি শুরু করার আগে পর্যন্ত সাংবাদিকতার পেশাতেই নিযুক্ত ছিলেন ফরসাইথ।

একজন নতুন লেখকের লেখা 'দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় সাড়া পড়ে যায়। চারিদিকে লেখকের নামে ধন্য ধন্য রব ওঠে। তারপর থেকে গত পঁচিশ বছরে তিনি আরও দশটি থ্রিলার লেখেন—যার প্রত্যেকটিই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দীর্ঘসময় ধরে বেস্ট সেলার তালিকার শীর্ষে স্থান লাভ করে। তাঁর সবশেষ থ্রিলার **'আইকন'-এ** রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখকের স্বপ্ন-কল্পনা যুক্তির জগতকে অতিক্রম করে গেছে। গুপ্তচরদের নিয়ে রহস্য কাহিনী লেখায় বর্তমানে তিনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমেরিকা ও ইংলন্ডের গুপ্তচর দপ্তরের সঙ্গে এবং পরবর্তী জীবনে অনুতপ্ত ও সৎ জীবনে ফিরে আসা গুপ্তহত্যাকারীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন।

বেশ কয়েকবছর পৃথিবীর বড় বড় শহরে দীর্ঘদিন ধরে বাস করার পর আট বছর পূর্বে ইংলন্ডের হার্টফোর্ডশায়ারে ইস্ট এন্ড গ্রীণ-এ একটা বাড়ি ও ভেড়ার ফার্ম হাউস কিনে স্ত্রী স্যান্ডির সঙ্গে বসবাস করছেন। লণ্ডনে তাঁর একটা ছোট ফ্ল্যাটও আছে। প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে সেখানে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন।

ফরসাইথের শৈশব কেটেছিল কেন্ট-এর অ্যাশফোর্ডের আশপাশে। সেখানে প্রচুর ভেড়া ছিল—তারই স্মৃতি রোমন্থন করার জন্য ভেড়া প্রতিপালন করছেন।

তিনি লিখে কত অর্থ উপার্জন করেছেন তা তিনি কখনই আলোচনা করেন না। তবে কথা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন যে, বছর দশেক আগে এক 'ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইসারের' পরামর্শে বিনিয়োগ করে ৩৩ লক্ষ ডলার লোকসান খেয়েছিলেন।

তাঁর লেখা চারখানি স্পাই থ্রিলার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং 'দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল' সারাবিশ্বে সুপার-ডুপার-হিট হয়েছে। গত ৩০ বছর ধরে তিনি কাহিনীকার হিসেবে সর্বাধিক পারিশ্রমিক পেয়ে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দার্শনিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের মতো বুলি আওড়াচ্ছেন। জ্ঞানীগুণীদের মতো উপদেশামৃত বর্ষণ করে বলছেন—ব্রিটেনের সঙ্গে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আত্মিকভাবে এক হয়ে যাওয়া উচিত। 'আইকন'-এর আগে প্রকাশিত—'দ্য ফিস্ট অফ গড' বইতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আমেরিকানদের উচিত ইরানে বোমা ফেলার বদলে খাবার ফেলা। তাঁর কথাবার্তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি তাঁর বর্তমান উপন্যাসে বা ভবিষ্যতে যা লিখবেন তাতে রাজনৈতিক তত্ত্বালোচনাকে প্রাধান্য দেবেন। কিন্তু এখনও গুপ্তচর ও তাদের বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করলে দারুণ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন ফরসাইথ।

ফরসাইথের বড় ছেলে স্টুয়ার্ট উনিশ বছরে পা দেওয়া মাত্র ফরসাইথ তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "এখন থেকেই ও নিজেকে চিনতে জানতে শিখুক। জীবনটাকে নিজেব মতো করে গড়ে তুলুক।"

ফরসাইথের ব্যক্তি জীবনে নেশা বলতে শুধু ধূমপান। দিনে তিনি ৩০টা সিগারেট খান। শরীর ও মন মজবুত রাখাব জন্য নিয়মিত ব্যায়ামও করেন।

'আইকন'-এর পর আবাব এই জাতীয় রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী লিখবেন কিনা প্রশ্ন করায় হেসে উত্তর দেন, বর্তমান যুগে গুপ্তচরবিদ্যা এবং আন্তর্জাতিক খুন-খারাবি সম্বন্ধে লেখালিখি করাটা বড় বেশি নিয়মনিষ্ঠ আর বিধিসম্মত হয়ে গেছে।

'দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল' সিনেমায় তাঁর মূল কাহিনীকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে তিনি খুশি নন। "আমি যখন লিখি তখন সিনেমার কথা মাথায় রেখে লিখি না।" সম্ভবত সৎ লেখকের এইটাই বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

ওডেসা ফাইল

ভাষান্তর ❑ সৌরীন রায়

এক

১৯৬০-র ২২শে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুসংবাদ যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিন সে সময় তাঁরা কোথায় কি করছিলেন। ডালাস-সময় অনুসারে ১২টা ২২-এ আঘাত হানা হয়েছিলো তাঁর ওপরে, তিনি যে মৃত সেই সংবাদ প্রচার হয়েছিলো সেই সময় অনুসারেই বেলা দেড়টায়। নিউইয়র্কে তখন আড়াইটে, লণ্ডনে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, আর হাম্বুর্গে এক হিম-ঠাণ্ডা তুষারবর্ষণরত রাত সাড়ে আটটা।

শহরের উপকণ্ঠ অডর্ফ থেকে মায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলো পিটার মিলার। মা থাকেন আলাদা বাড়িতে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়ম করে পিটার গিয়ে তাঁকে দেখে আসে। তাতে সপ্তাহান্তে মায়ের কি প্রয়োজন সেটাও জেনে নেওয়া হয়, আবার সপ্তাহে একদিন করে মায়ের দেখাশোনা করবার কর্তব্যও পালন হয়। অবশ্য মায়ের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে পিটার হয়তো টেলিফোনেই তাঁর খবরাখবর নিতো। কিন্তু তা যখন নেই তখন তাকে গাড়ি নিয়েই যেতে হয়। মা-ও হয়তো সেইজন্যেই বাড়িতে টেলিফোন রাখেন না।

নিত্যদিনের মতো আজও তার গাড়ির রেডিও খোলা ছিলো। নর্থ ওয়েস্ট জার্মান বেতারকেন্দ্র থেকে বাজনার মূর্চ্ছনা শুনতে শুনতে অডর্ফ ওয়েতে এসে পড়লো সে। বেশীক্ষণ হয়নি, সবে মিনিট দশেক হলো মায়ের ওখান থেকে রওনা হয়েছে। হঠাৎ কিন্তু তালভঙ্গ হলো ... বাজনা থেমে গেছে। বাস্তবে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ফুটে উঠলো ঃ 'শুনুন, একটি জরুরী ঘোষণা,প্রেসিডেন্ট কেনেডি মৃত। .. আবার জানাচ্ছি, প্রেসিডেন্ট কেনেডি মৃত।'

দারুণ চমকে রেডিওর দিকে তাকালো পিটার। ভুল স্টেশন ধরা নেই তো, যারা আজেবাজে গুজবটুজব ছড়ায়! নাঃ, ঠিকই আছে।

চাপা নিঃশ্বাস ফেলে ব্রেক চাপলো পিটার, "যীশাস!"

ডান ধারে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে দেখে সম্মুখের গাড়িগুলো একে একে পেছনের লাল আলো আরো উজ্জ্বল করে ছড়িয়ে ডান দিকের ফুটপাত ঘেঁষে আশ্রয় নিচ্ছে। যেন নিমেষের মধ্যে রেডিও শোনা আর গাড়ি চালানো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে. যেন একটা করলে আর একটা সম্ভব নয়।

রেডিওতে হালকা বাজনার রেশমাত্র নেই। তার বদলে বাজছে গম্ভীর ফিউনর্‌বল্‌ মার্চ। মাঝে মাঝেই সেই বাজনা থামিয়ে দিয়ে টেলিপ্রিন্টারে সদ্য-আগত খবরের টুকরোগুলো সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে জানা গেলো .... ছাতখোলা গাড়ি করে তাঁর ডালাস সিটি পরিভ্রমণ ... স্কুল বুক ডিপসিটরির জানলায় রাইফেলধারী। কিন্তু গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নেই।

মিলার নিজে একজন সাংবাদিক। তাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এই মুহূর্তে খবরের কাগজ অফিসে কি ভীষণ বিশৃঙ্খলা, চারদিকে নিশ্চয়ই দারুণ তাড়া। বিশেষ প্রভাতী সংস্করণ বের করতে হবে, শোকবার্তা লিখতে হবে, বিশ্বের বড় বড় নেতারা যে সব শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন সেগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে টাইপসেট করতে হবে, স্থানীয় প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। তার ওপর আছে টেলিফোন, জ্যাম হয়ে গেছে লাইনগুলো, সবাই জানতে চায় আরো আরো, আরো খবর।

মনে হলো দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসের কাজটায় বহাল থাকলে ভালোই হতো। কিন্তু তিন বছর আগে সে পাট চুকে গেছে। তখন থেকেই সে ফ্রিল্যান্স-এ। জার্মানীর অভ্যন্তরীণ সংবাদ আহরণ করে করে ফিচার লেখে, বিশেষ করে ক্রাইম, পুলিস এবং আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে। মা ওর এই পেশা কিন্তু মোটেই সুনজরে দেখেন না, যত সব বদলোকের সঙ্গে মেলামেশা। পিটার যতই তাঁকে বোঝাক যে আজ সে দেশের মধ্যে বেশ একজন নামকরা সত্যসন্ধানী-রিপোর্টার, মা কিছুতেই মানতে রাজী নন। রিপোর্টারের পেশা নাকি তাঁর ছেলের যুগ্যিই নয়।

রেডিওর সংবাদ শুনতে শুনতে তার মনে চকিতে নানা ভাবনা খেলে যায়। নতুন ধরনের কোন 'অ্যাঙ্গেল' পাওয়া যায় কি, জার্মানীর ভেতরেই যেটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নতুন কিছু লেখা যায়, মূল বিষয়টির পাশে চিত্তাকর্ষক সংবাদ হয়ে উঠবে যেটা? .... বন সরকারের প্রতিক্রিয়া তো বন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধিরাই পাঠাবেন, কেনেডির গত জুন মাসে বার্লিন সফরের টুকরো টুকরো বিবরণ বার্লিন থেকে ওঁরা চয়ন করে জানাবেন। ভালো কোন সচিত্র ফিচারের কথাও মনে পড়ছে না যা আবার নতুন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে জার্মান সচিত্র পত্রিকাগুলোকে বিক্রী করা যায়। ওরাই তো তার বড় খদ্দের।

জাগুয়ার গাড়ির নরম গদিতে পিঠ এলিয়ে মিলার আয়েস করে একটা রথ-হান্ডল সিগারেট ধরালো। কালো তামাকের বিশ্রী কটু গন্ধে গাড়ি ভরে গেলো। এই সিগারেট খাওয়ার জন্যেও তাকে মায়ের কম বকুনি শুনতে হয় না! ...

রেডিও শুনতে শুনতে একসময়ে সিগারেট শেষ হলো। জানলার কাঁচ খুলে শেষটুকু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাটন টিপতেই এক্স-কে. ১৫০ এস মডেল জাগুয়ারের ৩.৮ লিটার ইঞ্জিন ঘরঘরিয়ে উঠলো। যেন খাঁচায় বন্ধ জাগুয়ারের নিরুদ্ধ আক্রোশ। হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে, চট করে পেছনে দেখে নিয়ে, অডর্ফ ওয়ের ক্রমবর্ধমান ট্র্যাফিকে গিয়ে মিশলো মিলার।

স্ট্রেসম্যান স্ট্র্যাসের মোড়ে ট্র্যাফিক লাইটের লাল আলো। থেমে পড়লো জাগুয়ার। দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ কানে গেলো ওঁয়াও ওঁয়াও-ওঁয়াও শব্দে সাইরেন বাজাতে বাজাতে পেছন থেকে এসে একটা অ্যাম্বুলেন্স লাল আলোর সামনে দিয়ে ডান দিকে ঘুরে ডেইমলার স্ট্র্যাসে ছুটে গেলো। মিলারের যেন হঠাৎ কি মনে হলো, তার জাগুয়ারও সে চালিয়ে দিলো অ্যাম্বুলেন্সের পিছে পিছে কুড়ি মিটার ব্যবধান রেখে।

তখনই মনে হয়েছিলো, এ কি পাগলামি, সিধে বাড়ি ফিরলেই হতো। কিন্তু কিছু কি বলা যায়! অ্যাম্বুলেন্স মানেই বিপদ, আর বিপদের পেছনে হয়তো থাকবে কোন সংবাদ। অকুস্থলে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলে আর পায় কে! স্টাফ-রিপোর্টারেরা তো যখন আসেন তখন সব সাফসাফাই হয়ে যায়। হয়তো রাস্তায় মস্তবড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বা জাহাজঘাটে ভীষণ আগুন, কিংবা হয়তো কোন দালানটালান পুড়ছে যার ভেতরে রয়ে গেছে কোন শিশু। গাড়ির গ্লোব-কম্পার্টমেন্টে সব সময়েই তার ছোট্ট ইয়াশিকা ক্যামেরাটাও রাখা থাকে ফ্ল্যাশসুদ্ধু। চোখের সামনে কখন কি ঘটে যায়, কে বলতে পারে! ...

সরু সরু বিশ্রী রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে আল্টনা রেলওয়ে স্টেশনকে বাঁ ধারে রেখে নদীর দিকে এগুলো অ্যাম্বুলেন্স। উঁচু ছাতওলা মার্সিডিজ গাড়ি। বোঝা যাচ্ছে গোটা হাম্বুর্গ শহরের রাস্তাঘাট তার ড্রাইভারের নখদর্পণে। পাকা হাতও বটে লোকটার, কারণ জাগুয়ারের মতো অত শক্তিমান এবং সুদৃঢ় সাসপেনশনের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার বেশ টের পাচ্ছিলো যে বৃষ্টিভেজা নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে তার গাড়ির পেছনের চাকা দুটো প্রায়ই পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

মেক্কের অটোপার্টসের গুদামের পাশ দিয়ে দুটো আরো রাস্তা পেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো। নোংরা পাড়া। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে বাঁকা রেখায়। রাস্তায় যেটুকু আলো আছে তাও এখন ঝাপসা। দু ধারে খোপ খোপ জীর্ণ কোঠাবাড়ি। যেখানটায় এসে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়ালো, সেখানে ইতিমধ্যেই পুলিসের একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাতের নীল আলোটা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ভুতুড়ে ছায়া ফেলছে দরজার পাশে জমে থাকা ভিড়টার ওপর।

লম্বা-চওড়া একজন দীর্ঘদেহ পুলিস, গায়ে বর্সাতি, ভিড়টাকে ধমক দিয়ে সরে যেতে বললো, যাতে অ্যাম্বুলেন্স বাড়িটার দরজার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। মার্সিডিজটা তখন

দরজার ফোকরের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ড্রাইভার ও আর একজন অনুচর গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নেমে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিক দিয়ে উঠে একটা খালি স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে এলো। সার্জেন্টের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তারা দুজনেই দুদ্দাড় করে ওপরতলায় চললো।

প্রায় বিশ গজ আগে উল্টোপাশে তার জাগুয়ার থামিয়ে মিলার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করে। দালানফালানও পড়ে যায়নি, আগুনও না, বিপদের বেড়াজালেও কোন শিশু আটকে পড়েনি। হয়তো নিতান্তই কোন হার্ট অ্যাটাক। গাড়ি থেকে নেমে ঢিলেঢালা ভাবে হাঁটতে হাঁটতে মিলার ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সার্জেন্টের কড়া হুকুমে বাড়িটার দোর থেকে প্রায় অর্ধবৃত্ত হয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। দরজা থেকে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকে যাবার পথটা ফাঁকা।

মিলার শুধোলো, 'ওপরে গেলে আপত্তি আছে?''

''একশোবার আছে। আপনাকে তো কেউ ডাকেনি মশায়।''

'' আমি প্রেসের লোক,'' হাম্বুর্গ সিটির প্রেসকার্ডটা উঁচিয়ে ধরে মিলার।

''আর আমি পুলিস,'' সার্জেন্টটা উল্টো ঝাড়ে, ''কেউ ওপরে যাবে না। একে তো সরু সিঁড়ি তায় আবার নড়বড় করছে। অ্যাম্বুলেন্সের লোকগুলো এক্ষুণি নীচে নেমে আসবে।''

যেমন বিশাল দেহ সার্জেন্টের তেমনি মেজাজ। ওকে টপকায় সাধ্য কার।

''কি হয়েছে?'' মিলার প্রশ্ন করলো।

''উঁহু, কোন বিবৃতি দিতে পারবো না। পরে থানায় খোঁজ নেবেন।''

সাদা পোশাক পরা একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজায় এসে দাঁড়ালো। ফোকসওয়াগেন পুলিস গাড়িটার ঘূর্ণ্যমান আলোর রেখা এসে তার মুখে পড়তেই মিলার চিনতে পারে। এককালে তারই সহপাঠী ছিলো, হাম্বুর্গ সেনট্রাল হাইস্কুলে। এখন হাম্বুর্গ পুলিসে কাজ করে, জুনিয়র ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, কর্মস্থল আল্‌টা সেন্ট্রাল থানা।

''এই, কার্ল।''

নাম ধরে কে ডাকছে শুনে ইন্সপেক্টর মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। পুলিস-গাড়ির আলো আবার ঘুরে আসতেই দেখতে পেলো মিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে হাত উঁচু করে। বন্ধুকে দেখেই হাসির রেখা ফুটে উঠলো মুখে, খানিকটা আনন্দে আবার খানিকটা বা বিরক্তিতে। সার্জেন্টের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠলো, ''ঠিক আছে সার্জেন্ট, ও নিতান্তই গোবেচারা।''

সার্জেন্ট দরজা থেকে হাত নামায়। সঙ্গে সঙ্গে সাঁত করে মিলার ভেতরে ঢুকে গেলো। কার্ল ব্রান্ডটের হাত ধরে কষে ঝাঁকানি দিয়ে দিলো একটা।

''তুই এখানে কি করছিস ?''

''অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে পেছনে চলে এলাম।'

''শালা শকুনি! করিস কি আজকাল?''

''ওই সেই কর্ম, খুঁটি ছাড়া সাংবাদিক।''

''হুঁ ... দেখেই বুঝেছি খাসা আছিস। ছবির ম্যাগাজিনগুলোতে তো প্রায় হামেশাই তোর নাম দেখি।''

''জীবিকা, বুঝলি . . কেনেডির খবর শুনেছিস?''

''হ্যাঁ ... ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ডালাস শহর তোলপাড় করে ফেলেছে এতক্ষণে। ভাগ্যিস আমার এলাকায় হয়নি!''

বাড়িটার সামনের ঘরের দিকে মিলার ঘাড় ঢুকিয়ে দিলো। ন্যাংটো একটা বাল্ব থেকে নিষ্প্রভ আলো এসে দেওয়ালের কুঁকড়ে যাওয়া ওয়ালপেপারে হলুদ আভা ছড়িয়েছে।

"আত্মহত্যাব কেস, গ্যাসে। দবজার তলা দিয়ে গন্ধ আসাতে, পড়শীবা আমাদেব খবব দিয়েছে। কেউ দেশলাই জ্বালাযনি ভাগ্যি, সমস্ত জাযগাটা একেবাবে গ্যাসে ভবে ছিলো।"

"ফিল্ম-স্টাব নযতো?" মিলাব শুধোয।

"হ্যাঁ, এই সব জাযগায তো ওনাবাই থাকেন। ধুব, নেহাতই একটা বুড়ো লোক। অ্যাদ্দিন মবেই ছিলো। আজ নতুন করে সত্যি সত্যিই মবলো। বোজ বাত্তিবেই এবকম এক আধটা কান্ড ঘটে।"

"তা বুড়োটা মবে যেখানেই যাক না, এখানকাব চেয়ে কিছু খাবাপ অবস্থায থাকবে না, কি বল?"

ইন্সপেক্টব হাসলো শুধু। সিঁড়িতে খচমচ শব্দ হতেই মুখ ঘুবিযে দেখলো স্ট্রেচাব নিযে অ্যাম্বুলেন্সেব লোক দুটো নামছে। ভিড়েব দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়ে, "জাযগা৷ ছেড়ে, জাযগা ছেড়ে, ওবা নামছে।"

সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাকে ঠেলে আবো একটু দূবে সবিয়ে দেয। অ্যাম্বুলেন্সেব লোক দুটো রাস্তায এসে পড়লো, মার্সিডিজেব ভ্যানেব দিকে চললো তাবা। ব্রান্ডট ওদেব পিছু পিছু এগুতে মিলাবও সেদিকে যায। মবা মানুষটাকে দেখবাব ওব কোনই আগ্রহ ছিলো না, শুধু ব্রান্ডটকে ও নীববে অনুসবণ কবতে গেলো মাত্র। অ্যাম্বুলেন্সেব প্রথম লোকটা গাড়িব পেছনেব দবজা দিয়ে স্ট্রেচাবেব সম্মুখভাগটা মেঝেব ওপব বাখতেই, দ্বিতীযজন ওটা ভেতবে ঠেলে দিতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্রান্ডট হাঁই হাঁই কবে উঠলো, "দাঁড়াও,দাঁড়াও।" মবা লোকটাব মুখেব ওপব থেকে কম্বল সবিযে দিতে দিতে কাঁধেব ওপব দিযে মিলাবকে বললো, "নিযমবক্ষা, বুঝলি। বিপোর্টে তো লিখতে হবে যে শবদেহ নিযে আমি অ্যাম্বুলেন্সে গিযেছিলাম, তাবপব মর্গে।"

মার্সিডিজেব ভেতবে আলোটা উজ্জ্বল। আত্মঘাতী লোকটাব মুখেব ওপব তাব দৃষ্টি গিযে পড়লো সেকেন্ড দুযেকেব জন্যে। দেখেই মনে হলো এমন কুৎসিত বৃদ্ধ-মুখ এব আগে কখনো দেখিনি। গ্যাসেব প্রতিক্রিযায অবশ্য চামড়া কুঁচকে গেছে ঠোঁটে নীলচে বঙ লেগেছে, তবুও লোকটা যখন বেঁচে ছিলো তখনো নিশ্চযই কিছু সুদর্শন ছিলো না। শুধু কযেকটা লম্বা চুল মাথায সেঁটে আছে, তা বাদে মাথাটা একেবাবে ন্যাড়া-মুড়ো। চোখ দুটো বন্ধ। মুখটা শুকনো আমসি। বাঁধানো দাঁতেব পাটি দুটো না থাকায দু গালে গভীব গর্ত, একেবাবে মুখেব ভেতব অবধি। সব মিলিযে মনে হচ্ছে যেন বিভীষিকা ফিল্মেব কোন প্রেত। ঠোঁট দুটো যেন নেই-ই, তায আবাব দুটোতেই লম্বালম্বি ভাঁজ। দেখেই মিলাবেব মনে পড়লো একবাব সে আমাজন অববাহিকায প্রাপ্ত একটা কুঁকড়ে যাওয়া নবমুন্ড দেখেছিলো, যেটায স্থানীয আদিম অধিবাসীবা ঠোঁট দুটো জুড়ে লম্বালম্বি সেলাই দিযে দিযেছিলো। সবচেয়ে বীভৎস হলো লোকটাব মুখেব দু'পাশে বগেব কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত দুটো লম্বা গভীব কবে টানা ক্ষতচিহ্ন

চট কবে একবাব মৃতদেহেব ওপব চোখ বুলিযে নিযে ব্রান্ডট আবাব কম্বল টেনে দিলো লাশটাব মুখে। অ্যাম্বুলেন্সেব লোকটাব দিকে চেযে মাথা নাড়তেই, সে স্ট্রেচাবটাকে ঠেলে ভেতবে ঢুকিযে দবজা লক কবে ঘুবে গিযে ড্রাইভাবেব পাশে বসলো। অ্যাম্বুলেন্স বওনা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও পাতলা হযে এলো। যাবা তখনো দাঁড়িযেছিলো তাদেব দিকে চেযে সার্জেন্ট হাতটাত নেড়ে হুঙ্কাব ছাড়লো: "যাও এখন সব খতম। বাড়িফাড়ি নেই তোমাদেব?"

ব্রান্ডটের দিকে তাকিয়ে মিলাব ভুরুজোড়া উঁচিযে তুললো।

"অপূর্ব।"

"হুঁ, ঘাটেব মড়া। যাক, তোব কোন লাভ হলো না।"

"নাঃ, কিস্যু না। তুই-ই তো বললি রোজ রাত্তিরেই এমন এক-আধটা পাওয়া যায, তবে? আজ রাতে তো কেউ এদের লক্ষ্যই কববে না, কেনেডি মবেছে না?"

ইন্সপেক্টর ব্রান্ডট হাসে, তামাশার হাসি।

"তোরা, কাগজওয়ালারা একেবারেই পাষন্ড।"

"না, তুই-ই বল? কেনেডির মৃত্যুসংবাদ লোকে পড়বে, না এর মরার খবরটা? পয়সা দিয়ে তো তারা কাগজ কেনে।"

"হ্যাঁ, তা সত্যি। আচ্ছা, আমি এখন থানায় চললাম। পবে দেখা হবে, পিটাব।"

দুজনে হাত মিলিয়ে যে যার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিলো। মিলার আল্‌টনা স্টেশনে ফিরে গিযে সেখান থেকে বড় রাস্তা ধবে জাগুয়ার চালিয়ে কুড়ি মিনিটের মধ্যে এসে পৌঁছলো হান্সা স্কোয়ারে। এখানেই ওর গাড়ি রাখার গ্যারেজ, মাটির নীচে। আরো দুশো গজ দূরে একটা অট্টালিকার ছাতে ওর ভাড়াটে ফ্লাট।

পুরো শীতকালটা ভূতল গ্যারেজে গাড়ি রাখতে হলে বহু টাকা লাগে। তবু পিটার কিন্তু এই বড়লোকিটুকু ছাড়ে না, যেমন ছাড়ে না বেশি ভাড়ার এই ফ্ল্যাটটা। ঘরটা ওর ভীষণ পছন্দ, অত উঁচু থেকে স্টাইন্ড্যামেব জনবহুল বুলেভাটা কি সুন্দব দেখায়। পোশাক-পবিচ্ছদ বা খাওয়াদাওযাব ওপব তার তেমন মন নেই, কিছু একটা হলেই হলো। অবশ্য ঊনত্রিশ বছর বযস, প্রায় ছ ফুট লম্বা দেহ, এলোমেলো বাদামী চুল, ঘন নীল চোখ, মেয়েরা ওকে দেখলেই মজে। কাজেই পোশাক-আশাকে কি যায় আসে। ওব এক বন্ধু তো একবাব হিংসার চোটে বলেই ফেলেছিলো: 'তুই শালা মঠে গিয়েও পাখি মারতে পারিস!' শুনে হেসেছিলো অবশ্য, তবে ভালোই লেগেছিলো। কথাটা খাঁটি।

জীবনে তাব তিনটি উম্মাদনা: স্পোর্টসকাব, বিপোর্টাবেব পেশা আর সিগ্রিড। অবশ্য কখনো কখনো ওব মনে হয়েছে যে জীবনে যদি স্পোর্টসকার আর সিগ্রিডের মধ্যে কোন একটাকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তবে সিগ্রিডকে নিশ্চয়ই নতুন প্রেমিক খুঁজে নিতে হবে। কথাটা মনে হতে লজ্জাও পেয়েছে সে, তবু অবধাবিত সত্য।

গাড়ি রেখে গ্যারেজের আলোতে জাগুয়ারটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কতবাব দেখেছে, তবু আশ মেটে না। কতদিন রাস্তাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেও গাড়িটাকে বার বাব দেখেছে। হয়তো কোন পথিক সেই সময় মিলারের পাশে এসে বলেওছে, 'কি সুন্দর গাড়ি, না?' বুঝতেও পারেনি গাড়িব মালিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

ফ্রিল্যান্স বিপোর্টাবদেব পক্ষে অবশ্য এবকম একটা গাড়ির মালিক হওযা অসাধাবণ ব্যাপাব। বিশেষত সেই মডেলের জাগুযাব, ইংল্যান্ড থেকে যা আমদানি এবং যাব স্পেযারপার্টস হামবুর্গেব মতো শহরেও পাওয়া দুস্কব। কিভাবে যে গাড়িটা কিনতে পেরেছিলো সেটাই এক বিচিত্র কাহিনী। কপালে থাকলে বোধহয় সবই সম্ভব।... বসেছিলো নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটবার জন্যে। বেশ ভিড, অপেক্ষা কবতে হচ্ছিলো। সময় কাটানোব জন্যেই হাতে তুলে নিযেছিলো একটা পত্রিকা, পপ-স্টাবদের নিয়ে নানান রকম গুজবে ঠাসা। এইসব পত্রিকাব পাতা ও সাধাবণত কখনো উল্টেও দেখে না। তবে নাপিতের দোকান বলে কথা। মাঝ পাতায় দু পৃষ্ঠা জুড়ে ছিলো চারজন বাবরি-চুলো ইংরেজ যুবকের কাহিনী, যারা চড়চড় করে ধূমকেতুর মতো যশের উঁচু চূড়ায উঠে আন্তর্জাতিক তারকা বনে গেছে। ছবিটার একেবারে ডান দিকের মুখটা, যার মস্ত নাক, তার কাছে বিশেষ অর্থবহ না হলেও অন্য তিনটে মুখের আদল কিন্তু তার স্মৃতির বদ্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লো। যে দুটো গানের রেকর্ড এই বিট্‌ল্-চতুষ্টয়কে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, সেই গান দুটোও ... 'প্লিজ প্লিজ মি' এবং 'লাভ মি ডু' ... ওর মনে অনুরণন না তুললেও মুখ তিনটে ওকে ভাবিয়ে তুললো। দুটো দিন ধরে মনে যেন আসে-আসে অথচ আসে না। তারপর মনে পড়লো। — দু বছর আগে, রিপারবানের ছোট্ট ক্যাবারে, গান গাইতো ওই তিনটে মুখ। —

আরো একটা দিন লাগলো রেস্তোরাঁটার নাম মনে করতে। কারণ ওই পানশালাটায় তার যাতায়াত ছিলো না। নেহাত স্যাঙ্কট্ পাউলির দলের খবর জোগাড় করতে কোন এক পাতাল নায়কের মোলাকাতের উদ্দেশ্যে ওখানে সে একবার গিয়েছিলো। মনে পড়ে গেলো নাম — 'স্টার ক্লাব'। তড়িঘড়ি গেলো সেখানে। খাতাপত্তর হাঁটকে ওদের নাম খুঁজে পেলো। তখন ওরা ছিলো পাঁচজন, যে তিনজনের ছবি ও দেখেছে তারা এবং অন্য দুজন — পিট বেস্ট ও স্টুয়ার্ট সাটক্লিফ। তাড়াতাড়ি চললো সেই ফটোগ্রাফারের দোকানে, যে ইম্পেসারিও বার্ট কেম্পফার্টের হয়ে ওদের প্রচার ছবিগুলো তুলতো। প্রত্যেকটা ছবির স্বত্বস্বামিত্ব কিনে নিলো। লিখলো অপূর্ব ফিচার-কাহিনী 'হাম্বুর্গ কেমন করে বিট্ল্দের আবিষ্কার করেছিলো।' জার্মানীর প্রায় প্রত্যেকটা পপ-মিউজিক আর ছবির ম্যাগাজিন ওর কাহিনী কিনে নিলো, বিদেশেও প্রচার হলো প্রচুর। সেই টাকায় কিনলো জাগুয়ারটাকে এক ব্রিটিশ আর্মি অফিসারের কাছ থেকে। তারপর নিতান্ত কৃতজ্ঞতাবশতঃই যেন কিছু বিট্ল্-রেকর্ডও কিনেছিলো, কিন্তু সেগুলো শোনে শুধু সিগি।

গাড়ি রেখে ফ্ল্যাটে চলে এলো। মধ্যরাত তখন। মায়ের ওখানে সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর খেয়েছিলো, তবু খিদে পেয়ে গেছে। ডিম ফেটিয়ে স্ক্র্যাম্বলড্-এগ্স্ বানিয়ে নিলো এক প্লেট। নীরবে সেটা উদরস্থ করে রেডিও খুললো। কেনেডি, কেনেডি, কেনেডি ... এখন শুধু জার্মান দৃষ্টিকোণ থেকে কেনেডি-নিধনের পর্যালোচনা, কারণ ডালাস থেকে নতুন কোন সংবাদ নেই, সেখানে পুলিস এখনও আততায়ীকে খুঁজছে। পশ্চিম বার্লিনের গভর্নিং মেয়র, উইলি ব্রান্ডট, আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে কেনেডির ভূয়সী প্রশংসা করলেন ... আরো বহু শ্রদ্ধাঞ্জলি পড়া হলো যার মধ্যে ছিলো চ্যান্সেলর লুডউইগ এরহার্ডের শোকবার্তা, প্রাক্তন চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনয়েরের বাণী, যিনি গত অক্টোবরের ১৫ তারিখে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

রেডিও বন্ধ করে শুতে গেলো পিটার মিলার। সিগি বাড়ি থাকলে বেশ হতো। মন খারাপ হলেই বিছানায় ওর পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে। শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তারপরেই আসে সহবাসের তৃপ্তি. বিষণ্ণতা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ হয়ে যায়, প্রশান্ত স্বপ্নহীন নিদ্রায় রাত কখন কেটে যায়। অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে মিলারের অমন ঘুম সিগি মোটে বরদাস্ত করতে পারে না। সহবাসের পরেই আলোচনা করতে ও ভালোবাসে — কবে আমরা বিয়ে করবো, ছেলেমেয়ে হবে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে ক্যাবারেতে ও কাজ করে সেটা ভোর চারটের আগে বন্ধ হয় না। শুক্রবার রাতে তো আরো দেরি হয়। সপ্তাহান্তের ছুটির আগের সন্ধ্যায় রিপারবানে মফস্বলের লোক আর টুরিস্টদের গিজগিজে ভিড়। রেস্তোরাঁর দামের চেয়েও দশগুণ দামে তারা শ্যাম্পেন কিনে দিতে রাজী যে কোন মেয়ের জন্যে যার ফ্রক খাটো আর স্তনযুগল উঁচু। আর সিগির ফ্রক তো হ্রস্বতম আর স্তনযুগল উচ্চতম।

তাই নীরবে আরো একটা সিগারেট টেনে শুয়ে পড়লো মিলার। ঘুমিয়ে পড়লো প্রায় রাত পৌনে দুটোয়। স্বপ্ন দেখলো আল্টনা বস্তিতে গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়া একটা বুড়ো লোকের বীভৎস মুখ।

পিটার মিলার মাঝরাতে যখন হাম্বুর্গে বসে ডিম ফেটিয়ে খাচ্ছিলো, তখন কায়রো শহর থেকে একটু দূরে পিরামিডগুলোর কাছে একটা বাড়ির সুসজ্জিত লাউঞ্জে বসে পাঁচজন লোক বেশ তারিয়ে তারিয়ে মদের গেলাসে চুমুক মারছিলো। বাড়িটা একটা রাইডিং স্কুলের সংলগ্ন। সময় তখন রাত একটা। লোক পাঁচজন চর্বচোষ্য ডিনার সেরে মজাসে মাইফেল জমিয়েছিলো। প্রাণে বড় ফুর্তি আজ। ঘন্টা চারেক হলো সুখবরটা এসেছে ডালাস থেকে — আঃ, আর পায় কে!

এদের মধ্যে তিনজন জার্মান আর বাকি দুজন মিশরীয়। রাইডিং স্কুলের মালিকের বাড়ি এটা, কায়রো সমাজের ছাঁকা মানুষগুলোর প্রিয় আড্ডাখানা। আশেপাশে প্রায় সাত হাজার জার্মান

.ক, — কলোনিতে। তারাও এখন শুতে গেছে, এই বাড়ির মেমসাহেবও। কর্তাটি তো অতিথি-সেবক, অতএব তিনি রয়ে গেছেন এই পাঁচজনের একজন হয়ে।

বন্ধ জানলার পাশে গদি-আঁটা ইজিচেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে আছে হ্যান্স অ্যাপলার। আগেকার দিনে ডঃ জোসেফ গোয়েব্‌ল্‌সের নাৎসী প্রচারমন্ত্রকের ইহুদী-বিশেষজ্ঞ। প্রায় যুদ্ধ হওয়ার সময় থেকেই মিশরে বসবাস, জার্মানী থেকে লুকিয়ে এখানে একে তুলে নিয়ে এসেছিলো ওডেসা। অ্যাপলার আর এখন অ্যাপলার নেই, মিশরীয় নাম নিয়ে হয়ে গিয়েছে সালা জাফর। ইহুদী-বিশেষজ্ঞ হিসাবে মিশরীয় প্রশিক্ষা-দপ্তরে কাজ করে। তার হাতে এখন হুইস্কির গেলাস। বাঁ পাশে যে বসে আছে সে-ও একজন গোয়েব্‌ল্‌সের প্রাক্তন চেলা, নাম লুডউইগ হাইডেন। প্রশিক্ষা-দপ্তরে সে-ও কাজ করে। ইতিমধ্যে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে মক্কা থেকে একবার ঘুরে আসার পর নাম হয়ে গেছে এখন আল হাজ। নতুন ধর্মের ওপর শ্রদ্ধাভরে হাতে মদের গেলাস না নিয়ে নিয়েছে শুধু কমলার রস। দুজনই গোঁড়া নাৎসী।

মিশরীয় দুজনের একজন হলো কর্নেল সামসেদিন বাদরেন; মার্শাল আবদেল হাকিম আমীরের ব্যক্তিগত সহকারী। মার্শাল আমীর পবে মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু ছ'দিনের যুদ্ধের পর রাষ্ট্রদ্রোহিতাব অপরাধে তাঁকে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়। তাঁব সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বাদবেনেব ভাগ্যেও জুটেছিলো অসীম লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। . আজকেব রাতের দ্বিতীয় মিশরীয়টি হলো ইজিপ্সিয়ান সিক্রেট ইনটেলিজেন্স বিভাগ, মউখবরাতের প্রধান, কর্নেল আলি সামির।

ডিনারে ষষ্ঠ অতিথিও একজন ছিলেন। আসলে তিনিই ছিলেন সেই সন্ধ্যার মুখ্য অতিথি। কিন্তু কায়রো সময় অনুসারে বাত সাড়ে নটায কেনেডির মৃত্যুসংবাদ যেই এলো অমনি তিনি ঝটিতি রওনা হযে গেলেন কাযরোর দিকে। ভদ্রলোক মিশরের জাতীয় পরিষদের স্পীকাব, আনোয়ার আল সাদাত, প্রেসিডেন্ট নাসেরের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, পরে নাসেরের স্থলে তিনিই প্রেসিডেন্ট হন।

হ্যান্স অ্যাপলার গেলাস উঁচিযে তোলে।— "তাহলে ইহুদীপ্রেমিক কেনেডি মরলো। বন্ধুগণ, আমি টোস্ট করছি।"

"কিন্তু আমাদের গেলাস যে খালি," কর্নেল সামির আপত্তি জানায।

"আরে, দাঁড়ান—।" তাড়াতাড়ি কবে গৃহকর্তা পাশেব টেবিল থেকে স্কচেব বোতল নিযে এসে সবায়ের গেলাসে ঢালেন।

কেনেডিকে ইহুদীপ্রেমিক আখ্যা দেওয়ায় এদেব পাঁচজনের কারো ভুরুই উঁচু হলো না। ১৪ই মার্চ ১৯৬০ তারিখে ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট ডয়াইট আইসেনহাওযার, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিযন এবং জার্মানীর চ্যান্সেলর কনবাড অ্যাডেনযের নিউইয়র্ক শহরেব ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টেবিয়ার হোটেলে গোপনে মিলেছিলেন। দশ বছর আগে এবকম একটা জমাযেত কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু ১৯৬০ সালে অকল্পনীয় না হলেও, ওই মিটিঙে যা ঘটলো সেটা তখনো অকল্পনীয়। সেই কারণেই ওই মিটিঙের ফলাফল জানতে দশ বছর সময গেলো। এমন কি শেষভাগে ওডেসা এবং কর্নেল সামিরের মউখবরাত যখন ব্যাপাবটা প্রেসিডেন্ট নাসেবের গোচরে এনেছিলো, তখনো তিনি এই খবরে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

নেতা দুজন সেদিন একটা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যার ফলে পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে বিনা শর্তে বছরে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ দেবে। তবে বেন-গুরিয়ন কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে টাকা থাকা এক কথা, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা বা সেগুলো সববরাহের কোন নির্ভরশীল সূত্র পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য আরেক কথা। ছ মাস পরে ওয়ালডর্ফ-চুক্তি অনুসবণ করে আরেকটা চুক্তি

হলো, জার্মানী এবং ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্রাঞ্জজোসেফ স্ট্রাউস ও শিমন পেরেসের মত
সেই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর দেওয়া ঋণের টাকায় জার্মানী থেকেই অস্ত্রশস্ত্র কিনতে পারবে ইস্রায়েল।

অ্যাডেনয়ের জানতেন যে এই দ্বিতীয় চুক্তি নিয়ে ভীষণ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে, তাই তিনি কিছুদিন নীরব থাকলেন। নভেম্বরে নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট জন ফিজগেরাল্ড কেনেডির সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হলো, তখন কেনেডি কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁকে চাপ দিলেন। আমেরিকা থেকে সরাসরি কোন অস্ত্রশস্ত্র ইস্রায়েলে যায় তা চান না কেনেডি, অথচ তিনি চান যে ইস্রায়েল যেন অস্ত্র সররবাহ পায়, অন্য যেখান থেকেই হোক। ইস্রায়েলের প্রয়োজন — ফাইটার বিমান, ট্রান্সপোর্ট প্লেন, হাউইৎজার ১০৫ মিলিমিটার গোলা, সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক,সশস্ত্রবাহিনী পরিবহণের জন্যে সুরক্ষিত গাড়ি, কিন্তু সবার ওপরে ট্যাঙ্ক।

সবগুলোই ছিলো জার্মানীর কাছে, হয় ন্যাটো-চুক্তি অনুসারে মার্কিন-মুল্লুক থেকে কেনা, নয়তো জার্মানীতেই তৈরি মার্কিন লাইসেন্সে।

কেনেডির চাপে স্ট্রাউস-পেরেস চুক্তি পালন ত্বরান্বিত হলো।

জুনের শেষাশেষি জার্মান ট্যাঙ্কগুলো হাইফাতে আসতে শুরু করলো। খবর আর চেপে রাখা সম্ভব হলো না। কিন্তু ওডেসা জানতে পেরেছিলো, তাদের অনুচরদের মারফত কায়রোতে জানিয়েও দিয়েছিলো ইজিপ্সিয়ানদের।

শেষে পটভূমি বদলাতে আরম্ভ করলো। ১৫ই অক্টোবর প্রস্তরদৃঢ় চ্যান্সেলর, 'রনের ধূর্ত শৃগাল' কনরাড অ্যাডেনয়ের পদত্যাগ করে অবসর নিয়ে নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন লুডউইগ এরহার্ড অর্থনৈতিক যাদুকাঠির তিনিই জনক, অতএব জনমত তাঁরই স্বপক্ষে, কিন্তু বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে বড়ই দুর্বল তিনি, বড়ই অস্থিরচিত্ত।

অ্যাডেনয়েরের সময়েও পশ্চিম জার্মান মন্ত্রিসভার কোন এক আভ্যন্তরীণ উপদল থেকে সরব প্রতিবাদ উঠেছিলো বলা হচ্ছিলো ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তিটি স্থগিত রাখা হোক, জার্মানী থেকে তাদের যেন কোনরকম অস্ত্র সররবাহ না করা হয়। বৃদ্ধ চ্যান্সেলর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রূঢ় বাক্যে বিপক্ষকণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, এমনই প্রতাপ ছিলো তাঁর য তাঁর সময়ে তারা আর কখনো গলা উঁচু করেনি।

এরহার্ড কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইতিমধ্যেই লোকে তাঁকে 'ররারের সিংহ' খেতাব দিয়েছে। তিনি গদিতে বসতে না বসতেই আবার নীরব কণ্ঠগুলো সোচ্চার হলো। বলা হলো যে আরব দুনিয়ার সঙ্গে সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার খাতিরে ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তি স্থগিত রাখা একান্ত কর্তব্য। এরহার্ড দোটানায় পড়লেন। চুক্তিটির স্বপক্ষে সব কিছু ছাপিয়ে ছিলো শুধুমাত্র জন কেনেডির দৃঢ় মনোভাব— ইস্রায়েল যেন জার্মানীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র পায়।

আর এখন, — সেই কেনেডি গুলির আঘাতে বিগতপ্রাণ। নভেম্বরের ২৩ তারিখে এই তিনপ্রহর রাতে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ঃ নতুন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন কি জার্মানী থেকে এই ব্যাপারে মার্কিনী চাপ তুলে নেবেন? রনের দুর্বলচিত্ত চ্যান্সেলরটি যদি এই চুক্তি পালন না করেন তবে কি তিনি নীরব থাকবেন? কায়রোর বড় আশা ছিলো যে তিনি নীরব থাকবেন, কিন্তু বস্তুত পরে দেখা গিয়েছিলো যে তিনি তা থাকেননি।

কায়রোর উপকণ্ঠে সে রাতের সেই আনন্দোৎসবে অতিথিদের গেলাস ভরে দিয়ে গৃহকর্তা নিজেরটাতেও কিছু ঢেলে নেন। নাম তার উলফগ্যাং লুটজ জন্ম ১৯২১ সালে ম্যানহাইমে, জার্মান বাহিনীর তিনি প্রাক্তন মেজর, প্রচন্ড ইহুদী বিদ্বেষী, কায়রোতে এসে নিজেই রাইডিং অ্যাকাডেমিটি খুলেছেন। কায়রোর প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে আছে তাঁর গভীর আঁতাত, নীলনদের ধারে প্রবাসী এই জার্মান মহলে, বিশেষ করে নাৎসী গোষ্ঠীর সঙ্গে, তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতা।

হাসি-হাসি মুখে ঘবেব সবাযেব দিকে একবাব তাকিযে নেন তিনি। কেউ কিন্তু বুঝতে পাবে না যে তাঁব হাসিটা ঝুটা। অথচ সত্যিই তাই। আসলে তিনি নিজেও ইহুদী, জন্ম যদিও ম্যানহাইমে তবু বাবো বছব বযসে, সেই ১৯৩৩ সালে, প্যালেস্টাইনে চলে এসেছেন। তাঁব নাম ছিলো জেযেৎ ইস্রাযেলি বাহিনীতে তিনি বাভ-সেবেন (মেজব) ছিলেন। তৎকালে মিশবে তিনিই ছিলেন ইস্রাযেল ইনটেলিজেন্সেব মুখ্য নাযক। পবে ২৮শে ফেব্রুযাবী তাবিখে তাঁব বাড়িতে হানা দিযে বাথরুমে পাওয়া গেলো একটা বেডিও-ট্যান্সমিটাব। গ্রেপ্তাব কবা হলো তাঁকে। বিচাব চলাব পব ২৬শে জুন তাঁকে চিবজীবনেব জন্যে সশ্রমদণ্ডে দণ্ডিত কবা হয়। যুদ্ধেব পব যখন হাজাব হাজাব মিশবীয় যুদ্ধবন্দী বিনিময় হলো তখন তিনি ছাড়া পেযে সস্ত্রীক ৪ঠা ফেব্রুযাবী, দেশে ফিবলেন লদ এযাবপোর্টে।

কিন্তু যে বাতে কেনেডি নিহত হযেছিলেন সে বাতে এ সবই ছিলো ভবিষ্যতেব গর্ভে। সেই মুহূর্তে তিনি শুধু চাবটি হাসি-হাসি মুখেব দিকে চেযে গেলাস উঁচিযে ধবলেন। মনে মনে তিনি তখন ভীষণ অধীব। ডিনাব টেবিলে এদেব একজন এমন একটা কথা উচ্চাবণ কবেছে যেটা ভীষণ জরুবী, কখন এবা যাবে, বাথরুমে গিযে ট্রান্সমিটাব খুলে সংবাদ পাঠাতে হবে সময বযে যাচ্ছে।

তবুও হাসি-হাসি মুখে টোস্ট কবলেন তিনি, 'ইহুদীপ্রেমীবা নিপাত যাক। সিযেগ হাইল।

পবদিন সকালে নটাব একটা আগে পিটাব মিলাবেব ঘুম ভেঙে গেলো। মস্ত খাটজোড পালঙ্কেব গদি, পাশ ফিবতেই সিগিব ঘুমন্ত শবীবেব উত্তাপ এসে লাগে দেহে। আবো কাছে ঘেঁসে এলো যতক্ষণ না সিগিব নিতম্ব তলপেটেব কোল জুড়ে চেপে বইলো সঙ্গে সঙ্গে বন্য কামনায শবীব হলো উৎক্ষিপ্ত।

সিগি তখনো গাঢ় ঘুমে অচেতন। সবে চাব ঘন্টা হলো সে ঘুমিযেছে বিবক্তিতে বিড়বিড় কবে উঠে ভটাম কবে ও পাশ ফিবে প্রায খাটেব ধাবে চলে গেলো। ঘুমেব মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো, ''আঃ, সবো।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিৎ হযে শুলো মিলাব হাতটা উঁচু কবে তুলে চোখ ছোট্ট কবে সেই আলো আঁধাবিতে ঘড়ি দেখতে চেষ্টা কবে। তাবপব খাটেব উল্টোপাশ দিযে নেমে পড়ে। তোযালেব বাথবোবটা টেনে গাযে জড়িযে পা টিপে টিপে চলে আসে বসাব ঘবে জানলাব পর্দা টেনে ফাঁক কবে দিতেই নভেম্ববেব ইস্পাত ধূসব আগ্রাসী আলো এসে ঘবে চলকে পড়ে। মুহূর্তেব জন্যে ওব চোখ ধাঁধিযে যায। পিট পিট কবে চোখদুটোকে আলোয সহজ কবে নিযে নীচে স্টাইন্ডামেব দিকে তাকায। শনিবাবেব সকাল ভেজা ভেজা মসৃণ কালো বাস্তায গাড়িব প্রবাহ অনেক কম। হাই তুলে আবাব চলে এলো ভেতবে, চলে গেলো বান্নাঘবে কফি বানিযে নিতে। দিনেব অগণন কফি কাপেব মিছিল হলো শুরু। মা এবং সিগি দুজনেই ওকে বকে এত কফি আব সিগাবেট খাওযাব জন্যে, ওই দুটোতেই যেন ওব জীবনধাবণ।

বান্নাঘবে বসে দিনেব প্রথম সিগাবেট আব প্রথম কাপ কফি খেতে খেতে পিটাব মনে মনে খতিযে দেখলো কোন বিশেষ কাজ আছে কিনা আজ নাঃ কিছুই নেই। প্রত্যেকটা খববেব কাগজ আব প্রত্যেকটা পত্রিকাব পববর্তী সংখ্যায থাকবে শুধু প্রেসিডেন্ট কেনেডি। কযেক দিন বা কযেক সপ্তাহ ধবে এই-ই চলবে। তাছাড়া কোন সংবাদ-কাহিনীও নেই হাতে যে তদন্ত কববে। তাব ওপব আবাব শনি-বোববাবে কাবো দেখাও পাওযা যায না অফিসে। বাড়িতে গিযে হানা

দিলে তারা বিরক্ত হয়। সম্প্রতি ওর একটা ক্রমশ- প্রকাশ্য সিরিজও শেষ হয়েছে, লোকে নিয়েছেও খুব। রিপারবান নিয়ে লিখেছিলো, হাম্বুর্গের অর্ধ মাইল জুড়ে যে পাপের রাজ্য ... নাইট ক্লাব, বেশ্যাবাড়ি আর নানা অপকর্ম ... যেন সোনার খনি, লিখেছিলো কেমন করে ক্রমাগতই সেখানে এসে জুটছে পারি, অস্ট্রিয়া ও ইতালী থেকে দুর্বৃত্ত সর্দারেরা। লেখাটার পয়সা এখনো পায়নি। ভাবলো পত্রিকা অফিসে গিয়ে আজ পয়সার জন্যে তাড়া দিলে হয়। পরক্ষণেই মনে হলো, থাক গে, দেবে তো ওরা বটেই, শুধু শুধু তাড়া দেওয়া কেন। এই মুহূর্তে পয়সার তেমন অভাবও তো নেই। তিনদিন আগেই ব্যাঙ্ক থেকে হিসাবপত্রের কাগজ এসেছে, ব্যালেন্স আছে পাঁচ হাজার মার্ক (১০,০০০ টাকা), কিছুদিন তো চলেই যাবে।

কাপ ধুতে গিয়ে সিগির মাজা ঝকঝকে সসপ্যানে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে নিজেকেই ভেঙচে ওঠে : 'কি রে স্-শালা, কপালে অশেষ দুঃখ বুঝলি, এত কুঁড়ে হলে চলে?'

দশ বছর আগে মিলিটারি সার্ভিসের শেষে সিভিলিয়ান কেরিয়ার-অফিসার ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'জীবনে আপনি কি হতে চান?'

'অভাব থাকবে না, কিচ্ছু না করে ঘুরে বেড়াবো।'

আজ এই ঊনত্রিশ বছর বয়সে ঠিক ওরকমটি না হলেও (হয়তো ওরকম কোনদিন হবেও না) উচ্চাশা হিসাবে ওর সেই কামনায় জঙ ধরেনি এখনো।

ট্রাঞ্জিস্টার নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। দরজা সাবধানে বন্ধ করে দিলো যাতে সিগির ঘুম না ভাঙে। দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে ধারাস্নান করতে করতে রেডিওর খবর শুনলো। বিশেষ খবরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যার জন্যে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে। কেনেডি হত্যা ছাড়া অন্য কোন খবরই ছিলো না রেডিওতে।

স্নান সেরে রান্নাঘরে গিয়ে আবার কফি বানালো, এবারে দুকাপ। কাপ দুটো শোবার ঘরে খাটের ধারে ছোট্ট টেবিলে রাখলো। তারপর রোব খুলে ফেলে সিগির বালিশের পাশে গিয়ে বসলো। ওর ফুরফুরে সোনালী চুলের গুচ্ছ বালিশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

মেয়েটির বয়স এখন বছর বাইশ। স্কুলে ছিলো তুখোড় জিমন্যাস্ট। সিগি বলে যে সে অলিম্পিকে অনায়াসেই যেতে পারতো, যদি না হতচ্ছাড়া বুক দুটো অমন পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠতো। এমন বেড়ে উঠলো যে কোন বন্ধনীই ওদের আর দাবিয়ে রাখতে পারলো না। অতএব অলিম্পিকের আশায় ছাই, স্কুল শেষ হতেই মেয়ে-ইস্কুলে শরীরচর্চার মাস্টারি নিলো। স্ট্রিপটিজ ড্যান্সার হলো তারও এক বছর পরে, নেহাৎই আর্থিক কারণে। মাস্টারির মাইনের চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশি আয় এখানে।

নাইটক্লাবে চোখের পলক না নামিয়ে পোশাক খুলতে পারে, এতটুকুও আপত্তি নেই। কিন্তু দেহ নিয়ে যদি কেউ রসালো মন্তব্য করে আর সেই মন্তব্যকারীকে ও চোখের যদি সামনে দেখতে পায় তাহলে ওর ভীষণ লজ্জা করে।

পিটার মিলার তাই শুনে হেসেই খুন। 'না না,' ভীষণ গম্ভীর হয়ে সিগি বলে, 'ব্যাপারটা কি জানো? স্টেজের ওপরে যখন আমি থাকি, আলোর ওধারে কাউকে দেখতেই পাই না, তাই লজ্জাও পাই না। যদি ওদের দেখতে পেতাম, স্টেজ থেকে নিশ্চয়ই ছুটে পালাতাম।'

তবে শোয়ের শেষে কাপড়চোপড় পরে অডিটোরিয়ামে গিয়ে কারো পাশে বসতে আপত্তি নেই। খদ্দেররা যদি দু-এক পাত্তরের জন্যে আহ্বান জানায়, ঠিক আছে। ওখানে ড্রিঙ্ক মানেই শুধু শ্যাম্পেন, হয় পুরো বোতল নইলে অন্তত আধ বোতল। অন্য কিছু নিষিদ্ধ। প্রতিটি বোতলের ওপর পনেরো পার্সেন্ট ওর কমিশন। যারাই ওকে শ্যাম্পেনের নেমন্তন্ন জানাতো, তারা সবাই বিনা ব্যতিক্রমে ঘন্টাখানেক সময় ওর পাশে বসে দুই পাহাড়ের ভেতরের অতল খাদটাকে দেখে

শিহরিত হওয়ার বাসনাতেই ডাকতো। কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হতো না তাদের। সিগির অবশ্য মায়া-দয়া খুব। এইসব নখরওলা চিতাবাঘগুলোকে দেখে সত্যিই ওর দুঃখ হয়। অন্য মেয়েগুলোর মতো নয়ন-হাসির পেছনে ঘৃণার ছুরি লুকিয়ে রাখে না।

একবার মিলারকে বলেছিলো সে ঃ 'আহাবে, বেচারারা! বাড়িতে যদি ওদের কোন ভালো সঙ্গিনী থাকতো!'

'কি বলছো, বে-চা-রা, ... ওরা বেচারা!' মিলার গর্জে ওঠে, 'ধাড়ী শুয়োর একেকটা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, মজা লোটে!'

'বাঃ, কেউ যদি থাকতো যারা প্রাণ দিয়ে ওদের ভালোবাসতো, তাহলে কি আর এমন হতো?' পাল্টা প্রশ্ন করে ওঠে সিগি। ওর এই মেয়েলি যুক্তি প্রায় অপ্রতিবোধ্য।

মিলার ওকে প্রথম দেখেছিলো ম্যাডাম ককেটের পানশালায়। রিপারবানে 'কাফে কিসে'র ঠিক নীচেই সেই বার। পানশালার মালিকও তার পুরনো দোস্ত, খবর টবর যোগাড় করতে মাঝে-মধ্যে যায় তার কাছে। ... সিগি মেয়েটি মস্ত, প্রায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি লম্বা, দেহও সেই আন্দাজে। বাজনার তালে তালে মুখে কামনার নাটুকে ঢঙগুলো ফোটাতে ফোটাতে পোশাক খুলছিলো একে একে। মিলার এসব বহু দেখেছে, নিরাবয়ব দৃষ্টিতে শুধু পানপাত্রে চুমুকই মারছিলো সে।

কিন্তু ওর বুকের বাঁধন যখন খুলে গেলো তখন মিলারকেও গেলাস রেখে দু সেকেন্ড ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকতে হলো। ওব সঙ্গী, বারের মালিকটি, ওব দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললো, 'হুঁ, ... বেশ ভারি গড়ন, না?'

মিলারের মনে হয়েছিলো প্লেবয় পত্রিকায় মাসে মাসে যে অমন দৃষ্টিনন্দন নগ্নিকাগুলোব ছবি বেরোয়, সেগুলোও যেন এই মেয়ের তুলনায় নেহাৎই অনাহারক্লিষ্টা মূর্তি। কিন্তু এর পেশীটেশীগুলো এমনই সুগঠিত যে স্তনযুগল যেন বিনা অবলম্বনে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর, হাততালিটালি যখন থেমে গেলো, তখন পেশাগত নাচনির ঢঙ ছুঁড়ে ফেলে মেয়েটি একটু সলাজ ভঙিতে দর্শকদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে আনন্দ-উদ্বেল হাসি হাসলো। মিলার মরলো সেই হাসিতে, ওর নাচ দেখেও নয়, ওর দেহশ্রীতেও নয়। জিজ্ঞাসা করলো তার সঙ্গে পান করতে কি মেয়েটির কোন আপত্তি আছে। তখন তাকে ডেকে পাঠানো হলো।

মনিবের সঙ্গে মিলার বসে আছে দেখে মেয়েটি আর শ্যাম্পেনেব ফবমায়েস দিলো না, শুধু চেয়ে পাঠালো জিন-ফিজ। আশ্চর্য হয়ে মিলার দেখে যে সঙ্গী হিসেবে মেয়েটি চমৎকার। কাজেই প্রস্তাব করলো শোয়ের শেষে চলুক না ওর সঙ্গে বাড়িতে। অনেক ভেবেচিন্তে রাজী হলো মেয়েটি। দক্ষ হাতে তাসের দান ফেললো মিলার, সে-রাতে মেয়েটিব দিকে এতটুকুও এগুলো না। তখন সবে বসন্তকাল। ক্যাবারে যখন বন্ধ হলো মেয়েটি এলো গায়ে একটা ধোস্‌কা-মতো বিশ্রী ডুফেল কোর্ট চড়িয়ে। মিলার বোঝে এটা ওব ইচ্ছাকৃত অ-সাজ।

সেদিন দুজনে শুধু কফি খেলো আর চললো নানা কথাবার্তা। মনের উদ্বেগ কেটে গেছে, কাজেই কথার ফোয়ারা ছুটলো। মিলার শুনলো ওর নাকি ভালো লাগে পপ মিউজিক, আর্ট, আলস্টারের পাড় ধরে বেড়ানো, ঘরকন্না আর ছোট ছেলেমেয়ে। তাব পর থেকে নিয়ম করে সপ্তাহের ছুটির দিনটাতে ও মিলারের সঙ্গে বেরুতো, ডিনার খেতো বা কোন শো দেখতো, কিন্তু একত্র শয়ন নয়।

তিন মাস পরে মিলার ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। বললো, ইচ্ছে করলে এখানেই ওর বাড়িতে এসে থাকতে পারে। জীবনের গুরুগম্ভীর দিকটাতে সব সময়েই সিগির দৃষ্টি। মনে মনে নিশ্চিত পিটার মিলারকেই বিয়ে করবে। তবে প্রশ্ন এই যে বিয়ের আগেই পাকাপাকি ওর বিছানায়

এলে ওকে পেতে সুবিধা হবে, না, না এলে। বুঝে নেয় যে না যদি আসে তবে প্রয়োজন হলে মিলার তার তোশকের খালি দিকটাতে অন্য কাউকে অনায়াসে নিয়ে আসতে পারে। কাজেই মনস্থির করে ফেললো সিগি। এই বাড়িতেই চলে আসবে সে, এমন মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, মিলারকে এত আরামে রাখবে, যে সে ওকে বিয়ে না করে পারবেই না। নভেম্বরের শেষে ওদের দ্বৈতজীবন ছ মাসে পড়লো।

মিলারের মতো লোক যে গৃহকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতো না, সে-ও স্বীকার করতে বাধ্য হলো সিগি চমৎকার সংসার করে। শুধু তাই নয়, ভোগতৃষ্ণাও তার প্রচুর, রমণেও পরম লাবণ্যময়ী। সরাসরি কখনো বিয়ের কথা পাড়তো না সিগি, ঠারেঠোরে ইঙ্গিত করতো। মিলার কিন্তু না বোঝার ভান করতো। তবু ওরা দুজনেই সুখী, বিশেষত পিটার মিলার। বিয়ের বন্ধন নেই অথচ বিয়ের সব সুখসুবিধাগুলোই পাচ্ছে।...

আধ কাপ কফি শেষ করে মিলার বিছানায় সিগির পাশে লম্বা হয়ে পেছন থেকে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। মৃদু মৃদু ঘন আদর বোলায় ওর জঘনে। জানে যে এতে সিগির ঘুম ভাঙবেই। ক মিনিট পরে উল্লসিত সিগি নড়েচড়ে চিৎ হয়ে শুলো। মিলাব আরো নিবিড় হলো আদরে সোহাগে। আনন্দধ্বনি উঠতে থাকে সিগিব ঘুমজড়ানো কণ্ঠ থেকে। তারপর একসময়ে ওবা দুজনেই ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির শিখরে পৌঁছে গেলো। রতিক্রীড়ার শেষে এলো পরম রমণীয় সঙ্গম।

"ঘুম ভাঙানোব খুব ভালো উপায় বার করেছো দেখছি," স্ফুরিত অধরে সিগি বলে, অভিমানের ভান করে।

"হুঁ, এব চেয়ে খাবাপ উপায়ও আছে," মিলার জানায়।

"সময় কত এখন ?"

"বাবোটা প্রায়।" ইচ্ছে কবেই বাড়িয়ে বললো মিলার। নইলে ও যদি শোনে এখন সবে সাড়ে দশটা, পাঁচ ঘন্টাও ঘুমোতে পাযনি, তাহলে হয়তো বাগে কিছু একটা ছুঁড়েই বসবে। "ইচ্ছে করলে আবাব ঘুমোতে পারো। ওঠার দরকার কি?"

"উম-ম্-ম্। তুমি খুব ভালো।" পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সিগি।

দুটো কাপেরই বাকি কফিটুকু নিঃশেষ কবে মিলাব বাথরুমেব দিকে যাচ্ছে এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। বসাব ঘরে এসে ফোন ধরলো সে।

"পিটার?"

"হুঁ। কে বলছেন?"

"কার্ল।"

মন তখনও ধোঁয়াটে, স্বর শুনে চিনতে পারলো না।

"কার্ল?"

ওপাশের লোকটা রেগে ভীষণ গেলো। "কার্ল ব্রান্ডট। ব্যাপাব কি, ঘুমোচ্ছিস নাকি?"

এতক্ষণে মিলাব ধরায় নেমেছে। "ও হ্যাঁ, আরে কার্ল, তুই। কি ব্যাপার? এক্ষুণি উঠলাম আমি।"

"দেখ্, ওই যে ইহুদীটা মবলো, ওর সম্বন্ধে কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।"

মিলার ঠিক বুঝতে পারে না। "ইহুদীটা মরলো?..কে?"

"আরে কাল রাতে গ্যাসে মারা গেলো না? এটুকুও মনে করতে পারিস না তুই!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল রাতের কথা আমাব মনে আছে। তবে ও যে ইহুদী তা জানতাম না। তো কি ব্যাপার?"

"তোর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই," পুলিস ইন্সপেক্টরটি বলে, "তবে ফোনে নয়। কোথাও দেখা করতে পারিস?"

সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত। নিশ্চয়ই কিছু আছে, মিলার ভাবে, নইলে ফোনে

বলবে না কেন। ব্রান্ডেটের মতো চালাক চতুর পুলিস তো আর গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে মাতামাতি করবে না।

"নিশ্চয়ই। লাঞ্চে ফ্রি আছিস?"

"থাকতে পারি।"

'বেশ তাহলে যদি ভাবিস যে এটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু, আমিই না হয় তোকে লাঞ্চ দিলাম আজ একটার সময় বুঝলি ওজ মার্কেটের কাছে ওই যে ছোট্ট রেস্তোরাটা' ফোন রেখে দিলো মিলার। বুঝতে পারে না কিছুতেই। আলটনার বস্তিতে একটা বুড়ো লোক আত্মহত্যা করেছে তা ইহুদীই হোক--কি এমন রহস্য থাকতে পারে তাতে।

লাঞ্চের কোর্সগুলো একে একে খেয়ে গেলো, প্রসঙ্গের অবতারণাই করছে না ব্রান্ডট। পরে যখন কফি এলো, শুধু বললো,"কালকের রাতের লোকটা।

"হুঁ কি হয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো

"শুনেছিস নিশ্চয়ই যুদ্ধের সময়ে বা তার আগে নাৎসীরা ইহুদীদের ওপর কিসব করতো?"

"হ্যাঁ শুনিনি আবার। ইস্কুলে তো এগুলো রীতিমতো আমাদের গলার ভেতর দিয়ে ঠুসে দেওয়া হয়েছে, নয়?"

মিলার কিন্তু অস্বস্তিবোধ করে। ন দশ বছর যখন বয়স যখন স্কুলে পড়তো তখন বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে সে এবং জার্মানীর সকলেই বিরাট বিরাট যুদ্ধ অপরাধের জন্য দায়ী কিছু না বুঝলেও তখন মেনে নিতো সে কথা।

পরে অবশ্য বুঝতে পারে যারনি যে শিক্ষকেরা যুদ্ধের ঠিক ওই কালটিকে ওকথা বলে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করাও কেউ নেই মুখ খুলতে চান না কেউই, না শিক্ষকেরা না পিতামাতারা সাবালক হয়ে উঠে ইতিহাস খানিকটা পড়ে তবে সে জেনে নিয়েছিলো যেটুকু পড়েছিলে তাতেই ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো তবে মনে হয়েছিলো যে ওগুলোর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কত আগেকার কথা, একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগ ভিন্ন কাল, ভিন্ন পারিধি। ওই সব যখন হয়েছে তখন সে তো সেখানে ছিলো না মা ও নয়, বাবাও নয়। অন্তরে ভেতর থেকে কে যেন তাকে ডেকে বলতো পিটার মিলার ওগুলোর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই কাজেই ও কোন নামও জিজ্ঞাসা করোনা, কোন তারিখও না, কোন বিবরণও নয় তাই এখন ভীষণ অস্বস্তি জাগলো ব্রান্ডট কেন এই ঘৃণিত বিষয়টার উত্থাপন করছে।

কফি কাপে চামচ নেড়েই চলেছে ব্রান্ডট অপ্রস্তুত অবস্থা, যেন বুঝে উঠতেই পারছে না কিভাবে শুরু করবে।

অবশেষে বললো, 'কাল রাতের ওই বুড়ো লোকটা জার্মান ইহুদী ছিলো জানিস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে দিন কাটিয়েছিলো।'

গত সন্ধ্যার সেই স্ট্রেচার মরা মানুষটার মাথা, সব যেন মিলারের মনে ঝলসে উঠলো আচ্ছা, ওরা কি এইভাবেই শেষ হয়ে যায় এটাও নিয়তি। কিন্তু তাকে করে হবে অন্তত ২০ বছর আগে মিত্রপক্ষ এসে ওকে মুক্তি দিয়েছিলো, তারপর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলো ওর মুখটা বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে এর আগে ও কাউকে দেখেনি যে ক্যাম্পে ছিলো অন্তত জ্ঞাতসারে তো নয়ই তেমনি এস এস দলের জল্লাদের কাউকে সে দেখেনি দেখলে অন্তত বুঝতে পারতো মানুষটা নিশ্চয়ই ভিন্ন চেহারার হবে।

দু বছর জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত আইখম্যান বিচারের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সময়

কাগজগুলোতে ফলাও করে শুধু সেই খবর বেরুতো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কাঁচের বুথের ভেতর সেই মুখটার কথা মনে করতে চেষ্টা করে। তখন কিন্তু মনে হয়েছিলো মুখটা কি সাধারণ কি অসম্ভব রকমের সাধারণ। বিচারকাহিনী পড়ে তবে জীবনে প্রথম জানতে পেরেছিলো এস এস রা কিভাবে তাদের কাজ করতো কেমন করে ওরাও পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সব তো ভিন্ন দেশের ঘটনা, পোল্যান্ড, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া কত দূরের, কত দিন আগের। মনের মধ্যে কোনরকম ব্যক্তিসম্পর্ক খুঁজে পায়নি তখন।

মনটাকে বর্তমান পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ব্রান্ডটের কথায় অস্বস্তির যে বোধটুকু জেগেছিলো তা আবার নতুন করে শুরু হলো।

'হ্যাঁ তা কি হয়েছে?'' গোয়েন্দা-বন্ধুটিকে শুধালো।

ব্রান্ডট নীরবে তার অ্যাটাচি কেস খুলে বাদামী কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো।

''বুড়ো লোকটা একটা ডায়রি রেখে গেছে। আসলে সে অত বুড়োও নয় ছাপ্পান্ন বছর বয়স। ও নাকি সেই সময়ে নোট লিখে লিখে পায়ের আবরণের নীচে লুকিয়ে রাখতো, যুদ্ধের পর প্রতিলিপি করেছিলো। সেগুলোই এই ডায়রি।''

প্যাকেটটার দিকে তাকালো মিলার দৃষ্টিতে বিশেষ আগ্রহ নেই।

''কোথায় পেলি এটা?''

'' লাশের ধারে পড়েছিলো কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম, রাতে বইটা পড়লাম।''

অদ্ভুত চোখে বন্ধুর দিকে তাকায় মিলার। 'খারাপ?'

'' ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর আমার কোন ধারণাই ছিলো না ওরা এমন সব কাণ্ড করেছিলো।'

'' আমার কাছে এনেছিস কেন

ব্রাণ্ডট অপ্রতিভ, শুধু কাঁধ ঝাঁকায়। ভাবলাম তুই হয়তো এটা দিয়ে কোন কাহিনী গড়তে পারবি।''

''এটার মালিক কে এখন?

'আইনত টউবেরের উত্তরাধিকারীরা। তবে তাদের আমরা কোনদিন খুঁজে পাব না। অতএব পুলিস বিভাগকেই হয়তো এখন এর মালিক বলা যেতে পারে। কিন্তু তারা তো শুধু ফাইলে রেখে দেবে। চাস যদি তুই নিয়ে নিতে পারিস কিন্তু ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবি না যে আমার কাছ থেকে পেয়েছিস, তাহলে বিভাগে গোলমাল হবে। আমি তা চাই না।

বিল মিটিয়ে ওরা বাইরে এলো।

''বেশ, পড়বো আমি। কিন্তু তোতফেতে নাও উঠতে পারি বলে দিচ্ছি। বড়জোর কোন পত্রিকার জন্যে এক আধটা প্রবন্ধ হতে পারে।''

স্মিতমুখে ওর দিকে ... ব্রাণ্ডট। ' তুই একটা বকালি সাক্ষাৎ মানুষখেকো বাচ্চর।'

'উঁহু,'' মিলার বললো আমি শুধু অন্যদের মতোই শুধু বর্তমানের পথিক। কিন্তু তোর কি ব্যাপার? আমি তো ভেবেছিলাম দশ বছর ধরে পুলিস ফোর্সে আছিস নিশ্চয়ই অ্যাদ্দিনে পোক্ত হয়ে উঠেছিস তুই, লোহার পেটা বুক খুব বিচলিত হয়েছিস না?

ব্রাণ্ডট গম্ভীর হয়ে গেলো মিলারের হাতের প্যাকেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকায়।

''হুঁ, সত্যিই হয়েছি কখনো ভাবতেও পারিনি যে এত চেনা ব্যাপার তার পরে, সবটাই কিন্তু অতীত ইতিহাস নয় কাহিনীটার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাত্র গতরাত্রে এইখানে এই হাম্বুর্গ শহরেই। আচ্ছা চলি পিটার

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরটি মুখ ঘুরিয়ে বওনা হয়ে গেলো । ধারণাও করতে পারলো না কিন্তু যে তার তথ্য কতখানি ভুল ।

দুই

বাদামী কাগজে মোড়া প্যাকেটটা নিয়ে পিটার মিলার তিনটের একটু পরে ফিরলো। বসার ঘরের টেবিলে প্যাকেটটা ছুঁড়ে চলে গেলো মস্ত এক পট কফি বানিয়ে আনতে।

কফি নিয়ে প্রিয় আর্মচেয়ারটায় বসলো। হাতের বাজুতে ধূমায়মান কফি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। প্যাকেট খুলতেই শক্ত মলাট দেওয়া ডায়রিটা বেরুলো। দৃঢ় বাঁধাই নয়, গোল গোল ক্লিপ লাগানো, লুজ-লিফ ধরনের। যে কোন পৃষ্ঠা বের করে নেওয়া যেতে পারে যে কোন সময়, আবার নতুন কোন পৃষ্ঠাও যথেচ্ছ যেকোন স্থানে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রায় দেড়শো টাইপ করা পৃষ্ঠা। পুরনো নড়বড়ে মেশিনে টাইপ হয়েছে, কেননা কোন কোন অক্ষর জীর্ণ, আবার কোন কোন অক্ষর লাইনের ওপরে বা নীচে মুদ্রিত। অধিকাংশ পৃষ্ঠাই কয়েক বছর আগেকার, অথবা কয়েক বছর ধরে হয়তো টাইপ করা হয়েছে, কারণ সাদা কাগজে বয়সের হলদে ছোপ। কিন্তু সামনে পেছনে কয়েকটা নতুন পৃষ্ঠাও আছে, হয়তো কয়েকদিন আগে লাগানো। পাণ্ডুলিপির গোড়াতে কয়েকটা নতুন সেরকম পৃষ্ঠায় ভূমিকা এবং শেষেও নতুন কয়েক পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট। দুটোতেই একই তারিখ, ২১শে নভেম্বর অর্থাৎ দুদিন আগে। মিলার বুঝতে পারে লোকটা আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পব ওগুলো লিখেছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই মিলাব অবাক। সুন্দব সাবলীল জার্মানি ভাষা। পড়েই মনে হয় লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃষ্টি যথেষ্ট।

ডায়রির সামনে শক্ত বাঁধাইয়ের ওপর চৌকো একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা, তাব ওপর একটা বড় সেলোফেন আঁটা। কাগজটায় বড় বড় হরফে কালো কালি দিয়ে লেখা ঃ সলোমন টউবেরের দিনপঞ্জী।

মিলার চেযারে জুত হয়ে বসে পৃষ্ঠা খুলে পড়তে আরম্ভ করলো।

সলোমন টউবের ঃ আমার দিনপঞ্জী

ভূমিকা

আমার নাম সলোমন টউবের। আমি একজন ইহুদী এবং মরণোন্মুখ। আমি আমার নিজের জীবনের অবসান ঘটানোর সংকল্প নিয়েছি কারণ এর আর কোন মূল্য নেই, আর করবাবও আমার কিছু নেই। আমার জীবন দিয়ে আমি যে সমস্ত কাজ করতে চেয়েছিলাম, সব বৃথা হয়েছে। আমি অন্যায পাপ এবং অর্ধম যা দেখেছি সেগুলো শুধু যে টিকেই আছে তা নয়, তাদেব ক্রমোন্নতিও ঘটেছে, অথচ সৎ এবং মঙ্গল ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্রূপের কশাঘাতে তিরোহিত হয়েছে। আমাব বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই নির্যাতনে নির্যাতনে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করে অবশেষে প্রাণ হারিয়েছেন, আমার চাবদিকে এখন শুধু দেখি সেই উৎপীড়কদের। দিনের বেলায় তাদের মুখ আমি দেখি রাস্তায় আব রাত্রে আমি দেখি আমাব স্ত্রী এসথাবের মুখ, যিনি বহুকাল হলো মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এতদিন ধরে আমি বেঁচেছিলাম শুধু একটিমাত্র সাধ পূরণের জন্য, কিন্তু এখন আমার সে সাধ কোনদিনই পূর্ণ হবে না।

জার্মান জাতির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই, কারণ তারা জাত হিসেবে ভালো। গোটা একটা জাত কখনো মন্দ হতে পাবে না, হয় কিছু ব্যক্তিবিশেষ । ইংরেজ দার্শনিক বার্ক ঠিকই বলেছিলেন ঃ ' সম্পূর্ণ একটি জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কি করে আনতে হয় আমি জানি না।' অন্যায় যৌথ হয় না: বাইবেলেই তো বর্ণিত আছে সডোম এবং গোমোরা-বাসীদের পাপের জন্য

প্রভু তাদেব স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ ধ্বংস কবতে চাইলেন, কিন্তু তাদেব মধ্যে ছিলো একজন সৎ ব্যক্তি এবং যেহেতু সে ছিলো সৎ, শাস্তি তাকে পেতে হলো না। অতএব মোক্ষলাভেব ন্যায-অন্যাযও ব্যক্তিগত।

বিগা এব স্টুটহফেব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে যখন আমি বেবিযে এলাম, ম্যাগডেবুর্গেব মৃত্যুমিছিল সত্ত্বেও যখন আমি বেচে বইলাম, ১৯৪৫-এব এপ্রিলে বিটিশ সৈন্যবা যখন আমাকে সেখানে মুক্তি দিযে দিলো, আমাব শবীবটাই মুক্তি পেলেও আত্মা যখন বইলো শৃঙ্খলাবদ্ধ হযে, তখন জগৎকে আমি ঘৃণা কবতে শুরু কবলাম। মানুষজন, গাছপালা, পাহাডপর্বত, সবেব ওপবেই আমাব ঘৃণা কাবণ তাদেব সকলেব সম্মিলিত ষডযন্ত্রেব ফলেই আমাকে যন্ত্রণা সহ্য কবতে হযেছে। সবচেযে বেশি ঘৃণা হলো আমাব জার্মানদেব ওপব। বাববাব নিজেকে আমি প্রশ্ন কবলাম, যেমন গত চাব বছব ধবে আমি বহুবাব কবেছি, কেন ঈশ্বব এদেব সমূলে বিনাশ কবছেন না,— প্রত্যেকটি শহব নগব, ঘববাডি এবং জীবনেব প্রতিটি চিহ্নকে? কিন্তু যখন এবকম কিছুই ঘটলো না তখন ঈশ্ববেব ওপবেও আমাব অনাস্থা জন্মালো, ক্ষুব্ধ অভিযোগে মুখব হলাম যে তিনিও আমাকে এবং আমাদেব জাতিকে ত্যাগ কবেছেন । অথচ তিনিই আমাদেব মধ্যে বিশ্বাস জন্মিযেছিলেন যে আমবাই তাব পবম প্রিয। অবিশ্বাসও জন্মালো তখন, বলতে থাকলাম ঈশ্বব নেই।

কিন্তু সমযেব অভিঘাতে আমি আবাব ভালোবাসতে শিখলাম। ভালোবাসলাম প্রকৃতিকে, পাহাডপর্বত, গাছপালা, ওপবেব নীলাকাশ, শহবেব ভেতব দিযে বহমান নদী, পথেব কুকুব-বিডাল, খোযা বাধানো বাস্তাব ধাবে ধাবে অযত্নজাত গুল্ম, আমাব কুৎসিত চেহাবা দেখে যে সব ছেলেমেযে ভযে পালিযে যায তাদেবও, তাদেব তো কোন দোষ নেই। ফবাসীতে একটা প্রবাদ আছে, 'সবকিছু বুঝতে হলে সবকিছু ক্ষমা ক্ষেমা করে নিতে হয।' মানুষ যখন বুঝতে পাবে— তাদেব দাবিদাবি লোভলালসা ক্ষমতালুব্ধতা অজ্ঞতা দাপটেব কাছে নতিস্বীকাবেব প্রবণতা - তখনই মানুষ ক্ষমা কবে দিতে পাবে তাদেব, কুকর্ম সত্ত্বেও। কিন্তু ভুলে যাওযা সম্ভব নয।

তাব কিছু লোক আছে যাদেব অন্যাযেব সীমা নেই, অতএব তাদেব বোঝাও সম্ভব নয। তাবা সেইজন্যই ক্ষমাও পেতে পাবে না। এব এখানেই বযেছে আমাদেব সত্যিকাবেব অকৃতকার্যতা। কাবণ সেই সব লোক এখনো আমাদেব মধ্যে বাস কবছে, হোটেল বেস্তোবাঁয খানা খাচ্ছে, হাসছে, হাত মেলাচ্ছে সৎ নাগবিকদেব 'কামেবাড' বলেও সম্ভাষণ কবছে। সমগ্র জাতিব ললাটে তাবা শাশ্বতকালেব জন্যে তাদেবই ব্যক্তিগত অন্যায ও অধর্মেব ফলে কলঙ্কেব কালি লেপন কবে দিযেছে অথচ তাবাই আজ সদর্পে সম্মানিত নাগবিক হিসাবে বেঁচে বযেছে — অপমানিত লাঞ্ছিত সমাজ পবিত্যক্ত হিসাবে নয। এইটাই হচ্ছে আমাদেব অকৃতকার্যতা। এবং এই অকৃতকার্যতা তোমাব, আমাব, সবাইযেবই। আমাদেব ত্রুটি হযেছে, ভযঙ্কব ত্রুটি।

পবিশেষে কালক্রমে আবাব ঈশ্ববেব ওপব আমাব ভক্তি জন্মালো। আবাব তাঁব ক্ষমা চেযে নিলাম, তাঁব প্রদত্ত বিধি লঙ্ঘন কবে যে সমস্ত অপবাধ কবেছি তাব জন্যে। এবং সেবকম অপবাধও অসংখ্য   শ্রবণ কবো হে ইস্রাযেল   আমাদেব প্রভু আমাদেব ঈশ্বব   ঈশ্বব এক অদ্বিতীয
শেমা ইস্রাযেল,   আদো নাই এলোহেনু,   আদো নাই এহাদ

ডাযবিব প্রথম কুডি পৃষ্ঠায ডেভ বর্ণনা কবে গেছে তাব জন্মবৃত্তান্ত, হামবুর্গে তাব শৈশবকাল, কাবিগবি শ্রেণী উদ্ভূত তাব যুদ্ধফেবত পিতা এবং ১৯৩৩ সালে হিটলাব ক্ষমতায আসাব অল্প কিছুদিন পবেই তাব মাতাপিতাব বিযোগ। ত্রিশ দশকেব শেষভাগে তাব বিযে হয এসথাব নামে একটি কন্যাব সঙ্গে যাব পেশা ছিলো দর্জিব কাজ। ১৯৪১ এব গোডায তাকে পাকডাও কববাব চেষ্টা হযেছিলো কিন্তু মনিবেব হস্তক্ষেপে সে বিপদ সে কাটিযে উঠেছিলো। অবশেষে মক্কেলেব সঙ্গে তাব দেখা কবতে যেতে হবে, এইবকম একটা অছিলায বার্লিনেব দিকে তাকে নিযে যাওযা হয। ট্রানসিট ক্যাম্পে কিছুদিন কাটানোব পব

তাকে অন্যান্য ইহুদীদের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল-অভিমুখী একটা ক্যাট্‌ল ট্রেনের বক্স-কারে পুরে রওনা করিয়ে দেওয়া হলো।

... মনে করতে পারি না কদ্দিনে এসে ট্রেনটা একটা বেলওয়ে স্টেশনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। যতদূর মনে পড়ে বার্লিনে যেদিন আমরা ট্রাকে বন্ধ হলাম তার ছ দিন সাত রাত্তির পরে। ট্রেনটা হঠাৎই স্থির হয়ে গিয়েছিলো। সাদা আলোর চিল্‌তে দেখে বুঝেছিলাম বাইরে এখন দিন। ক্লান্তি, অবসাদ আর দুর্গন্ধে আমার মাথা ঘুরছিলো।

বাইরে হল্লা শোনা যাচ্ছিলো, লোহার আঁকসি খুলে দেবার আওয়াজও। দরজাগুলো সশব্দে হঠাৎ হাট হয়ে খুলে গেলো। ভাগ্যিস নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাইনি! একদা আমি সাদা সার্ট ও পাটভাঙা ট্রাউজার্স পরেছিলাম (টাই এবং জ্যাকেট অনেকদিন হলো মেঝেতে ফেলে দিয়েছি) অন্যদের চেহারা দেখে বুঝতে পারি, কি ভীষণ অবস্থা এখন!

উজ্জ্বল রোদ এসে গাড়িতে ঢুকতেই অনেকে আঙুল দিয়ে দুচোখ টিপে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে আমি আগেই চোখ বন্ধ করে রেখেছিলাম যাতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ না টাটায়। মানুষের ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতিতে গাড়িবোঝাই লোক টাল সামলাতে না পেরে নানা ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছিটকে পড়লো। বিশ্রী দুর্গন্ধের ভাপ উঠলো গোটা জায়গাটায়। দরজাটা গাড়ির মাঝখানে থাকায় আব আমি পেছন দিকে একটা পাশে দাড়িয়েছিলাম বলে কোনমতে চোখ অর্ধেক খুলে সোজা হয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতে পেরেছিলাম।

যে এস.এস বক্ষীগুলো দরজা খুলেছিলো তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় কত হীন ওরা, তেমনি আসুরিক, গাঁক গাঁক করে কি সব বলছিলো কিন্তু ভাষা বুঝলাম না। ঘৃণায় বিরক্তিতে ওরা একটু সরে দাঁড়ালো। বক্স-কারের মধ্যে একত্রিশজন মানুষ হয় মুখ থুবড়ে নয়তো গুটিসুটি মেরে পড়ে গেলো। তারা আব কোনদিন উঠবে না। বাকি আমরা। অভুক্ত, অর্ধঅন্ধ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝালরঝোলর ছেঁড়া পোশাকে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মেব ওপর। তেষ্টায় আমাদের জিভগুলো টাকরায় গিয়ে আটকে আছে, মুখ কালো হয়ে ফুলে আছে ঠোঁটগুলো ফেটে চৌচির।

প্ল্যাটফর্মে বার্লিন থেকে আগত আরও চল্লিশটা কামরা এবং ভিয়েনা থেকে আঠাবোটা তাদের যাত্রীদের উগরে দিচ্ছিলো। এদের বেশীব ভাগই নাবী এবং শিশু। অধিকাংশ নারী এবং প্রায় সবকটি শিশুই নিরাবরণ, সর্বাঙ্গে বমন-বিষ্ঠা। তাদেব অবস্থাও আমাদের মতোই সাংঘাতিক। কয়েকটি মহিলাকে দেখলাম মৃত শিশু কোলে নিয়ে আলোর মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে নামছে।

রক্ষীরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে ডান্ডা মেরে মেরে নির্বাসিতদেব সাব বেঁধে দাঁড় করাচ্ছিলো, কুচকাওয়াজ করিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে শহরে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন্ শহর? এরা কথা বলছেই বা কোন্ ভাষায়? পরে জানতে পেরেছিলাম শহরটি হচ্ছে রিগা, আর এস.এস রক্ষীগুলো এখান থেকেই ভর্তি হওয়া স্থানীয় ল্যাটভিয়ান। জার্মানীর এস.এস.দের চেয়েও এরা ভীষণ ইহুদী-বিরোধী, তবে মেধা বা বুদ্ধি অনেক কম। এরা মানুষের অবয়বে পশু।

বক্ষীদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো একদল ভীত অসহায় মানুষের মূর্তি। তাদের পরনেব কামিজ ও প্যান্ট জীর্ণ নোংরা। প্রত্যেকের বুকে ও পিঠে মস্ত কালো কাপড়ের পট্টিতে লেখা ঃ 'ই'। এরা একটা বিশেষ কম্যান্ডো, ঘেটো থেকে এসেছে, ক্যাট্‌ল্‌কারগুলো থেকে লাশ নামিয়ে শহরেব বাইরে সেগুলোকে গোর দেবে। ওদের আবার পাহাবা দিচ্ছে জন ছয়েক লোক, তাদেরও বুকে পিঠে 'ই', তবে তাদেব বাহুতে আছে আর্মব্যান্ড আব হাতে গাঁইতির হান্ডল। এরা ইহুদী কাপো, যা করতে বলা হয় তা যদি এরা করে তো অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে এরা ভালো খাবারটাবার পায়।

স্টেশন-দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন জার্মান এস. এস. অফিসার। আমাব চোখ

আলোতে অভ্যস্ত হওয়ার পর আমি তাদের দেখতে পেলাম। তাদের একজন দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে, একটা বড় প্যাকিং বাক্সের ওপর। ট্রেন থেকে যে কয়েক হাজার কঙ্কালসার মানুষ নামলো তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মুখে পরিতুষ্টির সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। সবুজ ইউনিফর্ম, তাতে কালো পটভূমিতে আঁটা রূপোলী এস. এস. প্রতীক যেন বিশেষ করে ওর জন্যেই তৈরি। ডান দিকের কলারের ওপর ওয়াফেন এস.এস.-এর যুগ্ম বিদ্যুৎ রেখা। বাঁ দিকে তার পদমর্যাদার নিশান ...ক্যাপ্টেন।

লোকটা লম্বা একহারা চেহারার; চুলের রঙ ফিকে বাদামী, নীল চোখ দুটো যেন বৃষ্টি-ধোওয়া। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম লোকটা ভয়ঙ্কর ধর্ষকামী। ইতিমধ্যেই রিগার কশাই নামে সে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলো, সেই নাম পরে মিত্রশক্তিও ব্যবহার করেছিলো। সেই প্রথমবার আমি দেখলাম এস.এস. ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানকে। ...

১৯৪১-এর ২২শে জুন ভোর পাঁচটায় হিটলারের ১৩০টি ডিভিশন তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে রাশিয়া আক্রমণে সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রতিটি বাহিনীর পেছনে পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে চললো এস.এস. উন্মূল দল। হিটলার হিমলার এবং হেইড্রিখের নির্দেশ ছিলো এদের ওপরে যে সেনাবাহিনী যে সমস্ত এলাকা দখল করতে করতে এগিয়ে যাবে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে কম্যুনিস্ট কমিশারদের আর গ্রামীণ ইহুদী পরিবারদের উন্মূল করে দিতে হবে, শহরবাসী ইহুদীদের প্রত্যেকটি বড় শহরে ঘেটো স্থাপনা করে সেই খোঁয়াড়ে আটকে রাখতে হবে পরবর্তী 'বিশেষ ব্যবস্থা'র জন্যে।

সৈন্যবাহিনী ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা অধিকার করলো ১লা জুলাই ১৯৪১। ওই মাসেব মাঝামাঝি এস.এস. কমান্ডোদের প্রথম দলটা এসে ওখানে পৌঁছলো। ১লা আগস্টে এস. এস. থেকে রিগাতেই তাদের স্থানীয় এস. ডি. এবং এস. পি. বিভাগ খোলা হলো, এখান থেকেই পরিচালনা করা হবে সেই উন্মূল-পরিকল্পনা যা দিয়ে গোটা অস্টল্যান্ড (অধিকৃত তিনটি বাল্টিক রাজ্যের নতুন নাম) ইহুদীবিহীন হবে।

তারপর বার্লিনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার ইহুদীদের নিধনের জন্যে রিগাকে ট্র্যান্সিট ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হোক। ১৯৩৮ সালে ৩,২০,০০০ ছিলো জার্মান ইহুদী এবং ১,৮০,০০০ অস্ট্রিয়ান ইহুদী ... মোট পুরো পাঁচ লাখ। ১৯৪১-এর জুলাই পর্যন্ত হাজার হাজার ইহুদীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, বিশেষ করে সাশেনহাউসেন, মাউথাউসেন, র‍্যাভেন্সব্রুখ, ডাচাউ, বুখেনওয়াল্ড, বলসেন এবং বোহেমিয়ার থেরেমিয়েনস্টাডে। কিন্তু ওগুলো ক্রমশ ভরে উঠছিলো, তাই পূর্বাঞ্চলের অখ্যাত স্থানগুলো অবশিষ্ট ইহুদীদের সমূলবিনাশের পক্ষে প্রশস্ত বলে মনে হলো। অবশ্য ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ছটি উন্মূল কেন্দ্র নতুন করে বানাতে বা যেগুলো আছে সেগুলো বাড়াতে। এগুলো হলো অউশউইৎস, ট্রেব্লিঙ্কা, বেলজেক, সবিবর, চেল্মনো ও ময়দানেক। কিন্তু যতদিন না সেগুলো তৈরি হচ্ছে ততদিন এমন একটা জায়গা তো দরকার যেখানে যতটা সম্ভব ইহুদীদের বিনাশ কবা যায় আর বাকি লোকগুলোকে 'মজুত' করে রাখা হয়। রিগাকে পছন্দ করা হলো সেই অভাব পূরণেব জন্যে।

১লা আগস্ট ১৯৪১ থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৪ পর্যন্ত ২,০০,০০০ জার্মান ও অস্ট্রিয়ান ইহুদীকে রিগায় পাঠানো হয়েছিলো, যার মধ্যে ৮০,০০০ ওখানেই মৃত্যু বরণ করে থাকলো আর বাকি ১,২০,০০০কে পোল্যান্ডের ওপরে উল্লিখিত ছটা উন্মূলকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিলো। এর মধ্যে মোটমাট ৪০০ জন বেঁচে ফিরেছিলো, যার মধ্যে আবার অর্ধেকেরও বেশী স্ফুটহফ এবং ম্যাগডেবুর্গেব মৃত্যু-মিছিলে মরণবরণ কবেছিলো। রাইখ জার্মানী থেকে রিগায় পরিবাহিত ইহুদীদের মধ্যে টউবেরদেব দলই প্রথম। ওরা সেখানে পৌঁছেছিলো ১৮ই আগস্ট, ১৯৪১, বেলা ৩-৪৫এ।

... রিগার ঘেটো এই শহরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগে রিগার ইহুদীদের বাস ছিলো এই

অঞ্চলে, কিন্তু আমি যখন পৌঁছেছি তখন তারা কয়েকজন মাত্র ছিলো সেখানে। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের ভেতর রশম্যান এবং তার সহকারী ক্রাউস ওপর-মহলের নির্দেশে তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছিলো।

ঘেটোটা ছিলো শহরের উত্তর প্রান্তে, যার পরেই উত্তর দিকে অবারিত মাঠ। দক্ষিণ মুখটায় ছিলো পাকা দেওয়াল, অন্য তিন দিকে কয়েক সার করে কাঁটাতারের বেড়া। একটিমাত্র ফটক, উত্তর মুখ দিয়ে তার ভেতর দিয়েই যাতায়াত। দু পাশে ওয়াচটাওয়ার, পাহারা দিতো ল্যাটভিয়ান এস.এস. ফৌজিরা। ফটক থেকে ঘেটোর মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল অবধি, নাম 'মেজ কালনু ইয়েলা' বা ছোট পাহাড়ের রাস্তা। দক্ষিণ থেকে উত্তরের গেটের দিকে মুখ করলে ডান ধারে পড়তো ' ব্লেখ প্লাৎস' বা টিন স্কোয়্যার: এইখানেই হতো কাকে মারা হবে না হবে তার নির্বাচন, হাজিরা নেওয়া, বেগার খাটার দল গড়া, চাবুক মারা, আর ফাঁসী। চত্বরের ঠিক মাঝখানটায় ছিলো বিশাল ফাঁসীকাঠ, আটটা ইস্পাতের আঁকড়া থেকে পাকাপোক্তভাবে ঝুল খেতো আটটা ফাঁস। প্রতি রাত্রে অন্তত ছজন অভাগার শরীর এখান থেকে দুলতো। দিনের কাজের পরিমাণ দেখে তৃপ্তি না পেলে রশম্যানের হুকুমে আবার এই আটটা আঁকড়াকে প্রায়ই কয়েক খেপে কাজ করতে হতো।

পুরো ঘেটোর আয়তন ছিলো প্রায় দুই বর্গমাইল। এককালে এটা ছিলো একটা উপনগরের মতো যেখানে বারো থেকে পনেরো হাজার লোক বাস করতো। আমাদের আসবার আগে রিগাব ইহুদীরা, অন্তত যে দু-হাজার তখনো ছিলো, তারা ইঁট তুলে তাদের অংশ আলাদা করে নিয়েছিলো। ফলে যে পাঁচ হাজার নরনারী শিশু এলাম তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ছিলো। কিন্তু আমরা আসবার পর থেকে দিনের পর দিন নতুন নতুন দল আসতে থাকলো: ঘেটোয় আমাদের এলাকাতেই লোকের সংখ্যা হয়ে গেলো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। তখন শুরু হলো বিয়োগের খেলা: নতুন যতজন আসে ঠিক ততজন পুরনো বাসিন্দাকে শেষ করে ফেলা হয়, যাতে জায়গার অকুলান না হয়। নইলে অত্যধিক ভিড়ে আমরা যারা খাটতে পারি তাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়ে যাক, রশম্যান তা কিছুতেই হতে দেবে না।

প্রথমদিন সন্ধ্যায় আমরা গুছিয়ে বসলাম, প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটলো একেকটা ঘর। সত্যিকারের খাট, পর্দা এবং কোট টেনে গায়ে দিয়ে কম্বলের অভাব মেটালাম। কল থেকে প্রাণভরে জল খেয়ে নিয়ে আমার পাশের ঘরের পড়শী তো ভাবলো যে হয়তো এমন কিছু মন্দ হবে না ব্যাপারটা। কিন্তু তখনো আমরা রশম্যানের সাক্ষাৎ পাইনি....

গ্রীষ্ম থেকে শরৎ, শরৎ থেকে শীত। ঘেটোর অবস্থার ক্রমে অবনতি হচ্ছে। রোজ সকালে প্রত্যেককেই ল্যাটভিয়ান পাহারাদারদের রাইফেলের কুঁদো আর ডাণ্ডার বাড়ি খেতে খেতে টিন স্কোয়্যারে সার বেঁধে দাঁড়াতে হয়। অধিবাসীদেব বেশী ভাগই পুরুষ. কারণ কার্যক্রমে পুরুষদের অনুপাতে নারী এবং শিশুদের এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বেশী সংখ্যায় খতম কবে দেওয়া হয়। সার বেধে দাঁড়ানোর পর হাজিরা ডাকা হয়। নাম ধরে কাউকে ডাকে না: গুণে গুণে আমাদের কাজেব হিসাবে কয়েক ভাগে ভাগ করে ফেলে। ঘেটোয় প্রায় সবাইকেই স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে, সার বেঁধে দলে দলে পাঠিয়ে দেওয়া হয বাধ্যতামূলক কাজে, কাছাকাছি যে সমস্ত কারখানা গড়ে উঠছে সেইগুলোতে, বারো ঘন্টা করে একনাগাড়ে বেগার খাটতে।

আমি আগে বলেছি যে আমি ছুতোরমিস্ত্রি ছিলাম। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। তবে স্থপতি হিসাবে আমি ছুতোর মিস্ত্রিদের কাজ অনেক দেখেছি, কাজেই চালিয়েও নিতে পারি। ভেবেছিলাম ছুতোর মিস্ত্রিদের চাহিদা নিশ্চয়ই থাকবে, অতএব তদ্দিন আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে না। আমার অনুমান ঠিকই হয়েছিলো। কাছাকাছি একটা কাঠের কলে আমাকে কাজে পাঠানো হলো। সেখানে স্থানীয় পাইনগাছগুলোকে কেটে কেটে সেনাবাহিনীর জন্যে প্রিফ্যাব-কুটির বানানো হচ্ছিলো।

ভীষণ পরিশ্রমের কাজ, অটুট স্বাস্থ্যবানেরাও হয়তো সহ্য করতে পারতো না। গোটা গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালটাও আমাদের বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা এবং নিম্ন ল্যাটভিয়ার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কাজ করতে হলো।...

খাওয়ার বরাদ্দ ছিলো আধ লিটার তথাকথিত স্যুপ, যেটা আসলে ঘোলা জল, কখনো অবশ্য আলুর এক-আধটা মাথাটাথাও ভাসতো। সকালে কাজের মার্চ করে যাওয়ার আগে আমাদের এটা দেওয়া হতো। তারপর রাতে ঘেটোতে ফিরে এলে আবার আধ লিটার ওই বস্তু, সঙ্গে কালো রুটির মাত্র একটা টুকরো আর একটা পচ-ধরা আলুসেদ্ধ করা।

ঘেটোতে খাদ্যবস্তু আনলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী, সন্ধ্যার হাজিরা ডাকার সময় টিন স্কোয়্যারে সারবাঁধা লোকগুলোর চোখের সামনে। তবু ওই ঝুঁকিটুকু না নিলে অমনিতেও না খেয়ে মৃত্যু।

সন্ধ্যাবেলায় দলগুলো যখন ধুঁকতে ধুঁকতে অবসন্ন পায়ে ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকতো তখন রশম্যান আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গ প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়ি চেক করতো। হঠাৎ কোন একজন পুরুষ বা নারী বা শিশুকে ডেকে হুকুম করতো ফটকের একপাশে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে। যদি একটুকরো রুটি বা একটাও আলু পাওয়া যেতো তাদের শরীরের কোথাও তো তাদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সবাইকে মার্চ করিয়ে টিন স্কোয়্যারে দিকে এগিয়ে যেতে দিতো হাজিরার জন্যে।

সবাই সার বেঁধে দাঁড়ালে রশম্যান দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে আসতো। পেছনে পেছনে এস. এস. রক্ষীদের পাহারায় ওই হতভাগা মানুষগুলো, হয়তো গুনতিতে তারা জনা বারো। তাদের মধ্যে যেগুলো পুরুষ তারা গিয়ে উঠতো ফাঁসীমঞ্চে, কাঠের চৌকো চেয়ারে বসে গলায় ফাঁসের দড়ি পরে অপেক্ষা করতো হাজিরা কখন শেষ হবে তার জন্যে। তারপর রশম্যান এগিয়ে যেতো সেই ফাঁস গলায় লাগিয়ে থাকা সারিবদ্ধ লোকগুলোর পাশে। উঁচু চেয়ারে বসে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ চেয়ারে লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিতো। লোকটা হ্যাঁচকা টানে ফাঁসে ঝুলে পড়তো। সামনাসামনি মুখের দিকে চেয়ে কাজটা করতে ভালোবাসতো রশম্যান, যাতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা তার মুখ দেখতে পায়। কখনো কখনো বা চেয়ারে লাথি কষাবার জন্যে পা পিছিয়ে নিয়েই ঠিক মোক্ষম সময়ে থেমে যেতো: লোকটা তখন চেয়ারে বসে বসেই কাঁপতো, ভাবতো যে ফাঁসে আটকে সে বোধহয় দুলছে, আর তখন সে কি উল্লসিত হাসি রশম্যানের!

কখনো বা ওদের মধ্যে কেউ ঈশ্বরকে ডাকতো, কখনো বা কেউ দয়াভিক্ষা চাইতো। রশম্যানের খুব ভালো লাগতো সেই সব অনুনয়, বিনয় শুনতে। তখন সে ভান করতো যে সে কানে কম শোনে। কানের ওপর হাত রেখে বলতো,"একটু জোরে বল দেখি, কি বলছিলে?"

তারপর সেই চেয়ারটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলতো,'কানটা গেছে দেখছি হে আমার, যন্ত্র লাগাতে হবে।...'

কয়েক মাসের মধ্যে এডুয়ার্ড রশম্যান, আমাদের অর্থাৎ বন্দীদের চোখে হয়ে দাঁড়ালো একটি সাক্ষাৎ শয়তান। যতরকম বীভৎসতা সে কল্পনা করতে পারে, সব আমাদের ওপর প্রয়োগ করতো।

ক্যাম্পের ভেতরে খাদ্য নিয়ে আসতে গিয়ে যদি কোন বন্দিনী ধরা পড়তো তবে তার চোখের সামনে প্রথমে পুরুষ অপরাধীগুলোকে ধরে ধরে ফাঁসীতে লটকাতো। তাকে সেই দৃশ্য দেখতেই হতো বিশেষ করে যদি সেই পুরুষগুলোর মধ্যে থাকতো তার নিজের ভাই কি স্বামী। তারপর রশম্যান তাকে আমাদের সবায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসাতো, ক্যাম্পের নাপিত ডেকে তার মাথা পুরো মুড়িয়ে দিতো।

হাজিরা ডাকা শেষ হয়ে গেলে তাকে কাঁটাতারের ওপাশে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হতো।

তাকে দিয়েই তার জন্যে অগভীর কবর খোঁড়াতো, গর্তের পাশে আবার তাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করিয়ে রশম্যান বা তার অন্য কোন সহকারী লুগার পিস্তল দিয়ে একেবারে কাছ থেকে তার খুলির নীচে ঠক্ করে গুলি করতো। বধ্যভূমিতে আমাদের কাউকে আসতে দেওয়া হতো না, তবু ল্যাটভিয়ান রক্ষীদের মুখে মুখে ক্যাম্পে শোনা যেতো যে রশম্যান কখনো কখনো কোন স্ত্রীলোকের কানের পাশ দিয়ে বাইরে গুলি করতো, আতঙ্কে সে তখন কবরের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়তো, তারপরে আবার উঠে এসে আগের মতোই জানু পেতে বসতো। আবার কখনো বা রসম্যান শূন্য চেম্বারে ট্রিগারে টিপতো, যখন শুধু একটা ক্লিক শব্দ হতো, মেয়েছেলেটি কিন্তু সেই মুহূর্তে এমন আঁকুপাঁকু শুরু করে দিতো যেন মৃত্যু এসে তাকে আঘাত করেছে। ল্যাটভিযানরা দানব, তবু রশম্যান তাদেরও অবাক করে দিতে পেরেছিলো।...

রিগাতে একটি মেয়ে বন্দীদের সাহায্য করতো, যার জন্যে অবশ্য তাকে অনেক ঝুঁকি নিতে হতো। মেয়েটির নাম ছিলো অলি অ্যাডলার, মুনিখে বোধহয় তার বাড়ি। ভেতরে খাবার নিয়ে আসবার জন্যে তার বোন গের্ডাকে গোরস্থানে গুলি করে মারা হয়েছিলো। অলি অত্যন্ত রূপসী ছিলো, কাজেই রশম্যানের চোখে ধরলো। ওকে সে তার রক্ষিতা বানিয়ে নিলো—সরকারী কাগজে অবশ্য লেখা হলো বাড়ির চাকরানী। কারণ এস.এস. লোকদের সঙ্গে ইহুদীদের সম্পর্ক একেবারেই নিষিদ্ধ। এই মেয়েটি এস.এস. স্টোর থেকে চুরি করে ঘেটোতে যখন আসবার অনুমতি পেতো, ওষুধপত্র নিয়ে আসতো। অপরাধটার শাস্তি ছিলো অবশ্য মৃত্যু। মেয়েটিকে আমি শেষবারের মতো দেখি যখন আমরা রিগা ডক থেকে জাহাজে উঠেছিলাম।...

শীতের শেষে আমি মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। এককালে আমার স্বাস্থ্য ছিলো ভালো: কিন্তু ক্ষুধায়, ঠাণ্ডায়, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, অমানুষিক খাটুনিতে, অত্যাচারে অত্যাচারে আমার সেই পেটানো শরীর হয়ে দাঁড়ালো শুধু চামড়ায় মোড়া কতগুলো হাড়। আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে দেখতাম একটা চামড়া কুঁচকানো, খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা বুড়োমানুষের মুখ যার চোখ দুটো লাল আর গাল তোবড়ানো। অথচ আমার বয়স তখন সবে পঁয়ত্রিশ কিন্তু চেহারা দেখে মনে হতো যেন তার দ্বিগুণ। সকলেরই ওই একই অবস্থা।

হাজার হাজার মানুষকে আমি জঙ্গলে নিয়ে যেতে দেখেছি পাইকারি হারে মারতে, ঠাণ্ডায় অনাহারে আর প্রচণ্ড খাটুনিতে শয়ে শয়ে লোককে আমি মরে যেতে দেখেছি · কত লোককে দেখলাম ফাঁসীতে ঝুলিয়ে, গুলি করে, চাবকে বা ডাণ্ডা মেরে খুন করে ফেললো। পাঁচ মাস যে আমি বেঁচে আছি সেটা মনে হতো যেন আমার আয়ুর বাইরের ফালতু কোন হিসাব। ট্রেনের কামরায় আমি যে জীবনমরণ পণ দেখিয়েছিলাম তা আর নেই, আছে শুধু যান্ত্রিক চলাফেরা, আবেগ-অনুভূতিশূন্য। তবু জানতাম যে এই যান্ত্রিক চলাফেরারও অবসান ঘটলো বলে, আর কতদিন বা! কিন্তু মার্চে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমি আবার নতুন করে ইচ্ছাশক্তি ফিরে পেলাম।

তারিখটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৩রা মার্চ ১৯৪২...যেদিন দ্বিতীয়বার ডুনামুণ্ড কনভয় গেলো। মাসখানেক আগে আমরা দেখেছিলাম, সেই প্রথমবার, যে একটা অদ্ভুত ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা একতলা বাসের মতো গড়ন, ইস্পাত-ধূসর রঙ অথচ একটা জানলাও নেই। ঘেটোর ফটকের ঠিক বাইরেই ভ্যানটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। সকালের হাজিরা নেওয়ার সময় রশম্যান জানালো যে একটা বিশেষ ঘোষণা করবার আছে। রিগা শহর থেকে প্রায় আশী মাইল দূরে ডুনা নদীর ধারে ডুনামুণ্ডে একটা নতুন কারখানা গড়া হয়েছে, মৎস্য সংরক্ষণ করবার। সেখানে হালকা কাজ, ভালো খাওয়া-দাওয়া, থাকবার জায়গাও সুন্দর, কিন্তু যেহেতু কম কাজ সেজন্যেই শুধু বুড়ো-বুড়ী, শিশু বা অসুস্থ এবং দুর্বল লোকদেরই ওখানে যাওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে।

স্বভাবতই যেতে চাইলো অনেকে। রশম্যান আমাদের লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

লোক নির্বাচন করতে থাকে। অন্যান্য বার অসুস্থ বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাইনের পেছনে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো: তাদের যখন টেনে হিঁচড়ে বার করে বধ্যভূমির পাহাড়ে যাবার জন্যে কাতারে দাঁড় করাতো তখন রোলারোল আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। কিন্তু সেবারে হলো ঠিক উল্টো, নিজেরাই এগিয়ে এলো তারা। শেষে একশোজন নির্বাচিত হলো। তারা সবাই যখন সেই ভ্যানে উঠে পড়লো তখন গাড়িটার দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। বাইরে থেকে যারা দেখছিলো তারা দেখলো যে দরজাগুলো কেমন যেন শক্ত হয়ে এঁটে বন্ধ হয়ে গেলো। ভ্যান থেকে কোন ধুঁয়ো নেই। পরে শোনা গিয়েছিলো যে ডুনামুণ্ডে শুঁটকি মাছের কারখানা কিচ্ছু নেই, সব বাজে কথা, ভ্যানটা আসলে হলো গ্যাস দিয়ে মানুষ মারবার আধার। ঘেটোতে সেই থেকে 'ডুনামুণ্ড কনভয়' কথাটার মানে হয়ে দাঁড়ালো গ্যাস দিয়ে মারা।

৩রা মার্চে ঘেটোতে শোনা গেলো যে আবার ডুনামুণ্ড কনভয় যাবে। ঠিক তাই হলো, হাজিরা নেওয়ার সময়ে রশম্যান আবার সেই আগের ঘোষণা করলো। কিন্তু এবারে কারো কোন আগ্রহ নেই, কেউ এগিয়ে এলো না। রশম্যান হাসিমুখে নেমে এলো, শেষ থেকে শুরু করলো কারণ অথর্ব, পঙ্গু আর দুর্বলেরা পেছন দিকে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। এগুতে এগুতে সে হাতের চাবুক দিয়ে একেকজনের বুকে টোকা দেয় আর তাকে টেনে লাইনের বাইরে দাঁড় করিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে ডুনামুণ্ডের যাত্রী বাছাই চললো।

একজন বৃদ্ধা ব্যাপারটা ঠিক মতো আঁচ করে সেদিন লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়েছিলো। বয়স তার প্রায় পঁয়ষট্টি। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে সেদিন সে পরে এসেছিলো উঁচু হিলের জুতো, কালো রেশমী মোজা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত খাটো স্কার্ট আর বাহারি টুপি। গাল দুটো রুজ ঘষে-ঘষে লাল, মুখে পাউডারের প্রলেপ, ঠোঁটে ঘন লিপস্টিক। অবশ্য বয়স ঢাকা পড়েনি তাতে তবু বৃদ্ধা ভেবেছিলো যে এইরকম সাজপোশাকে হয়তো সে চট্ করে নজরে পড়বে না।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে রশম্যান হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। একবার দেখে নিয়ে আবার ভালো করে তাকালো। মুখে উল্লাসের হাসি ফুটে উঠলো।

'অ্যাঁ, কি দেখছি এখানে?' স্ত্রীলোকটির দিকে চাবুক উঁচিয়ে জোরে জোরে বলে উঠলো যাতে তার সঙ্গীসাথীরা শুনতে পায়। তারা তখন চত্বরের মাঝখানে যাদের বাছাই করা হয়ে গিয়েছে সেই শতখানেক লোকের পাহারা দিচ্ছিলো।

রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রশম্যান, 'কিগো যুবতী, ডুনামুণ্ডে বেড়াতে যেতে চাও না?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বৃদ্ধা বললো, 'না স্যার।'

'বয়স কত তোমার?' হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠলো রশম্যান, এস.এস বন্ধুরা তাই শুনে খিলখিল করে হাসে। 'সতেরো না কুড়ি?'

বৃদ্ধার দুর্বল হাঁটুদুটো কাঁপতে থাকে। ফিসফিস করে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'বাঃ চমৎকার!' চেঁচিয়ে উঠলো রশম্যান। 'সুন্দরী নারী আমার খুব পছন্দ। এসো এসো, মাঝখানটায় দাঁড়াও, তবে না আমরা সবাই তোমার রূপযৌবন তারিফ করতে পারবো।'

বলেই তাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে টিন স্কোয়্যারের মাঝখানটায় নিয়ে খোলা চত্বরে দাঁড় করিয়ে দিলো। বললো, 'তাহলে রূপসী, তুমি যখন এত সুন্দর আর এত অল্পবয়সী, একটু নাচ দেখাও আমাদের, কেমন?'

ঠাণ্ডা হিম বাতাসে আর আতঙ্কে বৃদ্ধা সেখানে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। নীচু স্বরে কি একটা বললো, আমরা শুনতে পেলাম না।

'কি বললে?' চিৎকার করে উঠলো রশম্যান, 'নাচতে পারো না? আহাঃ, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের তো নাচতে পারা উচিত,...কিগো?'

তার জার্মান এস.এস. সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন দমকে দমকে হাসছে। ল্যাটভিয়ানরা কিছু বুঝতে না পারলেও হাসতে শুরু করে দিয়েছে। বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকালো। রশম্যানের মুখ থেকে হাসি উবে গেলো।

খেঁকিয়ে উঠলো সে, 'নাচো।'

পা ঘষে ঘষে একটু নড়াচড়া করলো বৃদ্ধা, কিন্তু তারপর থেমে গেলো। রশম্যান হাতে তুলে নিলো তার লুগার পিস্তল, ক্যাচ সরিয়ে তাক্ করে গুলি ছুঁড়লো বৃদ্ধার পায়ের থেকে ঠিক এক ইঞ্চি দূরে। ভয়ে এক ফুট লাফিয়ে উঠলো বেচারী।

'নাচ্...নাচ্...নাচ্...ইহুদী কুত্তী শালী...নাচ্।' 'নাচ্' কথাটা বলে, আর প্রত্যেকবার তার পায়ের নীচে এক-একটা করে গুলি ছোঁড়ে।

তিনটে পুরো ম্যাগাজিন খরচ করে রশম্যান বৃদ্ধাকে সত্যিই নাচালো। প্রত্যেকটা গুলি যত কাছে এগিয়ে আসে, আতঙ্কে ততই ঊর্ধ্বে লাফ দেয় বৃদ্ধা। প্রতিটি লাফের সঙ্গে সঙ্গে স্কার্টটা প্রায় তার কোমর পর্যন্ত উঠে যায়। শেষে বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো: ওঠবার আর ক্ষমতা নেই, এখন বেঁচে থাকুক বা মরে যাক কিছুই এসে যায় না। রশম্যান তাঁর শেষ তিনটে গুলি ওর মুখের ঠিক সামনে বালির মধ্যে ছোঁড়ে। বালি উড়ে চোখে ঝাপটা লাগে বৃদ্ধার। প্রতিটি গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে ফাঁকে বুক-ফাটানো আর্তনাদ এসে চত্বরে খোলা ময়দানে বায়ুর সঙ্গে মিশে গেলো।

সব গুলি শেষ হয়ে গেলে পর রশম্যান আবার হেঁকে উঠলো ,'নাচ্।' বৃদ্ধার তলপেটে প্রচণ্ড জোরে জ্যাকবুটসুদ্ধ পা দিয়ে লাথি কষালো। সবই ঘটলো আমাদের চোখের সামনে, সবাই নির্বাক নিশ্চুপ। হঠাৎ আমার কানে এলো পাশের লোকটা প্রার্থনা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লোকটা ইহুদী যাজক (হাসিদ): ছোটখাটো চেহারা, দাড়ি আছে, পরনে এখনো তার লম্বা কালো কোটের ভগ্নাবশেষ। প্রচণ্ড শীতের জন্যে আমরা যখন সবাই টুপির ওপর দিয়ে কানঢাকা মাফলার জড়িয়েছি তখনো সে তাদের প্রথামতো চওড়া ঘেরের টুপি পরে আছে। শেমা আবৃত্তি করতে থাকে সে একবারের পর একবার, কয়েকবার ধরে করলো। অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়তে থাকে। রশম্যানের মেজাজ যেমন চড়ে আছে তাতে আমিও নীরবে প্রার্থনা করতে থাকি হাসিদ যেন চুপ করে যায়। কিন্তু তা হবার নয়।

'শ্রবণ কর, হে ইস্রায়েল...'

'চুপ করো,' মুখের এক কোণ দিয়ে আমি হিসিয়ে উঠলাম।

'আদোনাই এলোহেনু...আমদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর...'

'চুপ করবে কিনা... আমরা সবাই যে মরবো।'

'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়...আদোনাই এহা-আ- আ-দ্'

শেষের উচ্চারণটা টেনে টেনে ধর্মীয় সংস্কারগত প্রথায় করলো, যেমনটি করেছিলো রাব্বি আকিভা যখন টিনিয়ুস রুফাসের আদেশে তাঁকে সিজারিয়ার অ্যাম্ফিথিয়েটারে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ওপর চেঁচামেচি থামিয়ে রশম্যান, জন্তুরা যেমন বাতাসে নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়, তেমনিভাবে মাথা তুলে ঘন শ্বাস টানছে। সোজা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। হাসিদের চেয়ে আমি অনেক লম্বা, তাই আমার দিকেই তাকালো।

'কে কথা বলছে?' গর্জে উঠলো সে। বালির ভেতর দিয়ে ঠিক আমার কাছে চলে এলো। 'তুমি...লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।' কোন সন্দেহ নেই আমার দিকেই চাবুক উঁচিয়ে আছে। ভাবলাম, তাহলে এই শেষ। হোক্, ক্ষতি কি? হবেই যখন, আজ না হয় কাল। আমি লাইন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কিচ্ছু বললো না সে, কোন কথা নয়, তবে তার মুখের পেশীগুলো নড়ে নড়ে উঠছিলো। তারপর, দেখলাম পেশীগুলো স্থির হলো, আর তার মুখময় ছড়িয়ে গেলো সেই শান্ত শ্বাপদ হাসি যা দেখলে ঘেটোর সবাইয়ের রক্ত হিম হয়ে যেতো, এমন কি ল্যাটভিয়ান রক্ষীগুলোরও।

এত দ্রুত তার হাত চললো যে চোখেও পড়লো না। আমি শুধু টের পেলাম মুখের বাঁ পাশে একটা প্রচণ্ড চাপ আর তারই সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ আমার কানের পর্দার কাছে, যেন একটা বোমা ফাটলো সেখানে। তারপরেই যেন একটা নেহাৎই নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি, যেন আমার নিজের ইন্দ্রিয়জাতই নয়, অথচ রগ থেকে মুখ পর্যন্ত আমার নিজেরই চামড়া পুরনো কাপড় টেনে ছেঁড়বার মতোন সশব্দে ফেটে গেলো। রক্ত ঝরবার আগেই আবার রশম্যানের হাত উঠলো, এবারে ভিন্ন পাশে। তার চাবুক আর একবার বোমা ফাটালো আমার অন্য কানে, আবার সেই চামড়া ছিঁড়ে যাবার আওয়াজ। চাবুকটা দু ফুট, হ্যাণ্ডেলের দিকে লাগানো আছে ইস্পাতের নল আর বাকিএক ফুট অংশ কোঁচকানো চামড়ার। মানুষের চামড়ায় সজোরে ঘা মেরে একই সঙ্গে টেনে দিলে কাগজের মতো দু ফালি হয়ে যায় চামড়া। আমি তা হতে দেখেছি।

সেকেণ্ডের মধ্যেই উষ্ণ রক্ত নীচে বয়ে যাচ্ছে টের পেলাম। গালেব দু পাশ বেয়ে দুটো প্রস্রবণ আমার জ্যাকেটের সামনেটা ভিজিয়ে দিলো। রশম্যান আমার কাছ থেকে সরে গেলো, তারপর দু পা পিছিয়ে বৃদ্ধার দিকে সঙ্কেত করলো; সে তখন চত্ববে মাঝখানে বালির ভেতরই পড়ে আছে, শুধু ফোঁপানির আওয়াজ আসছে কানে।

'বুড়ীটাকে তুলে ভ্যানে নিয়ে যাও,' খেঁকিয়ে উঠলো সে।

কাজেই অন্য একশো হতভাগা পৌঁছনোর আগেই বুড়ীকে কাঁধে তুলে ছোট পাহাড়ের রাস্তা পেরিয়ে ভ্যানের কাছে চলে এলাম। ভ্যানের পেছনে দিকে ওকে বসিয়ে চলে আসছি, বুড়ী আমার কব্জি চেপে ধবলো। সাঁড়াশীর মতো দৃঢ় শক্ত চাপ, ধারণাই কবতে পারিনি যে ওর দেহে তখনো অমন শক্তি অবশিষ্ট আছে। মরণগাড়ির মেঝেতে বসে আমাকে টেনে নামালো তার দিকে। একটা কেমব্রিকের রুমাল দিয়ে,—তাব অতীত সুদিনের প্রতীক বোধহয় সেটা, - আমার তখনো ঝরন্ত রক্তেব খানিকটা মুছিযে দিলো।

বুড়ী তার মুখটা আমাব দিকে ফেরালো। সেই মুখে ম্যাসকারা, রুজ, চোখের জল আর বালি মিশে একাকার, কিন্তু কালো চোখ দুটো তারার মতো ঝকঝকে।

ফিসফিসিয়ে বললো. 'ইহুদী বাছা শোনো, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে যে তুমি বেঁচে থাকবে। আমাকে ছুঁয়ে শপথ করো যে এখান থেকে তুমি বেঁচে ফিরবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে যাতে তুমি ওদেব বলতে পাবো বাইবের জগতেব ওদেব বলতে যে আমাদেব জাতের ওপব এখানে কি ঘটেছে। প্রতিজ্ঞা করো আমাব কাছে, সেফের তোরার নামে প্রতিজ্ঞা করো।'

সেই তখন আমি প্রতিজ্ঞা কবলাম যে আমি বেচেই থাকবো, যেমন কবেই হোক, যত মুল্যেই হোক। আমাকে ছেড়ে দিলো বুড়ী। আমি স্খলিত পায়ে আবাব সেই রাস্তা ধবে ঘেটোর ভেতরে এলাম. মাঝপথেই সংজ্ঞা হাবালাম।..

কাজে ফিরেই আমি দুটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমটা হচ্ছে গোপনে একটা দিনপঞ্জী রাখবো. পায়ের তলায় এবং পায়ের ওপবে রাত্রিবেলায় কালো কালি দিয়ে পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে তাবিখ-টাবিখ আর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উল্কি কবে রাখবো, যাতে একদিন না একদিন আমি রিগার সব ঘটনার প্রামাণিক অনুলিখন লিখতে পারি এবং যাবা এব জন্যে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য দিতে পাবি।

দ্বিতায় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে আমি কাপো হবো. ইহুদী পুলিসদেব একজন।

এই সিদ্ধান্তটা নেওযাই হয়ে দাঁড়ালো সব থেকে কষ্টকর. কাবণ আমার জাতের অন্যান্য মানুষগুলোকে দলবদ্ধভাবে কাজে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজ করতে হয় কাপোদের, কখনো কখনো বধ্যভূমিতেও নিয়ে যেতে হয়। এদের হাতে থাকে আবাব গাঁইতির

হাতল এবং জার্মান এস এস অফিসারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নীচে কাপোরা তাদের সমধর্মী ইহুদীদের ওপর অস্ত্রটার যথেচ্ছ সদ্ব্যবহারই করে থাকে যাতে মানুষগুলো আরো বেশী করে মরণান্তক খাটুনি খাটে। তৎসত্ত্বেও ১৯৪২-এর ১লা এপ্রিল তারিখে আমি কাপোদের প্রধানের কাছে গিয়ে নাম লেখাই। ফলে অন্যান্য ইহুদীদের কাছ থেকে আমি স্বভাবতই পৃথক হয়ে গেলাম। তবে ওই জঘন্য দলটায় স্থান পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না। কারণ কাপোদলে বরঞ্চ লোকাভাবই রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভালো খাদ্য ভালো থাকবার জায়গা, বেগার খাটুনি থেকে রেহাই, এইসব সুখ-সুবিধা সত্ত্বেও কাপো হতে চাইতো খুব কম ইহুদীই।

যারা কায়িক শ্রমের অনুপযুক্ত তাদের কিভাবে হত্যা করা হতো সেইসব বিবরণ এখানে দেওয়া আমার বিশেষ কর্তব্য, কারণ রিগাতে এডুয়ার্ড রশম্যানের আদেশে প্রায় সত্তর থেকে আশী হাজার ইহুদীর এইভাবেই জীবননাশ হয়। বন্দীদের নতুন দল হাজার পাঁচেকের দলই আসতো সাধারণত, যখন ক্যাট্‌ল্‌ ট্রেনে করে স্টেশনে এসে পৌঁছতো তখন দেখা যেতো যে অন্তত হাজারখানেক লোক ট্রেনের বন্ধ বাক্সগুলোতে মরে পড়ে রয়েছে ট্রেনে সেই পঞ্চাশটা বাক্সে মৃতের মোট সংখ্যা হাজারে পৌঁছয়নি এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে।

নবাগতদের টিন স্কোয়্যারে সার বেঁধে দাড় করানো হতো। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকের বাছাই কিন্তু শুধু ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, পুরনো লোকদের মধ্যে থেকেও সেই নির্বাচন হতো। প্রতি সকালে বিকেলে মাথাগুনতির উদ্দেশ্যই তো তাই নবাগতদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা অসুস্থ অধিকাংশ স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রমের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত করা হতো। তাদের লাইন থেকে সরিয়ে আলাদা দাড় করিয়ে দেওয়া হতো। বাদবাকি লোকদের আবার গোনা হতো। যদি সেই সংখ্যা দাঁড়াতো ২০০০ তবে পুরনো বন্দীদের মধ্য থেকে ২০০০ জনকে বেছে নেওয়া হতো, যাতে ৫০০০ নবাগতের স্থলে মোট ৭০০০ যায় বধ্যভূমিতে। এইভাবেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতো অত্যধিক ভিড় যাতে না হয় কেউ হয়তো ছ মাস ধরে বেগার খেটেও বেঁচে রইলো- তার চেয়ে বেশী কেউ টিকতো না কিন্তু যখন তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়লো রশম্যানের চাবুক তার বুকে টোকা মারতো একদিন চলে যেতো সে মৃতের সংখ্যা বাড়াতে।

গোড়ার দিকে এইসব হতভাগ্যদের মার্চ করিয়ে শহরের বাইরে একটা বনে নিয়ে যাওয়া হতো। ল্যাটভিয়ানরা জায়গাটাকে বলতো বিকারনিকার জঙ্গল, কিন্তু জার্মানরা এর নতুন নামকরণ করেছিলো 'হখওয়াল্ড' বা ঊর্ধ্ব অরণ্য। এখানে পাইন পাইনের ফাঁকে ফাঁকে মস্ত মস্ত গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো। রিগার ইহুদীদের মেরে ফেলবার আগে তাদের দিয়ে খুঁড়িয়ে নেওয়া হয়েছিলো এইসব গর্ত তারপর এডুয়ার্ড রশম্যানের হুকুমে এবং তার চোখের সামনে গর্তের কিনারায় দণ্ডায়মান সেই ইহুদীগুলোকে মেসিনগানের গুলিতে পাইকারীভাবে মারা হলো, গর্তের মধ্যেই গিয়ে পড়লো তাদের দেহগুলো। রিগার বাকি ইহুদীদের দিয়ে লাশগুলোর ওপর একপরত মাটি দিইয়ে নেওয়া হলো এবারে সেখানে গিয়ে পড়লো তাদেরই দেহগুলো। এইভাবে কয়েক স্তর লাশ পড়ে পড়ে এক একটা গর্ত ভরে উঠতো, তারপর শুরু হতো আর একটা গর্ত ভরাব কাজ।

যখনই কোন নতুন দলকে নির্মূল করতে নিয়ে যেতো, আমরা ঘেটো থেকে শুনতে পেতাম মেসিনগানের ফটফট্ আওয়াজ। কাজ শেষ হয়ে গেলে দেখতে পেতাম পাহাড় থেকে তার খোলা গাড়িতে চেপে রশম্যান এসে ঘেটোর গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকছে।

১৯৪২-এর জুলাইতে ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান ইহুদীদের একটা নতুন বেশ বড় দল এলো।

বোঝা গেলো তারা প্রত্যেকেই, বিনা ব্যতিক্রমে, 'বিশেষ ব্যবস্থা'র জন্যে চিহ্নিত: কারণ দলটা ঘেটোতে মোটে এলোই না। আমরা তাদের চোখেও দেখলাম না, স্টেশন থেকে সোজা তাদের মার্চ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো উর্ধ্ব অরণ্যে, সেখানেই মেসিনগানে তারা খতম হয়ে গেলো। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড় থেকে চারটে লরিতে করে তাদের পোশাকআশাকগুলো টিন স্কোয়্যারে নিযে আসা হলো বাছাই করবাব জন্যে। বিশাল স্তূপ জড়ো হযে উঠলো, দালানের সমান উঁচু। আলাদা আলাদা করে রাখা হলো প্রত্যেকটা বিভিন্ন জিনিস--জুতো, জামা, মোজা, আণ্ডারওয়্যার, প্যান্ট, স্কার্ট, ড্রেস, জ্যাকেট, দাড়ি কামানোর ব্রাশ, চশমা, বাঁধানো দাঁতের পাটি, বিয়ের আংটি, টুপি ইত্যাদি।

অবশ্য সেটাই ওখানকার নিয়ম। বধ্যভূমিতে মারবার আগে, কবরের ধারে, ওদের আগে ন্যাংটো কবে ফেলা হতো: মালগুলো নিয়ে আসতো পবে। সেগুলো তাবপরে বাছাই হয়ে রাইখে চলে যেতো। সোনা-রূপো বা গয়নাগাঁটির দায়িত্ব নিতো রশম্যান নিজে।...

আগস্টে একটা দল এলো বোহেমিয়ার থেরেসিয়েনস্টাড ক্যাম্প থেকে। সেখানে কযেক হাজার জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান ইহুদীদের ধরে রাখা হয়েছিলো, পূর্বাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে পরে হত্যা করার জন্যে। আমি টিন স্কোয়ারের একটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, রশম্যান পবম উৎসাহে লোক বাছাই করছিলো। ওদের সকলকে মাথা মুড়িয়ে আগের ক্যাম্পেই ন্যাড়া করে দেওযা হয়েছিলো, তাই বোঝা মুশকিল হচ্ছিলো যে কে পুরুষ বা কে নাবী। অবশ্য মেয়েরা বেশীর ভাগ খাটো জামা পরেছিলো, তাই থেকে খানিকটা আন্দাজ কবা যাচ্ছিলো। স্কোয়্যাবের ওধারে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো যার আকৃতি দেখে আমাব চেনা চেনা মনে হলো যদিও ভীষণ কৃশ চেহারা তাব, রোগা ডিগডিগে, অনববত কাশছিলো।

মেয়েটির সামনে এসে রশম্যান তার বুকে চাবুক দিযে একটা টোকা মেরে চলে গেলো। ল্যাটভিয়ান রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাত ধবে হিড়হিড় কবে টেনে তাকে লাইন থেকে বার করে স্কোয়্যারের মাঝখানে দাঁড় কবিযে দিলো যেখানে অন্যান্য নির্বাচিতেবাও পঙক্তি সাজিয়ে অপেক্ষা কবছিলো। সেদিন ওই দলেব বহু লোকই ছিলো শারীরিক পবিশ্রমের অনুপযোগী, তাই নির্বাচিতেব লাইনও হযে দাঁড়িযেছিলো বেশ লম্বা। তাব অর্থ এই যে আমাদেব পুবনো বাসিন্দাদেব মধ্যে থেকে সেদিন অল্প লোককেই যেতে হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে নিস্পৃহ কাবণ আমি তখন কাপো, অতএব নিবাপদ। কাপোর সদস্য হিসাবে আমার বাহুতে আর্মব্যাণ্ড, হাতে মুগুর, সামান্য বেশী খাদ্য খেযে খেযে শরীরে কিছু তাগদও বেড়েছে। বশম্যান যদিও আমাব মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখেছিলো তবু তার সেসব কথা মনে নেই। কত লোকেরই তো চাবকে মুখের ছাল তুলে নিয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথাও নয়।

সেই গ্রীষ্মসন্ধ্যায নির্বাচিতদের অধিকাংশকেই সার করে ঘেটো ফটক পার করিয়ে দিলো কাপোর দল। সেখানে থেকে ল্যাটভিয়ান ফৌজেবা চাব মাইল পথ মার্চ কবিযে নিয়ে গেলো উর্ধ্ব অবণ্যে যেখানে মেশিনগানের গুলিতে তারা ছিন্নভিন্ন দেহে বীভৎস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ফটকের সামনে সেদিনও দাঁড়িয়েছিলো গ্যাসেব গাড়ি। নির্বাচিতদের মধ্যে থেকে যারা সবচাইতে দুর্বল বা অক্ষম, সেইবকম একশোজনকে ভিড় থেকে সরিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে দেওযা হলো। আমি অন্য লোকগুলোকে ফটক পার করে দিতে যাচ্ছিলাম যখন এস. এস লেফটন্যান্ট ক্রাউস আমাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: 'এই হতচ্ছাড়াগুলো, এদের তুলে দে ডুনামুণ্ড কনভয়ে।'

অন্যেরা চলে গেলে আমবা পাঁচজন কাপো শেষ একশো হতভাগাকে ফটকের দিকে নিয়ে চললাম, গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের বেশীর ভাগই হয় খোঁড়াচ্ছিলো নযতো হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলো কিংবা ভীষণভাবে কাশছিলো। রোগা মেয়েটিও ছিলো এই দলে, যক্ষ্মার বিষম

তাডনায় তাব বুকেব খাঁচা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কোথায় যাচ্ছে জানতো সে, ওবা সবাই জানতো, তবু বিনা বাক্যে হোঁচট খেতে খেতে চললো সকলেব সঙ্গে, ভ্যানে ওঠবাব পাদানি ছিলো অনেক উঁচুতে, উঠতে পাবলো না মেয়েটি, বডই দুর্বল। মুখ ঘুবিয়ে তাকালো আমাব দিকে, সাহায্যেব আশায়। আমিও তাকালাম মুহূর্তে দুজনে দুজনেব দিকে শুধু নীবব বিস্ময়ে চেয়েই বইলাম।

পেছনে পদধ্বনি শুনতে পেলাম। পাশে দাঁডানো কাপো দুজন অ্যাটেনশনে টানটান হয়ে দাঁডিয়েই এক হাতে মাথাব টুপি খুলে নামিয়ে নিলো। না দেখেও বুঝতে পাবলাম কোন এস এস অফিসাব এসেছে, কাজেই আমিও কেতামাফিক ওইসব কবলাম। মেয়েটি আমাব দিকে শুধু নিষ্পলক চেয়ে থাকে। পেছনে থেকে অফিসাবটি সোজা আমাব সামনে এসে দাঁডালো। ক্যাপ্টেন বশম্যান। অন্য কাপো দুজনকে ইঙ্গিতে মাথা ঝাকিয়ে তাদেব কাজ চালিয়ে যেতে বলে আমাব দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। সেই ভেজা ভেজা নীল চোখ। বুঝলাম, বেশ বুঝতে পাবলাম যে এই চাউনিব একটাই অর্থ টুপি নামিয়ে নিতে দেবি হয়েছে বলে আজ সন্ধ্যায় আমাকে চাবুক খেতে হবে।

নবম গলায় প্রশ্ন কবলো, 'তোমাব নাম কি?'

'টউবেব, হেব ক্যাপ্টেন।' তখনো অ্যাটেনশনে সটান টান দাঁডিয়ে আছি।

'হুঁ টউবেব একটু ঢিলে দেখাচ্ছে যে তোমাকে আজ। সন্ধ্যাবেলায় খানিকটা চাঙ্গা কবে দেবো?'

কিছু বললাম না বলাব কোন মানেও হয না। দণ্ড তো দেওযাই হয়ে গেলো। বশম্যানেব দৃষ্টি কিন্তু গিয়ে পডলো মেয়েটিব ওপব, সামান্য ভুঁচকেও উঠলো বোধ হয, সন্দেহ কবেছে কিছু ধীবে ধীবে তাব মুখ সেই শ্বাপদ হাসিতে ভবে উঠলো

জিজ্ঞাসা কবলো এই মেয়েছেলেটাকে চেনো?

'হ্যা হেব ক্যাপ্টেন।

কে?'

জবাব দিতে পাবলাম না। মুখ যেন কে সেলাই কবে দিয়েছে।

'তোমাব বউ?

নিঃশব্দেব মাথা নীচু কবলাম। বশম্যানেব হাসি দীর্ঘতব হলো।

'কি হে টউবেব তোমাব ভব্যতাবোধ কোথায় গেলো? যাও মহিলাটিকে ভ্যানে উঠিয়ে দিতে সাহায্য কবো।

আমি কিন্তু নডতে পাবলাম না পা যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। বশম্যান তাব মুখ নিয়ে এলো আমাব কানেব কাছে ফিসফিসিয়ে বললো 'দশ সেকেণ্ড সময় দিলাম টউবেব, ওকে ভ্যানে না তুললে তুমি নিজেও যাবে ওব সঙ্গে।

ধীবে ধীবে আমি হাত বাডিয়ে দিলাম। এসথাব তাব ওপব ঝুকে পডে ভ্যানে চডলো। অন্য কাপো দুজন দবজা বন্ধ কববাব জন্যে অপেক্ষা কবছে ওপবে উঠে আমাব দিকে চাইলো এসথাব, দু চোখ দিয়ে শুধু দু বিন্দু অশ্রু গডিয়ে পডলো তাব গালে। আমাকে কিচ্ছু বলেনি সে, আমিও বলিনি। দবজাটা তাবপব বন্ধ হয়ে গেলো, ভ্যান চলে গেলো। শেষ আমি দেখেছিলাম তাব চোখ দুটো ছিলো আমাব দিকে নিবদ্ধ।

কুডি বছব ধবে আমি বুঝতে চেষ্টা কবেছি যে সেই দৃষ্টিব অর্থ কি? প্রেম না ঘৃণা, বিদ্বেষ না মাযা, বিভ্রান্তি না উপলব্ধি? কখনো জানতে পাববো না।

ভ্যান চলে যাবাব পব বশম্যান আবাব আমাব দিকে ফিবলো। তখনো তাব মুখে হাসি।

বললো, 'তুমি বেঁচে থাকতে পাবো টউবেব, যদ্দিন তোমাকে শেষ কবে ফেলবাব খেয়াল আমাদেব না হয। কিন্তু এখন থেকে তুমি মৃত।'

ঠিক কথা বলেছিলো সে, নির্ভুল সত্য। সেইদিন আমাব অন্তবে আমাব আত্মাব ঘটলো মৃত্যু। তাবিখটা ছিলো ২৯শে আগস্ট, ১৯৪২।

পিটাব মিলাব বহু বাত অবধি পড়তে থাকলো। একঘেয়ে লাগছে, অথচ সম্মোহিত যেন। কয়েকবাব চেযাবে পিঠ এলিযে জোবে জোবে নিশ্বাস ফেললো, মানসিক স্থৈর্য ফিবিয়ে আনবাব জন্যে। তাবপব আবাব পড়তে থাকলো।

একবাব, প্রায মধ্যবাত্রে, খাতা বন্ধ কবে কিছু কফি বানিযে আনলো পর্দা টেনে দেবাব আগে জানলায দাঁড়িযে নীচে বাস্তাব দিকে তাকায ঝকঝকে নিওন আলোয কাফে চেবিব বিজ্ঞাপন উজ্জ্বল কবে দিযেছে স্টাইন্ড্যামেব এই দিকটা। দেখলো বাড়তি উপার্জনেব লোভে একটা পার্ট-টাইম মেযে একজন ব্যবসাদাবেব বাহুতে ভব দিযে চলেছে। একটু দূবে একটা ভাড়াটে ঘবে গিয়ে ঢুকলো তাবা যেখানে ব্যবসাদাবেব মোটা ব্যাগ থেকে একশো মার্ক খসে যাবে আধঘন্টা সঙ্গমেব জন্যে।

মিলাব পর্দা টেনে দিলো কফি শেষ কবে আবাব শুরু কবলো সলোমন টউবেবেব ডাযবি পড়তে।

১৯৪৩-এব শবতে বার্লিন থেকে নির্দেশ এলো উর্ধ্ব-অবণ্যে যে হাজাব লক্ষ মৃতদেহ আছে সেগুলোকে যেন স্থাযী পাকাপাকিভাবে নিশ্চিহ্ন কবে ফেলা হয, হয আগুন দিয়ে নইলে চুন লেপে। কাজটা বলা সহজ কিন্তু কবা শক্ত। শীত এগিয়ে আসছে, জমি শক্ত হযে জমে যাচ্ছে। বশম্যানেব মেজাজ খাবাপ কিন্তু নির্দেশ পালন কববাব জন্য খুঁটিনাটি পবিকল্পনা কবতেই সে ব্যস্ত হযে গেলো, আমাদেব কাছে আসবাব আব সময় পেলো না

দিনেব পব দিন নতুন নতুন মজুবদেব দলগুলোকে দেখা গেলো পাহাড়ে উঠে জঙ্গলে যাচ্ছে গাঁইতি-কোদাল শাবল নিয়ে। তাবপব দিনেব পব দিন জঙ্গলেব মাথা ছাড়িযে উঠলো ঘন কালো ধুঁযো। ওই কাজে জঙ্গলেব পাইন গাছগুলোকে কেটে কেটে ভবা হলো কিন্তু পচা-গলা মৃতদেহ সহজে জ্বলে না তাই কাজটা চললো অত্যন্ত ধীব গতিতে। শেষে আগুন ফেলে চুন ধবালো। মৃতদেহেব প্রত্যেকটা স্তবেব পব স্তবেব পবতে চুন গলানো আব ১৯৪৪ এব বসন্তে মাটি যখন আবাব নবম হলো গর্ত বুজিযে দিলো।*

মজুবদেব দলগুলো কিন্তু ঘেটোব লোক দিযে গড়া হয়নি। তাবা এসেছিলো এই এলাকাব জঘন্যতম ক্যাম্প সালাসপিলস থেকে সেখানে এদেব মানুষেব সান্নিধ্য থেকে সবিযে বাখা হতো। পবে এদেব নির্মূল কবা হয একেবাবেই কিছু না খেতে দিযে। অনশনে মবলো সবাই মবিযা হযে একে অন্যেব মাংস খবলে খুবলে খেযেও বাঁচেনি কেউ

১৯৪৪-এব বসন্তে যখন কাজটা প্রায শেষ হযে গেলো তখন এই ঘেটো ধ্বংস কবে ফেলা হলো। এব প্রায ৩০,০০০ অধিবাসীকে মার্চ কবিযে নিযে গিয়ে উর্ধ্ব অবণ্যে শেষবাবেব মতো নববলিব যজ্ঞ সম্পন্ন কবা হলো আমবা, প্রায ৩০০০ জন, কাইজাবওযাল্ডেব ক্যাম্পে বদলি হলাম। তাবপবেই ঘেটোতে আগুন লাগিয়ে দেওযা হলো। ছাইগুলোকেও বুলডোজাব দিয়ে মাটিতে মিশিযে ফেলা হলো। সেখানে যা ছিলো তাব কোন চিহ্নই বইলো না, শুধু একবেব পব একব ছাইচাপা মাটি

এবপব টউবেবেব ডাযবিব আবো কুড়ি পৃষ্ঠা ধবে বর্ণনা দেওযা হযেছে যে কি কবে কাইজাবওযাল্ড

*এই উপাযে মৃত দেহগুলো জ্বলে গেলেও হাড় নষ্ট হযনি বাশিযানবা পবে এখানে ৮০,০০০ নবকঙ্কাল পায

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রোগ, অনাহার, অত্যধিক শ্রম এবং ক্যাম্পরক্ষীদের পাশবিকতা থেকে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলেছিলো দিনের পর দিন। এই সময়ে এস এস ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। নিশ্চয় সে তখনো রিগাতেই ছিলো। টউবের আরো বর্ণনা দিয়েছে যে ১৯৪৪-এর অক্টোবরের প্রারম্ভে প্রতিহিংসাপরায়ণ রাশিয়ানরা যদি চলে আসে সেই আশঙ্কায় ভীত শঙ্কিত এস এস -রা রিগা থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে যাবার ফন্দী করেছিলো সঙ্গে করে নিয়ে যাবে শেষ কজন জীবিত বন্দীদের, তারাই এখন পশ্চিমে রাইখে ফিরে যাবার ছাড়পত্র

১১ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমরা, সংখ্যায় তখন প্রায় ৪০০০, রিগা শহরে এসে পৌঁছুলাম। সার বেঁধে সোজা জাহাজঘাটায় এলাম আমরা। দূরদিগন্তে দেখলাম আলোর ঝলকানি এবং বিকট আওয়াজ যেন বজ্রবিদ্যুৎ। কিছুক্ষণ আমরা কিছুই বুঝলাম না, অভিভূত হয়ে রইলাম, কারণ বোমাবর্ষণ বা গোলাফাটার দৃশ্য আমাদের একেবারে অপরিচিত। পরে বুঝলাম, কারণ মন তো অসাড় হয়ে ছিলো ক্ষুধায় এবং ঠান্ডায় কাজেই চট করে কিছু আর আমাদের মাথায় ঢুকতো না যে ওগুলো রাশিয়ান মর্টারের শব্দ, রিগা শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চলগুলোতে ফাটছে।

জাহাজঘাট এস এস অফিসার এর ফৌজে ঠাসা। এতজন এস এস কে আমি কোনদিন একসঙ্গে দেখিনি। আমাদের চেয়েও বোধহয় ওদের সংখ্যাই বেশী। একটা মালগুদামের দেয়ালের সঙ্গে আমাদের সার বেঁধে দাড় করিয়ে দেওয়া হলো। ভাবলাম এই বুঝি শেষ, এবারে মেসিনগান চালিয়ে দেবে কিন্তু তা হলো না

এস এস -রা বোধহয় আমাদের কাজে লাগাতে চেয়েছিলো যে লাখ-লাখ ইহুদী রিগার ভেতর দিয়ে চলে গেছে তাদেরই অবশিষ্ট অংশ আমরা। আমরাই এখন ওদের নিরাপত্তার টিকিট, রাইখে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ছুতোয় রাশিয়ান আক্রমণের মোকাবিলা ওদের আর করতে হবে না দেশে ফেরবার ছুতো ওদের ছ নম্বর পেয়েছে দাঁড়িয়েছিলো আমাদের জলযান, একটা মালবাহী জাহাজ রাশিয়ান বাহ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে এইটাই শেষ জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে একটু দূরের অন্য দুটো মালগুদাম থেকে স্ট্রেচারে করে শয়ে শয়ে আহত জার্মান সৈন্যকে বয়ে নিয়ে জাহাজটায় তুলছে

ক্যাপ্টেন রশম্যান যখন এসে পৌঁছলো তখন প্রায় অন্ধকার। জাহাজটায় কি তোলা হচ্ছে তা দেখবার জন্যে থমকে দাঁড়ালো এবং চোখে পড়লো যে জখমি জার্মান সেনা উঠছে অমনি স্ট্রেচারবাহক মেডিক্যাল অর্ডারলিদের দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'থামাও ওগুলো।

কোহের এধারে এসে সোজা একজন অর্ডারলির মুখে মারলো এক বিরাট থাপ্পড়। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে গোঁ করে ঘুরে গিয়ে আমাদের বন্দীদের দিকে চেয়ে গর্জে উঠলো, 'হারামজাদাগুলো, জাহাজে ওঠ। ওগুলোকে নামিয়ে নীচে নিয়ে আয় এই জাহাজটা আমাদের।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই এস এস ফৌজির আমাদের কোমরে বন্দুকের গুতো মারতে মারতে এগিয়ে নিয়ে চললো পাটাতনের সিঁড়ির দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যান্য এস এস ফৌজির যারা এতক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজে আহত সৈন্য তোলা দেখছিলো তারাও এগিয়ে এলো। বন্দীদের পেছনে পেছনে তারাও এসে চড়লো জাহাজে। ডেকের ওপর পৌঁছে স্ট্রেচার তুলে নামাতে যাচ্ছি আরেকটা চিৎকারে থমকে দাঁড়ালাম

আমার খুব কাছে এসে তক্তার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে পড়লো। স্ট্রেচারগুলো নামানো হচ্ছে দেখে গর্জন করে উঠলো কে তোমাদের বলেছে এদের নামাতে ?'

রশম্যান ওর পেছন থেকে এগিয়ে এসে বললো আমি বলেছি। এই জাহাজ আমাদের।'

ক্যাপ্টেন সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো। পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের করে বললো, 'এই জাহাজটা পাঠানো হয়েছে আহত জঙ্গীদের নিয়ে যাবার জন্যে, আর শুধু তারাই যাবে এই জাহাজে।'

বলেই আবার চেঁচিয়ে আর্মি অর্ডারলিদের হুকুম দিলো আহতদের তোলবার জন্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো, ভেবেছিলাম রাগে। কিন্তু দেখলাম রাগে নয়, ভয়ে। রাশিয়ানদের সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়। তারা তো আর আমাদের মতো নিরস্ত্র নয়।

অর্ডারলিদের দিকে তাকিয়ে বিকট রবে চিৎকার করে উঠলো, 'ওদের নামিয়ে রাখো, তুলবে না। রাইখের নামে আমি এই জাহাজ আনিয়েছি।' কেউ শুনলো না তার কথা, ওয়েরম্যাখট (জার্মান সশস্ত্রবাহিনী) ক্যাপ্টেনের হুকুমই তারা পালন করতে থাকে। আমার থেকে মোটে দু মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলো সেই ক্যাপ্টেন, তার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ক্লান্তি আর অবসাদে ফ্যাকাশে মুখ, দু চোখের কোলে গভীর কালি। নাকের দু পাশ বেয়ে ভাঁজ নেমেছে, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আবার লোডিং শুরু হতেই রশম্যানের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলো কয়েকবার, কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে। কোয়ের ওপর তুষারে রাখা আছে সারি-সারি স্ট্রেচার, তার মধ্যে থেকেই একটা গলা শুনতে পেলাম, হাঁসফাঁস-টানে বলছে, 'বেশ করেছেন ক্যাপ্টেন, ভালো সমঝে দিয়েছেন শুয়োরটাকে।'

ক্যাপ্টেন এবার রশম্যানের পাশাপাশি আসতেই রশম্যান খপ করে তার হাত ধরে সামনের দিকে মুখটাকে ঘুরিয়ে দিলো। দস্তানা-পরা হাত দিয়ে আর্মি অফিসারের মুখে মারলো এক চড়। আমি রশম্যানকে চড় মারতে দেখেছি বোধহয় বহু হাজার বার, কিন্তু এরকম পরিণাম আর কখনো দেখিনি। ক্যাপ্টেন চড় খেয়ে মাথাটা ঝেড়ে নিলো, তারপর মুঠি পাকিয়ে বিশাল এক পাঞ্চ দিলো রশম্যানের চোয়ালে। কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পড়লো সে চিৎ হয়ে, তুষারের ওপরে। মুখের কশ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ ধারা নামলো। ক্যাপ্টেন কালবিলম্ব না করে অর্ডারলিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

আমি দেখলাম যে রশম্যান তার এস.এস. অফিসারের লুগার পিস্তলটাকে খাপ খুলে বের করে নিয়ে তাক করলো। গুলি করলো ক্যাপ্টেনের একেবারে দু কাঁধের মাঝখানে পিস্তলের শব্দ হতেই নিমেষে সব স্তব্ধ। আর্মির ক্যাপ্টেনটি টাল সামলাবার জন্যে ঘুরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রশম্যান আবার গুলি ছুঁড়লো, এবারে বুলেট গিয়ে লাগলো ক্যাপ্টেনের গলায়। পেছন দিকে ঘুরে গেলো তার দেহ, কোয়ের মাটিতে এসে আছড়ে পড়বার আগেই মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো তার। গলায় কি একটা পরেছিলো, বুলেট লেগে সেটা খুলে গিয়ে খানিকটা তফাতে পড়লো। আমাকে বলা হয়েছিলো দেহটা নিয়ে ঘাটে ফেলে দিতে। ফেলতে গিয়ে দেখলাম যে সেটা রিবনে বাঁধা একটা মেডেল। ক্যাপ্টেনটির নাম আমি জানতে পারিনি, কিন্তু মেডেলটি হচ্ছে, ''নাইট'স ক্রশ'', ওকপাতার গুচ্ছসুদ্ধ।...

মিলার ডায়রির এই পৃষ্ঠাটা পড়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলো। বারবার পড়লো। মনে প্রথমে জন্মালো অবিশ্বাস, সন্দেহ তারপর আবার বিশ্বাস এবং শেষে ভয়ঙ্কর ক্রোধ। বোধহয় বার দশেক ধরে পড়লো এই পৃষ্ঠা, যাতে সব সন্দেহের নিরসন হয়, কোন দ্বিধা না থাকে। তারপর আবার ডায়রির পাতা উল্টে পড়তে শুরু করলো।

.. আমাদের তখন আবার বলা হলো যে ওয়েরম্যাখট-আহতদের জাহাজ থেকে নামিয়ে কোয়ের ধারে এই পড়ন্ত তুষারের ভেতরে যেন ফেলে রাখি। ..

সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে হুকুমমাফিক আমরা গিয়ে জাহাজে উঠলাম। আমাদের পুরো দলটাকে দু ভাগে ভাগ করে জাহাজের খোলে ঢোকানো হলো, সামনে অর্ধেক আর পেছনে বাকি অর্ধেক। এমন ঠাসাঠাসি যে নড়াচড়ারও স্থান নেই। হ্যাচ নামিয়ে দিয়ে এস.এস.-রা জাহাজের

ওপবে বইলো। মাঝবাতেব একটু আগে বওনা দিলাম, যাতে ভোবেব আগেই ল্যাটভিয়া উপসাগবেব অনেকটা গভীবে জাহাজ চলে যেতে পাবে, তবেই তো পাহাবাদাব বাশিযান স্টর্মোভিকদেব চোখ এড়ানো যাবে।

তিনদিন লাগলো ড্যানজিগে পৌঁছতে, জার্মান হাইনেব অনেকটা ভেতবে। কিন্তু এই তিনদিন আমাদেব অন্তত নবকযাত্রা ভোগ কবতে হলো। ডেকেব নীচে অন্ধকাব বদ্ধ স্থান, জাহাজেব সাংঘাতিক দোলানি, তাব ওপব না পানীয় জল, না কোন খাদ্য। একেবাবে নিবম্বু উপবাসে বাখলো আমাদেব। পেটে কোন খাবাব নেই অথচ সবাযেবই সমুদ্রপীড়া। বমি কবতে কবতে পেটেব নাড়ীভুঁড়ি যেন বেবিযে এলো, অসহ্য অবসাদে মাবা গেলো কত লোক। ক্ষুধা-তৃষ্ণায, ঠান্ডায, বদ্ধ বাতাসে দম আটকেও কত লোক মাবা গেলো। আবাব কিছু লোক মাবা গেলো শুধু জীবিত থাকবাব ইচ্ছাটুকু হাবিযে ফেলেছে বলে, দাঁড়িযে দাড়িযেই তাবা মৃত্যুব কাছে আত্মসমর্পণ কবলো। আমাদেব ৪০০০ এব এক-চতুর্থাংশই জীবন দিযে দিলো এই জাহাজে। জাহাজ নোঙ্গব কবা হলে যখন হ্যাচ খুলে দেওযা হলো, তখন তুহিনশীতল হাওযা এসে আমাদেব খোলেব ভেতবে হু হু কবে ঢুকে পূতিগন্ধময কদ্ধবাতাসকে ঘুলিযে দিলো।

ড্যানজিগেব কোযেতে আমাদেব নামানো হলো। মৃতদেহগুলোকে জাহাজ থেকে নিযে এসে সাব সাব কবে বাখা হলো। আমবাও তাদেব পাশে দাঁড়ালাম, যাতে মাথা গুণতি ঠিক হয। বিগা থেকে যতজন জাহাজে চড়েছিলাম তাব হিসাব ওদেব মেলাতে হবে। এস এস -বা সংখ্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী।

পবে জানতে পেবেছিলাম বাশিযানবা ১৪ই অক্টোবব তাবিখে বিগা দখল কবে নিযেছিলো অর্থাৎ আমবা যখন মাঝদবিযায

টউবেবেব যন্ত্রণাকাতব উপাখ্যান শেষ হয এলো। ড্যানজিগ থেকে অবশিষ্ট বন্দীদেব বজবায চাপিযে নিযে গেলো স্টুটহফেব কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সেইখানেই, ১৯৪৫ এব প্রথম কযেক সপ্তাহ পর্যন্ত টউবেব দিনেব বেলায কাজ কবতো ববগ্ৰ্যাবনেব সাবমেবিন কাবখানায আব বাতে ফিবে ক্যাম্পে থাকতো স্টুটহফে পুষ্টিব অভাবে মবলো আবো কযেক হাজাব। সে ওদেব সবাইকেই মবতে দেখলো কিন্তু নিজে কোনমতে বেঁচে বইলো।

১৯৪৫ এব জানুযাবিতে যখন অগ্রগামী কশ সৈন্যেবা ড্যানজিগ অববোধ কবে ফেললো, তখন এস এস ফৌজ স্টুটহফ ক্যাম্পেব বাকি জীবিত বন্দীদেব পশ্চিমেব দিকে তাড়িযে নিযে চললো। শীতেব প্রচন্ড ঠান্ডায তুষাব ঢাকা পথ -প্রান্তবেব ওপব দিযে বার্লিন অভিমুখে চললো এই পদাতিক অভিযান, — মৃত্যুমিছিল নামে যা কুখ্যাত। জার্মানীব পূর্বপ্রদেশ দিযে পশ্চিম দিকে ছাযাশবীবগুলোকে তাড়িযে তাড়িযে নিযে চললো এস এস এব দল কাবণ সেগুলোই তাদেব নিবাপত্তাব একমাত্র টিকিট। সেই ভযঙ্কব পদযাত্রায, তুষাব এবং হিমবাত্যায, মাছিব মতো দলে দলে বন্দী মাবা গেলো।

তবু টউবেব বেঁচে বইলো। পৌঁছলো এসে বার্লিনেব পশ্চিমে ম্যাগডেবুর্গে। এইখানে এস এস বা ওদেব ছেড়ে দিযে নিজেদেব প্রাণ বাঁচাতে যে যাব পথ ধবে ছুটলো। টউবেবেব দলকে তাবা বেখে গিযেছিলো ম্যাগডেবুর্গ জেলখানায হোমগার্ডেব কিছু বুড়োলোকেব জিম্মায সেই গেলেব হেফাজতে। কযেদাদেব দেবাব মতো কোন খাবাব নেই অথচ মিত্রশক্তি এগিযে আসছে, ওবা বুঝতে পাবে না কি কববে বড়ই অসহায তাবা বড়ই উদভ্রান্ত। বন্দীদেব মধ্যে যাদেব শবীবে তখনো কিছু সামর্থ্য আছে তাদেব অনুমতি দিযে দিলো যেন আশেপাশেব অঞ্চলগুলোতে যা পাবে খুঁজে খায।

এডুযার্ড বশম্যানকে আমি শেষবাবেব মতো দেখেছিলাম যখন ড্যানজিগ বন্দবে জেটিব ধাবে আমাদেব গুণতি কবা হচ্ছিলো। শীতেব ঠাণ্ডা বাঁচানোব জন্যে দেহে যথেষ্ট গবম পোশাক

জড়িয়ে একটা মোটবকাবে গিয়ে উঠেছিলো সে। তখন ভেবেছিলাম রশম্যানকে বোধহয় আর আমি কখনো দেখবো না, কিন্তু তাকে আমি আব একবার দেখেছিলাম। সেদিনটা ছিলো ৩বা এপ্রিল, ১৯৪৫।

সেদিন আমি শহবেব পূর্ব দিকে গার্ডেলেগেন নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। আমি এবং শহবে তিনজন সঙ্গী সেই গাঁ থেকে ঝোলাভর্তি আলু যোগাড কবে সেই চোবাই মাল নিয়ে ধিকিয়ে ধিকিয়ে হাঁটছি, দেখলাম পেছন থেকে একটা গাড়ি পশ্চিমমুখে ছুটে যাচ্ছে। বাস্তায় একটা ঘোডাব গাডি দাঁডিয়ে ছিলো, তাই সেটাকে পাশ কাটাতে গাড়িটা একটু থামলো। অলস নিরুৎসাহভবে একবাব তাকিয়েই দেখলাম গাডিটায বযেছে চাবজন এস এস অফিসাব--নিশ্চযই পালাচ্ছে পশ্চিমেব দিকে। ড্রাইভাবেব পাশে দেখি আর্মি--কর্পোব্যালেব একটা কোট নিয়ে গায়ে টেনে-টুনে পবছে এডুযাড বশম্যান।

সে আমাকে দেখতে পাযনি কাবণ আমি কনকনে হাওযা থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে একটা পুবনো বস্তা কেটে মাথা মুখ ঢাকা টুপি বানিয়ে পরে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ওকে দেখেছিলাম, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

চাবজন চলন্ত গাডিতেই পোশাক বদলে নিচ্ছিলো। গাডিটা বাঁকেব মুখে আসতে দেখলাম তাব জানলা দিয়ে কি যেন একটা ফেলে দেওযা হলো। কয়েক মিনিট পবে সেই জাযগাটায যখন পৌঁছলাম, ঝুঁকে পড়ে দেখি ওটা এস এস অফিসাবেব একটা জ্যাকেট, একপাশে বয়েছে ওযাফেন-এস এস এব যুগ্ম বিদ্যুৎ বেখা, অন্য দিকে ক্যাপ্টেনেব ব্যাঙ্ক। এস এস ক্যাপ্টেন বশম্যান অন্তর্হিত হয়ে গেলো

চব্বিশ দিন পবে এলো মুক্তি। আমবা আব এখন বেবোতাম না, কাবণ চাবদিকে ভীষণ অবাজকতা। ববং জেলখানায় বসে অনাহাবে থাকাও শ্রেয়। ২৭শে এপ্রিল শহবে অদ্ভুত শান্তি, চুপচাপ একেবাবে। বেশ কিছুক্ষণ হলো সকাল হয়েছে। বুড়ো গার্ডদেব একজনেব সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম বিষম ভয খেযে গেছে সে ঘন্টাখানেক ধবে আমাকে বোঝালো যে সে বা তাব অন্য সহকর্মীবা কেউই অ্যাডলফ হিটলাবকে ভক্তিটক্তি কবতো না, ইহুদী নির্যাতনে তো তাবা কোন অংশই নেযনি

বাইবে একটা গাড়ি থামাব শব্দ হলো। ফটকে তালাবন্ধ শুনলাম জোবে জোবে কে আওযাজ কবছে। বুড়ো হোমগার্ড গেলো সেটা খুলতে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে একটা লোক এগিয়ে এলো, হাতে উদ্যত বিভলভাব, পবনে পুবো ব্যাটল ড্রেস। সে ধবনেব ইউনিফর্ম আমি আগে দেখিনি।

মনে হলো লোকটা অফিসাব, কাবণ তাব সঙ্গে ছিলো আবো একজন সৈনিক, তাব মাথায টিনেব গোল টুপি, হাতে বাইফেল। লোক দুটো চুপচাপ দাঁডিয়ে বইলো। নির্বাক হয়ে শুধু চাবধাব দেখে। তাদেব চোখে পড়ে যে জেলখানাব উঠোনে ডাই কবে বাখা আছে পঞ্চাশটি মৃতদেহ--গত দু সপ্তাহ ধবে যাবা মবেছে, যাদেব গোব দেবাব মতো শাবীবিক সামথ্য কাবোব নেই। অন্যেবা অর্ধ-জীবিত দেযালেব ধাব ঘেঁসে বসে বোদ্দুবেব সামান্য উত্তাপ পোযাচ্ছে, দেহেব অজস্র ক্ষতস্থানগুলো থেকে পুঁজ গডাচ্ছে দুর্গন্ধ উঠছে চাবদিকে

লোকদুটো পবস্পবেব দিকে তাকালো তাবপব হোমগার্ডটিব দিকে। অপ্রস্তুতভাবে ফিরে তাকায বুড়ো। আমতা আমতা কবে কি একটা বলে উঠলো বোধহয় প্রথম মহাযুদ্ধেব সময শিখেছিলো। বললো

'হ্যালো টমি।'

অফিসাবটি আব একবাব তাব দিকে তাকিয়ে উঠোনেব দিকে দৃষ্টি ফেবালো। পবিষ্কাব ইংবেজীতে বলে উঠলো, 'বাস্টার্ড ক্রাউট শুয়োব।'

আব ঠিক তক্ষুণি হঠাৎ আমি কেঁদে ফেললাম।

জানি না কি কবে আমি হাম্বুর্গে ফিবলাম, কিন্তু ফিবেছিলাম ঠিকই। মনে হয় দেখতে চেয়েছিলাম পুবনো জীবনেব কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, কিন্তু কিচ্ছু ছিলো না। যেসব অঞ্চলে আমি জন্মেছিলাম, বড হয়ে উঠেছিলাম সে সবই বোমাব ঘায়ে, আগুনে, ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যে অফিসে আমি চাকবি কবতাম সেটাও আমাব ফ্ল্যাটখানাও, সবই।

ইংবেজবা আমায় কিছুদিন ম্যাগডেবুর্গেব হাসপাতালে বেখে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি স্ব-ইচ্ছায় সেখান থেকে বেবিয়ে পডেছিলাম, হিচহাইক কবে দেশে পৌঁছলাম। কিন্তু পৌঁছে দেখি কিচ্ছু নেই। তখন, অতদিন পবে, আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পডলাম। রুগী হয়ে কাটালাম একটা বছব হাসপাতালে যেখানে বার্জেন বেলসেব নামে একটা জায়গা থেকে ফিবে আসা আবো বহু রুগী ছিলো। তাবপব আবো একটা বছব হাসপাতালেই অর্ডাবলিব কাজ কবলাম, যাবা আমাব চেয়েও দুর্ভাগা তাদেব দেখাশোনা করে কাটিয়ে দিলাম।

সেই কাজেব শেষে হাম্বুর্গে এলাম, আমাব জন্মস্থান। একটা ঘব খুঁজে নিয়ে আস্তানা গাডলাম জীবনেব বাকি কটা দিন সেখানেই কাটিয়ে দেবো।

ডায়েবিব শেষে নতুন টাইপ কবা দুটো পৃষ্ঠা ছিলো, কাহিনীব উপসংহাব

আলটনাব এই ঘবে আমি ১৯৪৭ থেকে বাস কবছি হাসপাতাল থেকে ফিবে এসে স্থিব কবলাম যে বিগাতে আমাব ওপব এবং হাজাব অন্যান্য সঙ্গীদেব ওপব যে অত্যাচাব হয়েছিলো তাব কাহিনী লিখবো।

কিন্তু শেষ কববাব আগেই বুঝলাম যে আমাব মতো আবো বহু ব্যক্তি বেঁচে ফিবে এসেছেন এবং তাঁদেব মধ্যে অনেকেই আমাব চেয়ে অনেক বেশী জানেন অনেক প্রামাণিক সাক্ষ্য দিতে পাবেন এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডেব ওপব এখন শয়ে শয়ে বইও লেখা হয়েছে, অতএব আমাব উপাখ্যানে কেউই বিশেষ আগ্রহী হতে পাবে না। আমি এটা কাউকে পডতেও দিইনি।

আমাব এখন মনে হচ্ছে যে আমাব সেই যে চেষ্টা বেঁচে ফিবে প্রমাণ লিপিবদ্ধ কবে বাখবো সেটা নেহাৎই সময়েব এবং শক্তিব অপব্যবহাব, কাবণ অনেকেই আমাব চেয়ে অনেক ভালোভাবে এই কাজ কবেছেন। এখন আমাব আপশোশ হচ্ছে কেন আমি বিগাতে এসথাবেব সঙ্গে মৃত্যুববণ কবিনি।

আমাব শেষ ইচ্ছা ছিলো যে দেখবো এডুয়ার্ড বশম্যান আসামীব কাঠগডায় তাব বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দেবো। কিন্তু সে ইচ্ছাও আমাব পূর্ণ হবে না আমি তা এখন জানি

কখনো কখনো আমি বাস্তা দিয়ে ঘুবে বেডাই, পুবনো দিনেব কথা স্মবণ কবি, কিন্তু সে সব দিন আব ফিবে আসবে না। ছেলেবা আমাকে দেখে হাসে, বন্ধুত্ব কবতে গেলে পালায়। একদিন একটা ছোট্ট মেয়েব সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, মেয়েটি আমাকে দেখে পালায়নি, কিন্তু তাব মা চিৎকাব কবতে কবতে এসে তাকে আমাব সামনে থেকে টেনে নিয়ে চলে গেলো। কাজেই আমি লোকজনেব সঙ্গে বিশেষ কথা বলি না।

একবাব একজন স্ত্রীলোক এসেছিলো আমাব সঙ্গে দেখা কবতে। বললো যে ক্ষতিপূবণ দপ্তব থেকে সে এসেছে, আমি নাকি কিছু টাকা পাবো। আমি বললাম টাকা আমি চাই না ভীষণ ভগ্নোদ্যম হয়ে গেলো মেয়েটি। বললো কৃতকর্মেব জন্যে ক্ষতিপূবণ পাবাব অধিকাব আমাব আছে। আমি তা সত্ত্বেও অস্বীকাব কবলাম। তাবপব আবো একজন এলো, আমি আবাব অস্বীকাব কবলাম। সেই লোকটি বললো যে ক্ষতিপূবণ নিতে অস্বীকাব কবা নাকি ঠিক না। তাব কথায় আমাব মনে হলো যে সে বলতে চাইছে অস্বীকাব কবলে তাদেব কেতাবেব উল্লঙ্ঘন হবে। কিন্তু আমি তো শুধু সেটুকুই নেবো যেটুকু আমাব তাদেব কাছ থেকে প্রাপ্য।

ব্রিটিশ হাসপাতালে যখন ছিলাম তখন তাদেব একজন ডাক্তাব আমাকে জিজ্ঞেস কবেছিলেন

যে আম ইস্রায়েলে চলে যাচ্ছ না কেন, সেই দেশ তখন স্বাধীনতা পেতে চলোছলো। কি কবে আমি তাঁকে বোঝাবো? তাঁকে আমি বলতে পাবলাম না যে সেই ভূমিতে আমি কখনই পদার্পণ কবতে পাবি না, অন্তত আমাব স্ত্রী এসথাবেব সঙ্গে আমি যা কবেছিলাম তাব পবে তো নযই। আমি প্রাযই সে দেশেব কথা ভাবি কেমন সেই জাযগা, স্বপ্নেও দেখি, কিন্তু যাবাব উপযুক্ত আমি নই।

তবে আমাব এই কাহিনী যদি কোনদিন ইস্রাযেল ভূমিতে পঠিত হয, যে-দেশ আমি কোনদিন চোখে দেখবো না, তবে সেখানে কি কেউ আমাব উদ্দেশ্যে কোনদিন খাদ্দিশ পডবেন?

সলোমন টউবেব,
আলটনা, হাম্বুর্গ,

ডাযবিটাকে নামিযে বেখে পিটাব মিলাব চেযাবে হেলান দিযে অনেকক্ষণ বসে বইলো। সিগাবেট খেতে খেতে ছাতেব দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিযে থাকে। ভোব পাঁচটা নাগাদ ফ্ল্যাটেব দবজা খোলাব শব্দ কানে এলো সিগি ফিবলো কাজ থেকে। তখনো ওকে জেগে থাকতে দেখে সিগি অবাক।

"কি কবছিলে এতক্ষণ ধবে?"

মিলাব বললো 'পডছিলাম।

সেন্ট মাইকেলিসেব উঁচু গির্জা চূডায় ভোবেব প্রথম আলোর বং ফুটলো এবং তখন বিছানায় সিগি তন্দ্রাতুব সম্ভোগে পবিতৃপ্ত। মিলাব ছাতেব দিকে তাকিযে কি ভাবছে

"কি ভাবছো?" একটু পবে সিগি শুধোলো।

"শুধু ভাবছি

সে তো দেখছিই কি ভাবছো?"

"এবাবে যে কাজটা শুরু কববো সেইটা।

আবো কাছে সবে এলো সিগি। 'কি কবতে যাচ্ছো এখন?'

কাত হয়ে ওপাশেব ছাইদানিতে সিগাবেটটা গুঁজে দিতে দিতে মিলাব বললো একটা লোককে খুঁজে বাব কববো

তিন

হাম্বুর্গে যখন পিটাব মিলাব ও সিগি পবস্পবেব বাহুবন্ধনে ঘুমোচ্ছিলো, তখন কাস্তিলে আঁধাবেব ছোপ-ধবা পাহাডগুলোব ওপব দিযে আর্জেন্টিন এযাবলাইন্সেব মস্ত বড একটা কবোনাদো বিমান বাঁক ঘুবলো মাদ্রিদেব বাবাজাস এযাবপোর্টে নামবাব জন্য।

ফার্স্ট ক্লাসেব তৃতীয সাবিতে জানলাব ধাবে যে বসেছিলো তাব বযস প্রায ষাট, লৌহধূসব চুল আব সযত্নে ছাটা গোঁফ

লোকটাব আগেকাব চেহাবাব একটা মাত্রই ফটো ছিলো তখন তাব বযস ছিলো চল্লিশেব একটু ওপবে কদমছাট চুল কোন গোঁফ টোফ ছিলো না বলে ইঁদুব মাবাব জাতাকলেব মতোন মুখটা পবিষ্কাব তকতকে দেখা যেতো মাথাব বা পাশে ক্ষুব চালিযে লম্বা সোজা সিঁথি কাটা। যাবা সেই ফটো দেখেছে তাবা আজ বিমানে উপবিষ্ট এই চেহাবাব সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাবে না, চুল এখন ঘন পেছনে উল্টে দেওযা কোন সিঁথি ফিথি নেই। নতুন চেহাবাব সঙ্গে বেশ মিল আছে পাসপোর্টেব ফটোব

পাসপোর্টেব পবিচয অনুসাবে লোকটাব নাম সেনব বিকার্দো সুবেতেস, আর্জেন্টিনাব নাগবিক।

ওই নামটাই কিন্তু জগতের ওপর একটা প্রকান্ড ঠাট্টা, কারণ স্প্যানিশ ভাষায় 'সুরেতে' কথাটার অর্থ ভাগ্য, আর ভাগ্যের জার্মান প্রতিশব্দ হচ্ছে গ্লুকস। জন্মাবার সময় লোকটার নামকরণ হয়েছিলো রিচার্ড গ্লুকস, পরে সে এস.এস.এর পূর্ণ জেনারেল হয়, রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তরের কর্তৃত্বপদ পায়, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পগুলোতে হিটলারের পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হয়। পশ্চিম জার্মানী ও ইস্রায়েল থেকে ঘোষিত ফেরারী তালিকায় এর নাম গুরুত্ব অনুসারে তৃতীয় নম্বর, — মার্টিন বর্ম্যান ও প্রাক্তন গেস্টাপো-অধিপতি হাইনরিখ ম্যুলেরের পরেই। অউশউইৎসেব শয়তান-ডাক্তার ডাঃ জোসেফ মেঙ্গেলের চেয়েও উঁচু র‍্যাঙ্ক। ওডেসা সংগঠনে এর স্থান দু নম্বরে, মার্টিন বর্ম্যানের নীচেই, ১৯৪৫-এ পর ফ্যুয়েরারের প্রেত তো বর্ম্যানকেই আশ্রয় করেছে।

এস.এস. দলের সমস্ত অপকীর্তিতেই রিচার্ড গ্লুকসের ভূমিকা ছিলো অসামান্য। ধূর্ততায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বিত, যেভাবে ১৯৪৫-এর মে মাসে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলো তাতেই বোঝা যায় কত কূটবুদ্ধি ধরে। অ্যাডলফ আইখম্যানের চেয়েও গ্লুকসের অবদান ছিলো অনেক বেশী, সেই ব্যাপক হত্যাকান্ডে, অথচ সে নিজে কোনদিন ট্রিগার টেপেনি।

কোন অজ্ঞ বিমানযাত্রীকে যদি সেদিন বলা হতো যে তার পাশের সীটে যে বসে আছে সেই লোকটার আসল পরিচয় কি, তবে হয়তো অবাক হয়ে সে ভাবতো যে অর্থনৈতিক প্রশাসন দপ্তরের প্রাক্তন কর্তা ফেরারী তালিকায় কেন অত উচ্চ স্থান পেয়েছে?

তার প্রশ্নের উত্তরে সে তখন জানতে পারতো যে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ অবধি জার্মানীতে মানবতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অপরাধ সংগঠিত হয়েছিলো, নির্দ্বিধায় তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগের দায়িত্ব এস. এস. দলের ওপর অর্পণ করা যায়। তার মধ্যে আবার শতকরা আশী থেকে নব্বই ভাগ দায়িত্ব এস.এস.-এর দুটো আভ্যন্তরীণ বিভাগের ওপর — রাইখের নিরাপত্তার সদর দপ্তর এবং রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তর।

গণহত্যায় অর্থনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব আছে, এই কথাটা খুব বিস্ময়জনক হলেও, নাৎসি আমলের সেই জঘন্য অপরাধের পদ্ধতি বিচার করলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। ওদের উদ্দেশ্য ছিলো যে ইউরোপ থেকে প্রতিটি ইহুদীকে এবং যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি স্লাভ জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে যে শুধু মুছেই দেওয়া হবে তাই নয়, মরবার সুযোগ পাচ্ছে বলে তাদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হবে। গ্যাস-কুঠুরির দোর খোলবার আগেই এস.এস.-রা ইতিহাসের জঘন্যতম লুণ্ঠনকর্ম সম্পাদন করে ফেলেছিলো।

ইহুদীদের ক্ষেত্রে অর্থ আদায় হয়েছিলো তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথমত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, কলকারখানা, ব্যাঙ্কে মজুত অর্থ, আসবাবপত্র, গাড়িঘোড়া, পোশাকপরিচ্ছদ সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো পূর্বাঞ্চলে, — স্লেভ-লেবার ক্যাম্পগুলোতে,নইলে ডেথক্যাম্পে। বলা হয়েছিলো যে পুনর্বাসনের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই তা বিশ্বাস করেছিলো তাই যা পারে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো— সাধারণত দুটো করে স্যুটকেস। ক্যাম্পের চত্বরে এগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং পরনের পোশাকও।

ইউরোপের ইহুদীরা বিশেষ করে পোল্যান্ড এবং পূর্বদেশগুলোয় সে-সময়ে যথেষ্ট ধনসম্পদ নিজেদের দেহে ধারণ করে রাখতো। ষাট লক্ষ লোকের মালপত্র থেকে উপার্জন হয়েছিলো কয়েকশো কোটি ডলার। ক্যাম্পগুলো থেকে ট্রেনভর্তি আসতো সোনার গয়না, হীরা, নীলা, চুণী, রূপোর পাত, লুই দর, সোনার ডলার আর হরেকরকম ব্যাঙ্কনোট। এগুলো জার্মানীর ভেতরে এস.এস. হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছে যেতো। এস.এস.-রা বরাবরই তাদের কাজে লাভ করে এসেছে। এই লাভের একাংশ রূপান্তরিত হয়ে যেতো সোনার বাটে, যার ওপর ছাপা হতো রাইখের ঈগল আর

এস এস -এব যুগ্ম বিদ্যুৎ। যুদ্ধেব শেষদিকে এগুলো গচ্ছিত বাখা হলো সুইজাবল্যান্ড, লাইখটেনস্টাইন, ট্যানজিযাব এবং বেইরুটেব বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। পববর্তীকালে ওডেসা সংগঠনেব মূলধন হিসাবে এগুলো বেশ কাজে এসেছিলো। এখনো বহু সোনা জুবিখেব ভূগর্ভস্থ ভল্টে পড়ে আছে পাহাবা দিচ্ছে ওই শহবেব আত্মপ্রসাদে স্ফীত স্বনীতিগর্বিত কতগুলো ব্যাঙ্কাব।

শোষণেব দ্বিতীয় পর্যায় দৈহিক। বহু ক্যালবি শক্তি আছে এককেটি দেহে, অতএব ব্যবহাব কবা হোক। এই পর্যায়ে এসে পৌছনোব আগেই ইহুদীবা তাদেব সমস্ত পার্থিব ধনসম্পদ হাবিয়ে ফেলেছে, অতএব তাবাও তখন কপর্দকহীন রুশ ও পোলদেব সমগোত্রীয়। কাজ কবতে যাবা অনুপযুক্ত তাদেব সকলকেই বিনাবাক্যব্যয়ে হত্যা কবা হতো, কাবণ তাদেব দেহ আব শোষণ কবা সম্ভব নয়। যাবা কর্মক্ষম তাদেব ভাড়া খাটানো হতো, এস এস -এব নিজস্ব কাবখানায় নইলে অন্যান্য জার্মান শিল্প উদ্যোগগুলোতে যথা ক্রুপ, থাইসেন, ফন ওপেল ইত্যাদি। এস এস প্রতিষ্ঠান মাথাপিছু দৈনিক পেতো প্রতি অকুশলী শ্রমিকেব জন্যে তিন মার্ক ও কুশলী শ্রমিকেব জন্যে চাব মার্ক হাবে। 'দৈনিক' কথাটাব অর্থ ছিলো যৎসামান্য খাদ্য দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা কালেব মধ্যে জীবিত দেহ থেকে যতটা কাজ আদায় কবতে পাবা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক কমস্থলেই জীবন হাবিয়েছিলো।

এস এস ছিলো বাষ্ট্রেব অভ্যন্তবে আবেকটি বাষ্ট্র। এদেব নিজস্ব কল-কাবখানা, ইঞ্জিনিযাবিং বিভাগ, নির্মাণশাখা, মেবামতি ও চালনা কেন্দ্র এবং পোশাক বিভাগ ছিলো। নিজেদেব প্রযোজনীয় সবকিছু জিনিসই এবা নিজেবাই বানিয়ে নিতো দাস শ্রমিকগুলোকে ব্যবহাব কবতো কাবণ হিটলাবেব আদেশবলে তাবা এস এস এব নিজস্ব সম্পত্তি।

শোষণেব তৃতীয় পর্যায়ে পড়তো মৃতদেহগুলো মানুষগুলোকে যখন মাবা হতো তাব আগেই তাদেব নিবাববণ কবে সব জিনিস খুলে নেওয়া হতো গাড়ি ভর্তি ভর্তি জুতো মোজা দাড়ি কামানোব ব্রাশ চশমা জ্যাকেট ট্রাউজাব পাওয়া যেতো চুলগুলোকে কামিয়ে দেশে পাঠানো হতো, শীতেব হাত থেকে লড়াই কববাব জন্যে তা দিয়ে ইউ-বোটেব আস্তবণ তৈবি হতো সোনা বাঁধানো দাঁতগুলোকে মৃতদেহ থেকে প্লায়াব দিয়ে দিয়ে তুলে নেওয়া হতো, পবে সেগুলো গলিয়ে সোনাব বাট হয়ে চলে যেতো জুবিখে। হাড়গুলো থেকে ফার্টিলাইজাব বানানোব চেষ্টা হয়েছিলো, দেহেব চর্বি থেকে সাবান, কিন্তু লাভজনক নয় বলে সেই পবিকল্পনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তিব গণহত্যাব আর্থিক দিকটা ছিলো বাইখেব অর্থনৈতিক প্রশাসনেব সদবদপ্তবেব ওপব ন্যস্ত অর্থাৎ কিভাবে আবো লাভ কবা যায় হত্যাগুলো দিয়ে। সেইসব প্রকল্প তাবাই বানাতো। আজ বিমানেব ৩ বি নম্বব সীটে যে বসে আছে সে ছিলো সেই দপ্তবেবই খোদ কর্তা।

গ্লাকস আব জার্মানীতে যায়নি তাবপব, অযথা ঝুঁকি নেবাব পাত্র নয় সে। প্রয়োজনও ছিলো না। দক্ষিণ আমেবিকাতে খাসা ছিলো বাজাব হালে, এখনো বয়েছে। অর্থ আসে গোপন তহবিল থেকে। ১৯৪৫-এব পবেও নাৎসী আদর্শে বিশ্বাস একটুকু টলেনি, তাব ওপব আছে প্রাক্তন খ্যাতি। সুতবাং আর্জেন্টিনায় পলাতক নাৎসীদেব মধ্যে সে যথেষ্ট গণ্যমান্য। ওডেসাও পবিচালিত হয় সেখান থেকেই।

বিমান নিবাপদে নামলো, যাত্রীবাও নিবাপদে কাস্টমস পেবিয়ে এলো। তিন নম্বব সাবিব যাত্রীটিকে অনর্গল স্প্যানিস ভাষা বলতে দেখে কেউ আশ্চর্য হলো না কাবণ দক্ষিণ আমেবিকান বলেই তাব পবিচিতি।

প্রান্তিব দালান পেবিয়ে ট্যাক্সি নিলো একটা বহুদিনেব অভ্যাসবশত ডুবলবান হোটেল থেকে সামান্য দূবেব একটা ঠিকানা দিলো। মাদ্রিদ শহবেব মাঝখানে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ব্যাগ হাতে হাঁটতে হাঁটতে দুশো গজ দূবে হোটেলটায় এসে উঠলো।

টেলেক্সে খবর পাঠিয়ে ঘর সংরক্ষিত করা ছিলো। আগমন লিখিয়ে সোজা ঘরে উঠে দাড়ি কামালো, ধারাস্নান সারলো। কাঁটায় কাঁটায় নটা বাজতেই দরজায় তিনবার করাঘাত হলো, একটা থেমে আবার দুবার। নিজেই গিয়ে দরজা খুললো, পরিচিত ব্যক্তি দেখে দু পা পিছু হটে দাঁড়ালো।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত টান করে তালু নীচের দিকে রাখে। পুরনো স্যালুট। মুখে বলে ওঠে "সিয়েগ হাইল।"

অনুমোদনের ভঙ্গীতে জেনারেল গ্লাকস মাথা নেড়ে নিজের ডান হাতখানাও বাড়িয়ে দেয়। ধীর স্বরে বলে, "সিয়েগ হাইল।" আগন্তুককে এসতে নির্দেশ করে।

আগন্তুকও জনৈক জার্মান, এস এস এর ভূতপূর্ব অফিসার। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে ওডেসা সংগঠনের আঞ্চলিক প্রধান। মাদ্রিদে যে তাকে আহ্বান করা হয়েছে এতবড় একজন নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্যে তাতে ভীষণ অহঙ্কার বোধ করছে সে। মনে করছে যে ছত্রিশ ঘন্টা আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডির যে মৃত্যু হলো সেই সুবাদে বোধহয় এই আলোচনার বৈঠক।

প্রাতরাশের থালা পাশেই রাখা ছিলো, তা থেকে এক কাপ কফি নিজের জন্যে ঢেলে নিয়ে জেনারেল গ্লাকস বিশাল একটা করোনা চুরুট ধরালো।

"কারণটা বোধহয় বুঝতে পেরেছো কেন আমি হঠাৎ ইউরোপে এলাম বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও," জেনারেল বললো, "এই মহাদেশে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। অতএব এক্ষুনিই আমার বক্তব্য শুরু করছি এবং সংক্ষেপেই সারবো।"

জার্মানী হতে আগত অধস্তন পুরুষটি চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে পড়লো।

"কেনেডি এখন মৃত আমাদের পক্ষে সেটা এক অদ্ভুত সৌভাগ্য" জেনারেল বলতে থাকে "এই ঘটনা থেকে যতটা সুযোগ আমরা নিতে পারি সবটুকু নিতে হবে, কোন গাফিলতি যেন না হয় বুঝেছো কি বলছি?"

"নিশ্চয়ই এবং জেনারেল নীতিগতভাবে বুঝলাম কিন্তু বিশদ অর্থে ঠিক কোন ব্যাপারটার কথা বলছেন?" অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোকটা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"বনের দেশদ্রোহী ইতরগুলো তেল আভিভের শুয়োরদের সঙ্গে যে গোপন অস্ত্রচুক্তি করেছে তার কথাই বলছি। সেই চুক্তির কথাটা জানা আছে তো তোমার? ট্যাঙ্ক, কামান এবং নানারকম অস্ত্রশস্ত্র যে জার্মানী থেকে ইস্রায়েলে যাচ্ছে এখনো?"

"হ্যাঁ, জানি বৈকি।"

"এ কথাও জানো বোধহয় যে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ইজিপ্টকে সবতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে একদিন না একদিন তারাই যুদ্ধে বিজয়ী হয়।"

"নিশ্চয়ই জানি আমরাই তো সেই উদ্দেশ্যে বহু জার্মান বৈজ্ঞানিককে ঢুকিয়েছি"

এই বিষয়টায় আমি পরে আসছি। আমি আমাদের নীতির কথাটা বলছিলাম এখন, আরব দোস্তদের যতটা সম্ভব এই বিশ্বাসঘাতা চুক্তির সমস্ত খবরগুলো জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা কূটনৈতিক পন্থার মাধ্যমে বন সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পারে। ইতিমধ্যেই আরবদের প্রতিবাদের ফলে জার্মানার ভেতরে একটা উপদলের সৃষ্টি হয়েছে যারা রাজনৈতিক কারণেই অস্ত্র চুক্তির ভীষণ বিরোধী, কারণ আরবেরা এই চুক্তির ফলে জার্মানীর ওপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এই উপদলটি, তাদের অজান্তেই আমাদের হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এমন কি মন্ত্রিমন্ডলী থেকেও চাপ দেওয়াচ্ছে নির্বোধ এরহার্ডকে, যাতে সে এই অস্ত্রচুক্তি বন্ধ করে দেয়।"

"হ্যাঁ বুঝলাম, হের জেনারেল।"

"বেশ। এরহার্ড অবশ্য এখনো অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করেনি তবে বহুবার দোটানায় পড়ে দ্বিধা

করেছে। যারা জার্মান-ইস্রায়েলি অস্ত্রচুক্তি সম্পাদনের স্বপক্ষে, তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে যে এই চুক্তিতে কেনেডির সমর্থন আছে, এবং কেনেডি যা চায় এরহার্ড তাকে তা দেয়।"

"হ্যাঁ, সে কথা সত্যি।"

"কিন্তু কেনেডি এখন মৃত।"

আগন্তুক চেয়ারে একটু পিছে হঠে বসলো, চোখদুটো তার প্রত্যাশায় জ্বলে, কল্পনানেত্রে দেখতে পায় নতুন নতুন সম্ভাবনা। এস এস জেনারেল চুরুট থেকে সাবধানে একটু ছাই ফেলে নিলো তার কফি-কাপে, তারপর জ্বলন্ত চুরুটের ডগাটা অধস্তন কর্মীটির দিকে উঁচিয়ে বলে উঠলো, "অতএব এই বছরের বাকি দিনগুলোতে জার্মানীর ভেতরে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হবে অস্ত্রচুক্তির বিরুদ্ধে বিশাল জনমত গড়ে তোলা, বোঝানো হ'বে যে অস্ত্রচুক্তিটার ফলে জার্মানী তার বহুকালের সুহৃদ আরবদের হারাতে বসেছে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, এ আর এমন কি কথা ঠিক হয়ে যাবে।" বেশ চওড়া মাপের হাসি হাসলো আগন্তুক।

"কায়রো-সরকারের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগসূত্রগুলো আছে, তারা দেখবে যে তাদের এবং অন্যান্য দূতাবাস মারফৎ অনবরত কূটনৈতিক প্রতিবাদ যেন জার্মানীতে আসে। অন্য আরব বন্ধুরা আরব-ছাত্র এবং আরবদের জার্মান-বন্ধুদের দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাবে, তোমার কাজ হবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার চালানো, যে সমস্ত পুস্তিকা এবং পত্রিকা আমরা গোপনে গোপনে সমর্থন করি তাদের দিয়ে লেখাবে, বড় বড় খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে, প্রভাবশালী আমলা ও রাজনীতিকদের অস্ত্রচুক্তির বিরুদ্ধে আনবার চেষ্টা করবে।'

সামনে বসে থাকা লোকটার ভুরু কুঁচকে ওঠে। বিড়বিড় করে বলে, "কিন্তু আজকের জার্মানীতে ইস্রায়েলবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা শক্ত "

"সে প্রশ্নই ওঠে না," তীক্ষ্ণস্বরে জেনারেল বলে, "খুবই সহজ যুক্তি, ব্যবহারিক কারণেই নির্বোধের মতোন গোপন চুক্তি-ফুক্তি করে জার্মানী আজ আট কোটি আরবকে শত্রু করে তুলতে পারে না। বহু জার্মান এই যুক্তি মানবে, বিশেষত কূটনীতিকেরা। বিদেশদপ্তরে আমাদের যে পরিচিত বন্ধুরা আছে তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের সহজ সাধারণ যুক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা সমস্তই দেওয়া হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে কেনেডি মরেছে, জনসন বোধহয় ওরকম আন্তর্জাতিক ইহুদী-ঘেঁষা নীতির ধার ধারবে না, অতএব এরহার্ডকে প্রবল চাপ দিতে হবে, তার মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেও, অস্ত্রচুক্তি যাতে স্থগিত রাখা হয়। মিশরীদের যদি দেখাতে পারি যে আমরা বনের বৈদেশিক নীতি পাল্টে দিতে পেরেছি তাহলে কায়রোতে আমাদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে।"

জার্মানী থেকে আগত ব্যক্তিটি বহুবার ঘাড় নাড়লো, যেন কি করতে হবে না হবে, সেই নক্শা চোখে ভাসছে। বললো, "সব করা হবে।"

"বাঃ," জেনারেল গ্লাকস অনুমোদনের ধ্বনি করে উঠলো। লোকটা কিন্তু তার চোখের দিকে তাকালো।

"হের জেনারেল, আপনি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছিলেন, ইজিপ্টে যারা কাজ করছে "

"ওঃ হ্যাঁ। বলেছিলাম বটে, তাদের কথা পরে বলবো। তারা হচ্ছে, বুঝলে, আমাদের অভিযানে দ্বিতীয় পর্যায়,—ইহুদীদের চিরকালের জন্যে বিনাশ করে দেওয়ার অভিযান। হেলওয়ান সম্বন্ধে কিছু জানো?"

"হ্যাঁ, স্যাব, মোটামুটিভাবে "

"কিন্তু সেগুলো আদতে কি জন্যে, জানো না?"

" আন্দাজ কবেছি অবশ্য "

"যে ওগুলো ছুঁড়ে ইস্রায়েলেব ওপব কয়েক টন ভাবী বিস্ফোবক ফাটানো হবে নয়?" অমাযিক হাসি হাসলো জেনাবেল গ্ল্যাকস। "কিছুই বোঝোনি তুমি। যাক, তোমাব বোধহয় এখন জানা প্রয়োজন যে কেন ওই বকেটগুলো আব যাবা সেগুলো তৈবী কবছে তাবা আমাদেব কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।"

পিঠ এলিয়ে জুত কবে বসলো গ্ল্যাকস। ছাতেব দিকে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি মেলে অধস্তন কর্মীটিকে হেলওয়ান বকেটেব সত্য কাহিনী বর্ণনা কবে গেলো।

যুদ্ধেব অল্পকাল পবেই হাজাব হাজাব নাৎসী এবং প্রাক্তন এস এস সদস্যেবা ইউবোপ থেকে পালিয়ে এসেছিলো মিশবে। নীলনদেব বালুকাময তীবে নিবাপদ আশ্রয় গেড়েছিলো তাবা। তখন ইজিপ্টে ছিলো বাজা ফারুকেব শাসন। যাবা এসেছিলো তাদেব মধ্যে ছিলেন কিছু বৈজ্ঞানিকও। ফারুককে গদিচ্যুত কববাব কুদেতা ঘটবাব কিছুদিন আগেও ফারুক দুজন জার্মান বৈজ্ঞানিকেব বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন যে তাঁবা নাকি বকেট নির্মাণেব কাবখানা গড়বাব জন্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন সেটা ছিলো ১৯৫২ সাল, অধ্যাপক দুজনেব নাম পল গোকে এবং বল্ফ এঙ্গেল।

প্রকল্পটা স্থগিত বইলো কয়েক বছবেব জন্যে। ইতিমধ্যে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন গামাল আব্দেল নাসেব। ১৯৫৬ সালে সিনাইযেব যুদ্ধে মিশবী বাহিনী হেবে গেলো। নাসেব তখন প্রতিজ্ঞা কবলেন যে ইস্রায়েলকে কোন-না কোনদিন ধূলিসাৎ কবতেই হবে।

যখন ভাবী ভাবী বকেট পাঠানোব অনুবোধ মস্কো বাতিল কবে দিলো তখন মিশবী বকেট নির্মাণেব জন্যে গোর্কে এঙ্গে পবিকল্পনাটাকে আবাব অতি উৎসাহে পুনরুজ্জীবিত কবে তোলা হলো। সেই বছবেই জলেব মতো অর্থব্যয়ে, সময়েব সঙ্গে যুদ্ধ কবেই প্রায, জার্মান অধ্যাপকেবা এবং মিশবীযবা গড়ে তুললো কাযবোব উত্তবে হেলওয়ানে ফ্যাক্টবি নং ৩৩৩

কিন্তু কাবখানা গড়া এক কথা, বকেট ডিজাইন কবা বা বানানো আবেক কথা। বহুদিন থেকেই নাসেবেব কিছু প্রবীণ সমর্থক,-দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব সময থেকে তাঁদেব নাৎসী অনুকূল পৃষ্ঠপট হেতু,- মিশবস্থিত ওডেসা- প্রতিনিধিদেব সঙ্গে গভীব সংযোগ বেখে চলতেন। সেই সূত্রে মিশবেব প্রধান সমস্যাটিব সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেলো - বকেট নির্মাণেব জন্যে বৈজ্ঞানিক পাওয়া যাবে কোথা থেকে।

বাশিযা, আমেবিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউই একটি লোকও দেবে না। ওডেসাব পক্ষ থেকে বলা হলো যে নাসেব সমস্ত বকেটেব প্রযোজন তাব আযতন বা বেঞ্জ, যুদ্ধেব সময়ে জার্মানী পীনেমুণ্ডে ওযার্নাব ফন ব্রউন এবং তাঁব সতীর্থেবা লণ্ডনকে ধ্বংস কবে ফেলবাব জন্যে যেসব ভি ২ বকেট বানিয়েছিলেন, তাব সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিল খেযে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদেব সেই পুবনো দলেব মধ্যে অনেকেই এখনো জীবিত এবং সক্ষম।

শুরু হলো জার্মান বৈজ্ঞানিকদেব নিযুক্তি। ওঁদেব মধ্যে অনেকেই তখন স্টাটগার্টে 'ওয়েস্ট জার্মান ইনস্টিট্যুট ফব অ্যাবোস্পেস বিসার্চে' কাজ কবেন। কিন্তু তাঁবা সকলেই কাজ সম্বন্ধে উদাসীন কাবণ ১৯৫৪-ব প্যাবীব সন্ধিচুক্তি অনুসাবে জামনীব পক্ষে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক গবেষণা কবা একেবাবে নিষেধ, বিশেষ কবে পাবমাণবিক পদার্থবিদ্যায় এবং বকেট্রিতে। তাব ওপবে আছে গবেষণাগাবে চিবন্তন অর্থাভাব। সুতবাং অনেকেই মিশবে আসতে বাজী হয়ে গেলেন, সূর্যকবোজ্জ্বল দেশ, গবেষণাব জন্যে অঢেল অর্থ, সত্যিকাবেব বকেট ডিজাইন কববাব সুযোগ —নিঃসন্দেহে লোভনীয় প্রস্তাব।

জামনীতে একজন প্রধান নিয়োগকর্তাকে বাখলো ওডেসা। সে আবাব তাব একজন প্রাক্তন এস এস সার্জেন্টকে বাখলো সহকাবী হিসাবে, নাম হাইনৎস · গ। দুজনে মিলে গোটা জামনী চষে ফেললো- কে বাজী আছো ইজিপ্টে যেতে নাসেবেব জন্যে বকেট বানাতে হবে।

অত মাইনে, সুখসুবিধে, কাজেই ভালো ভালো লোক পেতেও বিশেষ অসুবিধা হলো না এঁদেব মধ্যে নাম কবা যেতে পাবে অধ্যাপক উল্ফগ্যাঙ্গ পিলৎসেব, যুদ্ধোত্তব জামনি থেকে ফবাসীবা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো, ফ্রেঞ্চ ভেবোনিক বকেটেব তিনিই জন্মদাতা। অধ্যাপক পিলৎস গোড়াব দিকে মিশবে গেলেন। ফন ব্রউনেব ভি ২ বকেটেব দল থেকে পাওয়া গেলো ড. হাইনৎস ক্রাইনওয়াখটাব এবং ড. ইউজেন সায়েঙ্গাবকে তাঁদেব সঙ্গে মিশবে এলেন ডঃ জোসেফ আইসিগ এবং ডঃ কিবমেয়াব। সকলেই তাঁব সঞ্চালন ইন্ধন এবং প্রয়োগকৌশলে বিশেষজ্ঞ। জগৎ ওদেব শ্রমেব ফল দেখলো বাবাকেব পতনেব অষ্টম স্মৃতিবার্ষিকীতে কায়বো শহবে অনুষ্ঠিত প্যাবেডে সেদিন ২৩শে জুলাই। সামবিক শোভাযাত্রায় দুটো বকেট চললো চাকা লাগানো পাটাতনে চেপে বকেট দুটোব নাম আল কাহিবা ও আল জাফিবা। জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি কবে উঠলো অবশ্য ও দুটো ছিলো শুধু বকেটেব বহিবঙ্গ বিস্ফোবক বা ইন্ধন তাতে তখনো ছিলো না তবুও ইস্রায়েলেব বিরুদ্ধে অদূব ভবিষ্যতে ওই ধবনেব ৪০০ অস্ত্র ছোঁড়া হবে

জেনাবেল গ্লুকস থেমে হাত চুরুটে টান দিয়ে আবাব বলে, 'সমস্যা হচ্ছে যে আমবা যদিও বহিবঙ্গ, বিস্ফোবক এবং ইন্ধন বানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছি যে কোন গাইডেড মিসাইলেব চাবিকাঠি হচ্ছে তাব টেলি গাইডেন্স সিস্টেম

ওয়েস্ট জার্মানিব দিকে চুরুট উঁচিয়ে ধবে বলে সে জিনিস আমবা এখনো ইজিপ্টকে দিতে পাবিনি দুর্ভাগ্যবশত গাইডেন্স সিস্টেমে যাবা বিশেষজ্ঞ, যাবা স্টাটগার্ট বা অন্য কোথাও কাজ কবছে তাদেব কাউকেই আমবা ইজিপ্টে যেতে বাজি কবাতে পাবিনি। ওখানে আজ পর্যন্ত যাবা গেছে তাবা শুধু বহিভাগটি সঞ্চালন এবং বিস্ফোবণ প্রকোষ্ঠেব নির্মাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ আমবা ইজিপ্টকে কথা দিয়েছি যে বকেট তাব হবেই এবং হবেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই প্রেসিডেন্ট নাসেবও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে একদিন না একদিন মিশব ও ইস্রায়েলেব মধ্যে যুদ্ধ হবে এবং তাও যে হবেই সে একেবাবে অবধাবিত। নাসেব অবশ্য মনে কবেন যে তাঁব ট্যাঙ্ক এবং তাঁব সেনাবাহিনীই যথেষ্ট যুদ্ধ জেতবাব পক্ষে। আমবা কিন্তু ততটা নিশ্চিত নই। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নাও জিততে পাবেন। কিন্তু ভেবে দেখো দিকি কোটি কোটি ডলাব ব্যয় কবে যে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র তিনি আনিয়েছেন সেগুলো যখন অকৃতকার্য হয়ে যাবে অথচ আমাদেব দ্বাবা নিয়োজিত বিজ্ঞানীবা যে বকেট বানাবে সেগুলো দিয়ে তিনি যখন যুদ্ধ জিতে যাবেন, তখন আমাদেব মান কতখানি বেড়ে যাবে। ডবল লাভ হবে আমাদেব চিবকালেব জন্যে পাবো এক চিবকৃতজ্ঞ মধ্যপ্রাচ্য,

সর্বসময়ের জন্যে যা হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে এক পরম নিরাপদ আশ্রয়। আর দ্বিতীয়ত ইহুদী শুয়োরগুলোর রাষ্ট্র চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে, মরোণোন্মুখ ফ্যুয়েরারের শেষ ইচ্ছা আমরা রাখতে পারবো। আমাদের সামনে এসেছে তাই আজ এক বিরাট কর্তব্য, আমাদের যা করতেই হবে, অকৃতকার্য হলে চলবে না।"

তার বক্তৃতার শেষভাগে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জেনারেল ঘরময় পায়চারি করতে থাকে। আগন্তুক একটু বিস্মিত হয়। প্রশ্ন করে, "হের জেনারেল, ৪০০খানা মাঝারি আয়তনের বিস্ফোরক দিয়ে কি সত্যি সত্যিই ইহুদীগুলোকে চিরতরের জন্যে বিনাশ করে দেওয়া সম্ভব? অসাধারণ ক্ষতিসাধন হয়তো হবে, কিন্তু পূর্ণ বিনাশ?"

গ্ল্যুকস ঘুরে দাঁড়ায়। বিজয়ী-মার্কা হাসি তার মুখে।

"কিন্তু কি ধরনের বিস্ফোরক, সেটা ভাবো দিকি?" অধস্তন কর্মীটির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে আবার শুরু করে, "ভাবছো কি যে, ওই হতচ্ছাড়াগুলোর ওপর শুধু বারুদ ফাটাতে যাচ্ছি? না না, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং তিনি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে সেটা গ্রহণও করেছেন। কাহিরা এবং জাহিরার বিস্ফোটক হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। কতগুলোতে থাকবে বিউবোণিক প্লেগের বীজাণু, আর কতগুলো ভূমির অনেক ওপরে ফেটে গিয়ে গোটা ইস্রায়েল রাষ্ট্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম-৯০ ছড়িয়ে দেবে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে হয় প্লেগ হয়ে, নয়তো গামারশ্মির প্রচণ্ড প্রভাবে ওরা সকলেই মারা যাবে। এই দাওয়াই রেখেছি ওদের জন্যে।"

সহকারীটির মুখ হাঁ হয়ে গেছে। কোনমতে শ্বাস ছেড়ে বললো, "অদ্ভুত! হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে বটে গত গ্রীষ্মে সুইজারল্যাণ্ডের একটা বিচার-কাহিনী পড়েছিলাম। শুধু সংক্ষিপ্তসার, কেননা সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছিলো গোপনে। তাহলে কথাটা সত্যি। আঃ জেনারেল, এ যে অপূর্ব!"

"অপূর্ব--হ্যাঁ, তা বলতে পারো। এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে, যদি আমরা, ওডেসার লোকেরা রকেটগুলোতে ঠিক ঠিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম বসিয়ে দিতে পারি, যাতে ওগুলো যে শুধু নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই যাবে তাই নয়, সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে বিস্ফোটন ঘটাবে। সেই টেলি-গাইডেন্স সিস্টেমের অনুসন্ধান এবং গবেষণা এখন চলছে পশ্চিম জার্মানীতে। যে ব্যক্তিটি আছে এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে তার সাঙ্কেতিক নাম ভালকান। গ্রীক পুরাণ মনে আছে তো তোমার? ভালকান ছিলো একজন কামার যে ভগবানের জন্যে বজ্র বানিয়ে দিয়েছিলো।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আগন্তুক প্রশ্ন করলো, "তিনি কি বৈজ্ঞানিক?"

"না, নিশ্চয়ই না। ১৯৫৫-তে যখন অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন আর্জেন্টিনাতে চলে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আমাদেরই নির্দেশে তোমার পূর্বসূরী তাকে একটা ভুয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিলো জার্মানীতে থাকার জন্যে। তারপর জুরিখ থেকে তাকে দশ লক্ষ আমেরিকান ডলার তুলে দেওয়া হয়, জার্মানীতে একটা কারখানা স্থাপন করবার জন্যে। গোড়াতে উদ্দেশ্য ছিলো অন্য একটা গবেষণার ব্যাপারে ওই কারখানাটাকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তখন সেই গবেষণাতেই ছিলো আমাদের উৎসাহ, কিন্তু হেলওয়ানে গাইডেন্স সিস্টেম আরো গুরুত্বপূর্ণ তাই সেটা এখন স্থগিত আছে। ভালকানের ফ্যাক্টরিতে ট্রান্সিস্টার রেডিয়ো তৈরি হয় কিন্তু সেটাও একটা ভান। ওই কারখানার গবেষণা বিভাগে একদল বৈজ্ঞানিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম নিয়ে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। হেলওয়ানের রকেট সিস্টেম একদিন না একদিন লাগানো হবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রশ্ন করলো, "তারা ইজিপ্টে চলে গেলেই পারে?"

গ্ল্যুকস একটু হেসে আবার পায়চারি করতে শুরু করলো। বললো, "সেখানেই তো ওস্তাদি। তোমাকে আমি বললাম না যে জার্মানীতে ওই ধরনের রকেট-গাইডেন্স সিস্টেম বানানোর লোক আছে, কিন্তু তাদের কাউকেই ওদেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। ভালকানের কারখানায় যারা এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণায় রত তারা আজও বিশ্বাস করে যে একান্ত গোপনীয়তার আড়ালে তারা আসলে বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হয়ে কাজ করছে।"

"অ্যাঁ?" চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো লোকটা, কার্পেটে কফি চলকে পড়লো। "কি করে করলেন?"

"অত্যন্ত সহজ। প্যারী চুক্তি অনুসারে রকেট সম্বন্ধে কোন গবেষণাই করতে পারবে না জার্মানী। বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সত্যিকারের একজন খাঁটি অফিসার...আমাদেরই লোক সে...ভালকানের বিজ্ঞানীদের দিয়ে গোপনীয়তার শপথ নেওয়ালো, সঙ্গে ছিলো এমন একজন জেনারেল যার ছবি গত মহাযুদ্ধে সময় সবাই দেখেছে। বৈজ্ঞানিকগুলো সকলেই জার্মানীর জন্যে কাজ করতে উৎসুক, তা প্যারী চুক্তি লঙ্ঘন হলোই বা, কিন্তু ইজিপ্টের হয়ে তারা কাজ করতে রাজী নয়। এখন তারা ভাবছে যে জার্মানীর হয়েই তারা কাজ করছে। অবশ্য সাংঘাতিক খরচা হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণা তো সাধারণত বৃহৎ শক্তিগুলো ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমাদের গোপন তহবিলে তো বেশ বড়রকম ছিদ্র হয়ে গেলো এই কাজে। এখন বুঝলে তো ভালকানের গুরুত্ব?"

"নিশ্চয়ই," জার্মানীতে অবস্থিত ওডেসা-প্রধানটি বলে উঠলো, "তবে, ধরুন কখনো যদি কিছু তার ঘটে যায়, কাজটা চলবে না?"

"না। ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি ভালকানের নিজস্ব। সেই-ই চেয়ারম্যান, সেই-ই ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, শেয়ারহোল্ডারও একমাত্র সেই-ই, টাকাপয়সা দেবার অধিকারীও সে নিজে। বিজ্ঞানীদের মাইনে এবং গবেষণার খরচ একমাত্র সেই-ই মেটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের কারো সঙ্গেই কারখানার অন্য কোন অংশের সম্বন্ধ নেই, কারখানার অন্য কেউই কোম্পানির অত বড় গবেষণা বিভাগে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানে না। তারা জানে যে ওই সুরক্ষিত গবেষণাগারে মাইক্রোওয়েভ সার্কিট নিয়ে এমন সব কাজ হচ্ছে যা ট্রান্সিস্টার ব্যবসায়ে বিপ্লব এনে দেবে। গোপনীয়তার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে শিল্পরাজ্যে যথেষ্ট গুপ্তচরবৃত্তি চলে, কাজেই এরকম ব্যবস্থা কোম্পানির স্বার্থেই প্রয়োজনীয়। দুটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ভালকান নিজে। অতএব সে যদি চলে যায়, গোটা প্রকল্পই ধসে পড়বে।"

"কারখানাটার নাম আমাকে বলতে পারেন?"

জেনারেল গ্ল্যুকস মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে একটা নাম বলে। আগন্তুক বিস্ময়ে তাকায়।

"কিন্তু ওই রেডিয়োগুলো তো আমি দেখেছি।"

"দেখবে না কেন?" কোম্পানি তো খাঁটি, সত্যিসত্যিই রেডিও তৈরি করে তারা।"

"আর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর? তাঁর নাম কি.. ?"

"হ্যাঁ, সেই-ই তো ভালকান। এখন বুঝলে লোকটার গুরুত্ব কতখানি। সেইজন্যেই তোমাকে আরো কিছু নির্দেশ দেবার আছে। এই দেখো..."

জেনারেল তার বুকপকেট থেকে একটা ফটো বার করে লোকটির হাতে দিলো। অনেকক্ষণ

ধরে ছবিটা দেখলো সে, মুখে বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। তারপর ছবিটা উল্টে পেছন দিকে লেখা নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেলো।

"সে কি! আমি তো ভেবেছিলাম উনি দক্ষিণ আমেরিকাতে আছেন।"

গ্ল্যুকস মাথা ঝাঁকালো, "উঁহু, বরং এর নামই হচ্ছে ভালকান। শোনো, ওর কাজ এখন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতএব, কেউ যদি ওর সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্ন-ট্রশ্ন করছে বলে তুমি শুনতে পাও তবে তাকে তুমি...নিরুৎসাহিত করবে। একবার সাবধান করে দেবে, তারপর স্থায়ী সমাধান। বুঝতে পারলে, কামেরার্ড? কেউ যেন কোন মতেই ভালকানের আসল পরিচয় জানতে না পারে।"

এস. এস. জেনারেল উঠে দাঁড়ালো, দেখাদেখি তার অতিথিও। "ব্যস," গ্ল্যুকস আলোচনার ওপরে ছেদ টেনে দিলো, "এই হলো গিয়ে তোমার কর্তব্য, নির্দেশ তো জানতেই পারলে।"

চার

রবিবারে গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টর কার্ল ব্রাণ্ডটের ছুটি। খুঁজে খুঁজে পিটার মিলার লাঞ্চের সময় বাড়িতে এসে তাকে ধরলো। পরিবারের সকলের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় মিলার এলো তার জাগুয়ার গাড়িতে চেপে। ব্রাণ্ডটের বাড়ির বাহিরে দাঁড় করিয়ে রাখলো গাড়িটাকে। সেখানেই এসে ঢুকলো ব্রাণ্ডট। গোপন কথা-টথা ওখানেই ভালো।

মিলারকে বলছিলো ব্রাণ্ডট, "কিন্তু তুই তো জানিসই না যে ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে।"

"না, তা জানি না। যদি মরে গিয়ে থাকে রশম্যান তো ল্যাঠা চুকেই গেলো। তবে সেটাও সঠিক জানতে হবে বৈকি। তুই আমাকে সাহায্য কর্ না?"

কথাটা ভেবে দেখলো ব্রাণ্ডট। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, "নাঃ, পারবো না রে, দুঃখিত।"

"কেন?"

"দেখ্, তোকে আমি ডায়রিটা দিয়েছিলাম কেন জানিস? পড়ে আমার ভীষণ খাবাপ লেগেছিলো, তাই ভাবলাম তুই হয়তো কোন কাহিনী-ফাহিনী বানাতে পারিস। কল্পনাও করতে পারিনি যে তুই আবার রশম্যানের পেছনে ধাওয়া করবি। ডায়রিটার বিষয়বস্তু নিয়ে একটা কিছু লিখছিস না কেন?"

"লিখছি না তার কারণ এ থেকে কিছু লেখবারই নেই যে" মিলার বললো। "কি লিখবো- 'দেখুন দেখুন, কি আশ্চর্য, একজন বৃদ্ধ গ্যাসে আত্মহত্যা করেছে, ছেড়ে গেছে একটা আল্গা-বাঁধাইয়ের ডায়রি, তাতে যুদ্ধের সময়ের নানা কাহিনী-টাহিনী লেখা আছে?' কোন সম্পাদক এরকম মাল কিনবে ভাবছিস? আমার নিজস্ব ধারণা অবশ্য যে ডায়রিটা একটা মর্মান্তিক ইতিহাস, কিন্তু সে তো নেহাৎ আমার ব্যক্তিগত মত। যুদ্ধের পর থেকে এমন শয়ে শয়ে স্মৃতিচারণ বই হয়ে বেরিয়েছে। আর চলবে না। জার্মানীর কোন প্রকাশক বা সম্পাদক স্রেফ নেবেই না।"

"হুঁ,... তা কি করতে চাস তুই?" ব্রাণ্ডট প্রশ্ন করলো।

"অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। ডায়রিটার ভিত্তিতে বড় রকম একটা পুলিসী তৎপরতা শুরু করে দেওয়া, তাহলেই আমি পাবো একটা ভালো সংবাদ-কাহিনী।"

ড্যাশবোর্ডের ছাইদানির ওপরে ধীরে ধীরে সিগারেটে টোকা মেরে ব্রান্ডট বললো, 'কোন বড় রকম পুলিসী তৎপরতা ঘটবে না। দেখ্, তুই হয়তো সাংবাদিকতা জানিস, কিন্তু হাম্বুর্গের পুলিসকে আমি বিলক্ষণ চিনি। এই তেষট্টি সালে আমাদের কাজ হলো গিয়ে হাম্বুর্গকে শুধু অপরাধ-মুক্ত করে রাখা। কুড়ি বছর আগে রিগাতে কে কি করেছিলো তার জন্যে আমাদের সদাব্যস্ত গোয়েন্দাগুলোকে দৈনন্দিন কাজ থেকে সরিয়ে আনা—? ভুলে যা।''

''কিন্তু তুই অন্তত বিষয়টা তো উত্থাপন করতে পারিস?'' মিলার বললো।

ব্রান্ডট মাথা ঝাঁকালো, ''উঁহু, আমার দ্বারা হবে না।''

''কেন? কি ব্যাপার?

''কারণ আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তোর কথা স্বতন্ত্র। বিয়ে থা করিসনি, ঝাড়া হাত-পা, ইচ্ছে করলে আলেয়ার পেছনে ছুটতে পারিস। আমার বউ আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে, চাকরিতে ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎ তো আমি নষ্ট করতে পারি না।''

''কেন, পুলিস লাইনে তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে কেন এতে? রশম্যান তো একটা অপরাধী, তাই না? পুলিসের কাজই তো অপরাধীদের ধরা, তবে?'

সিগারেটের গোড়াটা থেঁতলে দিলো ব্রান্ডট।

''পরিষ্কার করে বোঝানো মুশকিল। পুলিসমহলে, জানিস একটা হাওয়া আছে—শুধুই হাওয়া কিন্তু, জমাট কিছু না – যে এস এস দের যুদ্ধ-অপরাধ নিয়ে বেশি আগ্রহ টাগ্রহ দেখালে তরুণ অফিসারদের চাকরিতে লাভ হয় না। স্পষ্ট কিছু বলা হয় না। অবশ্য তদন্ত করবার অনুরোধটা নামঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু এরকম একটা অনুরোধ যে করা হয়েছিলো সেই খবরটা চলে যায় ফাইলে। তোর প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে বারোটা বেজে গেলো। কেউ কিছু বলে না, কিন্তু সবাই জানে। তাই বলছি যে তুই যদি এটা নিয়ে বড় কিছু খুঁড়ে বার করতে চাস তো তুই নিজেই যা, আমাকে বাদ দে '

মিলার খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, উইন্ডস্ক্রিন ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে যায় তার দৃষ্টি।

তারপরে বলে ''আচ্ছা ঠিক আছে তাই করবো না হয়। কিন্তু শুরু তো করতে হবে কোন এক জায়গা থেকে। মরার সময় টাউবের কি কিছু লিখে গেছে?'

''হ্যাঁ, ছোট্ট একটা চিঠি। সেটা ভোরে আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিলো, আত্মহত্যার বিবরণের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে ফাইল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। পুলিসের চোখে কেস বন্ধ।'

''কি লেখা ছিলো?'' মিলার শুধোয়।

''কি আর বিশেষ।' ব্রান্ডট জানায়, ''লিখেছিলো যে সে আত্মহত্যা করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো একটা কথা ছিলো বটে, বলে গিয়েছে যে তার জিনিসপত্তর তার বন্ধু হের মার্ক্সকে দিয়ে গেলো।''

' ওঃ, তবে তো একটা সূত্র পাওয়া গেলো। মার্ক্স কে?'

''আমি কি করে তা জানবো?' ব্রান্ডট বলে ওঠে।

''মানে বলতে চাস যে চিঠিতে শুধু এইটুকুই ছিলো শুধু হের মার্ক্স? কোন ঠিকানা না?''

''কিস্যু না,'' ব্রান্ডট বললো ''শুধু মার্ক্স। কোথায় থাকে, তারও কোন হদিস না।''

''কাছেই কোথাও হবে নিশ্চয়ই। খোঁজ করেছিলি?

ব্রান্ডট বেশ জোরে নিশ্বাস ফেললো। ''তোর মাথায় কি কিছুই ঢোকে না? বললাম না যে আমরা পুলিসেরা সব সময়েই ভীষণ ব্যস্ত থাকি। তোর কোন ধারণা আছে হাম্বুর্গে কতগুলো মার্ক্স রয়েছে? টেলিফোন ডিরেক্টরিতেই তো কয়েকশো পাবি। এই বিশেষ মার্ক্সের খোঁজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারি না আমরা। তাছাড়া, বুড়ো যা রেখে গেছে তার দাম দশ ফেনিগেরও বেশি না।''

"ওঃ! তাহলে শুধুই এই? আর কিছু না?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

· "উঁহু, আর কিচ্ছু না। মার্ক্সকে যদি খুঁজে বের করতে চাস, তুই নিজেই চেষ্টা কর্, আপত্তি নেই।"

"বেশ, তাই করবো।" দুজনে হাত-টাত মেলালো। ব্রান্ডট বাড়িতে ঢুকে গেলো, পরিবারের সঙ্গে খেতে বসতে।

পরদিন সকালে মিলার চলে এলো সেই বাড়িতে যেখানে টউবের থাকতো। দরজা খুলে দিলো একজন মাঝবয়সী লোক। তার পরনের প্যান্টটা দাগ-দাগ, দড়ি দিয়ে কোমরে শক্ত করে এঁটে বাঁধা, গলা-খোলা কামিজ, কলার-ফলাব নেই। গালে অন্তত তিনদিন না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

"নমস্কার। আপনিই কি বাড়িওলা?"

লোকটা মিলারকে আগাপাস্তলা দেখে নিয়ে মাথা নাড়লো। গা থেকে তার বাঁধাকপির গন্ধ বেরুচ্ছে।

মিলাব বললো, "কয়েক বাত আগে এখানে একজন লোক গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মাবা যায়।"

"আপনি কি পুলিস?"

"না, প্রেস," প্রেসকার্ডটা বের করে দেখালো মিলার।

"আমার কিচ্ছু বলার নেই।"

লোকটার হাতে একটা দশ মার্কেব নোট গুঁজে দিলো মিলাব. কোন আপত্তি তুললো না তাতে।

"ঘরটা আমি দেখতে চাই।"

"নতুন ভাড়াটে এসে গেছে।"

"ওব জিনিসপত্তর কি করেছেন?"

"পেছনেব উঠোনে রেখে দিয়েছি। তাছাড়া কবার কি ছিলো?"

কিছু জিনিস এক কোণায় রাখা ছিলো, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তার ওপর। ওগুলোতে এখনো গ্যাসের গন্ধ। পুবনো একটা টাইপরাইটার, দু জোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো, কিছু কাপড়চোপড়, অল্প কিছু বই আর পাড়-লাগানো একটা সাদা রেশমী স্কার্ফ। স্কার্ফটাকে দেখে মিলাব ভাবলো যে ইহুদী ধর্মের কোন অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠানে বোধহয় ওটা লাগে। সব জিনিসপত্র হাঁটকে দেখলো মিলাব কিন্তু কোন ঠিকানার খাতা-টাতা পেলো না, মার্ক্সের ঠিকানাও কোথাও লেখা নেই।

"এই কি সব?" জিজ্ঞেস করলো মিলাব।

"হ্যাঁ," পেছন-দরজাব পাশ থেকেই লোকটা মিলারেব দিকে বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

"আপনার কোন ভাড়াটে আছে মার্ক্স নামে?"

"নাঃ।"

"কোন মার্ক্সকে চেনেন আপনি?"

"নাঃ।"

"টউবেরের কোন বন্ধুবান্ধব ছিলো?"

"আমি দেখিনি কক্ষনো। একা একাই থাকতো, আসা-যাওয়ার সময়-অসময়ও কিছু ছিলো না। মাথায় ছিট ছিলো মশাই। কিন্তু ভাড়ার টাকাটা ঠিক ঠিক দিতো, সেদিকে কোন অসুবিধা ছিলো না।"

"কখনো কারু সঙ্গে ওকে দেখেছেন? মানে, বাইরে রাস্তায়?"

"নাঃ, কক্ষনো না। বন্ধুটন্ধু ছিলো না বোধহয়। তাতে আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি, ওইরকম সব সময় বিড়বিড় বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলা,—বদ্ধ পাগল একেবারে।"

মিলার ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তার আশেপাশে নানা লোককে জিজ্ঞাসা করলো। অনেকেরই মনে আছে মাথা নীচু করে বুড়ো লোকটা রাস্তায় পায়চারি করে বেড়াতো হাঁটু-ঝুলের একটা গ্রেটকোট পরে, উলের টুপি মাথায, হাতে পশমের দস্তানা।

তিনদিন ধরে পাড়ায় জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়ালো মিলার। দুধের ডেয়ারি, মুদি, মাংসওলা, লোহালক্কড়ের দোকান, বীয়ারের বার, তামাকের দোকান—সর্বত্র খোঁজ করলো। রাস্তাব দুধওলা এবং পোস্টম্যানকেও ধরলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। বুধবার বিকেলে দেখলো একদল ছেলে গুদামের দেয়ালটাতে দমাদ্দম বল পেটাচ্ছে।

তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে, সর্দার খেলোয়াড় পাল্টা প্রশ্ন করলো, "কে, ওই বুড়ো ইহুদীটা? পাগলা দাশু?"

তক্ষণে একে একে খেলা ছেড়ে সবাই এসে জুটেছে।

"হ্যাঁ," মিলার বললো, "সেই পাগলা দাশুই।"

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, "ছিট ছিলো ওর মাথায, এমনি করে হাঁটতো।"

বলেই ছেলেটি তার নিজের কাঁধে মাথা গুঁজে দু হাতে জ্যাকেটের দুটো ধার আঁকড়ে, পা ঘষটে কয়েক পা যায, মুখে বিড়বিড় করতে থাকে আর চারদিকে চোখ গোল গোল করে তাকায়। হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে সবাই। একজন এসে আগের ছেলেটাকে মারে এক ধাক্কা, উপুড় হয়ে পড়ে যায় সে। আবার হাসির রোল ওঠে।

"কেউ দেখেছো ওকে অন্য কারু সঙ্গে কথা বলতে?" মিলার জিজ্ঞেস করে, "অন্য কোন লোক?"

দলের সর্দার সন্দেহের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, "জেনে আপনার কি হবে?"

"কোন ক্ষতি হবে না, ভালোর জন্যেই।"

মিলার পকেট থেকে পাঁচ মার্কের একটা মুদ্রা বের করে নিরাসক্তভাবে সেটা ওপরে ছোঁড়ে আর লুফে নেয। আটজোড়া চকচকে চোখ এসে পড়ে এই ঝকঝকে রূপোলী মুদ্রাটার ওপর। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করে মিলার।

"শুনুন।"

থমকে ফিরে দাঁড়ালো মিলার। দলের সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কাছে এসে পড়েছে।

"আমি একবার ওকে দেখেছিলাম একটা লোকের সঙ্গে। কথা বলছিলো তারা দুজনে। বসে বসে কথা বলছিলো।"

"কোথায়?"

"নদীর ওইদিকটাতে, যেখানে অনেক ঘাস আছে। বেঞ্চিও পাতা আছে, বেঞ্চিতে বসে বসে কথা বলছিলো ওরা।"

"দ্বিতীয় লোকটা কত বড়,—বুড়ো?"

"ভীষণ বুড়ো, মাথাভর্তি সাদা চুল।"

মুদ্রাটাকে ওকে যদিও ছুঁড়ে দিলো মিলার তবুও মনে মনে নিশ্চিত যে বৃথাই গেলো সেটা। হেঁটে হেঁটে চলে গেলো নদীর ধারে। দুপাশে ঘাসে ঢাকা পাড়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। ডজনখানেক বেঞ্চি আছে দুধারে পাতা, কিন্তু সবগুলো ফাঁকা। গরমকালে প্রচুর লোক এল্‌ব্‌ শসির তীরে বসে বসে বড় বড় জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া দেখে, কিন্তু এখন নভেম্বরের শেষে কেউ নেই।

এপারে বাঁদিকটাতে রয়েছে মেছোঘাটা। বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরসাগরের গোটা ছয় ট্রলার, হয় তারা সদ্যধৃত হেরিং আর ম্যাকারেলের ঝাঁক নামিয়ে দিচ্ছে, নয়তো আবার সাগরে যাবার

জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছোটবেলায় আলটনার তীরের এই মেছোঘাটাটা ওর বড় প্রিয় ছিলো। জেলেদেরও বড় ভালো লাগতো। সরল স্পষ্টবক্তা সব মানুষ কিন্তু মায়া-দয়া খুব, গা দিয়ে তাদের আলকাতরা, নুন আর তামাকপাতার গন্ধ বেরুতো। রিগার এডুয়ার্ড রশম্যানের কথা, মনে পড়লো। আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে এই একই দেশ থেকে এ-ধরনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মায় কি করে!

আবার টউবেরের কথা মনে পড়লো। সমস্যাটা যে সমস্যাই রয়ে গেলো, জানাও গেলো না কোথায় গেলে তার বন্ধু মার্ক্সের দেখা পাওয়া যাবে। তবু মনে হয় কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, ঠিক মাথায় আসছে না সেটা।...ফিরে গিয়ে গাড়ি চালিয়ে রওনা দিলো। আলটনা রেলস্টেশনের কাছে এসে ঢুকলো একটা পেট্রল পাম্পে। এইখানেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো কথাটা তার মনে পড়লো। পড়লোও পাম্পের লোকটার খুব সাধারণ একটা কথা থেকে। লোকটা ওকে বোঝাচ্ছিলো যে সেদিন থেকেই উঁচু গ্রেডের পেট্রলের দাম বেড়ে গেছে। দু-চারটে মিষ্টি কথায় খদ্দেরের মেজাজ ঠিক রাখবার জন্যেই বোধহয় বললো যে আজকাল কি যে হয়েছে, দিনকে দিন টাকার দাম কমছে। খুচরো আনতে চলে গেলো সে, কিন্তু মিলার তখন হাঁ করে তার নিজের মানিব্যাগের দিকে তাকিয়েই আছে।

টাকা .অর্থ। টউবের কোথায় টাকা পেতো? সে তো কোন কাজ করতো না। জার্মান রাষ্ট্র থেকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিতেও অস্বীকার করেছিলো। তবুও তো সে ঠিকমত ভাড়া দিতো, খেতোও তো বটে। বয়স ছিলো ছাপ্পান্ন, অতএব বার্ধক্য পেনশনের বয়সও হয়নি। অক্ষমতার পেনশন বোধহয পেতো, নিশ্চয়ই পেতো।

খুচরোটা পকেটস্থ করেই চলে এলো আলটনা পোস্ট-আফিসে। একটা জানলায় ফলক সাঁটা ছিলো 'পেনশনস,' সেখানে এসে দাঁড়ালো সে।

শিকের ওপাশে বসে আছে একজন বেশ মোট মতোন মহিলা। তাকে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "আচ্ছা বলতে পারেন, পেনশনভোগীরা কবে এসে টাকা নিয়ে যায়?"

"মাসেব শেষদিনে।"

"অর্থাৎ এই শনিবাবে?"

"না, সপ্তাহের শেষের দিনে দেওয়া হয় না। তাই এই মাসে দেওযা হবে শুক্রবারে, মানে পবশুদিন।"

"যারা অক্ষমতার পেনশন পায় তারাও কি ওইদিন পাবে?" মিলার শুধলো।

"সকলেই। সব পেনশনভোগীরাই একই দিনে পায়।"

"এইখানেই, এই জানলাতেই?"

"যদি আলটনায় থাকেন তো এইখানেই," মহিলা জানায়।

"কখন? কটার সময়?"

"পোস্টাফিস যখন থেকে খোলে।"

"ধন্যবাদ।"

শুক্রবার সকালে মিলাব আবাব ফিরে এলো। দেখলো পোস্টাফিস খুলবাব সঙ্গে সঙ্গেই বুড়োবুড়ী লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। দেওযালের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিলার লক্ষ্য করে টাকা নিয়ে কে কোন্‌দিকে যায়। এগারোটার একটু আগে পেনশন নিয়ে বেরুলো এক বুড়ো যার মাথাভর্তি ফুরফুরে সাদা চুল। সিঁড়িতে বারবার টাকা গুনে নিলো, তাবপব নিশ্চিন্ত হয়ে কোটের ভেতর-পকেটে সেটা ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে, যেন কাউকে খুঁজছে। কয়েক মিনিট পরে ধীবে ধীরে হাঁটতে শুরু করে। গেট থেকে বেরিয়ে আবার এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর মিউজিয়াম স্ট্রীট ধরে সোজা নদীর ধারে চলে যায়। মিলারও আসে পেছনে পেছনে।

এল্‌ব্ শসি পর্যন্ত আধমাইল বাস্তা হাঁটতেই বুড়োব পাকা বিশ মিনিট সময় লাগলো। নদীব পাড়ে পৌঁছে ধীবে ধীবে ঘাসেব ওপব দিয়ে গিয়ে বসলো একটা বেঞ্চিতে। পেছন থেকে আস্তে কবে মিলাব এলো।

"হেব মার্ক্স?"

বৃদ্ধ ফিবে তাকালো কিন্তু আশ্চর্য হলো না, যেন অপবিচিত লোকদেব আহ্বান শুনতে সে অভ্যস্ত।

"হ্যাঁ," গভীবকণ্ঠে বললো, "আমি মার্ক্স।"

"আমি মিলাব।"

শুনে শুধু বুড়ো মাথা নাড়লো।

"আপনি কি হেব টউবেবেব জন্যে অপেক্ষা কবছেন?"

"হ্যাঁ," এবাবেও বৃদ্ধ আশ্চর্য হলো না।

"আমি বসি?"

"বসুন।"

মিলাব বেঞ্চিতে তাব পাশে বসে পড়লো। দুজনেবই মুখ এল্‌ব নদীব দিকে। বিশাল একটা মালবাহী জাহাজ, ইওকোহামাব কোতমাক তখন উজানেব টানে চলেছে।

"হেব টউবেব আব বেঁচে নেই।

বৃদ্ধ চলন্ত জাহাজটাব দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় বা শোকেব কোন অভিব্যক্তিই নেই যেন এই ধবনেব সংবাদ সে প্রায়ই শুনে থাকে

শুধু বললো, ' ও। '

মিলাব তাকে গত শুক্রবাব বাতেব ঘটনা আনুপূর্বিক জানিয়ে দিলো

'অবাক হচ্ছেন না আত্মহত্যা কবলেন তিনি?

"না।" মার্ক্স বললো, ' ও বড় অসুখী ছিলো। '

"একটা ডায়াব বেখে গেছেন উনি। '

"হু, আমাকে একবাব বলেছিলো।"

"পড়েছেন আপনি?" মিলাব প্রশ্ন কবলো।

"না, কাউকেই পড়তে দিতো না। তবে আমাকে বলেছিলো।"

"যুদ্ধেব সময় তিনি বিগাতে ছিলেন, সেইসব কাহিনী লেখা আছে।'

"হ্যাঁ আমাকে বলেছিলো সে ও বিগাতে ছিলো। '

"আপনিও কি বিগাতে ছিলেন?'

বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো বৃদ্ধ।

"না, আমি ডাটাউয়ে ছিলাম। '

"দেখুন, হেব মার্ক্স, আপনাব সাহায্য আমাব দবকাব। ওব ডায়বিতে আপনাব বন্ধুটি একজন এস এস অফিসাবেব কথা লিখে গেছেন। তাঁব নাম বশম্যান– এডুয়াড বশম্যান। আপনাকে তাব কথা কখনো বলেছিলো?"

"হুঁ, বলেছে। বশম্যানেব কথা আমাকে বলেছে ও বেচেঁছিলো তো শুধু সেই জন্যেই। আশা কবতো যে কোন না কোনদিন বশম্যানেব বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।'

"হ্যাঁ, ডায়বিতেও সে কথা লিখে গেছেন। আমি তাঁব মৃত্যুব পব ডায়বিখানা পড়েছি। আমি একজন সাংবাদিক। বশম্যানকে আমি খুঁজে বেব কববাব চেষ্টা কবছি। তাকে বিচাবেব জন্যে আদালতে আনতে চাই। বুঝেছেন?"

"হুঁ।"

"কিন্তু রশম্যান যদি বেঁচে না থাকে এখন তবে তো এগুলো বৃথাই পণ্ডশ্রম হবে। আপনার মনে আছে কি হের টউবেব কিছু জানতে পেরেছিলেন, রশম্যান বেঁচে আচে না মরে গেছে?"

কোতামারু জাহাজের বিলীয়মান অবয়বের দিকে তাকিয়ে বইলো মার্ক্স, কয়েক মিনিট ধবে।

"ক্যাপ্টেন রশম্যান জীবিত," অবশেষে বলে ওঠে সে, "এবং স্বাধীন।"

মিলাব উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ে।

"কি করে জানলেন?"

"টউবের তাকে দেখেছিলো।"

"হ্যাঁ, সে তো আমি পড়েইছি, কিন্তু সেটা হলো গিয়ে আপনার এপ্রিল, ১৯৪৫-এর ঘটনা।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মার্ক্স।

"না, গত মাসে।"

হতভম্বের মতো মার্ক্সের দিকে তাকিয়েই বইলো মিলার।

দৃষ্টি সরিয়ে মার্ক্স নদীর দিকে তাকালো।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিলার জিজ্ঞাসা করলো, "গত মাসে? কোথায় কেমন করে, বলেছিলেন আপনাকে?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মার্ক্স মিলারেব দিকে তাকালো।

"হাঁ, সেদিন ও বহু রাত্রে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ঘুম না এলেই তাই করতো। স্টেট অপেরা হাউসের পাশ দিয়ে আসছিলো। কিছু লোক তখন হল থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়াতেই টউবেরকে কয়েক মিনিট থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো। বলেছিলো যে তারা সবাই নাকি বেশ বড়লোক, পুরুষগুলোর অঙ্গে ডিনার জ্যাকেট, স্ত্রীলোকগুলোর গায়ে ফারকোট, দামী দামী জড়োয়া অলঙ্কার। ফুটপাতের ধারেই তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা এসে গাড়িতে উঠছে, তাই হলের উর্দিপরা কর্মী দু ধারের পথচারীদের থামিয়ে দিয়েছিলো। তখন ও রশম্যানকে দেখেছিলো।"

"অপেরা দর্শকদের মধ্যে?"

"হ্যাঁ। আরো অন্য দুজনের সঙ্গে সে ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গিয়েছিলো।"

"অ্যাঁ? শুনুন, হের মার্ক্স, লোকটা যে রশম্যান তা কি উনি সঠিক চিনেছিলেন?"

"হ্যাঁ, বলেছিলো তো রশম্যান যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু তাকে তো তিনি শেষ দেখেছিলেন উনিশ বছর আগে। চেহারা অনেক বদলে যেতে পারে। কি করে অমন নিশ্চিত হতে পারলেন?"

"বলেছিলো যে লোকটা হেসেছিলো।"

"কি করেছিলো?"

"হেসেছিলো। রশম্যান হেসেছিলো।"

"সেটা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?"

কয়েক বার ধরে মাথা নাড়লো মার্ক্স।

"ও বলেছিলো যে রশম্যানের হাসি একবার যে দেখেছে সে কোনদিন ভুলতে পারে না। হাসিটার বর্ণনা অবশ্য ও দিতে পারেনি, কিন্তু বলেছিলো যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ওই হাসি দেখলেই সে চিনতে পারবে।"

"বটে? আপনি বিশ্বাস করেন সে কথা?"

"হ্যাঁ। রশম্যানকে যে ও দেখেছিলো তা আমি বিশ্বাস করি।"

"বেশ, আমিও না হয় বিশ্বাস করলাম। ট্যাক্সির নম্বর লক্ষ্য করেছিলেন?"

"নাঃ। বলেছিলো যে এমন সাংঘাতিক চমকে উঠেছিলো যে কিছুই করেনি, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে চলে যেতে দেখলো।"

"ইস্!" মিলার বললো, "সম্ভবত ট্যাক্সিটা গিয়েছিলো কোন হোটেলে। নম্বরটা থাকলে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করা যেতো সেদিন ওদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো। হের টউবের আপনাকে এই ঘটনা কবে বলেছিলেন?"

"গত মাসে, যেদিন আমরা পেনশন নিই। এইখানে, এই বেঞ্চিতে বসেই।"

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো মিলার।

"আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে ওঁর গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না?"

মার্ক্স সুদূর থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে রিপোর্টারের মুখের ওপরে রাখলো। "জানি বইকি। টউবেরও জানতো, আর সেইজন্যেই তো ও আত্মঘাতী হলো।"

সেই সন্ধ্যায় পিটার মিলার তার মায়ের বাড়িতে গেলো, সপ্তাহে একবার করে মায়ের সঙ্গে দেখা করবার নিয়মটা পালন করবার জন্যে। মায়ের সেই একই নিত্য অনুযোগ, ঠিকমতো খাওযাদাওয়া হচ্ছে না, দিনভোব অতগুলো সিগারেট খাওয়া কেন, জামাকাপড় কি বিশ্রী নোংরা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

মিলারের মায়ের মুখ ঠিক মায়েদের মতোই, তেমনই কোমল, শ্রীময়ী, মাতৃসুষমায় মন্ডিত। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা তাঁর, কিছুতেই মেনে নিতে পাবেননি এখনো যে তাঁর ছেলে জীবনে সাংবাদিক হওযা ছাড়া আর কিছু চায় না।

সেই সন্ধ্যায় এটা-সেটা পাঁচ কথার মধ্যে মা একবার জিজ্ঞেস করলেন যে পিটারের হাতে এখন কোন্ কাজ, কিছু লিখছে-টিকছে নাকি। সংক্ষেপে তাঁকে ঘটনাটা জানিয়ে পিটাব বললো যে এডুয়ার্ড রশম্যানকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে সে। শুনে তো মা আঁতকে উঠলেন।

পিটার কিন্তু একমনে ডিনার খেয়েই গেলো, মায়ের যে অত বকুনি সব যেন তাব মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে গিয়ে মিশলো।

"এমনিতেই তো তুমি ওই চোর ডাকাতগুলোর কথা লিখতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মেশো," মা বলছিলেন, "যতসব বদসঙ্গ, তার ওপর কি নাৎসীগুলোর মধ্যে গিয়ে না পড়লে চলছিলো না? তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে কি ভাবতেন, আমি সত্যি সত্যিই বুঝি না..."

পলকে ওর মাথার মধ্যে কি একটা চিন্তার উদয় হলো।

"মা—"

"উঁ ... বলো?"

"যুদ্ধের সময়ে, জানো ... এস.এস.রা যা সব করেছিলো না লোকদের ওপর...মানে ওই ক্যাম্পগুলোতে...আচ্ছা, তখন কি তোমরা জানতে যে ওইরকম কিছু কান্ড ঘটছে?"

ভীষণ ব্যস্ত হয়ে মা টেবিল মুছতে শুরু কবে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, "সাংঘাতিক সব ব্যাপার। উঃ, কি ভয়ঙ্কব! .. যুদ্ধেব পর ব্রিটিশরা ওগুলোর ফিল্ম আমাদেব দেখিয়েছিলো। ওসব কথা আমি আর শুনতে চাই না বাপু।"

তড়বড়িয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। পিছনে পিছনে পিটার চলে এলা রান্নাঘরে।

"তোমাব মনে আছে মা, আমি যখন ষোলো বছরেব, সেই ১৯৫০ সালে, স্কুল থেকে আমরা বহু ছাত্র প্যারীতে গিয়েছিলাম?"

মা একটু থেমে, বাসন মাজবার জন্যে আবার সিঙ্কে জল ভরতে থাকলেন।

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"সেখানে সাক্‌র্ কোইর নামে একটা চার্চ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো আমাদের। যখন পৌঁছলাম তখন একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস সবে শেষ হলো, জাঁ মুল্যাঁ নামে একজন লোকের স্মৃতিতে। ততক্ষণে কিছু লোক বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো, তাদের কানে গেলো যে আমি আরেকটা ছেলের সঙ্গে জার্মানে কথা বলছি। যেই শোনা একজন আমার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিলো। এখনো আমার মনে আছে সেই থুতু আমার জ্যাকেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো। ফিরে এসে তোমাকে বলেছিলাম। তোমার মনে আছে তুমি তখন কি বলেছিলে?"

মিসেস মিলার ডিনার-প্লেটগুলো খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন।

"তুমি বলেছিলে যে ফরাসীরা অমনিই। ভীষণ সব নোংরা অভ্যেস ওদের।"

"হ্যাঁ, তাই তো। ...ওদের আমি দেখতে পারি না।"

"কিন্তু জানো, মা, জাঁ মুল্যাঁ মরে যাওয়ার আগে আমরা তার ওপর কি করেছিলাম? তুমি নও। বাবা নয়, আমিও নই। তবে আমরা, জার্মানরা, কিন্তু আসলে শুধু গেস্টাপোরা। কোটি কোটি বিদেশীর চোখে ও দুটো একই।"

"ওই সব কাহিনী আমাকে শোনাতে হবে না। এখন ছাড়ো দেখি ওসব কথা।"

"তোমাকে ওসব কাহিনী শোনাতে চাইলেও আমি শোনাতে পারবো না। কারণ আমি নিজেই জানি না। অবশ্য কোথাও না কোথাও ওসব কাহিনী নিশ্চয়ই লিখে রাখা আছে। তবে কথাটা কি জানো, আমার গায়ে থুতু ছিটিয়েছিলো আমি গেস্টাপো বলে নয়, আমি জার্মান বলে।"

"তোমার তো গর্ব হওয়াই উচিত জার্মান বলে।"

"নিশ্চয়ই, আমি গর্বিতও। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে নাৎসী বা এস.এস. বা গেস্টাপোদের সম্বন্ধেও গর্ব পোষণ করতে হবে।"

"নাঃ, তা কে বলছে! তবে তাদের নিয়ে দিনরাত্তির ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই তো আর তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে না!"

রাগ হয়ে গেছে মায়ের। পিটার তর্ক জুড়লেই তাই হয়। তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো রগড়ে মুছে দুমদুম করে চলে গেলেন বসার ঘরে। পিটারও এলো পিছু পিছু।

"মা, তুমি বুঝছো না, ডায়রিটা না পড়া পর্যন্ত আমরা কোন্ দোষে দোষী তা জানারও আমার কোন কৌতূহল হয়নি। কিন্তু এখন যেন বুঝতে পারছি। সেইজন্যেই তো লোকটাকে, এই পাষণ্ডকে খুঁজে বার করতে চাই। ওর অপরাধের বিচার হওয়াই তো উচিত।"

সোফার ওপর বসে রইলেন তিনি, চোখভরা জল।

"পিটারকিন, ছেড়ে দে বাবা ওসব মতলব। অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, কোন লাভ হয় না তাতে। ওগুলো তো কবেই সব চুকেবুকে গেছে, আর কেন? ভুলে যা।"

পিটার মিলারের চোখ গিয়ে পড়লো ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখা তার বাবার ছবিটায়। আর্মি ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে আছেন বাবা, চোখ তেমনি স্নেহময় কিন্তু ঈষৎ বিষণ্ণ দৃষ্টি। শেষবার যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন, তখনকার তোলা ফটো।

বাবার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। পাঁচ বছরের পিটারকে হাত ধরে ধরে হ্যাগেনবেক চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিলেন, কত রকমের জন্তু-জানোয়ার সেখানে, আজও মনে পড়ে।

আর্মিতে নাম লিখিয়ে এসেছিলেন যেদিন—১৯৪০ সাল সেটা—বাড়িতে মায়ের সে কি কান্না। পিটারও ভেবেছিলো তখন, সামরিক পোশাকপরা বাবা, কি সুন্দর ব্যাপার, ...অথচ—? মেয়েছেলেরা বড় বোকার মতো কাঁদে!... ১৯৪৪-এর সেদিনটার কথাও মনে আছে তার, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন আর্মি অফিসার, মাকে বললো যে তাঁর সমরনায়ক স্বামী পূর্বরণাঙ্গনে নিহত হয়েছেন।...

"তাছাড়া," মা তখনও বলছিলেন, "ওইসব পুরনো জঘন্য কান্ড এখন আর কেউ প্রকাশ করতে চায় না। এই যে বিচারগুলো হলো, কতরকম বীভৎস কাহিনী তাতে বাইরে এসে পড়লো, কেউ কি তা নিয়ে আনন্দিত হয়? তুমি যদি ওদের খুঁজে বারও করো, তাহলেও কেউ তোমায় ধন্যবাদ দেবে না, বরং তোমার দিকে আঙুল দিয়ে দিয়েই দেখাবে। মানে, এইসব বিচার-টিচার এখন আর কেউ চায় না। এতদিন হয়ে গেলো, কদ্দিন বা মানুষে জের টানবে। ছেড়ে দাও, অন্তত আমার মুখ চেয়ে ছেড়ে দাও।"

পিটারের মনে পড়লো খবরের কাগজে কালো বর্ডার দেওয়া সেই স্তম্ভটি। প্রতিদিনের মতো অতখানিই লম্বা, তবু শেষ অক্টোবরের সেদিনেরটা কত ভিন্ন, কারণ প্রায় মাঝখানেই ছাপানো ছিলো ঃ

'ফ্যুয়েরার এবং পিতৃভূমির জন্যে জীবন দিয়েছেন ঃ ১১ই অক্টোবর তারিখে অস্টল্যান্ডে-- মিলার,এরউইন. ক্যাপ্টেন।"

অতটুকুই, আর কিচ্ছু না। কোথায়, কেন, কখন,— কিছুই না। পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দশ-বিশ হাজার নামের মধ্যে শুধু একটি।

মা বলছিলেন, "তোমার বাবার কথাটাও একবার ভেবে দেখো। তিনি বেঁচে থাকলে কি চাইতেন যে তাঁর ছেলে আরেকটা যুদ্ধ-অপরাধীর বিচার আদালতে টেনে আনে? তিনি কি কক্ষনো সে কাজে অনুমোদন দিতেন?"

মিলার ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো মায়ের কথা শুনে চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। গোটা মেঝে পেরিয়ে এদিকে এসে মায়ের দু কাঁধে দু হাত রেখে তার ভীতসন্ত্রস্ত টলটলে দুই নীল চোখের মধ্যে চোখ দিয়ে বললো "হ্যাঁ, মুট্টি। তিনি বেঁচে থাকলে এটাই চাইতেন।"

মায়ের কপালে আলতো করে চুম্বন এঁকে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। গাড়িতে উঠে বসে গতি তুলে চললো হাম্বুর্গের দিকে। মনের রাগ মনের ভেতরেই টগবগিয়ে ফুটতে থাকে।

হ্যান্স হফম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় যাদের ছিলো বা যাদের ছিলোও না তারা সবাই স্বীকার করে যে হফম্যান হলো সফল পত্রিকা-সম্পাদকের নিখুঁত চরিত্রায়ণ। উত্তর চল্লিশ বয়স, কিশোরের মতো সুকুমার, পাকধরা চুলও আধুনিক ছাঁট, ম্যানিক্যুর করা নখ। অঙ্গের স্যুটটা সেভিল রো থেকে কাটা, ভারী রেশমী টাইটা কার্ডিনের। তাকে ঘিরে আছে যেন সচ্ছলতার সমুদ্র।

অবশ্য শুধু চেহারা দিয়েই হফম্যান আজ পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও সবচাইতে সফল পত্রিকা-সম্পাদক হয়নি, হওয়াও যায় না। যুদ্ধের পর শুরু করেছিলো হাতচালানো মেশিন দিয়ে, ছাপাতো শুধু ব্রিটিশ-অধিকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নানারকম হ্যান্ডবিল। ১৯৪৯-এ তার প্রথম সাপ্তাহিক সচিত্র পত্রিকা বের হয়। তার নীতি খুব সহজ —ভাষা দিয়ে দিয়ে এমন কাহিনী ফাঁদো যে লোকে যেন আঁতকে ওঠে, তার সঙ্গে দাও তেমনি সব ছবি যাতে অন্যান্য পত্রিকার ছবিগুলোকে মনে হবে নেহাৎই জোলো। কাজ হলো। আটটা পত্রিকার মালা এখন তার নিজের, কিশোরদের জন্যে প্রেমের গল্প থেকে শুরু করে ঝকঝকে পৃষ্ঠায় ধনী যৌনাচারীদের অভিসার কাহিনী। ফলে হফম্যান এখন ক্রোড়পতি। তবু তার নিজস্ব সংবাদ পত্রিকা 'কমেট'ই এখনো তার প্রিয়পাত্র, যেন বাড়ির ছোট ছেলেটি।

সেদিন বুধবারের বিকেলে সলোমন টউবেরের দিনপঞ্জীর ভূমিকা পড়ে নিয়ে ডায়রিখানা বন্ধ করলো হফম্যান। তারপর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে জুত হয়ে বসে তাকালো মিলারের দিকে।

"হুঁ, বাকিটকু ধারণা করে নিতে পারছি। তা তুমি কি চাও?"

"আমার তো মনে হচ্ছে দলিল হিসাবে এটা সাংঘাতিক," মিলার বললো, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ডায়রিতে একটা লোকের বর্ণনা আছে, নাম এডুয়ার্ড রশম্যান। লোকটা রিগার ঘেটোতে এস.এস. ক্যাপ্টেন ছিলো, ৮০,০০০ নরনারী শিশুকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। আমার বিশ্বাস সে এখনো বেঁচে আছে এবং পশ্চিম জার্মানীতেই রয়েছে। তাকে আমি খুঁজে বার করতে চাই।"

"কি করে জানলে যে সে বেঁচে আছে?"

মিলার তাকে সংক্ষেপে সব বললো. হফম্যান তাই শুনে ঠোঁট-টোঁট কুঁচকে বলে উঠলো, "প্রমাণ ভীষণ পাতলা হে।"

"হুঁ, তবু আরো একটু দেখতে ক্ষতি কি? আমি তো এর আগে কত কাহিনী এনে দিয়েছি আপনাকে, সেগুলোতে গোড়াতে তো প্রমাণ ছিলো আরো অনেক কম।"

হফম্যান হাসে। তা সত্যি, এইসব ব্যাপারে মিলারের রীতিমতো প্রতিভা আছে, সমাজ-সংসার শিউরে ওঠে যেসব সত্যকাহিনী পড়ে সেগুলো খুঁজে বার করতে মিলার প্রায় অদ্বিতীয়। হফম্যান সেগুলো প্রকাশও করেছে বিনা বাধায়, কারণ পরখ করে দেখেছিলো যে সব সত্যি কথা। সেই কারণেই তো তার পত্রিকার প্রচার এত বেড়ে গেছে।

"তাহলে এই যে লোকটা, কি যেন নাম বললে—রশম্যান? তার নাম নিশ্চয়ই পুলিসের খাতায় আছে। আর পুলিস যদি তাকে খুঁজে না পেয়ে থাকে, তুমি কি করে পারবে?"

"পুলিস কি সত্যি সত্যিই তাকে খুঁজছে," মিলার শুধালো।

হফম্যান কাঁধ নাচায়। "খোঁজারই তো কথা, সেইজন্যেই তো আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি।"

"তবুও যদি খানিকটা মদত দিই, মন্দ কি? খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো লোকটা বেঁচে আছে কিনা, আগে কোনদিন ধরাটরা পড়েছিলো কিনা, পড়লে কি হয়েছিলো তারপর?"

"হুঁ, তা আমার কাছ থেকে কি চাও?" হফম্যান প্রশ্ন করে।

"চেষ্টাটা করবার জন্যে আপনার তরফ থেকে একটা কার্যভার। শেষমেষ যদি কিছু না পাওয়া যায়, ছেড়ে দেবো।"

হফম্যান চেয়ারসমেত ঘুরে গেলো। কাঁচের সার্সি দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখলো কুড়িতলা নীচে, অন্তত মাইলখানেক দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু জাহাজঘাট। মাইলের পর মাইল শুধু ক্রেন আর ক্রেন, আর নোঙর-করা পোত।

"এই ব্যাপারটা তো তোমার লাইনে পড়ে না, মিলার। হঠাৎ এত উৎসাহ কেন?"

মিলার ভীষণ ভাবে ভাবতে থাকে কি বলা যায়। প্রকাশক বা সম্পাদককে ভজানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ফ্রি ল্যান্স সাংবাদিককে তো আবার কাহিনী বেচেই খেতে হয়, প্রথমে হয় প্রকাশকের কাছে, নইলে সম্পাদকের দুয়ারে। পাঠকসমাজ আসে তার অনেক পরে।

"কাহিনীটায় মানবিক দিক যথেষ্ট। তাছাড়া দেশের পুলিসফৌজ যেখানে নাজেহাল সেখানে 'কমেট' যদি তাদের ঈপ্সিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করতে পারে তো সে কাহিনীর মার কোথায়? লোকে তো ভীষণ নেবে।"

ডিসেম্বরের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে হফম্যান। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, "উঁহু,যা ভাবছো তা নয়। সেইজন্যেই তো তোমাকে আমি এই কাজের ভার দিচ্ছি না। লোকে এই জিনিস মোটেই শুনতে চাইবে না।"

"কিন্তু, হের হফম্যান, তা কেন হবে? রশম্যান যাদের মেরেছিলো তারা তো পোল বা রাশিয়ান নয়, তারা জার্মান। ইহুদী বটে, তবে জার্মান। তাহলে লোকে কেন শুনতে চাইবে না?"

জানলার দিক থেকে চেয়ারসুদ্ধ ঘুরে আবার টেবিলের সম্মুখে এসে পড়লো হফম্যান। ডেস্কে কনুয়ের ভর দিয়ে গালের দু পাশে হাত রাখলো।

"তুমি ভালো রিপোর্টার, মিলার। তোমার সংবাদ আহরণ করার পদ্ধতি আমার বেশ ভালো লাগে। তোমার লেখার ধবনটাও চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তুমি নিজে খবর-সন্ধানী, শিকারীর মতোই তোমার খব দৃষ্টি। টেলিফোন তুললেই আমি এই শহরে যেকোন মুহূর্তে পঞ্চাশ থেকে একশোজন সাংবাদিককে পেয়ে যেতে পারি, তাদেব যা বলবো তারা তাই করবে, যে কাহিনীর পেছনে ছোটাবো সেগুলোই খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ করে আনবে। কিন্তু তারা কেউই তোমার মতো নিজেব থেকে কোন কাহিনীকে অন্ধকাব থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারে না। শুধু সেই কারণেই তুমি আমাব কাছ থেকে প্রচুব কাজ পেয়ে থাকো, ভবিষ্যতে আরো পাবে। কিন্তু এইটা না।"

"কেন, এটা তো বেশ ভালো কাহিনী?"

"শোনো, মিলার তোমার এখন বয়স কম, সাংবাদিকতা সম্বন্ধে দু-চারটে কথা শুনে রাখো। সাংবাদিকতার একটা পিঠ হলো ভালোভাবে ভালো কাহিনী লেখা, আর দ্বিতীয় পিঠ হলো সেগুলো বিক্রি করা। প্রথমটা তুমি করতে পারো, কিন্তু দ্বিতীয়টা আমি। সেইজন্যেই আজ আমি এখানে বসে আছি, আব ওইখানে তুমি। তুমি বললে যে এই কাহিনী সবাই পড়তে চাইবে, কারণ রিগাতে যারা মরেছিলো তারা জার্মান ইহুদী। কিন্তু আমি বলছি, শুনে রাখো তুমি, শুধুমাত্র সেই কারণেই কেউ তোমার এই কাহিনী পড়বে না। কোনদিন পডতে চাইবেও না। যদি না তুমি আইন পাস করে বাধ্য করো যে অমুক পত্রিকার অমুক সংখ্যা তোমাদের পড়তেই হবে কেননা তাতেই আছে তোমাদের মঙ্গল। যদ্দিন সেবকম কোন নিয়ম না হচ্ছে তদ্দিন লোকে তাদের রুচিমাফিক পত্রিকাই পড়বে এবং সেরকম পত্রিকাই বিক্রি হবে। কাজেই আমি ওদের শুধু সেটুকুই দিই যেটুকু ওবা পড়তে চায়।"

"কিন্তু রশম্যানের কাহিনী পড়তে চাইবে না কেন .কাবণ কি?"

"ওঃ. বোঝনি দেখছি। আচ্ছা, খোলসা করে বলছি। যুদ্ধের আগে জার্মানীতে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ইহুদীকে চিনতো। আসলে, হিটলারেব অভ্যুথানের আগে জার্মানীতে মোটেই ইহুদীবিদ্বেষ ছিলো না। ইউরোপের যেকোন দেশের চাইতে ইহুদী সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আমরা জার্মানবাই সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতাম। পোল্যান্ড বা বাশিয়াব চেয়ে তো বটেই, এমন কি ফ্রান্স বা স্পেনের চাইতেও।.. তারপর হিটলার শুরু করলো। লোকেদেব বলতে লাগলো সবকিছুব মূলে আছে ইহুদীবা, তা সে প্রথম মহাযুদ্ধই হোক বা দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বই হোক,—যা কিছু খারাপ সবায়ের মূলে ওই ইহুদীবাই। লোকে বুঝতে পারে না কোন্ কথাটা বিশ্বাস কববে। সবাই ভাবে আমি যে ইহুদীকে চিনি, সে তো ভালো লোক. অন্তত ভালো না হলেও ক্ষতিকারক তো নয়। অথচ হিটলার বলছে---তাহলে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য? তাবপব যখন ভ্যানগুলো এসে ওদের নিয়ে যেতে আরম্ভ কবলো লোকে কোন প্রতিবাদ করলো না, চুপচাপ এড়িয়েই থাকলো। তদ্দিনে বোধহয় 'যাব গলা যত উঁচু. সে তত খাঁটি' এই নীতির ফল ধরেছে, লোকে বিশ্বাস না করলেও তাদেব অবিশ্বাস ভেঙে গেছে। কাবণ আমাদেব জার্মানদেব জাতিগত বৈশিষ্ট্যই যে এই। আমরা খুব বাধ্য। এটা অবশ্য যেমন আমাদের পক্ষে লাভজনকও আবার ক্ষতিকারকও তেমনি।। এরই জোরে তো আমরা অর্থনৈতিক বিষয় সৃষ্টি করতে পেরেছি যখন ব্রিটিশদের মতো জাত শুধু দেশময় ধর্মঘট করে বেড়াচ্ছে। আবার এরই জন্যে আমবা নির্বিবাদে হিটলারের পেছনে পেছনে বিশাল গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছি।...বহুদিন লোকে জিজ্ঞাসাই করেনি যে তাদেব চেনা ইহুদীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে। তাবা শুধু অদৃশ্য হয়ে গেলো —ব্যস, আর কিছুই না। যুদ্ধ-অপরাধের বিচারকাহিনীগুলো পড়ে তো লোকে শিউবে উঠতো, ভীষণ বিশ্রী লাগতো তাদের, তবুও তো সেই ইহুদীগুলো অজানা, কোথায় কোন্ ওয়ার্স, লুবলিন, বিয়ালিস্তক বা পোল্যান্ড বা রাশিয়ার

নামহীন গোত্রহীন ইহুদী। আর তুমি এখন তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাও যে তাদের পাশের বাড়ির ইহুদীটার কি হয়েছিলো? এখন বুঝতে পারছো তুমি? এই ইহুদীগুলো—" ডায়রিটার ওপর টোকা মেরে হফম্যান বললো, "তাদের চেনা, তাদের বিশেষ পরিচিত, রাস্তায় দেখা হলেই নমস্কার করতো, তাদের দোকানপসার তো এরাই কিনে নিয়েছে, অথচ হের রশম্যান যখন ওদের শায়েস্তা করবার জন্যে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলো তখন তারা নির্বিকার হয়ে রাস্তা থেকে দেখেছিলো। ভাবছো যে এই কাহিনী কেউ পড়বে? জার্মানীতে অন্তত না।"

কথা বলা শেষ করে হ্যান্স হফম্যান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ডেস্কের ওপরে রাখা কৌটো থেকে বেছে বেছে একটা নধরগোছের ছোট চুরুট বের করে নিয়ে সোনার লাইটার দিয়ে জ্বালালো। মিলার চুপচাপ বসে বসে হফম্যানের বক্তৃতাটা হজম করতে করতে ভাবে অতঃপর কি করা যায়, উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলো না।

খানিক পরে বলে উঠলো, "মা কি এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন?"

হফম্যান ঘোঁত করে শব্দ করে উঠলো, "হয়তো।"

"তবুও সেই খচ্চরটাকে আমি খুঁজে বার করবো।"

"যেদ্দাও মিলার, ছেড়ে দাও। কেউ তোমাকে অভিনন্দনও জানাবে না।"

"আচ্ছা, ওইটাই একমাত্র কারণ নয়, না? ওই যে জনমত-টনমত ওটাই শুধু নয়, আরো একটা কারণ আছে। তাই না?"

চুরুটের ঘন ধূম্রজালের ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে হফম্যান তাকে দেখে। তারপর বলে ওঠে, "হুঁ।"

"ভয় পান ওদের এখনো?" মিলার শুধায়।

মাথা নাড়ে হফম্যান। "না, তা নয়। তবে ঝামেলা-ফামেলা হোক, তা আমি চাই না।"

"ঝামেলা মানে, ... কি হবে কি?"

হফম্যান জিজ্ঞেস করে, "হ্যান্স হেবের নাম শুনেছো?"

"কে, ঔপন্যাসিক হেব? হ্যাঁ। ...কেন?"

"একদা তিনি ম্যুনিখে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতেন, অনেকদিন আগে, পঞ্চাশের প্রায় গোড়ার দিকে। পত্রিকাটা ভালো ছিলো, তিনি নিজেই তো খুব ভালো সাংবাদিক ছিলেন, তোমার মতোই। নাম ছিলো 'সপ্তাহের প্রতিধ্বনি'। নাৎসীদের ভীষণ ঘৃণা করতেন তিনি, ম্যুনিখে এস.এস.এর যে-সব প্রাক্তন অফিসার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছিলো, তাদের আগেকার কাজকর্ম ফাঁস করে দেবার জন্যে তাঁর পত্রিকায় ক্রমপ্রকাশ্য এক সংবাদকাহিনী শুরু করলেন।"

"তারপর, কি হলো তাঁর?"

"কিছু না... তাঁর নিজের কিচ্ছু হয়নি। একদিন শুধু বহু চিঠি এলো ডাকে, অর্ধেকটাই তাঁর বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে, বিজ্ঞাপন তারা তুলে নিচ্ছে। আরেকটা চিঠি এসেছিলো তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে, অনুরোধ করা হলো তিনি যেন একবার ব্যাঙ্কে আসেন। ব্যাঙ্কে যেতেই তারা জানিয়ে দিলো যে ঠিক তক্ষুনি, সেই মুহূর্ত থেকেই, তাঁর ওভারড্রাফ্‌ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটা উঠে গেলো। তিনি এখন উপন্যাস লেখেন, ভালো ভালো উপন্যাস। তবে পত্রিকা আর তিনি চালান না।"

"তাহলে আমাদের কি কর্তব্য? ভয়ে গর্তে ঢুকবো?"

হফম্যান একটানে মুখ থেকে চুরুট খুলে নিলো।

"তোমার কাছ থেকে আমি এসব শুনতে চাই না, মিলার," আগুনের ভাঁটার মতো চোখ করে বললো, "এই খচ্চরগুলোকে আমি তখনো ঘৃণা করতাম, এখনো করি। কিন্তু আমার পাঠকদের আমি চিনি। তারা এডুয়ার্ড রশম্যানের কাহিনী শুনতে চাইবে না।"

"বেশ, আমি দুঃখিত, হেব হফম্যান। আমি কিন্তু তবুও ছাড়ছি না এই কাহিনী, খুঁজে বাব কববোই।"

"দেখো মিলাব,তোমাকে আমি যদি না চিনতাম, তাহলে নিশ্চযই ভাবতাম যে তোমাব কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে এব পেছনে। সাংবাদিকতাকে কখনো ব্যক্তিগত কবে তুলো না, তাব ফল খাবাপ হয বিপোর্টিঙেব পক্ষে এবং বিপোর্টাবেব পক্ষেও। সে যাক এই কাজেব খবচ যোগাবে কি কবে?"

"আমাব কিছু সঞ্চয আছে।" মিলাব উঠলো।

টেবিল ঘুবে মিলাবেব সামনে চলে এলো হফম্যান। "আছে তোমাব সৌভাগ্য কামনা কবছি। হ্যাঁ, শোনো, বশম্যানকে যদি পশ্চিম জার্মানীব পুলিস কখনো গ্রেপ্তাব কবে তাহলে আমি তোমাকে সেই সংবাদেব কাহিনী লিখতে আমাব পত্রিকাব পক্ষ থেকে ভাব দেবো। কাবণ তখন সেটা হবে প্রকাশ্য ব্যাপাব, স্রেফ সংবাদ। যদি সেটা নাও ছাপাই তবুও পকেটেব কড়ি খসিযে কিনে নেবো তোমাব কাহিনী। কিন্তু যতদিন তুমি এই ব্যাপাবে অনুসন্ধান চালাবে, আমাব পত্রিকাব পক্ষ থেকে কোনবকম প্রতিনিধিত্ব তুমি পাবে না।"

"ঠিক আছে," মিলাব ঘাড নাড়লো। "আবাব ফিবে আসবো আমি।"

পাঁচ

সেই বুধবাব সকালে, ইস্রাযেলি ইনটেলিজেন্স সংগঠনেব সব কটি বিভাগ প্রধানেবা মিটিঙে বসেছিলেন। প্রতি সপ্তাহেই তাঁবা একবাব কবে এবকম বৈঠকে বসেন। ইস্রাযেলেব সৌভাগ্য যে অন্য বড বড দেশগুলোব মতন সেখানে কোন বিভাগীয বেষাবেষি নেই ইনটেলিজেন্স সংগঠনেব পাঁচটা বিভাগেব মধ্যেই আছে পূর্ণ সহযোগিতাব বাতাববণ।

ডিসেম্ববেব ৪ তাবিখে সেই মিটিঙে যোগ দেবাব জন্যে কালো লম্বা গাড়ি কবে আসছিলেন ইস্রাযেলি ইনটেলিজেন্স সংগঠন বা মোসাদেব সর্বাধিনাযক জেনাবেল মেইব আমিত। সবে ভোব হযেছে তেল আভিভেব আকাশ থেকে উষাব প্রথম ছটা এসে শহবেব হংসশুভ্র অট্টালিকাগুলোকে দীপ্যমান কবে তুলেছিলো। কিন্তু এসব নিসর্গ সৌন্দর্য দেখবাব মতো মন তখন ছিলো না জেনাবেলেব, ভীষণ চিন্তা তাঁব

চিন্তাব কাবণ ছিলো একটুকবো সংবাদ, বাতেব শেষ যামে যা এসে পৌঁছেছে তাঁব কাছে। ছোট খবব, মোটা নথিতে গিযে যুক্ত হবে কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাবণ তাঁব কাযবোস্থিত প্রতিনিধি দ্বাবা প্রেবিত সেই সংবাদ যে নথিতে গিযে সংবক্ষিত হবে তাব বিষযবস্তু হলো হেলওযানেব বকেট।

উর্দিপবা শোফেযাব গাড়িটাকে জিনা সার্কাসে প্রায পূর্ণবৃত্তে ঘুবিযে নিযে বাজধানীব উত্তবাঞ্চলেব দিকে চললো। বিযাল্লিশ বৎসব বযস্ক জেনাবেলটি নবম গদীতে হেলান দিযে মনে মনে ভাবতে থাকেন হেলওযান বকেটেব কথা, কাযবোব উত্তবে যেগুলো বানানো হচ্ছে লম্বা ইতিহাস তাব তাঁব কতগুলো লোক যে প্রাণ দিলো ওই বকেটেব পেছনে পূর্বসূবী জেনাবেল ইসাব হ্যাবেল চাকবিই খোযাতে বসেছিলেন

নাসেব যখন তাব বকেটদুটিকে কাযবো শহবেব বাস্তায লোকচক্ষেব সামনে প্রদর্শনী কবে নিযে গিযেছিলেন, তাব অনেক আগেই, কোন একসময ইস্রাযেলি মোসাদ ওগুলোব

অস্তিত্ব টের পেয়েছিলো। মিশর থেকে খবর আসামাত্র ফ্যাক্টরি ৩৩৩-এর ওপর সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখলো তারা।

ওডেসার সহযোগে মিশরীবা যে হেলওয়ান রকেটের ওপর কাজ কববার জন্যে প্রচুর সংখ্যায় জার্মান বৈজ্ঞানিক ভর্তি করছে, সে খববও তারা জানতো। ব্যাপারটা তখনই বেশ গুরুতর ছিলো, কিন্তু বসন্তে চরমে উঠলো।

সেই বছরের মে মাসে বৈজ্ঞানিকদেব নিয়োগ করবার বন্দোবস্ত কবতো যে জার্মান, সেই হাইনৎস ক্রুগ, ভিয়েনাতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ডঃ অটো ইয়কলেকের সঙ্গে সংযোগ করে। অস্ট্রিয়ান অধ্যাপকটি কাজ তো নিলেনই না, বরং সরাসরি ইস্রায়েলিদেব সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা বলে দিলেন। শুনে তো তেল আভিভ চমৎকৃত। মোসাদেব যে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তাদের অধ্যাপক জানালেন যে ইজিপ্সিযানরা রকেটগুলোর ওয়াব হেডে তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক আবর্জনা এবং বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু ভরবার পরিকল্পনা করছে।

খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে স্বয়ং মোসাদের কনট্রোলার, জেনারেল ইসার হ্যাবেল উড়ে এলেন ভিয়েনায়, ইয়কলেকের সঙ্গে কথা বলতে। জেনারেল হ্যারেলই হলেন সেই লোক যিনি অপহৃত অ্যাডলফ আইখম্যানকে নিজস্ব পাহাবায় বুয়েনস আয়ার্স থেকে তেল আভিভে নিয়ে এসেছিলেন। অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে হ্যারেল নিশ্চিত যে তাঁব খবব খাঁটি। আরো প্রমাণ পাওযা গেলো ঃ কায়বো সরকার জুরিখের একটা ব্যবসাযী প্রতিষ্ঠান থেকে এত পরিমাণেব তেজস্ক্রিয় কোবল্ট কিনেছে যা তাদের চিকিৎসাগত প্রয়োজনের অন্তত পঁচিশগুণ বেশী।

ভিয়েনা থেকে ফিরে ইসার হ্যারেল প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিযনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা কবলেন যে ইজিপ্টে যে-সমস্ত জার্মান বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন বা যাঁরা সেখানে যাবাব জন্যে প্রস্তুত তাঁদের বিরুদ্ধে যেন প্রতিশোধ নিতে তাঁকে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ফাঁপরে পড়লেন। একদিকে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ওইসব জঘন্য ষড়যন্ত্র, আবার অন্যদিকে জামনী থেকে ট্যাঙ্ক এবং বন্দুক আসবার আসন্ন প্রত্যাশা। জামনীব পথে পথে যদি ইস্রাযেলি প্রতিশোধের পালা শুরু হয়ে যায় তো চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়ের তাঁর বিদেশ মন্ত্রকের ইস্রায়েল-বিরোধী উপদলের পরামর্শ শুনে অস্ত্রসরবরাহ বন্ধ করে দিতে হয়তো বাধ্য হবেন।

তেল আভিভের মন্ত্রিসভাতেও অস্ত্রচুক্তিটি নিযে দ্বিমত, প্রায় বনেব মতোই। ইসার হ্যারেল এবং বৈদেশিক মন্ত্রী মাদাম গোল্ডা মেইর জার্মান বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বনেব পক্ষপাতী, ওদিকে শিমন পেরেস এবং সশস্ত্রবাহিনী আতঙ্কিত, যদি অমূল্য জার্মান ট্যাঙ্কগুলো না পাওযা যায়। বেন গুরিয়ন এই দুইয়ের মাঝে দ্বিধান্বিত।

অবশেষে একটা আপস কবলেন তিনি। হ্যারেলকে বললেন যে নাসেরকে রকেট বানিয়ে দিতে যাচ্ছে যে জার্মান বৈজ্ঞানিকরা তাদের পাকেপ্রকারে নিরুৎসাহিত করলে তাঁর কোন আপত্তি নেই।.. তবে হ্যারেল অন্তর থেকে জার্মানদের ঘৃণা করতেন, কাজেই কার্যক্ষেত্রে তিনি বেন গুরিয়নের আদেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেলেন।

১১ই সেপ্টেম্বর, হাইনৎস ক্রুগ উধাও। আগের রাত্রেই ভোজ খেয়েছে ডঃ ক্লাইন ওয়াখটারের সঙ্গে, রকেট-প্রোপালশন বিশেযজ্ঞ হিসাবে যাঁকে নিয়ে যাওযার চেষ্টা করছিলো

ক্রুগ। ১১ তারিখ সকালে ম্যুনিখের শহরতলী অঞ্চলে ক্রুগের বাড়িব কাছেই তার পরিত্যক্ত মোটরগাড়ি পাওয়া গেলো। তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী অভিযোগ জানালো যে ইস্রায়েলি চরেরা তার স্বামীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু ম্যুনিখের পুলিস কোন সূত্রই খুঁজে পেলো না; ক্রুগের কোন চিহ্ন নেই, তথাকথিত হরণকারীদেরও না। আসলে কিন্তু তাকে যারা হরণ করেছিলো তাদের নেতা একজন প্রায় দেহধারী অশরীরী,—নাম লিওঁ, আর ক্রুগের দেহে ভারী ভারী শেকলেব কর্সেট পরিয়ে স্ট্যানবার্গ হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

অভিযান তারপর শুরু হলো যে-সমস্ত জার্মান ইতিমধ্যেই মিশরে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তাদের ওপর। ২৭শে নভেম্বর হাম্বুর্গ থেকে পোস্ট করা একটা রেজেস্ট্রি প্যাকেট এলো অধ্যাপক উলফগ্যাঙ্গ পিলৎসের নামে তাঁর কায়রোর ঠিকানায়। প্যাকেটটা তাঁর সেক্রেটারি মিস হ্যানেলার ওয়েণ্ডা খুলতে গিয়েই বিরাট বিস্ফোরণে চিরজীবনের জন্যে মেয়েটি পঙ্গু এবং অন্ধ হয়ে গেলো।

নভেম্বরের ২৮ তারিখে আরো একটা পার্শেল এলো ৩৩৩নং ফ্যাক্টরিতে। এটিও হাম্বুর্গ থেকে পাঠানো। মিশরীয়রা ততদিনে সাবধান হয়ে গেছে, সুরক্ষার জাল বসিয়েছে তত্রাগত পার্শেলগুলোব ওপর। অতএব, পার্শেলটির ফিতে কাটলো ডাকঘবের জনৈক মিশরীয় কর্মী। ফল পাঁচজন হত, দশজন আহত। ২৯শে তারিখে অন্য একটা পার্শেলকে বিনা বিস্ফোরণেই ডিফিউজ করে দেওযা গেলো।

২০শে ফেব্রুয়ারি নাগাদ হ্যাবেলের অনুচরেবা আবার জার্মানীব দিকে দৃষ্টি দিলো। ডঃ ক্লাইনওয়াখটার তখনো মনস্থির করতে পারেননি কায়রোতে যাবেন কি যাবেন না। স্যুইস সীমান্তের কাছে লোযেরাখে তাঁর ল্যাবরেটবি থেকে তিনি তাঁর গাড়ি করে বাড়ি ফিবছিলেন। হঠাৎ একটা কালো মার্সিডিজ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়িব মেঝেতে শুয়ে পডলেন, আর ওদিকে উইণ্ডস্ক্রিনের ভেতব দিয়ে দমাদ্দম অটোমেটিক পিস্তলের সবকটা গুলি এসে ঢুকলো। পুলিস পরে মার্সিডিজটাকে পবিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলো। দেখা গেলো যে ঘটনার দিন সকালবেলা ওই গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো। গ্লোভস কম্পার্টমেন্ট হাঁটকে একটা পরিচয়-কার্ডও পাওয়া গেলো, কর্নেল আলি সামিরের নামে। অনুসন্ধান করে অবগত হওয়া গেলো যে কর্নেল আলি সামির হচ্ছেন ইজিপ্সিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের নাম। অর্থাৎ ইসার হ্যারেলের অনুচরেরা এবারে তাদের বক্তব্য বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, সঙ্গে রেখেও গেছে খানিকটা স্থূল রসিকতা।

ইতিমধ্যে আক্রোশের অভিযান কাহিনীগুলো জার্মানীতে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিলো, সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে খবরগুলো ছাপা হচ্ছিলো। বেন গালেব ব্যাপাব তো বীতিমতো কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করলো। মার্চের ২রা তারিখে নাসের-রকেটের পুরোধা অধ্যাপক পল গ্যোর্কের যুবতী কন্যা হাইডি গ্যোর্কে তার ফ্রেইবুর্গের বাড়িতে টেলিফোনে একটা নেমন্তন্ন পেলো। দূরাগত কণ্ঠস্বর তাকে ফোনে জানালো যে সে যেন সীমানার ঠিক ওপারেই সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেলে ত্রিয়াজ হোটেলে আহ্বায়কের সঙ্গে দেখা করে।

জার্মান পুলিসকে জানিয়ে দিলো হাইডি, তারা জানালো স্যুইসদের। সাক্ষাৎকারের জন্যে যে কামরা ভাড়া করা হয়েছিলো সেটায় তারা গোপনে বাগিং যন্ত্র লাগিয়ে রাখলো। সেই মিটিঙে কালো চশমা পরা দুজন লোক হাইডিএবং তার ছোট ভাইকে শাসিয়ে গেলো যে ইজিপ্ট থেকে

তাদের বাবা যদি না চলে আসেন তো তাঁর প্রাণহানি ঘটবে। চুপিচুপি পিছু ধাওয়া করে সেই রাত্রেই পুলিস তাদের জুরিখে গ্রেপ্তার করে। ব্যাসেলে বিচার শুরু হলো ১০ই জুন। আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি কাহিনী। অনুচর দুজনের পাণ্ডা ছিলো ইয়োসেফ বেনগাল, ইস্রায়েলের নাগরিক।

বিচার ভালোভাবেই চললো। অধ্যাপক ইয়কলেক সাক্ষ্য দিলেন প্লেগজীবাণু এবং তেজস্ক্রিয় ওয়ারহেডগুলো সম্বন্ধে। বিচারকেরা মর্মাহত হলেন। ইস্রায়েলিরাও চেষ্টার ত্রুটি রাখলো না এই অঘটন থেকে যতটা সম্ভব মিশরীদের হীনতম চক্রান্ত সম্পর্কে ফলাও প্রচার হোক। ফলে অভিযুক্ত দুজন মুক্তি পেয়ে গেলো।

কিন্তু এই ঘটনায় ইস্রায়েলে ঘটে গেলো অনেক কিছু। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়েব ব্যক্তিগতভাবে বেন গুরিয়নকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে হেলওয়ান রকেট নির্মাণে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবেন। কাজেই বেন গুরিয়ন এই বিশ্রী কাণ্ডটার পর ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন ঃ অ্যাডনয়ের কি ভাববেন, ছি ছি! রাগের চোটে তিনি ইসার হ্যারেলকে যাচ্ছেতাই করে বকলেন; জার্মানীর পথেঘাটে অমন প্রকাশ্য গুণ্ডামি কেন, বারণ করা হয়েছিলো না! হ্যারেলও সমান তেজে পদত্যাগপত্র দিয়ে দিলেন। কিন্তু হ্যারেল ভাবতেই পারেননি যে বেন গুরিয়ন সেটা গ্রহণ করবেন। বোধ হয় ওটা গ্রহণ করে বেন গুরিয়ন প্রমাণ করলেন যে তিনি মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই শাসনতন্ত্রে অপরিহার্য নয়, এমন কি কনট্রোলার অব ইনটেলিজেন্সও না।

সেই রাত্রে... ২০শে জুন... ইসার হ্যারেল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামরিক ইনটেলিজেন্সের প্রধান, জেনারেল মেইর আমিতের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন। আজও সেই আলোচনার কথা জেনারেল আমিতের স্পষ্ট মনে আছে; সেদিন সেই রাশিয়ান-জাত সংগ্রামী পুরুষ, মুখে মুখে যাঁর নাম ছড়িয়ে গিয়েছিলো ইসার-দি-টেরিব্‌ল্ বলে, তাঁর মুখকান্তি ক্ষোভে ক্রোধে ভয়ঙ্কর থমথমে হয়ে উঠেছিলো।

'বুঝলে মেইর, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আজ থেকে ইস্রায়েল আর প্রতিশোধের মধ্যে নেই। রাজনৈতিক নেতারা এখন লাগাম নিয়েছেন। আমি পদত্যাগ করেছি এবং সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি অবশ্য বলেছি যে তোমাকে যেন এখন আমার পদটা দেওয়া হয়; আশা করছি ওঁরা রাজী হবেন।'

রাজী ওঁরা হলেন। জুনেব শেষে জেনারেল আমিত কনট্রোলার অফ ইনটেলিজেন্সের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

অবশ্য এই ব্যাপারেই বেন গুরিয়নও আর মোটে কয়েকটা দিন মাত্র টিকলেন। মন্ত্রিসভাব উগ্রপন্থীরা লেভি এশকল এবং তাঁরই বৈদেশিক মন্ত্রী গোল্ডা মেইরের নেতৃত্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। ২৬শে জুন... লেভি এশকল হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাগে-দুঃখে তুষারশুভ্র মাথাটা নাড়তে নাড়তে বেন গুরিয়ন চলে গেলেন নেগেভে তাঁর খামাব-বাড়িতে। অবশ্য নেসেতের সদস্যপদে তিনি থাকলেন।

নতুন সরকার কিন্তু ইসার হ্যারেলকে তাঁর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন না। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে মেইর আমিতের মতো জেনারেল অন্তত গভর্নমেন্টের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে বেশী

তর্কাতর্কি করবেন না: কিন্তু হ্যারেল যে ইতিমধ্যেই ইস্রায়েলি জনমানসে উপকথার নায়ক। তার ওপর তাঁর যা মেজাজ!...বেন গুরিয়নের শেষ আদেশও প্রত্যাহৃত হলো না। রকেট-বিজ্ঞানীদের ব্যাপার নিয়ে জার্মানীতে প্রকাশ্য জুলুমবাজি এখনো চলবে না। অতএব উপায়ান্তর না দেখে জেনারেল আমিত ইজিপ্টে র অভ্যন্তরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের ওপরেই তাঁর বিভীষিকার গোপন অভিযান চালালেন।

. ওই বৈজ্ঞানিকরা থাকতেন নীলনদের উত্তর তীরে, কায়রো শহর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে মিয়াদি নামে এক উপনগরে। সুন্দর জায়গা. তবে চারদিকে মিশরীয় সুরক্ষা ফৌজের বেড়াজাল। জার্মান বাসিন্দাগুলো যেন সোনার খাঁচায় বন্দী। সেই বেড়াজাল টপকানোর জন্যে আমিত ইজিপ্টে তাঁর প্রধান চর উলফগ্যাঙ্গ লুটজকে লাগিয়ে দিলেন। রাইডিং স্কুলের মালিক হলেন লুটজ। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি এত বেশী ঝুঁকি নিতে আরম্ভ করলেন যে ষোলো মাস পরে তাতেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেলো।

জার্মান বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। শরতে জার্মানী থেকে আসতে শুরু করেছিলো একের পর এক বোমাপার্শেল। মিয়াদিতে মিশরীয় সুরক্ষা ফৌজের কড়া পাহারা সত্ত্বেও তাঁরা কায়রো থেকেই হুমকি দেওয়া চিঠিপত্র পেতে আরম্ভ করলেন, যেগুলোতে তাঁদের প্রাণনাশের ভয় দেখানো হয়েছে।

ডঃ জোসেফ আইসিগ যে চিঠিটা পেয়েছিলেন তাতে নিখুঁতভাবে তাঁর বউ, ছেলেমেয়ে দুটি এবং তাঁর কাজের বর্ণনা দেওযা হযেছিলো। বলা হয়েছিলো যে তিনি যেন ইজিপ্ট ছেড়ে অনতিবিলম্বে জার্মানীতে ফিরে যান। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরাও সবাই ওই ধরনের চিঠি পেলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠি ডঃ কিরমেয়ারের মুখের সামনে ফাটলো। অনেকের পক্ষেই এটাই হলো শেষ আঁটি। সেপ্টেম্বরের শেষে ডঃ পিলৎস কায়রো ছেড়ে জার্মানী চলে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন হতভাগিনী ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডাকে।

আরো অনেকেই চলে গেলেন। ক্ষুব্ধত্রস্ত মিশবীযরা আর তাঁদের আটকাতে পারলেন না, কারণ হুমকি দেওয়া চিঠিগুলোর আসা তো তাঁরা বন্ধ করতে পারেননি।

শীতের সেই উজ্জ্বল সকালে গাড়িতে গদিতে গা ডুবিয়ে আরোহীটি ভাবছিলেন যে খবরের টুকরোটা তো এসেছে তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধির কাছ থেকে। লুটজকে তো সবাই ভাবে নাৎসী-দরদী বলে; চিঠি এবং পত্রবোমাগুলো তাঁরই পাঠানো।

তবু রকেট পরিকল্পনা তো বাতিল হয়ে যাযনি। যে খবরটা রাতভোরে এসেছে তাতে তো সে কথাটাই আবার নতুন করে জাহির হলো। সাঙ্কেতিক অক্ষর-মুক্ত খবরটা তিনি আবেকবার নতুন করে পড়লেন। শুধু জানানো হয়েছে যে কাযরো মেডিক্যাল ইনস্টিট্যুটের পরীক্ষাগারে সাংঘাতিক জাতের একটা তেজী বিউবোনিক ব্যাসিলাসকে জীবন্ত অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেই বিশেষ বিভাগটির ব্যযবরাদ্দ দশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গত বছরের গ্রীষ্মে ব্যাসেলের বিচারপর্বে ইজিপ্টে র বিরুদ্ধে ফলাও প্রচার সত্ত্বেও ইজিপ্ট গণহত্যার এই মারণাস্ত্র বানাতে দৃঢ়সংকল্প।

হফম্যান দেখতে পেলে নিশ্চয়ই মিলারকে তার দুঃসাহসের জন্যে পুরো নম্বর দিতো। ছাতের

অফিস-ঘর থেকে লিফটে করে ছ'তলায় নেমে মিলার চলে এলো পত্রিকার আইন-আদালতের সংবাদদাতা, ম্যাক্স ডর্নের ঘরে।

চেয়ারে বসতে বসতেই বললো, "হফম্যানের ঘর থেকে আসছি এইমাত্র, আমার কিছু পটভূমিকা দরকার। আপনার মগজে একটু খোঁচা মারি?"

"বলুন," ডর্ন ধরে নেয় যে 'কমেট' পত্রিকার হয়েই বোধ হয় কোন কাজে নেমেছে মিলার।

"জার্মানীতে যুদ্ধ-অপরাধগুলো তদন্ত করে কে?"

চমকে ওঠে ডর্ন। "যুদ্ধ-অপরাধ?"

"হ্যাঁ, যুদ্ধ-অপরাধ। যে সব দেশ আমরা যুদ্ধের সময়ে কব্জা করে নিয়েছিলাম, সে সব জায়গায় কি কি ঘটেছিলো, গণহত্যার জন্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা, এইসব কাজের ভার কার ওপর?"

"ওঃ, বুঝেছি। তা এগুলো হলো গিয়ে পশ্চিম-জার্মানীর প্রদেশগুলোর বিভিন্ন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের কাজ।"

"মানে ওরা সকলেই করে?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে জুত হয়ে বসলো ডর্ন। নিজের ক্ষেত্র দেখতে পেয়েছে, তাই ভরসা বেড়ে গেলো অনেক।

"পশ্চিম জার্মানীতে ষোলোটা প্রদেশ আছে, তাদের প্রত্যেকেরই রাজধানীতে একজন করে অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে রয়েছে একটা করে বিভাগ যাদের কাজ 'নাৎসী আমলে হিংসাত্মক অপরাধে'র তদন্ত করা। প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীর ওপর প্রাক্তন রাইখের কোন অংশ বা অধিকৃত কোন দেশের ভার দেওয়া আছে।"

"যেমন?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"যেমন ধরুন স্টুটগার্টের ওপর ভার দেওয়া আছে ইতালি, গ্রীস বা পোলিশ গ্যালিসিয়ায় নাৎসী এবং এস. এস.রা যে সমস্ত অপরাধ করেছিলো সেগুলোর।..."

"বাল্টিক রাজ্যগুলোর ভার কার ওপর?"

"হাম্বুর্গ," ক্ষণমাত্র দেরি হয় না ডর্নের. "তিনটে বাল্টিক রাজ্য, ড্যানজিগ এবং পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ অঞ্চলের ভার হাম্বুর্গের ওপর।"

"হাম্বুর্গ!" মিলার যেন আকাশ থেকে পড়লো, "মানে বলতে চান, এইখানে, এই হাম্বুর্গে?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"আমি...মানে, আমার দরকার রিগা।"

ডর্ন মুখ ছুঁচলো করে তোলে।

"ওঃ! জার্মান-ইহুদী?...তা এইখানেই, এখানকার অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসেই পাবেন।"

"তাহলে রিগাতে যুদ্ধ-অপরাধের জন্যে যদি কারো বিচার হয়ে থাকে বা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, সে সব এখানেই মানে হাম্বুর্গেই হয়েছে।"

"বিচার এখানেই হবে," ডর্ন বলে, "গ্রেপ্তার যে কোন জায়গায় হতে পারে।"

"গ্রেপ্তার করার পদ্ধতি কি?"

"হুঁ! একটা বই আছে ফেরারী তালিকার, যেটাতে প্রত্যেকের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো রয়েছে।

সাধারণত বছরের পর বছর ধরে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে কেস তৈরি করা হয় গ্রেপ্তারের জন্যে। তৈরি হলে পরে লোকটা যে প্রদেশে বাস করছে সেখানকার পুলিসকে অনুরোধ জানানো হয় তাকে গ্রেপ্তার কববার জন্যে। জনা দুই গোয়েন্দা পাঠানো হয়, তারা গিয়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হলো বেশীর ভাগ এস. এস.এর লোকেরাই ছদ্মনামে আছে।''

''হুঁ!'' মিলার বললো, ''আচ্ছা, রিগাতে অপরাধ করবার জন্যে কি হাম্বুর্গে কারো বিচার হয়েছে?''

''মনে করতে পারছি না,'' ডর্ন বললো।

''লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে?''

''হুঁ। ১৯৫০ থেকে আমরা কাটিং রাখতে শুরু করেছি, ও'র মধ্যে হলে পাওয়া যাবে।''

''দেখতে পারি?'' মিলার শুধলো।

''নিশ্চয়ই।''

লাইব্রেরি-ঘরটি ভূতলে। ওরা যেতেই প্রধান গ্রন্থাগারিক তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

ডর্ন জিজ্ঞেস করলো মিলাবকে, '' কি চান আপনি?''

''রশম্যান, এডুয়ার্ড,'' মিলার বললো।

''পার্শোনাল ইনডেক্স সেকশন এদিকে, আসুন,'' লাইব্রেবিয়ান এদের নিয়ে গেলো।

বর্ণক্রমে সাজানো কার্ডগুলো দেখে বললো, ''আচ্ছা, যুদ্ধ-অপবাধের ওপব কিছু আছে?''

''হ্যাঁ,'' লাইব্রেরিয়ান জানালো, ''যুদ্ধ-অপরাধ এবং যুদ্ধ-বিচার। আসুন, এদিকটায় আছে।''

সারি সারি আলমারির পাশ দিয়ে আরো শতখানেক গজ গেলো তারা।

মিলার বলে উঠলো, ''বিগার নীচে দেখুন।''

মই বেয়ে উঠে গেলো গ্রন্থাগারিক। কিছুক্ষণ পরেই নেমে এলো লাল মলাট দেওয়া একটা খাতা নিয়ে যার ওপরে লেবেল সাঁটা, 'রিগা--যুদ্ধ-অপরাধেব বিচার'। মিলার সেটা খুলতেই খবরেব কাগজের দুটো ছোট্ট টুকরো ফুড়ৎ করে নীচে পড়ে গেলো। কুড়িয়ে তুলে নিয়ে মিলাব পড়ে দেখলো যে দুটো বিচাবপর্বই ১৯৫০-এ সমাধা হয়ে গেছে। একটাতে তিনজন এস. এস. জওয়ানের বিচার, ১৯৪১ থেকে১৯৪৪-এর মধ্যে রিগাতে অনুষ্ঠিত বর্বরতার জন্যে। আরেকটিতে ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। শেষ দিকে অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেছে তারা, কি আর এমন দীর্ঘমেয়াদ!

''ব্যস্?'' মিলার বললো।

''হুঁ, আর কিছু নেই.'' লাইব্রেবিযান জানালো।

ডর্নেব দিকে ফিরে মিলাব বললো, ''মানে বলতে চান যে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস পনেরো বছব ধরে আমাব ট্যাক্সেব টাকা খেয়ে খেয়ে শুধু এটুকুই কাজ করেছে?''

প্রশাসনিক কায়দায় গম্ভীব চালে ডর্ন বললো, 'যথাসাধ্য করছে তারা।''

''সন্দেহ হচ্ছে।''

দুটো তলা ওপরে উঠে বিদায় নিয়ে মিলার রাস্তায় পা বাড়ালো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ছয়

হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে বিভাগীয় বড়কর্তার দেখা পেতেই সাতদিন লেগে গেলো। মিলারের সন্দেহ হলো যে ডর্ন বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে সে হফম্যানের হয়ে কাজ করছে না, তাই দিয়েছে এদের টিপে।

কর্তাটিকে দেখালো যেন কেমন অস্বচ্ছন্দ, পালাই-পালাই ভাব।

"দেখুন," শুরু করলেন তিনি, "আপনার সঙ্গে আমি দেখা করছি নেহাৎ আপনি জেদ ধরেছিলেন তাই—"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ মশাই," মিলারের কণ্ঠে কিন্তু একটুও কৃতজ্ঞতা ফুটলো না। "আমি এমন একজন লোকের খোঁজ করছি যার সম্বন্ধে আমার ধারণা, আপনাদের তরফ থেকে অনুসন্ধান হয়তো হয়েছে, লোকটির নাম এডুয়ার্ড রশম্যান।"

"রশম্যান?" উকিল ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, রশম্যান," মিলার বললো, "১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ অব্দি রিগা ঘেটোর এস.এস. কম্যানড্যান্টের ক্যাপ্টেন। আমি জানতে চাই যে সে বেঁচে আছে কিনা। না থাকলে কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। আপনারা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা, কোনদিন সে গ্রেপ্তার হয়েছিলো কি, বা বিচার হয়েছিলো তার? না হলে, এখন সে কোথায়?"

ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন তিনি। বললেন, "ওরে বাবা, এসব আমি কি করে বলবো?"

"কেন বলবেন না? বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণ খুবই আগ্রহী। প্রচন্ড রকম আগ্রহ।"

ততক্ষণে উকিলটি তাঁর ভারসাম্য ফিরে পেয়েছেন। "না, না কি যে বলেন! হলে আমি জানতাম না! অনবরত লোকে খোঁজ করতে আসতো। আমার যদ্দূর মনে হচ্ছে আপনারটাই প্রথম ..মানে কোন সাধারণ মানুষ .."

"আসলে আমি কিন্তু প্রেসের সদস্য," মিলার যোগ করে দিলো।

"তা হলেই বা' এই সব ব্যাপারে জনসাধারণকে যতটুকু খবর দেওয়া যায় তার চেয়ে বেশী আপনাদের দেওয়া যায় না।"

"কতটুকু সেটা?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"দেখুন, অনুসন্ধানের বর্তমান অবস্থা কি অথাৎ কতটা এগিয়েছে বা না এগিয়েছে, সেসব খবর দেওয়ার এক্তিয়ার আমাদের নেই।"

"বড় অদ্ভুত কথা বলছেন তো!"

"জানায় বই কি। পুলিস তো আমাদের রীতিমতো বুলেটিন ধরিয়ে দিয়ে, কত শীগগির গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তাদের কিরকম প্রত্যাশা, সব জানিয়ে দেয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তারা নিশ্চয়ই বলবে যে তাদের খবর অনুযায়ী সন্দেহজনক ব্যক্তি জীবিত না মৃত। এতে তাদের জনসংযোগ ভালো হয়।"

কর্তাটি মুখে একটু দেখন-হাসি ফুটিয়ে তুললেন "হ্যাঁ, সে হিসাবে আপনারা অবশ্য চমৎকার কাজ করেন। তবে আমাদের এই বিভাগের নিয়ম অনুসারে অনুসন্ধানের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা একটি কথাও বলতে পারবো না।" হঠাৎ একটা ভালো ওকালতি প্যাঁচ যেন পেয়ে গেছেন, এইরকম ভাবে বলে ওঠেন, "দেখুন, ফেরারী আসামী একবার যদি জানতে পারে যে আমরা কদ্দূর এগিয়েছি তাহলে তো উধাও হয়ে যাবে।"

"হতে পারে," মিলার সমানে জবাব দেয়, "কিন্তু নথিপত্রে দেখা যায় যে আপনারা রিগার তিনজন রক্ষীরই শুধু বিচার চালিয়েছিলেন। আর সেটাও ১৯৫০-এ, অর্থাৎ ব্রিটিশরাই হয়তো তাদের বিচারের অপেক্ষায় জেলে রেখে দিয়েছিলো, তারপর আপনাদের বিভাগকে সঁপে দিয়ে

চলে যায়। তাহলে ফেরারী অপরাধীদের উধাও হয়ে যাবার বিশেষ কোন আশঙ্কা আছে কি?"

"অ্যাঁ? এইরকম মন্তব্য করাটা আপনার বড়ই অনুচিত।"

"বেশ। আপনাদের অনুসন্ধান না হয় এগিয়েই গেলো। তবু এডুয়ার্ড রশম্যানের তদন্ত আপনারা করছেন কিনা বা বেঁচে থাকলে সে এখন কোথায় আছে, সে খবর দিলে তো আপনাদের অনুসন্ধানেব কোন ক্ষতি হবে না।"

"আমি আপনাকে শুধু বলতে পারি যে আমার বিভাগেব দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সদাসর্বদা অনুসন্ধান করে থাকি। তাহলে, হের মিলার, আর আমার কিছু বলার নেই।"

বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে মিলারও।

যেতে যেতে মিলার টিপ্পনি কেটে গেলো, "দেখবেন, বেশী সাহস দেখাতে গিয়ে আবার দমটম বন্ধ না হয়ে যায়।"

আরো সপ্তাহখানেক লেগে গেলো অনুসন্ধানের পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করতে। সেই কটা দিন বাড়িতে বসে বসে মিলার ছটা মোটা বই পড়ে শেষ করে ফেললো...পূর্বরণাঙ্গনে যুদ্ধের ইতিহাস, অধিকৃত পূর্ব-অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ক্যাম্পের কাহিনী, ইত্যাদি। স্থানীয় পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান ওকে একদিন গল্পচ্ছলে জেড কমিশনের নাম বললো।

"ওটা লুডউইগসবুর্গে আছে। একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম আমি। পুরো নাম 'নাৎসী শাসনকালে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক অপরাধসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকবণের জন্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান'। মস্তবড় নাম, তাই লোকে ছোট করে জার্মানে বলে জেনট্রেল স্টেল। আরো ছোট করে, জেড কমিশন। ওরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাবা দেশব্যাপী অথবা কখনো কখনো বিদেশে নাৎসীদেব অনুসন্ধান করে বেড়ায়।"

"ধন্যবাদ," উঠতে উঠতে মিলার বলেছিলো, "দেখি, ওরা কিছু সাহায্য কবতে পারে কিনা।"

পরদিন সকালে মিলাব তাব ব্যাঙ্কে গেলো। বাড়িওলার নামে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসেব ভাড়ার চেক লিখে বাকি টাকা তুলে ফেললো। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা রাখবার জন্যে যেটুকু টাকা রাখার দরকার সেটুকুই রেখে দিলো।

ক্লাবে কাজে যাওয়ার আগে মিলারের কাছ থেকে সিগি পেলো একটা সস্নেহ চুম্বন আর সাদামাটা কয়েকটা কথা, 'আমি বাইরে যাচ্ছি হপ্তাখানেকের জন্যে, দেরিও হতে পারে।' তারপর ভূতলগ্যারেজ থেকে জাগুয়ার বের করে মিলার চললো দক্ষিণমুখো, রাইনল্যান্ডের দিকে।

তুষারপাত সবে শুরু হয়েছে। উত্তর সাগরের দিক থেকে হিমবাত্যা আসছে, তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ তুলে। ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপর জায়গায় জায়গায় তুষার জমিয়ে তুষারবৃষ্টি নিম্ন স্যাক্সনির সমতলখন্ডের দিকে চলেছে প্রচন্ড বেগে।

দু ঘন্টা পর একবার থামলো মিলার, কফির জন্যে। তারপর আবার চলালো উত্তর রাইন ওয়েস্টফ্যালিয়ার ভেতর দিয়ে। বাতাসের বেগ সত্ত্বেও গাড়ি চালাতে বেশ লাগে, আবহাওয়া যতই খারাপ হোক। এক্স.কে.১৫০-এস মডেলের গাড়িটার ভেতরে ওর মনে হল ও যেন একটা ধাবমান বিমানের ককপিটে বসে রয়েছে। সামনে জ্বলছে ড্যাশবোর্ডের নিষ্প্রভ আলো আর বাইরে শীতরাত্রের ক্রমঘনীভূত অন্ধকার, হিমঠান্ডা, হেডলাইটেব আলোতে ঝলকে ঝলকে উঠছে বাঁকারেখায় নেমে আসা নরম তুষারকণা, উইন্ডস্ক্রিনে লেগে সেগুলো শূন্যতায় মিলে যাচ্ছে।

অভ্যস্ত রীতিতেই চললো সে, তেমনি বেগে। ঘন্টায় প্রায় একশো মাইল। হুস্ হুস্ শব্দে বিশাল লরিগুলোব পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এগিয়ে চললো।

ছটা নাগাদ হ্যাম জংশন পেরিয়ে এলো। অন্ধকারের মধ্যে দূরে দেখা যায় রূঢ়ের আলোর

ছটা। শিল্পসমৃদ্ধ এই অঞ্চল দেখে ও এখনো অবাক হয়। মাইলের পর মাইল শুধু কারখানা, চিমনি, ফারনেসের ঝলসে ওঠা আগুন আর আলোর মালা। কি অদ্ভুত শিল্পবৈভব! চোদ্দ বছর আগে যখন ইস্কুল থেকে যাচ্ছিলো পারীতে তখন শুধু ছিলো খাঁ খাঁ পাথর আর রুক্ষ প্রান্তর। গর্ব হয় বৈকি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে তার দেশের মানুষেরা ভোজবাজি করে ফেলেছে।

হেডলাইটের সামনে চলে এলো কলোন রিঙের বিরাট নিওন বিজ্ঞাপন। সেখান থেকে চললো দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে। উইসব্যাডেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ম্যানহাইম, হাইলব্রন একের পর এক চলে গেলো।

অবশেযে এসে পৌছলো স্টুটগার্ট শহরে একটা হোটেলের সামনে। লুডইউগস্‌বুর্গের নিকটতম শহর। গাড়ি থামিয়ে হোটেলে উঠলো রাত কাটাবার জন্যে।

লুডউইগস্‌বুর্গ একটা ছোট্ট নিরিবিলি শান্ত শহর। প্রদেশের রাজধানী স্টুটগার্ট থেকে পনেরো মাইল উত্তরে, উরটেমবার্গের মনোরম ঢালু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। বড় সড়ক থেকে খানিকটা ভেতরে জেড কমিশনের অফিসবাড়ি, শহরের সরল সাদাসিধে বাসিন্দাদের চোখে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থিতিই যেন লজ্জাকর। কমিশনের কর্মীসংখ্যা স্বল্প, মাইনেপত্তরও ভালো না, অথচ কাজ প্রচুর। যুদ্ধের সময় যেসব নাৎসী বা এস.এস. গণহত্যার অপরাধে অপরাধী তাদের খুঁজে বের করাই এদের কাজ। কাজই শুধু নয়, জীবনের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। স্ট্যাট্যুট অফ লিমিটেশন পাস হয়ে যাওয়ার পর হত্যা এবং গণহত্যা ছাড়া এস এস দের অন্য সব অপরাধ আইনের চক্ষে বাতিল হয়ে গেছে, নইলে তার আগে এরা অন্য অপরাধে অপরাধী এস.এস.দেরও খুঁজে বেড়াতো, যথা— বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, ডাকাতি,দৈহিক পীড়ন ইত্যাদি।

হত্যা-অপরাধে অপরাধীর সংখ্যাও এদের খাতায় ১,৭০,০০০, যাদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতএব এদের বর্তমান লক্ষ্য ওই তালিকার ভেতর থেকে অন্তত কয়েক হাজার গণঘাতককে— যেখানে হোক, যখনই হোক—খুঁজে বের করা।

গেপ্তার করবার ক্ষমতা নেই, কাজেই যখন কাউকে এরা অকাট্যভাবে সনাক্ত করে ফেলে তখন জার্মানীর বিভিন্ন প্রদেশের পুলিসের কাছে যেতে হয় অনুরোধের পত্র নিয়ে। বনের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য বার্ষিক ভাতা পায়। কিছুই হয় না তাতে, তবু কাজ করে যায়, কারণ এই কাজেই তারা উৎসর্গীকৃত।

কর্মীদের ভেতরে আছে আশীজন গোয়েন্দা এবং পঞ্চাশজন অনুসন্ধানী অ্যাটর্নি। গোয়েন্দাদের মধ্যে সবাই, পঁয়ত্রিশের নীচে বয়স, সেইজন্যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কারুর পক্ষেই ওই সব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। উকিলেরা অবশ্য একটু বয়স্ক, তাই তাদের সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে তবে নেওয়া হয়েছে যে তারা ১৯৪৫-এর পূর্বে ওইসব ঘটনায় বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করেনি।

উকিলেরা অধিকাংশই এসেছে তাদের নিজস্ব ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে, যেখানে আবার তারা একদিন ফিরে যাবে। গোয়েন্দারা ভালোভাবেই জানে যে তাদের আর কিচ্ছু হবে না জীবনে। জার্মানীর কোন পুলিস ফৌজ লুডউইগস্‌বুর্গের কোন প্রাক্তন গোয়েন্দাকে চাকরি দেবে না। পশ্চিম জার্মানীতে যে সব পুলিসী গোয়েন্দা এস এস.দের অনুসন্ধান করে বেড়ায় তাদেরও পদোন্নতি চিরদিনের জন্যে বন্ধ।

বহু প্রদেশেই সহযোগিতার আবেদনে কেউ কর্ণপাতও করছে না, ফাইলপত্র ধার দিলে নিখোঁজ

হয়ে যাচ্ছে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কাবো কাছ থেকে খবব পেয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো. এসব তো জেড-কমিশনেব নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। তবু কর্তব্য হিসাবে কাজ কবে যায় এবা. যদিও ভালোভাবেই জানে যে দেশবাসীব সমর্থন নেই।

লুডউইগস্‌বুর্গেব মতো হাসিখুশী শহবেও বাস্তায় জেড কমিশনেব লোক দেখলে কেউ ডেকে দুটো কথাও বলে না, নমস্কাবও জানায না। ববং বদনাম।

পিটাব মিলাব কমিশনেব অফিস বাড়িতে এসে পৌঁছুলো। ৫৮ নং শর্নডবফাব স্ট্রাস, মস্তবড একটা পুবনো বাড়ি. চাবদিকে আট ফুট উঁচু প্রাচীব। বিবাট বিবাট দুটো ভাবী লোহাব ফটক। ফটক বন্ধ থাকায গাড়ি নিয়ে ভেতবে ঢুকতে পাবলো না। গেটেব একটা পাশে ছিলো ঘণ্টিব হাতল। সেটা ধবে টানতেই লোহাব পাল্লায সামান্য ফাঁক হয়ে গিয়ে একটা মুখ বেবিয়ে এলো। নিঃসন্দেহে দ্বাববক্ষী।

"বলুন?"

"অনুসন্ধানী উকিলদেব কাবো সঙ্গে কথা বলতে চাই," মিলাব বললো।

"কাব সঙ্গে?"

"নামটাম জানি না। যে কোন একজন হলেই হবে," মিলাব বললো, "এই যে আমাব কার্ড।"

ফোকবেব ভেতব দিয়ে কার্ডটা গুঁজে দিলো, যাতে লোকটা বাধ্য হয সেটা নিতে। অন্তত তাহলে নিশ্চিন্ত যে সেটা দালানেব ভেতবে গিয়ে পৌঁছুবে। ফোকব বন্ধ কবে দিয়ে লোকটা চলে গেলো। খানিকক্ষণ পবে ফিবে এসে গেট খুলে দিলো। পাথবে বাঁধানো পাঁচটা সিঁড়ি চড়ে মিলাব পৌঁছুলো সামনেব দবজায। সেঁটে বন্ধ বাইবেব হিমবাতাস যাতে ভেতবে না ঢুকতে পাবে। ঘবেব মধ্যে সেনট্রাল হিটিঙেব কল্যাণে বদ্ধ গবম। ডানদিকেব কাঁচ বসানো বুথ থেকে একজন চাপবাশী বেবিয়ে এসে তাকে ছোট্ট একটা বিশ্রামকক্ষ দেখিয়ে দিলো

"বসুন এখানে। এখুনি আসছেন একজন।" দবজা বন্ধ কবে দিয়ে সে চলে গেলো।

তিন মিনিট পবে যে এলো পঞ্চাশেব কোঠায তাব বযস, মৃদুভাষী, বেশ ভদ্র। মিলাবেব কার্ডটা তাব হাতে ফিবিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা কবলো, 'বলুন কি কবতে পাবি?

গোড়া থেকে শুরু কবলো মিলাব। টউবেবেব ঘটনা বললো ডাযবিব কথা, এডুযাড বশম্যান সম্বন্ধে তাব নিজেব অনুসন্ধান, সব জানালো। উকিলটি পবম আগ্রহে শোনে

শেষ হলে বলে. "চমৎকাব।'

"কথা হলো, আপনি কি আমাকে সাহায্য কবতে পাবেন?"

তিন সপ্তাহ আগে হাম্বুর্গে যখন বশম্যান সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু কবেছিলো তাবপব এই প্রথম, মিলাবেব মনে হলো, এমন একজনেব দেখা পেয়েছে যে সত্যি সত্যিই তাকে সাহায্য কবতে চায। "কিন্তু কি জানেন, আপনাব আগ্রহ যদিও আমি আন্তবিক বলে মেনে নিচ্ছি তবও আমাদেব হাত পা বাঁধা। কতকগুলো আইনকানুন আছে যা আমাদেব অক্ষবে অক্ষবে পালন কবতে হয। নইলে আমাদেব উঠে যেতে হবে। সুতবাং নির্দিষ্ট কযেকটি সবকাবী দপ্তবেব অনুবোধপত্র ছাড়া, আমবা কোন ফেবাবী এস এস আসামীব সম্পর্কে কোন খোঁজখবব দিতে পাবি না।'

'মানে বলতে চান আমাকে কিছুই বলতে পাববেন না?' মিলাব জিজ্ঞেস কবলো।

"প্লিজ ব্যাপাবটা একটু বুঝে দেখুন," আইনজীবী জানালো, "আমাদেব এই প্রতিষ্ঠানেব ওপব সব সময আক্রমণ চলছে। খোলাখুলি নয অবশ্য, সেবকম সাহস কেউ কববে না। কিন্তু গোপনে গোপনে ক্ষমতাব অলিন্দে চলেছে এই লড়াই। আমাদেব ওপব হামেশাই গোযেন্দাগিবি কবা হয, আমাদেব বাজেট, যেটুকু ক্ষমতা আমাদেব আছে, আমাদেব বিধিগত কাযক্রম সব সময

তীক্ষ্ণ সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু। আইনকানুন নিয়ে আমরা এতটুকু এদিক ওদিক করতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানীর সাংবাদিক জগতের সহযোগিতা চাই, কিন্তু আইনত তা নিষিদ্ধ।"

"ওঃ!" মিলার বললো, "আচ্ছা, আপনাদের কি কোন সংবাদপত্র কাটিঙের রেফারেন্স লাইব্রেরি আছে?"

"না।"

"জার্মানীতে কি কোন সংবাদ-কাটিঙের রেফারেন্স লাইব্রেরিই নেই, জনসাধারণের কেউ যেটা দেখতে পারে?"

"না। আমাদের দেশে সংবাদপত্র কাটিং সংগ্রহ করে রেফারেন্স সাজিয়ে রাখে শুধু কতকগুলো পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের অফিস। শুনেছি 'ডার স্পিগেল' পত্রিকার সংগ্রহ সবচেয়ে ভালো, তারপর 'কমেট' পত্রিকার।"

"অদ্ভুত তো," মিলার বললো, "তাহলে যুদ্ধ-অপরাধের তদন্ত সম্বন্ধে কোন নাগরিক যদি উৎসুক থাকে বা ফেরারী এস.এস. অপরাধীদের পটভূমিকা যদি জানতে চায়, জার্মানীর কোথায় সে খোঁজ করবে?"

লোকটির মুখে যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখা দেয়। বলে, "সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সেরকম কোন সুবিধা নেই।"

"ওঃ!" মিলার বললো, "আচ্ছা, তাহলে এস. এস. লোকেদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে নথিপত্তর কোথায় সংরক্ষিত থাকে, জার্মানীর কোন্ আর্কাইভসে?"

"এক প্রস্থ আছে এখানে.. ভূতলকক্ষে," আইনজীবীটি বললো, "তবে সেগুলো সব প্রতিলিপি, ফটোস্ট্যাট করা। এস. এস.এর সমগ্র মূল কার্ড ইনডেক্স ১৯৪৫-এ একটি আমেরিকান ইউনিট দখল করেছিলো। ব্যাভেরিয়ার যে দুর্গে সেগুলো রাখা ছিলো সেখানে কতগুলো এস. এস. কর্মী শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে রয়ে গিয়েছিলো, সমস্ত রেকর্ড পুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলো। আমেরিকান সৈন্যেরা তাড়াতাড়ি এসে পড়ে ওদের বাধা দেয়। এক-দশমাংশ নষ্টই হয়ে গিয়েছিলো। জার্মানদের সাহায্য নিয়ে আমেরিকানদের দু বছর লেগেছিলো সেগুলো সাজিয়ে তুলতে। সেই দু বছরে বহু জঘন্য এস. এস. অপরাধী কিছুদিন মিত্রশক্তির হেফাজতে থেকে পরে ছাড়া পেয়ে যায়, কারণ ওই গণ্ডগোলে ওদের খতিয়ান খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাজানো-গোছানো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ইনডেক্সগুলো বার্লিনেই থেকে যায় আমেরিকানদের দখলে। আমাদেরও যদি কিছু দরকার হয়, ওদের কাছে দরখাস্ত করে আনিয়ে নিতে হয়। তবে ওরা এই বিষয়ে খুব ভালো, সব সময় সহযোগিতা পাওয়া যায়।"

"ব্যস্! গোটা দেশে মোটে এই দু সেট?"

"হুঁ," উকিলটি বললো, "দেখুন আবার বলছি, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম। যাক্- রশম্যান সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে পারেন আমাদের জানালে আনন্দিত হবো।"

মিলার চিন্তা করে নেয়। "আচ্ছা, আমি যদি কিছু পাই তো দুটো অফিস আছে যারা এই বিষয়ে কিছু করতে পারে, আপনারা আর হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস। নয়?"

"হ্যাঁ।"

"আর হাম্বুর্গের অফিসের চেয়ে আপনাদেরই কিছু করবার সম্ভাবনা আছে।" মিলার সোজাসুজি বললো, কোনরকম না রেখে-ঢেকে।

"এখানে মূল্যবান কিছু এলে তাতে ধুলো জমতে আমরা দিই না।"

"বুঝলাম," মিলার উঠলো। "আচ্ছা, এডুয়ার্ড রশম্যানকে কি আপনারা এখনো খুঁজছেন? গোপনেই বলুন, কথাটা শুধু আমাদের দুজনেব মধ্যেই থাকবে।"

"আমাদের দুজনের মধ্যে বলতে গেলে.. হ্যাঁ, ভীষণভাবে খুঁজছি।"

"ধরা যদি পড়ে তো দণ্ড পেতে অসুবিধা নেই তো?"

"কিছুমাত্র না, তার বিরুদ্ধে পাকা কেস। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড নির্ঘাত।"

"বেশ," মিলার বললো, "আপনার ফোন নম্বরটা দিন তো।"

আইনজীবীটি একটুকরো কাগজের ওপরে লিখে মিলারকে দিলো। "এই হলো আমার নাম, আব দুটো টেলিফোন নম্বর। বাড়ির এবং অফিসের। সব সময় আমাকে পাবেন, দিনে রাত্রে যখনই হোক নতুন কিছু পুলিসের লোককে আমি জানি, যাদের বললে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদেব এড়িয়ে থাকতে হয়। সুতরাং আমাকেই আগে জানাবেন, কেমন?"

মিলার কাগজটা পকেটে পুরলো।

যেতে যেতে বললো, "মনে থাকবে।"

"বেশ, সৌভাগ্য কামনা করছি," আইনজীবী জানালো।

স্টুটগার্ট থেকে বার্লিন অনেকটা দূরেব পথ। পরের দিনটা প্রায় রাস্তাতেই কাটলো মিলারের। সৌভাগ্যবশত আবহাওয়া ভালো ছিলো, শুকনো খটখটে দিন। অদম্যগতিতে চললো জাগুয়ার, মাইলের পর মাইল উধাও প্রান্তর। ফ্রাঙ্কফুর্ট, ক্যাসেল,গটিঙ্গেন পেবিযে হ্যানোভার পৌঁছলো। এইখানে এসেই ৪নং মহাসড়ক ছেড়ে ই-৮ ধরলো মিলার, পূর্ব জার্মানীর সীমান্তের দিকে।

ম্যারিযেনবর্ন চেকপয়েন্টে এক ঘন্টা লেগে গেলো। মুদ্রা ঘোষণা করে কাগজ ভরো, ট্র্যান্সিট ভিসাব দরখাস্ত দাও পশ্চিম বার্লিন পৌঁছতে হলে পূর্ব জার্মানীর ভেতর দিয়ে ১১০ মাইল যেতে হবে যে। নীল পোশাক-পরা শুল্ক-দারোগা আব সবুজ উর্দিওলা লোমের টুপি মাথায় জনতার পুলিস তাব জাগুয়ারেব তলা-ওপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

সীমান্তের কুড়ি মাইল ভেতরে চোখেব সামনে হঠাৎ ভেসে এলো এল্‌বের ওপরে বিরাট সেতু। এখানেই, ১৯৪৫ সালে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসরণ করে ব্রিটিশবাহিনী তাদের বার্লিন অভিমুখে অভিযান বন্ধ করে দিয়েছিলো। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলো মিলার--বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ম্যাগডেবুর্গের জনবসতি। মনে মনে ভাবে, পুরনো কারাগারটা কি এখনো আছে? পশ্চিম বার্লিনে ঢুকতে আবার দেরি হলো। আবাব গাড়ি সার্চ করা হলো, ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখা হলো শুল্কচৌকিতে। মানিব্যাগ খুলে দেখলো, শ্রমিকদের স্বর্গরাজ্যে দান করে আসেনি তো! সব শেষে হয়ে গেলে আবাব জাগুয়ারটা চললো রাস্তা গমগমিয়ে। আভুস সারকিট পেরিয়ে ধেয়ে গেলো আলো-ঝলমল কুরফুরস্টেণ্ড্যামেব রূপোলী ফিতেব মতো চকচকে রাস্তার দিকে। আলোয় বাহারি সাজ, ক্রিস্টমাসের সূচনা। ১৭ই ডিসেম্বরেব সন্ধ্যা নামলো।

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে আর হুট করে যাওযা নয়, যেমন গিয়েছিলো হাম্বুর্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে বা লুডউইগসবুর্গে জেড কমিশনেব অফিসে। বেশ বুঝতে পেরেছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে জার্মানীতে কেউই নাৎসীদের ফাইলের ধারে কাছেও যেতে পারে না।

পরদিন সকালে বড় ডাকঘর থেকে ব্রাণ্ডটকে দূরপাল্লার ফোন করলো। ব্রাণ্ডট তো শুনে অবাক, স্তম্ভিত।

"না না, আমি পারবো না," ফোনের মধ্যেও যেন চমকে ওঠে সে. "বার্লিনে আমি কাউকে চিনি না।"

মিলার দমবার পাত্র নয়। গলা ফাটিয়ে চিৎকাব করলো, "ভালো করে ভেবে দেখ্। তোদের পুলিসের কলেজটলেজে পশ্চিম বার্লিনের কারো না কারো সঙ্গে নিশ্চয়ই তোর দেখা হয়েছে। আমি শুধু চাই যে আমি যখন ওখানে যাবো, সে যেন আমার হয়ে বলে দেয়।"

"তোকে তো আমি বলেইছি আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই না।"

"জড়িয়ে তো পড়েছিসই।" কয়েক সেকেণ্ড থেমে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো মিলার, "হয় আমি সরকারীসূত্রে ওই আর্কাইভে যাবো নইলে বলবো তুই আমাকে পাঠিয়েছিস।"

"না, না, না..."

'না মানে, নিশ্চয়ই বলবো। দেশের এক কোণা থেকে আবেক কোণা আর আমি এমন ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে পারি না। কাজেই খুঁজে দেখ্ কে আমাকে ওখানে সরকারী সূত্রে পাঠাতে পারে। হ্যাঁ, দেখ্, ঘাবড়াস না তুই, ফাইলগুলো দেখা হয়ে গেলে এক ঘন্টাব মধ্যে মৌখিক অনুরোধটাব কথা আমরা সকলেই ভুলে যাবো।"

"ভাবতে হবে বে," ব্রাণ্ডট বললো। সময় পাবার জন্যে ওব কাবচুপি।

"এক ঘন্টা সময় দিচ্ছি," মিলার বললো, "তাবপর আবাব ফোন কববো।"

এক ঘন্টা পরেও ব্রাণ্ডট ঠিক আগের মতোই রেগে ছিলো, তবে ভয় পেয়েছে বোধহয একটু। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিলো তার, কেন ডায়রিটা নিজের কাছে রেখে নষ্ট কবে ফেলেনি।

"দেখ্," ফোনের মধ্যে বললো, "একজনকেই চিনি শুধু, আমার সঙ্গে ডিটেকটিভ কলেজে ছিলো। খুব ভালোমতন পরিচয় নেই, পশ্চিম বার্লিন পুলিস ফৌজে এক নম্বব বিভাগে আছে। ওই বিষয় নিয়েই কাজকর্ম।"

"নাম কি?"

"শিলার। ফোকমার শিলাব, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার।"

"আচ্ছা, দেখা করছি ওর সঙ্গে।"

'না, আমার ওপরে ছেড়ে দে তুই। আমি আজ ওকে ফোন করে তোব কথা জানাচ্ছি। তারপর তুই গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিস। কিন্তু বাজী যদি না হয আমি কিছু করতে পারবো না. বার্লিনে আব কাউকে আমি চিনি না।"

দু ঘন্টা পরে মিলাব আবার ব্রাণ্ডটকে ফোন কবলো। ব্রাণ্ডটের গলার স্বব এবার উল্লসিত।

"ও এখন ছুটিতে আছে," বললো সে, "ক্রিস্টমাসের ডিউটি পড়েছে ওর, আমাকে বললো। তাই সোমবারের আগে ফিরছে না।"

"আরে, আজ যে মাত্র বুধবার। চারটে দিন আমাকে শুধু হক্কা মারতে হবে?"

"কি করবো বল্? সোমবার সকালে ও ফিরবে, তখন ফোন করবো।"

চারটে দিন পশ্চিম বার্লিনের এদিক-ওদিক করে মিলার কাটিয়ে দিলো। ভীষণ একঘেয়ে লাগে। অবশ্য ১৯৬৩-র সেই ক্রিস্টমাসে বার্লিনে খুব হৈ চৈ: এই প্রথমবার প্রাচীরের অপর পার

থেকে পূর্ব জার্মান সবকাব পাস ইসু কবছে যাতে পশ্চিম বার্লিনের লোকেবা ওপাবে গিয়ে তাদেব আত্মীয়স্বজনদেব সঙ্গে দেখা কবে আসতে পাবে। নগবেব দুই শিবোনামাই ওই। সপ্তাহ-শেষে দিনটায মিলাব হাইন স্ট্রাসেব চেকপয়েন্ট পেবিয়ে পূবেব নগবে গেলো (পশ্চিম জার্মানীব নাগবিক হিসাবে তাব পাসপোর্টেব জোবেই সে ওদিকে যেতে পাবে) পূর্ব বার্লিনেব বযটাব সংবাদদাতা তাব মুখচেনা ছিলো, দেখা কবলো তাব সঙ্গে। কিন্তু লোকটা তখন প্রাচীব-পাবাপাবেব কাহিনী নিয়ে খুব ব্যস্ত। তাই ওব সঙ্গে কফি খেয়ে মিলাব পশ্চিমে ফিবে এলো।

সোমবাব সকালে গেলো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টাব ফোকমাব শিলাবেব সঙ্গে দেখা কবতে। দেখে ভালো লাগলো লোকটা প্রায তাবই বযসী, এবং জার্মানীব আমলাসুলভ মনোবৃত্তিব ছিটফোঁটাও নেই ওব মধ্যে, লাল ফিতে মানে না। বেশি ওপবে ওকে উঠতে হচ্ছে না, মিলাব ভাবলো, কিন্তু সে যাক গে, সেটা ওব সমস্যা। মিলাব তো খুশী।

সংক্ষেপে মিলাব ওকে বললো যে ও কি চায।

শুনে শিলাব বললো, "কেন নয? অসুবিধা তো দেখছি না। আমেবিকানরা তো আমাদেব এক নম্বব বিভাগেব সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা কবে থাকে। প্রাযই তো ওখানে যাচ্ছি আমবা। উইলি ব্রাণ্ডট আমাদেব ওপব নাৎসী অপবাধেব তদন্তেব ভাব চাপিয়েছে, সেই সূত্রেই যাতাযাত।"

মিলাবেব জাগুয়াবেই চললো ওবা দুজন। শহব ছাডিযে চলে এলো উপকণ্ঠে, তাবপব বনজঙ্গল, হ্রদ পেবিযে, কোন একটা হ্রদেব তীবে এসে পৌঁছলো- বার্লিন ৩৭ এলাকাব জ্লেনডর্ফ শহবতলীতে এক নম্বব, ওযাসেব কাফেব স্টিযেগ।

গাছপালাব ভেতবে লম্বা সব একতলা বিল্ডিং। দেখেই অবিশ্বাসেব কণ্ঠে মিলাব বললো, "এ তটুকুই? '

"হ্যা, এই ই," শিলাব জানালো, 'তবে যা ভাবছেন তা নয। মাটিব নীচে আছে আটটা তলা, সেখানেই আকাইভ, অগ্নিনিরোধক ভল্টে।"

সম্মুখে দবজা দিযে ওবা ঢুকলো। ডানদিকেই দপ্তবীব ঘব। গোয়েন্দাটি এগিযে গিযে তাকে পুলিস-কাড দেখাতেই লোকটা একটা ফর্ম বেব কবে দিলো ওবা দুজনে একটা টেবিলে গিযে ফর্ম ভবলো। গোযেন্দা তাব নিজেব নাম ব্যাঙ্ক সব লিখে প্রশ্ন কবলো, "কি যেন নাম লোকটাব?"

"বশম্যান ' মিলাব বললো ' এডুযাড বশম্যান।

ফর্ম ভবে সামনেব অফিসে কেবানীটিকে দিযে দিলো।

'দশ মিনিট মতো লাগবে,' শিলাব জানালো। বড একটা ঘবে এসে ওবা ঢুকলো। সাব সাব টেবিল চেযাব। প্রায মিনিট পঁযতাল্লিশ পবে আবেকজন কেবানী এসে নিঃশব্দে টেবিলেব ওপব একটা ফাইল বাখলো, প্রায ইঞ্চিখানেক মোটা। বিষয়েব স্থানটিতে মোলব মাবা বশম্যান, এডুযার্ড'।

ফোকমাব শিলাব উঠে দাঁডায।

'কিছু যদি মনে না কবেন আমি চলি। এক সপ্তাহেব ছুটি কাটিযে এসে এখন আব দেবি কবা চলে না। যদি কোন কাগজেব ফটোস্ট্যাট কপি চান ওই লোকটাকে বলবেন। আঙুল দিযে দেখিযে দেয পাঠঘবেব অন্যদিকে, ডাযাসেব ওপবে বসে থাকা একটা কেবানীকে। নিশ্চযই লোকটা ওখান থেকে লক্ষ্য বাখে কেউ কোন ফাইল থেকে কাগজটাগজ সবাচ্ছে না তো।

মিলাব উঠে হাত মেলালো। "অনেক ধন্যবাদ।"

"না, না, কিছুমাত্র না।"

টেবিলে বসে আরো দু তিনজন লোক তাদের পঠিতব্য ফাইলগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো। মিলার তাদের দিকে তাকিয়েও দেখলো না। একমনে পড়ে গেলো শুধু এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপর লিখিত এস. এস.-এর নিজস্ব খতিয়ান।

সব কিছু ছিলো ফাইলে। নাৎসী পার্টি নম্বর, এস. এস. নম্বর, এই দুটোর জন্যে তার স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত, ডাক্তারি পরীক্ষার ফল, প্রশিক্ষণ শেষে তার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য, নিজের হাতে লেখা তার নিজের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, বদলির হুকুমনামা, অফিসার পদে নিয়োগপত্র, পদোন্নতির সার্টিফিকেট, ১৯৪৫-এর এপ্রিল অব্দি। দুটো ছবিও ছিলো, এস.এস. এর পঞ্জীয়নের জন্যে : একটা পুরো মুখের, আরেকটা পাশ থেকে। তা থেকে দেখা গেলো ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা একটা মানুষ, ছোট করে ছাঁটা চুল, বাঁদিকে সোজা সিঁথি, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে গম্ভীর মুখ করে, লম্বা তিরতিরে নাক আর ঠোঁটবিহীন ফাঁক যার নাম মুখ। মিলার পড়তে আরম্ভ করলো...

এডুয়ার্ড রশম্যানের জন্ম ২৫শে আগস্ট, ১৯০৮; অস্ট্রিয়ান শহর গ্রাৎসে অস্ট্রিয়ার নাগরিক, পিতা বিয়ার কারখানার শ্রমিক, সৎ এবং সম্মানিত। গ্রাৎসেই সে কিণ্ডারগার্টেন, জুনিয়র এবং হাইস্কুলের পাঠ শেষ করেছিলো। কলেজে ভর্তি হয়েছিলো উকিল হবার জন্যে কিন্তু ফেল করেছিলো। ১৯৩১ সালে তেইশ বছর বয়সে বাবা যে কারখানায় কাজ করতো সেখানেই চাকরিতে ঢোকে। ১৯৩৭-এ কারখানার মেঝে থেকে বিয়ার কোম্পানির প্রশাসনিক বিভাগে বদলি হয়। সেই বছরেই অস্ট্রিয়ান নাৎসী পার্টি এবং এস. এস এ যোগ দেয়, দুটোই যখন নিরপেক্ষ অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত ছিলো। এক বছর পরে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করে অস্ট্রিয়ান নাৎসীদের চারদিকে উঁচু উঁচু পদে উন্নীত করেন।

১৯৩৯-এ যুদ্ধ লাগলে স্বেচ্ছায় ওয়াফেন এস এস -এ যোগ দেয় : জার্মানীতে পাঠানো হয় তাকে, ১৯৩৯-এর শীতকাল ও ১৯৪০-এর বসন্তকাল ট্রেণিঙে কেটে যায় ফ্রান্স অভিযানে সহগামী ওয়াফেন এস.এস. ইউনিটের সদস্য হয়ে যায়। ডিসেম্বর ১৯৪০-এ ফ্রান্স থেকে আবার বার্লিনে বদলি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়--এইখানটায় মার্জিনে কেউ লিখে রেখেছে : 'কাপুরুষতা?'-১৯৪১-এর জানুয়ারিতে এস.ডি.তে কর্মভার দেওয়া হয়, আর.এস.এইচ -এর তিন নম্বর বিভাগে।

১৯৪১-এর জুলাইতে রিগাতে প্রথম এস ডি -এর শাখা স্থাপন করে, পরের মাসে রিগা ঘেটোর কম্যাণ্ডান্ট নিযুক্ত হয়। ১৯৪৪ এর অক্টোবরে অবশিষ্ট ইহুদীগুলোকে ডানজিগের এস.ডি কে সমর্পণ করে জাহাজে করে জার্মানীতে ফিরে আসে। বার্লিনে এসে রিপোর্ট করে। তারপর থেকে এস এস -এর বার্লিন হেডকোয়ার্টারের অফিসেই কাজ নিয়ে থাকে পরবর্তী নিয়োগের অপেক্ষায়।

এস.এস ফাইলে শেষ পৃষ্ঠা অসমাপ্ত। বোধহয় ১৯৪৫-এর মে মাসে বার্লিন এস এস হেডকোয়ার্টারে কেরানীটি তাড়াতাড়ি নিজের পুনর্নিয়োগ করে নিয়েছিলো।

ফাইলের শেষে একটা কাগজ আটকানো। সম্ভবত যুদ্ধের শেষে আমেরিকানদের সংযোজনা, একটিমাত্র পৃষ্ঠায় টাইপে শুধু কটি কথা লেখা :

'ডিসেম্বর ১৯৪৭ এ এই ফাইল সম্বন্ধে ব্রিটিশ অধিকারী কতৃপক্ষ অনুসন্ধান করেছিলেন

নীচে কোন জি.আই. কেরানীর দস্তখত, তারিখ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

মিলার ফাইল থেকে স্বলিখিত আত্মকাহিনী, ছবি দুটো এবং শেষ পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে ঘরের ওই কোণায় কেরানীটির কাছে এগিয়ে গেলো।

"এগুলোর ফটো কপি পেতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই।" লোকটা ফাইল ফেরত নিয়ে তার সামনে একটা ট্রেতে রেখে দিলো, মূল কাগজগুলো কপি হয়ে ফিরে এলে ফাইল সম্পূর্ণ করে দেওয়ার অপেক্ষায়। আরেকটা লোকও

একটা ফাইল এবং দুটো কাগজ দিলো কপির জন্যে। কপি করবার জন্যে সব কাগজগুলোকে একটা ট্রেতে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অদেখা হাত সেগুলো নিয়ে গেলো।

"অপেক্ষা করুন একটু, মিনিট দশেক লাগবে," কেরানীটি জানালো। ওরা দুজন ফিরে গিয়ে আবার টেবিলে বসলো। মিলারের সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিলো কিন্তু উপায় নেই, ধূমপান নিষেধ। অন্য লোকটা তার সুছাঁদ কালচে ধূসর স্যুটে খুব পরিচ্ছন্নভাবে বসে রইলো, কোলের ওপর দুটো হাত গুঁজে।

দশ মিনিট পরে কেরানীটির পেছনে খসখস আওয়াজ হলো। ফুটোর ভেতর দিয়ে দুটো খাম বেরুলো। সে দুটোকে তুলে ধরতেই মিলার এবং ওই লোকটি দুজনেই তার কাছে গিয়ে হাজির। কেরানীটি একটি খামে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞসা করলো, "এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল?"

"আমার," বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো মিলার।

"তাহলে এটা আপনার," অন্য খামটা দ্বিতীয় লোকটাকে ধরিয়ে দিলো কেরানী। দরজা পর্যন্ত ওরা দুজনে পাশাপাশি এলো। বাইরে এসে একছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জাগুয়ারে চড়লো মিলার। শহরের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো।

একঘন্টা পর সিগিকে টেলিফোন করলো। "ক্রিস্টমাসে বাড়ি আসছি।"

দু ঘন্টা পরে পশ্চিম বার্লিন থেকে বেরুনোর পথে ড্রেইলিণ্ডেন চেকপোস্টে ওর গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ধূসর কোট পরা লোকটা তার স্যাভিনি প্রাংসের ছিমছাম ফ্ল্যাট থেকে পশ্চিম জার্মানির কোন একটা শহরে টেলিফোন করলো। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, "আমি আজ ডকুমেন্ট সেন্টারে গিয়েছিলাম। জানেনই তো একটু আধটু গবেষণা করি, সেই কাজে। ওখানে দেখলাম একটা লোক এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল পড়ছে। তারপর সে তিনটে কাগজের ফটো প্রতিলিপি নিলো। সম্প্রতি যে নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে তাইতে ভাবলাম আপনাকে ঘটনাটা জানানো উচিত।"

অন্য তরফ থেকে বহু প্রশ্ন হলো।

"না, নাম জানতে পারিনি। লম্বা একটা কালো স্পোর্টস গাড়ি করে চলে গেলো। হ্যা হ্যাঁ, নিয়েছি হামবুর্গের নম্বর প্লেট। নম্বর হলো"

ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো বলে গেলো। ওদিকের লোকটা লিখে নিলো।

"হ্যা, ভাবলাম দেখে রাখা উচিত। কখন কি হয় কিছু বলা যায় না চারদিকে কত টিকটিকি। হ্যা হ্যাঁ, ধন্যবাদ দয়া আপনার বেশ আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। শুভ ক্রিস্টমাস, কামেরোড।"

সাত

ক্রিস্টমাস ছিলো বুধবারে। পর্ব মিটে না যাওয়া পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর লোকটা বার্লিন থেকে পাওয়া মিলারের সংবাদ কাউকে জানায়নি। তারপর খবরটা সে দিলো তার খোদ কর্তাকে।

টেলিফোনে খবরটা শুনে সংবাদদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তাব্যক্তিটি তার চামড়া-মোড়া এক্সিকিউটিভ চেয়ারে আয়েস করে বসলো। জানলার বাইরে দৃষ্টি চালিয়ে দেখে পুরনো শহরের বাড়ির ছাতগুলো তুষারে ভরে গেছে।

বিড়বিড় করে ওঠে, "ইস্, কি বিশ্রী ব্যাপার! এখন কেন? অ্যাদ্দিন গেলো, কিচ্ছু হলো না এখন ইস!"

শহবেব সবাই জানে যে লোকটি বেশ কৃতী আইনজীবী, গণ্যমান্য ব্যক্তি। আবাব পশ্চিম বার্লিনে তাব যত এক্সিকিউটিভ অফিসাব আছে, তাদেব কাছে তাব পবিচয জার্মানীতে ওডেসা সংগঠনেব এক নম্বব ব্যক্তি বলে,—জার্মান-শাখাব মহানির্দেশক। তাব টেলিফোন নম্বব ডিবেক্টবিতে থাকে না, সাংকেতিক নাম 'ওযেবউলফ'।

জার্মান ওযেবউলফ কিন্তু সিনেমা বা গল্পগাথাব দানব নয, পূর্ণিমা বাত্রে যাব হাতে এবং পিঠে লোম গজায ববং জার্মানিক পুবাকাহিনী অনুসাবে আক্রমণকাবী বৈদেশিক সৈন্যেব দাপটে যখন টিউনিক সমবনাযকবা পালিযে যেতে বাধ্য হযেছিলো তখন দেশপ্রেমী ওযেবউলফ দেশেই বযে গেলো, প্রতিবোধ গডে তুললো ঘন বনজঙ্গলেব ভেতব থেকে। চুপিচুপি বাত্রে এসে বিদেশীদেব আক্রমণ কবে পালিযে যেতো, বেখে যেতো শুধু তুষাবেব ওপব নেকডেব থাবাব চিহ্ন।

যুদ্ধেব পব একদল এস এস অফিসাব কিছু উগ্রপন্থী কিশোব এবং তকণদেব ধ্বংসাত্মক কাজে দীক্ষিত কবে তুললো মিত্রশক্তিব ওপব হামলা কববাব জন্যে। মনে মনে ওদেব বিশ্বাস ছিলো যে আক্রমণকাবী মিত্রশক্তিদেব ধ্বংস কবা শুধু কিছু সমযেব ওযাস্তা। ব্যাভেবিযায ওবা ঘাঁটি গাডলো, আমেবিকানদেব অধীনে ছিলো তখন সেই অঞ্চল। ওবাই হলো মূল ওযেবউলফ। ভাগ্য ভালো যে কিছু কবেনি ওবা, নইলে ডাচাউ এব ঘটনাব পব জি আই বা অপেক্ষা কবছিলো শুধু, কেউ কিছু শুক কবলেই হতো।

ওডেসা যখন চল্লিশ দশকেব শেষে পশ্চিম জার্মানীতে আবাব অনুপ্রবেশ কবছিলো তখন তাদেব মহানির্দেশক পদে যে প্রথম বসেছিলো সে ছিলো ১৯৪৫-এব তকণ ওযেবউলভসদেব অন্যতম শিক্ষক। উপাধিটি সেই-ই নিযেছিলো। সুবিধা হচ্ছে যে এতে একদিকে যেমন বেনামা থাকা যায, তেমনি অন্যদিকে নামটা বেশ কপক এবং নাট্য অনুবাগী জার্মান মানসে যথেষ্ট মনোগ্রাহী।

শেষে যে ওযেবউলফ হলো সে এই পদে অনুষ্ঠিত তৃতীযজন যেমন কঠোব তেমনি চবমপন্থী। আর্জেন্টিনা-স্থিত উর্ধ্বতন মহলেব সঙ্গে সদাসর্বদা সংযোগ বেখে কর্তব্যপালন কবে। প্রধান কর্তব্য হলো পশ্চিম জার্মানীব ভেতবে প্রাক্তন এস এস সদস্যদেব, বিশেষত যাবা উচ্চ পদাধিকাবী এবং যাদেব বিশেষ কবে খুঁজে বেডানো হচ্ছে তাদেব বক্ষ কবা।

অফিসেব জানলা দিযে লোকটি বাইবে তাকিযে বইলো। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো মাদ্রিদ হোটেলে পঁযত্রিশ দিন আগে এস এস জেনাবেল গ্লুকস এব সঙ্গে সাক্ষাৎকাব। জেনাবেল ওকে সাবধান কবে দিযেছিলো যে যে কবেই হোক ভালকান নাম নিযে বেডিও কাবখানা খুলেছে যে ব্যক্তি এবং যাব কাবখানাতে ইজিপ্সিযান বকেটেব গাইডেন্স সিস্টেম তৈবি হচ্ছে, তাব পবিচয যেন প্রকাশ না পায এবং তাব নিবাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয। জার্মানীব মধ্যে একমাত্র সেই ই জানে যে ভালকানেব আসল নাম হলো এডুযার্ড বশম্যান।

প্যাডেব দিকে তাকিযে চোখে পডলো গাডিটিব নম্বব। টেবিলেব ওপবে বাখা বাজনটি বাজাতেই পাশেব ঘব থেকে সেক্রেটাবিব কণ্ঠস্বব ভেসে এলো।

'হিলডা, গতমাসেব ওই ডাইভোর্স কেসে আমবা কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে লাগিযেছিলাম?''

''এক মিনিট '' কাগজ ওল্টানোব শব্দ এলো কানে। ''মেমার্স হাইনজ মেমার্স।''

''ওব টেলিফোন নম্ববটা দাও তো। বিং কবতে হবে না, শুধু নম্ববটা দাও।'

মিলারের গাড়ির নম্বরেব নীচে ওই টেলিফোন নম্বরটা লিখে ইন্টারকমের চাবি থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দেওয়ালের দিকে গেলো। সিমেন্টে গাঁথা আছে একটা দেওযাল-সিন্দুক। তার মধ্যে থেকে একটা মোটা ভাবী বই নিয়ে টেবিলে চলে এলো। পাতা উল্টে উল্টে যেখানটা দরকার সেখানটায় থামলো। দুজন মেমার্স আছে--হাইনবিখ ও ওযাল্টার। হাইনরিখকেই সাধারণত ছোট করে বলা হয় হাইনজ। বিপরীত পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে তার জন্মতারিখ থেকে এখন কত বয়স হিসাব কবে নিলো। বেসরকাবী গোয়েন্দাটিব মুখ মনে কবতে চেষ্টা করলো। বয়স মিলে যাচ্ছে। হাইনজ মেমার্সের সামনে অন্য যে দুটো নম্বর আছে সেগুলো লিখে নিয়ে টেলিফোন তুলে হিলডাব কাছ থেকে বাইরে লাইন চাইলো।

ডায়াল-টোন আসতেই হিলডার দেওয়া নম্বর ঘোরালো। প্রায় বাবো বাব বিং হবাব পর সাড়া এলো, নারীকণ্ঠ।

"মেমার্স বেসরকারী অনুসন্ধান।"

"হেব মেমার্সকে দিন," উকিলটি বলে।

"কে বলছেন বলবো," মধুর কণ্ঠে সেক্রেটারি জানতে চায়।

"কোন দবকাব নেই বলবাব। লাইন দিন ওাকে। চটপট।"

মুহূর্ত বিবতি। কণ্ঠস্বরেব গাম্ভীর্যে কাজ দিয়েছে।

ভারী গলা ভেসে এলো ঃ "মেমার্স।"

"আপনিই হের হাইনেজ মেমার্স?"

"হ্যাঁ, কে বলছেন?"

"আমার নামটা থাক, ওটা এমন কিছু জরুরী নয। শুধু বলুন ২৪৫ ৭১৮ এই সংখ্যাটা কোন অর্থ বহন করে আপনাব কাছে?"

ফোনে মৃত-নীববতা ঘনিয়ে এলো। শুধু শোনা গেলো একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসেব শব্দ। মেমার্স বুঝতে পেরেছে ওর এস এস নম্বরটা ওকেই কে ছুঁড়ে মারলো। ওয়েরউলফেব টেবিলে রাখা ওই মোটা বইটার ভেতরে প্রত্যেকটি এস.এস সদস্যেব বিববণ লিপিবদ্ধ আছে।

মেমার্সের কণ্ঠস্বব ফিরে এলো, সন্দেহে ঘন ঃ "কবা কি উচিত?"

"যদি আমি বলি যে আমাব নিজস্ব সংখ্যাটিতে শুধু পাঁচটি অঙ্ক আছে, তাহলে সেটা কি কোন অর্থবহন কববে আপনাব কাছে, কামেবাড?"

বিদ্যুতেব আঘাত লাগলো যেন ওদিকে। পাঁচ অঙ্ক মানে খব উঁচু ব্যাঙ্ক।

"হ্যাঁ, স্যার," মিযানো গলা মেমার্সের

"বেশ," ওযেবউলফ বললো, "ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। কোন একটি টিকটিকি কামেরাডেনদেব একজনেব সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। লোকটাব পবিচয আমাব জানা আবশ্যক।"

"জু বেফে, (আদেশ শিরোধার্য)" ফোনে ভেসে এলো।

"সুন্দর। কিন্তু নিজেদেব মধ্যে কামেরাড সম্ভাষণই যথেষ্ট। আমরা তো সকলেই একই পথেব পথিক, নয়?"

মেমার্সের গলায় এবার পরিতুষ্টির ভাব, খোসামুদিতে খুব খুশি। হ্যাঁ, কামেরাড।"

"দেখুন, লোকটার গাড়ির নম্বর শুধু পেয়েছি। হাম্বুর্গের রেজিস্ট্রেশন।" নম্বরটা ধীরে ধীরে পড়ে শোনায় ওয়েরউলফ।

"লিখে নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, কামেরাড।"

"আমার ইচ্ছা আপনি নিজে হাম্বুর্গে যান। লোকটার নাম-ধাম, জীবিকা, পরিবার-পরিজন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা...বুঝলেন তো, সাধারণত যেসব খবর নেওয়া হয়। কত সময় লাগবে আপনার?"

"প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার মতো।"

"বেশ। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর আমি আপনাকে ফোন করবো। হ্যাঁ, একটা কথা, যার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে তাকে কোনরকম প্রশ্ন করা চলবে না। সম্ভব হলে এমনভাবে কাজ করবেন যাতে সে টের না পায়। পরিষ্কার?"

"নিশ্চয়ই, কোন সমস্যা নেই।"

"কাজ হয়ে গেলে হিসাব করে রাখবেন। যখন আমি ফোন করবো বলে দেবেন সেটা। ডাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো।"

মেমার্স হাঁ-হাঁ করে উঠলো, "না না, সে কি, কামেরাড? সতীর্থদের কাজে আবার টাকা কি?"

"বেশ। তাহলে দুদিন পর টেলিফোন করবো।"

ওয়েরউলফ ফোন রেখে দেয়।

ঠিক সেইদিন অপরাহ্নে মিলার হাম্বুর্গ ছেড়ে রওনা দিলো। এবারকার গন্তব্য বন, নদীর ধারের ছোট্ট একঘেয়ে শহরটি, কনরাড অ্যাডেনয়ের যাকে ফেডারাল রিপাবলিকের রাজধানী বানিয়েছেন, কারণ তাঁর বাসস্থান ওইটিই।

ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপরে বিপরীত দিক থেকে এসে তীব্রগতিতে মেমার্সের হাম্বুর্গগামী ওপেল তার জাগুয়ারকে পেরিয়ে গেলো। দুজনের কেউই জানতে পারলো না পরস্পরের কথা।

বনে যখন পৌঁছালো প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে শহরে একটিই লম্বা বড় রাস্তা। ট্র্যাফিক পুলিস দেখে তার পাশে এসে থামলো।

"ব্রিটিশ এম্ব্যাসিটা কোথায় বলতে পারেন?"

"এক ঘন্টার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে যে।" খাঁটি রাইনল্যাণ্ডের লোক পুলিসপুঙ্গব।

"তবে তো দেরি করা চলবে না," মিলার বললো, "কোথায় সেটা?"

হাত দিয়ে সোজা দক্ষিণের দিক দেখিয়ে দিলো। "সিধে চলে যান।" এই রাস্তাটাই সামনে গিয়ে ফ্রেডরিখ এবার্ট অ্যালি হয়েছে। ট্রামলাইন ধরে যান, বন ছেড়ে যখন বাড গোডেসবার্গে ঢুকবেন বাঁদিকে পাবেন। আলো জ্বলছে দেখবেন, বাইরে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ।"

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালো মিলার। পুলিসটার নির্দেশমতো ঠিক পেয়ে গেলো ব্রিটিশ দূতাবাস। কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলো ডেস্কে একজন মধ্যবয়স্কা আপ্যায়িকা বসে আছে। পেছনে দিকে আর একটা ঘরে নীল সার্জের সুট পরা দুজন লোক, যাদের দেখলেই বোঝা যায় যে আগে তারা সৈন্যবিভাগে সার্জেন্ট ছিলো।

মিলার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্কুল-ইংরাজীতে বলে, "প্রেস-অ্যাটাচির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

শুনে আপ্যায়িকাটির দুশ্চিন্তা হলো। "বলতে পারছি না আছেন কিনা...শুক্রবারের বিকেল তো।"

"একটু চেষ্টা করে দেখুন না।" প্রেসকার্ডটা এগিয়ে দিলো মিলার।

আপ্যায়িকা সেটায় নজর বুলিয়ে অন্তর্টেলিফোনে নম্বর ঘোরালো। ভাগ্য ভালো ছিলো। তখনো ভদ্রলোক যাননি। মিলারকে তাঁর ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো প্রাক্তন সার্জেন্টদের একজন।

দেখে ভালো লাগলো যে ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের মাঝকোঠায়, সাহায্য করতে উন্মুখ বলেই মনে হচ্ছে।

"বলুন, আপনার কি কাজে আসতে পারি আমি?"

একেবারে সরাসরিই বিষয়টা উত্থাপন করতে মনস্থ করলো মিলার।

ভূমিকার একটু মিথ্যার আশ্রয় অবশ্য নিতে হলো। "আমি একটা সংবাদপত্রিকার হয়ে খবর যাচাই করে বেড়াচ্ছি। জনৈক ভূতপূর্ব এস.এস. ক্যাপ্টেনের কাহিনী। অত্যন্ত পাজী লোক, আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনেছি যে জার্মানীর এই অংশ যখন ব্রিটিশদের অধিকারে ছিলো তখন তাঁরাও ওর নামে হুলিয়া বার করেছিলেন। আচ্ছা বলতে পারেন কিভাবে জানা যায় ব্রিটিশেরা ওকে কখনো ধরতে পেরেছিলো কিনা না ধরলে তারপরে কি হয়েছিলো?"

ভদ্রলোক যেন অগাধ জলে পড়লেন।

অ্যাঁ?...না, আমি ঠিক জানি না. বলতে পারবো না। সেই কবে ১৯৪৯ সালে আপনাদের সরকারের হাতে আমরা রেকর্ডপত্র দিয়ে দিয়েছিলাম। যে পর্যন্ত আমরা করে গিয়েছিলাম তার পর থেকে তাঁরাই শুরু করেছিলেন। কাজেই তাঁদের কাছেই পাবেন।"

মিলার বলতে চাইলো না যে জার্মান কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন রকম সাহায্য করতে রাজী নন। তার বদলে সে বললো, "হুঁ, তা সত্যি, ঠিক বলেছেন আপনি। তবে আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে ১৯৪৯ থেকে আজ অব্দি ফেডারাল রিপাবলিক এই লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি। তার মানে ১৯৪৯-এর পর লোকটা কখনো ধরাই পড়েনি। তবু পশ্চিম বার্লিনে আমেরিকান ডকুমেন্ট সেন্টার থেকে জানতে পেরেছি যে তার ফাইল ব্রিটিশরা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে। নিশ্চয়ই তার একটা কোন কারণ আছে, বলুন?"

"তা তো বটেই," প্রেস অ্যাটাচি বললেন। পশ্চিম বার্লিনের আমেরিকান কর্তৃপক্ষ মিলারকে সাহায্য করছে, তিনি যদি এখন কিছু না করেন সেটা বড় বিশ্রী। চিন্তায় ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

"ব্রিটিশদের পক্ষে সে সময় তদন্তভার কাদের ওপর ছিলো? কোন বিভাগ?"

"আঁঃ?...আর্মির প্রোভোস্ট-মার্শালের দপ্তরে। নুরেমবার্গ ছাড়া, যেখানে গুরুতর যুদ্ধ-অপরাধগুলোর বিচার হয়েছিলো, মিত্রশক্তিরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা করে যুদ্ধ অপরাধীদের তদন্ত করেছিলো। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে চলেছিলো, অবশ্য রাশিয়ানরা ছাড়া। এই সব তদন্তের ফলেই তো আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোর শুরু হয়েছিলো। বুঝতে পারলেন?"

"হুঁ।"

"তদন্ত চালাতো পোভোস্ট-মার্শালদের দপ্তর অথাৎ সামরিক পুলিস আর বিচারের জন্যে

দলিলপত্র তৈরি করতো আইন বিভাগ। কিন্তু দুটো বিভাগেরই সব ফাইল ১৯৪৯-এ দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। বুঝলেন?"

"হুঁ," মিলার বললো, "কিন্তু এতদিনে সেগুলো সেনাবাহিনীর আর্কাইভসে চলে গেছে।"

"সেগুলো দেখতে দেওয়া হয় না?"

অ্যাটাচি ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেন।

'না না, তা সম্ভব না... মনে তো হয় না। রিসার্চ-স্কলারেরা দরখাস্ত করলে হয়তো অনুমতি পেতে পাবে, তবে সেটা সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু আমার মনে হয় না কোন রিপোর্টারকে অনুমতি দেওয়া হবে—মাপ করবেন, কথাটায় দোষ নেবেন না...তবে বুঝলেন তো?"

"হুঁ, বুঝেছি," মিলার বললো।

"মানে কথাটা হলো গিয়ে—আপনি তো আর ঠিক সরকারী লোক নন, নয়? আর জার্মান কর্তৃপক্ষকে নারাজ করাটাও উচিত কাজ কি আর?"

"না না, সে চিন্তা মনেও ঠাঁই দেবেন না," মিলার বললো।

"তবে ব্রিটিশ এম্ব্যাসি আর আপনাকে কি সাহায্য করতে পারে, বলুন?"

"বেশ।..আচ্ছা একটা কথা শুধু বলুন, তখনকার দিনে কাজ করতেন এমন কেউ এখানে আছেন?"

"এম্ব্যাসির স্টাফে? না, মশায়। কতবার বদলি হয়ে গেলো সব।" দোর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন মিলারের সঙ্গে। "দাঁড়ান, ক্যাডবেরি আছেন। উনি তো সেই কবে থেকে এখানে রয়েছেন।"

"ক্যাডবেরি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"অ্যান্টনি ক্যাডবেরি, বৈদেশিক সংবাদদাতা। এখানে সাংবাদিকদের মধ্যে যথেষ্ট সিনিয়র, ব্রিটিশ সাংবাদিক। জার্মান বউ তার ঠিক যুদ্ধের পরে-পরেই এখানে এসেছিলেন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

"বাঃ, খাসা। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু কোথায় পাবো তাঁকে?"

"আজ তো শুক্রবার," অ্যাটাচিমশায় বললেন, "কিছুক্ষণ পর ওঁকে তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে পাবেন, সার্কল্ ফ্রাঁসায়ের বারে। চেনেন সেটা?"

"নাঃ, আগে কখনো এখানে আসিনি।"

"ওঃ! তা ওটা হলো গিয়ে একটা রেস্তোরাঁ, ফরাসীরা চালায়। সুন্দর খাবার মশায়, খুব জনপ্রিয়। এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান, বাড গোটেসবার্গে পাবেন।"

পেয়েও গেলো মিলার। প্রায় রাইন নদীর ওপরেই, কিনারা থেকে মাত্র একশো গজ দূরে, অ্যাম স্বিমবাড নামে একটা রাস্তার ওপর। বারম্যান ক্যাডবেরিকে খুব ভালো করে চেনে, তবে আজ সন্ধ্যাতে তো দেখেনি, তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই, সন্ধ্যাবেলায় নাও যদি আসেন, কাল নিশ্চয়ই লাঞ্চের আগে ড্রিঙ্কসের জন্যে এসে যাবেন।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ড্রিসেন হোটেলে ঘর নিলো মিলার। পুরনো বনেদী হোটেল, শতাব্দীর গোড়াতে যার জন্ম। অ্যাডলফ হিটলারের খুব প্রিয় ছিলো এই হোটেল, ১৯৩৮ সালে নেভিল চেম্বারলেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের আয়োজন এইখানেই করেছিলেন।...সার্কল ফ্রাঁসাইতে নৈশভোজন সেরে কফি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো যদি ক্যাডবেরি এসে যান। কিন্তু এগারোটা

পর্যন্তও যখন প্রৌঢ় ইংরেজটির দেখা পাওয়া গেলো না, তখন সে রাতের মতো আশা ত্যাগ করে মিলার তার হোটেলে ফিরে গেলো।

পরদিন দুপুর বারোটার কয়েক মিনিট আগে ক্যাডবেরি এসে ঢুকলেন সার্কল ফ্রাঁসায়ের পানশালায়। পরিচিত ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে কোণার দিকে নিজের প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে টুলে বসলেন। বিকারের গেলাসে প্রথম চুমুকটা মারতেই, মিলার জানলার পাশ থেকে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"মিঃ ক্যাডবেরি?"

ইংরেজটি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। দেখেই বোঝা যায় বয়সকালে ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এখন অবশ্য চুলগুলো সব সাদা যদিও পরিপাটি করে ওল্টানো। মুখের চামড়া অবশ্য কুঁচকে যায়নি। সাদা ঢ়পসি ভুরুজোড়ার নীচে চকচকে নীল চোখ। মিলারের দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

'হ্যাঁ "

"আমার নাম মিলার, পিটার মিলার। হাম্বুর্গের একজন রিপোর্টার আমি। আপনার সঙ্গে দু'দন্ড কথা বলতে পারি কি?

অ্যান্টনি ক্যাডবেরি হাত দিয়ে তাঁর পাশের টুলটা দেখিয়ে দিলেন। জার্মান ভাষাতেই বললেন," জার্মানেই কথা বলা যাক কি বলেন?' মিলার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তার ইংরেজিতেই বোধহয় মালুম দিয়েছে। ক্যাডবেরি হাসলেন। "বলুন কি করতে পারি?"

ওর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মিলার মনস্থির করে ফেললো। পুরো কাহিনীটাই বললো টউবেরের মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে। ভদ্রলোক খুব ভালো শ্রোতা, একবারও বাধা দিলেন না। মিলারের বলা শেষ হয়ে গেলে বারম্যানকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তার বিকারের গেলাস আরেকবার ভরে দিতে হবে এবং মিলারের জন্যে আরেকটা বিয়ার আনতে হবে।

"স্প্যাটেনব্রাউ নয়?"

মিলার মাথা নেড়ে বললো 'হ্যাঁ।" গেলাস ভর্তি করে সফেন পানীয় ভরে নিলো।

চিয়ার্স, ক্যাডবেরি জানালেন "হু, সমস্যা বেশ গুরুতর দেখছি। তা হিম্মৎ আছে মশাই আপনার '

'হিম্মৎ?

"নয়তো কি? আপনার দেশবাসীদের বর্তমান যা মানসিক পরিস্থিতি তাতে এরকম একটা কাহিনী তো আর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না, ক্যাডবেরি বললেন বুঝবেন মশাই, সময়ে ঠিকই বুঝে নেবেন।'

"বুঝে গেছি এর মধ্যেই " মিলার বললো।

'হু উ উ, তাই ভাবছিলাম ' ইংরেজটি হেসে ফেললেন। "একটু হাঞ্চ হয়ে যাক না—উঁ? গিন্নী আজ বাইরে গেছেন আমার।

লাঞ্চ খেতে খেতে মিলার ক্যাডবেরিকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি কি যুদ্ধের শেষ দিকটায় জার্মানীতে ছিলেন?

"হ্যাঁ যুদ্ধের সংবাদদাতা ছিলাম আমি। বয়স অবশ্য তখন অনেক কম ছিলো, প্রায় আপনার

বয়সীই হবো। মন্টগোমারির বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলাম। বনে নয় অবশ্য, বনের কথা তখন আর কে শুনেছে? হেড-কোয়ার্টার ছিলো লুনবার্গ। তারপর আমি রয়েই গেলাম। যুদ্ধের সমাপ্তি দেখলাম...আত্মসমর্পণের ঘোষণা...কাগজে সেইসব বিবরণ পাঠালাম। তারপর কাগজ থেকেই আমাকে এখানে থাকতে বলা হলো।"

"আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোতেও কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?" মিলার প্রশ্ন করলো।

বড় একটা মাংসখণ্ড চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি বললেন, "হ্যাঁ, ব্রিটিশ অঞ্চলের সব কটাতেই। নুরেমবার্গ বিচারের সময় কাগজ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছিলো, সেটা হয়েছিলো অবশ্য আমেরিকান অঞ্চলে। আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিলো জোসেফ ক্রেমার আর ইরমা গ্রিজ। তাদের নাম শুনেছেন?"

"নাঃ।"

"ওদের বলা হতো বেলসেনের জন্তু ও জন্তুনী। নাম দুটো আমিই আবিষ্কার করেছিলাম কিন্তু চাউর হয়ে গেলো খুব। বেলসেনের কথা শুনেছেন?"

"ভাসা-ভাসা," মিলার জবাব দিলো,"আমাদের যুগের লোকদের এই সব কথা তো বিশেষ জানানোই হয়নি, কেউ বলতেও চায় না।"

ঝাপসা-ঝাপসা ভুরুর নীচ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে ক্যাডবেরি প্রশ্ন করলেন,"কিন্তু এখন দেখছি আপনি জানতে চাইছেন?"

"কখনো না কখনো তো জানতেই হতো।. আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? জার্মানদের কি আপনি ঘৃণা করেন?"

কয়েক মিনিট ধরে মাংস চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি প্রশ্নটাকে তাঁর মনের গভীরে ভালো করে যাচাই করে দেখলেন।

"বেলসেন আবিষ্কৃত হওয়ার পর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা সেখানে যায়। জীবনে আমি কোনদিন ওরকম মানসিক সমতা হারাইনি। রণাঙ্গনের কত বিভীষিকাই তো আমি দেখেছি, কিন্তু ওরকম। উঁহু. তখন হ্যাঁ, মনে হয় সেই মুহূর্তে ..ওদের সকলকেই আমি ঘৃণা করেছিলাম।"

"আর এখন?"

"নাঃ, এখন আর নয়।...মুখোমুখি হওয়া যাক তাহলে ব্যাপারটার সঙ্গে। দেখুন, ১৯৪৮ সালে আমি একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করি, এখনো [illegible] এখানেই বাস করছি। ১৯৪৫-এ আমার মনে জার্মানদের বিরুদ্ধে যে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠেছিলো তা যদি থাকতো তাহলে তো আমি করে ইংলন্ডে ফিরে যেতাম।"

"কিন্তু মনের ভাব পাল্টালো কি করে?"

"সময়ে...সময়ের স্রোতে। বুঝতে পারলাম সব জার্মান মানুষই জোসেফ ক্রেমার নয়.. বা এই যে কি যেন নাম, রশম্যান? রশম্যানও নয়। তবু, শুনে রাখুন, আমার সমকালের জার্মানদের দেখলে এখনো আমার মনে দ্বিধা জাগে।"

"আর আমাদের যুগের?" হাতের ওয়াইন গ্লাসটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলো মিলার, রক্তবর্ণ তরল পানীয়ের ভেতর দিয়ে আলোর ছটার কম্পমান প্রতিসরণ।

"তারা ভালো," ক্যাডবেরি বললেন, "ভালো হতেই হবে আপনাদের।"

"আপনি আমাকে সাহায্য করবেন রশম্যান তদন্তে? আর কেউ করছে না।"

"যদি আমার দ্বারা হয়, নিশ্চয়ই," ক্যাডবেরি বললেন, "কি জানতে চান আপনি?"

"ব্রিটিশ এলাকায় কি ওর বিচার হয়েছিলো বলে আপনার মনে পড়ে?"

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাডবেরি। "উহুঁ। কিন্তু আপনিই বললেন যে জন্মসূত্রে লোকটা অস্ট্রিয়ান, সেই সময় অস্ট্রিয়াও তো চতুঃশক্তির দখলে ছিলো। তবে আমি নিশ্চিত যে এলাকায় ওর বিচার হয়নি, হলে নামটা আমার মনে থাকতো।"

"তাহলে বার্লিনের আমেরিকানদের কাছ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কেন তার জীবনবৃত্তান্ত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিলেন ক্যাডবেরি।

"রশম্যান হয়তো কোন কারণে ব্রিটিশদের নজরে এসে পড়েছিলো। সেই সময় রিগার কথা কেউ জানতোও না। চল্লিশের শেষদিকে রাশিয়ানরা ভীষণ ক্ষ্যাপা, অসম্ভব বদমেজাজ তাদের, পূর্ব-অঞ্চল থেকে কোনরকম কোন খবর দিতো না। অথচ গণহত্যার জঘন্যতম সব অপরাধ ওই অঞ্চলেই ঘটেছিলো। অতএব, দেখুন, কি অদ্ভুত অবস্থা... এখন যেটাকে আমারা লৌহ-যবনিকা বলি তার পূর্বদিকে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধগুলোর আশী শতাংশ ঘটেছিলো কিন্তু সেইসব অপরাধের জন্যে যারা দায়ী তাদের নব্বই শতাংশ রয়ে গেলো তিনটে পশ্চিমী এলাকায়। শয়ে শয়ে অপরাধী আমাদের হাত এড়িয়ে নির্বিবাদে পালিয়ে চলে গেলো কারণ আমরা জানতেই পারলাম না হাজার মাইল পূবে তারা কি করেছিলো। অবশ্য ১৯৪৭-এ যদি রশম্যান সম্পর্কে কোনরকম তদন্ত হয়ে থাকে তবে তার নাম নিশ্চয়ই আমাদের নজরে এসেছে।"

"সেই কথাই তো বলছি," মিলার বললো, "কোন্‌খান থেকে শুরু করা যায় বলুন তো, ব্রিটিশ রেকর্ডস দেখতে হলে কোথায় যেতে হবে?"

"আমার নিজস্ব ফাইলগুলো থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার বাড়িতেই আছে সেগুলো। আসুন, বেশী দূরে নয়।"

ওঁর অফিস-ঘরে ঢুকে ক্যাডবেরি বললেন, "বাড়িতেই আমার দপ্তর। ফাইল সাজানোর কায়দাও আমার নিজস্ব, অন্য কেউ ধরতেও পারবে না। আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ফাইলিং ক্যাবিনেট দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই যে দেখছেন, এগুলোর একটায় রয়েছে লোকজনদের নাম-অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজানো ফাইল, আর দ্বিতীয়টায় বিষয়সূচী অনুসারে। প্রথমটা থেকেই শুরু করা যাক। রশম্যানের নাম খুঁজে দেখি।"

কিন্তু বৃথা অনুসন্ধান। রশম্যান নামের ওপর কোন নথি নেই।

"আচ্ছা, এবারে বিষয়সূচী অনুসারে সাজানো ফাইলগুলো দেখা যাক," ক্যাডবেরি বললেন "চারটে বিষয় আছে যেগুলো হয়তো কাজে আসতে পারে। প্রথমটা হলো 'নাৎসী', দ্বিতীয়টা 'এস.এস'। তারপর খুব মোটা একটা ফাইল আছে,---'বিচার'। সেগুলোতে যত বিচারকাহিনী সবগুলোর কাটিং জমানো আছে, তবে বেশীর ভাগই ১৯৪৯ থেকে অনুষ্ঠিত ফৌজদারি বিচারের বিবরণ। শেষেরটা হলো 'যুদ্ধ-অপরাধ', ওটা কাজে আসতে পারে বোধহয়। দেখা যাক সবগুলো।"

মিলারের চেয়ে ক্যাডবেরি পড়েন অনেক দ্রুত। তবু চারটে ফাইলের কয়েকশো কাটিং আর

ক্লিপিং পড়ে দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেলো। শেষ ফাইলটা আলমারিতে তুলে রেখে ক্যাডবেরি বললেন, "আজ রাত্রে আমার ডিনারের নেমন্তন্ন আছে যে। এগুলো তো এখনো দেখাই হয়নি।" বলেই দেওয়াল-সংলগ্ন দুটো তাক দেখিয়ে দিলেন, যেগুলোর ওপর কিছু বক্স-ফাইল শোভা পাচ্ছিলো।

"ওগুলো কি?" মিলার প্রশ্ন করে।

"উনিশ বছর ধরে আমার কাগজে যত বার্তা পাঠিয়েছি তার নকল আছে ওই ওপরের তাকে," ক্যাডবেরি বলেন, "আর নীচের তাকের ওগুলো হচ্ছে কাগজে এই উনিশ বছর ধরে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে যত সংবাদ বা কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তাদের কাটিং। প্রথমটার অনেক কিছুই দ্বিতীয়টায় ছাপা আছে দেখবেন, সেগুলো আমার পাঠানো। কিন্তু দ্বিতীয়টায় অন্য সাংবাদিকের পাঠানো খবরও তো রয়েছে। আবার তেমনি আমার পাঠানো অনেক খবর কাগজে হয়তো ছাপেনি এমনও রয়েছে। এক এক বছরের কাটিংয়ে প্রায় ছটা করে বক্স-ফাইল ভরেছে। কাজেই মাল-মশলা প্রচুর, খাটতে হবে বেশ। তবে সুখের বিষয় কাল রবিবার, সমস্ত দিনটাই পাওয়া যাবে।"

"আপনি যে আমার জন্যে এত কষ্ট করছেন—"

"আরে না না, কাল আমার করারই কিছু নেই। তাছাড়া ডিসেম্বরের শেষে বন শহরে রোববারগুলো বড়ই একঘেয়ে, ভীষণ নিরানন্দ। গিন্নীও কাল সন্ধ্যার আগে ফিরছেন না। কাল সাড়ে এগারোটা সার্কল ফ্রাসাইতে চলে আসুন, তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানে কাজে লেগে যাবো।"

রবিবার বিকেলে আগাদ সন্ধান মিললো। নিজের পাঠানো ডেসপ্যাচগুলো নিয়ে বসেছিলেন ক্যাডবেরি। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর তাড়াটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইউরেকা', স্প্রিং-ক্লিপ খুলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ বের করে নিলেন, প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে, বহুদিন আগে টাইপ করা, তারিখ দেওয়া আছে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

"কাগজে যে ছাপায়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই," বললেন তিনি, "ক্রিস্টমাসের আগে কে আর বন্দী এস.এস -এর কাহিনী পড়তে যাচ্ছে, বলুন! তাছাড়া তখন কাগজ যা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো, ক্রিস্টমাস ইভের সংস্করণও বোধহয় এই অ্যাত্তটুকুই ছিলো।"

লেখার টেবিলে কাগজটা রেখে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলেন। মিলার ঝুঁকে পড়ে দেখলো লেখা আছে ঃ

'ব্রিটিশ সামরিক সরকার, হ্যানোভার, ২৩শে ডিস—কুখ্যাত এস.এস.-এর একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন অস্ট্রিয়ান গ্রাৎসে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়েছেন। ব্রি.সা.স.এর সদরদপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ এখানে জানান যে বিশদ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ধরেই রাখা হবে।

'লোকটিকে এডুয়ার্ড রশম্যান নামে সনাক্ত করেছেন একজন অস্ট্রিয়ান শহরটির কোন এক প্রাক্তন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসী। তিনি অভিযোগ করেছেন যে রশম্যান ল্যাটভিয়ার একটি ক্যাম্পের কম্যান্ডান্ট ছিলেন। প্রাক্তন ক্যাম্প অধিবাসীটি তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়ি দেখে আসবার পর, গ্রাজের ব্রিটিশ ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্যেরা রশম্যানকে গ্রেপ্তার করে।'

'মুখপাত্রটি আরো জানান যে ল্যাটভিয়ার রিগাতে অবস্থিত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটির বিশদ খবরাখবরের জন্যে পটসডামের সোভিয়েত আঞ্চলিক সদরদপ্তরের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে

এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণেব জন্যে অনুসন্ধান চলছে। ইতিমধ্যে বার্লিনস্থ এস এস ইনডেক্স থেকে আমেবিকান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেবিত সংবাদেব ভিত্তিতে ধৃত ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে এডুয়ার্ড বশম্যান বলে সনাক্ত কবা সম্ভব হয়েছে।—সংবাদ সমাপ্ত।—ক্যাডবেবি।'

এই ছোট্ট সমাচাবটুকু চাব-পাঁচবাব কবে পডলো মিলাব।

"হা-ঈশ্বব," জোবে জোবে দম ফেলে বলে, "পেযেছিলেন তাহলে ওকে।"

"তবে ড্রিঙ্কস হযে যাক এখন " ক্যাডবেবি বললেন।

শুক্রবাব সকালে যখন মেমার্সকে টেলিফোন কবেছি ', তখন ওযেবউলফেব মনেও ছিলো না যে আটচল্লিশ ঘন্টা বাদে ববিবাব পড়ে যাবে তা সত্ত্বেও, সেদিন বাড়ি থেকে মেমার্সকে যখন ফোন কবলো, ঠিক সেই সমযেই বাড গোটেসবার্গে ওবা দুজনে বশম্যানেব পুবনো খবব খুঁজে বেব কবেছে। টেলিফোনে কোন সাড়া পাওযা গেলো না।

পবেব দিন বেলা সাড়ে নটায অফিসে টেলিফোন এলো।

মেমার্স বললো, "কি যে আনন্দিত হলাম কামেবাড, আপনি টেলিফোন কবলেন। কাল হাম্বুর্গ থেকে ফিবতে ফিবতে বাত হযে গিযেছিলো।"

"খবব পেযেছেন?" ওযেবউলফ জিজ্ঞেস কবে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। লিখে যদি নিতে চান "

"বলুন।" প্রায ধমক দেওযাব মতো কণ্ঠস্বব।

মেসার্স গলাটলা সাফ কবে নিজেব নোটবই থেকে পডতে আবম্ভ কবলো ঃ

"গাডিটাব মালিক জনৈক স্বাধীন সাংবাদিক, নাম পিটাব মিলাব। চেহাবাব বিববণ ঃ বযস উনত্রিশ, উচ্চতা প্রায ছ ফুট, বাদামী চুল, বাদামী চোখ। বিধবা মা আছে, হাম্বুর্গেব শহবতলী অডর্ফে থাকে। ও নিজে হাম্বুর্গ শহবেব মাঝখানে স্টাইন্ডামেব কাছে একটা ফ্ল্যাট নিযে থাকে। '

মিলাবেব ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বব ও পড়ে শোনালো।

"মিস সিগ্রিড বাহ্ন নামে একটি মেযেকে নিযে ও থাকে, পেশায মেযেটি স্ট্রিপ-টিজ নাচিযে। মিলাব মূলত সচিত্র পত্রিকাগুলোব হযে কাজ কবে। উপার্জন, মনে হয, বেশ ভালো। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে ওব বিশেষত্ব, মানে, যা বলেছিলেন, কামেবাড, পাকা টিকটিকি একটা।'

"কে ওকে এই কাজটাব ভাব দিযেছে সে বিষযে কোন খোঁজ পেলেন?" ওযেবউলফ জিজ্ঞেস কবলো।

"নাঃ, সেটাই তো, একটা বহস্য। ও যে এখন কাদেব হযে কাজ কবছে তা কেউই জানে না। আমি মেযেটাকে টেলিফোন কবেছিলাম এমন ভাব দেখিযেছিলাম যেন মস্তবড কোন পত্রিকা অফিস থেকে বলছি। মেযেটি বললো মিলাব কোথায আছে সে জানে না, তবে বিকেলেব দিকে ওব টেলিফোন পাবে বলে আশা কবছে।"

"আব কিছু?"

'ওব গাডিটা, যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে সেটাব। কালো জাগুযাব ব্রিটিশ মডেলেব, পাশ দিযে লম্বালম্বি একটা হলুদ দাগ। দু' সীটেব স্পোর্টসকাব তবে আঁটা ছাদ খোলা যায না। মডেলেব নাম এক্স কে ১৫০। ওব গ্যাবাজে গিযে সন্ধান নিযেছি '

ওযেবউলফ মন দিযে খববটা শুনে নিযে বললো, "দেখুন ও এখন কোথায আছে আমি জানাতে চাই।'

"হাম্বুর্গে নেই," চটপট জবাব দেয় মেমার্স, "শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজের সময় চলে গিয়েছিলো, মানে আমি যখন ওখানে যাচ্ছিলাম। ক্রিস্টমাস ওখানেই কাটিয়েছিলো, তার আগে অন্য কোথাও ছিলো।"

"সে আমি জানি," ওয়েরউলফ বলে।

"কোন্ কাহিনী নিয়ে অনুসন্ধান করে ফিরছে তা বের কবতে পাববো," ভরসা দিতে চায় মেমার্স, "খুব বেশি তো অনুসন্ধান করতে পারিনি কারণ আপনিই বলে দিয়েছিলেন যে " যেন বুঝতে না পারে ওর সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।"

"আমি জানি কোন্ কাহিনী নিয়ে সে কাজ করছে। আমাদেবই কোন সতীর্থকে ফাঁস করে দিতে।" এক মুহূর্ত চিন্তা করে আবার ওয়েরউলফ বললো, "কোথায় আছে এখন, বের কবতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, মনে তো হয়। বিকেলে আবার ওই মেয়েটাকে ফোন করবো, বলবো যে বড় কোন পত্রিকার দপ্তর থেকে বলছি, মিলারকে এক্ষুনি দরকার। সেবাব টেলিফোনে মনে হলো মেয়েটা বেশ সরল।"

"তাই করুন তাহলে," ওযেবউলফ বললো, "বিকেল চারটের সময় আবার আমি টেলিফোন কববো।"

সেই সোমবাবেব সকালবেলায় ক্যাডবেবি এলেন বনে। মন্ত্রীদেব একটা সাংবাদিক সম্মেলন আছে। সাড়ে দশটায় ড্রিসেন হোটেলে মিলারকে ফোন করলেন। "আঃ, ধরতে যে পারলাম আপনাকে,...ভাগ্য মশায়! শুনুন, চারটে নাগাদ সার্কল ফ্রাঁসায়ে আমাব সঙ্গে দেখা করবেন।"

মধ্যাহ্নভোজের আগে সিগিকে টেলিফোন করে মিলার জানিয়ে দিলো যে সে ড্রিসেনে আছে।

দেখা হতেই ক্যাডবেরি চায়ের ফরমাস দিলেন।

"সকালে ওই হতচ্ছাড়া সংবাদ বৈঠকটায় বসে বসে একটা কথা মনে পড়লো," মিলারকে বললেন তিনি, "বুঝলেন, রশম্যান যদি তখন গ্রেপ্তার হয়ে থাকে এবং ফেরারী আসামী হিসাবে যদি তার সনাক্তকরণ হয়ে থাকে তবে জার্মানীর তৎকালীন ব্রিটিশ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের গোচরে আসবেই সে কথা, কেননা তখন জার্মানী এবং অস্ট্রিয়াতে এইসব ব্যাপারে সব ফাইলপত্তর তিন কপি হয়ে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ফ্রেঞ্চ কর্তৃপক্ষেব কাছে চলে যেতো। লিভারপুলের লর্ড রাসেলেব নাম শুনেছেন?"

"না তো," মিলাব জানায়।

"সেই সময় যুদ্ধ-অপরাধেব সমস্ত মামলাতেই তিনি ছিলেন ব্রিটিশ জঙ্গীলাটেব আইন-উপদেষ্টা। পবে তিনি একটা বই লিখেছিলেন, 'স্বস্তিকাব কশাঘাত'। বুঝতেই তো পাবছেন কি নিয়ে লেখা। জার্মানীতে সেজন্যে অবিশ্যি তিনি কিছু জনপ্রিয় হয়ে ওঠেননি, তবে যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক রচনা। নৃশংসতার ওপরে।"

"উনি আইনজীবী?"

"ছিলেন," ক্যাডবেবি বললেন,"খব ভালো উকিল... দারুণ। সেই জন্যেই তো ওই পদে তাঁকে নেওয়া হয়েছিলো। এখন অবসর নিয়ে উইম্বলডনে থাকেন। আমাকে তাঁর এখনো মনে আছে কিনা বলতে পাববো না, তবে একটা পরিচয়পত্র লিখে দিতে পাবি আপনাকে।"

"অতদিন আগের ঘটনা মনে থাকবে তাঁর?"

"থাকতে পাবে। এখন অবশ্য বুড়ো হযে গেছেন তবে বযসকালে তাঁব খ্যাতি ছিলো যে তাঁব স্মৃতিব ভাণ্ডাব তো নয় যেন ফাইলিং ক্যাবিনেট। বশম্যানেব মামলা যদি কখনো তাঁব কাছে এসে থাকে অভিযুক্তিপত্র তৈবি কববাব জন্যে তো আমি নিশ্চিত যে তাব প্রতিটা খুঁটিনাটি এখনো তাঁব স্মবণে আছে।"

মাথা নেড়ে মিলাব চাযে চুমুক দেয।

"আমি লন্ডনে গিযে তাঁব সঙ্গে দেখা কবতে পাবি।"

পকেট হাতড়ে ক্যাডবেবি একটা খাম বেব কবে আনলেন।

'চিঠিটা আমি লিখেই বেখেছি।" পবিচযপত্র মিলাবেব হাতে দিযে উঠে দাঁড়ালেন। "আচ্ছা, তাহলে, আসি। গুডলাক।"

ঠিক চাবটেব সময ওযেবউলফ যখন টেলিফোন কবলো, মেমার্স খবব নিযে তৈবি।

"বান্ধবীকে টেলিফোন কর্বেছিলো," মেমার্স জানালো, "ও আছে বাড গোটেসবার্গে, ড্রিসেন হোটেলে।"

ফোন বেখে দিযে ওযেবউলফ একটা ঠিকানাব খাতা বেব কবে কি যেন খোঁজে। নামটা পেযে যেতেই আবাব টেলিফোন তুলে বন/বাড গোটেসবার্গ অঞ্চলেব একটা নম্বব ঘোবায।

হোটেলে ফিবে এসেই মিলাব কলোন এযাবপোর্টে টেলিফোন কবে পবেব দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্ববেব ফ্লাইটে লন্ডন যাবাব জন্যে একটা সীট বুক কবলো। ফোন কবে আপ্যাযন ডেস্কেব কাছে এসে পৌছুতেই মেযেটি একমুখ উজ্জ্বল হাসি হেসে প্রতীক্ষালযেব দিকে আঙুল দেখিযে বললো, "হেব মিলাব, আপনাব অপেক্ষায একজন ভদ্রলোক বসে আছেন।'

জানলাব ধাবে ছাযাকুঞ্জে কুশনে ঢাকা অনেকগুলো চেযাব। চাবটে কবে কবে চেযাব গোল গোল টেবিলেব চাবপাশে বৃত্তাকাবে সাজানো। কাঁচেব সার্সিব ওধাবে বহমান বাইন নদী।

মিলাব দেখলো যে একজন মধ্যবযসী লোক, কালো গবম কোট পবে, এক হাতে একটা কালো হোমবার্গ আব অন্য হাতে সযত্নে গুটনো ছাতা, চেযাবে বসে অপেক্ষা কবছে। অবাক হযে গেলো সে, এখানে যে আছে সে খবব পেলো কি কবে।

"আপনি আমাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছেন?" প্রশ্ন কবতেই লোকটা লাফ দিযে দাঁড়িযে উঠলো।

"হেব মিলাব?"

"হ্যাঁ।'

' হেব পিটাব মিলাব?'

"হ্যাঁ।"

লোকটা পুবনো আমলেব জার্মানদেব মতো সামান্য মাথা নাচিযে অভিবাদন কবলো। "আমাব নাম স্মিডট ডাঃ স্মিডট।"

"কি কবতে পাবি বলুন?"

একটু কষ্টেব হাসি লোকটা জানলাব বাইবে দৃষ্টি চালনা কবলো। নির্জন চত্ববেব উজ্জ্বল আলোকমালাব নীচে বাইনেব কালো জল যেন শোকগাথা।

"শুনেছি আপনি একজন সাংবাদিক? নয়? স্বাধীন সাংবাদিক, অত্যন্ত সুদক্ষ।" তারা ফোটালো যেন এবার হাসির ছটায়, "শুনেছি আপনি নাকি ধৈর্য হারান না কিছুতেই, একবার ধরলে আর ছাড়েন না।"

মিলার নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করে লোকটা কখন আসল কথা পাড়বে।

"আমার কোন কোন বন্ধুবান্ধব বলছিলো আপনি নাকি এখন পুরনো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছেন... মানে, বহুদিন আগে যেগুলো ঘটে গেছে। অনেক দিন আগে।"

শক্ত হয়ে গেলো মিলার। মনের মধ্যে ভাবনাগুলো ছুটে ছুটে চলে...কে হতে পারে ওর সেই বন্ধুবান্ধব যারা তার কাজের কথা জানে? কিন্তু তক্ষুনি মনেও পড়লো এ আর এমন কি কথা, দেশের সর্বত্রই তো সে রশম্যানের অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

"হ্যাঁ, কোন এক এডুয়ার্ড রশম্যানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি।...কি হয়েছে তাতে?" গলার স্বর বেশ কঠোর করে তুললো মিলার।

"হুঁ হুঁ,... এডুয়ার্ড রশম্যান, বটেই তো। তা আমি ভাবলাম, আমি বোধহয় আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।" নদী থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে মিলারের ওপরে রাখলো, ঘন কোমল দৃষ্টি। বললো, "রশম্যান মারা গেছেন।"

"তাই বুঝি? জানতাম না তো?"

ডাঃ স্মিড্ট্ খুশি হয়। "জানবেন কি করে? আপনার তো জানার কোন প্রশ্নই নেই। কথাটা কিন্তু খাঁটি। মিথ্যা সময় নষ্ট করছেন আপনি।"

মিলার যেন হতাশ হয়ে পড়লো। "কবে মরেছে বলুন তো?"

লোকটা প্রশ্ন করলো, "ওঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো জানতে পারেন নি?"

"না। আমি ওর সম্বন্ধে শেষ যা জানতে পেরেছি তা এপ্রিল ১৯৪৫-এর ঘটনা। তখনও বেঁচে ছিলো।"

"হ্যাঁ,হ্যাঁ, বটেই তো," খবরগুলো জানতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেলো যেন ডাঃ স্মিড্ট্, "তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। স্বদেশে অস্ট্রিয়াতে ফিরে যান এবং সেখানেই আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১৯৪৫-এরই প্রথমার্ধে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ সনাক্তও করেছিলেন তারই পরিচিত কয়েকজন।"

"হুঁ ...অসাধারণ ব্যক্তি।" মিলার বলে ওঠে।

ডাঃ স্মিড্ট্ মাথাটাথা নাড়িয়ে সহমত জ্ঞাপন করে। "বটেই তো ..কেউ কেউ তাই ভাবতো...আমাদের মধ্যে কিছু লোকেরও সেই ধারণা, বুঝলেন?"

"মানে," মিলার এমনভাবে বলে যায় যেন তার কথার মাঝখানে কোন ছেদ পড়েনি, কোন বাধা না। "যীশুখৃষ্টের পর মৃত্যু থেকে জীবন লাভ আর অন্য কারো ভাগ্যে ঘটেনি, অতএব অসাধারণ তো বটেই।.. অস্ট্রিয়ার গ্রাৎসে ব্রিটিশরা তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করেছিলো ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।"

জানলার বাইরে ছুঁচোলো স্তম্ভগুলোর ওপরে তুষার পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছিলো। সেইদিকে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার।

"মিলার, ভীষণ বোকামি করছেন আপনি...ভীষণই বোকামি। আমি যথেষ্ট বয়স্ক, আপনার

চেয়ে অনেক বড, একটু উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, কিছু মনে কববেন না এই অনুসন্ধান ছেড়ে দিন।''

পূর্ণদৃষ্টিতে ওব দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায মিলাব বললো, '' আপনাকে বোধহয ধন্যবাদ দেওযা উচিত।''

''উপদেশ যদি গ্রহণ করেন তো দিতে পাবেন,'' ডাক্তাব বললো।

''না, আবাব আপনি ভুল বুঝছেন,'' মিলাব বললো, ''এই বছব অক্টোববেব মাঝামাঝি হাম্বুর্গে নাকি বশম্যানকে দেখা গিযেছিলো, খববটা আমি প্রমাণিত বলে ধবে নিতে পাবিনি। কিন্তু এখন পাবছি, আপনাব কথাতেই তাব প্রমাণ।''

''আবাব আমি বলছি, এই অনুসন্ধান যদি আপনি ছেড়ে না দেন তো আপনাব পক্ষে সেটা নিতান্ত মূর্খামি হবে।'' ডাক্তাবেব দৃষ্টি আগেব মতোই শীতল, তবু তাতে যেন একটু সামান্য উদ্বেগেব ছাযা।

মিলাব বেগে উঠতে থাকে, বাগেব দাহ ক্রমশ তাব কলাব থেকে মুখে ছড়িযে পড়ে।

''হেব ডক্টব আপনাকে দেখে আমি অসুস্থ বোধ কবতে আবম্ভ কবেছি। আপনি এবং আপনাব দলেব শযতানগুলো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন আপনাবা। মানী লোকেব মুখোশ এঁটে থাকেন, অথচ আমাব দেশেব সর্বাঙ্গে শুধু নোংবা কাদা ছেটান আপনাবা। যদ্দিন না আমি তাকে খুঁজে পাই অনুসন্ধান আমি চালিযেই যাবো, নিশ্চিন্ত থাকতে পাবেন ’

চলে যেতে উদ্যত হয, কিন্তু বযস্ক লোকটি বাহু ধবে ওকে থামিযে দেয। মুখোমুখি, দু ইঞ্চিব ব্যবধানে ওবা পবস্পাবেব দিকে চেয়ে থাকে।

''আপনি তো ইহুদী নন, মিলাব, আপনি আর্য। আপনি আমাদেবই সগোত্র। আমবা আপনাব কি ক্ষতি কবেছি, বলুন, ঈশ্ববেব দোহাই নিযে বলুন, আমবা কি আপনাব কোন ক্ষতি কবেছি?''

ঝটকা মেবে হাত ছাড়িযে নিলো মিলাব।

''যদি এখনো তা না জেনে থাকেন, হেব ডক্টব কোনদিনও বুঝতে পাববেন না।'

''হ্যাঃ, আজকালকাব ছেলেছোকবা সব, সবাই একবকম। যা কবতে বলা হয, কবো না কেন তোমবা?

' কাবণ, এই যুগেব ছেলেবা অমনই অন্তত আমি তো।''

দৃষ্টি সঙ্কুচিত কবে ডাক্তাব ওকে দেখে। 'তুমি তো মূর্খ নও মিলাব, কিন্তু বোকাব মতোই যে কান্ড কবছো। যেন তুমি ওই হাস্যাস্পদ জীবদেবই অন্যতম যাবা বিবেক নামে কোন একটা অদ্ভুত জিনিসেব দোহাই পাড়ে সব কাজে। কিন্তু তোমাব ক্ষেত্রে ওবকম হওযাটা আমাব সন্দেহ আছে মনে হচ্ছে যেন এই বিষযটায় তোমাব কোন ব্যক্তিগত কাবণ আছে।

মিলাব যাবাব জন্যে পা বাড়ালো।

''হযতো আছে ' বলেই লবি দিযে গটগট কবে হেঁটে ভেতবে চলে গেলো।

আট

লণ্ডনের উইম্বলডন পাড়ায় একটা নিরিবিলি রাস্তার ধারে বাড়িটাকে পেয়ে গেলো মিলার। ঠিকানা খুঁজতে বেগ পেতে হয়নি। লর্ড রাসেল নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ, গায়ে পশমী কার্ডিযান, গলায় বো-টাই।

মিলার নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, "আমি কাল রাতে যখন মিঃ অ্যান্টনি ক্যাডবেরির সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম তখন তিনি আমায় আপনার নাম জানালেন এবং একটা পরিচয়পত্র দিয়ে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে, স্যার।"

সিঁড়ির ওপর থেকেই তিনি মিলারের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে স্পষ্ট বিভ্রান্তির ছাপ। "ক্যাডবেরি? উঁহু, মনে করতে পারছি না তো "

"ব্রিটিশ সাংবাদিক তিনি," মিলার জানালো, 'যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জার্মানীতে এসেছিলেন। আপনি যখন ডেপুটি জজ-অ্যাডভোকেট ছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধ-অপরাধে বিচারগুলোতে তাঁর কাগজের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন। জোসেফ ক্রেমার এবং অন্যান্যরা, বেলসেনের ঘটনা। মনে আছে আপনার সেইসব বিচারের কথা "

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, মনে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যাডবেরি, হ্যাঁ, খবরের কাগজের সেই ছোকরা তো? মনে পড়েছে তাকে। উঃ, কতদিন আগের কথা। আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আমি তো আর আগের মতো যুবক নই। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।"

১৯৫৪ র নববর্ষের দিন। লর্ড রাসেলের পেছনে পেছনে বসার ঘরে চলে এলো মিলার, আসবার পথে হলঘরের হুকে কোট ঝুলিয়ে এসেছিলো। অগ্নিকুণ্ডে স্নিগ্ধ আগুন জ্বলছে।

ক্যাডবেরির চিঠিটা বাড়িয়ে ধরলো মিলার। লর্ড রাসেল সেটা নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন। ভুরু উঁচিয়ে বললেন, "হুম্ একজন নাৎসীকে খুঁজে দিতে সাহায্য করতে হবে? সেইজন্যেই আপনি এসেছেন, আঁ?' মিলার কিছু বলতে পারবার আগেই লর্ড রাসেল আবার বললেন, "আরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন বসুন। দাঁড়িয়ে কি কোন কথা হয়?"

আগুনের দু পাশে দুটো ফুল-ফুল ঢাকনি দেওয়া চেয়ারে ওরা বসে পড়ে।

কোনরকম ভূমিকা না করে লর্ড রাসেল বললেন, 'কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো? তরুণ একজন জার্মান সাংবাদিক নাৎসীদের খুঁজে বেড়াচ্ছে?" ওঁর এমন সরাসরি প্রশ্ন শুনে মিলার অপ্রস্তুত।

"আমি বরং গোড়া থেকে আপনাকে বলি " মিলার বললো।

"হ্যাঁ, তাই বলুন।' অগ্নিকুণ্ডের ধারে পাইপটাকে ঠুকে পরিষ্কার করে নিয়ে পরিপাটি করে তামাক ভরেন, ধরান— তারপর এবং জার্মানটি যখন তার কাহিনী শেষ করলো তখন আয়েশ করে তিনি ধুঁয়ো ছাড়ছেন।

কাহিনীর শেষে লর্ডের কোনরকম প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না, তাই দেখে মিলার বলে উঠলো, "আমার ইংরেজি বোধহয় তেমন ভালো নয় —'

লর্ড রাসেল যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলেন, "না না আমার জার্মানের চেয়ে অনেক ভালো। এতগুলো বছর তো ভুলে যাই, বুঝলেন।"

"রশম্যানের ব্যাপারটা –"

"হুঁ, বেশ মনোগ্রাহী।...তা আপনি ওকে খুঁজে বের করতে চান, কেমন?...কিন্তু কেন?"

শেষের প্রশ্নটা দুম করে ছুঁড়ে দিলেন মিলারের দিকে। মিলার দেখলো ভুরুব নীচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

"কারণ আছে বৈকি," কাঠ-কাঠ গলায় বলে মিলার, "আমার বিশ্বাস ওকে খুঁজে বাব করে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা যাবে।"

"হুঁম... আমাদের সকলেরই কি ওরকমই বিশ্বাস।...কিন্তু প্রশ্ন হলো যাবে কি? কখনো কি তা হবে?"

মিলার সোজা জবাব দিলো, যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে।

"খুঁজে যদি বার করতে পারি, নিশ্চয়ই তার বিচার হবে। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

মিলারের আশ্বাস কিন্তু ব্রিটিশ লর্ডটির মনে কোন রেখাপাত করলো না। পাইপ থেকে ক্রমান্বয়ে ধুঁয়োর কুণ্ডলী উঠে শুধু ছাদের দিকে চলে যায়। নীরব থাকেন তিনি খানিকক্ষণ। বিরতিকে দীর্ঘায়িত হতে দেখে মিলার জিজ্ঞেস করে, "প্রশ্ন হচ্ছে, মাই লর্ড, ওর কথা কি আপনার মনে আছে?"

চমকে উঠলেন যেন লর্ড রাসেল।

"মনে আছে?.. হ্যাঁ, মনে আছে, অন্তত নামটা। কিন্তু যদি নামটাতে একটা চেহাবা বসাতে পারতাম, কিংবা একটা মুখ! বুড়ো মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিভ্রংশ হয়, জানেনই তো। আর সে সময় এরকম কতশত লোক ছিলো।"

"আপনাদেব সামরিক পুলিস ওকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে গ্রাৎসে বন্দী করেছিলো," মিলার জানায়।

বুকপকেট থেকে রশম্যানের দুটো ফটো বের করে তাঁব হাতে দেয়—একটা সামনাসামনি ছবি, একটা পাশথেকে। ছবি দুটো দেখে লর্ড রাসেল চেয়াব ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিলেন, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তিনি।

"হ্যাঁ," অবশেষে বলে উঠলেন, "পেরেছি এতক্ষণে, মনে পড়ছে। ফাইলটাকে আমাকে হ্যানোভাবে পাঠানো হয়েছিলো কয়েকদিন পরে গ্রাৎস ফিল্ড সিকিউরিটি থেকে। ওখান থেকেই ক্যাডবেরি তার সংবাদ আহরণ করেছিলো, হ্যানোভারে আমাদের অফিস থেকে।"

থমকে দাঁড়িয়ে মিলারেব দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বললেন যে টউবের ওকে শেষ দেখেছিলো ৩রা এপ্রিল ১৯৪৫ এ, অন্য কয়েকজনের সঙ্গে গাড়ি করে ম্যাগডেবুর্গের ভেতর দিয়ে পশ্চিমদিকে যেতে?"

"হ্যাঁ, ডায়েরিতে তাই লিখেছে।"

"হু-উ-উ ম্। তারও আড়াই বছব আগে আমরা ওকে ধরেছিলাম।. জানেন তখন ও কোথায় ছিলো?"

"নাঃ," মিলার বললো।

"একটা ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দী শিবিরে।..কি আস্পর্ধা!...আচ্ছা ঠিক আছে, যুবক, আমি যতটুকু জানি তোমাকে বলছি. "

এডুয়ার্ড বশম্যান এবং তার অন্যান্য এস.এস. সহকর্মীদেব নিয়ে গাড়িটা ম্যাগডেবুর্গের ভেতর

দিয়ে বেরিয়ে এসেই দক্ষিণমুখে বাঁক নিয়েছিলো. ব্যাভেরিয়া এবং অস্ট্রিয়া পথে। এপ্রিল মাস শেষ হবার আগে ওরা সবাই কোনরকমে ম্যনিখ পর্যন্ত একসঙ্গে আসতে পেরেছিলো। তারপরে দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো! রশম্যানের পরিধানে ততদিনে এসে গেছে জার্মান সৈন্যবাহিনীর জনৈক করপোরালের উর্দি. পরিচয়পত্রটত্র যদিও নিজের নামে, তবুও বিবরণের খাতে লেখা আছে যে সে সৈন্যবাহিনীর লোক।

ম্যনিখের দক্ষিণে মার্কিনী সৈন্যরা ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র তখন জোর টহল দিচ্ছে। বেসামরিক অধিবাসীদের নিয়ে তাদের কোনই মাথাব্যথা নেই, কারণ তাদের সমস্যা তখন শুধু প্রশাসনিক, সামরিক নয়। সৈন্যবাহিনীদের ব্যস্ততা অন্য কারণে: গুজব রটেছিলো নাৎসীরা নাকি হিটলারের বার্খটেসগ্যাডেনের বাড়ির আশেপাশে ব্যাভেরিয়-আল্পসের একটি পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় নেবে এবং সেখান থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাবে। প্যাটনের বাহিনীরা তাই ব্যাভেরিয়া তখন তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ শয়ে শয়ে নিরস্ত্র জার্মান সৈনিক যারা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দিকে তাদের মোটেই লক্ষ্য নেই।

নিশাচরের মতো শুধু রাত্রে ভ্রমণ করে, দিনের বেলায় কাঠুরেদের কুটিরে বা খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে, রশম্যান অবশেষে অস্ট্রিয়ায় এসে পৌঁছুলো। সীমান্তের কোন বালাই নেই· সেই ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া অধিকার করে নেবার পর থেকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সীমারেখা অবলুপ্ত। দক্ষিণের পথ ধরে রশম্যান তার নিজস্ব শহর গ্রাৎসের দিকে চললো। অনেক পরিচিত ব্যক্তি আছে সেখানে, বিপদে যারা আশ্রয় দিতে পারবে।

ভিয়েনাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলো গ্রাৎসে, কিন্তু পড়বি তো পড় একেবারে ব্রিটিশ পেট্রলের সামনে, ৬ই মে তারিখে। বোকার মতো ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকোতেই একঝাঁক গুলি এসে পড়লো সেখানে। তার মধ্যে একটা সোজা এসে তার বুককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেলো একটা ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে। অন্ধকারে এদিক-ওদিক খানিকটা খুঁজে ব্রিটিশ টমিরা দ্রুত এগিয়ে গেলো, ঝোপের মধ্যে কিন্তু পড়েই রইলো আহত রশম্যান, তাকে তারা দেখতেও পেলো না। সেখান থেকে হামাগুড়ি মেরে সে চলে এলো একটা চাষীর কুটিরে আধ মাইল দূরে।

তার জ্ঞান তখনো ছিলো। গ্রাৎসের এক পরিচিত ডাক্তারের নাম বললো চাষীটিকে। অন্ধকার রাত এবং কারফিউ সত্ত্বেও চাষী চললো সাইকেল করে ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তিন মাস ধরে বন্ধুবান্ধবেরা তার সেবা করলো, প্রথমে ওই চাষীর কুটিরে, তারপর গ্রাৎস শহরেরই একটা বাড়িতে। উঠে হেঁটে চলবার মতো যখন অবস্থা হলো তখন তিন মাস হলো যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে, অস্ট্রিয়া এসে পড়েছে চতুঃশক্তির অধিকারে। গ্রাৎস ব্রিটিশ এলাকার একেবারে মাঝখানে।

প্রত্যেকটি জার্মান সৈন্যকে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধবন্দী শিবিরে দু মাস থাকতে হতো। রশম্যান ভাবলো যে এটাই সুযোগ, এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই। অতএব সে ধরা দিলো। দু বছর থাকলো ক্যাম্পে -- ১৯৪৫ এর আগস্ট পর্যন্ত, অথচ সেই সময়টাতেই বড় বড় এস.এস. হত্যাকারীর জন্যে তুমুল অনুসন্ধান চলছিলো চারদিকে। রশম্যান কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে তার অন্য নাম· ধরা দেওয়ার সময়ে সৈন্যবাহিনীভুক্ত জনৈক বন্ধুর নাম নিয়েছিলো, যে বেচারা কবেই উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে মারা গেছে। কিন্তু খবর কে রাখে! হাজার হাজার জার্মান সৈনিক তখন

পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনরকম পরিচয়পত্রও তাদের কাছে নেই, অতএব যে নাম বলছে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে তাই মেনে নেওয়া হচ্ছে। নইলে উপায়ই বা কি! অত সময় কার,...ব্যাপক অনুসন্ধান করে যে দেখবে আর্মি-করপোরালটি তার সত্যিকারের নাম দিয়েছে কিনা।তেমন প্রশাসনিক বন্দোবস্তই বা কোথায়?...১৯৪৭-এর গ্রীষ্মে রশম্যান ছাড়া পেয়ে গেলো, ভাবলো বাইরে আর বোধহয় তেমন বিপদ নেই। কিন্তু ভুল করলো সেটাই।

রিগা ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলো। ভিয়েনার জনৈক অধিবাসী: রশম্যানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সে নেবেই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তার। লোকটা গ্রাৎসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, একবার রশম্যান ফিরে আসুক। আসতেই হবে: কারণ তার বাপ-মা গ্রাৎসে রয়েছে, ছুটিতে এসে ১৯৪৩ সালে যাকে বিয়ে করেছিলো, সেই বৌ হেলা রশম্যানও গ্রাৎসে আছে। রশম্যানদের বাড়ি আর তার শ্বশুরবাড়ির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলো লোকটা, কখন ফেরে সেই এস.এস. দুর্বৃত্ত।

মুক্তি পাবার পর গ্রাৎসে শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেই রয়ে গেলো রশম্যান কিছুদিন, ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করতো। বাড়ি ফিরলো ১৯৪৭-এর ২০শে ডিসেম্বর, ইচ্ছা ছিলো যে বড়দিন কাটাবে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে। বুড়ো লোকটা কিন্তু ওৎ পেতেই ছিলো। যেই দেখলো যে শ্বশুরবাড়ির দিকে আসছে সে, অমনি থামের আড়ালে লুকোলো। সেইখান থেকে দেখলো যে রশম্যান এদিক-ওদিক দু-একবার তাকিয়ে কড়া নেড়ে টুপ করে ঢুকে গেলো তার বৌয়ের বাড়িতে।

একঘন্টার মধ্যে বুড়ো ফিরে এলো, সঙ্গে ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের দুজন ষণ্ডা ব্রিটিশ সার্জেন্ট। সার্জেন্টরা বোধহয় তখনো ঠিক বিশ্বাস করেনি,সন্দেহ ছিলো তাদের। বাড়িটা সার্চ করে রশম্যানকে পাওয়া গেলো খাটের তলায়। ওটাই তার ভুল হয়েছিলো। যদি সাহস করে সামনে এসে দাঁড়াতো, বুক ঠুকে বলতো আমি রশম্যান নই, তবে সার্জেন্টরা হয়তো ভাবতো বুড়োর ভুল হয়েছে। কিন্তু খাটের তলায় লুকোনোতেই সব সন্দেহ প্রমাণিত হলো। ধরে নিয়ে গেলো তাকে। এস. এস এস.এর মেজর হার্ডি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে চটপট সেলে পুরে ফেললেন। অনুরোধ পাঠানো হলো বার্লিনে ঃ এস.এস -এর আমেরিকান ইনডেক্সের জন্যে।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খবর এসে গেলো। সনাক্তকরণ পাকা, ছদ্মসাজের বেলুন গেলো ফেটে।পটসডামে অনুরোধ গেলো রাশিয়ানদের কাছে, রিগার কীর্তিকলাপ সপ্রমাণ করবার জন্যে তাদের সাহায্য চাই। কিন্তু তার আগেই আমেরিকানরা রশম্যানকে কিছুদিনের জন্যে ম্যুনিখে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলো, যাতে ডাচাউয়ে গিয়ে সে রিগার আশপাশের অন্যান্য ক্যাম্পগুলোর সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, যেখানে তখন কিছু এস এস বন্দীর বিচার চলছিলো। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাজী হয়ে গেলো।.

১৯৪৮ এর ৮ই জানুয়ারি ভোর ছটায় গ্রাৎস স্টেশনে রশম্যানকে সালজবুর্গ এবং ম্যুনিখ গামী ট্রেনে চড়িয়ে দেওয়া হলো। পাহারায় দুজন সার্জেন্ট--একজন রয়্যাল মিলিটারি পুলিসের আর একজন ফিল্ড সিকিউরিটির।

লর্ড রাসেল পায়চারি থামিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে পাইপ ঠুকতে থাকেন।

"তারপর কি হলো?" মিলার উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"পালিয়ে গেলো।"

"কি?"

"পালিয়ে গেলো। চলন্ত ট্রেনের পায়খানার জানলা থেকে লাফ মেরেছিলো। ট্রেনে উঠেই বলে দিয়েছিলো যে জেলের খানা খেয়ে খেয়ে তার পেটের অসুখ। পাহারাদার দুজনে যতক্ষণে পায়খানার দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকলো, ততক্ষণে তুষারের ভেতরে সে কোথায় অদৃশ্য। খুঁজে আর পায়নি তাকে। অনুসন্ধান করা হয়েছিলো বটে, ফৌজিদলও পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু ওই পর্যন্ত—পাওয়া আর গেলো না। তুষারে ঢাকা মাঠপ্রান্তর ভেঙ্গে নিশ্চয়ই চলে গিয়েছিলো নাৎসীদের যারা গোপনে গোপনে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তাদের সন্ধানে। তার এক বছর চার মাস পরে, ১৯৪৯-এর মে-তে, আপনাদের নতুন প্রজাতন্ত্র কায়েম হলো, আমরাও আমাদের সব ফাইলপত্র বনকে সঁপে দিলাম।"

লেখা শেষ করে মিলার নোটবই নামিয়ে রাখলো।

" আচ্ছা পরেব ঘটনাগুলো কোত্থেকে জানা যাবে?"

লর্ড রাসেল গাল ফুলিয়ে সশব্দে হাওয়া ছাড়লেন।

"আপনাদের দেশেই, আপনাদের লোকদের কাছ থেকেই বোধহয়। রশম্যানের জীবনী আপনি পেলেন, জন্ম থেকে ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ পর্যন্ত, বাকিটুকু জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে আছে?"

"কোন কর্তৃপক্ষ?" প্রশ্ন করেই কিন্তু মিলারের ভয় ধরলো, না জানি কি শুনতে হয়।

"রিগাব ব্যাপার যখন তখন হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস বলেই মনে হয়।"

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম।"

"বিশেষ সাহায্য-টাহায্য পাননি?"

"বিন্দুমাত্র না।"

লর্ড রাসেল হাসেন। "বটে! অবাক হচ্ছি না কিন্তু।...তা আপনি লুডউইগসবুর্গে গিয়েছিলেন?"

"হুঁ, যথেষ্ট সৌজন্য দেখালো, কিন্তু সাহায্য পেলাম না মোটেই। রীতিবিরুদ্ধ কাজ তো," মিলাব বলে।

"ও!...তাহলে অনুসন্ধানের সবকারী সূত্রগুলো তো শেষ। হ্যাঁ, তা আর একজন রয়েছে, ওই একজন মাত্রই। সিমন উইজেনথালের নাম শনেছেন?'

"উইজেনথাল? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।"

"ভিয়েনায় থাকেন তিনি। ইহুদী: গোড়াতে পোলিশ গ্যালিসিয়া থেকে এসেছিলেন। চাব বছর কাটিয়েছেন নানা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সবসুদ্ধ বারোটাতে। ফেবাবী নাৎসী অপরাধীদের খুঁজে বের করাই তাঁর এখন সাধনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারদাঙ্গাটাঙ্গা নয় অবিশ্যি। শুধু খবব আহরণ কবে বেড়ান, যতখানি সাধ্য। তারপর যখন নিশ্চিত হয় যে হ্যাঁ, একজন ফেরারীকে পাওযা গেছে ঝুটা নামের অন্তরালে, পুলিসকে খবব দেন তাবা। যদি কিছু না কবে, সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সব জানিয়ে দেন। সুতরাং জার্মানী বা অস্ট্রিয়া কোন দেশেরই আমলাতন্ত্র তাঁকে বিশেষ সুনজবে দেখেন না। উনি তো বলেনই যে নাৎসী হত্যাকাবীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট ঢিলেমি হচ্ছে, খুঁজে বের করা তো দূরস্থান। প্রাক্তন এস.এস.-রা ওঁর সাহসে ভীত, অন্তত বার দুয়েক ওঁকে খুন

করবার চেষ্টা করেছে ; সরকারী আমলারা ওঁর ওপর বিরক্ত, শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না যে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ওঁকে যথেষ্ট তারিফ করে, যদ্দুর সম্ভব সাহায্য করে থাকে।"

"হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। অ্যাডলফ আইখম্যানকে উনিই খুঁজে বের করেছিলেন না?"

ঘাড় নাড়লেন লর্ড রাসেল। "হুঁ, উনিই সনাক্ত করেছিলেন বুয়েনস আয়ার্সে রিকার্ডো ক্লেমেন্ট নামে যে বাস করছে সেই আইখম্যান। তারপর ইস্রায়েলিরা তার ভার নিয়ে নিলো। আরো বহু, প্রায় কয়েক শো নাৎসী অপরাধীকে তিনি খুঁজে বার করেছেন। আপনার এডুয়ার্ড রশম্যান সম্বন্ধে যদি আরো কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য থাকে তো তিনি জানবেন।"

"আপনি চেনেন তাঁকে," মিলার প্রশ্ন করলো।

"হুঁ," লর্ড রাসেল ঘাড় নাড়লেন, "আপনাকে একটা চিঠি দিচ্ছি আমি। বহু লোক আসে ওঁর কাছে খবরের প্রত্যাশায়, তাই চিঠি দিলে সুবিধে হবে।"

লেখার টেবিলে গিয়ে স্বীয় নামাঙ্কিত একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে চিঠি লিখলেন। নিপুণভাবে সেটা ভাঁজ করে খামে পুরে বন্ধ করে দিলেন।

"আচ্ছা, ভাগ্য প্রসন্ন হোক আপনার; সৌভাগ্যের দরকার হবে মশায় আপনার।.. গুডবাই!"

মিলার বেরিয়ে এলো।

পরদিন সকালে মিলার বি.ই.-এর ফ্লাইটে কলোনে ফিরে এলো। নিজের গাড়িটাকে পার্কিং প্লেস থেকে তুলে জাতীয় সড়ক ধরে চললো: স্টুটগার্ট-ম্যুনিখ-সালজবুর্গ-লিনৎস হয়ে ভিয়েনা।...ভিয়েনায় এসে যখন পৌঁছালো বিকেল প্রায় গড়িয়ে এসেছে। তারিখ ৪ঠা জানুয়ারি। হোটেল-টোটেলে না উঠে সোজা শহরের মাঝখানে এসে রুডলফ স্কোয়ারের খোঁজ করলো।

সাত নম্বর বাড়ি অনায়াসেই পেয়ে গেলো। ভাড়াটেদের নামতালিকায় দেখলো তিনতলার 'ডকুমেন্টেশান সেন্টার'। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাশুটে রঙের দরজাটায় করাঘাত করে। দরজা খুলে দেবার আগে মনে হলো কে যেন ছিদ্রপথে চোখ রেখে তবে তালা খুলেছে। স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী এসে দাঁড়ালো দোরের সামনে।

"বলুন?"

"আমার নাম মিলার, পিটার মিলার। হের উইজেনথালের সঙ্গে দেখা করতে চাই, সঙ্গে করে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছি।"

চিঠিটা বের করে মেয়েটির হাতে দিলো। মেয়েটি একটু মুচকি হেসে ওকে অপেক্ষা করাতে বলে ভেতরে চলে গেলো।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে ওকে ভেতরে আহ্বান করলো। দরজা পেরিয়ে একটা অলিন্দ। মেয়েটির পেছনে পেছনে সেই অলিন্দের শেষে মোড় ঘুরে ফ্ল্যাটটার পশ্চাৎ অংশে এসে পড়লো। ডানদিকে একটা খোলা দরজা। ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিমন উইজেনথাল অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন।"

মিলার মনে মনে ওঁর যে ছবি এঁকে রেখেছিলো, দেখলো আদতে তার চেয়ে মানুষটা বৃহদাকার। প্রায় ছ ফুট লম্বা, সবল মূর্তি, মোটা টুইডের কোট পরা। একটুখানি ঝুঁকে রয়েছেন, যেন সব সময়েই কোন না-কোন কাগজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লর্ড রাসেলের চিঠিটা ওঁর হাতে ধরা ছিলো।

অপরিসর অফিস-ঘরটি প্রায় ঠাসা বোঝাই। একটা গোটা দেওয়াল জুড়ে, ছাদসমান উঁচু, অনেকগুলো তাক। প্রত্যেকটা বইয়ে ভর্তি। সামনের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে নানারকম নক্সা-কাটা বাহারদার প্রশংসাপত্র,—এস.এস.-দের দ্বারা নির্যাতিত মানবদের একাধিক প্রতিষ্ঠানের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন। পেছনে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো আছে একটা লম্বা সোফা, সেটাও বইয়ে বোঝাই। দরজার বাঁ পাশে ছোট্ট জানলা, সেটা দিয়ে নীচে অঙ্গন দেখা যায়। জানলার অন্য পাশে রয়েছে ডেস্ক, তার সামনে অভ্যাগতদের চেয়ারে বসলো মিলার। ভিয়েনার নাৎসী-শিকারীটি ডেস্কের পেছনের চেয়ারে বসে লর্ড রাসেলের চিঠিটা আরেকবার পড়লেন।

"লর্ড রাসেল লিখেছেন আপনি নাকি একজন ভূতপূর্ব এস.এস. হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?" কোন ভনিতা-ফনিতা না করেই শুরু করলেন তিনি।

"হ্যাঁ।"

"নামটা জানতে পারি কি?"

"রশম্যান, ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যান।"

সিমন উইজেনথাল ভুরু উঁচিয়ে শিসের মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়লেন।

"তার নাম শুনেছেন নাকি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"রিগার কশাই? আমার প্রথম পঞ্চাশজন সন্ধিত লোকদের মধ্যে অন্যতম," উইজেনথাল বললেন, "কিন্তু তার সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ কেন জানতে পারি কি?"

মিলার সংক্ষেপে সারতে চাইলো।

"উঁহু, গোড়া থেকে আরম্ভ করুন বরং," উইজেনথাল বললেন, "এই ডায়রিটা কি ব্যাপার?"

অগত্যা পুরো কাহিনী বলতে হলো মিলারকে। লুডউইগসবুর্গ, ক্যাডবেরি এবং লর্ড রাসেলের পর এ নিয়ে চতুর্থবার হলো। প্রত্যেকবারই দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। লর্ড রাসেলের দেওয়া খবরটুকু জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি জানতে চাই তারপর কি হলো? ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে কোথায় গেলো লোকটা?"

জানলা দিয়ে দূরের ফ্ল্যাটগুলোর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন উইজেনথাল। পেঁজা তুলোর মতো নরম তুষারকণাগুলো গিয়ে জমছে তিনতলার নীচে আঙিনার ওপর।

কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, 'ডায়রিটা আছে আপনার কাছে?" নীচু হয়ে ব্রিফকেস খুলে মিলার সেটা বের করলো। টেবিলের রাখতে রাখতে দেখলো খাতাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উইজেনথাল। "অপূর্ব, অদ্ভুত!" যেন শব্দ দুটো তাঁর অজান্তেই বেরিয়ে এলো কণ্ঠ থেকে। পরক্ষণেই মিলারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আপনার কাহিনী সত্যি বলে মেনে নিলাম।"

"কেন? সন্দেহ ছিলো নাকি?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে সিমন উইজেনথাল জানালেন, "সন্দেহ তো থাকতেই পারে, হের মিলার। আপনার কাহিনী যে বড়োই আশ্চর্য।..এখনো তো আমি বুঝতে পারছি না রশম্যানকে খুঁজে বার করবার পেছনে আপনার উদ্দেশ্য কি।"

শূন্যে দু হাত ছুঁড়ে মিলার বলে, "আমি সাংবাদিক...কাহিনীটায় আকর্ষণ রয়েছে।"

"কিন্তু প্রেসকে বেচতে পারবেন না কোনদিনই এ-কাহিনী। তার জন্যে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট করা!...উঁহুঁ!...আপনি কি নিশ্চিত ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই এর পেছনে?"

মিলার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। "আপনি দেখছি 'কমেট' পত্রিকার হফম্যানের মতো কথা বলছেন। সেও ঠিক এই একই প্রশ্ন করেছিলো। কিন্তু থাকবে কেন বলুন? আমার বয়স সবে ঊনত্রিশ; এসব ঘটনা তো আমাদের অনেক আগেই ঘটে গেছে।"

"তা বটে।"...উইজেনথাল ঘড়িতে চোখ বুলিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। "ওঃ, পাঁচটা বেজে গেছে! শীতের সন্ধ্যাগুলোতে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই বুঝলেন, গিন্নী একা থাকে।...ডায়রিটা নিয়ে যাচ্ছি, রাতে পড়ে দেখবো।"

"বেশ তো।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনি সোমবার সকালে আসুন। রশম্যান সম্বন্ধে যতটুকু জানি আপনাকে জানাবো।"

সোমবার বেলা দশটায় এসে মিলার দেখলো সিমন উইজেনথাল তাঁর দপ্তরে একতাড়া চিঠি নিয়ে বসেছেন। মিলার আসতেই বসবার চেয়ারটা দেখিয়ে একমনে খামগুলোর প্রান্ত অতি সযত্নে কেটে কেটে চিঠিগুলো বার করতে থাকেন।

"আমি ডাকটিকিট জমাই কিনা, তাই খামগুলো নষ্ট করতে চাই না।" ব্যাখ্যাটুকু করে দিয়ে আবার কাজে মন দেন।

কয়েক মিনিট পরে সব চিঠিটিঠি খোলা হয়ে গেলে, মিলারের দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাতে বাড়িতে পড়লাম ডায়েরিখানা. অদ্ভুত।"

"অবাক হয়ে গেছেন?" মিলার শুধলো।

"নাঃ, অবাক হইনি। সকলেই প্রায় আমরা ওই একই ভোগান্তি ভুগেছি, একটু-আধটু রকমফের ছাড়া। তবে কাহিনীর ব্যাখ্যান অত্যন্ত নিপুণ, টউবের খুব ভালো সাক্ষী হতে পারতো। আনুপূর্বিক সবকিছু লক্ষ্য করেছিলো. প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি। লিখেও রেখেছিলো—এবং তৎকালীন সময়ে। জার্মানি বা অস্ট্রিয়ান আদালতে দণ্ডবিধান পাবার পক্ষে সেটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে এখন মৃত।"

কয়েক মুহূর্ত ধরে বিষয়টার অনুধাবন করে মিলার। তারপর চোখ তুলে তাকায়।

"দেখুন, হের উইজেনথাল, আমি আজ পর্যন্ত কোন নির্যাতিত ইহুদীর সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি, আপনিই প্রথম। তাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই,—টউবেরের ডায়রিতে লেখা একটা কথা আমাকে খুব আশ্চর্য করেছে, সে বলছে যে যৌথ অপরাধ বলে কোন জিনিস নেই। কিন্তু আমাদের, প্রত্যেকটা জার্মানকে. কুড়ি বছর ধরে বোঝানো হয়েছে যে আমরা সকলেই অপরাধী। আপনার কি মত এই বিষয়ে?"

"টউবের ঠিক কথাই বলছেন," উত্তাপহীন সুর নাৎসী-শিকারীটির।

"তা কি করে বলছেন, যখন আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছি?"

"এই কারণে যে ব্যক্তিগতভাবে আপনি সেখানে ছিলেন না, আপনি নিজে কাউকে হত্যা করেননি। টউবের খাঁটি কথাই বলেছে যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো আসল অপরাধীদের বিচারের জন্যেও আনা হয়নি।"

"তাহলে," উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মিলার, "এতগুলো মানুষকে হত্যা করবার জন্যে কে আসলে দায়ী?"

সিমন উইজেনথাল ওর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। "এস.এস.-এর বিভিন্ন শাখাগুলোর কথা আপনি জানেন? তাদের সেইসব বিভাগের কথা যাদের উপর ওই লক্ষ লক্ষ মানুষগুলোকে হত্যা করার ভার ছিলো?"

"না।"

"তবে শুনুন। রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদরদপ্তরের নাম শুনেছেন? যাদের ওপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওইসব হত্যভাগ্যকে যতরকমভাবে সম্ভব হয় শোষণ করবার দায়িত্ব দেওয়া ছিলো?"

"হ্যাঁ, ও রকম কিছু পড়েছি বটে।"

হের উইজেনথাল বললেন, "তাদের কাজটা হলো গিয়ে গোটা প্রকল্পটার মাঝখানের কাজ।...

"বাকী কাগজগুলোর মধ্যে ছিলো দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে বাছাই করা, হত্যার জন্যে যারা চিহ্নিত তাদের জড়ো করা, তাদের পরিবহণ এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পর একেবারে শেষ করে ফেলা। এই কাজগুলো ভার ছিলো আর.এস.এইচ.-এর ওপর—রাইখের নিরাপত্তার সদরদপ্তর। এরাই আসলে ওই লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলো। দপ্তরটার নামের মধ্যে 'নিরাপত্তা' কথাটার ব্যবহার হয়েছিলো নাৎসীদের এক অদ্ভুত ধারণা থেকে যে ওই হতভাগ্য মানুষগুলো রাইখের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, অতএব ওদের কাছ থেকে রাষ্ট্রকে সাবধানে থাকতে হবে। আর.এস.এইচ.এর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিলো ওদের একসঙ্গে জড়ো করা, জিজ্ঞাসাবাদ চালানো, কনসেনট্রেশন শিবিরগুলোতে রাইখের অন্যান্য শত্রুদের অবরুদ্ধ করে রাখা, যেমন কম্যুনিস্টদের, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, লিবারেল, কোয়েকার বা সেইসব সাংবাদিক বা যাজক যারা অসুবিধাজনক কথা-টথা বলতো, দখলে-আনা দেশগুলোর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের, এবং পরে সৈন্যবাহিনীর কিছু অফিসারকেও যথা, ফিল্ড-মার্শাল এরউইন রোমেল ও অ্যাডমিরাল উইলহেলম ক্যানারিস—এই দুজনকেই তো হিটলার-বিরোধী মনোভাব পুষে রাখবার সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিলো।

"আর.এস.এইচ.-এর ছটা বিভাগ ছিলো, প্রত্যেকটা বলা হতো অ্যাম্‌ট্‌। এক নম্বর অ্যাম্‌টের কাজ ছিলো প্রশাসন এবং কর্মীসংস্থান; দু নম্বরের, অর্থ ও প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা। তিন নম্বর অ্যাম্‌ট্‌ ছিলো ভয়াবহ—নিরাপত্তা ফৌজ এবং নিরাপত্তা পুলিস। নেতৃত্ব ছিলো রাইনহার্ড হেইড্রিখের ওপর; ১৯৪২ সালে প্রাগে আততায়ীর হাতে সে নিহত হলে তিন নম্বর অ্যাম্‌টের ভার পড়েছিলো আর্নস্ট কালটেন ব্রুনারের ওপর, পরে মিত্রশক্তি তাকে মৃত্যুর দণ্ড দেয়। এই দল দুটোই যতরকম যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তির মুখ খুলে যায়; জার্মানীর ভেতরে বাদ খল-করে নেওয়া দেশগুলোতে যথেচ্ছ প্রয়োগ হতো ওইসব উদ্ভাবনের।

"চার নম্বর অ্যাম্‌ট ছিলো গেস্টাপো যার নেতা ছিলো হাইনরিখ মূল্যের (এখনো নিখোঁজ) আর যার ইহুদী বিভাগে—বি.৪. শাখার—ভার ছিলো অ্যাডলফ আইখম্যানের হাতে, যাকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ করে এনে ইস্রায়েলিরা জেরুজালেমে মৃত্যুর দণ্ড দিয়েছে। অ্যাম্‌ট্‌ পাঁচ হলো অপরাধীদের পুলিস আর অ্যাম্‌ট্‌ ছয় বিদেশে ইনটেলিজেন্স কাজকর্ম।

"তিন নম্বর অ্যাম্‌টের প্রধান হেইড্রখ এবং পরে তার উত্তরাধিকারী কালটেন ব্রনারের হাতে সামগ্রিকভাবে আর.এস.এইচ.-এর. নেতৃত্বভার ছিলো। এদের দুজনের কার্যভারের সময়েই সহকারী

নেতা ছিলো এক নম্বর অ্যাম্টের প্রধান এস.এস.-এর. তিন-তারাওলা জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাখ। হাম্বুর্গে সে এখন একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খুব উঁচু মাইনের চাকরি করে, ফোগেলউইডে থাকে।

"কাজেই অপরাধ যদি নির্ধারিত করতে হয়, তবে বেশীর ভাগ দায়িত্বই এস.এস.এর এই দুই বিভাগের ওপর এসে পড়ে; তার সংখ্যাও কয়েক হাজারেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান জার্মানীর সমস্ত লক্ষ-কোটি মানুষের ওপর দায়িত্ব মোটেও বর্তায় না। জার্মানীর সমগ্র ছ কোটি মানুষের ওপর এই অপরাধের যৌথ দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রথমে এসেছিলো মিত্রশক্তির কাছ থেকেই, তবে এস.এস.-এর. প্রাক্তন সদস্যদের পক্ষে ভারি সুবিধা হয়ে গেলো তাতে। কেন না যতদিন যৌথ-দায়িত্বের কলঙ্ক নিয়ে জার্মানরা বেঁচে থাকবে, ততদিন কেউ আর স্বতন্ত্রভাবে আসল অপরাধীদের খুঁজে বেড়াবে না, বেড়ালেও তেমন কিছু বিশেষ চেষ্টা করবে না। কাজেই এস.এস.-এর আদত খুনীরা আজও যৌথ-অপরাধের তত্ত্বের নীচে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।"

মিলার ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘুরে যায় ওর, এ-ত লোক! প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। তাদের প্রত্যেককে একক ব্যক্তি হিসাবে ভেবে নেওয়া কঠিন। তার চেয়ে বরং হাম্বুর্গ শহরের বৃষ্টিভেজা রাস্তায় স্ট্রেচারে শয়ান মৃতদেহটার সম্বন্ধে চিন্তা করা অনেক সহজ।

'টউবের আত্মহত্যার কারণ যা দর্শিয়েছে," মিলার প্রশ্ন করলো, "তা বিশ্বাস করেন আপনি?"

একটা লেফাফার ওপরে দুটো সুন্দর আফ্রিকান স্ট্যাম্প নিবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে হের উইজেনথাল বললেন, "হ্যাঁ...অপেরার সিঁড়িতে সে রশম্যানকে দেখেছে একথা কেউই বিশ্বাস করবে না বলে যে ভেবেছিলো তা সত্যি।"

"কিন্তু পুলিসের কাছেও তো যায়নি," মিলার বললো।

আরেকটা খাম উল্টেপাল্টে দেখতে থাকেন সিমন উইজেনথাল। একটু পরে বলে উঠলেন, "না, যায়নি। বিধি অনুসারে অবশ্য যাওয়াই উচিত ছিলো। তবে তাতে যে কিছু ফল হতো তা আমি মনে করি না। অন্তত হাম্বুর্গে নয়।"

"কেন, হাম্বুর্গ কি দোষ করলো?"

"আপনি সেখানকার প্রাদেশিক অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসে গিয়েছিলেন না?" মৃদুকণ্ঠে শুধালেন উইজেনথাল।

"হ্যাঁ, তারা এমন কিছু সাহায্য করেনি।"

উইজেনথাল চোখ তুলে চাইলেন।

"হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস সম্বন্ধে আমাদের কিছু নিজস্ব ধারণা আছে।...ধরুন, টউবেরের ডায়রিতে যার নাম আছে এবং আমিও যার নাম একটু আগেই করলাম...গেস্টাপো-প্রধান এবং এস.এস. জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাগ? মনে পড়ছে নামটা?"

"নিশ্চয়ই। কি হয়েছে তার?"

জবাব দিতে গিয়ে ডেস্কের ওপরে একগাদা কাগজ থেকে খুঁজে একটা কাগজ বার করে আনলেন উইজেনথাল। কাগজটার দিকে তাকিয়ে তার পরিচয় হলো নথি নং ১৪১ জে.এস. ৭৪৭/৬১। শুনতে চান তার কথা?"

"বলুন, আমার সময় আছে," মিলার জানালো।

"আচ্ছা। তবে শুনুন।...যুদ্ধের আগে হাম্বুর্গে গেস্টাপো-প্রধান। ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিলো এস.ডি এবং এস.পি.তে, অর্থাৎ আর.এস.এইচ. এর নিরাপত্তা ফৌজ এবং নিরাপত্তা পুলিস বিভাগে। ১৯৩৯ সালে নাৎসী-অধিকৃত পোল্যাণ্ডে উন্মূল-ফৌজের সংগঠন করে। ১৯৪০-এ সমগ্র পোল্যাণ্ডের মধ্যে এস.এস.-এর এস.ডি. ও এস.পি. বিভাগের অধিকর্তা হয়; তথাকথিত সাধারণ সরকারের নেতা হয়ে ক্র্যাকাউ-এ দপ্তর খোলে। সেই সময়ে পোল্যাণ্ডে এস.ডি.-এ এস.পি. বিভাগ থেকে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, বিশেষত তাদের 'এ.বি. অভিযান' দ্বারা।

"১৯৪১-এর গোড়ায় বার্লিনে ফিরে আসে; পদোন্নতি হয়ে এস.ডি.র কর্মীসংস্থানে প্রধান হয়। সেইটা হলো আর.এস.এইচ.-এ তিন নম্বর অ্যাম্‌ট্। ওর ওপরওলা ছিলো রাইনহার্ড হেইড্রিখ, ও হলো সহকারী। রুশ আক্রমণের অল্প কয়েকদিন আগেই সৈনাবাহিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে যাবার জন্যে উন্মূলবাহিনী গড়ে তুললো। স্টাফের কর্তা হিসাবে নিজেই কর্মী বাছাই করলো এস.ডি. শাখা থেকে।

"আবার পদোন্নতি হলো। এবারে আর.এস.এইচ.-এ গরিষ্ঠতা অনুসারে দ্বিতীয়, ঠিক নেতার নীচেই। প্রথমে কিছুদিন তার ওপরওলা ছিলো হেইড্রিখ; ১৯৪২ সালে যখন প্রাগে চেক প্রতিরোধ-সংগ্রামীদের গুপ্তঘাতকের হাতে সে নিহত হলো তখন লিদিসে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। তারপর নেতা হলো আর্নস্ট কালটেনব্রুনার। তার নীচেও সহকারী হয়ে রইলো সে। অতএব যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত নাৎসী অধিকৃত পূর্বাঞ্চলে এস.ডি. বিভাগগুলোব সংগঠন এবং সমস্ত ভ্রাম্যমান উন্মূলবাহিনী গড়ে তোলার সার্বিক দায়িত্ব তারই।"

"এখন কোথায় সে?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"হাম্বুর্গে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, বাতাসের মতোই মুক্ত," উইজেনথাল জানালেন।

মিলার হতবাক। "সে কি। তাকে গ্রেপ্তার করেনি?"

"কে করবে?"

"কেন হাম্বুর্গেব পুলিস?"

উত্তর না দিয়ে উইজেনথাল তাঁর সেক্রেটারি ক মোটা একটা ফাইল আনতে বললেন যার ওপরে লেখা ছিলো 'বিচার-বিভাগ— হাম্বুর্গ'। ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে সেটাকে ঠিক মাঝবরাবর লম্বালম্বি ভাঁজ করে মিলারের সামনে ধরলেন। মিলার দেখলো লেখার দিকটাই ওপরে আছে।

"এই নামগুলো চেনেন?" উইজেনথাল শুধালেন।

ভুরু কুঁচকে নাম দশটা পড়ে নিলো মিলার।

"নিশ্চয়ই," সে বললো, "আমি কয়েক বছর ধরে হাম্বুর্গে পুলিস রিপোর্টারের কাজ করেছি। এরা তো সবাই হাম্বুর্গের বড় বড় পুলিস অফিসার।...কেন?"

"কাগজটা ভাঁজ খুলে সামনে করে নিন," উইজেনথাল বললেন।

খুলতেই মিলার দেখে লেখা রয়েছে ঃ

নাম	নাৎসী পার্টি নং	এস.এস. নং	র‍্যাঙ্ক	পদোন্নতির তারিখ
ক	—	৪,৫৫,৩৩৬	ক্যাপ্টেন	১. ৩. ৪৩
খ	৫৪,৫১,১৯৫	৪,২৯,৩৩৯	প্র. লেফট	৯. ১১. ৪২
গ	—	৩,৫৩,০০৪	প্র. লেফট	১. ১১ ৪১
ঘ	৭০,৩৯,৫৬৪	৪,২১, ১৭৬	ক্যাপ্টেন	২১. ৬. ৪৪
ঙ	—	৪,২১,৪৪৫	প্র. লেফট	৯.১১. ৪২
চ	৭০,৪০,৩০৮	১,৭৪,৯০২	মেজর	২১. ৬. ৪৪
ছ	—	৪,২৬,৫৫৩	ক্যাপ্টেন	১. ৯. ৪২
জ	৩১,৩৮,৭৯৮	৩,১১,৮৭০	ক্যাপ্টেন	৩০. ১. ৪২
ঝ	১৮,৬৭,৯৭৬	৪,২৪,৩৬১	প্র. লেফট	২০. ৪. ৪৪
ঞ	৫০,৬৩,৩৩১	৩,০৯,৮২৫	মেজর	৯.১১.৪৩

"এখন বুঝলেন তো হাম্বুর্গের রাস্তায় কেন আজো একজন এস.এস. লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে?"

মিলার আবার তালিকাটির দিকে তাকিয়ে দেখে, বিশ্বাস করতে যেন প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

"সেইজন্যেই ব্রাণ্ডট বলেছিলো যে প্রাক্তন এস.এস.দের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার কাজে হাম্বুর্গের পুলিসদের বিশেষ উৎসাহ নেই।"

"স্বাভাবিক," উইজেনথাল বলেন, "অ্যাটর্নি-জেনারেলের দপ্তরও তেমন কিছু উৎসাহী নয়। তাদের অফিসে একজন উকিল আছেন যাঁর এ বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল থেকে তাঁকে বরখাস্ত করবার অনেক চেষ্টা হয়েছে।"

সুন্দরী সেক্রেটারিটি দরজা কাছে এসে শুধলো, "চা, না কফি?"

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর মিলার আবার ফিরে এলো। সিমন উইজেনথাল টেবিলে তাঁর সামনে অনেকগুলো কাগজটাগজ ছড়িয়ে বসে ছিলেন। মিলার তার চেয়ারটায় বসে, নোটবই বের করে অপেক্ষা করতে থাকে।

সিমন উইজেনথাল তারপর বলতে শুরু করলেন রশম্যানের কাহিনী, ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ থেকে।...

ব্রিটিশ ও আমেরিকান কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিলো যে ডাচাউ-এ সাক্ষ্যদানের পর রশম্যানকে জার্মানীর ব্রিটিশ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে, সম্ভবত হ্যানোভারে। যতদিন না তার বিচার সেখানে শেষ হয় ততদিন সে সেখানে থাকবে; বিচারে তার ফাঁসি ছিলো অবধারিত। গ্রাৎসের কয়েদখানায় থাকবার সময়েই সে পালিয়ে যাবার মতলব ভাঁজছিলো।

অস্ট্রিয়ায় তখন নাৎসীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান কাজ করতো, তাদের নাম ছিলো 'ছয়মাথা তারা'। ইহুদীদের প্রতীক ষড়শীর্ষ-তারকার সঙ্গে এর কোন মিল ছিলো না। নামটা দেওয়া হয়েছিলো শুধুই এই কারণে যে অস্ট্রিয়ার ছটি বড় শহরে ছিলো এদের প্রভাব।...রশম্যান তাদের সঙ্গে সংযোগ করেছিলো।...

৮ তারিখে ভোর ছটায় রশম্যানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রাৎস স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটা অপেক্ষমান ট্রেনে তুলে দেওয়া হলো। কামরায় ওঠার পর মিলিটারি পুলিস সার্জেন্ট এবং ফিল্ড সিকিউরিটি সার্জেন্টের মধ্যে কিছু কথান্তর হয়েছিলো। সামরিক পুলিসের লোকটা বলেছিলো যে রশম্যানের হাতে হাতকড়ি লাগিয়েই রাখা হোক, কিন্তু অন্য লোকটা সেটা খুলে দেবার পক্ষে ছিলো।

রশম্যান যখন বললো যে জেলের খাবার খেয়ে খেয়ে তার পেটের অসুখ হয়েছে, পায়খানায় যেতে হবে তাকে, তখন হাতকড়ি খুলে ফেলতেই হলো। সার্জেন্টদের মধ্যে একজন দরজার বাইরে অপেক্ষা করে যতক্ষণ না শেষ হয়। দুধারে তুষারঢাকা মাঠঘাট, তারই মাঝে ঝকঝক করে ট্রেন চললো। তিন-তিনবার রশম্যান গেলো পায়খানায়। নিশ্চয়ই সেসময় সে পায়খানার জানলাটা জোরজার করে খুলে ফেলেছিলো যাতে ওপরে নীচে ওঠানামা করতে পারে কামরার অন্যান্য জানলাগুলোর মতন।

রশম্যান জানতো মোটরে করে যে সালজবুর্গে ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়া হবে, তারপর মোটরে করে আমেরিকানরা ওকে ম্যুনিখে তাদের কয়েদখানায় নিয়ে যাবে। অতএব, সালজবুর্গের আগেই তাকে পালাতে হবে। অথচ স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে, গাড়ির গতিবেগের কমতি নেই। হ্যাল্লিনে এসে ট্রেন থামলো; সার্জেন্টদের একজন প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলো কিছু খাবারটাবাব কিনতে। বশম্যান বললো যে ও আবাব পায়খানায় যাবে। এফ এস.এস.এর ভালমানুষ সার্জেন্টটি ওপ সঙ্গে সঙ্গে চললো শৌচালয়ের দ্বার পর্যন্ত। হ্যাল্লিন থেকে যখন ট্রেনটা ধীরে ধীরে রওনা দিলো, রশম্যান জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তুষারবৃত প্রান্তরে। দশ মিনিট পরে সার্জেন্টরা দবজা ভেঙ্গেছিলো, কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খুব জোরে ছুটে চলেছে সালজবুর্গের উদ্দেশ্যে।

পুলিসী অনুসন্ধানের ফলে পরে জানা গিয়েছিলো যে তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বশম্যান এসে পৌঁছেছিলো একটি কৃষকে‌ের কুটিবে। সেখানেই সে আশ্রয় নিয়েছিলো সেদিনটার মতো। পরদিন উত্তর অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে সালজবুর্গ প্রদেশে আসে; সেখানে এসে 'ছয়মাথা তারা'র দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা ওকে একটা ইঁটের ভাঁটিতে মজুরের কাজে লাগিয়ে দেয়। তারপর ওডেসার সঙ্গে সংযোগ করে, ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সেই সময ফরাসী বিদেশ ফৌজের রঙরুট দপ্তরের সঙ্গে ওডেসাব খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো, ফলে বহু ভূতপূর্ব এস এস. সৈন্য সেখানে গিয়ে পালিয়েছিলো।...ওদের সঙ্গে সংযোগ করবার চারদিন পর ফরাসী নাম্বার প্লেটওলা একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো অস্টার মিয়েটিঙ গ্রামের বাইরে। রশম্যান এবং অন্য পাঁচজন পলাতক নাৎসী এসে সেই গাড়িতে চড়লো। বিদেশফৌজের ড্রাইভাবটি কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর ছিলো যা দিয়ে বিনা সার্চে গাড়ি সীমান্তঘাঁটি পেরিয়ে যেতে পাবে। সেই ছজন এস.এস. ইতালিব সীমানা দিয়ে ঢুকে মেরানোতে পৌঁছলো। সেখানকাব ওডেসার প্রতিনিধিটি ড্রাইভারটাকে যাত্রী-পিছু বেশ মোটা টাকা দিলো।

মেরানো থেকে রশম্যানকে নিয়ে আসা হলো রিমিনির অন্তরীণ শিবিরে। এইখানে শিবিরের

হাসপাতালে তার ডান পায়ের পাঁচটা আঙুলই অ্যাম্প্যুট করা হয়, কারণ ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবার পর তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটিতে হাঁটতে ওগুলো ফ্রস্ট বাইটে পচে গিয়েছিলো। তখন থেকেই ও ডান পায়ে অর্থোপেডিক জুতো পরে থাকে।

রিমিনি শিবির থেকে ওর বৌ ওর একটা চিঠি পায় অক্টোবর ১৯৪৮-এ। সেই প্রথমবার সে ওর নতুন নেওয়া নামটা ব্যবহার করে—ফ্রিৎজ বার্ণড ওয়েগনার।

তার কিছুদিন পরেই ওকে রোমের ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টেরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাগজপত্র ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর নেপলস বন্দর থেকে সে জাহাজে চড়ে বুয়েনস-আয়ার্সে রওনা হয়ে যায়। ভায়া সিসিলিয়ার মোনাস্টেরিতে যতদিন ছিলো, বেশ সুখেই ছিলো। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলো অনেক কমরেডদের, এস.এস. এবং নাৎসী পার্টির। বিশপ আলোয়া উদাল নিজে তাদের যত্নআত্তি করতেন, দেখতেন যেন তাদের কোন কিছুর অভাব না ঘটে।

আর্জেন্টিনার রাজধানীতে এসে পৌঁছুলে ওডেসার তরফ থেকে রশম্যানকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। তারাই ক্যালে ইপোলিতো ইরিগয়েনে জনৈক জার্মান পরিবারের সঙ্গে তার থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। জার্মানটির নাম ছিলো ভিডমার। কয়েক মাস সেখানেই সে একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসবাস করলো। ১৯৪৯-এর গোড়ার দিকে বর্ম্যান-তহবিল থেকে তাকে ৫০,০০০ আমেরিকান ডলার ধার দেওয়া হলো। সেই অর্থে সে বপ্তানি ব্যবসা খুললো, দক্ষিণ আমেরিকার কাঠ পাঠাবে পশ্চিম ইউরোপে। ফার্মের নাম হলো 'স্টেমলার ও ওয়েগনার', কারণ রোমের ভ্যাটিকান থেকে আনীত ঝুটা কাগজপত্তরের ফলে পাকাপাকিভাবে ওর নাম তখন হয়ে গেছে ফ্রিৎজ বার্ণড ওয়েগনার, জন্ম ইতালির দক্ষিণ তাইরল প্রদেশে।

সেক্রেটারি রাখলো একটি জার্মান মেয়েকে, ইর্মট্রাউড সিগ্রিড ম্যুলের। ১৯৫৫ র প্রারম্ভে তাকে বিয়ে করলো, যদিও প্রথম বৌ হেলা তখনো জীবিত এবং গ্রাৎসে থাকতো। ১৯৫৫-র বসন্তকালে আর্জেন্টিনার ডিক্টেটরের স্ত্রী এবং সিংহাসনের মূল অধীশ্বর, ইভা পেরন ক্যান্সারে মারা গেলেন। পেরনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, রশম্যান তা বুঝলো। এবং পেরন গেলেই যে সে দেশে প্রাক্তন নাৎসীদের পাট উঠে যাবে তাও বুঝলো। নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে রশম্যান মিশরে চলে গেলা।

সেই বছরের গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটিয়ে শরৎকালে চলে এলো পশ্চিম জার্মানীতে। কেউ কিছু জানতে পারতো না যদি তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ক্রোধ এসে না পড়তো তার ওপর। তার প্রথমা স্ত্রী হেলা রশম্যান গ্রাৎস থেকে তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো বুয়েনস-আয়ার্সে ভিডমার পরিবারের ঠিকানায়। ততদিনে রশম্যান চলে গেছে, ভিডমারের কাছেও কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। ভিডমার চিঠিটা খুলেছিলো। উত্তরে গ্রাৎসে হেলা রশম্যানকে জানিয়ে দিলো যে তার স্বামী জার্মানী ফিরে গেছে এবং তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছে।

তার বৌ তখন স্বামীর নতুন পরিচয় পুলিসকে জানালো। ফলে পুলিস রশম্যানের খোঁজখবর শুরু করে দিলো, একাধিক বিবাহের চার্জে। পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্র ফ্রিৎজ বার্ণড ওয়েগনার নামের জনৈক ব্যক্তির সন্ধানে তৎপর হলো তারা।

"পেয়েছিলো তাকে?" মিলার জিজ্ঞাসা করলো।

উইজেনথাল মুখ তুলে চাইলেন। "নাঃ, আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। নিশ্চয়ই আরেক দফা ঝুটা পরিচয়পত্রটত্র যোগাড় করেছিলো, এই জামনীতে। সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস কবি টউবের ওকে দেখেও থাকতে পারে। জানা তথ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে।"

"প্রথম বৌ কোথায়, হেলা রশম্যান?"

"সে এখন গ্রাৎসে।"

"তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে লাভ হবে?"

মাথা ঝাঁকালেন উইজেনথাল।

"উঁহু, মনে হয় না। একবার ফাঁস হয়ে গিয়েছে, অতএব বশম্যান তাব ঠিকানা তাঁকে জানাবে না, নতুন নামও না। ওয়েগনার নামটা ফেঁসে যাওয়ায় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অসুবিধাব সম্মুখীন হয়েছিলো. ভীষণ তাড়াতাড়ি নতুন করে আবার ঝুটা পবিচয বানিয়ে নিতে হয়েছে।"

"সেইসব কাগজপত্তর তাকে কে বানিয়ে দিয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"ওডেসা নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, ওডেসা কি? বশম্যানেব কাহিনী বলতে গিয়ে আপনি কযেকবাব এই নামটা নিলেন।"

"শোনেননি কোনদিন?" উইজেনথাল প্রশ্ন করেন।

"না, আজ পর্যন্ত শুনিইনি।"

চট করে ঘডিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন উইজেনথাল।

"আচ্ছা কাল সকালে আসুন, ওদেব সব কথা আমি জানাবো।"

নয়

পবদিন সকালে পিটার মিলার আবার সিমন উইজেনথালেব অফিসে এলো।

"বলেছিলেন যে আজ ওডেসা সম্বন্ধে বলবেন।. দেখুন একটা কথা কিন্তু আপনাকে আমি আগেই জানাবো ভেবেছিলাম, কাল ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।"

ড্রিসেন হোটেলেব ঘটনাটা বললো।...ডা০ শ্মিড্টের আগমন বশম্যানের অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে বলা তাকে সাবধান করে দেওয়া সব সবিস্তারে জানালো।

ঠোঁট কামড়ে নীরবে শুনে গেলেন উইজেনথাল। শেষ হলে পবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "হুঁ। ওদের টনক নড়েছে দেখছি। কিন্তু সাধারণত তো ওরা এবকম করে না সাংবাদিকদের এভাবে সতর্ক করে দেওযা. আর এত শীগগিরই. উঁ-হুঁ। বশম্যান তাহলে ওদেব কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কি করছে সে, জানতে পারলে হতো।"

তারপর দু ঘন্টা ধরে নাৎসী-শিকারীটি মিলারকে ওডেসা সম্বন্ধে বলে গেলেন। প্রতিষ্ঠানটাব শুরু কিভাবে হয়েছিলো. চিহ্নিত এস এস অপবাধীদেব নিরাপদ স্থানে গোপনে চলে যেতে সাহায্য কবা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ সেটা প্রাক্তন এস এস সদস্যদেব এবং তাদেব সাহায্যকাবী ও সমর্থকদের একটা দুনিয়াজোড়া ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে পরিণত হয়েছে।

মিত্রশক্তি যখন ১৯৪৫ সালে ঝড়ের বেগে জামনীতে ধেয়ে এলো, তখন তাদের নজরে পড়লো একটাব পর একটাব কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, আর তাদেব নানাবিধ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপেব

চিহ্নাবশিষ্ট। স্বভাবতই তারা জার্মান নাগরিকদের কাছ থেকে জানতে চাইলো কারা এইসব পাশবিকতা চালিয়েছিলো। সব জায়গা থেকে একই উত্তর এলো—'এস.এস.'। কিন্তু কোথায় এস.এস., কোথাও তাদের চিহ্ন নেই। গেলো কোথায় তারা? তারা তখন হয় ডুব দিয়েছে জার্মানী বা অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন স্থানে, নয়তো বিদেশে পালিয়ে গেছে। যেখানেই যাক, তাদের আত্মগোপন কিন্তু তন্মাত্র ঘটনা নয়। মিত্রশক্তিরা তখন বুঝতে পারেনি (অনেক পরে বুঝেছিলো অবশ্য) যে প্রত্যেকটি লোক তাদের নিজের নিজের আত্মগোপনের পন্থা বহু আগে থেকেই অতি সযত্নে কষে রেখে দিয়েছিলো।

এস.এস.-এর তথাকথিত স্বাদেশিকতার এটা আরো একটা অদ্ভুত নিদর্শন যে তারা প্রত্যেকেই, হাইনরিখ হিমলার থেকে শুরু করে সবাই, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিখুঁত সব পরিকল্পনা করে রেখেছিলো; বাকি কোটি কোটি জার্মান মানুষ শত্রুদের হাতে মরুক বা বাঁচুক, কিছু এসে যায় না। আগে থাকতে সেই নভেম্বর ১৯৪৪-এরই, হাইনরিখ হিমলার সুইডিস রেডক্রশের কাউন্ট বার্নাদোতের মারফত নিজের নিরাপদ অবস্থানের চেষ্টা চালিয়েছিলো, কিন্তু মিত্রশক্তি তাকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলো। জার্মান জাতের উদ্দেশ্যে যখন নাৎসী ও এস.এস.এরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছিলো যে চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও যুদ্ধ, অমোঘ আশ্চর্য অস্ত্র এসে গেলো বলে, তখনই কিন্তু তারা দূর বিদেশে কোথাও আরামপ্রদ জীবনের সন্ধানে সবকিছু পরিকল্পনা করে রেখেছিলো। তারা তো জানতো আশ্চর্য অস্ত্রটস্ত্র বলে কিছু নেই; রাইখের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলার যদি কিছু করতে যায় তো সমগ্র জার্মান জাতিই যাবে লোপ পেয়ে।

পূর্ব রণাঙ্গনে রুশদের বিরুদ্ধে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করা হয়েছিলো—জয়ের গৌরব অর্জন করবার জন্যে নয়, সময় পাবার জন্যে, যাতে এস.এস.-রা তাদের নিজেদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গড়ে নিতে পারে। সেনাবাহিনীর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছিলো এস.এস.-রা, কেউ এক পা পিছিয়ে এলেই গুলি করতো বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো; অথচ সামরিকবাহিনী তখন এমনভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো সমর-ইতিহাসে যা অকল্পনীয়। হাজার হাজার জার্মান সৈন্য এইভাবে এস এস.-দের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলো।

এস.এস.এর পাণ্ডারা যখন জানতে পেরেছিলো যে পরাজয় অবধারিত, তখন থেকে লোকক্ষয় করে করে অযথা বিলম্ব ঘটিয়ে ছ মাস কাটিয়ে দিয়েছিলো; কাজেই পরাজয় যখন এলো তখন তারা অদৃশ্য। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব এস.এস. নায়কেরা তাদের পদ থেকে নীরবে সরে এসে বেসামরিক পোশাক পরে নিলো, নিখুঁতভাবে জাল-করা (সরকারী সূত্রেই) কাগজপত্র পকেটে পুরে জনস্রোতে ভেসে পড়লো। ১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানী জনসাধারণ বলতে যাদের ছেড়ে এলো তারা হচ্ছেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর দরজায় দরজায় কিছু বৃদ্ধ হোমগার্ড, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে কিছু অবসন্ন ওয়েরম্যাখট (জার্মান সৈন্য) এবং ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া জার্মান শিশু বা নারী।

কুখ্যাতজনেরা বিদেশে পাড়ি জমালো; কারণ তারা জানতো যে তারা এত সুপরিচিত যে বেশীদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। ওডেসার কাজ শুরু হলো তখন। যুদ্ধসমাপ্তির অনতিপূর্বে এই প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছিলো, এদের কাজ ছিলো তখন অনুসন্ধিত এস.এস. নেতাদের জার্মানীর

বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই জুয়ান পেরনের আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো; সাত হাজার ফাঁকা পাসপোর্টও সেই দেশ থেকে ইসু করে দেওয়া হয়েছে, ওয়াস্তা শুধু শরণার্থী যে কোন একটা মিথ্যা নাম তাতে ভরে নিজের ফটোগ্রাফ সেঁটে দেবে; আর্জেন্টিন কন্সাল চোখ বুঝে সেটায় মোহর মেরে দেবার জন্যে সদাপ্রস্তুত, তারপরেই জাহাজে উঠে চলে যাও বুয়েনস আয়ার্স বা মধ্যপ্রাচ্য।

হাজার হাজার এস.এস. ঘাতক অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে ইতালির দক্ষিণ তাইরল প্রদেশে এসে পড়লো। রাস্তা জুড়ে বহু নিরাপদ আস্তানা; একের পর এক সেগুলো বদল করে করে ইতালির জেনোয়া বন্দরে নইলে আরো দক্ষিণে রিমিনি কিংবা রোমের আনা হলো তাদের। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান, যারা সত্যিই অনাথ-আতুরের সেবায় নিয়োজিত ছিলো, তারাও কিন্তু ওদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো। কারণ যে কি তা তারাই জানে, তবে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কল্পনা করতে ভালবাসতো যে এস.এস. শরণার্থীদের সঙ্গে মিত্রশক্তি অযথাই খুব বেশী কঠোরতা অবলম্বন করেছে।

রোমে 'রক্তপুষ্প' নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা হাজার হাজার পলাতক এস.এস.কে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রোমের জার্মান বিশপ আলোয়া উদাল। এস.এস. হত্যাকারীদের লুকিয়ে রাখবার প্রধান জায়গা ছিলো রোমের ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টেরি। যতদিন না কাগজপত্তর ঠিকঠাক হয়ে উঠতো, ততদিন তাদের সেখানেই গোপনে রাখা হতো, তারপর তারা রওনা দিতো দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে চার্চের হস্তক্ষেপে রেডক্রস থেকে দেওয়া ছাড়পত্রেও এস.এস-রা ভ্রমণ করেছে, এবং সেই জাতীয় বহুক্ষেত্রেই টিকিট ভাড়াও দিয়ে দিয়েছে 'ক্যারিটাস' নামক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ওডেসার প্রথম কর্তব্য ছিলো এটাই, সহস্র সহস্র এস.এস. হত্যাকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া। যথেষ্ট কৃতকার্যও হয়েছিলো সে কাজে। কত হত্যাকারীকে যে তারা এরকমভাবে বিপন্মুক্ত করেছিলো তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও, নির্ভুল অনুমান হলো যে অন্তত আশী শতাংশ মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীদের তারা নিরাপত্তার মধুর শরণে রেখে এসেছিলো।

অর্থের অভাব ছিলো না ওডেসার। গণহত্যার স্ফীত তহবিল তাদের নামে স্যুইস ব্যাঙ্কে। ফোর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠা হলো, তখন তারা নিজেদের জন্যে পাঁচটা কর্তব্যের নতুন কর্মসূচী রাখলো।

প্রথমত নব জার্মানীর জনজীবনে প্রতিটি স্তরে প্রাক্তন নাৎসীদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এবং পঞ্চাশ দশকে নাৎসীরা অবিরল অসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করলো, আইনজীবীর ব্যবসায় ফিরে এলো, বিচারকের পদে এসে বসলো, পুলিসে ঢুকলো, স্থানীয় প্রশাসনে বা ডাক্তারদের সার্জারিতেও এলো। যতই নীচু পদ হোক, সেখান থেকেও তারা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করে চলতো। কারো বিরুদ্ধে তদন্ত তল্লাশী বা গ্রেপ্তারের প্রশ্ন উঠলে নিপুণভাবে তা ঠেকিয়ে রাখতো এবং বিশেষ করে প্রত্যেকেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে কোন সদস্যের (নিজেদের ওরা 'কামেরাড' বলে সম্বোধন করে) বিরুদ্ধে কোন অনুসন্ধান বা অভিযুক্তির পালা শুরু হলে সেটাকে যতদুর সম্ভব শ্লথগতি বা নিরঙ্কুশ করে দেবার প্রচেষ্টায় রত হতো।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে গিয়ে কোন রকমে লিপ্ত হওয়া। উঁচুমহলগুলো এড়িয়ে, প্রাক্তন নাৎসীরা সরকারী দলের একেবারে নিম্নস্তরে গিয়ে যোগ

দিলো ওয়ার্ড বা কনস্টিট্যুয়েন্সিব পর্যায়ে। প্রাক্তন নাৎসী হলে যে বাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পাববে না, এমন কোন আইন নেই। অতএব, বাধা ছিলো না কিছু। অবাক কাণ্ড এই যে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত কোন লোক যে নাৎসী অপবাধীদেব অনুসন্ধান বা বিচাব নিয়ে পবম আগ্রহী, সে বিধানসভা বা বিধানপবিষদে কখনো নির্বাচিত হযনি—কেন্দ্রেও নয, প্রদেশেও নয। ব্যাপাবটা হয়তো নিছক কাকতালীয, কিন্তু তা তো মনে হয না। একজন বাজনীতিক তো খুব সহজ ভাষায এব ব্যাখ্যা দিযেছিলেন, বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা হলো স্রেফ অঙ্ক। ষাট লক্ষ মৃত ইহুদী ভোট দেয না, কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ প্রাক্তন নাৎসীবা ভোট দিতে পাবে এবং প্রতি নির্বাচনে দিযেও থাকে।'

দুটো কাজেবই উদ্দেশ্য ছিলো অত্যন্ত সবল ঃ প্রাক্তন নাৎসীদেব সম্পর্কে তদন্ত বা অভিযুক্তি হয ঘুমিযে দেওযা, নযতো ধীবগতি কবে দেওযা। এই ব্যাপাবে ওডেসাব সুহৃদ ছিলো লক্ষ লক্ষ সাধাবণ জার্মান মানুষেব মনেব বিবেকদংশন। অল্পবিস্তব সবাই ভাবতো আমবাও তো প্রকাবান্তবে দাযী, হযতো কিছু সাহায্য কবেছি, তা যত সামান্যই হোক, নইলে ঘটনাগুলো ঘটছে জেনেও তো [illegible] কবেছিলাম, সেটাও তো এক ধবনেব সহযোগ। বহুদিন, বহু বছব পবেও নাৎসী অপবাধগুলোব জোবদাব তদন্ত-টদন্তেব কথা শুনলে তাদেব অনীহা জাগতো, ভয —পাছে অনেক দূব দেশে কোন আদালতে যেখানে কোন নাৎসীব বিচাব হচ্ছে সেখানে হযতো নাম উঠবে অথচ এখন তো সে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কত গণ্যমান্য।

ওডেসাব তৃতীয কর্তব্য ছিলো যুদ্ধোত্তব জার্মানীতে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পেব অনুপ্রবেশ। পঞ্চাশেব গোডাব দিকে কিছু প্রাক্তন নাৎসীকে নিজেদেব ব্যবসা খুলে বসিযে দেওযা হযেছিলো, টাকা এসেছিলো জুবিখ তহবিল থেকে। পঞ্চাশ দশকেব প্রাবম্ভে ব্যবসাব বাজাব ছিলো তেজী, যে কোন সুব্যবস্থিত ব্যবসাই উন্নতি কবতে পাবতো। পঞ্চাশ এবং ষাট দশকেব অর্থনৈতিক ইন্দ্রজালেব ছোঁযায সেগুলো ফুলে-ফলে বিকশিত হযে হযে মস্ত বাণিজ্যগৃহে পবিণত হলো। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো লাভেব অঙ্ক থেকে বড বড কাগজে বিজ্ঞাপন-স্থান কিনে নিযে নাৎসী-অপবাধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোব মতামত প্রভাবান্বিত কবা বা যুদ্ধোত্তব জার্মানিতে যে সব এস এস -প্রশিক্ষিত প্রচাব-পুস্তিকা বেবতো সেগুলোকে চালানো, অথবা কিছু গোঁডা দক্ষিণপন্থী প্রকাশনা ভবন খুলে বাখা, এবং সর্বোপবি ছিলো দুঃস্থ কামেবাডদেব চাকবিবাকবি দেওযা।

চতুর্থ কর্তব্য ছিলো যদি কোন নাৎসীব অভিযুক্তি কোনমতে বোধ না কবা যায, তবে বিচাবচলাকালীন সময়ে তাব পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আইনজীবী নিযোগ কবা। পবেব দিকে তাবা অবশ্য চমৎকাব ফন্দী বাব কবেছিলো, প্রথমদিকে খুব সুদক্ষ এবং দামী উকিল নিযুক্ত কবতো আসামী পক্ষে, তাবপব কযেকটা শুনানিব পব জানিযে দিতো যে উকিলকে দেওযাব মতো টাকা নেই, তখন আদালত থেকে আইন অনুসাবে সেই উকিলকেই আসামী পক্ষে কৌঁসুলি নিযুক্ত কবা হতো। পঞ্চাশ দশকেব গোডায এবং মাঝখানে যখন লাখ লাখ জার্মান যুদ্ধবন্দী বাশিযা থেকে দেশে ফিবে এসেছিলো তখন অ্যামনেস্টি বহির্ভূত এস এস অপবাধীদেব বেছে বেছে ফ্রিযেডল্যাণ্ড শিবিবে নিযে বাখা হযেছিলো। সেখানে শিবিবে তাদেব মধ্যে সুন্দবীদেব ছেডে দেওযা হযেছিলো, যাদেব প্রত্যেকেবই হাতে একটা কবে ছোট্ট সাদা কার্ড। সেগুলোতে লেখা ছিলো আসামীদেব প্রত্যেকেব জন্যে নির্বাচিত উকিলেব নাম।

পঞ্চম কর্মসূচী ছিলো প্রচার। নানারকম তার ধরন। দক্ষিণপন্থী পুস্তিকা বিতরণে উৎসাহ জোগানো থেকে শুরু করে 'স্ট্যাট্যুট অব লিমিটেশনস'-এর অন্তিম অনুমোদনের সপক্ষে জনমত তৈরি করা পর্যন্ত। শেষের কাজটা করতে পারলে নাৎসীরা আইনের চোখে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে, অপরাধগুলোর বিচার করবার সময়সীমা শেষ, সব তামাদি। আজকের জার্মানদের বোঝানো প্রবল চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে মৃত ইহুদী বা রাশিয়ান বা পোল বা অন্যান্যদের সংখ্যা মিত্রশক্তি ব্যবহৃত সংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র— ইহুদী মরেছে মোটে এক লাখ, এটাই বলা হয়ে থাকে। একথাও প্রচার করা হয় যে পশ্চিমী দুনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ হচ্ছে সেটাই তো প্রমাণিত করে যে হিটলারই ঠিক ছিলেন।

তবে ওডেসা প্রচারযন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো আজকের পশ্চিম জার্মানীর ছ কোটি জার্মানকে বোঝানো (বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে) যে এস এস রাও ওয়েরম্যাখটের মতোই দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং প্রাক্তন কামেরাডদের মধ্যে ঐক্যসূত্র বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটাই হলো ওদের সবচেয়ে অদ্ভুত পরিকল্পনা, অত্যন্ত কূট।

যুদ্ধের সময় ওয়েরম্যাখট কখনো এস এস.-দের সঙ্গে মাখামাখি করতো না, দূরে দূরেই থাকতো বরং। এস.এস.-দের সম্বন্ধে তাদের ছিলো যথেষ্ট বিরূপ মনোভাব, আবার এস এস.-এরাও ওয়েরম্যাখটের সঙ্গে ঘৃণিত ব্যবহার করতো। লক্ষ লক্ষ ওয়েরম্যাখটকে ওরা হয় মৃত্যু গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিলো নয়তো রাশিয়ানদের কারাগারে, শুধু যাতে এস এস.রা নিজেদের সুবিধা করে নিতে পারে। কাজেই কি করে জার্মান আর্মি, নেভি বা ওয়ারফোর্সের লোকেরা এস.এস.-দের কামেরাড বলে গণ্য করতে পারে? বা তাদের তদন্ত বা বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে? অথচ, সেরকমই ঘটেছিলো, ওডেসার সেই সাফল্যের তুলনা নেই।

মোট কথা হলো যে, এস.এস. ঘাতকদের পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা যাতে সার্থক না হয় ওডেসার সেই চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। সাফল্য লাভের কারণ তাদের সাংগঠনিক দৃঢ়তা, প্রয়োজনবোধে নিজেদের লোকদের ওপরেও নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মিত্রশক্তির কিছু ভুলভ্রান্তি, ঠাণ্ডা লড়াই, এবং জার্মানজাতের অদ্ভুত মানসিকতা যার ফলে সামরিক কর্ম বা অন্যান্য যে কোন বিশিষ্ট কর্তব্যে যথা যুদ্ধোত্তর জার্মানীর পুনর্গঠনে তারা প্রচণ্ড সাহসের অধিকারী হয়, কিন্তু নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তারা সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে কাপুরুষ হয়ে যায়।

সিমন উইজেনথাল তাঁর বিবরণ শেষ করতেই মিলার নোটবই নামিয়ে রাখলো। অনেক লিখেছে সে। চেয়ারে একটু ঠেস দিয়ে বসে বললো, "বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না আমার।"

"খুব কম জার্মানেরই আছে," উইজেনথাল বললেন, "ওডেসার নাম শুনেছেই বা কজন? জার্মানীতে তো ওই নাম নেওয়াই হয় না। যেমন মার্কিনী পাতালরাজ্যের কিছু কিছু লোক মাফিয়া বলে যে কিছু আছে সেই কথা স্বীকার করতে চায় না, তেমনি যে কোন প্রাক্তন এস এস. ওডেসার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে। নামটা অবশ্য এখন আগের মতো ব্যবহারও হয় না। এখন শুধু বলা হয় 'দি কমরেডশিপ', যেমন আমেরিকায় মাফিয়াদের এখন বলা হয় 'কোসা নস্ত্রা'। কিন্তু নামে কি এসে যায়? ওডেসা এখনো আছে, এবং থাকবেও—যতদিন পূর্বতন কোন এস.এস. অপরাধী বেঁচে আছে।"

"এদেব বিকদ্ধেই কি আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে?" মিলাব শুধলো।

"নিশ্চযই, কোন সন্দেহ নেই। বাড গোটেসবার্গে আপনাকে যে হুঁশিযাবি দেওযা হয়েছিলো সেটা ওদেবই কর্ম। সাবধানে থাকবেন, এবা বিপজ্জনক।"

মিলাবেব মন কিন্তু তখন অন্য কোথাও। আচ্ছা, বশম্যান যখন ১৯৫৫ তে উধাও হয়ে গেলো, আপনি যে বললেন নতুন পাসপোর্টেব দবকাব হয়েছিলো তাব?"

"নিশ্চযই।"

'কেন পাসপোর্ট কেন?'

চেযাবে পিঠ এলিয়ে দিযে সিমন উইজেনথাল বললেন 'আপনাব বিভ্রান্তিব কাবণটা আমি বুঝতে পাবছি। দাঁড়ান, আমি আপনাকে বলছি। যুদ্দেব পব জার্মানী এবং অষ্ট্রিযায হাজাব হাজাব লোক পথে পথে ঘুবে বেড়াচ্ছিলো, কোনবকম সনাক্তপত্র তাদেব ছিলো না। কেউ কেউ হযতো সত্যিই সেগুলো খুইযেছিলো, আবাব কেউ বা সেগুলো কোন কাবণবশত ছুড়ে ফেলে দিযেছিলো। নতুন কবে বানাতে গেলে জন্মপত্রিকাব দবকাব হতো, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক তখন চলে এসেছে জামনীব সেই অঞ্চল থেকে যা বাশিযানদেব অধীনে চলে গেছে। অতএব কে বলবে দবখাস্তকাবী সত্যি সত্যি পূর্ব প্রুশিযাব সেই গণ্ড গ্রামে যা সে দাবি কবছে, সেখানে আদৌ জন্মেছিলো কি না? সে অঞ্চল তো লৌহযবনিকাব অনেক ভেতবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্ম খতিযানগুলো আবাব যে দালানে গচ্ছিত ছিলো সেই দালান কবে বোমাব ঘাযে ভেঙ্গে গেছে। সুতবাং পদ্ধতি খুব সহজ। শুধু দুটো সাক্ষীব দবকাব যাবা বলবে, হ্যা লোকটা তাব নাম যা বলছে আসলে সে তাই। বাস নতুন ব্যক্তিগত সনাক্তপত্র ইস্যু হযে যাবে। যুদ্ধবন্দীদেব কাছেও কোন কাগজপত্র থাকতো না। শিবিব থেকে ছাড়া পাবাব সময, মার্কিনবা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মুক্তিপত্র সই কবে দিযে দিতো তাকে তাতে লেখা থাকতো একজন কবপোবাল জোহান শুম্যান যদ্ধবন্দী শিবিব থেকে মুক্তি পেলো। সেই কাগজ নিযে সৈন্যটি চলে যেতো বেসামবিক কর্তৃপক্ষেব কাছে তাবা তখন ওই নামে সনাক্তপত্র লিখে দিতো। কিন্তু অনেক সমযেই লোকটা আদিতে মিত্রশক্তিব কর্তৃপক্ষেব কাছে নিজেব নাম ভাঁড়িযে অন্য নাম বলেছে। জোহান শুম্যান হযতো জোহান শুম্যান নয অন্য কেউ - কেউ তো পবখ কবে দেখেনি। লোকটা পেযে গেলো নতুন এক পবিচয। যুদ্ধেব অব্যবহিত পবে এবকমটাই চলছিলো। এস এস অপবাধীদেব অধিকাংশই তখন নতুন নাম পেযে গিযেছিলো এইভাবে। কিন্তু বশম্যানেব মতো ব্যক্তি যাব মিথ্যা পবিচযেব কথা এই সেদিন ১৯৫৫ তে চাউব হযে গিযেছিলো তাব। বলা কি হবে? সে তো আব কর্তৃপক্ষেব কাছে গিযে তখন বলতে পাবে না যে আমি যদ্ধেব সময কাগজপত্রেব হাবিযে বসে আছি তাবা তাহলে জিজ্ঞেস কববে দশ বছব ধবে কি কবছিলে কোন নামে চালাচ্ছিলে? অতএব, তাব প্রযোজন একটা পাসপোর্টেব

"এই পর্যন্ত তো বুঝলাম মিলাব বললো কিন্তু পাসপোর্ট কেন? ড্রাইভিং লাইসেন্স নয কেন বা একটা সনাক্তপত্র?

"কাবণ গণবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবাব কিছুদিন পবেই জার্মান কর্তৃপক্ষ বুঝতে পাবলো বহু লোক হযতো কযেক হজাব মিথ্যা পবিচযে ঘুবে বেড়াচ্ছে তাবা তখন ভেবে দেখলো যে ভালো কবে পবীক্ষা টবীক্ষা কবে তদন্ত কবে, একটা পাকা পবিচযপত্র যদি একবাব দেওযা যায তাহলে সেটাব ভিত্তিতে অন্যগুলো দিতে কোন অসুবিধা নেই। পাসপোর্টেব পবিকল্পনা হলো এইভাবে।

জার্মানীতে পাসপোর্ট বের করতে হলে, আগে আপনাকে জন্মপত্রিকা পেশ করতে হবে, কতক গুলো পরিচিত ব্যক্তির নাম দিতে হবে, আরো কতক দলিলপত্র। সবগুলো পরখ টিবখ করে তবে পাসপোর্ট দেয়।...অন্যদিকে আপনার যদি একবার পাসপোর্ট হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে যা খুশি তাই পেতে পারেন। আমলাতন্ত্রের মজাই তো এই। পাসপোর্টটা দেখলেই অফিসের বাবুটি ভাববেন যে আগেকার আমলারা যখন সব পরীক্ষাটরীক্ষা করে পাসপোর্ট ইসু করেছিলেন, তখন সব ঠিক আছে, আবার নতুন করে পরখ করার দরকার নেই। নতুন পাসপোর্ট হাতে আসামাত্র রশম্যান নিশ্চযই বাকি সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো—ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড। এখনকার জার্মানীতে সবরকম দলিলপত্র অনায়াসে পাবার মন্ত্র হচ্ছে আপনার পাসপোর্টখানা।''

''কিন্তু পাসপোর্টটা ওর আসবে কোত্থেকে?''

''ওডেসা থেকে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে কোন জালিয়াত আছে যে বানিয়ে দেয়।'' হের উইজেনথালের স্বর শুনে মনে হলো তাঁর কোনই সন্দেহ নেই এই বিষয়ে।

মিলার খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললো, ''আচ্ছা, পাসপোর্ট জাল করে যে লোকটা, তাকে যদি কোনমতে খুঁজে বার করা যায়, তাহলে তো রশম্যানের এখনকার পরিচয় জানা যাবে।''

উইজেনথাল কাঁধ ঝাঁকালেন। ''যেতে পারে, কিন্তু সে তো বহু দূরের পাল্লা। আর তা করতে হলে, ওডেসার ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হবে। এস.এস. না হলে তো তা হবে না।''

''তাহলে? অতঃ কিম?''

''এক কাজ করতে পারেন, রিগা ক্যাম্প থেকে যদি কেউ ফিরে এসে থাকে তাকে ধরতে পারেন। জানি না আপনাকে সে সাহায্য করতে পারবে কি না, তবে গররাজি হবে না। আমরা সবাই তো রশম্যানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।. দাঁড়ান-''

ডেস্কের ওপরে রাখা ডায়রিটার পাতা উলটে গেলেন।

''অলি আডলার নামে একটা মেয়ের কথা লেখা আছে দেখুন। রশম্যানের সঙ্গে ছিলো সে যুদ্ধের সময়। ম্যুনিখের মেয়ে, হযতো বেঁচে ফিরে এসেছে দেশে।''

মিলার জিজ্ঞেস করলো, ''এসে থাকলে কোথায় নাম রেজিস্ট্রি করবে?''

''ইহুদী কম্যুনিটি সেন্টারে। এখনো আছে সেটা। ম্যুনিখের ইহুদী সম্প্রদায়ের যাবতীয় ঠিকুজি রয়েছে সেখানে, মানে যুদ্ধের সময় থেকে। বাকি সব ধ্বংস হয়ে গেছে।. সেখানে চেষ্টা করতে পারেন।''

''ঠিকানার খাতাটা ওলটাতে ওলটাতে সিমন উইজেনথাল বললেন, ''হ্যাঁ, এই যে লিখে নিন।.. রাইখেনবাখ স্ট্রাস, ২৭ নম্বর ম্যুনিখ।''

মিলার ঠিকানাটা লিখে নেওয়ার পর উইজেনথাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ''সলোমন টউবেরের ডায়রিটা বোধ হয ফেরত চান?''

''হ্যাঁ, নিয়ে যেতে চাই।''

''ইস! রাখতে পারলে হতো। কি অদ্ভুত ডায়রি।''

উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা পর্যন্ত মিলারের সঙ্গে সঙ্গে এলেন, ''আচ্ছা, গুড লাক, জানাবেন কদ্দূর কি হয়।''

সে রাতে মিলার গোল্ডেন ড্রাগনে গিয়ে ডিনার খেলো। বনেদী হোটেল, সেই ১৫৬৬ সাল থেকে চলছে। মনে সন্দেহ জাগে রিগা-প্রত্যাগত কাউকে পাবে কিনা, পেলেও বশম্যানের অনুসন্ধান কতখানি সাহায্য করতে পারবে তাতে কি নিশ্চয়তা! তবু চেষ্টা করতে হবে, আশা বলে কথা।

পরদিন সকালে ম্যুনিখের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো।

দশ

ম্যুনিখে এসে পৌঁছালো ৮ই জানুয়ারির মাঝসকালে। শহরে ঢোকার মুখে খবরের কাগজের দোকান থেকে ম্যুনিখের রাস্তার একটা ম্যাপ কিনে নিয়েছিলো। সেই ম্যাপ দেখে দেখে অনায়াসে ২৭ নম্বর রাইখেনবাখ স্ট্রাসে এসে পৌঁছুলো। গাড়ি রেখে ইহুদী কম্যুনিটি সেন্টারের দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। পাঁচতলা বাড়ি, সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। নীচতলার বাইরেটা শুধু সিমেন্টের পলেস্তারা লাগানো, কোনরকম চুনকাম বা রঙ ফেরানো নেই। দালানের ওপরে লাল টালির ছাদ, পাঁচতলায় সারিসারি জানলা। নীচতলার বাঁ প্রান্তে কাঁচের ডবল দরজা।...দালানের ভেতরে নীচতলায় আছে একটা সনাতনী ইহুদী গোস্ত-কাবাবের দোকান, ম্যুনিখ শহরে এ ধরনের 'কোশের রেস্তোরাঁ' আর দ্বিতীয়টি নেই। দোতলায় আবাসী বৃদ্ধদের আড্ডাখানা, তিনতলায় অফিস আব দপ্তর, চারতলা আর পাঁচতলায়, অতিথি-আলয় আর যারা এখানে থাকে সেই অসহায় বৃদ্ধদেব শয়নকক্ষ। পেছনদিকে আছে একটা সিনাগগ।

গোটা দালানটা ১৫ই ফেব্রুয়ারি একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ছাদ থেকে পেট্রোল-বোমা ফেলা হয়েছিলো। ধোঁয়াতে দম বন্ধ হয়ে সাতজন মারা গিয়েছিলো। সিনাগগে স্বস্তিকা-চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিলো।...

তিনতলায় উঠে মিলার এনকোয়ারি-ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অপেক্ষা করতে করতে ঘরের চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখে। সার সার বই, সব ঝকঝকে নতুন। পুরনো লাইব্রেরি তো সেই কবে নাৎসীরা পুড়িয়ে ফেলেছে। লাইব্রেরির তাকগুলোর মাঝখানে, দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে, ইহুদী সম্প্রদায়ের গুরু ও যাজকদের ছবি ঝুলছে। ঘন দাড়ি-গোঁফের ওপর দিয়ে তাঁদের চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ফ্রেমের মধ্যে থেকে। চেহারাগুলো ঠিক পাঠ্যবইয়ে ছাপা ধর্মগুরুদের ছবির মতো। কারো কারো কপালে আবার কবচ বাঁধা, সকলেবই মাথায় হ্যাট।

একটা তাক ভর্তি খবরের কাগজ, কিছু জার্মান বাকি সব হিব্রু। ইস্রায়েল থেকে আসে বলেই মনে হলো। একটা বেঁটেখাটো কালচে চামড়ার মানুষ একটা হিব্রু কাগজের প্রথম পাতাটা পরম মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলো।..

''আপনার জন্যে কিছু করতে পারি?''

প্রশ্নটা শুনেই চোখ ফিরিয়ে মিলার তাকালো এনকোয়ারি-ডেস্কের দিকে। এতক্ষণ যে আসনটা খালি ছিলো, সেখানে এখন এসে বসেছে একটি চল্লিশোর্ধ্বা মহিলা, ঘন কালো চোখের তারা তার। চোখের ওপরে ক্ষণেক্ষণেই তার একগোছা চুল এসে পড়ে, মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে সেটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দেয়।

মিলার তার অনুরোধটা জানালো ঃ অলি অ্যাডলার কি যুদ্ধে পরে ম্যুনিখে ফিরেছিলো, তার কোন খোঁজখবর পাওয়া কি সম্ভব?

"কোত্থেকে তার ফেরার কথা?" জিজ্ঞাসা করলো মহিলা।

"ম্যাগডেবুর্গ থেকে। তার আগে স্টুটহফ, তার আগে রিগা।"

"ওমা, রিগা।" স্ত্রীলোকটি যেন আর্তধ্বনি করে উঠলো। "না, রিগা থেকে ফিরেছে এমন কারো নাম আমাদের তালিকায় আছে বলে মনে হয় না। তারা সবাই উবে গেছে জানেন তো। তবু আমি দেখছি, দাঁড়ান।"

পেছনের ঘরে চলে গেলো। মিলার ওখান থেকেই দেখতে পেলো যে নামের সূচী খুঁজে খুঁজে দেখছে সে। এমন কিছু বড় তালিকা নয়, পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলো। বললো, "নাঃ, পেলাম না। এ নামের কেউ নেই।"

"ওঃ।" মিলার বললো, "কি আর করা যাবে তাহলে। আচ্ছা, দুঃখিত, শুধু-শুধু আপনাকে হয়রান করলাম।"

"না না, তাতে কি। আপনি এক কাজ করুন বরং," মহিলা জানায় "আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সংঘে খোঁজ নিন, নিরুদ্দিষ্ট লোকদের খোঁজখবর নেওয়া আসলে ওদেরই কাজ, গোটা জার্মানীর সব জায়গার লোকদের তালিকা আছে ওদের কাছে, আর আমাদের কাছে তো আছে শুধু যারা ম্যুনিখ থেকে চলে গিয়েছিলো, পরে ফিরে এসেছে।"

"কোথায় সেটা?" মিলার প্রশ্ন করে।

"আরোলসেন ইন ওয়ালডেকে। হ্যানোভারের ঠিক বাইরে লোয়ার স্যাক্সনিতে। রেডক্রশ থেকে চালানো হয়।"

মিলার একমুহূর্ত ভাবলো

"আচ্ছা, ম্যুনিখে কি এমন কেউই আসেনি যে রিগাতে ছিলো? আমি আসলে তখনকার কমাণ্ড্যান্টের কিছু খোঁজখবরের চেষ্টা করছি।"

ঘরে নীরবতা ছেয়ে গেলো মিলার বুঝতে পারে খবরের কাগজ পড়ছিলো যে লোকটা সে চোখ তুলে তার দিকে তাকালো। স্ত্রীলোকটিও যেন দমে গেলো।

"থাকতে পারে, বলতে পারছি না। যুদ্ধের আগে, এখানে এই ম্যুনিখে প্রায় ২৫,০০০ ইহুদী ছিলো। মাত্র তার দশভাগের একভাগ ফিরে এসেছিলো। এখন আবার আমাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার অর্ধেকই ১৯৪৫ এর পরে জাত। রিগাতে ছিলো এমন কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাহলে আমাকে আবার প্রথম থেকে পুরো তালিকা দেখতে হবে, যারা ফিরে এসেছে তাদের সবারের নামধাম প্রত্যেকের নামে নামে তাদের শিবিরগুলোর নামও তো দেওয়া আছে। কাল আসতে পারবেন আপনি?"

মিলার উত্তর দিতে দেরি করে। বুনো হাঁসের পেছনে অনর্থক ছোটাছুটি করে বোধহয় লাভ নেই। তবু বলে, "বেশ, কাল আসবো আমি। ধন্যবাদ।"

রাস্তায় বেরিয়ে পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি খুঁজছিলো, পেছনে শুনলো কার পদশব্দ।

মাপ করবেন

ঘুরে তাকায় মিলার। ওহো, সেই লোকটা যে খবরের কাগজ পড়ছিলো।

"আপনি, শুনলাম রিগার খোঁজখবর নিচ্ছেন সেখানকার কমাণ্ড্যাণ্টের? কার সম্বন্ধে— ক্যাপ্টেন রশম্যান কি?"

"হ্যাঁ তাই," মিলার বললো, ". কেন?"

"আমি রিগাতে ছিলাম, রশম্যানকেও চিনি। হয়তো আমি আপনার কাজে আসতে পারি।"

লোকটা বেঁটে মতোন, গিটপাকানো চেহারা। বয়স প্রায় মধ্যচল্লিশ, চকচকে বোতামের মতো বাদামী চোখ। তাকে দেখে মনে হয় যেন ভিজে চড়ুইয়ের মতো বিপর্যস্ত।

বললো "আমার নাম মর্ডেচাই, কিন্তু লোকে ডাকে মোট্টি বলে। .আসুন না, কফি খেতে খেতে একটু আলোচনা করা যাক।"

কাছাকাছি একটা কফিখানা এসে ওরা ঢুকলো। সঙ্গীটির অনর্গল বকবকমে মিলার গলে যায়। গোটা কাহিনী তাকে বলে, আলটনার গলি থেকে আরম্ভ করে ম্যুনিখের কম্যুনিটি সেণ্টার পর্যন্ত সমস্ত। লোকটা নীরবে শুনে যায় শুধু, মাঝেমাঝে কখনো কখনো ঘাড়ফাড় নাড়ায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই, কথাটিও বলে না।

মিলারের কথা শেষ হলে তখন বললো, "বাব্বাঃ! অভিযান বটে একখানা। কিন্তু আপনি জার্মান হয়ে রশম্যানকে কেন খুঁজে বের করতে চান?"

"কিছু এসে যায় তাতে? দেখুন মশাই এই প্রশ্নটা এতবার আমাকে করা হয়েছে যে এখন এটা আমার স্নায়ুর ওপরে গিয়ে উঠবে। কয়েক বছর আগে যেসব কাণ্ড হয়েছিলো তাতে কি কে . জার্মান রাগও করতে পারে না?"

শূন্যে হাতফাত ছুঁড়লো মোট্টি। "না তা নয়, তবে একটু অসাধারণ। যাকগে রশম্যান যে ১৯৫৫ তে আবার গায়েব হয়ে গেলো, তা আপনার কি ধারণা তার ঝুটা পাসপোর্ট ওডেসা বানিয়ে দিয়েছিলো?"

"তাই তো আমাকে বলা হলো," মিলার বললো, "আর শুনলাম সেইসব কাগজ জাল হয় কোথায় সে খবর নাকি ওডেসার ভেতরে না ঢুকলে জানা যাবে না।"

জার্মান যুবকটির দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মোট্টি। অবশেষে বলে, "কোন হোটেলে উঠেছেন আপনি?"

কোন হোটেলে ওঠেনি এখনো, বিকেল তো গড়ায়নি। তবে গতবার এসে একটা হোটেলে উঠেছিলো, সেখানে খোঁজ করবে ভাবছে। মোট্টির অনুরোধে কফিখানার টেলিফোন থেকে সেই হোটেলে খবর করলো টেবিলে ফিরে এসে দেখে মোট্টি চলে গেছে। কফির কাপের তলায় একটা ছোট্ট চিঠি চাপা দিয়ে রেখে গেছে। পড়ে দেখলো লেখা আছে ঃ 'ঘর পান কি না পান, ওই হোটেলের লাউঞ্জে আজ রাত আটটার সময় থাকবেন।'

কফির দাম চুকিয়ে মিলার বেরিয়ে এলো।

সেই বিকেলেই ওয়েরউলফ তার ওকালতী সেরেস্তায় বসে বন থেকে পাঠানো তার সতীর্থের বার্তাটা আরেকবার পড়েছিলো। সতীর্থ হলো সেই লোকটি যে এক সপ্তাহ আগে ডাঃ শ্মিড্‌ট নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো মিলারের কাছে।

বার্তাটি এসেছিলো পাঁচদিন আগে কিন্তু ওয়েরউলফ স্বভাবতই খুব সাবধানী, তাই অপেক্ষা করেছিলো এই কয়েকদিন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আবার বিবেচনা করে দেখতে চেয়েছিলো।

গত নভেম্বরে মাদ্রিদে তার উর্ধ্বতন কর্তা জেনারেল গ্লুকস শেষ কটি কথা তাকে বলে গিয়েছিলো তাতে তার সিদ্ধান্ত নেবার বিশেষ স্বাধীনতা তার রইলো কই? তবু অধিকাংশ কলমবাজের মতো তারও সেই স্বভাব —অবধারিতকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা যাক তাড়া কিসের? শেষ আদেশের ভাষা ছিলো– 'স্থায়ী সমাধান তার অর্থ অতি পরিষ্কার সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ শ্মিড্টের পাঠানো বিবরণের ভাষাও অত্যন্ত স্পষ্ট, অন্য কোন প্রশ্নই জাগে না। সেই বার্তার ভাষা অনুসারে ' রবকটি ভীষণ জেদী, একরোখা, হয়তো তেমনি গোঁয়ার ওই বিশেষ কামেরাডটির প্রতি অর্থাৎ এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপরে তার ভয়ানক আক্রোশ—প্রায় ব্যক্তিগত ক্রোধ, কিন্তু কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। যুক্তি শুনতে চায় না মোটেই, নিজের ক্ষতি হলেও পরোয়া নেই '

ডাক্তারের বক্তব্য আরো একবার পড়ে দেখে ওয়েরউলফ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোন তুলে নেয়। সেক্রেটারি হিলডার কাছ থেকে বাইরের লাইন চেয়ে নিয়ে ডুসেলডর্ফের নম্বর ঘোরায়।

কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে শুধু কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'হ্যাঁ।''

ওয়েরউলফ বলে "হের ম্যাকেনসেনের জন্যে ফোন।"

প্রশ্ন হলো, 'কে চায় তাকে?'

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওয়েরউলফ তার পরিচয় সঙ্কেতের প্রথমাংশ জানিয়ে দিলো "মহান ফ্রেডরিকের চেয়ে বড় ?"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, 'বার্বারোসা'।' সামান্য বিরতি দিয়ে কণ্ঠস্বরটি বলে উঠলো, ' আমিই ম্যাকেনসেন।"

"ওয়েরউলফ " ওডেসার নেতা জানালো। ছুটি শেষ হয়ে গেলে দোষ নয়। কাজ করবার আছে কাল সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে।

"কখন?"

"দশটায় এসো। আমার সেক্রেটারিকে বোলো যে তোমার নাম কেলার, ওই নামে কারো সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আগেই লেখা থাকবে।" ফোন নামিয়ে রাখলো ওয়েরউলফ।

ডুসেলডর্ফে তার ফ্ল্যাটবাড়িতে ফোন রেখে দিয়ে ম্যাকেনসেন উঠে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিশাল দৈত্যের মতো চেহারা, আগে এস এস এর ডাসরাইখ ডিভিসনের সার্জেন্ট ছিলো তুলে এবং লিমোগেতে সেই ১৯৪৪ সালে, ফরাসী বন্দীদের ধরে ধরে ফাঁসিতে লটকিয়ে মানুষ খুনে হাত পাকিয়েছিলো।

যুদ্ধের পর ওডেসার হয়ে ট্রাক চালিয়ে মানুষ নিয়ে যেতো জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইতালির দক্ষিণ তাইরলে। ১৯৪৬ সালে একবার এক মার্কিনী রক্ষীগাড়ি সন্দেহবশে তার গাড়ি থামায়। তখন সে একা জীপের চারজন আরোহীকে খতম করে, দুজনকে তো শুধু খালি হাতে। তারপর থেকেই ও ফেরারী। তারপর ওডেসা থেকে তাদের উঁচুমহলের কর্তাব্যক্তিদের জন্যে ওকে শরীররক্ষী নিযুক্ত করা হলো। মুখে মুখে তার ডাকনাম ছড়িয়ে গেলো ম্যাক চাকু। অদ্ভুত কোনদিন ও চাকু চালায়নি, তার লোহার মতো হাত দুটোই যথেষ্ট শিকারের ঘাড় ভেঙে ফেলতে বা টুঁটি টিপে মারতে।

কর্মকর্তারা ধীরে ধীরে বেজায় খুশী হয়ে উঠলো, ম্যাক থাকতে ভয় কি! মধ্যপঞ্চাশে ওডেসার

প্রধান-ঘাতক হয়ে দাঁড়ালো সে। বাইরের লোকই হোক বা ভেতরের কোন অন্তর্ঘাতীই হোক, ম্যাক নিঃশব্দে বিনা বিচারে কাজ সেরে দিতো। ১৯৬৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত এই ধরনের অন্তত বারোটা কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছিলো।

কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় আহ্বান এলো। আপ্যায়নের কেরানীটি ফোন ধরেছিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আবাসিকদের লাউঞ্জের দিকে, যেখানে মিলার বসে বসে টেলিভিশন দেখছিলো।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো মিলার।

"হের মিলার? আমি মোট্টি কথা বলছি। আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। মানে, আমার কিছু বন্ধু আছে যারা পারবে। দেখা করবেন তাদের সঙ্গে?"

মিলার অপ্রসন্ন হয়, এত ষড়যন্ত্র কৌশল-টৌশল মোটেই ভালো লাগে না তার। তবু বললো,"আমাকে যে সাহায্য করতে পারবে তার সঙ্গেই দেখা করতে রাজী আছি।"

"বেশ। তাহলে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে শিলার স্ট্রাস ধরে আসুন। দুটো দালান পেরিয়ে ওই ধারেই দেখবেন একটা কফি-কেকের দোকান—নাম লিণ্ডম্যান। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কখন, এখুনি?" মিলার শুধালো।

"হ্যাঁ, এক্ষুনি। আপনার হোটেলেই আসতাম আমি কিন্তু সঙ্গে বন্ধুবান্ধবেরা রয়েছে। এক্ষুনি চলে আসুন।"

ফোন বন্ধ হয়ে গেলো। মিলার তার কোট তুলে নিয়ে হোটেলের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। বাঁ দিকের রাস্তায় পড়ে ফুটপাত ধরে চলে। হোটেল থেকে অল্প খানিকটা আসতেই পেছন থেকে হঠাৎ শক্ত মতো কি একটা এসে তার বুকের খাঁচায় ধাক্কা মারে। একটা গাড়ি এসে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়ায়। কানের কাছে ফিসফিসয়ে কে বলে ওঠে, "পেছনের সীটে গিয়ে বসুন, হের মিলার।"

হুট করে গাড়ির দরজা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লোকটা আবার খোঁচা মারে মিলারের বুকে। পিছলে সরে গিয়ে মাথা নামিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো মিলার। সামনে শুধু চালক বসে আছে। পেছনের সীটে আরো একজন লোক ছিলো। সে সরে বসে মিলারের জন্যে জায়গা করে দেয়। বুঝতে পারে যে ফুটপাতে যে লোকটা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলো, সেও এসে এই গাড়িতে বসলো। সশব্দে দরজা বন্ধ হতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো।

মিলারের বুকে তখন হাপরের টান উঠেছে। গাড়ির লোক তিনটের দিকে তাকিয়ে দেখে কিন্তু কাউকেই চিনতে পারে না। তার ডান পাশের লোকটা বলে ওঠে, "চোখ বেঁধে দিচ্ছি আপনার, কোথায় যাচ্ছেন তা বুঝতে দিতে চাই না।"

হঠাৎ পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেলো মিলারের চোখে। বুঝতে পারলো মাথার ওপর দিয়ে নাক পর্যন্ত একটা কালো খোলা সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ড্রিসেন হোটেলের লোকটার ঠাণ্ডা সরীসৃপ চোখ দুটো মনে পড়ে যায়। অজান্তেই ভিয়েনার সেই সতর্কবাণীও মনে পড়ে, 'সাবধানে থাকবেন, ওডেসার লোকেরা বিপজ্জনক।' তারপর চকিতে মোট্টির মুখ ভেসে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবে, ওদেরই একজন কি করে ইহুদী কম্যুনিটি সেন্টারে গিয়ে হিব্রু কাগজ পড়ে।

পঁচিশ মিনিট ধরে গাড়ি চললো। তারপর গতি কমিয়ে ক্রমে থেমে গেলো। কতকগুলো গেট-টেট খোলার আওয়াজ হয়। আবার গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে থামলো। পেছনের সীট থেকে ওকে

সাবধানে নামিয়ে দেওয়া হয়। দুজন লোক দুধাব থেকে ওকে ধবে ধবে আঙিনা পাব কবিয়ে দেয়। মুহূর্তেব জন্যে মুখেব ওপব খোলা ঠাণ্ডা হাওযাব ঝাপটা লাগে কিন্তু পবমুহূর্তেই আবাব মিলিয়ে যায। পেছনেব একটা দবজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। ধবে ধবে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চললো বোধহয কোন ভূতলকক্ষে। কিন্তু বাতাস বেশ গবম, ওকে বসিয়ে দেওযা হলো যে চেয়াবে সেটাতেও নবম গদি।

শুনলো কে যেন বলছে, 'ব্যাণ্ডেজ খুলে দাও।' মাথা থেকে মোজাটাকে টেনে খুলে নেওযা হলো। দু-চাববাব চোখ পিটপিট কবে আলোতে দৃষ্টি সইয়ে নিলো মিলাব।

ঘবটা মাটিব নীচে তা বোঝা যায, কাবণ জানলাটানলা নেই। দেওযালে একটা উঁচু জাযগা থেকে এযাব-এক্সট্র্যাক্টবেব একটানা গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ আসছে। বেশ সুসজ্জিত কক্ষ, আবামদাযকও বটে। মনে হয সভা-টভা বসে এখানে, কাবণ ওদিককাব দেওযালেব কাছে একটা লম্বা টেবিল আব আটটা চেযাব সাজানো। বাকি অংশ খোলামেলা, পাচটা আবামকুর্শি শুধু এদিক-ওদিক ছড়ানো। মাঝখানটায একটা গোল কার্পেট আব একটা কফি টেবিল।

লম্বা টেবিলেব পাশে মোট্রি দাঁড়িযে ছিলো মুখে তাব শান্ত মৃদু হাসি, যেন ক্ষমা চাইবাব বিনীত ভঙ্গি। যে দুটো লোক ওকে নিয়ে এসেছিলো তাবা এব চেযাবেব দু হাতলেব ওপব বসেছে দুজনেই বেশ সবল সুপুষ্ট, মধ্যবযসী। ঠিক ওব সামনে, কফি-টেবিল ছাড়িয়ে, একটা চেযাবে বসে আছে চতুর্থ ব্যক্তি। মিলাব ভাবলো গাড়িচালক বোধহয ওপ্রবেই বযে গেছে বন্ধচ্ছন্ন কবাব জন্যে।

বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ ব্যক্তিই নেতা অনাযাস ভঙ্গীতে সে চেযাবে বসে আছে বযস মনে হয যাটেব কোঠায, একহাবা শুকনো চেহাবা গরুড়েব মতো নাক গাল দুটো তোবড়ানো কিন্তু চোখ দুটো দেখে অস্বস্তি জাগে মিলাবেব। গভীব গর্তে বসানো দুটো বাদামী চোখ কিন্তু কি উজ্জ্বল যেন দুটো তীক্ষ্ণ শাণিত ফলা একেবাবে উন্মত্ত খ্যাপাটে দৃষ্টি সেই লোকটিই প্রথমে নীববতা ভাঙলো

''সুস্বাগতম, হেব মিলাব আমাব বাড়িতে আপনাকে এমন অদ্ভুত উপাযে নিয়ে আসা হলো বলে ক্ষমা চাইছি। অবশ্য এব কাবণ হলো আমি যে প্রস্তাব কববো সেটাতে যদি আপনি বাজী হন, তবে আপনাকে আবাব আপনাব হোটেলে আমবা ফিবিয়ে দিয়ে আসবো জীবনে আব কোনদিন আমাদেব সাক্ষাৎ পাবেন না।'

মোট্রিব দিকে দেখিয়ে আবাব বলতে শুব কবলো, ''আমাব এই বন্ধুটি আমাকে জানিয়েছে যে কোনো কাবণে আপনি জনৈক এডুযার্ড বশম্যানেব অনুসন্ধান কবে বেড়াচ্ছেন। এবং ওব আবো কাছে আসবাব জন্যে আপনি ওডেসাব অভ্যন্তবেও ঢুকে পড়তে বাজী আছেন কিন্তু সবকম কিছু কবতে হলে আপনাব পক্ষে অন্যেব সাহায্য দবকাব। অনেক সাহায্য। তবে আপনাকে ওডেসাব ভেতবে ঢোকাতে পাবলে আমাদেবও কিছু লাভ আছে। সেইজন্যে আমবা হযতো আপনাকে সাহায্য কবতে পাবি। বুঝলেন কথাটা।

অবাক হযে তাকিয়ে তাকে মিলাব মানে, বলতে চান আপনাব ওডেসাব লোক নন।

আকাশে ভুরু তোলে লোকটা। 'সে কি। হায ঈশ্বব। আপনি যে দেখছি লাঠিব উল্টোদিকটা পাকড়ে বসে আছেন।

সামনে ঝুঁকে বাঁ হাতেব আস্তিন তুলে দেখায। কনুইযেব পাশে নীলচে উল্কি দিযে দগদগে একটা নম্বব খোদাই কবা।

সেটাব দিকে আঙুল দেখিযে বললো, ''অউসউইৎস।'' মিলাবেব দু পাশেব লোক দুটোকে দেখিযে জানালো, ''বুখেনওযাল্ড আব ডাচাউ।'' মোট্টিকে দেখিযে বলে ''বিগা ও ত্রেব্লিঙ্কা।''

আস্তিন নামিযে বললো, ''হেব মিলাব, কেউ কেউ ভাবে যে আমাদেব লোকদেব যাবা হত্যা কবেছে তাদেব বিচাব হওযাই উচিত। আমবা কিন্তু তাদেব সঙ্গে সহমত নই। যুদ্ধেব ঠিক পবে পবে আমি একজন ব্রিটিশ অফিসাবেব সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা থেকেই আমাব জীবনেব লক্ষ্য নির্দিষ্ট হযে গিযেছিলো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমাব জাতেব যাট লক্ষ লোককে যদি ওবা হত্যা কবতো তো আমিও কলোটিব স্তম্ভ বানিযে তুলতাম। কনসেনট্রেশন শিবিবে যাবা মবেছে তাদেব কবোটি দিযে নয, যাবা তাদেব সেখানে বেখেছিলো তাদেব।' সবল যুক্তি, হেব মিলাব, কিন্তু অকাট্য। আমি ও আমাব দলেব লোকেবা তখন, সেই ১৯৪৫ সালে মনস্থিব কবে ফেললাম যে জার্মানীব ভেতবেই থাকবো—উদ্দেশ্য আমাদেব একটিই প্রতিহিংসা, সবল নির্ভেজাল প্রতিহিংসা। আমবা তাদেব গ্রেপ্তাব কবি না, হেব মিলাব, আমবা তাদেব কীটেব মতো টিপে টিপে মাবি। আমাব নাম লিও।''

চাব ঘণ্টা ধবে মিলাবকে জেবা কবে তবে লিও সন্তুষ্ট হলো যে নাঃ, বিপোর্টাবটিব উদ্দেশ্য খাঁটি। অন্যাদেব মতো তাবও মনে প্রথমে খটকা লেগেছিলো। কিন্তু পবে মিলাবেব বক্তব্য শুনে ভেবে দেখলো যে হতেও পাবে, যুদ্ধেব সময এস এস এবা যেসব অমানুষিক কাণ্ড কবেছে তাতে ঘৃণা জাগা কিছু অস্বাভাবিক নয। মিলাবেব কথা শেষ হযে গেলে চেযাবে পিঠ এলিযে দিযে লিও তাকে অনেকক্ষণ ধবে লক্ষ্য কবে দেখলো। তাবপব একসমযে প্রশ্ন কবলো ''ওডেসাব ভেতবে ঢুকতে গেলে কতখানি বিপদেব ঝুঁকি নিতে হবে তা আপনি জানেন, হেব মিলাব?''

''অনুমান কবতে পাবি। তবে আমাব বযস যে অনেক কম''

''আপনাব নিজেব নামে এস এস সাজবাব কল্পনাও কববেন না। কাবণ প্রত্যেকটা ভূতপূর্ব এস এস -এব বিববণ আছে ওদেব কাছে এবং তাতে কোন পিটাব মিলাবেব উল্লেখও নেই। তাছাড়া অন্ততপক্ষে দশ বছব বযস বাড়িযে ফেলতে হবে আপনাকে। কবা যায অবশ্য তবে নতুন কবে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পবিচয আপনাকে নিতে হবে। এবং কাল্পনিক নয সত্যিকাবেব পবিচয, এমন একজন লোকেব পবিচয যাব অস্তিত্ব ছিলো এবং যে এস এস এব সদস্যই ছিলো কোনদিন। সেটা কবাতেই বীতিমতো গবেষণ কবতে হবে আমাদেব বহু পবিশ্রম এবং সময়ও লাগবে তাব পেছনে''

''কি মনে হয আপনাব? পাওযা যাবে তেমন কোন লোকেব সন্ধান?'' মিলাব শুধোয

লিও কাঁধ ঝাঁকায ''কে জানে। তাকে আবাব এমন একজন লোক হতে হবে যাব মৃত্যু সংবাদ যাচাই কবেও জানা যাবে না ওডেসা আপনজন বলে কাউকে স্বীকাব কবে নেবাব আগে তাব সম্বন্ধে সমস্ত বকম সম্ভাব্য তথ্য যাচাই কবে নেয। আপনাকে ওদেব সব পবীক্ষাগুলো ও পাস কবতে হবে। তাব মানে আপনাকে কোন প্রাক্তন এস এস এব সঙ্গে পাঁচ ছ সপ্তাহ কাটাতে হবে যে আপনাকে তাদেব লোকগাথা, কথা বলাব ধবন, বিশেষ সূত্রসংজ্ঞা বীতিপ্রকৃতি, সবকিছু শিখিযে দেবে। ভাগ্য ভালো এবকম একটা লোক আমাদেব জানা আছে।

মিলাব বিস্মিত হয। "সে কি। সে শেখাতে যাবে কেন?"

"যাব কথা ভাবছি সে এক অদ্ভুত লোক। সত্যিকাবেব এস এস ক্যাপ্টেন ছিলো, কিন্তু কৃতকর্মেব জন্যে অনুতপ্ত, অনুশোচনায তাব মন পুবে যাচ্ছিলো। পবে ওডেসায যোগ দিযেছিলো। অনেক ফেবাবী নাৎসীদেব খবব দিযে দিযেছিলো কর্তৃপক্ষকে। হযতো আবা দিতো কিন্তু ফাঁস হযে পডায ডুব মাবতে বাধা হলো। ভাগ্য ভালো, জানে বেঁচে গেছে এখন নতুন নাম নিযে বেবোথেব বাইবে একটা বাডিতে আছে।"

"আমাকে কি শিখতে হবে?"

"আপনাব নতুন পবিচয সম্বন্ধে সবকিছু। কোথায সে জন্মেছিলো, জন্মতাবিখ কত, কিভাবে এস এস এ এসে ঢুকেছিলো, প্রশিক্ষা পেযেছিলো কোথায, কোন্ কোন্ জাযগায কাজ কবেছিলো, তাব ইউনি কি, কম্যাণ্ডিং অফিসাব কে কে ছিলো, যুদ্ধেব পব থেকে তাদেব গোটা ইতিহাস, সমস্ত জানতে হবে। আপনাব সম্বন্ধে গ্যাবাণ্টি দেবে এমন একজন লোকেবও দবকাব হবে। সেটা সহজ হবে না। আপনাকে নিযে আমাদেব বহু পবিশ্রম এবং সময ব্যয কবতে হবে, হেব মিলাব। একবাব আপনি যদি ওদেব মধ্যে গিযে ঢোকেন, তবে আব পিছু হটা নেই।"

"আপনাদেব কি লাভ হবে এতে?" সন্দেহেব সুব জাগে মিলাবেব কণ্ঠে।

লিওঁ উঠে দাঁডায। কার্পেটেব ওপবে পাযচাবি কবতে থাকে। বলে "প্রতিহিংসা। আপনাব মতো আমবাও বশম্যানকে চাই। তবে আমবা আবো অনেক কিছু চাই জঘন্যতম এস এস ঘাতকেবা এখনো মিথ্যা পবিচযে আবামে দিন কাটাচ্ছে। তাদেব সেই নামগুলো চাই আমাদেব। সেইটাই আমাদেব লাভ। তাছাডাও আছে আবো কিছু। আমবা জানতে চাই ওডেসাব হযে জার্মান বৈজ্ঞানিকদেব কে মনোনীত কবে পাঠাচ্ছে ইজিপ্টে গিয নাসেবেব বকেট বানানোব জন্যে। আগেকাব লোকটা, ব্র্যাণ্ডনাব, চাকবি ছেডে তো গতবছব উধাও হযে গেছে তাব সহকাবী হাইনৎস ক্রণেব সঙ্গে আমবা মোকাবিলা কবে নেবাব পবেই। এখন নতুন একজন বযেছে।"

"খববগুলো শোনাচ্ছে যেন ইস্রাযেলি ইনটেলিজেন্সেব পক্ষে পবম প্রযোজনীয তথ্য," মিলাব বলে ওঠে। লিওঁ চতুব দৃষ্টি হানে তাব দিকে।

"বটেই তো," কেটে কেটে বলে, "মাঝেমধ্যে তাদেব সঙ্গে আমবা সহযোগিতা কবেও থাকি। অবশ্য তাব মানে এ নয যে তাবা আমাদেব মালিক।"

মিলাব জিজ্ঞেস কবলো, "ওডেসাব ভেতবে আপনাবা নিজেদেব লোক ঢোকাতে চেষ্টা কবেননি কখনো?"

"হ্যাঁ, কবেছি দুবাব কবেছিলাম।

"প্রথমজনকে দেখা গিযেছিলো খালেব জলে ভাসতে কোন আঙুলেব একটা নখও অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীযজনেব চিহ্নও খুঁজে পাওযা গেলো না। তব যেতে চান?"

প্রশ্নটা গ্রাহ্যই কবলো না মিলাব।

"কিন্তু আপনাদেব পদ্ধতি যদি এতই সুপটু হবে, তবে ওবা ধবা পডলো কেন

"ওবা দুজনেই ইহুদী ছিলো," সংক্ষেপে সাবতে চাইলো লিও, "হাত থেকে ওদেব কনসেনট্রেশন-শিবিবেব উল্কি তুলে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা কবেছিলাম কিন্তু দাগ থেকেই গিযেছিলো তাছাডা দুজনেবই সুন্নত কবা ছিলো। সেইজন্যেই মোট্টি যখন আমাকে জানালো যে একজন খাঁটি জার্মান

আর্য এস এস এব বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চায, আগ্রহ জাগলো আমাব। আচ্ছা আপনাব তো সুন্নত কবা নেই, না?"

"কেন? তাতে কিছু এসে যায," মিলাব শুধালো।

"হ্যাঁ, যায বৈকি। তা যদি কবা থাকে তবে যে আপনি ইহুদী হবেনই এমন কোন কথা নেই। বহু জার্মানিও তো সুন্নত কবিযে তাকে। তবে না যদি থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায আপনি ইহুদী নন।"

"না, নেই আমাব," মিলাব ছোট্ট কবে উত্তব দেয।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো লিও। "বাঁচালেন। এবাবে হযতো আমবা সফল হতে পাবি।"

মধ্যবাত্রি অনেকক্ষণ পেবিযে গেছে। লিওঁ তাব ঘড়িতে চোখ বুলালো।

"খেযেছেন আপনি?" মিলাবকে জিজ্ঞেস কবলো সে।

সাংবাদিকটি শুধু মাথা নাড়লো।

"মোট্টি, অতিথিব জন্যে কিছু খাবাব।"

হাসতে হাসতে মোট্টি ঘবেব দবজা দিযে বাড়িব ওপব দিকে চলে গেলো।

"দেখুন আজ বাত্রে আপনাকে এখানেই থাকতে হবে," লিও মিলাবকে বলে, 'একটা বিছানা নিযে আসবো আমবা। পালাবাব চেষ্টা কববেন না যেন। দবজায তিনটে তালা আছে, বাইবে থেকে সবগুলো বন্ধ থাকবে আপনাব গাড়িব চাবি দিযে দিন, এইখানেই আপনাব গাড়ি নিযে আসাব বন্দোবস্ত কবছি। কযেক সপ্তাহ ওটা যদি লোকচক্ষেব অন্তবালে থাকে সেটাই ভালো। আপনাব হোটেলেব বিল আমবা মিটিযে দিযে মালপত্রও এখানে নিযে আসবো। সকালে উঠে আপনি আপনাব মা এবং বান্ধবীকে দুটো চিঠি লিখবেন, তাঁদেব জানিযে দেবেন যে আপনি কযেক সপ্তাহ--বা কযেক মাসও হতে পাবে---বাইবে বাইবেই থাকবেন, যোগাযোগ কবা সম্ভব হবে না সে সময। বুঝলেন?

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে গাড়িব চাবি বেব কবে দিলো মিলাব। লিও সেটা একজনাকে দিযে দিতে সেও বিনা বাক্যব্যযে ঘব ছেড়ে চলে গেলো।

"সকালে আমবা আপনাকে গাড়িতে কবে বেবোথে নিযে যাবো, আমাদেব এস এস অফিসাবটিব কাছে। তাব নাম অ্যালফ্রেড অস্টাব। ওব সঙ্গেই আপনি থাকবেন। সে সব বন্দোবস্ত আমিই কববো। ইতিমধ্যে, আপনাব জন্যে একটা নতুন নাম এবং পবিচয আমাকে খুঁজে বাব কবাতে হবে। আচ্ছা, মাপ কববেন আমাকে।"

উঠে চলে গেলো লিও মোট্টি একটু পবেই খাবাব নিযে ফিবে এলো। গোটাছয কম্বলও নিযে এসেছে সে। ঠাণ্ডা মুবগিব মাংস আব আলুব স্যালাড চিবোতে চিবোতে মিলাব ভাবে এ কোথায এসে সে এখন ঠেকলো।

কযেদন উত্তবে, ব্রেমেনেব জেনাবেল হাসপাতালে বাতেব তৃতীয প্রহবে একজন অর্ডার্লি একাব ওযার্ড পাহাবা দিচ্ছিলো। ঘবেব শেষপ্রান্তে একটা বেডেব চাবপাশে লম্বা পর্দা ঘেবা, ওযার্ডেব বাকি অংশ থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন

অর্ডার্লিটিব নাম ছিলো হার্টস্টাইন, প্রায মাঝবযসী লোক। পর্দাব ফাঁক দিযে উঁকি মেবে বেডটাব দিকে চেযে চেযে দেখলো। রুগী একেবাবে নিথব হযে পড়ে আছে। মাথাব ওপবে স্প্লাভ

আলো টিমটিম করে জ্বলছে বাতভর। পর্দা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো, রুগীর হাত তুলে নিলো নাড়ী দেখবার জন্যে কিন্তু কিছু নেই, কখন নাড়ী ছেড়ে গেছে।

ক্যান্সারে মৃত লোকটির ক্লিষ্ট মুখের দিকে অর্ডার্লি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তিনদিন আগের প্রলাপ বকবার কথা মনে পড়ে যেতেই আস্তে করে কম্বল নামিয়ে দিয়ে মৃতদেহের বা হাতখানা তুলে ধরে। দেখে যে বাঁ বগলের নীচে একটা নম্বর উল্কি করা আছে। নম্বরটা আর কিছুই নয়, মৃত ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ। নিশ্চিত প্রমাণ যে একদা সে এস এস এ ছিলো। এমনভাবে উল্কি করে রক্তের গ্রুপ লিখে রাখার উদ্দেশ্য ছিলো যে রাইখে তাদের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান, অতএব এস এস এরা আহত হয়ে হাসপাতালে এলে অন্যসব ফৌজিদের চেয়ে আগেভাগেই যতটুকু প্লাজমা আছে তাদেরই দিতে হবে। সেইজন্যে সময় যাতে নষ্ট না হয়,উল্কি করে রক্তের গ্রুপ বাঁ বগলের নীচে খোদাই করে রাখা ছিলো প্রতিটি এস এস -এর পক্ষে অতি-আবশ্যক কর্তব্য।

হার্টস্টাইন মরা মানুষটার মুখে কম্বল টেনে দিলো। টেবিলের দেরাজ হাঁটকে দেখলো যে অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে আছে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবশ্য আর বিশেষ কিছুই ছিলো না, কারণ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো লোকটা, সেখান থেকেই তাকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিলো, পকেটে যা ছিলো সেগুলোই আছে এখানে ড্রাইভিং লাইসেন্স খুলে হার্টস্টাইন দেখলো লোকটার বয়স এখন প্রায় উনচল্লিশ—জন্মতারিখ হলো ১৮ই জুন ১৯২৫, নাম রলফ্ গুস্তাব কলর।

অর্ডালি চুপিচুপি ড্রাইভিং লাইসেন্সটাকে নিজের সাদা কোটের পকেটে চালান করে দিয়ে চললো রাতের ডিউটিরত ডাক্তারের কাছে রুগীর মৃত্যু হয়েছে সেই খবর দিতে।

এগারো

পিটার মিলার তার মা এবং সিগিকে চিঠি লিখলো প্রায় মাঝসকাল পর্যন্ত। ঠায় বসে বসে মোট্টি পাহারা দিলো ততক্ষণ। হোটেলথেকে জিনিসপত্র এসে গেছে, হোটেলের বিলও এরা মিটিয়ে দিয়েছে। দুপুরের একটু আগে দুজনে রওনা দিলো রেরোথের দিকে। চালক সেই গতরাত্রের লোকটা। তবে গাড়িটা অন্য, রাতের মার্সিডিজখানা নয়, তার জায়গায় একটা নীল রঙের ওপেল। মিলারের সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চকিতে গাড়িটার নম্বর প্লেটের দিয়ে ঘুরে গেলো। মোট্টি তা দেখে হাসলো। "ঘাবড়াবেন না। এটা ভাড়াটে গাড়ি, মিথ্যা নামে নেওয়া হয়েছে।'

"বাঃ, পেশাদারদের সঙ্গে আছি জেনে নিশ্চিন্ত বোধ করছি।'

'না হয়ে উপায় কি বলুন?' মোট্টি কাঁধ ঝাকায়। "ওডেসার বিরুদ্ধে লাগতে হলে পেশাদার না হলে তো করে মরে ভূত হয়ে যেতাম

গ্যারাজে দুটো ভাগ করা ছিলো। মিলার দেখলো দ্বিতীয় খোপটায় তার কালো জাগুয়ার দাড়িয়ে আছে। আগের রাতের আধা গলা তুষারগুলো পড়ে পড়ে চাকাগুলোর নীচে জল জমে আছে, চকচকে কালো শরীরটা বিজলী আলোর দ্যুতি ছোটাচ্ছে।

ওপেলে গিয়ে ঢুকতেই আবার তার মাথার ওপর দিয়ে নিমেয়ে কালো মোজা গলিয়ে দেওয়া হলো। গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে গাড়িটা যেই প্রাঙ্গন পেরিয়ে রাস্তায় উঠছে অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির মেঝে ওপরে ফেলে দেওয়া হলো। ম্যুনিখ শহর পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়ে তবে

মোট্রি তাব চোখ থেকে ঠুলি সবিয়ে দিলো। গাডিটা তখন ই ৬নং মহাসডক ধবে ন্যুবেমবার্গ হয়ে বেবোথেব পথে ছুটেছে।

দৃষ্টিব আববণ খুলে যেতে মিলাব দেখলো বাত্রে ভীষণ তুষাবপাত হয়েছিলো। দুধাবে ঢালু বনময প্রান্তব, ব্যাভেবিযা অঞ্চল এখানে ফ্রাঙ্কোনিযায এসে মিশেছে। সাদা ধবধবে মোটা চাদব বেছানো সেখানে। বাস্তাব দুপাশে পত্রহীন বীচগাছেব অবণ্যগুলোকে এখন ভোঁতা-ভোঁতা থপথপে দেখাচ্ছে, তীক্ষ্নতা আব নেই। ড্রাইভাব আস্তে আস্তে সাবধানে গাডি চালাচ্ছে, উইণ্ডস্ক্রিনেব ওযাইপাব দুটো হবদম কাচেব ওপব থেকে ববফেব আঁশ মুছিয়ে দিচ্ছে।

ইঙ্গোলস্ট্যাডটেব পৌঁছে বাস্তায ধাবেব এক সবাইখানায ওবা লাঞ্চ সেবে নিলো। সেকান থেকে ন্যুবেমবার্গকে পূবে ফেলে এক ঘণ্টাব মধ্যে বেবোথে পৌঁছে গেলো।

ছোট্ট শহব কিন্তু অপূর্ব প্রাকৃতিক পবিবেশ। অঞ্চলটাকেই ব্যাভেবিযান সুইজাবল্যাণ্ড বলা হয়ে থাকে। প্রতিবছব এই শহবে ওযাগনাবেব স্মবণে সঙ্গীত-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অ্যাডলফ হিটলাবেব সময়ে নাৎসীতন্ত্রে সব বথী-মহাবথীবাই এখানে এসে ভিড কবতো, কাবণ ওযাগনাব হিটলাবেব পবম প্রিয ছিলেন, নর্ডিক উপকথাব নাযকদেব যে তিনি সঙ্গীতেব মাধ্যমে অমব কবে বেখেছেন।

তবে জানুযাবিতে শহবটা একদম নিবিবিলি, তুষাবেব কম্বল গাযে দিয়ে যেন সুপ্ত। ছবিব মতো পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন ঘববাডি। শহব থেকে প্রায মাইলখানেক দূবে একটা নির্জন বাস্তাব পবে অ্যালফ্রেড অস্টাবেব কটেজ ধবনেব বাডি। সেখানে যেতে যেতে সাবা বাস্তায এবা আব একটাও গাডি দেখেনি

এস এম এব প্রাক্তন অফিসাবটি জানতো যে ওবা আসবে। দীঘ পুরুষ চেহাবা তাব, নীল চোখ মাথাব সামনেই শুধু কিছু আদাবাটা বঙেব চুল এত শীত সত্ত্বেও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাল আভা তাব মুখে

মোট্রি পবিচয়েব পালাটালা চুকিয়ে অস্টাবেব হাতে লিওঁব চিঠিখানা দিলো। সেটা পডতে পডতে ব্যাভেবিযানটি বাবকয়েক মিলাবেব দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চায।

পডা শেষ হলে বলে ' বেশ চেষ্টা কবে দেখতে পাবি। তা কতদিন ওকে আমি বাখতে পাববো?'

এখনো আমবা তা সঠিক জানি না। মোট্রি জানায 'তবে যদ্দিন না তৈবি হচ্ছে, থাকবে নিশ্চযই। ওব একটা নতুন পবিচযও তো খুঁজে বাব কবাব আছে পবে আপনাকে আমবা জানাবো।'

ক মিনিট পবেই মোট্রি চলে গেলো।

অস্টাব মিলাবকে বসবাব ঘবে নিয়ে গিয়ে বসালো। ঘব থেকে পডন্ত বেলাব ম্রিযমান আলো মুছে দিলো পর্দা ফেলে তাবপব আলো জ্বালিয়ে ঘব আলোময কবে তুললো।

' আপনি প্রাক্তন এস এস সদস্য সাজতে চান, কেমন?

ঘাড নাডে মিলাব। হ্যাঁ

অস্টাব তখন ওব মুখেব দিকে চেয়ে বলতে শুরু কবলো ' বেশ, তাহলে আমাদেব আবম্ভ কবতে হবে কতগুলো মৌলিক তথ্য থেকে জানি না আপনি আপনাব মিলিটাবি সার্ভিস কোথায কবেছেন তবে আন্দাজ কবতে পাবি যে ওই বিশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক প্রসূতি মাযেব আদব মাখানো বালখিল্য বাহিনীতে যাব নাম নব জার্মান আর্মি। প্রথম তথ্য শুনুন। গত যুদ্ধে ব্রিটিশ, আমেবিকান

বা বাশিযান যে কোন দলেব যে কোন সুপটু বেজিমেন্টেব সামনে নব জার্মান আর্মি টিকে থাকতে পাবতো স্রেফ দশ সেকেণ্ড। অথচ ওযাফেন এস এস ব্যক্তিগত পাল্লায় যুঝলে গত যুদ্ধে তাদেব পাঁচগুণ বেশী সংখ্যক মিত্রপক্ষেব ফৌজদেব পিটিয়ে ছাতু কবে দিতে পাবতো। দ্বিতীয় তথ্য শুনুন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাড়িয়েছে তাদেব মধ্যে সবচেয়ে সবল, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, সুচতুব এবং সুপটু হচ্ছে ওযাফেন এস এস। তাবা যাই কবে থাকুক, এই তথ্য বদলাবাব নয। অতএব মিলাব, চৌকস হযে উঠতে হবে আপনাকে। এই বাড়িতে যতদিন থাকবেন, ধবে নিন সেটাই বীতি। ঘবে আমি যে মুহূর্তে এসে দাঁড়াবো, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশন হযে দাড়াবেন। লাফানোটা কথাব কথা নয, সত্যি সত্যিই লাফাবেন। পাশ দিয়ে যেই আমি হেঁটে যাবো, খটাস্ কবে দুই গোড়ালি একত্র কবে খাড়া অ্যাটেনশনে দাড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না আমি আপনাব থেকে পাঁচ পা এগিয়ে যাই। আমি যদি এমন কোন কথা বলি যখন, আপনাব উত্তব দিতে হবে, তাহলে বলবেন ঃ 'জাওহ্বল হেব হউপ্টুর্মফ্যুযেবাব।' আব যখন আমি কোন নির্দেশ দেবো, তখন বলবেন ঃ 'জু বেফেহল, হেব হউপ্টুর্মফ্যুযেবাব।' কি, পবিষ্কাব?"

অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়ে মিলাব।

'গোড়ালি মেলান," প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো অস্টাব, "খটাস শব্দ শুনতে চাই আমি। বেশ, হাতে যখন আমাদেব বেশী সময নেই তখন আজ বাত থেকেই শিক্ষা শুরু হযে যাবে। নৈশভোজনেব আগে আমবা ব্যাঙ্কগুলো শিখে নেবো, সিপাহী থেকে শুব কবে পূর্ণ জেনাবেল অব্দি। যতবকম এস এস সৈনিকেব অস্তিত্ব ছিলো তাদেব সকলেব পদমর্যাদাব খেতাব সম্বোধন কববাব বীতি, কলাবে ওদেব প্রতীকচিহ্ন—সব শিখবেন আপনি তাবপব আমবা তাদেব যাবতীয় ইউনিফর্ম সম্বন্ধে পাঠ নেবো ঃ এস এস দেব ভিন্নভিন্ন শাখাব কি কি বিশেষত্ব প্রতীকচিহ্নে কি কি পার্থক্য, কোন্ সময়ে উৎসবেব ইউনিফর্ম পড়তে হতো, কখন পূর্ণ পোশাকেব ইউনিফর্ম, কখন বেড়াতে যাবাব ইউনিফর্ম, কখন লড়াইয়েব ইউনিফর্ম, কখন ফ্যাটিগ ড্রেস, সবকিছু। তাবপব আপনাকে আমি ওদেব বাজনৈতিক মতাদর্শেব সম্পূর্ণ পাঠ দেবো, আপনি এস এস-এ থাকলে ওদেব ডাচাউ প্রশিক্ষা-শিবিবে যে পাঠ পেতেন তাব পুবোটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো। তাবপবে শিখবেন ওদেব কুচকাওযাজেব গান মদ্যপানেব গান, বিভিন্ন ইউনিটেব গান। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে আবম্ভ কবে আপনাব প্রথম পোস্টিং পর্যন্ত সবকিছু আমি শিখিয়ে দেবো। কিন্তু তাবপব লিওকে এসে বলতে হবে কোন্ ইউনিটে আপনি যোগ দিয়েছিলেন, কোথায় কোথায় আপনি ছিলেন, আপনাব কম্যাণ্ডিং অফিসাব কে ছিলো, যুদ্ধেব শেষে আপনাব ভাগ্যে কি ঘটেছিলো ১৯৪৫ এব পব থেকে আপনি কি কবতেন। যাকগে সে সব। আপনাব শিক্ষাব প্রথম অংশ শেষ হতে হতে প্রায় দু তিন সপ্তাহ লাগবে, আব সেই পাঠ্যসূচীও যথেষ্ট দুরূহ হ্যা, আব কক্ষনো ভাববেন না যেন যে এই সমস্তই খেলা-খেলা ব্যাপাব। একবাব যদি ওডেসাব ভেতবে গিয়ে ঢোকেন সামান্য ভুল কবেছেন কি আপনাব লাশ ভাসবে খালেব জলে বিশ্বাস করুন আমিও নেহাত দুধেব ছেলে নই, তবুও ওডেসাব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কববাব পব আমি সে আমি সেই ইস্পাতকেও ওদেব ভয়ে ভয়ে বাস কবতে হচ্ছে। সেইজন্যেই আমি এখানে নাম ভাড়িয়ে আছি।"

এডুয়াড বশম্যানেব সম্বন্ধে একক সন্ধান শুরু কবব ব পব থেকে এই প্রথমবাব মিলাব আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। বোধহয় বড্ড বাড়াবাড়ি কবে ফেলেছে সে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময় ম্যাকেনসেন এসে হাজিব ওয়েরউলফের অফিসে। হিলডা যে ঘবে বসে কাজ করে তাব দবজাটা ভালো কবে বন্ধ করে দিয়ে ওয়েরউলফ তার ডেস্কের উল্টোদিকে মক্কেল বসবার চেয়ারে ঘাতকটাকে বসিয়ে চুরুট ধরালো।

"বুঝলে, জনৈক ব্যক্তি,—একজন সাংবাদিক,—আমাদেব কোন একজন কামেবাড়ের নতুন পরিচয় এবং নামঠিকানা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, চারদিকে নানান খোঁজখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে—"

জল্লাদটি বুঝে নেয় কি ব্যাপাব। এই ধবনের ভনিতা তো সে কতবার শুনেছে।

"সাধারণত এইসব ব্যাপার নিয়ে আমবা মাথা ঘামাই না," ওয়েরউলফ বলে, "কেন না রিপোর্টারেরা শেষ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর না পেয়ে এই সব কাজ ছেড়েই দেয়, আর ছেড়ে যদিও নাও দেয়, তবুও যাদেব সম্বন্ধে খোঁজটোজ নেয়, তারা এমন কিছু বিরাট লোক হয না যে তাদেব জন্যে আমাদের সময ও অর্থব্যয করে তাদেব বাঁচাতে হবে।"

"কিন্তু এবারে ব্যাপারটা অন্যবকম কি বলেন?" নরম গলায প্রশ্ন করে ম্যাকেনসেন। ওযেরউলফ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেন ভয়ানক দুঃখিত।

"হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশত এবারে এই রিপোর্টাবটা না জেনেশুনেই বেশ একটা স্পর্শপ্রবণ জাযগায হাত দিয়েছে। দুর্ভাগ্য দু পক্ষেরই,--আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আব রিপোর্টাবেব দুর্ভাগ্য যে এতে তাব প্রাণ যাবে। আমাদেব যে সহকর্মীকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের পবিকল্পনাব পক্ষে। বিপোর্টাবটিও আবাব অদ্ভুত মানুষ---বেশ পবিশ্রমী, মেধাবী, এবং যথেষ্ট কুশলী, অথচ কি আশ্চর্য, এই কামেরাডেব ওপব তাব যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকব একেবারে।"

"উদ্দেশ্য কি?" ম্যাকেনসেন জিজ্ঞসা কবলো। ওযেবউলফ যে জানে না, সেই অজ্ঞানতাব ছাপ বেশ ফুটে উঠলো তাব ভ্রূকুটিতে।

চুরুট থেকে টোকা দিযে দিযে ছাই ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে বললো, "বুঝতে পাবছি না আমরা, তবে আছে নিশ্চযই কিছু। যে ব্যক্তিটিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর অতীতেব ইতিহাস শুধু ইহুদী বা তাদেব বন্ধুদেবই উত্তেজিত কবে তুলতে পাবে। অস্টল্যাণ্ডে একটা ঘেটোব তিনি অধিনায়ক ছিলেন। অবশ্য কিছু লোক আছে, বিশেষ কবে বিদেশীবা, যাবা কিছুতেই বুঝতে চেষ্টা করে না যে আমবা যেসব কর্মসূচী নিয়েছিলাম ওইসব জায়গায, তার যৌক্তিকতা কতখানি। কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয়, এই রিপোর্টাবটি বিদেশী নয়, ইহুদী নয, এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বামপন্থীও নয, বিবেকের তাড়না খাওয়া ভেড়া-গোছেব মানুষও নয -তাবা তো শুধু প্রচুব হাওযা টাওযাই ছাড়ে, অন্য কোন কর্ম তাদেব সাধ্যের বাইরে।. অথচ এই লোকটা একবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিব। বযসে যুবক, জার্মান আর্য, বাপ ফৌজি অফিসাব ছিলো, দেশেব জন্যে প্রাণ দিয়েছে; এমন কোন পটভূমিও নেই যা দিযে বোঝা যায যে আমাদেব ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মালেও জন্মাতে পাবে, আমাদের কামেরাডেনদের একজনকে খুঁজে বেব করবার জন্যে এমন প্রাণপণ প্রচেষ্টাই বা তার কেন যে সাবধান কবে দেওযা সত্ত্বেও সমানে অনুসন্ধান কবে বেড়াচ্ছে? সেই জন্যেই তাব মৃত্যুব আদেশ দিতেও দুঃখ বোধ হচ্ছে আমাব। তবে উপাযান্তব নেই, কবতেই হবে।"

"মেবে ফেলতে হবে?" জিজ্ঞেস কবলো ম্যাকচাকু।

"হ্যাঁ, মেবে ফেলতে হবে" ওয়েবউলফ সম্মতি দেয।

"কোথায় আছে?"

"জানা নেই।" দুটো টাইপ কবা পৃষ্ঠা ওব দিকে এগিয়ে দেয় ওয়েবউলফ। "এই হচ্ছে আমাদেবসেই লোক। নাম পিটাব মিলাব, পেশা অন্বেষক বিপোর্টাব। ওকে শেষবাবেব মতো দেখা গেছে বাড গোডেসবার্গেব ড্রিসেন হোটেলে। সেখান থেকে এতদিনে নিশ্চয়ই চলে গেছে, তবে সেই সূত্র ধবে এগুতে পাবো। আবেকটা জায়গা হলো গিয়ে তাব নিজেব ফ্ল্যাট যেখানে বান্ধবীকে নিয়ে সে বাস কবে। যে সব পত্রপত্রিকাব হয়ে ও কাজ কবে তাদেবই কোন একটাব প্রতিনিধি সেজে ওব বাড়ি খোঁজ নিয়ো। তাহলেই মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবে, অবশ্য যদি সে নিজে তাব ঠিকানা জেনে থাকে। লক্ষ্যণীয় একটা গাড়ি চালায় সে যেটাব পুরো বিববণ এখানে পাবে।"

ম্যাকেনসেন বলে, "টাকাব দবকাব হবে আমাব "

ওয়েবউলফ কথাটা জানতো। দশ হাজাব মার্কেব একটা তাড়া টেবিলেব ওপব বেখে ওব দিকে ঠেলে দেয়।

"আদেশটা কি তাহলে?" ঘাতক শুধালো।

"খুঁজে বেব কবে ওকে নিশ্চিহ্ন কবে ফেলবে," ওয়েবউলফ জানায়।

জানুয়াবিব তেবো তাবিখে ম্যুনিখে বসে লিও জানতে পাবলো যে পাঁচদিন আগে ব্রেমনে জনৈক বলফ গুন্থেব কলবেব মৃত্যু ঘটেছে। তাব উত্তব জার্মানীস্থিত প্রতিনিধিটিব পত্রেব সঙ্গে মৃত ব্যক্তিটিব ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তন এস এস দেব যে তালিকা আছে তাব তাতে কলবেব নাম, ব্যাঙ্ক এবং নম্বব খুঁজে দেখলো, পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রকাশিত অনুসন্ধিত এস এস দেব তালিকাও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোনটাতেই কলবেব নাম নম্বব খুঁজে পেলো না। ড্রাইভিং লাইসেন্সেব ফটোয় লোকটাব মুখে দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলো খানিকক্ষণ। তাবপব সিদ্ধান্ত নিলো সে

মোট্টিকে খবব পাঠালো তাব কর্মস্থল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে সিফট শেষ হয়ে গেলে সে চলে এসেতেই কলবেব ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তাব সামনে মেলে ধবে লিও বললো "এই হচ্ছে আমাদেব লোক, বুঝলে? উনিশ বছব বয়েসে স্টাফ সার্জেন্ট ছিলো, যুদ্ধ শেষ হবাব অল্প ক'দিন আগে প্রমোশন পেয়েছিলো। নিশ্চয়ই ওব সম্বন্ধে তথ্যেব ভীষণ অভাব বয়েছে কলবেব মুখেব সঙ্গে মিলাবেব মুখেব মোটেই মিল নেই। মিলাবেব মুখে মেক আপ দিলেও হওয়া মুশকিল। তাছাড়া সাজানো মুখটুখ আমাব পছন্দ না, কাছ থেকে ধবা পড়ে যায় তবে উচ্চতা এবং গড়ন প্রায় মিলাবেব মতোই। অতএব নতুন একটা ফটো লাগাতে হবে তাড়াতাড়ি নেই কিছু। ফটোটাব ওপবে ব্রেমেন পুলিস ট্র্যাফিক বিভাগেব একটা নকল মোহব মাবতে হবে। সেটাব বন্দোবস্ত কবো।"

মোট্টি চলে যেতে ব্রেমেনেব একটা নম্বব ঘুবিয়ে লিও কিছু নিদেশ দিলো।

"বেশ, ভালো" ছাত্রকে প্রশংসা কবে অ্যালফ্রেড অস্টাব। "আচ্ছা এখন গানগুলো শুরু কবা যাক। হর্স্ট-ওয়েসেল গানেব নাম শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, নাৎসীদেব কুচকাওয়াজেব গান তো" মিলাব বলে।

প্রথম কয়েকটা ছত্র গুনগুন করে গেয়ে শোনায় অস্টাব।

"ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে শুনেছি বটে। কিন্তু কথাগুলো মনে নেই।"

"প্রায় গোটা বারো গান শেখাবো আমি," অস্টাব বললো, "যদি, —বলা তো যায় না,— জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে এইটাই হচ্ছে সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো কাসেবাডেনদের মধ্যে গিয়ে পড়লে দলবদ্ধভাবে গাইতেও হতে পারে। না জানার অর্থ মৃত্যুদণ্ড। অতএব, শুরু করুন

'ঊর্ধ্বে মোদের পতাকা,
কাতারে মোদের একতা "

সেদিন তারিখ ছিলো ১৮ই জানুয়ারি।

মুনিখে স্বোয়েইজার হফ হোটেলের বারে বসে বসে ককটেলে চুমুক দিচ্ছিলো ম্যাকেনসেন। বিভ্রান্তির কারণটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করে দেখতে চায়। মিলারের চেহারা তো এখন তার মনে একেবারে স্পষ্ট গেঁথে আছে, তার গাড়ির চেহারাও, কারণ জাগুয়ার গাড়ির এজেন্টের কাছ থেকে এক্স কে ১৫০ মডেলের প্রচারপুস্তিকা এনে গাড়ির ফটোটাও মনে এঁকে রেখেছে। অথচ না গাড়ি, না মানুষ কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না।

বাড গোডেসবার্গের সূত্র ধরে অচিরেই পৌঁছে গিয়েছিলো কলোন এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে জানা যায় যে মিলার লণ্ডনে উড়ে গিয়েছিলো এবং ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যেই নববর্ষের প্রারম্ভে ফিরেও এসেছিলো। তার পর থেকেই তার এবং তার গাড়ির কোন সন্ধান নেই।

মিলারের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলো। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু মুনিখের ডাকঘরের ছাপওলা একটা চিঠি দেখানো ছাড়া আর কিছুই মেয়েটি বলতে পারেনি। চিঠিটাতে লেখা ছিলো যে মিলার কিছুদিনের জন্যে সেখানেই থাকবে।

অথচ এক সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, মুনিখ শহরে কোন হদিসই নেই। প্রতিটা হোটেল, পার্কিং স্পেস, গ্যারেজ, পেট্রল পাম্প সব খুঁজেছে, কিছু নেই। যেন লোকটা পৃথিবীর বুক থেকে হাওয়া হয়ে গেছে।

পানপাত্র খালি করে দিয়ে ম্যাকেনসেন চললো টেলিফোনের উদ্দেশ্যে, ওয়েরউলফকে সব জানাতে হবে। অথচ কল্পনাও করতে পারলো না যে দেড় হাজার গজের মধ্যেই তার কাম্যবস্তু দাঁড়িয়ে আছে,—একটামাত্র হলুদ ডোরাওলা কালো জাগুয়ারখানা। দেওয়াল ঘেরা প্রাচীন সামগ্রীর একটা বিপণির বন্ধ প্রাঙ্গণে সেটা তখন দাঁড়িয়ে। সেই প্রশস্ত বাড়িটার গভীর অভ্যন্তরে বাস করতো লিও এবং সেখান থেকেই চালাতো তার সেই প্রায় উন্মাদ গুপ্ত সঙ্ঘটিকে।

ব্রেমেন জেনারেল হাসপাতালে সাদা কোট পরা একজন লোক ধীরে ধীরে রেজিস্ট্রারের অফিসে এসে ঢুকলো। তার গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে যেন নবাগত কোনো হাউস সার্জেন।

অভ্যর্থনা ঘরে ছিলো একটি রমণী যে একধারে আপ্যায়িকা এবং অফিস কেরানী। তাকে এসে লোকটি বললো, "আমাদের একজন রুগী, রলফ গুন্থের কলরের মেডিক্যাল ফাইলটা দরকার।"

হাউস-সার্জেনটিকে চিনতে পারলো না মহিলা। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, এমন তো কতই আছে, গণ্ডায় গণ্ডায়। ফাইলিং ক্যাবিনেটের মধ্যে নামগুলোর ওপর দিয়ে তরতর করে

চোখ বুলিয়ে গেলো, একটি নথির প্রান্তে কল্‌ব নামটি চোখে পড়তেই সেটা টেনে বার করে হাউস-সার্জনের হাতে দিলো। ঠিক তক্ষুনি ফোন বেজে উঠতে সেটা ধরতে চলে গেলো।

চেয়ারে বসে পড়ে নথিটার পাতা উলটে গেলো হাউস-সার্জেন, জানা গেলো রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলো কল্‌ব, সেখান থেকে তাকে অ্যাম্বুলেন্স করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিলো। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিলো যে তার পেটে সাংঘাতিক ধরনের ক্যান্সার যেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত। পরে অপারেশন না করবারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। রুগীকে ওষুধের ওপরেই রাখা হয়েছিলো আশা ছেড়ে দিয়ে। শেষের দিকে শুধু বেদনানাশক ওষুধ দেওয়া হতো। ফাইলের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো ঃ

'৮ই এবং ৯ই জানুযারির অন্তর্বর্তী রাত্রে রুগীর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর কারণ ঃ প্রধান অন্ত্রের স্ফোটন। নিকটতম আত্মীয় কেউ নেই। শবদেহ ১০ই জানুয়ারি তারিখে মিউনিসিপ্যাল লাশঘরে জমা দেওয়া হয়েছে।'

যে ডাক্তারের অধীনে কেসটা ছিলো বিবৃতিটা তারই স্বাক্ষর-সম্বলিত।

হাউস-সার্জন ফাইল থেকে পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে নতুন একটা পৃষ্ঠা আটকে দিলো, যেটায় লেখা ছিলো ঃ

'ভর্তির সময়ে রুগীর অবস্থা খাবাপ থাকা সত্ত্বেও ওষুধের প্রভাবে স্ফোটক ধীরে ধীরে অবদমিত হয়ে এসেছিলো। ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রুগীর অবস্থা স্থানান্তর করবাব উপযোগী বলে গণ্য হয়। রুগীর নিজস্ব অনুরোধ অনুসারে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পূর্ণ বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ডেলমেনহর্স্টের আরকাডিয়া ক্লিনিকে।'

নীচে একটা অবোধ্য স্বাক্ষর।

হাউস-সার্জন মিষ্টি হেসে ফাইলটা রমণীটির হাতে ফেরত দিয়ে চলে গেলো। সেদিন তারিখ ছিলো ২২শে জানুয়ারি।

তিনদিন পরে লিও এমন একটা খবর পেলো যা দিয়ে তার সব সমস্যাব সমাধান হয়ে গেলো। উত্তর জার্মানীর কোন একটা বুকিং এজেন্সির জনৈক কেরানী তাকে খবর পাঠালো যে ব্রেমারহ্যাভেনের একটি বিশেষ রুটিব কারখানার মালিক তার নিজের এবং তার বৌয়ের জন্যে শীতকালে প্রমোদভ্রমণের টিকিট কেটে ফেলেছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার তারা ব্রেমারহ্যাভেন থেকে রওনা দেবে, ক্যারিবিয়ানে কাটাবে চাব সপ্তাহ। লিও জানতো যে যুদ্ধের সময় লোকটা এস.এস.-এর কর্ণেল ছিলো এবং পরে ওডেসার সদস্য হয়। মোট্রিকে ডেকে বললো যে রুটি বানানো তথ্য সম্পর্কে যেন একটা বই কিনে নিয়ে আসে।

ওয়েরউলফ হতবুদ্ধি। তিন সপ্তাহ ধরে তার প্রতিনিধিরা জার্মানীর যাবৎ বড় বড় শহর চষে ফেললো, অথচ মিলার নামে লোকটির বা তার কালো জাগুয়ার গাড়ির কোনই পাত্তা পাওয়া গেলো না। হাম্বুর্গের ফ্ল্যাট এবং গ্যারেজে সর্বক্ষণ পাহারা দেওয়া হচ্ছে। অডর্ফে একটি মাঝবয়সী মহিলার কাছে যাওয়া হয়েছিলো, কিন্তু সেখানেও শোনা গেলো ছেলে কোথায় আছে তিনি জানেন না। সিগি নামে একটি মেয়েব কাছে অনেকবার টেলিফোন করা হয়েছিলো, যেন কোন একটা বড় সচিত্র পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে। মস্ত বড় কাজ আছে মিলারের জন্যে, বহু টাকা,— কিন্তু মেয়েটি শুধুই বলে যে তার জানা নেই বন্ধু এখন কোথায়।

হাম্বুর্গে তার ব্যাঙ্কেও খোঁজ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নভেম্বরের পরে আর কোন চেক সে ভাঙায়নি। অর্থাৎ, মোদ্দা কথায় উবে গেছে সে। অথচ, জানুয়ারির ২৮ তারিখ হয়ে গেলো। আর তো দেরি করা যায় না। ওয়েবউলফ একটা টেলিফোন করতে বাধ্য হলো। বড় দুঃখেই যেন সে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালো।

বহুদূরে উঁচু পাহাড়ে ওপরে একটি লোক আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোন রেখে দিয়ে কয়েক মিনিট ধরেই নিজের মনে মনে শাপশাপান্ত করলো। শুক্রবারের সন্ধ্যা সবে দুদিনের বিশ্রামের জন্যে তার শৈলাবাসে এসেছে সে, এমন সময় এই টেলিফোন।

সুসজ্জিত পড়বার ঘরটার জানলায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখলো। লনের ওপরে তুষারের পুরু আস্তরণ, জানলা দিয়ে আলোর রশ্মি সেখানে ছড়িয়ে গেছে। এস্টেটের সীমানা জুড়ে উঁচু উঁচু পাইনগাছ, সেখানেও গিয়ে পড়েছে আলোকের দ্যুতি।

কতকালের তার উচ্চাশা এইভাবে জীবনধারণ করবার। ছেলেবেলায় বড়দিনের যখন দুটিকে দেখতো গ্রাৎসের আশেপাশে পাহাড়গুলোর ওপর এমনি কত সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর,—ধনী বড়লোকদের সম্পত্তি,- তখন থেকেই তার এই অভিলাষ। এখন তা পেয়েছেও, ভাবি ভালো লাগে।

বীয়ার কারখানার শ্রমিকের বাড়ি থেকে শত গুণে ভালো যেখানে সে বড় হয়েছে, বিগার বাড়িটা থেকেও অনেক ভালো যেখানে সে চার বছর কাটিয়েছে বুয়েনস আয়ারসের সজ্জিত আবাস থেকেও ভালো বা বার্যলোর হোটেল কামর থেকেও। এমনি ধরনের আলয় তে তার চিরকালের কাম্য।

টেলিফোনে খবরটা শুনে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলো। দূরভাষের অপর প্রান্তের লোকটিকে যদিও জানিয়ে দিলো যে তার গাড়ির আশেপাশে কাউকে দেখা যায়নি, কারখানাতেও না, তার সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করছে এমন কোন কথাও শোনেনি, তবুও চিন্তিত হয়ে উঠলো সে মিলার? কোন শালা বাপ্‌পোত এই মিলার? যেখানে অবশ্য তাকে বলা হয়েছে যে সাংবাদিকটাকে ঠিকমতন দাওয়াই দেওয়া হবে, তবুও আতঙ্ক সম্পূর্ণভাবে যায় না। তার অন্যান্য সতীর্থেরা এবং টেলিফোনের আহ্বায়কও যে বেশ আতঙ্কিত স্পষ্ট বোঝা গেলো যখন তাকে বলে দেওয়া হলো যে তারা ঠিক করেছে আগামীকালই তার জন্যে একজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পাঠিয়ে দেওয়া হবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেই লোকটা তার সঙ্গেই বাস করবে এবং তার মোটর চালকের কাজও করবে।

পড়ার ঘরের জানলার পর্দা টেনে দিলো নিমেষে শীতের প্রকৃতি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য। ঘরটার দরজায় মোটা পরতের প্যাডিং, কাজেই বাড়ির অন্য অংশ থেকে কোন শব্দ এখানে আসে না। শুধু একটিমাত্র আওয়াজ ঘরের মধ্যে, অগ্নিকুণ্ডে তাজা পাইনের গুঁড়ি চটচট করে ফাটছে। ঢালাই লোহার তৈরি মস্তবড় অগ্নিকুণ্ড, লেলিহান আগুনের শিখাগুলো নেচে নেচে উঠছে, ঘরটায় ছড়িয়ে দিচ্ছে স্বাদু উষ্ণতা। তার দুপাশে লোহার ওপরে নানান কারুকার্য, আঙুরলতা আর বাঁকা বাঁকা নকশা। বাড়িটাকে কিনে আধুনিক ঢঙে ঢেলে সাজানোর সময়েও এই জিনিসটাকে বদলায়নি সে।

দরজা খুলে গেলো। বৌয়ের মাথাটা দেখা গেলো। "ডিনার তৈরি।"

"আসছি গো," এডুয়াড বশম্যান বললো।

পরদিন সকালে শনিবারে অস্টাব এবং মিলারের কাছে কয়েকজন লোক এলো ম্যুনিখ থেকে।

গাড়ি করে এসেছে চারজন,—লিওঁ, মোট্রি, গাড়ির চালক এবং আরেকজন যার হাতে একটা কালো ব্যাগ

বসার ঘরে পৌঁছে লিও ব্যাগওলা লোকটিকে বললো, "তুমি বরং বাথরুমে গিয়ে তোমার যন্ত্রপাতি সাজাও।"

লোকটা মাথা নেড়ে ওপরে চলে গেলো। ছিলো গাড়িতেই বসে।

লিওঁ নিজে টেবিলের ধারে বসে অস্টাব এবং মিলারকে বসতে বললো। মোট্রি রইলো দরজার পাশে, হাতে একটা ফ্ল্যাশ লাগানো ক্যামেরা।

একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স লিও এগিয়ে দিলো মিলারের হাতে। ফটোর জায়গাটা খালি। বললো, "আপনাকে এই লোকটার ভূমিকা নিতে হবে। রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব, জন্ম ১৮ই জুন ১৯২৫। তার মানে যুদ্ধের শেষে আপনার বয়স উনিশ বছর,—প্রায় কুড়ি। এখন আপনি আটত্রিশ বছরের। আপনার জন্মস্থান ব্রেমেন সেখানেই বড় হয়ে উঠেছিলেন দশ বছর বয়সে, ১৯৩৫ সালে, আপনি হিটলার তরুণ দলে যোগ দিয়েছিলেন, জানুয়ারি ১৯৪৪-এ, মানে আঠারো বছর বয়সে, এস এস এ ভর্তি হয়েছিলেন। আপনার বাপ মা দুজনেই গত। ১৯৪৪ সালে ব্রেমেন ডকে বোমাবর্ষণের সময় তারা দুজনেই প্রাণ হারায়।"

মিলার ড্রাইভিং লাইসেন্সটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

অস্টাব জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু এস এস -এ ওর জীবনবৃত্তান্তটা কি? আমরা তো এদিকে প্রায় তথ্যের অভাবে বসেই আছি।'

"কেমন দেখছেন?" লিওঁ প্রশ্ন করে। মিলারের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপও নেই।

'বেশ ভালো" অস্টার জানায়, "গতকাল আমি দু ঘণ্টা ধরে জেরা করেছি, পাস হয়ে গেছে অবশ্য ওর এস এস জীবনের বিশেষ তথ্যগুলো কিছুই জানে না কি করে তা জানবে?'

লিও মাথাটাথা নেড়ে অ্যাটাচিকেস থেকে কিছু কাগজপত্তর বের করে আনলো।

"কল্‌বের এস এস জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না," সে বললো, "অবশ্য তেমন কিছুই নেই নিশ্চয়ই, নইলে ফেরারী তালিকায় তার নাম থাকতো। কেউ ওর নামও শোনেনি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ওডেসাও নিশ্চয়ই তার নাম জানে না। অসুবিধা হলো শুধু যে তাহলে ওর পালিয়ে থাকবার বা ওডেসার কাছ থেকে সাহায্য চাইবার প্রয়োজনটা কি? সেইজন্যে আমরাই ওর একটা জীবন বানিয়ে তুলেছি। এই যে, এখানে লেখা রয়েছে।"

কাগজগুলো অস্টারের হাতে দিয়ে দিলো। মন দিয়ে সেগুলো পড়ে অস্টার বললো "ভালোই। জানা তথ্যগুলোর সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। আর এরকম হলে ওর পক্ষে পালিয়ে থাকবার যথেষ্ট কারণও আছে।"

লিওঁ খুব খুশী, গাঁক করে শুধু শব্দ করলো।

"ওকে এগুলো শেখাবেন, বুঝেছেন? হ্যাঁ, ভালো কথা ওর জন্যে একজন গ্যারান্টারও খুঁজে পেয়েছি। ব্রেমারহ্যাভেনের একজন লোক, আগে যে এস এস এর কর্ণেল ছিলো, আগামী

১৬ই ফেব্রুয়ারি জাহাজে করে সমুদ্রভ্রমণে বেরুচ্ছে। লোকটা একটা রুটির কারখানার মালিক। মিলার যখন ওদের কাছে গিয়ে পরিচয় দেবে—সেটা অবশ্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পরেই হতে হবে—তখন ওর কাছে এই লোকটার একটা চিঠি থাকবে, তাতে লেখা থাকবে যে তার কর্মচারী রুল্‌ফ সত্যিসত্যিই এস এস-এর লোক এবং সত্যিই বিপদে পড়েছে সে। ততদিনে রুটিওলা গভীর সাগরে, চেষ্টা করলেও ওরা তার সঙ্গে সংযোগ করে চিঠিটা যাচাই করে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, আর আপনি শুনুন—" মিলারকে একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললো, "রুটি গড়ার বিদ্যা শিখে নিন। ১৯৪৫-এর পর থেকেই তো আপনি রুটির কারখানার শ্রমিক।"

জানালো না অবশ্য যে রুটি-কারখানার মালিক শুধু চার সপ্তাহ বাইরে থাকবে,—ফিরে আসার পর তো মিলারের জীবন সুতোয় ঝুলবে।

"এখন আমার নাপিতভায়া আপনার চেহারাটা কিছু বদলে দেবে," মিলারকে লিওঁ জানালো, "তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আমরা আপনার ফটো তুলবো।"

ওপরতলার বাথরুমে নাপিত মিলারের চুল একদম ছোট্ট করে ছেঁটে দিলো, জীবনে কোনদিন এমন কদমছাঁট ছাঁটেনি মিলার। চুলের সামান্য রেখামাত্র অবশিষ্ট যার মধ্যে দিয়ে ন্যাড়ামুণ্ড চমকাচ্ছে। বয়স যেন একলাফে বেড়ে গেলো। মাথার বাঁ ধারে ক্ষুর দিয়ে রুলার-সোজা সিঁথি কেটে দিলো। চোখের ভুরু টেনে টেনে প্রায় সেগুলোকে নির্লোম করে তুললো।

"ন্যাড়া ভুরু দিয়ে মানুষ এমন কিছু বুড়োটে হয়ে যায় না," নরসুন্দর গল্প জোড়ে, "তবে তা করলে বয়স বোঝা যাবে না ছ সাত বছর এদিক-ওদিক হয়ে যাবেই। হ্যাঁ আরেকটা কথা, আপনাকে একটা গোঁফ গজাতে হবে, পাতলা মতন, আপনার মুখের সমান। এতে বয়স অনেক বেড়ে যাবে। তিন সপ্তাহে গজিয়ে নিতে পারবেন না?"

মিলার তো জানে তার গোঁফ কত তাড়াতাড়ি বাড়ে। বললো "নিশ্চয়ই।" আয়নায় নিজের মুখ দেখে। প্রায় তিরিশের মাঝকোটা মনে হচ্ছে এখন। গোঁফ উঠলে অন্ততঃ আরো চারটে বছর তো বয়স বাড়বে।

নীচতলায় নেমে আসাতেই, মিলারকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো সাদা একটা চাদরের সামনে। অস্টার এবং লিওঁ দুজনে মিলে ধরাধরি করে চাদরটা লম্বা করে ঝুলিয়ে রাখলো। মোট্টি ওর পুরো মুখের কয়েকটা ফটো তুলে নিলো।

"ব্যস, এতেই হবে," মোট্টি বললো, "তিনদিনের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দেবো।"

"তাহলে, রুলফ," অনেকদিন ধরেই তাকে এই নামে ডাকছে অস্টার, "তোমার ট্রেনিং হয়েছিলো ডাচাউ এস এস শিক্ষাশিবিরে। ১৯৪৪ এর জুলাইয়ে তোমাকে ফ্লসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিলো। ১৯৪৫ এর এপ্রিলে যে দলটা অ্যাবওয়েরের নেতা অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে বধ করেছিলো সেই দলের কম্যাণ্ড ছিলো তোমার হাতে। হিটলারকে হত্যা করবার জন্যে যে চক্রান্ত হয়েছিলো ১৯৪৪ এর জুলাইয়ে তাতে আরও কিছু আর্মি অফিসারকে সন্দেহ করেছিলো গেস্টাপো এবং তাদের অনেককেই হত্যা করবার ব্যাপারে তোমার হাত ছিলো। কাজেই এখনকার কর্তৃপক্ষ তোমাকে তো গ্রেপ্তার করতে চাইবেই, অ্যাডমিরাল ক্যানারিস বা তার লোকেরা তো ইহুদী ছিলো না। সেকথা ভুললে চলবে না। আচ্ছা, কাজে নামা যাক, স্টাফ সার্জেন্ট।"

মোসাদের সাপ্তাহিক মিটিঙ প্রায় শেষ হয়ে আসতেই জেনারেল আমিত হাত তুললেন। বললেন, "শুনুন, আর একটা ব্যাপার আছে, অবশ্য সেটাকে আমি ততখানি গুরুত্ব দিই না। ম্যুনিখ থেকে লিওঁ জানিয়েছে যে কিছুদিন ধরে সে একটি জার্মান-আর্যকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে নিচ্ছে ওডেসার ভেতরে ঢোকাবার জন্যে, লোকটা নাকি নিজের থেকেই কোন কারণে এস.এস.-এর ওপর দারুণ খাপ্পা।"

"কেন, কারণটা কি?" সন্দেহভরা প্রশ্ন জাগে কারো কণ্ঠে।

জেনারেল আমিত শূন্যে হাতটাত ছোঁড়েন। "নিজস্ব কোন কারণ আছে তার, যেজন্যে সে রশম্যান নামে এস.এস.-এর জনৈক ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করতে চায়।"

অত্যাচারিত দেশগুলোর জন্যে যে দপ্তর তার কর্তা, একজন প্রাক্তন পোলিশ ইহুদী, ধাঁ করে মাথা তুলে বললেন, "এডুয়ার্ড রশম্যান...রিগার কশাই?"

"হ্যাঁ, তাকেই।"

"ইস্, তাকে যদি একবার হাতে পেতাম, শোধ নিয়ে নিতাম।"

জেনারেল আমিত মাথা ঝাঁকালেন। "নাঃ, আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, শোধবোধের পালা আর ইস্রায়েলের নেই। আমার ওপর অলঙ্ঘ্য আদেশ দেওয়া আছে। রশম্যানকে যদি লোকটা খুঁজেও পায় কোনরকম হত্যাটত্যা ঘটবে না। বেন গালের ব্যাপারটার পর এরকম কিছু ঘটলে অ্যাডেনয়ের ক্ষেপে যাবে। মুশকিল কি জানেন, জার্মানীতে কোন ভূতপূর্ব নাৎসী মারা গেলেও ইস্রায়েলি অনুচরদের দোষ হয়।"

"তাহলে এই তরুণ জার্মানকে দিয়ে আমাদের কি লাভ?" শাখাদের প্রধান জানতে চাইলেন।

"আমি তাকে দিয়ে অন্যান্য নাৎসী বৈজ্ঞানিকদের খবর জানতে চাই, যাদের এই বছরে হয়তো কায়রোয় পাঠানো হবে। আমাদের পক্ষে সেটাই সর্বপ্রধান, পয়লা নম্বরের, কাজ। তাই জার্মানীতে আমাদের একজন চর পাঠাতে চাই যে এই যুবকটিকে চোখে চোখে রাখবে। শুধু পাহারা রাখা, আর কিছু না।"

"এ রকম লোক আছে আপনার নজরে?"

"হ্যাঁ," জেনারেল আমিত বললেন, "আছে। ভালো লোক, বিশ্বস্ত। সে শুধু ওই জার্মানটাকে অনুসরণ করবে, পাহারা রাখবে তার কাজের ওপর, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খবর পাঠাবে। জার্মান বলে অনায়াসে চালিয়ে নেবে সে। লোকটা একজন ইয়েক্কে, কার্লশ্রু থেকে এসেছে।"

"কিন্তু লিওঁ? সে যদি তার নিজের মতো করে কিছু করতে চায়, তার শোধবোধের হিসেব মিলিয়ে নেবার জন্যে?" কে একজন প্রশ্ন করলো।

"নাঃ, লিওঁকে যা বলা হবে তাই সে করবে," রেগে উঠলেন জেনারেল আমিত, "শোধবোধের পালা শেষ, বললামই তো।"

সেই সকালে বেরোথে মিলারকে আরেকবার ঘষছিলো অ্যালফ্রেড অস্টার।

"এস.এস.দের ছোরার বাটে কি কি লেখা থাকে?"

"রক্ত এবং সম্মান।"

"ছোরা কখন তাদের উপহার দেওয়া হয়?"

"শিক্ষাশিবিরের শেষে পাসিং আউট প্যারেডে।"

"বেশ। অ্যাডলফ হিটলারের ওপর বিশ্বস্ততার শপথটা মুখস্থ বলো।"

গড়গড় করে বলে যায় মিলার নির্ভুলভাবে।

"এস এস দের রক্ত-শপথ আবৃত্তি করো।"

করলো মিলার।

"মৃত্যু-মস্তক প্রতীকের অর্থ কি?"

চোখ বন্ধ করে মিলার তাকে যা শেখানো হয়েছে বলে গেলো ঃ

"মৃত্যু মস্তকের চিহ্ন প্রাচীন জার্মানিক উপকথা থেকে গৃহীত। টিউটনিক যোদ্ধাদের মধ্যে কোন কোন দলে নেতা এবং পরস্পরের প্রতি শাশ্বত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। শুধু যে আমৃত্যুই তারা একে অন্যের রক্ষা করবে তাই নয় সমাধিভূমিতেও অনুসরণ করবে এবং মৃত্যুর অপর পারে ভালহাল্লাতেও। সেইজন্যেই করোটি এবং ক্রশ-করা অস্থি, মরণ পেরিয়ে যা ভিন্ন জগতের অর্থবহ "

"বেশ। এস এস হলেই কি তাকে মৃত্যু-মস্তকবাহিনীর সদস্য হতে হতো?"

"না, কিন্তু শপথবাক্য একই।"

অস্টার উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা টানটান করে নেয়।

"মন্দ নয়। প্রায় সবই শিখে গেছো দেখছি, আর কিছু মনে করতে পারছি না। এখন এসো তোমার ফৌজ, বাহিনী এবং কর্মস্থলে কিছু কথা তোমাকে শিখিয়ে দেওয়া যাক। শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই তোমার পোস্টিং হয়েছিলো, ফ্লসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে "

এথেন্স ছেড়ে ম্যুনিখের দিকে চলেছে অলিম্পিক এয়ারওয়েজের বিমান। জানলার ধারে চুপচাপ বসে আছে একটি লোক পারিপার্শ্বিক ভুলে। তার পাশে বসে আছে একজন জার্মান ব্যবসায়ী। কয়েকবার সে চেষ্টা করলো সহযাত্রীটির সঙ্গে আলাপ জমাতে, কিন্তু তার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্রেরয় পত্রিকায় মন দিলো। সহযাত্রীটি তখন তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে, পায়ের নীচে ঈজিয়ান সাগর পেরিয়ে গেলো, পূব ভূমধ্যসাগরের রৌদ্রময় অঞ্চল ছেড়ে বিমান এখন ডোলোমাইট এবং ব্যাভেরিয়ান আল্পসে হিমশীর্ষ পাহাড়ের দিকে চলেছে।

ব্যবসায়ীটি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলো যে তার সহযাত্রী নিঃসন্দেহে জার্মান। তার ভাষা যেমন চমৎকার ক্রটিহীন, তেমনি দেশটার সম্বন্ধে তার জ্ঞানও নির্ভুল। গ্রীসের রাজধানীতে কিছু বেচাকেনা কাজ সেরে দেশে ফিরতে ফিরতে ব্যবসায়ীটি বুঝতে পারে যে তার পাশের আসনে জানলার ধারে যে বসে আছে সেও তারই স্বদেশের লোক।

কিন্তু ভুল হলো তার। পাশের লোকটা তেত্রিশ বছর আগে জার্মানীতে জন্মেছিলো বটে যখন তার নাম ছিলো, জোসেফ কাপলান, কার্লশ্রুয়ের একজন দরজির ছেলে। হিটলার যখন ক্ষমতায় এলেন তখন সে মোটে তিন বছরের শিশু. কালো গাড়িতে উঠিয়ে তার বাপ মাকে যখন নিয়ে গেলো তখন সে সাত বছরের। আরো তিনটে বছর কেটে গেলো ছাতের চোরকুঠরিতে লুকিয়ে থেকে। দশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে ধরা পড়ে গেলো, গাড়ি করে তাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। কনসেনট্রেশন শিবিরে শিবিরে কেটে গেলো কৈশোরের প্রথম দিনগুলো ও বয়সের যত ক্ষিপ্রতা তৎপরতা, অসম সাহস, সব লেগে গেলো শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতেই। ১৯৪৫ পর্যন্ত কোনমতে টিকে থাকলো, চোখে তখন শুধু বন্যপশুর মতো প্রবৃত্তিজাত আতঙ্ক আর সন্দেহ। তখন একদিন

মনে পড়ে, একটা বিদেশী লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, নাকী-নাকী সুরে কথা বলেছিলো; তার হাত থেকে হারশে বার নামে একটা জিনিস নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো সে, শিবিরের একটা কোণায় গিয়ে খেতে বসেছিলো, কিন্তু তার আগেই জিনিসটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো।

দু বছর পরে, কয়েক পাউণ্ড ওজন বেড়েছে তখন, বয়স হয়েছে সতেরো কিন্তু ক্ষুধা তেমনি অতলান্ত, দুনিয়ার সব কিছুর ওপরে তখন দারুণ সন্দেহ অবিশ্বাস, একটা জাহাজে এস উঠেছিলো যার নাম 'প্রেসিডেন্ট ওয়ারফিল্ড' ওরফে 'এক্সোডোস'; নতুন একটা তটে এসে পৌঁছালো, কার্লশ্রু বা ডাচাউ থেকে যা বহু দূরে।

অনেক বছর কেটে গেলো তারপর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরম হলো কিছুটা, পরিণত হয়ে উঠলো, অনেক কিছু শিখলো, বিয়ে হলো, দুটো ছেলেমেয়ে হলো. আর্মিতে কমিশন পেলো, তবু ঘৃণা গেলো না সেই দেশের ওপর থেকে যেখানে আজ সে যাচ্ছে। মনের ভাব পুষে রেখে আসতে রাজী হয়েছিলো; আবার জার্মান সাজবার জন্যে শিষ্টতা এবং ভাই-ভাই-এর পালিশ লাগাতে হয়েছিলো আচরণে।

অন্যান্য বন্দোবস্ত সার্ভিস থেকেই করে দেওয়া হয়েছিলো, যথা বুকপকেটের পাসপোর্টখানা, চিঠিপত্র, কার্ড, দলিল, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের উপযুক্ত সমস্ত রকম সাজসজ্জা বা মালপত্র। তাকে সাজানো হয়েছিলো যেন সে বস্ত্রব্যবসাতে ভ্রাম্যমাণ জার্মান বিক্রেতা।

আকাশে মেঘ ক্রমশ ভারী হয়ে উঠলো; জমাট হিম বাতাসে টের পাওয়া গেলো পশ্চিম ইউরোপ এসে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে শুধু ভাবে তার কাজের কথা; কয়েক দিন কয়েক রাত ধরে কিব্বুৎজে মৃদুভাষী কর্নেলটি যা তাকে পাখিপড়ার মতো শিখিয়েছেন, কত ইস্রায়েলি চর কর্নেলটি যে সৃষ্টি করেছেন অথচ সফলতা পেয়েছেন কতটুকু!.. একটি লোককে অনুসরণ করতে হবে তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।—একজন জার্মান তার চেয়ে যে চার বছরের ছোট, অথচ সে যা করতে যাচ্ছে অনেকেই তা পারেনি—ওডেসার ভেতরে অনুপ্রবেশ করতে।—তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কৃতকার্যতার পরিমাপ নিতে হবে, দেখতে হবে কাদের সঙ্গে সে সংযোগ করছে বা কারা তার সঙ্গে সংযোগ করছে, যে সমস্ত তথ্যের সে সন্ধান পাবে সেগুলোকে যাচাই করতে হবে, জেনে নিতে হবে রকেটের ওপরে কাজ করবার জন্যে ইজিপ্টে যে নতুন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের দল পাঠানো হবে তাদের খবর পেয়েছে কিনা জার্মানটা। অথচ আত্মপরিচয় কখনো দেওয়া চলবে না, নিজে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলবে না। জার্মানটা যা কিছু জানতে পারবে সব খবর তাকে অবিলম্বে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, কারণ জার্মানটার ছদ্মবেশ খুব বেশিদিন টিকতেই পাবে না।..করবেই, এ সমস্ত যদিও মোটেই ভালো লাগে না করতে, তবে ভালো লাগতেই হবে এমন তো আর কোন দাবি নেই তার কাছে। ভাগ্য ভালো কেউ বলেনি তাকে যে তাকে আবার জার্মান হতে ভালো লাগতেই হবে। তাকে একথাও কেউ বলেনি যে জার্মানদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পাও, তাদের ভাষা বলে আনন্দ পাও বা তাদের সঙ্গে হেসেটেসে কথাটথা বলে বা ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে আনন্দ পাও। সেরকম যদি কিছু বলা হতো তাকে, তবে সে তা স্রেফ অস্বীকার করতো। এদের সব্বাইকে সে ঘৃণা করে, যে রিপোর্টারকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাকেও. সেই ঘৃণা, কোনদিন, কিছুতেই বদলাবে না, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।

পরদিন শেষবারের জন্যে অস্টার এবং মিলারের কাছে এলো লিওঁ। লিওঁ এবং মোট্টি ছাড়া এবারে নতুন আরেকজন লোক ছিলো। লোকটা ওদের চেয়ে বয়সে ছোট, বেশ শক্তসমর্থ, রোদে-পোড়া রঙ। মিলারের অনুমান লোকটার বয়স তিরিশের মাঝকোঠায়। তাকে শুধু জোসেফ বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। সারাক্ষণ কিছু বললো না সে।

"হ্যাঁ, শুনুন" মিলারকে বললো মোট্টি, "আজ আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে এসেছি। শহরের মাঝখানে বাজারের চত্বরে পাবলিক পার্কিং লটে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি।" চাবিটা মিলারকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "ওডেসার সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবেন গাড়িটা ব্যবহার করবেন না। কারণ সহজেই নজরে পড়বার মতো গাড়ি আপনার, আর তাছাড়া আপনি একজন রুটি কারখানার শ্রমিক, ক্যাম্পের রক্ষী ছিলেন—সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়াতে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতএব, যখন যাবেন, ট্রেনে করে যাবেন।"

মিলার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো বটে, কিন্তু মনে মনে খুব দুঃখিত জাগুয়ার গাড়িটার বিচ্ছেদে।

"আচ্ছা, এই নিন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, আপনার এখন যা চেহারা সেইরকম ফটো লাগানো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি একটা ফোক্‌সওয়াগেন চালান. ব্রেমেনে ছেড়ে এসেছেন সেটা কেননা নম্বর দেখলেই পুলিস আপনাকে ধরবে।"

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখলো মিলার। তার খাটো-চুলওলা ছবি, তবে গোঁফ নেই। বলা যাবে যে সনাক্ত হয়ে যাবার পর গোঁফ গজাচ্ছে চেহারা পাল্টাবার জন্যে।

"যে লোকটা আপনার গ্যারান্টার নিজেও সে কথা জানে না; আজ সকালে জোয়ারের টানে তার প্রমোদতরণী ব্রেমারহ্যাভেন ছেড়েছে। লোকটি পূর্বতন এস.এস. কর্ণেল এখন রুটির কারখানার মালিক এবং আপনার প্রাক্তন মনিব। তার নাম জোয়াখিম এবারহার্ড্‌ট্। এই চিঠিটা তার কাছ থেকে আপনি যার সঙ্গে করতে যাচ্ছেন তাকে লেখা। কাগজটা আসল, তার অফিস থেকে নেওয়া। সইটা জাল, একেবারে সুদক্ষ জালিয়াতি। চিঠিটায় বলা হয়েছে যে আপনি আগে এস.এস ছিলেন, বেশ ভালো লোক, বিশ্বস্ত, সনাক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন বিপদে পড়েছেন, কাজেই চিঠিটা প্রাপককে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনাকে যেন নতুন পরিচয়পত্রটত্র বানিয়ে দেয়।"

লিওঁ চিঠিটা মিলারের হাতে দিলো। পড়ে নিয়ে মিলার আবার সেটা খামে পুরে রাখলো।

"বন্ধ করুন," লিওঁ বললো। মিলার সেটা বন্ধ করলো।

"কার কাছে আমাকে যেতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

নামঠিকানা-লেখা একটা কাগজ বের করলো লিওঁ। "এই হচ্ছে আপনার লোক, ন্যুরেমবার্গে থাকে। যুদ্ধে সে কি ছিলো আমরা ঠিক জানি না কারণ নতুন নাম নিয়েছে এখন। তবে আমরা ঠিক জানি যে লোকটা ওডেসার একজন চাঁই। এবারহার্ডটের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখাটেখা হয়েছে কারণ সেও তো উত্তর জার্মানীতে ওডেসার একজন বড় রথী। কাজেই, রুটিওলা এবারহার্ডটের এই এই ফোটোটা, ভালো করে দেখে রাখুন, যদি আপনার লোক আপনাকে তার চেহারা বিবরণ জিজ্ঞেস করে। বুঝেছেন তো?"

এবারহার্ডটের ফটোটা দেখে মিলার মাথা নাড়লো।

"আপনি তৈরি হয়ে নিয়ে কয়েক দিন বরং অপেক্ষা করুন, যদ্দিন এবারহার্ডটের জাহাজ

তটভূমির সঙ্গে রেডিও-টেলিফোনের পরিধি পেরিয়ে যায়। আমরা চাই না যে যার সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন, সে জাহাজটা জার্মানীর জলে থাকতে থাকতেই এবারহার্ডটকে একটা টেলিফোন করে। অপেক্ষা করুন যদ্দিন না জাহাজটা মধ্য-আটলান্টিকে গিয়ে পড়ে। আমার মনে হয় পরের বিষ্যুৎবার সকালে গিয়ে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

মিলার ঘাড় নাড়লো। "বেশ, বেস্পতিবারেই হবে।"

"দুটো কথা আরো," লিওঁ বলে, "প্রথমত রশম্যানের অনুসন্ধান ছাড়াও,—যেটা তো আপনি করবেনই—আমরা জানতে চাই যে নাসেরের রকেট বানানোর জন্যে মিশরের বৈজ্ঞানিক পাঠানোর ভার এখন কার হাতে? এই দেশেই, জার্মানীতেই, ওডেসা থেকে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে আমরা জানি। আমরা তা সঠিকভাবে জানতে চাই, চিফ রিক্রুটিং অফিসারটি কে?...দ্বিতীয়ত, আমাদের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন। পাবলিক টেলিফোন থেকে এই নম্বরটা ঘোরাবেন।"

মিলারকে একখণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলো।

"এই নম্বরে সব সময় লোক থাকে, আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই। যখনই কিছু জানতে পারবেন, এখানে জানিয়ে দেবেন।"

বিশ মিনিট পরে দলটা চলে গেলো।

ম্যুনিখ ফিরে যাবার সময় গাড়ির পেছনদিকে পাশাপাশি বসেছিলো লিওঁ আর জোসেফ। কোণার দিকে চুপচাপ গুটিয়ে বসেছিলো ইস্রায়েলি চরটি। বেরোথের মিটিমিটি আলোগুলো পেছনে চলে যেতেই, লিওঁ কনুই দিয়ে জোসেফকে একটু ধাক্কা দিলো।

"কি ব্যাপার? মুখ এমন আঁধার করে বসে আছেন কেন? সব তো ঠিকমতো চলেছে।"

জোসেফ ওর দিকে চাইলো। "মিলারের ওপর কতটা ভরসা করা যায়?"

"ভরসা? আরে মশায়, ওডেসার ভেতরে ঢুকবার এমন সুযোগ আমরা আর কখনো পাইনি। অস্টারের কথা তো শুনলেনই। মাথা যদি ঠিক রাখে তো ছোকরা এস.এস. বলে ঠিক চালিয়ে যাবে।"

জোসেফের মন থেকে কিন্তু সন্দেহ ঘোচে না। "আমাকে বলা হয়েছিলো যে ওকে সবসময় নজরে রাখতে। কাজেই ও যখন যাবে, আমার উচিত ছিলো ওর পেছনে থাকা; কাদের সঙ্গে ওর দেখাটেখা করিয়ে দেওয়া হয় সেগুলো দেখা, ওডেসাতে তাদের কি পরিচয় তা নিরিখ করা এবং সে সমস্ত খবর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। ওকে একা ছেড়ে দেওয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি।...যখন ওর মর্জি হবে আমাদের টেলিফোন করবে।...ধরুন, যদি টেলিফোন না করে?"

লিওঁর মেজাজ চড়ে যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের আগেও তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

"আরেকবার ভালো করে শুনুন আপনি। এই লোকটা আমার আবিষ্কার, ওডেসাতে ওকে দিয়ে অনুপ্রবেশ করানো আমার পরিকল্পনা। ও আমার চর। আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষা করেছি ওর মতো কাউকে পেতে যে ইহুদী নয়। ওর পিছনে কাউকে জুড়ে দিই আর ও ফাঁস হয়ে যাক---সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

"কিন্তু ও তো আনাড়ি, আমি একজন পেশাদার—"

"হোক। ও একজন আর্য, সে কথাটা ভুলবেন না," লিওঁ সমান তেজে উত্তর দেয়, "ওর প্রয়োজনীয়তা ফুরোতে ফুরোতেও জার্মানী ভেতরকার দশজন ওডেসাব মহাবথীদের নাম অন্তত আমরা জানতে পারবো। তারপর তাদের ওপর আমরা একের পর এক কাজ করে যাবো। তাদেরই মধ্যে থাকবে রকেট-বৈজ্ঞানিকদের ভর্তি কববাব কর্তা।...ভাববেন না মশায়, তাকে আমরা খুঁজে পাবোই, এবং কাযবোতে যে বৈজ্ঞানিকগুলোকে পাঠানোর মনস্থ করেছে তাদের নামও।"

বেরোতে তখন তুযার পড়ছিলো। জানলা দিয়ে একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে মিলার।... টেলিফোনে খবর-টবর দেওয়ার বাসনা তার একদম নেই, কারণ রকেট-বিজ্ঞানীদেব সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তার লক্ষ্য শুধু একটিই—এড়ুয়ার্ড রশম্যান।

বারো

ফ্রেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে বুধবার সন্ধ্যায পিটার মিলার বিদায় নিলো অ্যালফ্রেড অস্টারের কাছ থেকে। বেবোথে তার কটেজের দবজায় দাঁড়িযে প্রাক্তন এস এস. অফিসাবটি মিলারেব হাত ঝাঁকিয়ে বললো, "তোমাব সৌভাগ্য কামনা করছি, কল্‌ব। যা জানি সব আমি তোমাকে শিখিয়েছি। তবু একটা ছোট্ট উপদেশ দিয়ে দিচ্ছি। কতদিন তোমার ছদ্মপবিচয়টি কবে আমি জানি না, হয়তো বেশীদিন নয়। যদি কখনো বোঝো যে কেউ তোমার ছদ্মপরিচয় দেখে ফেলছে, কোনরকম তর্ক কোরো না, চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পবিচয়ে ফিবে যেও।"

রেলস্টেশন পর্যন্ত মাইলখানেক পথ মিলাব হেঁটেই চললো। ছোট্ট স্টেশন। ন্যুবেমবার্গেব টিকিট কিনে ফটক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাবে, টিকিট-কালেক্টব ওকে বললো, "আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবতে হবে স্যাব। আজ রাতে ন্যুরেমবার্গের ট্রেন দেরি করে আসবে।"

আশ্চর্য হলো মিলাব। সময়মত ট্রেন চালানো জার্মান রেলওয়েব বৈশিষ্ট্য।

"কি হযেছে?" টিকিট-কালেক্টর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যেখানে রেললাইনটা পাহাড়েব ভেতরে ঢুকে গেছে। দু ধাবে উপত্যকায় নতুন পডা তুষারেব স্তূপ।

"লাইনে ভীষণ তুযারপাত হযেছে। এইমাত্র আমরা খবব পেলাম যে তুষাব পরিষ্কার কববাব যন্ত্রটাও বিকল হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ারেবা সেটা এখন মেরামত কবতে ব্যস্ত।"

বহু বছর সাংবাদিকতা করে করে মিলারেব ভীষণ বিশ্রী লাগে এখন ওয়েটিং রুমে থাকতে। জীবনে ওর বহু সময় কেটে গেছে ওগুলোতে; ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্তে ঠাণ্ডা ঘবগুলো কোনরকম মাধুর্যই কোনদিন এনে দিতে পারেনি। ছোট স্টেশনটির বুফেতে গিয়ে এক কাপ কফি গিলতে থাকে। টিকিটেব দিকে তাকিযে দেখে সেটা পাঞ্চ করা হযে গেছে। মানসপটে ভেসে উঠলো পাহাডেব চডাইয়েব ওপবে তার কালো জাগুযাব।

ন্যুবেমবার্গ শহরেব ওধারে যদি গাড়ি বেখে দেয়, যেখানে যাবে সেখান থেকে বহুদূরে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হবে না. যদি লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎকারেব পব তাকে অন্য কোথাও পাঠানো হয় অন্য কোন উপায়ে, তাহলে ম্যুনিখে গাড়ি বেখে যাবে। গ্যারেজেও পার্ক কবে যেতে পারে। লোকচক্ষুব আডালে থাকবে, কেউ খুঁজে পাবে না। অন্তত কাজ শেয হওয়ার আগে তো না। তাছাড়া গাডিটা কাছেভিতে থাকলে প্রয়োজন লাগতে পারে, যদি কখনো পালিয়ে যেতে হয়। ব্যাভেবিয়াতে তার কথা লোকে কি করে জানবে, অথবা তার গাড়ির কথা? মোট্রির সাবধানবাণী

অবশ্য মনে পড়লো, ওর গাড়িটা চট করে নজরে পড়ে লোকের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্টারের শেষ উপদেশও মনে পড়লো, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হতে পারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। গাড়িটা ব্যবহার করা হয়তো বিপজ্জনক, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও তো বিপজ্জনক।...আরও পাঁচ মিনিট ধরে ভাবলো। তারপর কফি-কাপটা শেষ না করেই স্টেশন থেকে হাঁটতে আরম্ভ করলো পাহাড়ের অপর দিকে। দশ মিনিটের মধ্যে গিয়ে জাগুয়ারের চালকের আসনে বসলো; ছুটে চললো শহর ছাড়িয়ে।

ন্যুরেমবার্গ অল্প দূরের পথ। সেখানে পৌঁছে বড় স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে উঠলো মিলার। দুটো দালান পেরিয়ে গলিতে গিয়ে রাখলো তার গাড়ি। তারপর হেঁটেই চললো কিংগস্ গেটের ভেতর দিয়ে মধ্যযুগীয় শহর অ্যালব্রেখট ড্যুরেরের উদ্দেশ্যে।

এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে রাস্তার আলোয় আর জানলাগুলো থেকে আসা আলোর ছটায় দেখা যাচ্ছে প্রাচীর-ঘেরা শহরটায় বাড়িগুলোর অদ্ভুত ধরনের সুতীক্ষ্ণ সব ছাদ, আর তাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালগুলোর ত্রিকোণ অংশে নানারকম কারুকার্য। পারিপার্শ্বিক দেখে মনে হয় যেন আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে আসা হয়েছে। ফ্রাঙ্কোনিয়ার রাজারা যখন ন্যুরেমবার্গের শাসক ছিলেন, জার্মানি রাজ্যগুলোর মধ্যে যখন সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী বণিকনগরী ছিলো এই ন্যুরেমবার্গ। কল্পনাও করতে পারা যায় না যে এই শহব ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো; এবং আজ দ্বিতীয়বার নতুন করে মূল স্থপতির রেখাচিত্র অনুসরণ করে বানানো হয়েছে এই সেদিনমাত্র—১৯৪৫-এর পরে।

বাজারের চৌরাস্তা ছাড়িয়ে দুটো রাস্তাব পরে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত বাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেলো, একদম প্রায় সেন্ট সেবাল্ড চার্চের যমজ গম্বুজের তলাতেই। দরজায় গৃহস্বামীর নাম সাঁটা, ঠিক মিলে গেলো তার পকেটের চিঠিতে যে নাম আছে তার সঙ্গে। ব্রেমেনের জনৈক জোয়াখিম এবারহার্ডটের লেখা পরিচয়পত্র বলেই চিঠিটাকে চালানো যাবে। ভূতপূর্ব এস.এস. কর্ণেলটির স্বাক্ষর চমৎকারভাবে নকল করা হয়েছে। অথচ এবারহার্ডটকে মিলাব কোনদিন চোখের দেখাই দেখেনি। তাই মনে মনে ভাবে যে এই বাড়িব কর্তাটিও যদি এবারহার্ডটকে না দেখে থাকে তবেই মঙ্গল।

বাজারের চৌরাস্তায় ফিবে এলো আবাব। রাতের খানা সারতে হবে কোথাও। দু-তিনটে সনাতনী ফ্রাঙ্কোনিয় কায়দা'র ভোজনালযেব পাশ দিয়ে ধীবে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়লো সেন্ট সেবাল্ডের ফটকের সামনে মোড়ে মাথায় একটা ছোট্ট সসেজের দোকানের লাল টালির ছাদ থেকে ধোঁযা উঠে উঠে হিমঠাণ্ডা রাতেব আকাশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সুন্দর ছোট্ট দোকানটা; সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, সেখানে বাক্স করে সার সার বেগুনী রঙের হেদ্যার সাজিয়ে রাখা, অতি সযত্নে সেগুলো থেকে সকালের তুষারকণাগুলোও ঝেড়ে ফেলেছে দোকানেব মালিক।

ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই একটা স্বাদু উষ্ণতা এবং আতিথ্যের চমৎকার পরিবেশে মনটা ভরে উঠলো। কাঠের টেবিলগুলো একটাও খালি ছিলো না। কিন্তু তখুনি কোণার টেবিল থেকে একজোড়া দম্পতি উঠে যাচ্ছিলেন, মিলার গিয়ে সেখানে বসতেই তাঁরা একগাল হেসে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।...মিলার সেই দোকানের বিখ্যাত ন্যুরেমবার্গি মসলাদার সসেজের একটা প্লেট আনিয়ে

নিলো। বারোটা থাকে একেক থালায়। সেগুলো শেষ করে স্থানীয় মদের একটা বোতল আনিয়ে রাতের খাওয়া সাঙ্গ করলো।

ভোজনপর্বে পরে কফি নিয়ে বসলো। দুটো অ্যাসবাখ দিয়ে কালো পানীয়ের সৎকার করলো। শুতে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছিলো না। চুপচাপ বসে বসে দেখতে বেশ লাগছে; খোলা আগুনের কুণ্ডে কাঠের গুঁড়িগুলো থেকে ধিকিধিকি শিখা জ্বলছে; ওই কোণায় একদঙ্গল লোক হেঁড়ে গলায় ফ্রাঙ্কোনিয় সুরাগীতি গাইছে; সঙ্গীতের তালে তালে তারা হাত ধরাধরি করে এপাশ থেকে ওপাশে দুলছে, প্রতিটা ছত্রেব শেষে আবার মদের গেলাসগুলো ওপরে তুলে ধরে হৈ হৈ করে গানের রব ছাড়ছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকে মিলার। মনে মনে ভাবে জীবন বিপন্ন করবার কি দরকার—কুড়ি বছর আগে একটা লোক অপরাধ করেছিলো, এখন তার খোঁজে এসব করবার কি অর্থ?... প্রায় স্থির করে ফেলেছিলো যে নাঃ, আর এসব পাগলামি না, চুলোয় যাক সব, গোঁফ কামিয়ে ফেলবে, আবার চুল গজাবে, হাম্বুর্গে ফিরে যাবে, সিগির দেহতাপে উত্তপ্ত বিছানায় গিয়ে ঢুকবে।... মুখে স্মিতপ্রসন্ন শুভেচ্ছা, 'ব্রিট্রে শন'।

পকেটে হাত পুরে মনিব্যাগ তুলতে গিয়ে একটা ফটোতে আঙুল ঠেকলো। টেনে তুলে সেটাতে চোখ রাখতেই রাগে পিত্তি জ্বলে গেলো তার। লাল অক্ষিকোটরে দুটো নিষ্প্রভ চোখ—ইঁদুর মারাব জাঁতাকলের মতো একটা হাঁ-মুখ —কোটের কলারের ওপর থেকে তাব দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কোটের ওপরে কালো প্রতীক আব রৌপ্যবিদ্যুতের শিখা। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থেকে হিসহিসিয়ে উঠলো মিলাব, "বিষ্ঠা কোথাকার।" ফটোর একটা প্রান্ত তুলে ধরলো তাব টেবিলে রাখা মোমবাতির শিখার মাঝখানে। ধীবে ধীবে ছাই হয়ে গেলো ফটোটা। কোন প্রয়োজন নেই আর ফটোব; মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে প্রতিকৃতি, দেখলেই চিনতে পারবে।

খাওযার দাম চুকিযে কোটের বোতাম বন্ধ করে, পিটার মিলার তাব হোটেলে ফিরে গেলো।

ওযেরউলফ গজরাচ্ছিলো সেই সময়। সামনে বসে ম্যাকেনসেন।

"পাচ্ছো না মানে? বাতাসে মিলিয়ে গেছে? কি, বলতে চাও কি? ওর গাড়ির মতো গাড়ি জার্মানীতে অল্প ক'খানাই আছে; আধ মাইল দূর থেকেও চিনতে পাবা যায়। ছ সপ্তাহ ধরে খোঁজাখুঁজি করে এখন বলছো কিনা তাকে খুঁজে পেলে না.."

ম্যাকেনসেন নির্বাক বসে থাকে। আশাভঙ্গের স্ফুরিত ঝটিকাটা আগে থামুক।

পবে সে বললো, "তবুও, ব্যাপারটা সেরকমই বটে। ওব হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটে কড়া নজর রেখেছি; ওর বান্ধবী এবং মাযের সঙ্গে দেখা কবেছি মিলারের বন্ধু সেজে; ওর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। কেউ কিছু জানে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই কোন গ্যারেজে বন্ধ করে গোপন আশ্রযে চলে গেছে। লণ্ডন থেকে ফিরে আসবার পর কলোন হাওয়াই আড্ডার কারপার্ক থেকে গাড়ি নিয়ে দক্ষিণের দিকে ছুটেছিলো সে পর্যন্ত জানি। তারপব আর সন্ধান নেই।"

"কিন্তু তাকে যে খুঁজে বেব কবতেই হবে আমাদের," ওয়েরউলফ আবার বলে, "কমরেডটির কাছে যেন সে কোনমতেই না পৌঁছতে পারে, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"ডুব দিয়ে কতদিন থাকবে, ওপরে ভেসে উঠবেই," ম্যাকেনসেন বলে, কণ্ঠস্বরে তার নিশ্চিত প্রত্যয। "তখন আমবা পেয়ে যাবো।"

পেশাদার শিকারীটির নিরুত্তাপ ধৈর্য আর যুক্তির সামনে ওয়েরউলফের অধীরতা ভেসে গেলো। বিবেচনা করে দেখলো যে ম্যাকেনসেন ঠিকই বলছে। "বেশ, তাহলে আমার কাছাকাছিই থাকো বরং। শহরে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠো, সেখান থেকেই অপেক্ষা করা যাবে। তুমি কাছে থাকলে আমি চট করে তোমাকে পেতে পারবো।"

"আচ্ছা স্যার। শহরের মাঝখানে কোন হোটেলে গিয়ে উঠছি, সেখান থেকে ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেবো। যে কোন সময় আপনি ইচ্ছে করলেই, ডেকে পাঠাতে পারেন।"

ওপরওলাকে শুভরাত্রি জানিয়ে ম্যাকেনসেন চলে গেলো।..

পরদিন বেলা নটা নাগাদ মিলার এই বাড়িতে এসে পৌঁছলো। ঝকঝকে পালিশ-করা ঘণ্টাটা ধরে নাড়িয়ে দিলো। সকাল সকাল এসেছে যাতে লোকটাকে বাড়িতে পাওয়া যায়, কাজে বেরিয়ে পড়বার আগেই ধরতে পারে। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলো। বসার ঘর দেখিয়ে দিয়ে গৃহকর্তাকে ডাকতে চলে গেলো।

দশ মিনিট পরে বসার ঘরে এসে যে ঢুকলো তার বয়স প্রায় মধ্যপঞ্চাশ, চুলের রঙ কটা, দুধারে রগের কাছে রূপোলি ছিটে; বেশ আত্মবিশ্বাসী এবং সম্ভ্রান্ত ধরনের চেহারা। ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জায় সম্পদ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

অপ্রত্যাশিত অতিথিটির দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, কোন কৌতূহল নেই। সস্তা দামের প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা আছে দেখে বুঝতে পারে লোকটা শ্রমিকশ্রেণীর।

"কি করতে পারি আমি?", ধীর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করে।

অতিথির ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে বেশ ঘাবড়ে গেছে, এত ধনবৈভবের মধ্যে যেন আরো বেশী হতচকিত। বলে,.."অ্যাঁ, হের ডকটর, ভাবছিলাম যে আপনিই আমাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবেন।"

"ওঃ!" ওডেসার আঞ্চলিক প্রধান বলে ওঠে "নিশ্চয়ই জানেন যে আমার অফিস এখান থেকে বেশীদূরে নয়। আপনি বরং সেখানে গিয়ে আমার সেক্রেটারিকে বলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিন।"

"না, মানে...ঠিক উকিলের বুদ্ধি নিতে আসিনি, বুঝলেন, মক্কেল নই আমি—" হাম্বুর্গ এবং ব্রেমেন অঞ্চলে কথ্যভাষা শুরু করে দেয় মিলার, খেটে-খাওয়া মানুষের ভাষা। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেশ ঘাবড়ে গেছে সে। ভাষা খুঁজে না পেয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে হঠাৎ একটা চিঠি বের করে হুট করে এগিয়ে ধরলো।

"একটা চিঠি নিয়ে এসেছি স্যার, তিনি বল্লেন আপনার কাছে আসতে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে চিঠিটাকে নিয়ে ওডেসার লোকটি খাম খুলে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলো। পড়তেই ঈষৎ ভাবান্তর দেখা গেলো তার ভাবভঙ্গীতে, যেন একটু ধাতব কঠিন হয়ে উঠলো তার অঙ্গসঞ্চালন। চিঠিটার কাগজের ওপর দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মিলারকে দেখতে দেখতে বললো, "ওঃ! আচ্ছা, হের কল্‌ব, বোসো তো দেখি।"

সোজা খাড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো মিলারকে। নিজে কিন্তু বসলো বেশ আয়েসী ধরনের একটা আরামকেদারায়। কয়েক মিনিট ধরে অতিথির দিকে চেয়ে থাকে যেন যাচাই করে নিচ্ছে, ভুরু দুটো কুঁচকেই আছে। হঠাৎ তেড়ে উঠবার ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করে ওঠে, "কি যেন নাম বললে তোমার?"

"কল্‌ব, স্যার।"

"প্রথম নাম?"

"রল্‌ফ গুস্তের, স্যার।"

"কোন সনাক্তপত্র আছে তোমাব কাছে?"

বুঝতে পারলো না যেন মিলার। "শুধু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সখানা।"

"দেখি।"

উকিলটি,—কারণ সত্যি সত্যিই লোকটির পেশা ওকালতি,—হাত বাড়িয়ে দিলো। মিলার ধাঁ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে এনে ওর হাতে গুঁজে দিলো। লোক টি সেটা খুলে নিয়ে ভেতরের বিবরণগুলো পড়ে ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো মিলারকে। বেশ মিলে যাচ্ছে।

"জন্মতারিখ কত?" ধমক দিয়ে ওঠে যেন।

"আমার জন্মতাবিখ, আজ্ঞে?.. ১৮ই জুন, স্যার।"

"সাল বলো কল্‌ব।"

"উনিশ শো পঁচিশ, স্যার।"

আবার কয়েক মিনিট ধরে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় উকিলটি। "অপেক্ষা করো, আমি আসছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গোটা বাড়িটা ভেতর থেকে প্রদক্ষিণ করে পেছনদিকের অংশে চলে এলো। এখানেই ওর ওকালতি সেরেস্তা, অন্য আব একটা বাস্তাব ওপর। মক্কেলরা সেই বাস্তা ধরেই আসে। অফিসের ভেতবে ঢুকে সোজা দেওয়াল-সংলগ্ন সিন্দুক খুলে ফেললো। মোটা একটা বই বের করে নিয়ে পাতা উলটে গেলো।

জোয়াখিম এবারহার্ডটের নাম শোনা ছিলো, কিন্তু মানুষটাকে কখনো দেখেনি। এস এস.এ তারশেষ র‍্যাঙ্কও ঠিক জানা নেই। বইটা থেকে উত্তর পেয়ে গেলো। জোয়াখিম এবারহার্ডট ..ওয়াফেন-এস.এস.এ কর্ণেল পদে উন্নীত, ১০ই জানুয়াবি ১৯৪৫।...আরো কয়েক পৃষ্ঠা উলটে কল্‌ব নামটি খুঁজলো। সাতটা কলব আছে, কিন্তু একটাই রল্‌ফ গুস্তের। এপ্রিল, ১৯৪৫ থেকে স্টাফ সার্জেন্ট। জন্মের তারিখ ১৮ ৬ ২৫। বাড়িব মধ্যে দিয়ে আবার বসাব ঘরে ফিরে এলো। অতিথিটি তখনো সেই খাড়া চেয়ারে জবুথুবু হযে বসে আছে।

আবার আরাম-কেদারায গা এলিয়ে দিলো গৃহস্বামী।

"তোমাকে সাহায্য কবা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে, তা তো বোঝো তুমি না?"

মিলার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধবে মাথা নাড়লো।

"কোথাও যাবাব উপায় নেই, স্যার। ওবা আমাকে খুঁজছিলো যখন, সোজা চলে এলাম হেব এবারহার্ডটের কাছে। তিনিই তো চিঠিটা দিলেন, বললেন আপনার কাছে যেন আসি। বললেন আপনি যদি কিছু না করতে পারেন, কেউ পারবে না।"

উকিলটি ছাতেব দিকে দৃষ্টি মেলে গা এলিয়ে বসে রইলো। নিজের সঙ্গেই যেন কথা কয়ে উঠলো।

"আশ্চর্য, অহলে আমাকে উনি ফোন করলেন না কেন?" চুপ করে গেলো কিন্তু তক্ষুনি।..চুপচাপ...যেন জবাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছে এমন ভঙ্গী করে মিলার বলে উঠলো, "না স্যার, হয়তো ফোন করতে চাননি...এরকম একটা ব্যাপার।"

উকিলটি বিরক্তির দৃষ্টি হানলো তার দিকে। "কি বাজে বকছো, ফোন করা যাবে না কেন?...যাক, এরকম গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি কি করে গিয়ে পড়লে?"

"হ্যাঁ, স্যার...মানে লোকটা তো আমাকে চিনে ফেললো তখন, ওরা বললো যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। তাই বেরিয়ে পড়লাম। বেরোতে তো হবেই, কি বলেন?"

উকিলটি বড় করে শ্বাস ফেলে বললো, বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "গোড়া থেকে আরম্ভ করো তো বাপু। কে তোমাকে চিনলো, কি বলে চিনলো?"

মিলার একবুক হাওয়া টেনে নিলো। "আমি আজ্ঞে ব্রেমেনে ছিলাম। ওখানেই থাকি, কাজ করি...মানে করতাম আর কি এইটা ঘটবার আগে পর্যন্ত ... হের এবারহার্ডটের ওখানে। তাঁর রুটির কারখানায়। একদিন বোঝালেন, প্রায় মাসচারেক আগে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, শরীরটা কেমন করে উঠলো। পেটে ভীষণ ব্যথা, চিনচিনিয়ে উঠছে। কিছু আর মনে নেই, মূর্ছা গিয়েছিলাম ফুটপাতের ওপর। ওরা আমাকে তখন হাসপাতালে রেখে গেলো।"

"কোন হাসপাতাল?

"ব্রেমেন জেনারেল, স্যার। কি সব পরীক্ষা-ফরীক্ষা করেছিলো, বললো আমার ক্যান্সার হয়েছে। পেটের ভেতর। ভাবলাম আমার কপাল।"

"কপালের লিখন আর কে খণ্ডাতে পারে, বলো?" শুকনো গলায় উকিলটি মন্তব্য করে।

"আমিও তাই বলি, স্যার। যাক গে, রোগটা নাকি গোড়াতেই ধরা পড়েছিলো। সে হিসাবে আমার কপাল ভালোই। ওরা অপারেশন না করে ওষুধপত্তর দিতে থাকলো, কিছুদিন পরে ক্যান্সার কাবুতে এলো।"

"তুমি তো খুব ভাগ্যবান দেখছি।...তা তোমাকে চিনে ফেলার ব্যাপারটা কি?"

"সে এক বৃত্তান্ত, স্যার। হাসপাতালে একজন অর্ডার্লি ছিলো বুঝলেন, ইহুদী, লোকটা সব সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ডিউটিতে যখনই আসতো, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। খুব অস্বস্তি হতো আমার। ভাবনায় পড়লাম; কেমন যেন চাউনি, যেন বলতে চায় 'তোমাকে চিনে ফেলেছি!' আমি অবশ্য তাকে চিনতে পারলাম না, তবে বুঝতে পারলাম ও আমাকে চিনেছে।"

"হ্যাঁ, তারপর?" উকিলটির কৌতূহল যেন জেগে উঠছে।

"মাসখানেক আগে ওরা বললো যে অনেক ভালো হয়ে গেছি, কোন স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারি। রুটিকারখানার কর্মী ইনস্যুরেন্স থেকে টাকা দেওয়া হলো। ব্রেমেন জেনারেল ছেড়ে আসছি, অমনি আমি তাকে চিনতে পারলাম। মানে ওই ইহুদীর বাচ্চাকে। কয়েক সপ্তাহ লেগেছিলো, তারপর মনে পড়লো। ফ্লসেনবুর্গের বাসিন্দা ছিলো সে।"

উকিল এবারে সটান খাড়া হয়ে বসলো। "ফ্লসেনবুর্গে ছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ, সেই বৃত্তান্তই তো বলছি স্যার, শুনুন না আগে। হাসপাতালের অর্ডার্লিকে ঠিক চিনে ফেললাম আমি তখন। ব্রেমেন হাসপাতালে থেকে ওর নামও আমি জেনে নিয়েছিলাম। ফ্লসেনবুর্গে আমরা অ্যাডমিরাল ক্যানারিস আর অন্য অফিসারদের ফ্যুয়েরারকে মারার ষড়যন্ত্র

করার জন্যে তো গুলি করেছিলাম; তাদের লাশ পোড়াবার জন্যে যে ইহুদী দলটাকে লাগিয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিলো সে।''

উকিলটি তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

''ক্যানারিস আর অন্যদের যারা গুলি করে মেরেছিলো, তাদের মধ্যে তুমি ছিলে?''

মিলার কাঁধ ঝাঁকালো। ''আমিই তো দণ্ড পালন করবার দলটার নায়ক ছিলাম,'' নিস্তরঙ্গ গলায় শুধু বললো, ''মানে, ওরা তো বিশ্বাসঘাতকই ছিলো, বলেন? ফ্যুয়েরারকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলো?''

উকিল হাসে। ''আরে, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না হে। ওরা তো বিশ্বাসঘাতক ছিলোই। ক্যানারিস আবার মিত্রশক্তির কাছে গোপন খবরগুলো৺ পাঠাতো। ওরা সবাই বিশ্বাসঘাতক...আর্মির সব শুয়োরগুলো...জেনারেল থেকে আরম্ভ করে সেপাই পর্যন্ত।.. তা নয়, কথা হচ্ছে যে, ওদের মেরেছে যে সেই লোকের আমি সাক্ষাৎ পাবো, মোটেই ভাবিনি।''

মিলার একটু হাসতে চেষ্টা করে। ''কিন্তু সেইজন্যেই তো আমাকে ওরা ধরতে চায়। ইহুদী ঠেঙানো আলাদা ব্যাপাব, কিন্তু ক্যানাবিস বা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তো শুনছি এখন একেকজন হিরো।''

''হ্যাঁ, তা বটে। এখনকাব জার্মানি কর্তৃপক্ষ যদি তোমাকে হাতে পায়, মুশকিলে পড়বে তুমি। .যাক, তারপর কি হলো?''

''স্বাস্থ্যনিবাসে বদলি হয়ে এলাম, ইহুদী অর্ডার্লিটাকেও আব দেখতে পেলাম না। কিন্তু গত শুক্রবার আমার নামে একটা টেলিফোন এলো স্বাস্থ্যনিবাসে। ভেবেছিলাম কটিব কারখানা থেকে হয়তো কেউ খোঁজ নিচ্ছে। লোকটা কিন্তু নাম বললো না, শুধু বললো যে অনেক খবরটবর সে বাখে, এবং জানে যে আমি যে কে সে খবব চলে গেছে কোনো একটি বিশেষ লোকেব কাছে আর তার কাছ থেকে লুডউইগসবুর্গের কুত্তাগুলো জেনে গেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা নাকি জারি হচ্ছে। লোকটা যে কে বুঝতে পারলাম না, তবে গলা শুনে মনে হলো যা বলছে সঠিক জেনেই তবে বলছে। সরকারী আমলা-ফামলাব মতো জোবদার কণ্ঠস্বর...বুঝলেন না কি বলছি?''

বুঝমানের মতোই মাথা নাড়ে উকিল। ''হযতো ব্রেমেন পুলিস ফৌজের কোন দোস্ত হবে। তা তুমি কি করলে?''

অবাক হয়ে তাকালো মিলার। ''কি করলাম স্যার? পালালাম। স্রেফ সটকে পড়লাম। তাছাড়া আব কি করার ছিলো বলেন? বাড়িও যাইনি, যদি ওখানে ওরা আমাব জন্যে বসে থাকে। আমাব ফোক্সওয়াগেনখানাও নিতে যাইনি, ওটা এখনো আমাব ঝোপড়িব সামনে দাঁড় কবানো আছে। শুক্কববার রাতে রাস্তাতেই কাটালাম। শনিবারে একটা মতলব খেললো মাথায়। গেলাম কর্তাব সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে—মানে, হেব এবারহার্ডটেব সঙ্গে। টেলিফোন ডিরেক্টবিতে তো তাঁর ঠিকানা আছে। খুব ভালো ব্যবহার কবলেন তিনি। বললেন, পরদিন সকালেই জাহাজে পাড়ি দিচ্ছেন গিন্নীকে নিযে — শখের ভ্রমণ আর কি। তবু...আমাব একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন। তখনই তো এই চিঠি দিলেন আপনার নামে, বললেন আপনার সঙ্গে যেন আমি দেখা করি।''

''হের এবারহার্ডট যে তোমাকে সাহায্য করবে কি করে জানলে?''

''ও হ্যাঁ—সে এক ঘটনা। দেখেন, উনি যে যুদ্ধে ছিলেন আমি জানত্তম না। তবে কারখানায়

আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন বটে। বছর দুয়েক আগে আমাদের সব কর্মীদের একটা পার্টি হয়েছিলো একদিন। আমরা সবাই একটু রঙে ছিলাম, বুঝলেন না? আমি একবার পুরুষের ঘরে গেলাম। দেখলাম সেখানে হের এবারহার্ডট হাতটাত ধুচ্ছেন আর গান করছেন। আর কি আশ্চর্য; জানেন কোন্ গান? হর্স্ট ওয়েসেল গীত, আমিও যোগ দিলাম। বাথরুমে আমরা দুজনে সেদিন প্রাণভরে সেই গান গাইলাম; তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'একটিও কথাও না কল্‌ব, বুঝলে।' এই কাহিনী আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন বিপদে পড়তেই আবার মনে পড়লো। ভাবলাম, উনিও বোধহয় আমার মতো এস.এস.-এ ছিলেন। তাই তাঁর কাছেই গেলাম সাহায্যের জন্যে।"

"আর তোমাকে তিনি আমার কাছে পাঠালেন—কেমন?"

মিলার মাথা নাড়ে।

"ইহুদী অর্ডার্লিটার নাম কি?"

"হার্টস্টাইন, স্যার।"

"যে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলে তার নাম ?"

"আর্কাডিয়া ক্লিনিক, ব্রেমেনের বাইরে ডেলমেনহর্স্টে।"

উকিলটি একটা কাগজে কিছু লিখেটিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

"বসো একটু," বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অলিন্দ পেরিয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢোকে। টেলিফোন এনকোয়ারি থেকে তিনটে নম্বর জেনে নেয়—এবারহার্ডটের রুটি-কারখানার, ব্রেমেন জেনারেল হসপিটালের ও ডেলমেনহর্স্টের আর্কাডিয়া ক্লিনিকের। প্রথমে রুটির কারখানায় টেলিফোন করে।

এবারহার্ডটের সেক্রেটারি বেশ চটপটে। বললো, হের এবারহার্ডট ছুটিতে গেছেন স্যার।...নাঃ, তাব সঙ্গে সংযোগ করা অসম্ভব। প্রতি শীতেই যেমন যান, এবারেও গেছেন জাহাজে চড়ে, ক্যারিবিয়ানসে, ফ্রাউ এবারহার্ডটকে সঙ্গে নিয়ে।...চার সপ্তাহ পরে ফিবরেন।...আমি কিছু করতে পারি আপনাব জন্যে?"

"না, কিছু না, ধন্যবাদ।"

তারপর ব্রেমেন জেনারেলে ফোন করে কর্মী-শাখাব সঙ্গে সংযোগ চায়।

"দেখুন, আমি সমাজকল্যাণ বিভাগের পেনসন শাখা থেকে বলছি," মোলায়েম গলায় উকিলটি বলে, "আমবা নিশ্চিত হতে চাই যে আপনাদের ওখানে হার্টস্টাইন নামে একজন অর্ডার্লি কাজ করে।"

একটু বিরতি পড়ে কথাবার্তায়। হাসপাতালের মেয়েটি তখন কর্মীদের ফাইল ঘাঁটছে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ," খুঁজে পেয়ে মেয়েটি বলে, "আছে বটে, ডেভিড হার্টস্টাইন।"

"ধন্যবাদ।" ন্যুরেমবার্গে উকিলটি ফোন রেখে দিয়ে আবার ওই নম্বর ঘোরালো। এবারে চাইলো রেজিস্টারের অফিস।

"আমি এবারহার্ডট বেকিং কোম্পানির সেক্রেটারি," ফোনে বলে যায় সে, "আমাদের একজন কর্মী আপনাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলো, পেটে টিউমার। রুগীর নাম রল্‌ফ গুন্থের কল্‌ব। তার অবস্থা এখন কেমন জানতে পারি কি?"

"ধরুন একটু।" মেয়ে কেরানীটি রল্ফ গুন্থের কল্বের ফাইল বের করে শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে টেলিফোনে জানায়, "দেখুন, রুগীকে তো ডিসচার্জ করা হয়ে গেছে।" তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াতে স্বাস্থ্যনিবাসে বদলি করা হয়েছে।"

"বাঃ, বেশ সুখবর," উকিলটি স্মিতকণ্ঠে বলে, "আমি আবার বৎসরান্তে ছুটি নিয়ে স্কি করতে গিয়েছিলাম তো, তাই সব খবর এখনো জেনে উঠতে পারিনি। আচ্ছা, বলতে পারেন, কোন্ স্বাস্থ্যনিবাস?"

"ডেলমেনহর্স্টের আর্কাডিয়া।"

ফোন রেখে দিয়ে এবারে আর্কাডিয়া ক্লিনিকের নম্বর ঘোরায়।

নারীকণ্ঠে উত্তর ভেসে আসে। অনুরোধ শুনে নিয়ে মেয়েটি তার পাশে দণ্ডায়মান ডাক্তারের দিকে চায়। হাতের তালু দিয়ে মাউথপিসটাকে ভালো করে বন্ধ করে রাখে।

"আপনি আমাকে যে লোকটির কথা বলেছিলেন, তার সম্বন্ধে খোঁজ করছে।"

ডাক্তার নিজেই টেলিফোন ধরলো। "বলুন, আমি এই ক্লিনিকের চীফ, ডাঃ ব্রউন বলছি। কি করতে পারি আপনার জন্যে?"

ব্রউন নাম শুনে সেক্রেটারি তার মনিবের দিকে কেমন বোকার মতো চায়। ডাক্তারের কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। ন্যুরেমবার্গ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনে নিয়ে সবিনয়ে জানায়, "দেখুন, হের কল্ব গত শুক্রবার বিকেলে নিজে থেকেই ক্লিনিক ছেড়ে চলে গেছেন, কাউকে না জানিয়ে। অত্যন্ত গর্হিত কাজ, কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি বলুন?...হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ব্রেমেন জেনারেল থেকেই এসেছিলেন।... পেটে টিউমার হয়েছিলো, প্রায় সেরে এসেছে।"

আরো একমুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে নিয়ে বলে, "না না, তাতে আর কি? আপনার সাহায্যে যে আসতে পেরেছি তাই যথেষ্ট।"

ডাক্তারের আসল নাম রোজমেযার; টেলিফোন রেখে দিয়ে এবারে ম্যুনিখের একটা নম্বর সে ঘোরায়। কোনোরকম ভনিতা না করে সিধে বললো, "কল্বের সম্বন্ধে কেউ ফোনে প্রশ্ন করছিলো। যাচাই করা শুরু হয়ে গেছে।"

ন্যুরেমবার্গে টেলিফোন রেখে দিয়ে উকিল তার বসার ঘরে ফিরে এলো।

"হুঁ কল্ব. .তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি যে পরিচয় দিয়েছো, সত্যিই তুমি তাই।"

বিস্ময়ে চোখ ঠিকরে ওঠে মিলারের। "অ্যাঁ।"

"তবুও আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। মনে করবে না তো কিছু?"

বিস্ময় কাটেনি মিলারের। ঘোরের মধ্যে মাথা নাড়ে, "না স্যার!"

"বেশ। তোমার সুন্নত করা আছে কি?"

"বোকার মতো চেয়ে থাকে মিলার। কোনমতে বলে, "না।"

"দেখাও আমাকে," শান্তস্বরে উকিলটি বলে ওঠে। মিলার কিন্তু তার চেয়ারে বসে শুধু তাকিয়েই থাকে তার দিকে, কিছুই করে না। দেখানোর কোনই আগ্রহ নেই।

"আমাকে দেখাও, স্টাফ সার্জেন্ট, " কড়া হুকুমের ভঙ্গীতে বলে ওঠে উকিলটি।

এক লাফে মিলার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "জু বেফেল।"

সেই সটান-টান অবস্থায় খাড়া সামনের দিকে চেয়ে, চোখ না নামিয়েই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর সাহায্যে প্যান্টের বোতাম ঘরের জিপ টেনে নামিয়ে দেয় মিলার। একমুহূর্ত সেদিকে চেয়ে দেখে উকিল আবার তাকে ইশারা করলো ওটা বন্ধ করে রাখতে।

মৃদু উচ্চারণে বলে এবার, "হুঁ...অন্তত ইহুদী যে নও তা বোঝা গেলো।"

চেয়ারে গিয়ে বসেছিলো মিলার, সেখান থেকেই আবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার। কোনমতে বলে ওঠে "ইহুদী তো নই।"

উকিলটি হাসে। "তবু আগে কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে, ইহুদীরা কামেরাড সেজে চলে এসেছে। বেশীদিন অবশ্য টেকেনি কেউই।...যাক, তোমার কাহিনী আমি আবার শুনতে চাই। প্রশ্ন করবো, উত্তর দেবে পরখ করে দেখা আর কি, বুঝলে?. .কোথায় জন্মেছিলে তুমি?"

"ব্রেমেন, স্যার।"

"ঠিক। তোমার এস.এস. রেকর্ডসেও তাই লেখা আছে, আমি দেখে এসেছি। তরুণ-হিটলারে ছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার, দশ বছর বয়সে ঢুকে ছিলাম ১৯৩৫ সালে, স্যার।"

"তোমার বাপ-মা— তাঁরাও কি সুযোগ্য ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ছিলেন?"

"হ্যাঁ স্যার, দুজনেই।"

"তাঁদের কি হয়েছিলো?"

"ব্রেমেনের বিরাট বোমাবর্ষণে মারা গেছে।"

"এস.এস.-এ কবে ঢুকেছিলে?"

"১৯৪৪-এর বসন্তে স্যার। আঠারো বছরে।"

"কোথায় ট্রেনিং হয়েছিলো?"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবিরে, স্যার।"

"তোমার ডান বগলে তোমার ব্লাডগ্রুপ উল্কি করা আছে?"

"না স্যার। কিন্তু থাকলে তা বাঁ বগলে থাকতো, ডান বগলে নয়।"

"কেন তোমার উল্কি করা নেই?"

"ব্যাপারটা কি জানেন, স্যার। শিক্ষাশিবির থেকে আমাদের পাস করে বেরুনোর তো কথা ছিলো ১৯৪৪-এর আগস্টে। সেখান থেকে আমরা চলে যেতাম ওয়াফেন-এস.এস.-এর কোন ইউনিটে প্রথম পোস্টিং পেয়ে। কিন্তু ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্যে তখন বহু আর্মি অফিসারকে ধরে ফ্লসেনবুর্গ ক্যাম্পে চালান করা হয় জুলাই মাসে। ফলে ফ্লসেনবুর্গে বহু লোকের দরকার হয়; ডাচাউ শিক্ষাশিবির থেকে অবিলম্বে লোক পাঠানোর তলব আসে। আমি আর জনদশেক অন্য শিক্ষার্থী সোজা ওখানে পোস্টিংয়ে যাওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট হই; বিশেষ কুশলতার জন্যেই আমাদের নাকি বাছা হয়েছিলো। শিক্ষার শেষে তাই পাসিং-আউট প্যারেডও আমাদের ভাগ্যে জুটলো না, উল্কির ছাপও বাদ গেলো। কম্যাণ্ডাণ্ট অবশ্য বলেছিলেন ব্লাডগ্রুপের দরকার নেই, ফ্রণ্টে আমাদের কখনোই পাঠানো হবে না।"

উকিলটি মাথা নাড়ে। ১৯৪৪-এর জুলাই...ফ্রান্সের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে মিত্রশক্তি...কম্যাণ্ডাণ্ট বলবেনই তো...যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবার তখন আর দেরি কোথায়।

"ছোরা পেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার। কম্যাণ্ডান্টের হাত থেকে।"

"কি লেখা আছে তার ওপর?"

"রক্ত এবং সম্মান, স্যার।"

"ডাচাউয়ে কি ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলে?"

"পুরো সামরিক শিক্ষা স্যার আর রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষা, তরুণ-হিটলারে যা শেখানো হয়েছিলো তার পরিপূরণ।"

"গানগুলো শিখেছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"হর্স্ট ওয়েসেল গীত কোন্ কুচকাওয়াজ-সঙ্গীতের বই থেকে নেওয়া হয়েছে?"

"দেশের তরে সংগ্রামের হয়েছে এখন সময়" সেই গীতিকা থেকে স্যার।"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবির কোথায় ছিলো?"

"ম্যুনিখে দশ মাইল উত্তরে, স্যার। ওই নামে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে তিন মাইল দূরে।"

"তোমার ইউনিফর্ম কি ছিলো?"

"ধূসর-সবুজ রঙের টিউনিক আর ব্রিচেস, জ্যাকবুট, কালো রঙেব কলাব-লেপেল, বাঁ ধারে ব্যাঙ্ক, কালো চামড়াব বেল্ট আর গান মেটালের বকলশ।"

"বকলশে কি আদর্শ-বাণী লেখা?"

"মাঝখানে একটা স্বস্তিকা স্যার, তার চাবধাবে গোল করে লেখা ঃ আমার বিশ্বস্ততাই আমার সম্মান।"

উকিলটি উঠে হাত-পা টান টান করে নেয। একটা চুরুট ধরিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়।

"আচ্ছা, এখন ফ্লসেনবুর্গ শিবির সম্বন্ধে কিছু বলো, স্টাফ সার্জেন্ট কল্ব। কোথায় সেটা?"

"ব্যাভেরিয়া এবং থুবিঙ্গিয়ার সীমানায়, স্যাব।"

"কবে খোলা হয়েছিলো?"

"১৯৩৪ সালে স্যার। ফ্যুযেরারের বিরুদ্ধে যাবা কাজ কবছিলো সেই শুযোবেব বাচ্চাগুলোব জন্যে প্রথম যেগুলো খোলা হয়েছিলো তাদেরই একটা।"

"কত বড় ছিলো?"

"আমি যখন ছিলাম, স্যার, লম্বায় ছিলো ৩০০ মিটার, চওড়াতেও ৩০০ মিটার। উনিশটা প্রহরীস্তমভ চারধার ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো; তাদের প্রত্যেকটাতে ভারী আর হালকা দুরকম মেশিনগানই চড়ানো ছিলো। নাম ডাকবার চত্বরখানা ছিলো ১২০ মিটার বাই ১৪০ মিটার। হা ভগবান্, আমরা যা মজা করেছিলাম ওখানে, ইদস্গুলোকে নিয়ে. ."

"বাজে কথা ছাড়ো," ধমকে ওঠে উকিল, "থাকবার জায়গা কি ছিলো?"

"চব্বিশটা ব্যারাক, বাসিন্দেদের জন্যে একটা রান্নাঘর, একটা ধোওযা-পাখলার ঘর, একটা স্যানাটোরিয়াম আব নানারকম কারখানা।"

"এস.এস. রক্ষীদের জন্যে?"

"দুটো ব্যাবাক, একটা দোকান আর একটা বোর্ডেলো।"

"যারা মরতো তাদের লাশগুলো কি করতে?"

"তার কাঁটার ওপাশে ছোট্ট একটা দাহঘর ছিলো। শিবিরের ভেতর থেকে মাটির তলায় একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে সেখানে যাওয়া যেতো।"

"কি ধরনের কাজ হতো ওখানে?"

"খাতে পাথর ভাঙা স্যাব। খাতটাও ছিলো তারের বাইরে, সেখানে ওদেব নিজস্ব তারকাঁটার বেড়া আর প্রহরীস্তম্ভও ছিলো।"

"১৯৪৪-এর শেষভাগে কত জনসংখ্যা ছিলো সেখানে?"

"প্রায় ১৬০০০ বাসিন্দে, স্যার।"

"অধিনায়কের অফিস ছিলো কোথায়?"

"তারের বাইরে, স্যার। একটা টিলার মাঝখানে, শিবিরের দিকে ঝুঁকে।"

"অধিনায়কদের নাম বলো পর পর?"

"আমি ওখানে যাবাব আগে দুজন ছিলেন। প্রথমজন হলেন এস এস মেজর কার্ল কুন্স্টলার, তাঁর পরে এস.এস. ক্যাপ্টেন কার্ল ফ্রিৎস। শেষের জন ছিলেন এস.এস. লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল ম্যাক্স কোয়েগেল।"

"রাজনৈতিক বিভাগের নম্বর কত?"

"দু নম্বব বিভাগ, স্যার।"

"কোথায় ছিলো সেটা?"

"অধিনায়কের ব্লকে।"

"তাদের ডিউটি কি ছিলো?"

"বার্লিন থেকে যদি কাবো জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ আসতো তবে তা পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা।"

"ক্যানাবিস এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের ক্ষেত্রে সেরকম নির্দেশ এসেছিলো?"

"হ্যাঁ স্যাব। তাদেব সবাযেব জন্যেই বিশেষ ব্যবস্থাব নির্দেশ ছিলো।"

"কবে সেটা পালন করা হয়?"

"১৯৪৫-এর ২০শে এপ্রিল, স্যার। ব্যাভেরিয়ার ভেতর দিয়ে আমেরিকানেরা চলে আসছিলো, তাই হুকুম এলো তাদের শেষ করে ফেলতে। আমাদের কজনকে নিয়ে একটা দল গড়ে কাজটা আমাদের দেওয়া হলো। তখন আমি সবে প্রমোশন পেয়েছি স্টাফ সার্জেন্টের; ক্যাম্পে যখন এসেছিলাম তখন তো শুধু এস.এস. সিপাই ছিলাম। ক্যানারিস এবং অন্য পাঁচজনের বন্দোবস্ত করাব ভার ছিলো আমার ওপর। তারপব আমরা ইহুদীদেব মধ্যে থেকে একটা সৎকার-দল গড়ে লাশগুলোর ব্যবস্থা কবলাম। হার্টস্টাইন ব্যাটা ওই দলেই ছিলো শালা—কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ক্যাম্পের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললাম। দুদিন পর হুকুম এলো বন্দীদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যেন আমরা উত্তরদিকে চলে যাই। পথে যেতে যেতে শুনলাম যে ফ্যুয়েরার আত্মহত্যা করেছেন। তারপর স্যার, অফিসারেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বন্দীবা পালাতে শুরু করলো জঙ্গলের দিকে। আমরা স্টাফ সার্জেন্টরা যদিও গুলি কবে গোটাকয়েক মারলাম, কিন্তু আর মার্চ করে যাবার কোন মানে ছিলো না। ইয়াঙ্কিরা তখন সব জায়গায় এসে গিয়েছিলো।"

"ক্যাম্প সম্বন্ধে একটা শেষ প্রশ্ন, স্টাফ সার্জেন্ট। ক্যাম্পের ভেতরে কোন জায়গা থেকে যদি ঊর্ধ্বদিকে তাকাও, কি দেখতে পাও?"

''মিলাব হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমতা আমতা কবে বলে, ''আকাশ।''

''দূব গর্দভ, দিগন্তে কি দেখা যেতো?''

''ওঃ। মানে ওই পাহাড়টা আব তাব ওপবে ওই ভাঙা ভাঙা দুর্গ?''

উকিল মাথা নাড়তে নাড়তে হাসে। ''আসলে চতুর্দশ শতাব্দীব হে। যাক কল্ব, ফ্লুসেনবুর্গে তুমি ছিলে। কিন্তু পালালে কি কবে তাবপব?''

''আপনাকে তো বললাম স্যাব, আমাদেব মার্চ তো গেলো লণ্ডভণ্ড হয়ে। আমি দেখলাম কি, একটা আর্মিব জওয়ান এদিক-ওদিক ঘুবে বেড়াচ্ছে, তাব মাথায় মাবলাম এক বাড়ি, নিয়ে নিলাম তাব পোশাক। ইয়াঙ্কিবা তাব দুদিন পবে আমাকে পাকড়াও কবলো। দুবছব আমি যুদ্ধবন্দীব শিবিবে কাটালাম। কিন্তু ওদেব বলেছিলাম যে আমি একজন আর্মিব জওয়ান। জানেন তো স্যাব, চাবদিকে তখন গুজব যে ইয়াঙ্কিবা এস এস দেব দেখলেই গুলি কবে মাবছে। তাই আমি বলেছিলাম যে আমি আর্মিব লোক।'

উকিল একমুখ ধুঁয়ো ছাড়লো। ''তুমি একাই ওবকম কবোনি। যাক নাম বদলেছিলে?''

'না স্যাব। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিলাম, নইলে চিনতে পাববে এস এস বলে। তবে নাম বদলানোব কথা মনে আসেনি। চিন্তাই কবিনি যে কোন স্টাফ সার্জেন্টকে কেউ খুঁজবে। সেই সময় ক্যানাবিসকে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতো না, লোকে ওদেব নিয়ে হট্টগোল শুরু কবলো তো বহুদিন পবে বার্লিনে যেখানে ওই চক্রান্তেব কিছু পাণ্ডাকে ধবে ফাঁসি দিয়েছিলো আজ সেখানে বেদী সাজিয়েছে। তবে তদ্দিনে ফেডাবাল বিপাবলিকেব কাগজ এসে গেছে আমাব কাছে, কলব নামে। কিছুই কিন্তু হতো না যদি ওই অডার্লি আমাকে চিনতে না পাবতো। আব যদি চিনতেই পাবলো তো নাম বদলিয়ে কি লাভ।'

'তা বটে আচ্ছা যা শিখেছিলে তুমি, তাব কিছু কিছু আবাব ঝালিয়ে নেওয়া যাক দেখি, ফ্যুয়েবাবেব প্রতি বিশ্বস্ততাব শপথটা বল তো?

তিন ঘণ্টা ধবে এইবকম চললো। ঘাম ফুটে ওঠে মিলাবেব গায়ে। কোনবকমে একসময় বলে যে তাড়াতাড়ি হসপিটাল ছেড়ে চলে এসেছে, সাবাদিন খাওয়া হয়নি তাব। লাঞ্চেব সময় পেবিয়ে যাবাব পব তখন উকিলেব জেবা শেষ হলো। সন্তুষ্ট হয়েছে এতক্ষণে।

'কি চাও তুমি?' মিলাবকে জিজ্ঞেস কবলো।

''মানে, ওবা তো আমাকে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে স্যাব, তাই আমাব দবকাব এখন নতুন কিছু কাগজপত্তব, যাতে বোঝা যায় যে আমি বল্‌ফ গুন্থেব কল্ব নই। চেহাবা বদলে ফেলতে পাববো, চুল লম্বা কবে গজিয়ে নেবো, গোঁফটাকে বাড়াবো ব্যাভেবিয়া বা অন্য কোথাও একটা চাকবিও জুটিয়ে নিতে পাবি। মানে, আমি রুটি গড়তে পাবি তো বেকাবিব কাজে বেশ সুদক্ষ, আব লোকেবও তো রুটিব দবকাব কি বলেন?''

সাক্ষাৎকাব শুরু হওয়াব পব এই প্রথমবাব উকিলটি দুলে দুলে হাসে, মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে।

''বেশ বলেছো কলব, লোকেব তো রুটিব দবকাব বটেই। আচ্ছা শোনো, সাধাবণত তোমাব অবস্থাব লোকেদেব জন্যে কেউ সময় বা অর্থব্যয় করে না। তবে তুমি আজ বিপাকে পড়েছো তোমাব কোন দোষ না থাকাও সত্ত্বেও এবং দেখছি তুমি বেশ সৎ এবং দেশপ্রেমী জার্মান, তাই আমি তোমাকে সাহায্য কববো। নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই, তাতে

তো তুমি সামাজিক নিবাপত্তাব কার্ড পাবে না, জন্মপত্র না দেখালে। অথচ সেটা তো তোমাব কাছে নেই। তবে নতুন পাসপোর্ট যদি থাকে কাছে, সব পেতে পাবো। টাকা আছে তোমাব সঙ্গে?''

''না স্যাব একেবাবে কপর্দকহীন। গত তিনদিন ধবে তো হিচহাইক কবে এলাম দক্ষিণে।''

''উকিলটি একশো মার্কেব নোট বেব কবে একটা।

''দেখো, এখানে তোমাব থাকা চলবে না। আব নতুন পাসপোর্ট আসতেও অন্তত এক সপ্তাহও সময লাগবে। আমি তোমাকে আমাব এক বন্ধুব কাছে পাঠাবো, তিনি তোমাকে পাসপোর্ট পাইযে দেবেন। তিনি থাকেন স্টুটগার্টে। কোন একটা সাধাবণ হোটেলে গিযে ওঠো, সেখান থেকে ওঁব সঙ্গে দেখা কবতে যেও। আমি তাঁকে তোমাব আসাব খবব জানিযে দেবো, তিনি তোমাব প্রতীক্ষায থাকবেন।''

কাগজেব একটা টুকবো নিযে কিসব লেখে উকিল।

''ওঁব নাম ফ্রানৎস বেযাব, এই হলো গিযে তাঁব ঠিকানা। ট্রেনে কবে চলে যাও স্টুটগার্ট। হোটেলে উঠে সোজা তাঁব কাছে যাও। যদি আবো কিছু টাকাব দবকাব হয তো তিনি তোমাকে সাহায্য কবতে পাববেন তবে পাগলেব মতো খবচা কবো না। গা ঢাকা দিযে থেকো যদ্দিন না বেযাব নতুন পাসপোর্ট জোগাড কবে দেন। তাবপব দক্ষিণ জামনীতে আমবা তোমাব জন্যে একটা চাকবিব বন্দোবস্ত কবে দেবো, কেউ কোনদিন তোমাব সন্ধান পাবে না।''

মিলাব সলজ্জ ধন্যবাদ জানিযে একশো মার্কেব নোট আব বেযাবেব ঠিকানাটা পকেটে পুবলো। ''ধন্যবাদ হেব ডকটব, আপনি সত্যিই মহান ''

পবিচাবিকা এসে ওকে বাইবেব দোব পযন্ত এগিযে দিলো। হাঁটতে হাঁটতে মিলাব তাবপব চলে এলো তাব হোটেলে। এক ঘণ্টা পব যখন তাব জাগুযাব ছুটে চললো স্টুটগার্টেব দিকে, তখন উকিলটি টেলিফোন কবে বেযাবকে জানিযে দিলো যে আজ সন্ধ্যা নাগাদ বলফ গুন্থেব কলব নামে একজন লোক এসে তাব সঙ্গে দেখা কববে কলব আপাতত পুলিসেব নজব এডিযে চলেছে।

ম্যাপ দেখে দেখে মিলাব তাব গাডিটাকে নিযে ঢুকলো পাহাডেব উপত্যকায। চমৎকাব একটা বাটিব মতো গডন তাব, স্টুটগার্টেব কেন্দ্রস্থল। বেযাবেব বাডি থেকে প্রায কোযার্টাব মাইল দূবে গাডিটাকে বেখে দিলো। দবজায চাবি দিতে দিতে তাকিযেও দেখলো না যে একজন মধ্যবযসী মহিলা কাছাকাছি ভিলা হর্সপিটাল থেকে হসপিটাল ভিজিটার্স কমিটিব সাপ্তাহিক মিটিঙ সেবে, তাব গাডিব পাশ দিযে পাযে হেঁটে এগিযে গেলো।

সন্ধ্যা প্রায আটটাব সময ন্যুবেমবার্গে উকিলটি আবাব বেযাবেব বাডিতে টেলিফোন কবলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে জেনে নেওযা যে পলাতক কলব নিবাপদে এসে পৌঁছুলো কিনা। বেযাব গিন্নী ফোন ধবলো।

''হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুবক মানুষটি তো? হ্যা। সে আব আমাব স্বামী দুজনে বাইবে কোথাও ডিনাব খেতে গেছে।''

''ওঃ। আমি টেলিফোন কবলাম শুধু এই কথাই জানতে, নিবাপদে পৌঁছেছে কিনা'।'

''কি সুন্দব মানুষটি।'' উৎফুল্লকণ্ঠ ফ্রাউ বেযাবেব, ''গাডি বাখছিলো যখন তখনই তাব পাশ

দিয়ে আমি এসেছিলাম। হসপিটাল ভিজিটার্স কমিটি মিটিঙ থেকে ফিরছি তখন দেখলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে কতদূরে! রাস্তা হারিয়েছিলো বোধহয় বেচারা। হতে পারে...স্টুটগার্ট জানেন তো... এই রাস্তা উঠেছে ,এই নেমেছে..."

"মাপ করবেন, ফ্রাউ বেয়ার," উকিল ওকে থামিয়ে দিলো, "ওর সঙ্গে তো ওর ফোকসওয়াগেন ছিলো না, ট্রেনে এসেছে।"

"না না, কি যে বলেন! গাড়িতে এসেছে। কি সুন্দর যুবক, আর কি চমৎকার গাড়ি! মেয়েরা তো বোধহয় ওকে পেলে মূর্ছা যায়..."

"ফ্রাউ বেয়ার, শুনুন, এবারে মন দিয়ে শুনুন। ভীষণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কি ধরনের গাড়ি?"

"মেক তো আমি চিনি না। তবে স্পোর্টস গাড়ি। লম্বা কালো, একটা লম্বালম্বি হলুদ টান..."

ঝপ্ করে উকিল ফোন রেখে দিলো। আবার একটা স্থানীয় নম্বর ঘোরায়। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে গেছে। হোটেলের সংযোগ পেতেই একটা ঘরেব নম্বব চাইলো। পরিচিত গলায় সাড়া এলো, "হ্যালো।"

"ম্যাকেনসেন," ওয়েরউলফ খেঁকিয়ে উঠলো, "চলে এসো ঝটপট, মিলারকে পাওয়া গেছে।"

তের

ফ্রানৎস বেয়াব তার বৌয়েব মতোই মোটাসোটা হাসিখুশী মানুষ। ওয়েরউলফ খবব পাঠিয়েছে, তাই সন্ধ্যা থেকেই আশা কবছে লোকটা বুঝি এই এলো। আটটার একটু পরেই মিলার দোরগোড়ায এসে দাঁড়াতেই হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করলো।

হলঘবে ঢোকবাব মুখটায় বৌযের সঙ্গে আলাপ কবিয়ে দিলো। কিন্তু বেয়াব-গিন্নীর অত সময় কই, তড়িঘড়ি রান্নাঘবে ছোটে।

বেয়াব শুধোয়, "কল্‌ব মশায়, আগে কোনদিন উর্টেনবার্গে এসেছেন?"

"না, কোনদিন না।"

"আহা রে! জানেন আমরা ভীষণ অতিথিবৎসল। খাবেন নিশ্চয়ই কিছু এখন, তাই না? আজ সারাদিন কিছু খাবার জুটেছে তো?"

"উঁহু...।" মিলার বিশদ করে জানিয়ে দিলো, কিছুই জোটেনি তার, না সকালে না দুপুরে। সারাদিন কেবল ট্রেনে ট্রেনেই কেটেছে।

বেযার তাই শুনে প্রায় কপাল চাপড়ায়। "ইস্, কি কষ্ট গেছে আপনার মশাই, এক্ষুণি কিছু মুখে দিন। হ্যাঁ, এক কাজ কবা যাক; চলুন, শহবে গিযে কোথাও পেট পুবে ডিনার খাওয়া যাক। ..আরে না না, তাতে কি, এ আব এমন কি। তোমাকে দুটি খাওয়াবো---এঃ, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না, বয়সে তুমি ছোকরা—"

থপথপিয়ে চলে গেলো বাড়ির মধ্যে, বৌকে বলে আসতে যে অতিথিকে নিয়ে স্টুটগার্ট শহবের মধ্যে চললো কোন হোটেলে খানাপিনা সারতে। দশ মিনিট পর বেয়ারের গাড়িতে করে ওরা দুজনে চললো শহরেব মাঝখানে।

ন্যুরেমবার্গ থেকে স্টুটগার্ট পুরনো ই-১২নং জাতীয় সড়ক ধরে অন্তত দু ঘণ্টার পথ, তা যত

জোরেই গাড়ি চালানো যাক। ম্যাকেনসেন সেই রাত্রে গাড়ি চালালোও বটে। ওয়েরউলফের টেলিফোন পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে, সব খবরাখবর নিয়ে, বেয়ারের ঠিকানা কণ্ঠস্থ করে বেরিয়ে পড়েছিলো। সাড়ে দশটায় সোজা বেয়ারের বাড়িতে এসে পৌঁছলো।

ফ্রাউ বেয়ার ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলো। একে তো ওয়েরউলফ আবার টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলো যে কল্‌ব তো নয়ই, বরং পুলিশের চর বলেই মনে হচ্ছে, তায় আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে হোঁৎকা মতোন এক জোয়ান এসে উপস্থিত। আর ম্যাকেনসেনের কথা বলার ধরনধারণও তো কিছু ভরসা জাগানোর মতো নয়।

"কখন গেছে ওরা?"

"সোয়া আটটা নাগাদ," কাঠ-কাঠ গলায় বেয়ার-গিন্নী জানায়।

"বলেছিলো কোথায় যাচ্ছে?"

"নাঃ। ফ্রানৎস বললো ছোকরা সারাদিন খায়নি, তাকে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে শহরের কোন রেস্তোরাঁয়। আমি বললাম বাড়িতেই কিছু বানিয়ে দিচ্ছি, তা না, চললেন বাইরে। ফ্রানৎসের তো একটা ছুতো হলেই হলো..."

"এই যে কল্‌ব লোকটা আপনি বললেন যে তা'র গাড়ি পার্ক করার সময় আপনি দেখেছিলেন...কোথায় সেটা?"

ফ্রাউ বেয়ার বিস্তারিত বলে গেলো কোন্ রাস্তায় কোথায় জাগুয়ারটা রেখে দিয়েছে, কি করে সেখানে যেতে হয়। ম্যাকেনসেন মিনিটখানেক গভীরভাবে ভাবলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, কোন্ রেস্তোরাঁয় আপনার কর্তা যেতে পারেন বলে আপনার মনে হয়?"

একটুক্ষণ ভেবেচিন্তে ফ্রাউ বেয়ার বলে, "ওঁর প্রিয় দোকান হচ্চে ফ্রেডরিক স্ট্রাসের ওপর তিন মুর রেস্তোরাঁ। সেখানেই প্রথমে ঢুঁ মারবে।"

ম্যাকেনসেন বেয়ারের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো যেখানে জাগুয়ারটা রাখা আছে। ভালো করে গাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো—যেন মুখস্থ করে রাখছে, দেখলেই যাতে আবার চিনতে পারে। একটু দোনামোনা করলো, মিলারের ফেরা অব্দি অপেক্ষা করবে নাকি। কিন্তু ওয়েরউলফের নির্দেশ হচ্ছে মি র ও বেয়ারকে খুঁজে বের করা, তারপর ওডেসার লোকটিকে সাবধান করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মিলারের ব্যবস্থা করা। সেই জন্যেই তিন মুরে টেলিফোনও করলো না। বেয়ারকে এখন সাবধান করে দি লেই মিলার জানতে পারবে যে তার ছদ্মবেশ ফেঁসে গেছে, তাহলে অদৃশ্য হয়ে যাবার সুযোগ আবার সে পেয়ে যাবে।

ঘড়ি দেখলো ম্যাকেনসেন। এগারোটা বাজতে দশ। তার মার্সিডিজে চড়ে সে চললো এবার শহরের মাঝখানে।

ম্যুনিখে এঁদোপাড়ায় ছোট্ট একটা অখ্যাত হোটেলে জোসেফ তার খাটে চিৎপাত হয়ে শুয়েছিলো। হোটেলে অফিস থেকে খবর এলো যে তার একটা কেব্‌ল্ এসেছে। নীচে গিয়ে সেটা নিয়ে এলো। নড়বড়ে টেবিলটায় বসে বাদামী রঙে খামটা খুললো। বেশ দীর্ঘ তারবার্তা। লেখা ছিলো ঃ

'খরিদ্দার যে সমস্ত মালের অনুসন্ধান করিয়াছেন সেগুলির নিম্নরূপ দর আমরা দিতে পারি ঃ

সেলেরি ঃ	৪৮১ মার্ক, ৫৩ ফেনিগ
খরমুজ ঃ	৩৬২ মার্ক, ১৭ ফেনিগ

কমলা ঃ ৬২৭ মার্ক, ২৪ ফেনিগ
সববতি লেবু ঃ ৩১৩ মার্ক, ৮৮ ফেনিগ

ফল এবং তবিতবকাবীব লম্বা ফিবিস্তি দেওযা ছিলো। সাধাবণত এই সব মাল ইস্রাযেল থেকে বপ্তানিও কবা হয, তাই কেব্‌লটা পডলে মনে হবে যে-কোন বপ্তানি-ঘব থেকে তাদেব জার্মানীস্থিত প্রতিনিধিকে দবেব কোটেশন পাঠানো হযেছে। আন্তর্জাতিক তাবঘব থেকে কেব্‌ল পাঠানো হযতো বিপদসঙ্কুল, কিন্তু পশ্চিম ইউবোপে বোজ এত সংখ্যক বাণিজ্যিক তাববার্তাব চলাচল হয যে সবগুলো বাছতে গেলে প্রচুব লোক লাগবে।

কথাগুলোকে বাদ দিযে জোসেফ শুধু সংখ্যাগুলো লম্বা লাইনে সাজিযে গেলো। মার্ক আব ফেনিগে ভাগ কবা অংশগুলো উডে গিযে পাঁচ-অঙ্কেব একেকটা সংখ্যায ভাগ-ভাগ কবলো। প্রত্যেকটা ছ-অঙ্কেব সংখ্যা থেকে ২০শে ফেব্রুযাবি, এই তাবিখটাকে বিযোগ কবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফল হলো আবেকটা কবে ছ-অঙ্কেব সংখ্যা।

সঙ্কেত খুবই সবল। কেঞবি কোড, নিউইযর্কেব পপুলাব লাইব্রেবি থেকে প্রকাশিত ওযেবস্টাবেব 'নিউ ওযার্ড ডিক্সনাবি'ব পেপাবব্যাক সংস্কবণেব ওপব যাব ভিত্তি। ছ-অঙ্কেব ওই সংখ্যাগুলোব প্রথম তিনটে সংখ্যাব অর্থ ওই অভিধানেব পৃষ্ঠাসংখ্যা, চতুর্থ সংখ্যাটি এক থেকে নয অব্দি যা কিছু হতে পাবে, বিজোড সংখ্যা হলে প্রথম স্তম্ভ ওপব থেকে অত নম্বব শব্দ। আধ ঘণ্টা ধবে সমানে কাজ কবে গেলো জোসেফ। তাবপব বার্তাব সঙ্কেতবাক্য পডে নিযে দু হাতেব মধ্যে মাথা গুঁজে বসে বইলো। ত্রিবিশ মিনিট পব লিওব বাডিতে লিওঁব সঙ্গে সে বসে ছিলো। চক্রান্তকাবী দলটিব নেতাও সঙ্কেতবার্তাটি পডেই যেন শিউবে উঠলো। কিছুক্ষণ পবে শুধু বললো, 'দুঃখিত। আগে আমি জানতে পাবিনি।'

এবা দুজনেই জানতো না যে গত ছ দিনে মোসাদেব কাছে তিনটে সংক্ষিপ্ত সমাচাববার্তা এসেছিলো। প্রথমটা এসেছিলো বুযেনস আযার্স থেকে। সেখানকাব স্থানীয ইস্রাযেলি প্রতিনিধি জানিযেছিলো যে জনৈক ভালকানকে দশ লক্ষ জার্মান মার্কেব সমমূল্য অর্থ দেবাব অনুমোদন দিযেছে কেউ একজন, যাতে সে "গবেষণা' প্রকল্পেব পববর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন কবতে পাবে।"

দ্বিতীযটা এসেছিলো স্যুইস ব্যাঙ্কেব কোন একজন ইহুদী কর্মচাবীব কাছ থেকে। লোকটা সাধাবণত গোপন নাৎসী তহবিল থেকে পশ্চিম ইউবোপস্থিত ওডেসাব কাছে অর্থ হস্তান্তবেব কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতো। সে জানিযেছিলো যে ব্যাঙ্কে বেইরুট থেকে দশ লক্ষ মার্ক এসে জমা পডেছিলো কোন এক ফ্রিৎজ ওযেগনাবেব অ্যাকাউন্টে, দশ বছব ধবে যে অ্যাকাউন্ট চলেছে, নগদ অর্থে সেই টাকাটা সমস্ত তুলে নেওযা হযেছে।

তৃতীয সমাচাব পাওযা গিযেছিলো জনৈক মিশবীয কর্ণেলেব কাছ থেকে। কর্ণেলটি ৩৩৩নং কাবখানাব ধাবেকাছে সুবক্ষাযন্ত্রে বেশ উঁচু পদে বহাল ছিলো। তাকে প্রচুব অর্থেব লোভ দেখিযে আবামপ্রদ অবসব জীবনেব নকশা এঁকে বোমেব একটা হোটেলে নিযে আসা হযেছিলো। সেখানে সে মোসাদেব প্রতিনিধিব সঙ্গে কযেক ঘণ্টা ধবে কথাবার্তা বলে। ফলে জানা যায যে বকেট প্রকল্পেব জন্যে এখন শুধু নির্ভবযোগ্য টেলিগাইডেন্স সিস্টেম আবশ্যক, বাকি সব কাজ হযে গেছে। সেই সিস্টেমেব গবেষণা এবং নির্মাণ হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীব কোন কাবখানায এবং তাব জন্যে ওডেসাব দশ লক্ষ মার্কেব মতো আবো খবচ হবে।

এই তিনটে খবরের টুকরো আরো হাজার হাজার খবরের সঙ্গে গিয়ে জমা পড়লো ইস্রায়েলের কম্প্যুটার ব্যাঙ্কে, অধ্যাপক ইউভেল নীমান যার অধিকর্তা। অপূর্ব প্রতিভা এই ইস্রায়েলি বৈজ্ঞানিকের। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানের কাজে লাগিয়েছিলেন কম্প্যুটারের মাধ্যমে তথ্যবিশ্লেষণে; পরে তিনিই ইস্রায়েলি আণবিক বোমার জনক হন। মানুষের স্মৃতিশক্তি অকৃতকার্য হলেও, কম্প্যুটার যন্ত্রে হাজার হাজার খবরের মধ্যে এই খবর তিনটে একসঙ্গে বপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্ব গৃহীত খবর থেকে টেনে বের করে আনে যে ১৯৫৫ সালে তখন বশম্যান নিজের ছদ্মনাম নিয়েছিলো ফ্রিৎজ ওয়েগনার।...

লিওঁর ভূতল হেডকোয়ার্টারে তখন জোসেফ বলছিলো, "আমি এখন থেকে এখানেই থাকছি, ওই টেলিফোনের কাছ ছাড়ছি না। আমাকে একটা শক্তিমান মোটর-সাইকেল আর নিরাপদ পোশাক এনে দিন তো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যেন পেয়ে যাই। যে মুহূর্তে আপনার মিলার খবর দেবে,কালবিলম্ব না করে আমাকে তার কাছে যেতে হবে।"

"ও যদি ফেঁসে যায় তো আপনি যত তাড়াতাড়িই করুন কোন লাভ নেই," লিওঁ বললো, "সাধে ওরা ওকে সাবধান করে দিয়েছিলো; ওই মানুষের এক মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছুলেও কি আর ওকে আস্ত রাখবে।"

লিওঁ পাতালকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো। আরেকবার জোসেফ সেই খোলস-ছাড়ানো কেব্‌ল্‌টাতে চোখ বুলোলো। তেল আভিভ থেকে জানানো হচ্ছে ঃ

অতি সাবধান/নতুন খবরে জানা যাচ্ছে রকেটের কৃতকার্যতার চাবিকাঠি তোমার প্রদেশেই জার্মান শিল্পপতির হাতে/সঙ্কেতনাম ভালকান/পরিচয় বোধহয় বশম্যান/মিলারকে অবিলম্বে লাগিয়ে দাও/খুঁজে বের করে নিঃশেষ করে দিও/কর্মব্যাণ্ট।

টেবিলের বসে জোসেফ তার ওয়ালথার পি পি কে অটোমেটিকটাকে সাফ করে নিয়ে গুলি ভরতে থাকে। মাঝেমাঝেই নির্বাক টেলিফোন যন্ত্রটা টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে।

ডিনারে বেয়ারের ভীষণ ফুর্তি, ঠাট্টামস্করা হাসি তামাশার বান ডাকিয়ে দিলো একেবারে। মিলার বারেবারেই নতুন পাসপোর্টের কথা তোলে, কিন্তু সেদিকে তাকে ভেড়ায় কার সাধ্য।

প্রত্যেকবারেই ওর পিঠে বেশ ভারী ওজনের চাপড়টাপড় মেরে বলে, "আরে, তার জন্যে চিন্তা করছো কেন সাঙাৎ.. ফ্রানৎস বেয়ারে ওপর সব ছেড়ে দাও।"

বলেই নিজের নাকে নিজেই টোকা মেরে চোখ মটকে আবার আমোদের রাজ্যে ফিরে যায়।

আট বছর ধরে রিপোর্টারগিরি করে একটা জিনিস শিখেছে মিলার, কি করে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মদ গিলতে হয় এবং গিলে মাথা সোজা রাখতে হয়। তবে সাদা ওয়াইনে অভ্যস্ত ছিলো না সে; প্রত্যেকটা পদের শেষে তো সেটা আবার ঘটি ঘটি ঢেলে নেওয়া হলো। তবে সাদা মদের একটা বড় সুবিধা যে অন্য লোককে সহজে মাতাল করে দেওয়া যায়, নিজে ঠিক থেকে। ফাঁকি ধরা কঠিন। ঠাণ্ডা জল আর বরফ ভরা বালতি করে এগুলো নিয়ে আসে, যাতে হিমঠাণ্ডা থাকে। তিন তিনবার মিলার তার সঙ্গীর অজান্তে নিজের গেলাসের মাল দিলো সেই বরফের বালতির মধ্যে ঢেলে।

শেষপদ মিঠাই আসতে আসতে দুটো বোতল শেষ। বেয়ার তার বোতাম-বন্ধ আটো জ্যাকেটের মধ্যে হাঁসফাঁস লাগিয়েছে , দরদর করে ঘাম ঝরছে তার। ফলে তেষ্টা আরো বেড়ে গেলো, আবার আরেক বোতলের ফরমাশ দিলো।

মিলার এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব চিন্তিত...বোধহয় নতুন পাসপোর্ট আর পাওয়া যাবে না...গ্রেপ্তার হতেই হবে তাকে, ১৯৪৫ সালে ফ্রসেনবুর্গে যা করেছিলো সেই অভিযোগে।

চিন্তান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "আমার তো কয়েকটা ফটো দরকার হবে আপনার,...না?"

হোঃ হোঃ করে হাসে বেয়াব।

"হ্যাঁ, গোটা দুই ফটো লাগবেই। ঘাবড়াচ্ছো কেন, স্টেশনে গিয়ে অটোমেটিক বুথ থেকে নিলেই হবে। অপেক্ষা করো দুদিন, চুলটা একটু বড় হোক তোমার, গোঁফটা আরো খানিক ঘন,...কেউ চিনতে পারবে না তুমি সেই লোক।"

"কেন কি হবে তখন?" সরল বিস্ফারিত জিজ্ঞাসা মিলারের।

সামনে ঝুঁকে এসে বেয়ার তার মোটা একখানা হাত ওর কাঁধে রাখে। যেই কথা বলার জন্যে মুখ খোলে, মদের গন্ধ ভক করে এসে মিলারের নাকে ঢোকে।

"আমি ওগুলো আমার এক দোস্তের কাছে পাঠিয়ে দেবো, এক হপ্তার মধ্যে পাসপোর্ট চলে আসবে। সেই পাসপোর্ট দেখিয়ে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে দেবো—পরীক্ষা অবিশ্যি পাস করতে হবে তোমাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্ডও বানিয়ে দেবো। ব্যাস, হয়ে গেলো!...কর্তৃপক্ষের চোখে তুমি পনেরো বছর পরে দেশে ফিরেছো, কোন সমস্যা নেই ইয়ার, চিন্তফিন্তা বাদ দাও।"

বেয়ার প্রায় মাতল হয়ে উঠলেও জিভের ওপরে শাসন ছিলো তখনো পুরোপুরি। আর কিছু বললো না, কোন গোপন তথ্য না। মিলারও আর টেঙলায় না, বেশী চাপ দিতে গেলে হয়তো সন্দেহ হবে, একেবারেই চুপ করে যাবে।

কফির জন্যে প্রাণ আইঢাই করছে তবুও কফি আনতে নিষেধ করলো মিলার। ওর ভয় পাছে কফি খেয়ে ফ্রানৎস বেয়ারের মাতলামি কেটে যায়। মোটা লোকটা বেশ মোটামতোন ব্যাগ থেকে খাবারের দাম চুকিয়ে দিলো। তারপর চললো ওরা কোট আনবার কাউন্টারে। সময় তখন সাড়ে দশটা।

"চমৎকার কাটলো সন্ধ্যেটা, হের বেয়ার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ফ্রানৎস বলে ডাকো হে," কোট গলাতে গলাতে হাঁসফাঁস করে মোটা।

মিলার তার কোটটা পরে নিয়ে বলে, "আচ্ছা, স্টুটগার্টে বোধহয় রাতের জীবন বলে কিছু নেই।"

"হ্যাঃ, নেই! তুমি খুব জানো! আমাদের শহরের কেরামতি কম? অন্তত আধডজন ভালো ক্যাবারে আছে. যাবে নাকি একটাতে?"

"ক্যাবারে? মানে, বলতে চান ওই স্ট্রিপটিজ আর ওই সমস্ত?" মিলারের চোখদুটো যেন গোল গোল হয়ে ওঠে।

খিকখিক করে হাসে বেয়ার। চোখটোখ টিপে বলে, "যাবে নাকি? চলো সুন্দরীদের কাপড় খোলা দেখতে আমারও মন্দ লাগবে না।"

"কোট রাখার মেয়েটিকে মোটা বকশিশ দিয়ে বেয়ার হেলেদুলে বাইরে বেরুলো।

ন্যাকার মতো প্রশ্ন করে মিলার, "স্টুটগার্টে কটা নাইটক্লাব?"

"দাঁড়াও দেখছি। মলাঁরুজ, বালজা, ইম্পিরিয়াল আর সায়োনারা। হ্যাঁ, তাছাড়া এবারহার্ড স্ট্রাসে আছে মাদেলিন।"

"এবারহার্ড? আরে, কি অদ্ভুত! ব্রেমেনে আমার মনিবের নামও যে তাই ছিলো। সেই-ই তো আমাকে ওখান থেকে বাঁচিয়ে ন্যুরেমবার্গ উকিলের কাছে পাঠিয়েছিলো!" মিলার একেবারে উচ্ছ্বসিত।

"বটে!...বাঃ, তাহলে ওখানেই যাওয়া যাক।" বেয়ার চললো তার গাড়িব উদ্দেশে।

রাত সোয়া এগারোটায় ম্যাকেনসেন গিয়ে পৌঁছলো তিন মুরে। সর্দার খানসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো কথাটা।

"কি বললেন? হের বেয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছিলেন বৈকি আজ রাতে। চলে গেছেন আধ ঘণ্টা আগে।"

"তার সঙ্গে একজন লোক ছিলো না? লম্বা মতোন, ছোট্ট বাদামি চুল, গোঁফ আছে।"

"হ্যাঁ, ছিলো। মনে পড়ছে আমার, ওদিকের কোণার টেবিলে বসেছিলেন।"

কুড়ি মার্কে একটা নোট অনায়াসে লোকটার হাতে গুঁজে দিতে পারলো ম্যাকেনসেন, কোন আপত্তি নেই।

"দেখো, ভীষণ জরুরী ব্যাপার। ওকে খুঁজে আমাকে বার কবতেই হবে। ওর বৌ হঠাৎ ফিট হয়ে গিয়ে..."

"অ্যাঁ, সে কি!" উৎকণ্ঠায় খানসামা-সর্দারের মুখটা যেন কুঁচকে ওঠে।

"এখান থেকে তারা কোথায় গেছে, জানো?"

"নাঃ। ..আচ্ছা, দাঁড়ান।" অন্য আরেকজন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞেস কবলো, "হ্যান্স, তুমি তো ওই টেবিলে হের বেযাব আর তাঁব বন্ধুকে পবিবেশন করেছিলে। ওরা কোথাও যাবার কথা বলেছিলেন নাকি?"

"না, তেমন কোন কথা বলতে তো আমি শুনিনি।"

সর্দার-খানসামা তখন বলে, "আপনি কোট-টুপি বাখে যে মেয়েটা তাকে ববং জিজ্ঞেস করুন। ও হয়তো কিছু শুনে থাকতে পাবে।"

ম্যাকেনসেন মেয়েটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস কবলো। তারপর ট্যুরিস্টদেব কাগজ চেয়ে নিয়ে দেখলো স্টুটগার্টে কি চলছে। ক্যাবারে বিভাগে গোটা ছয়েক নাম চোখে পড়লো। পুস্তিকার মাঝখানে শহবের কেন্দ্রস্থলেব একটা মানচিত্র আঁকা ছিলো। গাড়িতে ফিবে গিয়ে ম্যাকেনসেন চললো প্রথম ক্যাবাবেটিব উদ্দেশ্যে।

মাদেলিন নাইটক্লাবে দুজনের একটা টেবিলে বসেছিলো মিলাব আর বেয়ার। বেযারের তখন হুইস্কির দু নম্বর বড়া গেলাস চলছে। বড় বড় চোখ মেলে দেখছে ঠমকওয়ালি এক যুবতী ফ্লোরের মাঝখানে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে হাতের আঙুল দিয়ে কাঁচুলির হুক খুলছে। সেটা খুলে পড়ে যেতেই বেয়ার মিলারের পাঁজরে কনুই দিয়ে মারলো এক ধাক্কা।

"কি মাল, দেখছো ছোকরা!" দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে হাসে।

মাঝরাতও পেরিয়ে তখন। মদে প্রায় চুর হয়ে গেছে বেয়ার।

ফিসফিস করে বলে মিলার, "দেখুন, হের বেয়ার, বড্ড ভয় লাগছে আমাব। কদ্দিন আর পালিয়ে পালিয়ে থাকবো। পাসপোর্ট তাড়াতাড়ি আনাতে পারবেন না?"

বেযাব মিলাবেব কাঁধ জডিযে ধবলো, "আবে বল্ফ্, মেবা ইযাব, এত ঘাবডাচ্ছো কেন বাছা? বলেছি না, ফ্রানৎসেব ওপব ছেডে দাও সব।" মোক্ষম চোখ টিপে দিযে বললো, "আমি নিজে তো আব পাসপোর্ট বানাই না। ফটো পাঠিযে দিই এক বেটা কাবিগব আছে তাব কাছে, এক হপ্তা পবে মাল চলে আসে। কোন ভাবনাই নেই। ছোডো চাঁদ, আবেক পাত্তব হযে যাক পুবনো দোস্ত ফ্রানৎসেব সঙ্গে।"

একটা দোদুলদুল হাত শূন্যে তুলে দোলায।

"হেই বেযাবা, আবেক বাউণ্ড।"

মিলাব জুত হযে চেযাবে পিঠ এলিযে দিলো। অবস্থাটা মনে মনে উপলব্ধি কববাব চেষ্টা কবে। পাসপোর্ট ফটো তুলবাব জন্যে যদি চুল গজানাব অপেক্ষা কবতে হয তো কযেক সপ্তাহ লেগে যাবে। অথচ বেযাবেব কাছ থেকে ভুজংভাজং দিযে যে ওডেসাদলেব পাসপোর্ট বানানোব কাবিগবটাব নাম-ঠিকানা নিযে নেবে তাও সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। বেযাব মাতাল হযেছে বটে কিন্তু এমন কিছু মাতাল নয যে তাব জিভ থেকে সেই জালিযাতেব নামটা খসে পডবে।

নাইটক্লাব ছেডে আসতেই চায না ওডেসাব মোটা লোকটা। অনেক কবে যখন তাকে নিযে বাইবেব ঠাণ্ডা হাওযায বেরুলো মিলাব, তখন বাত একটা বেজে গেছে। বেযাবেব পা টলমল কবছিলো। মিলাবেব কাঁধে হাতেব ভব বেখে বাইবে বেরুতেই হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওযাব দমকে ওব অবস্থা আবো খাবাপ হযে পডলো।

গাডি বাখাবাব জাযগাটায পৌঁছে বেযাবকে বললো, "আমিই না হয গাডি চালিযে আপনাকে বাডি পৌঁছে দিচ্ছি। বেযাবেব কোটেব পকেট থেকে গাডিব চাবি বেব কবে মোটা লোকটাকে গাডিতে তুলে দবজা বন্ধ কবে দিলো। তাবপব ওধাব ঘুবে চালকেব আসনে গিযে বসলো মিলাব। আব ঠিক সেই মুহূর্তে মোড ঘুবে একটা ধূসব বঙেব মার্সিডিজ গাডি পেছন থেকে ওদেব দিকে আসতে আসতে হঠাৎ ব্রেক কষে কুডি গজ দূবে থেমে গেলো।

উইণ্ডস্ক্রিনেব পেছনে বসে বসে ম্যাকেনসেন ওদেব গাডিব নম্ববটা লক্ষ্য কবে। পাঁচটা নাইটক্লাব ঘুবে অবশেষে মার্দেলিনে এসে পৌঁছতেই দেখলো যে তাব বহু আকাঙ্ক্ষিত গাডিটা ধীবে ধীবে বওনা দিচ্ছে। কোন ভুল নেই কোথাও। ফ্রাউ বেযাব তাব স্বামীব গাডিব নম্বব আগেই বলে দিযেছিলো, ঠিক মিলে যাচ্ছে। ক্লাচ চেপে চেপে চললো তাব পেছনে পেছনে।

মিলাব সাবধানে গাডি চালাচ্ছিলো। মদেব ঘোব কাটিযে কাটিযে অতি সতর্কভাবে, যাতে এই মোক্ষম সময পুলিসেব গাডি এসে তাকে মত্ত অবস্থায গাডি ড্রাইভিঙেব দাযে চালান না কবে। গাডি নিযে চললো বেযাবেব বাডিব দিকে নয নিজেব হোটেলেব দিকে। মাথা নীচু কবে বেযাব ঝিমুচ্ছিলো। টাই আব কলাবেব ওপব কযেক পবত পুরু চর্বিব ভাঁজেব ওপব তাব মাথাটা দুলছে।

হোটেলেব বাইবে মিলাব তাকে ধাক্কা দিযে জাগিযে দিলো। "ফ্রানৎস ওহে দোস্ত ওঠো, চলো এক চুমুক নাইটক্যাপ হযে যাক।"

মোটা মানুষটা তাব দিকে চেযে থাকে। বিডবিড কবে উঠলো "বাডি যেত তে হবে বউ বসে আছে।"

"আবে, এসো না, এটুখানি সন্ধ্যেটাব সদগতি। আমাব ঘবে বসে জিভে ঢালতে ঢালতে পুবনো দিনেব গপপো কবা যাবে।"

খিকখিক করে মাতাল-হাসি হাসে বেয়ার। "পুরনো দিন..আঃ, সে যে কি দিন ছিলো, রল্‌ফ...বিরাট!"

মিলার নেমে এসে বেয়ারকে নামিয়ে নিলো। ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাত ধরে ধরে ওকে নিয়ে এসে ঢোকালো হোটেলের বড় দরজায়। বললো, "বিরাট দিন তো বটেই..চলো, সে সব দিনের গপ্‌পো করা যাক।"

রাস্তায় তখন মার্সিডিজটা আলো নিবিয়ে ছায়ার সঙ্গে মিলিয়ে ছিলো।

মিলার তার ঘরের চাবিটা পকেটেই রেখে দিয়েছিলো। ডেস্কের পেছনে হোটেলের নৈশকর্মী তখন ঝিমুচ্ছে। বেয়ার বিড়বিড় করে কি যেন একটা বলতে গেলো।

"স্‌-স্‌, চুপ!" মিলার বলে।

"চুপ...চ্‌-চুপ!" বেয়ার নিজেও কয়েকবার বলে উঠলো। হাতীর মতো থপথপিয়ে সিঁড়ি দিকে চললো। নিজের অভিনয়ে নিজেই খুক্‌খুক্‌ করে হেসে ওঠে। ভাগ্যে মিলারের ঘর ছিলো দোতলায় নইলে আরো ওপরে উঠতে হলে বেয়ারের সাধ্যে কুলোত না। ঘরের দোর খুলে লাইট জ্বালিয়ে দিলো মিলার। কোনমতে ধরে ধরে বেয়ারকে নিয়ে এসে ঘরের একমাত্র হাতলওলা কুর্সিটায় দিলো বসিয়ে।

বিপরীত দিকের রাস্তা থেকে তখন ম্যাকেনসেন চেয়ে আছে অন্ধকার হোটেল-কামরাগুলোর দিকে। রাত দুটো। কোন ঘরে আলো নেই। মিলারের ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই ম্যাকেনসেন লক্ষ্য করে দেখলো যে তার ঘরটা দোতলায়, হোটেলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডান ধারে।

মনে মনে হিসাব করে দেখলো যে ওপরে উঠে মিলার তার শোবার ঘরের দরজা খোলামাত্র তাকে মারাটা ঠিক হবে না দুটো কারণে। প্রথমত লবির কাঁচের দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে হোটেলের নৈশকর্মীটি বেয়ারের পায়ের শব্দে ঢুলুনি ভেঙ্গে যাওয়াতে এখন ভেতরে পায়চারি লাগিয়েছে। রাত দুটোয় যদি ও ওপরে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে তবে স্পষ্ট মনে থাকবে সেকথা...হোটেলের আবাসিক না সেটাও লক্ষ্য করবে...পরে পুলিসের কাছে বিবরণও দেবে বেশ ভালোমতো। আর দ্বিতীয় কথাটা হলো বেয়ারের অবস্থা। কেমন করে তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো মিলার তা দেখেছে...অতএব মিলারকে হত্যা করবার পর তাড়াতাড়ি চম্পট দিতে পারবে না বেয়ার, ধরা পড়ে যাবে। আর বেয়ার ধরা পড়া মানেই ওয়েরউলফ খেপে যাবে...ম্যাকেনসেনেরই বিপদ তাতে। তার প্রকৃত নামে বেয়ারের নাম ফেরারী তালিকায় বেশ মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে, তাছাড়া ওডেসাতে তো সে বেশ একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জানলা দিয়ে গুলি করার স্বপক্ষে আরো একটা যুক্তি খাড়া করলো ম্যাকেনসেন। হোটেলের বিপরীত দিকে একটা দালান তৈরি হচ্ছে: অর্ধেক হয়ে গেছে সেটা, কাঠামো আর মেঝেগুলো তৈরি, দোতলা তিনতলায় যাবার জন্যে কংক্রিটের সিঁড়িও মজুত যদিও এখনো সেটা এবড়োখেবড়ো।...মিলার তো পালিয়ে যাচ্ছে না, অপেক্ষা করবে সে সেখানে। নিজের গাড়ির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে চললো ম্যাকেনসেন। ফন্দী আঁটা হয়ে গেছে। গাড়ির বুটের ভেতরে রয়েছে একটা শিকারের উপযুক্ত দূরপাল্লার রাইফেল।

ঘুষিটা যখন এলো বেয়ার হকচকিয়ে গেলো। মোটেই প্রস্তুত ছিলো না এর জন্যে। মদের

ঘোরে প্রতিক্রিয়াশক্তিও শ্লথ। সময়ই পেলো না উল্টে ঝাঁপিয়ে পড়বার। ওয়ার্ডরোব খুলে হুইস্কির বোতল খুঁজছে যেন এরকম একটা ভান করে মিলার তার একটা টাই বাব করে এনেছিলো। দুটোই ওর টাই, আরেকটা গলায় দুলছে। সেটাও খুলে ফেলেছে।

দশ বছরেরও ওপর হয়ে গেলো আর্মির শিক্ষাশিবিরে সে আর তার দোস্ত রঙরুটেরা নানারকম ঘুষির কসরত শিখেছিলো। কতখানি ফলপ্রসূ যে সেগুলো তা কোনদিন পরখ করবার সুযোগ হয়নি।...চেয়ারে বসে বেয়ার বিড়বিড় করছিলো, "আঃ, কি যে সেইসব দিন...কি দিন...।" পেছন থেকে মোটা ঘাড়টাকে দেখাচ্ছিলো যেন একটা গোলাপী পাহাড়। তাই যতটা জোরে পারে মিলার ঘুষি ঝাড়লো।

নক-আউট ঘুষিও নয়। কারণ মিলারের হাতের কিনারা নরম নরম, অপটুতায় কাঁচা, আর বেয়ারের ঘাড়ে চর্বির পুরু স্তর। তবুও ওতেই কাজ হলো। চেতনা থেকে সুরার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে উঠতে ওডেসাব চাঁইটি দেখলো যে তার দুটোই কব্জিই কাঠের চেয়ারের দুটো হাতলের সঙ্গে মুচড়িয়ে কষে বাঁধা।

"কি শালা, কি...গ্যাঁ-গ্যাঁ-গ্যাঁ—" জড়ানো সুরে রব ছেড়ে ওঠে। জোরে জোরে মাথা দোলায় এদিক-ওদিক যাতে মস্তিকেব অস্পষ্টতা কেটে যায়। তার নিজের টাইটাও খুলে গেলো ততক্ষণে, সেটা দিয়ে তার বাঁ পায়েব গোড়ালি চেয়ারের পায়ার সঙ্গে শক্ত হয়ে এঁটে বাঁধা হলো, ডান পাটাকে টেলিফোনের তার দিয়ে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো আগেই।

প্যাঁচার মতো চোখ কবে মিলাবকে চেয়ে চেয়ে দেখে। বোধশক্তির ক্ষীণপ্রভা ফুটে ওঠে তার বোতাম-মার্কা চোখেব তারায। ওদের সকলের মতোই বেযারের মনেও একটা ভয়ঙ্কব ভীতি আছে।

"না না, আমাকে কক্ষনো তুমি নিয়ে যেতে পারবে না.. তেল আভিভে কক্ষনো নিয়ে যেতে পারবে না। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তোমাদের লোকদের আমি কক্ষনো ছুঁইইনি..."

কথাগুলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো, কাবণ ততক্ষণে একজোড়া মোজা তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে মিলার। একটা স্কার্ফ দিয়ে মুখটা এঁটে বেঁধে দিলো ঘাড়ের পেছনে। স্কার্ফটা মা দিয়েছিলো মিলাবকে, ঠাণ্ডা থেকে যাতে বাঁচে। নক্‌শা-কাটা প্যাটার্নেব ওপর থেকে বেয়ারের দুটো আর্তচোখ তাকিয়ে রইলো।

ঘরের অন্য হাতলহীন চেয়ারটাকে টেনে টেনে সেটাকে উল্টিয়ে বসলো মিলার। বন্দীব কাছ থেকে প্রায় ফুট-দুই দূরে রইলো তার মুখ।

"শোন্ ব্যাটা কোৎকা হাতী। আমি ইস্রায়েলেব চব নই, বুঝলি? আর তুই কোথাও যাচ্ছিসও না। এখানেই থাকবি। আর মুখ খুলবি। .বুঝেছিস?"

প্রত্যুত্তবে বেয়াবের চোখ দুটো স্কার্ফের ওপবে শুধু ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠলো। আমোদের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গও আর সে দুটোতে নেই। এখন লালেব ছোপ ধরেছে সেখানে, যেন ঘন ঝোপের ভেতবে একটা বুনো শুযোব।

"আমি যা চাই আব বাত্রি প্রভাত হওযাব আগে তুই যা বলতে যাচ্ছিস তা হলো ওডেসাব হয়ে যে লোকটা পাসপোর্ট বানিয়ে দেয় তার নাম আর ঠিকানা।"

চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ টেবিল-ল্যাম্পটা তার নজরে পড়লো। প্লাগ খুলে সেটাকে নিয়ে এলো।

"শোন্ শালা বেয়ার—বা যাই তোর আসল নাম হোক। আমি তোর মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। কথা বলবি তুই। যদি চেঁচাস এইটা তোর মাথায় পড়বে। মাথা ভেঙ্গে দু ফাঁক হয়ে গেলেও কে পরোয়া নেই।...বুঝলি?"

অবশ্য কথাটা সত্যি নয়। মিলার কোনদিন মানুষ খুন করেনি, আজও সেটা করবার কোনই ইচ্ছা নেই তার।

ধীরে ধীরে স্কার্ফটাতে আলগা দিয়ে বেয়ারের মুখ থেকে মোজাজোড়া টেনে বার করে আনলো। সারাটা সময় ডান হাতে ভারী ওজনের টেবিল-ল্যাম্পটাকে মোটা লোকটা মাথার ওপর উঁচিয়ে রাখলো।

"খচ্চর শালা...হারামজাদা," হিসহিসিয়ে উঠলো বেয়ার, "টিকটিকি তুই...কিছু জানতে পারবি না আমার কাছ থেকে।"

কথাগুলো শেষ হতে না হতেই আবার মোজাজোড়া ঢুকে গেলো তার ফোলা-ফোলা গালের ভেতর। স্কার্ফ আবার এঁটে গেলো।

"পারবো না...নয়?" মিলার বললো, "আচ্ছা...আঙুলগুলো দিয়ে শুরু করি, দেখি তোর কেমন লাগে।"

বেয়ারের ডান হাতের কড়ে আঙুল আর অনামিকা নিয়ে পেছন দিকে বাঁকাতে থাকলো মিলার। প্রায় খাড়া সোজা হয়ে এলো সে দুটো। বেয়ার চেয়ারে ভীষণ জোরে কম্প দিয়ে উঠলো। চেয়ারটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো। সেটাকে ঠিকমতো রেখে মিলাব ওর আঙুলের ওপর থেকে চাপ কমিয়ে নিলো।

মুখও খুলে দিলো আবার।

ফিসফিসিয়ে বললো, "তোমার দুটো হাতের প্রত্যেকটা আঙুল আমি ভেঙ্গে দিতে পারি, বেয়ার। তারপর টেবিল-ল্যাম্প থেকে বাল্ব খুলে নিয়ে, সুইচ অন্ করে, তোমার লিঙ্গটাকে ঢুকিয়ে দেব ওখানে।"

শিউরে চোখ বন্ধ করলো বেযার। দরদর করে ঘামছে, মুখ ভিজে একেবারে ঝাপসা।

বিড়বিড় করে ওঠে, "না না, ইলেকট্রোড না, ইলেকট্রোড না, ওখানে তো কোনমতেই না।"

"ব্যাপারটা তোমার জানা আছে.. তাই না?" বেয়ারের কান ঘেঁষে কথাগুলো বলে মিলার।

চোখ বন্ধ করে সামান্য একটু ধ্বনি করে ওঠে বেয়ার। জানে বৈকি। কুড়ি বছর আগে 'সাদা খরগোশ' উইং কমাণ্ডার ইয়োটমাসকে যারা এই যন্ত্রণা দিয়ে মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিয়েছিলো তাদের মধ্যে বেয়ারও যে ছিলো অন্যতম। পারীর ফ্রেসনে জেলের সেই ভূতলকক্ষ...উফ্। জানে না মানে, ..তবে পাওয়ার দিকটায় থাকেনি।

"বলো," ফুঁসে ওঠে মিলার, "জালিয়াতের নাম কি, তার ঠিকানা কি?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বেয়ার। ফিসফিসিয়ে বলে, "না, পারবো না, বলতে পারবো না, ওরা তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে।"

মিলার আবার তার মুখের মধ্যে মোজা ঠুসে দেয়। ওর কড়ে আঙুলটা নিয়ে চোখ বন্ধ করে উল্টোদিকে বিরাট জোরে দেয় এক হ্যাঁচকা টান। সশব্দে হাড় ভেঙে যায়। বেয়ার চেয়ারে বসে আর্তশ্বাস ছাড়ে, মুখের ভেতরে গোঁজা কাপড়ের পুঁটলিটার মধ্যে বমি করে ফেলে।

পলকে মুখের কাপড় টেনে দিয়ে মিলার সরে যায়, নইলে বোধহয় ডুবেই যেতো। মোটা লোকটার মাথা সামনের দিকে ঢুলে পড়ে; রাতের যাবতীয় দামী দামী খাদ্য, মায় দু বোতল ওয়াইন, কয়েক দফা বড় স্কচ, সব তার বুক ভাসিয়ে কোলের ওপরে এসে জমে।

"বল্" মিলার গর্জায়, "আরো সাতটা আঙুল আছে তোর।"

বেয়ার ঢোঁক গেলে, চোখদুটো তার বন্ধ। কোনমতে বললো, "উইনজার।"

"কি?"

"উইনজার—ক্লউস উইনজার। সেই-ই বানায় পাসপোর্ট।"

"পেশাদার জালিয়াত নাকি?"

"একজন মুদ্রক।"

"কোথায়, কোন্ শহরে?"

"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"না বললে আমিই মেরে ফেলবো।...কোন্ শহর?"

"অসনাব্রুখ," অস্ফুটকণ্ঠে বললো বেয়ার।

তার মুখে আবার কাপড়ের ঠুসিটা গুঁজে দিয়ে মিলার চিন্তা করে নেয়।...ক্লউস উইনজার, অসনাব্রুখের জনৈক মুদ্রক।...অ্যাটাচি কেস খুলে হাতড়ায়; সলোমন টউবেরের ডায়রির নীচে অনেকগুলো ম্যাপ রাখা। তার থেকে জার্মানীর রাস্তায় ম্যাপ খুলে নিয়ে দেখে।

অসনাব্রুখে যাবার জাতীয় সড়ক অনেক উত্তরে—নর্ড রাইন/ওয়েস্ট-ফালিয়ার ভেতরে; ম্যানহাইম, ফ্রাঙ্কফুর্ট, ডর্টমুণ্ড ও মুনস্টারেব মধ্যে দিয়ে গেছে। চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ তো বটেই, রাস্তার অবস্থার ওপর নির্ভর করে। রাত প্রায় তিনটে বেজে গেছে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ।

রাস্তার ওধারে অর্ধসমাপ্ত দালানটার তেতলায় একটা ছোট্ট কুলুঙ্গির ভেতরে বসে ম্যাকেনসেন শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপছিলো। ওপাশের হোটেল-বাড়িতে দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। ক্ষণে ক্ষণে আলোকিত বন্ধ জানলা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নীচের বড় দরজার দিকে তাকাচ্ছে। বেয়ার যদি বেরিয়ে আসে তাহলে মিলারকে একা অবস্থায় সাবড়ে দেওয়া যাবে। বা, মিলার যদি বেরিয়ে আসে, রাস্তায় খানিকটা আগে গিয়ে শেষ করে দেওয়া যায়। অথবা, কেউ যদি জানলাটা খোলে, তাজা বাতাসের একটু ঝলক পাওয়ার জন্যে। আবার শরীরে ঠকঠক করে কাঁপুনি ধরলো, ভাবি রেমিংটন ৩০০ রাইফেলটাকে দৃঢ়মুঠিতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। তিরিশ গজ দূরের লক্ষ্যবস্তু, এইরকম একটা অস্ত্র, কোন সমস্যাই নেই। ম্যাকেনসেন অপেক্ষা করতে পারবে, ধৈর্য আছে তার।

মিলার তার ঘরে নিঃশব্দে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। বেয়ারকে অন্তত ছ ঘণ্টা নীরব রাখতে হবে। লোকটা হয়তো ভয়ের চোটে তার দলের পাণ্ডাকে বলবেও না যে সে জালিয়াতের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তবু তার ওপর তো নির্ভর করা যায় না।

শেষ কয়েক মুহূর্ত মিলার বিয়ারের হাত-পায়ের বাঁধাছাঁদা আরো শক্ত করে বাঁধলো, মুখের বাঁধনও এঁটে দিলো, তারপর চেয়ারটাকে কাত করে শুইয়ে দিলো যাতে বেয়ার ইচ্ছে করে চেয়ারসুদ্ধ উলটে শব্দটব্দ করে লোকজন না জমায়। টেলিফোনের তার আগেই ছিঁড়ে দিয়েছে। ঘরটার চারদিকে শেষ নজর বুলিয়ে মিলার বাইরে এসে দরজায় কুলুপ সেঁটে দিলো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই হঠাৎ মনে পড়লো যে হোটেলের নৈশকর্মী তো ওদের দুজনকে সিঁড়ি চড়তে দেখেছিলো, এখন হঠাৎ যদি সে নীচে নেমে বিল মিটিয়ে চলে যায় তবে কি ভাববে লোকটা? মিলাব আবার পেছন ফিরে হোটেলের পেছন দিকে চললো। করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা জানলা। তার নীচেই বিপদ-সিঁড়ি। জানলার খিল খুলে মইয়ে পা রাখলো। কয়েক নিমেষেই চলে এলো পেছনের উঠোনে, যেখানে সার সার গ্যারেজ। খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো সঙ্কীর্ণ একটা গলিতে।

দু মিনিট পরেই সে হাঁটতে লাগলো জাগুয়ারের উদ্দেশ্যে: প্রায় মাইল তিনেক পথ, বেয়ারের বাড়ি থেকে আধ মাইল। সুরার প্রভাব আর রাতের কাজকর্মে বড় ক্লান্ত, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তবু ঘুমনোর উপায় নেই; উইনজারের কাছে গিয়ে পৌঁছতেই হবে, যে-কোন সময়ে সে বিপদ-সঙ্কেত পেয়ে যেতে পারে।

জাগুয়ারে গিয়ে যখন বসলো তখন প্রায় চারটে। আরো আধ ঘণ্টা পর উত্তরমুখী জাতীয় সড়কে গিয়ে পৌঁছলো, হাইলব্রন আর ম্যানহাইমের পথে।

মিলার ঘর ছেড়ে যাওয়া মাত্র বেয়াব মুক্তি পাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা করতে লাগলো। মাতলামি তার কখন কেটে গেছে। মুখটাকে এগিয়ে নিয়ে কব্জির বাঁধন দাঁতে কাটতে চেষ্টা করে। কিন্তু অতবড় মোটা মুখ, নীচুও হয় না। তাছাড়া মুখের ভেতরে মোজার পুঁটলির জন্যে দাঁতের পাটি দুটো আলাদা হয়ে আছে। কয়েক মিনিট পরে পরেই নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস টানতে হচ্ছে।

পায়ের বাঁধন আলগা করতে চেষ্টা করলো বারবাব নড়ে চড়ে টেনে হেঁচড়ে। কোন লাভ হলো না। ভাঙা কড়ে আঙুলটায় অসহ্য ব্যথা, ফুলেও উঠেছে বেশ, তবু চেষ্টা করলো কোনমতে মোচড়া-মুচড়ি করে যদি কব্জি গলিয়ে আনতে পারে। পারলো না যখন তখন চোখে পড়লো মেঝের ওপব টেবিল-ল্যাম্পটা পড়ে আছে। বাল্বটা তখনো লাগানো, কিন্তু ভাঙতে পারলে অনেক কাঁচের টুকরো পাওয়া যাবে, টাই কেটে বাঁধন খোলা হয়তো যাবে।

ওলটানো চেয়ারসুদ্ধ ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের কাছে পৌঁছতে এক ঘণ্টা সময় লেগে গেলো। তারপব অবশ্য বাল্ব ভাঙতে আর সময় লাগলো না।

শুনতে সহজ, কিন্তু এক টুকরো ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় কব্জির বাঁধন কাটা সহজ কাজ নয়। কাপড়ের একটা পরত কাটতেই কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। বেয়ারের কব্জি থেকে ঘাম বেরিয়ে টাইয়ের কাপড় ভিজে গেছে, তাতে মোটা মোটা হাতের ওপর আরো এঁটে বসলো বাঁধন। সাতটা যখন বেজে গেলো শহরের বাড়িঘরের ছাদে আলো ফুটলো, সেই সময় ভাঙা কাঁচের ঘষায় বাঁ-কব্জির বাঁধনের প্রথম পরতটা সবে ছিঁড়ে এলো। বাঁ কব্জি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হতে প্রায় আটটা বাজলো।

সেই সময় মিলারের জাগুয়ার গর্জন তুলে কাশানরিং পেরিয়ে চলেছে। অসনাব্রুখ আরো একশো মাইল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বিশ্রী তুষারপাতও তার সঙ্গে। হাওয়ার বেগে সেগুলো পিছল সড়কের ওপর ঘুরে ঘুরে পড়ছে। উইণ্ডস্ক্রীনে ওয়াইপার দুটোয় একঘেয়ে ঘূর্ণন। ঘুমে আঁটা হয়ে আসে মিলারের চোখ।

গতি কমিয়ে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে চললো মিলার। আর বাড়ানো কমানো নয়, একই গতি থাকুক। রাস্তা পিছলে দু পাশের কাদা-প্যাচপেচে মাঠে গিয়ে পড়বার মোটেই ইচ্ছে নেই তার।

বাঁ হাত ছাড়ানোর পর মাত্র কয়েক মিনিটেই মুখের ঠুসুনি খুলে ফেললো বেয়ার। ক'মিনিট ধরে শুধু হাওয়া টানলো। ঘরটায় গা-গুলানো দুর্গন্ধ ঃ ঘাম, ভয়, বমি আর হুইস্কির। ডান কবজির গেরো খুলে ফেললো, ভাঙা আঙুলটা থেকে যন্ত্রণার স্রোত উঠলো শিরশির করে শরীরের মাঝে। পা দুটোকে মুক্ত করলো তখন।

প্রথমেই দরজার কথাটা মনে এলো, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। টেলিফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলো, কিন্তু সেটাও মৃত। পা ঘষটে ঘষটে ঘরের মধ্যে হাঁটছে; অতক্ষণ শক্ত বাঁধা থাকায় রক্ত-সঞ্চালন এখনো বরাবর হয়নি। কোনমতে টলতে টলতে তারপর জানলার কাছে আসে, একটানে পর্দা সরিয়ে জানলার পাল্লাদুটোকে ভেতরের দিকে টেনে খোলে।

রাস্তার বিপরীত দিকে ম্যাকেনসেন অত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তার কুলুঙ্গিতে বসে বসে ঢুলছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো মিলারের জানলায় পর্দা সরে গেলো। নিমিষে রেমিংটন তাক করে অপেক্ষা করতে থাকলো। যেই দেখলো একটা ছায়া-ছায়া অবয়ব এসে পাল্লা দুটো ভেতরের দিকে টেনে খুলছে, অমনি তার মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো।

বুলেট গিয়ে লাগলো বেয়ারের কণ্ঠায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। অতবড় লাশটা ভূপতিত হওয়ার আগেই প্রাণপাখি উধাও। রাইফেলের শব্দ হয়তো গাড়ির ব্যাক ফায়ারিঙের শব্দ বলে ভুল করবে লোকে, কিন্তু সে ভুল টিকবে মোটে মিনিটখানেক, তার বেশী নয়। ম্যাকেনসেন জানতো এই ভোর সকালেও লোকে আসবে খোঁজ করতে। অতএব ঘরের দিকে আর পলকমাত্র না চেয়ে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি নেমে ম্যাকেনসেন দৌড়লো। পেছন দিক দিয়ে ছুটলো সে, গোটা দুই সিমেন্ট মিক্সাব আর কাঁকরেব স্তূপকে পাশ কাটিয়ে। গুলি ছোঁড়ার ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলো, বন্দুকটাকে বুটে ভরে রওনা দিলো।

গাড়িতে বসে চাবি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ওব মনে হলো যে কোথাও একটা ভুল হয়েছে। যে লোকটাকে মারতে বলেছিলো ওয়েরউলফ, সে বেশ লম্বা একহারা চেহারার। অথচ জানলার ছায়াটা মোটামতোন। গতকাল সন্ধ্যায় যা দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে বেয়ারকে মেরে বসেছে সে। অবশ্য তাহলেও খুব একটা সমস্যা নেই। বেয়ারকে মৃত অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মিলার ভাগবে। যত জোরে ছুটতে পারে দৌড়বে। তার মানে তিন মাইল দূরে রাখা ওব জাগুযারেব কাছে রুদ্ধশ্বাসে চলে আসবে। ম্যাকেনসেন তার মার্সিডিজখানা ছোটালো সেইদিকে। কিন্তু পৌঁছেই দেখলো বেনজ ট্রাক আর ওপেলখানা দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানের জায়গা ফাঁকা, অথচ আগের সন্ধ্যায় ওখানেই তো বাখা ছিলো জাগুয়ারটা। এইবারে ভাবনায় পড়লো ম্যাকেনসেন।

কিন্তু বিপদের সম্ভাবনায় মূর্ছা যাওয়ার মতো মানুষ নয় ম্যাকেনসেন, হলে কি সে ওডেসাদলের প্রধানঘাতক হতে পারতো? জীবনে বহু সমস্যায় পড়েছে বহুবার। ড্রাইভিং হুইলে কয়েক মিনিট নিথর হয়ে বসে থাকে। অবশেষে বুঝতে পারে মিলার নির্ঘাত ভেগেছে, নিশ্চয়ই কয়েক শো মাইল পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

বেয়ারকে জ্যান্ত অবস্থায় রেখেই মিলার পালিয়েছিলো। অর্থাৎ, ম্যাকেনসেন মনে মনে চিন্তা করে দেখে যে হয় মিলার তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি নয়তো কিছু পেয়েছে। যদি কিছু পেয়ে না থাকে তো কোন ক্ষতিই হয়নি। ধীরে-সুস্থে পরে মিলারকে নিকেশ করা যাবে, কোন তাড়াতাড়ি

নেই। কিন্তু যদি কিছু পেয়ে থাকে তো তা কোন সংবাদ হবে, কোন গোপন তথ্য। মিলার কিসের অনুসন্ধানে ঘুরছে যা বেযার তাকে দিতে পারে, তা জানেন একমাত্র ওয়েবউলফ।

অতএব ওয়েরউলফ রাগে ফেটে পড়বে জেনেও ম্যাকেনসেন তাকে টেলিফোন কবার সাব্যস্ত করলো।

সাধারণ টেলিফোন খুঁজে বার করতে করতে কুড়ি মিনিট সময় লেগে গেলো। দূরপাল্লার কথোপকথনের জন্যে ম্যাকেনসেন সব সময়েই পকেটভর্তি খুচরো মার্ক রেখে দিতো।...ন্যুরেমবার্গে সংবাদ শুনে ওয়েরউলফ থ। রাগে ফেটে পড়লো সে। টেলিফোন লাইনে ভেসে উঠলো একগাদা খিস্তিখেউর, গালিগালাজ। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে তবে বললো, "ওকে খুঁজে বার করো হনুমান...তাড়াতাড়ি...কোথায় যে গেছে ভগাই জানে!"

ম্যাকেনসেন বলে যে কি ধরনের খবর বেয়ার ওকে দিতে পারে সেটা যদি ও জানতে পারে তাহলে সুবিধা হতো।

লাইনের অপর প্রান্তে ওয়েরউলফ খানিক দম মেরে বসে থাকে।

আঁতকে শ্বাস ছেড়ে তারপর বলে, "হায় ভগবান,...জালিযাত...জালিয়াতের নাম জেনে গেছে।"

"জালিয়াত কি স্যার?" ম্যাকেনসেন শুধায়।

সম্বিৎ ফিরে পায় ওয়েরউলফ। শুকনো গলায় শুধুবলে, "আচ্ছা, তাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি।...হ্যাঁ...মিলার গেছে—"

ম্যাকেনসনকে একটা ঠিকানা বলে দেয়। তাবপব নির্দেশ দিয়ে জানায়, "অসনাব্রুখে যাও; এমন তেজে গাড়ি চালাবে কোনদিন যা করোনি, উড়ে যাবে একেবারে। ওই ঠিকানাতে মিলারকে পাবে, নয়তো শহরের অন্য কোথাও। যদি বাড়িটাতে না পাও, জাগুয়াবেব খোঁজে চোখ রাখবে। এবারে জাগুয়াবটা ছেড়ো না, ঘুবে ঘুরে ওখানেই ও ফিরে আসে।"

ঠক্ করে টেলিফোন রেখে আবার তুলে নিযে এনকোয়াবি চায়। নম্বরটা পেয়ে অসনাব্রুখে ডায়াল করে।

স্টুটগার্টে ম্যাকেনসেন দেখে যে তাব হাতেব ধবা যন্ত্রে আব কোন সাড় নেই, শুধুই যান্ত্রিক আওয়াজ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার তার মার্সিডিজে গিয়ে বসলো। মিলারের মতোই তার চোখ ভরে ঘুম আসে। আগের দিনে লাঞ্চের পর থেকে তো আবার পেটেও কিছু পড়েনি।

সাধারণত খোলা জায়গায় বসে বসে পাহাবা দিয়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে। আগুনের মতো গবম কফি আর তার পরে স্টাইনহেগার পেলে বড় ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। মার্সিডিজে স্টার্ট দিয়ে উত্তরমুখে চললো ওয়েস্টফালিযার পথে।

চোদ্দ

ক্রুউস উইনজাবকে দেখেও মনেও হবে না যে ও কোনদিন এস.এস.-এ ছিলো। কারণ তাদের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ছ ফুটের নীচে ওর মাথা, তাছাড়া চোখেও কম দেখে। চল্লিশ বছর বয়সে থলথলে, ভোঁদা-ভোঁদা চেহারা হয়ে গেছে, এলোমেলো সোনালী চুল, আত্মবিশ্বাসের বেশ অভাব। বস্তুত এস.এস. বাহিনীতে যত লোক ভর্তি হয়েছিলো তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র কাহিনী হলো এই ব্যক্তিটির।...১৯২৪ সালে ক্রুউসের জন্ম হয়েছিলো; বাপ ছিলো উইসব্যাডেনের এক শূকরমাংস-

বিক্রেতা। বিশ দশকের গোড়া থেকেই অ্যাডলফ হিটলার আর নাৎসী পার্টির পরম ভক্ত হয়ে উঠলো তার বাবা। সেইসব দিনে, ক্লউসের স্পষ্ট মনে পড়ে, বাবা বাড়ি ফিরতো রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্ট আর সোস্যালিস্টদের মধ্যে মারপিটের শেষে খুব বীরদর্পে পাড়া কাঁপিয়ে।

ক্লউস দেখতে হয়েছিলো তার মায়ের মতো। বাপ তাতে ভীষণ বিরক্ত –এঃ ছেলে এমন ন্যাকানোকা পাতলাপুতলা কেন হলো, গায়েও জোর নেই, চোখেও কম দেখে। মারপিট ভালো লাগতো না ক্লউসের, খেলাধুলাও না, তরুণ-হিটলার দলের নাম শুনেই বিশ্রী লাগতো। একটিমাত্র কাজে তার ভীষণ আগ্রহ ছিলো ঃ হস্তলিপির শিল্প, নানারকম হাতের লেখা লিখতে পারা, সেগুলোতে আবার চিত্রবিচিত্র নানারকমের কারুকার্য করা। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স থেকে এই কাজ নিয়েই মাতলো, অপূর্ব দক্ষতা জন্মালো তাতে। বাপ তো দেখে দেখে ঘেন্নায় মরে ছিঃ ছেলে শেষে এমন একটা মেয়েলি কাজ ধরলো।

নাৎসীদের হাতে ক্ষমতা আসবার পর শুয়োরের মাংসওলাটি তো ফুলে ফেঁপে উঠলো। পার্টিতে কত কাজ করে দিয়েছে আগে তাই স্থানীয় এস এস ব্যারাকগুলোতে মাংস সররবরাহ করবার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে গেলো। এস এস তরুণগুলোকে যখন দেখতো ঘাড় ফুলিয়ে বীরদর্পে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, মনে মনে তখন কামনা করতো, আহা, নিজের ছেলেটি যদি কোনদিন শুৎজ স্টাফেলের কালো রূপোলী প্রতীক এঁটে ঘুরে বেড়াতো।

ক্লউসের কিন্তু সেদিকে কোনই উৎসাহ নেই। নিজের তৈরি লিপিচিত্রগুলো নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকে নানারকমের রঙ আর সুন্দর সুন্দর হস্তাক্ষর নিয়ে অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে।

তারপর যুদ্ধ বাধলো। ১৯৪২ এর বসন্তে ক্লউস আঠারোয় পা দিলো। ডাক পড়বার বয়স। বাপের মতো দৃঢ়মুষ্টি সবল চেহারা নেই তার তেমন উগ্র ইহুদী বিদ্বেষী মনও নয়। বরং ছোটখাটো লাজুক লাজুক ফ্যাকাশে চেহারার কিশোর। সেনাদলে কেরানীগিরি করবার মতোও স্বাস্থ্য নেই তার ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করলো রিক্রুটিং বোর্ড থেকে বাড়ি ফিরে এলো ক্লউস বাপের পক্ষে সেটাই শেষ আঁটি।

যোহান উইনজার বার্লিনের ট্রেন ধরলো। রাস্তায় মারপিটের দিনের এক সঙ্গী এখন এস এস এ কেউকেটা বিশেষ তাকে ধরে ছেলের জন্যে যদি কিছু করা যায়, বাইরের সেবায় কোন একটা বিভাগে যদি তাকে ঢোকানো যায়। লোকটা আশ্বাস দিলো কিছু করতে পারলো তার চেয়েও কম। জিজ্ঞেস করলো তরুণ ক্লউস কি কোন কাজে পারদর্শী কোন বিশেষ কাজে? আরক্ত মুখে বাপকে স্বীকার করতে হলো যে ছেলে নকশা কাটা চিত্রলিপি বানাতে পারে

লোকটি যথাসাধ্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলো তার ভূমিকা হিসাবে কিছু নিদর্শন চাইলো – জনৈক এস এস মেজর ফ্রিৎস সুহরেনের সম্মানে পার্চমেন্টের ওপর একটা চিত্রবিচিত্র মানপত্র লিখে দিতে পারে কি কিশোর ক্লউস?

উইসবাডেনে ফিরে ছেলেকে বলতেই সে কাজে লেগে গেলো এক সপ্তাহ পরে বার্লিনের এক উৎসবে সুহরেন তার সতীর্থদের কাছ থেকে মানপত্রটি উপহার পেলো। সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কর্তৃত্বপদ থেকে বদলি হয়ে তখন সুহরেন যাচ্ছে আরো কুখ্যাত ক্যাম্প র‍্যাভেন্সব্রুখের কর্তা হয়ে।

১৯৪৫ এ সুহরেনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে ফরাসীরা।

বার্লিনে আর এস এইচ এর হেডকোয়ার্টারে কার্যভার হস্তান্তরের উৎসবে সকলেই ওই সুন্দর

সুশোভিত মানপত্রটির প্রশংসা করলো। তার মধ্যে ছিলো অ্যালফ্রেড নউজোকস নামে জনৈক এস এস লেফটন্যান্ট। এই লোকটিরই ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে জার্মান পোলিশ সীমান্তে গ্লেইউইভজ বেতারকেন্দ্রে মিথ্যা আক্রমণ চালিয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসীদের মৃতদেহগুলোতে জার্মান সৈন্যের পোশাক পরিয়ে 'প্রমাণ' রেখে এসেছিলো যে পোল্যাণ্ডই জার্মানীকে আক্রমণ করেছে, যার ফলে পরবর্তী সপ্তাহে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবার অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন।

নউজোকস শুধালো, মানপত্রটি বানিয়েছে কে? শুনেই কিশোর ক্লউস উইনজারকে বার্লিনে আসবার আমন্ত্রণ জানালো।

তারপর ঝটিতি অনেক কিছুই ঘটে গেলো। ক্লউস উইনজার ভালমতো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এস এস-এ ভর্তি হয়ে গেলো। কোন প্রশিক্ষা নেই, কিছু নেই, শুধু বিশ্বস্ততার শপথ আর গোপনীয়তার আরেক দফা শপথ নিয়ে চলে গেলো এক গভীর গোপন রাইখ প্রকল্পে উইসব্যাডেনের মাংসওলা তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি, আনন্দের সীমা নেই তার, যেন সপ্তমস্বর্গে চড়ে গেছে।

প্রকল্পটিকে তখন আর এস এইচ এর আওতায় ছ নম্বর অ্যামটের চ-বিভাগ থেকে বার্লিন শহরের ডেলব্রুখ স্ট্রাসের একটি কারখানায় চালানো হচ্ছিলো। মূল বিষয়টি বড়ই সরল। লাখে লাখে ব্রিটিশ পাঁচ পাউণ্ড নোট ও মার্কিনী একশো ডলারের বিল জাল করে বের করবার চেষ্টা করছিলো এস এস। বার্লিনের বাইরে স্পেকথউসেনের রাইখ ব্যাঙ্কনোট কাগজের ফ্যাক্টরিতে কাগজ তৈরি হচ্ছিলো। ডেলব্রুখ স্ট্রাসের কারখানাতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান কারেন্সির ওয়াটারমার্কগুলো বানানোর চেষ্টা চলছিলো।

মতলব ছিলো যে জাল নোটগুলোকে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে ওই দেশ দুটোর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া ১৯৪৩ এর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ পাঁচ পাউণ্ড নোটের ওয়াটারমার্ক সঠিকভাবে তৈরি হয়ে গেলে প্রিন্টিং প্লেটগুলোকে সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন শিবিরের ১৯নং ব্লকে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে ইহুদী এবং অ ইহুদী গ্র্যাফোলোজিস্ট এবং গ্র্যাফিক শিল্পীরা এস এস দের তত্ত্বাবধানে কাজ করে যেতো। উইনজারের ওপর ভার পড়লো কাগজগুলোর মান যাচাই করে দেখা কারণ এস এস-এরা তাদের বন্দীদের ওপর কখনোই ভরসা করতে পারতো না, ভয় ছিলো পাছে তারা ওদের কাজের মধ্যে ইচ্ছে করে কোন ত্রুটি রেখে দেয়।

দু বছরের মধ্যে উইনজার তার অধীনস্থ লোকগুলোর কাছ থেকে সবকিছু শিখে নিলো। আগেই তার কাগজ কালি রেখাচিত্র, লিপিমালা সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান ছিলো, এখন গ্র্যাফোলোজি শিখে নিয়ে হয়ে উঠলো এক অতি সুদক্ষ জালিয়াত। ১৯৪৪-এর শেষ দিকে ১৯নং ব্লকে জাল পরিচয়পত্রও তৈরি হতে শুরু হলো যাতে জার্মানীর পরাজয়ের পর এস এস অফিসারেরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে

১৯৪৫ এর প্রথম বসন্তে ললিত শিল্পের এই ছোট্ট দুনিয়াটি ধসে পড়লো। সাখসেনহাউসেন থেকে গোটা কারবারটাকে তুলে অস্ট্রিয়ার পাহাড়ের গোপন বন্দরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলো দলটির অধিনায়ক এস এস ক্যাপ্টেন বার্ণহার্ড ক্রুগেয়ার মালপত্তর সব নিয়ে দক্ষিণে চললো মোটরে চেপে, আপার অস্ট্রিয়ার রেডল জিপফের পরিত্যক্ত বীয়ার কারখানায় আবার জালিয়াতির কারখানা বসলো কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন আগে আশাহত ক্লউস উইনজারের চোখের

সামনে তার বড় সাধের অত সুন্দরভাবে জাল করা অযুত-নিযুত মূল্যের পাউণ্ড ও ডলারের নোটগুলো হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হলো; সেদিন তার চোখ ফেটে জল এসেছিলো।

বাড়ি ফিরে গেলো সে—উইসব্যাডেনে। অবাক হয়ে দেখে যে ১৯৪৫ সালের সেই গ্রীষ্মে এস.এস.-এ যখন ছিলো তখন খাওয়ার কোনই অভাব ছিলো না, অথচ দেশে বেসামরিক লোকদের কি অন্নকষ্ট। উইসব্যাডেন এখন মার্কিনীদের কবলে, তাদের কোনই খাদ্যাভাব নেই, কিন্তু জার্মানরা শুধুই পাত কুড়িয়ে খাচ্ছে। বাপ চিরজন্মের মতো নাৎসীবিরোধী হয়ে গেছে; অবস্থাও পড়ে গেছে তার। তাছাড়া জিনিসের বড় অভাব, আগে তার দোকান হ্যামে ঠাসা থাকতো, কিন্তু এখন সার সার চকচকে আঁকশিগুলো থেকে শুধু রাশিটাক স্যাসেজ ঝুলছে।

ক্লউসের মা তাকে জানায় যে খাবার কিনতে হয় র‍্যাশনকার্ডে, সেগুলো আবার আমেরিকানরা ইসু করে। হতবুদ্ধি ক্লউস অবাক হয়ে র‍্যাশন কার্ডগুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সস্তাগোছের কাগজে স্থানীয় ছাপাখানায় ছাপানো। কয়েকটা কার্ড নিয়ে ঘরে খিল দিলো কদিনেব জন্যে। বেরুলো যেদিন মায়ের হাতে গুঁজে দিলো গোটা কয়েক আমেরিকান র‍্যাশন কার্ড, যা দিয়ে ওরা ছ মাসেরও বেশী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

মা তো আঁতকে ওঠে, "ওগুলো যে জাল!"

ক্লউস তখন ধৈর্য ধরে মাকে বোঝায় তার নিজের যুক্তি, "ওগুলো জাল নয় মা, শুধু ভিন্ন মেশিনে ছাপা।"

বাবাও ছেলেকে সমর্থন কবে। "মূর্খ স্ত্রীলোক তুমি, বলতে চাও যে আমাদের ছেলের র‍্যাশন কার্ডগুলো ইয়াঙ্কিদের চেয়ে খারাপ?"

তর্কে জেতা দুঃসাধ্য, বিশেষ করে সে-রাতে ওরা যখন চাব পদের খাবার নিযে খেতে বসলো।

এক মাস পরে অটো ক্লপসের সঙ্গে দেখা হলো ক্লউস উইনজারের। ক্লপস ছিলো উইসব্যাডেন শহরে কালোবাজারের বাদশাহ। দুজনে লেগে গেলো ব্যবসায়ে। উইনজার অসংখ্য র‍্যাশন কার্ড, পেট্রল কুপন, আঞ্চলিক পাস, ড্রাইভিং লাইসেন্স, মার্কিন সামরিক পাস, পি.এক্স কার্ড বানিয়ে দিতো আর ক্লপস সেগুলো দিয়ে খাদ্য, পেট্রল, ট্রাকের টায়ার, নাইলনের মোজা, সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি কিনতো। কালোবাজারের দরে সেগুলো বেচে বেচে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই ভীষণ বড়লোক হয়ে উঠলো। ১৯৪৮-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিরিশ মাসের মধ্যে একা উইনজারের ব্যাঙ্কের খাতাতেই পঞ্চাশ লক্ষ রাইখস্‌মার্ক জমা পড়েছিলো।

ভীতত্রস্তা জননীকে সে তার সহজদর্শন ব্যাখ্যা করে বলেছিলো, "কাগজের কখনো আসল নকল হয না, মা, তাবা হয় সক্ষম নইলে অক্ষম। কোন একটা পাস হাতে থাকলে যদি কোন সীমানাঘাঁটি তুমি পেরিয়ে যেতে পাবো, আব কোন কাগজের প্রভাবে যদি সেই সীমানাঘাঁটি তুমি সত্যিই পেরিয়ে গেলে, তাহলে তোমার হাতে আছে সক্ষম কাগজ।"

১৯৪৮-এর অক্টোবরে ক্লউস উইনজাব তাব জীবনে দ্বিতীযবার বিপর্যয়েব সম্মুখীন হয়েছিলো। দেশের মুদ্রাসংস্কার হলো ঃ পুরনো রাইখস্‌মার্কের জায়গায় এলো নতুন ডয়েটসমার্ক। কিন্তু প্রতিটি পুরনো মার্কের বদলে নতুন মার্ক না দিয়ে প্রত্যেককে ঢালাও ১০০০ নতুন মার্ক দেওয়া হলো। উইনজার তলিয়ে গেলো, তার সম্পদ এখন শুধু কয়েক তাড়া বাজে কাগজ।

খোলা বাজারে জিনিসপত্র আসতে শুরু করতেই কালোবাজারিদের দিন ফুরলো। লোকে তখন ক্লপসের পেছনে লাগলো। সময় থাকতে উইনজার সটকে পড়লো। গাড়ি নিয়ে নিজের

তৈরি একটা আঞ্চলিক পাস হাতে করে সোজা হ্যানোভারে চলে এলো. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের সদর দপ্তরে। সেখানে ব্রিটিশ সামরিক সরকারের পাসপোর্ট অফিসে একটা চাকরির দরখাস্ত করলো।

উইসব্যাডেনের মার্কিন কর্তৃপক্ষদের দেওয়া প্রশংসাপত্র ছিলো তার কাছে, জনৈক পূর্ণ কর্ণেলের দস্তখতে। তার সম্বন্ধে চমৎকার সব অভিমত লেখা ঃ হতেই হবে—কারণ গোটা জিনিসটা যে তারই রচনা। যে ব্রিটিশ মেজর ইন্টারভিউ নিচ্ছিলো সে চায়ের কাপ শেষ করে প্রার্থীটিকে জানালোঃ "নিশ্চয়ই বোঝো যে প্রত্যেকের সঙ্গে সব সময় তার সম্যক পরিচয়পত্র থাকা কতখানি আবশ্যক?"

"হ্যাঁ স্যার,...মেজর সাহেব," একান্ত বশম্বদের মতো ভঙ্গী করে উইনজার।

দু মাস পরে এলো সৌভাগ্যের সূচনা। বীয়ার-হলে বসে একা একা বীয়ার পান করছে, একটা লোক এসে আলাপ জমালো। লোকটার নাম হার্বাট মল্ডার্স। উইনজারকে সে চুপিচুপি জানালো যে যুদ্ধাপরাধের জন্যে ব্রিটিশরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই জার্মানী থেকে তাকে পালিয়ে যেতেই হবে; অথচ জার্মানদের পাসপোর্ট দিতে পারে একমাত্র ব্রিটিশরা কিন্তু সে তো আবেদন করতে পারে না। তাহলেই ধরা পড়বে। উইনজার অস্ফুট স্বরে তাকে জানিয়ে দিলো যে উপায় একটা হতে পারে, কিন্তু দাম লাগবে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো উইনজার, মল্ডার্স পকেট থেকে একটা সাচ্চা হীরের নেকলেস বার করেছে। ব্যাখ্যা করে বোঝালো যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যখন ছিলো, তখন সেখানে একদিন একজন ইহুদী বন্দী এসে পারিবারিক জড়োয়াখানা দেখিয়ে মুক্তি চাইলো। মল্ডার্স গয়নাটা হাতিয়ে ইহুদীটাকে প্রথম দলেই গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলেছিলো। নিষিদ্ধ হলেও মাল কিন্তু নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলো।

এক সপ্তাহ পরে মল্ডার্সের একটা ফটো আনিয়ে উইনজার তার পাসপোর্ট বানিয়ে ফেললো। জাল করেনি, তার দরকারও পড়েনি।

পাসপোর্টের অফিসের নিয়মরীতিগুলো বড় সরল। এক নম্বর বিভাগে প্রার্থীরা আসতো তাদের পরিচয়পত্রটত্র নিয়ে, একটা ফর্ম ভরে দিয়ে চলে যেতো। দু নম্বর বিভাগ জন্মপত্র, সনাক্ত কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতো, দলিলগুলো আসল না নকল, জালিয়াতি কি না তাও দেখতো, যুদ্ধাপরাধীদের ফেরারী তালিকাব সঙ্গে নামও মেলাতো, তারপর সব পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলে দলিলগুলো অনুমোদন করে বিভাগপ্রধানের স্বাক্ষরিত অনুমোদন সহ তিন নম্বর বিভাগে পাঠিয়ে দিতো। একটা খালি পাসপোর্ট বই বের করে সব বিবরণ-টিবরণ লিখে প্রার্থীর ফটো লাগিয়ে এক সপ্তাহ পরে যখন প্রার্থী আবাব সশরীরে এসে হাজির হতো তাকে দিয়ে দিতো।

উইনজাব চেষ্টাচরিত্র করে তিন নম্বব বিভাগে বদলি হয়ে এসেছিলো। মল্ডার্সের হয়ে অনায়াসে অন্য একটা নামে ফর্ম ভবে দিলো। দু নম্বব বিভাগেব 'আবেদন অনুমোদিত' স্লিপ লাগিয়ে ব্রিটিশ অফিসারটির স্বাক্ষর জাল কবলো।

যথারীতি দু নম্বর বিভাগে গিয়ে অনুমোদিত আবেদনপত্রগুলো নিয়ে এলো পাসপোর্ট ইসু করবাব জন্যে। সেদিন ট্রেতে ছিলো উনিশটি আবেদনপত্র ও উনিশটি আবেদন অনুমোদিত স্লিপ তার সঙ্গে মর্ল্ডাসের আবেদন পত্র ও অনুমোদিত স্লিপ লাগিয়ে কুড়িটার তাড়া নিয়ে গেলো তিন নম্বরেব অফিসার মেজর জনস্টোনের কাছে। জনস্টোন গুনে দেখলো যে কুড়িটা অনুমোদনপত্র আছে, ঘরের কোণায় গিয়ে সিন্দুক খুলে কুড়িটা খালি পাসপোর্ট বেব করে উনিজারকে দিলো। উইনজার সেগুলোকে ভরে সরকারী মোহর লাগিয়ে অপেক্ষমান উনিশজন উল্লসিত ব্যক্তির

হাতে দিযে দিলো। বিংশ পাসপোর্টটি গেলো তাব নিজেব পকেটে। ফাইলিং ক্যাবিনেটে কুডিটি আবেদনপত্র চলে গেলো। কুডিখানা পাসপোর্ট ইসু মিলে গেলো।

সেদিন সন্ধ্যায মন্ডার্সকে তাব নতুন পাসপোর্ট দিযে হীবেব নেকলেস পেযে গেলো উইনজাব। নতুন বাস্তা খুলে গেলো তাব সামনে, নব উদ্ভাবন।

১৯৪৯-এব মে মাসে পশ্চিম জার্মানী স্থাপিত হলো। পাসপোর্ট অফিসটি চলে এলো লোযাব স্যাক্সনি বাজ্য সবকাবেব হাতে, যাব বাজধানী হ্যানোভাব। উইনজাব তাব চাকবিতে থেকে গেলো। আব কোন মক্কেল পাযনি সে, দবকাবও হযনি। প্রতি সপ্তাহে কোন ফটোব দোকান থেকে সাদামাটা চেহাবাব কোন লোকেব মুখেব ছবি নিযে এসে অতি সযত্নে পাসপোর্টেব একটি আবেদন ফর্ম ভবতো উইনজাব, সেই ফটোটাকে ফর্মে সঙ্গে গেঁথে দু নম্বব বিভাগেব প্রধানেব (যিনি একজন জার্মান) স্বাক্ষব জাল করে অনুমোদন স্লিপ বানিযে তিন নম্বব বিভাগেব কর্তাব কাছে চলে যেতো আবেদনপত্র এবং অনুমোদনপত্রগুলো নিযে। সংখ্যাগুলো মিলে যেতেই অতগুলো খালি পাসপোর্ট পেযে যেতো। আবেদনপত্রগুলো সবই হতো আসল, একটি ছাডা। সেই একটি খালি পাসপোর্ট তাব পকেটে চলে যেতো। দবকাব এখন শুধু সবকাবী মোহবেব। চুবি কবলে সন্দেহ জাগবে, তাই এক বাত্রে সেটা বাডি নিযে এলো। সকাল নাগাদ লোযাব স্যাক্সনি বাজ্য সবকাবেব পাসপোর্ট অফিসেব মোহবেব কাস্টিং তৈবি।

ষাট সপ্তাহে ষাটটি ফাকা পাসপোর্ট হস্তগত কবে চাকবি ছেডে দিলো। সবাই প্রশংসা কবলো, আহা, কি ভীষণ পবিশ্রমী, যত্নবান কেবানী আব ক্রমুখে ওপবওলাদেব শেষ প্রশংসা কুডিযে চলে এলো উইনজাব। হ্যানোভাবও ছাডলো। অ্যান্টোযার্পে গিযে হীবেব নেকলেস বেচে অসনাব্রুখে এসে ছোটখাটো ছাপাখানা খুলে বসলো। সেই সময সোনা বা ডলাব দিলে ন্যায্য মূল্যেব অনেক কমেও জিনিস পাওযা যেতো।

মন্ডার্স নীবব থাকলে ওডেসাব সঙ্গে তাকে জডিযে পডতে হতো না। কিন্তু মাদ্রিদে পৌঁছে যেই বন্ধুবান্ধবদেব মধ্যে এসে পডলো অমনি তাব বাবফট্টাই শুরু হলো। হুঁহু বাবা। আছে বটে একজন তাব জানাশোনা যে কোন ঝুটা নামে পশ্চিম জার্মানীব পাসপোর্ট বেব কবে দেবে শুধু চাইবাব ওযাস্তা।

১৯৫৮-এব শেষদিকে উইনজাবেব সঙ্গে দেখা কবতে এলো একজন 'বন্ধু'। উইনজাব তখন সবে অসনাব্রুখে ছাপাখানা ব্যবসায নেমেছে। বাজী হওযা ছাডা গত্যন্তব ছিলো না। তাবপব থেকে যখনই ওডেসাব কেউ বিপদে পডছে, উইনজাবকে তাব জন্যে নতুন পাসপোর্ট বানিযে দিতে হযেছে।

কৌশলটাও অত্যন্ত নিবাপদ। উইনজাবেব দবকাব শুধু লোকটাব একটা ফটো আব তাব বযস। প্রতিটি আবেদনপত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত বিববণ লিখে দিযেছিলো তাব প্রত্যেকটাব নকল আছে তাব কাছে, মূল আবেদনপত্রগুলো তো এখন হ্যানোভাবেব অভিলেখে শোভাবর্ধন কবছে। ফাঁকা একটা পাসপোর্ট নিযে ১৯৪৯-এ লেখা কোন একটি আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ বিববণগুলো ভবে দেয। নামটা হয সাধাবণত এমন একটা জাযগায যেটা এখন লৌহযবনিকাব গভীব অভ্যন্তবে অতএব যাচাই অসম্ভব, জন্মতাবিখটা প্রাযই এস এস প্রার্থীটিব আসল বযসেব কাছাকাছি হয। তাবপব পাসপোর্টটায লোযাব স্যাক্সনিব মোহব মেবে দেয। লোকটা তাব নতুন পাসপোর্ট নিযে তাব নতুন নামেব স্বাক্ষব দিযে দেয প্রাপকেব জাযগায।

পুনর্নবীকরণও সহজ। পাঁচ বছর পরে ফেরারী এস এস লোকটি লোয়ার স্যাক্সনি বাদে অন্য যে কোন রাজ্যের রাজধানী শহরে গিয়ে নবীকরণের আবেদন দেবে, ধরা যাক ব্যাভেরিয়াতে। ব্যাভেরিয়ার কেরানীটি তখন হ্যানোভারকে জিজ্ঞেস করে পাঠাবে ঃ আপনারা কি ১৯৫০ সালে অমুক নম্বর পাসপোর্ট ইসু করেছিলেন, ওয়াল্টার শুম্যানের নামে যার জন্মস্থান অমুক জন্মতারিখ অত?' হ্যানোভারে তখন আরেকটি কেরানী ফাইলের নথী ঘেঁটে জবাব পাঠাবে, 'হ্যাঁ, ব্যাভেরিয়ার কেরানী হ্যানোভারের কেরানীর জবাব পেয়ে আশ্বস্ত হবে যে মুল পাসপোর্টটা খাঁটি। অতএব নতুন একটা পাসপোর্ট বিনা দ্বিধায় ইসু করে দেবে, ব্যাভেরিয়ার মোহর মেরে।

যতক্ষণ না হ্যানোভারের আবেদনপত্রে লাগানো ফটোটার সঙ্গে ম্যুনিখে জমা দেওয়া পাসপোর্টটার ফটো মিলিয়ে না দেখা যাচ্ছে, ততক্ষণ কোনই সমস্যা নেই। কিন্তু ফটো কখনোই মিলিয়ে দেখা হয় না। কেরানীরা আবেদনপত্র অনুমোদন এবং পাসপোর্টের নম্বরের ওপর নির্ভর করে, ফটোর চেহারার ওপর নয়।

উইনজারের পাসপোর্টগুলোর জরুরী নবীকরণের দরকার হয়েছিলো ১৯৫৫ সালের পর থেকে অর্থাৎ হ্যানোভার থেকে ইসু করার পাঁচ বছর পরে। কিন্তু পাসপোর্ট হাতে এলেই অন্য অন্য কাজগুলো নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যেতো, যথা এস এস -এর লোকটা পেয়ে যেতো নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স, সামাজিক নিরাপত্তার কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কার্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন এক পরিচয়।

বসন্তকাল পর্যন্ত হাতের যাটটির মূল পাসপোর্টের মধ্যে বিয়াল্লিশটি ইসু করেছিলো উইনজার।

কিন্তু উইনজার ছিলো পরম ধূর্ত একটা সাবধানতা সে অবলম্বন করেছিলো। জানতো যে ওডেসার পক্ষ থেকে হয়তো কোন না কোনদিন তার কাজ যাবে ফুরিয়ে তখন তাকে ওরা ধ্বংস করতেও পেছপা হবে না। তাই সব তথ্য সে লিখে রেখেছিলো মক্কেলদের আসল নামের প্রয়োজন নেই, কথাটাই এর সার। তাই প্রতিটি ফটো যা তার কাছে আসতো তার কপি বানিয়ে নিতো। মূল ফটোটা পাসপোর্ট সেন্টে পাঠিয়ে দিতো, কপিটাকে কার্ট্রিজ পেপারে লাগিয়ে তার পাশে লোকটার নতুন নাম ঠিকানা (জার্মান পাসপোর্টে ঠিকানার প্রয়োজনীয়তা হয়) এবং নতুন পাসপোর্ট নম্বর টাইপ করে রাখতো

কার্ট্রিজ পেপারের শিটগুলো একটা ফাইলের লাগিয়ে রাখতো। ফাইলটাই তার জীবনবীমা। বাড়িতে তো রেখে দিয়েইছিলো আর একটি সম্পূর্ণ একটা প্রতিলিপি বানিয়ে জুরিখে তার উকিলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলো। যদি কোনদিন ওডেসা তাকে প্রাণের ভয় দেখায় তো তাদের সে ফাইলের কথাটা জানিয়ে দেবে। সাবধান ও করে দেবে যে তার যদি কিছু ঘটে তো জুরিখের উকিল নথির কপিটা জার্মান কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেবে।

পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষ ফটো হাতে পেয়ে ফেরারী নাৎসীদের যে দুবৃত্ত প্রদর্শনী আছে তাদের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবে। শুধু পাসপোর্টের নম্বরটাই যদি ষোলটির প্রাদেশিক রাজধানীর সঙ্গে যাচাই করে নেওয়া যায় তো লোকটির ঠিকানা জেনে যাবে। তারপর এক সপ্তাহেরও বেশী লাগবে না তার পাত্তা পেতে। কাজেই ক্লাউস উইনজারের পক্ষে বেঁচেবর্তে থাকবার উপায়টি বেশ জোরালোই বলতে হবে।

এই হলো গিয়ে উইনজারের ইতিবৃত্ত। লোকটির আজ এখন এই শুক্রবারের সকাল সাড়ে

আটটায় প্রাতরাশের শেষে কফি খেতে খেতে 'অসনাব্রুখ-জাইটুং'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বোলাচ্ছে। ফোন বেজে উঠলো। ওধার থেকে ভেসে-আসা কণ্ঠস্বর প্রথমে সশঙ্ক, পরে আশ্বস্ত।

"তুমি কোন মুশকিলে পড়বে না আমাদের সঙ্গে, সে প্রশ্নই নেই," ওয়েরউলফ তাকে ভরসা দেয়, "শুধু মুশকিল হয়েছে এই ব্যাটা রিপোর্টারকে নিয়ে। আমরা খবর পেয়েছি যে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওর পেছনে পেছনে আমাদের একজন লোক আসছে, আজকে দিন ফুরনোর আগেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ওখান থেকে সরে পড়ো। আমি চাই যে তুমি..."

আধ ঘণ্টা পরে ত্রস্তব্যস্ত ক্লাউস উইনজার ছোট্ট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সিন্দুকের দিকে একবার সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। স্থির করে ফেলে যে ফাইলটার দরকার নেই। বাড়ির পরিচারিকা বারবারাকে জানিয়ে দেয় যে সেদিন আব সকালে ছাপাখানায় যাবে না, বরং স্বল্প কদিনের ছুটি নিয়ে চললো অস্ট্রিয়ান আল্পসে। তাজা টাটকা হাওয়ার জুড়ি নেই শবীর মন প্রফুল্ল করতে। বারবারা তো স্তম্ভিত, অবাক।

দোরগোড়ায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বারবারা। উইনজারের ক্যাডেট গাড়িটার পিছু হঠে চত্বর পেরিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তা গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে বোঁ করে এগিয়ে চলে গেলো। নটা দশে শহরের চার মাইল পশ্চিমে রাস্তার বাঁকে এসে পৌঁছলো যেখান থেকে রাস্তাটা উঁচুতে উঠে জাতীয় সড়কে পড়েছে। ক্যাডেট গাড়িটা যখন চড়াই চড়ছিলো তখন বিপরীত দিক থেকে উৎরাইয়ের পথে একটা কালো জাগুয়ার সবেগে অসনাব্রুখের দিকে ছুটে আসছিলো।

পশ্চিম দিক থেকে শহরেব ঢোকবার মুখটায় সাব প্লাৎজে একটা তেলের ঘাঁটি পেয়ে গেলো মিলার। পাম্পের পাশে নিয়ে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ক্লান্ত চরণে বেরিয়ে এলো। পেশীগুলো টনটন করছে, ঘাড় বাঁকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আগের সন্ধ্যায় মদের স্বাদটা এখন টিয়াপাখির বিষ্ঠার মতো বিস্বাদ হয়ে উঠছে মুখে।

পাম্পের ছোকরাকে বললো, "গাড়িটা ভরে দাও হে ওস্তাদ।...ফোন আছে, পয়সা ফেলে করা যায়?"

"ওই কোণাটায় আছে," ছোকবা জানায়।

সেদিকে যেতে যেতে মিলাব দেখলো একটা কফি অটোম্যাট। পয়সা ফেলে কাগজের কাপে ধূমায়িত এক পেয়ালা কফি নিয়ে ফোনবুথে ঢুকলো। অসনাব্রুখে শহরের ফোনের তালিকা উলটেপালটে দেখে। অনেকগুলো উইনজার আছে, কিন্তু একটিই ক্লাউস। নামটা দুবাব করে ছাপা। প্রথমটার পাশে লেখা আছে মুদ্রক এবং একটা টেলিফোন নম্বব; দ্বিতীয়টাব বিপবীতে 'আবাস'। নটা কুড়ি বেজে গেছে, অতএব কাজের সময় এখন। ছাপাখানায় ফোন করলো।

যে লোকটা উত্তর দিলো সে সম্ভবত ফোরম্যান। বললো, "দুঃখিত, উনি এখনো আসেননি। সাধারণত কাঁটায় কাঁটায় নটায় আসেন। আসবেন নিশ্চয়ই এক্ষুনি। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করুন।"

মিলার ধন্যবাদ জানিয়ে বেখে দিলো। বাড়িতে ফোন কববাব কথা ভাবলো একবাব, কিন্তু মনে হলো, থাক, দরকার নেই, বাড়িতে যদি থাকে গিয়েই দেখা করবে। ঠিকানা টুকে নিয়ে বুথ ছাড়লো।

পেট্রলের পয়সা দিতে দিতে পাম্পের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলো, "ওয়েস্টারবার্গ কোথায় রে?"

ছেলেটির রাস্তার উত্তরদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, "ওই যে হোথায়। বড়লোকী পাড়া, কেঁৎকারা সব থাকেন।"

শহরের একটা নক্শা কিনে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত রাস্তাটার সন্ধান পেয়ে গেলো। দশ মিনিটেরও পথ নয়।

বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় বেশ ধনীগৃহ। গোটা অঞ্চলটাতেই উচ্চবিত্ত স্বনিয়োজিত লোকেরা বাস করে, সুন্দর আয়েসী পরিবেশ। জাগুয়ারটাকে গাড়িপথের প্রান্তে রেখে দিয়ে সামনের দরজায় এলো। দরজা খুলে দাঁড়ালো একজন পরিচারিকা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স, অপূর্ব সুন্দর। এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি ছুঁড়লো তার দিকে।

মিলার বললো, "সুপ্রভাত, হের উইনজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"উঃ, তিনি তো চলে গেছেন স্যার, মিনিট কুড়ি হলো।"

আবার আশা ফিরে পেলো মিলার। নিশ্চয়ই ছাপাখানার উদ্দেশ্যে গেছে, পথে হয়তো কোথাও আটকা পড়েছে।

"আঃ, কি দুর্ভাগ্য! ভেবেছিলাম তিনি কাজে যাবার আগে বাড়িতেই ধরবো তাঁকে।"

"আজ কাজে যাননি তিনি, স্যার। ছুটিতে চলে গেছেন," মেয়েটি জানায়।

মিলারের বুকে আতঙ্কের ঢেউ। "ছুটিতে? বছরের এই সময়ে?...তাছাড়া---"তাড়াতাড়ি বানিয়ে বলে, "আমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিলো যে আজ সকালে। এখানে আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"ইস্, কি লজ্জার কথা!" মেয়েটিরও যেন কষ্ট হচ্ছে, "আর কি তাড়াতাড়িই না চলে গেলেন! লাইব্রেরিতে ফোন পেলেন, তারপর ওপরে উঠে এলেন। আমাকে বললেন, 'বারবারা—ওটাই হলো আমার নাম, বুঝলেন?...'বারবারা আমি অস্ট্রিয়ায় ছুটিতে যাচ্ছি; মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।' দেখুন তো, আগে কক্ষণো শুনিনি যে তিনি ছুটিতে যাবার মতলব করছেন। আমাকে বললেন যে কারখানায় ফোন করে যেন জানিয়ে দিই তিনি এক সপ্তাহ আসবেন না। ব্যাস্, তারপর তিনি রওনা দিলেন। মোটেই হের উইনজারের মতো ধরনধারণ নয়, এমন শান্ত ভদ্রলোক তিনি!"

মিলারের অন্তরের মধ্যে আশার আলো নিভে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাচ্ছেন বলে গেছেন?"

"উঁহু, কিছু না। শুধু বললেন যে অস্ট্রিয়ান আল্পসে যাচ্ছেন।"

"কোন ঠিকানা রেখে যাননি? সংযোগ করবার কোন উপায় নেই?"

"নাঃ, সেটাই বড় অদ্ভুত। কারখানার কথাটা ভাবুন দেখি? আপনি আসবার একটু আগে আমি তাদের টেলিফোন করেছিলাম। ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন ওঁরা। কত অর্ডার আছে সেগুলো শেষ করতে হবে।"

মিলার চটপট মনে মনে হিসাব করে নেয়। আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে উইনজার। ৮০ মাইল বেগে চললে ইতিমধ্যে চল্লিশ মাইল পেরিয়ে গেছে। মিলার যদি একশো মাইল বেগে গাড়ি চালায় তো ঘণ্টায় কুড়ি মাইল করে এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ দু ঘণ্টায় কুড়ি মাইল করে এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ দু ঘণ্টা সময় লাগবে উইনজারের গাড়ির লেজ ধরতে। উঁহু, বহু সময় তা। দু ঘণ্টায় যে-

কোন জাযগায চলে যেতে পাবে সে। তাছাডা দক্ষিণমুখে যে অস্ট্রিযাব দিকেই চলেছে তাবই বা কি নিশ্চযতা।

মেযেটিকে জিজ্ঞেস কবলো, "ফ্রাউ উইনজাবেব সঙ্গে কথা বলতে পাবি কি?"

খিলখিলিযে উঠলো বাববাবা। কটাক্ষ কবে বলে, 'কোন ফ্রাউ উইনজাবই নেই। কেন, আপনি কি হেব উইনজাবকে চেনেন না?"

"না, কখনো দেখিনি।"

"বিযেব কবাব মতো লোকই নন তিনি। এমনিতে খুব ভালো লোক, কিন্তু মেযেছেলে টেলেব ব্যাপাবে একদম কোন আগ্রহই নেই। বুঝলেন তো?"

"তাহলে উনি এখানে একাই থাকেন?"

'প্রায তাই অবশ্য আমিও এখানে থাকি। একেবাবে নিবাপদ সেদিক থেকে।" খিলখিল কবে হেসে যেন লুটিযে পডে মেযেটি।

"ওঃ। আচ্ছা, ধন্যবাদ," মিলাব যাবাব জন্যে পা বাডালো

"স্বাগত আপনি।"

মেযেটি দেখলো মিলাব গাডিপথেব প্রান্তে গিযে তাব জাগুযাবে চেপে বসলো। গাডিটা তাব আগেই বড মনে ধবেছিলো। এদিকে হেব উইনজাব তো নেই, কোন সুপুরুষ যুবককে কি বাতে বাডিতে আনা যায না? সশব্দে স্টার্ট তুলে জাগুযাব গাডিপথ পবিযে গেলো। সেদিকে তাকিযে তাকিযে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাববাবা দবজা দিলো।

মিলাব বুঝতে পাবলো যে ক্রমে ক্রমে অবসাদ এসে তাব দেহে বাসা বাধছে। হতাশাও জন্মেছে তেমনি। মনে মনে আঁচ কবলো যে বেযাব তাব বাধন কোনমতে খুলে ফেলে স্টুটগার্টেব হোটেল থেকে উইনজাবকে টেলিফোন কবে সাবধান কবে দিযেছে লক্ষ্যবস্তুব এত কাছে এসে এত দূবে চলে গেলো। আব ভাবতে পাবে না, ঘুমনোব দবকাব ভীষণ।

পুবনো শহবেব মধ্যযুগেব প্রাচীব পেবিযে নকশা দেখে দেখে থিওডোব হেউস প্লাৎজে এসে পৌঁছলো। জাগুযাবটাকে স্টেশনেব সামনে বেখে স্কোযাবেব অপবদিকে হোহেনজোলান হোটেলে এসে উঠলো

খুব ভাগ্য ভালো একটা ঘব খালি ছিলো ওপবতলায গিযে জামাকাপড খুলে চিৎপাত হযে পডলো বিছানায। মনেব কোণে কি যেন একটা খটখট কবে বিধছিলো সামান্য একটু সংশয কি যেন একটু অনুসন্ধান কববাব ছিলো অথচ কবেনি। কিছুতেই মনে কবে উঠতে পাবলো না চোখ জুডে শুধু ঘুম নেমে এলো। সাডে নটাব মধ্যে ঘুমে অচেতন

অসনাব্রুখ শহবেব কেন্দ্রে এসে ম্যাকেনসেন পৌঁছলো ঠিক দেডটাব সময। শহবে ঢোকবাব মুখে ওযেস্টাববাগেব বাডিটা দেখে এসেছিলো জাগুযাবেব কোন চিহ্ন নেই সেখানে। ওযেবউলফকে ফোন কবে জেনে নিতে চায আব কোন খবব আছে কিনা

সৌভাগ্যবশত অসনাব্রুখেব ডাকঘব থিওডোব হেউস প্লাৎজেব একটা দিক ঘেষে বড বেলস্টেশনটা আবেকটা কোণা জুডে দাঁডিযে আছে, তৃতীয দিকটায হোহেনজোলান হোটেল। ডাকঘবেব পাশ ঘেষে তাব গাডি বাখতে বাখতে ম্যাকেনসেনেব মুখ ভবে হাসি ফুটে উঠলো। ওই তো জাগুযাবটা বাখা আছে শহবেব বড হোটেলেব সামনে।

ওয়েরউলফের মেজাজও একটু ভালো। "সব ঠিক আছে; জালিয়াতকে খবর দিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। এইমাত্র তার বাড়িতে ফোন করলাম। পরিচাবিকাই বোধহয় ধরেছিলো। বললো যে তার মনিব চলে যাওয়ার প্রায় মিনিট কুড়ি পরে একজন যুবক কালো স্পোর্টস গাড়ি হাঁকিয়ে তাঁর খোঁজে এসেছিলো।"

"আমারও কিছু খবর আছে," ম্যাকেনসেন জানায়, "জাগুয়ারটা ঠিক আমার চোখের সামনে স্কোয়্যারের ওইদিকে দাঁড় করানো আছে। খুব সম্ভব হোটেলে ঘুম মারছে সে। আমি ওকে হোটেল-কামরাতেই নিয়ে নিতে পারি, সাইলেন্সার লাগিয়ে নেবো।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, অত তাড়াহুড়ো কোরো না," ওয়েরউলফ সাবধান করে দেয় "আমি ভেবে দেখলাম যে অসনাব্রুখ শহরের মধ্যে ওর পটল তোলা চলবে না। পরিচারিকা ওকে দেখেছে, ওর গাড়িটাকেও। ঝট করে পুলিসে গিয়ে এজাহার দিয়ে দেবে। তাহলেই সবাইয়ের নজর গিয়ে পড়বে জালিয়াতের ওপর তার ও লোকটা তো এমনিতে অল্পেতেই ঘাবড়ে যায়। উঁহু ওকে জড়ানো চলবে না। পরিচাবিকার সাক্ষ্যে ওর ওপর ভীষণ সন্দেহ জাগবে। প্রথমত একটা টেলিফোন পেয়ে হুট করে অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা, তারপর একজন যুবক এলো ওর সঙ্গে দেখা করতে আর সেই যুবকটাই হোটেল-কামরায় বন্দুকের গুলিতে খুন হলো। নাঃ, এ চলবে না...মহা ঝামেলা।"

ম্যাকেসেনের ভুরু কুঁচকে উটলো। "হুঁ, ঠিক বলেছেন আপনি। তাহলে হোটেল ছাড়লে পর নিয়ে নেবো।"

"হয়তো কয়েক ঘণ্টা ধরে ওখানেই থাকবে, জালিয়াতের খবরটবর নেবার চেষ্টা কববে। পাবে না কিছুই। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, মিলারেব কাছে কি কোন ব্রিফকেস আছে?"

"হ্যাঁ," ম্যাকেনসেন জানালো, "কাল রাতে ক্যাবারে ছাড়ার সময় ওর হাতে ছিলো দেখেছি; সঙ্গে কবে হোটেলে নিয়ে গেলো।"

"তবেই বোঝো...গাড়ির বুটে রাখলো না কেন, হোটেলের কামরায় ছেড়ে এলো না কেন? কারণ ওটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ওর কাছে—বুঝলে?"

"হুঁ।"

"ব্যাপারটা হলো কি ‍ না,' ওয়েরউলফ বলে, "আমাকে তো ও দেখেছে, নাম-ঠিকানাও জানে। বেয়ার আর জালিয়াতের মধ্যে সংযোগের সূত্রটাও যে কি তা জানে। সাংবাদিকেরা আবাব এইসব তথ্য লিখে রাখে। অতএব, ব্রি-কেসটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। মিলার মরলেও ওটা যেন পুলিসেব হাতে না পড়ে।"

"বুঝেছি, বাক্সটাও চান আপনি?"

"হয় সেটা হাতাও, নয়তো উড়িয়ে দাও।"

ম্যাকেনসেন একমুহূর্ত ভাবে। "দুটো কাজ একসঙ্গে সারতে হলে গাড়িতে বোমা বসানোই উচিত আমার। সাসপেনশনের সঙ্গে লাগিয়ে বাখবো, তাহলেই জাতীয় সড়ক ধরে যখন প্রচণ্ডবেগে ছুটে যাবে, রাস্তায় সামান্য গোত্তা খেলেই বোমাটা ফাটবে।"

"বাঃ," ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করে, "বাক্সটা গুঁড়িয়ে যাবে তো?"

"যে ধরনের বোমার কথা আমি ভাবছি তাতে বাক্স তো কোন্ ছার মিলার, তার গাড়ি, তার বাক্স সব আগুন লেগে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাই হয়ে যাবে। অথচ অত স্পীডে চলেছিলো, মনে হবে যেন দুর্ঘটনা। সাক্ষীরা বলবে, পেট্রল ট্যাঙ্ক ফেটে গিয়েছিলো—চ্চু!...কি অদ্দেষ্ট!"

"করতে পারবে তুমি?" ওয়েরউলফ শুধায়।

ম্যাকেনসেন হাসে। ওর গাড়ির বুটে যা আছে তা হলো গিয়ে হত্যাকারীর স্বপ্ন। অপূর্ব যন্ত্র বানিয়ে নিতে পারে সে। এক পাউণ্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর দুটো বৈদ্যুতিক স্ফোটক রয়েছে তার কাছে।

"নিশ্চয়ই," হা-হা শব্দে সরবে বলে ওঠে সে, "কোন সমস্যা নেই। তবে গাড়িতে লাগানোর জন্যে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে ডাকঘরের জানলায় গলা বার করে দেখে নিয়ে ফোনের মধ্যে গর্জে ওঠে, "পরে আবার ডাকছি।"

পাঁচ মিনিট পরে আবার সংযোগ করলো। "দুঃখিত, তখন মিলাব যাচ্ছিলো কিনা, হাতে অ্যাটাচিকেস নিয়ে। গাড়িতে উঠে সোজা চলে গেলো। হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম বুক করা আছে তার। মালপত্র রেখে গেছে, কাজেই ফিরে আসবে। ঘাবড়ানোর নেই কিছু। আজ রাত্রে বোমা বসিয়ে দেবো।"

বেলা একটার একটু আগে মিলারের ঘুম ভাঙলো। বেশ ঝরঝরে লাগছে। ঘুমের মধ্যেই কথাটা মনে পড়েছিলো। গাড়ি নিয়ে সোজা উইনজারের বাড়ি চললো। পরিচারিকার মুখে হাসি ধরে না ওকে দেখে।

গদ্গদস্বরে বলে, "হ্যালো, আবার এসেছেন?"

"এই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিলাম," মিলার বলে, "তা ভাবলাম .আচ্ছা, কতদিন তুমি এখানে কাজ করছো?"

"উঃ...প্রায় মাস দশেক.. কেন?"

"মানে, হের উইনজার তো বিয়ে করবার পাত্র নন, তুমিও এত অল্পবয়সী, আগে এ বাড়ির কে দেখাশোনা করতো?"

"ওঃ, বুঝেছি কি জানতে চান। ওঁর আগের পরিচারিকা, ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল।"

"সে কোথায় আছে এখন?"

"হাসপাতালে স্যার। মরতে বসেছে, বাঁচবে না বোধহয়। বুকের ক্যান্সার ভয়ঙ্কর রোগ জানেন। সেইজন্যেই তো আরো অদ্ভুত লাগলো...হের উইনজার অমন করে ছুটে চলে গেলেন। প্রত্যেকদিন ওকে তিনি দেখতে যান। ভীষণ টান তাব ওপর, হেব উনিজারের। কিছু ওরা করেটরেনি জানলেন, তবে এতদিন থেকে একসঙ্গে ছিলেন, সেই ১৯৫০ থেকে, ওর সম্বন্ধে দারুণ ভালো ধারণা তাঁর। সব সময় আমাকে খালি বলেন, ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল এই কাজটা এইভাবে করতো, ওইভাবে করতো ইত্যাদি ইত্যাদি..."

"কোন্ হাসপাতালে আছে?" মিলার শুধালো।

"আরেঃ, নামটা ভুলে যাচ্ছি যে। দাঁড়ান, এক মিনিট, টেলিফোনের খাতায় লেখা আছে, দেখে আসছি।"

দু মিনিটের মধ্যে চলে এলো। শহরতলীর বেশ উঁচুদরের প্রাইভেট স্বাস্থ্যনিবাসের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

ম্যাপ দেখে দেখে মিলার তিনটের একটু পরে ক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলো।

গোটা বিকেল ম্যাকেনসেন তার বোমার মালমসলা কিনলো। তার শিক্ষক একদা তাকে শিখিয়েছিলো যে অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে সফলতালাভ করতে হলে মালমসলাগুলোকে খুব সহজ ধরনের রাখতে হয়, এমন ধরনের সব জিনিস যা সাধারণ দোকানে পাওয়া যায়।

হার্ডওয়ারের দোকান থেকে কিনলো একটা সল্ডারিং আয়রন আর একটি এককাঠি সল্ডার; কালো ইনস্যুলেটিং টেপের একটা রোল; এক গজ পাতলা তার ও একটা কাটার; একটা ফুট হ্যাক্‌শ ব্লেড ও ইনস্ট্যান্ট গ্লুর একটা টিউব। ইলেকট্রিকের দোকান থেকে নিলো ন ভোল্টের একটা ট্রান্সিস্টর ব্যাটারি; এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা ছোট বাল্ব; তিন গজ লম্বা দুটো সূক্ষ্ম এক-পরতের পাঁচ অ্যাম্পের তার প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া, যেটার একটার রঙ নীল আরেকটার লাল, যাতে পজিটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনাল দুটো আলাদা করে বোঝা যায়। মনিহারী দোকান থেকে পাঁচটা বড় সাইজের স্কুলের ছেলেদের রবার কিনলো, প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া, সিকি ইঞ্চি মোটা। কেমিস্টের দোকান থেকে দু প্যাকেট কনডম কিনলো, প্রতি প্যাকেটে তিনটে করে রবারের আচ্ছাদন বড় দোকান থেকে এক টিন সুন্দর চা কিনলো। ২৫০ গ্রামের টিনে মুখ-আঁটা শক্ত ঢাকনি। বারুদগুলো পাছে ভিজে ন্যাতনেতে হয়ে যায় সেই সম্ভাবনা রোধ করার জন্যেই মুখ-আঁটা চায়ের টিনটা কিনলো, চা শুধু উপলক্ষ্য।

কেনাকাটা হয়ে গেলে হোহেনজোলার্ন হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলো। তার ঘর থেকে স্কোয়্যারটা স্পষ্ট দেখা যায়। কাজ করতে করতেও চোখ রাখতে পারবে মিলার ফিরলো কিনা গাড়ি নিয়ে।

হোটেলে ঢোকবার আগে ম্যাকেনসেন তার গাড়ির বুট খুলে আধ পাউণ্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর একটা বৈদ্যুতিক ডিটোনেটর নিয়ে এলো।

জানলার সামনে বসে স্কোয়্যারের দিকে চোখ রেখে ম্যাকেনসেন কাজে লেগে গেলো। অবসাদ দূর করবার জন্যে এক পট কড়া কালো কফি রেখে দিলো।

অতিসহজ একটা বোমা তৈরি করলো। পায়খানার ফুটো দিয়ে সমস্ত চা ঢেলে ফেলে টিনটাকে রাখলো। তার কাটবার কাঁচির হাতল দিয়ে ঠুকে ঢাকনিতে একটা ফুটো করলো। ন ফুট লম্বা লাল তারটার দশ ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁটে ফেলে ছোট তারটার একটা প্রান্ত ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনালের সঙ্গে সল্ডার করে দিলো। নীল রঙের লম্বা তারটার প্রান্ত নেগেটিভ টার্মিনালের সঙ্গে জুড়ে দিলো। দুটো যাতে স্পর্শ না করে সেজন্যে ব্যাটারির দুটো দিক দিয়ে তার দুটোকে নিয়ে এসে ব্যাটারি এবং তার দুটোর মাঝে ইনস্যুলেটিং টেপ লাগিয়ে দিলো।

খাটো লাল তারটার অপর প্রান্ত ডিটোনেটরের কনট্যাক্ট-পয়েন্টে জড়িয়ে দিলো। সেই একই কনট্যাক্ট-পয়েন্টে আট ফুট লম্বা লাল তারের একটা প্রান্ত লাগিয়ে দিলো।

তারসুদ্ধ ব্যাটারিটা রাখলো চৌকো টিনের তলার দিকে। ডিটোনেটরটাকে প্লাস্টিক বিস্ফোরকে ভালো করে গুঁজে নরম বিস্ফোরক পদার্থটাকে ব্যাটারির ওপর চেপে চেপে রাখলো। টিনটা এখন প্রায় ভরেই গেলো।

সার্কিট প্রায় তৈরি। ব্যাটারি থেকে একটা তার গেছে ডিটোনেটরে। অন্য তারটা ডিটোনেটর থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি, খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলে আছে। ব্যাটারি থেকে আরেকটা তারও কোথাও যায়নি, সেটারও খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলছে কিন্তু যখন এই খোলা প্রান্ত দুটো স্পর্শ করবে—আট ফুট লম্বা লাল তারের এবং নীল তারটার—তখন সার্কিট পূর্ণ হয়ে যাবে। ব্যাটারি

থেকে বিদ্যুৎশক্তি এসে ডিটোনেটরে চার্জ করবে, ফট্ করে সেটা ফাটাবে। কিন্তু সেই শব্দ ডুবে যাবে প্লাস্টিক বিস্ফোরকের ভীমগর্জনে, হোটেলের দু-তিনটে ঘর চূর্ণ করে দিতে পারে এমন তার ক্ষমতা।

বাকি রইলো ট্রিগারের কৌশল। সেটা বানানোর জন্যে রুমালে হাত জড়িয়ে নিয়ে হ্যাক্‌শয়ের ব্লেড বাঁকিয়ে চাপ দিলো। মাঝখান থেকে ভেঙে গেলো সেটা, প্রত্যেকটি টুকরো প্রায় ছ ইঞ্চি হয়ে কেটে গেলো, এবং দুটোরই প্রান্তে ছোট্ট ছিদ্র যেগুলো ব্লেডটাকে ফ্রেমের সঙ্গে সেঁটে রাখতো।

রবাব পাঁচটাকে একের ওপর এক রেখে মোটা রবাবের ব্লক বানালো একটা। ব্লেডের অংশ দুটোকে আলাদা করে রাখবার জন্য সে দুটোকে সমান্তরাল করে পেতে কোণার দিকে রবারের ব্লকটাকে বেঁধে দিলো। ব্লেডের প্রায় ইঞ্চি চারেকের ভেতরে শুধু এখন হাওয়ার ব্যবধান। হাওয়ার চেয়েও গুরুভার কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্যে দুটোর মাঝখানে বাল্বটাকে লাগিয়ে দিলো যথেষ্ট পরিমাণ ইনস্ট্যান্ট-গ্লুয়ের সাহায্যে। কাঁচ তো বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না।

প্রায় তৈরি এখন সে। তার দুটোর খোলা প্রান্ত—একটা লাল আরেকটা নীল—টিনের ঢাকনির ভেতর দিয়ে গলিয়ে বের করে শক্ত করে ঢাকনি সেঁটে দিলো। একটা তার ওপরের হ্যাক্‌শ ব্লেডের প্রান্তে সল্ডার করে দিলো, আরেকটা নীচের ব্লেডটার সঙ্গে। বোমা এখন জীবন্ত।

ট্রিগারটার ওপরে হঠাৎ যদি চাপ লাগে কাঁচের বাল্ব ফেটে যাবে আর ইস্পাতের ফলা দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারি থেকে উদ্‌জাত বিদ্যুৎপথ সম্পূর্ণ পড়বে। আরো একটু সাবধানতা নিলো সে। অন্য কোন ধাতুস্পর্শেও বিদ্যুৎপথ জীবন্ত হয়ে পড়তে পারে। তাই ট্রিগারটার ওপরে ছটা কনডম একের ওপর এক সেঁটে দিলো। বাইরেব ধাতুস্পর্শ থেকে প্রতিবন্ধক রইলো ছ পরতের পাতলা কিন্তু অপরিবাহী রবারের। দুর্ঘটনা অন্তত রুখবে এতে।

বোমা বানানো হয়ে গেলো। গোটা জিনিসটাকে ওয়ার্ডরোবের নীচে রেখে দিলো; বাঁধবার জন্যে কিছু তার, ক্লিপার, চটচটে কিছু টেপও রাখলো, এগুলো লাগবে মিলারের গাড়িতে যন্ত্রটাকে লাগাতে। আরো কালো কফির অর্ডার দিলো যাতে জেগে থাকতে পারে। তারপর জানলার সামনে চেয়ার টেনে সটান বসে রইলো মিলারেব আগমন প্রতীক্ষায়।

মিলার কোথায় গেছে তাব জানা নেই, দরকাবও নেই জানার। ওয়েরউলফ তো বলেইছে জালিয়াতের কোন খোঁজই পাবে না মিলাব, অতএব সে নিশ্চিন্ত। ম্যাকেনসেন শুধু কর্মী, ভালো করে নিজেব কাজটুকু করাই তার কর্তব্য, তারপর দায় যাদের তাদের ওপর ছেড়ে দাও। ধৈর্য ধরতে জানে সে। জানে মিলার শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবেই।

পনেরো

ডাক্তার বিরক্তমুখে তাকালেন ওর দিকে। মিলাবেব পরনে শার্ট, টাই কিছু নেই। সাদা গোল-গলা নাইলনেব সোয়েটারের ওপব কালো পুলওভার পরে তাব ওপর একটা কালো ব্লেজার চাপিয়ে চলে এসেছে। ডাক্তারেব দৃষ্টি দেখে মনে হলো তিনি ভাবছেন যে রুগী দেখতে এসেছে হাসপাতালের তা এমন মস্তানি পোশাক কেন, ভদ্দরলোকেব মতো শার্ট-টাই পবতে কি হয়েছিলো!

অবাক বিস্ময়ে শুধোলেন, "তাঁর বোনপো আপনি?..অদ্ভুত তো! কোনদিনও শুনিনি যে ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেলের বোনপো রয়েছে।"

"যদ্দুর জানি আমিই তাঁর একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছি," মিলার বলে, "মাসীর যে

এরকম অবস্থা আগে জানলে নিশ্চয়ই আরো তাড়াতাড়ি আসতাম। কিন্তু হের উইনজার মোটে আজ সকালেই আমাকে টেলিফোন করে জানালেন, মাসীকে দেখে যেতে বললেন।"

"হের উইনজার সাধারণত এইরকম সময়ে নিজেই আসেন এখানে," ডাক্তার জানিয়ে দেন।

"শুনলাম বাইরে কোথাও নাকি তাঁর ডাক পড়েছে," নির্ভেজাল মিথ্যেগুলো বলে যায় মিলার, "অন্তত সকালে তাই বললেন। কদিন এখানে থাকবেন না তিনি, তাই আমাকে তাঁর বদলে রুগীর সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছেন।"

"চলে গেছেন? অ্যাঁ! কি আশ্চর্য।" এক মিনিট ইতস্তত করেন ডাক্তার, তারপর যেন মনস্থির করে ফেলেছেন সেইরকম সুরে বলেন, "দাঁড়ান একটু।"

হাসপাতালে ঢুকেই বড় হলঘরটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিলো এতক্ষণ। মিলার দেখলো যে ডাক্তার একপাশে একটা ছোট্ট অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। খোলা দরজা দিয়ে ফোনের বার্তালাপের টুকরো টুকরো ভেসে এলো ওর কানে।

"সত্যি চলে গেছেন?.. আজ সকালে?.. কয়েক দিনের জন্যে .না না—ধন্যবাদ ফ্রাউলিন ..শুধু জানতে চাইছিলাম আজ বিকেলে তিনি আসছেন কিনা।"

ফোন রেখে দিয়ে তিনি হলঘরে ফিরে এলেন।

"আশ্চর্য!" অস্ফুটস্বরে বললেন, "সেই যবে থেকে ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল এখানে এসেছেন, নিত্যদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে হের উইনজার এখানে আসেন, কোন ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিন। রোগিণীর ওপর ভীষণ মমতা তাঁর। অথচ এখন, যাকগে, আশা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, নইলে আর হয়তো দেখতেও পাবেন না। অবস্থা এখন খারাপের দিকে বুঝলেন।"

মিলারের মুখটা বিষাদঘন হয়ে উঠলো। "হ্যাঁ, ফোনে তো তাই বললেন তিনি।.. আহা! বেচারী মাসী!"

"ওঁর আত্মীয় হিসাবে অবশ্য আপনি কিছু সময় কাটাতে পারেন ওঁর সঙ্গে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়। আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে ওঁর কথাবার্তা প্রায় প্রলাপের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, কাজেই যতটা কম সময়, পাবেন থাকবেন।..আসুন এদিকে।"

কয়েকটা অলিন্দ পেরিয়ে ডাক্তার ওকে নিয়ে গিয়ে একটা শয়নকক্ষের দ্বারে সামনে দাঁড়ালেন। "ওই ভেতরে আছে, যান আপনি।"

মিলার ভেতরে ঢুকতেই ডাক্তার বাইরে থেকে আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো, কানে এলো ডাক্তারের পদশব্দ আবার অলিন্দপথে প্রতিধ্বনি তুলে চলে গেলো।

ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার। পর্দার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শীতের অপরাহ্ণের যা একটু পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে। নিষ্প্রভতায় চোখ সয়ে গেলে পর মিলার দেখতে পেলো যে খাটের ওপর একটি কঙ্কালসার নারীমূর্তি। কয়েকটা বালিশ দিয়ে তার মাথাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে। কিন্তু নিশাবাস এবং মুখ দুটোই এমন ফ্যাকাশে রঙের যে একটার থেকে আরেকটাকে পৃথক করে চিনে নেওয়া মুশকিল। বিছানায় যেন মিশে গেছে একেবারে। চোখ দুটোও বন্ধ। মিলারের মন থেকে সব আশাভরসা মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো। এর কাছ থেকে পলাতক জালিয়াতের কোন খবর পাওয়ার চিন্তা করাও বাতুলতা। ফিসফিস করে ডাকলো, "ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল!"

রোগিণীর চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে খুলে গেলো। তাকিয়ে রইলো মিলারের দিকে

কিন্তু দৃষ্টি কোনরকম ভাবব্যঞ্জনা নেই। সন্দেহ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কিনা তাকে। চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। বিড়বিড় করে অস্ফুটস্বরে কি সব বলতে থাকে, প্রায় অর্থহীন প্রলাপ। রক্তহীন ঠোঁটদুটোর কাছে নিয়ে কান পাতলো মিলার, যাতে অসংলগ্ন শব্দগুচ্ছকে চেতনা দিয়ে ধরতে পারে।

কিন্তু কিছু কিছু বোঝা গেলেও মিলারের কাছে তার কোনই মূল্য নেই। রোজেনহাইম সম্বন্ধে কিছু কথা. .জানে যে সেটা ব্যাভেরিয়ার একটা ছোট্ট গ্রাম, হয়তো সেখানেই জন্মেছে। আবার কয়েকটি কথা.. "পরণে শুভ্র পোশাক, কি সুন্দর, কি অপূর্ব সুন্দর!"...তারপর আবার কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা।

মিলার আরো সামনে ঝুঁকে আসে। "ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?"

মৃতপ্রায় নারী বিড়বিড় করে কথা বলেই চলেছে। মিলার শুনতে পেলো..."সবায়ের হাতে প্রার্থনার পুঁথি, সব ধবধবে সাদা, কি সরল নিষ্পাপ তখন!"

চিন্তায় ভুরু কুঁচকে উঠলো মিলারের। ভাবতে ভাবতে যেন দিশা ফিরে পেলো। প্রলাপের মধ্যে রমণীটি তার প্রথম কম্যুনিয়নের কথা বলে যাচ্ছে। মিলারও যে তার মতো রোমান ক্যাথলিক।

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেল?" আবার শুধালো মিলাব। ভরসা নেই কিছু। রোগিণীর চোখ দুটো আবার খুলে গেলো। দৃষ্টি এসে থমকে দাঁড়ালো তার গলার সাদা গোল ব্যাণ্ডের ওপর, বুকের কালো পোশাকে এবং কালো জ্যাকেটে। অবাক হয়ে দেখলো যে চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। সমতল বক্ষদেশ হঠাৎ দমকে দমকে ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকে। ভয়ানক চিন্তা হলো মিলারের। ডাক্তারকে ডেকে আনাই বোধ হয় উচিত। তারপব দেখলো বন্ধ দুটো চোখের কোল থেকে দু বিন্দু অশ্রু তার শুকনো গালে গড়িয়ে পড়লো। কাঁদছে মুমূর্ষু নাবী।

চাদরের ওপর দিয়ে আস্তে এগিয়ে এসে ওর একটা হাত মিলারের কব্জি মুঠি করে জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত শক্তি সেই মুষ্টিতে। মিলাব ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু তার আগেই কানে এলো অস্ফুট কাতরোক্তি, "আশীর্বাদ করুন ফাদাব, আমি পাপ করেছি।"

কয়েকটা সেকেণ্ড মিলার ঠিক বুঝতে পারে না, ইতিউতি তাকায়। কিন্তু নিজেব পরিচ্ছদেব দিকে নজব পড়তেই বুঝতে পারে এই সামান্য আলোয় স্ত্রীলোকটি তাকে যাজক বলে ভুল করেছে। মিনিট দুয়েক মিলার তার বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, সব ফেলে দিয়ে আবার হাম্বুর্গেই ফিরে যাবে না কি পাপের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে জালিয়াতের মাধ্যমে এডুয়ার্ড রশম্যানেব খবর পাওয়া যায় কিনা।...আরেকবার ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে ঃ "বাছা, স্বীকারোক্তি করো, শোনবার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

কথা বলতে শুরু করলো রমণী। একঘেয়ে ক্লান্ত সুরে জীবনের কাহিনী বলে গেলো। জন্মেছিলো ১৯১০ সালে; ব্যাভেরিবার বনেপ্রান্তরে বেড়ে উঠেছিলো। মনে পড়ে প্রথম যুদ্ধে বাবা চলে গিয়েছিলেন। তিন বছব পরে ১৯১৮তে আর্মিস্টিস হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু মনে তখন তাঁর চরম ক্ষোভ আর দুঃখ বার্লিনের নেতাদের বিরুদ্ধে, যারা দেশটার উন্নতমস্তক ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

বিশ দশকের গোড়ার দিকে দেশে যে রাজনৈতিক আলোড়ন হয়েছিলো সে কথাও মনে আছে এই নারীর। কাছাকাছি ম্যুনিখ শহবে 'পুট্‌শ' করবার চেষ্টা হয়েছিলো, সরকার উলটে দেবার চেষ্টা

করেছিলো এমন একজন লোক যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষোভ করে বেড়াতো, নাম অ্যাডলফ হিটলার। বাবাও সেই লোকটার পার্টিতে যোগ দেন। তেইশ বছর যখন বয়স হলো, দেখলো বিক্ষোভকারীটি দেশে গভর্নমেন্ট বানিয়ে বসেছে। জার্মান কুমারী সঙ্ঘের সদস্যা হয়ে গ্রীষ্মকালে কত জায়গায় আনন্দভ্রমণ করে কাটিয়েছে,...ব্যাভেরিয়ার গউলেইটারের কাছে সেক্রেটারির কাজ করেছে,...কত সুন্দর সুন্দর স্বর্ণকেশ যুবকের সঙ্গে নেচেছে, তাদের কালো কালো ইউনিফর্মগুলো উচ্ছল হিল্লোল তুলেছে প্রাণে।

তবে রূপ ছিলো না একদম; লম্বা ঢ্যাঙা হাড্ডিসার চেহারা, মুখটা ঘোড়ার মতো। ওপর ঠোঁটে লোম। টিকটিকে চুলগুলোকে পেছনের দিকে টেনে থুপনি দিয়ে বাঁধা। নিজের যে কি ছিরি তা ভালোমতই জানতো, তাই বিশ বছরে পা দিয়েই বুঝে ফেলেছিলো যে তার আর কোনদিন বিয়ে হবে না। চোখের সামনে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলো, সে শুধু নেমন্তন্নই খেলো। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ আর ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠলো, জগতের ওপর তার রাগ। ১৯৩৯সালে র‍্যাভেন্সব্রুখ নামে একটা শিবিরে ওয়াড্রেস হয়ে এলো।

সেখানে কত লোককে যে ও মুগুর মেরেছে, পিটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ব্র্যাণ্ডেনবুর্গের ক্যাম্পে অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলতে বলতে দু গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যায়। জোর করে চেপে ধরে থাকে মিলারের কব্জি যাতে বিরক্তিতে পালিয়ে না যায় সে।

আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "তারপর. .যুদ্ধের পর?"

কয়েক বছর ধরে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হলো, এদিক-এদিক পালিয়ে পালিয়ে। এস.এস.-রা ত্যাগ করে চলে গেছে, মিত্রশক্তিরাও খুঁজে খুঁজে ফিরছে। রান্নাঘরে ঝিয়ের কাজ করলো, বাসন ধুলো, বাতে গিয়ে স্যালভেশন আর্মির হস্টেলে শুলো। তারপর একদিন ১৯৫০ সালে উইনজারের সঙ্গে দেখা হলো। অসনাব্রুখে হোটেলে উঠেছিলো সে তখন, কেনবার মতো বাড়ি খুঁজছিলো। সেই হোটেলে তখন ও ছিলো পরিচারিকা। উইনজার বাড়ি কিনলো, হ্রস্বকায় ক্লীব মানুষটা। ওকে আহ্বান জানালো বাড়ির কাজকর্ম দেখতে।

কাহিনী থামতেই মিলার জিজ্ঞেস করলো, "ব্যস এই?"

"হ্যাঁ, ফাদার।"

"তুনি জানো তো বাছা, সম্পূর্ণ পাপ স্বীকার না কবলে আমি তোমাকে মুক্তিদান করতে পারবো না।"

"সবই বলেছি ফাদার।"

গভীর কবে শ্বাস টানলো মিলার। "কিন্তু জাল পাসপোর্টগুলো? যেগুলো পলায়মান এস.এস.-দেব জন্যে সে বানিয়ে দিতো?"

ক্ষণিকের জন্যে বৃদ্ধা নির্বাক নিশ্চুপ। মিলারের ভয় হলো হয়তো আবার অচেতন হয়ে গেছে।

"আপনি তা জানেন, ফাদাব?"

"হ্যাঁ জানি।"

"আমি তো সেগুলো বানাইনি।"

"কিন্তু তুমি তো জানতে, ক্লউস উইনজার কি কর্ম করতো?"

"হ্যাঁ।" অর্ধোচ্চারিত শব্দ বেরলো শুধু।

"সে চলে গেছে এখন, চলে গেছে," মিলার বললো।

"না, যায়নি, ক্লউস যেতে পারে না, আমাকে ছেড়ে নয়, আবার ফিরে আসবে।"

"জানো কোথায় গেছে?"

"না, ফাদার।"

"তুমি কি নিশ্চিত? ভেবে দেখো বাছা। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোথায় যেতে পারে?"

শীর্ণ মাথাটা বালিশের ওপরেই দুলে দুলে উঠলো। "জানি না ফাদার। ওরা ভয় দেখালে ফাইলটা ব্যবহার করবে। আমাকে বলেছিলো তাই করবে।"

মিলার চমকে উঠলো। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে থাকে সে, চোখ দুটো এখন মুদে গেছে।

"কোন্ ফাইল বাছা?"

আরো পাঁচ মিনিট ধরে কথাবার্তা চললো। তারপর দরজায় আস্তে করে টোকা পড়লো। মিলার তার কব্জি থেকে ধীরে ধীরে মেয়েছেলেটির হাত সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো যাবার জন্যে।

"ফাদার..."

সুরটা খুবই করুণ। ফিরে তাকালো মিলার। দুটি আর্ত চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তার দিকে।

"আমাকে আশীর্বাদ করুন, ফাদার।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো মিলার। ভয়ানক অপরাধ করতে যাচ্ছে, তবু মনে মনে আশা যে কোথাও কেউ কোনদিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবে। ডান হাত তুলে ক্রসের চিহ্ন আঁকলো।...'ইন নমিনে পাত্রিস,অৎ ফিলি, অৎ স্পিরিতাস স্যাঙ্কতি, এগো তে অ্যাবসল্ভো আ পেক্কাতিস তুইস।'

গভীর নিঃশ্বাস ফেললো বৃদ্ধা। তারপর চোখ বুঝে চেতনার ওপারে চলে গেলো।

বাইরে অলিন্দে ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন। মিলারকে দেখেই বললেন, "যথেষ্ট সময় নিলেন আপনি।"

মিলার শুধু মাথা নাড়লো।

দরজা দিয়ে রোগিণীকে এক পলক দেখে নিয়ে ডাক্তার অযথা মন্তব্য করলেন, "ঘুমুচ্ছে।" মিলারকে সঙ্গে করে আবার হলঘরে ফিরে এলেন। মিলার শুধালো, "কদ্দিন বাঁচবে বলে আপনি মনে করেন ডাক্তার?"

"বলা খুব মুশকিল। দুদিন নয় তো তিনদিন, তার বেশী নয়।...মনে করবেন না কিছু,...দুঃখিত।"

"হুঁ," গভীর শ্বাস ফেলে মিলার, "যাক...আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আপনার জন্যেই দেখা হলো।"

ডাক্তার সামনের দরজাটা খুলে ধরলে মিলার যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। "শুনুন, একটা কথা আছে। আমাদের পরিবারে আমরা সবাই ক্যাথলিক। মার্সী যাজকের কথা বলছিলেন। মানে, শেষকৃত্য, বুঝলেন তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি।"

"দেখবেন একটু ব্যাপারটা?"

"নিশ্চয়ই," ডাক্তার বললেন, "আপনাকে অত করে কিছু বলতে হবে না। ব্যাপারটা আমি জানতাম না। নিশ্চযই ব্যবস্থা করবো।...আচ্ছা, নমস্কার।"

দিনের আলো তখনো যাই-যাই করে দাঁড়িয়েই ছিলো। মিলার যখন থিওডোর হেউস প্লাৎজে পৌঁছে হোটেল থেকে কুড়ি গজ দূরে তার জাগুয়ারখানাকে দাঁড় করালো তখন কিন্তু গোধূলির

শেষ আলো আঁধারে মিশে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে তার ঘরে গেলো মিলার। আরো দু-তলা উঁচু থেকে ম্যাকেনসেন তার আগমন লক্ষ্য করলো। হাতব্যাগে বোমাটাকে ভরে নিয়ে হোটেলের সম্মুখ প্রকোষ্ঠে নেমে এলো। খুব ভোরে রওনা দেবে এই অজুহাতে রাতের ভাড়া মিটিয়ে নিজের গাড়িতে এসে উঠলো। গাড়িটাকে অনেক ধস্তাধস্তি করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করালো যেখান থেকে হোটেলের প্রবেশপথ এবং জাগুয়ার দুটোরই ওপরেই দৃষ্টি রাখা যাবে।

তারপর গাড়িতে বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকলো। এখনো বহু লোকের যাতায়াত, মিলারও যে কোন মুহূর্তে হোটেলের বাইরে আসতে পারে, অতএব জাগুয়ারে গিয়ে কাজ করার সময় এখনো আসেনি। যদি গাড়িতে বোমা বসানোর আগেই মিলার গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ে তাহলে ম্যাকেনসেন তাকে অসনাব্রুখ থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে খোলা সড়কের ওপরেই শেষ করে দেবে; ব্রিফকেসও তখন হাতিয়ে নেবে। কিন্তু মিলার যদি রাতে হোটেলে ঘুমোয় তাহলে ম্যাকেনসেন গভীর নিশীথে তার গাড়িতে বোমাটা পুঁতে দেবে, যখন রাস্তায় কেউ থাকবে না।

মিলার তার ঘরে বসে একটা নাম মনে করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো তখন। লোকটার মুখ স্পষ্ট মনে ভাসছে অথচ নামটা কিছুতেই মনে আসছে না।

ক্রিস্টমাসের সময়। হাম্বুর্গের জেলা-আদালতে প্রেসবক্সে বসে আছে; একটু পরে যে মামলাটা উঠবে তাতেই ওর আগ্রহ, অপেক্ষা করছে সেটার জন্যে। এখন কিন্তু যে মামলাটা চলছে তার শেষের দিকে সে এসে আদালতে ঢুকেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শুকনো চামচিকের মতোন একটা লোক। আসামীপক্ষের উকিল আদালতের দয়া ভিক্ষা করে বক্তৃতা দিচ্ছে; বলছে যে ক্রিস্টমাসের পরব চলছে এখন, মক্কেলের ওপর ছটি প্রাণীর জীবন নির্ভর করে—তার গিন্নী এবং পাঁচ ছেলেমেয়ের।

মিলারেব মনে পড়লো তার দৃষ্টি চকিতে গিয়ে পড়েছিলো একটি শীর্ণা কষ্টক্লিষ্টা নারীমূর্তি ওপর। স্ত্রীলোকটি চরম হতাশায় দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিলো। জজসাহেব তাঁর রায়ে জানালেন যে শাস্তি আরো কঠোর হতে পারতো কিন্তু আসামীপক্ষের কৌঁসুলির আবেদন মেনে নিয়ে তিনি আসামীকে শুধু আঠারো মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো যে লোকটির হাম্বুর্গে অন্যতম দক্ষ সিঁদেল চোর, সিন্দুক ভাঙতে তার জুড়ি মেলা ভার।

দিন পনেরো পরে রিপারবান থেকে সামান্য দূরে একটা বারে বসেছিলো মিলার। পাতালরাজ্যেব সংবাদদাতাদের সঙ্গে বসে ক্রিস্টমাস ড্রিঙ্কস্ হচ্ছিলো। পকেট তখন তার বেশ গরম, মস্ত একটা সচিত্র কাহিনীর জন্যে সদ্য পেয়েছে অনেক টাকা। বারের ওদিকটাতে একটা মেয়েছেলে ঘষে ঘষে মেঝে সাফ করছিলো। তাকে দেখেই চিনতে পারলো মিলার যে এই সেই মেয়েছেলে, সেই সিঁদেল চোরের বৌ যার জেল হয়ে গেলো দু হপ্তা আগে। দয়া উথলে উঠলো তার, পকেট থেকে একটা একশো মার্কের নোট বের করে মেয়েছেলেটাকে দিয়ে রওনা দিলো বার থেকে।

জানুয়ারিতে তার কাছে একটা চিঠি এলো হাম্বুর্গ জেল থেকে। কোনমতে ধরে ধরে লেখা। মেয়েছেলেটি নিশ্চয়ই বারম্যানের কাছ থেকে তার নাম জেনে নিয়ে স্বামীকে জানিয়েছিলো। চিঠিটা একটা পত্রিকার অফিসে এসেছিলো যেখানে কখনো কখনো মিলার লেখা দেয়। তারা ওকে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

চিঠিতে লেখা ছিলো ঃ

'হের মিলার মহাশয়, আমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে আপনি ক্রিস্টমাসের আগে কতখানি করেছিলেন আমার পরিবারের জন্যে। আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি, জানি না কেন করেছেন, তবে আপনাকে আমি প্রচুর ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনি সত্যিকারের ভদ্রলোক। টাকাটা খুব কাজে এসেছে; ডোরিস এবং ছেলেমেয়েরা ক্রিস্টমাস ও নববর্ষ কাটাতে পেরেছে বেশ ভালোমতো। যদি কোনদিন আমি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি, শুধু মুখের কথাটি খসাবেন। আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি...'

কিন্তু ইতির নীচে নামটা কি লেখা ছিলো? কোপেল কি? হ্যাঁ, তাই, ঠিক, কোপেলই বটে। ভিক্টর কোপেল। মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিলো মিলার, কোপেল যেন এখন আবার জেলখানায় না বসে থাকে। পকেট থেকে ছোট্ট খাতাটা বের করলো যেটাতে নানা ধবনের চর-অনুচর-সংবাদদাতাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর টোকা থাকে। হোটেলের টেলিফোনটা টেনে নামিয়ে হাঁটুর ওপর রেখে হাম্বুর্গের ভূতলরাজ্যের দোস্তদের টেলিফোন করতে থাকলো।

সাড়ে সাতটায় কোপেলের সন্ধান পেলো। শুক্রবার সন্ধ্যা, তাই একদঙ্গল বন্ধু নিয়ে বারে বসেছে সে। টেলিফোনের ভেতর দিয়েও জ্যুক-বক্সের গান ভেসে আসছিলো, সেই হাজারবার শোনা গান—'আমি তোমার হাত ধরতে চাইগো।'

অনেক খুঁটিয়ে পুরনো কথা বলে-টলে কোপেল ওকে চিনতে পারলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কয়েক পাত্তর হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

"খুব ভালো কাজ করেছিলেন, মহান কাজ, হের মিলার।"

"দ্যাখো, জেলখানা থেকে তুমি লিখেছি লে যে কোনদিন যদি কোন কাজ করতে বলি তোমাকে, তুমি করবে। মনে আছে সে কথা?"

কোপেলের কণ্ঠে ভয়ের সুর। "হ্যাঁ, মনে আছে—"

"আমার কিছু সাহায্যের দরকার। সামান্যই। করতে পারবে কিছু?"

হাম্বুর্গের লোকটার ভয় কাটেনি তখনো। "আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই, হের মিলার।"

"আরে নাঃ, ধার চাইছি না," মিলার বলে। "শোনো, একটা কাজ আছে, তোমার জন্যে, টাকা পাবে অবশ্য। সামান্যই কাজ।"

এতক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কোপেলের। "ওঃ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তা কোত্থেকে বলছেন আপনি?"

মিলার তাকে স্থানের নির্দেশ জানিয়ে দিলো। "হাম্বুর্গ স্টেশনে চলে যাও সোজা, অসনাব্রুখের যে ট্রেনটা প্রথমে পাবে সেটাতেই চড়ে বোসো। স্টেশনে তোমাব সঙ্গে দেখা করবো। হ্যাঁ, শোনো, তোমার যন্তরগুলো সঙ্গে এনো।"

"কিন্তু হের মিলার, এলাকার বাইরে তো আমি কাজ করি না। অসনাব্রুখের কিছুই আমি জানি না।"

হাম্বুর্গের ভাষা ধরলো মিলার। "একেবারে মাখন, কোপেল; ফাঁকা মাঠ। মালিক হাওয়া, এদিকে ভেতরে লুজবুজে মাল। আমি নিজে শুঁকে দেখেছি, কোন ড্যামঝি নেই, কোন মুশকিল না। হাম্বুর্গে ফিরে গিয়ে সকালের খাবার খেয়ো, থলেভরা দুম্‌নি নিয়ে। কেউ জিজ্ঞেসও করবে না কোত্থেকে হাট্‌কালে। লোকটা এক হপ্তা বাইরে থাকবে, ফিরে আসবার আগেই মাল সরিয়ে নিচ্ছো, মামাবা ভাববে শহরের মস্তানরা করেছে।"

"আমার রেলভাড়া কে দেবে?" কোপেল শুধায়।

"এখানে এসো, আমিই দেবো। হাম্বুর্গ থেকে নটায় একটা গাড়ি ছাড়ে। হাতে মোটে এক ঘণ্টা সময় আছে তোমার, জলদি করো।"

কোপল বড় করে শ্বাস টানলো। "আচ্ছা আসছি।"

ফোন রেখে দিলো মিলার। হোটেলের সুইচবোর্ড অপারেটরকে বললো রাত এগোরোটায় ডেকে দিতে। তারপর একঘুম দিয়ে নেওয়ার জন্যে শুয়ে পড়লো।

বাইরে ম্যাকেনসেন তখনো নির্জন পাহারা দিয়েই চলেছে। মনে মনে সে ঠিক করে রেখেছে যে মিলার যদি না বেরোয় তো মাঝরাতে জাগুয়ারের ওপর কাজ শুরু করে দেবে।

কিন্তু রাত সোয়া এগারোটায় মিলার হোটেল থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে ঢুকলো। ম্যাকেনসেন অবাক। মার্সিডিজ থেকে নেমে সেও গেলো স্টেশনে। প্রবেশমুখ থেকে দেখলো যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে মিলার ট্রেনের অপেক্ষায়।

একটা কুলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "এই প্ল্যাটফর্মে এখন কোন্ ট্রেন আসছে?"

"এগারোটা তেত্রিশের মুনস্টার," সে বললো।

ম্যাকেনসেন কিছু বুঝতে পারে না, নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার ট্রেন ধরছে কেন। মহা ফাঁপরে পড়লো সে। মার্সিডিজে ফিরে এসে চুপচাপ বসে রইলো।

এগারোটা পঁয়ত্রিশে তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মিলার স্টেশন থেকে একজন রোগা-পাতলা নোংরা মতো লোককে সঙ্গে করে ফিরে এলো, লোকটার হাতে আবার একটা কালো চামড়ার ঝোলা। দুজনে একমনে কথা বলতে বলতে রাস্তা হাঁটছে। ম্যাকেনসেন মনে মনে খিস্তি করে উঠলো। সঙ্গে লোক নিয়ে যদি জাগুয়ারে চেপে মিলার ভাগে তবেই হয়েছে। দুজনে মবলে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে। কিন্তু দেখলো যে ওরা দুজনে মিলে একটা ট্যাক্সি নিলো, তখন আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লো ম্যাকেনসেন। কুড়ি মিনিট সময় দেবে ওদের, তারপর কুড়ি গজ দূরে দাঁড় করানো জাগুয়ারটার ওপর কাজ শুরু করে দেবে।

রাত দুপুরে স্কোয়্যার প্রায় কালি। গাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ম্যাকেনসেন, হাতে পেনসিল টর্চ আর তিনটে ছোট ছোট হাতিয়ার। জাগুয়ারের কাছে এসে চারদিকে দেখে নিয়ে গাড়িটার তলায় ঢুকে পড়লো। জানতো যে কাদা আর প্যাচপেচে তুষারে পরনের স্যুটটার দফা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাতে পরোয়া নেই। পেনসিল টর্চের আলোয় জাগুয়ারের সামনে দিকটার নীচে বনেটের লকিং স্যুইচ খুঁজে পেলো। কুড়ি মিনিটে খুলে ফেললো সেটা। এক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠলো বনেটের ঢাকনি। পরে বন্ধ করার সময় ওপর দিক থেকে চাপ দিলেই হবে। বনেট খোলবার জন্যে তো আর গাড়ির দরজা ভাঙতে চায় না।

মার্সিডিজে ফিরে গিয়ে বোমাটা নিয়ে আবার এলো স্পোর্টস গাড়িটার কাছে। গাড়ির বনেট খুলে কেউ ঝুঁকে পড়ে কাজ করছে এ দেখে তো আর লোক জমে যায় না! অতি স্বাভাবিক দৃশ্য, নিজের গাড়ির টুকটাক মেরামত করছে হয়তো কেউ।

বাঁধবার তার আর প্লায়ার দিয়ে বিস্ফোরকের চার্জ চালকের আসন থেকে ফিটতিনেক দূরে বসিয়ে দিলো ইঞ্জিনের ভেতরদিকে। ট্রিগার মেক্যানিজম থেকে শক্তির আধারে পৌঁছে দুটো যে আট ফুট লম্বা তার ঝুলে রয়েছে সেগুলো ইঞ্জিনের কলকব্জাগুলোর ফাঁক দিয়ে মাটিতে গলিয়ে

দিলো। আবার গাড়ির তলায় ঢুকে টর্চের আলোয় সামনের সাসপেনশনটাকে ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। পাঁচমিনিটের মধ্যে কাঙ্খিত স্থান খুঁজে পেলো। ট্রিগারের পেছন অংশটাকে ব্রেসিং-বারের সঙ্গে শক্ত করে তার দিয়ে বেঁধে পাতলা রবার-ঢাকা চোয়াল দুটোকে সামনের মোটা সাসপেনশন স্প্রিঙের পাতের মধ্যে বসিয়ে দিলো। শক্ত করে লাগিয়ে দু-চার বার ভালো করে ঝাঁকিয়ে যখন দেখলো নড়ে না, তখন গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এলো। মনে মনে হিসেব করে দেখলো যে বেগে যখন গাড়ি চলবে, রাস্তার সাধারণ কোন উঁচু অংশ বা পটহোল লাগলেই সামনের চাকা দুটোর সাসপেনশনের পাত কাছিয়ে আসবে, ট্রিগারের খোলা চোয়াল দুটোর ওপর তখন চাপ পড়বে, আর তাহলেই পাতলা কাঁচের বাল্বটা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাহিত হ্যাক্‌শ ব্লেডটার দুটো অংশে ছোঁওয়া লেগে যাবে। আর তা লাগামাত্র মিলার ও তার হাতব্যাগ টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে।

তারপরে খোলা তারের ঝুল অংশগুলোকে গোল করে পাকিয়ে ইঞ্জিনের নীচে টেপ দিয়ে আটকিয়ে দিলো, যাতে সেগুলো রাস্তার ওপর লটরপটর করে না ঝোলে। কাজটা হয়ে গেলে চাপ দিয়ে বনেট বন্ধ করে ম্যাকেনসেন নিজের মার্সিডিজে গিয়ে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসলো। এখন আর ঢুলতে কোন আপত্তি নেই, রাতে বেশ ভালোই কাজ হয়েছে।

মিলার ট্যাক্সিওলাকে বলেছিলো সার প্লাৎসে যেতে। সেখানে পৌঁছে ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলো। সারাক্ষণ রোপেল মুখ বুঁজে বসেছিলো। ট্যাক্সি এখন শহরের দিকে ফিরে চলে গেলে মিলারকে জিজ্ঞেস করলো, "জানেন নিশ্চয়ই, হের মিলার, কি আপনি করতে যাচ্ছেন? মানে, এমন ধান্দায় তো আপনার থাকার কথা নয়। আপনি কাগজে-টাগজে লেখেন—"

"ঘাবড়াও মৎ কোপেল। আমি খুঁজছি শুধু কিছু কাগজপত্তর ওই বাড়ির সিন্দুকে যা রাখা আছে। সেগুলো আমি নেবো, তাছাড়া যদি আর কিছু থাকে তো সব তোমার। বুঝেছো?"

"ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন।...চলুন, কোথায় যেতে হবে।"

"হ্যাঁ আরেকটা কথা, বাড়িতে একজন পরিচারিকা থাকে কিন্তু।"

"সে কি?" কোপেল প্রতিবাদ করে ওঠে, "আপনি যে বলেছিলেন বাড়ি খালি! ও যদি আসে আমি কিন্তু ভাগবো। মারদাঙ্গার মধ্যে আমি নেই।"

"না,না, দুটো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো, তারপর যাবো। ততক্ষণে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়বে।"

উইনজারের বাড়ি পর্যন্ত মাইলটাক পথ ওরা হেঁটেই মেরে দিলো। বাড়ির সম্মুখে পৌঁছে রাস্তার এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে চট্ করে গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো। কাঁকরে যাতে জুতোর শব্দ না ওঠে সেজন্যে ওরা গাড়িপথের কিনারা ঘেঁষে ঘাসের ওপর দিয়ে চললো। লন পেরিয়ে রডোডেনড্রন ঝোপে গিয়ে লুকলো। সামনের জানলা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোধহয় পড়ার ঘর।

নিশাচর জন্তুর মতো ঝোপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেলো কোপেল, বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখে আসতে। মিলারকে বললো যন্ত্রপাতির থলেটা যেন পাহারা দেয়। ফিরে এসে জানালো, "ঝিয়ের ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। ওই দিকটায় আলসের নীচে দেখে এলাম।"

চিরহরিৎ গাছের ঘন পাতার আড়ালে ওরা বসে রইলো এক ঘণ্টা। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। সিগারেট ধরানোরও কোন উপায় নেই। রাত একটার সময় কোপেল আবার গেলো

সরেজমিনে তদন্ত করতে। এসে বললো আলো নিবে গেছে। আরো ঘণ্টা দেড়েক ওরা বসে রইলো। তারপর মিলারের কব্জিতে একটা নিঃশব্দ টিপুনি দিয়ে থলে হাতে করে কোপেল এগিয়ে গেলো। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে লন পেরিয়ে চলে গেলো পড়ার ঘরের জানলার দিকে। বড় রাস্তায় দূরে কোথাও একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো, আরো দূরে একটা পথচলতি গাড়ির চাকার শব্দ ভেসে এলো।

ওদের কপাল ভালো। পড়ার ঘরের জানলার নীচটা অন্ধকার। বাড়ির এদিকটায় চাঁদ এখনো আসেনি। কোপেল তার পেনসিল টর্চের রশ্মি দিয়ে জানলার গোটা ফ্রেমটা দেখে নিয়ে বুঝতে পারলো যে জানলাটা শক্ত কিন্তু কোন অ্যালার্ম লাগানো নেই। থলে থেকে কিছু আঠালো ফিতে, লাঠির ডগার ওপরে একটা বায়ুশোষক প্যাড, হীরে-বসানো কাঁচ কাটবার একটা কলম আর একটা রবারের হাতুড়ি বের করলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রহাতে জানলার ছিটকিনিটার ঠিক নীচে কাঁচের ওপর দিয়ে একটা সুগোল বৃত্ত কেটে দেয়। বায়ুশোষকটাকে চেপে ধরে রবারের হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিতেই গোল অংশটা খুলে এসে শোষকের সঙ্গে সেঁটে রইলো। জানলা দিয়ে নজর বুলিয়ে দেখে যে ফুট পাঁচেক দূরে ঘরের মেঝেতে মোটা কার্পেট বিছানো। কাঁচের গোল অংশটা সেখানে তাক করে ছুঁড়ে ফেলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জানলা খুলে নিলো। তারপর ঝটিতি জানলা দিয়ে গলে ঘরে চলে এলো। এমন আয়াসে যেন একটা মাছি। মিলারও অতি সন্তর্পণে ওর পিছু পিছু এলো। বাহিরে জ্যোৎস্নার প্লাবনের তুলনায় ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবু কোপেল ঠিক দেখতে পাচ্ছে, যেন ভূতুড়ে চোখ আছে ওর। কামরার ভেতর দিয়ে সহজেই ও চলে এলো প্যাসেজের দরজাটার দিকে। সেটা বন্ধ করে তবে পেনসিল-টর্চ জ্বাললো।

আলোর রেখাটা ঘরময় ঘুরে বেড়ালো, যেন সন্ধানী চোখের দৃষ্টি। ডেস্ক, টেলিফোন, বইয়ের আলমারি, হাতলওলা একটা গভীর চেয়ার—সব একে একে পর্যবেক্ষণ করে আলোর বিন্দু এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটা সুদৃশ্য ফায়ারপ্লেসের ওপর যার চারদিকে লাল ইঁটের মস্ত ঘেরাটোপ।

মিলারের পাশে হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কোপেল এসে হাজির।

"এইটাই পড়ার ঘর হবে কর্তা। এক বাড়িতে তো আর দুটো ঘরে ইঁটের আগ্‌কুণ্ডি থাকবে না। তা ইঁটের সাজ খোলে কোন্ মন্ত্রে?"

"জানি না," বিড়বিড় করে বলে মিলার। কোপেলের দেখাদেখি ও-ও এখন বিড়বিড় করে কথা বলছে। তস্কর ধুরন্ধরটি তো বহু দুঃখে শিখেছে যে ফিসফিস করে কথা বলার চাইতে বিড়বিড় করা অনেক নিরাপদ।.. "তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"হায় বাপ্, সে তো বহু সময়ের ব্যাপার," কোপেল বললো।

মিলারকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো। সাবধান করে দিলো যে হাতের দস্তানা যেন কখনো না খোলে। থলেটা হাতে নিয়ে কোপেল চলে গেলো অগ্নিকুণ্ডের পাশে। মাথায় একটা ব্যাণ্ড পরে নিয়ে তার খাঁজে পেনসিল টর্চটা আটকে দিলো। আলোর রশ্মি এখন ক্ষুদ্র বিন্দুতে শুধু সামনের দিকে পড়ছে। ইঁটের সাজের ওপর দিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করে দেখলে, কোথাও কোন উঁচুনীচু জায়গা বা খাঁজটাজ আছে কিনা। না পেয়ে তখন একটা তীক্ষ্ণ ফলাওলা ছুরি দিয়ে দিয়ে সরু ফাটল খোঁজে। অবশেষেও পেলোও, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে তখন।

দুটো ইঁটের মধ্যে চুলের মতো সরু একটা ফাটলে গিয়ে চাকুর ফলাটা পিছলে গেলো। অস্ফুট ক্লিক শব্দ উঠলো। চার বর্গফুট পরিমাণ ইঁটের একটা ক্ষেত্র এক ইঞ্চি বেরিয়ে এলো। এমন সুন্দর

কাজ যে খোলা চোখে ধরারই উপায় নেই ওখানে কোন গোপন আলমারি লুকিয়ে আছে। কোপেল দরজাটাকে আস্তে করে খুললো। দেখা গেলো তার পেছনে আছে একটা ইস্পাতের ছোট দেওয়াল-সিন্দুক।

টর্চের আলো জ্বালিয়েই রাখলো। ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলো স্টেথেস্কোপ; ইয়ারপীস দুটোকে কানে লাগালো। চার চাকতির কম্বিনেশন ডায়াল এর দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থেকে কাজ শুরু করলো, কান রইলো একাগ্র হয়ে আকাঙ্ক্ষিত শব্দটার জন্যে।

দশ ফুট দূরে বসে বসে মিলার কাজটা দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘাবড়ে যাচ্ছিলো। কোপেল কিন্তু অবিচলিত, কাজে মগ্ন হয়ে পড়েছিলো, অন্য কোনদিকে মনই নেই। চল্লিশ মিনিট লাগলো কম্বিনেশন ঘোরাতে। সিন্দুকের পাল্লা খুলে মিলারের দিকে পিছন ফিরলো। কপাল থেকে টর্চের আলো গিয়ে ঝলসে উঠলো একজোড়া রূপোর বাতিদানি ও বেশ ভারি ওজনের একটা প্রাচীন নস্যাধারের ওপর।

কোন কথা না বলে মিলার উঠে কোপেলের কাছে গেলো। তার কপালের আলো দিয়ে সিন্দুকের ভেতরটা পরীক্ষা করে দেখলো। কয়েক তাড়া নোট ছিলো, সেগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে কোপেলের হাতে দিয়ে দিলো। তস্কররাজ সেগুলোর দিকে একঝলক দেখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো।

ওপর-তাকে ছিলো শুধুমাত্র একটা জিনিস—বেশ মোটা মতন খাকী রঙের খাম একটা। মিলার সেটা খুলে ভেতরের কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেলো। গোটা চল্লিশেক পৃষ্ঠা, প্রতিটায় একটা করে ফটো আটকানো আর টাইপ করে কয়েকটা লাইন লেখা। আঠারোর পৃষ্ঠায় এসে থমকে দাঁড়ালো সে। পড়েই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "হা ঈশ্বর!"

"চু-প!" কোপেল তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দেয়।

ফাইল বন্ধ করে টর্চটা কোপেলকে ফেরত দিয়ে মিলার বললো, "বন্ধ করে দাও।"

দরজা বন্ধ করে দিলো কোপেল। আবার ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কম্বিনেশনও বন্ধ করলো। ইঁটের দেওয়াল জায়গামতোন রেখে চেপে দিতেই অস্ফুট আওয়াজ করে সেটা খাপে খাপে বসে গেলো। নোটের তাড়াগুলো পকেটে পুরে ফেলেছে, ওগুলো উইনজারের শেষ চারটে নকল পাসপোর্টের ফসল। বাতিদান ও নস্যির ডিবেটাও চট করে থলেতে ভরে ফেললো কোপেল।

আলো নিভিয়ে ফেলে হাত ধরে মিলারকে নিয়ে এলো জানলার কাছে। দুজনে জানলা টপকে ঘাসের ওপর এসে পড়লো। চাঁদ এখন মেঘে ঢাকা পড়েছে। ঝোপের দিকে পা বাড়ালো তারা। মিলার তার গোল-গলা সোয়েটারের নীচে ততক্ষণে ফাইলটা লুকিয়ে ফেলেছে।

ঝোপের ধার দিয়ে দিয়ে গেটের কাছে এলো ওরা। তারপর টুপ করে গেট পেরিয়ে রাস্তায়। রাস্তায় পৌঁছেই মিলার দৌড়তে চেষ্টা করলো।

ওকে থামিয়ে দিলো কোপেল, "আঃ! আস্তে আস্তে হাঁটুন, যেন আমরা কোন পার্টি থেকে ফিরে আসছি।"

রেলস্টেশন প্রায় তিন মাইল রাস্তা। পাঁচটা বাজে প্রায় তখন। রাস্তায় দুটো একটা লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। স্টেশনে পৌঁছে দেখলো সাতটার আগে হাম্বুর্গ যাওয়ার ট্রেন নেই। কোপেল বললো বুফেতেই অপেক্ষা করবে, কফি আর ডবলপেগ কর্নলিকার খেয়ে শরীর ততক্ষণে গরম করবে।

"বেশ ভালোই মালকড়ি, হের মিলার," ও বললো, "আপনি যা খুঁজছিলেন পেয়েছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি।"

"আচ্ছা, তাহলে মায়ের নাম করে কেটে পড়া যাক। বাই বাই, হের মিলার।"

স্কোয়্যার পেরিয়ে হোটেলে চলে এলো মিলার। জানতেও পারলো না যে দাঁড়-করানো মার্সিডিজ থেকে একজোড়া আরক্ত চক্ষু ওকে লক্ষ্য করতে থাকলো।

মিলারের কিছু খোঁজখবর নেওয়ার ছিলো কিন্তু এখন বড্ড সকাল। তাই শুয়ে পড়বার মনস্থ করলো। তিন ঘণ্টা পরে সাড়ে নটার সময় জাগিয়ে দেবার জন্যে নির্দেশ দিয়ে রাখলো।

ঠিক সাড়ে নটায় ফোন বাজলো। কফি আর রোল্সের অর্ডার দিয়ে দিলো। কস্‌কসে গরমজলে স্নান সেরে বেরিয়ে আসতেই দেখলো খাবার হাজির। কফি খেতে খেতে কাগজগুলো দেখতে থাকে। প্রায় গোটাছয়েক মুখ চেনা-চেনা ঠেকলেও নামগুলো অশ্রুত। অবশ্য জানে যে নামগুলো সব অর্থহীন।

আঠারো নম্বর পৃষ্ঠা খুলে দেখলো। লোকটা একটু বয়স্ক, চুলও খানিকটা লম্বা, ঠোঁটের ওপরে গোঁফ জমানো। কিন্তু কানদুটো ঠিক সেই রকম, মুখের আদলও। তেমনি সরু সরু নাসারন্ধ্র আর ফ্যাকাশে চোখ। নামটা খুব একটা সাধারণ নাম। ঠিকানাটা খুঁটিয়ে দেখলো; পোস্ট্যাল নম্বর দেখে মনে হয় যে শহরের কেন্দ্রস্থল সেটা, খুব সম্ভব কোন ফ্ল্যাট বাড়ি।

দশটার সময় ঠিকানায় বর্ণিত শহরের টেলিফোন এনকোয়ারিতে ফোন করলো। কপাল ঠুকে জিজ্ঞেস করলো যে অমুক ঠিকানার ফ্ল্যাটবাড়ির ম্যানেজারের ফোন নম্বর কত। আন্দাজে ঢিল মারলো, কিন্তু লেগে গেলো ঠিকই। ফ্ল্যাটবাড়িই বটে এবং বেশ অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ি।

ম্যানেজারকে ফোন করলো। সবিনয় উচ্চ সম্বোধনে তাকে ডাকতেই গলে গেলে সে। জার্মানরা এমনিতেই উপাধির খুব ভক্ত, কাজেই তার সঠিক প্রয়োগে ফল লাভ হয়। বললো যে একজন ভাড়াটেকে বারবার টেলিফোন করে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না. ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে কারণ ভদ্রলোক নিজেই ওই সময়ে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। ম্যানেজার সাহেব কি একটু সাহায্য করতে পারেন? ওঁর টেলিফোন কি বিকল হয়ে আছে?

ওই প্রান্তের লোকটি খুবই সদাশয়। হের ডিরেক্টর হয়তো ফ্যাক্টরিতে রয়েছেন বা সপ্তাহান্ত কাটাতে গ্রামের বাসাতেও যেতে পারেন।

কোন্ ফ্যাক্টরি? কেন তাঁর নিজের...রেডিও ফ্যাক্টরি? ওঃ হো, কি বোকা আমি, দেখুন তো, টেলিফোন ছেড়ে দেয় মিলার। এনকোয়ারি থেকে ফ্যাক্টরির নম্বর পেয়ে গেলো। ফোন ধরলো কর্তাটির সেক্রেটারি। বললো, হের ডিরেক্টর সপ্তাহ শেষে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গেছেন, সোমবার সকালে ফিরবেন। না না, সেই বাড়ির নম্বর বলা বারণ, একান্ত থাকতে পারবেন না নইলে।...মিলার মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলো।

অবশেষে রেডিও কারখানাটির মালিকের গোপন ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানতে পারা গেলো এক পুরনো সতীর্থের কাছ থেকে। লোকটি হাম্বুর্গের এক মস্তবড় সংবাদপত্রের শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদদাতা।

মিলার বসে রইলো খানিকক্ষণ। একদৃষ্টিতে রশম্যানের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। নতুন নাম

ও গোপন ঠিকানাটা নোটবইয়ে লিখে নিয়েছে। এখন মনে পড়ছে, এ নামও আগেও শুনেছে, রুহ্র অঞ্চলের একজন উঠতি শিল্পরথী; দোকানেও দেখেছে এই কোম্পানির রেডিও। জার্মনীর ম্যাপ খুলে গ্রামের হদিসটাও খুঁজে পেলো।

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিল মিটিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হাতে শুধু ব্রিফকেস। ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তাই বিশাল একটা স্টেক নিয়ে বসলো।

খেতে খেতে ভাবে সারা বিকেল গাড়ি চালিয়ে রাতে কোথাও আশ্রয় নিয়ে সকালে গিয়ে মোকাবিলা কববে। লুডউইগসবুর্গের জেড-কমিশনের সেই উকিলটিব নিজস্ব টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটাও তার কাছে আছে। খবর পাঠিয়ে দেওয়া যায় এক্ষুনি কিন্তু রশম্যানের মুখোমুখি হতে চায় সে নিজে এতদিনের এত কষ্ট তবেই সার্থক হবে। রবিবারের সকাল বিষয়ে বেশ সুসময়ও বটে, চমৎকার হবে।

বেরুতে বেরুতে দুটো বাজলো। স্যুটকেসটাকে জাগুয়ারেব বুটে ছুঁড়ে দিয়ে, নিজের পাশে ব্রিফকেসটা রেখে, চালকের আসনে বসলো।. .অসনাব্রুখ শহরের শেষ প্রান্ত অব্দি পেছনে পেছনে এলো একটা মার্সিডিজ। লক্ষ্যও করলো না তা। জাতীয় সড়কে উঠে জাগুয়ার গতি বাড়াতেই পেছনের গাড়িটা শহরের দিকে আবার ফিবে এলো।

রাস্তাব ধাবেব একটা বুথ থেকে ম্যাকেনসেন ন্যুরেমবুর্গে ওয়েরউলফকে ফোন করলো।

"রওনা হয়ে গেলো এক্ষুনি। তাড়া-খাওয়া বাদুড়ের মতো ছুটেছে দক্ষিণ দিকে।"

" তোমার যন্ত্র ওব সঙ্গে যাচ্ছে তো?"

হাসলো ম্যাকেনসেন। "যাচ্ছে বৈকি। সামনের দিকেব সাসপেনশনে লাগানো আছে। পঞ্চাশ মাইল যেতে হবে না, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বাছাধন, লাশ চিনতেও পারবেন না।"

"বাঃ!" খুব খুশী ন্যুরেমবার্গের লোকটি, "নিশ্চয়ই খুব খাটনি গেছে তোমার, কামেরাড। যাও, শহরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাওগে।"

দ্বিতীযবাব আব বলতে হলো না ম্যাকেনসেনকে। বুধবারের পর আর ঘুম হয়নি তাব।

মিলাব কিন্তু অনায়াসে পঞ্চাশ মাইল পেবিয়ে গেলো, তারপব আবো একশো, কিছুই হলো না। কারণ ম্যাকেনসেন একটা জিনিস উপেক্ষা করেছিলো। কন্টিনেন্টাল গাড়িব সাসপেনশনে লাগালে তার বোমা এতক্ষণ কখন ফেটে যেতো, কিন্তু জাগুয়ারের সাসপেনশন ভয়ানক সুদৃঢ়। জাতীয সড়ক ধবে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে মিলারের গাড়ি ফ্রাঙ্কফুর্টেব দিকে। বাস্তার উত্থানপতনে সামনে চাকা দুটোব উপবিস্থিত ভাবী স্প্রিঙেব পাতগুলো সামান্য একটু এগিযে আসে, বোমাব ট্রিগাবে বাখা ছোট্ট বাল্বটা কখন ভেঙে চুবচুর অথচ বিদ্যুৎবাহিত ইস্পাত খণ্ডদুটো পরস্পবকে স্পর্শ করলো না। রাস্তার ওপরে উচ্চ স্ফীতির ধাক্কা লাগলে এরা এক মিলিমিটার পর্যন্ত কাছাকাছি এসেছে, তারপর আবার সরে গেছে।

মিলার জানতেও পারলো না মৃত্যুর কত কাছে কতবার সে এসে দাঁড়িয়ে ছিলো। ছুটে চললো মুনস্টার, ডর্টমুণ্ড, ওয়েৎজলার, বাড হাম্বুর্গ পেবিয়ে। ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে পৌঁছলো তিন ঘণ্টাবও কম সময়ে। তারপর রিং রোড ধরে কোয়েননিগস্টাইন হয়ে টউনাস পাহাড়েব তুষারবৃত বনজঙ্গলের দিকে ধেয়ে চললো।

ষোলো

পর্বতমালার পূর্ব পাদদেশে ছোট্ট একটা শহরে যখন জাগুয়ারটা এসে পৌঁছলো তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহাড়ী ঝরনার স্বাস্থ্যকর জলের জন্যে শহরটা বিখ্যাত। ম্যাপ দেখে মিলাব বুঝলো যে আর মাইল কুড়ি পথ গেলেই লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যাবে। অতএব বাতে আব বেশীদূব যাবে না মনস্থ করলো, বরং একটা হোটেল খুঁজে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে।

হাউপ্ট স্ট্রাস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্ট্রাসের মোড়ে একটা হোটেল দেখলো, তাব নাম 'পার্ক'। ঘব খুঁজতেই পেয়ে গেলো। পাহাড়ের স্বাস্থ্যান্বেষীর দল গরম কালেই আসে, ফেব্রুয়ারি মাসের কনকনে ঠাণ্ডা জলে কেউ আর স্বাস্থ্য ভালো করতে আসে না। তাই এন্তার খালি ঘর ছিলো। পোর্টার জানালো হোটেলের পেছনদিকে গাড়িটাকে রাখতে হবে। সেটার পরেই জানালো হোটেলের চৌহদ্দি পেরিয়ে মস্ত মস্ত গাছ আর ঘন ঝোপ। স্নান করে বাতের খানা খেতে বেরুলো। আসবার সময় হাউপ্ট স্ট্রাসে 'গ্রুন বউম' নামে একটা ভোজনালয় দেখে মনে মনে পছন্দ করে এসেছিলো।

খেতে বসে মনে হলো কেমন অবশ লাগছে নিজেকে। ক্লান্ত তো বটেই, গত চারদিনে ভালো করে ঘুমও হয়নি, কিন্তু তাছাড়াও বোধহয় আরো কিছু আছে। হয়তো স্নায়ুর দুর্বলতা। সবে গতরাত্রে সিন্দুক ভেঙে এসেছে, তাব আগে হাসপাতালে মুমূর্ষু বৃদ্ধার সামনে ধর্মের নামে বিশ্রী মিথ্যাচার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, উইনজারের বাড়িতে আবার ফিবে গেলো, পুরনো পরিচারিকার সাক্ষাৎ পেলো, ফাইলের কথা জানতে পেলো, সিঙ্কেলকে খুঁজে পেলো, ফাইলও পেযে গেলো, সব যেন কেমন সুন্দর মিলে যাচ্ছে, বিধিলিপি যেন। অথচ তাকে বাববাব সাবধান করে দেওয়া হয়েছে ওডেসার লোকেরা মাবাত্মক। ওরা তো জানে যে তার নাম মিলার, ড্রাসেন হোটেলের সেই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বেয়ারকে মারবার পব কল্‌বের পরিচয় নির্ঘাত ফাঁস হয়ে গেছে। তবু কেউ তো ওব পিছে ধাওয়া করেনি। কাউকে দেখতেও পায়নি সে।

তবু ফাইল তো পেয়েছে। উইনজারের গোপন কথাগুলো একেবারে বিস্ফোরক। পশ্চিম জার্মানীতে এই দশকের সবচেয়ে বৃহত্তম সংবাদ। নিজের মনে মনে হাসে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওয়েবট্রেসটি ভাবে খদ্দেরের হাসিটি বোধ হয তাব জন্যে। পরের বার ওর টেবিলের ধার দিয়ে যাবাব সময় পাছা আরো দুলিয়ে চলে যায। সঙ্গে সঙ্গে সিগিব কথা মনে পড়ে মিলাবেব। ভিয়ানার পরে আর তাব সঙ্গে কোন কথা হয়নি, গত জানুয়াবিতে একটা চিঠি লিখেছিলো, সেই শেষ। ছ সপ্তাহ হয়ে গেলো। ওকে কাছে পেতে বড ইচ্ছে করছে।

মনে মনে ভাবে, কি আশ্চর্য, ভয় পেলেই নাবীসঙ্গের স্পৃহা পুরুষদেব মনে আরো প্রবল হয়। ভয় যে পেয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। কৃতকর্মেব জন্যে ভয় তো রয়েইছে, তাব ওপব রয়েছে আগামীকাল সকালে নির্জন পাহাড়ী বাংলো সেই গণ-ঘাতকটির সঙ্গে চরম সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা। মাথাটাথা ঝাঁকিয়ে ভয়ের ছায়াটাকে সরিয়ে ফেলতে চাইলো। সিঁটিয়ে যাবাব এটা সময নয়। জীবনে সবচেয়ে বড সংবাদ স্কুপ কবতে চলেছে, শোধবোধের পালাও তাব সঙ্গে। আরো আধ বোতল ওয়াইনের ফরমাশ দিলো।

দ্বিতীয় গেলাসে চুমুক দিতে দিতে পবিকল্পনাটা আরেকবার ভেবে নেয। সবল সহজ জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর লুডউইগসবুর্গেব উকিলের কাছে একটা টেলিফোন, আধ ঘণ্টা পবে পুলিসভ্যান এসে লোকটাকে ধরে নিয়ে যাবে, বিচাব এবং যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডেব জন্যে। শক্ত

ধাতের মানুষ যদি হতো মিলার, তবে এস.এস. ক্যাপ্টেনকে সে নিজে হাতে খুন করতো।

ভাবতে গিয়ে মনে হলো নিজের কাছে কোন অস্ত্র নেই। যদি রশম্যানের কাছে কোন দেহরক্ষী থাকে? একা হয়তো নেই সে, তবে?...সামরিক চাকরির সময় মিলারের এক বন্ধু রাত করে ক্যাম্পে ফেরার জন্যে গার্ডরুমে বন্দী হয়েছিলো সেই রাতটা, আসবার সময় মিলিটারি পুলিশের হাতকড়া চুরি করে নিয়ে চলে এসেছিলো। পরে তার ভাবনা হলো যে তার কিটব্যাগে যদি মাল খুঁজে পাওয়া যায় তো সর্বনাশ, তাই চুপিচুপি সে সেই হাতকড়া মিলারকে দিয়ে দেয়। মিলার সেটা তার কাছে রেখে দিয়েছে সৈন্যজীবনের বন্যরাত্রির স্মারক হিসাবে। এখনো তার হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটে ট্রাঙ্কের তলায় সেটা আছে।

বন্দুকও আছে একটা—ছোট্ট একটা সাউয়ের অটোমেটিক। সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধভাবেই কিনেছিলো সেটা; ১৯৬০ সালে যখন হাম্বুর্গের পাপচক্র প্রকাশ করে দেবার কাজে ব্যাপৃত ছিলো, তখন ছোট পাউলি দল তাকে ভয় দেখিয়েছিলো, সেই-ই তখনকার কেনা। সেটাও হাম্বুর্গে তার টেবিলের দেরাজে তালাবন্ধ।

মদের প্রভাবে সামান্য মাথা ঘুরছিলো। বিল মিটিয়ে হোটেলে চলে এলো। ঘরের ঢুকে ফোন করবে ভেবেছিলো, কিন্তু হোটেলে ঢুকতেই দুটো পাবলিক বুথ দেখে সেখান থেকে ফোন করাই সাব্যস্ত করলো। অনেক বেশী নিরাপদ।

দশটা বাজে প্রায়। যে ক্লাবে কাজ করে সেখানেই সিগিকে পাওয়া গেলো। ব্যাণ্ডের বাজনা ছাড়িয়ে যাতে শুনতে পায় তাই চেঁচাতে হলো মিলারকে।

প্রশ্নের ফোয়ারা ছোটালো সিগি। কোথায় আছে, কি করছে, অ্যাদ্দিন কোন খবর দেয়নি কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলো সব এড়িয়ে মিলার তাকে বললো সে কি চায়। না না, যেতে পারবে না এখন, সিগি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু মিলারেব গলার স্বরে যেন কি ছিলো, থমকে গেলো সিগি।

লাইনের ভেতর দিয়ে চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, "ভালো আছ তো তুমি?"

"হ্যাঁ, ভালোই আছি, কিন্তু তোমার সাহায্য দরকার। লক্ষ্মীটি, না কোরো না। অন্তত এখন না, আজ রাত্রে না।"

সামান্য বিরতি দিয়ে সিগি শুধু জানলো, "আচ্ছা, আসবো। ওদের না হয় বলে দেবো যে ভীষণ জরুরী। নিকট-আত্মীয় বা কিছু।"

"গাড়ি ভাড়া কববার মতো পয়সা আছে তো?"

"আছে বোধহয়, নইলে কোন মেয়ের কাছ থেকে ধার করে নেবো।"

সারারাত গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় ওরকম একটা দোকানের ঠিকানা জানিয়ে দিলো মিলার। বারবার বলে দিলো যেন তার নাম বলে, মালিকেব সঙ্গে তাব জানাশোনা আছে।

"কদ্দুর এখান থেকে?" সিগি শুধালো।

"হাম্বুর্গ তেকে ৫০০ কিলোমিটার। পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে, বড়জোর ছয়। ভোর পাঁচটায় এসে যাবে। জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

"বেশ, আসছি তাহলে।" আবার একটু বিরতি পড়লো, তারপব,..."পিটার, সোনা "

"কি?"

"তুমি কি ভয় পেয়েছো কিছুতে?"

কাঁটা চড়ে যাচ্ছে তখন, কাছে আর এক মার্কের মুদ্রাও নেই।

"হ্যাঁ," বলেই রেখে দিলো ফোন, তক্ষুনি সেটা নিজে থেকেও কেটে গেলো।

হোটেলের আপ্যায়ন-কক্ষে রাতের বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করে বাদামী রঙের একটা শক্তগোছের বড় খাম আর বেশ কিছু ডাকটিকিট কিনে নিলো। ঘরে ফিরে এসে ব্রিফকেস খুলে সলোমন টউবেরের ডায়রি, উইনজারের সিন্দুক থেকে পাওয়া ফাইল আর দুটো ফটো বের করলো। ডায়রির সেই পাতা দুটো আবার নতুন করে পড়লো, যা থেকে এই অভিযানস্পৃহা তার জন্মেছিলো। ফটো দুটোকে পাশাপাশি রেখে অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাক্স থেকে তারপরে সাদা কাগজ বের করে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট লিপি লিখলো; যাতে পাঠকের মনে কোন দ্বিধাই না থাকে যে এই তাড়াখানেক ফটো-সাঁটা-সাঁটা কাগজগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি। চিঠি, উইনজারের সিন্দুক থেকে আনা ফাইল আর দুটো ফটোর মধ্যে একটাকে খামে ভরে, ঠিকানা লিখে, সব টিকিট কটি লাগিয়ে দিলো। দ্বিতীয় ফটোটা নিজের বুকপকেটে রাখলো।

তারপর বন্ধ খাম আর ডায়রিটা ব্রিফকেসে পুরে, বাক্সটাকে বিছানার তলায় রেখে দিলো।

স্যুটকেসের মধ্যে ছোট একটা ফ্লাস্কে ব্র্যাণ্ডি ছিলো। তা থেকে সামান্য পরিমাণ ঢেলে নিলো। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছিলো, কিন্তু তরল আগুন পেটে পড়তেই স্থির হয়ে গেলো তা। বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথাটা ঘুরছে একটু। কিন্তু ক্রমে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লো সে।

ম্যুনিখে ভূতলকক্ষে জোসেফ জোরে জোরে পায়চারি করছে। ভীষণ রেগে গেছে সে, অধীরও তেমনি। টেবিলে বসে বসে লিওঁ ও মোট্টি আবার ঘড়ি দেখলো। তেল আভিভ থেকে কেব্‌ল্ আসবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে।

মিলারকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। টেলিফোনে অনুরোধ করার পর অ্যালফ্রেড অস্টার বেরোথের কারপার্ক ঘুরে এসে জানিয়েছে যে জাগুয়ার গাড়িটা নেই।

খবরটা শুনে জোসেফ গজগজ করে উঠেছিলো। "গাড়িটা দেখতে পেলে ওরা ঠিক বুঝতে পারবে যে ব্রেমেনের রুটি-কারখানার শ্রমিক ও হতেই পারে না। পিটার মিলার বলে চিনতেও যদি না পারে তাতে কি?"

পরে স্টুটগার্ট থেকে লিওঁকে তার এক বন্ধু জানিয়েছিলো যে স্থানীয় পুলিস বেয়ার নামে একজন নাগরিককে হোটেল-কামরায় হত্যা করবার জন্যে জনৈক যুবককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিবরণ শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো যে নিরুদ্দিষ্ট খুনী আর কেউ নয়, কল্‌বের ছদ্মবেশে মিলার। তবে ভাগ্য ভালো যে হোটেলের খাতায় কল্‌ব বা মিলার কোন নামই সে লেখায়নি। স্পোর্টস গাড়িরও কোন উল্লেখ নেই।

"অন্তত নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে ওঠবার মতো বুদ্ধি তো করেছিলো," লিওঁ বলে।

মোট্টি জানায়, "তা তো করবেই, কল্‌ব যে তখন যুদ্ধ-অপরাধের দায়ে ফেরারী; ব্রেমেনের পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম অভিনয় তো করতে হবেই।"

কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি? স্টুটগার্টের পুলিস মিলারকে খুঁজে পায়নি ঠিকই, কিন্তু লিওঁর দলও তো পায়নি! ওদের মনে বরঞ্চ আরো ভয় যে ওডেসা হয়তো এতক্ষণে আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

"বেয়ারকে মারবার পর বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে তার ছদ্মপরিচয় ফেঁসে গেছে, তাই

আবার মিলার নামে ফিরে গেছে," লিওঁ যুক্তি দেখায়, "কাজেই রশম্যানের অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, অবশ্য যদি না বেয়ারের কাছ থেকে এমন কোন সূত্র পেয়ে থাকে যা তাকে রশম্যানের পথ সঠিক বাৎলে দিয়েছে।"

"তাহলে খবর দিচ্ছে না কেন?" ফুঁসে ওঠে জোসেফ, "গর্দভটা ভাবে নাকি যে সে নিজে একা একাই রশম্যানের সঙ্গে পাল্লা নিতে পারবে?"

মোট্টি গলা খাঁকারি দিয়ে ওঠে। "ও তো আর ওডেসায় রশম্যানের গুরুত্ব জানে না।"

"জানবে এবার, যদি আরো কাছে এগিয়ে যায়," লিওঁ বলে।

"তদ্দিনে লাশ হয়ে পড়ে থাকবে আর আমরা ছকের গোড়াতে এসে পড়বো," জোসেফ গোমরায়,"বোক্‌চন্দর টেলিফোন করে না কেন?"

কিন্তু সে রাতে ফোনের লাইন অন্য এলাকায় বেশ ব্যস্ত। ক্লউস উইনজার টেলিফোন করলো রেগেন্সবুর্গের পার্বত্য অঞ্চল থেকে ন্যুরেমবার্গে ওয়েরউলফকে। খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলো সে।

"বাড়ি ফিরে যেতে পারো তুমি," ওডেসার প্রধান তাকে জানিয়েছিলো, "যে লোকটা তোমাকে প্রশ্ন করতে আসছিলো, এতক্ষণে তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

জালিয়াত তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে এক দিন রাতের বিল মিটিয়ে অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে চললো পরিচিত আলোকের উদ্দেশ্যে—উত্তরদিকে, অসনাব্রুখের পথে। প্রাতরাশের সময়ে পৌঁছে যাবে; বেশ আয়েস করে খেয়েদেয়ে স্নান করে একটা ঘুম দেওয়া যাবে। সোমবার সকালে আবার ছাপাখানায় পৌঁছে যাবে, আবার ব্যবসায় স্বক্ষেত্রে গিয়ে সিংহ হবে।

শোবার ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দে মিলারেব ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মিটমিট করে চাইলো, শোবার আগে আলো নেভাতেও ভুলে গেছে। দরজা খুলে দেখে বাতের বেযারা দাঁড়িযে আছে, সঙ্গে সিগি।

মিলার ওকে আশ্বস্ত করে; ভদ্রমহিলা তার বৌ, বাড়ি থেকে জরুরী কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, কাল সকালে ব্যবসার মিটিঙ আছে যে। বেয়ারাটি সরল পাহাড়ী বালক, উচ্চাবণে এখনো তাব দুর্বোধ্য হোসিয়ান টান, হাতের মুঠোয় বকশিশ গুঁজে নিয়ে কেটে পড়লো।

দরজা বন্ধ হতেই সিগি ওর গলা জড়িয়ে ধরে। "কোথায় ছিলে? এখানে কি করছো?..."

প্রশ্নের বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করলো খুব সহজ উপায়ে। দুজনে যখন সরে এলো তখন সিগির ঠাণ্ডা গাল দুটোয় রক্তোচ্ছ্বাস আর মিলারের মনে হচ্ছে ও যেন একটা লড়ুয়ে মোরগ,ঝুঁটি বাগিয়েই আছে।

সিগির কোটটা নিয়ে দরজার হুকে ঝুলিয়ে দিলো। কিন্তু আবাব প্রশ্ন শুরু হলো।

"উঁহু,...এখন নয়, প্রথম জিনিস প্রথমে," মিলার বলে। টেনে তাকে নিয়ে আসে বিছানায়। মোটা পালকের গদি তখনো মিলারের দেহের উত্তাপে উষ্ণ। খিলখিলিয়ে ওঠে সিগি। "বদলাওনি দেখছি।"

ক্যাবারের পোশাক পরেই চলে এসেছিলো। সামনের দিকে অনেকটা খোলা, তলায় শুধু চিলতে ব্রা। পিঠের পেছনে জিপ খুলে নিয়ে কাঁধের ফিতে নামিয়ে দেয় মিলার। সঘন নিশ্বাস, শিৎকার, সরব হর্ষধ্বনি,...এক ঘণ্টা কেটে গেলো। দুজনেই সুখী, উৎফুল্ল, ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছে। ছোট্ট গেলাসটায় ব্র্যাণ্ডি আর জল ঢাললো মিলার। সিগি শুধু দু চুমুক খেলো, তার ওই চাকরি

সত্ত্বেও কড়া পানীয়ে সে অভ্যস্ত নয়। বাকিটুকু মিলার গিলে ফেললো।

"তাহলে," সিগি এবার ফোড়ন কাটে, "প্রথম জিনিস যখন হয়ে গেলো, তখন..."

"কিছুক্ষণের মতো," মিলার পাদপূরণ করে দেয়। খিলখিল করে হাসে সিগি।

"আচ্ছা না হয় কিছুক্ষণের মতোই হলো। এখন বলো দেখি ওইরকম একটা রহস্যপূর্ণ চিঠি, ছ সপ্তাহ একেবারে চুপচাপ, এইরকম অদ্ভুত চুলের ছাঁট আর এখানে এই হেস অঞ্চলের হোটেল—এ সবের মানে কি?"

মিলার গম্ভীর হয়ে পড়লো। ব্রিফকেস নিয়ে খাটের প্রান্তে বসে, সম্পূর্ণ বসনমুক্ত এখন।

"শীগগিরি যখন জানতেই পারবে, তখন না হয় বলেই দিচ্ছি।"

এক ঘণ্টা ধরে বললো। ডায়রিটা আবিষ্কারের কথা থেকে আরম্ভ করে জালিয়াতের বাড়িতে সিন্দুক ভাঙা পর্যন্ত। কাগজপত্রগুলোও দেখালো। শুনতে শুনতে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়ে সিগি।

"পাগল তুমি, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। মারা পড়তে পারতে, জেলে যেতে পারতে,...কি আশ্চর্য!"

"করতেই হয়েছিলো আমাকে, উপায় নেই।"

"একটা পচা পুরনো বুড়ো নাৎসীর জন্যে? তোমার মাথার ঠিক আছে তো? কি অদ্ভুত! এসব তো কবে চুকেবুকে গেছে, পিটার, শেষ হয়ে গেছে। তার জন্যে তুমি সময় নষ্ট করছো...কেন?"

অবাক দৃষ্টিতে সিগি চেয়ে থাকে তার দিকে।

"হ্যাঁ, করছি," জেদ ধরেছে যেন মিলার।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে সিগি। মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চায় যে বুঝতে পারেনি।

"আচ্ছা তা না হয় হলো," আবার বলে ওঠে, "সব তো এখন শেষ। তুমি লোকটার পরিচয় জানো, কোথায় থাকে তাও জানো। হাম্বুর্গে চলে এসো, টেলিফোন করে পুলিশকে জানিয়ে দাও, তারা বাকি কাজ করবে, পুলিশ আছেই তো সেইজন্যে।"

মিলার বোঝে না কি বলবে। শুধু বললো, "না, অত সহজ না। আমি সকালেই ওখানে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছো?"

জানলার দিকে দেখিয়ে দেয় মিলার। বাইরে এখনো পুঞ্জীভূত আঁধারের মতো পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। "ওর বাড়িতে।"

"ওর বাড়িতে? কেন?" ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সিগির চোখ, "ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো, অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। কেন তা জিজ্ঞেস করো না কারণ আমি বলতে পারবো না। তবে কাজটা আমাকে করতেই হবে।"

সিগির প্রতিক্রিয়া ওকে আশ্চর্য করে দেয়। ঝট করে উঠে হাঁটু ভেঙে বসে মিলারের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চায় মেয়েটি। মিলার তখন বালিশে মাথা উঁচু করে শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানছিলো।

"সেইজন্যেই তোমার বন্দুক দরকার, না?" কথাগুলো ছুঁড়ে দেয় যেন মিলারের দিকে। রাগে উত্তেজনায় বুকদুটো ওঠে নামে।

"ওকে মারতে যাচ্ছো তুমি?"

"না, ওকে আমি মারতে যাচ্ছি না।"

"তাহলে ও তোমাকে মারবে। আর তুমি সেখানে যাচ্ছো একা, একটা হাতে বন্দুক করে, ওইরকম একটা লোক, তার ওপর ওর দলবদল আছে। তুমি একটা খচ্চর, একটা পচা, একটা গন্ধপড়া, অদ্ভুত..."

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায় মিলার। "অত উত্তেজিত হচ্ছো কেন, রশম্যানের জন্যে?"

"ওই বিচ্ছিরি বুড়ো নাৎসী শুয়োরটার জন্যে আমার কি? ওর জন্যে থোড়াই উত্তেজিত হচ্ছি। আমি আমার কথা বলছি। তোমার এবং আমার কথা,...উজবুক কোথাকার। ওখানে যাচ্ছো খুন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও কেন না কোন একটা কথা প্রমাণ করবে, তোমার গবেট পত্রিকা পাঠকগুলোর জন্যে ফলাও করে গল্প লিখবে। আমার কথা মুহূর্তের জন্যেও তোমার মনে হয় না..."

কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। দু চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন ঝরে। দু গাল দিয়ে মাসকারা গড়ায় কালো রেললাইনের মতো রেখায়।

"আমার দিকে চেয়ে দেখো তো, কি দেখছো? আরেকটা মুচমুচে মাল, ভোগ করে মহা আরাম...না? সত্যিই কি মনে করো যে যে-কোন মাথাখারাপ রিপোর্টারের সঙ্গে রোজ রাতে শুয়ে পড়বো যাতে সে আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে দুলতে দুলতে তার কোন অর্থহীন কাহিনীর পেছনে ছুটবে নিজের প্রাণকেও সংশয় করে? সত্যিই তাই ভাবো। তাহলে শোনো হাঁদারাম, আমি বিয়েয় বসতে চাই। ফ্রাউ মিলার হতে চাই। সন্তান চাই আমি। আর তুমি চললে কিনা নিজেকে খুন হতে দিতে...হা ঈশ্বর..."

খাট থেকে লাফিয়ে একদৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ভেতর থেকে সশব্দে দরজা দিয়ে দেয়।

মিলার হাঁ হয়ে শুয়ে থাকে। সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে তার আঙুলে এসে ঠেকে প্রায়। এত রাগ করতে কখনো দেখেনি সিগিকে. হতবুদ্ধি হয়ে যায় সে।

সিগারেটটা সিগারেট-মাটিতে থেঁতলে দিয়ে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এলো মিলার। "সিগি!"

কোনো উত্তর নেই।

"সিগি!"

কলের আওয়াজ থেমে গেলো। "চলে যাও।'

"সিগি, দরজা খোলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

একটু বিরতির পর দরজার ছিটকিনি খুলে গেলো। দাঁড়িয়ে আছে সিগি, সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ, থমথমে মুখ। গাল থেকে মাসকারার কালো রেখা ধুয়ে ফেলেছে।

"কি চাও?" জিজ্ঞেস করলো।

"খাটে এসো, কথা বলতে চাই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনেই আমরা জমে যাবো।"

"নাঃ, আবার তুমি ওইসব শুরু করবে।"

"না, করবো না, প্রমিস। কথা বলবো শুধু।" হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। উষ্ণতার আস্বাদে গুটিসুটি মেরে সে শুয়ে পড়লো। বালিশের ওপর থেকে দুটো সাবধানী চোখ মেলে মিলারকে দেখতে থাকে।

সন্দেহঘন কণ্ঠে শুধায়, "কি কথা?"

পাশে এসে শুয়ে পড়লো মিলার। কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞসা করে, "সিগ্রিড রাহ্‌ন, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগি বলে, "সত্যি বলছো?"

"হ্যাঁ, সত্যিই বলছি। আগে কখনো কথাটা ভাবিনি, তবে আগে তো তুমি কখনো এমন রেগে ওঠোনি।"

"গশ্‌..." এমন ভাবে শব্দ করে ওঠে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না, "তাহলে তো প্রায়ই রাগ করতে হয় দেখছি !"

আবার শুধালো মিলার, "উত্তর পাবো কি আমার প্রশ্নের?"

"ও, হ্যাঁ পিটার, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বিয়ে করবো। দুজনে আমরা কত ভালো হয়ে থাকবো, দেখো।"

ওকে আবার সোহাগ করতে আরম্ভ করে দিলো মিলার।

"বললে, যে আর ওসব না," সিগি মৃদু প্রতিবাদ জানায়।

"শুধু একবার, আচ্ছা?"

বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো মিলার।

বাইরে তুয়ারের প্রান্ত বেয়ে পূব আকাশে সোনালী আলোর রেখা ফুটে উঠেছিলো। মিলার যদি তখন ঘড়ি দেখতো তো বুঝতে পারতো সকাল ছটা পঞ্চাশ হয়ে গেছে। কিন্তু সে বেচারী তখন ঘুমে আচ্ছন্ন।

আধ ঘণ্টা পরে ক্লাউস উইনজার তার বাড়ির গাড়িপথ বেয়ে বন্ধ গ্যারেজের সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালো। ভয়ানক পরিশ্রান্ত, কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেছে। দেখে ভালো লাগছে।

বারবারা তখনো ওঠেনি। মনিবের অনুপস্থিতিতে একটু বেশীই ঘুমিয়ে নিচ্ছে। উইনজার হলঘরে ঢুকে ডাকাডাকি করতেই বেরিয়ে এলো সে। গায়ে স্বচ্ছ নিশাবাস। অন্য কোন পুরুষ হলে তার নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু সে বালাই নেই উইনজারের; তার বদলে সে চাইলো শুধু ভাজা ডিম, টোস্ট, জ্যাম, একপাত্র কফি এবং স্নানের ব্যবস্থা। কিন্তু কোনটাই জুটলো না তার ভাগ্যে। বারবারা এক আতঙ্ককর কাহিনী বলে গেলো। শনিবার সকালে পড়ার ঘরে ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে দেখে যে জানলার কাঁচ ভাঙা, রুপোর বাতিদান নেই। তক্ষুনি পুলিশে খবর দিয়েছিলো। তারা কাঁচের ওপর সুছাঁদ গোলাকার বৃত্তটি দেখে বলেছিলো যে নিঃসন্দেহে এটা কোন পেশাদারের কাজ। বারবারা কাছ থেকে যখন তারা শুনলো যে বাড়ির মালিক বাইরে গেছে, বলে গেলো—এলেই যেন তাদের খবর দেওয়া হয়, চুরি যাওয়া জিনিসপত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে।

মেয়েটির অনর্গল বাক্যস্রোত উইনজার চুপচাপ শুনে যায়। বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখের রঙ, রগের কাছে একটিমাত্র শিরা থিরথির করে কাঁপতে তাকে। ওকে কফি বানাতে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে পড়ার ঘরে গিয়ে খিল দেয়। বুঝতে আধ মিনিটও সময় লাগলো না যে সিন্দুক থেকে ফাইল উধাও, চল্লিশজন ওডেসা অপরাধী নথি আছে যেটাতে। পাগলের মতো সিন্দুক হাঁটকায়। হতাশ হয়ে যখন সিন্দুকের কাছ থেকে ফিরে আসছে, টেলিফোন বেজে উঠলো। ক্লিনিক থেকে ডাক্তার জানালো যে রাতে ফ্রাউলিন ওয়েণ্ডেলের মৃত্যু ঘটেছে।

পাক্কা দু ঘণ্টা উইনজার চেয়ারে বসে রইলো। আগুনও জ্বালানো হয়নি। ফাটা কাঁচের পাল্লায় খবরের কাগজ সাঁটা হয়েছিলো, তার মধ্যে দিয়ে বাইরের হিম ঠাণ্ডা এসে ঘরে ঢুকছে। কোন খেয়াল নেই তার, শুধু মনে হচ্ছে যেন কঠিন শীতল কটা আঙুল পাকিয়ে পাকিয়ে তাকে ধরছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বারবারা তাকে ডাকছিলো প্রাতরাশ খেয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু কে কার

কথা শোনে! চাবির ফুটোয় কান পেতে মেয়েটি শুধু শোনে তার মনিব বারবার শুধু আবৃত্তি করে চলেছে, 'আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই।'

মিলার ভুলে গিয়েছিলো। হাম্বুর্গে সিগিকে ফোন করবার আগে হোটেলে বলে দিয়েছিলো যেন ওকে নটায় ডেকে দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ নাকচ আর করা হয়নি। তাই ঠিক নটায় কর্কশ ধাতব স্বরে ফোন বেজে উঠলো। আধখোলা চোখে ফোন ধরে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো। জানতো যে না লাফালে আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়তো। সিগি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধকল তো কম যায়নি। অতটা পথ গাড়ি করে এসেছে, তার ওপর প্রেমের কসরত, সর্বোপরি অ্যাদ্দিনে বাগদত্তা হতে পারবার জন্যে গর্ব এবং আনন্দ।

ধারাস্নান করলো মিলার। শেষের কয়েক মুহূর্ত হিমঠাণ্ডা জলের নীচে দাঁড়িয়ে চট করে সরে গিয়ে গরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ফেললো। সারা রাত তোয়ালেটাকে ও রেডিয়েটারের ওপর রেখে দিয়েছিলো। নিজেকে এখন অযুত ডলারের মতো দামী মনে হচ্ছে। রাতের চিন্তাভাবনা কোথায় দূর হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাসে এখন ভরে উঠেছে মন।

স্ল্যাক্স আর অ্যাঙ্কল-বুট পবে নিলো। গলাবন্ধ মোটা সোয়েটার পরে তার ওপবে একটা ডবল ব্রেস্টের নীল ডুফেল ওভারজ্যাকেট চড়িয়ে নিলো। এটি একটি বিশুদ্ধ জার্মান শীতবস্ত্র, নাম 'জপ্লে'। কোট আর জ্যাকেটেব মাঝামাঝি। দুদিকে দুটো বেশ গভীর করে ত্যাবচা পকেট। পিস্তল আর হাতকড়াটা তাদেব মধ্যে বেশ ঢুকে যাবে। ভেতরের পকেটে ফটোটা রাখা যাবে। সিগির ব্যাগ থেকে হাতকড়াটা বের করে পরীক্ষা করে দেখলো। চাবি নেই কোন, আঁকশি দুটো ঘুরিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে, তখন হয় পুলিসে এসে খুলবে, নইলে হ্যাক্‌শ দিয়ে কাটতে হবে।

পিস্তলটাকেও খুলে পরীক্ষা করলো। কোনদিনও গুলি ছোঁড়েনি, এখনো ভেতরে নির্মাতাদের লাগানো সেই গ্রীজটুকু রয়েছে। ম্যাগাজিনে গুলি ভরা আছে, সেরকমই ও রেখে দিতো। অভ্যাস করে নেওয়ার জন্যে ব্রিচটাকে কয়েকবার খুললো, বন্ধ করলো। তারপর সেফটিক্যাচের নিয়ন্ত্রণটাও ভালো করে দেখে নিলো। ম্যাগাজিন ভেতরে পুরে চেম্বারে একটা রাউণ্ড ঘুরিয়ে সেফটিক্যাচ 'অন' করে রাখলো। প্যান্টের পকেটে লুডউইগসবুর্গের উকিলটির টেলিফোন নম্বর লেখা চিরকুটটা রেখে দিলো।

বিছানার তলা থেকে ব্রিফকেসটাকে তুলে নিয়ে সাদা কাগজে একটা চিঠি লিখলো সিগির জন্যে। ঘুম থেকে উঠলে যাতে দেখতে পায়। লেখা ছিলো ঃ 'ডার্লিং, যে মানুষটার পিছু পিছু অ্যাদ্দুর এসেছি তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখবার এবং পুলিশে যখন তাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে, তখন সেখানে উপস্থিত থাকবার দরকার আছে আমার। দবকাবটা সত্যিই গুরুতর, আজ বিকেল নাগাদ তোমাকে জানাতে পারবো। তবে যদি বিশেষ কারণ ঘটে, তুমি যা করবে তা হলো...''

সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভুল নির্দেশ। ম্যুনিখের যে নম্বরে টেলিফোন করতে হবে সেই নম্বর লিখে দিয়ে, ওদিককার লোককে কি বলতে হবে সেটাও লিখে রাখলো। চিঠিটার শেষে লিখলো ঃ 'কোন অবস্থাতেই আমার অনুসবণে পাহাড়ের ওপরে আসবে না। এলে আরো ঘোরালো হয়ে উঠবে, অবস্থা যাই হোক। কাজেই আমি যদি দুপুরের মধ্যে না ফিরি বা তোমাকে এই ঘরে ততক্ষণে কোন টেলিফোন না করি, তুমি ওই নম্বরে টেলিফোন করবে, খবরটা জানাবে, হোটেল থেকে বিদায়

নেবে, খামটাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের যে কোন ডাকবাক্সে ফেলে দেবে, তারপর গাড়ি নিয়ে হাম্বুর্গে ফিরে চলে যাবে। ইতিমধ্যে আর কারো বাগদত্তা হয়ে পোড়ো না যেন। অঢেল ভালোবাসা রইলো, পিটার।'

টেলিফোনের পাশে চিঠিটাকে খাড়া করে রেখে দিলো, ওডেসা ফাইলসুদ্ধ খামটাও। তিনটে পঞ্চাশ মার্কের নোটও রেখে এলো। সলোমন টউবেরের ডায়রিটাকে হাতে নিয়ে নীচে নেমে এলো। যেতে যেতে পোর্টারকে বলে গেলো যে তার ঘরে সাড়ে এগারোটার সময় যেন আরেকবার ঘুম ভাঙানোর রিং দেওয়া হয়।

সাড়ে নটায় হোটেলের বাইরে এলো। অবাক হয়ে দেখলো কি অজস্র তুষার পড়েছে রাতে। গাড়ির বুট থেকে কড়া বুরুশ বের করে ছাত, বনেট আর উইণ্ডস্ক্রিন থেকে তুষারের পুরু আস্তর ঝেড়ে ফেললো। পুরো চোক দিয়ে স্টার্ট দিলো জাগুয়ারের ইঞ্জিনে; কয়েক মিনিট সময় লাগলো ইঞ্জিন গরম হয়ে স্টার্ট উঠতে। গিয়ারে তুলে বড় রাস্তায় পড়লো। রাস্তাভর্তি বরফ—যেন তুষারের গদির ওপর দিয়ে গাড়ি চললো। চাকার তলায় নরম বরফ ভাঙার মুচমুচ শব্দ কানে আসতে থাকে। ম্যাপে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লিমবুর্গের দিকে রওনা দিলো।

সতেরো

সেদিন শিশু-প্রভাত ছিলো নেহাতই স্বল্পায়ু। আকাশ আবার মেঘে ঢেকে গেলো; সকালে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেলো ধূসরতায়। মেঘের তলায় গাছের নীচে ঝকমক করছে তুষার, এলোমেলো হাওয়া বইছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠেছে। তারপরেই হারিয়ে গেছে বৃক্ষরাজির বিশাল সাগরে বমবার্গ ফরেস্টে। গ্ল্যাসুট্রেনের শাখাপথ ধরলো মিলার। উচ্চশীর্ষ ফেল্ডবার্গ পর্বতের জানুদেশ বেয়ে চলে এলো স্মিট্রেন গাঁয়ের পথে। উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে পাইনের বন থেকে হা-হা করে ছুটে আসছে ঝোড়ো বাতাস।

বিশ মিনিট খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে মিলার আবার ম্যাপ খুলে বসলো। আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক চায়, কোন ব্যক্তিগত এস্টেটের নির্দেশনামা দেখতে পায় কিনা। যখন পেলো, দেখলো দু পাল্লার একটা ফটক, লোহার আঁকড়া দিয়ে আটকানো, একপাশে ফলক সাঁটা 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রবেশ নিষেধ'। ইঞ্জিন চালু রেখে, ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে পাল্লা খুলে হাট করে ঠেলে দিলো ভেতর দিকে।

এস্টেটের মধ্যে ঢুকে গাড়িপথ ধরে এগিয়ে চললো। পথের তুষারে কোন রেখাপাত হয়নি। একেবারে নীচু গিয়ারে চালালো, কারণ বরফের নীচে আছে শুধু জমাট বালি। দুশো গজ এগিয়ে গিয়ে দেখলো বিশাল ওক গাছের মস্তবড় একটা ডাল প্রায় আধ টন বরফের ভারে রাত্রে ভেঙে পড়েছে। ডান দিকের ঝোপঝাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। গাছের নীচে একটা কালো

খাম্বা ছিলো, সেটা উপড়ে পড়ে আছে গাড়িপথের ওপর আড়াআড়িভাবে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওটাকে সরানোর চেষ্টা না করে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে খাম্বাটার ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলো। সামনের চাকা দুটো পেরিয়ে যাবার পর পেছনে চাকার সামান্য বাম্প লাগলো।

বাধা পেরিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললো। ঝোপঝাড় এখন শেষ হয়ে গেছে, পরিষ্কার খানিক জায়গা। তার ওপাশে বাংলো বাড়ি, দুপাশে বাগান, সামনে বৃত্তাকার কাঁকর বিছানো পথ। সদর দরজার সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লো। ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো।

মিলাব যখন তাব গাড়ি থেকে নামছিলো, সেই সময় ক্রউস উইনজাব শেষ পর্যন্ত মনস্থিব করে ফেলে ওয়েবউলফকে ফোন করলো। ওডেসাব নেতাটিব মেজাজ তখন তিরিক্ষে। এতক্ষণে তো খবব পাওয়া উচিত ছিলো যে অসনাব্রুখেব দক্ষিণে জাতীয় সড়কেব ওপব কোন একটি স্পোর্টস-গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, খুব সম্ভবত পেট্রোলট্যাঙ্কে আগুন লাগার ফলে। অথচ সেরকম কোন খববই এলো না, সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনে ওপাবেব বার্তা শুনে ক্রমে ক্রমে তাব মুখ দৃঢ় কঠিন হয়ে পড়লো।

"কি কবছিলে তুমি? কি? মূর্খ অপোগণ্ড কোথাকাব! তুমি —? কি অদ্ভুত! ফাইলটা যদি উদ্ধাব না হয়, তোমাব ভাগ্যে কি আছে জানো?"

ওয়েবউলফ তাব শেষ কথাকটি শুনিয়ে দিতেই অসনাব্রুখে ক্রউস উইনজাব তাব পড়াব ঘবে ফোনটি বেখে দিলো উঠে গিয়ে টেবিলে বসলো। এখন বেশ শান্ত হয়ে আছে। জীবনে তাব দুবাব সর্বনাশ ঘটেছে, একবাব যখন হ্রদেব জলে তাব অমূল্য কীর্তিগুলোকে ডুবিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, আব দ্বিতীয়বাব আজকে। পুবনো অথচ একটা সক্রিয় লুগাব ডেস্কের দেবাজ থেকে টেনে বাব কবলো। নলটা মুখেব মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোড়া টিপে দিলো। সীসেব যে গুলিটা তাব মাথাটাকে গুঁড়িয়ে দিলো সেটা কিন্তু নকল ছিলো না।

নীবব টেলিফোনটাব দিকে ভয়ার্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওয়েবউলফ। ক্রুস উইনজাবেব হাত দিয়ে যেসব এস এস অফিসারদের পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে হয়েছে তাদের নামগুলো একে একে মনে পড়ে সকলেই কোন না কোন অপরাধের জন্যে চিহ্নিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও আছে সবায়েব নামেই, ধরা পড়লে প্রাণ [illegible] হবে সাধারণ মানুষের মনে এস এস দের [illegible] করা সম্বন্ধে এতদিনেও [illegible] জন্মেছে সত্যি [illegible] উঠবে দুর্ভোগের পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু সবচেয়ে আগে তার কর্তব্য হচ্ছে বর্গম্যানকে বাঁচানো। জানে যে উইনজারের তালিকায় তার নাম আছে। তিনবার ফ্রাঙ্কফুর্টের আঞ্চলিক নম্বর ঘুরিয়ে গোপন পাহাড়ী নিলয়ের নম্বরটা

ঘোরালো, কিন্তু প্রতিবারেই সঙ্কেত পেলো নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে অপারেটরকে বলে নম্বর চাইতে সে জানলো যে লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে।

অসনাব্রুখে হোহেনজোলার্ন হোটেলে তখন ফোন করে ঠিক সময়মত ম্যাকেনসেনকে ধরলো। আরেকটু দেরি হলেই সে বেরিয়ে যেতো। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় খবরগুলো জানিয়ে দিয়ে রশম্যানের বাড়ির নির্দেশ দিয়ে দিলো। বললো, "তোমার বোমা কাজ করেনি মনে হচ্ছে' এখন প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ি চালিয়ে ওখানে যাও তো। গাড়িটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে রশম্যানের কাছে থাকবে। ওখানে অস্কার নামে একজন দেহরক্ষীও আছে। মিলার যদি ফাইল নিয়ে সিধে পুলিসের কাছে যায় তো আমাদের বারোটা বেজে যাবে, কিছুই করার নেই। তবে সে যদি রশম্যানের কাছে আসে, জীবন্ত অবস্থায় তাকে ধরবে, জেনে নেবে কাগজগুলো নিয়ে সেকি করেছে। মরবার আগে খবরগুলো তার কাছ থেকে জেনে নেবেই যে করে হোক।"

ফোন বুথে টাঙানো রাস্তার ম্যাপের দিকে একঝলক দেখে নিয়ে ম্যাকেনসেন বললো, "একটা নাগাদ আমি পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে।"

ঘণ্টাটা দুবারের বার বাজাতেই দরজা খুলে গেলো। হল থেকে গরম হাওয়ার ঝলক এলো। লোকটা নিশ্চয়ই পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, কারণ মিলার দেখলো যে হলের ওধারে একটা দরজা খোলা, পড়ার ঘরে যাবার জন্যে।

একহারা চেহারার সেই এস.এস. অফিসারটি এখন বেশ মাংসল। বহু বছরের বহু আরাম মেদ জুগিয়েছে ভালোই। মুখটা টোপাটোপা, হয় মদের মাত্রার জন্যে, নইলে খোলা হাওয়ার প্রভাবে। দু পাশের চুলে পাক ধরেছে। দেখলেই মনে হয়ে মধ্যবয়স্ক, উচ্চমধ্যবিত্ত, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ সৌভাগ্যশালী একজন ব্যক্তি। কিন্তু খুঁটিনাটির ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও টউবেরের বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।...গম্ভীরমুখে মিলারকে নিরীক্ষণ করলো, কোন ভাবপ্রকাশ নেই। "বলুন?"

কথা বলতে প্রায় দশ সেকেণ্ড লেগে গেলো মিলারের। যেগুলো মহড়া দিয়ে রেখেছিলো, সেগুলোই মুখ দিয়ে ছুট করে বেরিয়ে পড়লো।

"আমার নাম মিলার, আর আপনার এডুয়ার্ড রশম্যান।"

নাম দুটো শোনামাত্র লোকটার চোখে সামান্য ঝিলিক খেলে গেলো কিন্তু দুর্দম সংযম তার। মুখের এতটুকু ভাববৈলক্ষণ হলো না।

চিবিয়ে চিবিয়ে বললো অবশেষে, "অদ্ভুত কথা বলছেন দেখছি। জীবনে ও আমি ও নাম শুনিনি।"

এস এস. অফিসারটির আপাত শান্ত মুখচ্ছবির পিছনে প্রচণ্ড বেগে তার মন ধেয়ে চলেছিলো। ১৯৪৫ এর পর থেকে জীবনে বহুবার সঙ্কটের সামনাসামনি হতে হয়েছে। বিপদে মাথা খেলে ভালোই। মিলারের নাম চিনতে পারলো, কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েরউলফের সঙ্গে তার এই

বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিলো। প্রথমেই মনে হয়েছিলো মিলারের নাকের সামনে দরজা দিয়ে দেবে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি কোনমতে দমন করলো।

"বাড়িতে একা আছেন আপনি?" মিলার প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ।" সত্যি কথাই বলে রশম্যান।

"পড়ার ঘরে যাই চলুন," চাঁছাছোলা গলা মিলারের।

রশম্যান কোন আপত্তি করে না। কারণ সে জানে যে মিলারকে বাড়িতে রেখে এখন সময় কাটাতে হবে, যতক্ষণ না

জুতোর গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে গেলো রশম্যান। গটগট করে এগিয়ে গেলো হলঘরের মেঝে দিয়ে। সামনের দরজাটা একটানে বন্ধ করে মিলারও চললো পিছু পিছু। প্রায় রশম্যানের গায়ে গায়েই পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। চমৎকার আরামপ্রদ ঘর। দরজায় পুরু করে প্যাড দেওয়া, মিলার ঘরে ঢুকেই সেটা বন্ধ করে দিলো। অগ্নিকুণ্ডে কাঠের গুঁড়ি ধিকিধিকি জ্বলছিলো।

ঘরের মাঝখানটায় এসে রশম্যান হঠাৎ থেমে গিয়ে মিলারের দিকে মুখ ফেরালো।

"আপনার স্ত্রী এখানে?" মিলার শুধায়। রশম্যান মাথা নাড়ে।

"সপ্তাহ-শেষের অবকাশে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছে।" কথাটা সত্যি। গতসন্ধ্যায় মুহূর্তের নোটিসে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় গাড়িখানা নিয়ে গেছে সে। প্রথম গাড়িটা আবার দুর্ভাগ্যক্রমে গ্যারেজে গেছে মেরামতের জন্যে। আজ সন্ধ্যায় স্ত্রীর ফিরে আসার কথা।

রশম্যান অবশ্য জানালো না যে তার সঙ্গে থাকে ন্যাড়ামাথা বিশালদেহ এক শোফেয়ার দেহরক্ষী। সেই লোকটি, অস্কার যার নাম, আধ ঘণ্টা হলো সাইকেলে চেপে গাঁয়ে গিয়েছে টেলিফোন খারাপ হবার সংবাদটা দিয়ে আসবার জন্যে। মিলারকে এখন তাই কথাবার্তার মধ্যে ব্যস্ত রাখতেই হবে যতক্ষণ না অস্কার ফেরে।

মিলারের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো সাংবাদিক যুবকটির হাতে পিস্তল, সেটা সোজা তার পেটের দিকে উঁচিয়ে আছে। ভয় পেলো রশম্যান কিন্তু দাপট দেখিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

"আমারই বাড়িতে আমাকেই পিস্তল তুলে ভয় দেখাচ্ছো?"

"তাহলে পুলিস ডাকো," তাচ্ছিল্যের সুরে মিলার বলে। হাত দিয়ে ডেস্কের টেলিফোনটা দেখিয়ে দেয়। রশম্যান কিন্তু সেদিকে গেলোই না।

"দেখছি তুমি এখনো সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটো," মিলার মন্তব্য করে, "অর্থোপেডিক জুতোতে ঢাকা পড়েছে বটে, তবে সবটা নয়। পায়ের আঙুলগুলো হারিয়ে গেলো, রিমিনি শিবিরের অপারেশনে। অস্ট্রিয়ার মাঠে মাঠে ঘুরেই ফ্রস্টবাইট হয়েছিলো, নয়?"

রশম্যানের চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে উঠলো, কিন্তু কোন কথা বললো না।

"পুলিস যদি আসে তারা সহজেই তোমাকে সনাক্ত করে নেবে, হের ডিরেক্টর। একই রকম মুখ, বুকে বুলেটের ঘা বা বগলের নীচে ক্ষতচিহ্ন, কারণ তুমি সেখান থেকে নিশ্চয়ই ওয়াফেন এস এস-এর ব্লাডগ্রুপের উল্কি তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছিলে। ডাকবে নাকি পুলিস?"

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রশম্যানের। "কি চাও তুমি মিলার?"

"বোসো," রিপোর্টারবটি বলে, "টেবিলে নয়, হাতলওলা চেয়ারটায় যাতে তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি। হাত দুটোকে হাতলের ওপর রাখো। গুলি করবার মতো কোন অজুহাত দিও না আমায়, কারণ, বিশ্বাস করো গুলি করতে আমার বড্ডো ভালো লাগবে।"

হাতলওলা চেয়ারে বসলো রশম্যান। পিস্তলের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। টেবিলের প্রান্তে বসে রইলো মিলার তার দিকে চেয়ে। বললো, "আলাপ শুরু করা যাক তাহলে।"

"কি নিয়ে?"

"রিগা। আশি হাজার লোকের সম্বন্ধে—স্ত্রী পুরুষ শিশু—যাদের তুমি সেখানে জবাই করেছিলে।"

মিলার বন্দুক ব্যবহার করতে যাচ্ছে না দেখে রশম্যান আবার স্বস্তি ফিরে পেলো। মুখে রঙ ফিরে এলো তার। মিলারের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে বললো, "মিথ্যে কথা। রিগাতে কখনোই আশি হাজারের সমস্যার সমাধান হয়নি।"

"সত্তর হাজার তাহলে? ষাট? সত্যিই কি মনে করো নাকি যে সঠিক কতজনকে হত্যা করেছো তাতে কিছু এসে যায়?"

"সেটাই তো কথা,' রশম্যান বললো আন্তরিকভাবে, "কিছুই এসে যায় না তখনে, না তখন না এখন। দেখ হে, যুবক, আমি জানি না তুমি আমার পেছনে কেন এসেছো, তবে আন্দাজ করতে পারি। কেউ নিশ্চয়ই তোমার মাথায় ভাবালুতার প্রচুর বাষ্প ঢুকিয়েছে, যুদ্ধ-অপরাধ আর ওই সমস্ত নিয়ে। ওগুলো সব বাজে কথা। স্রেফ বাজে কথা। কত বয়স তোমার?"

"উনত্রিশ।"

"তাহলে মিলিটারি সার্ভিসের জন্যে আর্মিতে ছিলে নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ। যুদ্ধোত্তর আর্মির প্রথম জাতীয় সেবকদলে ছিলাম। দু বছর ইউনিফর্ম পরে কাটিয়েছি।

"তাহলে তো তুমি জানো আর্মি বস্তুটি কি। হুকুম যা দেওয়া হয়, তোমাকে সেটা পালন করতেই হবে। কোন প্রশ্নই নেই যে ভালো না মন্দ। আমিও হুকুম পালন করেছি মাত্র।"

"না," ধীরস্বরে মিলার বললো. "তুমি তো সৈনিক ছিলে না। তুমি ছিলে জল্লাদ। আরো সহজ করে বলতে গেলে কশাই, পাইকারিভাবে হত্যা করবার কশাই। কাজেই সৈন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা কোরো না।"

"বাজে কথা," রশম্যান আন্তরিককণ্ঠে আবার বললো, "একেবারেই বাজে কথা। আমরাও অন্যদের মতোন সৈন্যই ছিলাম। তাদের মতো আমরাও হুকুম পালন করতাম। তোমরা তরুণ জার্মানেরা সব সমান। কেউ বুঝতেও চাও না যে তখন কি অবস্থা ছিলো।"

"বেশ, বলো শুনি, কি অবস্থা ছিলো?"

কথাগুলো বলতে বলতে রশম্যান চেয়ার থেকে খানিকটা ঝুঁকে এগিয়ে এসেছিলো। এখন আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। বেশ আয়েসী ভঙ্গি, বিপদের আশু সম্ভাবনা তো কেটে গেছে।

"কি অবস্থা ছিলো? জগৎকে শাসন করবার মতো মানসিকতা। আমরা জার্মানরা তো জগৎকে শাসন করেও ছিলাম। ওরা যত আর্মি পারে সব আমাদের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে কিন্তু সবাই আমাদের

সামনে পর্যুদস্ত ছত্রখান হয়ে গেছে। বহু বছব ধবে ওবা আমাদেব দাবিয়ে বেখেছিলো, আমবা হতভাগা জার্মানিবা। কিন্তু আমবা ওদেব শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিলাম,—ওদেব সবাইকেই,—যে আমবা এক মহান জাত। তোমবা আজকালকাব ছেলেমেয়েবা বুঝতেও চাও না যে জার্মানি হবাব মধ্যে অহঙ্কাব কববাব কি আছে।

"অন্তরে একটা শিখা জ্বলে ওঠে। দামামাব আওয়াজ, বাদ্যেব বাজনা, পতপত কবে দুলছে নিশান, একটিমাত্র লোকেব পেছনে গোটা জাত এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীব শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমবা মার্চ কবে চলে যেতে পাবতাম। এবই নাম হলো মহান জাতীয়ত' বুঝলে যুবক যে জাতীয়তাব উপলব্ধি তোমবা কখনো কবোনি, কখনো কবতে পাববেও না। আব আমবা এস এস-এব লোকেবা ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, এখনো আমবা সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য এখন ওবা আমাদেব ধাওযা কবে বেড়ায প্রথমে মিত্রশক্তিবা, তাবপব বনেব এই ছিচকাঁদুনে বুড়ীগুলো। ওবা আমাদেব গুঁড়িযে দিতে চায। তাব কাবণ ওবা জার্মানীব মহত্ত্বকে ধ্বংস কবতে চায, আব সেই মহত্ত্বে আমবা দীক্ষিত ছিলাম, এখনো আছি।

"কয়েকটা শিবিবে কি ঘটেছিলো না ঘটেছিলো তাই নিয়ে কি নাচানাচি ওদেব, কত কথা, অথচ জগৎ যদি বুদ্ধিমান হতো তো কবেই সেই সামান্য ঘটনাগুলো ভুলে যেতো। ইউবোপকে ইহুদী নোংবামি থেকে মুক্ত কবতে বাধ্য হয়েছিলাম বলে কি বিকট কান্না তাদেব। অথচ এই ইহুদী নোংবামিব পঙ্কিলতা জার্মান জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে গিয়ে ঢুকেছিলো তাদেব সঙ্গে আমাদেবও কৃমি-কীট বানিয়ে বেখেছিলো। কাজেই মুক্তিব জন্যে তাদেব দু হাতে ধুয়ে সাফ কবতে আমবা বাধ্য হয়েছিলাম। জার্মানি জাত বক্তে এবং আদর্শে খাঁটি জগৎকে শাসন কবা ছিলো তাদেব মৌল অধিকাব, আমাদেব মৌল অধিকাব। অতএব সেই জার্মান জাত এবং তাদেব পিতৃভূমি জার্মানীকে আবো উন্নতব কবে তোলাব যে মহান প্রচেষ্টা তাতে ইহুদী নিষ্কাশন তো ছিলো এক নেহাত ক্ষুদ্র পার্শ্বভূমিকা। মিলাব, জগতে আমবা সত্যিই শ্রেষ্ঠ হতাম যদি না ওই নাবকীয ব্রিটিশ কীটগুলো এবং চিবমূর্খ আমেবিকানবা তাদেব হঁদা নাক না গলাতো। ভুলে যেও না, আমাব বিরুদ্ধে যত ইতিহাসই ছুঁড়ে দাও না তুমি তুমি এব আমি একই দলেব। একটা প্রজন্মেব ফাবাক থাকলেও তুমি এবং আমি দুজনেই জার্মান। এবং আমবা জার্মানবা হচ্ছি পৃথিবীব মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ জাত। আমাদেব একদা যে মহত্ত্ব ছিলো এবং কোন না কোন দিন যা আবাব হবে, সেই সব গুণেব বিশ্লেষণ কবতে বসে কি কতকগুলো হতচ্ছাড়া ইহুদী ভাগ্যে কি ঘটেছিলো সেইটাই তোমাব বিচাবেব সবচেযে বড় হযে উঠবে। বুঝতে পাবছো না বিপথচালিত মূর্খ আমবা একই দিকে তুমি এবং আমি, একই দলে আমবা একই জাতি, একই ভাগ।

পিস্তল তাব দিকে উঁচিয়ে আছে জেনেও চেযাব ছেড়ে উঠে বশমান টেবিল এব জানলাব মাঝামাঝি জাযগাটুক পাযচাবি কবে বেড়ায

আমাদেব মহত্ত্বেব নিদর্শন চাও তুমি? তাকিয়ে দেখো আজ জার্মানীব দিকে ১৯৪৫ এ আমবা বেণু বেণু হযে উড়িয়ে গিয়েছিলাম আমাদেব কাঁধেব ওপব তখন পবদেশ থেকে কতগুলো বর্বব আব পশ্চিম থেকে কতগুলো আহাম্মক। আব আজও জার্মানী আবাব উঠছে, ধীবে ধীবে হলেও নিশ্চিতভাবে যতটুক নিযমানুবর্তিতা দেশেব পক্ষে অবশ্যক তা দিতে না পাবলেও, প্রতি

বছর আমাদের শিল্প এবং আর্থিক ক্ষমতাও আমরা বাড়িয়েই তুলছি। কোন সন্দেহ নেই তাতে। সামরিক প্রভাব আমরা একদিন ফিরে পাবো। যেদিন ১৯৪৫-এর মিত্রশক্তির প্রভাব আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবো। আবার আমরা তেমনিই শক্তিধব হবো। সময় লাগবে বটে, নতুন নেতারও প্রয়োজন হবে, তবে আদর্শ থাকবে সেই একই,—সেই চিবায়ত এবং সেই দিব্যদ্যুতি...হ্যাঁ, আবার তা আসবে।

"আর জানো কি করে তা সম্ভব হবে? আমি বলছি শোনো। নিয়মনিষ্ঠা এবং ব্যবস্থাপনা। কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, যত কঠোর তত ভালো। আর ব্যবস্থাপনা...উচ্চ সদ্‌গুণ আছে জার্মানচরিত্রে, সাহস তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয়। ব্যবস্থা করতে যে আমরা সুদক্ষ তার অগুণতি প্রমাণ আছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখো, কি দেখছো? এই বাড়ি, এই এস্টেট, রূঢ় অঞ্চলে এই কারখানা খনি এবং অযুত-নিযুত এই ধরনের বৈভব, দিনের পব দিন তারা শক্তি এবং ক্ষমতা উদ্‌গীরণ করে চলেছে। চক্রের প্রতিটি ঘর্ষণে তিল-তিল শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে যা আবার জার্মানীকে ক্ষমতাবান করে তুলবে।"

"আর কারা এইসব করে তুলেছে তুমি ভাবো? হতচ্ছাড়া ইহুদীগুলোর ওপর সহানুভূতি দেখিয়ে যারা বক্তৃতা মারছে তারা? যেসব কাপুরুষ দেশদ্রোহী সৎ দেশপ্রেমিক জার্মান সৈনিকদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে তারা? না, আমরা করেছি, আমরাই জার্মানীতে সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছি, সেই লোকগুলোই যারা বিশ-ত্রিশ বছর আগে দেশে ছিলো।"

জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে মিলারের দিকে চাইলো, চোখগুলো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে ওঠে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে রাখা ভারি লোহার শিকটা কত দূরে আছে সে হিসাবও করে নিলো চোখ দিয়ে। মিলার তার চোখের সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করে দেখলো।

"আর এখন জার্মান যুবসমাজের প্রতিনিধি হয়ে তুমি কিনা এসেছো একটা বন্দুক বাগিয়ে আমার কাছে? তোমার নিজের দেশ জার্মানী, তোমার নিজের জাত জার্মান জাত, তাদের সম্বন্ধে কোন আদর্শ নেই তোমার, কোন কর্তব্য না? তুমি হয়তো ভাবছো আমাকে ধরতে এসে তুমি লোকের ইচ্ছাপূরণ করছো? সত্যিই কি তাই, জার্মানীর লোক কি তাই চায়?"

মিলার মাথা নাড়ে। "আমি তা ভাবি না।"

"তবে? পুলিশ ডেকে যদি আমাকে ধরিয়েও দাও তারা হয়তো একটা বিচারের অনুষ্ঠান করবে। 'হয়তো' বলছি এই কারণে যে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নই। করলেও এতদিন পরে বিচার, সাক্ষীসাবুদ কোথায় চলে গেছে, মরেও গেছে অনেকে। অতএব লক্ষ্মীছেলেব মতো পিস্তলটা নামিয়ে রেখে বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে সত্য ইতিহাস পড়ো সেইসব দিনের। দেখবে জার্মানীর তৎকালীন মহত্ত্ব এবং আজকের সচ্ছলতার কারণ— আমার মতো দেশহিতৈষী জার্মানেরা।"

মিলাব চুপচাপ বসে বসে প্রচণ্ড বক্তৃতা শুনছিলো। লোকটার ওপব বিতৃষ্ণা ক্রমে বেড়ে উঠেছে, হতভম্ব হয়ে গেছে যে তাকে সেই পুরনো আদর্শবাদের পাঠ দিচ্ছে! উত্তরে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলো, পরিচিত সাধারণ জার্মান মানুষদের কথা, যাদের কখনোই লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করে মহান হবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোঝে না বা চায়ও না। কিন্তু কথাগুলো তাব মুখ দিয়ে বেরুলো না। দরকারের সময় সেগুলো আসেও না সাধারণত। তাই সে শুধু চুপচাপ বসে শুনে গিয়েছিলো।

রশম্যানের কথা শেষ হবার পর কয়েক মিনিট স্তব্ধতা কাটিয়ে মিলার বললো, 'টউবের নামে কাউকে চেনো?''

''কে?''

''সলোমন টউবের। সেও জার্মান ছিলো, তবে ইহুদী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লোকটা রিগাতে ছিলো।''

কাঁধ ঝাঁকালো রশম্যান। ''মনে পড়ছে না, কতদিনের কথা। কে সে?''

''বসে পড়ো,'' মিলার বললো, ''আর এবার থেকে বসেই থাকবে, নড়াচড়া নয়।''

অধীরভাবে কাঁধ দুলিয়ে চেয়ারে এসে বসলো রশম্যান। মিলার যে গুলি করবে না সে বিষয়ে এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে। তার সমস্যা এখন শুধু কি করে মিলারকে ফাঁদে ফেলা যায়। কোন অখ্যাত ইহুদী বৃত্তান্ত নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না সে।

''গত বছর ২২শে নভেম্বর তারিখে হাম্বুর্গে টউবের মারা গেছে। গ্যাসে আত্মহত্যা করেছিলো সে। শুনছো কি, কি বলছি?''

''হ্যাঁ, শুনতে যখন হবেই।''

''ও একটা ডায়রি রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে তার নিজের কাহিনী; তুমি এবং অন্যেরা কি কি করেছিলে তাদের ওপর, রিগাতে এবং অন্যান্য জায়গায়। মুখ্যত রিগাতে। তবে জীবিত অবস্থায় আসতে পেরে ছিলো সে। হাম্বুর্গে ফিরে আঠারো বছর সেখানে বাস করেছিলো। মরলো তার কারণ সে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলো যে তুমি বেঁচে আছো আর তোমার কোনদিন বিচার হবে না। সেই ডায়রি আমার হাতে এসেছিলো এবং সেই থেকেই তোমার অন্বেষণ শুরু করেছিলাম। আর আজকে আমি তোমার নতুন নামে তোমাকে পেয়েছি।''

''মৃত ব্যক্তির ডায়রির কোন সাক্ষ্যমূল্য নেই,'' রশম্যান গর্জে ওঠে।

''কোর্টে না থাকলেও আমার কাছে আছে।''

''সত্যিই কি তুমি এসেছো একটা মৃত ইহুদীর ডায়রি নিয়ে আমার সঙ্গে বিরোধিতা করতে?''

''না, তা নয়। একটা পৃষ্ঠা আছে সেই ডায়রিতে, আমি চাই তুমি সেটা পড়ো।''

ডায়রির একটা পৃষ্ঠা খুলে ছুঁড়ে দিলো রশম্যানের কোলে।

''তুলে নাও,'' গম্ভীর আদেশ দিলো মিলার, ''পড়ো—জোরে জোরে।''

রশম্যান পৃষ্ঠাটি খুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। এটা ডায়রির সেই অংশ যেখানে টউবের বর্ণনা দিয়েছে কি করে রশম্যান একজন অজ্ঞাতনামা জার্মান আর্মি অফিসারকে হত্যা করেছিলো; অফিসারটি বুকে শোভা পাচ্ছিলো ওক্‌পাতার গুচ্ছসমেত নাইট্'স্ ক্রশ।

পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত পড়ে রশম্যান চোখ তুলে তাকালো। বুঝতে পারে না যেন কি ব্যাপার, হতবুদ্ধি ভাব। জিজ্ঞাসা করে, ''তাতে কি? লোকটা আমাকে মেরেছিলো। আদেশ লঙ্ঘন করেছিলো সে। ওই জাহাজ চালনা করবার অধিকার আমার ওপর ছিলো, বন্দীদের নিয়ে আসবার জন্যে।''

একটা ফটো রশম্যানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো মিলার। ''এই লোকটাকে হত্যা করেছিলে?''

''কি করে বলবো? কুড়ি বছর আগের কথা।''

মিলারের মুখে ধীরে ধীরে সঙ্কল্পের দৃঢ় আভাস ফুটে উঠলো। পিস্তলের হ্যামার পেছনদিকে ঠেলে দিয়ে নলটাকে রশম্যানের মুখের ওপর উঁচিয়ে ধরলো।

"এই লোকটাই কি?"

"উনি আমার বাবা," মিলার বললো।

রশম্যানের মুখ থেকে সব রঙ মুছে গেলো। মুখটা ঝুলে পড়লো। চোখের সামনে শুধু দু ফুট দূরে একটা উদ্যত পিস্তলের নল, আর তার পেছনে একটা দৃঢ় হাত।

"হায় ভগবান," অস্ফুট সুরে বললো, 'ইহুদীদের জন্যে তাহলে তুমি আসোনি।"

"না, তাদের জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু অতটা দুঃখিত নই।"

"কিন্তু তুমি কি করে জানতে পারলে? ওই ডায়রি থেকে কি করে জানলে যে ওই লোকটা তোমার বাবা? আমি কোনদিন তার নাম জানতে পারিনি, যে ইহুদীটা এই ডায়রি লিখেছে সেও জানতো না, তুমি কি করে জানলে?"

"আমার বাবা ১৯৪৪-এর ১১ই অক্টোবর অস্টল্যাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন," মিলার বললো. "দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে শুধু এইটুকুই আমি জানতাম। তারপর আমি ডায়রিটা পড়ি। সেই একই জায়গা, একই তারিখ, দুজনের একই র‍্যাঙ্ক। তাছাড়া দুজনের বুকেই রয়েছে ওক্‌পাতার গুচ্ছওলা নাইট্'স্ ক্রশ, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্যে সর্ব্বোচ্চ পদক। তেমন কিছু বেশী লোককে তো এই পদক দেওয়া হয়নি, আর্মি ক্যাপ্টেনদের মধ্যে তো সামান্যই। কাজেই একই দিনে একই অঞ্চলে দুজন এরকম লোকের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা লাখে একটা।"

রশম্যান বুঝলো তর্ক করে লাভ নেই। তাকিয়েই রইলো পিস্তলের দিকে, তাকিয়েই রইলো যেন সম্মোহিত।

"তুমি আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছো। কোরো না, ঠাণ্ডা মাথায় এরকম হত্যা তুমি কোরো না।...প্লিজ, মিলার, আমি মরতে চাই না!"

মিলার সামনে ঝুঁকে পড়ে ব[illegible]তে শুরু করলো ঃ

"শোন্, দুর্গন্ধওলা কুত্তার বিষ্ঠা কাঁহিকা! তোর বক্তৃতা শুনে আমার গা গুলোচ্ছিলো। এখন তুই শোন্ যতক্ষণে না আমি মনস্থির করি [illegible] তুই এখানে মরবি, না জীবনের বাকি দিনগুলো জেলে পচবি। শোন্...সাহস করে তো খুব বলছিলি যে তোরা সব স্বদেশহিতৈষী জার্মান। বাগাড়ম্বরের অভাব নেই তোদের। আমি বলছি তোরা কি। ড্রেনের পোকা তোরা, নালী থেকে উঠে দেশের ক্ষমতার আসনে বসেছিলি। বারো বছর ধরে তোদের নোংরামি এমন করে দেশের মুখে মাখিয়েছিস যা ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

"তোরা যা করেছিলি তাতে সভ্যজগৎ শি[illegible]রে উঠেছিলো, আর আমাদের দিয়ে গেছিস সেই জঘন্য অপরাধের লজ্জাভার, সারা জীবন আমাদের তা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। জীবনভর তোরা জার্মানীর ওপর থুথু ছিটিয়েছিস। তোদের মতো বেজন্মারা জার্মানীর আর জার্মান জনগণকে শুষে শুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে যতদিন রস ছিলো। তারপর যখন আর শোষা গেলো না, দিন থাকতে থাকতে কেটে পড়লি। এত নীচে আমাদের নিয়ে এসেছিলি যে বিশ্বাস করা যায় না। সাহস

কোথায় ছিলো তোদের? তোদের মতো কাপুরুষ জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ায় আর কখনো জন্মায়নি। নিজেদের লাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা বাধায় খুন করেছিস শক্তির লালসায়। আর তারপর পালিয়ে এলি ল্যাজ গুটিয়ে; আর্মির লোকদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিস, গুলি করেছিস যাতে তারা যুদ্ধ চালিয়েই যায়, আর তোরা পালাতে পারিস। আর তারপর ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব আমার।

'ইহুদী এবং অন্যদের ওপর যা করেছিলি তা যদি বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায়ও, তবু কেউ ভুলবে না কি করে তোরা কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়ে গর্তে সিঁধিয়েছিলি। দেশপ্রেমের কথা বলছিলি না, মানে জানিস তার? আর কামেরাড বলে ডাকছিস, আস্পর্ধা তোদের কম নয়।

''আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি জার্মান যুবসমাজের হয়ে, যাদের তোরা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিস। আমাদের আজ যে সচ্ছলতা এসেছে দেশে তাতে তোদের কোন হাত নেই। যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক দিনভর খাটনি খাটে, জীবনে যারা কাউকে কোনদিন হত্যা করেনি, তাদেরই পরিশ্রমের ফসল এটা। কিন্তু তোদের মতো খুনে বদমাশ যারা এখনো সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে যদি সচ্ছলতার কমতি হয়ে যায় কোথাও একটু, পরোয়া নেই, তোদের আমরা উচ্ছেদ করবোই।...এবং প্রসঙ্গত তোমার অস্তিত্বও আর বেশীক্ষণ নেই।''

''আমাকে মেরে ফেলবে?'' বিড়বিড় করে ওঠে রশম্যান।

''না।''

পেছনদিকে গিয়ে টেলিফোন টেনে আনে। দৃষ্টি এবং পিস্তল দুটোই রশম্যানের ওপর। ডায়াল ঘুরিয়ে বলে, ''লুডউইগসবুর্গে জনৈক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।'' রিসিভার কানে তুলে নেয়। নীরব সেটা।

আবার ক্র্যাডল তুলে কানে লাগায়। কোন ডায়াল-টোন নেই।

''তার কেটে দিয়েছো?''

রশম্যান মাথা নাড়ে।

''যদি কানেকশন কেটে দিয়ে থাকো তো এখানেই আমি তোমাকে খুঁচিয়ে মারবো।''

''না, কাটিনি, সকাল থেকে ফোন ছুঁই-ই নি, বিশ্বাস করো।''

ওক্‌গাছের ভূপাতিত শাখাটি আর মাটিতে পড়ে-থাকা টেলিগ্রাফ খাম্বার কথা মনে পড়লো মিলারের। মৃদু সুরে খিস্তি করে ওঠে। ঈষৎ হাসলো রশম্যান। ''লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে। গ্রামে যেতে হবে তোমাকে। তাহলে কি করতে যাচ্ছো এখন?''

''একটা বুলেট বিঁধিয়ে দিতে যাচ্ছি তোমার শরীরে যদি না আমার কথা শোনো।'' গর্জে উঠলো মিলার। পকেট থেকে হাতকড়াটা বের করে; আগে ভেবে রেখেছিলো ওটা দিয়ে দেহরক্ষীর বন্দোবস্ত করবে।

ছুঁড়ে দিলো সেটা রশম্যানের দিকে।

''অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাও।''

ঠিক ওর পেছনে পেছনে অনুসরণ করে মিলারও এলো।

''কি করতে যাচ্ছো?''

"অগ্নিকুণ্ডের সঙ্গে তোমাকে বেঁধে গ্রামে গিয়ে ফোন করবো।"

অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে পেটা লোহার বাঁকানো বাঁকানো কারুকাজ দেখতে থাকে মিলার। ঠিক তক্ষুণি হাতকড়াটাকে পায়ের কাছে ফেলে দেয় রশম্যান। এস.এস. পুঙ্গব সেটা তুলে নেবার জন্যে নীচু হলো, হয়েই চট করে লোহার একটা শলাকা তুলে মিলারের হাঁটু লক্ষ্য করে মারল ছুঁড়ে। মিলার ঠিক সময়মত সরে গেলো। শলাকাটি সাঁৎ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো. রশম্যানও টাল রাখতে গিয়ে একপাশ ঝুঁকে পড়লো। দু পা সামনে এসে মিলার সঙ্গে সঙ্গে রশম্যানের নুয়ে পড়া মাথায় ধাঁ করে পিস্তলের কুঁদো দিয়ে মারলো এক ঘা। পিছিয়ে গিয়ে বললো, "আরেকবার চেষ্টা করে দেখো, সোজা গুলি করবো।"

খাড়া হয়ে দাঁড়ালো রশম্যান। মাথার আঘাতের চোটটা সামলাতে চোখ মুখ কুঁচকে ওঠে তার।

"ডান কবজিতে একটা কড়া আটকে নাও," মিলার হুকুম ঝাড়ে। রশম্যান ঠিক তা পালন করে। "তোমার সামনে ওই যে লোহার আঙুরলতা, দেখতে পাচ্ছো? মাথা-সমান উঁচুতে। ওখানে একটা মোটা শাখা এসে লোহার পাতে আটকেছে, ওর সঙ্গে দ্বিতীয় কড়াটা লাগিয়ে দাও।"

টক করে দ্বিতীয় আঁকশি লেগে গেলো। কাছে গিয়ে মিলার তখন খোঁচাবার আঁকড়া, শলাকা সমস্ত লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয় যাতে রশম্যান সেগুলো হাতে না পায়। রশম্যানের জ্যাকেটের ওপর বন্দুকটা ধরে তার দেহ তল্লাসি করলো। আশপাশ থেকে ছোটখাটো জিনিসগুলোও সরিয়ে ফেললো যাতে ছুঁড়েটুঁড়ে জানলা না ভাঙে রশম্যান।

গাড়িপথ বেয়ে ঠিক তক্ষুনি অস্কার নামে একটি লোক সাইকেলে জোরে জোরে প্যাডেল করতে করতে আসছিলো। ফোনে লাইন অকেজো হয়ে যাবার সংবাদ দিয়ে এসেছে সে। জাগুয়ারটাকে দেখে পলকের জন্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কারো তো আসবার কথা ছিলো না।

বাড়ির দেওয়ালের গায়ে সাইকেল দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো। হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পড়ার ঘরের আস্তর দেওয়া দরজা ভেদ করে কোন শব্দই আসে না। ভেতরের লোকেরাও তার উপস্থিতি টের পায় না।

মিলার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। বেশ তৃপ্ত সে এখন। রশম্যান অক্ষম ক্রোধে ফুঁসছে। তার দিকে তাকিয়ে বললো, "প্রসঙ্গত একটা সংবাদ তোমাকে জানিয়ে রাখি। আমাকে যদি তখন কোনক্রমে আহত করতেও, তাহলেও কোন লাভ ছিলো না তোমার। এখন এগারোটা বাজে; বারোটার মধ্যে আমি যদি কোন একটা জায়গায় না ফিরি বা টেলিফোন না করি তবে আমার দোসরকে বলে এসেছি, তোমার সম্বন্ধে পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ নথিটা ডাকবাক্সে ফেলে দেবে। কর্তৃপক্ষের ঠিকানাও লিখে রেখে এসেছি খামের ওপর। আমি এখন গ্রামে যাচ্ছি ফোন করতে বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। তুমি কোনমতেই বিশ মিনিটে ছাড়া পেতে পারো না, হ্যাক্‌শ দিয়ে ঘষলেও না। আমি ফিরে আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিস চলে আসবে।"

মিলার যতক্ষণ কথা বলে যায় রশম্যানের মনে আশার আলো দপদপিয়ে ওঠে, যেন নেভার আগে প্রদীপের অন্তিম প্রচেষ্টা। জানতো একটি মাত্রই সুযোগ আছে অস্কার যদি ফিরে এসে মিলারকে

জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করতে পারে, তাহলে গ্রামের কোথা থেকেও জোর করে ওকে দিয়ে টেলিফোন করানো যাবে, দলিলগুলো তাহলে ডাকবাক্সে যাবে না আর। মাথার ওদিকে ম্যান্টেলপিসের ঘড়িতে চোখ রাখলো। দশটা বেজে এখন চল্লিশ।

ঘরের অন্যপাশে গিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেই দেখে চোখের সামনে গোল-গলা সোয়েটার গায়ে ওর চেয়েও লম্বা একজন মানুষ। অগ্নিকুণ্ডের ধার থেকে রশম্যান মুহূর্তে অস্কারকে চিনতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, "ধরো ওকে।"

ঘরের মধ্যে দু পা পিছিয়ে এসে মিলার বন্দুকটাকে তাগ করতে যায়। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেলো। অস্কারের একটা বাঁ-হাতি মার ততক্ষণে পেছন থেকে সবেগে এসে ওর হাত থেকে পিস্তলটাকে ছিটকিয়ে মেঝের ওধারে ফেলে দিয়েছে। অস্কার শুনেছিলো যে ওর মনিব চিৎকার করে বলছে, 'মারো ওকে!' তাই একই সঙ্গে ওর ডান হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে মিলারের চোয়ালে লাগলো। একশো সত্তর পাউণ্ড ওজন সত্ত্বেও রিপোর্টারটি সেই ঘুষিতে ভারসাম্য হারিয়ে অনেকটা পেছনে গিয়ে ধরাশায়ী হলো। পড়তে পড়তে পা দুটো নীচু মতোন একটা কাগজ রাখবার তাকে আটকে যেতেই মাথাটা গিয়ে কাঠের আলমারির একটা কোণে ধাক্কা খেলো। ন্যাকড়ার পুতুলের মতো গড়িয়ে পড়লো সে মেঝের কার্পেটের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। চোখ চেয়ে চেয়ে দুজনে শুধু দেখে। অস্কার দেখলো যে তার মনিব অগ্নিকুণ্ডের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা আর রশম্যান দেখলো মিলারের অনড় দেহ পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, মাথার পেছন থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই রশম্যান চেঁচায়, "এই উজবুক!"

অস্কার হতভম্ব। আবার শুনলো মনিব চেঁচাচ্ছে, "এদিকে আয়।"

বিশাল দানবটা হেলতে দুলতে এসে ঘরের এপাশে দাঁড়ালো। রশম্যান খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বলে, "আমাকে এই হাতকড়া থেকে খুলে দেবার চেষ্টা কর্। আগুনের লোহাগুলো কাজে লাগা।"

কিন্তু অগ্নিকুণ্ডটা সেই যুগের তৈরি যখন কারিগরেরা জিনিস বানাতো টিকবে বলে। অস্কারের চেষ্টার ফলে শুধু একটা লোহার শলা তেবড়ে গেলো আর সাঁড়াশিজোড়া গেলো বেঁকে।

ব্যাপার দেখে রশম্যান বললো, "ওকে নিয়ে আয় তো এখানে।" অস্কার মিলারের দেহটাকে তুলে ধরতে রশম্যান তার চোখের পাতা টেনে নাড়ি দেখে বললো, "এখনো জান আছে, তবে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। ডাক্তার যদি দেখানো যায় তাহলে অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খানিকটা সেরে উঠবে। একটা পেনসিল আর কাগজ নিয়ে আয় তো।"

বাঁ হাত দিয়ে কাগজটায় দুটো ফোন নম্বর লিখলো। সিঁড়ির তলা থেকে অস্কার একটা হ্যাক্‌শ নিয়ে এসে রশম্যানকে দিয়েছে। রশম্যান তার হাতে কাগজটা দিয়ে বললো, "যত তাড়াতাড়ি পারিস গাঁয়ে যা। ন্যুরেমবার্গের এই নম্বরে টেলিফোন করে যা যা ঘটেছে সব বলবি। আর স্থানীয় এই নম্বরটায় টেলিফোন করে ডাক্তারকে বলবি এক্ষুনি আসতে। বুঝলি? বলবি এমার্জেন্সি। যা এখন, তাড়াতাড়ি যাবি।"

অস্কার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। রশম্যান ঘড়ি দেখলো—দশটা পঞ্চাশ। যদি এগারোটার

মধ্যে অস্কার গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে পারে, ডাক্তারকে নিয়ে আসতে আসতে অন্তত সোয়া এগারোটা বাজবে, তাহলেও মিলারকে ঠিক সময়মতো হয়তো জাগিয়ে তোলা যাবে যাতে তাকে দিয়ে ফোন করিয়ে সহযোগীকে বারণ করা যায়। অবশ্য বন্দুক উঁচিয়েই ডাক্তারকে দিয়ে কাজ নিতে হবে। সময় একবারেই টায়েটুয়ে। খুব দ্রুতহাতে বশম্যান হ্যাক্শ চালাতে থাকলো তার হাতকড়ির ওপর।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অস্কার তার সাইকেলটাকে এক ঝটাকায় তুলে নিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। জাগুয়ার গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে। জানলা দিয়ে দেখে ইগনিশনে চাবি ঝুলছে। মনিব বলেছে তাড়াতাড়ি করতে। অতএব সাইকেল ছেড়ে সে গাড়িতে গিয়ে বসলো। নিমেষে স্টার্ট তুলে কাঁকরের ওপর দিয়ে মস্ত বৃত্ত এঁকে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে স্পোর্টস কারটাকে সাঁ করে নিয়ে চললো। থার্ড গীয়ারে তুলে যত বেগে সম্ভব পিচ্ছল রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালালো। চোখের পলকে রাস্তায় পড়ে থাকা টেলিগ্রাফ থামটার সঙ্গে গাড়ির লাগলো ধাক্কা।

হাতকড়ার শিকলটুকুতে করাত ঘষছিলো বশম্যান, হঠাৎ শুনতে পেলো, বিস্ফোরণের ভীষণ আওয়াজ উঠলো পাইন বনে। একটা দিকে হেলে ঘাড় উঁচু করে গবাক্ষের ভেতর দিয়ে দেখলো যে বনের ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আকাশে ছড়াচ্ছে। গাড়িপথ বা গাড়িটা তার দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও বুঝতে দেরি হলো না যে গাড়িটা গেছে। মনে পড়লো, তাকে জানানো হয়েছিলো যে মিলারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অথচ মিলার এখানে মেঝের ওপরে পড়ে . তার দেহরক্ষী নিশ্চয়ই মারা গেছে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, আশার কোন আলো নেই। অগ্নিকুণ্ডের ঠাণ্ডা লৌহময় কারুকাজে মাথাটাকে চেপে দু চোখ বন্ধ করলো।

কয়েকবার নিঃশব্দে শুধু আওড়ালো, "তাহলে এই শেষ!" কয়েক মিনিট পরে আবার করাত চালাতে আরম্ভ করলো।...সৈন্যবাহিনীর জন্যে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের ইস্পাত দু টুকরো হয়ে আলগা হয়ে পড়তে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লাগলো। হ্যাক্শয়ের দাঁতগুলো এখন একে বারেই ভোঁতা হয়ে গেছে। মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, ডান কবজিতে শুধু একটা কড়া আটকানো। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো।

হাতে সময় থাকলে নিশ্চয়ই মেঝেয় পড়ে থাকা দেহটাকে সজোরে লাথি কষিয়ে যেতো, কিন্তু সময় একেবারেই ছিলো না। দেওয়াল-সিন্দুক থেকে পাসপোর্ট আর মোটা কয়েক তাড়া উচ্চমূল্যের নোট নিয়ে হাতব্যাগে কিছু কাপড়চোপড় ভরে সাইকেলে রওনা দিলো। কুড়ি মিনিট পরে জাগুয়ারের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো যে মৃতদেহটি তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে তখনো। দু পাশে কিছু পাইন গাছ গেছে, ডালও ভেঙে পড়েছে।

গ্রামে পৌঁছে ট্যাক্সি নিলো; গন্তব্য ফ্রাঙ্কফুর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফ্লাইট ইনফরমেসনসের জানলায় এসে শুধায়ঃ

"ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আর্জেন্টিনা যাবার ফ্লাইট আছে? না থাকলে . "

আঠারো

ম্যাকেনসেনের মার্সিডিজ যখন এস্টেটের চৌহদ্দির ভেতরে এসে ঢুকলো তখন একটা বেজে দশ মিনিট। বাড়িটার উদ্দেশে যেতে গিয়ে অর্ধেক রাস্তায় এসে দেখলো পথ বন্ধ। জাগুয়ারখানার চাকাগুলো তখনো কাত হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, যদিও গাড়িটা একেবারে টুকরো টুকরো। সামনের আর পেছনের চেহারা দেখলে বস্তুটা যে একটা গাড়ি ছিলো তা বোঝা যায়, চ্যাসিসের ইস্পাতদৃঢ় গার্ডারগুলো তখনো প্রান্ত দুটোকে একসঙ্গে আটকে রেখেছে। কিন্তু মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মাঝের পুরো অংশ নিখোঁজ। সারা জায়গাটা জুড়ে সেগুলো হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে। গাড়িটার দুর্দশা দেখে ম্যাকেনসেনের মুখে কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কুড়ি ফুট দূরে মাটির ওপরে পোড়া জামাকাপড়ের একটা স্তূপ পড়েছিলো। সেইদিকে এগিয়ে গেলো ম্যাকেনসেন। লাশটার আকার দেখে ওর কেমন সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলো। তারপরেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে চললো বাড়িটার দিকে। মার্সিডিজ ওখানেই রইলো পড়ে।

সদব দরজায় ঘণ্টি না বাজিয়ে হাতল ধরে দিলো টান। সহজেই খুলে গেলো সেটা। হলঘরের মাঝে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত শুধুই নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়; যেন ও একটা শ্বাপদজন্তু, জলাশয়ে জল খেতে এসে বিপদের গন্ধ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। কোন শব্দ নেই কোথাও। বাঁ বগলের নীচ থেকে লম্বা নলেব লুগাব পিস্তলটাকে বের করে নিয়ে তার সেফটিক্যাচ খুলে, হল থেকে অন্দরে যাবার দবজাটা খুললো।

প্রথম ঘরটা খাবাব, তাব পরেরটা পড়ার। আধখোলা দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নজবে পড়লো যে মেঝেব ওপরে একটা মনুষ্যদেহ। নড়লো না কিন্তু সেইদিকে। জানে এই এক ধরনেব কৌশল, টোপ সেজে একজন পড়ে থাকে আর দ্বিতীয়জন লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। দবজা জোড়ের ফাঁক দিয়ে ভালো করে ম্যাকেনসেন লক্ষ্য করে দেখলো কেউ নেই। ঢুকলো ভেতরে।

মিলার চিৎ হয়ে পড়ে ছিলো। মাথাটা একদিকে হেলে আছে। কয়েক মুহূর্ত তার ফ্যাকাশে সাদা মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে ম্যাকেনসেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে তাব শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ নেবার চেষ্টা করে। অনিয়মিত ক্ষীণ নিঃশ্বাস। মাথার পেছনে জমে থাকা চাপ-চাপ রক্ত, কার্পেটে রক্তেব দাগ,---ম্যাকেনসেন আন্দাজ করে নেয় ব্যাপারটা কি ঘটেছিলো।

দশ মিনিট ধরে বাড়িটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো সে। দেখলো যে শোবার ঘরেব ড্রয়াবগুলো খোলা, স্নানঘব থেকে দাড়ি কামানোব সরঞ্জামও উধাও। পড়ার ঘরে ফিরে এসে দেখে যে দেওয়াল-সিন্দুকেব গহ্বরটা শূন্য...টেবিলে বসে ফোন তুলে নিলো। কয়েক মুহূর্ত ধরে কানে চেপে রেখে চাপা খিস্তি করে উঠলো। সিঁড়ির নীচ থেকে যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুঁজে নিতে কোন অসুবিধাই হলো না। যা যা দরকার সেগুলো নিয়ে মিলারেব ওপর আরেকবাব নজব বুলিয়ে খোলা জানলা টপকে নীচে নেমে গেলো। প্রায ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো তার টেলিফোনের তারেব ছেঁড়া প্রান্তদুটোকে

আবিষ্কার করতে। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে সেগুলোকে টেনে বার করে জোড়া লাগালো। নিজের হাতের কাজটুকু পরখ করে নিয়ে যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন আবার গাড়িপথ ধরে হেঁটে হেঁটে বাড়িটাতে ফিরে এলো। ডেস্কের কাছে এসে টেলিফোন তুললো। ডায়ালটোন পেলো একবারে। ন্যুরেমবার্গের নম্বর ঘোরালো তখন।

ভেবেছিলো ওয়েরউলফ বোধহয় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু ফোনের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যেন বিশেষ কোন আগ্রহই নেই তার। জঙ্গী সার্জেন্টের কায়দায় যা যা দেখেছে সব জানিয়ে দিলো—ধসে-যাওয়া গাড়ি, দেহরক্ষীর লাশ, কার্পেটে পড়ে থাকা ভোঁতা হ্যাক্‌শ, মেঝেতে অচেতন মিলার। বাড়ির মালিক যে নিরুদ্দেশ সে খবরও জানালো।

"বেশী কিছু নিয়ে যাননি তিনি, স্যার। রাত কাটাবার জন্যে কিছু জিনিসপত্র, আর খোলা সিন্দুক থেকে হয়তো কিছু টাকা।...আমি সাফসুফ করে রাখতে পারি সব, যদি চান তো ফিরে আসতে পারেন।"

"না, ফিরবেন না তিনি," ওয়েরউলফ জানায়, "তুমি ফোন করবার আগে মুহূর্তেই তো আমি তাঁর টেলিফোন রেখে দিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দর থেকে ফোন করেছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে মাদ্রিদের ফ্লাইট ধরছেন। সেখান থেকে আজ সন্ধ্যাতেই বুয়েনস আযার্স .."

"কিন্তু তার দরকার কি?" ম্যাকেনসেন আপত্তি করে ওঠে, "মিলারকে আমি কথা বলতে বাধ্য করাবো, জেনে নেবো কাগজগুলো কোথায়। গাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তো কোন ব্রিফকেস নেই, ওর কাছেও না। শুধু মেঝেতে একটা ডায়রি মতন পড়ে আছে। বাকি কাগজগুলো নিশ্চয়ই কাছেভিতে কোথায় রেখে এসেছে।"

"না, বহু দূরে," ওয়েরউলফ বলে, "কোন একটা ডাকবাক্সের ভেতরে।"

ক্লান্ত বিষণ্ন সুরে ওয়েরউলফ ওকে জানিয়ে দেয় মিলার জালিয়াতটার কাছ থেকে কি জিনিস চুরি করেছিলো, আর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফোন করে রশম্যান তাকে কি বলেছে। "ওই কাগজগুলো কাল সকালের মধ্যেই বা বড়জোড় মঙ্গলবার নাগাদ কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পৌঁছবে। তার পর থেকে ওই তালিকায় যাদের নাম আছে তারা সকলেই যে-কোন মুহূর্তে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে পারে। ওর মধ্যে আছে, তুমি এখন যে বাড়ি থেকে কথা বলছো তার মালিক রশম্যানের নাম, আমার নাম এবং আরো অনেকের নাম। সারা সকাল ধরে আমি সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়।"

"তাহলে...এখন আমরা কি করবো?" ম্যাকেনসেন শুধায়।

"স্রেফ হারিয়ে যাও। তোমার নাম নেই, কিন্তু তালিকায় আমার নাম আছে, অতএব আমাকে পালাতে হবে। তোমার ফ্ল্যাটে ফিরে যাও যদ্দিন না আমার উত্তরাধিকারী এসে তোমার সঙ্গে সংযোগ করে। তা বাদে, সব শেষ এখন। ভালকান পালিয়ে গেছে, আর ফিরবে না। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা পরিকল্পনা এখন বাতিল, যদি না আর কেউ এসে সেটাকে সামাল দিতে পারে।"

"ভালকান কি? পরিকল্পনা কি?"

"বলছি, এখন সবই শেষ হয়ে গেলো, বলতে আর আপত্তি কি? রশম্যানের ছদ্মনাম ভালকান, তাকেই মিলারের হাত থেকে বাঁচানোর ভার ছিলো তোমার ওপর..." সংক্ষিপ্ত কয়েকটা বাক্যে

ওয়েরউলফ ওকে ভালকান, এবং প্রকল্প সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিলো। শুনে শিস দিয়ে ওঠে ম্যাকেনসেন। মিলারের অনড় দেহের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "আঃ ছোকরা দেখছি সবাইকে একেবারে হল্‌হলে করে মেরে রেখে দিয়েছে।"

ওয়েরউলফ আবার তার গাম্ভীর্য যেন খুঁজে পায়। "ওখানকার সব কিছু পরিষ্কার করে রাখো, কামেরাড, কোন চিহ্ন যেন না থাকে। সেই যে একটা আবর্জনা পরিষ্কারের দল তুমি একবার আনিয়েছিলে, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, তাদের কোথায় পাওয়া যাবে তাও আমি জানি। এখান থেকে বেশী দূরে নয়।"

"বেশ, তাদের ডেকে এনে সব সাফ করিয়ে রেখো। আবার বলছি, কোন চিহ্ন যেন না থাকে। লোকটার বৌ আবার আজ রাত্রে ফিরে আসবে ওই বাড়িতে, সে যেন কিচ্ছু টের না পায় কি ঘটেছিলো। বুঝেছো?"

"হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তারপরে তুমি হাওয়া হয়ে যাবে, বুঝলে?.. হ্যাঁ, আরেকটা কথা ওই খচ্চর মিলার ব্যাটাকে যাবার আগে খতম করে যেও। একেবারে জন্মের মতো, বুঝেছো তো?"

ম্যাকেনসেন চোখ ছোট করে মিলারের অচৈতন্য দেহের দিকে একবার চায়, তারপর বলে, "হ্যাঁ, বেশ আনন্দ পাবো তাতে।"

"আচ্ছা তাহলে বিদায়। সৌভাগ্য আশা করছি হে তোমার।"

ফোনটা নির্বাক হয়ে গেলো। ম্যাকেনসেন রিসিভার রেখে পকেট থেকে একটা ঠিকানার খাতা বের করে পাতা উল্টে গেলো। একটা নম্বর দেখে ডায়াল করলো। ওদিক থেকে সাড়া এলে নিজের পরিচয় দিয়ে লোকটাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে কামেরাডশিপের জন্যে সে আগে কোন্ সু-কার্য করেছিলো, অতএব এবারেও আরেকবার তার সাহায্য বাঞ্ছনীয়। কোথায় আসতে হবে বলে জানিয়ে দিলো যে এসে কি কি দেখতে পাবে।

"গাড়ি আর তার ভেতরের লাশটাকে পাহাড়ী রাস্তা থেকে অতল খাদের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। প্রচুর পেট্রোল ঢেলে দিও, বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় যেন। লোকটার দেহে কোন সনাক্ত-চিহ্ন রেখে যেয়ো না—পকেট হাতড়ে সব নিয়ে যেও, হাতঘড়িটা শুদ্ধ।"

"বুঝলাম," ফোনের মধ্যে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "ট্রেলার আর উইঞ্চ নিয়ে আসবো।"

"হ্যাঁ, আরেকটা কথা। বাড়ির পড়ার ঘরে দেখবে মেঝেতে আরেকটা লাশ। রক্তমাখা কার্পেটও পাবে। সেগুলো সরিয়ে ফেলবে। গাড়ির মধ্যে নয়, বড় একটা ঠাণ্ডা হ্রদের ভেতরে পতন। ভালোমতো ওজন ঝুলিয়ে দেবে। কোন চিহ্ন যেন না থাকে। বুঝলে?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে। পাঁচটায় আসবো আমরা, সাতটায় চলে যাবো। দিনের আলোয় ও ধরনের মাল নিয়ে যেতে আমি রাজী নই।"

"বেশ," ম্যাকেনসেন বলে, "তোমরা আসার আগে কিন্তু আমি চলে যাবো। ঘাবড়িও না, যা বলে গেলাম ঠিক তাই দেখতে পাবে এখানে।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে ডেস্ক থেকে সরে এলো। মিলারের কাছ এসে দাঁড়িয়ে লুগার পিস্তলটাকে

বের করে গুলির খোপ দেখে নেয়। নেহাতই যান্ত্রিক অভ্যাস, কোন প্রয়োজন ছিলো না, জানতো গুলি ভরাই আছে।

এক হাত দূর থেকে পিস্তলটাকে মিলারের অনড় কপালের ওপর তাক করে ধরলো। দেহটাকে উদ্দেশ্য করে শেষ খিস্তি করে ওঠে, "শালা, কাগের বাচ্চা!"

বছরের পর বছর ধরে বন্যজন্তুর জীবনযাপন করে ম্যাকেনসেন আজ পেয়েছে বুনো চিতাবাঘের অনুভূতি, নইলে ও সেই কবে খতম হয়ে যেতো। ওর অগুন্তি ইয়ারদোস্ত আর শত্রুপক্ষের চর যেখানে মর্গের টেবিল শোভা করেছে সেখানে ও এখানো জীবিত, কারণ তার ওই হিংস্রজন্তুর শ্বাপদপ্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির বলে ঠিক এই মুহূর্তে বোঁ করে ঘুরে গেলো খোলা জানলার দিকে, বন্দুক হাতে তৈরী, অথচ জানলা থেকে যে অস্পষ্ট ছায়াটুকু এসে মেঝের কার্পেটে পড়েছিলো তা কিন্তু ওর নজরেও পড়েনি। কিন্তু জানলার লোকটা নেহাতই অস্ত্রহীন।

"তুমি কোন্ বেজন্মা হে?" চিৎকার করে ওঠে ম্যাকেনসেন। বন্দুক উঁচিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যূহের মধ্যেই নিজেকে কিন্তু ঢেকে বাখে।

লোকটা নীচু খোলা জানলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলো। মোটরসাইকেল আরোহীর মতো পরনে কালো চামড়ার প্যাণ্ট আর জ্যাকেট। বাঁ হাতে হেলমেটের খাটো কানাতটা ধরে সেটাকে পেটের ওপর চেপে ধরে আছে। ম্যাকেনসেনের পায়ের কাছে শায়িত দেহটার দিকে একনজর দেখে নিয়ে তার বন্দুকের দিকে চোখ রাখলো।

নির্দোষ ভঙ্গীতে শুধু বললো, "আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।"

"কে ডেকেছে?" হাঁক পাড়লো ম্যাকেনসেন।

"ভালকান," লোকটা বললো, "আমার কামেরাড, বশম্যান।"

ঘোঁৎ করে ঢোঁক গিলে নিয়ে ম্যাকেনসেন বন্দুক নামালো।

"ওঃ!. .তা তিনি চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?"

"পেচ্ছাব করে ফেলেছেন তিনি। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে চলেছেন এখন। মতলবটা গোটাগুটি বাতিল। আর এ সবের জন্যে দায়ী এই শালা খচ্চর রিপোর্টার।"

আবার বন্দুকের নলটা মিলারের দিকে তাক করে ধরলো।

"ওকে শেষ করে দিচ্ছো?", লোকটি শুধায়।

"নিশ্চযই। শালা বেজন্মার বাচ্চা আমাদেব পবিকল্পনাব তেশ মেরে দিয়েছে। বশম্যানকে ফাঁস করেছে, অনেক সব কাগজপত্তর পুলিসেব হাওযালা করেছে। হাবামজাদা!...তোমাব নামও যদি ওই ফাইলে থাকে, কেটে পড়ো বাবা এক্ষুনি।"

"কোন্ ফাইল?"

"ওডেসা ফাইল।"

"না, আমি সে ফাইলে নেই।"

"আমিও নেই।" .ফুঁসে ওঠে ম্যাকেনসেন, "কিন্তু ওয়েরউলফ ২ ছে, আর তার হুকুম হলো এই ব্যাটাকে খতম করে যাওয়া।"

"ওয়েরউলফ?"

ম্যাকেনসেনের মনের মধ্যে ছোট্ট একটা বিপদঘণ্টা বাজতে থাকে। তাকে একটু আগেই বলা হয়েছে যে জার্মানীতে এক ওয়েরউলফ আর সে ছাড়া আর কেউই ভালকান প্রকল্পের খবর জানে না। আর যারা জানে তারা সবাই দক্ষিণ আমেরিকায়। ধরেই নিয়েছিলো যে আগন্তুক সেখান থেকে এসেছে কিন্তু তাহলেও তো তার ওয়েরউলফের কথা জানা উচিত।...চোখ দুটো কুঁচকে উঠলো তার।

প্রশ্ন করলো, "তুমি বুয়েনস আয়ার্স থেকে আসছো?"

"না।"

"কোথেকে এসেছো তাহলে?"

"জেরুজালেম।"

ম্যাকেনসেনের আধ সেকেণ্ড লাগলো কথাটার তাৎপর্য বুঝতে। কিন্তু মরার পক্ষে আধ সেকেণ্ডই যথেষ্ট। লুগার তুলে সে গুলি ছুঁড়তে গিয়েছিলো কিন্তু তার আগেই হেলমেটের ভেতরকার ফোম রবার পুড়িয়ে ওয়াল্‌থারের গুলি ছুটলো। ৯ মিলিমিটারেব প্যারাবেলাম গুলিটা একটুও গতি শ্লথ না করে ফাইবার গ্লাসের ভেতর দিয়ে অবাধে এসে ম্যাকেনসেনের বক্ষাস্থিতে লাগলো। এমন জোর আঘাত সেই গুলির যেন খচ্চরের চাঁট। হেলমেটটা মাটিতে পড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো লোকটার ডান হাত থেকে নীল ধোঁয়ার কুয়াশা ছিঁড়ে আবার গুলি ছুটলো।

ম্যাকেনসেনের দেহ যেমন মস্ত, তেমনি তাব শবীরেব শক্তি। বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও সে গুলি করতো। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা এসে তাব ডান ভুরুর দু ইঞ্চি ওপরে কপাল ফুটো করে ঢুকে গেলো। তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ম্যাকেনসেন, আর তাতেই সে মাবাও গেলো।

সোমবার বিকেলের দিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট জেনারেল হসপিটালের একটা প্রাইভেট ওয়ার্ডে মিলারের জ্ঞান ফিরলো। আধ ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থাকার পর একটু একটু করে চেতনার উন্মেষ হয়। বুঝতে পারে মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ। খাটের কাছে দেখলো একটা গোল স্যুইচ। দাবিয়ে দিতেই একজন নার্স এসে হাজির। ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে গেলো সে, কারণ ওর মাথা থেকে নাকি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

কাজেই নীরবে শুয়ে থাকলো। ক্রমে ক্রমে মাঝ সকাল পর্যন্ত গত কালেব ঘটনাগুলো মনে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে। তারপব কিন্তু সব ফাঁকা। কয়েক বাব আবাব তন্দ্রা এলো। জাগলো যখন তখন বাইরে অন্ধকার আর খাটের পাশে বসে আছে একজন লোক। লোকটা ওর দিকে চেয়ে হাসলো।

মিলার তার মুখেব দিকে তাকিয়েই দেখে। তারপর বলে, "আপনাকে তো আমি চিনি না।"

"হোক, আমি আপনাকে চিনি।"

মিলার ভাবে। ভাবতেই থাকে। অল্প অল্প স্ফুট-অস্ফুট ভাবনা মিলেমিশে একাকার। অবশেষে বলে ওঠে, "হ্যাঁ, আপনাকে আমি দেখেছি। অস্টারের বাড়িতে, লিণ্ড আর মোট্রির সঙ্গে।"

"ঠিক। আর কি মনে পড়ছে?"

"প্রায় সবকিছুই। স্মৃতি ফিরে আসছে।"

"বশম্যান?"

"হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পুলিশকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

"বশম্যান পালিয়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায়। সব কিছু এখন শেষ। কাহিনী সমাপ্ত। বুঝতে পারছেন?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে মিলার। "না, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বিরাট কাহিনী পেয়েছি আমি। লিখবো এখন।"

সাক্ষাৎপ্রার্থীটির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। ঝুঁকে পড়লো সে। "শুনুন, হের মিলার। আপনি নিতান্তই অ্যামেচার বেঁচে যে আছেন সেটা আপনার ভাগ্য। কিচ্ছু লিখতে যাবেন না আপনি। তার একটা কারণ হলো যে লেখবার মতো কিছুই নেই আপনার। টউবেরের ডায়রি আমি পেয়েছি, সেটা আমি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কারণ সেখানেই ওটাকে মানায়। কাল রাতে আমি সেটা পড়েওছি। আপনার জ্যাকেটের পকেটে একজন আর্মি ক্যাপ্টেনের ফটো পেয়েছি। আপনার বাবা, না?"

মাথা নাড়লো মিলার।

"তাহলে ওটাই কারণ। তাই না?" ইস্রায়েলের চরটি প্রশ্ন করলো।

"হুঁ।"

"ওঃ! যাক আমি কিন্তু দুঃখিত। মানে, আপনার বাবার সম্বন্ধে ভাবিনি যে কোন জার্মান সম্বন্ধে এই কথাটা আমি কোনদিন বললো। হ্যাঁ, এখন ফাইলের ব্যাপারটা কি বলুন তো? ওটা কি বস্তু?"

মিলার ওকে আনুপূর্বিক বলে গেলো।

"যাচ্চলে, তাহলে আমাদের হাতে দিলেন না কেন? আপনি সত্যিই বড় অকৃতজ্ঞ। এত কষ্ট করে আপনাকে ওখানে ঢোকালাম আমরা, আর যেই কিছু পেলেন সোজা নিজের লোকেদের হাতে তুলে দিলেন। ওই খবরগুলো আমরা কত কাজে লাগাতে পারতাম।"

"কারো না কারো কাছে তো ওগুলো পাঠাতে হতো সিগির মাধ্যমে। তার মানে, ডাক মারফত আপনারা আবার এত চালাক যে লিওর ঠিকানাটা পর্যন্ত আমাকে দেননি।"

জোসেফ মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে তা যাক, আপনার কিন্তু কোন কাহিনী নেই বলবার মতো। কোন প্রমাণই নেই। ডায়রিটা চলে গেছে ফাইল গেছে। শুধু আপনার মুখের কথাই রইলো তো। কেউ বিশ্বাস করবেনা এদেশে, এক ওডেসা ছাড়া। আর তারা আবার তাহলে আপনার পেছনে লাগবে হয়তো সিগি বা আপনার মা তাঁরাই হয়ে উঠবেন তাদের লক্ষ্যবস্তু। জানেন তো ওরা কি নির্মম?"

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবে মিলার। "আমার গাড়ি কোথায়?"

"ওঃ! ভুলে গিয়েছিলাম আপনি খবরটা জানেন না।"

গাড়িতে বোমা বসানোর কথাটা বললো জোসেফ। কেমন করে সেটা ধসে গিয়েছিলো, সেই খবরও দিলো।

"বললাম যে ওরা ভীষণ নির্মম, বদমায়েশের ধুম্র একেকটা। গাড়িটাকে খাদের মধ্যে পাওয়া গেছে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়। আরোহীর দেহ সনাক্ত করা যায়নি, তবে আপনার নয়। আপনার কাহিনী হলো যে জনৈক ব্যক্তির অনুরোধে আপনি তাকে লিফট দিয়েছিলেন, সে আপনাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে আপনার গাড়ি নিয়ে পালায়। হাসপাতালের ওরা স্বীকার করবে যে একজন মোটরসাইকেল আরোহী রাস্তার ধারে আপনাকে পড়ে থাকতে দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলো। আমাকে অবশ্য তাঁরা চিনতে পারবেন না; তখন আমার মাথায় ছিলো হেলমেট, চোখে গগল্‌স্। সরকারী বিবৃতি এইটেই এবং এইটেই টিকে থাকবে। পাকাপাকি বন্দোবস্ত যাতে হয় সেজন্যে আমি ঘণ্টা দুই আগে জার্মান প্রেস এজেন্সিকে টেলিফোন করি, ভাব দেখাই যেন আমি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ, এই একই কাহিনী তাদের বিবৃত করেছি। বলেছি যে আপনি অজ্ঞাত কোন হিচহাইকার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন, দুর্বৃত্তটি আপনার গাড়ি নিয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন দুর্ঘটনায় পড়ে গাড়িসুদ্ধ ধ্বংস হয়ে গেছে"

জোসেফ উঠে দাঁড়ালো যাবার জন্যে তৈরি। মিলারের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার দারুণ ভাগ্য। আপনার বান্ধবীর কাছ থেকে, বোধহয় আপনারই নির্দেশমতো, খবরটা যখন পাই তখন বেলা দুপুর। উন্মত্তের মতো মোটরসাইকেল ছুটিয়ে ম্যুনিখ থেকে ওই পাহাড়ী টিলার বাড়িটায় আসি। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছই, আড়াই ঘণ্টায়। কাঁটায় কাঁটায়ই ঠিক কথা, কারণ কাঁটার এক চুল এদিক ওদিক হলে আপনি মরতেন। এক ব্যাটা বন্দুক উঁচিয়ে আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছে, আমি পৌঁছলাম।"

ঘুরে গিয়ে দোরের হাতলে হাত রাখে।

"আমার একটা কথা মানুন। গাড়ির ওপর ইন্সিওরেন্স দাবি করুন, একটা ফোকসওয়াগেন কিনুন, হাম্বুর্গে ফিরে যান, সিগিকে বিয়ে করুন ছেলেপিলে হোক, সাংবাদিকতার পেশায় লেগে থাকুন। পেশাদারদের সঙ্গে কখনো বাজিমাত করতে যাবেন না।"

জোসেফ চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে নার্স ফিরে এলো। "আপনার জন্যে একটা টেলিফোন এসেছে।"

সিগির ফোন। শুধু কান্না আর হাসি হাসি আর কান্না দমকে দমকে। অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি তাকে টেলিফোন করে জানিয়েছে যে পিটার ফ্রাঙ্কফুর্ট জেনারেল হসপিটালে আছে।

'এক্ষুনি রওনা হচ্ছি এই মুহূর্তে।' টেলিফোন রেখে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা বাজলো।

'মিলার? আমি হফম্যান বলছি। এক্ষুনি সংবাদপ্রচারবার্তার টেপে দেখলাম যে তোমার মাথায় চোট লেগেছে? ভালো আছো তো?'

'ভালো আছি, হের হফম্যান,' মিলার জানায়।

"বাঃ! কদ্দিনে সেরে উঠছো?"

"কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবো। কেন?"

"জবর খবর আছে, তুমি ঠিক পাবে। বুঝলে জার্মানীর কিছু বড়লোকের দুলালী স্কি করতে গিয়ে হামেশা সুদর্শন তরুণ স্কি-শিক্ষকদের দিয়ে পেট বাধিয়ে ফেলছে। ব্যাভেরিয়ায় একটা ক্লিনিক আছে তাদের মুক্ত করে দেয়—বেশ মোটা ফি, বাপের কাছে একটি কথাও নয়। মনে হচ্ছে তরুণ ষাঁড়গুলোর সঙ্গে ক্লিনিকের একটা রফা আছে, বেশ খানিকটা ভাগ তারাও পায়। উত্তেজনাভরা কাহিনী হে—বরফে ব্যভিচার কিংবা আবার ল্যাণ্ডে অনাচার। করে আরম্ভ করতে পারো?"

মিলার ভেবে নেয়। "পরের সপ্তাহে।"

"বাঃ, খাসা! হ্যাঁ, শোনো, ওই যে তোমার ওই নাৎসী-শিকার, তাতে পেলে কিছু? লোকটাকে খুঁজে পেয়েছিলে? কোন্ কাহিনীটাহিনী আছে?"

"নাঃ, হের হফম্যান," আস্তে কথা বলে মিলার, "কোন কাহিনীই নেই।"

"নেই? আচ্ছা, ঠিক আছে। হাম্বুর্গে দেখা হবে আবার।"

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে জোসেফের বিমান লণ্ডন হয়ে তেল আভিভের লদ বিমানবন্দরে যখন পৌঁছলো তখন মঙ্গলবারের সন্ধ্যা। সবে গোধূলি নেমেছে। গাড়িতে করে দুজন লোক এসে ওকে তুলে নিয়ে গেলো হেড কোয়ার্টারে। কর্ণেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো যিনি কবমব্যাণ্ট থেকে কেবলটা পাঠিয়েছেন। প্রায় রাত দুটো বেজে গেলো আলোচনা শেষ হতে হতে, স্টেনোগ্রাফার সবকিছু লিখে নিলো। কাজ শেষ হলে কর্ণেল পিঠ এলিয়ে বসলেন আয়েস করে। চরটিকে একটি সিগারেটও দিলেন।

বললেন "ভালোই কাজ করেছো। আমরাও কারখানাটা পরীক্ষা করে দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম— বেনামে অবশ্য। গবেষণা বিভাগটা উঠিয়ে দেওয়া হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ যদি নাও দেন তো আমরা দেবো। তবে ওরা দেবে। বৈজ্ঞানিকরা জানতো না কাদের হয়ে কাজ করছে তাদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ করবো বেশীর ভাগই রাজী হবে যাবে তাদের গবেষণার ফলাফল নষ্ট করে ফেলতে। কারণ তারা জানে কাহিনীটি যদি প্রচার হয়ে যায় জার্মানীতে আজ জনমত ইস্রায়েলের সপক্ষে। অন্যান্য শিল্প উদ্যোগে তারা কাজ পেয়ে যাবে মধ্য প্রাচ্য বাবদে। বনও মুখ খুলবে না আমরাও না। মিলারের খবর কি?

"সেও মুখ খুলবে না। কিন্তু রকেটগুলোর কি হচ্ছে?

নাক-মুখ দিয়ে কর্ণেল খানিকটা ধুঁয়ো ছাড়লেন। বাইরের দিকে চেয়ে নিশাকাশে তারার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

"আমার মনে হয় ওগুলো আর উড়বে না। অন্তত গ্রীষ্মকালের মধ্যে নাসেরকে তৈরি হতেই হবে। ভালকান কারখানার গবেষণাকর্ম যদি বন্ধ হয়ে যায় তো অন্য একটা কেন্দ্র স্থাপনা করে রকেটগুলোর গাইডেন্স সিস্টেম বানানো গ্রীষ্মের আগে কিছুতেই সম্ভব নয়।

"তবে তো বিপদ কেটেই গেছে।"

কর্ণেল হাসলেন। "বিপদ কখনো কাটে না। শুধু রূপ বদলায়। হয়তো এই বিশেষ বিপদটি কেটেছে, কিন্তু বড়গুলো এখনো আছে। হয়তো আমাদের আবার যুদ্ধে নামতে হতে পারে, সেটা শেষ হলে আবার। যাক, তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। বাড়ি যাও এখন।"

দেরাজ খুলে তিনি কিছু পোশাক পরিচ্ছদ এগিয়ে দিলেন। লোকটিও ততক্ষণে টেবিলের ওপরে তার জাল জার্মানি ছাড়পত্র, টাকাকড়ি, মানিব্যাগ, চাবির গোছা সব রেখে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে নিলো। জার্মান পোশাকগুলো উর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে জিম্মা করে গেলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্ণেল সস্মিত মুখে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে বললেন, "দেশে তুমি স্বাগত মেজর উরি বেন শউল।"

নিজের বেশভূষা নিজের পরিচয়ে ফিরে এসে খুব স্বস্তি পায় মেজর। ১৯৪৭ এ ইস্রায়েলে এসে পালমাখে ঢুকে এই পরিচয় প্রথম গ্রহণ করেছিলো, এটাই আজ তার নিজস্ব পরিচয়।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরতলীতে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো। এইমাত্র তার যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ছিলো ফ্ল্যাটের চাবি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার শয়নকক্ষে স্ত্রী রিভকার ঘুমন্ত দেহটা ছায়া ছায়া দেখা যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠা-নামা সঙ্গে সঙ্গে পাতলা কম্বলটা উঠছে নামছে। বাচ্চাদের ঘরে উঁকি মেরে এলো। ওরা ঘুমোচ্ছে ওর দুই ছেলে ছ বছরের শ্লমো আর দু বছরের দভ।

বৌয়ের পাশে গিয়ে বিছানায় ঢুকতে ভীষণ ইচ্ছা করছিলো। কয়েকদিন ধরে ঘুমোবে। কিন্তু এখনো একটা কাজ বাকি হাতের বাক্সটা রেখে দিয়ে চুপচাপ পোশাক ছাড়লো। অন্তর্বাস এবং মোজা ছেড়ে ফেলে কাপড়ের আলমারি খুলে ধোওয়াগুলো পরলো। ইউনিফর্মের ধোওয়া প্যান্ট পরে নিয়ে কালো চকচকে বুটের ফিতে বাঁধে। খাকী শার্ট আর টাই বেঁধে নিয়ে তার ওপর ব্যাটল জ্যাকেট পরে নেয়। তার একদিকে শোভা পাচ্ছে প্যারাট্রুপ অফিসারের ইস্পাত-চকচকে পাখা আর পাঁচটা লড়াইয়ের রিবন -- সিনাই এর সীমান্তের ওপর পারের যুদ্ধে স্মারক।

সবশেষে মাথায় চাপলো লাল বেরেট পোশাক পরা তার এখনকার মতো শেষ। একটা ব্যাগে কিছু জিনিস পুরে নিলো বাইরে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে যখন উঠলো তখন পূব আকাশে সামান্য রূপোলী রেখা।

ফেব্রুয়ারির ১৬ তারিখ হয়ে গেছে সেদিন। শীতের মাস শেষ হতে আর মোটে তিনদিন বাকি তবু মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে, সুন্দর বসন্তের শপথ যেন আকাশে বাতাসে

তেল আভিভের পূবদিক ধরে গাড়ি চালিয়ে জেরুজালেমের রাস্তায় এসে পড়লো। উষার শান্তসমাহিত এই ক্ষণটুকু তার বড় ভালো লাগে চারদিকে কেমন অদ্ভুত শান্তি আর পরিচ্ছন্নতা। মরুভূমিতে পাহারা দিতে দিতে কতবার এরকম বাহ্মমুহূর্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে কতবার কত অরুণোদয় দেখেছে, মৃদু সমীরে স্নিগ্ধ হয়ে গেছে দেহ ভয়াবহ জ্বালাময় তাপের সূচনাও নেই না হানাহানি ঈর্ষা দ্বেষ-মৃত্যুর। দিনের মধ্যে এইটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ক্ষণ।

দু ধারে সমতল উর্বর ভূমি, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে জুডিয়ার গৈরিক পাহাড়ের দিকে। রামলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো গ্রামখানা জাগছে। রামলের পরে সেইসব দিনে ছিলো লাত্রুন সেলায়েন্তর ঘুরে একটা বাঁক, জর্ডানের সৈন্যবাহিনীকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। মাইল পাঁচেকেরও বেশী ঘুরতে হতো সেই রাস্তা দিয়ে। বাঁদিকে দেখতে পেলো আরব লিজিয়নের জন্যে প্রাতরাশের যোগাড় হচ্ছে। নীল ধোয়ার নরম পালক ছড়াচ্ছে বাতাসে।

জেরুজালেমের শেষ গিরি যখন অতিক্রম করলো তখন আবু গশ গ্রামে অল্প কয়েকজন আরব শুধু ঘুম ভেঙে উঠেছে। সূর্য এখন পূব দিগন্ত ছাড়িয়ে দ্বিধাবিভক্ত শহরটি আরব অংশের পর্বতশীর্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তার গন্তব্যস্থল ছিলো ইয়াদ ভাশেমের সমাধিমন্দির। গাড়িটাকে প্রায় সিকি মাইল দূরে রেখে বাকি পথটুকু হেঁটেই গেলো। রাস্তার দু ধারে উঁচু উঁচু গাছ, যারা বানাতে সাহায্য করেছিলো। সেই ভিন্নধর্মী লোকদের স্মৃতিতে রোপিত। বিশাল সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলো, ঝকঝকে পেতলের তৈরি ষাট লক্ষ ইহুদী মৃত্যুকে বরণ করেছিলো পবিত্রভূমিতে ধর্মের এই কীর্তি স্থাপনা করতে।

বৃদ্ধ দ্বারী তাকে জানালো যে এখনো সময় হয়নি খোলবার। কিন্তু যখন বোঝালো কি চায় সে, আর আপত্তি করলো না। স্মৃতিগৃহের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দু ধারে চেয়ে চেয়ে দেখলো। পরিবার পরিজনদের জন্যে আগেও প্রার্থনা জানাতে এসেছে এখানে, কিন্তু এই ঘরের বিরাট বিরাট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালগুলো তাকে সব সময়ই অভিভূত করে

রেলিঙের কাছে এগিয়ে গেলো। ধূসর পাথুরে মেঝেতে কালো কালো অক্ষরে লেখা নামগুলোর দিকে চেয়ে দেখে। হিব্রু এবং রোমান দুরকম অক্ষরই রয়েছে। বেদীতে আলো নেই, কিন্তু অনির্বাণ দীপশিখাটি কৃষ্ণপাত্র থেকে তখনো সমুত্থিত।

সেই আলোয় মেঝের ওপরে লেখা নামগুলো নজরে পড়ছে। অজস্র নাম : অউসউইৎস, ত্রেব্লিঙ্কা, বেলসেম, র‍্যাভেনসব্রুখ, বুখেনওয়াল্ড সংখ্যাতীত। অবশেষে পেলো যা খুঁজছিলো। রিগা।

মাথায় ইয়ারমুলকা ঢাকবার প্রয়োজন ছিলো না, কারণ তার মাথায় রয়েছে লাল বেরেট সেটাই যথেষ্ট ব্যাগ থেকে রাড বসানো একটা রেশমী শাল বের করলো – ট্যালিথ। অালটনার বৃদ্ধ লোকটির জিনিসপত্রের মধ্যেও এই রকম একটা শাল দেখেছিলো মিলার কিন্তু সেটা কি বস্তু বুঝতে পারেনি। কাঁধে জড়িয়ে নিলো ট্যালিথ।

ব্যাগ থেকে প্রার্থনাপুস্তক বের করে এনে ঠিক জায়গামতোন খুললো। পেতলের রেলিঙের কাছে গিয়ে এক হাতে রেলিঙটাকে আকড়ে ধরে অন্য হাতে প্রার্থনাপুস্তক নিয়ে, শাশ্বত দীপের জাজ্বল্যমান শিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পাঁচ হাজার বছরেও পুরনো স্তোত্র থেকে আবৃত্তি করলো :

'ইসগাদ্দাল
ভেযিসকাদ্দাস
শেমেয় রাব্বাহ

এইভাবে তার মৃত্যুর একুশ বছর পরে, ইস্রায়েল সেনাবাহিনীর একজন মেজর, প্রতিশ্রুত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, সলোমন টউবেরের আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্দিশ পাঠ করলো।

** * ******************

****

দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল

ভাষান্তর ⌞ সৌরীন রায়

গ্রেট থ্রিলার্স-১৫

এক

মার্চ মাসের সকাল ছটা চল্লিশে পারীতে এমনিতেই বেশ শীত থাকে। কিন্তু সেদিন সকালে ফায়ারিং স্কয়্যাডের সামনে একটা লোককে দাঁড় করানো হলো দেখে শীতের হিম বাতাসও যেন জমে আরো হিম হয়ে গেলো। ......১৯৬০ সালের ১১ই মার্চ, প্রায় ওই সময়েই,—ফোর দিভরির বিশাল চত্বরে একটা খুঁটিতে পিছমোড়া করে ফরাসী বিমানবাহিনীর একজন কর্নেলকে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। কুড়ি মিটার দূর থেকে একদল সৈন্য তার দিকে হাতের নিশানা করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কর্নেলের মুখেচোখে প্রথমে যে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠেছিলো ক্রমশ তা যেন মিলিয়ে গিয়েছিলো। ঠাণ্ডা কাঁকরের ওপর জুতোর একটু সামান্য শব্দ হয়েছিলো মাত্র। চকিতে কর্নেল জাঁ-মারি বাস্তিয়েঁ-তিরির চোখ দুটো কঠিন আবরণে বেঁধে ফেলতেই অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলো, উদ্বেগের খানিকটা প্রশমন ঘটেছিলো। চিরদিনের জন্যে কর্নেলের চোখ থেকে পৃথিবীর আলো মুছে দেওয়া হলো। কুড়িটা রাইফেলের একযোগে খিল খুলে যাওয়ার আওয়াজ পাদ্রীর অস্ফুট প্রার্থনাকে ডুবিয়ে দিলো। দেখা গেলো, সৈন্যেরা তাদের কারবাইনে গুলি ভরে নিয়ে অব্যর্থ নিশানা তাগ করে আছে।

দুর্গপ্রাকারের বাইরে একটা বেরলিয়ে ট্রাক কিছুক্ষণ যাবৎ তারস্বরে হর্ণ দিতে দিতে এগুচ্ছিলো শহরের দিকে, প্রাণভরে কিন্তু ছুটতে পারছিলো না সে, কতকগুলো বেল্লিক গাড়ি সামনে রাস্তা আটকে চলেছে। কিন্তু সেই শব্দে স্কয়্যাড-কর্তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেলো, প্রায় কানেই এলো না তার চরম আদেশ।.....বিশটা রাইফেলের সম্মিলিত গর্জন সদ্যোত্থিত নগরীর বুকে কোনো সাড়াই জাগালো না। শুধু কয়েক মুহূর্ত ধরে কিছু ভীরু পায়রা আকাশে ডানা ঝাপটালো। কয়েক সেকেণ্ড পরে শেষ আঘাতের নির্জন গুলির শব্দটাও প্রাকারের বাইরে নানারকম শহুরে শব্দে মরে গেলো।

সামবিক বাহিনীর এক গোপন সংগঠন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করবার চক্রান্ত করেছিলো। সরকারীমহল থেকে ধরে নেওয়া হলো যে দল-নেতার মৃত্যুর পর এ-ধরনেব সন্ত্রাসবাদ দেশে আর থাকবে না—প্রেসিডেন্টকে হত্যার কোনো চেষ্টা আর কখনো হবে না। কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস। এই ঘটনাই যেন সূচনা হয়ে দাঁড়ালো। আর কেন তা হলো তা বুঝতে হলে ইতিহাস ঘাঁটতে হবে, জানতে হবে মার্চ মাসের সেই সকালে কেন পারী শহরেব উপকণ্ঠে এক সামরিক কারাগৃহের চত্বরে গুলিতে ছিন্নভিন্ন এই মৃতদেহ ঝুলছিলো....

প্রাসাদের প্রাচীর পেরিয়ে সূর্য ডুবলো। প্রাঙ্গণের ওপর লম্বা লম্বা ছায়ার আঁকিবুঁকিও কখন ম্লান হয়ে উঠলো। আরামের নিঃশ্বাস ফেললো লোকে। যা দারুণ গরম পড়েছে! সন্ধ্যেবেলাতেও উত্তাপ ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। দলে দলে লোকে পারী ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, গ্রামের ফুরফুরে হাওয়ায় সপ্তাহশেষের ছুটি কাটিয়ে আসবে।.....সেদিন তারিখ ছিল ২২শে আগস্ট, ১৯৬০। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো জায়গায় কয়েকটা লোক মিলে স্থির করলো যে প্রেসিডেন্ট জেনারেল শার্ল দ্যগলকে মরতেই হবে।

পারীর লোকেরা যখন সেই সন্ধ্যায় গরম এড়াবার জন্যে সাগরে-হাওরে ছুটছিলো ঠিক তখন এলিজে প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে মন্ত্রিসভার অধিবেশন চলছিলো। সামনের অঙ্গনে ষোলটা কালো রঙের সিত্রোঁ সেলুন গাড়ি প্রায় চক্রাকার ব্যূহ তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলো। ড্রাইভারেরা পশ্চিমদিকের দেওয়ালে যেখানে ঘন ছায়া সেখানে বসে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করছিলো। মন্ত্রীদের আজ এত দেরি হচ্ছে দেখে কেউ বা হা-হুতাশ জানায়, আবার কেউ বা

চুপ করে থাকে।...ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় বুকে মেডাল ঝোলানো জাঁকজমক উর্দি পরা এক নকিব এসে দাঁড়ালো। পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই ড্রাইভারেরা মুখের আধপোড়া গলোয় ফেলে দিয়ে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ফটকের প্রহরীরা তাদের খুপরির ভেতরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, মস্ত মস্ত লোহার জাফরিকাটা পাল্লা দুটো এক ঝটকায় খুলে গেলো।

পুরু কাঁচের দরজা দিয়ে মন্ত্রীদের আসতে দেখে শোফেয়ারেরা ঝটপট গাড়িতে গিয়ে বসলো। নকিব কাঁচের দরজা খুলে ধরে, মন্ত্রীমশায়েরা ধীরে ধীরে গম্ভীর চালে ছয় সিঁড়ির ধাপ নামতে নামতে নিজেদের মধ্যে সপ্তাহান্তের শুভকামনাগুলো সেরে নেন। পদাধিকার অনুসারে একের পর এক গাড়ি এসে সিঁড়ির সামনে দাঁড়ায়। দ্বাররক্ষী এসে পেছনের দরজা খুলে ধরে, মন্ত্রীরা নিজের নিজের গাড়িতে চেপে বসতেই গাড়িগুলো একে একে বেরিয়ে যায়। গার্দ রেপাব্লিকেঁ স্যালুট করে দাঁড়ায়। ফটক থেকে বেরিয়ে গাড়িগুলো ফোবুর সেন্ত-অনোরের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওরা চলে যাবার পরেও দুটো লম্বা কালো ডি. এস. ১৯-সিত্রোঁ চত্বরেই রয়ে গেলো। ধীরে ধীরে সেই গাড়ি দুটো এবারে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়ালো। প্রথমটার মাথায় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিশান, চালকের আসনে বসে আছে একজন পুলিস-ড্রাইভার, নাম তার ফ্রান্সি ম্যারু। জাঁদার্মেরি-নাশিওনালে সাতোরির হেডকোয়ার্টার ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে তাকে আনা হয়েছে। গম্ভীর আর বাশভারী মানুষ, মন্ত্রীদের ড্রাইভারদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করতে ওর বাধে। অবিচল স্থৈর্য ও বেগে গাড়ি চালানোর দক্ষতার জন্যে তাকে দ্যগলের ব্যক্তিগত ড্রাইভার করে রাখা হয়েছে। . গাড়িতে তখন ম্যারু ছাড়া আর দ্বিতীয়জন কেউ ছিলো না। অন্য ডি. এস-১৯টাও পেছনে এসে দাঁড়ালো, ওটার চালকও সাতোরির একজন আরক্ষ।

পৌনে আটটায় কাঁচের দরজায় আবার ছায়া পড়লো। আবার সকলে তটস্থ, সোজা টানটান হয়ে দাঁড়ালো. শার্ল দ্যগল এসে কাঁচের দরজায় দাঁড়ালেন। পরনে সেই চিরাচরিত কালচে ধূসর রঙের ডবল ব্রেস্ট স্যুট আর কালো টাই। সনাতনী কায়দায় তিনি প্রথমে তাঁর পত্নী মাদাম ইভন দাগলের জন্য রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন, তারপর এসে হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে এলেন অপেক্ষমান সিত্রোঁর দিকে। গাড়ির কাছে এসে তাঁরা দুজনে দু দিক দিয়ে গাড়িতে ঢুকলেন,— বাঁদিকে দিয়ে মাদাম দ্যগল আর ডানদিক দিয়ে তিনি। পিছনের সীটে দুজনে পাশাপাশি বসলেন। ওদিকে তাঁদের জামাই, ফরাসী আর্মির আর্মার্ড এবং ক্যাভলরি ইউনিটের চীফ অফ স্টাফ আলেঁ দ্য-বসিয়ু গাড়ির পেছনের দরজা দুটো ঠিকমতো বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে ম্যারুর পাশে এসে বসলেন। যে দুজন রাজকর্মচারী প্রেসিডেন্ট দম্পতির সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন, তাঁরা গিয়ে বসলেন পিছনের গাড়িতে। ড্রাইভারের পাশে বসলেন রাষ্ট্রপতির সেদিনকার প্রধান দেহরক্ষী আঁরি দিজুদে,—ভদ্রলোক আলজেরিয়ার একজন কাবিল। আসনে বসেই বাঁ-বগলের নীচের ভারী রিভলভারটাকে ঠিকঠাক করে নিলেন। এখন থেকে তাঁর কাজ শুধু দু পাশের ফুটপাত আর রাস্তার দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা, সামনের গাড়িটার দিকে নয়। অন্যজন প্রাসাদের পাহারারত আরক্ষকে কিছু শেষ আদেশ নির্দেশ দিয়ে পেছনের সীটে এসে বসলেন একা। তাঁর নাম জাঁ দুক্রে,—রাষ্ট্রপতির সুরক্ষবাহিনীর নেতা তিনি। পশ্চিমদিকের প্রাচীরের পাশ থেকে দুজন সাদা হেলমেট পরা মোটরসাইকেল-আরোহী সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনে গর্জন তুলে ফটকের সামনে চলে এলো। গেট পার হবার আগে দুজনে পিছু-পিছু দাঁড়িয়ে পড়লো। ম্যারুও প্রেসিডেন্টের গাড়ি চালিয়ে তৎক্ষাণাৎ মোটরসাইকেল দুটোর পেছনে এসে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় গাড়িটাও এলো পেছনে পেছনে।..সময় তখন অপরাহ্ন সাতটা পঞ্চাশ।

আবাব সিংহদ্বাবেব ভাবী লোহাব পাল্লা খুলে গেলো। বক্ষীদলেব সামবিক অভিবাদন কুড়িযে ওঁবা সবেগে চলে এলেন ফোবুব সেণ্ড অনোবেতে। সেখান থেকে আভেন্যু দ্য মাবিনি। চেস্টনাট গাছেব তলায় দাঁড়িযে হেলমেট পবা একজন যুবক এতক্ষণ ধবে অপেক্ষা কবছিলো। প্রেসিডেন্টেব গাড়ি আসতেই সে তাব স্কুটাব নিযে পিছু পিছু ধাওযা কবলো রাস্তায আগস্ট মাসেব সপ্তাহশেষেব ভিড়। খুব একটা বেশীও নয কমও নয। প্রেসিডেন্টেব আগমনেব কোনো পূর্বনির্দেশ ছিলো না। শুধু মোটবসাইকেলেব সাইবেনেব শব্দ কানে আসতেই ট্রাফিক পুলিস টেব পেলো। গলদঘর্ম হযে ঠিক সমযমতো সে বেচাবা কোনোমতে ট্রাফিক রুখে দিলো।

ছাযাছন্ন আভেন্যুতে পড়ে গাড়িগুলো আবো গতি বাড়ালো। বোদ-ঝলমলে প্লাস ক্রেমাঁসো দিয়ে সোজা তাবা র্প আলেকজাঁদব ত্রোঁযাব দিকে চললো। সবকারী গাড়িগুলোব স্রোতে গা ভাসিয়ে স্কুটাবওলাও নির্বিবাদে পেছনে পেছনে চললো। পুল পেবিযে ম্যাক মোটবসাইকেল দুটোব অনুসবণ কবে আভেন্যু জেনাবেল গালিযেনি দিযে সুপ্রশস্ত বুলেভা দ্য আঁভালিদে এসে পৌঁছুলো। এইখানে এসে স্কুটাবচালক যেন তাব প্রশ্নেব উত্তব পেযে গেলো। বুলেভা দ্য আঁভালিদ আব র‍্য দ্য ভাবেনেব মোড়ে পৌঁছে হঠাৎ গতি কমিযে কোণাব একটা কফিখানায সোজা এসে থামলো। ভেতবে ঢুকে পকেট থেকে ছোট্ট লোহাব চাকতি বেব কবে কফিখানাব পেছন দিকে চলে এলো। টেলিফোন তুলে নম্বব ঘোবালো।

মোর্দব উপকণ্ঠে একটা কফিখানায বসে অপেক্ষা কবছিলেন লেফটন্যাণ্ট কর্নেল জাঁ মাবি বাস্তিযেঁ তিবি। বযস পঁযত্রিশ বিবাহিত তিনটি পুত্র-কন্যাব পিতা, বিমানবাহিনীব দপ্তবে কাজ কবেন। অন্তবে অন্তবে কিন্তু তিনি শার্ল দাগলকে ভীষণ ঘৃণা কবেন অদ্ভুত আক্রোশ তাঁব ওপব। বাইবে অবশ্য কিছু প্রকাশ পায না, সামবিক জীবনে তিনি শুধুই একজন কর্নেল। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বাস কবেন যে আলজেবিযান জাতীযতাবাদীদেব হাতে আলজেবিযা সঁপে দিযে দাগল ফ্রান্সেব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কবেছেন বিশ্বাসঘাতকতা কবেছেন যাবা তাঁকে ১৯৫৮ সালে পুনবাব ক্ষমতায বসিযেছে, তাদেব সঙ্গেও। অবশ্য আলজেবিযা হস্তচ্যুত হওযায কর্নেল বাস্তিযেঁ তিবিব কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি হযনি। তবে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানেব প্রশ্ন নয তাব নিজেব আদর্শ অনুযাযী তিনি একজন দেশপ্রেমী। অতএব দেশেব স্বার্থ যে বিনষ্ট কবেছে তাকে হত্যা কবতে তাব বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সেই সমযে ফ্রান্সে যদিও বহু লোক বিশ্বাস কবতো যে দাগলেব আলজিবিযা-নীতিতে দেশেব স্বার্থহানিই ঘটেছে, তবু তাঁকে হত্যা কবে তাঁব গভর্ণমেন্টেব পতন কামনা কবতো খুব কম লোকেই। সেই অল্পসংখ্যক লোকেদেব ভেতবে যাবা আবাব উগ্র চবমপন্থী তাদেব নিযেই গড়ে উঠেছিলো এক সামবিক গুপ্ত সঙ্ঘ। কর্নেল বাস্তিযেঁ-তিবি ছিলেন সেই সঙ্ঘেব নেতৃস্থানীয ব্যক্তি।

টেলিফোন যখন এলো তখন তিনি ধীবে ধীবে বীযাবে চুমুক দিচ্ছিলেন। সবাবওলা তাঁব হাতে ফোন দিযে বাবেব ওইদিক চলে গেলো ফোনেব তাবটায আবো একটু ঢিল দিতে। বাস্তিযেঁ তিবি শুধু কযেক সেকেণ্ড ফোনটা কানে চেপে থাকলেন তাবপব অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বললেন, "আচ্ছা ভেবাওড, ধন্যবাদ।" ফোন বেখে দিযে বেবিযে গেলেন বীযাবেব দাম আগেই দেওযা ছিলো। সামনেব ফুটপাতে এসে বগলেব তলা থেকে একটা ভাজ কবা খববেব কাগজ বেব কবলেন। অতি যত্নে সেটাব ভাঁজ খুললেন দুবাব।

বাস্তাব ওপাবে দোতলাব একটা ফ্লাটে জানলায বসেছিল একটি যুবতী। সেই ঘবে আবো বাবোজন লোক ইতস্তত ছড়িযে-ছিটিযে বসেছিলো। তাদেব দিকে ফিবে মেযেটি বললো, "দু নম্বব কট।" ওই বাবোজনেব মধ্যে পাচজন ছিলো একেবাবেই তরুণ সদ্য গোঁফ উঠেছে

তাদের, মানুষ মারাতে এখনো পোক্ত হয়ে ওঠেনি তারা এতক্ষণ বসে বসে শুধু হাত মোচড়াচ্ছিলো, কথাটা শুনতেই লাফিয়ে উঠলো। অপর সাতজনের বয়স বেশী। তারা পাকা লোক, প্রায় অবিচলিত রইলো। সংগঠনে বাস্তিয়েঁ-তিরির পরেই যার স্থান, সেও ছিলো এদের মধ্যে। তার নাম লেফটন্যাণ্ট আর্লে বুগর্নে দ্য লা তসনে। জমিদার বংশের ছেলে, কট্টর দক্ষিণপন্থী. পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, বিবাহিত, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। কিন্তু সেই ঘরে সবচেয়ে সাং ঘাতিক লোক যে ছিলো, তার নাম জর্জ ওয়ার্তে। উনচল্লিশ বছর বয়স, বৃষস্কন্ধ, চৌকো চোয়াল, চরমপন্থী ও. এ. এস.-এর সদস্য। আগে আলজেরিয়াতে কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার ছিলো, বছর দুয়েকের মধ্যে ও. এ. এস. সংস্থার সবচেয়ে সাংঘাতিক বন্দুকবাজ হয়ে উঠেছে। বহুদিন আগে পায়ে চোট লেগেছিলো বলে লোকে তাকে 'খঞ্জ' বলে ডাকে।

মেয়েটি খবরটা জানাতেই এই বারোজন লোক হুটাপট দালানের পিছন দিক দিয়ে একটা গলিতে চলে এলো। সেখানে ছটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিলো, সবগুলোই হয় চুরি করা নয়তো ভাড়া করা।.... সময় তখন সাতটা পঞ্চান্ন।

এই হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তে দিনের পর দিন প্রতিটা খুঁটিনাটি জিনিসের হিসাব করেছেন বাস্তিয়েঁ-তিরি।—ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল, চলন্ত গাড়ির বেগ, দূরত্ব, ধাবমান গাড়ি থামাতে হলে কতগুলো বুলেট কতটা দূর থেকে কতটা জোরে ছুঁড়তে হবে, সব।—হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার জন্যে যে রাস্তাটা বেছে নিয়েছিলো সেটা সোজা রাস্তা, নাম আভেন্যু দ্য লা লিবারেশিয়োঁ, এখান থেকে অনেকটা গিয়ে পেতি-ক্লামারের বড় চৌমাথায় মিশেছে। প্ল্যান ছিল খুব সহজ। বাছা বাছা পিস্তলবাজদের নিয়ে একটা দল চৌমাথার প্রায় দুশো গজ দূরে প্রেসিডেন্টের গাড়ির ওপর একযোগে রাইফেল চালাবে। ওরা রাস্তার ধারে দাঁড়-করানো একটা এস্তাফেত ভ্যানের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়বে। সূক্ষ্ম অ্যাঙ্গেল থেকে ছুটে আসা গাড়ির দিকে তাক করে গুলি করবে যাতে এতটুকুও সময় না নষ্ট হয়।

বাস্তিয়েঁ-তিরির হিসাব অনুযায়ী সামনের গাড়িটা যতক্ষণে ভ্যানের পাশে এসে পড়বে ততক্ষণে সেটার ভেতর দিয়ে অন্ততপক্ষে দেড়শো বুলেট চলে যাবে। রাষ্ট্রপতির গাড়ি থেমে গেলেই গলি থেকে বেরিয়ে ও. এ. এসের দ্বিতীয় দলটা একেবারে কাছ থেকে রক্ষীগাড়ির ওপরে হামলা চালাবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। দুটো গাড়ির সব আরোহীকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিয়ে দলের সবাই দৌড়ে চলে যাবে ওপাশের আরেকটা গলিতে। সেখানে তৈরী থাকবে তিনটে গাড়ি, পালিয়ে যাবার জন্যে।

বাস্তিয়েঁ-তিরি নিজে হবেন দলের ত্রয়োদশ ব্যক্তি, এই অভিযানের চক্ষু। প্রথম সঙ্কেত তিনিই দেবেন। ....আটটা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো দলই নিজেদের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে,—যেখানে হামলা হবে তার ঠিক একশো গজের মধ্যে, শহরের দিকটাতে। বাসস্টপ থেকে খবরের কাগজ নাড়িয়ে সঙ্কেত করবেন বাস্তিয়েঁ-তিরি। সেই সঙ্কেত গিয়ে পৌঁছুবে প্রথম দলের নেতা সার্জ বার্নিয়ের কাছে। বার্নিয়ে তখন এস্তাফেত ভ্যানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়ের কাছে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে ততক্ষণে বসে থাকবে বন্দুকবাজেরা । তাদের নিশানা দেবার ভার বার্নিয়ের ওপর। বুগর্নে দ্য লা তসনে একটা গাড়ি চালিয়ে রক্ষী পুলিসদের বাধা দেবে। তার পাশে সাবমেশিনগান নিয়ে বসে থাকবে 'খঞ্জ' ওয়ার্তে।

পেতি-ক্লামারে রাস্তার পাশে কয়েকজোড়া রাইফেলের সেফটিক্যাচ যখন খুলে গেলো, তখন জেনারেল দ্যগলের কনভয় প্যারী শহরের ট্রাফিকের ভিড় কাটিয়ে শহরতলীর ফাঁকা অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। গাড়িগুলো এখানে বেগ বাড়িয়ে নিলো, ঘন্টায় প্রায় ষাট মাইল।

রাস্তা আরো ফাঁকা হতেই ফ্রান্সি ম্যারু তার কব্জি উলটে ঘড়ি দেখলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছে পেছনে বসে বৃদ্ধ জেনারেল ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। কাজেই ম্যারু আরো গতি বাড়িযে দিলো। মোটরসাইকেল-আরোহী দুজন পিছিয়ে পড়লো, কনভযের পেছনে চলে গেলো তারা। দ্যগলের এসব কখনো ভালো লাগতো না, সামনে বসে ভেঁপু বাজিয়ে যাবে..কী বিশ্রী! যখনই সুযোগ পেতেন ওদের দিতেন হঠিয়ে...এইভাবেই ওঁরা সেদিন আভেন্যু দ্য লা দিভিসিওঁ লেকলার দিয়ে পেতি-ক্লামারে পৌছুলেন।....সময় তখন আটটা সতেবো।

বাস্তিয়েঁ-তিরি তখন ওই রাস্তাতেই প্রায় মাইলখানেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব সত্ত্বেও মস্ত একটা ভুল তিনি করেছিলেন। তার ফলও তিনি তখন হাতেনাতে টের পেলেন। অবশ্য ভুলটা যে কি তা তিনি স্পষ্ট জানতে পেরেছিলেন শুধু কয়েক মাস পরে, যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের সেলে ঢোকানো হয়েছিলো। হত্যাকাণ্ডের ছক কষতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে ২২শে আগস্টে সন্ধ্যা হয় আটটা পঁয়ত্রিশে। দ্যগলের যদি দেরিও হয় সেদিন, তবু হাতে যথেষ্ট সময় থাকবে, দিনের আলো থাকতে থাকতেই কাজ শেষ করা যাবে। সেদিন দ্যগলের সত্যি দেরিও হয়েছিলো। কিন্তু বিমানবাহিনীর কর্নেলটি সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের যে পাঁজি দেখেছিলেন, সেটা ছিলো ১৯৬০ সালের। একষট্টি সালের ২২শে আগস্ট সন্ধ্যা নেমেছিলো আটটা পঁয়ত্রিশে, কিন্তু বাষট্টির ২২শে আগস্ট সন্ধ্যা আটটা দশে। এই পঁচিশটা মিনিট ফ্রান্সের ইতিহাস বদলে দিতে পারতো। ....আটটা আঠারোয় বাস্তিয়েঁ-তিরি দেখলেন প্রেসিডেন্টের কনভয় অন্ততপক্ষে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। পাগলের মতো তিনি হাতের কাগজ দোলালেন।

প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলো বার্নিয়ে। অন্ধকারে ঠাহর করে করে বাসস্টপের মূর্তিটাকে দেখতে চেষ্টা করলো। "কর্নেল কি কাগজ নাড়ালেন?"—মনের মধ্যে সংশয়। কিন্তু ভালো করে অনুধাবন করবার আগেই ঝড়ের বেগে প্রেসিডেন্টের গাড়ি বাসস্টপ ছাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। বার্নিয়ে নিমেষে লাফিয়ে উঠলো, "ফায়ার!"......ঘটাঘট গুলি চললো, নব্বই ডিগ্রী কোণ থেকে। লক্ষ্যবস্তু ঠিক তাদের সামনে, সত্তর মাইল বেগে চলেছে। গাড়িটায় যে অন্তত বারোটা বুলেট গিয়ে লাগতে পেরেছিলো, সেইটাই ওদের বাহাদুরি। বেশীর ভাগ বুলেটই কিন্তু পেছন থেকে সিত্রোঁ গাড়িটার গায়ে লেগেছিলো। দুটো টায়ার জখম হয়েছিলো। টিউবহীন চাকা হলেও কী, হঠাৎ চাপ কমে যাওয়ায় গাড়ি কাত হয়ে সামনের দিকে হড়কে গেলো খানিকটা। আর ঠিক তখনই ম্যারু বাঁচিয়ে দিলো দ্যগলকে। ছুটন্ত গাড়ির পেছন দিকের কাঁচ ফেটে গিয়েছিলো। প্রেসিডেন্টের নাকের কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়েই একটা গুলি চলে গেলো। সামনের সীট থেকে কর্নেল দ্য বসিয়ু চেঁচিয়ে উঠলেন, "মাথা নিচু করুন.... শুয়ে পড়ুন।" মাদাম দ্যগল স্বামীর কোলে মাথা নুইয়ে ফেললেন। জেনারেল কিন্তু শুধু একটা হিমশীতল মন্তব্য ছুঁড়লেন, "কি? আবার ?" বলেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের ভাঙা কাঁচ দিয়ে দেখতে গেলেন।

স্টিয়ারিং হুইল থরথর করে কাঁপছিলো। ম্যারু সেটা ধরে গাড়ি যেদিকে হড়কাচ্ছিলো সেদিকেই চাকা সামান্য ঘুরিয়ে দিলো। অ্যাক্সিলেটর থেকে পায়ের চাপ তুলে নিলো। কয়েক মূহূর্ত থমকে থেকে সিত্রোঁ আবার তার ক্ষমতা ফিরে পেলো। আভেন্যু দ্য বোয়া যেখান থেকে বেরিয়েছে, সেই মোড়টার দিকে লক্ষ্য করে ছুটে চললো গাড়ি। ওই রাস্তাতেই আবার ও. এ. এসের দ্বিতীয় দলটা অপেক্ষা করছিলো। ম্যারুর পেছনে পেছনে আসছিলো রক্ষী-গাড়িটা, তার গায়ে কিন্তু একটা বুলেটের আঁচড় লাগেনি।

আভেন্যু দ্য বোয়াতে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো বুগর্নে দ্য লা তসনে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু। প্রেসিডেন্টের গাড়িকে অমন তীব্র গতিতে ছুটে আসতে দেখে তসনে হিসাব করে দেখলো পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এই রাস্তা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যদি সেই ছুটন্ত গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ে তো আর দেখতে হবে না, তাকে সুদ্ধু তার গাড়িটা চুর চুর হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কাজেই একটু থেমে তবে বড় রাস্তায় নামাই ভালো। করলোও তাই। হঠাৎ পাশরাস্তা থেকে আচমকা বেরিয়ে এসে গাড়িটাকে সিধে করে নিতে নিতে দেখলো তার ঠিক পাশে যে গাড়িটা যাচ্ছে সেটা প্রেসিডেন্টের গাড়ি নয়, দ্বিতীয় গাড়িটা, অর্থাৎ যেটায় দেহরক্ষী দিজুদে এবং কমিশ্যার দুক্রে চলেছেন।

ওয়ার্তে তার ডানপাশের জানলায় ঝুঁকে পড়ে সামনের ডি. এস.-টাকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত সাবমেশিনগান ছুঁড়লো। ফাটা কাঁচের ভেতর দিয়ে দ্যগলের দৃপ্ত অবয়বের ছায়াও দেখতে পাচ্ছিলো সে।...... ওদিকে দ্যগলের মেজাজ খারাপ। অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন "হলো কি ? আমাদের গাধাগুলো করছে কী....গুলি ছুঁড়তে পারে না ?".... দিজুদে গুলি ছোঁড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন বৈকি, কিন্তু যে পাশে শত্রুগাড়ি সে পাশেই যে তাঁর গাড়ির ড্রাইভার বসে। দুক্রে চেঁচিয়ে উঠে ড্রাইভারকে বললেন, কোনোমতেই যেন প্রেসিডেন্টের গাড়ি না ছেড়ে দেয়, ঠিক যেন পেছনে পেছনে চলে, তা যাই ঘটুক না।..... এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ও. এ. এস. পিছিয়ে গেলো। মোটরসাইকেল দুটোর একটা তো তসনের গাড়ির আকস্মিক আবির্ভাবে প্রায় পড়েই গিয়েছিলো! এতক্ষণে সামলে নিয়ে সেটাও পৌঁছে গেছে। গোটা কনভয় এখন চৌমাথায় গিয়ে পড়লো, তারপর সেটা পেরিয়ে সোজা ভিলাকুবলের দিকে তারা ছুটলো।

গাড়িতে রাখা ট্রান্সমিটারের সাহায্যে কমিশ্যাব দুক্রে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিয়ে দিলেন ভিলাকুবলের অফিসারদের। দশ মিনিটেব মধ্যে কনভয় ভিলাকুবলেতে এসে পৌঁছুতেই দ্যগল সোজা তাঁর অপেক্ষমান হেলিকপ্টারের দিকে গাড়িকে এগিয়ে যেতে হুকুম দিলেন। গাড়ি থামতে না থামতে সব অফিসারেরা এসে তাঁর গাড়ি ছেঁকে ধরলেন। দরজা খুলে মাদাম দ্যগলকে বাইরে বেরিয়ে আসতে তাঁরা সাহায্য করলেন। ভদ্রমহিলার মুখ ভয়ে বিবর্ণ। অন্য দরজা দিয়ে জেনারেল দ্যগল নামলেন, পোশাক থেকে কাঁচের টুকরো-টাকরা ঝেড়েও ফেললেন। অফিসারদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, আকুলিবিকুলির কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা ওপাশে গিয়ে পত্নীর হাত ধরলেন। "চল গো, বাড়ি যাব এখন।"...বিমানবাহিনীর লোকদের দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে ও. এ. এস. সম্বন্ধে তাঁর শেষ মন্তব্যটুকু জানিয়ে দিলেন, "ওরা সোজা গুলি ছুঁড়তে পারে না।"... দিজুদেও এসে দ্যগল-দম্পতির সঙ্গে হেলিকপ্টারে উঠলেন। সপ্তাহশেষের ছুটি কাটাতে চলে গেলেন রাষ্ট্রপতি। ওদিকে স্টিয়ারিংহুইলের পেছনে ফ্রান্সি ম্যারু তখনো ভয়ে পাংশু। ডানদিকের দুটো টায়ারই খতম, গাড়িটা শুধু এখন রিমের ওপর দাঁড়িয়ে। দুক্রে তার কাছে এসে বিড়বিড় করে অভিনন্দন জানালেন। তারপর দুজনে লেগে পড়লেন গাড়িটাকে ঠিক করিয়ে নিতে।..

সারা দুনিয়ার সাংবাদিকমহলে যখন এইই নিয়ে মাতামাতি, সংবাদের অভাবে যখন বল্গাহীন ঘোড়া ছুটলো তীব্র গতিতে, তখন সবার অগোচরে ফরাসী পুলিসের হেডকোয়ার্টার সুরেতে নাশিওনাল,—গুপ্তসংস্থা ও জাঁদার্মেরির সাহায্যে,- -ফ্রান্সের ইতিহাসে এক বিরাটতম তদন্ত শুরু করেছিলো। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই অনুসন্ধান বিরাটতম রইলো না ; ফ্রান্সের পুলিসের খাতায় এর চেয়েও বড় আরেকটা অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয়েছিলো আরো কিছুদিন পরে। যে-

মানুষটাকে নিয়ে সেই অনুসন্ধান, সে ছিল এক অজ্ঞাতনামা আততায়ী। পুলিসের খাতায় তার পরিচয়ে লেখা ছিলো শুধু তার ছদ্মনাম 'শৃগাল'।....

অবশেষে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিস কিছু প্রাথমিক সূত্র পেলো। অত্যন্ত সাধারণ একটা ঘটনায় আকস্মিকভাবেই পাওয়া গেলো অনেক মূল্যবান তথ্য।..... ভালেঁস শহরের বাইরে, পারী থেকে মার্সাইতে যাবার জাতীয় সড়কে, লিওঁর দক্ষিণে, পুলিস রাস্তা আটকে যাত্রীদের খানাতল্লাসী নিচ্ছিলো। সেদিন অন্তত কয়েকশো লোকের পরিচয়-পত্র দেখেছিলো পুলিস। একসময়ে একটা প্রাইভেট কার আটকালো ওরা, সেটায় ছিলো চারজন লোক। তাদের তিনজনের কাছে পরিচয়-পত্র ছিলো কিন্তু চতুর্থজনের কাছে কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেলো না। লোকটা বললো যে তার কাগজপত্রগুলো নাকি হারিয়ে গেছে। কাজেই তাদের চারজনকেই ধরে ভালেঁসের থানায় নিয়ে যাওয়া হলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

ভালেঁসে গিয়ে জানা গেলো চতুর্থ লোকটার সঙ্গে অপর তিনজনের কোনো সম্বন্ধই নেই, নেহাৎই একটা লিফ্‌ট্ দিয়েছিলো তাকে। ওদের তিনজনকে তো ছেড়ে দেওয়া হলো কিন্তু চতুর্থজনের আঙুলের ছাপ তুলে পারীতে পাঠানো হলো। উদ্দেশ্য, যাচাই করে দেখা যে লোকটা যে পরিচয় দিয়েছে সেটা সত্য কী না। বারো ঘন্টা পরে খবর এলো ঃ আঙুলের ছাপগুলো বিদেশবাহিনীর এক পলাতক সৈনিকের, বয়স বাইশ বছর, সামরিক হুলিয়া আছে তার নামে। নাম কিন্তু লোকটা সঠিকই বলেছিলো—পিয়েরদানি মাগাদ।

মাগাদকে তো লিওঁতে পুলিসের আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। জেরা করতে নিয়ে [illegible]র, একটা ঘরে বসে আছে, এমন সময় একজন পাহারাদার পুলিস তাকে খেলার ছলে জিজ্ঞাসা করলো, "কী হে পেতি-ক্লামারের খবরটা উগরেই ফেলো না।" মাগাদ উপায়ান্তর না দেখে ঘাড় নাচালো, "বেশ তো, কি জানতে চাও?"

আট ঘন্টা ধরে মাগাদ গান গাইলো। মস্তবড় বয়ান, এজাহার লিখতে লিখতে পুলিসও হতভম্ব. কাহিনীর শেষে দেখা গেলো প্রত্যেকটা লোকের নাম জানিয়েছে সে, কাউকেই বাদ দেয়নি, এমন কি যে নজন অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে সাহায্য করেছিলো তাদের নামধামও। সবসুদ্ধ বাইশজন। সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো. তৎপর হলো পুলিস। এতদিনে অন্তত জানা গেলো কাদের খুঁজতে হবে, অপরাধী কারা।

অভিযানের শেষে সবাই ধরা পড়লো শুধু একজন ছাড়া। সে-জন হচ্ছে জর্জ ওয়াতেঁ। আজ পর্যন্ত তাকে ধরা যায়নি। এখনো নাকি সে স্পেনে আছে আলজেরিয়ার অন্যান্য ও. এ. এস. দলপতিদের সঙ্গে।..ডিসেম্বরের মধ্যেই জেরাটেরা শেষ হয়ে গেলো; বাস্তিয়েঁ-তিরি, বুগনে দ্য লা তসনে ও ষড়যন্ত্রের অন্যসব নায়কদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনাও সম্পূর্ণ হলো।

বিচার-চলাকালীন সময়ে ও. এ. এস. দল আবার একবার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করে গলিস্ট গর্ভমেন্টের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেষ্টা করলো কিন্তু ফরাসী সরকারের গুপ্তসঙ্ঘ বেদম লড়াই লড়লো পারী শহরের আপাত-শান্ত মধুর জীবনের নীচে, সভ্যভব্য কোমল পালিশের তলায়, ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর গোপন যুদ্ধ চলেছিল, নিষ্ঠুরতায় যার তুলনা মেলা ভার।

ফরাসী গুপ্তসঙ্ঘের সরকারী নাম সার্ভিস দ্য দকুমান্তাশিয়োঁ এক্সতেরিয়র অ দ্য কঁতর আসপায়োনাজ—সংক্ষেপে এস ডি. ই. সি. ই.। ফ্রান্সের বাইরে গুপ্তচরবৃত্তি, দেশের ভেতরে বিদেশী চর সেজে গুপ্তচরদের তথ্য ফাঁস করা, সবই এই সঙ্ঘের আওতায় পড়ে। সবই গোপন কাজ। বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের ওপর ন্যস্ত আছে ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য।

পাঁচ নম্বর বিভাগের নামটা খুবই সাদামাটা, শুধুমাত্র 'ক্রিয়া'। ও. এ. এসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই বিভাগ থেকেই চালনা করা হতো। পারীর উত্তর-পূর্বে এক ঘিঞ্জি মহল্লা, পোর্ত দ্য লাইলা, তারই কাছে বুলেভা মর্তিয়ার ওদিকে খুব সাধারণ কয়েকটা দালান কোঠা। তারই একটাতে পাঁচ নম্বর বিভাগের হেডকোয়ার্টার। শয়ে শয়ে জোয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সমরে বেরুতো। এই জোয়ানরা প্রায় সকলেই কর্সিকান। গল্পকাহিনীর ইস্পাতদৃঢ় মানুষের এরা যেন জ্যান্ত সংস্করণ। তিল তিল করে তাদের সযত্নে মানুষ মারা শেখানো হয়েছে; অস্ত্র হাতে বা বিনা অস্ত্রে তারা মানুষ খুন করতে সমান দড়। নানারকম কসরত, নানা ধরনের প্রক্রিয়া, জুডো, কারাত, মল্লযুদ্ধ—সব তাদের শেখানো হয়। পোক্ত হলে তবেই তারা ক্রিয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতো।..... কেউ কেউ হয়ত শুধু ফরাসী ভাষা জানে, আবার কেউ কেউ বা নানা ভাষায় পটু। কাজের খাতিরে বিদেশী সাজিয়েও চালানো যেতো তাদের। আবার দরকার পড়লে মানুষ মারতেও তাদের দ্বিধা নেই, সেই অধিকারও দেওয়া আছে।

এ. এ. এসের সন্ত্রাসবাদ যখন ব্যাপক আকার ধারণ করলো, তখন এস. ডি. ই. সি. ই.-র ডিরেক্টর, জেনারেল অজিন গিবো, তাঁর পাঁচ নম্বর বিভাগের লোকদের দিলেন লেলিয়ে, একেবারেই লাগাম খুলে নেওয়া হলো। ফলে কেউ কেউ গিয়ে ও. এ. এস-এ নাম লেখালো, তাদের সর্বোচ্চ পরিষদেও তারা ঠাঁই করে নিলো। সেখান থেকে তারা গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠাতো আর সেইসব খবরের ওপর ভিত্তি করে ক্রিয়াবিভাগ সুনিপুণ কাজ করে যেতো। যে সব ক্ষেত্রে পুলিসকে দিয়ে তাদের ধরা সম্ভব সে সব স্থলে গোপন খবরগুলো পুলিসকেই দিয়ে দেওয়া হতো, কিন্তু যে সব জায়গা পুলিসের এক্তিয়াবেব বাইরে, যেমন ফ্রান্সের সীমানার বাইরে কোনো জায়গা (অথচ কিছুতেই শত্রুপক্ষকে ফ্রান্সের ভেতরে ঢোকানো যাচ্ছে না) সেইসব ক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর বিভাগের লোকেরা বিদেশে গিয়েই তাদের হত্যা করতো। সেইসব হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুরতার তুলনা হয় না। ও. এ. এসের কোনো লোক যদি কখনো লোপাট হয়ে যেতো, কোনো পাত্তাই না পাওয়া যেতো, তখন তার আত্মীয়-স্বজনেরা ধরেই নিতো যে ক্রিয়াবিভাগের লোকেরা তাকে খতম করে দিয়েছে।

অবশ্য ও এ এসের লোকেরাও বৈষ্ণব ছিলো না, হিংসাত্মক কার্যকলাপে তারাও কম নয়। তবুও পাঁচ নম্বর বিভাগের লোকদের তারা একেবারেই সহ্য করতে পারতো না। তাদের তারা নাম দিয়েছিল 'বার্বুজ' বা দাড়িওলা। প্রচ্ছন্ন ভূমিকার জন্যেই এই নাম, নইলে সবায়েরই কিছু অমন দাড়ি ছিল না। আলজেরিয়ায় দ্যগল সরকার এবং ও. এ. এস-এর লড়াইয়ের শেষের দিকে একবার ও. এ. এসের হাতে সাতজন বার্বুজ ধরা পড়েছিলো। পরের দিন দেখা গেলো কোনো বাড়ির বারান্দা থেকে বা ল্যাম্পপোস্ট থেকে তাদের লাশ ঝুলছে, কোনোটার কান কেটে নেওয়া হয়েছে, কোনোটার বা নাক।

পারী এবং মার্সাই শহরে ক্রিয়াবিভাগ ছিলো কর্সিকানে ঠাসা। প্রতিহিংসা নিতে তারা ওস্তাদ। সি-মিশনের সাতজন বার্বুজের হত্যার পর, তারা ও.এ. এসের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ নেবার লড়াইয়ে মেতে উঠলো। ও. এ. এস.-এ যে সব ফরাসী ছিলো তাদের বেশীর ভাগেরই জন্ম আলজেরিয়ায়। দেখতে প্রায় ওরা কর্সিকানদের মতোই। কাজেই ছয় দশকে এই যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত প্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

...দিনের পর দিন বাস্তিয়েঁ-তিরি আর তাঁর দলবলের বিচার চললো। ও. এ এস-ও চুপ করে ছিলো না, তলায় তলায় তারাও সক্রিয় হয়ে উঠলো। পেতি ক্লামারের চক্রান্ত যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিলো, ও. এ. এসের তিনি এক কর্ণধার, প্রায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কবিশেষ। তাঁর নাম কর্নেল আঁতোয়াঁ আর্গো। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, ইকোল পলিতেকনিকের ছাত্র, যেমন মেধা

তেমনি প্রাণশক্তি। দ্যগলের নীচে লেফটন্যান্ট হয়ে তিনি ফ্রান্সের মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিলেন দেশকে নাৎসীদের কবল থেকে মুক্ত করতে। তারপর আলজেরিয়াতে একটা ক্যাভালরি রেজিমেন্টের কমাণ্ডার হয়ে কাজ করেছিলেন। বেঁটেখাটো পাকানো চেহারা। সৈনিক হিসাবে খুব ভালো কিন্তু অত্যন্ত নির্দয়। তিনি দেশত্যাগী ও. এ. এস. কর্মীদের পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।.... অভিজ্ঞ সৈনিক হিসাবে তিনি জানতেন যে গলিস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হলে একযোগে নানা ফ্রন্ট খুলতে হবে। দেশে যেমন বিভীষিকা সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি কূটনীতির মারপ্যাঁচও চালাতে হবে। প্রচারের মাধ্যমে দলের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি লোকের সামনে তুলে ধরতে হবে। কাজেই তিনি ও. এ. এসের রাজনৈতিক শাখা জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদের নেতা, ফ্রান্সের প্রাক্তন বৈদেশিক মন্ত্রী, জর্জ বিদোকে দিয়ে সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে পর পর কয়েকটা সাক্ষাৎকার দেবার বন্দোবস্ত করলেন, যাতে পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা ও. এ. এসের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য, বিশেষ করে তারা কেন জেনারেল দ্যগলের বিরোধী, তা ভদ্রভাষায় বুঝতে পারে।

আর্গোর বুদ্ধিতে কাজ হলো। বিদোর প্রচারের সাফল্যে ফরাসী সরকার শঙ্কিত। আবার ওদিকে দেশের সর্বত্র হঠাৎ তুমুল সন্ত্রাসবাদ শুরু হয়ে গেলো। সিনেমায়, কাফেতে, হাটেবাজারে দমাদ্দম বোমা ফাটতে আরম্ভ হলো। তারপর ১৪ই ফেব্রুয়ারী আবার দ্যগলকে হত্যা করবার আরেকটা চক্রান্ত ধরা পড়লো।... পরের দিন সাঁ দ্য মারেতে ইকোল মিলিতেয়ারে তাঁর ভাষণ দেবার কথা ছিলো কিন্তু জানা গেলো, পাশের দালানের কার্নিশ থেকে হত্যাকারী তাঁর পিঠ বরাবর গুলি ছোঁড়ার চক্রান্ত করেছে।

এই ষড়যন্ত্রের জন্যে যারা ধরা পড়লো তার মধ্যে ছিলো জাঁ বিশোঁ, আর্টিলারির একজন ক্যাপ্টেন রবের পয়নার, আর সামরিক আকাদেমীর ইংরেজী ভাষার শিক্ষিকা, মাদাম পল রুসলে দ্য লিফিয়া। কথা ছিলো জর্জ ওয়ার্তে গুলি ছুঁড়বে, কিন্তু এবারেও তাকে ধরা গেলো না। খঞ্জ গেলো পালিয়ে। পয়নারের ফ্ল্যাটে রাইফেল পাওয়া গেলো, সঙ্গে একটা স্নাইপারস্কোপ। তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। পরে বিচারের সময় জানা গিয়েছিলো তারা ওয়ার্তে আর তার বন্দুকটাকে আকাদেমীতে লুকিয়ে রাখবার জন্যে ওয়েরেন্ট-অফিসার মারিয়ু থোর সঙ্গে আলোচনা করেছিলো। ফলে সে ভদ্রলোক সোজা পুলিসের কাছে গিয়েছিলেন। ১৫ তারিখে নির্ধারিত সময়ে দ্যগল বক্তৃতা দিতে এলেন বটে, কিন্তু এবার তাঁকে আসতে হলো আর্মারপ্লেট দেওয়া গাড়িতে বসে। জেনারেলের তা মোটেই পছন্দ হলো না,রুচিতে বাধলো।

চক্রান্ত হিসাবে এটা ছিলো একেবারেই ছেলেখেলা। কিন্তু দ্যগল বেশ খাপ্পা হলেন। পরের দিনই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ফ্রেকে ডেকে টেবিল বাজিয়ে বললেন, "দেখুন, এই হত্যার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো অনেক দূর গড়িয়েছে। বুঝলেন!"...কাজেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উঠে পড়ে লাগলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাও তো তাঁরা দায়িত্ব. ও. এ. এস. ষড়যন্ত্রকারীদের নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তিকে এমন শাস্তি দিতে হবে যে ভবিষ্যতে যেন ওরা আর সাহস না পায়।.... বাস্তিয়েঁ-তিরি সম্পর্কে ভাবনা নেই ফ্রের। সুপ্রীম মিলিটারি আদালতের রায় যে কী হবে তা বোঝাই যাছে,... লোকটা অভিযোগ খণ্ডাবার তো কোনো চেষ্টাই করেনি, বরঞ্চ কাঠগড়া থেকে শুধু বক্তৃতাই ঝেড়েছে শার্ল দ্যগলের বেঁচে থাকার অধিকার কেন নেই। .....তা তো হলো, কিন্তু আরো যে কিছু ভয়ঙ্কর শাস্তিবিধান আবশ্যক।

২২শে ফেব্রুয়ারী এস. ডি. ই. সি. ই.-র দু নম্বর বিভাগ (প্রতিগুপ্তচরবৃত্তি আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে একটা স্মারকপত্র পাঠালেন। তার একটা প্রতিলিপি ক্রিয়াবিভাগের কর্তার টেবিলে এসে পৌঁছুলো। রিপোর্টটার আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ

'ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে লিপ্ত নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির ঠিকানা আমরা খুঁজে বার করেছি। লোকটার নাম আঁতোয়াঁ আর্গো,—ফ্রেঞ্চ আর্মির প্রাক্তন কর্নেল। জার্মানীতে পালিয়ে গেছে সে এবং আমাদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের খবর অনুসারে জানা যাচ্ছে যে কয়েকটা দিন সে সেখানেই কাটাবে।

'অতএব আমাদের পক্ষে আর্গোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা বা তাকে পাকড়াও করা সম্ভব আমাদের দেশের প্রতিগুপ্তচর বিভাগ থেকে জার্মান সুরক্ষা বিভাগে সরকারীভাবে অনুরোধ পাঠানো হয়েছিলো কিন্তু তারা আর্গোকে আমাদের হাতে তুলে দিতে বা সে দেশে আমাদের কাজ করতে দিতে অস্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য স্বাভাবিক কারণবশতই ওরা এখন সন্দেহ করছে যে তা সত্ত্বেও আমরা সেদেশে আর্গো বা অন্যান্য ও এ এস নেতাদের পশ্চাদ্ধাবন করবো। অতএব, আর্গো সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু করণীয় তা ঝটিতিই করে ফেলা আবশ্যক।'

কাজটা ক্রিয়াবিভাগের হাতে সঁপে দেওয়া হলো।

২৫শে ফেব্রুয়ারীর বিকালে আর্গো রোম থেকে ম্যুনিখে ফিরলেন, সেখানে তিনি গিয়েছিলেন অন্যান্য ও এ এস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। সোজা উনাটস্ট্যাসে না গিয়ে তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে এডেনউলফ হোটেলে গেলেন। আগে থেকে সেখানে একটা ঘর বুক করে রাখা ছিলো, বোধহয় কোনো মিটিংয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই মিটিংয়ে তিনি আর উপস্থিত হতে পারলেন না। হলের মধ্যে দুজন লোক তাঁর কাছে এগিয়ে এলো, বিশুদ্ধ জার্মানে কথা বললো। আর্গো ভাবলেন ওরা জার্মান পুলিস, পাসপোর্ট বের করবার জন্যে বুকপকেটে হাত ঢোকালেন। কিন্তু হঠাৎ টের পেলেন যে তাঁর দুটো হাতই ভীষণ জোরে কারা চেপে ধরেছে, মাটি থেকে পা উঠে এলো অনেকটা। দোরগোড়ায় একটা অপেক্ষমান লন্ড্রিভ্যানে তাকে তুলে দেওয়া হলো। প্রাণপণে তিনি হাত পা ছুঁড়লেন, কানে এলো একগাদা ফরাসী খিস্তি। একটা কঠিন হাত– প্রায় ধাতবকঠিন,—আড়াআড়ি ভাবে তার নাকে ভীষণ জোরে আঘাত হানলো, আরেকটা হাত তার তলপেটে প্রচণ্ড বেগে ঘুঁষি মারলো, কানের নীচে স্নায়ুকেন্দ্রে একটা আঙুল এসে প্রবল চাপ দিলো। চকিতে সংজ্ঞা হারালেন তিনি।

চব্বিশ ঘন্টা পরে প্যারীর ৩৬ নম্বর কে দ্য অর্ফেভরায় পুলিসের ক্রিমিন্যাল ব্রিগেডের দপ্তরে একবার টেলিফোন বাজলো। ডেস্কের সার্জেন্টকে কে যেন হেঁড়ে গলায় ডাকলো যে সে ও এ এসের তরফ থেকে কথা বলছে আঁতোয়াঁ আর্গোকে ভালো করে বেঁধেছেঁদে সি আই ডি বিল্ডিঙের পেছনে একটা ভ্যানের ভেতরে রেখে দেওয়া হয়েছে। ক মিনিট পরে এক ঝটকায় ভ্যানের দরজা খুলে ফেলতেই কোনোমতে টলতে টলতে আর্গো বেরিয়ে এলো। পুলিস-অফিসারেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ। চব্বিশ ঘন্টা ধরে পুরু ব্যাণ্ডেজে চোখ বাঁধা থাকায়, আর্গো তখন আলোতেও দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁকে হাত ধরে দাঁড় করাতে হলো। নাক থেকে রক্ত ঝরে ঝরে সারামুখ এখন শুকনো কালো জমাট রক্তে ভরা। মুখের ভেতরে কাপড়ের পট্টি গোঁজা, পুলিস সেটা টেনে বার করলো। অসহ্য ব্যথা, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনি কী কর্নেল আঁতোয়া আর্গো?" তখন কোনোমতে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" আগের রাতে ক্রিয়াবিভাগের লোকেরা তাকে অনেক কৌশলে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপিচুপি সীমান্ত পার করে ফ্রান্সে পৌঁছে দিয়েছিলো। পুলিসের কাছে টেলিফোন করে তাদের এরকম একটা উপঢৌকন দেবার ছল ওদের নিজস্ব রসিকতা,—ক্রিয়া বিভাগের সেপাইদের মস্তানমার্কা ঠাট্টা। জুন মাসের আগে আর্গো আর ছাড়া পাননি।

কিন্তু ক্রিয়াবিভাগ একটা জিনিস ভাবেনি। আর্গোকে সরিয়ে ও এ এসের মনোবল ভেঙে দিলেও তাতে শুধু আর্গোর সহকারী লেফটন্যাণ্ট কর্নেল মার্ক রদ্যাঁর অপারেশন চাপ হবার পথ

সুগমই করে দেওয়া হলো। রদ্যাঁ আর্গোর মতোই নিষ্ঠুর এবং চতুর। কিন্তু জনসমক্ষে স্বল্প-পরিচিত, ছায়ার মতোই তার পদক্ষেপ। দ্যগল হত্যার ভার সে এখন নিজের হাতে তুলে নিলো। কাজেই ক্রিয়াবিভাগের পক্ষে আর্গো দূরীকরণের ফল তেমন ভালো হলো না।....

...৪ঠা মার্চ তারিখে সুপ্রীম মিলিটারি আদালতের রায় বেরুলো. জাঁ-মারি বাস্তিয়েঁ-তিরি এবং অন্য দুজনের প্রাণদণ্ড হলো। ফেরারী আসামী খঞ্জ ওয়াতেঁ এবং অপর দুজনেরও সেই একই শাস্তি। ৮ই মার্চ তিন ঘন্টা ধরে জেনারেল দ্যগল নীরবে প্রাণভিক্ষার আবেদন শুনলেন। ওদের তিনজনের পক্ষ থেকে আপীল জানালেন তাদের উকীলেরা।...দুজনের প্রাণদণ্ড মকুব করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন দ্যগল, কিন্তু বাস্তিয়েঁ-তিরির প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল রইলো।

সে রাতে বিমানবাহিনীর কর্নেলকে তাঁর উকীল রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের কথাটা শোনালেন বললেন, "১১ তারিখে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে।" বাস্তিয়েঁ-তিরির তবুও যেন বিশ্বাস হয় না, শুধু হাসতেই থাকেন। তাই দেখে উকীল ভদ্রলোক ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বললেন, "আপনাকে গুলী করে মারবে সেদিন।"

তবু বাস্তিয়েঁ-তিরি হাসে আর মাথা নাড়ে. উকীলকে বলে, "কিছু হবে না, দেখবেন। কোনো ফরাসী সৈনিক আমার বিরুদ্ধে রাইফেল তুলবে না।"

কিন্তু বাস্তিয়েঁ-তিরির সে-আশা টিকলো না। রাইফেলের গুলীতে ছিন্নভিন্ন হলো তাঁর দেহ। রেডিও ইউরোপ নম্বর ওয়ানের সকাল আটটার ফরাসী খবরে তাঁর মৃত্যুর কথা প্রচার হলো। পশ্চিম ইউরোপে সেই সকালে যারাই তখন রেডিও খুলেছিলো তারাই শুনেছিলো সেই সংবাদ। অস্ট্রিয়ায় ছোট্ট এক হোটেলের কামরায় বসে কর্নেল মার্ক রদ্যাঁও শুনলো সেই সংবাদ। মনের মধ্যে তার তখন অজস্র চিন্তা। সেই চিন্তাতেই ক্রমে ক্রমে এমন একটা চক্রান্ত রূপ পেলো যা জেনারেল দ্যগলকে প্রায় মৃত্যুর গহ্বরে এনে ঠেলে ফেলেছিলো।

দুই

ট্রান্সিস্টর রেডিওর সুইচটা একঝটকায় বন্ধ করে দিয়ে মার্ক রদ্যাঁ উঠে দাঁড়ালো। টেবিলে প্রাতরাশের সরঞ্জাম যেমনি ছিলো তেমনিই পড়ে রইলো, ছোঁয়ওনি একটু। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালো। একের পর এক, অন্তহীন সিগারেট পুড়েই চলেছে তখন থেকে। বাইরে তুষারবিধৃত দৃশ্যপট বিলম্বিত বসন্ত এখনো তুষার গলাতে শুরু করেনি।

চাপা দীর্ঘশ্বাসে বলে উঠলো, "হারামজাদা।" রাগ, বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ, ঘৃণা সব যেন একসঙ্গে ঝরে পড়লো তার গলা থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে আরো খানিক গালাগাল দিলো। ফরাসী প্রেসিডেন্ট, তার গভর্নমেণ্ট, ক্রিয়াবিভাগ, সবার বিরুদ্ধেই তার বিষোদ্গার।

রদ্যাঁ তার পূর্বসুরীদের তুলনায় একেবারে অন্যরকম। দীর্ঘদেহ, শ্রীহীন মুখকান্তিতে যেন অন্তঃস্থ ঘৃণার ছাপ। তবু মনের ভাব সে সাধারণত চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ করতে দেয় না। সৈন্যদলে উঁচু পদে উঠতে তাকে রীতিমতো রক্তঘাম ছোটাতে হয়েছিলো। ইকোল পলিটেকনিক ফেকনিকে তো আর পড়েনি যে পদোন্নতির দ্বার খোলা থাকবে। মুচির ঘরে জন্ম, বাপও মুচি ছিলো। জার্মানরা যখন ফ্রান্স অধিকার করেছিলো তখনই জেলে-নৌকোয় দরিয়া পার হয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছেছিলো, বয়স তখন সবে কিশোর সেখানে গিয়ে লোরেনের ক্রশের পতাকাতলে সিপাহী হয়ে নাম লিখিয়েছিলো। সার্জেন্ট থেকে ওয়ারেন্ট অফিসারের প্রমোশন পেয়েছিলো অনেক রক্ত ক্ষইয়ে। কোনিগের নীচে উত্তর আফ্রিকায় আর সেকলারের সঙ্গে নবমান্দির

ঝোপেঝাড়ে অনেক ভয়াবহ সংগ্রাম করে তবে পেয়েছিলো এই পদ। পারীর যুদ্ধে রণক্ষেত্রেই পেয়েছিলো অফিসারের তারকা। তার মতো অজ্ঞাতশীল আর লেখাপড়া না-জানা লোকের পক্ষে এ এক স্বপ্ন, এমন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিন না হলে কখনো সম্ভবই হতো না। যুদ্ধশেষের ফ্রান্সে তার সামনে দুটো রাস্তাই খোলা ছিলো,—হয় আর্মি ছেড়ে নাগরিক জীবনে ফিরে যাওয়া নইলে ফৌজেই থাকা।..... কিন্তু ফিরে যাবেটা কোথায়? বাপ মুচিগিরি শিখিয়েছিলো, তা বাদে তো আর অন্য কোনো কাজ জানা নেই। দেশে শ্রমিকদের অবস্থাও তো দেখেছে। প্রতিরোধের সময় থেকেই কম্যুনিস্টদের প্রভাব বে: শ্টং, তারাই এখন শ্রমিকদের নেতা। কাজেই রদ্যাঁ আর্মিতেই রয়ে গেলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠলো সে জীবন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলো এ-যুগের লেখাপড়া শেখা তরুণ ছেলের দল অফিসার-স্কুল থেকে পাস করে, শুধুমাত্র কাগুজে লড়াই লড়ে, কাঁধে তারকা সেঁটে বেরিয়ে আসছে। অথচ ওই তারকা সে অর্জন করেছিলো জীবনপাত করে। শুধু তাই নয় কিছু দিনের মধ্যে তারা আবার র‍্যাঙ্কে, পদগৌরবে ওকে ছাড়িয়ে চলে যায়। ...রদ্যাঁর প্রাণে জ্বালা ধরে। করণীয় কাজ একটাই। উপনিবেশগুলোয় চলে যাওয়া। সেখানে ফরাসী রেজিমেন্টগুলোয় পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ, দৃঢ়, অফিসার রাখা হয়, নতুন যুগের বাবুমার্কা ছোকরা নয়। সিপাইরা সব সেদেশী, বাধ্যতামূলক আইনে জোর করে ধরে আনা। তারাই প্যারেড করে, ড্রিল করে, আর ওরা হুমকি ছাড়ে, খবরদারি মারে। রদ্যাঁ ঔপনিবেশিক ফৌজে বদলি নিলো।

এক বছরের মধ্যেই সে ইন্দোচীনে কম্পানী কমাণ্ডার হয়ে গেলো। যাদের সঙ্গে থাকতো তারাও ওরই মতো মানুষ, একই ভাবধারা। মুচির ছেলের পক্ষে আরো ওপরে ওঠার সিঁড়ি মানেই আরো যুদ্ধ করা, আরো আরো যুদ্ধ. ইন্দোচীনের যুদ্ধ শেষ হতে হতে, রদ্যাঁ মেজর হলো। ফ্রান্সে কাটলো একটা বছর, অতি বিশ্রী। তারপরে আলজেরিয়াতে পাঠানো হলো।

ইন্দোচীন থেকে ফ্রান্সের সবে আসা বা একটা বছর ধরে দেশের অন্য যা যা ঘটনা সে প্রত্যক্ষ করলো তাতে তার মনের আগুন যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। আর সেই ধিকধিকি অঙ্গার নয়, ক্রোধের লেলিহান শিখা এবার। রাজনৈতিক নেতাদের আর কমিউনিস্টদের ওপর হলো যত রাগ। ওর মতে ও দুটো একই বস্তু। যদ্দিন না ফ্রান্সের গদিতে বসছেন কোনো সৈনিক তদ্দিন এই বিশ্বাসঘাতক আর পোঁ-ধরার দল থেকে দেশের রেহাই নেই। ও দুটো জিনিস অন্তত আর্মিতে নেই।

রদ্যাঁ অভিজ্ঞ জঙ্গী অফিসার। চোখের সামনে দেখেছে তার ফৌজের লোকেরা কেমন করে একের পর এক মৃত্যুবরণ করেছে, কত গলিত ছিন্নভিন্ন মৃতদেহও তাকে মাটিচাপা দিতে হয়েছে।.... সৈন্যেরা এত কষ্ট করে জীবন তুচ্ছ করে লড়াই করে বলেই তো দেশে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকেন অভিজাতেরা।.... ইন্দোচীনের গভীর জঙ্গলে আট বছর লড়াই করবার পর দেশে এসে যখন দেখলো নাগরিকেরা সৈন্যদের কথা ভুলেও একবার ভাবে না, বরঞ্চ খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সামান্য কারণেই তাদের বিরুদ্ধে বুকনি ঝাড়ে, তখন আর সহ্য হলো না তার। মনের ভিতরটা আগুনে পুড়ে পুড়ে শক্ত ইস্পাত হয়ে গেলো। রাজনীতির বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশ জন্মালো তার।

মনে মনে তার পূর্ণ বিশ্বাস যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা যদি পাওয়া যেতো এবং সেই সঙ্গে দেশের সরকার বা জনসমষ্টির সহায়তা যদি থাকতো , তবে ভিয়েৎমিনকে নিশ্চিহ্ন করা এমন কিছু কঠিন কাজ ছিলো না। ইন্দোচীন ছেড়ে চলে আসায়, যারা সেখানে ফ্রান্সের জন্য জীবন দিয়েছে তাদের ওপর বিশ্বাসঘাতকতাই তো করা হলো—যেন তাদের জীবনদানটাই সম্পূর্ণ নিরর্থক।.... রদ্যাঁ বেঁচে থাকতে এ-ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা আর ঘটতে

দিতে পারে না, বা দেবে না। আলজেরিয়াতেই তার প্রমাণ দেবে।......১৯৫৬-র বসন্তকালে মার্সাইয়ের তীর ছেড়ে আলজেরিয়ার দিকে যখন যাত্রা করলো তখন তার প্রাণেব জ্বালা নিভে গেছে, বেশ সুখী সুখী মনে হচ্ছিলো নিজেকে।..... জীবনের আদর্শ এবার সবার সামনে তুলে ধরা যাবে, আলজেরিয়ার দূর পাহাড়ে ফরাসী সৈন্যের জয়নিনাদ প্রতিধ্বনিত হবেই হবে।

দু বছর ধরে তীব্র লড়াই চালানোর পরেও মনের এই আশা তার মরলো না। প্রথমে যতটা সহজ ভেবেছিলো , বিপ্লব দমন করা ততটা সহজ না হলেও , রদ্যাঁ জানতো জয় হবেই। কিন্তু যতই দিন যায়, —যত ফেলাগা'ই মরুক তা'দ ফৌজের হাতে, যত গাঁ-ই জ্বালিয়ে দিক, যত এফ. এল. এন. সন্ত্রাসবাদীকেই অত্যাচারে জর্জরিত করে হত্যা করুক, ততই যেন বিপ্লব বাড়ে। গ্রাম থেকে গ্রামে শহর থেকে শহরে বিপ্লবের দাবানল ক্রমশ পড়লো ছড়িয়ে।

এই সময়ে দরকার স্বদেশ থেকে আরো সাহায্য. এ তো আর যুদ্ধ নয়, সাম্রাজ্যের একটা কোণায়, একটা ক্ষুদ্র অংশে বিপ্লব দমন করতে হবে মাত্র। আলজেরিয়াও তো ফ্রান্স, তিরিশ লক্ষ ফরাসী বাস করে এখানে। লেফটন্যাণ্ট-কর্নেলের পদ পাবার পরেই রদ্যাঁ পাহাড়-জঙ্গল ছেড়ে শহরে চলে এলো, প্রথমে বোন, তারপর কনস্তান্তিন।

ঝোপেজঙ্গলে এ. এল. এনের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতো রদ্যাঁ। তারা পুরোপুরি সামরিক ফৌজ না হলেও সৈন্য তো বটে। কিন্তু শহরে এসে দেখলো প্রতিপক্ষ কোথায়, ফৌজ তো নেই। অদ্ভুত এক লড়াই এখানে, ফরাসীদেব দোকান. বাজার বা খেলার মাঠে শুধ্ বোমাবাজি। বোমারুদেব বিনাশ করে কনস্তান্তিন শহবে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য রদ্যাঁ যে সব কঠোব ব্যবস্থা নিলো তার জন্য তার নামই হয়ে গেল 'কসাই'।

এফ. এল. এন. দল বা তার আর্মি এ. এল. এন-কে সম্পূর্ণ বিনাশ করতে হলে পারী থেকে আরো সাহায্যের প্রয়োজন। অন্ধবিশ্বাসীদের মতো রদ্যাঁও প্রকৃত তথ্য দেখতে পেলো না। বুঝতেও চাইলো না যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যযবার বা এই অজেয় যুদ্ধে ফ্রান্সেব টলটলাযমান অর্থনীতি বা দেশে বাধ্যতামূলক ভাবে যুবকদের সেনাদলে ভর্তি করার ফলে পাশার দান এখন কোন দিকে পড়বে!

১৯৫৮ সালের জুন মাসে জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে এলেন রোগক্লিষ্ট. দূষিতপঙ্গু চতুর্থ রিপাব্লিককে তিনি সবলে ঝেঁটিযে বিদায় করলেন। পঞ্চম রিপাব্লিকের শুভসূচনা হলো তাঁর হাতে। জানুয়ারী ১৯৫৯-এ যখন এলিজেতে তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থক জেনারেলদের কথার প্রতিধ্বনি করে স্লোগান তুললেন, "আলজেরি ফ্রঁসেই (আলজেরিয়া ফ্রান্সের)", তখন রদ্যাঁ তাবপরে গিযে আনন্দে কেঁদেই ফেললো। দ্যগল যখন আলজেরিয়া পরিদর্শনে এলেন, রদ্যাঁর মনে হলো যেন অলিম্পাস থেকে জিউসদেব নেমে এলেন। মনে মনে নিশ্চিত নব নীতি আসছেই, নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। কমিউনিস্টদের পদ থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে, জাঁপল সাত্রের মতো লোককে নিশ্চয়ই দেশদ্রোহের জন্যে গুলী করে মাবা হবে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে আবার দাবিয়ে দেওয়া হবে, আলজেবিয়ায় ফরাসীদেব রক্ষাকল্পে সম্পূর্ণ সরকারী সহযোগিতা পাওয়া যাবে এবং ফরাসী সভ্যতার জয় হবেই হবে।..... রদ্যাঁর এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলো না সূর্য যেমন্ পুবে ওঠে তেমনি যেন নিশ্চিত এই ভবিতব্য। দ্যগল যখন ফ্রান্সকে গড়ে তোলবার জন্যে তাঁর নিজস্ব পন্থা ধরলেন তখন রদ্যাঁ ভাবলো ভুল হয়েছে বোধহয় কিছু। বৃদ্ধকে সময় দিতে হবে বৈকি। বেন বেলা এবং এফ. এল. এনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে রাজী আছেন এই রকম একটা গুজব যখন ছড়ালো তখনও রদ্যাঁ বিশ্বাস হারালো না। ভাবলো দ্যগল বোধহয় কোনো চাল চালছেন। বুড়ো নিশ্চযই জানেন তিনি কী করতে চান। 'আলজোর ফাঁসেই', সেই স্বর্ণবাণী কী তিনি উচ্চারণ করেননি?

কিন্তু যখন অবিসম্বাদী প্রমাণ পাওয়া গেলো যে পবিশোধিত ফ্রান্সেব যে ছবি জেনাবেল শার্ল দ্যগল এঁকে বেখেছেন তাতে ফবাসী আলজেবিযাব স্থান নেই, তখন বর্দ্যার চোখেব সামনে থেকে জগৎ যেন অবলুপ্ত হলো। খানখান হযে ভেঙে গেল তাব দুনিযা, যেন ট্রেনেব ধাক্কায ভাঙলো একটা চীনামাটিব ফুলদানি। আশা-ভবসা, বিশ্বাস প্রত্যয কিছুই আব বইলো না। বইলো শুধু ঘৃণা, শুধুই ঘৃণা। সবাযেব ওপব ঘৃণা,—বাজনীতিতে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, আলজেবীযদেব ট্রেড ইউনিযনদেব, সাংবাদিকদেব, বিদেশীদেব সবাযেব ওপব, সব কিছুব ওপব, শুধু পুঞ্জীভূত ঘৃণা। কিন্তু সমস্ত ছাপিযে চবমতম ঘৃণা জন্মালো যাঁব ওপব, তিনি হচ্ছেন দ্যগল।
এপ্রিলে বর্দ্যা প্রায তাব গোটা ব্যাটেলিযন নিযেই সামবিক বিদ্রোহে নামলো। সঙ্গে এলো না শুধু মুষ্টিমেয ভীতু ছোকবা।

বিদ্রোহ সফল হলো না। বুদ্ধিব খেলায দ্যগল ওদেব হাবিযে দিলেন। সামান্য একটু চাতুর্য। কিন্তু তাতেই বিদ্রোহটা মাথা চাগিযে ওঠবাব আগেই একেবাবে গুঁডিযে গেলো। এফ এল এনেব সঙ্গে আলোচনাব সংবাদ ঘোষণা হবাব কযেক সপ্তাহ আগে প্রত্যেকটা সৈনিকেব জন্যে ট্রান্সিস্টব বেডিও এসে গেলো। অফিসাবেবা ভাবলেন ভালোই তো। বণাঙ্গনে একটু-আধটু আবামবিলাস চাই বৈকি। ফ্রান্স থেকে পপ মিউজিকেব সুব ভেসে এসে অন্তত কিছুক্ষণেব জন্য এই বিবক্তি বা এই অপ্রীতিকব পবিবেশ বা এই ওচ্ছেব মাছিব অত্যাচাব থেকে তো মনটা সবে থাকবে

দ্যগলেব কণ্ঠস্বব কিন্তু অত সবল নিষ্পাপ ছিলো না। আর্মিব বিশ্বস্ততাব প্রশ্ন যেদিন উঠলো সেদিন আলজেবিযামম হাজাব হাজাব ফবাসী বণ্ডবট তাদেব ব্যাবাকে বেডিও খুলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা কবলো। সংবাদ পবিবেশনাব পব সেই কণ্ঠস্বরেব গমক ফুটলো যাব জন্যে ১৯৪০-ব জুনে বর্দ্যা স্বযং সাগ্রহে প্রতীক্ষা কবতো। প্রায সেই একই কথা, সেই একই দৃপ্ত কণ্ঠস্বব : "তোমাদেব সামনে আজ বিশ্বস্ততাব প্রশ্ন। আমিই ফ্রান্স তাব ভাগ্য নিযন্ত্রণেব আমি যন্ত্র। আমাকে অনুসবণ কবো, আমাব নির্দেশ মেনে চলো।'

ব্যাটালিযন কমাণ্ডাবেবা যখন ঘুম ভেঙে উঠলো তখন দেখলো সামান্য কযেকজন অফিসাব বযেছে তাদেব সঙ্গে, বাদবাকী সার্জেন্টবা সবাই চলে গেছে।

বিদ্রোহ ভেঙে গেলো। সোনালি শপথেব বিভ্রমে বেডিও দিযে মাযাজাল বোনা হযেছিলো। বর্দ্যাব ভাগ্য অতটা খাবাপ ছিলো না। তাব ফৌজে ছিলো ইন্দোচীন এবং আলজেবিযা বণাঙ্গনেব অনেক প্রবীণ সৈনিক। একশো কুডি জন অফিসাব এন সি ও এব অন্যান্য সৈনিক বযে গেলো তাব সঙ্গে। সব বিদ্রোহী মিলে গোপন সংগঠন গডে তুললো। প্রতিজ্ঞা হলো এলিজে প্রাসাদেব জুডাসকে সিংহাসন চ্যুত কবতেই হবে।

বিজযী এফ এল এন ও ফ্রান্সেব বিশ্বস্ত সৈনিকদেব সামনে শুধু ধ্বংসেব তাণ্ডবলীলায মেতে ওঠা খানিকটা ছাডা সময আব ছিলো না। শেষ সাত সপ্তাহে ফবাসীবা তাদেব সব সম্পত্তি নামমাত্র মূল্যে বেচে দিযে প্রাণ নিযে পালালো। গুপ্তসংস্থাব সৈনিকেবা আবাব অন্ধবাগে তাদেব ছেডে যাওযা সম্পত্তিগুলো একেবাবে তছনছ কবে ছেডে দিলো। আলজেবিযাব পালা যখন চুকলো তখন বিদ্রোহেব নাযকদেব পক্ষে আত্মনির্বাসনে যাওযা ছাডা গত্যন্তব বইলো না।

শীতকালে বর্দ্যা ও এ এসেব নির্বাসিত দলেব অপাবেশন চীফ আর্গোব সহকাবীব পদ পেলো। আর্গোব প্রতিভা ছিল, ফ্রান্সে ও এ এস আন্দোলন তাঁব বুদ্ধিতেই চলতো। আব বর্দ্যাব ছিলো সংগঠনশক্তি, চাতুর্য ও সাধাবণ জ্ঞান। ফ্রান্স বা আর্মি সম্বন্ধে বর্দ্যাব অদ্ভুত মোহ ছিলো, নিজেব আদর্শে ছিলো তাব অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু কোনো ব্যবহাবিক

সমস্যা দেখা দিলে রদ্যাঁ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে অপূর্ব সমাধান বের করতো তখন আর মোহজালে দৃষ্টি তার অবরুদ্ধ থাকতো না।.....

১১ই মার্চ সকালে রদ্যাঁ ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করতে বসলো। সমস্যাটা সেই পুরাতন,—কী করে শার্ল দ্যগলকে হত্যা করা যাবে। মনে কোনোই মোহ নেই। জানে কাজটা সহজ তো নয়ই বরং পেতি-ক্লামার আর ইকোল মিলিতেয়ারের চেষ্টা বানচাল হয়ে যাবার পর কঠিন কাজটা আরো কঠিনতর হয়েছে। হত্যাকারী পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু প্রেসিডেন্টের চারপাশে এখন সিকিউরিটির দুর্ধর্ষ বেড়াজাল। সেই জাল ছিঁড়ে সকলের অজান্তে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছুনোর মতো লোক পাওয়া বা প্ল্যান করা সহজ কথা নয়।

নিপুণ গণিতজ্ঞের মতো সমস্যাটার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিলো রদ্যাঁ। দুঘন্টা ধরে জানলার সামনে একের পর এক সিগারেট খেয়ে চললো। ধোঁয়ার নীল কুয়াশা ভাসে ঘরে। একেকটা করে প্ল্যান কষে, আবার নিজেই সেটার গুণ বিচার করে খুঁত বের করে। হয়ত প্রথম দৃষ্টিতে যেটাকে চমৎকার মনে হয়, শেষ বিচারে সেটা আর টেকে না। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে প্ল্যান যাই-ই হোক না কেন, সিকিউরিটির বেড়া ভাঙ্গা অসম্ভব। পেতি-ক্লামারের পর অবস্থা আরো গুরুতর। ও. এ. এসের সর্বস্তরেই ক্রিয়াবিভাগের গোয়েন্দাদের ভীষণ রকম অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর্গোকে যে ভাবে ওরা পাকড়াও করলো তাতে বোঝা যাচ্ছে ক্রিয়াবিভাগ থেকে ও এ. এস. নেতাদের ধরতে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি হবে না। জার্মান সরকারের সঙ্গে লাগতেও তো তারা পেছপা হয়নি তখন।

ইতোমধ্যে চোদ্দদিন কেটে গেছে, আর্গোকে ওরা সমানে জেরা করে চলেছে। ও. এ. এসের নেতারা তাই ভয়ানক আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে, কখন কী হয় বলা যায় না। দেখা গেলো বিদোর হঠাৎ প্রচারে অনীহা জেগেছে. সি এন. আরের (জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদ) অন্য নেতারাও দলে দলে ফ্রান্স ছেড়ে পালাচ্ছেন,—স্পেনে. আমেরিকায় বা বেলজিয়ামে। দূরদেশে যাবার জন্যে জাল কাগজপত্র বা টিকিটের ভীষণ চাহিদা বেড়ে গেছে। এই সব দেখেশুনে সাধারণ কর্মীরা বেজায় ঘাবড়ে গেছে। তাদের মনোবল এখন একেবারে ভিজে ন্যাতা। দেশের সাধারণ লোকেরাও আগে কতরকম সাহায্য করতো,—ফেরারী লোকদের লুকিয়ে রাখতো, অস্ত্রশস্ত্রের প্যাকেট এদিক-ওদিক পৌঁছে দিতো বা খবর-টবরও দিতো, --কিন্তু এখন তারা সবাই ভয়ে কাঁটা, ফোন করলেও হুঁ-হাঁ করে টেলিফোন বন্ধ করে দিচ্ছে।... পেতি-ক্লামারের ঘটনার পর তিন-তিনটে আস্তানা তো একেবারে বন্ধ করেই দিতে হলো। ভেতরের খবর পেয়ে পুলিস বাড়ির পর বাড়ি রেড করেছে, বহু অস্ত্রশস্ত্র গোমা-বারুদ পেয়েছে. দ্যগলকে মারার আরো দুটো চক্রান্ত তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো. মিটিংয়ে বসতে না বসতেই পুলিস এসে হানা দিয়েছিলো।

কমিটির মিটিংয়ে সি. এন. আর. দল বক্তৃতা ঝাড়লো, ফ্রান্সে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিয়ে কিছু আলোচনা-টনাও চালালো। কিন্তু এদিকে রদ্যাঁ জানে ভেতরের ব্যাপার। গোমড়ামুখে খাটের পাশে রাখা পেটফোলা ব্রীফকেসটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে' পয়সাকড়ি কমে এসেছে, দেশে বা বিদেশে সমর্থন ফেলেছে হারিয়ে, সভ্যসংখ্যা যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি তাদের ওপর লোকের আস্থাও। ফরাসী গুপ্তসঙ্ঘ এবং ফরাসী পুলিসের আক্রমণে ও. এ. এস. এখন পর্যুদস্ত।

বাস্তিয়েঁ-তিরির মৃত্যুদণ্ডে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। এই সময় লোকে যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে সে আশা তো বাতুলতা। যারা এখনো সাহায্য করতে প্রস্তুত তাদের প্রত্যেকের চেহারা প্রতিটা ফরাসী পুলিস ও লক্ষ লক্ষ নাগরিকের মনে গাঁথা হয়ে আছে। অতএব এখন যদি কোনো এমন ষড়যন্ত্র করা যায় যেটা কাজে হাসিল করতে হলে অন্তত

কয়েকটা দল বা উপদলের বুদ্ধিপরামর্শ এবং সহায়তা আবশ্যক, তা হলে আর সে চক্রান্তকে বেশী দূর এগুতে হবে না, দ্যগলের একশো মাইলের ভেতরে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চুপসে যাবে সেটা।

অথচ রদ্যাঁ ভাবে, এমন কোনো লোক যদি পাওয়া যেতো যাকে কেউ চেনে না...মনে মনে হিসাব করে নেয় রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করতে কারা এখনো প্রস্তুত ...তাদের প্রত্যেকের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে। উঁহু, তাদের প্রত্যেকেরই নামে ফরাসী পুলিসের হেডকোয়ার্টারে বিরাট বিরাট ফাইল আছে, প্রায় বাইবেলের মতোই মোটা মোটা। তা না হলে সে নিজে মার্ক রদ্যাঁই বা কেন আজ এই অস্ট্রিয়ার নাম গোত্রহীন পাহাড়ী গ্রামে পড়ে থাকবে?

দুপুর হতেই মাথায় বুদ্ধিটা এলো। সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়েও দিলো সেটা, কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পর প্রশ্নটা জাগলো মনে। যদি এরকম কোনো একজন লোক পাওয়া যেতো অবশ্য এমন লোক যদি জগতে থেকে থাকে!

ধীরে ধীরে এরকম একটা লোককে ঘিরে মনে মনে প্ল্যানও গড়ে তুললো। তারপর যতরকম বাধাবিপত্তি আসতে পারে, যত রকম আপত্তি উঠতে পারেঃসব দিক দিয়ে নির্মমভাবে প্ল্যানটার বিচার করলো। দেখলো, কী অবাক কাণ্ড, প্ল্যান দিব্বি পাস হয়ে গেলো তো, সিকিউরিটির প্রশ্নও যেন আর তেমন দুর্ভেদ্য রইলো না।

মধ্যাহ্ন ভোজের ঠিক আগে গ্রেটকোট গলিয়ে রদ্যাঁ নীচে নেমে এলো। সামনের দরজা খুলে বেরুতেই কনকনে হিমেল হাওয়ার ঝাপটা লাগলো দেহে। কেঁপে উঠলো ঠিকই কিন্তু ভালোও লাগলো। ওপরের ঘরে বড্ড গুমোট ছিলো, সিগারেটের ধোঁযায় ধোঁয়ায় মাথা ধরে গেছে, এতক্ষণে বেশ তাজা লাগছে। বাঁদিকে ঘুরে বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে অ্যাডলাবস্ট্রাসের ডাকঘরে এলো। কয়েকটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম পাঠালো বিভিন্ন ঠিকানায়,—দক্ষিণ জার্মানীতে, অস্ট্রিয়ায়, ইতালী এবং স্পেনে। সতীর্থদের জানিয়ে দিলো কাজে বেরুচ্ছে সে, অতএব কয়েক সপ্তাহ তাকে পাওয়া যাবে না। . পান্থশালায় ফিরে আসতে আসতে একবার মনে হলো বটে যে তার টেলিগ্রাম পেয়ে হয়তো কেউ কেউ ভাববে যে সেও বোধহয় ভয়ে সিঁটিয়েছে, পগারপাড়ি দিলো এবার। যাকগে ছাই ভাবুকগে, সবিস্তার ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যার সময় আর নেই এখন।

স্ট্যামাকার্টের একটা দোকানে লাঞ্চ করলো। খাওয়ার পদ ছিল আজ আইজবাইন আর নুড্‌ল্। জঙ্গল-ফঙ্গল আর আলজেরিয়ার ধু ধু প্রান্তরে থেকে থেকে খাবারের মোটেই বাছবিচার ছিলো না তার, কিন্তু আজকের খাবার যেন গলা দিয়ে নামতেই চাইছিলো না। ... বিকেলের দিকে বিল মিটিয়ে ব্যাগট্যাগগুলো নিয়ে চলে গেলো সে। একলা পথের পথিক,—যাত্রার উদ্দেশ্য কিন্তু স্পষ্ট। যে রকম চাইছে সেই রকম একজনকে খুঁজে বার করা। রদ্যাঁ জানে সেই রকম কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে এই দুনিয়ায়। রদ্যাঁ যখন ট্রেনে চড়লো, তখন লণ্ডন হাওয়াই আড্ডার জিরো ফোর রানওয়েতে বি. ও. এ .সি-র একটা কমেট এসে নামলো. বিমানটা এলো বেইরুট থেকে। যাত্রীদের মধ্যে ছিলো একজন লম্বা, সোনালী চুলের ইংরেজ। মুখটা কিন্তু তামাটে, মধ্যপ্রাচ্যের সূর্যকিরণে বোধহয় স্বাস্থ্য সারিয়েছে। লেবাননে দুটো মাস বেশ ফুর্তিতেই কেটেছে তার, কাজেই বেশ টগবগে দেখায় তাকে। কিন্তু তফরিবাজির চাইতেও মনের আনন্দের আরো গূঢ় কারণ আছে. মহানন্দে দেখেছিলো বেইরুটের একটা ব্যাঙ্ক থেকে সুইজ্যারল্যাণ্ডের একটা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে বেশ মোটা কিছু টাকা চলে গেলো।

অনেক পেছনে পড়ে রইলো মিশরের বালুকাময় মৃত্তিকা আর তারই তলে দুটো মৃতদেহ। প্রত্যেকের মেরুদণ্ডে বুলেটের একেকটা করে পরিষ্কার ছিদ্র। মিশরের পুলিসেরাই তাদের

কবরস্থ করেছিলো, কিন্তু রহস্যভেদ করতে পারেনি, গলদঘর্ম হয়ে গিয়েছিলো তারা। সেই দুজন জার্মান মিজাইল ইঞ্জিনীয়াবের অকস্মাৎ মৃত্যুতে নাসেরের আল-জাফিরা রকেট নির্মাণ অন্তত কয়েক বছর পিছিয়ে গেলো। নিউইয়র্কের কোনো লক্ষপতি জায়নিস্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো, তার অর্থব্যয় সার্থক। সহজেই কাস্টমস পেরিয়ে ইংরেজটা গাড়ি ভাড়া করে মেফেয়ারে তার ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো।

নব্বই দিন ধরে চললো রদ্যাঁর অনুসন্ধান। দেখা গেলো এই তিন মাসেব ফসল হচ্ছে তিনটি সরু নথি, প্রত্যেকটা আবার একটা কবে ম্যানিলা খামে বন্ধ। ফাইল তিনটে তার ব্রীফকেসে সযত্নে শোভা পাচ্ছিলো। জুনের মাঝামাঝি অস্ট্রিয়ায় ফিবে এলো সে. ভিয়েনাব ব্রাকনেব্যালিতে গিয়ে পেনশান ক্লেইস্ট নামে একটা বোর্ডিং হাউসে উঠলো।

শহরের বড ডাকঘব থেকে দুটো ছোট টেলিগ্রাম পাঠালো, একটা উত্তর ইতালীর বলজানোয় আর একটা রোমে। তার ভিয়েনাব ঠিকানায জরুরী মিটিংয়েব আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠালো তাব দুজন বিশ্বস্ত সহকারীকে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তারা এসে উপস্থিত হলো। বলজানো থেকে রেণে মঁক্লেয়াব এলো ভাড়াটে গাডিতে আর রোম থেকে আঁদ্রে কার্সো এলো প্লেনে দুজনেবই কাগজপত্র জাল, নাম ভুয়ো, কারণ ইতালী বা অস্ট্রিয়া দুটো দেশেই এস ডি ই. সি. ই.-ব স্থানীয় অফিসারদের খাতায় তাদের নাম একেবারে মোটা মোটা হরফে সবার ওপবে লেখা। প্রচুর পয়সা খবচ করছে তাবা. প্রতিটা সীমান্ত-ঘাঁটিতে বা বিমানবন্দরে ওদেব আছে বহু এজেন্ট আর ইনর্ফমার।

পেনশান্ ক্লেইস্টে প্রথমে এসে হাজির হলো আঁদ্রে কার্সো। নির্ধাবিত সময ছিলো এগাবটা, তার সাত মিনিট আগেই পৌঁছুলো সে। ব্রাকনেব্যালিব মোড়ে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। হোটেলেব চত্বরে ঢোকাব আগে ফুলওয়ালীব দোকানেব শো কেসের কাচেব সামনে কযেক মিনিট ধবে টাই ঠিক কবে নিলো। বর্দ্যাঁও ছদ্মনামে হোটেলে বাস করছিলো। গোটা কুড়ি অমন ছদ্মনাম আছে তাব. সব কটাই তাব সহকাবীরা জানে। টেলিগ্রামে প্রেবকের নাম ছিলো শ্যুলজ, ক'ডিদিন ধরে এই নামটাই এখন চলবে।

রিসেপসন টেবিলে একজন যুবক বসেছিলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো কার্সো হেব শ্যুলজ আছেন?"

কেরানীটি খাতাপত্র দেখে বললো, "চৌষট্টি নম্বব ঘব। আপনি যে আসবেন তিনি জানেন?"

"জানেন বৈকি।" সোজা সিঁড়ি বেয়ে চললো কার্সো। দোতলায পৌঁছে চৌষট্টি নম্বর খুঁজতে খুঁজতে বারান্দা দিয়ে এগুলো। প্রায় মাঝামাঝি এসে ডানদিকে পেযে গেলো নম্বরটা। দরজায করাঘাত করতে যাবে অমনি পেছন থেকে কে যেন শক্ত করে তার হাতটা ধরলো। পেছনে তাকাতেই দেখলো শক্ত নীলচে চোয়াল আর ঘনকালো জোড়া-ভুরুর নীচে সর্পিল দুটো চোখ, কোনো কৌতূহলেব ইঙ্গিতও নেই তাতে বাবান্দায় বারো ফুট পেছনে ছিলো একটা চোরকুঠরি, সেখান থেকেই লোকটা নিঃশব্দে কার্সোর অনুসরণ করছিলো এতক্ষণ।

দৈত্যসম লোকটা বলে উঠলো, "কী চান আপনি?" কিন্তু কার্সোর ডান হাতের ওপর মুঠির চাপটা একটুও কমলো না। নিমেষেব জন্যে ভয়ে প্রায় বমি উলটে আসে কার্সোর। মনে পড়ে যায় চার মাস আগে ইডেনউলফ হোটেল থেকে আর্গোকে কেমন নিঃশব্দে চকিত বেগে ওরা সরিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু পরক্ষণেই লোকটাকে চিনতে পারে। বিদেশফৌজের পোলিশ সেপাই একজন, রদ্যাঁর নীচে ইন্দোচীন ও ভিয়েতনামে কাজ করতো। বিশেষ কাজের জন্যে ভিকতর কওয়ালস্কিকে রদ্যাঁ ডেকে আনে।

মৃদু গলায় জানালো, "কর্নেল রদ্যাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে, ভিকতর।" তার বা তার প্রভুর আসল নাম দুটো শুনে ওর ভুরু দুটো আরো কুঁচকে গেলো।...."আমি আঁদ্রে কাসোঁ," বললো সে। তবু কওয়ালস্কির কোনো ভাব-বৈলক্ষণ দেখা গেলো না। কাসোঁকে ঘুরে সামনে এগিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে চৌষট্টি নম্বর ঘরের দরজায় টোকা দিলো।

ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেগল, "কী?"

দরজার কাঠে মুখ লাগিয়ে কওয়ালস্কি গাঁক গাঁক করে উঠলো,"একটা লোক আসছে।" দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেলো. তারপরেই হুট করে সেটা একেবারে খুলে গেলো। দেখা গেলো রদ্যাঁ দাঁড়িয়ে।

"ও-হো, আঁদ্রে, স্যরি....ভীষণ দুঃখিত।" কওয়ালস্কির দিকে মাথা নেড়ে বললো, "ঠিক আছে কর্পোরাল চেনা লোক।"

এতক্ষণে কাসোঁর ডান হাত থেকে সাঁড়াশীর বন্ধন খুলে গেলো। ঘরের ভেতরে পা দিলো সে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রদ্যাঁ কওযালস্কিকে আবার যেন কী একটা বলে দরজা বন্ধ করে দিলো। পোলটা আবার চোরকুঠরির আঁধারে আশ্রয় নিতে চলে গেলো।

কাসোঁর হাতটাও ঝাঁকিয়ে রদ্যাঁ তাকে নিয়ে গ্যাসের আগুনের সামনে দুটো আরাম চেয়ারের দিকে এলো। জুন মাসের মাঝামাঝি হলেও বাইরে সরু ছুঁচের মতো বৃষ্টি পড়ছে, ভীষণ ঠাণ্ডা! এরা দুজনেই উত্তর আফ্রিকার গরমে অভ্যস্ত। গ্যাসের আগুন গন গন করে জ্বলছে কাসোঁ রেনকোট খুলে বসে পড়লো।

"এমন হুঁসিয়ারি তো তোমার আগে দেখিনি মার্ক, " কাসো বললো।

"আমার জন্যে নয়," রদাঁ জানায়, "কিছু ঘটলে নিজেকে আমি সামলাতে পারি। কিন্তু এই কাগজগুলোর জন্যে কয়েকটা মিনিট সময় আমার দরকার হবে," হাত বাড়িয়ে লেখার টেবিলটা দেখিয়ে দেয়। তার ওপর ব্রীফকেসের পাশে পড়ে আছে মোটা ম্যানিলা খাম।... "এইজন্যেই আমি ভিকতরকে নিয়ে এসেছি। যাই ঘটুক না, অন্তত একটা মিনিট সময় ও আমাকে দেবে। তার মধ্যেই আমি কাগজগুলো নষ্ট করে ফেলতে পারবো"।

"খুব গুরুত্বপূর্ণ কাগজ তাহলে?"

"বোধহয়," রদাঁর স্বরে কিন্তু বেশ খুশিয়ালি ভাব, "আগে রেণে আসুক ওকে আমি সওয়া এগারটায় আসতে বলেছি যাতে তোমরা দুজনে পরপর না চলে আসো। ভিকতর তাহলে ঘাবড়ে যেতো। বেশী অচেনা লোক দেখলে ও আবার দারুণ ঘাবড়ে যায় কিনা!"

রদ্যাঁ হাসলো, সাধারণত সে হাসে না, কিন্তু এখন বিভ্রান্ত ভিকতরের চেহারা কল্পনা করে তার হাসি পেয়ে গেলো। বগলের নীচে ভারী কোল্টটাকে নিয়ে সে কী করতো তাহলে? ..
দরজায় টোকা পড়লো। রদ্যাঁ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে কাঠের পাল্লার সঙ্গে মুখ গুঁজে বললো, "অ্যাঁ ?"

রেণে মঁক্রেয়ারের গলা ভেসে এলো এবার--ভীতত্রস্ত কণ্ঠস্বর। "মার্ক, ভগবানের দোহাই....."

এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেললো রদ্যাঁ। রেণে মঁক্রেয়ারের পেছনে ষণ্ডা পোলটা দাঁড়িয়ে আছে। তার তুলনায় মঁক্রেয়ারকে মনে হয় নেহাৎ শিশু। ভিকতর বাঁ হাত দিয়ে তাকে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে ও. এ. এসের কোষাধ্যক্ষের পক্ষে হাত দুটো নাড়ানো সম্ভব না।

মৃদু উচ্চারণে তার দেহরক্ষীকে বলে দিলো রদ্যাঁ, "ঠিক আছে, ভিকতর।"... ছাড়া পেয়ে গেলো মঁক্রেয়ার। হাঁপ ছাড়লো যেন। ঘরের ভেতরে চলে এসে কাসোঁর দিকে তাকিয়ে বিশ্রী মুখভঙ্গি করলো, কারণ কাসোঁ তখনো রেণের দিকে তাকিয়ে হেসেই যাচ্ছিলো. আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। রদ্যাঁ এসে মঁক্রেয়ারের কাছে মাপ চেয়ে নিলো। দুজনে করমর্দন করলো।

ততক্ষণে ওভারকোট খুলে ফেলেছে মঁক্রেয়ার। দেখা গেলো তলার কালচে স্যুটটা কুঁচকে-মুচকে, কেমন যেন বেঢপ। রদ্যাঁ বা সে কোনোদিনই সিভিলিয়ান পোশাক ঠিকমতো পরতে পারে না। আর্মি ইউনিফর্মেই ওদের অভ্যেস।

তিনজনে বেশ গুছিয়ে বসতেই, রদ্যাঁ গৃহস্বামী হিসাবে অতিথিসৎকারের পর্ব সারলো। খাটের পাশের ছোট্ট আলমারি থেকে ফ্রেঞ্চ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বের করে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো তাদের দিকে। অতিথি দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। রদ্যাঁ তিনটে গেলাসে অর্ধেকটা করে ঢেলে মঁক্রেয়ার আর কাসোঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলো। তারা গেলাস হাতে নিয়েই বড় বড় চুমুক মারলো, উষ্ণ পানীয়ের উত্তাপ ভেতরের শৈত্য দিলো কাটিয়ে।

খাটের বাজুতে মাথা হেলিয়ে বসে ছিলো রেগে মঁক্রেয়ার: বেঁটেখাটো চওড়া চ্যাপ্টা চেহারা। ফৌজী অফিসার, রদ্যাঁর মতোই নীচু থেকে ওপরে উঠেছে। তবে রদ্যাঁর মতো পল্টনি কম্যাণ্ড খাটেনি কোনোদিন। জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে, গত দশ বছর বিদেশফৌজের পে-অ্যাকাউন্টস দপ্তরে কাজ করেছে। বসন্তকাল থেকে ও. এ এসের কোষাধ্যক্ষ পদে আছে সে।

আঁদ্রে কাসোঁই একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি। ফিটফাট ধোপদুরস্ত লোক। পোশাক দেখে যেন মনে হয় এখনো আলজেরিয়ায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সে। ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ড জুড়ে ও. এ. সি. এন. আরের পাতালরাজ্যে সেই হচ্ছে সংযোজক।

রদ্যাঁর ন্যায় এরা দুজনেই ও. এ. এসের মতো কঠিন দলেও কঠোরপন্থী, অবশ্য কারণ বিভিন্ন। মক্রেয়ারের একটা ছেলে ছিলো। তিন বছর আগে সে আলজেরিয়ায় ন্যাশনাল সার্ভিস করছিলো, তখন তার বয়েস উনিশ। মার্সাইয়ের বাইরে তখন তার বাপ বিদেশফৌজের হিসাব-রংখা দেখতো।.. মেজর মঁক্রেয়ারের পুত্রের শবদেহটিও দেখানো হয়নি। যে গ্রামে ওই তরুণ সিপাইকে গেরিলারা বন্দী করে রেখেছিলো, সেই গ্রাম যখন বিদেশফৌজের জঙ্গী জওয়ানেরা অবরোধ করলো তখন সেখানকার ঝোপেঝাড়ে তারাই তাকে কবর দিয়েছিলো। পরে শুনতে পেয়েছিলো তার তরুণ পুত্রের ওপর কী করেছিলো তারা। বিদেশফৌজে বেশীদিন কিছু গোপন থাকে না। জিভ নড়ে লোকের।

আঁদ্রে কাসোঁর ব্যাপারটা আরো একটু নৈর্ব্যক্তিক, ফলে আরো জটিল। আলজেরিয়াতেই তার জন্ম। নিজের ফ্ল্যাট, নিজের কাজ আর নিজের সংসার এই তিনটের বাইরে কিছুই জানতো না সে। যে ব্যাঙ্কে কাজ করতো তার হেডকোয়ার্টার ছিলো পারীতে। অতএব আলজেরিয়ার পতন হলেও তার চাকরি যাবার কথা নয়। কিন্তু ১৯৬০ যখন ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা বিদ্রোহ করলো, কাসোঁও তার মধ্যে অংশ নিলো। তার নিজের শহর কনস্তান্তিনে সে ছিলো একজন নেতা। তারপরেও চাকরি ছিলো তার। কিন্তু দেখলো একের পর এক অ্যাকউন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ব্যবসাদারেরা সবকিছু গুটিয়ে ফ্রান্সে চলে যাবার তোড়জোড় করছে। বুঝলো আলজেরিয়ায় ফরাসীদের দিন শেষ। সামরিক বিদ্রোহের অল্প কদিন পরে, নতুন গলিস্ট নীতি দেখে জ্বলে উঠলো সে,—ছোটোখাটো সাধারণ ফরাসী দোকানদার, ফরাসী কৃষক বাপঠাকুর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দহীন হয়ে দুঃখে যন্ত্রণায় প্রাণের দায়ে পালাচ্ছে সাগরপারে এমন এক দেশের উদ্দেশ্যে যা ওরা কোনোদিন চোখেও দেখেনি। আগুন জ্বলে ওঠে কাসোঁর মনে। ও. এ. এসের একটা দলকে সাহায্য করলো নিজের ব্যাঙ্ক থেকে তিন কোটি পয়সা লুঠ করতে। চাকরি ওখানেই শেষ। স্ত্রী আর সন্তান দুটিকে পারপিনানে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে ও. এ. এসে যোগ দিলো। ফ্রান্সের ভেতরে কয়েক হাজার ও. এ. এস সমর্থকদের সে ব্যক্তিগতভাবে জানতো, অতএব দলে তার কদর হলো।....

ডেস্কেব পেছনে বসে মার্ক বর্দ্যা ওদেব দুজনেব দিকে খুঁটিযে খুঁটিযে দেখে। ওবাও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায কিন্তু কোনো প্রশ্ন কবে না।

ধীবে ধীবে বর্দ্যা তাব বক্তব্য শুরু কবে। গত কযেকমাস ধবে ফবাসী গুপ্তসংস্থাব হাতে ও. এ এস কোনো কোনো ক্ষেত্রে কী ভাবে পবাজয বরণ করেছে, সেই সব বিববণ দেয। ক্রমেই পবাজযেব ফিবিস্তি দীর্ঘতব হযে উঠলো। অতিথি দুজন গোমডামুখে বসে বসে শুধু শোনে।

"সত্যেব সম্মুখীন হতে হবে আমাদেব। গত চাব মাসে আমবা তিনবাব সাংঘাতিক মাব খেযেছি। ফ্রান্স থেকে ডিবেক্টবটিকে সবানোব বহু চেষ্টা আমাদেব অঙ্কুবেই বিনষ্ট হযেছে। ইকোল মিনিত্যোব হচ্ছে সেই ধবনেব শেষ ঘটনা। দু' দুবাব আমাদেব লোকেবা তাব হাতেব নাগাল পেযেছিলো কিন্তু সেই দুবাবেই আমাদেব পবিকল্পনা বা কার্যপ্রণালীতে এমন সব ছোটোখাটো সাধাবণ ক্রুটি থেকে গিযেছিলো যে সব গেলো নষ্ট হযে। বিশদ বিববণ দেবাব প্রযোজন মনে কবি না, তোমবাও তা জান আমিও জানি। আঁতোযাঁ আর্গোকে ছিনিযে নিযে গিযে ওবা আমাদেব সমূহ ক্ষতি কবেছে। আর্গো খুব ভালো নেতা ছিলেন। তাঁব বিশ্বস্ততায আমাব এতটুকুও সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকাল জেবা মানেই তো আধুনিক যন্ত্রপাতিব প্রযোগ, দবকাব পডলে তেমন তেমন ওষুধেবও। কাজেই আমাদেব গোটা প্রতিষ্ঠান এখন বিপন্ন। সেই জন্যেই তো আমবা আজ এই অখ্যাত হোটেল-কামবায বসে আছি, আমাদেব ম্যানিখ হেডকোযার্টাবে যেতে ভবসাও পাচ্ছি না। এক বছব আগে হলেও আবাব নতুন কবে গোড়া থেকে শুরু কবা যেতো, কিন্তু এখন আব তা হয না হাজাব হাজাব দেশপ্রেমী পাওযা যেতো তখন, যাদেব উৎসাহে যাদেব সহযোগিতায আমবা পুবোদমে কাজ আবম্ভ কবতে পাবতাম, কিন্তু এখন আব সে আশাও নেই। জোমাবি বাস্তিযাঁ তিবিব হত্যাতে লোকে আবো ভয খেযে গেছে। আমি দোষ দিচ্ছি না তাদেব। আমবা তাদেব অনেক কিছু দেবাব প্রতিজ্ঞা কবেছিলাম কিন্তু কী দিযেছি। কিছুই না। শপথ আব প্রতিশ্রুতি ছাডা আমবা কাজেও কিছু দেখাবো সে আশা তো তাবা কবতেই পাবে।

"বেশ তো ঠিক আছে কিন্তু কী বলতে চাইছো কী?" মঁক্রেবাবকে বেশ অসহিষ্ণু শোনায। দুজনেই জানে বর্দ্যা ঠিক বলছে। মক্রেযাবেব তো আবো ভালো কবেই জানা। চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছে আলজেবিযা থেকে ব্যাঙ্ক লুঠ কবে আনা টাকাগুলো হুহু কবে ফুবিযে আসছে। দক্ষিণপন্থী শিল্পপতিদেব কাছ থেকে আব ডোনেশান তো আসছেই না বরং তাবা ইদানীং কথাটা এডিযেই যাচ্ছে। কাসো দেখছে গোপন আশ্রযগুলো একেব পব এক ভেঙে যাচ্ছে, যোগাযোগ গ্রন্থিগুলোও যাচ্ছে শুকিযে। আজও যাবা আশ্রয দিযে সংবাদ পবিবেশনা কবে সক্রিয সাহায্য কবছে, এক সপ্তাহ পবে আব তাবা তা কববে না। আগে যে আস্তানাগুলোকে ভাবতো দুর্ভেদ্য, চোখেব সামনে সেগুলোয একেব পব এক হামলা চলেছে। আর্গো ধবা পডাব পব লোকে ভীষণ ভয পেযেছে, মদৎ মেলা এখন মুশকিল। বাস্তিযেঁ তিবিব প্রাণদণ্ডে সেই ভয এখন চবমে পৌঁছেছে। কাজেই বর্দ্যাব বিববণীতে মিথ্যা একটুও নেই, সবৈব সত্য। কিন্তু তাই বলে শুনতে কী আব ভালো লাগে।

বর্দ্যা ওব কথায ভ্রূক্ষেপও কবলো না, বলেই চললো :

"কাজেই আমবা এমন এক স্থানে এখন পৌঁছেছি যেখানে আমাদেব একটিই কর্তব্য এবং যেটা ছাডা আমাদেব টিকে থাকাই মুশকিল। কাজটা হচ্ছে মহান সুলতানেব অপসাবণ। অথচ সনাতনী কাযদায সে কাজটা আব কবা যাবে না। দেশপ্রেমী বীব তরুণদেব আমি আব এই দাযিত্ব দিতে চাই না। কাবণ আমবা যে পবিকল্পনাই নিই না কেন, ফবাসী গেস্টাপোবা ঠিক কযেকদিনেব মধ্যেই সেটা টেব পেযে যাবে। প্রচুব টিকটিকি আছে আমাদেব মধ্যে, প্রচুব

ভেকধরা সন্ন্যাসী। আর তা আছে বলেই, গুপ্তপুলিস আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভীষণভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। আমাদের সর্বোচ্চ পরিষদের কার্যবিবরণীও আর গোপন থাকছে না. কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিলে, দেখছি কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিস জানতে পারে, কী আমরা করতে যাচ্ছি, কী আমাদের পরিকল্পনা, কারা কারা যাচ্ছে ইত্যাদি। শুনতে ভালো লাগে না ঠিকই, কিন্তু এই হচ্ছে অপ্রিয় সত্য। এর সম্মুখীন না হলে আমরা তাসের প্রাসাদেই বাস করবো।

"অতএব আমার মতে, সুলতানকে হত্যা করবার একটাই সম্ভাব্য উপায় আছে। সেটা হচ্ছে গোয়েন্দা বা দালালদের বেড়াজাল কাটিয়ে এমন একটা পরিকল্পনা যাতে গুপ্ত পুলিস শুধু যে টেরই না পাবে তা নয়, টের পেলেও সেই পরিকল্পনা নষ্ট করতে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম হবে।"

মঁক্লেয়ার এবং কাসোঁ দুজনেই সচকিত হয়ে উঠলো, ঘরে পূর্ণ নীরবতা। শুধু জানলার শার্শিতে মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

"পরিস্থিতি যদি এমনিই হয়," রদ্যাঁ বলে, "যা আমি বললাম, তা হলে একথাও আমাদের মানতে হবে যে যারা মহান সুলতানকে সরিয়ে দিতে সক্ষম বলে আমরা বিশ্বাস করি, তাদের কথা গুপ্তপুলিসেও জানে। ফ্রান্সের ভেতরে তারা কেউই বুকটান করে চলতে পারবে না। পুলিসের তাড়া খেয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে চলাফেরা তো করতেই হবে, তার ওপরে আবার আছে বার্বুজ আর টিকটিকির দৌরাত্ম্য, পেছন দিক থেকে ছুরি মারা। এই সব কথা চিন্তা করে আমি আজ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমাদের পক্ষে বাইরের কোনো লোকের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

মঁক্লেয়ার ও কাসোঁ দুজনেই প্রথমে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তারপরে কথাগুলোর তাৎপর্য ক্রমশ ওদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

শেষে কাসোঁ জিজ্ঞাসা করে, "বাইরের লোক মানে ? কী ধরনের লোক ?"

"যেই হোক, লোকটাকে বিদেশী হতেই হবে," রদ্যাঁ বললো, "ও. এ এস. বা সি. এন. আরের সভ্য হওয়া তো চলবেই না। ফ্রান্সের কোনো পুলিস তাকে চিনবে না, তার নামও থাকবে না কোনো ফাইলে। একনায়কতন্ত্রগুলোর দুর্বলতাই তো যে সেগুলো বিশাল বিশাল ব্যুরোক্রেসি। অতএব, ফাইলে যা নেই তা যেন দুনিয়াতেই নেই। যেহেতু হত্যাকারী অপরিচিত তাই তার অস্তিত্বই থাকবে না ওদের কাছে। লোকটা বিদেশী ছাড়পত্র নিয়ে আসবে। কাজ হাসিল করে আবার দেশে ফিরে যাবে। আর ততক্ষণে ফ্রান্সের জনগণ দ্যগলের বিশ্বাসঘাতক সরকারের শেষ চিহ্নটুকুও ঝেঁটিয়ে সাফ করে নেবে। লোকটা যদি পালিয়ে যেতে নাও পারে তাহলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই কারণ দ্যগল-বিনাশের পর তো আমরাই ক্ষমতায় বসবো, তখন তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া যাবে। আসল কথা হচ্ছে তার ভেতরে এসে ঢোকা, একটুও সাড়া না জাগিয়ে সন্দেহ না সৃষ্টি করে: আমাদের কারো পক্ষেই সেরকম কিছু করা এই মুহূর্তে একেবারে অসম্ভব।"

শ্রোতা দুজনে প্রথমে চুপ করে থাকে, তারপর রদ্যাঁর কথাগুলো গিয়ে মরমে পশতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা।

মঁক্লেয়ার চাপা শিস ছেড়ে তো বলেই ওঠে : "পেশাদার খুনে ভাড়াটে ?"

"নিশ্চয়ই," রদ্যাঁ জবাব দেয়, "নয়তো কী বাইরের লোক আদর্শের খাতিরে এই কাজে নামবে ? তবে কাজটা যে ধরনের, তাতে আমাদের সত্যিকারের একজন ভালো পেশাদার আনতে হবে, যার বুদ্ধি, চাতুর্য, কৌশল বা সাহস অতুলনীয়। কাজেই টাকাও কম লাগবে না তাতে, প্রচুর অর্থ নেবে বৈকি।"

"কিন্তু জানলে কি করে যে এমন লোক পাবে তুমি ?" কাসোঁ জিজ্ঞেস করে।

"ধীবে, বন্ধু, ধীবে,"—বর্দ্যা হাত তুলে ভঙ্গি কবে,—"অনেক কিছুই এখনো বাকী, অনেক প্ল্যান কবতে হবে, অনেক জানতে হবে। কিন্তু তাব আগে আমি একটাই প্রশ্ন কবতে চাই, — তোমরা কি আমাব আইডিয়াটাব সমর্থন কবছো। ?"

মঁক্রেযাব আব কার্সো দুজনে দুজনেব দিকে চায। তাবপব একযোগে ওবা দুজনেই বর্দ্যাব দিকে তাকিয়ে ধীবে ধীবে ঘাড়ে নাড়ে।

"বেশ," বর্দ্যা খাড়া চেযাবটায যতটা সম্ভব হেলান দিযে জুত হযে বসলো।—"তাহলে তো প্রথম প্রশ্নেব সমাধান হযেই গেলো, কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আমবা সহমত। এখন আসে দ্বিতীয প্রশ্ন। সেটাব সঙ্গে আবাব সিকিউবিটিব প্রশ্ন জড়িত। অর্থাৎ পদ্ধতিটা কার্যকবী কবে তুলতে হলে এ প্রশ্ন এড়ানো যাবে না। আমাব মতে, দলেব এখন এমন অবস্থা যাতে খবব ফাঁস না হযে যাবাব অবকাশ খুবই কম। তা বলে ভেবো না কিন্তু যে আমি ও এ এস বা সি এন আবে আমাব সহকর্মীদেব সন্দেহ কবছি বা বিশ্বাসঘাতক বলে ভাবছি। মোটেই না। তবুও, গোপন কথা গোপন বাখতে হলে পুবনো প্রবচনটাই স্মবণ বাখতে হয,—কখনো পাঁচ কান কবতে নেই কথা। পূর্ণ গোপনীযতা বজায না বাখতে পাবলে আমাদেব এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হযে যাবে। অতএব, যত কম লোকে জানতে পাবে সেটাই আমাদেব দেখতে হবে। ও এ এসেব ভেতবেও এখন অনেক অন্তর্ঘাতী লোক এসে ঢুকেছে, অনেক গোযান্দা। তাবা দলেব দাযিত্বমূলক পদেও বসেছে আবাব গুপ্তপুলিসকেও বিপোর্ট পাঠায। তাদেব একদিন সময আসবে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে তাবা বড়ই বিপজ্জনক। সি এন আবেব বাজনৈতিক ধুবন্ধবেবা হয খুব খুঁতখুঁতে নযতো এমন তাদেব কল্পনাব অভাব যে ঠিকমতো বুঝতেই পাববে না প্রচেষ্টাটাব অর্থ কী কাজেই তাদেব আগেভাগে জানিয়ে আমি সেই লোকটাব জীবনহানিব কাবণ হতে পাবি না তোমাদেব দুজনকে আমি আজ ডেকে পাঠিযেছি তাব কাবণ আমি জানি যে তোমবা দুজনেই আমাদেব আর্দর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং গোপন কথা তোমবা সম্পূর্ণ গোপন বাখতেও পাববে। তাছাড়া এই পবিকল্পনায যথেষ্ট অর্থ লাগবে এবং সেই জন্যেই বেণে, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে, তোমাব সক্রিয সমর্থন আমাদেব দবকাব। আদ্রে, তোমাব সহযোগিতাও খুবই আবশ্যক কেন না ফ্রান্সেব ভেতবে যে গুটিকযেক বিশ্বস্ত অনুচব এখনো আমাদেব আছে, তাদেব সঙ্গে সংযোগ যদি আমাদেব ঘাতকেব দবকাব হয, তবে সেটা তুমি ছাড়া আব কেউ কবতে পাববে না। তাই আমাব প্রস্তাব যে আমাদেব এই পবিকল্পনা কার্যকবী কবানোব জন্যে শুধু আমবা তিনজনে মিলেই একটা কমিটি গড়বো, আমাদেব বাইবে অন্য কোনো চতুর্থজনকে এ বিষয়ে কিছু জানানোব কোনো প্রযোজনীযতাই আমি বোধ কবি না।"

আবাব নীববতা ঘনিযে এলো ঘবেব মধ্যে। অবশেষে মঁক্রেযাব বললো,"তাব মানে তুমি ও এ এসেব গোটা কাউন্সিলটাকে বাদ দিতে চাইছো, সি এন আবকেও ? ওবা কিন্তু চটে যাবে।"

শান্তকণ্ঠে বর্দ্যা জবাব দিলো, "প্রথমত ওবা জানতেই পাববে না। তাছাড়া, ওদেব মতামত নিতে হলে আগে একটা প্লেনাবি মিটিং ডাকতে হবে। মিটিং ডাকলেই বব পড়ে যাবে চাবদিকে বার্বুজেবা সক্রিয হযে উঠবে কী ব্যাপাব মিটিং কেন উদ্দেশ্য কী ? দুটো কাউন্সিলে কোথাও ফাঁস হযে যেতে পাবে খবব। বিকল্পে আমবা যদি প্রত্যেক সদস্যেব কাছে ব্যক্তিগতভাবে যাই তাহলে নীতিগতভাবেও প্রচেষ্টাটিব সমর্থন পেতে পেতে আমাদেব দু সপ্তাহ সময লাগবে। তাবপব পবিকল্পনাব প্রত্যেকটা স্তবে আবাব তাদেব জানাতে হবে, সমর্থন নিতে হবে। বাজনীতিব মানুষগুলোকে চেনো তো ? কমিটিব মেম্বাবেবাও তথৈবচ। শুধু জানাবাব জন্যেই সবকিছু জানতে চায। নিজেবা কিছুই কবে না যদিও, তবু যদি একটা কথা ওদেব কাবো মখ

ফস্কে বেরিয়ে যায় তবেই চিত্তির, গোটা প্ল্যানটাই আমাদের ভেসে যাবে।... দ্বিতীয়ত, যদি ও. এ. এস. কাউন্সিল বা সি. এন. আরের নীতিগত সমর্থন আমরা পাইও, তাব মানে এই দাঁড়াবে যে কাজে আমবা একটুও অগ্রসর হলাম না কিন্তু অন্ততপক্ষে তিরিশজন লোক শুধু শুধুই প্ল্যানটা জানতে পারলো। সেক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেরাই এগিয়ে যাই দায়িত্ব নিয়ে এবং সফলতা যদি লাভ নাও করি, তবুও দলের আজ যা অবস্থা তার চেয়ে তো খারাপ কিছু হতে পারে না। তিরস্কার গঞ্জনা জুটবে বটে কপালে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। আর সফল যদি হই তো কথাই নেই। ক্ষমতা পাবার পরে কে আর এ নিয়ে তর্ক করতে আসবে? স্বেচ্ছাচারী নায়ককে কী করে খতম করা হলো সে তো তখন হয়ে পড়বে ইতিহাস মাত্র।.... কাজেই সব দিক বিচার করে, তোমবা কী আমার প্রস্তাবে রাজী, যে আমরা তিনজনেই শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাবো?"

আবার মঁক্লেয়ার ও কার্সো পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে রদ্যার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ ওরা রাজী। তিন মাস আগে আর্গোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম ওবা একসঙ্গে মিললো। আর্গো যখন ছিলেন, তখন রদ্যা থাকতো যবনিকাব অন্তরালে। কিন্তু এখন সে-ই হয়ে দাড়িয়েছে নেতা, নিজের অধিকারে। ও. এ. এস. পাতালরাজ্যের সম্রাট আঁদ্রে কার্সো এবং ধনাধিকারী রেণে মঁক্লেয়াব দুজনেই বদ্যার কর্তৃত্বে মুগ্ধ হলো।

রদ্যা ওদেব দুজনের মুখেব দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। তারপর বললো. "বেশ তাহলে এখন কাজ আবম্ভ করা যাক। পেশাদাবী ঘাতক নিযুক্ত করার কথা আমার মনে প্রথম এসেছিলো যেদিন রেডিওতে শুনতে পেলাম বেচারা বাস্তিয়েঁ-তিরিকে কী ভাবে ওরা হত্যা কবলো। তখন থেকেই আমি অনুসন্ধান শুরু করেছি। এ ধবনের লোককে খুঁজে পাওয়াও বড় দুষ্কব, ওরা তো আর নিজেদেব ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় না। মার্চমাসেব মাঝামাঝি সময় থেকে আমাব এই অনুসন্ধান শুরু হয়েছিলো এবং তাব ফলে এই তিনটে সরু নথি।"

ডেস্ক থেকে তিনটে ম্যানিলা খাম তুলে নিয়ে দেখালো। মঁক্লেয়ার আর কার্সো আবার চোখাচোখি কবলো কিন্তু কিছু বললো না। রদ্যা আবাব আরম্ভ করলো ঃ

"আমার মনে হয় তোমরা যদি বিববণগুলো আগে পড়ে নাও তো লোকনির্বাচনেব সুবিধা হবে। আমার মতে তিনজনই যোগ্য তবে যোগ্যতানুসারে প্রথম. দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানও দিয়ে রেখেছি। কারণ যদি প্রথমজন কাজটা না নিতে চায় বা নিতে না পারে. তবে আমাদেব আবার নতুন করে খোঁজাখুঁজি কবতে হবে না। একটা করেই কপি. অতএব হাত বদলে বদলে পড়ে নাও।"

ম্যানিলা খাম থেকে তিনটে পাতলা নথি বার করলো। একটা দিলো মক্লেয়াবকে, আরেকটা কার্সোকে। তৃতীয়টা রাখলো নিজের হাতে কিন্তু সেটা পড়েও দেখলো না। তিনটে নথিই প্রায় ওর মুখস্থ।

পড়ার বিশেষ কিছু ছিলো না। নথি তিনটে সত্যিই সরু, অতি সংক্ষিপ্ত। কার্সো তার হাতের ফাইলটা পড়ে ফেলে রদ্যার দিকে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করল। "ব্যস্, এইটুকুই ?"

"এদের বিস্তাবিত পূর্ণ বিবরণ পাওয়া কঠিন," রদ্যা বললো, "আচ্ছা, এইটা না হয় পড়ে দেখো।" নিজের হাতের ফাইলটা কার্সোকে দিলো। ...কয়েক মুহূর্ত পরে মঁক্লেয়ার তার হাতের নথি পড়া শেষ করে রদ্যাকে ফেরত দিলো আর রদ্যা তার হাতে যে নথিটা কার্সো ফেরত দিয়েছিলো সেটা তাকে এগিয়ে দিলো।.. এবার মঁক্লেয়ারের পড়া শেষ হলো আগে। রদ্যার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেটকে বললো ঃ "না ..এ আর কী ...এমন গোটা পঞ্চাশেক লোক তো আমাদেরও আছে। পিস্তলবাজ পাওয়া যায় গণ্ডায় গণ্ডায়.. "

বাধা দিযে উঠলো কার্সোঁ।—" আবে, থামো না, এটা পড়ে দেখো।" শেষ পৃষ্ঠাটা উল্টে বাকী তিনটে প্যাবায চোখ বুলিয়ে ফাইল বন্ধ কবে বর্দ্যাব দিকে তাকালো। ও এ এস দলপতি কিন্তু তাব নিজেব বক্তব্য প্রকাশ কবলো না, শুধু নীববে তৃতীয ফাইলটা মঁক্লেযাবকে এগিযে দিলো। চাব মিনিটেই দুজনে পড়া শেষ কবলো।

নথিগুলো তুলে নিয়ে ডেস্কে গুছিযে বাখলো বর্দ্যা। খাড়া চেযাবটাকে উল্টো কবে নিযে আগুনেব কাছে টেনে আনলো। সীটে বসে পিঠেব দিকটায দু হাত ছড়িযে ওদেব দুজনেব দিকে তাকিযে তাকিয়ে দেখে।

"হু বলেছিলাম না এ-ধবনেব লোকেব সংখ্যা অতি নগণ্য। আবো হযত থাকতে পাবে, কিন্তু কোনো দেশেব সিক্রেট সার্ভিসেব খাতায নাম নেই অথচ পেশায অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এমন লোকেব খোঁজ পাওযা সত্যিই ভীষণ মুশকিল। হযত সর্বোত্তম যে তাব নামে কোনো ফাইলেব অস্তিত্বই নেই। যাক, এই তিনটে ফাইল তো তোমবা দেখলে। আলোচনাব সময আমবা ওদেব জার্মান, সাউথ আফ্রিকান বা ইংবেজ বলেই অভিহিত কববো। হ্যা, বলো, তোমাব কী বক্তব্য আঁদ্রে?'

কার্সোঁ কাধ ঝাঁকালো। 'আলোচনাব কোনো প্রযোজনই নেই আমাব কাছে যে বিববণ পাঠ কবলাম সত্যি হলে ইংবেজটা বাকী দুজনেব চেযে বহু গুণে ভালো।'

"বেগে, তুমি?

আমাবও ওই মত জার্মানটা বুড়ো হযে গেছে এখন কি আব ওব পোষাবে এ ধবনেব বড় কাজে হাত দেওযা। তাছাড়া যে সব নাৎসী এখনো বেঁচে আছে তাদেব হযে কতকগুলো ইস্রাযেলি এজেন্টদেব মাবা ছাড়া বিশেষ কিছুই কবেনি সে। বাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো কিছুই কবেনি। ইহুদীদেব বিরুদ্ধে তাব যে সব কাজ সেগুলো হযত আবাব ব্যক্তিগত আক্রোশেই কবেছে। অতএব, নির্জলা পেশাদবি আওতায পড়ে না সেগুলো। সাউথ আফ্রিকানটা হযত লুমুম্বাদেব মতো কলো বাজনীতিকদেব পক্ষে ভালো কিন্তু তা বলে ফ্রান্সেব প্রেসিডেন্টেব বুকে বুলেট মাবা নাঃ। ইংবেজটা আবাব গবগব কবে ফবাসীও বলে।"

বর্দ্যা ধীবে ধীবে মাথা নাড়লো।—"নাঃ, সন্দেহেব বিশেষ অবকাশ নেই। নথিগুলো সংকলন কবতে কবতেই আমাব মনে হযেছিলো ইংবেজটিই হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তি।'

কিন্তু অ্যাংলো স্যাক্সনটি সম্বন্ধে কী তুমি নিশ্চিত সত্যিই কী ওই কাজগুলো ও কবেছে?" কার্সো জিজ্ঞেস কবলো।

'আমি নিজেই আশ্চর্য হযে গিযেছিলাম প্রথমে,' বর্দ্যা বললো "তাই ওব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান কবেছি অনেক সময নিযে। তবে প্রমাণ বলে যদি কিছু চাও তো খুঁজে পাবে না। থাকলেই ববঞ্চ সেটা খাবাপ হতো, ওব যোগ্যতায তখন সন্দেহ জাগতো। কাবণ তাহলেই পুলিসী খাতায নাম উঠতো, অবাঞ্ছিত বিদেশী বলে সব দেশে অভিহিত হতো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে তাব বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, কোনো নালিশ নেই, আছে শুধু কতকগুলো গুজব। তাব বেকর্ড একেবাবে অকলঙ্ক। ব্রিটিশবা যদিবা তাব নাম খাতায লিখেও বাখে তবুও এক জিজ্ঞাসাব চিহ্ন ছাড়া আব কিছুই লিখতে পাববে না তাব বিরুদ্ধে। সেই সামান্য সন্দেহে তো আব তাব নাম ইন্টাবপোলে পাঠাতে পাবে না। কাজেই এস ডি ই সি ই যদি এমন লোকেব সম্বন্ধে সবকাবীসূত্রে কোনো প্রশ্নও কবে কোনোদিন তো কোনো জবাব পাবে বলে মনে হয না। জানতো ওদেব মধ্যে কেমন বেষাবেষি। বিদো যে গত জানুযাবিতে লণ্ডনে ছিলো সে-খববও ওবা চেপে গিযেছিলো নয? অতএব, ইংবেজটিই হচ্ছে আমাদেব পক্ষে যোগ্য লোক। ওকে নিলে সব দিক থেকে ভালো তবে অসুবিধা শুধু একটা "

"কী?" মঁক্রেযাব প্রশ্ন কবে উঠলো। সবুব সয না তাব।

'বুঝতেই তো পাবছো। সস্তায পাওযা যাবে না তাকে, অনেক পযসা চাইবে। তা বেগে তহবিলেব অবস্থা কেমন?"

"ভালো না, " মঁক্রেযাব কাঁধ ঝাঁকায, "খবচা অবশ্য একটু কমেছে এখন। আর্গোব ব্যাপাবটাব পব সি এন আবেব বীবপুঙ্গবেবা সব সস্তা হোটেলে গা-ঢাকা দিযেছে, পাঁচতাবা মার্কা প্রাসাদ আব টেলিভিশান-ইন্টাবভিউযে হঠাৎ তাদেব ভীষণ বিতৃষ্ণা জেগেছে। কিন্তু ওদিকে আযেব প্রবাহ কমতে কমতে একেবাবে ক্ষীণধাবা হযে উঠেছে যে তুমি ঠিকই বলেছিলে তখন, অ্যাকশন একটা না দেখাতে পাবলে আমাদেব বাঁচোযা নেই, অর্থেব অভাবেই তল্পী গোটাতে হবে। এই ধবনেব প্রতিষ্ঠান তো আদব সোহাগ দিযে টেকে না।"

বর্দ্যা গম্ভীব ভাবে মাথা নাড়ে। — "হুঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম যেমন কবে হোক কিছু টাকা তুলতেই হবে। অথচ কত লাগবে সেটা ঠিক না জেনে আবাব টাকা তোলাব অভিযান শুরু কবাও কোনো কাজেব কথা নয় "

কার্সোঁ বাধা দিযে উঠলো, "তাব মানে আমাদেব এখনি ইংবেজটাব সঙ্গে সংযোগ কবতে হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস কবতে হবে কাজটা কবতে সে বাজী কিনা এবং হলে টাকা কত চায।"

"হ্যাঁ, তা আচ্ছা, আমবা কী একমত হযেছি নির্বাচনটা নিযে?"—বর্দ্যা দুজনেব দিকেই একে একে তাকালো দুজনেই ঘাড় নাড়তে বর্দ্যা ঘড়ি দেখে নিযে বললো দেখো এখন একটা বেজে কযেক মিনিট। লণ্ডনে আমাব একজন অনুচব আছে, তাকে এখনি টেলিফোন কবছি, বলবো এই লোকটাব সঙ্গে যোগাযোগ কবে তাকে যেন এখানে পাঠিযে দেয যদি আজ সন্ধ্যেবেলাব বিমান ধবে আসতে পাবে তো ভিযেনায পৌঁছে যাবে না। তবে ডিনাবেব পবই তাব সঙ্গে আমাদেব দেখা হতে পাবে সে যাই হোক, অনুচবটি যখন ফোন কবে আমাকে খবব দেবে তখন আমবা ব্যাপাবটা পাবিষ্কাব বুঝতে পাববো তোমবা এই হোটেলেই থাকো, আমি তোমাদেব জন্যে পাশাপাশি দুটো কামবাও বুক কবে বেখেছি। কাছাকাছি থাকলে ভিকতব আমাদেব সকলেব খববদাবি কবতে পাববে দূবে বইলে প্রতিবক্ষাব কোনো ব্যবস্থাই থাকবে না। বলা কী যায বুঝলে না?'

কার্সোঁব অহমিকায যেন খোঁচা লাগলো 'আগে থাকতেই তুমি আমাদেব মতামত বুঝে নিযেছিলে, অ্যাঁ?"

কাঁধ ঝাকিযে শূন্যে হাত ছুড়লো বর্দ্যা।— "খবব সংগ্রহ কবতে কবতে এমনিতেই অনেক দেবি হযে গেছে অযথা আব বিলম্ব কবে লাভ কী?'

বর্দ্যা উঠে দাঁড়াতেই ওবা দুজনেও দাঁড়িযে পড়লো। ভিকতবকে ডেকে বর্দ্যা তাকে ৬৫ ও ৬৬ নম্বব ঘব দুটোব চাবি নিযে আসতে বললো। চাবি আনতে ভিকতব নীচে চলে গেলে বর্দ্যা ওদেব বললো 'শহবেব বড় ডাকঘব থেকে টেলিফোন কবতে হবে। ভিকতবকে সঙ্গে নিযে যাচ্ছি আমি। আমি চলে গেলে তোমবা কিন্তু একটা ঘবেই থেকো ভেতব থেকে দবজায চাবি দিযে। আমি এসে দবজায সঙ্কেত কববো।- তিনটে টোকা, বিবতি, আবাব দুটো টোকা।"

এই সঙ্কেত ওদেব বহু পবিচিত। তিন যোগ দুই 'আলজেবি ফ্রাঁসেই' এই শ্লোগানেব ধ্বনিমাত্রা। দ্যগলেব নীতিব প্রতিবাদে গত বছব পাবীব মোটবওলাবা এই ধ্বনিতে গাড়িব হর্নও বাজাতো।

"হ্যাঁ, ভালো কথা, ' বর্দ্যা বললো, "তোমাদেব কাছে পিস্তল আছে?"

দুজনেই মাথা ঝাঁকালো। বর্দ্যা লেখার টেবিলের তল থেকে তার নিজের ব্যবহারের জন্যে রাখা একটা বেশ বড়সড় এম.এ বি-৯ মিঃমিঃ পিস্তল বের করে আনলো। খোপগুলো পরখ করে নিয়ে ফটাস করে বন্ধ করে মঁক্রেয়ারের হাতে দিয়ে বললো, "এই যন্তর চালাতে জানো তো?"

"হুঁ, ভালো ভাবেই।"

ভিকতর ফিরে এলো। দুজনকে নিয়ে মঁক্রেয়াবের ঘরে পৌঁছে দিযে এসে দেখে রদ্যাঁ ওভারকোটের বোতাম সাঁটছে।

"চল, কর্পোরাল, কাজ আছে আমাদের।"

সেই সন্ধ্যায় যখন গোধূলিব আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিলো, তখন লণ্ডন থেকে ভিয়েনা আসবার বি.ই.এ. ভ্যানগার্ড প্লেনটা স্বেশাট এয়াবপোর্টের রানওয়েতে নেমে দৌড়াচ্ছিলো। বিমানটার পেছন দিকে একটা আসনে বসেছিলো একজন ইংরেজ, মাথায় তার স্বর্ণকেশ। পাশেই বসেছিলো একজন ফবাসী যুবক, পিকাডেলির ফ্রেঞ্চ ট্যুরিস্ট অফিসের জনৈক কর্মচারী। দুপুবে লাঞ্চের সময়ে টেলিফোন পাওয়ার পর থেকেই সে-বেচারাব মনে একটুও স্বস্তি নেই, স্নায়ু তাব উৎক্ষিপ্ত। বছরখানেক আগে যখন ছুটিতে পাবী এসেছিলো তখন ও এ. এসেব কাজে নিজেকে ·:সর্গ কবে বেখেছিলো। কিন্তু তখন তাকে শুধু বলা হয়েছিলো যে লণ্ডনে তার কর্মস্থলেই সে যেন থাকে তবে তার নামে যদি কোনদিন কোনো টেলিফোন বা চিঠি আসে, আর সম্বোধন যদি কবা হয় 'প্রিয় পিয়ের' বলে, তবে যেন সেই সংবাদ সে অক্ষরে অক্ষরে যথাযথ পালন কবে। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত, মানে এই ১৫ই জুন পর্যন্ত, কিছুই ঘটেনি। কিছুই না।

অপাবেটব আজ বলেছিলো ভিযেনা থেকে তার নামে একটা ব্যক্তিগত টেলিফোন এসেছে। যাতে ফ্রান্সেব ভিযেনা শহবেব সঙ্গে গুলিযে না ফেলে তাই আবার যোগও করে দিয়েছিলো "অস্টিয়াব ভিযেনা"। আশ্চর্য হযে টেলিফোনটা তুলেছিলো। কানে এলো ওপার থেকে কে যেন বলছে, "প্রিয় পিযের—।" কিন্তু নিজেব ছদ্মনামের তাৎপর্য চট করে উপলব্ধি করতে পারেনি সে, খানিকটা সময় লেগেছিলো।

লাঞ্চেব অবকাশেব পর অসুস্থতার দোহাই দিযে অফিস কেটেছিলো। চলে এসেছিলো সাউথ অডলি স্ট্রীটের ঠিকানায। দবজা খুলে দিয়েছিলো এক ইংরেজ পুরুষ, তাকে সংবাদটা পৌঁছে দিতে সে কিন্তু একটুও আশ্চর্য হলো না। তিন ঘণ্টার মধ্যেই যে তাকে ভিয়েনায় আসবার আহ্বান করা হয়েছে তাও যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক, যেন চমকপ্রদ কিছুই নেই। ধীরেসুস্থে ব্যাগ গুছিয়ে নিযে চলে এসেছিলো। দুজনে ট্যাক্সি নিয়ে এলো হিথরো বিমানবন্দরে। ফরাসী ছোকবা যখন আমতা আমতা করে বললো যে নগদ টাকা আনবার কথাটা তার মাথাতেই আসেননি, শুধু পাসপোর্ট আর চেকবই নিযেই চলে এসেছে, তখন ইংবেজটি কিছুই না বলে শুধু এক বাণ্ডিল নোট বের করে দুটো রিটার্ন-টিকিট কিনে নিলো। তারপর আর একটিও কথা বলেনি সে। জানতেও চাযনি কেন ভিয়েনায যাচ্ছে, কী প্রয়োজন, কে ডেকেছে, কেন, কিছুই না। ফরাসীটা তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলো, কেননা এর একটারও উত্তর তার জানা ছিলো না। তাকে শুধু নির্দেশ দেওয়া ছিলো যে লণ্ডন বিমানবন্দব থেকে টেলিফোন করে যেন জানিযে দেয় বি. ই. এ ফ্লাইটে তারা আসছে কিনা এবং এলে পরে যেন স্বেশাটে পৌঁছে বিমানবন্দরের 'অনুসন্ধানে' গিয়ে তার নামে কোনো খবর আছে কিনা খোঁজ নেয়। এ সব শুনে অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলো সে! ইংরেজটির শান্ত অবিচল স্থৈর্য দেখে আরো ঘাবড়ে ছিলো বেচারা!

'অনুসন্ধান' টেবিলের অস্ট্রিয়ান যুবতীটি বেশ সুন্দরী। খোঁজ করতেই পেছনের খোপকাটা তাক হাতড়ে একটা বাদামী রঙের কাগজ এগিয়ে দিলো। সেটাতে একটা টেলিফোন-বার্তা লেখা ছিলো। অতি সামান্য সন্দেশ ঃ "৬১.৪৪.০৩ নম্বরে ফোন করে শুলজকে ডাকবেন।" বড় হলঘরের পেছনে গিয়ে পাবলিক টেলিফোন বুথগুলোর দিকে এগুতেই ইংরেজটি ওর কাঁধে টোকা দিয়ে কাছের আরো কয়েকটি বুথ দেখিয়ে দিলো। সেগুলোয় ফলক আঁটা ছিলো ঃ "অন্তরঙ্গ আলাপের জন্যে।" নির্ভুল ফরাসীতে ইংরেজটি বলে উঠলো, "খুচরো পয়সা লাগবে কিন্তু। অস্ট্রিয়ানরাও অত সদাশয় নয়।" ফরাসী ছোকরা লাল হয়ে ওঠে, টাকা বদলের কাউন্টারের দিকে হনহন করে এগিয়ে যায়। একটা কোণায় গিয়ে পুরু গদিওলা সেটিতে বসে ইংরেজটি আরেকটা কিং-সাইজ ফিল্টার সিগারেট ধরিয়ে নেয়। এক মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গী ফিরে আসে, হাতে কিছু অস্ট্রিয়ান নোট আর একমুঠো খুচরো। টেলিফোনগুলোর দিকে চলে যায় সে। ওপাশ থেকে হের শুলজ তাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলো।

ফরাসী যুবকটি সেটির কাছে এসে পৌঁছতেই ইংরেজ শুধায়, "কী, যাবো ?"

"হ্যাঁ," যেতে যেতে ফরাসী ছোকরা যেটায় টেলিফোনের বার্তা লেখা ছিলো, সেই কাগজটা মুচড়ে মেঝেতে ফেলে দিলো। ইংরেজটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ধরে নিজের সিগারেট-লাইটারের শিখার সামনে। কাগজটা নিমেষে জ্বলে উঠলো। পোড়া কাগজের কালো কালো টুকরোগুলো তার সোয়েডের সুন্দর জুতো দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গুঁড়া করে দিয়ে ইংরেজটি চললো। দুজনে নীরবে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরলো।

ঝকমকে শহরের মাঝে তখন আলোর ফুলঝুরি, রাস্তায় অজস্র গাড়ির ভিড়। তাই পেনশান ক্রেইস্টে আসতে আসতে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লেগে গেলো।

"এইখানেই আপনাকে ছেড়ে দেবো। আমাকে বলে দেওযা হয়েছে যে এইখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যেন ট্যাক্সি নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। আপনি সোজা ৬৪ নম্বর ঘরে যাবেন, ওরা অপেক্ষা করছে।"

ইংরেজটি কোনো কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে নেমে গেলো ট্যাক্সি থেকে। ড্রাইভার ফরাসীটার দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতেই সে বললো, "চল আগে" নিমেষে ট্যাক্সি উধাও। ইংরেজটা তখন রাস্তার নামফলকের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলো। দেখলো পুরনো দিনের গথিক কায়দায় রাস্তার নাম লে- । পেনশান ক্রেইস্টের মাথায় দেখলো চৌকো চৌকো রোমান অক্ষরে নম্বর লেখা। হঠাৎ মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

ডিউটিরত কেরানীটি পেছন ফিরে বসে ছিলো, কিন্তু দরজায় একটু সামান্য ক্যাঁচ শব্দ হলো। তাতে কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই লোকটার, সোজা সিঁড়ির দিকে এগুলো। কেরানীটি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে যাবে কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সে ওখান থেকেই তার দিকে তাকিয়ে একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলো, "গুটেন আবেণ্ড" (শুভ সন্ধ্যা)।

সঙ্গে সঙ্গে কেরানীটির মুখ থেকেও উচ্চারিত হলো প্রত্যাভিবাদন, "গুটেন আবেণ্ড, মাইন হের।" কথা শেষ হতে না হতেই সোনালী চুলওলা লোকটা কিন্তু একেবারে দুটো করে ধাপ বেয়ে সিঁড়ি চড়তে আরম্ভ করেছে। চলার ভঙ্গি খুব সংযত, অনাবশ্যক দ্রুততার কোনো লক্ষণ নেই। ওপরে উঠে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো দেখলো তার সামনে শুধু একটাই করিডর যার শেষপ্রান্তে ঘরটার নম্বর ৬৮। মনে মনে হিসাব করে দেখে নিলো ৬৪ নম্বরের অবস্থানটা কোথায় হতে পারে, কেননা সেই ঘরের নম্বর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ির গোড়া থেকে প্রায় বিশ গজ হবে ৬৪ নম্বর। মাঝখানে আরো দুটো ঘরের দরজা আছে ডানদিকে, আর বাঁদিকে দেওয়াল সংলগ্ন একটা চোরকুঠরি। সেটা আবার মোটা লাল পর্দা দিয়ে ঢাকা।

লোকটা চোরকুঠরিটাকে এখানে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। পর্দার ঝুল মেঝে থেকে প্রায় ইঞ্চি-চারের আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং সেই ফাঁক দিয়ে একপাটি কালো জুতোর আগাও একটু দেখা যাচ্ছিলো। লোকটা তাই দেখেই নিমেষে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। কেরানী এবারে তৎপর, আসতেই মুখ খুললো সে।

ইংরেজ বললো, "৬৪ নম্বর ঘরের কানেকসান দিন।" একমুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে কেরানীটা অতঃপর স্যুইচবোর্ডে হাত দিলো। ডেস্কে রাখা টেলিফোনটা এগিয়ে দিলো তাকে। ফোন নিয়ে ইংরেজ বলে উঠলো, "পনের সেকেণ্ডের মধ্যে গরিলাটা যদি চোরকুঠরি ছেড়ে না যায় তো আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।" বলেই টেলিফোন রেখে আবার সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিলো।

ওপরে উঠে দেখলো ৬৪ নম্বরের দরজা খোলা। কর্নেল রদ্যাঁ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিলো। ইংরেজটিকে দেখে একমুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে চাপা গলায় ডাক দিলো, "ভিকতর।" চোরকুঠরি থেকে বিশাল পোলটা বেরিয়ে এসে দুজনের দিকেই ফিরে ফিরে তাকায়। রদ্যাঁ বললো, "ঠিক আছে, ওঁকে আমিই ডেকেছি।" কাওয়ালস্কি ভুরু কুঁচকে তাকিয়েই রইলো। ইংরেজটি চলে এলো ঘরের কাছে।

রদ্যাঁ তাকে শোবার ঘরে নিয়ে এলো। মক্লেয়ার ও কাসোঁও বসেছিলো দুটো চেয়ারে। ঘরটা সাজিয়েছেই যেন একটা ইন্টারভিউ বোর্ড বসবে সেখানে। ডেস্কের ওধারে গিয়ে বসলো রদ্যাঁ আর তার সামনা-সামনি চেয়ারে বেশ জুত হয়ে বসলো আগন্তুক। ভিকতরকে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে রদ্যাঁ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে সন্তুষ্টই হলো। লোকটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা, তিরিশের কোঠায় পা দিয়েছে, ছিপছিপে সবলদেহ। মানুষটাকে দেখে মনে হয় দৃঢবিশ্বাসী কিন্তু আত্মসংযমীও বটে। জানে কখন রাশ টেনে ধরতে হয়। কিন্তু ওর চোখ দুটো দেখেই রদ্যাঁ সবচেয়ে বিস্মিত হলো। জীবনে সে মানুষের নানারকম দৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছে, ভীতুদের নরম জোলো জোলা চোখ, বিকারগ্রস্তদের ড্যাবডেবে বিবর্ণ দৃষ্টি বা সৈনিকদের সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু এই লোকটার চোখের দৃষ্টি সত্যিই অদ্ভুত সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে, স্পষ্ট খোলা দৃষ্টি, অথচ ধূসর মণি দুটো ছাড়া সারা চোখ দুটোয় যেন শীতের সকালের ঘন কুয়াশা। ক সেকেণ্ড লাগলো রদ্যাঁর বুঝে উঠতে যে ওই চোখ দুটোয় কোনো অভিব্যক্তিই নেই, একেবারে শূন্য নিরাসক্ত, অথচ নিষ্প্রভ অর্থহীন নয়। ওই কুয়াশা-ঢাকা চোখের ভেতরে যে কী ঘটছে তা জানবারও উপায় নেই। রদ্যাঁ একটু শিউরে উঠলো, অস্বস্তিও হলো তার। অবোধ্য বা দুর্জ্ঞেয় বস্তু সে একেবারেই পছন্দ করে না।

আচমকাই শুরু করলো রদ্যাঁ, "আমরা জানি আপনি কে। আমার নিজের পরিচয়ও আপনাকে দিই, আমি কর্নেল মার্ক রদ্যাঁ ..."

"আমি জানি," আগন্তুক বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "আপনি ও. এ এসের প্রধান কার্য-পরিচালক। আর আপনি, মেজর রেণে মক্লেয়ার, কোষাধ্যক্ষ এবং আপনি, মঁসিয়ো আঁদ্রে কাসোঁ, ফ্রান্সে, ভূতলরাজ্যের প্রধান।" পরিচয় দিতে গিয়ে একেকবার করে তাকায় ওদের দিকে। সিগারেট বের করে নিয়ে ধরায়। কাসোঁ বলে ওঠে, "অনেক কিছু জানেন দেখছি!" ইংরেজটি মাথা হেলিয়ে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। বললো, "ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন আমারা খোলাখুলি আলোচনাই করি। আমি জানি আপনারা কে এবং আপনারাও জানেন আমি কী। আমরা সকলেই বাকা পথের পথিক। আপনারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন, কারণ আপনাদের মাথার ওপরে আছে উদ্যত খড়গ ; কিন্তু আমি যথা-ইচ্ছা বিচরণ করতে পারি, কেউ আমাকে খুঁজেও বেড়াচ্ছে না। আমি অর্থের জন্যে কাজ করি আর আপনারা আদর্শের জন্যে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দু'পক্ষই পেশাদার। অতএব নিজেদের আড়াল করে রাখবার আমাদের কোনো দরকার

নেই। আপনারা আমার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তা আমি জানি। কারণ আমাব খোঁজখবর নেবেন অথচ সে খবর আমার কানে আসবে না, সে হতেই পারে না। কাজেই আমার কৌতূহল হলো, জানতে চেষ্টা করলাম কে আমার সম্বন্ধে এত উৎসাহী হয়ে পডলো হঠাৎ। হতে পারে কেউ হয়ত প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই আমার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে, অথবা কেউ হয়ত আমাকে কোনো কাজ দিতে চায়। সে যাই হোক জানতে পারাটা তাই আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়ই হয়ে পড়লো। যখন আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নাম জানতে পারলাম, তখন আর বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে দুদিন ধবে ফরাসী সংবাদপত্রগুলোর ফাইল ঘাঁটতেই আপনাদের এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় পেয়ে গেলাম। তাই আজ বিকেলে আপনাদের দূতকে দেখে মোটেই আশ্চর্য হইনি। আপনারা কে এবং আপনাদের স্বার্থ কী, তা আমি বেশ ভালোই জানি, যা জানি না তা হচ্ছে আপনারা আমাকে দিয়ে কী করাতে চান।"

কয়েক মুহূর্ত কেউ কিছু বললো না, ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা। কাসোঁ আর মঁক্লেয়ার রদ্যাঁর মুখের দিকে চাইলো নির্দেশের অপেক্ষায়। কর্নেল ও ঘাতক পরস্পরের দিকে চেয়েই রইলো। জীবনে বহু হিংস্র লোক দেখেছে রদ্যাঁ, কাজেই বুঝতে অসুবিধা হলো না যে যা চাইছিলো তা পেয়েই গেছে। মঁক্লেয়াব বা কাসোঁ এখন সম্পূর্ণ অবান্তর, আসবাবপত্রের মতোই তাবা শুধু ঘরের শোভা।

"আপনি যখন প্রকাশিত সব বিবরণই পড়েছেন তখন আর আপনাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলাব নেই। উদ্দেশ্য আপনিই এককথায় সুন্দব করে বলেছেন,—আদর্শ। আমরা বিশ্বাস করি যে ফ্রান্সে এখন এমন একজন স্বেচ্ছাচারী ডিক্টেটর রয়েছেন যিনি আমাদেব দেশকেই শুধু দূষিত করেননি তাঁর সম্মানকেও ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন,- -সতী নারীকে করেছেন পথের বেশ্যা। অতএব আমরা বিশ্বাস করি তাঁর পতন হলেই তবে ফ্রান্সে ফরাসী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সেই পতন সম্ভব হতে পারে শুধু তাঁর মৃত্যুতে। আমাদের সমর্থকেরা তাঁর দূরীকরণের জন্যে ছ বার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তার মধ্যে তিনবার সে চেষ্টা পরিকল্পনাকালেই প্রকাশ হয়ে গেলো। একবার কাজ করবার ঠিক আগের দিনটাতেই বিশ্বাসঘাতকতা হলো, আর বাকী দুবার চেষ্টা যদিও হয়েছিলো তবে তা ব্যর্থ হলো। .....আমরা তাই এখন বিবেচনা করছি— শুধু বিবেচনা করছি অবশ্য এখন—যে কোনো পেশাদারকে দিয়ে আমরা এ কাজ করাতে পারি কি না অর্থের অপচয় করতে চাই না আমরা, তাই আমরা আগে জানতে চাই যে এ কাজ সম্ভব কী না।"

রদ্যাঁ বেশ ভালোই চাল চাললো। শেষের কথাটার জবাব ওর জানাই ছিলো। কিন্তু তাতেই দেখা গেলো যে আগন্তুকের ধূসর চোখের তারায় অভিব্যক্তির স্পন্দন ফুটলো।

"দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যার শরীরে ঘাতকের বুলেট ছিদ্র না করতে পারে," ইংরেজটি বেশ সহজ সুরেই বললো, "দ্য গল বাইরেও আসেন অনেক বেশী... .... তাঁকে হত্যা করা নিশ্চয়ই সম্ভব। তবে পালানোর রাস্তা দুর্গম। দেখুন, যে স্বৈরাচারী জনসমক্ষে নিজেকে উদঘাটিত করেন তাঁকে মারার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে এমন একজন হত্যাকারী নিযুক্ত করা যার নিজের মরার ভয় নেই। আত্মঘাতী আদর্শ-উন্মাদ ব্যক্তি দিয়ে সব সময়ই তাদের হত্যা করা যায়। কিন্তু আমি দেখছি যে—" সামান্য একটু শ্লেষ যেন ফোটে তার কণ্ঠে—"আপনাদের এত আদর্শ সত্ত্বেও এমন কেউ আজও এ কাজ নিয়ে এগোয়নি। পঁ-দ্য-সেইন বা পেতি-ক্লামারের চেষ্টা ব্যর্থ হলো শুধু এই কারণেই নিজেদেব জীবন সম্পর্কে হুঁশিয়ারির জন্যেই আক্রমণগুলো অতটা নিশ্চিত হতে পারিনি।"

"কী বলছেন কী? জানেন, এখনও এমন ফরাসী বহু আছে যারা......" কাসোঁ ফুঁসে উঠলো, কিন্তু রদ্যাঁ হাতের ইশারায় তাকে থামিয়ে দেয়। ইংরেজটা তার দিকে তাকিয়েও দেখে না।

"আর পেশাদার হলে?" রদ্যাঁ খেই ধরিলে দিলো।

"পেশাদারের আদর্শের উন্মাদনায় কাজ করবে না, অতএব তাদের কাজ হবে অনেক শান্ত অনেক ধীর। সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশ্নই আসবে না সেখানে। তার কাজের ফলে অন্য কেউ আহত হতে পারে কী না, সে সব নিয়ে সে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাবে না। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ সে হিসেব করে করে করবে, আগে থেকে নিখুঁত পরিকল্পনা করে। কী বিপদ আসতে পারে বা কোনখানে কতটা ঝুঁকি নিতে হবে সব সে হিসেব করে রাখবে, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি। যতক্ষণ না শান্তভাবে বিচার করে অনাহত অবস্থায় পালানোর উপায়সুদ্ধ পুরো একটা প্ল্যান সে গড়ছে, ততক্ষণ সে কাজে নামবেই না। অতএব, তার পক্ষে কৃতকার্য হওয়াটা অনেক বেশী সম্ভব।"

"বুড়ো সুলতানকে কোনো পেশাদার হত্যা করে পালাবে, এমন কোনো প্ল্যান করা সম্ভব বলে মনে করেন?"

কয়েক মিনিট ধরে ইংরেজটি শুধু সিগারেট টেনেই যায়। জানলার বাইরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলে, "হ্যাঁ.....তত্ত্বগতভাবে বলতে গেলে সম্ভব.....যথেষ্ট সময় নিয়ে অনেক বিবেচনা করে প্ল্যান করলে না পাবার কথা নেই। তবে, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা বড়ই দুষ্কর। অন্য যে কোনো লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে এটা অনেক বেশী কঠিন।"

"কেন, কেন?" মঁক্লেয়ার জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ দ্যগল আগে থেকেই জানেন—এই বিশেষ চেষ্টার কথা বলছি না অবশ্য, তবে সাধারণভাবে তিনি জানেন যে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হচ্ছে এবং হবে। প্রতিটি দেশনায়কের চারপাশে থাকে দেহরক্ষী আর সিকিউরিটির বেড়াজাল। কিন্তু বছরের পর বছর যদি কোনো চেষ্টা না হয় তাঁর জীবননাশের, তখন নিয়মকানুনগুলো আর অতটা কঠোর থাকে না, শিথিল হয়ে পড়ে। খবরদারিগুলো সব হয়ে পড়ে নেহাৎ যান্ত্রিক, হুঁশিয়ারি আর থাকে না। তখন যদি কোনদিন একটা বুলেট এসে তাঁকে শেষ করে যায় তো সেই বুলেটের আগমন হয়ে পড়ে নিতান্তই আকস্মিক। চারধারে একটা হৈহৈ আতঙ্কের স্রোত বয়ে যায় আর তারই আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে হত্যাকারী সরে পড়ে। কিন্তু এখানে, দ্যগলের বেলায়, সে রকম কোনো প্রশ্নই নেই, হুঁশিয়ারি একটুও কমবে না। নিয়মকানুনগুলো একটুও শ্লথ হবে না। তারপর ধরুন যদি কোনো রকমে একটা বুলেট গিয়ে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধও করে তবু অনেকেই থাকবে যারা আতঙ্কে হাবুডুবু না খেয়ে হত্যাকারীর পিছু ধাওয়া করবে।.. তা হলেও করা সম্ভব, অসম্ভব নয়, তবে জগতে সেটা হবে একটা দুরূহতম কাজ। আপনারা যে মশাই শুধু বিফলই হয়েছেন তাই নয়, অন্যদের জন্যেও রাস্তা দুর্গম করে রেখেছেন।"

"যদি আমরা কোনো পেশাদার ঘাতককে নিযুক্ত করবার সিদ্ধান্ত নিই, তবে—" রঁদ্যা শুরু করতেই ইংরেজটা শান্তকণ্ঠে বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "পেশাদার আপনাদের আনতেই হবে।"

"কেন বলুন তো? স্বদেশের মঙ্গলকামনায় এই কাজ করার লোকের অভাব এখনো হয়নি।"

"তা হয়নি, ওয়ার্তে বা কুরুশে তো এখনও রয়েছে," আগন্তুক বললো, "তা ছাড়া আশেপাশে দিগেলদার বা বাস্তিয়েঁ-তিরির মতো আরো লোক নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু আপনারা তিনজন তো আজ সন্ধ্যায় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তত্ত্ব আলোচনা করতে আমাকে ডাকেননি, বা আপনাদের দলে হঠাৎ বন্দুকবাজদের কমতি পড়ে গেছে তাও তো নয়। আপনারা আমাকে ডেকেছেন কারণ আপনারা জানেন যে আপনাদের দলে প্রচুর ফরাসী গুপ্ত পুলিস আজ ঢুকে পড়েছে, কিছুই আর গোপন থাকছে না, আপনাদের প্রত্যেকের চেহারা প্রতিটি ফরাসী

পুলিসেব মুখস্থ। কাজেই আপনাদেব এখন চাই একজন বহিবাগত। ঠিক কথাই নির্ভুল সিদ্ধান্ত। কাজটা যদি কবতেই হয় তো বাইবেব লোকই তা কবতে পাববে। কিন্তু প্রশ্ন এখন শুধু কে এবং কত মূল্যে। আপনাবা তো অনেকক্ষণ ধবেই মাল যাচাই কবলেন, বলুন এখন।"

বর্দ্যা আডচোখে তাকালো মঁক্লেযাবেব দিকে, ভুরু উঁচিয়ে প্রশ্নেব ভঙ্গি কবলো। মঁক্লেযাব প্রথমে ঘাড নাডলো, তাবপব কাসোঁ। ইংবেজটা জানলা দিযে সামনে বাইবেই তাকিয়ে বইলো, কোনই কৌতূহল নেই যেন তাব এই নীবব নাটকে।

শেষমেষ বর্দ্যা জিজ্ঞেস কবলো, "আপনি দ্যগলকে হত্যা কববেন?" কণ্ঠস্বব মৃদু হলেও প্রশ্নটি যেন ঘব ভবে তুললো। ইংবেজটি আবাব চোখ তুলে তাকালো তাব দিকে দৃষ্টিতে সেই আগেকাব শূন্যতা।

"হ্যাঁ, কিন্তু তাব জন্যে অনেক দাম দিতে হবে।"

"কত?" মঁক্লেযাব শুধালো।

"দেখুন, এটা এমন একটা কাজ যেটা কবলে জীবনে আব কোনো কাজে হাত দেওযা যাবে না। ধবা না পডাব বা অনাবিষ্কৃত থাকবাব সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই। কাজেই জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত ভালোভাবে বেচে থাকবাব এবং গলিস্টদেব প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বক্ষা কববাব সবব্কম উপায় "

"ফ্রান্স যখন আমাদেব হবে,' কাসো হুট কবে বললো, 'তখন আব কোনো সমস্যা থাকবে না

'আমাব চাই নগদ অর্থ,' ইংবেজটা জানালো, 'অর্ধেক দেবেন অগ্রিম আব বাকী অর্ধেক কাজ শেষ হলে।'

"কত? বর্দ্যা জিজ্ঞেস কবলো।

'পাঁচ লক্ষ '

বর্দ্যা তাকালো মঁক্লেযাবেব দিকে। সে মুখভঙ্গি কবে বলে উঠলো, এ তো অনেক টাকা, পাঁচ লাখ নযা ফ্রা '

'ডলাব ' ইংবেজটি বললো

আতকে উঠলো মক্লেযাব। চেযাব থেকে লাফিযে উঠেই পডলো 'অ্যা? পাঁচ লক্ষ ডলাব? পাগল না কি'

"না পাগল নই,' শান্তকণ্ঠে ইংবেজটি বললো আমিই সর্বোত্তম তাই আমাব ফী ও সবেচেযে বেশী '

"অনেক কম টাকাতেও লোক পাওযা যাবে, কাসো গোঁযোত কবে উঠলো।

'তা যাবে,' সোনালী চুলওলা লোকটা বললো, কিন্তু কাজ হবে না। অর্ধেক টাকা নিযেই হয় ভাগবে তাবা অথবা মস্ত মস্ত ব্যাখ্যা জুডে বসবে কেন কাজটা কবা গেলো না, শ্রেষ্ঠ লোক নিতে হলে শ্রেষ্ঠ অর্থ দিতে হবে বৈকি। আব সে অর্থেব পবিমাণ পাঁচ লাখ ডলাব। ফ্রান্স পেতে যাচ্ছেন আপনাবা, অথচ –। দেশটা তাহলে আপনাদেব কাছে সস্তাই।"

বর্দ্যা এতক্ষণ চুপ কবে ছিলো, এবাবে মুখ খুললো : 'ব্যস কিন্তু কথা কি জানেন, আমাদেব কাছে নগদ পাঁচ লক্ষ ডলাব নেই।"

"সেও আমি জানি," ইংবেজটি বললো, 'কিন্তু কাজটা কবাতে হলে আপনাদেব সে অর্থ যোগাড কবতে হবে। এ কাজ না হলেও আমাব এখন চলবে, বুঝলেন। গতবাবেব কাজ থেকে আমি যা পেযেছি তাতে হেসে-খেলে কযেকটা বছব আমাব স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। কিন্তু অবসব নেবাব কথাটাও শুনতে বেশ ভালো লাগে, আব সেইজন্যেই আমি এই অসাধাবণ ঝুঁকিও নিতে

প্রস্তুত। আপনার বন্ধুরা চাইছেন তার চেয়েও বড় এক উপঢৌকন, গোটাগুটি ফ্রান্সকেই, অথচ ঝুঁকি নিতে তাঁরা একদম রাজী নন। নাঃ, আমি দুঃখিত, মশায়। টাকাটা যদি আপনারা যোগাড় করতে না পারেন তো চালিয়ে যান আপনারা নিজেরাই। আবার একেক করে আপনাদের সব চক্রান্ত বিনষ্ট হয়ে যাক।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যায় সিগারেটটা থেঁতলে দিয়ে। রদ্যাঁও উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, "আরে বসুন মশায়। টাকা আমরা আনবো।" দুজনেই আবার একসঙ্গে বসে পড়লো।

"বেশ," ইংরেজটি বললো, "কিন্তু আমার আরো শর্ত আছে।"

"বলুন?"

"বাইরের লোক আপনারা আনাচ্ছেন তার কারণ আপনাদের গোপন খবর আর গোপন থাকছে না তাই নয়? কাজেই এখন বলুন তো আমাকে বাদ দিয়ে আপনাদের দলের আর কজন জানে যে বাইরের লোক আসছে?"

"শুধু আমরা এই তিনজন। আর কেউ জানে না।"

"বেশ, এইরকম যেন থাকে, আর কেউ যেন জানতে না পায়," ইংরেজটি বললো, "মিটিংয়ের সব বিবরণ, সব ফাইল, সব নথিপত্তর নষ্ট করে ফেলতে হবে। আপনাদের তিনজনের মগজেই শুধু থাকবে কথাগুলো, তা বাদে আর কোথাও নয়। গত ফেব্রুয়ারীতে আর্গোর যা হয়েছিলো আপনাদের তিনজনের মধ্যে যদি কারু তেমন কিছু হয় তো আমি কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারবো, তখন আর আমি কাজটা চালিয়ে যেতে বাধ্য থাকবো না। সুতরাং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কড়া পাহারায় নিরাপদে থাকবারই চেষ্টা করবেন। ..... রাজী?"

"রাজী। .....আর কী বলুন?"

"প্ল্যান আমিই করবো এবং কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমারই থাকবে। কোনো বিবরণ আমি কাউকে দেবো না, আপনাকেও না। আমি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবো কোনো খবর পাবেন না আপনারা আমার কাছ থেকে। আমার লণ্ডনের ঠিকানা এবং টেলিফোন নম্বর আপনার কাছে আছে, কিন্তু ও দুটোই আমি শীগগিরি ছেড়ে দেবো। ......তবু নেহাৎ কোনো জরুরী অবস্থা না হলে আপনি যেন আমার সঙ্গে সেখানে যোগাযোগের কোনোরকম চেষ্টা না করেন। আমাদের মধ্যে তারপর আর কোনো সংযোগ থাকবে না। আমার স্যুইজারলাণ্ডের ব্যাঙ্কের ঠিকানা আপনাকে দিয়ে যাবো, তারা যখন আমাকে জানাবে যে আড়াই লক্ষ ডলার আমার নামে জমা পড়েছে বা আমি যখন সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে নেবো তখুনি শুধু আমি কাজে নামবো, তার আগে নয়। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে আমি দিনক্ষণ ঠিক করবো, কেউ আপনারা আমাকে তাড়া দিতে পারবেন না। আমার কাজেও আপনারা কোনো বাধা দেবেন না। কেমন, রাজী আছেন?"

"রাজী। কিন্তু ফ্রান্সে আমাদের গোপন সংগঠন আপনাকে অনেক মূল্যবান সংবাদ দিতে পারে। তাদের কেউ কেউ বেশ উচ্চপদেই আছে।"

মুহূর্তের জন্যে ইংরেজটি কী যেন ভেবে নিলো। তারপর বললো, "আচ্ছা, বেশ। ......আপনারা তৈরী হলে ডাকে আমাকে শুধু একটু টেলিফোন নম্বর পাঠিয়ে দেবেন, পারীর নম্বর হলেই ভালো। আমি ফ্রান্সে যেখানেই থাকি না, দরকার হলে ওই নম্বরে টেলিফোন করে খবর জেনে নেবো। কিন্তু আমার গতিবিধি কখনো আমি জানাবো না। ফোনে শুধু আমি জানতে চাইবো রাষ্ট্রপতির সিকিউরিটি সম্পর্কে নবতম সংবাদ। তবে টেলিফোনের ওধারে যে থাকবে সে যেন কিছুতেই না জানতে পায় আমি ফ্রান্সে কী করতে এসেছি। তাকে শুধু জানিয়ে দেবেন যে আমি একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত এবং সেইজন্যেই আমি তার সাহায্যপ্রত্যাশী।

যত কম জানতে পারে ততই মঙ্গল। তার সংবাদসূত্রও যেন যারা ভেতরের খবর দিতে পারে শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। খবরের কাগজে পড়ে জানতে পারা যায় সে সব আবার যেন না জানাতে বসে। শুধু গোপন তথ্যই আমি চাই। কেমন।"

"বেশ......ভালো। বন্ধুবান্ধব বা আশ্রয়-আস্তানা ছাড়া একাই কাজ করতে চান তো করুন,... ..আপত্তি নেই। ......জাল কাগজপত্তরের কী ব্যবস্থা করবেন? আমার হাতে দুজন খুব দক্ষ জালিয়াত রয়েছে।"

" না, আমি আমার ব্যবস্থা দেখে নেবো......ধন্যবাদ।"

কাসোঁ মাঝখান থেকে বলে উঠলো, "ফ্রান্সের ভেতরে আমার হাতে একটা সম্পূর্ণ সংগঠন রয়েছে, প্রায় জার্মান অকুপেশনের সময়কার প্রতিরোধ দলের মতোই সুসম্বদ্ধ। এই গোটা সংগঠনটাকে আমি আপনার সাহায্যে লাগিয়ে দিতে পারি।"

"না. ধন্যবাদ। অপরিচিত থাকাটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।"

"কিন্তু ধরুন যদি কোনো গণ্ডগোল হয়. যদি আপনাকে পালাতে হয... ..."

"গণ্ডগোল কিছু হবে না, হতেও পারে না, যদি না আপনাদের তরফ থেকে সেটা আসে। আমি একা একা থাকতেই চাই, তার কারণ আপনাদের সংগঠনে এখন প্রচুর দালাল আর টিকটিকি।"

কাসোঁ প্রায় ফেটেই পড়লো। মঁক্রেয়ার কিন্তু নীরবে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে, পাঁচ লক্ষ ডলার এত তাড়াতাড়ি তোলবার সমস্যা নিয়েই বোধহয় সে মাথা ঘামাচ্ছে। রদ্যাঁ ইংরেজটার দিকেচেয়ে চেয়ে কী যেন ভাবছিলো। এবাবে বললো, "শান্ত হও আঁদ্রে। মঁসিয়ো যদি একা-একাই কাজ করতে চান তো করুন না, সেটাই বোধ হয় ওঁর নিজস্ব ধারা। পাঁচ লক্ষ ডলার দিচ্ছি কি সাধে? আমাদের দলেব বন্দুকবাজদের মতো এঁকে নিশ্চয়ই হাত ধরে খাইয়ে দিতে হবে না!"

"কিন্তু আমি জানতে চাই," বিড়বিড় করে উঠলো মঁক্রেযার, "এত তাড়াতাড়ি এত টাকা কী করে তুলবো?"

তামাশার গলায় আগন্তুকটি বললো, "আপনাদের এতবড় সংগঠন, ব্যাঙ্ক লুঠ করুন না কেন।"

"সে আমরা ভাববো," র‍্যাঁ বলে উঠলো, "আচ্ছা, ইনি এখন লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন..... তোমাদের কি আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

কাসোঁ প্রশ্ন করে বসলো. "আড়াই লাখ ডলার নিয়ে যে ইনি চম্পট দেবেন না, তাব কি কোনো ঠিক আছে?"

"আপনাদের তো আমি বললামই, আমি এখন অবসর নিতে চাই। কথা না রেখে একগাদা কট্টর জঙ্গীকে কি আমি আমার পেছনে লেলিয়ে দিতে পারি? সে ক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করতে যা খরচ হবে তাতে ওই আড়াই লক্ষ তো নস্যি!"

"কিন্তু ধরুন," কাসোঁ তবু ছাড়ে না, "আমরাই যদি আপনাকে ফাঁকি দিই,......কাজ হয়ে যাবার পর যদি বাকী আড়াই লাখ না দিই"

"দেবেনও ওই একই কারণে," ইংরেজটি বেশ সংযত কণ্ঠেই বললো, "না দিলে আমি আবার কাজে নামবো এবং সে ক্ষেত্রে আপনারা তিনজনেই হবেন আমার লক্ষ্যবস্তু।"

"যাক, যাক," রদ্যাঁ বাধা দিয়ে উঠলো, "আপনাকে আর মিছিমিছি ধরে রাখবো না. যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আরো একটা কথা.....আপনার নাম? অপরিচিত হয়ে যদি থাকতে চান তো একটা ছদ্মনামের প্রয়োজন হবে। কিছু ঠিক করেছেন কী?"

নিমেষের জন্য ভেবে নেয় আগন্তুক। বলে, "শিকারের কথাই যখন হচ্ছিলো তখন শেয়াল নামটা নিলেই হয়। ওরই ভালো নামে ডাকবেন আমাকে, 'শৃগাল'।"

"আচ্ছা," রদ্যাঁ সায় দিলো, "বেশ ভালোই নাম।"

দরজা খুলে ইংরেজকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে চোরকুঠরি ছেড়ে ভিকতর এসে উপস্থিত। রদ্যাঁ আগন্তুকের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হাসলো, এতক্ষণে এই প্রথমবার ও হাসলো। বললো, "তাহলে ওই কথাগুলোই ঠিক রইলো। আপনিও ইতিমধ্যে সাধারণ অর্থে প্ল্যান কষা শুরু করে দিন না, যাতে অযথা সময় নষ্ট না হয়?... .বাঃ!......আচ্ছা, তাহলে আসি, শৃগাল মশায়..... শুভরাত্রি!"

যেরকম নিঃশব্দচরণে এসেছিল, সেরকম নিঃশব্দচরণেই চলে গেলো ইংরেজটি। রাতটা এয়ারপোর্ট হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকালে প্রথম প্লেন ধরে লণ্ডন ফিরে গেলো সে।

পেনশান ক্রেইস্টেব ভেতরে কিন্তু রদ্যাঁ মুহুর্মুহু প্রশ্নবাণের ঘায়ে পাগল। মঁক্লেয়ার আর কাসোঁ যেন বেশ ঘাবড়ে গেছে। রাত নটা থেকে বারোটা এই তিন ঘণ্টায়, তাদের যেন কে ভীষণ জোরে নাড়া দিয়ে গেলো।

বারবার বলতে থাকে মঁক্লেযার, "পাঁচ লক্ষ ডলার! বাবাঃ, পাঁচ লক্ষ ডলার! কোথায় পাব শুনি?"

"শৃগালের পরামর্শ নাও, ব্যাঙ্ক লুঠ করো," রদ্যাঁ বললো।

কাসোঁ বললো, "এই সব লোক কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ না। একা একা কাজ করে, কারো সাহায্য নেয় না। ভীষণ সাংঘাতিক হয় এরা, তাঁরে রাখা মুশকিল।"

রদ্যাই শেষ কথা বললো, "দেখো, আমরা তিনজনে আলোচনা করে একটা প্ল্যান করেছি, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টকে হত্যা করবার জন্যে অর্থ দিয়ে একজন পেশাদারকে নিয়োগ করতে রাজী হয়েছি, তাকে এনেও দিয়েছি। অতএব এখন আর কথা নয়। এ ধরনের লোক আমার অনেক দেখা আছে। কার্যসাধন যদি কেউ করতে পারে তো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এই শৃগালই পারবে। কাজেই এখন ওকে তার কাজটা নিয়ে থাকতে দাও, আমরা আমাদের কাজ করি।"

তিন

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে গোটা জুলাই মাস ধরে ফ্রান্সের সর্বত্র একের পর এক সশস্ত্র ডাকাতি চললো—ব্যাঙ্ক লুঠ, হীরা-জহরতের দোকানে ডাকাতি বা ডাকঘর লুঠ। দস্যুদের হাতে থাকতো নানাধরনের আগ্নেয়াস্ত্র,—পিস্তল, মাথামোড়া শটগান, সাব-মেসিনগান ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেকদিনই কোথাও না কোথাও এ-ধরনের লুঠতরাজ হতে থাকলো। খুনজখম হলো অগুনতি। ......ফরাসী কর্তৃপক্ষের বুঝতে দেরি হলো না যে সবকটা অপরাধের মূলে আছে ও এ এস.। তাদের হয়ত হঠাৎ অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেলো অবশ্য পুলিস অনেক পরে,— আগস্টের প্রায় মাঝামাঝি,—এবং সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পরিবেশে।

জুনের শেষাশেসি অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করলো যে অপরাধ দমন এবং তদন্তের ভার পড়লো পুলিসের অপরাধ-বিভাগের বিখ্যাত কমিশনার স্বয়ং মরিস বুভের হাতে। ৩৬নং কেদ্য অর্ফেভরে সীন নদীর তীরে তাঁর অফিসঘরটা ছিলো একটা ছোট্ট কামরায়, এত ছোট যে বিশ্বাসই হয় না। কামরার দেওয়ালে তিনি একটা চার্ট ঝোলালেন। দিনের পর দিন যত

ডাকাতি হয়েছে তাতে কত অর্থ লুণ্ঠিত হলো তার বিশদ হিসাব তিনি চার্টে লিখে লিখে রাখলেন। দেখা গেলো জুলাইয়ের শেষে সেই অর্থের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ালো প্রায় কুড়ি লক্ষ নয়া ফ্রাঁ বা চার লক্ষ ডলারে। মানে, কমিশনার হিসাব করে দেখলেন যে ডাকাতি করার খরচপাতি এবং গুণ্ডা দলপতিদের প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়েও বেশ মোটা টাকাই থাকে ও. এ. এসের হাতে।

জুনের শেষ সপ্তাহে এস ডি. ই সি. ই.-র বড়কর্তা জেনারেল গিবোর টেবিলে এসে পৌঁছুলো একটা রির্পোট। পাঠিয়েছে তাঁর সঙ্ঘের রোম অফিস। তাতে লেখা ছিলো যে ভায়া কন্দত্তি রাস্তার একটু দূরেই একটা হোটেলের সবচেয়ে উঁচু তলায় ও. এ. এসের ত্রিমূর্তি.—মার্ক রদ্যাঁ রেণে মঁক্লেয়ার ও আঁদ্রে কাসোঁ-—বাসা বেঁধেছে। রিপোর্টে আরো লেখা ছিলো যে এমন সুন্দর মহল্লার অত খরচ সত্ত্বেও, তারা হোটেলের পুরো দুটো তলা ভাড়া করে রেখেছে, সব থেকে ওপরেরটায় নিজেরা থাকে আর ঠিক তার নিচেরটায় থাকে তাদের দেহরক্ষীরা। দেহরক্ষীদের মধ্যে আছে আটজন প্রাক্তন বিদেশী ফৌজের সৈন্য অতীব নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর মানুষ তারা। রাতদিন তারা পাহারা দিচ্ছে খেপে-খেপে, একটুও বিরতি নেই। নেতা তিনজন বাইরে একদম বেরুচ্ছে না। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিলো যে ওরা বোধহয় কোন সভা ডেকেছে, কিন্তু পরে দেখা গেল, না, সভা নয়, ওখানেই ওরা এখন বাস করছে এবং এত কড়া পাহারা বসিয়েছে বোধহয় ভয় পেয়ে, যাতে আর্গোর মতো অবস্থা ওদের না হয়। ...জেনারেল গিবো রির্পোট পড়ে মুচকি হাসলেন। তাঁর দক্ষতায় বাছাধনেরা এবার ভয় খেয়েছে...হাঃ হাঃ .....আর্গোকে কেমন ছিনতাই করে আনিয়েছিলেন তিনি......তাঁর লোকেদের সত্যিই এলেম আছে! যদিও এডেন-উলফ হোটেলে থেকে আর্গোকে পাকড়াও করে আনার ফলে বনের বিদেশবিভাগ থেকে ফ্রান্সে কে দারসেতে অবস্থিত বিদেশবিভাগের নামে এত তীব্র প্রতিবাদ এসেছিলো এবং এখনো দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে চিঠিপত্র চলাচলি হচ্ছে তবুও জেনারেল সেই সাফল্যে খুশী না হয়ে পারেন না। এই যে, ও. এ. এসের, তিন দুর্ধর্ষ নেতা এখন ইঁদুরের মতো মুখ লুকিয়ে বসে আছে, এইটাই কি তাঁর ক্রিয়া বিভাগের সাফল্যের প্রমাণ নয়।...মনে সন্দেহ হয়েছিলো বটে একবার যে রদ্যাঁর মতো লোক কি এত সহজে ভয় পাবার পাত্র, কিন্তু সাফল্যের গর্বে তিনি সে সন্দেহকে বাড়তে দিলেন না, মন থেকে মুছে ফেলে দিলেন। জানতেন যে ওই নেতাদের বিদেশ থেকে পাকড়াও করবার অনুমতি আর তাঁকে দেওয়া হবে না। তাই রিপোর্টটা পড়ে তিনি শুধু ফাইল করে দিলেন, করণীয় কিছু নেই এখন। ......ও. এ. এস. যে তার নেতাদের জন্যে এমন ভয়ানক পাহারা কেন বসিয়েছিলো, সেই প্রশ্নের জবাব কিন্তু জেনারেল সাহেব পেয়েছিলেন অনেক পরে।

ওদিকে লণ্ডনে শৃগাল জুনের শেষার্ধে এবং জুলাইয়ের প্রথম দু সপ্তাহ পড়াশুনা করেই কাটালো। শার্ল দ্যগলের সম্বন্ধে বা তার লেখা সমস্ত বই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লো। বইগুলো যোগাড় করতে অবশ্য বিশেষ অসুবিধা হয়নি। প্রথমেই গেলো পাড়ার লাইব্রেরিতে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটাইনকা'য় দ্যগলের নামের নীচে তার সম্বন্ধে যত রেফারেন্স বইয়ের উল্লেখ আছে সবকটির তালিকা বানিয়ে নিলো সে। তারপর বড় বড় বইয়ের দোকানে ঝুটা নাম আর প্রেইড স্ট্রীট, প্যাডিংটনের ঠিকানা দিয়ে প্রয়োজনীয় বইগুলো ডাকে আনিয়ে নিলো। রাতভর পড়তো এগুলো। এলিজে প্রাসাদের নায়কটির জীবনের সব তথ্য, সেই তাঁর শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত, গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রায় মুখস্থ করে ফেললো। বেশীর ভাগ তথ্যই তার কোনো কাজে আসবে না। তবুও এখানে-ওখানে মাঝেসাঝে তাঁর চরিত্রের কোনো একটা বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবের কোনো বৈচিত্র্য দেখলে তক্ষুণি তা ছোট্ট একটা নোট-বইয়ে লিখে নিতো।

ফরাসী রাষ্ট্রপতির চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান হলো জেনারেলের নিজের লেখা। তাঁর স্মৃতিচারণ 'তরবারির ধার' নামে বইটা থেকে। এই বইয়ে শার্ল দ্যগল খুব পরিষ্কার করে স্বদেশ, জীবন এবং তাঁর ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করেছেন। .....শৃগাল লোকটা যথেষ্ট মেধাবী এবং বুদ্ধিমান। সব লেখাগুলো গোগ্রাসে গিলে আবশ্যক তথ্যগুলো সযত্নে মনের গোপন কোণে জমিয়ে জমিয়ে রাখলো.....কী জানি যদি কখনো দরকার পড়ে।

শার্ল দ্যগলের লেখা বই পড়ে বা যাঁরা তাঁকে ভালো করে চেনেন তাঁদের লেখা পড়ে শৃগালের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো এক নিরতিশয় অহঙ্কারী মানুষের মূর্তি, অন্য সব জিনিসে যাঁর পরম তাচ্ছিল্য। তবু তার সমস্যার সমাধান হলো কই? ১৫ই জুন তারিখে ভিয়েনায় রদ্যাঁর ঘরে বসে যে কাজের ভার সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলো সেই কাজের মূল কার্যক্রম এখনো তাকে নিপীড়িত করছে। কোনোই হদিস পেলো না এত বই ঘেঁটে। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেও স্থির করতে পারলো না, কখন কোথায় এবং কেমন করে আঘাত হানবে। শেষ উপায় হিসাবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে চলে এলো। নিজের চিরাচরিত ছদ্মনামে গবেষণা করবার অনুমতি চেয়ে ফ্রান্সের সবচেয়ে নামকরা সংবাদপত্র 'লা ফিগারো'র পুরনো সংখ্যাগুলো নিয়ে বসলো।

ঠিক কোনদিন যে সে সমাধান খুঁজে পেলো তা বলা যায় না, তবে মনে হয় ৭ই জুলাইয়ের দিন তিনেকের ভেতরেই সে তা খুঁজে পেয়েছিলো। ১৯৬০ সালের কোনো এক সংখ্যায় জনৈক সাংবাদিক যা লিখেছিলেন, তাই নিয়ে শুরু করে, অন্যান্য অনেক তথ্য খুঁজে খবরটা যাচাই করলো সে। ১৯৪৫ সালে যখন দ্যগল রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তখন থেকে প্রতি বছরের সংবাদপত্রগুলো দেখে বুঝতে পারলো যে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে শার্ল দ্যগল জনসভায় এসে উপস্থিত হবেনই। এর ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না তা তিনি অসুস্থই হোন, কি আবহাওয়াই খারাপ থাক। কোনো বিপদের ভয় বা কোনো সিকিউরিটির প্রশ্নও তাঁকে টলাতে পারবে না, আসবেনই তিনি। তথ্যটা জানতে পেরেই শৃগালের গবেষণা শেষ হয়ে গেলো, শুরু হলো ব্যবহারিক পরিকল্পনা। ......বহু বিনিদ্র রাত ছাদের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, বহু কিংসাইজ ফিলটার সিগারেট পুড়িয়ে, অবশেষে একটা সঠিক পরিকল্পনা রূপ নিলো তার মনে। অনেক রকম প্ল্যান এসেছিলো মাথায় কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে, খুব ভালোভাবে যাচাই করে তবে প্যাকা করে নিলো একটা প্ল্যান। আগেই ঠিক করে রেখেছিলো কখন এবং কোথায় তাঁকে আঘাত করবে, এবারে সিদ্ধান্ত নিলো কেমন করে হানবে সে-আঘাত।

শৃগাল খুব ভালো করেই জানতো যে জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিই শুধু নন, পশ্চিমী দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠোর পাহারার আড়ালে তিনি বাস করেন। তাঁকে হত্যা করা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডিকে হত্যা করার চেয়েও বহুগুণে কঠিন! (দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক বছর পর ইতিহাস এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছিলো।) ইংরেজ হত্যাকারীটি একথা না জানলেও, আমরা জানি, যে ফরাসী সুরক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকান সরকারের সহৃদয়তায় সেই দেশে গিয়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডির জীবন সম্বন্ধে সিকিউরিটির ব্যবস্থা পরিদর্শন করে বেশ হতাশ হয়েই ফিরে এসেছিলেন। আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিসের পদ্ধতি তাঁদের মোটেই মনঃপূত হয়নি, কাজেই সে ধরনের ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করেননি। ভালোই করেছিলেন তাঁরা। এবং সেইজন্যেই নভেম্বরে যখন ডালাসে এক আধপাগলা লোক সিকিউরিটির নজর এড়িয়ে জন কেনেডিকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিলো, তখনও শার্ল দ্যগল অনেক আক্রমণ প্রতিহত করে বেঁচেই ছিলেন। জীবনের শেষে তিনি শান্তিতে অবসর যাপন করে শেষে স্বগৃহে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

শৃগাল আরও জানতো যে ফ্রান্সের সিকিউরিটি ব্যবস্থা জগতের প্রায় সর্বোত্তম। দ্যগলের চারপাশে যে কড়া পাহারা তাতে একটুও শিথিলতা দেখা দেবে না। কারণ তাঁর জীবননাশের বহু চেষ্টা হয়েছে এবং আরো সেরকম চেষ্টা হবে বলেই সিকিউরিটি এত কঠোর। যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে সে কাজে নামতে যাচ্ছে তাতে আবার রয়েছে এত কঠোর। অজস্র ছিদ্র। অবশ্য তার স্বপক্ষে রয়েছে তার নিজের অজ্ঞাত পরিচয় এবং দ্যগলের সীমাহীন অহঙ্কার, সিকিউরিটির বাধা না মানবার তীব্র বাসনা। সেই নির্ধারিত দিনে ব্যক্তিগত বিপদের ওপর একান্ত তাচ্ছিল্যবশতই ফরাসী রাষ্ট্রপতি অন্তত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যেও জনতার সামনে এসে দাঁড়াবেন, তাতে ঝুঁকি যতই থাকুক।

কোপেনহ্যাগনের কাসট্রুপ থেকে এস এ এস বিমানটি লণ্ডন বিমানবন্দরে এসে দাড়ালো। সিড়ি লাগিয়ে দিতেই একে একে যাত্রীরা নামতে থাকে। প্রান্তিক দালানের দ্বিতল বারান্দায় এক স্বর্ণকেশ ব্যক্তি কালো-চশমাটা কপালে ঠেলে চোখে বাইনোকুলার লাগালো। আজ সারাদিন এই ছ'বারের বার লোকটা এরকম নিরীক্ষণ কাজে ব্যাপৃত হলো। উজ্জ্বল রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। বারান্দায় অনেক লোকের ভিড়, যাত্রীদের অভ্যর্থনা করতেই এসেছে তারা। কাজেই এই লোকটার অমন পযবেক্ষণে কেউই আশ্চর্য হলো না। বোধহয় অভ্যর্থনা করতে এসেছে কাউকে, তাকেই খুঁজতে চোখে দুরবীণ লাগিয়ে।

অষ্টম যাত্রীটি বেরিয়ে আসতেই লোকটা কিন্তু সোজা হয়ে দাড়ালো। অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তাকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে। ডেনমার্ক থেকে আগত যাত্রীটি একজন যাজক। তার পরনে পাদ্রীদের পোশাক এবং গোল মোটা সাদা কলার। চল্লিশের শেষভাগে বয়স, ধূসর চুলগুলো পেছনে ঠেলে আঁচড়ানো, বয়সের তুলনায় মুখটা কিন্তু অনেক নবীন। দীর্ঘ দেহ, চওড়া কাধ, সুন্দর স্বাস্থ্য। দৈহিক গঠন প্রায় ওই পর্যবেক্ষকের মতোই।

যাত্রীরা এসে পাসপোর্ট আর কাস্টমস পরীক্ষার জন্য দাড়ালো। শৃগাল তার বাইনোকুলারটাকে একটা চামড়ার বাক্সে পুরে নীচে চলে এলো। কাচের দরজা ঠেলে হলঘরে এসে ঢোকে। পনেরো মিনিট পর ড্যানিশ পাদ্রীটি কাস্টমস পেরিয়ে চলে এলো সঙ্গে তার একটা হাতব্যাগ আর একটা স্যুটকেস। তাকে নিতেও কেউ আসেনি। বেরিয়ে এসে প্রথমেই সোজা চলে এলো বারক্লেস ব্যাঙ্কের কাউন্টারে টাকা বদলে নিতে।

টাকা বদলানো হয়ে গেল হলঘর পেরিয়ে বি ই-এর কোচে এসে উঠলো, বিমানপথের ক্রমওয়েল রোড অফিসে এসে যখন পৌছলো তখন দেখা গেলো ইংরেজটিও হাতে ব্রিফকেস ঝুলিয়ে তার কয়েক পা পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় সেও ওই একই কোচে লণ্ডন শহরে এসেছে। কয়েক মিনিট দাঁড়াতে হলো জনটিকে। কোচের পেছনকার মালের ট্রেলার থেকে সবারের মাল নামলে, চেকিং কাউন্টার থেকে স্যুটকেস তুলে নিয়ে ডেন চলে এলো, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে। শৃগাল ততক্ষণে কোচের পেছনদিক দিয়ে ঘুরে কর্মীদের গাড়ি রাখার জায়গায় চলে এসেছে, তার খোলা মডেলের স্পোর্টস গাড়িটা সেখানেই দাড় করিয়ে রেখেছিলো। হাতের ব্রিফকেসটা গাড়ির মধ্যে ছুড়ে দিয়ে চালকের আসনে এসে বসে। এখান থেকে সারবাঁধা অপেক্ষমান ট্যাক্সিগুলো স্পষ্ট দেখা যায় দেখা গেলো তৃতীয় ট্যাক্সিটায় উঠে ডেন ক্রমওয়েল রোড ধরে নাইটব্রিজের দিকে চললো। পেছনে পেছনে স্পোর্টস গাড়িটা তার অনুসরণ করলো।

হাফমুন স্ট্রীটের ছোটখাটো একটা হোটেলে এসে নামলো পাদ্রী। কী যে ঘটে যাচ্ছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই তার, থাকবার কথাও নয়। স্পোর্টস গাড়ি কিন্তু সামনে দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে মোড় ঘুরে এগিয়েই গেল। কার্জন স্ট্রীটের ওদিকটায় একটা খালি পার্কিং মিটার দেখে গাড়ি দাঁড় করায়। ব্রিফকেসটাকে বুটে রেখে চাবি বন্ধ করে শেপার্ড মার্কেট থেকে

'ইভিনিং স্ট্যাণ্ডার্ডে'র দ্বিপ্রাহরিক সংস্করণ কিনে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে চলে এলো স্পোর্টস গাড়ির চালক। আরো পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করবার পর তবে দেখলো ডেনটি নীচে নেমে রিসেপসনিস্টকে তার ঘরের চাবিটা দিয়ে ওপাশে এগিয়ে গেলো। মেয়েটি বোর্ডের আঁকর্শিতে চাবি ঝুলিয়ে দিলো। চাবিটা ধীর ধীরে দুলতে থাকে। অভ্যর্থনা কক্ষের চেয়ারে বসে বসে লোকটা বোধহয় তার বন্ধুর অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে কাগজ পড়ছিল......এখন সে হঠাৎ হাতের কাগজটাকে নামিয়ে ফেললো। ডেন রেস্তোরাঁয় চলে যেতেই লোকটা চকিতে চোখ তুলে তার ঘরের নম্বরটা ভালো করে দেখে নিলো চাবির বোর্ড থেকে......সাতচল্লিশ। কয়েক মিনিট পর রিসেপসনিস্ট মেয়েটি উঠে পেছনের অফিস-ঘরে চলে যেতেই কালো চশমা-পরা লোকটা নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো।

সাতচল্লিশ নম্বর ঘরের বন্ধ দরজার ফাঁকে দু ইঞ্চি চওড়া নরম মাইকার পাত ঢুকিয়ে ফল হলো না। ল্যাচটা বেশ শক্ত। কিন্তু মাইকার সঙ্গে ছোট্ট একটা চাকু জড়িয়ে নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া করতেই টুক করে গা-তালাব স্প্রিং খুলে গেলো। যাজকমশাই তো শুধু দুপুরের আহার সারতে নীচে গেছেন, এতএব খাটের পাশে-রাখা ছোট টেবিলটাতেই পাওয়া গেলো তার পাসপোর্ট। তিবিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই শৃগাল ফিরে এলো। ট্র্যাভেলাব চেকের বইটা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখেনি। টাকাকড়ি জিনিসপত্তর চুরি না হলে কে আর বিশ্বাস করবে যে পাদ্রীর ছাড়পত্র চুরি হয়েছে, সবাই ভাববে বোধহয় ভুল করে সে কোথাও ওটা খুইয়ে বসেছে। হলোও তাই। আহার শেষ করে কফিতে যখন চুমক মারছিলো ডেন, তার অনেক আগেই ইংরেজটি সবার অলক্ষ্যে হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। ঘরে ফিরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে কেন তবে ম্যানেজারকে গিয়ে বললো। ম্যানেজারও বিস্তর খুঁজলো। কিন্তু দেখলো সব ঠিক আছে। মায় টাকাকড়ি পর্যন্ত। অতএব পুলিসকে না জানানোই উচিত,. "আপনি বোধহয় পথে কোথাও ফেলে এসেছেন পাসপোর্ট..।" ডেন কিছুই বুঝতে পারছিলো না....হতবুদ্ধি অবস্থা তার তাছাড়া বিদেশ বিভুঁই, যাকগে যাক।... পরের দিন ড্যানিশ দূতাবাসে গিয়ে জানালো তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। ভ্রমণের কাগজপত্তর বানিয়ে দিলো তারা, যাতে লণ্ডনে পনেরদিনের অবকাশ কাটানোর পর ভদ্রলোক আবার কোপেনহ্যাগেনে ফিরে যেতে পারে। শুধু দূতাবাসের খাতায় লিখে রাখা হলো যে কোপেনহ্যাগেনের স্যাঙ্কট কিয়েলডস্কার্কের যাজক পের জেনসেনের নামে যে পাসপোর্ট ইসু করা হয়েছিলো তা হারিয়ে গেছে। কেউই আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালো না। তারিখটা ছিলো ১৪ই জুলাই।

দুদিন পরে নিউইয়র্কের সিরাকিউস থেকে আগত এক আমেরিকান ছাত্রেরও ওই একই দশা হলো। নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন এয়ারপোর্টের ওশিয়েনিক বিল্ডিঙে নামলো সে, গেলো আমেরিকান এক্সপ্রেসের কাউণ্টারে ট্রাভেলারস্ চেক ভাঙাতে। পাসপোর্ট দেখালো সেখানে। চেক ভাঙানো হয়ে গেলে টাকা রাখলো কোটের পকেটে আর পাসপোর্টটা একটা চেন আঁটা ছোট খাপে। খাপটা আবার হাতে ঝোলানো চামড়ার কেসে পুরে নিলো। কয়েক মিনিট পর কুলিকে কী বলতে গিয়ে নিমেষের জন্যে চামড়ার ব্যাগটা যেই নীচে নামিয়ে রেখেছে সঙ্গে সঙ্গে সেটি উধাও। প্রথমে তো কুলির সঙ্গেই বকাঝকা শুরু করে দিলো, সে গত্যন্তর না দেখে তাকে নিয়ে এলো প্যান-আমেরিকানের ডেস্কে। তারা আবার ওকে পাঠিয়ে দিলো বিমানবন্দরের সিকিউরিটি পুলিসের অফিসে। সেখানে এসে ব্যাপারটা জানাতে চারদিকে বিস্তর খোঁজাখুঁজিও হলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো ভুল করে কেউ ব্যাগটা নিয়ে যায়নি, চুরিই হয়েছে সেটা। পুলিস সেই মতোই এজাহার লিখে নিলো। ...কদিনের মধ্যে প্রথামতোই এই এজাহার লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিসের সব শাখা অফিসে চলে গেলো। হাতব্যাগের বিবরণ, তাতে কী কী

ছিলো, সবকিছুই লিপিবদ্ধ হলো থানায থানায। কিন্তু কযেক সপ্তাহেব মধ্যে যখন কিছুই পাওযা গেলো না, তখন আমেবিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গেব ব্যাগ চুবিব ঘটনাটা পুলিসেব খাতাতে আবো একটি অমীমাংসিত সাধাবণ চুবিব কেস হিসাবেই শুধু পবিসংখ্যানেব গণনা বৃদ্ধি কবলো।

ইতিমধ্যে মার্টি শুলবার্গ তাদেব কনসানুলেট অফিসে গিযে পাসপোর্ট চুবিব সবিস্তাব ব্যাখ্যান কবে একপ্রস্থ কাগজপত্র তৈবি কবিযে নিলো যাতে তাব এই এক মাস ভ্রমণেব মেযাদ শেষ হলে সে দেশে ফিবে যেতে পাবে। কনসালটেব দপ্তবে তাব ছাড়পত্র চুবিব ঘটনাটা লিপিবদ্ধ হযে বইলো. বিধিমতো সে খবব গিযে পৌঁছালো ওযাশিংটনেব স্টেট ডিপার্টমেন্টে। কিছুদিন পবে দুটো দপ্তবেই ঘটনাটা শুধু ফাইলেব মধ্যেই চাপা পডে বইলো সবাই ভুলেও গেলো সে-বৃত্তান্ত।

লণ্ডন বিমানবন্দবেব দুটো ওভাবসীজ টার্মিনালে কতজন বহিবাগত যাত্রীকে যে খুঁটিযে খুঁটিযে দেখেছিলো শৃগাল, সে হিসাব এখন আব পাওযা যাবে না। অবজাবভেশন টেবাসে দাঁডিযে তাব বাইনোকুলাব বোধহয বহু লোকেব মুখেব ওপবেই নিবদ্ধ হযেছিলো। কিন্তু যে দুজন পাসপোর্ট হাবালো তাদেব মধ্যে অনেক তাবতম্য সত্ত্বেও দৈহিক গঠনেব খানিকটা মিল ছিল বৈকি। দৈর্ঘে দুজনেই প্রায ছ-ফুট, দুজনেবই চওডা কাঁধ, মেদহীন দেহ মুখেব আকাবও অনেকটা ওবই মতো। কিন্তু ওই পর্যন্তই, নইলে পাদ্রী জেনসেনেব বযস আটচল্লিশ, তাব পাকা চুল, শুধু পডবাব সময সোনাব চশমা ব্যবহাব কবতো আব মার্টি শুলবার্গ পঁচিশ বছবেব যুবক, তাব বাদামী চুল সব সময়েই চোখে মোটা ফ্রেমেব চশমা।

সাউথ অডলি স্ট্রীটেব ফ্ল্যাটে বসে শৃগাল এই মুখ দুটো খুব ভালো কবে পর্যবেক্ষণ কবে দেখেছিলো। তাবপব গিযেছিলো থিযেটাবেব সাজপোশাক বেচে তাদেব কাছে। চশমাব দোকানে তাব ওযেস্ট-এণ্ডেব এমন একটা দোকানে যাবা নিউইযর্কে তৈবী পুরুষদেব মার্কিনী পোশাক বাখে। সাবাদিন ঘোবাঘুবি কবে কিনলো একজোড়া নীলচে বঙেব স্বচ্ছ কনট্যাক্ট লেন্স, দুই প্রস্থ চশমা —একটা সোনাব ফ্রেমেব আবেকটা কালো মোটা ফ্রেমেব, কিন্তু দুটোতেই কাচজোড়া স্বচ্ছ, নিউইযর্কেব তৈবী একপ্রস্থ জামাকাপড —টি-শার্ট জাঙিযা সাদাটে বঙেব প্যান্ট, আকাশী নীল নাইলনেব উইণ্ডচিটাব যাব সামনে জিপ লাগানো আব বাফ এবং কলাবে লাল সাদা উল, পাদ্রীব সাদা সার্ট, মাড় কডকডে গোল কুত্তাকলাব আব কালো বিব ওগুলো থেকে প্রস্তুতকাবকেব নাম ঠিকানা দেওযা লেবেল সযত্নে তুলে ফেললো। দিনেব শেষে গেলো চেলসিযাব এক দোকানে যেখানে পুরুষদেব হবেকবমক পবচুলা আব টুপী বিক্রি হয। দোকানটা চালায আবাব দুজন সমকামী পুরুষ। তাবা মিটিমিটি হেসে আডচোখে তাকাতে তাকাতে লজ্জা লজ্জা মুখ কবে ওকে সবিস্তাবে জানিযে দিলো চুলে পাক ধবানোব কলপ কেমন কবে লাগাতে হবে। চুলেব বঙ বাদামী কবাব জন্যে আবেক শিশি হেযাবডাই দিলো। ওই দুই শিশি বঙেব সঙ্গে কযেকটা ছোট ছোট ব্রাশও কিনলো চুলে বঙ লাগানোব জন্যে।

পবেব দিন, ১৮ই জুলাই, লা ফিগাবোব ভেতব পাতায ছোট্ট একটা খবব ছাপা হযেছিলো তাতে জানানো হযেছিলো যে পাবীতে পুলিসেব ক্রিমিন্যাল ব্রিগেডেব সহ অধ্যক্ষ কমিশনাব ইপলিত দুপুই অকস্মাৎ মাবা গেছেন, কে দ্য অর্ফেভবে তাব অফিসে বসেই হঠাৎ তাব হৃদ্‌যন্ত্রণা শুরু হয, হাসপাতালে নিযে যেতে যেতে তাঁব মৃত্যু ঘটেছে। তাব স্থলে নিযুক্ত হযেছেন হোমিসাইড ডিভিশনেব অধ্যক্ষ কমিশাব ক্লদ লেবেল। অপবাধ বিভাগে কাজেব অতিবিক্ত চাপ থাকায কমিশাব লেবেল তাঁব নতুন কার্যভাব অবিলম্বে গ্রহণ কববেন। শৃগাল প্রতিদিন ফবাসী কাগজ পডতো। মানে যেগুলো লণ্ডনে পাওযা যায। সংবাদটাব শিবোনামায

'ক্রিমিন্যাল' কথাটা থাকতে তার চোখে পড়েছিলো খবরটা। পড়ে দেখলো, কিন্তু ওইটুকুই। মাথা ঘামালো না বিশেষ।

লণ্ডন বিমানবন্দরে অনুসন্ধান শুরু করার আগেই শৃগাল ঠিক করে রেখেছিলো যে হত্যাকাণ্ডটা আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সে ঝুটা নামেই চালিয়ে যাবে। বেনামে ব্রিটিশ ছাড়পত্র পাওয়াব মতো সহজ কাজ বোধহয় আর কিছুই নেই দুনিয়ায়। ছদ্মনামে দেশের সীমানার ওপারে যাবার জন্যে ব্যবসায়ীরা বা স্মাগলারেরা যা করে ও-ও তাই করলো। গাড়ি নিয়ে প্রথমে গেলো টেমস ভ্যালির হোম কাউন্টিগুলোর ভেতর দিয়ে। ছোট গ্রামগুলোর সন্ধানে। সমাধিভূমিগুলোও দেখে দেখে বেড়ালো। পেয়েও গেলো যা খুঁজছিলো। তৃতীয় সমাধিভূমিতে দেখলো একটা ফলক, আলেকজাণ্ডার ডুগ্যান... ১৯৩১ সালে মারা গেছে আড়াই বছর বয়সে। বেঁচে থাকলে ডুগ্যান ছেলেটা আজ ওরই বয়সী হ'তো কয়েক মাসের শুধু বড়। বুড়ো ভাইক্যার খুব ভদ্র, অতিথি এসেছেন এতদূর থেকে, যিনি আবার ডুগ্যানদের বংশতালিকা অনুসন্ধান করছেন। অতএব তিনি জানালেন, হ্যাঁ, ছিল বটে এক ডুগ্যান পরিবার, কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, তাঁরা তো আর নেই।..নেই?...চার্চে যেতে যেতে পুরনো দিনের নরম্যান স্থাপত্যের খানিকটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, গীর্জাটাকে সারিয়ে তোলবার জন্যে কিছু চাঁদা, তাতে পবিবেশ আরো অনুকূল হ'লো।...না, নেই, ডুগ্যানেবা কর্তা-গিন্নী দুজনেই বছর সাতেক হ'লো মারা গেছেন, আর তাঁদের একমাত্র পুত্র, আহা রে, সে বেচাবা তো আড়াই বছর বয়সেই মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছিলো। চার্চের রেজিস্টারে ১৯২৯ সালেব জন্মমৃত্যুব খতিয়ানগুলো অলসভাবে উল্টে উল্টে শৃগাল একঝলক দেখে নিলো ডুগ্যানের বিবরণ।--আলেকজাণ্ডাব জেমস কোয়েণ্টিন ডুগ্যান, জন্ম ৩রা এপ্রিল ১৯২৯, স্যামবোর্ন ফিসলে গ্রামে সেন্ট মার্কেব গীর্জার আওতায়।...তাবিখ-টাবিক বৃত্তান্তগুলো লিখে নিলো। ভাইক্যাবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলো। লণ্ডনে গিয়ে হাজির হ'লো জন্ম-মৃত্যু-বিবাহেব কেন্দ্রীয় অফিসে। ভিজিটিং কার্ড দেখালো তরুণ কর্মচারীটিকে। কার্ডে ওর পবিচয় লেখা ছিলো শ্রপসায়ারের ড্রেটন বাজাবেব কোনো এক সলিসিটাব ফার্মেব অংশীদাব। বললো যে তাব ফার্মেব জনৈক ক্লায়েন্ট সম্প্রতি মাবা গেছেন এবং মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বিষয়সম্পত্তি তাঁব নাতিদেব নামে লিখে রেখে গেছেন। সেন্ট মার্ক গীর্জার পতাকাতলে স্যামবের্ন ফিসলে গ্রামে তার জন্ম হয়েছিলো ১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে।

ভদ্রভাবে অনুরোধ জানালে দেখা গেছে বৃটেনের সরকারী কর্মচারীরা সাধাবণত সাহায্যেব জন্যে এগিয়েই আসে। এই তরুণ কর্মচারীটিও তার ব্যতিক্রম নয়। নথিপত্তর খুঁজে বললো, হ্যাঁ ঠিক ওই তারিখেই তার জন্ম হয়েছিলো বটে কিন্তু ১৯৩১ সালের ৮ই নভেম্বরে রাস্তার দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুও হয়েছে। কয়েক শিলিং দিয়ে জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেটের একটা করে নকল বার করে নিলো শৃগাল। বাড়ি ফেরার পথে শ্রমবিভাগের শাখা-অফিস থেকে পনেরো শিলিং দিয়ে ছেলেদের একটা প্রিন্টিং সেট কিনলো আর ডাকঘরে গিয়ে এক পাউণ্ড মূল্যের একটা পোস্টাল অর্ডাব নিলো।

বাড়ি ফিরে পাসপোর্টেব ফর্ম ভবলো ডুগ্যানেব নামে। তার সঠিক বয়স, জন্মতারিখ দিয়ে দিলো কিন্তু চেহাবাব বিববণের জায়গায় লিখলো নিজের শাবীবিক বিবরণ। পেশাব জায়গায় লিখলো, "ব্যবসায়ী"। ডুগ্যানের মা-বাপের নাম লেখা ছিলো বার্থসার্টিফিকেটেব কপিতে, সেগুলোই লিখে দিলো। রেফারি হিসাবে নাম দিলো সামবোর্ন ফিসলেব সেন্ট মার্কের ভাইক্যার, রেভারেণ্ড জেমস এলডারলির নাম। এঁর সঙ্গেই তো আজ সকালে তার আলাপ হয়েছিলো। সরু নিব দিয়ে সরু সরু অক্ষরে ভাইক্যারের সইয়ের নকল করে দিলো ফর্মে। ছেলেদের প্রিন্টিং সেট দিয়ে হরফ সাজিয়ে স্ট্যাম্প বানিয়ে নিলো ঃ "সেন্ট মার্কের প্যারিস

চার্চ ঃ স্যামবোর্ন ফিসলে।" ভাইক্যাবেব সইযেব নীচে সেই স্ট্যাম্প মেবে দিলো। বার্থসার্টিফিকেটেব কপি আব এক পাউণ্ডেব পোস্টাল অর্ডাব সমেত দবখাস্তটা ডাকে পাঠিযে দিলো পেটি ফ্রান্সেব পাসপোর্ট অফিসে। ডেথ সার্টিফিকেটটাকে নষ্ট কবে ফেললো চাবদিন পবে ডাকে এসে গেলো কচকচা নতুন পাসপোর্ট। সেই সন্ধ্যায বাসায তালা দিযে চলে এলো লণ্ডন বিমানবন্দবে। নগদ টাকা দিযে টিকিট কিনে কোপেনহ্যাগেনেব বিমানে উঠলো, চেকটেক লিখলো না। স্যুটকেশেব তলায ছিলো একটা অদৃশ্য খোপ, নিপুণভাবে সন্ধান না কবলে টেবও পাওযা যায না। সেটায ভবে নিযেছিলো দু হাজাব পাউণ্ডেব নোট, দুপুব বেলাতেই হবর্নেব কোনো সলিসিটাব ফার্মে বাখা তাব ব্যক্তিগত দলিল দস্তাবেজেব বাক্স খুলে টাকাটা নিযে এসেছিলো সে।

কোপেনহ্যাগেন যাত্রাটা ছিলো নিছক ব্যবসাব খাতিবে, অতএব সময নষ্ট কবলো না একটুও। কাস্ট্রুপ এযাবপোর্ট ছেড়ে শহবে ঢোকবাব আগেই পবেব সন্ধ্যাব সাবেনা ফ্লাইটে ব্রাসেলসেব একটা টিকিট কিনলো। ডেনমার্কেব বাজধানীতে তখন দোকানপাট বন্ধ হযে গেছে, তাই সোজা চলে এলো কঙ্গস-নাইটবভেতে হোটেল ডাংলেটবে। সেভেন নেশনসে বাজাব মতো খানা খেলো, টির্ভলি গার্ডেনসে বেড়াতে বেড়াতে দুটি ড্যানিশ স্বর্ণকেশিনীব সঙ্গ কবলো একটু মৃদু প্রেমালাপ, বাত একটাব মধ্যে শুযে পড়লো বিছানায। পবেব দিন কোপেনহ্যাগেনেব অভিজাত পাড়ায গিযে মস্ত বড় দোকান থেকে কিনলো একজোড়া কালো জুতো, একজোড়া মোজা, আণ্ডাবওয্যাব, তিনটে সাদা সার্ট। প্রত্যেকটায ড্যানিশ দোকানেব লেবেল সাঁটা আছে দেখে তবেই কিনলো। সার্টগুলোব ওব দবকাব ছিলো না, কিনেছে শুধু লেবেলেব জন্যে। এই লেবেলগুলো কেটে নিযে লাগিযে দেবে পাদ্রীব কামিজ, কুত্তাকলাব আব বিবেব ভেতবে যেগুলো লণ্ডন থেকে কিনেছিলো যাতে ড্যানিশ পাদ্রীব ছদ্মবেশে ওকে ধবে ফেলবাব কোনো বাহ্যিক প্রমাণ যেন না থাকে। তাবপব ফ্রান্সেব চার্চ ও ক্যাথেড্রালেব ওপবে লেখা একটা ড্যানিশ বইও কিনলো। টির্ভলি গার্ডেনসেব হ্রদেব ধাবেব বেস্তোবাঁয ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্রাণমাতানো ভোজ সেবে সোযা তিনটেব প্লেন ধবলো ব্রাসেলসেব উদ্দেশে।

চাব

পল গুসেন ছিলেন ইঞ্জিনিযাব। লিজেব ফাব্রিক নাশিওনাল কোম্পানীতে তিনি তিবিশ বছব ধবে অত্যন্ত নিষ্ঠাব সঙ্গে কাজ কবেছেন। সূক্ষ্ম কাজে তাঁব জুড়ি নেই, অতি সৎ এবং কুশলী ব্যক্তি। কোম্পানীতে ক্রমে তিনি বিশেষ উচ্চস্তবেব পদ পেলেন। অস্ত্র উৎপাদনে তাঁব কোম্পানীব প্রচুব নাম-ডাক,—মেযেদেব ছোট্ট অটোমেটিক থেকে শুরু কবে বিপুলাযতন মেশিনগান পর্যন্ত তৈবী হয এখানে। গুসেনেব অস্ত্রনির্মাণ কৌশল প্রায অদ্বিতীয। এই অবস্থায প্রায মধ্যবযসে এসে কেন যে তিনি বিচ্যুত হলেন, সেটা প্রায বহস্যই বযে গেলো। তাঁব মুষ্টিমেয বন্ধুবান্ধবেবা বা তাঁব অগুনতি শুভচিন্তক ক্রেতাবা তো কাবণটা বুঝতেই পাবলো না, এমন কি বেলজিযান পুলিসও সে বহস্য উদ্ধাব কবতে পাবলো না। তাঁব যুদ্ধেব বেকর্ডও খুব ভালো। যদিও বেলজিযাম অধিকাব কবাব পব নাৎসীবা ওই কোম্পানী থেকে নিজেদেব জন্যে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন কবিযে নিচ্ছিলো এবং গুসেন তখনো ওখানে কাজ কবতেন, তবু গোপনে গোপনে মুক্তি আন্দোলনে অনেক কাজ কবেছিলেন তিনি। পলাতক দেশপ্রেমীদেব জন্যে গোপন আশ্রয দিতেন। আবাব একবাব এমন সব অস্ত্র নির্মাণ কবিযে দিযেছিলেন যেগুলো ঠিকমতো ফাযাব তো হলোই না, এমন কি প্রতিটি পঞ্চাশ সেলে একটা কবে ব্যকফাযাব হযে জার্মানদেবই বিনাশ

কবলো। এইসব নিযে অবশ্য তিনি অহঙ্কাব কবতেন না। আদালতেব কাঠগডায উঠতে হলো যেবাব, সেববে শুধু তাঁব স্বপক্ষেব উকীলেব জেবায এই বিববণগুলো দিযেছিলেন। বলেছিলেন যে দেশেব মুক্তিব পব এইসব কাহিনী প্রচাব কবে খেতাব বা মেডাল পাওযা তাঁব আসে না সে বড লজ্জাব—ভালো লাগে না। জুবীবা মুগ্ধই হযেছিলেন সেদিন, তাই তাঁব বিরুদ্ধে দণ্ডও খানিকটা হ্রাস পেযেছিলো।

কেসটা ছিলো এইবকম। তাঁদেব কোম্পানীতে এসেছিলো একজন বিদেশী ক্রেতা ১৯৫০-৫১ সালে অস্ত্রশস্ত্র ক্রযেব প্রচুব বড একটা অর্ডাব। আলোচনা চলাকালীন সমযে বেশ মোটা কিছু টাকা হঠাৎ পাচাব হযে গেলো। পুলিস তাঁকে সন্দেহ কবলো, তিনি ছিলেন বিভাগীয বডকর্তা। কিন্তু তাঁব অন্যান্য সতীর্থেবা বা কোম্পানীব কর্তৃপক্ষও পুলিসকে জানাতে দ্বিধা কবলেন না যে তাদেব সন্দেহ অমূলক। বিচাবেব সময ম্যানেজিং ডিবেক্টব নিজে এসে কোর্টকে জানালেন যে ওসেন সৎ এবং বিশ্বাসী কর্মী, অতীব নিষ্ঠা তাঁব এবং এমন কাজ তাঁব পক্ষে অসম্ভব। তবু জজসাহেব তাঁব বাযে জানালেন যে অত বিশ্বাসভাজন হওযা সত্ত্বেও এমন অপকর্ম কবাটা আবো বেশী অপবাধ দশ বছবেব জেল দিলেন তিনি। অ্যাপীলে সেই দণ্ডেব হ্রাস হযে পাঁচ বছব হলো। জেলে ভালোভাবে থাকাব জন্যে মেযাদ মকুব হযে সাডে তিন বছবেই তিনি বেবিযে এলেন। তাঁব পত্নী তাঁকে ডাইভোর্স কবলো, ছেলেমেযেদেবও সঙ্গে নিযে গেলো। ফুলেব বাগানওলা শহবতলীব সেই পবিচ্ছন্ন বাডিটা কোথায মিলিযে গেলো, স্বাচ্ছন্দ্যেব জীবনযাত্রা ব্যাহত হলো। ব্রাসেলস শহবেব বাইবে এখন একটা ছোট ফ্ল্যাট নিযেছেন, তবে পযসাকডিব কমতি নেই —ববঞ্চ দিনেব পব দিন তাঁব ধনসম্পদ বাডছে। গোটা পশ্চিম ইউবোপেব পাতালবাজ্যে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র চালান দেবাব মুখ্য সূত্র তিনি। যাট একসট্টি সালেব মধ্যেই তিনি সেই অন্ধকাব জগতে বেশ বিখ্যাত হযে উঠলেন। তাব নতুন নামকবণ হলো লার্মুবিযে দ্য আমাবাব। বেলজিযামে অস্ত্র কিনতে বিশেষ ঝামেলা নেই, যে কোনো নাগবিক তাব জাতীয পবিচযপত্র দেখিযে দোকান থেকে যে কোনো অস্ত্র কিনতে পাবে – পিস্তল ভাব অটোমেটিক বা বাইফেল। ওসেন কিন্তু কখনো নিজেব পবিচযপত্র দেখিযে অস্ত্র কেনেন না দোকানদাবেব খাতায তাহলে তাব পবিচযপত্রেব নম্বব লেখা হযে যাবে যে। তিনি অন্যেব পবিচযপত্র দেখিযেই কেনাকাটা সাবতেন, সেগুলোও হতো হয জাল নযতো চোবাই। শহবেব একজন ওস্তাদ পকেটমাবেব সঙ্গেও তাব যোগাযোগ আছে। লোকটা সত্যিই ওস্তাদ, যে কোনো পকেট থেকে যে কোনো মানিব্যাগ অনাযাসে তুলে আনতে পাবতো। নগদ টাকায এগুলো আবাব চোবটাব কাছ থেকে তিনি কিনে নিতেন। তাছাডা কাববাব ছিলো একজন ধুবন্ধব জালিযাতেব সঙ্গে। সে লোকটা বছব বিশেক আগে প্রচুব ফবাসী ফ্রাঁযেব নোট ছাপিযেছিলো। কাঁচা বযস তখন তাব, অভিজ্ঞতাও বিশেষ হযনি, ভুল কবে "ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রাঁস" কথাটায একটা সামান্য বানান ভুল কবেছিলো। বহুদিন জেলটেল খেটে বেবিযে এসে জাল পাসপোর্টেব ব্যবসা খুলেছে, বেশ চলছে এখন। অবশ্য খদ্দেবেব জন্যে অস্ত্র কিনতে হলে, তিনি বা তাঁব মক্কেল কেউই নিজে যান না দোকানে, নিখুঁত জাল কবা পবিচযপত্র নিযে যে যায সে হয জেল থেকে ছাডা পাওযা অধুনা বেকাব বা মঞ্চেব কোনো ছাঁটাই-পাওযা অভিনেতা। তাব নিজেব কমচাবাদেব মধ্যে শুধু পকেটমাব ও জালিযাতটি ছাডা অন্য কেউ তাঁব আসল পবিচয জানতো না। দু একজন খদ্দেবও জানতো তবে তাবা ছিলো বেলজিযান ভূতলবাজ্যেব সব হোমবাচোমবা। ভদ্রলোকটিকে অজ্ঞাত বাখতে পাবলে তাদেবই স্বার্থ, অতএব তাবা ধবা পডলে বা বিপদে পডলেও কিছুতেই তাঁব নাম প্রকাশ কবতো না। ববঞ্চ তিনি যাতে তাঁব কাজ অখণ্ড শান্তিতে কবে যেতে পাবেন তাব জন্যে যথেষ্ট মদত দিতো।

তবু বেলজিযান পুলিসেব সন্দেহ যাযনি। ঠাবেঠোবে বুঝতে পাবতো কিছু একটা হচ্ছে কিন্তু হাতেনাতে কখনো ধবতে পাবেনি বা আদালতে দাঁড়াতে পাবে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণও যোগাড কবতে পাবেনি। ভদ্রলোকটি তাঁব গ্যাবেজে একটা ছোট্ট ওযার্কশপ গড়েছিলেন, ফর্জিঙ্গেব চমৎকার সব ব্যবস্থা ছিলো সেখানে। পুলিসে ভীষণ সন্দেহ ছিলো সেই ওযার্কশপেব ওপব। কযেকবাব হানা দিলো তাবা, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পেলো না। শুধু দেখলো ধাতব মেডাল আব ব্রাসেলস শহবেব মূর্তিগুলোব অনুকবণে কিছু ধাতব মূর্তি তৈবী হয সেখানে। শেষবাবেব বাব পুলিসেব চীফ ইনস্পেক্টবটিকে গুসেন একটি মানিকিন-পিসেব অনুকবণে নকল ধাতুমূর্তি উপহাব দিলেন, —আইন এবং শৃঙ্খলাব ওপব তাঁব যেন অশেষ ভক্তি।

২১শে জুলাই, ১৯৬০। একজন ইংবেজেব আগমন প্রতীক্ষা কবছেন গুসেন। মনে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ নেই, তাব এক বড খদ্দেব ফোনে জানিযেছেন যে ইংবেজটি নিবাপদ। খদ্দেবটি কাটাঙ্গায চাকবি কবতেন। সেখান থেকে এসে এখন বেলজিযামেব বাজধানীতে কিঞ্চিৎ বক্ষা-অর্থেব বিনিমযে যাবতীয বেশ্যাবাডিগুলোব দেখাশুনা কবে থাকেন।

কথামতোন ঠিক দ্বিপ্রহবে এলো আগন্তুক। মঁসিযো গুসেন তাব ছোট্ট অফিস কামবায তাকে নিযে এলেন। অতিথি চেযাবে বসলে পব গুসেন অনুবোধ কবলেন, 'চশমা খুলে ফেলুন।" দীর্ঘদেহী ইংবেজটি তবুও ইতস্তত কবছে দেখে তিনি বললেন ' দেখুন, আমাব মনে হয যদ্দিন আমাদেব মধ্যে কাববাব চলবে তদ্দিন যদি আমবা পবস্পবকে বিশ্বাস কবতে পাবি তো অতি উত্তম হয। ড্রিঙ্ক চলবে?'

আগন্তুকটি তাব কালো চশমা খুলে গুসেনেব দিকে চোখ মিটমিট কবে তাকায। বীযাবেব দুটো গেলাস ভবে নিযে গুসেন বসলেন ডেস্কেব পেছনদিকেব চেযাবটায। বীযাবে চমুক মাবতে মাবতে ধীব গলায শুধালেন ' আপনাব জন্যে আমি কী কবতে পাবি, মসিযো?"

"লুই বলেনি আমাব আসবাব কথা?"

'বলেছেন বৈকি," গুসেন মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন 'নইলে কি আব আপনি এখানে আসতে পাবতেন?"

"আমি কি জন্যে আসছি বলেছে?'

"নাঃ। শুধু বলেছেন যে আপনাকে তিনি কাটাঙ্গা থাকতে চিনতেন আপনাব বিচাববুদ্ধি এবং বিবেচনাব তাবিফ কবলেন বললেন যে আপনাব নাকি একটা আগ্নেযাস্ত্রেব প্রযোজন এবং সেজন্যে আপনি নগদ টাকা দিতে বাজী স্টার্লিং পাউণ্ডে।"

ইংবেজটি ধীবে ধীবে মাথা নাড়লো 'হুঁ আপনাব কথা আমি যখন জানতে পেবেছি তখন আমাবটাও আপনাকে জানাতে বাধা নেই। তাছাডা, আমাব যে অস্ত্রেব দবকাব সেটা হবে একটা বিশেষ ধবনেব বন্দুক, অসাধবণ কযেকটা যন্ত্রাংশ থাকবে তাতে। আমি মানে আমাব বিশেষত্ব হলো যাদেব বেশ প্রতিপত্তিওলা বডলোক শত্রু আছে তাদেব দূবীকবণ কবা। সহজ নয এ-ধবনেব কাজ। কাবণ এবাও সাধাবণত বেশ বডলোক হযে থাকে এবং প্রভাবপতিপত্তিও এদেব কম থাকে না। বিশেষ বিশেষ সুবক্ষাব বন্দোবস্ত কবাবও ক্ষমতা বাখে অতএব, সব সময আমাকে অনেক বুদ্ধি খাটিযে, অনেক ভেবেচিন্তে তবে পবিকল্পনা কবতে হয, সঠিক অস্ত্র লাগে তাতে। হাতে আমাব এখন এইবকম একটা কাজ আছে। বাইফেল দবকাব হবে একটা।"

মঁ গুসেন আবাব বীযাবে চুমুক দিলেন, অতিথিব দিকে চেযে বেশ স্মিতমুখে মাথা নাড়ে। "বাঃ বাঃ, আপনিও তাহলে আমাবই মতো একজন বিশেষজ্ঞ দেখছি। কাজটা কবে আনন্দ পাব মনে হচ্ছে। তা কী ধবনেব বাইফেল চান?"

"কী ধরনের সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে কাজটায় যে সব বাধাবিপত্তি, তাতে কোন রাইফেল কাজে আসবে ঠিকমতো!"

আনন্দে চোখ চিকমিক করে উঠলো গুসেনের। বললেন, "ওঃ, বুঝেছি...অস্ত্রটি হবে একমেবাদ্বিতীয়ম। অদ্বিতীয় কাজের জন্যে অদ্বিতীয় অস্ত্র, কোনোদিন আর যেটাব পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, অ্যাঁ?. .আপনি ঠিক লোকের কাছেই এসেছেন মশাই...বেশ আনন্দ লাগছে...একটা যেন চ্যালেঞ্জ এসেছে আমাব সামনে...খুব ভালো, খুব ভালো।"

বেলজিয়ানটির উচ্ছ্বাসে আগন্তুক সামান্য একটু হাসলো।

গুসেন শুধালেন, "বলুন বলুন, বাধাবিপত্তিগুলো কিসের?"

"দেখুন, প্রথম বাধা হচ্ছে রাইফেলের আয়তন। দৈর্ঘে নয়, বিভিন্ন অংশেব প্রস্থ এবং মাপ। চেম্বার আব নীচের অংশটা এই অ্যাত্তো বড় তো হবে—" ডান হাত তুলে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে একটা গোল বৃত্ত দেখায় ব্যাস আড়াই ইঞ্চিরও কম।

"তার মানে বোধহয় একবারই গুলি চলবে, বারবার রিপিট হতে পারবে না। কাবণ গ্যাস চেম্বার হলে বড হযে যাবে, স্প্রিং লাগাতে গেলেও আযতন বেড়ে যাবে।"

ইংবেজটি জানায়, "আমাব তো মনে হচ্ছে বোল্ট-অ্যাকশন বাইফেল হতে হবে।"

গুসেন ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, আগন্তুকের কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছিলেন। ক্ষীণতনু একটি বাইফেলের ছবি আঁকছিলেন মনে মনে। বিড়বিড় করে বললেন, "বলুন . বলুন তাবপব?"

"আবাব মাউসেব ৭ ৯২ বা লী এনফিল্ড ৩০৩ এর মতো হাতলওলা বোল্ট হলে চলবে না। বোল্টটাকে সোজা কাঁধেব দিকে সবে আসতে হবে, যাতে দু আঙুল দিযে সেটাকে ধবে ব্রীচে গুলি পোবা যায়। ট্রিগাব গার্ডফার্ড চলবে না। ট্রিগাবটাও যেন খুলে বাখা যেতে পাবে, শুধু ফাযাবিঙেব আগেই সেটা পবিযে নিলেই হবে।"

"কেন?" বেলজিযানটি শুধালেন।

"কাবণ গোটা অস্ত্রটাকেই সরু টিউবে পুবে নিযে যেতে হবে আব এমন ধবনেব হবে সেই কেস যাতে এতটুকু সন্দেহ না জাগে। কাজেই যেবকম মাপ দেখালাম তাব চেযে একটুও মোটা হলে চলবে না। বিশদ কাবণটা আমি একটু পবেই বলছি। .আচ্ছা, আলগা ট্রিগাব সম্ভব?"

"নিশ্চয়, সবই সম্ভব। এক-গুলির রাইফেল অবশ্য বানানো যেতে পারে, তাতে পেছন খুলে শটগানেব মতোন কবে গুলি ভবতে হবে, বোল্টও লাগবে না তাতে কিন্তু কব্জা লাগবে। অতএব হবেদবে একই ব্যাপার। তাছাড়া, এ-ধবনেব রাইফেল বানাতে হলে সমস্তটাই নিজেদেব বানিয়ে নিতে হবে, ধাতুর একটা খণ্ড নিযে পুবোপুবি চেম্বার আর ব্রীচ গড়ে নিতে হবে। ছোট ওযার্কশপেব পক্ষে বেশ কঠিন কাজ, তবে অসম্ভব নয।"

"কদ্দিন লাগবে?"

বেলজিয়ান দু হাত শূন্যে ছুঁড়ে বললেন, 'তা কয়েক মাস তো বটেই।"

"অত সময় নেই আমার।"

"তাহলে দোকান থেকে সাধারণ রাইফেল কিনে বদবদল কবে নিতে হবে।..হ্যাঁ, বলুন তাবপর?"

"আচ্ছা।. বন্দুকটাকে হালকা হতে হবে, বুঝলেন। ভারী ক্যালিবারের হওয়ার কোনো দরকার নেই, বুলেটেব কাজ বুলেটেই কববে। খাটো নল হবে, এক ফুটের বেশী লম্বা চাই না।."

"কদ্দূর থেকে গুলি ছুঁড়বেন?"

"তা এখনো বলতে পারছি না। তবে, একশো তিরিশ মিটারের বেশী হবে না।"

"মাথা লক্ষ্য করে মারবেন, না বুকে?"

"মাথাই বোধহয়। বুকেও মারতে পারি হয়ত, তবে মাথায় মারলেই মোক্ষম।"

"হাঁ, মাথায় ঠিকমতো মারতে পারলে আর বাঁচোয়া নেই, দেখতেও হবে না," বেলজিয়ান ভদ্রলোক বললেন, "তবে বুকে তাগ করা অনেক সহজ। একশো তিরিশ মিটার দূরত্ব, খাটো নল, যখন মাথায় মারবেন না বুকে মারবেন সেটাই ঠিক করতে পারছেন না তখন মনে হচ্ছে মাঝখানের জায়গাটা দিয়ে লোকে হয়ত হাঁটা-চলা করে বেড়াবে।"

"হতে পারে।"

"দ্বিতীয়বার গুলি করবার সুযোগ পাবেন? মনে রাখবেন, প্রথম গুলি ছোঁড়া হয়ে গেলে ফাঁকা কার্তুজটাকে বের করে নতুন একটা ভরে তারপর ব্রীচ বন্ধ করে লক্ষ্য ঠিক করতে করতে অনেক সময় লাগবে।"

"না, বোধহয় সেরকম সুযোগ পাবোই না মনে হচ্ছে। যদি সাইলেন্সার ব্যবহার করি আর প্রথমটা যে মারা হয়েছে তা কেউ টের না পায় তবে দ্বিতীয়বার সুযোগ পেলেও পেতে পারি। প্রথমটায় যদি ঠিক লক্ষ্যভেদ হয়, রগের ভেতর দিয়ে ঢুকেও যায়, তবু আমার সাইলেন্সারের দরকার হবে, পালিয়ে যাবার জন্যে। বুলেট কোত্থেকে এসেছে সেটা লোকে আন্দাজ করতে করতে যেন কয়েকটা মিনিট সময় পাই।"

বেলজিয়ান তখনো মাথা নেড়েই চলেছেন, ডেস্কপ্যাডের দিকে কিন্তু তাঁর চোখ। বললেন, "তাহলে আপনাকে কয়েকটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট বানিয়ে দেবো। বুঝলেন, কী বলছি?"

"হুঁ," ইংরেজটি মাথা নাড়ে, "গ্লিসারিন, না মার্কারি?"

"উঁ, মার্কারিই ভালো...অনেক বেশী সাফ বন্দুকটা সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ, আয়তনটাকে যদ্দূর সম্ভব কম করবার জন্যে ব্যারেলের নীচের সবটুকু কাঠ তুলে বাদ দেবেন। স্টকটা পুরোপুরি বাদ দেবেন। ফায়ারিঙের জন্যে স্টেনগানের মতো ফ্রেম-স্টক রাখবেন, তার তিনটে অংশ—ওপরেরটা, নীচের আর কাঁধে ঠেসান দেওয়ারটা—আলাদা আলাদা করে স্ক্রু খুলে নিলে তিনটে আলগা বড় হয়ে যায়। এ ছাড়া, নিখুঁত কার্যকরী সাইলেন্সার আর টেলিস্কোপিং সাইট লাগবে। দুটোই যেন আলাদা করে আবার খুলে নিয়ে যাওয়া যায়।"

অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন গুসেন মাঝেমাঝেই বীয়ারে চুমুক দিচ্ছিলেন। অবশেষে একসময় বীয়ারও নিঃশেষ। ইংরেজটা ছটফট করছিলো ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রশ্ন করলো, "কি মশাই, পারবেন?"

'আঁা?' চটকা ভেঙে গেলো যেন গুসেনের। বিনীত হাসি হেসে বললেন, "মাপ করবেন...ভাবছিলাম একটু। আপনার চাহিদা বড় জটিল। তবে হ্যাঁ, পারবো। আজ পর্যন্ত কোনো কিছুতেই অপারক হইনি।...আপনি যা বললেন তাতে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি শিকারে যাবেন অথচ এমনভাবে আপনাকে অস্ত্র বয়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে কারো চোখে না পড়ে, সন্দেহ না হয়, নানারকম আইনকানুন, বাধানিষেধ রয়েছে তো। শিকারে যেতে হলে হান্টিং রাইফেলের দরকার, আর তাই আপনি পাবেন, বুঝলেন, হান্টিং রাইফেল। ·২২ ক্যালিবারের মতো ছোট নয়, সে তো খরগোশ মারার হাতিয়ার, আবার রেমিংটন ·৩০০ র মতো অতবড় নয়, তাহলে আর লুকোবেন কী করে?..এরকম একটা বন্দুক আমার চোখে ভাসছে, ব্রাসেলসের কোনো কোনো দোকানে রয়েছেও দেখেছি। দামী বন্দুক, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম কাজ।

একেবারে নির্ভুল নিশানা, চমৎকার কারিগরী, খুব হালকা আর ক্ষীণতনু। হরিণ-ফরিণ মারার জন্যে লোকে খুব কেনে, কিন্তু এঅপ্লোসিভ বুলেট লাগালে বড় শিকারও মরবে।...আচ্ছা বলুন তো, আপনার সেই শিকার...মানে...সেই ভদ্রলোক কি দাঁড়িয়ে থাকবেন, না নড়বেন... আস্তে, না জোরে?"

"দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"ওঃ, তবে তো কোন সমস্যাই নেই। ফ্রেম-স্টকটা তিনটে আলাদা রড দিয়ে বানানো বা স্ক্রু-আঁটা ট্রিগার, এসব তো হাতের কাজ। সাইলেন্সারের জন্যে ব্যারেলের আগাটা চাঁছা বা ব্যারেলটাকে আট ইঞ্চি ছেঁটে দেওয়া সে আমিই করে দেবো। নলেব আট ইঞ্চি ছেঁটে ফেললে কিন্তু নিশানা কমে যায়। কী আফসোস, কী আফসোস!... তা আপনার তাগ কেমন মশাই, ভালো?"

ইংরেজটি শুধু মাথা নাড়লো।

"তবে আর ভাবনা নেই। একশো তিরিশ মিটারে দূরে স্থির মনুষ্যমূর্তি টেলিস্কোপিক সাইট...নাঃ কোনোই ভাবনা নেই। সাইলেন্সারটিও আমি নিজেই বানিয়ে নেবো। কঠিন না কিছু, কিন্তু রেডিমেড পাওয়া মুশকিল...শিকারের রাইফেলে তো কেউ সাইলেন্সার লাগায় না। তা আপনি যে বলেছিলেন ফাঁপা নলের কেস করাবেন, অস্ত্রটার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে. .কিছু ভেবেছেন কী?"

ইংরেজটি হঠাৎ উঠে ডেস্ক ঘুরে বেলজিয়ানের পাশে চলে এলো। জ্যাকেটের ভেতর-পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুহূর্ত ইতস্তত করতেই গুসেনের চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। এই প্রথম তিনি দেখলেন যে লোকটার মুখের ভাব তার চোখকে কখনোই স্পর্শ করে না, চোখ দুটো যেন সর্বদাই ধোঁয়াটে। নিঃসন্দেহে লোকটা অতি ক্রুর, হাসতে হাসতেই আচমকা খুন করেও বসতে পারে। কিন্তু পকেট থেকে লোকটা শুধু একটা রূপোবাঁধানো পেনসিল বার করলো। গুসেনের নোট-বইয়ের সামনে ঝুঁকে কয়েক টানে খচাখচ একটা ছবি এঁকে ফেললো। খাতাটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে শুধালো, "বুঝতে পারছেন?"

"হ্যাঁ," ছবিতে নজর বুলিয়েই গুসেন বললেন, "বেশ বুঝলাম।"

"আচ্ছা. .সমস্ত জিনিসটাই হবে ফাঁপা অ্যালুমিনিয়ম টিউবের খণ্ড খণ্ড.. স্ক্রু দিয়ে জোড় দেওয়া হবে। দেখুন, এই জায়গাটায়—" বলেই ছবির একটা জায়গায় পেনসিল দিয়ে টোকা মেরে বললো, "..এখানে রাইফেলের স্টকের একটা পা থাকবে।. .আর এইখানটায় থাকবে আরেকটা পা। দুটোই এই. .নল দুটোর মধ্যে লুকনো থাকবে। রাইফেলের কাঁধ-ঠেসানো জায়গাটা থাকবে .এই এখানে.. গোটাগুটিই।...আর এইখানে দেখুন—" আবার আরেকটা স্থানে পেনসিলের টোকা মেরে বললো,...সবচেয়ে মোটা অংশটায় থাকছে রাইফেলের ব্রীচ বোল্টসুদ্ধু। সেটা ব্যারেল পর্যন্ত ক্রমশ সরু হয়েই আসবে. .তাই না? কারণ, টেলিস্কোপিক সাইট থাকছে অতএব নিশানার চোখ রাখতে যাবেন কেন ব্যারেলের গায়ে. .কাজেই পুরোটাই আলাদা আলাদা ভাবে এখানে ঢুকে যাচ্ছে। সে, দুটো সেকশনে...এই এখানে আর এইখানে.. থাকছে টেলিস্কোপিক সাইট আর সাইলেন্সার।..এখন প্রশ্ন হচ্ছে বুলেটগুলো ...ওগুলো তলার এই ছোট্ট পায়ে গুঁজে দেওয়া হবে। সমস্ত জিনিসটা খুলে খুলে যেমন বললাম তেমনি ঢুকিয়ে নিলে কোনো সন্দেহই হবে না, ছবিটা যে জিনিসের সেই জিনিসই মনে হবে বাইরে থেকে। স্ক্রু খুলে ওর সাতটা ভাগ আলাদা করে নিলেই বেরিয়ে পড়বে বুলেট, সাইলেন্সার, টেলিস্কোপ, রাইফেল আর তিনটে পা যা দিয়ে তিনপেয়ে ফ্রেম-স্টকটা তুলে বসানো যাবে। হয়ে গেলো পুরো একটা কার্যকরী রাইফেল। কী বলেন?"

শুনতে শুনতে এতক্ষণ বেলজিয়ানেব চোখ দুটো বিস্ময়ে ক্রমশ বিস্ফাবিত হয়ে উঠছিলা। এখন কয়েক সেকেণ্ড তিনি ছবিটাব উপব শুধু ঝুঁকেই বইলেন. কোনো কথা বললেন না। তাবপব ধীবে ধীবে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনি মশাই আশ্চর্য প্রতিভা বটে আপনাব। ধবাই যাবে না, কেউ বুঝতেই পাববে না, অথচ কী সহজ। আপনাব কাজ আমি করে দেবো।"

ইংবেজটি বাগও কবলো না বা খুশীও হলো না প্রশস্তি শুনে। শুধু বললো, "বেশ। কিন্তু কথা হচ্ছে আমি চোদ্দদিনেব মধ্যে চাই জিনিসটা হবে?"

"হ্যাঁ, হয়ে যাবে। তিনদিন লাগবে বন্দুক কিনতে, হপ্তাখানেক যাবে গডেপিটে তুলতে। টেলিস্কোপিক সাইট কেনা কোনো সমস্যাই না। আমাব ওপব ছেড়ে দিন সেটা, আমি জানি একশো তিবিশ মিটাবেব দূবত্বে কোন জিনিস দবকাব। আপনি ববঞ্চ নিজেব মতো কবে ধীবেসুস্থে জিবো সেটিং কবে নেবেন। সাইলেন্সাব বানানো. বুলেটগুলোব রূপান্তব কবা, বাইবেব কেসিং বানানো এ-সবে হ্যাঁ হয়ে যাবে ওই সময়েব মধ্যে, তবে দিনবাত খাটতে হবে। দু-একদিন আগে এলেই কিন্তু ভালো হয়, জিনিসটা দেখে নিয়ে যদি আব কিছু থাকে আপনাব বলাব বাবোদিন পবে আসতে পাববেন।"

"হ্যাঁ, আজ থেকে সাতদিন পবে কিন্তু চোদ্দদিনেব ভেতবে যে কোনোদিন আসতে পাবি ৭ঠা আগস্টেব মধ্যে আমাকে লণ্ডনে ফিবতেই হবে, অতএব চোদ্দদিনেব একদিনও বেশী সময় কিন্তু দেওয়া যাবে না।'

'বেশ, আপনি যদি ১লা আগস্ট এখানে আসেন দেখে নিশ্চিত তবে ৪ঠা আগস্টেব মধ্যে তৈবী মাল পেয়ে যাবেন।"

"আচ্ছা। তাহলে বলুন খবচ কত পড়বে।

বেলজিয়ান কিছুক্ষণ ভাবেন। "দেখুন, এই ধবনেব একটা কাজ এতে যে বকম সব সূক্ষ্ম কাবিগবী বয়েছে জন্যে আমি ফী নেবো এক হাজাব ইংলিশ পাউণ্ড। সাধাবণ বাইফেলেব জন্যে এটা বোধহয় একটু বেশী, কিন্তু এ তো আব সাধাবণ বাইফেল না, একটা শিল্প সৌকর্য। ইউবোপেব মধ্যে আমিই একমাত্র লোক যে এবকম একটা জিনিস নিখুঁতভাবে কবে দিতে পাবি আপনাব মতো আমিও মশাই নিজেব ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ। আব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিব কাজ পেতে হলে দাম দিতে তো হবেই। ছাড়া আছে ধবুন, অস্ত্রটা কেনাব দাম, —বুলেট, টেলিস্কোপ, অন্য সব মাল মসলাব খবচা সে সবেব জন্যে আপনাব পড়বে আবো প্রায় দুশো পাউণ্ড।"

আচ্ছা, তাই হবে।' ইংবেজটি দব-দাম কবলো না। বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে এক বাণ্ডিল পাঁচ পাউণ্ডেব নোট বেব কবে আনলো বললো, "আমি এই পাঁচশো পাউণ্ড অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছি বাকী সাতশো আমি এগাবোদিন পবে ফিবে এসে আপনাকে দেবো। বাজী?"

বেলজিয়ান নোটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে বললেন "আপনাব সঙ্গে কাজ কবেও আনন্দ।"

"দেখুন, আবেকটা কথা,' আগন্তুক বললো, 'গুসেনেব সঙ্গে আব যোগাযোগ কবাব চেষ্টা কববেন না, আমাব পবিচয় তাকে বা অন্য কাউকেই আপনি জিজ্ঞেস কববেন না। আমি কাদেব হয়ে কাজ কবছি বা কাব বিরুদ্ধে কাজ কবছি এ সব কক্ষনো জানতে চাইবেন না বা খোঁজখবব নেবাব চেষ্টা কববেন না। যদি কবেন তো আমি সে খবব পাবোই তাহলেই আপনাব মৃত্যু ঘটবে। ফিবে এসে যদি দেখি আপনি পুলিসে খবব পাঠিয়েছেন বা ফাঁদ পেতেছেন তাহলেও আপনি মববেন। মনে বাখবেন কেউ আপনাকে বাচাতে পাববে না, বুঝলেন?"

গুসেন চেয়ে দেখলেন একজোড়া নির্মম অভিব্যক্তিহীন চক্ষু আব দৃঢ় নির্লিপ্ত অবয়ব। জীবনে অনেক গুণ্ডাদলপতিব সংস্পর্শে এসেছেন তিনি, কিন্তু মনে হলো এ যেন সাক্ষাৎ শমন।

ভয়ে তলপেটে পাক দিলো একটা। প্রথমটায় ভেবেছিলেন তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠবেন, কিন্তু পরে ভাবলেন তা উচিত হবে না।...মৃদুস্বরে শুধু বললেন, "আপনি কে, কার হয়ে কাজ করছেন, কার বিরুদ্ধে কাজ করছেন সে সব জানবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যে বন্দুক আপনাকে দেবো তাতে কোনো নম্বরও থাকবে না। আপনার চেয়ে আমারই স্বার্থ যে বন্দুকটার নম্বব দেখে দেখে আমার খোঁজ যেন না পড়ে। শুভরাত্রি, মঁসিয়ো?"

শৃগাল বাইরে বেরিয়ে এলো। রোদঝলমলে চমৎকার দিন। রাস্তায় খালি ট্যাক্সি দেখে উঠে পড়লো। চলে এলো শহরের মাঝখানে...হোটেল আমিগো।

একবার মনে হয়েছিলো বটে যে বন্দুকটন্দুক যোগাড় করবার জন্যে গুসেনের হাতে নিশ্চয়ই কোনো জালিয়াত আছে, কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললো. .নিজেরটা নিজেই খুঁজে নেবে। লুই-ই আবার হদিস দিলো.. পুরনো দোস্ত তারা সেই কাটাঙ্গা থেকে। কঠিনও নয় এমন কিছু...জাল পরিচয়পত্র বানানোর জন্যে ব্রাসেলস শহর তো প্রায় বিখ্যাত। বিদেশীদের ভারি সুবিধা, প্রায় বিনা প্রশ্নেই দলিল জাল হয়ে যায়।

লুইযের কথামতো শৃগাল পৌঁছে গেলো ব্যু ন্যাভের এক সবাবখানায়। লোকটা সেখানেই অপেক্ষা করছিলো। পরিচয় দিতেই দুজনে পর্দাঢাকা একটা চোরকুঠরিতে চলে এলো। পকেট থেকে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করলো শৃগাল, ওটা ওব নিজেব নামেই। দু বছর আগে লণ্ডনে কাউন্টি কাউন্সিল থেকে ইসু হয়েছে, এখনো কয়েক মাস আছে সেটার মেয়াদ। . বেলজিয়ানটাকে বললো, "এই লাইসেন্সটাব মালিক এখন মৃত। আমাকে ব্রিটেনে ওরা গাড়ি চালাতে দেবে না, আমার লাইসেন্স বাজেযাপ্ত, কাজেই এই লাইসেন্স-বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটা আমার নামে করে দিতে হবে।"

পাসপোর্টটা এগিযে দিলো, ডুগ্যানেব নামে লেখা সেটা। লোকটা নতুন পাসপোর্টটার দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়েই কিছু একটা ঠাওব করলো বোধহয়, লক্ষ্য করে দেখলো সবে তিনদিন হলো ওটা ইসু হয়েছে। ইংরেজের দিকে একবাব ভুরু কুঁচকে দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলো "বেশ লাগসই!" লাল রঙেব ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুলে নিযে খুঁটিয়ে দেখলো। কযেক মিনিট পবে মুখ তুলে বললো, "সহজ কাজ মশায। ইংরেজ কর্তারা বেশ ভদ্রলোক। কল্পনাও বোধহয় করতে পারে না যে তাদেব কাগজগুলো জালফাল হতে পাবে, তাই সাবধানও হয না।..এই পৃষ্ঠাটা—" লাইসেন্সেব প্রথম পৃষ্ঠায যে কাগজটা আঠা দিয়ে লাগানো, যেটায লাইসেন্স-নম্বব আর ধাবকেব পুরো নাম লেখা, সেটা আঙুল দিয়ে তুলে দেখিযে বললো,..."বাচ্চাদের খেলাব প্রিন্টিং-সেট দিয়ে এটা ছাপিয়ে নেওয়া যায। ওযাটাবমার্কও খুব সোজা, কোনোই সমস্যা নেই .ব্যস, এই কাজ আপনার?"

"না আছে আরো দুটো কাগজ।"

"ওঃ, তাই বলুন। কিছু মনে কববেন না, আমি ভাবছিলাম এত দূব থেকে আপনি এসেছেন শুধু এই কাজ নিয়ে! এ তো আপনাব লণ্ডনেও কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে কবিয়ে নেওযা যায়।..আর কী কাগজ আছে দেখি?"

শৃগাল তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলো। বেলজিয়ানেব চোখটোক ভুরুটুরু ক্রমশ কুঁচকে ওঠে। এক প্যাকেট বাস্তো বের করে ইংরেজটার দিকে এগিয়ে ধরে, সে নেয় না। নিজেরটা বের করে ধরিয়ে নিয়ে বললো, "এ কাজ অত সহজ না। ফরাসী পরিচয়পত্র,...হয়ে যাবে যেমন করে হোক। বিস্তর পাওয়া যায় এখানে । বুঝলেন তো, নিখুঁজ করতে হলে আসল দিয়েই শুরু করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কাজটা...ও আমি দেখিওনি কোনোদিন নাঃ, যা চাইছেন তা বড় জটিল।"

পাশ দিয়ে একজন বেয়ারা হেঁটে যাচ্ছিলো, তাকে গেলাস দুটো আবার ভরতে বলে দিলো শৃগাল। সে চলে যেতেই বেলজিয়ান ফের শুরু করলো, "তারপর ধরুন, ফটোর ব্যাপারটা। ওটাও বেশ কঠিন। বললেন যে বয়সে বড় হতে হবে, চুলের রং অন্য রকম। চুলের ছাঁটও অন্য কায়দার।...সাধারণত যারা জাল দলিল বানায় তারা নিজেদের ফটোই সাঁটে, চেহারার বিবরণ সেই অনুসারে জাল করে। কিন্তু আপনি চান এমন ফটো যার সঙ্গে আপনার চেহারার মিলও নেই...উঁহু, ব্যাপারটা বেশ শক্ত।"

বীয়ারের মগ এক চুমুকে অর্ধেক করে দিলো, কিন্তু ইংরেজটার দিক থেকে চোখ নামায়নি। বললো, "কাজেই আমাদের একজন লোক দরকার যার চেহারা, যার বয়স, কার্ডের ফটোর মতো হবে, অথচ যার সঙ্গে আপনার কিছুটা মিলও থাকবে, অন্তত মুখের এবং মাথার গড়নের...তারপর সেই লোকটার চুল ছেঁটে আপনি যেমন বললেন তেমনি করে নিয়ে তার একটা ফটো তুলে কার্ডে লাগাতে হবে! তখন থেকে আপনার কাজ হবে ফটোর ওই লোকটার মতো ছদ্মবেশ ধারণ করা। বুঝলেন?"

"হুঁ।"

"সময় লাগবে খানিকটা, ব্রাসেলসে থাকবেন কদ্দিন?"

"বেশীদিন না," শৃগাল বললো, "শীগগিরি চলে যাচ্ছি, তবে ১লা আগস্ট আবার ফিরছি। তখন তিনদিন থাকবো। ৪ঠা তারিখে আমাকে লণ্ডনে ফিরতেই হবে।"

বেলজিয়ানটি একদৃষ্টিতে পাসপোর্টের ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকে...কী যেন ভাবে...তারপর পকেট থেকে কাগজ বের করে আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যানের নাম টুকে নেয়। পাসপোর্টটা ইংরেজকে ফিরিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং-লাইসেন্স আর কাগজের টুকরোটা নিজের পকেটে পোরে।

"আচ্ছা করে দেবো। তবে আপনার এখনকার চেহারার দুটো ভালো ফটো দরকার। একটা প্রোফাইল, আরেকটা গোটা মুখ। এতে সময় লাগবে বুঝলেন, টাকাও লাগবে। খরচপত্তরও রয়েছে...হয়ত ফ্রান্সে যেতে হতে পারে, ভালোমতো পকেট কাটতে পারে সেরকম একজন সঙ্গীকে নিয়ে..দ্বিতীয় কার্ডটার কথা বললেন না সেটা তো ওখানেই গিয়েই যোগাড় করতে হবে। অবশ্য আমি প্রথমে ব্রাসেলসেই খোঁজখবর নেবো, কিন্তু না পেলে কাজ তো আর ফেলে রাখতে পারি না, যেতেই হবে..."

"কত?" ইংরেজটি থামিয়ে দিলো ওকে।

"কুড়ি হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঁ।"

এক মিনিট ভাবলো শৃগাল। "অর্থাৎ প্রায় দেড়শো স্টার্লিং পাউণ্ড। আচ্ছা ঠিক আছে। একশো পাউণ্ড এখন দিয়ে যাচ্ছি, বাকী পঞ্চাশ পরে..জিনিসগুলো পেলে।"

বেলজিয়ান উঠে দাঁড়ালো। "তবে চলুন, আপনার ছবিগুলো নিয়ে নিই...আমার নিজের একটা স্টুডিয়ো আছে।"

ট্যাক্সি করে মাইলখানেক দূরে বেসমেন্টের একটা ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছলো ওরা। ফটোর দোকান সেটা...ছন্নছাড়া গোছের। বাইরের ১ ২নবোর্ডে চটকদার বিজ্ঞাপন : পাসপোর্টের ফটো তুলতে এই স্টুডিও অদ্বিতীয়, চোখের নিমিষে ফটো ডেভেলপ হয়ে যায়।...কাঁচের জানলায় আঁটা আছে স্টুডিয়ো-মালিকের কেরামতির নিদর্শন : দুটো বোকা-বোকা হাসিমুখের যুবতী, প্রাণপণে তাদের রিটাচ করা হয়েছে, এক দম্পতির বিয়ের ফটো তবে তাদের চেহারা দেখলেই বিয়ে জিনিসটার ওপরই ঘেন্না ধরে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এলো ওরা, বেলজিয়ানটা আগে আগে। চাবি খুলে অতিথিকে নিয়ে সে ভেতরে ঢুকলো।

দু ঘন্টা ধবে কাজ চললো। অপূর্ব দক্ষতা দেখালো কিন্তু বেলজিযান। ধাবণাই কবা যায না যে বাইবেব ফটোগুলো যে তুলেছে সে এত ভালো কাজ দেখাতে পাবে। কোণায একটা মস্ত বাক্সেব তালা খুলতেই চোখে পডলো দামী দামী ক্যামেবা আব ফ্ল্যাস-ইকুইপমেন্ট, নানা জাতীয প্রসাধন, চুলেব কলপ, বং, টুপি, পবচুলা, কত বকম চশমা থিযেটাবেব রূপসজ্জা। .কাজ যখন প্রায অর্ধেক হযে গেছে তখন চকিতে একটা কথা মনে উদয হলো বেলজিযানেব ফটোব জন্যে আবেকটা লোক ডেকে লাভ কী আধ ঘন্টা ধবে শৃগালেব মুখে মেক-আপ ঘযে রূপান্তবটা ভালো কবে পবখ কবে নিযে হঠাৎ বাক্সটাব মধ্যে মাথা ডুবিযে একটা পবচুলা টেনে আনলো।

"এটা কেমন দেখছেন?" জিজ্ঞেস কবলো। পবচুলাটা পাকা-মাথাব, একেবাবে কদমছাঁট। "আচ্ছা আপনি যদি নিজেব চুল এমনি কবে ছাঁটেন আব এই ধবনেব বং কবে নেন, তাহলে এবকম দেখতে হবে না?"

শৃগাল পবচুলাটা হাতে নিযে ঘুবিযে ঘুবিযে দেখলো। বললো, "কী জানি, দেখা যাক, ফটো নিযেই দেখুন।"

ডেভেলপিং কামবা থেকে আধ ঘন্টা পবে বেবলো বেলজিযান। খদ্দেবেব ছটা ফটো তুলছিলো সে, সেগুলোব প্রিন্ট হাতে কবে নিযে এলো। দুজনে মিলে টেবিলে ঝুঁকে পডলো। ফটোতে দেখাচ্ছে একটা বুডো ক্লান্ত লোকেব মুখ। চামডাব বং পাণ্ডুব ধূসব চোখেব নীচে বলীবেখা। গোঁফ দাডি কিছুই নেই, কিন্তু মাথাব পাকা চুল দেখে ধাবণা হয লোকটাব বযস অন্তত পঞ্চাশ, আব খুব স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল পঞ্চাশ নয, বেশ বোগাটে।

চলবে মনে হচ্ছে শেষমেষ বেলিজযানটা বললো

"কিন্তু প্রশ্ন হলো ' শৃগাল বললো 'আধ ঘন্টা ধবে কসমেটিকস বগডে তবে এবকম রূপ ফুটেছে আমাব, তাব ওপব বযেছে পবচুলা। নিজে নিজেই তো আব আমি এতসব কবতে পাবব না। তাছাডা এখানে বন্ধ কামবায আলোব নীচে বযেছি, কিন্তু যখন ওই কাগজগুলো দেখাতে হবে তখন তো আমাকে থাকতে হবে খোলা আকাশেব নীচে।'

"সেটা কোনো কথা নয ' বেলজিযান বললো, "ফটোব চেহাবাটা হুবহু আপনাব মতো হবে না বা আপনাব চেহাবাও অবিকল ফটোব মতো হবে না, কাগজপত্তব যাবা পবীক্ষা কববে তাবা প্রথমে .তা আপনাব মুখেব দিকে চেযে দেখবে, তাবপব কাগজ চাইবে। কাগজে সাঁটা ফটো যখন তাবা দেখবে তখন তাদেব মনে আপনাব মুখ ভাসছে, কাজেই সাদৃশ্যই খুঁজে বেডাবে নিজেব অজান্তে, প্রভাবান্বিত হযেই থাকবে। তাছাডা এই ফটোটাব মাপ পঁচিশ বাই বিশ সেন্টিমিটাব, কিন্তু পবিচযপত্রে থাকবে অনেক ছোট একটা ফটো, তিন বাই চাব। হুবহু সাদৃশ্য বাখাটাও উচিত হবে না, কাবণ পবিচযপত্রটা যদি কবছব আগে ইস্যু হযে থাকে তো এতদিনে আপনাব চেহাবাব নিশ্চযই পবিবর্তন হবে একটু-আধটু। এই ফটোতে আপনাব গাযে আছে একটা স্ট্রাইপ দেওযা সার্ট, খোলা কলাব এবকম পববেন না তখন, পাবলে খোলা কলাবেব কামিজই পববেন না। টাই পবে নেবেন বা একটা স্কার্ফ, কিংবা একটা উঁচু-কলাবেব গলাবন্ধ সোযেটাব। আব আপনাব চেহাবা রূপান্তব ঘটাতে তেমন তো কিছু আমি কবিনি, সেগুলো সহজেই আপনি পাববেন। চুলেব ব্যাপাবটা অবশ্য প্রধান। এই ফটোওলা কার্ড দেখানোব আগেই কদমছাঁট কবে নেবেন, চুলেব বং কাঁচা-পাকা কবে নেবেন ফটোব চেযে একটু বেশিই পাকা কববেন, কম নয। বযসেব ভাব আব ভগ্নস্বাস্থ্যেব লক্ষণ ফোটাবাব জন্যে দু-তিনদিন দাডি কামাবেন না, তাবপব ক্ষুব দিযে কামিয়ে নেবেন, ব্লেডে নয. একটু-আধটু কেটেকুটেও ফেলবেন। বুডোবা অমনিই কবে। এফেক্ট সৃষ্টি কবতে এটা অদ্বিতীয। মুখেব বংটা হবে পাণ্ডুব মলিন, একেবাবে বোগাটে। কর্ডাইট যোগাড কবতে পাবেন একটু।

শৃগাল মন দিয়ে শুনছিলো ওব কথাগুলো বেশ খুশী হলো কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ কবলো না। বললো, "হ্যাঁ তা হয়ে যাবে।'

"দু- তিন টুকবো কর্ডাইট চিবিয়ে গিলে ফেললে আধ ঘন্টাব মধ্যে ভীষণ গা গুলোবে, বমিব ভাব হবে, শবীব খাবাপ লাগবে, কিন্তু সাংঘাতিক কিছু হবে না। ফ্যাকাসে হয়ে যাবে মুখেব বং, কপালে ঘামে ভবে উঠবে। আর্মিতে থাকাব সময় এবকম কবতাম আমবা, কটমার্চ আব ফ্যাটিগ এড়াতে।"

"জানা বইলো ধন্যবাদ। তাহলে সময়মতো কাগজগুলো তৈবী কবে দিতে পাববেন তো ?"

"কাবিগবীব দিক থেকে গাফিলতি হবে না, পেয়ে যাবেন। সমস্যা শুধু দু নম্বব ফবাসী কার্ডটা নিয়ে, ওটাব একটা মূল রূপ আনাতে হবে। ছোটাছুটি কবতে হবে সেটাব জন্যে। তা আপনি যদি আগস্টের প্রথম দিকে কয়েকটা দিনের জন্যে আসতে পাবেন, তৈবী কবে দেবো আপনাকে। আপনি অ্যাঁ মানে, কিছু অগ্রিম দেবাব কথা বলেছিলেন না খবচাপাতি তো আছে "

ভেতব পকেট থেকে শৃগাল কুড়িটা পাঁচ পাউণ্ড নোটেব একটা বাণ্ডিল বেব কবে বেলজিয়ানকে দিলো বললো, "কী কবে আপনাব সঙ্গে যোগাযোগ ক বো

"আজ যেমন কবে কবলেন।

না , সে বড্ড গোলমালে। বন্ধুটি যদি না থাকে তো আপনাকে আব খুঁজে বাব কবতে পাববো না

বেলজিয়ানটি একমুহূর্ত ভাবে তাহলে তুমি এক কাজ কববো। আগস্ট মাসের প্রথম তিনদিন বাত সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা এই পানশালায় অপেক্ষা কববো যেখানে আজ আমাদেব দেখা হয়েছিলো। যদি না আসেন তবে বোঝা যাবে কাজ বাতিল।

ইংবেজটি পবচুলা খুলে স্পিবিট দিয়ে ঘসে ঘসে মুখেব বং তুললো নীলবে আকাশ টাই পরে নিয়ে কোট গলালো। পবিপাটি হয়ে সবাসবি বেলজিয়ানেব দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বললো" দেখুন কয়েকটা জিনিস পবিষ্কাব কবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। কাগজগুলো ঠিকমতো কবে এই বাবে দিন অপেক্ষা কববো তবে লাইসেন্সটা আমাকে দেবেন, এখনকাব পৃষ্ঠা যেটা আপনি ছিঁড়ে নেবেন সেটাও আমাকে ফেবত দেবেন। এইমাত্র যে ফটোগুলো তুললেন তাব সবকটা প্রিন্ট আব নেগেটি ও দেবেন। ড্রাইভিং লাইসেন্সেব আসল মালিকেব নাম বা ডুগ্যানেব নাম মন থেকে একেবাবে ঝেড়ে ফেলবেন। ফবাসী কাগজ দুটোতে আপনাব যে নাম খুশি লাগিয়ে দিতে পাবেন, কিন্তু দেখবেন যেন নেহাত সাদামাটা একটা ফবাসী নাম হয়, জটিল নামফামেব মধ্যে যাবেন না। ওই কার্ড দুটো আমাকে দিয়ে দেওয়াব পব ও নামটাও মন থেকে মুছে ফেলবেন। এই কাজেব কথা ভুলেও কাউকে বলবেন না যা বললাম যদি তাব কণামাত্রও খেলাপ হয় তো আপনি মববেন, বুঝেছেন ?

বেলজিয়ানটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ আগেও তাব ধাবণা হয়েছিলো যে ইংবেজটি একটা সাধাবণ খদ্দেব মাত্র বৃটেনে গাড়ি চালাতে চায় আব কোনো কাবণে ফ্রান্সে মাঝবয়সী বুড়োব ভেক ধবতে চায় হয়ত স্মাগলাব ব্রেতব নির্জন সৈকত থেকে ইংল্যাণ্ডে কোকেন চবস বা হীবে চালান কবে কিছু লোক ওলো। সে ধাবণা তাব এখন পাল্টে গেলো।

"বুঝেছি মসিয়োঁ।'

...কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ইংরেজটি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো। খানিকটা হেঁটে তবে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমিগোয় যখন পৌঁছলো তখন মধ্যরাত্রি। ঠাণ্ডা চিকেন আর এক বোতল মোসেলের অর্ডার দিলো ঘরে। ভালো করে স্নান করে মেকআপের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলে সুখনিদ্রা দিলো।

পরের দিন সকালে হোটেল ছেড়ে চলে এলো...ব্রাবাঁ এক্সপ্রেসে রওনা দিলো পারীর দিকে। তারিখটা ছিলো ২২শে জুলাই।....

সেইদিন সকালে এস. ডি. ই. সি. ই-র ক্রিয়াবিভাগের বড়কর্তার টেবিলে এসে পৌঁছলো দুটো কাগজ। দুটোই তিনি বেশ ভালো করে পড়লেন দুটোই অন্য বিভাগের এজেন্টদের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টের প্রতিলিপি। পাতলা কাগজ, নীল কার্বনে ছাপা। প্রত্যেকটার মাথায় বিভাগ প্রধানদের নাম যাঁরা এই রিপোর্টের কপি পেতে পারেন। তাঁর নামের সামনে একটা কালির ছোট্ট টিক মারা সকালেই এসেছে রিপোর্টটি দুটো। সাধারণত এসব বিবরণগুলোয় কর্নেল রল্যাঁ শুধু চোখ বুলিয়ে নেন, নিজের অস্বাভাবিক স্মৃতিকোঠায় জমিয়ে রাখেন খবরগুলো, আর তারপর কাগজগুলো আলাদা আলাদা শিরোনামায় ফাইল করে রাখেন. কিন্তু আজ দুটো রিপোর্টেই একটা কথার পুনরাবৃত্তি ঘটায় খচ্ করে উঠলো মনে...রহস্যের গন্ধ পেলেন তিনি।

প্রথম রিপোর্টটা হচ্ছে আর-৩ (পশ্চিম ইউরোপ) থেকে আসা একটা আন্তঃ বিভাগীয় স্মারকপত্র। তাদের রোম অফিস থেকে পাঠানো বার্তার সারাংশ। সহজ সরল খবর।... রদ্যাঁ, মঁক্রেয়ার ও কাসোঁ এখনো তাদের হোটেলের ওপরতলায় বন্ধ হয়ে আছে, আটজন প্রহরী এখনো তাদের পাহারায় মোতায়েন। ১৮ই জুন থেকে আস্তানা গেড়েছে, হোটেলের দালান থেকে এক পাও বেরোয়নি। পারীর আর ৩ অফিস থেকে রোমে আরো কর্মী আনিয়ে নেওয়া হয়েছে হোটেলটার ওপরে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেবার জন্যে। পারীর নির্দেশের কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধুই পাহারা দিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে গিয়ে কোনোরকম সংযোগ করার চেষ্টা যেন না হয়। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে হোটেলের অধিবাসীরা তিন সপ্তাহ আগে যে পদ্ধতি সৃষ্টি করেছিলো সেটা এখনো অব্যাহত রয়েছে (৩০শে জুন তারিখের রোম অফিসের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। পত্রবাহক এখনো ভিকতর কওয়ালস্কি। বিবরণ সমাপ্ত।

কর্নেল রল্যাঁর টেবিলের ওপর ১০৫ মি. মি. শেলের একটা মাথা-ভাঙা খালি কেস রাখা আছে, সেটাই তাঁর ছাইদানি। অতএব গহ্বরটা এই সকালেও প্রায় ভরে উঠেছে। ছাইদানির পাশেই ছিলো একটা খাকী ফাইল। সেটার পাতা উল্টে যেতে লাগলেন তিনি। অবশেষে পেয়ে গেলেন ৩০শে জুন তারিখের আর-৩ রোম অফিসের রিপোর্ট। চোখ বোলাতে কাঙ্ক্ষিত অনুচ্ছেদটি পেয়ে গেলেন। সেটাতে লেখা ছিলো যে প্রতিদিন জনৈক প্রহরী হোটেল থেকে বেরিয়ে রোমের বড় ডাকঘরে যায়, সেখানে কোনো এক পোয়াতেরের নামে একটা চৌখুপি তাক ভাড়া করা আছে। চাবিওলা পোস্ট্যাল বক্স নেয়নি ও. এ. এস. বোধহয় ভয় পাছে সেই বাক্সে তালা ভেঙে চুরিটুরি হয়। ও. এ. এসের নেতাদের চিঠিপত্র আসে পোয়াতেরের নামে, ডাকঘরের কেরানী সেগুলো ওই তাকে জমা করে করে রাখে। আর-৩এর পক্ষ থেকে কেরানীটাকে হাত করার চেষ্টা হয়েছিলো উৎকোচ দিয়ে, যাতে সে চিঠিপত্রগুলো তাদের দিয়ে দেয়,কিন্তু সফল হয়নি সে চেষ্টা।... বরং সেই লোকটা তার উর্ধ্বতন কর্মচারীদের খবরটা দিয়ে দেয় ফলে এখন ওই কাজে নিযুক্ত আছে একজন উঁচু পদের কেরানী। হয়তা ইতালিয়ান সিকিউরিটি পুলিস থেকে। এখন পোয়াতেরের ডাক পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, কিন্তু আর-৩

এর ওপর নির্দেশ আছে তারা যেন ইতালিয়ান পুলিসের সাহায্য না চায়। কেরানীকে ঘুষ দেবার চেষ্টা যদিও ব্যর্থ হয়েছে, তবুও অন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।.... রাতের ডাক প্রত্যেকদিন সকালে এসে প্রহরীটি নিয়ে যায়। তার নাম জানা গেছে ভিকতর কওয়ালস্কি, বিদেশফৌজের প্রাক্তন কর্পোরাল, ইন্দোচীনে রদ্যাঁর ফৌজেই ছিলো। কওয়ালস্কির কাছে নিশ্চয়ই এমন কোনো পরিচয়পত্র আছে যাতে ডাকঘরের কর্তৃপক্ষেরা তাকে পোয়াতের বলে মেনে নিয়েছে। কওয়ালস্কির কাছে যখন পোস্ট করবার মতো চিঠি থাকে, তখন সে দালানের বড় হলঘরের ভেতরে লেটার-বক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, ক্লিয়ারেন্সের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে চিঠিগুলো ফেলে দেয়। আবার দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না সেগুলো ডাকঘরের লোকেরা বের করে নিয়ে ভেতরে সর্টিং অফিসে পৌঁছে দেয়। ও. এ. এস. নেতাদের ডাক হাতাতে গেলে মারামারি বাধবেই, কিন্তু পারী থেকে সে-সব কিছু করা একদম বারণ। মাঝে মাঝে কওয়ালস্কি দুরপাল্লার টেলিফোন করে ওভারসীজ টেলিফোন কাউন্টার থেকে। কিন্তু সেখানে আড়িপেতে লাভ হয়নি, কোন নম্বরে ফোন করছে বা কী বলছে কিছুই জানা যায়নি।...বিবরণ সমাপ্ত।....

কর্নেল রল্যাঁ ফাইল বন্ধ করে দ্বিতীয় রিপোর্টটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ওটা এসেছে মেৎস থানা থেকে, পুলিসের রিপোর্ট। বলা হয়েছে একটা বারে রেইড করবার সময় ভীষণ মারামারি বেধে গিয়েছিলো, একটা লোক দুটো পুলিসকে পিটিয়ে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলো। লোকটাকে ধরে থানায় এনে তার আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে দেখা গেলো যে সে একজন ফেরারী সৈনিক, নাম সাঁদার কোভাক, জন্ম সূত্রে হাঙ্গেরিয়ান, ১৯৫৬ সালে বুদাপেস্ত থেকে পালিয়ে শরণার্থী হয়ে এসেছিলো। মেৎস থানার খবরের নীচে পারীর পুলিস থানা থেকে যোগ করা হয়েছে যে কোভাক ও. এ. এসের নামকরা গুণ্ডা....
আলজেরিয়ার বোন ও কনস্তান্তিন শহরে বহু বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে তাকে অনেকদিন ধরে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে... সেই সময় তার সঙ্গী ছিলো আরেকজন ফেরারী ও. এ. এস. বন্দুকবাজ, বিদেশফৌজের প্রাক্তন কর্পোরাল, নাম ভিকতর কওয়ালস্কি।..... সমাচার সম্পূর্ণ।

লোক দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সূত্র যে কী সেটা বুঝে উঠতে চেষ্টা করলেন কর্নেল রল্যাঁ। অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন। তারপর বাজার যন্ত্র টিপে বললেন, "ভিকতর কওয়ালস্কির ব্যক্তিগত ফাইলটা আনুন....এক্ষুণি।

দশ মিনিটের মধ্যে ফাইল চলে এলো। এক ঘণ্টা ধরে পড়লেন সেটা। বিশেষ একটা অনুচ্ছেদ বারবার করে পড়লেন। নীচের ফুটপাথ দিয়ে পারীর জনস্রোত ছুটে চলেছে মধ্যাহ্নভোজের উদ্দেশ্যে কিন্তু কর্নেলের তাতে দিকপাতও নেই। বৈঠক মিটিং শুরু করলেন তিনি। আমন্ত্রিত আরও চারজন —তাঁর একান্ত সচিব, ডকুমেন্ট বিভাগের একজন হস্তলিপি বিশারদ আর তাঁর বিশেষ প্রহরীদলের দুজন দুর্ধর্ষ শক্তিমান।

"শুনুন আপনারা," তিনি তাঁদের বললেন, "কোনো একজন লোক যে এখন এখানে অনুপস্থিত, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার সাহায্য নিয়ে আমরা একটা চিঠি রচনা করবো, লিখবো এবং পাঠাবো।"

পাঁচ

ঠিক মধ্যাহ্নভোজের সময়টাতে শৃগালের ট্রেন এসে পৌঁছলো গার-দু-নর্দ স্টেশনে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সে প্লাস দ্যলা মাদলিন হয়ে রু্য সুরাসনের ছোট একটা হোটেলে এসে নামলো। ছোট হলেও হোটেলটা ভালো, যদিও কোপেনহ্যাগেনের ডাংলেটের বা ব্রাসেলসের আমিগোর

মতো এত অভিজাত নয়। পারীতে এসে বড় হোটেলে ইচ্ছে করেই ওঠেনি। বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে সেটা একটা কথা, তাছাড়া পরিচিত কারো সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে পড়লেই বিপদ। হয়ত একমুখ হেসে বন্ধুটি এগিয়ে আসবে,"আরে, এই যে তুমি এখানে — " বলেই এমন একটা নামে সম্বোধন করবে যা শুনে ডেস্কের কেরানীটি হয়ত তাজ্জব হয়ে যাবে। মিঃ ডুগ্যানের আরো নাম আছে নাকি।

পারীতে এসে খাঁটি বিদেশী ট্যুরিস্ট বনে গেলো শৃগাল। ভাঙা ভাঙা একটা ফরাসী শব্দ শুধু ব্যবহার করে, তাও ইংরেজ জনোচিত অদ্ভুত উচ্চারণে। এসে প্রথম দিনেই পারীর রাস্তার একটা মানচিত্র কিনে আনলো। সেটাতে নিজের নোটবই খুলে কয়েকটা জায়গায় দাগ বুলিয়ে নিলো আর বেছে বেছে সেই স্থানগুলোই গিয়ে দেখে এলো। সম্পূর্ণ বিভোর হয়ে দেখে যায় তাদের স্থাপত্যশিল্পও তিন-তিনটে দিন ধরে আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফ দেখলো। কখনো তোরণের চারপাশ ঘুরে ঘুরে, আবার কখনো বা কাফে দা লেলিজের ঝুলবারান্দা থেকে। মনুমেন্টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো আর দেখলো প্লাস দা লেতোয়ালের চারপাশে বড় বড় দালানগুলোর ছাত। হঠাৎ দেখলে কেউ হয়ত ভাবতো ম অসমানের স্থাপত্যশিল্পে এই বিদেশী বিমুগ্ধ। কারো বোঝবার উপায়ও ছিলো না যে এই সৌম্য ইংরেজ ভদ্রলোক কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মনে মনে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলের হিসাব কষছে দেখে নিচ্ছে ওপর তলাগুলো থেকে তোরণের নীচে শাশ্বত আলোকশিখাটির দূরত্ব কত বা পেছনের ফায়ার-এসকেপ দিয়ে নেমে এসে জনতার ভীড়ে মিশে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা কতখানি।

তিনদিন পরে এতোয়াল ছেড়ে চলে এলো মভালেরিয়াতে ফরাসী প্রতিরোধ সংগ্রামের শহীদ স্মারক দেখতে। হাতে করে নিয়ে এলো ফুলের স্তবক। ইংরেজটির সহৃদয়তা দেখে গাইডও অবাক, খুব ভালো লাগলো তার। প্রতিরোধের সময়ে সেও দেশের জন্যে লড়েছিলো, যাদের স্মৃতিফলক এখানে আছে তাদের অনেকেই ছিলো তার পরিচিত বন্ধু। খুব যত্ন নিয়ে বিদেশীটিকে সব দেখালো সে প্রায় ধারাবিবরণীই দিয়ে গেলো। কিন্তু বিদেশীটির চোখ ছিলো শুধু ফটকের ওপাশে জেলখানার উঁচু প্রাচীরের দিকে আশেপাশের দালান থেকে ওই প্রাচীরটার জন্যেই অঙ্গনটা দেখা যায়নি। দু ঘন্টা পরে চলে গেলো সে সবিনয়ে প্রচুর প্রশংসা জানিয়ে গেলো। প্রদর্শকটিকে আর দিয়ে গেলো বেশ মোটাসোটা বর্কশিশ।

প্লাস দ্য আভালিদ দেখে এলো তারপর। বিশাল চত্বর। দক্ষিণ দিকটা প্রায় পুরো ঘিরে রেখেছে দ্য-অ্যাঁভালিদ হোটেল। নেপোলিয়নের সমাধি আছে এখানে। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নানা বীরকাহিনীর স্মৃতি এর প্রতিটি ধূলিকণায়। সুপ্রশস্ত চত্বরের পশ্চিমদিকে যেখানে র‍্যু ফাবেরে এসে মিশেছে সেইখানটায় যেন তার অতি উৎসাহ। কোণার কফিখানায় বসে বসে ভাবে যে পাশের উঁচু বাড়িটার (১৪৬ নম্বর র‍্যু দ্য গ্রেনেল) সাততলা কি আটতলা থেকে আঁভালিদের সামনের বাগান, ভেতরে যাওয়ার ফটক বা প্লাস দ্য আভালিদের অনেকটাই বন্দুকের পাল্লায় এসে যাবে। তবুও হত্যার চেষ্টা করার পক্ষে ঠিক সুবিধা নয় এখানটায়। আঁভালিদে ঢোকবার কাঁকর বেছানো পথটা প্রায় দুশো মিটার দূরে। তাছাড়া ১৪৬ নম্বর বাড়ির ওপর থেকে ওদিকটার দৃশ্য অনেকটা আড়াল করে দাড়িয়ে আছে প্লাস দ্য সান্তিয়াগোর ঘন লেবুগাছগুলোর বড় শাখাপ্রশাখা। বিষণ্ণচিত্তে কফিখানার দাম চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লো শৃগাল।

পুরো একটা দিন তারপর কাটালো নতরদাম ক্যাথেড্রাল দেখে দেখে। কিন্তু হিসাব করে দেখলো এটাও তেমন সুবিধার জায়গা নয়। একে তো সিঁড়ির গোড়া থেকে বড় বেশী কাছে, তায় আবার প্লাস দ্যু পারভিসের বাড়ির ছাতগুলো থেকে বড্ড দূরে। সবশেষে এলো র‍্যু দ্য

বেণেব দক্ষিণ দিকেব মোডটায। সেদিন তাবিখ ছিলো ২৮শে জুলাই। আগে এই জাযগাটাব নাম ছিলো প্লাস দা বেণ কিন্তু এখন নাম হযেছে প্লাস দু ১৮ই জুন ১৯৪০। দ্যগলপন্থীবা ক্ষমতা অধিকাব কবেই নাম বদলে দিয়েছিলো। শৃগালেব মনে পডলো সেদিন পুবনো কাগজ ঘাটতে ঘাঁটতে চোখে পডেছিলো বটে যে স্বেচ্ছা নির্বাসিত নিঃসঙ্গ দ্যগল লণ্ডন থেকে ফবাসীদেব উদ্দেশ্য সেদিন আহ্বান কবে বলেছিলেন। ৮ই জুন ১৯৪০-এ লডাইযে হেবে গেলেও সেইটাই ফ্রান্সেব সংগ্রামেব শেষ নয।

জাযগাটা দেখেই আকৃষ্ট হলো শৃগাল। দক্ষিণ দিকে অনেকটা স্থান জুডে দাঁডিযে আছে বিশাল গাব-মঁপাবনাস স্টেশন। স্কয্যাবেব প্রশস্ত চত্ববে বিবামবিহীন ট্রাফিক, —এদিকে বুলিভা দ্য মঁপাবনাস ওদিকে ব্যু দোদেসা আব ব্যু দ্য বেণে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন এই স্টেশন থেকে যাতাযাত কবে,মোটবকাব আব ট্যাক্সিব অবিবল স্রোত। শৃগাল নিবিষ্ট মনে ব্যু দ্য বেণেব উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো দেখতে থাকলো মনে মনে নিশ্চিত এই সেই জাযগা, নির্দিষ্ট দিনে এইখানেই শেষবাবেব মতো আসবেন ফ্রান্সেব বাষ্ট্রপতি। কিছুদিনেব মধ্যেই অবশ্য গাব ম পাবনাস স্টেশন ভেঙে ফেলা হবে, একটু দূবে গিযে বানানো হবে নতুন স্টেশন। বার্লিনকে লাঞ্ছিত কবে পাবী শহবেব গৌববোজ্জ্বল সংগ্রাম শেষ হযেছিলো। ওই যে সামনেব চত্ববে সেটা হযে দাঁডাবে শুধু আবো একটা অভিজাত বেস্তোবা। কিন্তু তাব আগে শুধু আব একটি বাবেব জন্যে এখানে আসবেন উনি তাঁব মাথায সামবিক খাকী টুপিতে দুটো সোনাব তাবা তেমনি জ্বলবে। চত্ববেব মাঝখানে দৃপ্ত গর্বিত ভঙ্গীতে দাঁডিযে থাকবেন। ব্যু দ্য বেণেব পশ্চিম কোণায এই যে দালানগুলো সেটা থেকে তাব দূবত্ব থাকবে বডজোব একশো তিবিশ মিটাব।

শৃগাল আবেকবাব মনে মনে হিসাব কবে নিলো। বহু অভিজ্ঞতাব এইসব ব্যাপাবে তাব হিসাব নির্ভুল হবেই। ব্যু দ্য বেণেব প্রথম তিনটে বাডি থেকে সম্ভব হতে পাবে চত্ববে গুলি ছুডতে গেলে ফাযাবিং অ্যাঙ্গেলটা একটু সূক্ষ্ম হবে, কিন্তু অসম্ভব নয। অবশ্য পবেব বাডিগুলো থেকে অসম্ভব অ্যাঙ্গেলটা পাওযা যাবে না গুলি ছোঁডবাব। তেমনি বুলিভা দা মঁপাবনাসেব প্রথম তিনটে বাডি থেকেও সম্ভব হতে পাবে কিন্তু তাব পবে বাডিগুলো থেকে আব পাবা যাবে না, দূবত্ব বেডে যাবে। কাছাকাছি আব কোন বাডি নেই, স্টেশন বিল্ডিং যে ভবে আছে বাকি জাযগাটা স্টেশনেব দালান থেকে কাজটা অসম্ভব, চত্ববেব দিকে যে জানলাগুলো সেগুলোতে সিকিউবিটিব লোক সেদিন ভিড কববে। ব্যু দ্য বেণেব বাডিগুলো দেখে আসতে মনস্থ কবলো শৃগাল। পাযে পাযে এগিযে গেলো ওইদিকেব একটা কাফেব উদ্দেশ্যে। গালভবা নাম তাব —কাফে ডাচেস অ্যান।

বাস্তা থেকে কযেক ফুট ওপবে ঝুলন্ত বাবান্দায বসে বসে কফি খেতে থাকে। পাযেব নীচে যানবাহনেব গর্জাযমান স্রোত। তিন ঘন্টা ধবে ওপাশেব বাডিগুলো লক্ষ্য কবে কবে দেখলো, তাবপব দুপুবেব খানা খাওযাব জন্যে চলে গেলো ওখানেব একটা বেস্তোবা —আঁসি ব্রাসেবি আলসাশিযেনে। সাবা বিকেল ঘুবে ঘুবে দেখলো সেই বাডিগুলো যেগুলোকে সম্ভাব্য বলে ওব মনে হযেছে। সবগুলোই অ্যাপার্টমেন্ট বাডি। তাদেব দোতলা পর্যন্ত গিযে খুঁটিযে দেখে এলো। বুলিভা দ্য মঁপাবনাসেব সামনে যে বাডি ছিলো সেগুলোও দেখে এলো। কিন্তু ওগুলো সব অফিস-বাডি, বড বেশী লোকেব ভীড।

পবেব দিন আবাব ফিবে এলো। বাডিগুলোব পাশ দিযে হেটে হেঁটে বাস্তা পেবিযে চলে এলো একটা পেভমেন্ট বেঞ্চে। গাছেব ছাযায খববেব কাগজ খুলে বসে, কিন্তু চোখ তাব ওপবতলাগুলোয। পাথুবে সব বাডি, পাঁচ-ছতলা উঁচু। প্যাবাপেটেব পব ঢালু কালো টাইলেব ছাত। ছাতে অনেকগুলো ঘব, জানলাও আছে তাদেব। আগে চাকববাকবদেব ঘর ছিল এগুলো,

এখন গরীব অবসরপ্রাপ্ত লোক সামান্য পেনশনই যাদের একমাত্র অবলম্বন, তারাই বাস করে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনটিতে বোধহয় ছাতেও পাহারা বসবে, চোখে দুরবীণ লাগিয়ে সামনের বাড়িগুলো তারা লক্ষ্য করবে। তবে একদম ওপরতলার (ছাতের ঘরগুলোয় নয়) কোন ঘরে ঢুকে অন্ধকারে বসে থাকলে বিপরীত দিকের ছাত থেকে দেখা যাবে না। জানলা খুলে রাখলেও সন্দেহ জাগবে না, বছরের ও-সময়ে পারীর ভ্যাপসা গরমে জানলা খোলা থাকাই তো স্বাভাবিক।..... কিন্তু ঘরের যত ভেতরে ঢুকে বসা যাবে ততই মুশকিল গুলি ছোঁড়ার। প্রাঙ্গণে নিশানা করতে হলে অ্যাঙ্গেল পাওয়া দুষ্কর। কাজেই র‍্যু দ্য রেণের দু ধারের তৃতীয় বাড়ি দুটো হিসাব থেকে বাদ দিলো শৃগাল। রইলো বাকী চারটে বাড়ি। সেদিন ওকে বোধহয় গুলি ছুঁড়তে হবে প্রায় ভরা-বিকেলে। সূর্য তখন পশ্চিম গগনে হেললেও রাস্তার পূব দিকের বাড়িগুলোর ছাত বেয়ে ওপরতলার জানলাগুলোয় রোদ নিশ্চয়ই থাকবে। নিশ্চিত হবার জন্যে ২৯শে জুলাই তারিখে বেলা চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। দেখলো পশ্চিমের বাড়িগুলোর একেবারে ওপরতলার জানলায় শুধু বাঁকা সূর্যরশ্মি, কিন্তু পূবের বাড়িগুলোয় তখনো বেশ চড়া রোদ। কাজেই পশ্চিম দিকের দুটো বাড়িই সে শেষমেষ বেছে নিলো।

পরের দিন দেখা পেলো স্ত্রীলোকটির, অ্যাপার্টমেন্ট বাড়ির তদারকের ভার যার ওপর। সামনের পেভেমেন্ট বেঞ্চে বসেছিলো শৃগাল, দেখলো মেয়েছেলেটা বাড়ির দোরগোড়ায় বসে বসে উল বুনছে।....প্রায় চারটে নাগাদ উল গুটিয়ে তার মস্তবড় ঢিলা জামার পকেটে পুরে স্যাণ্ডাল পায়ে ঘসঘস করে চললো রুটির দোকানের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিৎ পদে শৃগাল বাড়িটার ভেতরে ঢুকে পড়লো , লিফট না নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়িটা লিফটের খাঁচার চারিদিকে বেষ্টন করে ওপরে উঠেছে। প্রতি দু-তলা ওঠবার পর সিঁড়ির মাঝবরাবর পেছন দিকে একটা করে দরজা, সেটা দিয়ে বিল্ডিংয়ের পেছনে ফায়ার-এসকেপের সিঁড়িতে যাওয়া যায়। ছ-তলার কাছে পৌঁছে সেই দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখলো বিপদ-সিঁড়ি নীচে একটা উঠোনে নেমে গেছে, সেখানে অন্য অন্য অ্যাপার্টমেন্টের পশ্চাৎদ্বার। সেই উঠোন থেকে একটা গলি বেরিয়েছে উত্তর দিকে।... দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে বাকি কয়েক ধাপ উঠে শৃগাল একেবারে ওপরতলায় পৌঁছলো, ছ-তলায়। ছাতে ওঠবার সরু সিঁড়ি উঠেছে এখান থেকে। ভেতরের উঠোনমুখী ফ্ল্যাটগুলোয় ঢোকবার দুটো দরজা, আবার রাস্তামুখো ফ্ল্যাটগুলোয় যাবারও দুটো দরজা। মনে মনে হিসাব করে বুঝতে পারলো রাস্তামুখো ফ্ল্যাট দুটোর জানলা হয় র‍্যু দ্য রেণের ওপরে —নয়তো খানিকটা ওই স্কয়্যারে আর খানিকটা প্রাঙ্গণের দিকে। এই জানলাগুলোই সে নীচে থেকে লক্ষ্য করে করে দেখেছিলো।

ফ্ল্যাট দুটোর দরজায় দেখলো নামফলক। একটায় লেখা, "মাদমোয়াজেল বারাঞ্জার" আর একটায় "মঁ, এবং মাদাম শারিয়ের"। দেখলো দুটোতেই তালা বন্ধ, কেউ কোথাও নেই। শক্তসমর্থ ভারী দরজা, পুরু গা-তালা। চাবি লাগাতেই হবে, এমনিতে হবে না। প্রতিটি ফ্ল্যাটের চাবি নিশ্চয়ই মেয়েছেলেটার খুপরি অফিসে পাওয়া যাবে। তার নামও জানা গেছে, পাড়ায় স্ত্রীলোকটি বেশ পরিচিত। বেঞ্চে বসে বসে শৃগাল শুনেছিলো যেতে-আসতে দোকানের লোকেরা তাকে মাদাম বার্থ বলে সম্বোধন করে অভিবাদন জানাচ্ছিলো।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললো শৃগাল, শব্দ না করে ধীর পায়ে। পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগেনি তার বাড়িটা দেখতে। মেয়েছেলেটা ফিরে এসেছে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে ঘষা কাঁচের অফিসে তার ছায়া দেখা গেলো। খিলানওলা প্রবেশদ্বার দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো শৃগাল। র‍্যু দ্য রেণ ধরে বাঁদিকে চললো। দুটো ব্লক পেরিয়ে ডাকঘরের দেওয়ালের শেষে সরু একটা রাস্তা, র‍্যু লিতার। ডাকঘরের দেওয়াল ঘেঁষে চললো ওই রাস্তা ধরে। বিল্ডিংটার শেষে একটা

ঢাকা সরু সুড়ঙ্গ পথ। সিগারেট ধরিযে নেবাব জন্যে দাঁড়ালো সে, সেই আলোয় সুড়ঙ্গের এদিক-ওদিক দেখে নিলো। দেখলো ডাকঘবেব পেছন দিকে যাওযা যায এটা দিযে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নৈশ কর্মচাবীদের জন্যেই এই বাস্তা। সুডঙ্গেব শেষে বোদ-ঝলমলে উঠোন, তাব ওইদিকে সেই অ্যাপার্টমেন্টটাব বিপদ-সিঁড়িব ধাপ। লম্বা টান দিলো সিগাবেটে, বেশ সুখটান, পালানোব পথ অবশেষে খুঁজে পাওযা গেছে।

ব্য লিতাবেব শেষে বাঁদিকে ঘুবে ব্য দ্য ভজিবাতে এসে পড়লো। সেখান থেকে চললো বুলিভা দ্য মঁপাবনাসেব মোড়ে। মোড়ে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকিযে খালি ট্যাক্সি খুঁজছিলো, হঠাৎ দেখলো একজন মোটবসাইকেল-আবোহী পুলিস বাস্তাব মোড়ে তীববেগে এসে তাবস্ববে হুইসিল বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে সব ট্যাফিক থেমে গেলো। ডুবকেব দিকে থেকে যে গাড়িগুলো আসছিলো তাদেব বাস্তাব ডানদিকে থামাব নির্দেশ দিলো। থামতে না থামতেই ডুরকেব দিক থেকে পুলিসেব সাইবেন শোনা গেলো। বুলিভা দ্য মঁপাবনাসেব মোড়ে দাঁড়িযে শৃগাল দেখলো পাঁচশো গজ দূবে বুলিভা দ্য অঁভালিদ থেকে ডুবকেব মোড়ে এসে পড়লো একটি মোটব-সবণী। তাব দিকেই আসতে থাকে সেটা। সামনে দুজন কালো চামড়াব পোশাক পবা মোটব সাইকেল আবোহী, তাদেব সাদা শিবস্ত্রাণ বোদে ঝলকাচ্ছে, তীক্ষ্মস্ববে সাইবেন বাজিযে চলেছে তাবা। পেছনে পাশাপাশি দুটো খাদা হাঙ্গবমুখো সিত্রো ডি এস ১৯ গাড়ি। তাব একটাতে ড্রাইভাব আব এডিসি-ব পেছনে সোজা হযে বসে আছে একটি দীর্ঘদেহ, পবনে কালো স্যুট। চকিতে চলে গেলো সে মূর্তি। শৃগালেব চিনতে একটুও ভুল হলো না। অমন উন্নতনাসা তেজব্যঞ্জক দৃপ্ত অবযব দেখে কাবই বা ভুল হয়? মনে মনে হাসলো, এব পবেব বাব ওকে আবো স্পষ্ট কবে দেখবে, টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ লাগিযে। একটা খালি ট্যাক্সি থামিযে হোটেলে ফিবে এলো তাবপব।

ডুবকেব ভগ্নস্তূপ বেলস্টেশন থেকে বাস্তায বেবিযে আবও একজন সেদিন বাষ্ট্রপতিকে নির্নিমেষ নযনে দেখলো। তাব কৌতূহলও যেন উদগ্র। জাকলিন দুমাব বযস তখন ছাব্বিশ, দেখতেও বেশ ভালো রূপবতীই বলা যায। সেই রূপকে আবাব সে মেলেও ধবতে জানে। কাবণ সাঁ এলিজেব একটি মহার্ঘ নান্দনিকেব দোকানেই তো তাব চাকবি, কাজই হচ্ছে নাবীব রূপকে প্রস্ফুটিত কবে তো[illegible]। সেদিন, সেই ৩০শে জুলাইযেব বিকেলে তাড়াতাড়ি বাসায চলেছিলো সে, প্লাস দ্য ব্রেতোযেলেব অদূবেই তাব ফ্ল্যাট। জানতো কযেক ঘন্টাব মধ্যেই তাকে সম্পূর্ণ নিবাববণ হযে দাঁড়াতে হবে ত[illegible] প্রেমিকেব সামনে যাকে সে অন্তবে ঘৃণা কবে। তাই নিজেকে যদ্দুব সম্ভব মোহিনী কবে তুলতে চাইছিলো।

ক'বছর আগে অবশ্য এমনটি ছিলো না তখন সে অভিসাবেব পরবর্তী ক্ষণটুকুব জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা কবতো। জীবনেব পবম লগ্ন মনে হতো সেইসব মুহূর্ত। ভালো পবিবাবেব মেযে। বাপ ব্যাঙ্কেব কেবানী, মা আদর্শ মধ্যবিত্ত ফবাসী নাবী, যেমন সুগৃহিণী তেমনি সন্তানবৎসলা। মেযেটি বিউটিসিযানেব কোর্স কবেছিলো আব ভাই জাঁ-ক্লদ তখন ন্যাশনাল সার্ভিস কবছিলো। পবিবাবটি থাকতো এ[illegible] দূবেব শহবতলীতে, লা ভেজিনেস। বাড়িটাও মন্দ ছিলো না।

১৯৫৯-এব শেষেব দিকে একদিন প্রাতবাশেব সময টেলিগ্রামটি এলো সামবিক বাহিনীব সদব দপ্তব থেকে। মন্ত্রী মহাশয অশেষ ক্ষোভেব সঙ্গে মসিযোঁ এবং মাদাম আবমাঁ দুমাকে জানিযেছেন যে তাদেব পুত্র ফার্স্ট কলোনিযাল প্যাবাট্রুপার্সেব সিপাহী জাঁ-ক্লদ আলজেবিযাতে মৃত্যুববণ কবেছে। তাব ব্যক্তিগত মালপত্র সত্বরই শোকার্ত পবিবাবেব কাছে পাঠিযে দেওযা হবে।

জাকলিনের নিজস্ব জগৎ যেন খান-খান হয়ে ভেঙে গেলো। কিছুইই আর ভালো লাগে না, অর্থহীন মনে হয় সব। লা ভেজিনের নিরিবিলি জীবনের নিরাপত্তা, নান্দনিক সেলুনে অন্যান্য মেয়েদের রসালাপ, ইভ মঁতাঁর সৌন্দর্য নিয়ে তাদের মাতামাতি বা আমেরিকা থেকে সদ্য আগত নতুন নাচের ধারা লা বক কিছুই আর মনকে নাড়া দেয়না। মনের মধ্যে বার বার একই কথা একই চিন্তা ররিনের সুতোর মতো ঘুরপাক খেয়ে যায়। তার ছোট্ট ভাই,— আহা রে, শিশুর মতোই সুকোমল ছিলো সে, বইয়ে মুখ ডুবিয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতো যুদ্ধ বিরোধ, হানাহানির ওপর তার ছিলো ঘোরতর বিদ্বেষ সেই কিনা আজ-ঈশ্বর পরিত্যক্ত আলজেরিয়ার কোন এক সর্বনাশা গ্রামে যুদ্ধের শিকার হলো।. পুঞ্জীভূত ঘৃণা জন্মে তার মনে। নিশ্চয়ই ওই নোংরা বদমাইস আরবদের কাণ্ড এইটা। ওই কাপুরুষ "তরমুজ"দের কাছ থেকে কি সভ্য ব্যবহার আশা করা যায়।

তারপর এলো ফ্রাঁসোয়া। শীতের এক রবিবারে বাবা ও মা গেছেন কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে, জাকলিন বাড়িতে একা। হঠাৎ এলো সে। ডিসেম্বর মাস, রাস্তায় বরফ পড়েছে, বাগানের মাটিতেও বরফের পাতলা স্তর। শীতে সবাই শীর্ণ কিন্তু ফ্রাসোয়াকে দেখায় বেশ তরতাজা, রোদেপোড়া বাদামী রঙ। ভেতরে এসে জিজ্ঞেস করলো মাদমোয়াজেল জাকলিনের সঙ্গে দেখা হতে পারে কী? জাকলিন শুধালো তিনি কে, কী চান? উত্তরে শুনলো সিপাহী জঁা ক্রুদ দুমা যে ফৌজে ছিলো সেটার কম্যাণ্ড করতেন তিনি তার একটা চিঠি নিয়ে এসেছেন। অতএব অতিথিকে ভেতরে আসতে বললো জাকলিন।

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে চিঠিটা লিখেছিলো জাঁ ক্রুদ। কোনো এক ফরাসী পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে, হত্যাকারী ফেলাগাদের খোঁজে পাহারা বসলো। জাঁ ক্রুদ ছিলো সেই পাহারাদার ফৌজের সিপাহী। কোটের বুকপকেটেই চিঠিটা রেখে দিয়েছিলো সে গেরিলাদের খোঁজ পায়নি ওরা কিন্তু টহল দিতে দিতে আলজেরীয় জাতীয় আন্দোলন বাহিনী এ এল এন -এর ফৌজের সামনে গিয়ে পড়েছিলো তারা। এরা সকলেই সুশিক্ষিত, সশস্ত্র এবং নির্মম। সূর্য ওঠার আগেই প্রত্যূষের আলো আধারিতে ভীষণ লড়াই হলে জাঁ-ক্রুদের ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো বুলেটের ঘায়ে। মরবার আগে ফৌজী কমাণ্ডারকে চিঠিটা দিয়ে গিয়েছিলো সে।

চিঠিটা পড়ে জাকলিন একটু কাঁদলো। শেষ দিনগুলোর কথা কিছু লেখা নেই তাতে, শুধু আছে কনস্তান্তিনের ব্যারাকের কথা, নিয়মানুবর্তিতা এবং যুদ্ধশিক্ষার সামান্য বিবরণ। বাদবাকি ঘটনা শুনলো ফ্রঁসোয়ার কাছে। চার মাইল পথ পিছু হেঁটে যেতে হয়েছিলো কাঁটাঝোপে ভরা রুক্ষ্ম প্রান্তরের ওপর দিয়ে। ওদিকে প্রতিমুহূর্তে দু পাশ থেকে এ. এল এন বাহিনী ক্রমশ ওদের ঘিরে চেপে আসছিলো রেতারে ক্রমাগত বার্তা পাঠানো হচ্ছিলো বিমানবাহিনীকে পাঠাতে, সাহায্য করতে আটটার সময়ে অবশেষে এসেছিলো ফাইটার-বম্বারেরা, তাদের ভীমগর্জ ইঞ্জিন আর রকেটের বজ্রনিনাদে আকাশ মুখরিত হয়েছিলো। জাকলিনের ভাই নিজেকে সাহসী প্রমাণ করবার জন্যে স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়েছিলো সবচেয়ে কঠোর এই বাহিনীতে মরলোও সেইভাবে বড় পাথরের আড়ালে একজন কর্পোরালের হাঁটুতে শুয়ে রক্তবমি করতে করতে তার প্রাণ বেরিয়েছিলো।

ফ্রাঁসোয়া যথেষ্ট ভদ্রতা দেখালো। চার বছর উপনিবেশে থেকে থেকে বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া মন, একেবারে পেশাদার সৈনিক। তবু তারই ফৌজের একজন সৈন্যের দিদি, কাজেই মিষ্টি করে নরম করে কথাটথা বললো। শহরে গিয়ে কোথাও একসঙ্গে খাওয়ার প্রস্তাবও জানালো। রাজি হয়ে গেলো জাকলিন। মনে ভয় ছিলো বাবা মা ফিরে এসে

আবার এইসব কাহিনী শুনে নতুন করে শোক পাবেন। খেতে খেতে লেফটেনান্টকে রাজী করিয়ে নিলো এ-সব কথা যেন মা-বাবাকে ঘুণাক্ষরেও না বলে।

কিন্তু তার নিজের কৌতূহল অপরিসীম। আলজেরিয়ায় যুদ্ধের আসল ব্যাপারটা কী, ওখানে সত্যি সত্যি কী ঘটেছে না ঘটেছে, কেন এই যুদ্ধ, রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা কী এইসব কত প্রশ্ন। গত জানুয়ারিতে দ্যগল প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এলিজে প্রাসাদে এসেছেন স্বাদেশিকতার ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন অথচ আলজেরিয়াকে রাখবেন ফ্রান্সের মধ্যেই সেগুলো তাহলে কী? এই প্রথম জাকলিন শুনলো ফ্রাঁসোয়ার মুখে যে তাদের ওই পরম উপাস্য নেতাটিকে ফ্রান্সের বিশ্বাসহন্তা বলেই অভিহিত করা হচ্ছে।

ফ্রাঁসোয়ার ছুটির সময়টুকু কেটে গেলো জাকলিনের সান্নিধ্যে। প্রত্যেক দিন কাজের শেষে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতো মেয়েটি। ফাঁসোয়া তাকে ধীরে ধীরে শোনালো ফরাসী আর্মির বিশ্বাসঘাতকতার কথা, এফ এল এন নেতা কারারুদ্ধ আহমেদ বেন বেলার সঙ্গে প্যারী সরকারের গোপন বৈঠক। বললো শীগগিরি নাকি আলজেরিয়া হস্তান্তর করে দেওয়া হবে তরমুজদের হাতে। জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধে রণাঙ্গনে ফিরে গেলো ফ্রাঁসোয়া। আগস্টে আবার এক সপ্তাহের ছুটি যোগাড় করে চলে এলো মার্সাইতে। জাকলিন সেখানে গেলো। দুজনে আবার মিলিত হলো। ফ্রান্সের তেজোদৃপ্ত পৌরুষ যেন ফ্রাঁসোয়া, সকল কালিমার ঊর্ধ্বে, জাতীয়তাবাদের পূর্ণ প্রতীক যেন সে। ১৯৬০ সালের সেই শরৎকাল আর শীতঋতু জাকলিনের কাটলো নায়ক উপাসনায়, ধ্যানে ধারণায় শুধু তারই মূর্তি। খাটের পাশে টেবিলে রেখে দিলো তার একটা ফটো, রাতে সেটা দেহের ওপর চেপে চেপে ধরতো। —ফ্রাঁসোয়া বসন্তকালে শেষ বারের মতো ছুটি নিয়ে এসেছিলো প্যারীতে রাস্তায় রাস্তায় জাকলিন যখন সেজেগুজে ইউনিফর্ম পরা ফ্রাঁসে যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো তখন তার মনে হতো এত সুন্দর আর এত বলবান পুরুষ বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই জগতে। যে কটা দিন ফ্রাঁসোয়া ছিলো, জাকলিন কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে রইলো।

ফ্রাঁসোয়ার মন তখন বেশ বিচলিত। হাওয়ার মুখে খবর ছড়াচ্ছে। এফ এল এন এর সঙ্গে আলোচনার কথা সবাই জানে। সামরিক বাহিনী এসব বেশিদিন বরদাস্ত করবে না ভাবলো ফ্রাঁসোয়া, অন্তত যারা খাঁটি সৈনিক তারা তো নয়ই। আলজেরিয়াকে ফরাসী ভূখণ্ড হয়ে থাকতেই হবে। এ যেন এক ধ্রুবসত্য। সাতাশ বছরের জঙ্গী অফিসারটির মনে যেমন সে সম্বন্ধে কোনোই দ্বিধা নেই তেমনি আবার নেই ওই তেইশ বছরের মেয়েটির মনে, যে আবার দুদিন পরে মা হতে চলেছে।

সন্তানের কথা কিন্তু ফ্রাঁসোয়া জানতেও পারলো না। মার্চে তাকে আলজেরিয়া ফিরতে হলো। সৈন্যবাহিনীর কয়েকটি ফৌজ ফরাসী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ২১শে এপ্রিল তারিখে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারী সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ বেধে গেলো। মে মাসের প্রথমদিকে রণাঙ্গণে সরকারী সৈন্যের গুলিতে ফ্রাঁসোয়া জীবন হারালো।

জাকলিন খবরটা জানতে পারলো অনেকদিন পরে। এপ্রিল থেকে কোনো চিঠি পায়নি, আশাও করেনি কোনো চিঠির, কারণ পরিস্থিতি তখন অস্বাভাবিক। জুলাই মাসে পেলো সেই দুঃসহ বার্তা। প্যারীর এক শহরতলীতে সস্তা ভাড়ার ফ্ল্যাট নিলো চুপিচুপি, গ্যাস ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলো। কিন্তু মরতেও পারলো না, ঘরে ছিলো অসংখ্য ছিদ্র। শুধু পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে গেলো। বাপ-মা তাকে নিয়ে বাইরে চলে গেলো ছুটিতে, আগস্ট মাস তখন।

ফিরে এলো যখন তখন মনে হলো শোকের ধাক্কা সামলে উঠেছে। ডিসেম্বর মাসের ভেতরই ও. এ. এস.-এর সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠলো সে।

উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার ঃ ফ্রাঁসোয়া আর জাঁ-ক্লদ, তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবেই তা যেমন করেই হোক। দুনিয়ায় আর কোনো কাম্যবস্তু নেই, প্রতিহিংসাই একমাত্র লক্ষ্য। ও. এ. এস.-এব কাজেও মাঝে মাঝে হতাশা জাগে। এখানে সংবাদ নিয়ে যাও ওখানে চিঠি দিয়ে এসো, খুব বেশী হলে বাজারের থলেতে পাঁউরুটির মধ্যে গুঁজে প্লাস্টিক বোমা দিয়ে এসো। মনে মনে নিশ্চিত আরো অনেক বড বড় কাজ কবতে পাবে সে। পেতি ক্লামাবের ঘটনার পর একদিন ষড়যন্ত্রীদেব একজন পুলিসেব চোখ এড়িয়ে তার ফ্ল্যাটে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো তিন রাতেব জন্যে। ধন্য হয়ে গিয়েছিলো জাকলিন .. বড় কাজ এলো এতদিনে। কিন্তু তিনদিন পর চলে গিয়েছিলো ভদ্রলোক। মাসখানেক পরে ধবাও পড়েছিলো, কিন্তু তাব ফ্ল্যাটে থাকাব কথা কাউকেও বলেনি। হযত ভুলেই গিয়েছিলো, কে জানে! কিন্তু নিবাপত্তার খাতিবে কয়েক মাস তাকে কোনো কাজই দেওযা হলো না। জানুয়াবিতে আবার সে সংবাদ বহনের কাজ শুরু করলো। এইভাবেই চললো অনেকদিন। তাবপর জুলাইয়ে একদিন একজন লোক এলো তাব সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে এসেছিলো দলেব স্থানীয় অঞ্চল-প্রধান। আগন্তুককে মনে হলো বেশ বড়সড় নেতাই হবেন, কারণ অঞ্চল-প্রধানেব ভাবেভঙ্গিতে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ফুটে উঠেছিলো। তাঁর নাম অজানাই বয়ে গেলো। . . জাকলিন কি দলের জন্যে একটা বিশেষ কাজ কবতে বাজী আছে? নিশ্চয়ই হযতো বিপদ ঘটতে পাবে, তাছাড়া কাজটা বিশ্রী নোংবা তো বটেই! হোকগে।

তিনদিন পবে তাকে এক জায়গায নিয়ে যাওযা হলো। গাড়িব মধ্যে থেকেই দেখলো সামনের ফ্ল্যাট-বাড়িব সিঁড়ি দিয়ে একজন ভদ্রলোক নেমে আসছেন। ওকে বলা হলো লোকটি কে, কী কবেন। আব জাকলিনেব কী কর্তব্য সেটাও পরিষ্কাব বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

জুলাইযের মাঝামাঝি দেখা হলো তাদেব দুজনেব। রেস্তোবাঁয় গিযে বসলো তাঁর পাশে। নবম লজ্জা-লজ্জা গলায় ওঁর টেবিলের নুনেব পাত্রটি চাইলো। ভদ্রলোক আরো দুএকটি কথা বললেন, জাকলিন কিন্তু নম্র বিনীত ভঙ্গীতে শুধু হুঁ-হাঁ কবে গেলো। আশানুযাযী ফলই ফললো। ওব মধুব সলাজ ভঙ্গীতে মুগ্ধ হলেন ভদ্রলোক। বোঝাই গেলো না কখন তাদের আলাপ জমে উঠলো। পনেবো দিনেব মধ্যেই ভালোবাসা হয়ে গেলো। জাকলিন পুরুষ চিনতো। বুঝতে পেবেছিলো নব্য প্রেমিকটি দারুণ অভিজ্ঞ, নাবীশিকাবে একেবাবে দড়। বহু-অভিজ্ঞ নারীব চেয়ে নতুন মেয়ে দেখলেই তাঁব কামনা জেগে উঠবে। অতএব সলজ্জ যুবতীব ভূমিকাই নিলো সে, মনোযোগ আছে কিন্তু সতী। মাঝেমধ্যে ঠারেঠোরে বুঝিযে দিলো যে তার এই অপরূপ দেহলাবণ্যকে সে অযথা ঝরে যেতে দিতে বাজী নয। টোপ গিললেন ভদ্রলোক। মেয়েটিকে জয কবতেই হবে। উগ্র হয়ে উঠলো তাঁব বাসনা।

জুলাই মাসেব শেষে দলের অঞ্চল-প্রধান জাকলিনকে জানালো এখন যেন সহবাস শুরু করে। এতদিন না হয মুশকিল ছিলো, ভদ্রলোকেব বৌ আর ছেলেমেয়েও তাঁব সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু ২৯ তারিখে তাঁর বৌ আব ছেলেমেযে চলে যাচ্ছে দেশের বাড়ি লয়াব ভ্যালিতে আর ভদ্রলোক শুধু একলাই থেকে যাচ্ছেন পারীতে কাজেব জন্যে! অতএব ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে ফেলতে হবে এখন।... অসুবিধাও হলো কিছু। বৌ-ছেলেমেয়ে চলে যাবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভদ্রলোক জাকলিনের নান্দনিক সেলুনে ফোন করে জেদ ধরলেন যে পবদিন রাতে তাঁর খালি ফ্ল্যাট-বাড়িতে যেন জাকলিন আসে, দুজনে মজা করে ডিনার খাবেন।

নিজেব ফ্ল্যাটে এসে জাকলিন ঘড়ি দেখলো। এখনো তিন ঘন্টা সময আছে। সেজেগুজেই যাবে সে, সম্পূর্ণ তৈবি হযে। তাতে লাগবে প্রায ঘন্টা দুই। নিবাববণ হযে ফোযাবাব নীচে দাঁড়ালো। বসন-আলমাবিব সামনে দাঁড়িযে আযনায দেখলো সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি। তোযালে মুছে নিলো সাবা শবীবে, আসন্ন বাতেব কোনো উন্মাদনাই নেই। ভীষণ ঘেন্না লাগছে, গা গুলিযে উঠছে। তবুও কবতেই হবে, পবিত্র কর্তব্য যে। ফ্রাঁসোযাব ছবি হাতে নিযে বিছানায শুলো। 'কী কবব বল, বল, বল?' চোখ বুজে ফেললো। অন্তব থেকে অস্বাভাবিক শক্তি ফুটে উঠছে, শুনতে পাচ্ছে যেনো ফ্রাঁসোযাব আদেশ, 'যাও, যাও।' এই আদেশ অমান্য কবাব শক্তি নেই ওব। তবু ছবিটাকে বুকে চেপে বললো, 'ফ্রাঁসোযা, আমাকে সাহায্য কবো আজ বাতে—আজ বাতে আমাকে সাহায্য কবো।'

মাসেব শেষ দিনে শৃগাল খুব ব্যস্ত। সকালে গেল ফ্রি-মার্কেটে, সঙ্গে মস্ত এক ঝোলা। পুবনো এক তেলতেলে কালো বেবে টুপি কিনলো, একজোড়া তলি মাবা জুতো আব সস্তাগোছেব প্যান্ট। অনেক ঘুবে ঘুবে মিলিটাবি গ্রেটকোট কিনলো একটা। একটু পাতলা হলে ভালো হতো, তবে মধ্য-গ্রীষ্মেব জন্যে তো আব সামবিক গ্রেটকোট বানানো হয না কোটটা বেশ লম্বা ঝুলেব, হাঁটুব অনেকটা ছাড়িযে আব তাই-ই তো তাব চাই।

বেব হতে গিয়ে চোখে পড়লো একটা দোকান, পুবনো মেডেল বিক্রি হচ্ছে। অনেকগুলো কিনলো অনেক ধবনেব। একটা বইও নিলো যাতে ফ্রান্সেব বিভিন্ন সামবিক মেডেলেব বিববণ আছে, ডেকবেশন বিবনেব বঙও দেওযা আছে ক্য বয্যালে সামান্য লাঞ্চ সেবে হোটেলে চলে এলো। সওদাগুলো সব একটা সুটকেসেব তলায গুছিযে বাখলো ওব সুটকেস দুটোই বেশ দামী। বইটা দেখে দেখে একসাব ডেকবেশন সাজিযে নিলো -মেদাল মিলিতেযাব মেদাল দ্যলা লিবাবেশিওঁ, দ্বিতীয যুদ্ধে ফবাসী মুক্তিযোদ্ধাব পদক ছাড়াও আবো কযেকটা মেডেলে বিভূষিত কবলো নিজেকে। তাবপব বইটা আব বাদবাকি মেডেলগুলো নিযে বুলিভা মালেশার্বেব ডাস্টবিনে ফেলে দিযে এলো। হোটেলেব কেবানীকে জিজ্ঞেস কবে জানতে পাবলো যে গাব দ্য নর্দ স্টেশন থেকে সওযা পাঁচটায একটা গাড়ি ছাড়ে ব্রাসেলসেব জন্যে এতোযাল দ্য নর্দ এক্সপ্রেস। সেই ট্রেন ধবে প্রায মাঝবাতে ব্রাসেলসে পৌঁছলো শৃগাল। জুলাই মাস শেষ হতে তখনো ছ সময বাকি।

দুয

পবদিন সকালে ভিকতব কওযালস্কিব নামে লেখা চিঠিটা বোমে এসে পৌঁছলো। ভীম কায কর্পোবালটি প্রতিদিনেব মতো ডাকঘব থেকে চিঠিপত্র নিযে ঘবে ফিবছিলো হোটেলেব চত্ববে ঢুকতেই হোটেলেবই একটা ছোকবা পেছন থেকে ডেকে বললো, 'সিনব একটু যদি সাহায্য কবেন'

ঘুবে দাঁড়ালো কওযালস্কি তেমনি উগ্রচণ্ড -ী। ছোকাবাটাকে চিনতে পাবলো না সে তবে সেটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঠেকলো না তাব। বোজই হনহন কবে পেবিযে লিফটে চড়ে, কোনোদিনই ওদেব দিকে তাকিযেও দেখে না। ছোকবা একটা চিঠি হাতে নিযে কওযালস্কিব পাশে এসে দাঁড়ালো।

'একটা চিঠি, সিনব নাম লেখা আছে সিন কোযালস্কি কোথায তাঁকে খুঁজবো জানি না ফ্রান্স থেকে এসেছে'

ইতালিযান বুলিব কিছুই বোধগম্য হলো না কওযালস্কিব। তবে আন্দাজে বুঝতে পাবলো, ওবই নাম যে নিচ্ছে সেটা ও বুঝলো, যদিও ইতালিযান উচাবণ অতি বদখত। ছোকবাব হাত থেকে চিঠিটা ছিনিযে নিযে হাতে লেখা নাম-ঠিকানাটায় চোখ বোলালো। হোটেলেব খাতায় অবশ্য ওব আসল নাম লেখা নেই। কওযালস্কি এমন কিছু বিদ্যাদিগজও নয, খববেব কাগজও কোনোদিন পড়ে না তাই জানতেও পবলো না যে পাঁচদিন আগেকাব পাবীব সংবাদপত্রে খবব বেবিযেছিলো যে ও এ এস-এব নেতাবা এখন এই হোটেলেব সবচাইতে উঁচুতলায আস্তানা গেড়েছে। কওযালস্কি ববং জানতো সে যে এখন কোথায আছে সে খবব কাবুব জানা থাকাব কথা নয। তাব নামে চিঠিপত্র আসেই না, কাজেই এলে পবে সেটা একটা অসাধাবণ ঘটনা হযে দাঁড়ায. প্রায উৎসবেবই সামিল। ইতালিযানটা এখনো ওব পাশে দাঁড়িযে। কুতকুতে দুই চোখ মেলে তাকিযে আছে যেন কওযালস্কিই ভবসা। ডেস্কেব কর্মচাবীবাও যে নাম কোনোদিন শোনেনি, হদিসও দিতে পাবলো না, সেই সমস্যা একমাত্র যেন সেই-ই সমাধান কবে দিতে পাবে।

কওযালস্কি ঘাড নিচু কবে ছোকবাব দিকে তাকালো। গুরুগম্ভীব কণ্ঠে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ওপবে নিযে যাচ্ছি।' ইতালিযানটাব কোচকানো কপাল তবু সিধে হলো না। 'ওপবে, ওপবে', কওযালস্কি বিবক্ত হযে বললো কযেকবাব, হাত তুলে ছাতেব দিকে দেখালো। এতক্ষণে ইতালিযানটাব যেন বোধোদয হলো। 'ওঃ আচ্ছা, ওপবে, বেশ, সিনব, বেশ। ধন্যবাদ '

কওযালস্কি হনহন কবে হাটতে শুরু কবলো। ইতালিযান ছোকবা তখনো হাত পা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেই থাকে লিফটে চড়ে ন তলায উঠতেই বাবান্দায ডেস্কেব লোকটা পিস্তল উঁচিযে সামনে এসে দাড়ালো। একমুহূর্ত দুজনে দুজনেব দিকে তাকিযে থাকলো তাবপব লোকটা বন্দুকে সেফটিক্যাচ লাগিযে পকেটে পুবলো। দেখে নিযেছে যে কওযালস্কি ছাড়া আব কেউই নেই লিফটে। এখন নিশ্চিন্ত। এটাই ওদেব নিযম। লিফটেব দবজায যদি দেখে আলোব সঙ্কেত আটতলাব ওপবে লিফট উঠছে তাহলেই ওকে তৈবি হযে দাঁড়াতে হয। নিতান্তই সাবধানতা এটা নিজেদেব লোক আসছে বলে জানালেও শিথিল হলে চলবে না, বলা তো যায না। ডেস্কেব পাহাবাদাবটি ছাড়াও আবো দুজন আছে, কবিডবেব শেষপ্রান্তে একজন আব বিপদ সিঁড়িব গোড়ায আবেকজন। এবাও বন্দুক নিযে তৈবি থাকে, বিপদেব সামান্য আভাস পেলেই ঝাঁপিযে পড়বে ওপবে ওঠবাব সিঁড়ি আব বিপদ পথ, দুটোতেই বৈদ্যুতিক ফাঁদ পাতা আছে কবিডবে বাখা ডেস্কেব নীচে আছে তাব সুইচ। অবশ্য হোটেল কর্তৃপক্ষ এইসব কিছুই জানেন না। দশ তলায থাকে ও এ এস নেতাবা তাব ছাতে পাহাবা দিচ্ছে আবেকটা লোক। কবিডবেব শেষপ্রান্তেব ঘবে এখন আবো তিনজন ঘুমোচ্ছে, সাবা বাত জেগে তাবা পাহাবা দিযেছে। বিপদ ঘটলে মুহূর্তেব মধ্যে তাবাও জেগে উঠে অস্ত্র হাতে চলে আসবে।

ডেস্কেব লোকটা টেলিফোন তুলে কর্তাদেব খবব দিযে দিলো, ডাক এসে গেছে। কওযালস্কিকে ওপবে উঠে যাবাব জন্যে ইশাবা কবলো। ভূতপূর্ব কর্পোবালটি নিজেব চিঠিটা অনেক আগেই পকেটে পুবে ফেলেছিলো। কর্তাদেব চিঠিপত্র তো একটা ছোট লোহাব বাক্সে বন্ধ, বাক্সটা আবাব শেকল দিযে তাব বা হাতেব কব্জিব সঙ্গে বাঁধা। দুটোতেই আছে টেপা তালা চাবি বর্দ্যাব কাছে। কযেক মিনিটেব মধ্যে ও এ এস কর্নেলটি দুটো তালাই খুলে ফেললো। শেকল ও বাক্স হাত থেকে খুলে কওযালস্কি নিজেব ঘবে চলে এলো ঘুমোনোব জন্যে। সন্ধ্যে থেকে বাতভোব তাব ডিউটি পড়বে ডেস্কে।

ন তলায় নিজের ঘরে এসে কওয়ালস্কি চিঠি খুলে দেখলো, প্রেরকের নাম দেখে আশ্চর্য হয়, কোভাকের সঙ্গে তো বছরখানেক দেখাই নেই। সে লিখতেও পারে না ভালো আর কওয়ালস্কি নিজে তো বহু কষ্টে অক্ষর চিনে চিনে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে ধরে সে চিঠিটা পড়লো। ছোট চিঠি, কাজেই পড়তে সময় লাগলেও পাঠোদ্ধার হলো অবশেষে।

চিঠির গোড়ায় কোভাক জানিয়েছে যে সেদিন সে একটা খবর দেখেছিলো কাগজে, তার এক বন্ধু সেটা জোরে জোরে তাকে পড়ে শুনিয়েছে। তাতেই সে জানতে পারলো যে রদাঁ মক্রেয়ার আর কাসোঁ এখন রোমের এই হোটেলে আছে। তাই ভাবলো যে তার পুরনো বন্ধু কওয়ালস্কি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে আছে। কাজেই আন্দাজে এই ঠিকানায় চিঠিটা দিচ্ছে।

তারপর অনেক রকম খবরবার্তা। ফ্রান্সে এখন দিনকাল বড় খারাপ...টিকটিকি গোয়েন্দাদের রাজত্ব চলছে অবাধে...কাগজপত্র দেখবার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে সর্বদা...গয়নার দোকানে হানাটানা দেবার হুকুম এখনো আসছে মাঝেমধ্যে। কোভাক লিখেছে সে নিজে ওরকম চারটে হামলায় নাকি ছিলো... বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার একেবারে...অত পরিশ্রমের পরও মাল দিয়ে দিতে হয়, ছিঃ। আগের কালে বুদাপেস্টেই ভালো ছিলো...মোটে দিন পনেরো চলেছিলো ওরকম লুঠতরাজ....কিন্তু বেশ হাতানো গিয়েছিলো তখন।

চিঠির শেষদিকে লিখেছে যে ক সপ্তাহ আগে মিশেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। মিশেল বললো জোজোর সঙ্গে তার দেখাটেখা হয়, ছোট্ট সিলভির নাকি অসুখ, লিউক না কি যেন কি হয়েছে। রক্তের গোলমাল নাকি। যাকগে, ভিকতর যেন চিন্তা না করে, ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ভিকতরের চিন্তা হলো বৈকি। ছোট্ট সিলভির অসুখ, ভীষণ খারাপ লাগছে। ছত্রিশ বছর বয়েস হলো, জীবনটা কেটেও গেলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, এরকম চিন্তাফিন্তা কোনোদিন হয়নি। জার্মানরা যখন পোল্যাণ্ড দখল করেছিলো তখন তার বয়েস ছিলো বারো। বাবা মাকে যখন কালো গাড়িতে পুরে নিয়ে চলে গেলো তখন আরো এক বছর বয়েস বেড়েছে মাত্র। অবশ্য জার্মান-অধিকৃত দেশে ক্যাথেড্রালের পেছনে বড় হোটেলটায় দিদি যে কী করতো তা বোঝবার মতো যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছিলো তখন। প্রতিরক্ষা দলে যোগ দিয়ে পনেরো বছর বয়সেই প্রথম জার্মান খুন করলো। রাশিয়ানরা যখন এলো তখন ও সতেরো বছরের। বাবা-মা তাদের যেমন ভয় করতো তেমনি ঘেন্নাও। পোলদের ওপর তারা কী ভীষণ অত্যাচার করেছে সেই সব লোমহর্ষণ কাহিনী ওকে শোনাতে প্রতিরক্ষাবাহিনীও ছেড়ে দিলো। ভালোই করেছিলো, কারণ কিছুদিনের মধ্যে কমিশারের হুকুম মতো এক এক করে তাদের হত্যা করে ফেলা হলো। তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো পালাতে পালাতে অবশেষে চেকোস্লোভাকিয়ায় এসে পৌঁছলো। তারপর চলে এলো অস্ট্রিয়া। শরণার্থী শিবিরে গিয়ে ঢুকলো। ক্ষুধাতৃষ্ণায় মুমূর্ষু, ভয়চকিত... হন্যে কুকুরের মতো অবস্থা। পোলিস ছাড়া কিছুই বলতে পারে না। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের ভাসমান শ্যাওলা এরা। মার্কিন খাদ্য খেয়ে খেয়ে গায়ে তাগদ হলো। ১৯৪৬ সালে এক বসন্তরাত্রে শিবির ছেড়ে পালিয়ে এলো....ইতালির দিক বলে রওনা দিলো। সেখান থেকে এলো ফ্রান্স, সঙ্গী তখন শরণার্থী শিবিরের আর একজন পোল যে ফরাসী জানে। মার্সাইতে এক রাত্রে একটা দোকান ভেঙে ঢুকেছিলো, মালিক এসে পড়াতে তাকে করলো খুন, তারপর আবার ফেরারী হলো। সঙ্গীটি বুদ্ধি দিলো চোখ এড়ানোর একটাই পন্থা আছে—বিদেশী ফৌজে নাম লেখানো। পরদিন সকালেই নাম লেখালো যুদ্ধে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে চারদিক, শাসনতন্ত্রও বিপর্যস্ত, তাই মার্সাইয়ে পুলিসী তদন্ত ভালো করে শুরু হতে না হতে ও তদ্দিনে চলে গেছে সিদি-বেল-আব্বাস। ভূমধ্যসাগরের তীরে মার্সাই শহর, নিত্যিদিন প্রচুর মার্কিনী খাবার জাহাজ থেকে নামে ওঠে। এক দিন খাবারের জন্যে মানুষ খুন হয়ে যায় এমন ঘটনা আকছারই ঘটছে।

কাজেই দিনকয়েকের মধ্যে দোকান লুঠের আসামী খুঁজে না পেয়ে কেস বন্ধ করে দিলো পুলিস। কওয়ালস্কি অবশ্য ততদিনে রীতিমতো ফৌজী আদমি। তখন ওর বয়েস উনিশ। পাকা সিপাইরা প্রথম প্রথম ওকে "আদুরে খোকা" বলে ডাকতো কিন্তু যেই তাদের দেখিয়ে দিলো কী করে মানুষ মারতে হয় অমনি তার নাম গেলো পাল্টে। সমীহ করে সবাই কওয়ালস্কি বলেই ডাকতে শুরু করলো।

ইন্দোচীনে ছ বছর কাটলো তারপর। মানুষ হিসাবে হৃদয়বৃত্তি থাকলেও হয়তো থাকতে পারতো তাও এখন গেলো উবে। তারপর এই বিশালদেহী কর্পোরালটিকে পাঠানো হলো আলজেরিয়ায়। কিন্তু মাঝখানে মাস ছয়েকের জন্যে মার্সাই শহরের উপকণ্ঠে এসেছিলো অস্ত্রযুদ্ধের প্রশিক্ষা নিতে। সেইখানে ডকের ধারে এক শুঁড়িখানায় দেখা হলো জুলির সঙ্গে। একেবারে বন্য মেয়ে, সম্প্রতি তার দালালের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কলহ চলছিলো। কওয়ালস্কি তাকে এমন ধোলাই দিলো যে লোকটা দশ ঘন্টা অজ্ঞান হয়েই রইলো। সেরে উঠেও কথা বলতো জড়িয়ে জড়িয়ে। চোয়ালটা ভেঙেই গিয়েছিলো, কথা বলতে গেলে খালি নড়বড় করতো।

যণ্ডাগুণ্ডা ফৌজী সিপাইটাকে জুলির বেশ পছন্দ হলো। কয়েক মাস ধরে সেই-ই হয়ে রইলো জুলির রাতের রক্ষী কাজ শেষ হলে তাকে পুরনো বন্দরের নড়বড়ে বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতো। ছাতের ওপরে শুধু এক-কামরার একটা ঘর। মেয়েটার দিক থেকে যথেষ্ট সাড়া পেতো, কিন্তু সবটাই জান্তব লালসা, ভালোবাসা একটুও ছিলো না। সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিলেও একফোঁটাও ভালোবাসা দেখা গেলো না। বরঞ্চ বললো ছেলে-ফেলে চায় না সে, যতসব আপদ. একটা বুড়ীকে চেনে তার কাছে গেলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে....কওয়ালস্কি মারলো এক গাঁট্টা তার মাথায়।

স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো ফের যদি অমন কথা শোনে তো মেরেই ফেলবে। আলজেরিয়া ফিরে যেতে তখনো তিন মাস বাকি। ইতিমধ্যে আরেকজন পোলিসের সঙ্গে দোস্তি হয়ে গিয়েছিলো। লোকটা আগে বিদেশী ফৌজেই ছিলো কিন্তু ইন্দোচীনের যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছে। নাম জোসেফ গ্রজিবোওস্কি, লোকে ডাকে জোজো বলে। এক বিধবার সঙ্গে জমিয়ে সংসার করছে। বড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চাকাওলা গাড়িতে ভাজাভুজি বিক্রি করে বেশ চলছে তাদের।... তিপান্ন সালে বিয়েই করে ফেললো বিধবাকে. তারপর থেকে জোজো শুধু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নেয় আর খুচরো ফেরত দেয় আর গিন্নীই সব বেচা-কেনা করে। যে সব সন্ধ্যায় জোজোর কাজ থাকে না, সোজা চলে যায় পুরনো শুঁড়িখানাগুলোতে। ব্যারাক থেকে বিদেশী ফৌজের জওয়ানেরা আসে সেই সব আড্ডায়। আগের কালের গল্প শুরু হয়। অবশ্য যারা আসে তারা বেশির ভাগই তরুণ, অনেক পরে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো কওয়ালস্কির সঙ্গে।

কওয়ালস্কি পরামর্শ চাইলো তার কাছে, কী করা উচিত, জুলির পেটে ছেলে এসেছে। ছেলে হতে দেওয়াই উচিত, কী বলো ? হ্যাঁ, জোজোরও সেই মত। ওরা দুজনেই তো এককালে ক্যাথলিক ছিলো।

'কিন্তু জুলি ওটাকে নষ্ট করতে চায়,' ভিকতর বললো

'জন্তু', জোজো গাল পেড়ে ওঠে।

'হ্যাঁ একদম গোরু,' ভিকতরেরও সেই ধারণা। দুজনে আরো কয়েক চুমুক মেরে শুঁড়িখানার দেওয়াল আয়নার দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলো।

'খুদে শয়তানটার ওপর অবিচার হবে,' ভিকতর বলে।

'হবেই তো,' জোজো পূর্ণ সমর্থন দিয়ে ওঠে।

আরেকটু ভেবে নিয়ে ভিকতর জানালো, 'বাচ্চা-টাচ্চা আগে কখনো হয়নি।'

'আমারও না। বিয়ে করলাম, তাও না,' ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লো জোজো।

রাত প্রায় কাবার করে এনে বেহেড মাতাল অবস্থায় দুজনে মিলে ব্যাপারটার সমাধান করে ফেললো। ফেলতেই আবার মাতালদের পূর্ণ গাম্ভীর্য নিয়ে আরেক গেলাস উদরস্থ করে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলো তারা। পরদিন সকালে জোজোর মনে পড়লো রাতের প্রতিশ্রুতির কথা, কিন্তু গিন্নীকে জানাতে সাহস পেলো না। তিনদিন সময় লেগে গেলো মনস্থির করতে. দু-একদিন ঠারেঠোরে কথাটা পেড়েছিলো বটে কিন্তু ঠিক বোঝাতে পারেনি। তারপর একদিন বিছানায় বৌয়ের পাশে শুয়ে হঠাৎ গড়গড় করে কথাটা বলেই ফেললো। অবাক হয়ে গেলো, গিন্নী মোটেই রেগে উঠলো না বরঞ্চ খুশীই হলো প্রস্তাবটা শুনে। কাজেই ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেলো।

ভিকতর আলজেরিয়াতে ফিরে গেলো। ব্যাটালিয়ানের কম্যাণ্ডার এখন মেজর রদাঁ, তার অধীনে কাজে যোগ দিয়ে আবার একটা নতুন লড়াইয়ে চলে গেলো। মার্সাইতে জোজো আর তার স্ত্রী গর্ভবতী জুলির ভার নিলো। মেয়েটাকে নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি ওদের। কখনো আদর-সোহাগে কখনো বকে-ঝকে তবে তাকে ঠিক রাখতে পেরেছিলো। ১৯৫৫-র শেষদিকে জুলির একটা মেয়ে হলো নীল চোখ, সোনা রঙের চুল। জোজো আর তার বৌ তাকে দত্তক নেবার দলিল-টলিল লিখলো, জুলিও স্বাক্ষর করলো। হয়ে গেলো দত্তক নেওয়া। ঝামেলা মিটলো জুলির, ফিরে গেলো নিজের ব্যবসায়। মেয়ে পেয়ে গেলো জোজোরা, নাম দিলো সিলভি। ভিকতরকে তার ছাউনিতে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলো। ভীষণ খুশী সে। কিন্তু কাউকে বললো না, ভয় পাছে জানালেই মেয়ে হারিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত তার নিজস্ব কোনো জিনিস জানাজানি হয়ে যাবার পর নিজের থাকেনি, সব হারিয়ে গেছে।

তিন বছর পরে আলজেরিয়ার পাহাড়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে একদিন পাদ্রী এসে জানালো যে সে উইল করে রাখতে পারে। এসব কথা কোনোদিন মনে হয়নি কওয়ালস্কির, পার্থিব জগতে আছেইই বা কী তার। মাইনের জমানো টাকা, সেই বা কইই? বহু কষ্টেসৃষ্টে বহুদিন পর যদি বা ছুটিছাটা মেলে তো সব টাকা-পয়সা যায় হয় শুঁড়িখানায় নয়তো বেশ্যাবাড়ির গহ্বরে। বাদবাকি পার্থিব সম্পদ তো ফৌজেরই মাল। তবু পাদ্রী বললো আজকাল ফৌজের কানুন অন্যরকম, উইল করে রাখাই ঠিক, কিছু যদি হয় তো সামরিক দপ্তর থেকে ওয়ারিশের নামে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা কিছু টাকা পয়সাও হয়তো পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে কওয়ালস্কি উইল করলো....মৃত্যুর পর তার যাবতীয় পার্থিব সম্পদ পাবে মার্সাইয়ের জনৈক জোসেফ গ্রুজিবোওস্কির কন্যা। সেই দলিল কালক্রমে চলে গেলো পারীতে। সামরিক মহাফেজখানার সদর দপ্তরে গাঁথা হয়ে রইলো তার ফাইলের সঙ্গে। ১৯৬০ সালে বোন এবং কনস্তান্তিনের বিদ্রোহের পর অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিবরণের সঙ্গে তার কাগজপত্তরও কর্নেল রদাঁর ক্রিয়াদপ্তরে গিয়ে পৌঁছলো। গ্রুজিবোওস্কিদের ওখানেও হাজির হলো তারা। ফলে কাহিনীটা তারা জেনে গেলো। কওয়ালস্কি কিন্তু এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতো না।

জীবনে মেয়েকে ও চাক্ষুষ দেখেছিলো দুবার। একবার যখন ১৯৫৭ সালে উরুতে বুলেট লাগায় তাকে মার্সাইতে পাঠানো হয়েছিলো শরীর সারাতে আর একবার যখন ৬০ সালে লেফটেনান্ট কর্নেল রদাঁ কোর্টমার্শালে সাক্ষী দিতে এসেছিলো আর সে এসেছিলো তার প্রতিরক্ষী হয়ে। শেষবারের বার মেয়েটা ছিলো সাড়ে চার বছরের। জোজোদের জন্যে অনেক উপহার আর মেয়েটির জন্যে অনেক খেলনা নিয়ে গিয়েছিলো সে কী চমৎকার কেটেছিলো! মেয়েটা ওকে

বলতো, ভিকতর কাকা ভাল্লুক!...কওয়ালস্কি কিন্তু এসব কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলেনি, রদাঁকেও না।

আর এখন কিনা সেই মেয়ে. অসুস্থ.... লিউক না কী হয়েছে! ভীষণ খারাপ লাগে কওয়ালস্কির।..... লাঞ্চের পর ওকে আবার ওপরে যেতে হলো। আজকে বিকেলের ডাকও দেখতে যেতে হবে। একটা জরুরী চিঠি আসবার কথা। লুঠতরাজ করে কত টাকা জমলো তার হিসাব আসবে। কব্জীতে যখন চিঠির বাক্সের শেকল বেঁধে দিচ্ছিলো রদাঁ তখন কওয়ালস্কি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো ঃ "লিউক না কি মানে কী?"

রদাঁ অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালো। "কই, আমি তো শুনিনি।

"রক্তের একরকম রোগ", কওয়ালস্কি বললো।

ঘরের ওদিকে বসে চকচকে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাছিলো কাসোঁ । সশব্দে হেসে উঠলো। "লিউকোমিয়ার কথা বলছে ?"

"হবে,... কিন্তু মানে কী?"

"ক্যান্সার, রক্তের ক্যান্সার," কাসোঁ বললো।

কওয়ালস্কি রদাঁর দিকে তাকালো। অসামরিক লোকদের সে মোটেই বিশ্বাস করে না।

"ডাক্তাররা সারিয়ে তুলতে পারে, কর্নেল সাহেব ?"

'না, কওয়ালস্কি, ওর চিকিৎসা নেই।...কেন ?"

"কিছু না," কওয়ালস্কি বিড়বিড় করে উঠলো,"পড়েছিলাম একজায়গায় , তাই।"

চলে গেলো কওয়ালস্কি। রদাঁ তার অনুচরটিব পড়াশুনার কথা শুনে আশ্চর্য হলেও কোনো মতামত প্রকাশ করলো না। কথাটা ভুলেও গেলো। কারণ প্রত্যাশিত খবর সত্যিই এলো বিকেলের ডাকে. জানা গেলো সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে এখন দলের অ্যাকাউন্টে আড়াই লক্ষ ডলারের ওপর জমা পড়েছে। রদাঁ টাকাটা শৃগালের নামে ট্রান্সফার করে দেবার জন্যে ব্যাঙ্ককে চিঠি লিখতে বসলো। কাসোঁ কিন্তু আপত্তি করলো। আরো কটা দিন সবুর করা যাক। শৃগালকে একটা টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দেবার কথা ছিলো। রাষ্ট্রপতির গতিবিধির গোপন খবর পাবার একটা উপায় প্রায় হয়ে এসেছে, দুটো দিন অপেক্ষা করলেই টেলিফোনের সংযোগসূত্রটা হত্যাকারীকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে! তখন টাকাটা পাঠালেই হবে। নইলে টাকা পেয়ে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হয়তো সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।... ওরা কেউই তো তখন জানতে পারেনি যে ইতিমধ্যেই হত্যাকারী তার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে, দিনও স্থির করে নিয়েছে। দুদিন আগে বা পরে টাকাটা পেলে এমন কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি ছিলো না।

ওদিকে ছাতে বসে বসে কওয়ালস্কি ঘামছিলো। বেশ গুমট রাত। কোল্ট '৪৫-টাকে আলগোছে হাতে ধরে রেখেছে। মন তখন তার অনেক দূরে .মার্সাইতে। ছোট একটা মেয়ে রক্তে লিউক না কী যেন কী নিয়ে বিছানায় ছটফট করছে! ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে যায়, কূলকিনারা পায় না।.....ভোরের আলো ফুটে ওঠার ঠিক একটু আগে মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেলো। ৬০ সালে যখন গিয়েছিলো তখনই না শুনেছিলো জোজো তার ফ্ল্যাটে টেলিফোন নিচ্ছে!

যেদিন সকালে কওয়ালস্কি চিঠি পেলো ঠিক তখন ব্রাসেলসের আমিগো হোটেল থেকে বেরিয়ে শৃগাল একটা ট্যাক্সি ধরে মসিয়োঁ গুসেনের কারখানার রাস্তায় এসে নামলো। প্রাতরাশের সময়েই টেলিফোন করে বলে দিয়েছিলো যে আমি ডুগ্যান এসে পড়েছি। দেখা করবার সময় ধার্য হয়েছিলো ঠিক এগারোটায়। সাড়ে দশটায় রাস্তার মোড়ে নেমে পড়লো

ট্যাক্সি থেকে। ছোট্ট একটা পার্ক ছিলো সেখানে। খবরের কাগজ নিয়ে বসলো এক বেঞ্চিতে। আশেপাশে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বেশ নিশ্চিন্ত হলো। কোথাও সন্দেহজনক কিছু নেই। কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় গুসেনের দরজায় গিয়ে হাজির হলো। তাকে হলের ভেতর দিয়ে অন্দরের ছোট্ট অফিস-কামরায় নিয়ে গিয়ে বেলজিয়ানটি সদর দরজা ভালো করে বন্ধ করে শেকল আটকে দিলো। অফিসে ফিরতেই শৃগাল ওরফে ডুগ্যান তাকে শুধালো,"হয়েছে, না কোনো সমস্যা?"

বেলজিয়ানের মুখে চোখে অপ্রস্তুত ভাব। "না । মানে—"

শীতল নিস্পৃহ চোখে তার দিকে তাকায় হত্যাকারী। মুখে কোনো ভাবান্তর নেই কিন্তু চোখ দুটো শুধু আধবোজা হয়ে থাকে। "আপনিই আমাকে পয়লা আগস্ট তারিখে আসতে বলেছিলেন যাতে চার তারিখের মধ্যে বন্দুকটা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরতে পারি।"

"নিশ্চয়ই বলেছিলাম। বন্দুক নিয়ে সমস্যাও কিছু হয়নি। বন্দুক তৈরীই আছে। আর দেখবেন কেমন বানিয়েছি, একেবারে অত্যাশ্চর্য...অদ্ভুত সুন্দর। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে আপনার ওই অন্য জিনিসটা নিয়ে, ওটা একেবারে গোটাগুটিই আমাকে বানিয়ে নিতে হচ্ছে। আসুন, দেখাচ্ছি আপনাকে!"

টেবিলের ওপর একটা বাক্স রাখা ছিল। প্রায় দু ফুট লম্বা, দেড় ফুট চওড়া আর ইঞ্চি চারেক মোটা। গুসেন বাক্সটা খুললো। শৃগাল দেখলো বাক্সের ভেতরটা একটা ট্রের মতো, সঠিক আযতনের খোপ কাটা কাটা। রাইফেলেব প্রতিটি অংশের মাপ অনুযাযী কামবা বানিযে নেওযা হযেছে।

প্রতিটি অংশ বেব করে নিযে লাগিযে লাগিয়ে নিলো শৃগাল। কোনোই অসুবিধা হলো না. চমৎকাব ফিট হয়ে গেলো। এখন রাইফেলের মতোই লাগছে দেখতে। কুঁদোর প্লেটটা কাঁধে তুলে, ব্যারেলের তলাটা বাঁ হাত দিয়ে ধবে. ডান হাতের তর্জনী ট্রিগাবেব ওপর বেখে, বাঁ চোখ বন্ধ করে শৃগাল ডান চোখ দিয়ে ব্যারেল সমান করে নিযে দেওয়াল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলো। আস্তে একটা খুট শব্দ হলো।

বেলজিয়ানের দিকে মুখ ফেরাতেই সে দু হাতে দুটো দশ ইঞ্চি লম্বা কালো টিউব এগিয়ে ধরলো। ইংরেজটা মুখে শুধু বল্লো, "সাইলেন্সার।" হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিয়ে চওড়া দিকটা ব্যারেলে লাগিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নল জড়িয়ে নিলো। শেষ প্রান্তটা ব্যারেলের মুখ থেকে সসেজের মতো ঝুলতে থাকে। আবার হাতটা বাড়িয়ে দিতে গুসেন টেলিস্কোপিক সাইট তার হাতে দিলো।

ব্যারেলের মুখে কতকগুলো খাঁজ খাঁজ কাটা ছিলো। তাতে দূরসন্ধানীদৃষ্টি বেশ সুন্দর লেগে গেলো এতক্ষণে এই অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রপাতির টুকরোগুলো রূপ নিলো একটা ভয়ঙ্কর শক্তিশালী দূরপাল্লার সম্পূর্ণ নীরব রাইফেলে। হত্যাকারীর পক্ষে আদর্শ অস্ত্র। শৃগাল অস্ত্রটা নামিয়ে রাখলো। বেশ খুশী হয়েছে সে। বললো, "বাঃ, বেশ, সুন্দর হযেছে, চমৎকার।"

গুসেনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"দূরপাল্লার নিশানা ঠিক করবার জন্যে সাইটের জিরো ঠিক করে নিতে হবে, কয়েকটা গুলি ছুঁড়ে দেখতে হবে। আপনার কাছে শেল আছে?"

টেবিলের দেরাজ খুলে একশো বুলেটের একটা বাক্স বের করলো। খোলাই ছিলো বাক্সটা। ছটা গুলি কম।

"এগুলো প্র্যাকটিসের জন্যে, ছটা নিয়ে আমি বিস্ফোরক গুলি বানিয়ে রেখেছি।"

কয়েকটা গুলি হাতে নিয়ে শৃগাল দেখলো। দেখতে ছোট হলেও ওই ক্যালিনারের পাশে গুলিগুলো বেশ লম্বা, মশলার বাড়তি পরিমাণ থাকবার জন্যে গতি অনেক বেশী. ফলে লক্ষ্যভেদ এবং হত্যা করবার ক্ষমতাও এদের অনেক বেশী। জিজ্ঞাসা করলো," আসল শেলগুলো কোথায়?"

আবার দেরাজ খুলে ম. গুসেন স্বচ্ছ কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বার করলো। "এগুলো আমি অবশ্য খুব সযত্নে গোপন জায়গাতেই রেখে থাকি, কিন্তু আপনি আজকে আসছেন জেনে এখানেই নিয়ে এসে রেখেছি।"

শৃগাল মোড়ক খুলে একটা গুলি হাতের তালুতে রেখে দেখতে থাকে। প্রায় একই রকম দেখতে, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আগার তামা নিকেলের প্রান্ত ঘষে ফেলে আবার সীসে মেরে দেওয়া হয়েছে। ছোট্ট ছেঁদা করে ভেতরে পারার একটা ফোঁটা ঢুকিয়ে আবার সীসে দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে। এই জাতীয় বুলেটের ব্যবহার জেনেভা চুক্তি অনুসারে নিষিদ্ধ। শরীরে গিয়ে লাগলে, পারার ওপরটানে সীসের পাত ফুলের মতো ছড়িয়ে প্রায় এক বিঘত পরিমাণ জায়গার নার্ভ, টিস্যু মাংস একেবারে ছত্রাকারে বিধ্বস্ত করে দেয়।

হত্যাকারী গুলিটিকে আবার সাবধানে স্বচ্ছ কাগজটার ওপর রেখে দেয়। বেলজিয়ানটার দিকে মুখ তুলে বলে, "ভালোই মনে হচ্ছে। আপনি তো শিল্পী মশাই,তাহলে আবার সমস্যা কিসের?"

"ওই টিউবগুলো নিয়ে মুশকিল বেধেছে। প্রথমে, আপনি যা বলেছিলেন, ওই অ্যালুমিনিয়াম নিয়েই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হলো না, এত পাতলা ধাতু, সামান্য চাপেই তুবড়ে গেলো। অবশ্য বন্দুকটা নিয়েই অ্যাদ্দিন ব্যস্ত ছিলাম, এই কদিন হলো ওটা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। স্টেনলেস স্টীল দিয়েই করতে হবে, একই রকম দেখতে কিন্তু অনেক দৃঢ়। থ্রেড লাগানো মুশকিল হবে না আবার সুদৃঢ় ইস্পাত, তাই চাপ লেগে বেঁকবেও না। সবে কাল শুরু করেছি কাজ...

"বেশ তো, বুঝলাম কি বলছেন। কিন্তু আমার চাই যে, কবে পাবো?"

শূন্যে হাত ছুঁড়লো গুসেন "বলা কঠিন। মাল এনে রেখেছি, আর বিশেষ অসুবিধা হবে না মনে হচ্ছে। ধরুন পাঁচ-ছ দিন, কি বড়জোর এক সপ্তাহ।"

"আচ্ছা , ঠিক আছে", কোনোরকম বিরক্তি, রাগ বা উল্লাস, কিছুই ফুটলো না ইংরেজটির ভাবভঙ্গীতে। শুধু বললো," আমার ভ্রমণপঞ্জী একটু বদলাতে হবে দেখছি। যাকগে. এমন কিছু গুরুতর নয়, এমনিতেই একটা টেলিফোনের খবরের ওপর আমার প্রোগ্রাম নির্ভর করছে। তাছাড়া বন্দুকটাতেও অভ্যস্ত হতে হবে, কাজেই মহড়া বেলজিয়ামে সারলেই বা ক্ষতি কী। তবে অস্ত্রটা আমার চাই, আর চাই কয়েকটা ওই যে সাধারণ শেল দেখালেন আর অন্তত একটি রূপান্তরিত শেল। আচ্ছা বলুন তো প্র্যাকটিস কোথায় করা যায়? বেশ নিরিবিলি জায়গা হওয়া চাই, যেখানে লোক জনের ঝঞ্ঝাট একদম নেই কমসে কম দেড়শো মিটার খোলামেলা জায়গা।"

গুসেন এক মুহূর্ত ভেবে নিলো। "আর্দেনের জঙ্গলে চলে যান। বিস্তৃত জঙ্গল, ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষজনের চিহ্নও পাবেন না। একদিনেই গিয়ে ফিরে আসতে পারবেন। আজ হলো গে বিষ্যুৎবার। না কাল যাবেন না, উইক এণ্ড শুরু হয়ে যাবে। দলে দলে লোক পিকনিকে যাবে। বরং আপনি সোমবারে যান, পাঁচ তারিখে। মঙ্গল-বুধবারের মধ্যে আমার কাজটা শেষ হয়ে যাবে আশা করছি।"

"বেশ। তাহলে আপনি বন্দুক আর গুলিগুলো দিন। আমি মঙ্গল-বধুবারে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো।"

বেলজিয়ান বোধহয় আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু তাব আগেই শৃগাল বললো, "আপনি এখনো বোধহয় সাতশো পাউণ্ড পান। এই নিন..." টেবিলের ওপব কয়েকগোছা নোট ফেলে দিলো। "পাঁচশো পাউণ্ড আছে এখানে। বাকী দুশো জিনিসটা পেলে দিয়ে দেবো।"

নোটগুলো তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে গুসেন বললো, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" রাইফেলটাকে ভাগে ভাগে খুলে বাক্সে পুরে একটি বিস্ফোবক বুলেট নিয়ে আলাদা একটা কাগজে মুড়ে বন্দুক পরিষ্কারের কাপড় আর ব্রাশেব সঙ্গে রেখে দিলো। বাক্সটা বন্ধ করে ইংরেজের দিকে এগিয়ে দিলো। শেলের বাক্সটাও বাড়িয়ে ধরলো, শৃগাল সেটা পকেটে পুরলো। বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে নিলো যেন নেহাতই একটা সাম্রান্ত অ্যাটাচিকেস।

হোটেলে যখন ফিরলো তখন দেরি হলেও লাঞ্চের সময় অতীত হয়ে যায়নি। বাক্সটাকে ওয়ার্ডরোবের নীচে রেখে তালা বন্ধ করে চাবি পকেটে পুরলো।...সন্ধ্যের দিকে মন্থর পায়ে চলে এলো বড় ডাকঘরে। আধ ঘন্টা সময় লাগলো সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ শহরে টেলিফোনে সংযোগ করতে। আবো পাঁচ মিনিট লাগলো হের মেয়ারকে পেতে। ইংরেজটি নাম ও একটা নম্বর জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। ফোন ধরতে বলে পবিচয় যাচাই করতে চলে গেলেন হের মেয়ার। ফিরে এসে ফোন ধরতেই বোঝা গেলো তিনি শুধু নিশ্চিন্তই নন, বিগলি-ও। ব্যাঙ্কের খাতায় যে খদ্দেরেব অ্যাকাউন্ট সুইস-ফ্রাঙ্কে আব ডলারে ক্রমশ স্ফীত হযে উঠছে তা'ব সঙ্গে বিনীত ব্যবহারই বিধেয়। ব্রাসেলস থেকে লোকটি শুধু একটি প্রশ্ন করলো। ফোন ধরতে বলে আবাব খোঁজখবব করতে চলে গেলেন মেয়ার। ফিরতে এবার আধ মিনিটও লাগলো না। ফোনেব মধ্যে বললেন, "না, মাইন হের। আপনাব নির্দেশ আমরা পেয়েছি বটে, নতুন কোনো টাকার অঙ্ক জমা পড়লেই আপনাকে জানিযে দিতে বলেছেন। কিন্তু দুঃখিত, এখন পর্যন্ত নতুন আর কোনো জমা নেই আপনাব খাতায়।"

"ধন্যবাদ, হের মেযার। দু সপ্তাহ হলো আমি লণ্ডনেব বাইরে, তাই ভাবলাম আপনাকে ফোন করে জেনে নিই।"

"না কোনো অঙ্কই জমা পড়েনি। পড়লেই আপনাকে জানাবো, নিশ্চিন্ত থাকবেন।

হের মেযারের সম্ভাষণ আপ্যায়নগুলো শেষ হতে না হতেই শৃগাল ফোন রেখে দিলো। বিলটা মিটিয়ে বাইরে চলে এলো।

সন্ধ্যেবেলায় ছটার একটু পরে ক্য ন্যভের সরাবখানায় জালিয়াতটাব সঙ্গে দেখা হলো। লোকটা তার আগেই এসে বসেছিলো। নির্জন টেবিল দেখে শৃগাল গেলো সেদিকে। মাথা হেলিয়ে লোকটাকে আসতে ইঙ্গিত করলো। বসে সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই বেলজিয়ান এসে হাজির তার টেবিলে।

"কী... হয়েছে?" ইংরেজটি শুধালো।

"হুঁ, হয়েছে। তৈবী একেবাবে। আর দেখবেন, কী চমৎকার, নিজের বলে বলছি না।"

হাত বাড়িয়ে দিলো শৃগাল। "কই, দেখি।"

বেলজিয়ানটি বাস্তো ধরাতে ধরাতে দ্রুত মাথা নাড়ায়। "উঁ হুঁ-হুঁ, এখানে কী করে হয়? এ ত পাবলিক জায়গায়? তাছাড়া ভালো আলোব দরকার ওগুলো পরখ কবতে, বিশেষ করে ফরাসী কার্ডগুলো আমার স্টুডিওতে আছে।"

নিমেষের জন্যে ওর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিযে থাকে শৃগাল তারপর মাথা নেড়ে বললো, "ঠিক আছে, তাহলে যাওয়া যাক আপনাব ওখানে।"

ক'মিনিটেব মধ্যেই ওরা দোকান ছেড়ে ট্যাক্সি ধরে চলে এলো। মোড়ে নেমে হেঁটে হেঁটে এলো ভূগর্ভস্থ স্টুডিওটার সামনে। দিনের আলো তখনো মরেনি। বেশ গরম গরম ভাব। বাইরে

বেরুলেই ইংরেজটি প্রায় মুখঢাকা বড় রোদ-চশমা পরে নেয়, এখনো তার ব্যতিক্রম হলো না। সাবধানতা এটা , যাতে কেউ চিনতে না পারে। অবশ্য এই রাস্তাটা ছিলো সঙ্কীর্ণ, রোদ্দুরের ছটাও নেই, আর একমাত্র একটা আর্থারাইটিসে ন্যুব্জ বৃদ্ধ ছাড়া পথিকও ছিলো না দ্বিতীয়।

সিঁড়ি বেয়ে জালিয়াত প্রথমে নীচে নামলো । চাবি দিয়ে দোর খুলতেই ওরা ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার ঘর, যেন রাত্রি নেমে এসেছে। দরজার পাশে কাঁচের জানলা দিয়ে কুৎসিত ফটোগুলোর কোল ঘেঁষে সামান্য আলোর রেশ এসে ঘরটাকে আরো ভুতুড়ে করে তুলেছে। সেই মৃত আলোকে বাইরের অফিসের টেবিল আর চেয়ারের অশরীরী অবয়ব দেখতে পায় শৃগাল। জালিয়াতটা মোটা ভেলভেটের পর্দা ঠেলে স্টুডিওতে ঢুকে মাঝ খানের আলো জ্বালিয়ে দিলো।

পকেটের ভেতর থেকে একটা বাদামী খাম বের করে তার ভেতরের জিনিসগুলো ছোট একটা মেহগনি টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে টেবিলটাকে টেনে আনলো আলোর নীচে। টেবিলটা সাবেকী কায়দার, ফটোগ্রাফারদের পক্ষে পোর্ট্রেট তোলবার চিরাচরিত উপকরণ।

"দেখুন মশাই!" চওড়া হাসি হেসে ইংরেজটিকে আমন্ত্রণ জানালো। টেবিলে তিনটে কার্ড পড়ে ছিলো। ইংরেজটা এগিয়ে এসে প্রথম কার্ডটা তুলে লাইটের নীচে ধরলো। তার ড্রাইভিং লাইসেন্স এটা। প্রথম পৃষ্ঠায় ট্যাব লাগানো,তাতে লেখা রয়েছে ঃ "এতদ্বারা লণ্ডন ডবলিউ.১-এর মিঃ আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যানকে ১০ ডিসেম্বর ১৯৬০ (ওই দুটি তারিখ অন্তর্গত) শুধু মাত্র ১ক, ১খ ২, ৩, ১১, ১২, এবং ১৩ নম্বর বর্ণিত মোটরগাড়ি চালাইবার অনুমতি প্রদত্ত হইতেছে। ঠিক এর ওপরেই ছাপা আছে একটা লাইসেন্স নম্বর (কল্পিত অবশ্য) আব "লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল" এবং "রোড ট্রাফিক অ্যাক্ট. ১৯৬০ ।" তার নীচে মোটা মোটা হরফে "ড্রাইভিং লাইসেন্স" কথাগুলো এবং "১৫ টাকা ফী জমা হইয়াছে।" .. শৃগাল দেখলো লাইসেন্সটা একেবারে নিখুঁত, কিছুই বলার নেই।

দ্বিতীয় কার্ডটা একটা ফরাসী পরিচয়পত্র: বাহকের নাম আঁদ্রে মারতাঁ, বয়স তিপান্ন, জন্ম কলমারে, নিবাস পারীতে। তার নিজের ফটো , কিন্তু বয়েস যেন প্রায় কুড়ি বছর বেড়ে গেছে। তামাটে সাদা চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা , বোকা বোকা চেহারা। ফটোটা কার্ডের ওপর দিকে এক কোণায় সাঁটা। কার্ডটায় তেল-তেলে দাগ, কোণাগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে, দেখেই বোঝা যায় মেহনতী মানুষের কার্ড।

তৃতীয় কার্ডটা দেখে শৃগাল একেবারে মুগ্ধ। পরিচয়পত্রটার ফটো থেকে এটার ফটো একটু অন্যরকম। কারণ দুটো কার্ডের রিনুয়্যাল তো একই দিনে পড়ে না। এটা তাই সপ্তাহ দুই আগের, সার্টের রঙটা অন্যরকম, বোধহয় রঙীন জামা, গালে সামান্য খোঁচা দাড়ি। ওই আগের ফটোকে নিপুণ হাতে রিটাচ করে এরকম করে তোলা হয়েছে । অপূর্ব দেখে মনে হবে না, একই ফটোর দুটো সংস্করণ। দুটো কার্ডেই অসামান্য জালিয়াতির দক্ষতা। শৃগাল কাগজগুলো পকেটে পুরতে পুরতে বললো, "চমৎকার। খুব সুন্দর হয়েছে। ঠিক যেমনটি আমি চাইছিলাম।.... আপনার পঞ্চাশ পাউণ্ড পাওনা আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।" টাকার জন্যে প্রতীক্ষা করছে লোকটা বোঝা যায়। ইংরেজটি পকেট থেকে দশটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট ফস করে বের করতে গিয়েই থমকে যায়। বলে, "আরো কিছু আপনার দেবার আছে,..... মনে পড়ছে না?"

বেলজিয়ানটা হতভম্ব হয়ে গেছে এরকম একটা ভাব ফোটাতে চায় কিন্তু পারে না। শুধু থতমত খেয়ে বলে, "অ্যাঁ?"

"ড্রাইভিং লাইসেন্সের আসল পাতাটা। আমি বলেছিলাম যে আমি ফেরত চাই।" নিঃসন্দেহে বোঝা গেলো জালিয়াত এতক্ষণ ধরে নাটক করছিলো। কথাটা শুনেই এমন ভান করলো যেন তার কথাটা মনেই ছিলো না। নোটগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরালো। এগিয়ে গেলো কয়েক পা, আবার পিছিয়ে এলো। গভীর চিন্তায় যেন পায়চারী লাগিয়েছে, সমস্যার সমাধান ভাবছে কোনো। আস্তে আস্তে শৃগালের সামনে এসে বললো," দেখুন, কাগজের ওই টুকরোটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে হয় না ?"

"বলুন ?" গলার স্বরে শৃগালের মনোভাব কিছুই ধরা গেলো না। তেমনি নির্বিকার সুর।

"কথা হচ্ছে স্যার, ড্রাইভিং লাইসেন্সের মূল প্রথম পাতাটা, যেটায় আপনার সত্যিকারের নাম লেখা রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস, সেটা এখানে নেই। না, না, না..." হঠাৎ হাতটাত ছুঁড়ে এমন ভাব করে উঠলো যেন আগন্তুকের উৎকণ্ঠা দমন করছে, কিন্তু ইংরেজটার মুখে চোখে উৎকণ্ঠা কেন, কোনো ভাবই ফোটেনি।..... "খুব নিরাপদ জায়গায় আছে সেটা। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত গোপন বাক্সে। আমি ছাড়া আর কেউই খুলতে পারবে না। দেখুন স্যার, আমার মতো এ ধরনের ব্যবসায় সাবধান হতে হয় বইকি। কখনো কখনো নিরাপদে থাকবার জন্যে হাতে তো কিছু রাখতে হয়।"

"কী চান?"

"দেখুন দেখুন.. ওবকম কথা নয়। ব্যাপাবটা হচ্ছে, আমি ভাবলাম, কাগজেব ওই টুকরোটা আপনার কাছে কত মূল্যবান.. কাজেই ওটার হাতবদল নিয়ে আমরা একটা রফা করতে পারি না কী ? গতবাবে এ ঘরে বসে যে দেড়শো পাউণ্ডের কারবাব হয়েছিলো , তাব চেয়েও একটু বেশী কিছু মূল্যে?"

মৃদু নিঃশ্বাস ফেলেলো ইংরেজ। যেন অত্যন্ত আশ্চর্য হযে গেছে। ভাবছে মানুষ কেন অযথা তাদের জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করে তোলে। মুখে কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই।

জালিযাতটা চোখ বড় কবে ঘন গলায় শুধালো, "কি মশায়, রাজী ?" দেখে ইংরেজটির মনে হলো যাত্রাদলের সঙ যেন। কিন্তু সাদা গলায় শুধু বললো, "ব্ল্যাকমেল আমি আগেও দেখেছি।" কথাটায় কোনো অভিযোগ ছিলো না, রাগও না, শুধুই যেন একটা তথ্য পেশ করলো।

বেলজিয়ানটা আহত হলো যেন। "অ্যাঁ কী বলছেন মশাই ? ব্ল্যাকমেল? আমি ? আমি যা বললাম সেটা কি ব্ল্যাকমেল ? মোটেই না। কারণ ব্ল্যাকমেলে বারবার টাকার তাগাদা হয়, কিন্তু এখানে একবার মাত্র। এটা একটা ব্যবসা লেনদেন... আমি আপনাকে একটা প্যাকেট দেবো, আপনি আমাকে টাকা দেবেন। প্যাকেটটায় থাকবে আপনার মূল লাইসেন্স, ডেভেলাপ করা ফটোপ্লেট, আপনার যে ফটোগুলো তুলেছিলাম তাদের নেগেটিভ, আর, আর...." (এখানটায় এমন একটা ভঙ্গী করে উঠলো যেন ভীষণ দুঃখিত) .."আপনি যখন মেক-আপ না নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন চুপিচুপি একটা ফটো তুলেছিলাম এখানে, সেটার নেগেটিভ। এই কাগজগুলো ফরাসী বা ব্রিটিশ পুলিসের হাতে পড়লে আপনাব নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে। জীবনে অসুবিধা এড়ানোর জন্যে যাবা টাকা দিতে আপত্তি কবে. আমি জানি, আপনি তাদের দলে নন....।"

"কত ?"

"এক হাজার পাউণ্ড স্যার।"

ইংরেজটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে যেন তত্ত্বগতভাবে প্রস্তাবটার পর্যালোচনা করছে শুধু। বলে, "হ্যাঁ, কাগজগুলোর মূল্য আমার কাছে অতটা হবে বইকি।"

"খুব খুশী হলাম খুব খুশী হলাম...." বেলজিয়ান আনন্দে ফেটে পড়ে।

"কিন্তু আমার উত্তর হলো, না", ইংরেজ যেন এখনো মনে মনেই কথা বলছে। বেলজিয়ানের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেলো।

"না কেন ? আমি তো বুঝি না। নিজেই স্বীকার করছেন কাগজগুলোর মূল্য আপনার কাছে হাজার পাউণ্ড। তবে? সোজা ব্যবসা মশাই। দাম দিন মাল নিন।"

"না। দুটি কারণে আমার আপত্তি," ধীর গলায় শৃগাল বললো, "প্রথমত, আমি নিঃসন্দেহ নই যে নেগেটিভগুলোর আর কোনো কপি করা হয়নি, কাজেই আবার যে টাকার দাবি উঠবে না তার প্রমাণ কী? দ্বিতীয়ত, আপনি হয়তো কাগজগুলো আপনার কোনো বন্ধুকে দিয়েছেন, তার কাছে গিয়ে যখন চাইবেন তখন হয়তো তার খেয়াল হবে ওই যাঃ, নেই তো কাগজগুলো! অতএব তাকেও আরো হাজার পাউণ্ড দিয়ে হয়তো ভজাতে হবে।"

"ওঃ'!" বেলজিয়ানটর গলায় আশ্বাসের সুর ফোটে, "আপনার সন্দেহের কোনো ভিত্তিই নেই মশাই, নেহাতই্ই অমূলক। দেখুন, প্রথমত আমি কি কোনো ভাগীদারকে আপনার এই গোপন কাগজগুলো দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি, তাতে আমার লাভ? আপনি কাগজগুলো হাতে না পেয়ে তো আব হাজার পাউণ্ড ছাড়ছেন না...তবে ? আমি আবার বলছি আপনাকে, ওগুলো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। ....আর ওই যে বললেন, বারবার টাকার দাবি তোলাটারও কোনো মানে হয় না। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোস্ট্যাট কপি দিয়ে কি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভড়কে দেওয়া যাবে। আর যদি যায়ই, হয়তো আপনি ভুয়ো লাইসেন্স নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন এই অপরাধেই শুধু ধরা পড়লেন। খানিকটা অসুবিধা হলো বইকি কিন্তু সেটা কি বারবার টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ রাখবার মতো অতটা গুরুতর ? আর ফরাসী কার্ডগুলোর ব্যাপারটা দেখুন। যদি কর্তৃপক্ষকে জানানোও যায় যে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক একটি কাল্পনিক ফরাসী নাগরিকের নাম ভাঁড়িয়ে মিথ্যা কার্ড বানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো তারা আপনাকে ফ্রান্সে থাকাকালীন গ্রেপ্তারও করতে পারে, কিন্তু বারবার যদি টাকার দাবি করি তো আপনি স্রেফ কার্ডগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকজন কাউকে দিয়ে নতুন করে আরেকটা জাল কার্ড বানিয়ে নেবেন। ব্যস, কিস্‌সা খতম। আর কেউ আপনাকে আঁদ্রে মারতাঁর নাম ভাঁড়ানোর দোষে ধরতে পারবে না কারণ কাগজে-কলমেও তখন মারতাঁ নামের কেউ থাকবেই না।"

"তাহলে এখনই বা আমি সে রকম করবো না কেন ?" ইংরেজটি শুধালো। "নতুন সেট বানাতে যখন আর বড়জোর দেড়শো পাউণ্ড লাগবে?"

দু হাত উল্টে বেলজিয়ানটা ভঙ্গী করলো। "কারণ সময় আপনার কাছে নিশ্চয়ই মূল্যবান। নতুন করে বানাতে গেলে অযথা অনেক সময় নষ্ট হবে আপনার এবং এত ভালোও হবে না। এখানে যেগুলো রয়েছে সেগুলো নিখুঁত। কাজেই ওই কাগজগুলো আপনার নিশ্চয় চাই যেমন চাই আমার নীরবতা। কাগজগুলো আপনার হাতেই এসে গেছে কিন্তু আমার নীরবতার মূল্য এক হাজার পাউণ্ড।"

"বেশ ...যখন বলছেন। কিন্তু কী করে ধরে নিচ্ছেন যে এই বিদেশে আমার কাছে আরো ফালতু হাজার পাউণ্ড আছে?"

মিটিমিটি হাসে বেলজিয়ান। যেন সব উত্তর তার কণ্ঠস্থ আর বন্ধু-বান্ধবদের সে সব খবর জানাতে বিশেষ আপত্তি নেই।

"দেখুন স্যার, আপনি যে একজন ইংরেজ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু আপনি মাঝবয়সী একটা ফরাসী মজুর সাজতে চান। আপনার ফরাসী জ্ঞানও খুব ভালো। গড়গড় করেই ভাষাটা বলেন, টানফানও বিশেষ নেই। সেইজন্যেই তো আমি আঁদ্রে মারতাঁর জন্মস্থান

দিলাম কলমার। কেন জানেন? আলসেশিয়ানরা ফরাসী বলে সামান্য একটু টান দিয়ে ঠিক আপনার মতোই। আপনি তখন ফ্রান্সে দিব্যি ঘুরে বেড়ালেন আঁদ্রে মারতাঁ সেজে। চমৎকার, না? কে আর মারতাঁর মতো বুড়োকে তল্লাসী করবে বলুন? আপনি যা সঙ্গে নিয়ে বেড়াচ্ছেন সেগুলোও তো খুব দামী। হয়তো ওযুধপত্তর কোকেন ফোকেন? ফ্যাসনদুরস্ত ইংরেজ মহলে ব্যবসাটা আজকাল বেশ চালু...অ্যাঁ ? আর মার্সাই শহরই তো তার ঘাঁটি।.... নাকি, হীরা? সে যাই হোক ব্যবসাটা নিশ্চয়ই খুব লাভের। নইলে ইংরেজ লর্ডেরা কি আর রেসের মাঠে পকেট মেরে সময় নষ্ট করবেন? কাজেই লুকোচুরি আমরা আর না খেললেই পারি, কী বলেন মশাই, অ্যাঁ? লণ্ডনে আপনার বন্ধুদের টেলিফোন করে দিন, আপনার নামে এখানকার ব্যাঙ্কে এক হাজার পাউণ্ড কেবল্ করে পাঠিয়ে দেবে। তারপর কাল রাতে আপনি প্যাকেট নিয়ে নিন, আমি টাকা —ব্যস্—হয়ে গেলো ! ....কী বলেন?

বেলজিয়ানের কথার তোড়ে যেন ইংরেজ ভেসে গেলো। মাথাটাথা নাড়িয়ে ভাব দেখালো যেন সবই সত্যি, এবং অমন জীবনের জন্যে হৃদয়ে যেন খেদও জাগছে এখন। হঠাৎ মুখ তুলে বেলজিয়ানের দিকে তাকিয়ে হাসলো। উজ্জ্বল হাসি। জালিয়াত এর আগে ওকে কখনো হাসতে দেখেনি, তাই এখন হাসি দেখে ভীষণ আশ্বস্ত হয়. ওঃ, তাহলে দেখছি ইংরেজ ব্যাপারটাকে সইয়ে নিয়েছে!... যাক, তবে চেষ্টা সার্থক, নাচাকোঁদা যাত্রা অভিনয়ে কাজ তো হলো।.. আঃ, চমৎকার ...কী ঝরঝরে লাগছে!

"অচ্ছা, ঠিক আছে," ইংরেজটি বললো, "আপনিই জিতলেন মশাই। কাল দুপুরের মধ্যে এক হাজার পাউণ্ড যোগাড় করে ফেলবো।...কিন্তু দেখুন, একটা শর্ত।"

"শর্ত?" বেলজিয়ানের মনে আবার উৎকণ্ঠা।

"এইখানে আমি আসবো না।"

"কেন? এতো নিরিবিলি, গোপন ...এখানে কী দোষ?"

"অনেক দোষ। আমার তরফ থেকে যদি দেখেন তো বুঝবেন জায়গাটাকে কোনো বিশ্বাস নেই আমার। একটু আগে তো আপনি নিজেই বললেন যে এখানে চুপিচুপি আমার একটা ফটো তুলেছিলেন। তবে ? আমরা আমাদের মাল লেনদেন করি আর চুপিচুপি সেই দৃশ্যের আপনার কোনো বন্ধু এসে আড়াল থেকে ফটো তুলে রাখুক...."

উৎকণ্ঠা ঘুচে গেলো বেলজিয়ানের। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো। "আরে না, মশাই না, কোনো ভয় নেই। বেফিকির থাকুন। আমার এই জায়গাটা খুব গোপন। ট্যুরিস্টদের জন্যে আমি অনেক রকম ছবিটবি তুলে দুটো পয়সা করি, বুঝলেন না, সেইজন্যেই তো এই জায়গাটা রাখা। খুবই মনোরম ছবিগুলো। বড় বড় স্টুডিওতেও হয়না, মানে...হ্যা হ্যা..." বাঁ হাতের দু আঙুল দিয়ে গোল ছিদ্র রচনা করে তারই মধ্যে দিয়ে ডান হাতের একটা আঙুলকে বারকয়েক চালিয়ে দিলো। মৈথুনের মুদ্রা দেখালো।

ইংরেজের চোখে ঝিলিক ফোটে। ঠোঁটজোড়াকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত করে হাসির দরজা খুলে দিলো হাট করে। হোঃ হোঃ করে হাসতে শুরু করলো, দুলে দুলে। বেলজিয়ানও সেই হাসিতে যোগ দিলো. ইংরেজটা দুলতে দুলেতে তার দুই হাত দিয়ে ওর দুই বাহুর উর্ধ্বভাগে ঠাস করে চাপড় মারলো। আঙুল দিয়ে তার বাইসেপ পেশী ধরলো আঁকড়ে, সাঁড়াশীর মতো শক্ত করে। ফলে জালিয়াত সেই চাপে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, নড়াচড়া বন্ধ.। হাসছে তখনো দুজনেই। বেলজিয়ান তার দু হাতে মৈথুনের মুদ্রা রচনা করেই চলেছে। হঠাৎ টের পেলো তার গোপন অংশে যেন এক্সপ্রেস গাড়ির এক প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়লো। হাতদুটোর মুদ্রা থেমে গিয়ে অজান্তেই নীচে বিধ্বস্ত অণ্ডকোষের দিকে এগিয়ে

আসে। ততক্ষণে ইংরেজ সেখান থেকে তার ডান হাঁটুটা সরিয়ে ফেলেছে। হাসিটা এখন যন্ত্রণার চিৎকারে পরিণত হলো। তারপর গলা দিয়ে উঠলো গোঁ গোঁ আওয়াজ, হিক্কার মতো উঠতে থাকলো। অর্ধঅচেতন অবস্থায় হাঁটু দুমড়ে লোকটা পড়ে যেতে থাকলো।

শৃগাল ওকে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে দিলো। চট করে পতনোন্মুখ দেহটার পেছনে এসে ঘাড়ের পেছন দিয়ে ডান হাতখানাকে ঢুকিয়ে গলার ওপাশ দিয়ে বের করে নিজের বাঁ হাতের বাইসেপে শক্ত করে ধরে ফেললো. বাঁ হাতটা দিয়ে আবার জালিয়াতের মাথার পেছনটা শক্ত করে ধরেছে ওইভাবে প্রচণ্ড জোরে ঘাড়টাকে দিলো মুচড়ে, একবার পেছন দিকে, একবার ওপরে আর একবার একপাশে।...ঘাড়ের হাড়টা মট করে ভেঙে গেলো। আওয়াজটা হয়তো খুব বেশী ছিলো না কিন্তু স্টুডিওর এই নীরব পরিবেশে শোনালো যেন পিস্তলের গর্জন। জালিয়াতের দেহ একবার শেষবারের মতো খাবি খেয়ে স্থির হয়ে লুটিয়ে পড়লো। বীভৎস দৃশ্য সেটা। মাথাটা একপাশে হেলে রয়েছে, হাত দুটো এখনো দুপায়ের ভেতর দিয়ে গোপন অংশটাকে ধরে আছে, বন্ধ দু-পাটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভের খানিকটা বেরিয়ে এসেছে , কেটেই গেছে অনেকটা । চোখ দুটো কোটর ঠেলে বেরিয়ে এসে মেঝের জীর্ণ লিনোলিয়ামের প্যাটার্ন দেখছে।

ইংরেজটি তাড়াতাড়ি পর্দার কাছে গিয়ে ভালো করে টেনে দিলো। লাশের কাছে ফিরে এসে সেটাকে উল্টে দিয়ে পকেট হাতড়ে হাতড়ে চাবির গোছা বের করলো। স্টুডিওর এক কোণায মস্তবড একটা ট্রাঙ্ক ছিলো, তাতে ফটো তোলবাব নানা সবঞ্জাম আব সাজপোশাক এবং মেক-আপেব জিনিস। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবশেযে সঠিক চাবিটা পেলো। বাক্স খুলে সেটাকে খালি করলো। জিনিসগুলোকে একপাশে গাদা করে ফেলে রাখলো।

ট্রাঙ্ক একদম খালি করে লাশটাকে তুলে তাব ভেতবে ঢোকালো। অসুবিধা হলো না একটুও। এখনো রিগব মার্টিস ধবেনি, নরমই আছে শরীর। আব কিছুক্ষণের মধ্যেই ঋজু শক্ত হযে যাবে। বাক্সেব মালপত্তরগুলো এবার ভেতরে ঢোকাতে থাকে শৃগাল। নবম কাপডেব টুকরোগুলোকে দেহের খাঁজে খাঁজে ভরে দিয়ে ওপরে অন্যসব জিনিস চাপালো। সব ধরেও গেলো। ডালা বন্ধ কবতে গিযে একটু চাপ দেবার যদিও প্রয়োজন হলো, তবুও বন্ধ করা গেলো। গা-তালাও লেগে গেলো।

কাজটা করবার সময় ইংরেজ বাক্স থেকে একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে আগাগোড়া হাতে জড়িয়ে রেখেছিলো, এখন নিজের রুমাল দিয়ে ট্রাঙ্কের বাইরের দিকটা, তালা, সব মুছে ফেললো। টেবিলে পাঁচ পাউণ্ড নোটের গোছাটা পড়েছিলো, সেটাকেও রুমাল দিয়ে মুছে পকেটে পুরলো। মেহগনি টেবিলটাকে টেনে জায়গামতো রেখে দিলো। তারপর আলো নিভিয়ে একটা চেয়ারে বসলো। অন্ধকার যতক্ষণ না গাঢ় হয় অপেক্ষা করতে হবে। একটা সিগারেট বের করে ধরালো। প্যাকেটেব অবশিষ্ট সিগারেটগুলো খুলে পকেটে বেখে খালি প্যাকেটটাকে ছাইদানি বানালো। মেঝেয ছাই পড়লে চলবে না, সিগারেটের টুকরো তো নয়ই। মনে কোনো সন্দেহই নেই যে জালিয়াতেব মৃত্যু চিরদিন অনাবিস্কৃত থাকবে না. তবে ভরসা এই যে এই ধরনেব লোকের পক্ষে হঠাৎ হঠাৎ কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দেওয়া এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। আড্ডায় ওকে না দেখলে বন্ধুবান্ধবেরা সে রকমই কিছু ভেবে নেবে, চট করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে না। কিছুদিন পবে তারা অবশ্য অনুসন্ধান শুরুও কববে। কিন্তু গোড়ার দিকে সেই সব খোঁজখবর নিশ্চয়ই অন্যান্য জালিয়াত বা অশ্লীল ফটোওলাদের মহলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাদেরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই এই স্টুডিও চেনে। তবে তালাবন্ধ ঘর দেখলে বেশির ভাগই এগুবে না। এগুলেও গোটা স্টুডিও খুঁজে ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে তবে মৃতদেহ পেতে

পারে। পুলিসকে সহজে তো ব্যাপারটা জানাবেই না। অধোজগতের লোক ওরা, পুলিসের সঙ্গে আঁতাত করতে চাইবে না। মনে মনে ভাববে কোনো দলের কোনো সর্দার হয়তো প্রতিশোধ নিয়েছে কোনো কারণে। নোংরা ফটোর কোনো মক্কেল, উন্মত্ত হলেও, সাময়িক উন্মাদনায় যদি হত্যাও করে থাকে, তবু তারপর এমন ঠাণ্ডা মাথায় লাশ লুকোতেই পারে না। অতএব—। অবশ্য শেষমেষ পুলিসে টের পাবেই। নিহত লোকটার ফটোও ছাপবে কাগজে। তাই দেখে সরাবখানার লোকটার হয়তো মনে পড়বে ১লা আগস্ট সন্ধ্যেবেলায় একজন লম্বামতোন লোকের সঙ্গে এই লোকটা সরাবখানা থেকে বেরিয়েছিলো। সেই লোকটার মাথার চুল ছিলো সোনালী, পরনে চেক-চেক স্যুট আর চোখে কালো চশমা। কিন্তু নিহত লোকটির গচ্ছিত গোপন বাক্স থেকে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে আরো কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। নিজেব নামেও যদি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে থাকে, তবুও। সরাবখানার লোকটাকে সে নিজের মুখে কোনো অর্ডারই দেয়নি সেদিন। দু সপ্তাহ আগে অবশ্য দিয়েছিলো কিন্তু সেকথা মনে রাখা বা তার সঙ্গে এই ঘটনাকে জড়ানো কোনো ওয়েটারের পক্ষেই সম্ভব নয়। পুলিস হয়তো তদন্ত চালাবে, সোনালী চুলের কোনো লম্বা লোকের অনুসন্ধানও করবে। যদি বা কোনোরকমে তারা আলেকজাণ্ডার ডুগ্যানের নামটাও খুঁজে পায়, তবু বেলজিয়ামের পুলিসের পক্ষে শৃগালের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। অতএব, মনে মনে খতিয়ে দেখলো অন্তত এক মাস তো নিশ্চিন্ত, কিছুই হবে না। আর সেটাই তো ওর পক্ষে যথেষ্ট। জালিয়াতটাকে হত্যা করাটা যেন পা দিয়ে আরশুলা মাড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, এমনি স্বাভাবিক।...শৃগাল চিন্তাফিন্তা ঝেড়ে ফেললো। বেশ খুশী খুশী ভাব. দ্বিতীয় সিগারেট ধরিযে বাইরে তাকিয়ে দেখলো। সাড়ে নটা বাজে। সরু রাস্তাটায় গোধুলির ঘন আলো-আঁধারি নেমে এসেছে আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এসে স্টুডিয়োর দরজায় চাবি ঘুরিয়ে দিলো। রাস্তায় কোনো জনমানব চোখে পড়লো না। আধ মাইলটাক গিয়ে চাবির গোছাটা ফুটপাত থেকে নীচে ড্রেনেব মুখে ফেলে দিলো। ছলাৎ করে সেটা কয়েক ফুট নীচে স্যায়ারের জলে গিয়ে পড়লো। হোটেলে ফিরে এলো যখন তখন সান্ধ্যভোজের শেষপর্ব চলেছে।

পরদিন ছিলো শুক্রবার। চলে এলো ব্রাসেলসের শহরতলী অঞ্চলে সওদা করতে—কিনলো একজোড়া শক্ত জুতো , জঙ্গল-ফঙ্গলে যা পরে যাওয়া যায়। লম্বা পশমী মোজা, ডেনিম প্যান্ট, চৌখুপী-কাটা গরম সার্ট আর একটা হ্যাভারস্যাক। আরো কিনলো পাতলা ফোম রবারের কয়েকটা সীট, বাজার করবার একটা ঝোলানো ব্যাগ, টোয়াইন সুতোর একটা গুলি, একটা বড় চাকু, রঙ কববার দুটো পাতলা বুরুশ। এক টিন গোলাপী পেন্ট. আরেক টিন খয়েরি। ফলের দোকান থেকে একটা মস্ত তরমুজ কেনবার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু দুদিন ঘরে থাকলে পচে যাবে ভেবে আর কিনলো না।

হোটেলে ফিরে আলেকজাণ্ডার ডুগ্যানের নামের নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা তার পাসপোর্টের নামের সঙ্গে এখন বেশ মিলে যাচ্ছে, সেটা দেখিয়ে স্বচালিত একটা ভাড়াটে গাড়ির জন্যে অর্ডার দিলো। গাড়ি আনবার হুকুম দিলো পরদিন সকালে। হোটেলের কেরানীকে অনেক বলেকয়ে সপ্তাহান্তের জন্যে সমুদ্রতীরে একটা সিঙ্গল রুম বুক করাতে চাইলো যেটায় শাওয়ার বা বাথ থাকবে। আগস্টে ছুটি কাটানোর জায়গাগুলোতে বিষম ভিড়। তবু ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট বন্দর জিব্রাগে অনেক করে একটা হোটেলে ঘর ঠিক করে দিলো কেরানীটি। বললো, "সমুদ্রের ধারে চমৎকার জায়গা। যান, সপ্তাহান্ত উপভোগ করে আসুন।"

সাত

শৃগাল যখন ব্রাসেলসে বাজার সারছিলো তখন রোমের বড় ডাকঘরে আন্তর্জাতিক টেলিফোন নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলো ভিকতর কওয়ালস্কি। ইতালিয়ান জানে না তাই সাহায্য চাইলো কারু যে ফরাসী জানে। কাউন্টারের কেরানীদের মধ্যে একজন এগিয়ে এলো। অনেক কষ্টে কওয়ালস্কি তাকে বোঝালো যে সে ফ্রান্সের মার্শাই শহরে একজনকে টেলিফোন করতে চায় কিন্তু নম্বর জানে না।

হ্যাঁ, নাম-ঠিকানা জানা আছে। নাম হলো গ্রজিবোওস্কি। মহা মুশকিলে পড়লো ইতালিয়ান। গ্রজি...গ্রজি... আচ্ছা, লিখে দিন। লিখে দিলো কওয়ালস্কি। কিন্তু কেরানীটি বিশ্বাসই করতে পারলো না যে কোনো নামের শুরুতে জি. আর. জেড. ওয়াই-বি. থাকতে পারে। কাজেই সে নিজেই বানান সংশোধন করে নিলো। নিয়ে যা দাঁড়ালো তাতে জবাব পেলো না, জোসেফ গ্রিবোওস্কি বলে কোনো নাম নেই মশাই শহরের ফোন-ডাইরেক্টরিতে।...কেরানীও সেই তথ্য কওয়ালস্কিকে জানালো, "না মশাই, ও নামের কেউ নেই।"

ভাগ্যি কেরানীটি বেশ সহৃদয় মানুষ, বিদেশীদের সেবা করতে গিয়ে একটু বেশী খাটনি খাটতে তার কোনো আপত্তি নেই। তাই টেলিফোন-এনকোয়ারিতে নামের যে বানান বলেছিলো সেটাও কওয়ালস্কিকে শুনিয়ে দিলো।

শুনেই তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলো কওয়ালস্কি, "না, না, না...জি.আর. জেড...."

"সে কী?" কেরানীটির চক্ষুস্থির। "বলছেন জি আর. জেড. ওয়াই বি. ...জি. আর. জেড ..."

"হ্যাঁ..."

শূন্যে হাত ছুঁড়ে ইতালিয়ান আবার আন্তর্জাতিক এনকোয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করলো। দশ মিনিটের মধ্যে জোজোর টেলিফোন নম্বর পেয়ে গেলো কওয়ালস্কি, আর আধ ঘন্টার মধ্যে সংযোগ পেলো। লাইনের ওধার থেকে পুরনো দোস্তের গলার স্বর ঠিকমতো আসছিলো না, নানারকম আওয়াজ-টাওয়াজ হচ্ছিলো। মনে হলো চিঠিতে লেখা দুঃসংবাদটার সমর্থন করতে যেন ইতস্তত করছে সে।

হ্যাঁ ..হ্যাঁ...ছোট্ট সিলভির সত্যিই অসুখ। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলো বেচারা...ডাক্তার আসবার পর যখন রোগ ধরা পড়লো ততদিনে শয্যাগত অবস্থা।...পাশের ঘরেই শুয়ে আছে সে। ..না, সে বাসা নেই.. এটা অন্য ফ্ল্যাট...নতুন. বেশ বড়ও। .কী? ঠিকানা?.. জোজো আস্তে আস্তে ঠিকানাটা বলে দিলো আর কওয়ালস্কি রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেটা লিখে নিলো।

"কদ্দিন...কদ্দিন টিকবে বলছে হারামজাদারা? টেলিফোনের ভেতরে গর্জন করে ওঠে কওয়ালস্কি। চারবারের বার জোজো যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারলো। তারপর লম্বা বিরতি।

"অ্যালো...অ্যালো ." চিৎকার করে কওয়ালস্কি। জবাব নেই। "অ্যালো?"

অবশেষে জোজোর স্বর ভেসে এলো। "দু-তিন সপ্তাহও হতে পারে, আবার এক সপ্তাহও,... কে জানে!"

অবিশ্বাসের চোখে হাতে-ধরা ম' প' টার দিকে তাকায় কওয়ালস্কি। কোনো কথা না বলে ফোন রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বিল মিটিয়ে, ডাক সংগ্রহ করে কব্জীতে লাগানো লোহার খাঁচাটাকে এক ঝটকায় বন্ধ করে হোটেলের দিকে চললো। মনে এখনো তুফান। সাহায্যের জন্যে কার কাছে যাবে জানে না। গায়ের জোরে তো এই সমস্যা মিটবে না। তবে উপায়!

মার্শাইতে ওর ফ্ল্যাটে জোজো ফোন রেখে দিলো। সেই একই পুরনো ফ্ল্যাট—নতুন নয়। ফোন রেখে ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়লো ·৪৫-কোল্ট হাতে ক্রিয়াবিভাগের লোক দুটো সেই একইভাবে বসে আছে। একজন তার দিকে পিস্তল তাক করে আছে, আরেকজন বৌয়ের ওপর। সোফার এক কোণায় জড়সড় বসে আছে বেচারী স্ত্রী, মুখটা ফ্যাঁকাশে।

সেইদিকে তাকিয়ে আবার পিত্তি জ্বলে গেলো জোজোর। ছুবলে উঠলো যেন, "বানচোত...কুত্তীর বাচ্চা শালারা!"

ওদের একজন জিজ্ঞেস করলো, "কী হে, আসছে?"

"কী করে জানবো? বলেনি, ফোন রেখে দিলো।"

কর্সিকানের নিস্পৃহ চোখ দুটো ওকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে:

"আসতেই হবে তাকে...সেইরকমই হুকুম।"

"শুনলে তো হে। যা যা বলতে বলেছিলে বললাম। খুব দুঃখ পেয়েছে বোধহয়..ফোন রেখে দিলো। তাতে তো আর বাধা দিতে পারি না আমি..পারি...?"

"তোমার খাতিরেই ওর আসা উচিত জোজো, বুঝলে?' কর্সিকানটা বললো।

"আসবে," হতাশ সুরে বললো জোজো, "পারলে নিশ্চয়ই আসবে। মেয়ের খাতিরে।"

"বেশ, তাহলে তো তোমার কাজ খতম।"

"তবে ফোট্ না শালা." হাঁকড়ে উঠলো জোজো, "রেহাই দে আমাদের।"

কর্সিকান উঠে দাঁড়ালো, পিস্তল তেমনি উঁচানো। অন্য লোকটি স্ত্রীলোকটার দিকে চেয়ে তেমনি নিস্পন্দ বসে রইলো।

"আমরা এখন যাবো," কর্সিকানটি বললো. "আর তোমরাও আমাদের সঙ্গে আসবে। এখানে চাদ্দিকে গুজগুজ করে বেড়াবে, তাই কি হয়? নইলে হয়তো বোমেই আবার টেলিফোন করে বসবে?"

"কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের?"

"এই কদিনের ছুটি, ধরো। পাহাড়ের ওপরে সুন্দর একটা হোটেল। তাজা হাওয়া, সূর্যের আলো, তোমার পক্ষে তো বেশ ভালোই, জোজো।"

"কতদিন থাকতে হবে?" জোজোর গলা নিরুত্তাপ।

"যদ্দিন প্রয়োজন।"

জানলা দিয়ে বাইরে একঝলক দেখে নেয় জোজো। পুরনো বন্দরের সেই সনাতন দৃশ্য। কানাগলি...ভ্যাপসা গন্ধ...সারি সারি মাছের দোকান।

"ট্যুরিস্টরা আসে এই সময়ে, আগস্টে। এখনই আমরা যা করে নিই।..বরবাদ হয়ে যাবো আমরা।"

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলো কর্সিকান। "আহা-হা, দেশের জন্যে করছো হে..ক্ষতি নয়তো লাভ...ফ্রান্সকেই দেশ বলে মেনে নিয়েছো, তবে?"

জোজো আসলে পোল ছিলো এককালে কথাটা শুনেই বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো। "রাজনীতিতে আমি হেগে দিই শালা। কে গদীতে বসেছে, কোন পার্টি কার নাকে দড়ি দিলো...আমার কী? কিন্তু তোদের আমি চিনি..শালা জন্ম-হারামজাদা! তোরা হিটলার থাকলে তারও পা চাটতিস, মুসোলিনি থাকলে তারও..দরকার পড়লে ও. এ. এস.-দেরও। তোদের আমি চিনি না? রাজা পাল্টাবে তো তোরা পাল্টাবি না...শালা খানকীর বাচ্চা..." চিৎকার করতে করতে খোঁড়া পায়ে লাফাচ্ছিলো জোজো। লোকটার মুখের সামনে গিয়ে তড়পাচ্ছিলো। তাতে কিন্তু উদ্যত পিস্তলের নলটা এক চুলও নড়লো না।

"জোজো," সোফা থেকে তারস্বরে চেঁচায় তার বৌ, "দোহাই তোমার, চুপ করো।"

পোলটা থমকে যায়। বৌকে যেন দেখতে পেলো এতক্ষণ পর। নিমেষে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো। ওরা সবাই ওর দিকে চেয়ে আছে, বৌয়ের চোখে মিনতি, গুপ্তসঙ্ঘের ষণ্ডা দুটোর মুখ-চোখ ভাবলেশহীন। গালিগালাজ, খিস্তি-খেউড়, অনুরোধ-উপরোধ সব তাদের গা-সওয়া, অভ্যেস হয়ে গেছে।

"গুছিয়ে ফেলো। আগে তুমি, তারপর তোমার বিবি।" পাণ্ডাটা হুকুম ঝাড়লো।

"সিলভির কী হবে? চারটেয় যে ওর স্কুলের ছুটি হবে, তখন?" স্ত্রীলোকটি আকুল স্বরে প্রশ্ন করে।

কর্সিকান পাণ্ডাটা এখনো অনিমেশ নয়নে জোজোর দিকে চেয়ে আছে।

"স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে তুলে নেবো। ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হেডমিস্ট্রেসকে বলা আছে ঠাকুমার অসুখ, গোটা পরিবার যাচ্ছে দেশে, তার মৃত্যুশয্যায়।..চলো এখন।"

জোজো আকাশে হাত ছুঁড়লো। শোবার ঘরে চলে গেলো জিনিস গুছিয়ে নিতে। কর্সিকান চললো তার পিছন পিছনে। বৌটি তখনো বসে দু হাতে রুমাল মোচড়ায়। সোফার ওদিকে আরেকটা ষণ্ডা তখনো বসে। ওটার বয়স একটু কম, কর্সিকানও নয়, লোকটা গাসকন। বৌটি হঠাৎ তাকেই শুধোয়, "ওরা...ওরা ওকে কী করবে?"

"কাকে...কওয়ালস্কি?"

"হ্যাঁ, ভিকতর।"

"কয়েকজন ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কথা বলতে চান...আর কিছু না।"

ঘন্টাখানেক পরে ওরা দুজনে একটা ঢাউস সিঁত্রোর পেছন-সিটে বসলো। ষণ্ডা দুজন বসলো সামনে। তীরবেগে গাড়ি চললো ভারসো পাহাড়ের ওপরে একান্ত এক গোপন হোটেলের উদ্দেশ্যে।

সমুদ্রতীরে সপ্তাহশেষের ছুটি কাটালো শৃগাল। সাঁতারের পোশাক কিনে এনে শনিবারটা জিব্রাগের তটে বসে রোদ পোয়ালো আর উত্তর সাগরে কয়েকবার ধরে সাঁতারালো। রবিবার সকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীর গতিতে গাড়ি নিয়ে চললো ফ্লেমিশ প্রদেশের ভেতর দিয়ে। ঘঁ এবং ব্রাগের মতো মফস্বল শহরের সরু সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ালো। দুপুরে দাম শহরে সাইফন রেস্তোরাঁয় বসে ধিকিধিকি কাঠের আঁচে সেদ্ধ অদ্ভুত সুন্দর মাংস খেলো। তারপর বেলা পড়তেই গাড়ি ঘুরিয়ে ব্রাসেলসের দিকে রওনা হলো। রাতে শুতে যাবার আগে হোটেলের অফিসে জানিয়ে দিলো যেন খুব ভোরে তার ঘরেই প্রাতরাশ দিয়ে যাওয়া হয় এবং তার সঙ্গে লাঞ্চের একটা প্যাকেট। কারণ পরদিন সে আর্দেনে যাবে...বালজের যুদ্ধে তার দাদা মারা গিয়েছিলো বাস্তোন আর মালমেদির মাঝে...সেই সমাধি দেখতে। ডেস্কের কেরানীটি সবিনয়ে জানালো, নিশ্চয়ই...তীর্থযাত্রায় কোনোই ব্যাঘাত হবে না মসিয়োঁর ...সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।.

রোমে কিন্তু ভিকতর কওয়ালস্কির পক্ষে সপ্তাহটি কাটলো বিশেষ চিন্তার মধ্যে। রক্ষীর কাজে অবশ্য ডিউটি দিলো সময়মতো, কখনো সেই ন'তলার বারান্দায় ডেস্কে বসে আবার কখনো বা দশতলার ছাতে। অবসর সময়ে চোখে ঘুম এলো না। ন' তলার অলিন্দের কোণে ছোট্ট খুপরি ঘরটায় ঘুমের পুরো সময়টুকু প্রায় বসেই কাটালো, হয় সিগারেট ফুঁকে নয়তো

কড়া দিশী মদ গিলে। আলজেরিয়ার পিনারের মতো দুর্ধর্ষ না হলেও ইতালিয়ান রসোও বড় কম যায় না। তবু ভিকতরের মনে হলো মদে সাড়ই নেই, জোলো একেবারে।

ওপর থেকে নির্দেশ না এলে কর্তব্যকর্ম বুঝতে পারে না কওয়ালস্কি। নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাব আসে-টাসে না। কিন্তু এবারে অনেক ভেবে ভেবে অবশেষে সোমবার সকালের মধ্যে নিলো এক সিদ্ধান্ত। ...যাবেই সে, কতক্ষণ বা আর লাগবে, একদিনের তো মামলা। খুব বেশী দেরি যদি হয়ও, মানে প্লেন-টেলেন যদি ঠিকমতো না পাওয়া যায় তো বড়জোর দুদিন। তবু যেতেই হবে, উপায়ান্তর নেই। কর্তাকে পরে বললেই হবে, নিশ্চয়ই বুঝবেন তিনি। অবশ্য রেগে যে কাঁই হবেন তাতে কোনো সন্দেহই নেই। একবার ভেবেছিলো যে কর্নেলকে বলে আটচল্লিশ ঘন্টার ছুটি চেয়ে নেবে, কিন্তু পরে ভেবে দেখলো সে অসম্ভব। নিজের লোকজনদের ভালোমন্দর ওপর কর্নেলের দৃষ্টি থাকলেও ওকে তিনি কখনোই যেতে দেবেন না...কিছুতেই না। সিলভির কথা তিনি বুঝবেন না, কওয়ালস্কিও তা কিছুতেই বোঝাতে পারবে না।...সোমবার সকালের ডিউটিতে আসবার সময় ভীষণ অসহায় লাগছিলো তার। বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস নামলো। জীবনে এই প্রথম সে কারো নির্দেশ না নিয়ে নিজের থেকেই একটা কাজ করতে যাচ্ছে।

সকালে প্রায় ওই সময়ে শৃগাল উঠলো। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করে বিছানার পাশে ট্রেতে রাখা স্বাদু প্রাতরাশ বেশ পবিতৃপ্তিব সঙ্গে খেলো। ওয়ার্ডরোবের তালা খুলে বাক্স থেকে রাইফেলটা বের করলো। অংশে অংশে ভাগ করে প্রত্যেকটা ভাগ ভালো করে কয়েক স্তর ফোম রবারে চেপে টোয়াইন সুতো দিয়ে কষে বাঁধলো। এগুলোকে তারপর রাকস্যাকেব নীচে রেখে ওপরে অন্যান্য জিনিস ঠাসলো যথা ডেনিম ট্রাউজার, চেক সার্ট, জুতো মোজা,, পেন্ট এবং বুরুশ। রাকস্যাকের বাইরেব একটা পকেটে গেলো বাজার করবার থলেটা আর দ্বিতীয় পকেটটায় বুলেটের বাক্স।

চমৎকার কেতাদুরস্ত স্যুট, সিল্কেব টাই পরে তাতে রাকস্যাক ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো শৃগাল। হোটেলের বারান্দায় আপ্যায়কের টেবিল থেকে মোড়কে মোড়া লাঞ্চ তুলে নিলো। গাড়িবারান্দার পাশে তার গাড়ি দাঁড় করানো ছিলো। নটাব মধ্যে ব্রাসেলস ছেড়ে ই-৪০ নং জাতীয় সড়ক ধরে হাওয়ার বেগে তার গাড়ি চললো নামুরের দিকে। দু ধারে সমতল জমি, ইতিমধ্যেই বেশ গবম পড়েছে। মনে হলো দুপুরটা জ্বালাবে। রাস্তার রেখাচিত্র থেকে দেখলো যে বাস্তোন চুরানব্বই মাইল। অর্থাৎ জঙ্গলে গিয়ে নিবিবিলি কোনো স্থান খুঁজে নিতে নিতে প্রায় একশো মাইল তো বটেই। তবে দুপুরের মধ্যেই পৌছে যাবে,...নিশ্চিন্ত হলো সে।

সূর্য মধ্যগগনে ওঠবাব আগেই নামুব পেরিয়ে গেলো, মার্শও। মাইল-পোস্টগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিলো হু-হু করে বাস্তোন আসছে এগিয়ে। ছোট্ট শহরটা এলে সেটাকেও পেরিয়ে চললো দক্ষিণামুখো, পাহাড়ের দিকে। ক্রমে জঙ্গল ঘন হয়ে এলো, প্রকাণ্ড এম আর বীচ গাছে রাস্তায় অন্ধকার, ক্বচিৎ-কখনো এক আধ টুকরো সূর্যালোক সেখানে ঢুকছে।...পাঁচ মাইল গিয়ে তবে শৃগাল দেখলো সরু একটা কাঁচা রাস্তা জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে সেঁইদিকেই চললো। মাইলখানেক যাবার পর দেখলো আরো একটা মেঠো রাস্তা গেছে জঙ্গলের ভেতরে। ক গজ এগিয়ে গিয়ে গাড়িটাকে ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে জঙ্গলের ঠাণ্ডা ছায়ায় বইলো খানিকক্ষণ। সিগারেট ধবিয়ে নিলো। কানে আসছে টিক-টিক শব্দ কবে করে মোটরের ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হচ্ছে, গাছপালার ওপরে বাতাসের সনসন আওয়াজ আর দূর হতে ভেসে-আসা ঘুঘুর ডাক।

ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির বুট ফেললো, রাকস্যাকটাকে নিয়ে রাখলো বনেটের ওপর। একে একে পোশাক বদলালো। স্যুটটা রইলো তার আরেঁদ গাড়ির পেছন-সীটে। ডেনিম প্যান্ট পরে নিলো। বেশ গরম তাই জ্যাকেট আর পরলো না। টাই আর সার্ট খুলে চৌখুপী জামা গলিয়ে নিলো। সুন্দর দামী জুতোজোড়াটা খুলে মোটা বুট উলের মোজা পরলো। মোজার ভেতরে আবাব গুঁজে দিলো তার ডেনিম প্যান্টেব পা দুটো।

রাইফেলের অংশগুলো একে একে জুড়ে নিলো। এক পকেটে নিলো নীরবক আর আরেক পকেটে দূরদর্শক। বাক্স খুলে কুড়িটা গুলি কামিজের একটা বুকপকেটে ভরে নিলো আর অন্য পকেটে নিলো পাতলা কাগজে মোড়া একটি মাত্র বিস্ফোরক বুলেট। রাইফেলটাকে বনেটের ওপর শুইয়ে রেখে গাড়ির বুট থেকে বের করে আনলো একটা মস্ত তরমুজ। ফলটাকে সে গত রাতে হোটেলে ফেরাব আগে ব্রাসেলস থেকে কিনেছিলো, বুটেই রেখে দিয়েছিলো সারারাত। তরমুজটাকে রাকস্যাকে ভরে চললো জঙ্গলের উদ্দেশ্যে ঠিক দুপুর গড়িয়েছে তখন।

দশ মিনিটের মধ্যে একটা চমৎকার ফাঁকা জায়গা খুঁজে পেলো। দেড়শো মিটারের পাল্লা নেওয়া যাবে অনায়াসে। বন্দুকটাকে একটা গাছেব গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে মেপে মেপে দেড়শো পা দূরে গিয়ে একটা গাছ খুঁজে দাঁড়ালো। তরমুজটাকে বেব করে নিয়ে তার একটা দিকের ওপর আর নীচে খয়েরি রঙ বুলিয়ে দিলো আর মাঝখানটায় লাগালো গোলাপী রঙ। রঙগুলো ভেজা থাকতে থাকতেই আঙুল দিয়ে থ্যাবড়া করে একজোড়া চোখ, একটা নাক, গোফ আর মুখ এঁকে ফেললো। ফলটাকে চাকু দিয়ে বিঁধিয়ে নিয়ে বাজারের থলেতে রাখলো। সাবধানতার কারণ হাত লেগে যাতে রঙ নষ্ট না হয়।

তারপব চাকুটাকে খুব জোরে গাছেব কাণ্ডে বিঁধিয়ে দিলো, প্রায় সাত ফুট উঁচুতে। তরমুজ-ভর্তি ব্যাগটাকে চাকুর সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলো। জাল-জাল থলে, কাজেই দূব থেকেও ফলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো বঙের টিন দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরেব ঝোপে। বুরুশ দুটো মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললো জুতা দিয়ে চেপে চেপে। রাকস্যাক নিয়ে তারপর চললো রাইফেলটাব দিকে।

নীরবক ও দূরদর্শক লাগিয়ে নিলো বন্দুকে। দূরদর্শকের তারের সংযোস্থলের সঙ্গে তরমুজের ঠিক মাঝখানটা এক লাইনে নিয়ে এসে ঘোড়া টিপলো। সামান্য অস্ফুট আওয়াজ হলো। ধাক্কাও লাগলো না বিশেষ। বন্দুকটাকে হাতে ঝুলিয়ে চলে এলো লক্ষ্যস্থলে। দেখলো ডান দিকের ওপর ঘেঁষে তরমুজের ভেতর দিয়ে গিয়ে বুলেট গাছে গেঁথে গেছে। ঝোলাব জালও ওইখানটা ছিঁড়ে গেছে। ফিরে এসে আবার গুলির ছুঁড়লো ওই একইবকম ফল শুধু আধ ইঞ্চির ফারাক। দূরদর্শনের স্ক্রুনা পাতি. যে চারবার গুলি ছুঁড়লো, চারবারই প্রায় ওই একই ফলাফল। কাজেই বুঝলো যে তাব নিশানা ঠিক হচ্ছে কিন্তু দূবদর্শকটাব দৃষ্টিপথ ঊর্ধ্বমুখে একটু ডান দিকে ঘেঁসে আছে। এবারে স্ক্রু ঘুরিয়ে সামঞ্জস্য করে নিয়ে ছুঁড়লো গুলি। বাঁ দিকে নীচু হয়ে লাগলো সেটা, তরমুজে আঁকা মুখটার বাঁ কোণায় নীচের দিকে। কাছে গিয়ে দেখে এলো। দৃষ্টিপথ না বদলে আরো তিনবার গুলির ছুঁড়লো, একই ফলাফল। তারপর দৃষ্টিপথের স্ক্রু সামান্য একটু পেছনে ঘুরিয়ে নিলো। ন'নম্বর গুলি তখন সোজা লক্ষ্যস্থলে গিয়ে লাগলো, একেবারে কপালের মাঝখানটায়। পর পর ছটা গুলি আরো চালালো, কখনো রগের কাছে, কখনো কানের লতিতে, গলায়, গালে, খুলিতে। সবকটা অব্যর্থ হলো, একটামাত্র একটু সামান্য ওপাশে গিয়ে লেগেছিলো।

বন্দুকটার কর্মক্ষমতায় বেশ সন্তুষ্ট এখন। পকেট থেকে একটু বাবলা গাছের আঠা বের করে নিয়ে দুটো মোটা স্ক্রুয়ের মাথায় বাকেলাইটের মাঝখানে লাগিয়ে দিলো। আধঘণ্টা পরে

জমে গেলো সেটা। আর নড়ে যাবে না ইস্ক্রুপ। একশো তিরিশ মিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবার পক্ষে অমোঘ অস্ত্র হয়ে রইলো এখন।

অন্য বুকপকেট থেকে বিস্ফোরক বুলেটটা বার করে রাইফেলে লাগিয়ে তরমুজের ঠিক মাঝখানটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। কাছে গিয়ে দেখলো বাজারের থলেটা চুপসে গিয়ে ঝুলছে। যে তরমুজ কুড়িটা গুলির ঘায়েও আস্ত ছিলো, সেটা এখন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। গাছের কাণ্ডটাও প্রায় পুড়ে গেছে। .....থলেটা নামিয়ে নিয়ে কাছের একটা ঝোপে ফেলে দিলো, ছুরিটা খুলে খাপে পুরে গাড়ির কাছে চলে এলো। রাইফেলটাকে আবার খুলে খণ্ড খণ্ড করে ফোম রবারে প্যাক করে পোশাক বদলে শহুরে পোশাক পরে নিলো। রাকস্যাকে বন্দুকের মোড়ক তিনটে, আর ছাড়া জামা-প্যান্ট-জুতোগুলো রেখে গাড়িতে বসে লাঞ্চের প্যাকেট খুললো।

খাওয়া শেষ করে রওনা দিলো। বড় রাস্তায় উঠে বাস্তোন, মার্শ, নামুর হয়ে ব্রাসেলসে যখন পৌঁছলো তখন ছটা বাজে। হোটেলে পৌঁছে কেরানীকে গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিলো। ঘরে এসে স্নানের আগে রাইফেলের অংশগুলো খুলে সাফ করে তেল লাগিয়ে রাখলো। তারপর সেগুলোকে বাক্সে পুড়ে ওয়ার্ডরোবে রেখে তালা বন্ধ করে দিলো। সে-রাত গভীর হলে রাকস্যাক, টোয়াইন আর ফোম রবারের টুকরোগুলো গিয়ে স্থান পেলো কর্পোরেশনের কোনো এক আবর্জনা-পাত্রে আর একুশটা খালি কার্তুজের খোল শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়লো মিউনিসিপ্যালিটির খালে।

সেই সোমবার সকালে ভিকতর কওয়ালস্কি আবার এসেছিলো রোমের বড় ডাকঘরে, আবার খুঁজলো ফরাসী জানা কোনো লোকের সাহায্য। সেদিন তারিখ ছিলো ৫ই আগস্ট। কেরানীটিকে বললো আলিতালিয়া বিমান প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিতে যে রোম থেকে মার্সাই যাওয়া-আসার বিমান সেই সপ্তাহে কবে কবে আছে। .....সেদিনই আছে, কিন্তু আর সময় নেই......এক ঘণ্টার মধ্যে সেটা ফিউমিসিনো ছেড়ে যাবে, ধরতে পারবে না। এর পরে সরাসরি মার্সাই যাবার বিমান আছে বুধবারে। ..নাঃ, অন্য কোনো বিমান প্রতিষ্ঠান নেই রোম থেকে মার্সাইয়ে যাবার জন্যে। ....ভেঙে ভেঙে জায়গা হয়ে যাওয়া যায় বটে,.....যাবেন? .না, না। ..তাহলে বুধবারে ফ্লাইট নেবেন? নিশ্চয়ই।.....বেলা সওয়া এগারোটায় ছাড়বে, মার্সাইয়ের মারিনান বিমান বন্দরে বারোটার ঠিক একটু পরে নামবে। ফিরে আসার প্লেন আছে পরের দিন। একটা টিকিট? . রিটার্ন? . আচ্ছা, ...নাম? .....পকেটের কাগজপত্রে যে নাম লেখা সেই নামই দিয়ে দিলো কওয়ালস্কি। কমনমার্কেটের দেশগুলোর ভেতরে এখন আর পাসপোর্টের হুজ্জত নেই। জাতীয় পরিচয়পত্রই যথেষ্ট।

পরদিন সকালে শৃগাল গিয়ে মসিয়োঁ গুসেনের সঙ্গে দেখা করে এলো। সেটাই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। প্রাতরাশের আগে ফোন করেছিলো। গুসেন জানলো কাজ হয়ে গেছে,.....মসিয়োঁ দুগান যদি অনুগ্রহ করে ১১টার সময়ে আসেন, ...প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও যদি আনেন তো পরখ করে দেখা যেতে পারে।

এবারেও হাতে আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে চলে এলো শৃগাল। অ্যাটাচি কেসটাকে একটা সস্তা ফাইবারের সুটকেসে ভরে এনেছিলো। পুরো আধ ঘণ্টা ধরে রাস্তাটার এদিক-ওদিক ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো যখন নিশ্চিন্ত হলো যে অবাঞ্ছিত কেউ নেই, তখনই গিয়ে হাজির

হলো গুসেনের কারখানার দরজায়। মঁ. গুসেন দরজা খুলে দিলে সোজা ভেতরের অফিসে চলে এলো। গুসেনও দরজায় চাবি বন্ধ করে ভেতরে এলো।

ইংরেজ শুধালো, "আর কোনো সমস্যা নেই তো?"

"নাঃ, হয়ে গেছে।" ডেস্কের পেছন থেকে চটে মোড়া কয়েকটা গোলাকার মাল নিয়ে এসে টেবিলে ফেললো। মোড়ক খুলে চকচকে স্টীলের কয়েকটা নল পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলো। শৃগালের দিকে হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচি কেসের সন্ধান করতেই শৃগাল বাক্সটা দিলো এগিয়ে।

একে একে প্রত্যেকটা অংশ খুলে নিয়ে স্টীলের নলে ভরলো। চমৎকার ফিট হলো।

কাজ করতে করতে জিজ্ঞাসা করে, "আপনাব লক্ষ্যভেদের প্র্যাকটিস কেমন হলো?"

"খুব সুন্দর।"

সব জিনিসগুলো ভরা হয়ে গেলে ইস্পাতের ছোট্ট একটা ছুঁচ (যেটা আসলে ট্রিগার) আর বাকি পাঁচটা বিস্ফোরক বুলেট হাতে নিয়ে বললো, "এগুলোকে অন্যখানে রাখতে হবে।" কালো চামড়ায় মোড়া রাইফেলের কুঁদোটা নিয়ে দেখালো কী ভাবে এক জায়গায় ক্ষুর দিয়ে চামড়া কাটা হয়েছে। ট্রিগারটাকে সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে তার ওপরে কালো ইনসুলেটিঙ টেপ লাগিয়ে দিলো। বাইরে থেকে কিচ্ছু বোঝা যায় না। ডেস্কের দেরাজ থেকে তাবপর মোটা কালো গোল রবার বের করে আনলো, দেড় ইঞ্চি ব্যাস আর দু ইঞ্চি লম্বা। গোলমুখের কেন্দ্রে একটা লোহার মুখ লাগানো, যেটাতে স্ক্রুয়ের মতো প্যাঁচ কষা। বললো, "এটাকে শেয নলেব দিকে। প্রত্যেকটায় একেকটা কবে বুলেট গুঁজে দিলো। ওপরে জেগে থাকলো শুধু তাদের পেতলের ক্যাপেব আগা।

"ববাবটা ফিট কবলে বুলেটগুলো আব দেখা যাবে না, টিপলেও রবারই মনে হবে।" ইংরেজ চুপ করেই থাকে, কিচ্ছু বলে না। তাই দেখে বেলজিযান একটু উদ্বিগ্ন হয়। প্রশ্ন কবে, "কী, কেমন হয়েছে?"

কোনো কথা না বলে শৃগাল নলগুলো তুলে তুলে একে একে পরীক্ষা করলো। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখলো, কিন্তু কোনো আওয়াজ পেলো না, নড়াচড়ারও কোনো লক্ষণ নেই। ভেতবে পুরু গদী-আঁটা, কাজেই নডাচডা বা আওয়াজ বন্ধ। সবচেয়ে লম্বা নলটা বিশ ইঞ্চি, তার মধ্যে থাকলো রাইফেলের ব্যারেল আর ব্রীচ। অন্যগুলো প্রায় এক ফুট করে, তাদের ভেতরে আছে স্ট্রাট দুটো, সাইলেন্সার এবং টেলিস্কোপ। কুঁদো আর ট্রিগার আলাদা করে রাখা। বুলেট ভবা রবারের নলও তাই। রাইফেলের কোনো চিহ্নই নেই এখন, সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

"চমৎকার, ঠিক যেমনটি আমি চেয়েছিলাম," শৃগাল বললো।

বেলজিয়ান খুশী হয়। শিল্পীব গৌরব তো তার।

একে একে বন্দুকের অংশসমেত লোহার নলগুলোকে চটে মুড়ে মুড়ে ফাইবাবের সুটকেসে রাখলো। সব ভরা হয়ে গেলে খালি অ্যাটাচি কেসটা বেলজিয়ানকে ফেরত দিয়ে দিলো। বললো, "এটা আর আমার দরকার নেই। বন্দুকটা ওখানেই থাকবে যতক্ষণ না প্রয়োজন হয়।"

পকেট থেকে বাকি দুশো পাউণ্ড বের করে বেলজিযানকে দিলো। "আমাদের লেনদেন শেষ। কী বলেন?"

"হুঁ, যদি না আপনার আরো কিছু দরকার হয।"

"দরকার শুধু একটা জিনিসের," শৃগাল বললো, "সেদিনের উপদেশ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, মুখ বন্ধ রাখার?"

"না, মসিয়োঁ," বেলজিয়ান বললো। ভয় পেয়েছে সে। চিরতরে তাকে স্তব্ধ করবার চেষ্টা করবে নাকি লোকটা? বোধহয় না। তবু......

ইংরেজটি ওর চিন্তার কথা টের পেয়ে গেলো। বললো, "ভাবনা নেই আপনার। আপনার কোনো অনিষ্ট আমি করবো না। অন্তত এখন তো না। কিন্তু যদি কোনোদিন আপনার এখানে আমি যে এসেছিলাম সে-কথা জানার বা আপনার কাছ থেকে আমি কী বানিয়ে নিয়েছি সে-কথা প্রকাশ হয় তাহলে আপনাকে আমি হত্যা করবো। যে-মুহূর্তে আমি চলে যাব, সেই মুহূর্ত থেকে আপনি আমার কথা বেমালুম ভুলে যাবেন। এর যেন অন্যথা না হয়।"

"নিশ্চয়ই হবে না," গুসেন বললো, "আমার দিকটাও তো দেখতে হবে। সেইজন্যেই তো রাইফেলের নম্বরটাও অ্যাসিড দিয়ে তুলে ফেলেছি।"

"আচ্ছা," শৃগাল হাসলো, "তাহলে চললাম। বিদায়।"

সস্তা ফাইবারের সুটকেস হাতে নিয়ে হোটেলে যেতে চাইলো না শৃগাল। তাই লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও, ট্যাক্সি ধরে চললো মেন স্টেশনে। লেফটলাগেজ দপ্তরে সুটকেস জমা দিয়ে রসিদটা তার দামী গোসাপের চামড়ার মানিব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখলো।

সিন রেস্তোরাঁয় ঢুকে দারুণ লাঞ্চ খেলো, যেমন সুস্বাদু তেমনি দামী। ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত, তাই একটু উৎসব আর কি! আমিগোতে গিয়ে মালপত্র গুছিয়ে বিল মিটিয়ে চলে এলো। মূল্যবান চেক সুট, বড় বড় গোল কালো চশমা, কুলীর হাতে দুটো দামী ভুঁইতোঁ সুটকেস......হোটেলে ঢোকবার সময় যে-চেহারা ছিলো সেই একই দৃশ্য, কোনো পরিবর্তন নেই। পরিবর্তনের মধ্যে অবশ্য এক হাজার ছশো পাউণ্ড কমে গেছে তার তহবিল থেকে কিন্তু তার বদলে স্টেশনের লাগেজ অফিসে রইলো একটা সাধারণ সুটকেস যার মধ্যে আছে তার কাঙ্ক্ষিত মারণাস্ত্র আর রইলো স্যুটের ভেতরের গোপন পকেটে তিনটে নিপুণভাবে জাল করা কার্ড।

চারটের একটু পরে ব্রাসেলস থেকে লণ্ডন যাওয়ার প্লেন ছাড়লো। লণ্ডনে বিমানবন্দরে তার একটা ব্যাগ খুলে সামান্য পরীক্ষা-টরীক্ষাও করে দেখা হলো। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেলো না। সাতটার মধ্যে তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে পৌঁছে স্নানটান সেরে গেলো ওয়েস্টএণ্ডে নৈশভোজন সারতে।

আট

দুর্ভাগ্যক্রমে বুধবার সকালে কওয়ালস্কিকে ডাকঘরে গিয়ে কোনো টেলিফোন করতে হয়নি। হলে সে আর প্লেন ধরতে পেতো না। মঁ পোয়াতেরের নামের চিঠিপত্রও নির্দিষ্ট খুপরিতে জমা ছিলো, তাই একটুও সময় নষ্ট হলো না, সেই লেফাফা পাঁচটা নিয়ে শেকলে বাঁধা লোহার বাক্সে বন্ধ করে পা চালিয়ে হোটেলে চলে এলো। সাড়ে নটার মধ্যে কর্নেল রদাঁ ডাক খালাস করে নিতেই ছুটি হয়ে গেলো তার। আবার ডিউটি পড়বে সেই সন্ধ্যে সাতটায়, ছাতের ওপরে।

ঘরে এলো শুধু কোল্ট '৪৫ টাকে কাঁধের হোলস্টারে গুঁজে নিতে। কারণ রদাঁ কখনো তাকে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় বেরুতে দিতো না. সুছাঁদ কোট পরলে অবশ্য তলার বন্দুক এবং হোলস্টারের উপস্থিতি বহুদূর থেকেই টের পাওয়া যেতো কিন্তু কওয়ালস্কির কোট-প্যান্ট চিরদিনই বড় বেঢপ। অত বড় শরীর থেকেও সেগুলো ঢলঢলে বস্তার মতোই ঝোলে। আগের দিন আঠালো প্লাস্টারের একটা বাণ্ডিল আর বেরে টুপি কিনেছিলো, সেগুলো এখন কোটের পকেটে ঠুসে নিলো। গত ছ মাসের সঞ্চয় ইতালিয়ান লিরা এবং ফরাসী ফ্রাঁয়ের নোট ভেতর-পকেটে যত্ন করে ভরে, ঘরের দরজা বন্ধ করে রওনা দিলো।

নামবার পথে ডেস্কের রক্ষী মুখ তুলে তাকায়।

"আবার টেলিফোন করতে পাঠাচ্ছে," বলেই দশতলার দিকে বুড়ো আঙুল তুলে দেখায় কওয়ালস্কি। কিছুই বললো না রক্ষী। লিফট ওপরে এলে শুধু সেদিকে তাকিয়ে থাকলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কওয়ালস্কি চোখে কালো চশমা সেঁটে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

রাস্তাব বিপরীত দিকে কাফেতে বসে একটা লোক মুখ থেকে পত্রিকাটা একটু সরালো। গাঢ় রোদ-চশমাব আড়াল থেকে তার চোখ দুটো শুধু কওয়ালস্কিকে লক্ষ্য কবে। সে তখন রাস্তাব দু দিকে চেয়ে চেয়ে খালি ট্যাক্সি খুঁজছিলো। না পেয়ে সামনে এগিয়ে চললো। কাফের লোকটা বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়ালো। দাঁড করানো গাড়িগুলোর মধ্যে থেকে একটা ফিয়াট এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াতেই লোকটা তাতে উঠে বসলো। ফিয়াট গাড়িটা মন্থর গতিতে চললো কওয়ালস্কির পিছু পিছু ।

মোড়ের মাথায় ট্যাক্সি পেয়ে গেলো কওয়ালস্কি। হুড়মুড় করে চেপে বসে ড্রাইভারকে বললো, "ফিউমিসিনো।"

বিমানবন্দবেও তার পেছনে পেছনে চললো এস ডি. ই সি ই-র চব। আলি তার্লিয়ার ডেস্কে এসে কওযালস্কি নগদ টাকা দিযে তাব টিকিট নিলো। মেযেটিব প্রশ্নেব উত্তবে জানালো যে তাব কোনো মালপত্তর নেই, হাতেব ঝোলাও নয়। শুনলো যে মার্সাই-যাত্রী বিমানেব প্যাসেঞ্জাদেব আবো এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পবে ডাকা হবে। যথেষ্ট সময। তাই প্রাক্তন ফৌজীটি চললো কাফেটেরিযাব উদ্দেশে। কাউণ্টার থেকে কফি নিযে পুরু কাঁচেব ধারে বসে বসে বিমান যাওযা-আসা দেখে। বড ভালো লাগে তাব বেসামরিক বিমানেব ওঠা-নামা দেখতে। সাবাজীবন তো তাব কাছে প্লেনেব আওয়াজ মানেই জার্মান মেসাবস্মিড, বাশিযান স্তর্মোভিক বা আমেবিকান ফ্লাইং ফোর্ট। শেষেব দিকে অবশ্য ভিযেতনামে বি-২৬ বা স্কাইবেডাব আব আলজেরিয়ান জেবেল মিস্তেবেস বা ফুগা। কিন্তু যাত্রী বিমানবন্দরে তাব মনে হয মস্ত মস্ত রূপোলী পাখি যেন আকাশে ডানা বিস্তাব করে আছে, নামবাব আগে শূন্য থেকে সুতোয ঝোলে তাবা। বড ভালো লাগে। জীবন অন্যবকম হলে সে হযতো বিমানবন্দরে কাজ নিতো, কিন্তু তা তো হয না, জীবন যে বকম সেই বকমই। পাশা তো আব ওল্টাবে না।

সিলভিব কথা মনে পডলো। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে উঠলো তাব। ওইটুকু ছোট্ট মেযেটা মববে আব পারীর ওদ্দমদ্দ হারামজাদারা বেঁচে থাকবে এ কী কথা! ওদেব কথা কর্নেল বর্দা তো কতোই শুনিয়েছে. ..ফ্রান্সকে কী ভাবে নষ্ট কবছে.. ...সেনাবাহিনীর সঙ্গে কেমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করলো. . .বিদেশ ফৌজকে বরবাদ করলো শালারা.... .ইন্দোচীন আর আলজেরিয়াব লোকদেব স্রেফ সন্ত্রাসবাদীদের হাতে সঁপে দিযে এলো। কর্নেল সাহেব তো কখনো মিথ্যে বলেন না।

তাদেব ফ্লাইট ঘোষণা কবা হলো। কাঁচেব দবজা দিযে সাব বেঁধে অন্য যাত্রীদেব সঙ্গে চলে এলো কংক্রিটের ক্ষেত্রে। একশো গজ দূরেই বিমান দাঁড়িয়ে আছে। ঝুলবাবান্দা থেকে কর্নেল বর্দাব দুই অনুচব দেখলো যে লোকটা বিমানে গিয়ে ঢুকলো। এখন তার মাথায কালো বেরে টুপি আর এক গালে ফালি ফালি প্লাস্টার সাঁটা। প্লেন রওনা হয়ে গেলে ওদেব একজন গিযে টেলিফোন-বুথে ঢুকে রোমেব একটা নম্বব ঘোরালো। কোনো একটা নাম বলে পবিচয দিয়ে বললো, "চলে গেলো। আলিতার্লিযা চার-পাঁচ-এক। মাবিনানে নামবে ১২টা ১০-এ।"

দশ মিনিটেই খববটা চলে গেলো পারীতে আর তাবও দশ মিনিট পবে মার্সাইতে। ...নীল জলেব ওপর দিয়ে এক চক্কর ঘুরে বিমানটা মারিনান বিমানবন্দবের দিকে চললো। সুন্দরী রোমান আপ্যায়িকা বিমানের ভেতরে সকলের সিটবেল্ট বাঁধা আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে

নিজের কোণের সিটে বসে বেল্ট কষে নিলো। দেখলো যে তার সামনের আসনের যাত্রীটা জানলা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রোম উপত্যকার সাদাটে বালিয়াড়ির দিকে, যেন কোনোদিন দেখেনি।

লোকটার বিরাট দেহ, মজুর-মার্কা চেহারা, এক বর্ণও ইতালিয়ান বলে না। ফরাসী উচ্চারণেও ভীষণ টান, বোধহয় তার মাতৃভূমি পূর্ব-ইউরোপের কোনো দেশে। কদমছাঁট কালো চুলের ওপর বেরে টুপি পরে আছে, কুঁচি-মুচি কালো স্যুট। চোখের কালো চশমা এক মুহূর্তের জন্যেও খোলেনি। মুখের অর্ধেকটাই প্লাস্টিকের ফিতেয ঢাকা ; বেশ ভালোই কেটে গেছে মনে হচ্ছে।

একবার কাঁটায় কাঁটায় সঠিক সময়ে বিমান অবতরণ করলো। যাত্রীরা বেরিয়ে এলো। কাস্টমস হলে গিয়ে পৌঁছলো সবাই। কাঁচের দরজা দিয়ে যখন একে একে তারা ঢুকছিলো তখন পাসপোর্ট পুলিসের হাঁটুতে আস্তে করে লাথি মেরে পাশের লোকটা ফিসফিসিয়ে বললো, "মস্ত লোকটা, কালো বেরে টুপি, মুখে প্লাস্টারের ফিতে সাঁটা।" নিঃশব্দে ঘুরে চলে গেলো সংবাদটা অন্যদের শুনিয়ে দিতে। যাত্রীরা দু লাইনে দাঁড়িয়েছে। দুটি ঘূর্ণায়মান গেট। একে একে তারা বেরিয়ে যাবে। জালির ওধারে দুজন পুলিস মুখোমুখি বসে। মাঝখানের দূরত্ব প্রায় দশ ফুট। প্রত্যেকে তাদের ছাড়পত্র আর আগমন কার্ড বের করে তাদের দেখাচ্ছে। প্রহরী দুজন ডি এস টি.-র সদস্য, সিকিউরিটি পুলিস তারা। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্যে বহিরাগত বিদেশী এবং স্বদেশ-প্রত্যাগত ফরাসীদের পরীক্ষা করে দেখাই ওদের কর্তব্য।

কওয়ালস্কির পালা যখন এলো তখন নীল উর্দি পরা পুলিসটা তাকে তাকিয়েও দেখলো না। হলদে আগমন কার্ডটাকে ধাঁই করে এক মোহর মেরে দিলো। এগিয়ে ধরা পরিচয়পত্রটায় আলগোছে চোখ বুলিয়ে হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বললো। উদ্বেগ কেটে গেলো কওয়ালস্কির, এগিয়ে এলো কাস্টমস বেঞ্চের দিকে। এই একটু আগেই কাস্টমস অফিসারেরা আবার ছোট্টখাট্টো একটা টেকো লোকের মুখ থেকে কিছু খবর শুনছিলো। ...কাস্টমসের প্রবীণ অফিসারটি কওয়ালস্কিকে বললেন, "মসিয়োঁ, আপনার মাল।" হাত নেড়ে কনভেয়ার বেল্টের দিকে দেখালো যেখানে যাত্রীরা নিজেদের মালের জন্যে অপেক্ষা করছে।

"মাল নেই আমার," কওয়ালস্কি বললো।

"মাল নেই?" ভুরু উঁচিয়ে তার দিকে তাকান অফিসারটি। "ওঃ, আচ্ছা! তো কিছু ঘোষণা করবার আছে কি?"

"নাঃ, কিছু না।"

আকর্ণ হাসি হাসলেন কাস্টমস কর্মী। "বেশ, তবে আসুন।" হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে দেখিয়ে দিলেন। কওয়ালস্কি মাথা নেড়ে বাইরে রোদ্দুরের মধ্যে চলে এলো। এলোপাতাড়ি খরচ করার স্বভাব নয় তার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাই বিমানবন্দরের বাস কোথায় খুঁজছিলো। চোখে পড়তেই বাসে গিয়ে বসলো।

বাস যখন শহরের কেন্দ্রে এয়ার-ফ্রান্সের অফিসে এসে পৌঁছলো তখন লাঞ্চের সময়। বেশ গরম, রোমের চেয়েও বেশী। আধ ঘণ্টা লাগলো ট্যাক্সি পেতে, ড্রাইভারেরা সব এই গরমে ছায়া খুঁজে খুঁজে দুপুরের ভাতঘুম মারছিলো। ......জোজো যে ঠিকানা দিয়েছিলো সেটা শহর ছাড়িয়ে, কাসি-র দিকে। আভেন্যু দালা ... [illegible] পৌঁছেই ... ড্রাইভারকে থামতে বললো। বাকি পথটুকু হেঁটেই মারবে। যেভাবে ড্রাইভারটা তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মর্জি আপনার,' তাতে বেশ স্পষ্ট বোঝা গেলো কী চোখে তাকে দেখছে লোকটা। এই গরম ঝলসানো রোদ্দুরে কেউ পায়ে হাঁটতে চায়...হায়, ঈশ্বর ওদের সুমতি দিন। ......ট্যাক্সি ঘুরে

চলে গেলে কওয়ালস্কি পাশের চায়ের দোকানের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করলো রাস্তাটা কোথায়। একটু এগিয়ে গিয়ে পেলো সেই রাস্তা। নামটা মিলে যাচ্ছে, কাগজে সে যা লিখে রেখেছিলো। ফ্ল্যাট বাড়িগুলো বেশ নতুন দেখতে। জোজোরা তাহলে বেশ দু পয়সা করেছে স্টেশনে খাবার বেচে। নাকি মাদাম জোজো শেষ পর্যন্ত সেই দোকানটা কব্জা করেছে যেটায় ওর লোভ চিরদিনের। নিশ্চয়ই তাই, নইলে এত উন্নতি! ......সে যাক গে, এইসব পাড়ায় সিলভিও বেশ ভালোভাবেই বড় হয়ে উঠতে পাবতো, পুরনো বন্দরের দিকটা যা বিচ্ছিরি! মেয়ের কথা মনে হতেই, কথাটা আবার নতুন কবে তার মনে পড়লো। ফোনে বলেছিলো......কত দিন? ......এক সপ্তাহ......বড়জোর পনেরো দিন। না না, হতেই পারে না......এ যে অসম্ভব!

সিঁড়িগুলো দুদ্দাড় করে চড়ে হলে এসে দেখলো দেওয়ালে সার সার লেটারবক্স। দেখলো একটার গায়ে লেখা আছে ঃ গ্রজিবোওস্কি, ২৩নং ফ্ল্যাটে। মনে মনে ভাবলো লিফট নয়, সিঁড়িই চড়বে, দোতলা বই তো নয়।

২৩ নং ফ্ল্যাটেও ঠিক অন্য ফ্ল্যাটগুলোর মতো একটা দরজা। দরজার ধারে সঙ্কেত ঘুন্টিব চাবি আরএকটা ছোট্ট চৌখুপি বাক্সে টাইপ-করা কার্ড-সাঁটা ঃ 'গ্রজিবোওস্কি'। দরজাটা করিডরের শেষে। অন্য দু পাশে ২২ আর ২৪ নম্বরের দরজা। ঘুণ্টি টিপে দিলো। সামনের দরজা খুলে গেলো। কিন্তু সেই ফাঁক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা গাঁইতির হাতল তার কপালে এসে পড়লো প্রচণ্ড জোবে। সেই আঘাতে কওয়ালস্কির কপালের চামড়া যদিও ফেটে গেলো তবু হাতলটা একটা ভ্যাদভেদে আওয়াজ করেই ফিরে এলো। দু ধারে ২২ আর ২৪ নম্বরের দরজাও খুলে গিয়েছিলো চটপট। আধ সেকেণ্ড সময়ও লাগেনি, পলকে ঘটে গিয়েছিলো সব। কিন্তু কওয়ালস্কিও সেই মুহূর্তে উদ্দাম হয়ে উঠলো, উন্মত্ত একবারে। আর কিছু না জানুক, লড়তে জানে ঠিকই। সরু করিডবে তার দেহের দৈর্ঘ বা প্রস্থ কোনো কাজেই এলো না। তাব বিশাল দৈর্ঘে· জন্যেই গাঁইতির হাতলটা মাথায় ততখানি জোড়ে লাগতে পারেনি। চোখের ওপর দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিলো, তবু তারই মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলো সামনের দরজায় দুটো লোক, আব দু পাশে আবো দুজন। আক্রমণ হানতে হলে জায়গা দবকাব, তাই সে বুনো ষাঁড়েব মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো ২৩ নম্বরের দরজার ভেতরে।

সেই ধাক্কার সামনের লোকটা পেছনে ছিট্কে গেলো। পেছনের লোকগুলো প্রাণপণে ওর কলার আর কোট আঁকড়ে ধরে। ঘরে ঢুকেই কোল্ট বের করে নিলো কওয়ালস্কি, একটু ঘুরে দোরের দিকে গুলি ছুঁড়লো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ডাণ্ডার বাড়ি এসে পড়লো তার কবজিতে। তার বন্দুকের নিশানা নীচের দিকে চলে গেলো। একজনের হাঁটুর মালাইচাকি চুরচুর হয়ে গেলো। আর্তনাদ করতে করতে পড়ে গেলো সে। কিন্তু তক্ষুণি কবজিতে আরো একটা বাড়ি, অবশ হয়ে গেলো হাত। বন্দুকটা খসে পড়লো। নিমেষের মধ্যে পাঁচটা লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, অতগুলো মস্কো জোয়ানের সঙ্গে পারলো না সে। ......লড়াই চলেছিলো সর্বসমেত তিন মিনিট। পরে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গিয়েছিলো যে চামড়া মোড়া হাণ্টারের মাথা দিয়ে অন্তত গোটা কুড়ি বাড়ি পড়েছিলো তার মাথায়, তবেই সে অজ্ঞান হয়েছিলো। কানের একটা অংশ থেঁতলে ছিঁড়ে গিয়েছিলো, নাক ভেঙে গিয়েছিলো আর গোটা মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। লড়াই সে চালিয়েছিলো আসলে সম্পূর্ণ অভ্যাসবশে, নিজের অজান্তেই, চেতনা অনেক আগেই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। দ-দুবার বন্দুকটা প্রায় কুড়িয়ে নিয়েছিলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে একজন সেটাকে সুট করে ঘরের অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দিতেই রক্ষা। শেষমেষ যখন সে মুখ থুবড়ে বেহুঁশ হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো তখন ঘরে তার আক্রমণকারীদের মধ্যে শুধু তিনজন ছিলো খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে। যার হাঁটুতে লেগেছিলো সে দোরের পাশে দেওয়ালের

সঙ্গে লেপটে ছিলো, ঠিক বর্ণমালাব হাঁটুভাঙা দ। দু হাতে হাঁটু জডিযে ছিলো, হাতদুটো লালে লাল। যন্ত্রণায চিৎকাব কবছিলো, পাংশু ঠোঁট নেডে নেডে খিস্তি ঝাডছিলো থেমে থেমে। আবেকজন হাঁটু ভেঙ্গে বসে আস্তে আস্তে দুলছিলো, মাজা বিচূর্ণ তাব। আবেকজন কওযালস্কিব অনতিদূবে মেঝেয পডেছিলো, নিঃসাড। তাব বাঁ দিকেব বগেব কাছটায বঙ বদলে গেছে, ওইখানেই কওযালস্কিব হাতেব পুবো ওজনেব একটা ঘুষি লেগেছে তাব।

দলেব নেতা কওযালস্কিকে পালটে শুইযে দিলো। বন্ধ চোখেব পাতা খুলে দেখে জানলাব কাছে টেলিফোন যন্ত্রটায নম্বব ঘুবিযে অপেক্ষা কবে। তাব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তখনো খুব ভাবী। ফোনে সাড়া পেতেই বললো, "হ্যাঁ, ধবেছি ওকে কী বললেন, লডেছিলো? হুঁ, লডেছিলো বটে গুলি ছুঁডেছিলো একবাব, গেবিনিব মালাইচাকি গেছে। কপেতিব একটা বিচি উডে গেছে আব ভিসাব বেহুঁশ কী? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পোলেব বাচ্চা বেঁচেই আছে। সেই বকমই তো হুকুম ছিলো। নইলে কি আব এমন ভাবে আমাদেব জখম কবতে পাবতো হ্যাঁ, চোট লেগেছে বটে কিন্তু বেচে আছে। জানি না, অজ্ঞান হযে পডে আছে দেখুন, স্যালাডেব ঝুডি (পুলিস ভ্যান) পাঠাবেন না, গোটা দুই অ্যাম্বুলেন্স পাঠান। আব তাডাতাডি কববেন, বুঝলেন?"

লিসিভাব বেখে অস্ফুট উচ্চাবণে বলে উঠলো, 'শালা!" ঘবে আসবাবপত্রেব ভাঙা টুকবো, একটাও আস্ত নেই একটা হাতলওলা চেযাব ছুঁডেছিলো কওযালস্কি তাব দিকেও। সেটা ঠেকাতে গিযে তাব বুকে এবং হাতেও মন্দ লাগেনি। শালা, হাবামি কা বাচ্চা, পোল'

হেড অফিসেব বাঞ্চোতগুলো আগে ঘুণাক্ষবেও বলেনি যে এই পোলটা কোন জাতেব।

পনেবো মিনিট পবে দালানেব সামনে এসে দাড়ালো দুটো সিত্রোঁ অ্যাম্বুলেন্স। ডাক্তাব ভেতবে ঢুকে আগে কওযালস্কিকে পবীক্ষা কবলো। তাব জামাব হাত তুলে একটা ইঞ্জেকশন দিলো। দুজন বাহক মিলে তাকে স্ট্রেচাবে শুইযে লিফটেব দিকে নিযে যেতে ডাক্তাব দেওযালে সেঁটে থাকা কর্সিকানটাব দিকে মুখ ফেবালো। হাটু থেকে জোব কবে তাব হাত সবিযে জাযগাটা ভালো কবে লক্ষ্য কবতেই ডাক্তাব শিস দিযে ওঠে। 'হুঁ, বেশ বেশ। মর্ফিযা আব হাসপাতাল। দিচ্ছি একটা ছুঁচ ফুটিযে, বুঝলে, বেহুঁশ হযে যাবে একেবাবে। তা বাদে এখানে আমি আব কীই বা কবতে পাবি? তবে বুঝলে চাদ, এই লাইন তোমাব শেষ।'

গেবিনি শাপশাপান্ত কবে ওঠে। ছুচটা কিন্তু ততক্ষণে ফুডে দিযেছে ডাক্তাব মাথায হাত দিযে ভিসাব চুপ কবে উঠে বসেছিলো মুখেচোখে তখনো হতভম্ব ভঙ্গী। কাপেতি এতক্ষণে দেওযাল ঘেষে সটান হযে দাঁডিযে পডেছে, মুখে সমানে গোঙাচ্ছে। তাব বগলেব নীচে হাত দিযে দুজন সহকর্মী তাকে ধবে ধবে বাইবে নিযে গেলো। দেহেব ভব তাদেব ওপব দিযে খুঁডিযে খুঁডিযে চললো সে। দ্বিতীয অ্যাম্বুলেন্স থেকে স্ট্রেচাব নিযে এসে আবো দুজন বাহক মিলে গেবিনিকে তাতে শুইযে নিযে চলে গেলো। দলেব নেতা ভিসাবকে ধবে দাঁড কবিযে দিলো।

বাবান্দায বেবিযে লোকটা শূন্য ঘবটাব দিকে চেযে দেখলো। ডাক্তাব তাব পাশেই দাঁডিযে ছিলো, বললো, 'বিশ্রী কাণ্ড না?"

"হোক গে। অফিসেব ওবা এসে সাফ কববে, ওদেবই তো শালা এই ফ্ল্যাট।' এই বলে ঘবেব দবজাটা টেনে দিলো। ২২ আব ২৪ নম্ববেব দবজাও খোলা ছিলো, সেগুলোও টেনে দিলো।

"প্রতিবেশী নেই?" ডাক্তাব শুধালো।

"নাঃ। গোটা ওপবতলাটা আমবা নিযেছি।"

আগে আগে ডাক্তার আর পেছনে পেছনে ভিসারকে ধরে ওরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গাড়িতে এসে বসলো।

বারো ঘণ্টা পরে, ফ্রান্সের ওধারে পারী শহরের বাইরে এক দুর্গের নীচে সেলে বন্ধ করে রাখা হলো কওয়ালস্কিকে। তখনো অচৈতন্য ও। সেলের ঘরটায় হোয়াইটওয়াস করা দেওয়ালের রঙ নোংরা নোংরা ছোপ ধরা। এখানে ওখানে আঁচড় দিয়ে দিয়ে হয় কোনো খিস্তি নয়তো প্রার্থনার পংক্তি লেখা। ঘরটায় ভ্যাপসা গরম। ঘাম, পেচ্ছাব আর কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধ। সরু লোহার খাটে চিত করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। খাটটার পায়া চারটে মেঝের কংক্রীটে জমানো। মাথার নীচে শুধু গোটানো কম্বল আর খাটের ওপর ছাই রঙের তোশক। এ ছাড়া বিছানা বলতে আর কিছু নেই। দুটো মোটা চামড়ার ফিতে দিয়ে পায়ের পাতদুটো এঁটে বাঁধা। আরো দুটো ফিতে দিয়ে ঊরু বাঁধা। কবজিদুটোও চামড়া দিয়ে কষে আঁটা। একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বুকটাও বাঁধা। ......নিশ্বাস-প্রশ্বাস টানছে গাঢ়ভাবে। চেতনার সাড় নেই।

মুখ থেকে রক্তটক্ত মুছে সাফ করে ফেলা হয়েছে। কান আর তালুর ক্ষতে ফোঁড় দিয়ে দিয়েছে। ভাঙা নাকের ওপরে প্লাস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছে। হাঁ-মুখটা একটু খোলা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সেখান দিয়েই চলছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের দুটো দাঁতও গেছে ভেঙে। মুখের বাদবাকি অংশও বেশ জখম।

সাদা কোট-পরা লোকটা পরীক্ষা শেষ করে ব্যাগে স্টেথোস্কোপ ঢুকিয়ে রাখলো। পেছনের লোকটার দিকে তাকাতে তিনি এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাল্লাদুটো হাট করে খুলে গেলো। ওরাও বেরিয়ে পড়লো, দরজাও বন্ধ হলো। একজোড়া ভারী ইস্পাতের পাত আড়াআড়িভাবে পড়ে গেলো দরজায়।

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো, "কী দিয়ে মেরেছিলেন.. এক্সপ্রেস ট্রেনের গুঁতো?"

"ছটা লোক লেগেছিলো ওই হাল করতে," কর্নেল রলাঁ বললেন।

"বাঃ, তা ভালোই কাজ করেছে। প্রায় মেরেই ফেলেছিলো। অমন ষাঁড়ের মতো সমর্থ দেহ না হলে অক্কাই পেতো।"

"কী করা যায় বলুন? উপায় ছিলো না," কর্নেল বললেন, "আমার তিনজন লোককে গুঁড়িয়ে ফেলেছে।"

"ভীষণ লড়াই তাহলে?"

"হ্যাঁ, হয়েছিলো। যাক, বলুন, কী দেখলেন?"

"চলতি ভাষায় বলতে গেলে, ডান কবজি ভেঙে গেছে বোধহয়...মনে রাখবেন এক্স-রে নিতে পারিনি, তার ওপর বাঁ কান আর তালুর চামড়া ছিঁড়ে গেছে, নাক গেছে ভেঙে, একাধিক কাটাছেঁড়া। ভেতরে ভেতরে সামান্য রক্তপাত, যেটা আরো খারাপ হয়ে ওর মৃত্যুর কারণও হতে পারে অথবা নিজের থেকে ভালোও হয়ে যেতে পারে। ওর গায়ে বেশ জোর, মানে ছিলো, প্রতিরোধের শক্তিও তেমনি। তবে আমি ওর মাথার অবস্থা দেখে একটু চিন্তিত! কনকাশন হয়েছে, তবে গুরুতর কি না বোঝা যাচ্ছে না। খুলির ফ্র্যাকচারের কোনো লক্ষণ নেই। তবে সেটা আপনার লোকদের দোষ নয়, ওর খুলিটাই নিরেট, হাতীর দাঁতের মতো শক্ত। কিন্তু ওকে একা একা না থাকতে দিলে কনকাশন গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে।"

সিগারেটের জ্বলন্ত অগ্রভাগটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কর্নেল বললেন, "ওকে আমাদের কতকগুলো প্রশ্ন করতে হবে।" যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন সেখান থেকে জেলের ডাক্তারখানায় যাবার রাস্তা একদিক দিয়ে আর সিঁড়ি অন্যদিক দিয়ে। দুজনেই থেমে গিয়েছিলেন। ডাক্তার

ক্রিযাবিভাগেব অধ্যক্ষটিব দিকে বেশ বিরূপ দৃষ্টি হানলো। আস্তে আস্তে বললো, "এটা একটা জেলখানা। না হয বাষ্ট্রেব শত্রুদেব জন্যেই তবুও আমি ডাক্তাব। এই জেলখানাব সর্বত্র কযেদীদেব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমি যা বলি সেইটাই শেষ কথা, কিন্তু ওই বাবান্দাব ওধারে " মাথা হেলিযে যেদিক থেকে ওবা এসেছে সেই দিকটা দেখালো, "ওধাবটা আপনাদেব চৌহদ্দি। আমাকে বাববাব জানিযে দেওযা হযেছে যে ওখানে কী হয না হয তাতে আমাব কোনোই অধিকাব নেই। তবু আমি বলবো, ওই লোকটা একটু সুস্থ হযে ওঠবাব আগে যদি আপনাবা তাকে আপনাদেব পদ্ধতিতে জেবা কবা শুব কবেন তো হয় ও মববে নযতো বদ্ধ উন্মাদ হযে যাবে।"

কর্নেল বর্লা নীববে ডাক্তাবেব ভবিষ্যদ্বাণী শুনলেন কিন্তু কোনো ভাবান্তব হলো না তাঁব, পেশীব কোনো কুঞ্চনও না। শুধু প্রশ্ন কবলেন, "কতক্ষণে জ্ঞান আসবে?"

কাঁধ নাচায ডাক্তাব। "জানি না, বলা অসম্ভব। হযতো কালই জ্ঞান ফিবে আসতে পাবে আবাব হযতো কযেকদিনও লেগে যেতে পাবে। হলেও জেবা কববাব মতো অবস্থা তাব থাকবে না, মানে চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত ফিট কনডিশন। সে বকম অবস্থা আসতে আসতে অন্তত পনেবো দিন। তাও যদি কনকাশন মৃদুগোছেব হযে থাকে তবেই।'

"কিছু কিছু ওষুধ আছে—" বিড়বিড় কবে ওঠেন কর্নেল।

"আছে বইকি হ্যাঁ, আছে, তবে আমি সেগুলো পেস্ক্রাইবও কববো না। আমাব কাছ থেকে সেগুলো পাবেন না তব আমি জানি, আপনাব পক্ষে সেগুলো আনিযে নেওযা মোটেই কষ্টকব হবে না। তবু, আমি বলবো অতো কবেও জবাব যা পাবেন তাব কোনো অর্থই হবে না, শুধু প্রলাপ ওব মন এখন জট পাকিযে আছে। হয সাফ হযে আসবে নযতো হবে না। হলে সময লাগবে, জোব কবে ত্বরান্বিত কবা যাবে না। মন উচাটনেব ওষুধ দিলে এখন পাবেন একজন জড়বুদ্ধি, আপনাব তো কোনো কাজেই আসবে না। অন্তত এক সপ্তাহ না গেলে ওব চোখেব পাতাও কাঁপবে না। কাজেই আপনাকে স্রেফ অপেক্ষাই কবতে হবে।"

বলেই ডাক্তাব হনহন কবে তাব ডাক্তাবখানাব উদ্দেশ্যে চলে গেলো।

কিন্তু ডাক্তাবেব ভবিষ্যদ্বাণী ভুল বলেই প্রমাণিত হলো তিনদিন পবে কওয়ালস্কি চোখ খুললো আব সেইদিনই তাকে প্রশ্নেব সম্মুখীন হতে হলো। জেবা সেই একদিনই চললো এবং সেইটাই শেষ।

ব্রাসেলস থেকে ফিবে তিনটে দিন শৃগালেব কাটলো ফ্রান্সে আসন্ন যাত্রাব প্রস্তুতিতে। কোমব বেঁধে লেগে গেলো গুছিযে নিতে, ভুলভ্রান্তি যাতে না হয। কোনো কিছুই ভাগ্যেব ওপব ছেড়ে বাখে না সে, চুলচেবা বিচাব কবে তবে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে।

আলেকজান্ডাব জেমস কোযেন্টিন ডুগ্যানেব নামে বানানো ড্রাইভিং লাইসেন্সটি পকেটে পুবে চলে এলো অটোমোবাইল অ্যাসোসিযেসনেব হেড কোযার্টাব ফ্যানাম হাউসে। সেখানে সেটা দেখিযে ওই নামেই একটা আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স বেব কবে নিলো। তাবপব কিনলো কযেকটা চামড়াব সুটকেশ বঙ মিলিযে মিলিযে। প্রথমটায় ভবলো যাজকেব পোশাক। কোপেনহ্যাগেনেব পাস্ত্রো পাব জেনসেন সাজবাব উপকবণ। কোনেপহ্যাগেন থেকে যে তিনটে সার্ট কিনে এনেছিলো সেগুলোব লেবেল সযত্নে খুলে লণ্ডন থেকে কেনা যাজকেব কামিজ, গোল মোটা কলাব আব কালো বিবে লাগিযে নিলো। ওগুলোব সাঁটা ইংবেজ দোকানেব লেবেলগুলো তুলে ফেলে দিলো এই পোশাকগুলোব সঙ্গে বেখে দিলো যথাযথ জুতো, মোজা, আণ্ডাবওয়্যাব, আব যাজকেব কালো স্যুট। ওই একই সুটকেশে মার্কিন

ছাত্র মার্টি গুলবার্গ সাজবার জন্যে স্নীকারস, মোজা, জীনস, সোয়েট-সার্ট আর উইণ্ডচীটারও রেখে দিলো। সুটকেশটার লাইনিং কেটে পাশের মোটা আস্তরের মধ্যে ওই বিদেশী দুজনের নামের পাসপোর্ট দুটো গুঁজে রেখে দিলো। বাক্সটায় আরো রাখলো ড্যানিস ভাষায় ফরাসী ক্যাথেড্রালের ওপরে লেখা বইটা এবং দুজোড়া চশমা—একজোড়া ডেনের জন্যে অন্যজোড়া আমেরিকান ছাত্রের। দু ধরনের রঙীন কনট্যাক্ট লেন্স। স্বচ্ছ কাগজে মুড়ে সযত্নে ভরে রাখলো, চুলে রঙ করবার কলপও।

দ্বিতীয় সুটকেশটায় গেলো ফরাসী ধরনের তৈরী কাপড়চোপড়, যেগুলো সে পারীর ফ্লী মার্কেট থেকে কিনেছিলো। লম্বা গ্রেটকোট এবং কালো বেরে টুপিও সেকানে স্থান পেলো। লাইনিং ছেদে করে রেখে দিলো মাঝবয়সী আঁদ্রে মারতাঁর কাগজপত্তর। সুটকেশটায় অনেক জায়গা রইলো কারণ এখানেই রাখা হবে অনেকগুলো সরু সরু লোহার বল যার অর্থ একটি অমোঘ অস্ত্র।

তৃতীয় সুটকেশটা সামান্য ছোটো। তার মধ্যে গেলো আলেকজাণ্ডার ডুগ্যানের সাজপোশাক—জুতো, মোজা, অন্তর্বাস, কামিজ, টাই, রুমাল এবং তিনপ্রস্থ অতি উত্তম স্যুট। লাইনিংয়ের ভেতরে গেলো দশ পাউণ্ড নোটের কয়েকটা সরু তাড়া যার মোট মূল্য এক হাজার পাউণ্ড। ব্রাসেলস থেকে ফিরে তার ব্যাঙ্কের নিজস্ব গোপন অ্যাকউন্ট থেকে টাকাটা তুলোছিলো।

প্রত্যেকটা কেস ভালোভাবে তালাবন্ধ করে চাবিগুলো নিজের রিংয়ে লাগিয়ে নিলো। কপোত-ধূসব স্যটটাকে সাফ কবিয়ে ইস্ত্রী করে ফ্ল্যাটের পোশাকের আলমারিতে ঝুলিয়ে রাখলো। বুক-পকেটে রেখে দিলো তার পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং একটা মনিব্যাগে নগদ একশো পাউণ্ড।

তারপব গুছিয়ে নিলো একটা হাতব্যাগ। ব্যাগটা দেখতে বেশ পরিচ্ছন্ন সুন্দব। দাড়ি কামানোর জিনিস, পাযজামা, স্পঞ্জব্যাগ, তোযালে ছাড়াও তাব মধ্যে ভবে নিলো সূক্ষ্ম জাল-জাল একটা পাতলা অঙ্গবস্ত্র, প্লাস্টার অফ পাবিসেব এক-সেরি প্যাকেট একটা, কযেক বণ্ডিল লিস্ট ব্যাণ্ডেজ, ছ বাণ্ডিল আঠালো প্লাস্টার, তিন বাণ্ডিল তুলো, একটা বেশ বড় কাঁচি। হাতব্যাগটা হাতে হাতেই যাবে। অভিজ্ঞতায জানা আছে যে হাতেব মাল কোনো দেশেই কাস্টমসরা বিশেষ পরীক্ষা কবে না।

প্যাকিং শেষ হতেই শৃগাল ভাবলো সব প্রস্তুতি তো হযে গেলো। এখন কাজেব পালা। পাদ্রী জেনসেন বা মার্টি গুলবার্গের ছদ্মবেশ হয়তো কোনোদিনই ধরতে হবে না, আলেকজাণ্ডার ডুগ্যানেই কাজ হয়ে যাবে। তবে আঁদ্রে মারতাঁর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তার কাজের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। তাই যদি হয় তবে কাজ হয়ে গেলে ওই সুটকেসটাকে কোনো লেফট-লাগেজ দপ্তরে রেখে দিয়ে এলেই হবে। অবশ্য পালানোর সময় ওই ছদ্মবেশগুলো কাজে এলেও আসতে পারে। কার্যসিদ্ধির পর রাইফেলটা এবং আঁদ্রে মারতাঁর সাজসজ্জাও কোথাও ফেলে চলে আসা যায়, ওগুলোর তো আর কখনো ভবিয্যতে দরকার হবে না। ফ্রান্সে ঢুকবে তিনটে সুটকেস আর একটা অ্যাটাচি নিয়ে, কিন্তু ফিরবে হযতো একটি সুটকেস আর অ্যাটাচি নিয়ে, বেশি নিশ্চযই নয়।

এবারে শুধু অপেক্ষা। শুধু দুটো প্রয়োজনীয় চিঠির জন্যে। একটাতে জানানো হবে পারীর একটা টেলিফোন নম্বর .. তার সংযোগসূত্র...ফবাসী বাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঠিক সংবাদ যেখান থেকে পেতে পারবে। আর দ্বিতীয়টি পাঠাবে জুবিখ থেকে হের মেয়ার...যেটাতে থাকবে নিশ্চিন্ত সংবাদ যে তাব অমুক নম্বর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আড়াই লক্ষ ডলার জমা পড়েছে।...অপেক্ষা চললো কয়েকদিন। কিন্তু তাই বলে সময় নষ্ট করলো না শৃগাল। খুঁড়িয়ে

হাঁটার অভ্যেস করা শুরু করলো এ কদিন ধরে। দুদিনের মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে গেলো। আর ধরতেও পারা যাবে না যে তার ঈষৎ টেনে টেনে চলাটা নিছক অভিনয়, কোনোদিন কিছুই হয়নি তার পায়ে।

৯ই আগস্ট সকালে এলো প্রথম পত্রটি। খামের চিঠি, রোমের ছাপ তাতে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমাচার ঃ মলিত ৫৯০১-এ যোগাযোগ করবেন। আত্মপরিচয়ে বলবেন 'শৃগাল এখানে,' উত্তরে শুনবেন 'ভামি এখানে।' সৌভাগ্য কামনা করছি।

দ্বিতীয় চিঠি আসতে আসতে ১১ তারিখ হয়ে গেলো। এলো সেই লিপি জুরিখ থেকে। চিঠিটা হাতে ধরেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলো। পডতে পড়তে খুশী আর বাধা মানেনি। এতদিন এসেছে সেইদিন। বেঁচে থাকলে জীবনে আর অর্থের অভাব নেই। কৃতকার্য হলে তো কথাই নেই, আরো ধনী হবে সে। মনে মনে নিঃসন্দেহ, কৃতকার্য হবেই তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কোনো কিছুই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়নি, সব প্রস্তুতি নিখুঁত।...সারা সকাল ধরে সে ফোন করে করে এয়ার প্যাসেজ বুক করলো। যাবার সময় নির্দিষ্ট হলো ১২ই আগস্ট। মানে পরের দিন সকাল বেলায়।

ভূগর্ভস্ত কক্ষটা নীরব। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজই নেই। টেবিলের পেছনে পাঁচজন লোক, তাদের সঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ বেশ নিয়মিত। সামনের ভারী ওক কাঠের চেয়ারে একটা লোককে মোটা মোটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার গলা দিয়ে শুধু থেমে ঘড়ঘড় ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। প্রকোষ্ঠটা কত বড় তা বোঝা যাচ্ছে না, দেওয়ালেব রঙও না। গোটা কামরায় শুধু একটা জায়গাতেই আলোর রোশনাই, কাঠের চেয়ারটায় আব কয়েদীর ওপর। সাধারণ একটা টেবিল-ল্যাম্প, কিন্তু অত্যুজ্জ্বল আলো। বাল্‌ব্‌টার শক্তি অপরিসীম। আলোর তাপে ঘরেব উষ্ণতাও বেড়ে গেছে। টেবিলের বাঁ কোণে আলোটা আটকানো। ল্যাম্পের ঢাকনিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমনভাবে বাখা যে আলো সোজা গিয়ে পড়ছে ছ ফুট দূরের চেয়ারটার ওপর। আলোয় আলো হয়ে রয়েছে সেখানটা।

ঢাকনির তলা দিয়ে খানিকটা আলো দাগ-দাগ ধরা টেবিলের ওপরেও ছড়িয়ে আছে। সেই আভায় দেখা যাচ্ছে কোথাও কয়েকটা আঙুলের ডগা। আবার কোথাও বা একটা হাত, একটা কবজি বা দুটো আঙুলের ফাঁকে ধরা একটা সিগারেট যার নীল-নীল ধোঁওয়া ওপরে উঠে আলোর বৃত্ত ছেড়ে হঠাৎ আঁধারে মিশে যাচ্ছে। আলোটা এত উজ্জ্বল যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয় কামরার বাকি অংশ অন্ধকার। টেবিলের পেছনে সার সার বসে আছে পাঁচজন। তাদের কাঁধটাধ কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কয়েদী। দেখতে হলে চেয়ার ছেড়ে পাশে যেতে হয় তবেই যদি তার প্রশ্নকারীদের ছায়া-ছায়া অবয়ব চোখে পড়ে। কিন্তু বন্দীর পক্ষে সেরকম কিছু করার উপায়ই নেই। চেয়ারের সঙ্গে তার দুটো পায়ের গাঁট শক্ত করে বাঁধা মোটা প্যাড দেওয়া চামড়া দিয়ে। সেই দুটো চেয়ারের পা থেকে আবার সামনে-পেছনে দুটো সমকোণী ইস্পাতের ব্র্যাকেট একেবারে মেঝের সঙ্গে পোঁতা। চেয়ারের হাতলের সঙ্গে কয়েদীর দু হাতের কবজি চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। চামড়ার ফিতেয় তার কোমরও বাঁধা। ঘন লোমওলা বুককে সাপটে বেঁধেও রেখেছে অন্য আরেকটা ফিতে। প্রত্যেকটা ফিতের পুরু প্যাডিং ঘামে ভিজে এখন জবজব করছে।

টেবিলের ওপরটায় শুধু কতকগুলো হাত একটু নড়ছে-চড়ছে, তা বাদে সেটা একদম খালি। অবশ্য একদিকে লম্বালম্বি করে খানিকটা কাটা আছে টেবিলের ওপর, আর সেই ফাঁকের

চারপাশটা পেতল দিয়ে মোড়া। ফাঁকের একটা দিকে পর পর কতকগুলো সংখ্যা। ভেতর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে একটা পেতলের সরু হাতল যার মাথায় বাকেলাইটের গোল বর্তুল। সামনে-পেছনে নাড়ানো যায় সেই হাতলটাকে। পাশে একটা সাধারণ সুইচ। টেবিলেব শেষ প্রান্তে যে লোকটা বসে আছে তার হাত আলতোভাবে ওই হাতলটাকে ধরে রেখেছে। হাতের উল্টোদিকে পাতলা পাতলা কালো লোম। সুইচ এবং বিদ্যুৎ-নিয়ামক থেকে দুটো তার বেরিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে শেষের লোকটার পায়ের কাছে গিয়ে মেঝেতে-শুইয়ে-রাখা একাট ট্রান্সফর্মারে ঢুকেছে। সেখান থেকে অন্য একটা মোটা কালো তার লোকগুলোর পেছন দিককার দেওয়ালে মস্তবড় সকেটে গিয়েছে।

ঘরের এক কোণে দূরে প্রশ্নকাবীদের পেছনে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিলো একটা লোক। তার সামনে কাঠের টেবিলে একটা টেপরেকর্ডার। সবুজ আলোর আভা দেখে যদিও বোঝা যাচ্ছিলো যন্ত্রটা 'অন' করাই আছে, তবু টেপের চাকতিগুলো একেবারে স্থির, একটুও নড়ছিলো না।.. কামরাটায় মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ হচ্ছিলো না। জমাট নীরবতা যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়। প্রত্যেকেই সার্ট পরে আছে, কোটফোটের বালাই নেই। হাতা অনেকখানি উঁচু করে গোটানো, ঘামে ভিজে জবজবে। সারা ঘরে বিশ্রী দুর্গন্ধ। ঘাম, বমি, বদ্ধ ধোঁওয়া আর লোহালক্কড়ের গন্ধ মিলিয়ে সে এক অদ্ভুত বদ গন্ধ। তবু ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য এই গন্ধ ছাপিয়েও আরো একটা বিশ্রী গন্ধ যেন ঘরময় আটকে আছে। সেই অননুভূত গন্ধ মানুষের যাতনার, তাব চেতনাকে নিঃসাড় করে দেওয়া এক অমানুষিক ভীতির।

মাঝখানে যে বসেছিলো সে এবারে কথা বলে উঠলো। কণ্ঠস্বর বেশ মার্জিত। "বলো....আমার খুদে ভিকতর, এবার মুখ খোলো। বলবে বইকি তুমি, এখন না হয় পরে। নিশ্চয়ই বলবে। তুমি তো সাহসী লোক, আমবা তা জানি। সেজন্যে তোমাকে আমরা অভিবাদন জানাচ্ছি। তবু তুমিও বেশীদিন মুখ বুজে থাকতে পারবে না। কাজেই বলেই ফেলো না আমাদেব? ভাবছো কর্নেল রদাঁ এখানে থাকলে তোমায় বারণ করতেন? নাঃ, তিনি তোমাকে বরং বলতেই হুকুম দিতেন। তিনি এসব ভালোই বোঝেন। তোমার কষ্ট লাঘব করার জন্যে তিনি নিজেই আমাদের বলতেন। তুমিও তো জানো . শেষে সবাই খোলে। তাই নয় কি ভিকতর? তুমিও তো তাদের কথা বলতে দেখেছো ..নাঃ? কেউই শেষ পর্যন্ত গোঁ ধরে বসে থাকতে পারে না। তবে? এখনই বলে ফেলো না? ..তারপর শুতে চলে যাও, আরামে ঘুমোও, নিশ্চিন্তে। কেউ আর তখন তোমায় বিরক্ত করবে না. "

চেয়াবে বাঁধা লোকটা মুখ তুললো। পাণ্ডুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ, ঘামে চকচক করছে। চোখদুটো বোজা। মার্সাইয়ে কাসকানেব লাথির চোটে নীলচে-নীলচে মস্ত-মস্ত কালশিরে পড়েছে চোখের কোলে। সেইজন্যেই কি চোখ খুলতে পারছে না, নাকি অত উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কে জানে। মুখটা টেবিলের দিকে ঘুর া একটু। সামনে অন্ধকারের দিকে স্থির হয়ে থাকলো একটু। তারপরেই মুখটা একটু খুলে গেলো কথা বলার চেষ্টায়। একটুখানি লালা গড়ালো। বুকের লোম বেয়ে বেয়ে কোলের ওপর সেটা ঝরে পড়লো। বমি করে করে সেখানটায় ইতিমধ্যেই পুকুর হয়ে গেছে। মাথাটা আবার ঝুলে পড়লো, থুতনি গিয়ে বুকে ঠেকলো। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা এ-পাশ থেকে ও-পাশে দুলে দুলে উঠলো। টেবিলের পেছন থেকে আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ "ভিকতর আমায়, বলো, বলে ফেলো। তুমি শক্ত মানুষ, আমরা তা জানি, স্বীকারও করি। এরই মধ্যে তুমি পুরনো রেকর্ড ভেঙে বসে আছো। তবু তুমি পারবে না, কতক্ষণ আর গোঁ ধরে থাকবে। আমরা তোমায় ছেড়ে দেবো না। দরকার পড়লে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পব সপ্তাহ, তোমাকে শুধু টিকিয়েই রাখবো যাতে

চৈতন্যটুকু থাকে, ব্যস্—। একেবারে যে বিস্মৃতির অতল তলে চলে যাবে আরামে, সে আর হচ্ছে না। সে যুগ খতম। আজকাল সব বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা। কতরকম ওষুধ-বিষুধ আছে। থার্ড ডিগ্রীর দিন ফুরিয়ে গেছে, ওসব আর চলে না এখন। কাজেই কথা বললেই হয়। কী বলো?...অবশ্য আমরা যে না বুঝি, তা নয়, বুঝি। সবই বুঝি। যন্ত্রণার কথাটাও জানি, ভিকতর। শুধু কাজই করে যায়, কাজ করেই যায়...আমাদের বলতে চাইছো, ভিকতর? বলো।...রোমের হোটেলে ওরা কী করছে? কার অপেক্ষায় বসে আছে?"

কয়েদীর মস্ত মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে ছিলো। সেটা শুধু এবারে এ-পাশ থেকে ও-প্যাশে আস্তে আস্তে দুলে উঠলো। যেন বন্ধ চোখদুটো দিয়ে একের পর এক শরীরে লাগানো তামার কাঁকড়াগুলোকে পরখ করে করে দেখলো। ছোট্ট দুটো কাঁকড়া আটকে দেওয়া ছিলো তার বুকের দুই বৃন্তে, আর আরেকটা দু-সার দাঁতওলা বেশ বড়সড় কাঁকড়া দু ধার তার পুরুষাঙ্গকে ঘিরে ছিলো।

যে লোকটা কথা বলছিলো তার দুটো হাত একসঙ্গে জড়ো হয়ে টেবিলের আলোকিত অংশে চুপচাপ পড়ে ছিলো, সাদা, মসৃণ, প্রশান্ত। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর একটা হাতের বুড়ো আঙুলটাকে মুড়িয়ে চার আঙুল ফাঁক করে টেবিলে রেখে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রান্তে বসে থাকা লোকটা বিদ্যুৎ-নিয়ামকের হাতলটাক এক টানে দুই থেকে চারে টেনে দিয়ে স্যুইচে হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকলো। ওদিককার লোকটা এবার টেবিল থেকে হাত উঠিয়ে ওপর দিকে তর্জনী তুলেই নীচের দিকে নির্দেশ করলো। তৎক্ষণাৎ বিজলী সুইচ 'অন' হয়ে গেলো।

বন্দীর গায়ে এঁটে রাখা ধাতুব কাঁকড়াগুলো সঙ্গে সঙ্গে জীবন ফিরে পেলো। সামান্য বিজ-জ-জ আওয়াজ। চেয়ারের প্রকাণ্ড নিস্পন্দ মূর্তিটাকে যেন কোন্ অদৃশ্য হাত হঠাৎ প্রবল জোরে পেছন থেকে আকর্ষণ করলো। অচ্ছেদ্য বন্ধন উপেক্ষা করেও সেই মূর্তি ওপরে উঠে আসে। পায়ের গোছ দুটো এবং কবজি ভীষণভাবে ফুলে ওঠে। দেখে মনে হয় মোটা মোটা চামড়াব ফিতেগুলো মাংস কেটে সোজা হাড়ে গিয়েই ঠেকবে! চোখদুটোর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। চিকিৎসাশাস্ত্রমতে তাদের ক্ষমতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবু তারা যেন এখন হঠাৎ চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করেই আবাব দৃষ্টি ফিরে পেলো। ঠিকরে বেরিয়ে এসে বিস্ফারিত চোখদুটো ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাঁ-মুখ খুলে যায়, যেন অবাক হয়েছে' আধ সেকেণ্ডটাক পরে উঠলো এক বীভৎস অমানুষিক আর্তনাদ। ফুসফুস ফেটে শরীরের সমস্ত প্রতিরোধ যেন যন্ত্রণা তুলে বেবিয়ে আসছি. । সেই চিৎকাব আর থামে না। হতেই থাকে, হতেই থাকে, হতেই থাকে.

সেইদিন বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিটে ভিকতর কওয়ালস্কি ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডারটারও কাজ শুরু।

বলতে আরম্ভ করল সে। ঠিক বলা নয়, .এলোমেলো প্রলাপ .সঙ্গতিহীন...মাঝেমাঝেই গোঙানি, আর্তনাদ. .অর্থহীন কথাবার্তা। তবু তারই মধ্যে মাঝখানে বসে থাকা লোকটা পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায় জেরা করে যায়। তার প্রশ্নগুলো যেন নিঃশব্দ চাবুক, যেন বন্য সংলাপকে বাগে আনতে চায়।

"ওখানে ওরা কেন আছে, ভিকতর...ওই হোটেলে.. বর্দা, মক্লেয়ার আর কার্সো আর ...কিসের ভয় ওদের...কোথায় কোথায় ছিলো ..কারা কারা এসেছিলো ওদের সঙ্গে দেখা করতে...ওরা কারো সঙ্গে দেখা করে না কেন...বলো ভিকতর, বলো...রোম...রোম কেন... ভিয়েনার কোথায়...কোন্ হোটেলে...ওখানে ওরা কেন ছিলো...?

পঞ্চাশ মিনিটের মাথায় অবশেষে কওয়ালস্কি চিরতরে নীরব হয়ে গেলো। তার শেষ কথাগুলো ছিলো প্রায় প্রলাপ। সেগুলোও কিন্তু টেপে উঠেছিলো। ওর স্বর বন্ধ হয়ে যাবার পরেও টেপ ঘুরেই যাচ্ছিলো। টেবিলের পেছন থেকে প্রশ্নও সমানে চলছিলো, তবে আরো মৃদুস্বরে। কিন্তু যখন বুঝলো যে আব দরকার নেই, সব শেষ, কোনোদিন আর কোনো প্রশ্নের জবার দিতে পারবে না কওয়ালস্কি, তখন হাত তুলে দপ্তর গোটাতে নির্দেশ দিলো সবাইকে। অধিবেশন সমাপ্ত।...টেপের বাক্সটাকে কালবিলম্ব না করে একটা বিশেষ গাড়ি করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ক্রিয়াবিভাগেব কেন্দ্রীয় অফিসে, শহরের অন্য এক প্রান্তে।

বিকেলের উজ্জ্বল রোদ ততক্ষণে মরে গেছে। স্বর্ণগোধুলিও ম্রিয়মাণ। নটার সময় রাস্তার বাতি জ্বলে উঠলো। সীন নদীর ধারে জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরষ। নদীতীরের খোলামেলা কাফেগুলোয কাপ গেলাসেব টুঙটাঙ, বিনয় শিষ্টাচার, ঠাট্টা ইয়ারকি, গল্পগুজব, প্রেম-পীরিত। চারধারে দিলদরিয়া মেজাজ, খুশীব বান। কিন্তু পোর্ত দ্য লাইলাব একটা ছোট্ট অফিস-ঘরে এইসব উচ্ছলতা ঢুকতে পারেনি। সেখানে তিনটি লোক বসেছিলো। টেবিলের ওপরে রাখা ছিলো টেপ-রেকর্ডার। একটা লোক ক্রমাগত সেটা বাজাচ্ছে, বন্ধ করছে, পেছনে ঘোরাচ্ছে আবার বাজাচ্ছে। তার হাত যেন সুইচের ওপর আটকেই আছে। দ্বিতীয় একটা লোকের নির্দেশমতোই সে সেটাকে চালাচ্ছে। সেই লোকটার আবাব মাথার ওপর দিয়ে ইয়ারফোন সাঁটা। সঙ্গতিহীন প্রলাপ, কোনো একটা বাক্য একটা বিশেষ কথা, যন্ত্রণার গোঙানি, অর্থহীন আওয়াজ যেমন যেমন কানে আসছে, ভুকটুরু কুঁচকে প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার অর্থ উদ্ধারের। ঠোটে গোঁজা সিগারেটের নীল-নীল ধোঁওয়ায চোখে জল এসে গেছে। কোনো একটা অংশ আবাব শুনতে চাইলে হাত দিয়ে অপারেটারকে নির্দেশ দিচ্ছে। কখনো কখনো দশ সেকেণ্ডেব একটা প্যাসেজ হয়তো ছবাব করে শুনলো, তারপর অপারেটারকে বললো থামতে, বক্তৃতাব সেই অংশটা মুখে মুখে বলে গেলো আব তৃতীয় লোকটা তাই শুনে শুনে টাইপ কবতে থাকলো।

প্রায় রাত বারোটায ওদেব কাজ শেষ হলো। জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও ঘরের বাতাস সিগারেটেব ধোঁওযায় ভাবি। তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা টান-টান কবে নিলো নিজেব মতো করে। ব্যথা ধবে গেছে সর্বাঙ্গে, টনটন করছে গা হাত পা। একজন টেলিফোনের কাছে গিয়ে একটা নম্বব ঘোরালো। দ্বিতীয় লোকটা ইয়ারফোন খুলে ফেলে টেপটাকে তুলে ভরে ফেললো। টাইপিস্ট কাগজগুলোকে পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুসারে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখলো। মূল প্রতিলিপি যাবে কর্নেল রলাঁব কাছে, দ্বিতীয়টা ফাইলে আর তৃতীয়টা যাবে মিমিয়োগ্রাফে। যদি রলাঁ চান তবে বিভাগীয় কর্তারা পাবেন একটা করে প্রতিলিপি।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খানা খাচ্ছিলেন কর্নেল রলাঁ। অতি অমায়িক ভদ্রলোক। বিয়ে-থাও করেননি। ইয়াব-দোস্তদের আড্ডায় তিনি একেবারে জমিয়ে রাখেন, —ঝকঝকে বুদ্ধি, অত্যন্ত রসালাপী। মহিলারা তো তাঁর সৌজন্য শিষ্টাচাব মোটেই পছন্দ কবেন না। টেলিফোনের আহ্বান গিয়ে পৌছালো সেখানে। ওযেটাব এসে খবর দিতেই তিনি সবাইযের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চলে এলেন। ফোনটা ছিলো কাউন্টারের ওপর। তিনি ফোন তুলে শুধু বললেন, 'রলাঁ।' ওপাশের লোকটা তাই শুনে সঙ্কেতবাক্য জানিয়ে আত্মপরিচয় দিলো।

রলাঁও উত্তরে যে বাক্যটি বললেন তার মধ্যে সাবধানে ঢুকিয়ে দিলেন পূর্বনির্ধারিত সাঙ্কেতিক শব্দটি। তাঁর পাশে যদি কেউ দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে চাইতো তো জানতে পারতো যে কর্নেলের গাড়িটা যেটা সাবানোর জন্যে দেওয়া হয়েছিলো সেটা এখন ঠিক হয়ে গেছে,

সুবিধামত এসে যেন তিনি নিয়ে যান। কর্নেল ফোনের অপর দিকের লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে টেবিলে ফিরে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি সকলের কাছে বিনীত ভঙ্গীতে মাপ চেয়ে নিলেন। কাল সকাল সকাল অফিসে যেতে হবে, কাজেই একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে...ঘুমের নিত্য বরাদ্দ অবশ্যই তাঁর খুবই কম...তবুও...। দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর গাড়ি করে একা একা চললেন। শহরের রাস্তায় এখনো ভিড়, তবু তারই মধ্যে দিয়ে জোরে গাড়ি ছোটালেন। ক্রমশ রাস্তা নির্জন হয়ে এলো, শান্ত শহরতলী পেরিয়ে চললেন পোর্ত দ্য লাইলায়। রাত একটার একটু পরে পৌঁছলেন তাঁর অফিসে। কেদাদুরস্ত কালো কোটটাকে খুলে রেখে রাতের ডিউটির লোকদের কাছে কফির হুকুম জানিয়ে সহকারীকে ডাকলেন বেল বাজিয়ে।

কফির সঙ্গেই কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির মূল প্রতিলিপি চলে এলো ওঁর কাছে। টাইপ করা ছাব্বিশ পৃষ্ঠা। প্রথমবারে খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেললেন। বুঝে নিতে চাইলেন চিত্ত-ভ্রংশ লোকটা কী বলতে চেয়েছিলো, বক্তব্যের মোদ্দা কথাটা তার কী? পড়তে পড়তে মাঝখানে একবার খটকা লাগলো, ভুরুজোড়াও কুঁচকে উঠলো, কিন্তু পরোয়া নেই, পড়েই গেলেন, না থেমে। দ্বিতীয়বার যখন পড়লেন তখন পড়ার গতি অনেক মন্থর, অনেক সতর্ক। প্রতিটি প্যারা বেশ মন দিয়ে পড়লেন। তৃতীয়বার পড়ার সময় সামনের ট্রে থেকে একটা মোটা নিবওলা কলম তুলে নিলেন। আরও আস্তে আস্তে পড়তে থাকলেন এবার।...সিলভি, লিউক না কি যেন, ইন্দোচীন, আলজেরিয়া, জোজো, কোভাক, কর্সিকান বাধ্বোতেরা, বিদেশী ফৌজ,...এসব সম্বন্ধে যত কথা বা প্যারা ছিলো সব তিনি কলম দিয়ে দিয়ে কেটে দিলেন। এইসব তো জানা কথা, তাঁর কোনো কৌতূহল নেই। বেশীর ভাগ কথাই ছিলো সিলভি সম্বন্ধে, কিছুটা আবার জুলি নামের একজন স্ত্রীলোককে নিযেও। রলাঁর এতেও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এইসব কাটা হয়ে গেলে, স্বীকারোক্তিটা প্রায় ছ পৃষ্ঠায় এসে দাঁড়ালো। বারবার পড়ে তা থেকে অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করতে থাকলেন। রোমের কথা ছিলো। নেতা তিনজন রোমে আছে। সে তো তিনি জানেনই, কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটাই অন্তত আট বার করা হয়েছে কিন্তু প্রতিবারেই প্রায় একই উত্তর। ফেব্রুয়ারি মাসে আর্গোকে যেমন করে অপহরণ করা হয়েছিলো প্রায় একই উত্তর। তাদের বেলায় যেন আবার না ঘটে। স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক, রলাঁ ভাবলেন। তবে কি কওয়ালস্কিকে ফাঁদে ফেলে জেরা করবার জন্যে এতবড় প্রচেষ্টাই মাটি হলো? লোকটা কিন্তু আট বারই এই একই প্রশ্নের জবাবে একটা শব্দ নিয়মিত উচ্চারণ করে গেছে, 'গোপন'। গোপন কী? শব্দটা কি বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে? ওদের রোমে অবস্থিতির কথাটা তো গোপন নয়। তবে কি বিশেষ? তাহলে সেই গোপন জিনিসটা কী?

আবার আদ্যোপান্ত পড়লেন রলাঁ। এই নিয়ে দশ বার হলো। আবার শুরু করলেন গোড়া থেকে। ...ও, এ. এ. -এর তিন নেতা রোমে আছে। তারা সেখানে গিয়ে আছে পাছে অপহৃত না হয় সেই ভয়ে। অপহৃত হতে চায় না কারণ তাদের কাছে আছে কিছু গোপন।...রলাঁ বাঁকা হাসি হাসলেন। তবে? জেনারেল গিবোর মতো অমন সবল নন তিনি যে বিশ্বাস করবেন শুধু ভয়ের চোটেই রদাঁ সেখানে গিয়ে সেঁদিয়েছে।. অতএব, তাদের কাছে গোপন কিছু আছে। তাই না? গোপন কী? মনে হচ্ছে ভিয়েনা থেকেই এর শুরু। ভিয়েনা কথাটা তিন বার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলেন লিওঁর কুড়ি মাইল দক্ষিণে ভিয়েন নামে যে ছোট্ট শহরটা আছে সেইটাই বোধহয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হয়তো অস্ট্রিয়ার রাজধানীর কথাই বলেছে।

ভিয়েনাতে ওরা তিনজনে একসঙ্গে মিলেছিলো। তারপর সেখান থেকে ওরা সবাই রোমে চলে যায়। সেখানে আশ্রয় নেবার কারণ যাতে ধরা পড়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়, কারণ তাদের কাছে গোপন কিছু আছে। অতএব এই গোপনের উৎস ভিয়েনাতে।...

অনেক সময় চলে গেলো...ঘন্টার পর ঘন্টা...একের পর এক কফি-কাপ ধ্বংস হলো...ছাইদানি উপচে উঠলো সিগারেটের টুকরোয়। বুলেভা মর্তের পূর্বদিকে যখন শিল্পাঞ্চলের কলকারখানার উর্ধ্বাকাশে আঁধার ফিকে হয়ে এলো তখন কর্নেল রলাঁর মনে হলো ইঙ্গিত বোধহয় পেয়েছেন, সূত্র এবারে এলো বলে। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁক রয়ে গেছে। সেগুলোর সন্ধান কি চিরতরেই হারিয়ে গেলো? কওয়ালস্কির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি সেই রহস্যের চাবিকাঠিও গেলো? নাকি এই স্বীকারোক্তির কোথাও সেগুলো মুখ লুকিযে আছে? বিকৃতমস্তিষ্কের শক্তির শেষ বিন্দুটুকু ফুরিয়ে আসবার আগে এই অর্থহীন প্রলাপের কোথাও কোনো চিহ্ন কি রেখে গেছে?

যে সব শব্দের কোনো আপাত-সামঞ্জস্য নেই সেগুলো একটা কাগজে একের পর এক লিখে ফেললেন রলাঁ। ক্লেইস্ট...ক্লেইস্ট নামে কোনো লোক। কওয়ালস্কি পোল ছিলো কাজেই সে শব্দটার যথাযথ উচ্চারণ করেছিলো। কিন্তু ফরাসী অনুলেখক শব্দটা ভুল বানান লিখেছে। রলাঁ যুদ্ধের সময় জার্মান শিখেছিলেন, এখনো মনে আছে, তাই শব্দটা তিনি ঠিক বানান করে লিখলেন।...কোনো লোক কি? নাকি কোনো জাযগা? ..সুইচবোর্ডে ফোন করে বললেন ভিয়েনার টেলিফান-ডাইরেক্টরি বের করে ক্লেইস্ট নামের কোনো ব্যক্তি বা স্থানের খোঁজ করতে। দশ মিনিটে জবাব এলো। ভিয়েনাতে দু সারি নাম আছে ক্লেইস্ট দিয়ে, আলাদা আলাদা সব লোকের নাম। আর আছে দুটো জায়গা—এওয়াল্ড ক্লেইস্ট বালক বিদ্যালয় এবং ব্রাকনে ব্যালিতে পেনশন ক্লেইস্ট। তিনি দুটো নামই লিখে নিলেন কিন্তু পেনশন ক্লেইস্টের নামেব নীচে মোটা মোটা করে দাগ বোলালেন।

কোনো একজন বিদেশীর কথা আছে কযেকবার। মনে হয় তার ওপব কওয়ালস্কিব মনোভাব ঠিক গডে ওঠেনি। কখনো তাকে বলেছে 'বঁ' (ভাল) আবার কখনো বা 'ফাশো' (বিশ্রী বা বিরক্তিজনক)। ..ভোর পাঁচটার একটু পবে টেপ আর রেকর্ডারটা আনিযে নিলে কর্নেল। এক ঘন্টা ধরে বাজিয়ে শুনলেন। তাবপর মনে মনে শাপশাপান্ত করে যন্ত্রটা বন্ধ করলেন। সরু একটা কলম নিয়ে অনুলিখনের ওপর কিছু বদবদল করে দিলেন। কওয়ালস্কি বিদেশী লোকটাকে 'বঁ' বলেনি, বলেছে 'ব্লঁ' (সোনালী চুললো)। আব ভাঙা ঠোঁট দিযে যে কথাটা দিয়ে যে কথাটা উচ্চারণ করেছিলো সেটা 'ফাশো' নয, 'ফশো', যার অর্থ হত্যাকারী।

তারপর থেকেই কওয়ালস্কির প্রলাপ হয়ে উঠলো পবিষ্কার,—সুবোধ্য। শৃগাল কথাটা আগে বহুবার উচ্চারিত হয়েছিলো, কিন্তু রলাঁ ভেবেছিলেন কওয়ালস্কি বোধহয় যারা তাকে ধরে এনে অত্যাচার করেছে তাদের গাল পেড়েছে ওইভাবে। কিন্তু এখন ওই শব্দটার নতুন অর্থ তিনি খুঁজে পেলেন। ওটা হলো কোনো একজন হত্যাকারীর ছদ্মনাম। লোকটা বিদেশী, মাথার চুল সোনালী। ভিয়েনার পেনশন ক্লেইস্টে ও. এ. এস-এর তিন নেতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকাব ঘটেছিলো। তাবপরেই তারা রোমে গিয়ে লুকোয, প্রচণ্ড বকম সুবক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে।

রলাঁ এখন বেশ বুঝতে পাবে কেন ফ্রান্স জুড়ে ব্যাঙ্ক জহবতের দোকানে অমন সশস্ত্র ডাকাতি চলেছিলো গত আট সপ্তাহ ধবে। সোনালী চুলওলা লোকটা, সে যেই হোক না কেন, কাজটার জন্যে নিশ্চয়ই ভালো দাম হাঁকড়েছে, আর অত টাকা দাবি করার মতো শুধু একটা কাজই আছে দুনিয়ায়। লোকটাকে নিশ্চয়ই দু দলের গুণ্ডামি ঠেকাতে ডাকা হয়নি।

সকাল সাতটায় রলাঁ তাঁর সংযোগ-দপ্তরে ডাক পাঠিয়ে রাতের ডিউটির অপারেটারকে বললেন ভিয়েনার এস. ডি. ই. সি. ই.-তে একটা অত্যন্ত জরুরী খবর যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়। আন্তর্বিভাগীয় কায়দা-কানুন মানবার কোনো দরকার নেই, কাজেই পশ্চিম ইউরোপের জন্যে দায়ী আর তিন বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নেবাব জন্যেও যেন সময় নষ্ট না করে। তারপর কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির প্রত্যেকটা কপি নিজের হাতে সিন্দুকে রেখে চাবি বন্ধ করে

দিয়ে একটা বিবরণী লিখতে বসলেন। তার ওপরে দিয়ে দিলেন গোপনীয়তার চরম সঙ্কেত, যার শুধু একজনই গ্রাহক, এবং যেটা 'শুধুমাত্র তাঁরই দৃষ্টির জন্যে।' নিজের হাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন, কেনো দ্রুতভাষ নয়, শ্রুতিলিখন নয়। কওয়ালস্কিকে ধরবার জন্যে কী কী প্রচেষ্টা তিনি করেছেন, কেমন করে তাকে ধরিয়েছেন তাঁর ক্রিয়াবিভাগেব কর্মীদের দিয়ে, সে-সব খবর বেশ সংক্ষেপেই সারলেন। এ-কথাও লিখতে বাধ্য হলেন যে বিদেশী ফৌজের প্রাক্তন জওয়ানটি গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁর দুজন অনুচরকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করেছিলো এবং শেষে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেবও বেশ ভালোমতো চোট লেগেছিলো। অতএব ধরবার পর তাকে হাসপাতালে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। এবং সেখানেই সে স্বীকারোক্তি করে।

বিবরণের বাকী অংশটুকুই প্রধান। সেখানে গোটা স্বীকারোক্তির বিশ্লেষণ এবং রলাঁ তা থেকে কী অর্থ উদ্ধার করেছেন সেইসব কথা সবিস্তারে লেখা হলো।...শেষ হয়ে গেলে এক মিনিট নিবিষ্ট হয়ে কী যেন ভাবলেন। উর্ধ্বদিকে দৃষ্টি রেখে ভাবছিলেন। জানলা দিয়ে চোখে পড়লো পূবদিক থেকে সূর্যলোক এসে দালানকোঠার ছাতে রঙ ধরিয়েছে। রলাঁ জানতেন যে তাঁর বেশ সুখ্যাতি আছে তিনি নাকি কখনো কোনো ঘটনা নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন না বা নিজেব জয়ঢাক পেটান না। তবুও এখন শেষ অনুচ্ছেদটি তিনি বেশ যত্ন নিয়েই লিখলেন :

"এই চক্রান্ত সম্বন্ধে সমর্থনকারী প্রমাণের জন্যে এখন, এই মুহূর্তেও, চেষ্টা চলছে। অনুসন্ধানের ফলে যদি এই ষড়যন্ত্র সমর্থিত হয়, তবে আমার মতে, এটাই হবে আজ পর্যন্ত এই ধরনের যত চেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে বিপজ্জনক। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করবার জন্য এমন ভয়ঙ্কর চক্রান্ত এব আগে সন্ত্রাসবাদীবা আব করেনি। অতএব. যদি এই চক্রান্ত সত্য হয় এবং যদি বিদেশজাত কোনো হত্যাকাবীকে, যাব ছদ্মনাম শৃগাল, রাষ্ট্রপতি-নিধনের কাজে সত্যিই নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে আমাদের সমূহ বিপদ। হযতো এই মুহূর্তেও সেই হত্যাকারীটি তার কার্যসিদ্ধির জন্যে পরিকল্পনা চালাচ্ছে. এবং তাই যদি হয় তবে আমাদের সামনে জাতীয় সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলেই আমি মনে করি।"

সচরাচর তিনি যা কবেন না, কর্নেল রলাঁ এখন তাই কবলেন। বিবরণী টাইপ করে. খামে সীলবন্ধ করে, নিজেব মোহর লাগিয়ে, ওপরে চরমতম গুপ্ত সঙ্কেতেব নির্দেশ লিখে দিলেন। তারপর যে কাগজে তিনি গোটা গোটা অক্ষরে বিবরণ লিখেছিলেন, সেটা জ্বালিয়ে দিলেন। ছাইগুলো নিয়ে অফিসেব এক কোণে আলমারির ওধারে ছোট্ট বেসিনে ফেলে জল ছেড়ে দিলেন। শেষ হয়ে গেলে মুখ হাত ধুয়ে নিলেন। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সামনের আয়নার দিকে তাকালেন। দেখে মনে বড় লাগলো। হায় রে, তার অমন চেহারা তাও নষ্ট হয়ে গেছে এখন! অমন রমণীবঞ্জক চেহারা ছিলো, কিন্তু এখন এই মধ্যবয়সে তাতে বয়সের ছাপ ছাড়াও ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। হবেই তো, কতবকম অভিজ্ঞতা তাঁব। মানুষের পশুত্বের কত নিদর্শন তিনি দেখছেন, কত বীভৎস আত্মপরায়ণতা!...মনে মনে ভাবলেন, আর একটা বছব মাত্র, তারপরে তো আমি এই হতচ্ছাড়া জীবন থেকে মুক্তি পাবো।' কিন্তু তা শুনে আরশিতে প্রতিফলিত তাঁর মুখটা কিন্তু মোটেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো না. বরঞ্চ কেমন যেন বিশ্রী ভঙ্গী করে তাকিয়ে রইলো। কেন? অবিশ্বাস, না শুধুই নিরুপায়তা? হয়তো তাঁর মনের চেয়ে তাঁর মুখ জানে অনেক বেশী। হয়তো সে ভাবছে, মুক্তি নেই রে আহাম্মক, এত বছর পরে কি আর মুক্তি পাওয়া যায়? প্রথমে সেই প্রতিরোধের দিনগুলো, তারপর সিকিউরিটি পুলিস, তারপর এস. ডি. ই. সি. আর তারপর সবশেষে এই ক্রিয়াবিভাগ। এতগুলো বছরে কত মানুষ,...কত রক্ত,...ধমকে উঠলেন যেন নিজের মুখকে। আর সবই এই ফ্রান্সের জন্যে। অথচ

ফ্রান্স...ফ্রান্স কি পরোয়া করে তাঁর জন্যে?...মুখটা এবার আরশি থেকে তাকিয়েই রইলো, কিছু বললো না। কারণ দুজনেই সঠিকভাবে জানে।

কর্নেল রলাঁ তাঁর খাসকামরায় একজন মোটরসাইকেল-আরোহী পত্রবাহককে ডেকে পাঠালেন। এদিকে প্রাতরাশ আনতেও হুকুম পাঠালেন। ডিমভাজা, রুটি মাখন, আরো কফি কিন্তু এবারে মস্ত কাপে বেশী দুধ দেওয়া কফি এবং মাথা ধরার জন্যে অ্যাসপিরিন।...খামটা পত্রবাহকের হাতে দিয়ে যথোচিত নির্দেশ জানিয়ে দিলেন।...রুটি ডিম খাওয়া হয়ে গেলে, কফির কাপ হাতে নিয়ে ওপাশের জানলায় দাঁড়ালেন। পারী শহর দেখা যাচ্ছে। ওই যে দূরে আইফেল টাওয়ার। আজ এগারোই আগস্ট, নটা বেজে গেছে এখন। কর্মব্যস্ত শহর। কালো চামড়ার জারকিন গায়ে সাইরেন বাজিয়ে তীব্রগতিতে মোটরসাইকেল চালাচ্ছে তাঁর পত্রবাহক...রাস্তার লোকেরা হয়তো দাঁত চেপে তাকে গালাগাল দিয়ে উঠছে।

রলাঁ ভাবছিলেন আতঙ্কের যে কথা লেখা আছে তাঁর পত্রবাহকের পাছপকেটের খামে, সেটা কাটানো যদি যায় তবেই হয়তো আগামী বছরে চাকরি থেকে অবসর নেওয়া যাবে। নইলে তদ্দিনে চাকরিই থাকবে না, তাব অবসর!

নয়

সেদিন সকালে আবো কয়েক ঘন্টা পরে দেখা গেলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর অফিসের ডেস্কে বসে আছেন। চেয়াবটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে নীচের রোদ-ঝলমলে প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন তিনি। প্রাঙ্গণের শেষে মস্তবড় সুদৃশ্য ভারী গেট। লোহার শিক দেওয়া দুটো পাল্লা। প্রত্যেকটার মাঝখানে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতীক। গেট পেবিয়েই জনাকীর্ণ প্লাস বোভও। দেখলেন পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী অদ্ভুত সুপটুভাবে ট্র্যাফিক পরিচালনা করছে একটা পুলিস। মসিয়োঁ রজার ফ্রে-র তাকে দেখে মনে বেশ হিংসা হলো আজ সকালে। সহজ কাজ অতএব পটুতা থাকলেই হলো, অনর্থক জটিলতা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনাই নেই।

পেছনে কাগজ ওল্টানোব খসমস আওয়াজ শুনে বোঁ করে চেয়ারসুদ্ধু ঘুরে গেলেন তিনি। ডেস্কের ওপাশে যিনি বসে আছেন তিনি এখন ফাইল বন্ধ করে সবিনয় তাঁর সামনে রাখলেন। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। নীরবতার মধ্যে শুধু ম্যান্টেলপীসে রাখা অরমোলু ঘড়িটার টিক-টিক-টিক শব্দ বড় হয়ে বাজে। দূর থেকে প্লাস বোভও-এর চাপা ট্র্যাফিক গর্জনও কানে ভেসে আসে।

"হুঁ...কী মনে হয়?"

কমিশাব জাঁ দুক্রে প্রেসিডেন্ট দ্যগলের ব্যক্তিগত বক্ষীবাহিনীব অধ্যক্ষ। সারা ফ্রান্সের মধ্যে নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি একজন অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির জীবন রক্ষার প্রশ্ন উঠলে স্বাভাবিক কারণে তিনিই সব সুরক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধার হন। তাঁর জন্যে আজ পর্যন্ত ছ-ছটা চক্রান্ত কাটিয়ে প্রেসিডেন্ট এখনো বহাল তবিয়তে আছেন। চাকরিও বজায় রাখতে পেরেছেন তিনি সেই কারণেই।

ধীরে ধীরে বললেন তিনি, "রলাঁ ঠিক কথাই বলেছেন।" গলার স্বরে জোয়ার-ভাঁটা নেই, একেবারেই নিস্তরঙ্গ। যেন আসন্ন কোনো ফুটবল ম্যাচের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এমন সুরে বললেন, "উনি যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয় তো এই চক্রান্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক। ফ্রান্সে আমাদের যত সিকিউরিটি ব্যবস্থা আছে তাদের কারোরই নথীপত্র এবারে আর কোনো কাজেই আসবে না আমাদের...ও. এ. এস.-এর ভেতরে বা বাইরে আমাদের যত গুপ্তচর বা সংবাদবাহক

আছে সবাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে, কারণ হত্যাকারী বিদেশী, বাইরের লোক, একাই কাজ করছে কোনো যোগসূত্র না রেখে। তার ওপরে, আবার সে পেশাদার। কাজেই বলা ঠিকই লিখেছেন, ফাইল খুলে পাতা উল্টে যথাস্থানে চোখ বুলিয়ে পড়ে শোনালেন, " —এমন ভয়ঙ্কর চক্রান্ত এর আগে সন্ত্রাসবাদীরা আর করেনি।"

রজার ফ্রে তাঁর ছোট ছোট করে ছাঁটা ইস্পাত-ধূসর চুলে হাত বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়ালেন জানলায়। সাধারণত তিনি বিক্ষুব্ধ হন না, কিন্তু আজ এই ১১ই আগস্ট সকালবেলায় তাঁর মনে অসংখ্য চিন্তা, প্রায় অবিন্যস্ত হয়ে উঠলো তাঁর মন, প্রায় এলোমেলো। শার্ল দ্যগলের অনুগামী তিনি বহুদিন থেকেই। অনেক ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে উঠেছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং সৌজন্যবোধ ছাড়াও শক্ত মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। মন্ত্রীত্বের আসনে বসার কারণ এই সবগুলো গুণের একত্র সম্মেলন। তাঁর উজ্জ্বল দুটি নীল চোখ কখনো সুদীপ্ত, আবেশে স্নিগ্ধ, আবার কখনো বা শীতল হিমতুষার। তাঁর অমিততেজ শালপ্রাংশু দেহ এবং দৃপ্ত মুখকান্তি বহু রমণীকে আকৃষ্ট করতো। কিন্তু রজার ফ্রে শুধুমাত্র তাঁর এইসব দৈহিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই নির্বাচন জেতেননি, উপাদান ছিলো তাঁর মধ্যে পুরনো দিনে যখন মার্কিনী শত্রুতা, ব্রিটিশ অনীহা, গিরোইস্ট উচ্চাভিলাষ এবং কম্যুনিস্ট হিংস্রতার বিরুদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম করতে হতো গলিস্টদের তখন থেকেই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধে দক্ষ হয়ে উঠেছেন তিনি। তার জন্যে মূল্য অবশ্য তাঁকে কম দিতে হয়নি। তবু তাঁরা কোনোমতে জিতেই গেছেন এবং আঠারো বছরের ইতিহাসে অন্তত দু দুবার তাঁদের প্রিয় নেতা নির্বাসন ও প্রত্যাখ্যানের আঁস্তাকুড় থেকে ফিরে এসেছেন ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতায়। গত দু বছর ধরে আবার সেই লড়াই শুরু হয়েছে এবং এইবার সেই লড়াই তাদেরই বিরুদ্ধে যারা দু দুবার জেনারেলকে ক্ষমতার গদিতে এনে বসিয়েছিলো। অর্থাৎ আর্মির বিরুদ্ধে। কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত ফ্রে ভাবতেন যে এই লড়াই এখন শেষ হয়ে আসছে মরে এসেছে এর ধার। শত্রুরা হঠে যাচ্ছে ব্যর্থ রোষে এখন শুধুই ফুঁসছে, উত্তাপ আর নেই। কিন্তু এখন বুঝলেন, তা নয়। শেষ হয়নি যুদ্ধ, আরো আছে। রোমে বসে বসে এক ঢ্যাঙা পাগলা কর্নেল এমন এক মতলব কষেছে যার ফলে একটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে এবং তা যদি হয় তো ফ্রান্সের গোটা রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানটা তাসের প্রাসাদের মতো ধসে পড়বে। কোনো কোনো দেশে অবশ্য রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করলে বা রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘটলেও দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা অনাহতভাবেই চলে। কিন্তু রজার ফ্রে ১৯৬৩ সালের ফ্রান্সের অবস্থা ভালোমতোই জানতেন। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করলে দেশময় সংঘর্ষ, মারামারি, হানাহানি শুরু হয়ে যাবেই। সেই অরাজকতার ফল যে কী হবে ফ্রে তা কল্পনাও করতে চান না।

রৌদ্রদীপ্ত প্রাঙ্গণের দিকে চোখ রেখেই তিনি বললেন, "হুঁ তাহলে দেখছি, ওঁকে জানাতে হয়।"

কমিশনার কিছু বললেন না। অভিজ্ঞ হিসাবে চাকরি করার এই এক সুবিধা, নিজের কাজ করে যাও, বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতে দাও তাঁদের যাঁরা সেইজন্যেই নিযুক্ত। তিনি নিজে থেকে কোনো মন্তব্য করতে চাইলেন না। মন্ত্রীমশায় ঘুরে তাঁর দিকে চাইলেন। "আচ্ছা ধন্যবাদ, কমিশার। আজ বিকেলেই আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানাবো।" তাঁর গলার স্বর এখন বেশ স্পষ্ট দৃঢ়। কর্তব্য করতেই হবে, অপ্রিয় হলেও তা। গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনাকে বলার প্রয়োজন নেই, তবু দেখবেন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে যতক্ষণ না আমি রাষ্ট্রপতিকে কথাটা জানাচ্ছি। তারপর তিনি যেমন চাইবেন সেইরকম ব্যবস্থাই হবে।"

দুক্রে উঠে চলে গেলেন। স্কয়্যার পেরিয়ে শতখানেক গজ দূরেই এলিজে প্রাসাদের ফটক, সেইখানেই তাঁর দপ্তর। ওদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ততক্ষণে একা একা আবার ফাইলটা নিয়ে বসলেন, আবার আদ্যোপান্ত পড়লেন। মনে মনে কিন্তু নিশ্চিত রলাঁ সত্যি কথাই লিখেছেন। দুক্রেও রায় দিয়ে গেলেন, অতএব সন্দেহের অবকাশ নেই। বিপদ আসছেই এবং বেশ ভালো রকমের বিপদ। কাজেই প্রেসিডেন্টকে জানাতেই হবে, কোনো উপায় নেই।...নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন ইন্টারকমের সুইচ দাবিয়ে দিলেন। প্লাস্টিকের খাঁচাটা গরর্ করে উঠতেই বললেন, "এলিজের সেক্রেটারী-জেনারেলকে কানেকসন দিন।" এক মিনিটের মধ্যে ইন্টারকমের পাশের লাল টেলিফোন বেজে উঠলো। তুলে নিয়ে একমুহূর্ত শুনে বললেন, "অনুগ্রহ করে মসিয়োঁ ফসারকে দিন।" সামান্য বিরতির পর ফোনের ওধার থেকে ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রতাপশালী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। জাক ফসার, রাষ্ট্রপতির মহাসচিব। রজার ফ্রে অল্প কথায় তাঁকে বললেন যে অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার অতি আবশ্যক..."যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, জাক,...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তাঁকে জিজ্ঞেস কবতে হবে বইকি...বটেই তো... তবু যত শীগগির পারেন টেলিফোন করবেন...অপেক্ষা করছি আমি।"

টেলিফোন এলো ঘন্টাখানেকের মধ্যে। বিকেল চারটেয় সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারিত হয়েছে, প্রেসিডেন্টের দিবানিদ্রার পর। মুহূর্তের জন্যে মন্ত্রীমশায়েব মনে হয়েছিলো তারস্বরে চিৎকার করে জানিযে দেবেন যে তাঁব কাজ অনেক বেশী গুরুতর, দিবানিদ্রার চেয়েও, কিন্তু নিমেষে দমন কবলেন তাঁর সেই ইচ্ছাকে। যাক্‌গে, ফসারকে চটিয়ে লাভ নেই। তিনিও জানেন ওই মৃদুভাষী আমলাটি প্রেসিডেন্টেব সাক্ষাৎ ডান হাত...তাঁব নিজস্ব দপ্তরটিকে আবার সবাই ভয পায়..সেখানে নাকি বিশেষ ইনফর্মেসন বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

সেইদিন বিকেল চারটে বাজতে যখন কুড়ি মিনিট বাকি তখন শৃগাল বেরুলো কার্জন বোডেব 'ক্যানিংহ্যামস' থেকে। সামুদ্রিক খাদ্যের অভিজাততম রেস্তোরাঁ, সারা লণ্ডনে এর জুড়ি নেই। অত্যন্ত মহার্ঘ কিন্তু উপাদেয় খাদ্য। সাউথ অডলে স্ট্রীটে যেতে যেতে শৃগাল ভাবে, লণ্ডন থেকে তো বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতেই হবে, অতএব না হয় উৎসব ভেবে বেশ ভালোমন্দ খাওযাই গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্রান্সের গৃহমন্ত্রণালয় থেকে একটা কালো ডি. এস. ১৯ সেলুন প্লাস বোভও-তে এসে পড়লো। চত্বরে দণ্ডায়মান পুলিসটি ঝট করে হাত তুলে স্যালুট করলো, পলকের জন্যে সবদিকের ট্র্যাফিক দিলো থামিয়ে। রাস্তা দিয়ে একশো মিটার এগিয়ে গাড়িটি এলিজে প্রাসাদের ধূসর পাথরে বাঁধানো পোর্টিকোর দিকে মোড় ঘুরলো। ফটকের রক্ষীরা রাইফেল ঠুকে একযোগে স্যালুট করে উঠলো। গেটের ভেতরে মোটা শেকল নীচু হয়ে ঝুলছিলো। গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তেই একজন ইনেস্পেক্টর গাড়ির ভিতরটা একঝলক দেখে নিয়ে মন্ত্রীমশায়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ালো। তিনিও মাথা নেড়ে জবাব দিলেন। ইনস্পেক্টর হাত নাড়াতেই শেকল নেমে গেলো, সিত্রোঁ তার ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেলো। একশো ফুট দূরে প্রাসাদের দেওয়াল। ড্রাইভার রবের গাড়িটাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে প্রবেশ-পথের সামনে এনে দাঁড় করালো। এখান থেকে ছটা গ্রানাইট সিঁড়ি চড়ে তবে প্রাসাদের ভেতরে যেতে হয়।

গাড়ির দরজা খুলে ধরলো জাঁকজমক উর্দিপরা এক নকীব। মন্ত্রীমশায় নেমে ওপরে উঠতেই পুরু কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো প্রধান আপ্যায়ক। দুজনের সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ শেষ হলে মন্ত্রী চললেন তার পেছনে। উপপ্রকোষ্ঠে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতে হলো

তাঁকে। মাথার ওপরে বহু উঁচু থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন, সোনার লম্বা শেকল দিয়ে লাগানো। ছাতের ভেতর দিকটায় সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। দরজার বাঁ দিকে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার ওপরে টেলিফোন। আপ্যায়ক সেই টেলিফোন তুলে সামান্য কয়েকটা কথা বলে মন্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলো। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললো। পেছনে পেছনে মন্ত্রীও কার্পেট-মোড়া পাথরের সিঁড়ি চড়ে বাঁ দিকে চললেন। দোতলায় উঠে চওড়া অলিন্দের শেষে কয়েক ধাপ নেমে আবার একটা চদরজার সামনে এসে থামলেন। আপ্যায়কটি দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে অস্ফুট আওযাজ হলো, "আসুন।" দরজাটা খুলে ধরে আপ্যায়ক একপাশে সরে দাঁড়ালো। মন্ত্রীমশায় গিয়ে ঢুকলেন অভ্যাগতদের নির্দিষ্ট কক্ষে। সালোঁ দ্য অর্দোনাঁস, অর্থাৎ ফ্রান্সের দেওয়ান-ই খাশ। নীরবে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। আপ্যায়কটি আবার ফিরে চললো নিজের স্থানে তার মাপা পদক্ষেপে।

বিশাল কক্ষ। ওইদিকে দূরে দক্ষিণ-খোলা জানলাগুলো দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়ছে ঘরের কার্পেটে। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা একটা জানলা খোলা, তা দিয়ে শোনা যাচ্ছে প্রাসাদের বাগানে কোনো গাছের ডাল থেকে ঘুঘুর ডাক। জানলাটার পাঁচশো গজ দূরেই সাঁ এলিজের জনোচ্ছল রাস্তা। কিন্তু এখান থেকে তা দেখা যায় না। বড় বড় বীচ আর ঘন লেবুগাছে দৃষ্টি অবরুদ্ধ। গ্রীষ্মে তাদের অপূর্ব পত্রসজ্জা। ট্র্যাফিকের শব্দও অস্ফুট, শোনাই যায় না প্রায়, বরং ঘুঘুর ডাকটাই যেন বেশী প্রকট। এলিজে প্রাসাদের এই দক্ষিণমুখো ঘরগুলোয এলে মঁফের চিরদিনই মনে হয় তিনি যেন গ্রামাঞ্চলেব কোনো দুর্গে এসেছেন। দালানটার ওদিকে ফবুর সাঁ-অনোবেব ট্র্যাফিক যেন কোনো দূরায়ত স্বপ্ন তিনি জানতেন রাষ্ট্রপতি গ্রামাঞ্চল পছন্দ করেন।

সেদিনেব ডিউটিকে এ. ডি সি. ছিলেন কর্নেল তেসির। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। "মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়. ."

কক্ষের বাঁ পাশে সোনার হাতলওলা জোড়াপাল্লার বন্ধ দরজা। সেইদিকে ইশারা করে অঁফ্রে বললেন, "কর্নেল ..আমার এখানে আসবাব কথা আছে...তাই না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" তেসিব কক্ষের ওদিকটায় চললেন। রুদ্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত করে একটা পাল্লা খুলে ঘোষণা করলেন "রাষ্ট্রপতি মহোদয়..., স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।"

ভেতর থেকে অস্ফুট আওয়াজ হলো। তেসির দু পা পিছু হঠে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তাঁর পাশ দিয়ে রজার ফ্রে গিয়ে ঢুকলেন শার্ল দ্যগলের একান্ত পাঠকক্ষে।

ফ্রে যখনই এই ঘরে এসেছেন, তখনই তাঁর মনে হয়েছে যে গৃহসজ্জার প্রত্যেকটি উপকরণ এই ঘরের অধিবাসীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।...ঘরের ডান দিকে তিনটে লম্বা জানলা। বাগানের দিকেরটা খোলা এখন। তা দিয়ে ঘুঘুর ডাক আবার ভেসে আসছে, ওই বাগানে, বীচ আর লেবু গাছের নীচে. ফ্রে জানেন পিস্তল হাতে কিছু লোক চুপিচুপি পদচারণা করে। অর্জুনের মতোই তাদের লক্ষ্য, বিশ হাত দূর থেকেও ইস্কাবনের টেক্কা তারা উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু দোতলাব এই জানলা দিয়ে যদি তাদেব কারো মূর্তি কখনো চোখে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। যাঁব প্রাণরক্ষার জন্যে এত কঠোর বন্দোবস্ত করা হয়, তিনি নিজে যদি কখনো সেই ব্যবস্থার কথা শোনেন বা চোখে দেখেন তো অসম্ভব রেগে যাবেন। তাঁর ক্রোধও প্রায় উপকথা। দুক্রের কাজও সেইজন্যেই এত কঠিন। রাষ্ট্রের স্বার্থে মানুষটির জীবন রক্ষা করতে হবে, কিন্তু ভুলেও সে কথা তাঁকে জানানো চলবে না, কারণ আত্মরক্ষার কথাটাই যেন তাঁর কাছে অসম্মানের।

বাঁ দিকের দেওয়ালের কাঁচের আলমারিগুলো বইয়ে ঠাসা। তার সামনে একটা পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কার টেবিল, ওপরে একটি চতুর্দশ লুই ঘড়ি। গোটা মেঝে সাভোনেরি কার্পেটে

ঢাকা। ১৬১৫ সালের শায়লের রয়্যাল কার্পেট ফ্যাক্টরির অবদান। রাষ্ট্রপতি নিজে একবার তাঁকে বলেছিলেন যে কার্পেট তৈরি করার আগে ওই কারখানায় সাবান তৈরি হতো, সেইজন্যে ওখানকার কার্পেটের নাম সাবোনেরি-ই হয়ে গিয়েছিলো। কক্ষের সাজসজ্জা সরল কিন্তু ঐতিহ্যমণ্ডিত, বেশ রুচিশীল। ফ্রান্সের গৌরব যেন এই ঘরের প্রতিটি উপকণে। এমন কি রজার ফ্রে তো মনে করেন যে ব্যক্তিটি এখন চেয়ার ছেড়ে সাড়ম্বর অভ্যর্থনায় উঠে দাঁড়ালেন তিনিও সেই মহান ঐতিহ্যের ধারক। মন্ত্রীমশায়ের মনে পড়লো একদা পারীস্থ ইংরেজ সাংবাদিকদের পুরোধা হ্যারল্ড কিং, যিনি শার্ল দ্যগলের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতির আচার-ব্যবহার বিংশ শতাব্দীর তো নয়ই বরং যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর। তখন থেকেই তাঁর মনে একটা কাল্পনিক চেহারা ভেসে উঠতো...সিল্ক আর ব্রোকেড শোভিত একটা দীর্ঘ দেহ ওইরকম সব সাড়ম্বর শিষ্টাচার সারছেন। মিল খানিকটা খুঁজে পেলেও কল্পনা কিন্তু মিলিয়েই যেতো। কখনোই ভুলতে পারতেন না কয়েকটি ঘটনার কথা যখন তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন যে এই পরম অভিজাত সৌম্য বৃদ্ধ হঠাৎ রেগে গিয়ে চরমতম ফৌজী খিস্তি ঝাড়ছেন। মন্ত্রীপরিষদের সদস্য এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তো তাই শুনে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মঁফ্রে মনে মনে শঙ্কিত যে আজ তিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা সম্পর্কে যে প্রসঙ্গের অবতারণা করতে যাচ্ছেন তাতে হয়তো তাঁর মনে সেরকমই কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ফ্রান্সের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোগুলো বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তো তাঁরই। কিন্তু কোনো দিনই প্রেসিডেন্টের দৈহিক নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁরা সহমত হতে পারেননি। কাজেই এখন এই মুহূর্তে, রজার ফ্রে যেন শিউরে উঠলেন, অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো তাঁর।

"এই যে, সুহৃদ্বর ফ্রে।"

বিশাল ডেস্ক ঘুরে একপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। পরনে কালো সুট।

"রাষ্ট্রপতি মহোদয়, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন।" তাঁর বাড়িয়ে ধরা হাতটা ধরে ঝাঁকালেন। যাক, বুড়োর মেজাজ বেশ ভালোই আছে দেখা যাচ্ছে। ডেস্কের সামনে দুটো খাড়া চেয়ার, সেগুলো ফার্স্ট-এম্পায়ারের রঙেই ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে ঢাকা। তারই একটাতে ফ্রেকে বসার নির্দেশ দিয়ে শার্ল দ্যগল তাঁর জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন, দেওয়ালের দিকে পিঠ করে।

"কী হে ফ্রে, শুনলাম তুমি নাকি আমার সঙ্গে গুরুতর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছো। বলো, কী বক্তব্য?"

রজার ফ্রে একটিবার মাত্র দম ফেলে নিয়ে সামান্য কথায় স্পষ্ট করে তাঁর বক্তব্য বললেন। কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে গেলেন না করণ তিনি জানতেন দ্যগল বক্তৃতা ভালোবাসতেন না। বক্তৃতা-বাগ্মিতা শুধু তিনি নিজের জন্যেই রেখে দিতেন তাও জনসভায় ব্যবহারের জন্যে।...কথা বলতে বলতে দেখলেন যে প্রেসিডেন্ট যেন শক্ত হয়ে গেলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হলো যেন তাঁর চিরবিশ্বস্ত সঙ্গী হঠাৎ এসে তাঁর কক্ষকে অপবিত্র করে দিয়ে গেলো। সমুন্নত নাকটার নীচ দিয়ে ঘৃণার দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়লো। অবশ্য মঁ ফ্রে জানতেন যে পাঁচ গজ দূর থেকেও তাঁর মুখ স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছেন না প্রেসিডেন্ট. .সব সাক্ষাৎকারেই তিনি বিনা চশমায় থাকতেন, তাঁর যে দৃষ্টশক্তি ক্ষীণ সে কথা জানতে দিতেও তাঁর আপত্তি। শুধু জনসমক্ষে ভাষণ হলেই তবে তিনি চশমা আঁটতেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শেষ করতে এক মিনিটও লাগেনি। রলাঁ ও দুক্রে উভয়েরই অভিমত জানিয়ে বললেন, "রলাঁর লিখিত বিবরণও নিয়ে এসেছি।" হাত বাড়িয়ে দিলেন দ্যগল। ফ্রে ব্রীফকেস থেকে রিপোর্ট বের করে এগিয়ে দিলেন। কোটের বুকপকেট থেকে চশমা বের করে

নিয়ে, শার্ল দ্যগল সেটা পড়তে শুরু করলেন। ঘুঘুর ডাক থেমে গেছে। রজার ফ্রের দৃষ্টি জানলার বাইরে থেকে সরে এসে ডেস্কের ওপরে রাখা পেতলের বাতিদানের ওপর আটকে গেলো। রেস্টোরেশন-যুগের অপূর্ব কাজ সেটা, ফ্ল্যামবো দ্য ভারমিল, এখন সেটায় বিজলী লাগানো হয়েছে।...জেনারেল দ্যগল পড়তেন খুব তাড়াতাড়ি। তিন মিনিটে বিবরণী পাঠ শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুঁ...তো তুমি আমার কাছ থেকে কী চাও, ফ্রে?"

আবার দ্বিতীয় বার দম ছেড়ে নিয়ে ফ্রে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন... কী কী ব্যবস্থার তিনি পক্ষপাতী। দু-দুবার তিনি তাঁর বক্তব্যের মাঝখানে বললেন, "আমার বিচারে, মসিয়োঁ লা প্রাসিদাঁ, এই বিপদ যদি কাটাতে হয়...।" বক্তৃতার তেত্রিশতম সেকেণ্ডে উচ্চারণ করলেন, "ফ্রান্সের স্বার্থে...।" কিন্তু শুধু ওই পর্যন্তই, আর এগোতে পারলেন না তিনি। তাঁকে থামিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি। ফ্রান্স কথাটা তিনি তাঁর সুগভীর গলায় এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যেন সেটা পবিত্র বীজমন্ত্র। বললেন, "ফ্রান্সের স্বার্থেই, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে বিপদের ভয়ে কাপুরুষের মতো আচরণ করতে দেওয়া চলবে না, ফ্রে, বিশেষ করে সেই বিপদ যখন আসছে একটা জঘন্য ভাড়াটে হত্যাকারীর কাছ থেকে এবং..." পলকের জন্যে থেমে গেলেন তিনি, অজ্ঞাত হত্যাকারীর উদ্দেশ্যে তাঁর ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য যেন সারা ঘরটায় থমথম করতে থাকে। অবশেষে তিনি বাক্যটি সমাপ্ত করলেন এই বলে যে..."এবং সে নাকি বিদেশী।"

রজার ফ্রে বুঝলেন হেরে গেলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ক্রোধে আত্মহারা হননি ঠিকই, তবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিরোধিতা। সহজ সরল কিন্তু সুস্পষ্ট কণ্ঠেই দ্যগল বলতে থাকেন। তাঁর গলার আওয়াজ এবং টুকরো টুকরো কথাও জানলা দিয়ে বাইরে চলে গেলো.. কর্নেল তেসিবও শুনলেন কিছুটা।...

দু মিনিট পরে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে রজার ফ্রে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।...ব্যবস্থা যে নেওয়া যাবে না তা নয় কিন্তু খোলাখুলিভাবে নেওয়া যাবে না, নিতে হবে সংগোপনে। এবং তার জন্যে প্রয়োজন হত্যাকারীর সনাক্তকরণ। গোপনে গোপনে অনুসন্ধান চালাতে হবে। ফ্রান্সেই হোক কি বিদেশেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং তারপর দ্বিরুক্তি মাত্র না করে তাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে কর্তব্য।

"...দ্বিরুক্তিমাত্র না করে তাকে ধ্বংস করাই হচ্ছে কর্তব্য এই হলো আমাদের কাজ, ভদ্রমহোদয়গণ, এই একমাত্র পন্থা।"

গৃহমন্ত্রণালয়ের অধিবেশন কক্ষে সভা বসেছে। সকলের দিকে চেয়ে নিজের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁকে নিয়ে ঘিরে আছেন চোদ্দজন ব্যক্তি। টেবিলের মাথায় মন্ত্রীমশায় নিজে। ঠিক তার পরেই তাঁর ডান দিকে বসেছেন তাঁর ব্যক্তিগত কর্মীদের প্রধান আলেকজাঁদর সাঙ্গুইনেত্তি, যিনি পঁয়তাল্লিশ হাজার প্যারামিলিটারি ফৌজি সি. আর. এস.-এর পরিচালক। বাঁ দিকে বসেছেন পুলিসের প্রিফেক্ট যিনি ফ্রান্সের পুলিসবাহিনীর রাজনৈতিক অধ্যক্ষ।

সাঙ্গুইনেত্তির ডান দিকে একের পর এক বসেছেন এস. ডি. ই. সি.-র প্রধান জেনারেল গিবো. ক্রিয়াবিভাগের অধ্যক্ষ কর্নেল রল্যা, রাষ্ট্রপতির সুরক্ষা বাহিনীর কমিশার দুক্রে এবং এলিজে প্রাসাদের আরো একজন সদস্য কর্নেল সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁ। সাঁক্রেয়ার বিমানবাহিনীর কর্নেল, রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত স্টাফের অন্যতম, ঘোরতর গ্যালিস্টপন্থী এবং প্রচুর উচ্চাশা তাঁর। পুলিস-প্রিফেক্ট মঁ মরিস পাপোঁর বাঁ দিকে বসেছেন ফ্রান্সের সুরেতে নাসিওনালের মহা নির্দেশক মঁ মরিস গ্রিমো। পুলিসের জুদিসিয়েরের অধ্যক্ষ, ম্যাক্স ফেরনা, বসেছেন গ্রিমোর পাশে। তিনি ফ্রান্সের যাবতীয় পুলিসফৌজ, সদর বা মফস্বল, সবাইকেই পরিচালনা করেন। ফেরনার বাঁ

দিকে পরপর বসেছেন সুরেতের আরো চারটি বিভাগের চারজন অধ্যক্ষ। ব্যুরো দ্য সেকুরিতে পাবলিক (বি. এস. পি.) বিভাগটি নাশকতামূলক কার্য থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে। দ্বিতীয় বিভাগটি রাঁসেইনমাঁত জেনেরো (আর. জি), আসলে এটি একটি রেকর্ডদপ্তর। ফ্রান্সের পুলিসের খাতায় যারই নাম কখনো উঠেছে (সন্দেহবশেই হোক কি সত্যিই হোক, ছাড়াই পেয়ে যাক কি দণ্ডই হোক) তাদের সকলেরই পূর্ণ বিবরণ আঙুলের ছাপ সব এখানে পঞ্জীভুক্ত থাকে। প্রতিটি কেসের প্রতিটি সাক্ষীর বিবরণও লিপিবদ্ধ হয়। এ ছাড়া প্রতিটি ট্যুরিস্টের প্রবেশপত্র এখানে রয়েছে, পারীর বাইরে প্রতিটি হোটেলের প্রত্যেকটি অতিথির বিবরণও। পারী শহরের হোটেলের অতিথিদের বিবরণ অবশ্য এরা রাখে না, সেগুলো চলে যায় পুলিস-প্রিফেক্টের দপ্তরে। তৃতীয় বিভাগটি ডি. এস টি. (দিরেকশিও দ্যলা সারভেলাঁস দ্যু তেরিতোয়ার); এরা ফ্রান্সের প্রতি গুপ্তচর বিভাগেব চালনা করা ছাড়াও প্রতিটি বিমানবন্দর, ডক বা সীমান্ত ঘাঁটির ওপর নজর রাখে। যারাই ফ্রান্সে ঢোকে তাদের কাগজপত্র ভালো করে দেখে নেয়, সন্দেহজনক চরিত্রদের ওপর নজর রাখে।

জায়গার অভাবে সাঙ্গুইনেত্তির প্রধান সহকারী, সি. আর. এস. নেতা বসেছিলেন টেবিলের শেষপ্রান্তে, মন্ত্রীমহোদয়ের বিপরীতে। তাঁর আর কর্নেল সাঁক্রেয়ারের মাঝখানে বসেছেন আর একজন যাঁব পাইপ থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো। ধোঁয়ার গন্ধে সাঁক্রেয়াব নাকটা কুঁচকেই রেখেছেন। ইনি পুলিস-জুদিসিয়েরের অপরাধ দপ্তরের প্রধান মরিস বুভে। মন্ত্রীমশায় ম্যাক্স ফেরনাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন এঁকে সঙ্গে আনবার জন্যে।...

"সংক্ষেপে এই হলো ব্যাপার," মন্ত্রীমশায় আবার শুরু করলেন, "কর্নেল রলাঁব প্রদত্ত বিবরণ আপানাদেব প্রত্যেকের সম্মুখে আছে, আশা করি সেটা আপনারা পড়েছেন। তাছাড়া আমার কাছ থেকে আপনারা শুনলেও ফ্রান্সের মানসম্মানের খাতিরে রাষ্ট্রপতি মহাশয় আমাদেব ওপব কতখানি বাধাবিপত্তি আবোপ করতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব, তদন্ত চালাতে হবে অত্যন্ত সংগোপনে, জনসমক্ষে যেন কোনো খবর প্রকাশ না পায়। বলা বাহুল্য, আপনারাও প্রত্যেকে অঙ্গীকৃত যে ব্যাপাবটা গোপন বাখবেন এবং এই ঘরে এখন যাঁরা রয়েছেন তাঁদেব সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনাও করবেন না। যতক্ষণ না অপব কোনো ব্যক্তিকে এই গোপনীয় বিষয়ে সঙ্গী কবে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণে এখানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীই এই গোপনীয়তার ধারক এবং বাহক।...আজ আমি আপনাদের এখানে ডেকেছি তার কারণ আমার মনে হয় যে যে-বিভাগগুলোর আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের প্রত্যেকটিরই কিছু না কিছু ভূমিকা বা সক্রিয় প্রচেষ্টা, আজ হোক বা কাল হোক, দরকার হবেই। আপনারা সবাই বিভাগীয় নেতা, নিঃসন্দেহে আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়টা কত জরুরী। কাজেই সব সময় আপনারা অন্য সব কাজ ফেলে ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়ে মনঃসংযোগ করবেন। নিম্নস্থ কর্মচাবীদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করবেন না। অবশ্য কারণ বিশ্লেষণ না করে তাদের দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করাতে পারেন, কিন্তু তথ্য আনাতে যদি কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তবে সে কাজ নিজেরাই করবেন।"

আবার থামলেন তিনি। টেবিলের দুধারেই কয়েকটা মাথা গম্ভীবভাবে নড়ে উঠলো। কেউ কেউ বক্তার দিকেই চেয়ে রইলেন আবার কেউ বা তাঁদের সামনে রাখা ফাইলে চোখ ডোবালেন। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসে কমিশার বুভে ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর নাক মুখ থেকে ভসভস করে পাইপের ধোঁয়া বেরোয আর বিমানবাহিনীর কর্নেল তাই দেখে মুখ-টুখ বিরক্তিতে কুঁচকে তোলেন।

"হুঁ...তাহলে এবারে আপনাদের বক্তব্য শোনা যাক," মন্ত্রীমশায় আরম্ভ করলেন, "কর্নেল রলাঁ, ভিয়েনায় আপনি যে অনুসন্ধান চালিয়েছেন তার কি ফলাফল হলো?"

ক্রিয়াবিভাগের কর্তাটি নিজের রিপোর্ট থেকে মাথা তুলে আড়চোখে চাইলেন এস. ডি. ই. সি. ই র কর্তার দিকে। কিন্তু সেদিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তরই এলো না,—আশ্বাসের হাসি বা বিরক্তির ভ্রূকুঞ্চন, কোনোটাই ফুটলো না। জেনারেল গিবো অবশ্য তখন মনে মনে সকালের ঝামেলাটার কথা ভাবছিলেন। আর-৩ বিভাগকে টপকে রলাঁ ভিয়েনায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে দেখে আর- ৩এর প্রধান ভীষণ খাপ্পা হয়েছিলেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে গিবোর প্রায় সারা সকালটা কেটে গেছে। অতএব, তিনি এখন সোজা সামনের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

অগত্যা কর্নেল রলাঁ নিজেই বলতে শুরু করলেন ঃ "ভিয়েনার ব্রাকনেরালি অঞ্চলে ছোট্ট একটা হোটেল পেনশন ক্রেইস্ট। আমাদের লোকেরা আজ সেখানে গিয়েছিলো, মার্ক রদাঁ, রেনে মঁক্রেয়ার এবং আঁদ্রে কাসোঁর ফটো নিয়ে। ভিয়েনায় ওদের কাছে ভিকতর কওয়ালস্কির ছবি নেই কিন্তু সেটা পাঠানোর সময়ও ছিলো না। হোটেলের ডেস্ক-কেরানী বললো ওদের দুজনকে অন্তত সে দেখেছে কিন্তু ঠিক কোথায় মনে করতে পারছে না। কিছু অর্থের হাতবদল হলো। লোকটাকে বলা হলো রেজিস্টার দেখে জুনমাসের ১২ থেকে ১৮ তারিখের মধ্যে হোটেলে যত লোক এসেছে তাদের নাম ঠিকানা যেন খুঁজে দেখে। ১৮ জুনেই ওরা তিনজনে একসঙ্গে রোমে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো। শেষমেষ কেরানীটা বললো রদাঁর মতো দেখতে একজন লোক ১৫ই জুন তারিখে ওদের হোটেলে রুম নিয়েছিলো, নাম লিখিয়েছিলো শুলজ। সন্ধ্যেবেলায় তার ঘরে সভা বসেছিলো, ব্যবসার ব্যাপার-ট্যাপার। রাত কাটিয়েছিলো সেই ঘরে, পরদিন চলে যায়। শুলজের সঙ্গে ছিলো একজন বেশ যণ্ডাগুণ্ডা বিশ্রী বদমেজাজী লোক। সেই জন্যেই বিশেষ করে শুলজের কথা ওর মনে আছে। সকালে তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে দুজন লোক আসে এবং তাদের মধ্যে বোধহয় আলোচনার বৈঠকটৈঠক বসেছিলো। তারা কাসোঁ বা মঁক্রেয়ার হলেও হতে পারে...ঠিক মনে পড়ছে না তার..তবে অন্তত একটা মুখ খুবই চেনা ঠেকছে। সে যাক...সারাদিন ওই লোকগুলো ঘরেই ছিলো, শুধু একবার দুপুরের দিকে শুলজ আর দৈত্যটা, মানে কওয়ালস্কি, আধ ঘন্টার জন্যে বাইরে গিয়েছিলো। দুপুরের খাওয়াও কেউ খায়নি, নীচেও নামেনি খেতে।"

"আর কেউ ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলো?" সাঙ্গুইনেত্তি যেন আর ধৈর্য রাখতে পারছেন না, অধীর হয়ে পড়েছেন। রলাঁ কিন্তু সোজাসুজি জবাব দিলেন না, তেমনি সাদামাটা গলায় বলেই চললেন, "সন্ধ্যের দিকে প্রায় আধ ঘন্টার জন্যে আরেকজন এসেছিলো। কেরানীটা বললো ওর কথা বেশ মনে পড়ছে কারণ লোকটা এত তাড়াতাড়ি এসে হোটেলে ঢুকে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেছিলো যে তার মুখই দেখতে পায়নি। সিঁড়ি দিয়েও পরে উঠে যাওয়া মূর্তিটার শুধু কোটের টেল তার নজরে পড়েছিলো। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই লোকটা আবার হলে ফিরে এসে ছিলো, কোট দেখে কেরানীটা বুঝলো। ...ডেস্ক থেকে ফোন করলো লোকটা শুলজের রুম, ৬৪ নম্বর ঘরে। ফরাসীতে দুটো কথা বলে ফোন রেখে চলে গেলো সিঁড়ি বেয়ে। আধ ঘন্টা সেখানে কাটিয়ে কোনো কথা না বলে নীরবে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলো। তার প্রায় ঘন্টাখানেক পরে শুলজের অন্য দুজন অতিথিও বেরিয়ে গেলো। আলাদা আলাদা ভাবে। শুলজ ও দৈত্যটি কিন্তু রাত কাটালো তাদের ঘরে, সকালে প্রাতরাশের পরেই তারা হোটেল ছাড়লো। সন্ধ্যেবেলার আগন্তুকের বর্ণনা যতটুকু দিতে পেরেছে কেরানীটি তা হচ্ছে—লম্বা, বয়েস কত বলা যাচ্ছে না, শরীর বা চেহারাতে আপাতদৃষ্টিতে কোনো খুঁত না থাকলেও প্রায় মুখঢাকা মস্ত বড় চশমা পরেছিলো, অনর্গল ফরাসী বলে, লম্বা লম্বা সোনালী চুল কপাল থেকে ঠেলে পেছন দিকে উল্টে আঁচড়ানো।"

পুলিসের প্রিফেক্ট পাপো জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে দিয়ে কি ওর একটা আইডেনটিকিট ছবি বানিয়ে নেওয়া যায় না?"

মাথা নাড়লেন রলাঁ। "আমার ...মানে আমাদের চরেরা ভিয়েনিজ সাদা পোশাক পুলিসের অভিনয় করে যাচ্ছে। সৌভাগ্যক্রমে ওদের একজনকে ভিয়েনিজ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এই ছদ্মপরিচয় বেশীদিন টিকিয়ে রাখা যায় না। লোকটাকে হোটেলের ডেস্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়েছিলো, অন্য উপায় ছিলো না।"

"না, না, এইটুকু দিয়ে কী হবে, আরো ভালো বর্ণনা দরকার," রেকর্ডদপ্তরের প্রধান তারস্বরে আপত্তি করে উঠলেন যেন। "তা কোনো নাম ?... নামটাম শোনা গেছে কিছু ?"

"নাঃ," রলাঁ বললেন, " আপনাদের যা বললাম তা কেরানীটিকে তিন ঘন্টা ধরে জেরা করে তবে পাওয়া গেছে। প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বারংবার করে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তার আর কিছু মনে নেই। বর্ণনা যতটুকু দিয়েছে ওর চেয়ে বেশী আর কিছু ও বলতে পারবে না। ওর বর্ণনা থেকে সনাক্তচিত্র মানে আইডেনটিকিট পিকচার বানিয়ে নেওয়া অবশ্য হয়নি।"

কর্নেল সাঁক্রেয়ার ধাঁ করে মন্তব্য করলেন, 'আর্গোর মতো ওকেও ধরে নিয়ে আসুন। পারীতে এনে একটা পিকচার বানিযে নেওয়া যাবে।"

মন্ত্রীমশায় এবারে বাধা দিলেন। "না, আর ওরকম ধরপাকড় নয়। আর্গোকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিলো বলে এখনো জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা চলেছে। এসব জিনিস একবার চলতে পারে, বারবার নয়।"

ডি. এস . টি.-র নেতা কিন্তু বললেন,"এত বড় একটা গুরুতব ব্যাপার।.. তাছাড়া সামান্য একজন ডেস্ক কেরানী.. নিশ্চয়ই আর্গোর চেযেও চুপিচুপি কাজ সারা যায় ?"

"গেলেও লাভ যে কতখানি হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ," ধীর গলায় বলে উঠলেন ম্যাক্স ফেরনা, "মুখের অর্ধেকটা ঢাকা কালো চশমা পবা একটা মুখ...তার আইডেন টিকিট...কতখানি সফল হবে জানি না। কিছু হবে না বলেই মনে হয়। দু মাস আগে বিশ সেকেণ্ডের জন্যে দেখা একটা মূর্তি, সেই স্মৃতিচাবণেব সাহায্যে একটা ছবি আঁকিয়ে নেওয়া, তাই দিয়ে সনাক্তকরণ। অভিজ্ঞতায দেখা গেছে যে এই সব ক্ষেত্রে যখন শেষ পর্যন্ত অপরাধী ধরা পড়ে তখন তার চেহারার সঙ্গে সনাক্তচিত্র কিছুই মেলে না। তাছাড়া এই ধরনের ছবিতে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না, হাজার পঞ্চাশেক লোকের আকৃতির সঙ্গে মিলে যাবে। অনেক সময় এগুলো থেকে বরং দিকভ্রষ্টই হয় তদন্তকারীরা।"

কমিশার দুক্রে এবার মুখ খুললেন। "তাহলে দেখা যাচ্ছে দুনিয়ায় এখন চারজন লোক একে চেনে। অবশ্য কওয়ালস্কি জানতো কিন্তু সে মরে গেছে এবং মরার আগে আমাদের তার কাহিনীও জানিয়ে গেছে, অবশ্য সেটা তেমন কিছু না, তবু—। আর রইলো লোকটা নিজে এবং রোমের হোটেলে ওই তিনজন। ওদের একজনকে পাকড়াও কবার চেষ্টা করতে দোষ কী?"

আবার মন্ত্রীমশায় বাধা দিলেন, "না, এই বিষয়ে আমার অভিমত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর কিডন্যাপিং নয়। রোমের ভায়া কনদোত্তির ওপর এমন ঘটনা ঘটলে ইতালি সরকাব পাগল হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যাপারটা সহজও নয়। কী বলেন, জেনারেল?"

জেনারেল গিবো চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, "রদাঁ আব তার দুই অনুচর যেভাবে নিজেদের চারধারে সুরক্ষার গণ্ডী কেটে বসে আছে, তাতে অমন কিছু করা সম্ভব নয়। আমার লোকেরা দিনরাত্রি ওদের চোখে চোখে রেখেছে, কাজেই সব খবরই আমরা জানি। ওদের ঘিরে আছে আটজন অত্যন্ত দক্ষ বন্দুকবাজ, প্রত্যেকেই তারা প্রাক্তন ফৌজী। অবশ্য কওয়ালস্কির বদলে যদি অন্য কাউকে নিযুক্ত না করে থাকে তবে সাতজন এখন, আটজন নয়। সমস্ত লিফট,

সিঁড়ি, ফায়ার-এসকেপ বা ছাত সব সময় পাহারা দেওয়া হচ্ছে। ওদের মধ্যে একজনকেও যদি জীবিত অবস্থায় ধরে আনতে হয় তবে বেশ বড় দরের গোলাযুদ্ধ চালাতে হবে, হয়তো গ্যাস গ্রেনেড বা সাব-মেশিনগানও চালাতে হতে পারে। তা সত্ত্বেও পাঁচশো কিলোমিটার দূরে ফ্রান্সের সীমান্তে তাকে নিয়ে আসা যাবে কি না সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও ততক্ষণে ইতালিয়ানরাও আমাদের পিছু নেবে। সেইজন্যেই বলছিলাম এ ধরনের কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে। অবশ্য আমাদের হাতে এমন সব লোক আছে যারা এসব বিষয়ে এক্সপার্ট, তারাও বলে কমাণ্ডো-কায়দায় এক জঙ্গী হামলা করা ছাড়া ওদের ধরে আনার আর কোনো উপায়ই নেই।"

ঘরের মধ্যে আবার নীরবতা ঘনিয়ে এলো।

মন্ত্রীমশায় বললেন, "তাহলে বলুন...আর কোনো প্রস্তাব?"

"এই শৃগালকে খুঁজে বের করতেই হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই," কর্নেল সাঁক্রেয়ার বলে উঠলেন। তাই শুনে অনেকেই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিলেন, কেউ কেউ আবার ভুরু তুলে তাকালেনও।

"নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই," মন্ত্রীমশায় বললেন। "তবে আমরা আজ এখানে সম্মিলিত হয়েছি কী করে তা করা যাবে সেই উপায় নির্ধারণের জন্যেই। আমাদের ওপর কিছু বাধানিষেধ আছে সেই সব চিন্তা করে, সব যৌক্তিকতার বিচার করে আমাদের এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এখানে যে সব বিভাগীয় প্রতিনিধি আছেন তাঁদের মধ্যে কাকে এই কাজের ভার দেওয়া যায়, কে এই বিষয়ে অগ্রণী হবার পক্ষে যোগ্যতম।"

সাঁক্রেয়ার তাই শুনে গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন, "সবাই অপারক হলে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করবার দায়িত্ব স্বভাবতই রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ফৌজ এবং তাঁর নিজস্ব কর্মীদের ওপর গিয়ে অর্শাবে। মন্ত্রীমহোদয়, আমি আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি যে আমরা আমাদের কর্তব্য যথোচিতভাবেই করবো।"

বক্তৃতাটা শুনে ঘুঘু পেশাদারেরা তো চোখ বুজে ফেললেন, অভিনয় শুনে যেন তাঁরা ক্লান্ত। কমিশার দুক্রে এমন দৃষ্টি হানলেন সাঁক্রেয়ারের দিকে যে দৃষ্টি দিয়ে যদি মানুষ খুন করা যেতো তো সাঁক্রেয়ার নিশ্চয়ই নীচে লুটিয়ে পড়তেন। ...রলাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে গিবো ফিসফিস করে উঠলেন, "জানে না যে বুড়া ওর কথা শুনছেই না?"

রজার ফ্রে চোখ তুলে তাকালেন এলিজে প্রাসাদের বিদূষকটির দিকে। এখন বোঝা গেলো তিনি মন্ত্রী হয়েছেন কেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "অবশ্যই, কর্নেল সাঁক্রেয়ার ঠিক কথাই বলেছেন, আমরা সবাই আমাদের কর্তব্য করে যাবো। কিন্তু কর্নেল একথাও নিশ্চয়ই জানেন যে কোনো বিভাগ যদি চক্রান্তটিকে ধ্বংস করবার দায়িত্ব নেয় কিন্তু সে-দায়িত্ব পালন করতে পরে অসমর্থ হয় বা এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে রাষ্ট্রপতির আদেশ লঙঘন হয়ে যায়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও খবরটা জানাজানি হয়ে পড়ে, তাহলে সেই বিভাগীয় প্রধানের ওপর স্বভাবতই রাষ্ট্রীয় রোষ এসে পড়বে।"

বিপদসঙ্কেতটা এতই স্পষ্ট যে সেটা সারা ঘরময় যেন দৃশ্যমান হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায়। বুভের পাইপের ধোঁয়ার চেয়েও যেন সেটা আরো ঘন। সাঁক্রেয়ারের সরু ফ্যাকাশে মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো, তাঁর দুটো চোখেও অস্বাচ্ছন্দ্য ঘনিয়ে এলো।

কমিশার দুক্রে এবার বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত, "রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ফৌজের সীমিত সুযোগের কথা আমরা এখানে যাঁরা আছি তাঁরা সবাই জানি। রাষ্ট্রপতির একান্ত সকাশেই আমাদের কাল কেটে যায়, অতএব ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর মতো সুবিধা আমাদের নেই।

সেই চেষ্টাতে যদি আমবা ব্যাপৃত হই তবে আমবা আমাদেব আদি কর্তব্য থেকে সবে আসবো।"

তাঁব কথাব কেউ প্রতিবাদ কবলেন না, কাবণ সবাই জানেন তিনি সত্যি কথাই বললেন। সকলেই অস্বস্তিবোধ কবছিলেন। কেউ চাইছিলেন না যে মন্ত্রীব চোখ তাঁব ওপব পড়ে। বজাব ফ্রে সকলেব দিকে চেয়ে নিযে এবাব বুভেব দিকে তাকালেন। ওই দূবে কোণে ধূম্রজাল সৃষ্টি কবে বসেছিলেন তিনি।

"আপনাব কি মনে হয বুভে? কিছু বললেন না তো ?"

মুখ থেকে পাইপটা টেনে বেব কবে নিলেন গোয়েন্দাপ্রবব। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সাঁক্লেযাব ওঁব মুখেব দিকে মুখ ফিবিযেছিলেন তাই কড়া তামাকেব ধোঁওযা গিযে সোজা তাঁব নাকে লাগলো। বুভে শান্ত স্ববে ধীবে ধীবে বললেন, "দেখুন, আমাব মনে হয ও এ এস-এব ভেতবে অনুসন্ধান কবেও এস ডি ই সি ই-ব পবিচয পাবে না, কাবণ ও এ এস দলও এব কথা জানে না। ক্রিযাবিভাগ লোকটাকে বিনষ্ট কবতে পাবে না, কাবণ তাদেব জানা নেই কাকে বিনাশ কবতে হবে। সীমান্তঘাঁটিতে তাকে তুলেও আনতে পাবে না ডি এস টি, কাবণ তাবা জানে না কাকে ধবতে হবে। আব জি ও কোন প্রামাণিক তথ্য দিতে পাববে না কাবণ তাবা জানে না কোথায কোন দলিল তাদেব খুঁজতে হবে। পুলিস তাকে গ্রেপ্তাবও কবতে পাবে না। কাবণ কাকে গ্রেপ্তাব কববে। সি আব এস ও তাকে নজববন্দী বাখতে পাবে না কাবণ কে সে, কী নাম ? অতএব, দেখা যাচ্ছে ফ্রান্সেব গোটা নিবাপত্তা যন্ত্র বিকল শুধু একটা নামেব অভাবে। কাজেই আমাব মনে হয সর্বপ্রথমেই আমাদেব ওব নাম খুঁজে বাব কবতে হবে, নইলে এক পাও আমবা অগ্রসব হতে পাববো না। নাম পেলে আমবা মুখ খুঁজে পাবো, মুখ পেলে পাসপোর্ট পাসপোর্ট পেলে গ্রেপ্তাব কবাও দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু তাব নাম খুঁজে পাওযা এবং চুপিচুপি সেটা কবাব অর্থই হলো আমাদেব এখন শুধু গোয়েন্দাগিবিব পথই ধবতে হবে।"

চুপ হযে গেলেন তিনি, পাইপেব গোড়াটা আবাব দাঁতেব ফাঁকে গুঁজে নিলেন। কথাগুলো এতক্ষণে সকলেব হৃদযঙ্গম হলো। বক্তব্যে কোনো ত্রুটি পেলেন না কেউ।

মন্ত্রীমশায মৃদু সুবে তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তাহলে কমিশাব, ফ্রান্সেব সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এখন কে?' বুভে কযেক সেকেণ্ড চিন্তা কবে মুখ থেকে পাইপ সবিযে নিযে বললেন, 'ফ্রান্সেব সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা এখন আমাব ডেপুটি কমিশাব ক্লদ লেবেল।"

"তাঁকে ডেকে পাঠান তবে' স্ববাষ্ট্রমন্ত্রী আদেশ জানালেন।

দশ

এক ঘন্টা পব ক্লদ লেবেল অধিবেশন কক্ষ থেকে বেবিযে এলেন। বীতিমতো হতবুদ্ধি ভাব তখন তাব। পুবো পঞ্চাশ মিনিট ধবে শুনেছেন স্ববাষ্ট্রমন্ত্রীব নানাবকম নির্দেশ। কত কথা। কর্তব্য সম্বন্ধে ওযাকিবহাল কবে দেওযা, সেই কাজেব ভাব তাঁব হাতে সঁপে দেওযা, কাজটাব গুরুত্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ, সাবধানতা অবলম্বনেব কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘবটায যখন গিযে পৌঁছেছিলেন তখন তাঁকে বলা হলো টেবিলেব একপ্রান্তে গিযে বসতে, সি আব এস নেতা এবং তাব নিজেব চীফ, মঁ বুভেব মাঝখানে, বসে নীববে তিনি বলাঁব বিপোর্ট পড়লেন। চোদ্দজন অত বড় বড় বাঘা আমলা সবাই কিন্তু চুপ কবেই ছিলেন। তবু লেবেল বুঝতে পাবছিলেন যে চোদ্দজোড়া সন্দিগ্ধ চোখ যেন তাঁকে সবেজমিনে তদন্ত কবছে।

রিপোর্টটা পড়া শেষ করতেই ভেতরে ভেতরে তাঁর অস্বস্তি শুরু হলো। তাঁকে কেন ডাকা হয়েছে? কিন্তু ঠিক তক্ষুণি মন্ত্রীমশায় তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। দেখা গেলো বক্তৃতা নয়, পরামর্শও নয়, অনুরোধ তো নয়ই। পষ্টাপষ্টিই আদেশ, তৎসঙ্গে প্রচুর নির্দেশ। নিজস্ব দপ্তর বসিয়ে নেন যেন তিনি, প্রয়োজনীয় সব তথ্য তিনি সর্বদা পেতে পারবেন। অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের প্রতিষ্ঠানগুলিই তাঁর সাহায্যে যখনই প্রয়োজন তখনই এগিয়ে আসবে। ব্যয় সম্পর্কেও কোনো বাধানিষেধ নেই, তা যত খরচই হোক। বারবার করে তাঁকে বলা হলো ব্যাপারটা একান্ত গোপন, রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং এর গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।...শুনতে শুনতে তাঁর হৃদযন্ত্র অসাড় হয়ে এলো। তাঁর কাছ থেকে ারা যে অসাধ্য সাধন চাইছে। চাইছেও না আবার, দাবি করছে। অথচ এগিয়ে যাওয়ার মতো হাতে কিছুই নেই। কোনো অপরাধ সংগঠিত হয়নি,—অন্তত এখনো না. কোনো সূত্রই নেই। কোনো সাক্ষীও নেই, শুধু তিনজন ছাড়া, অথচ তাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো উপায় নেই। তাঁর সামনে আছে শুধু একটা নাম. তাও আবার ছদ্মনাম, আর আছে গোটা দুনিয়া খুঁজে দেখবার জন্যে।

ক্লদ লেবেল নিজেও জানতেন যে তিনি শুধুমাত্র একজন পুলিস, ভালো পুলিস। চিরটাকালই তিনি বেশ ভালো পুলিস ধীর স্থির, যথাযথ, নিয়মনিষ্ঠ এবং অধ্যবসায়ী। মাঝে মাঝে কখনো-সখনো প্রেরণার চমক দেখা দিয়েছে বটে তাঁর মধ্যে, যাব ফলে তিনি রহস্যভেদী বলে পরিগণিত হয়েছেন। তবু তিনি জানেন যে অনুসন্ধানীর কাজের নিরানব্বই শতাংশ হলো অত্যন্ত সাধারণ সাদামাটা তদন্ত। প্রতিটি ঘটনাব সূত্রকে, তা যতই গৌণ মনে হোক না, বারবার পরখ করে দেখতে হয। অনেক পরিশ্রমে এইবকম করে আস্তে আস্তে ঘটনার খণ্ডাংশগুলো বেরিয়ে পড়ে। সেইগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে তবেই সামগ্রিক ছবি পাওয়া যায় এবং তা থেকেই অবশেষে বেরিয়ে আসে একটা জাল, যে জালে জড়িয়ে পড়ে অপবাধী নিজে। শুধু তখনই অনুসন্ধানীর হাতে আসে চমকপ্রদ রহস্যের চাবিকাঠি. নির্ভুল এক সমাধান, শুধু নির্ভুলই নয়. আদালতের সাক্ষ্যে প্রমাণেও যা টিকে থাকে।

পুলিস-জুদিসেবেও লোকে তাঁকে জানে পরিশ্রমী বলেই। খুব নিয়মনিষ্ঠ অধ্যবসায়ী মানুষ। প্রচারে বিশেষ আগ্রহ নেই। সতীর্থেবা যখন পেস কনফারেন্স ডেকে খ্যাতির সিঁড়ি চড়ছিলেন তখনও তিনি চুপচাপ মুখ বুজে শুধু নিজের কাজ করেই যেতেন। তবু একের পর এক উঁচু ধাপে তিনি উঠেছিলেন বইকি। সেগুলো শুধু নিজের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করে কবে এবং আদালতের বিচারেও যাতে অপরাধীরা শাস্তি পায় সেদিকে মনোযোগ দিয়ে। তিন বছর আগে ব্রিগেদ ক্রিমিনালে হোমিসাইড বিভাগের অধ্যক্ষের পদ যখন খালি হয়েছিলো তখন লেবেল পেলেন সেই পদ। তাঁর সতীর্থেরা তখনও আপত্তি তোলেনি, ববং বলেছিলেন ঠিকই হয়েছে, লেবেলেবই পাওযা উচিত। হোমিসাইডে বেশ ভালো রেকর্ড তাঁব। এই তিন বছবে কোনো মামলায় তিনি হারেননি, অবশ্য শুধু একবার আইনের এক সূক্ষ্ম সূত্রে একজন অপরাধী ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলো। হোমিসাইডের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁকে মবিস বুভের অনেক নিকট সংস্পর্শে আসতে হয়েছিলো। বুভে সমগ্র ব্রিগেডের কর্তা, তারপর তিনিও একজন সনাতন রীতির পুলিস। কাজেই কয়েক সপ্তাহ আগে দুর্প্যঁয় যখন হঠাৎ মারা গেলেন, তখন বুভে প্রস্তাব করে পাঠালেন লেবেলকে যেন তাঁব সহকাবী করে দেওয়া হয়। পুলিস-জুদিসিয়েরের কোনো কোনো মহলে তখন নাকি বলাবলি হয়েছিলো যে বুভে তদন্তটদন্ত করার মোটেই সময় পান না, তাঁর সময় তো কেটে যায় প্রশাসনিক কাজকর্মে, তাই তিনি এমন একজন সহকারী খুঁজছেন যিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে অবসর তো নেবেনই, আবার বড় বড় মামলার নিষ্পত্তিও করে

দেবেন এমন চুপচাপ যে তাঁর নিজের যশ এতটুকু ম্লান হবে না। তবে মনে হয় এগুলো বোধহয় দুষ্টু লোকের রটনা।....

অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে রল্যাঁর রিপোর্টের কপিগুলো তুলে নেওয়া হলো। সেগুলোকে এখন সযত্নে মন্ত্রীমশায়ের সিন্দুকে রেখে দেওয়া হবে। শুধু লেবেলকে বলা হলো তিনি বুভের কপিটা নিজের কাছে রেখে দিতে পারেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটাই অনুরোধ করলেন লেবেল। বড় বড় কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অধ্যক্ষদের সঙ্গে সংগোপনে তাঁকে যোগাযোগ করবার অনুমতি যেন দেওয়া হয়, কারণ তাঁদের নথীপত্তরে হয়তো শৃগালের মতো পেশাদার হত্যাকারীর বিবরণ মিললেও মিলতে পারে। অনুরোধের সপক্ষে তিনি বললেন যে এই ধরনের সহযোগিতা না পেলে কোথায় যে তিনি অনুসন্ধান শুরু করবেন সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

সাঙ্গুইনেত্তি প্রশ্ন করলেন কিন্তু তাঁরা কি মুখ বন্ধ রাখবেন, হয়তো বলাবলি করবেন, ...তাহলে? লেবেল বললেন যাঁদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন তাঁদের তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই চেনেন আর তাঁর জিজ্ঞাসাটাও ঠিক সরকারী তদারক হবে না, হবে শুধু ব্যক্তিগত সংযোগ। এরকম ব্যবস্থা পশ্চিমী দুনিয়ার পুলিস প্রধানদের মধ্যে রয়েছে।..কিছুক্ষণ চিন্তাটিন্তা করে মন্ত্রীমশায় অবশেষে রাজী হলেন।

সভাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বুভের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন হলে দাঁড়িয়ে। বিভাগীয় প্রধানেরা একে একে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কেউ একটু ঘাড় নেড়ে গেলেন, কেউ হয়তো একটু সামান্য হাসি উপহার দিয়ে গেলেন আবার কেউ বা শুভরাত্রি জানালেন। সভাঘরে বসে বুভে তখনো ফেরনার সঙ্গে আলোচনা করছেন। এলিজে প্রাসাদের অভিজাত কর্নেলটি এলেন সকলের শেষে। সভায় বসবার সময় যখন লেবেলকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি শুনেছিলেন যে কর্নেলটির নাম সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁ। হলে তাঁর পাশে এসে কর্নেলটি দাঁড়িয়ে পড়লেন। অত্যন্ত সাদাসিধে এই ছোটখাটো কমিশারটিকে দেখে তাঁর নাক কুঁচকে উঠলো। বিরক্তি দমনের কিন্তু কোনো চেষ্টাই নেই। বেশ বিজ্ঞকণ্ঠে বললেন, "তা কমিশার, আমি আশা করছি আপনি তদন্তে সফল হবেন এবং খুব শীগগিরিই। প্রাসাদ থেকে আমরা কিন্তু আপনার ওপর লক্ষ্য রাখবো, সাগ্রহে ফলাফলের প্রতীক্ষা করবো। যদি এই ডাকাতটাকে ধরতে না পারেন, তাহলে কিন্তু....আমি সুনিশ্চিত, ...প্রতিক্রিয়া মোটেই শুভ হবে না।"

বলেই ফৌজী কায়দায় অ্যাবাউট-টার্ন করে জুতো খটখটিয়ে চলে গেলেন সিঁড়ি নেমে তিনি গাড়িবারান্দায়। লেবেল কিছুই বললেন না, কয়েক বার শুধু তাঁর চোখ পিটপিট করে উঠলো।

সভাকক্ষ থেকে সবাই চলে গেলে মরিস বুভে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। ম্যাক্স ফেরনা তাঁর সৌভাগ্য কামনা করে হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন। বুভে তাঁর মোটা থলথলে হাত দিয়ে লেবেলের কাঁধ চাপড়ে দিলেন।" তারপর ক্লদ, বলুন, দুশ্চিন্তা হচ্ছে? আরে, আমিই তো বললাম ওদের পি. জে -র হাতে দিয়ে দিন কেসটা। কী আর করা যায়! সকলেই তর্ক করে করেই মরতো নইলে, এগুতো না একটুও।....চলুন, গাড়িতে বসে কথা বলা যাবে।"

নটা বেজে গিয়েছিলো। ন্যুইলির উপর তখনো ঘন কালচে বেগুনী রঙের ছোপ। দিনের শেষ রঙটুকুও যেন যেতে যেতে থমকে গেছে। বুভের গাড়ি আভেন্যু দ্য মারিনি পেরিয়ে প্লাস

ক্রেমাঁসোতে পড়লো। ডান দিকের জানলা দিয়ে লেবেল একদৃষ্টে দেখছিলেন সাঁ এলিজের রূপসী নদীটিকে। গ্রীষ্মরাতে এর শোভা এখনো তাঁকে বিমুগ্ধ করে। দশ বছর হলো তিনি মফঃস্বল থেকে পারী এসেছেন, তবু নদীটি এখনো তাঁর হৃদয়ে শিহরণ তোলে।

শেষে বুভেই নীরবতা ভাঙলেন। "হাতের কাজগুলো এখন একদম ফেলে দিন সমস্ত। টেবিল একেবারেই খালি করে ফেলুন। ফাভের আর মাকোস্তকে আমি বলে দেবো আপনার অসমাপ্ত কাজগুলোর ভার নিয়ে নিতে। এই কাজের জন্য কি আপনার নতুন কোনো অফিস-ঘর চাই ?"

"না এখন যেটাতে আছি সেটাই ভালো।"

"বেশ। তাহলে এখন থেকে ওটাই হবে 'শৃগাল ধরো' প্রচেষ্টার হেড কোয়ার্টার . আর কিছুই না, কেমন ? আপনার কোনো লোক দরকার ?"

"হ্যাঁ, কারোঁ।" কারোঁ তাঁর সঙ্গে হোমিসাইডে ইনস্পেক্টর ছিলেন, এখন ব্রিগেদ ক্রিমিন্যালে সহ অধ্যক্ষ। তাঁর সহকারী।

"বেশ, কারোঁকে পাবেন। আর কেউ।"

"না, ধন্যবাদ তবে কারোঁকে কিন্তু জানাতে হবে।"

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন বুভে। "ঠিক আছে। যাদুযন্ত্র তো আর নয়, সহকারী লাগবেই আপনার। তবে এক কাজ করুন, ঘন্টা দুয়েক তাকে কথাটা বলবেন না। ফ্রেকে আমি টেলিফোন করে সরকারী অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আর কারুকে বলবেন না যেন, নইলে দুদিনেই খবব প্রেসে চলে যাবে।"

"না, আর কেউ না, শুধু কারোঁ," লেবেল বললেন।

"বেশ। হ্যাঁ, আবেকটা কথা। মিটিঙেব শেষে সাঙ্গুইনেত্তি প্রস্তাব করেছিলো যে তদন্তের গতিবিধি পর্যালোচনা করবার জন্যে আজ যাঁরা সভায় এসেছিলো তাদের নিয়মিত কিছুদিন পর পরই মিটিঙে ডাকা হবে। ফ্রে রাজী হলেন। আমি আর ফেরনা বাগড়া দিয়েছিলাম, কিন্তু পাবলাম না. রোজ সন্ধ্যেবেলায় মিনিস্ট্রিতে সভা বসবে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।"

"ও, ভগবান!" লেবেল বলে উঠলেন।

"অবশ্য খাতাপত্তরে – –রা থাকবো আপনাকে সদুপদেশ এবং পরামর্শ দেবার জন্যেই," বুভের গলায় বেশ গভীর ব্যঙ্গ। "যাক, ঘাবড়াবেন না আপনি। ফেরনা আর আমিও তো থাকছি, নেকড়েগুলোকে থাবা বসাতে দেবো – "

"এই সভা কি এখন অনির্দিষ্টকালের জন্যেই চলবে ?" লেবেল শুধালেন।

"তাই মনে হচ্ছে। সবচেয়ে মুশকিল কি জানেন, এই তদন্তের তো কোনো সময় নেই. বড় শার্লের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই তাকে আপনাকে ধরতে হবে। সেই লোকটার আবার নিজের কোনো পাঁজিটাঁজি আছে কি না, দিনক্ষণ দেখে রেখেছে কি, তা কে জানে! হয়তো কাল সকালেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বা মাসখানেক হয়তো কিছুই করলো না। ওকে না ধবা অব্দি বা অন্তত যতক্ষণ না ওকে সনাক্ত করতে পারছেন ততক্ষণ আপনার রেহাই নেই। তাবপর অবশ্য ক্রিয়াবিভাগের ছোকরাদের হাতে দিয়ে দেওয়া যাবে যথাযথ ব্যবস্থার জন্যে।"

"ঠ্যাঙাড়ের দল", লেবেল বিড়বিড় করে বললেন।

"হোক, তবু ওদেরও দরকার আছে। আমরা এখন লোমহর্ষক যুগে পৌঁছে গেছি, ক্লদ। সাধারণ অপরাধ যে পারমাণ বেড়ে গেছে তার ওপর আবাব রাজনৈতিক অপরাধের মিছিল। কাজেই, ভালো না লাগলেও কিছু কিছু জিনিস আছে যা করতেই হয়, ওরা সেগুলো করে। যাকগে মরুকগে, একটু চেষ্টাচরিত্র করে মহাত্মাকে ধরুন, কেমন?"

কে দ্য অর্ফেভরে এসে গাড়ি মোড় ঘুরে পি. জে.-র ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। দশ মিনিটের মধ্যে ক্লদ লেবেল তাঁর অফিস কামরায় ফিরে এলেন। জানলার কাছে গিয়ে হাট করে খুলে ঝুঁকে দেখলেন। সামনে নদী। তরতর করে বয়ে চলেছে। এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে গেলাসের টুনটান, হাসির ফোয়ারা, উচ্ছল গুঞ্জন।... লেবেল যদি অন্য ধরনের মানুষ হতেন তো এতক্ষণে আত্মপ্রসাদে ফুলে-ফেঁপে উঠতেন। অল্পদিনের জন্যে হলেও তিনি এখন ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুলিস...স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নেই যে তাঁর অনুরোধ ঠেলে....ইচ্ছে করলে তিনি সামরিক ফৌজও ডাকতে পারেন, অবশ্য যদি সেটা গোপনে গোপনে সারা যায়। প্রভূত ক্ষমতা পেয়েছেন, বটে, তবে তার সঙ্গে সাফল্যের দড়িও বাঁধা আছে...যদি সফল হন মানসম্মান খ্যাতিপ্রতিপত্তি পদগৌরব সব আসবে কিন্তু যদি বিফল হন তো আর দেখতে হবে না, গুঁড়িয়ে ফেলা হবে তাকে, চুরচুর হয়ে যাবেন....সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁ ইতিমধ্যেই যার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।. কিন্তু এসব কিছুই ভাবছিলেন না তিনি। মানুষটাই যে তিনি অ-্রকম। শুধু ভাবছিলেন বাড়িতে ফোন করে কী বলবেন। স্ত্রী আমেলিকে তো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না কেন তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন না কিছুদিন।...হঠাৎ দরজায় করাঘাত হলো।

ইনস্পেক্টর মাকোস্ত আর ইনস্পেক্টর ফাভের এসে ঢুকলো। লেবেলের অসমাপ্ত কাজগুলোর ভার নিতে এসেছে তারা। সেগুলোর নথীপত্রে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আর শুনে যাবে তাদের বিশদ বিবরণ। মাকোস্তকে দুটো কেস দিলেন. লেবেল আর ফাভেরকে অন্য দুটো। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে কেসগুলো ভালো করে ওদের বুঝিয়ে দিলেন। ওরা চলে যেতেই গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি আবার দরজায় টোকা। লুসিয়েঁ কারোঁ এসেছেন।

"কমিশার বুভের অফিস থেকে নির্দেশ পেলাম আপনার কাছে এসে যেন এক্ষুণি রিপোর্ট করি।"

"হুঁ।....তা, আমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, বুঝলে? পুনরাদেশ পর্যন্ত ওই কাজটা নিয়েই আমাকে থাকতে হবে আর তুমি হবে আমার সহকারী।" মুখ ফুটে কারোঁকে কিন্তু বললেন না যে তিনি নিজেই তাকে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তরুণ ইনস্পেক্টরটির মনে অনর্থক অহমিকা সৃষ্টি করাতে চান না তিনি ... সে যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত সে-কথাটা না হয় সোচ্চার নাই বা হলো। . .ফোন বেজে উঠলো টেবিলে। সামান্য কিছু কথাবার্তা হবার পর রেখে দিলেন সেটা।

"হুঁ,...এইমাত্র বুভে ফোন করলেন। বললেন যে তোমাকে সবকিছু বলা যেতে পারে....সিকিউরিটির ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। অতএব , এইটা আগে পড়ে ফেলো দেখি।"

কারোঁ টেবিলের ওপর রলাঁর বিবরণীর ফাইলটা ছড়িয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেলেন। ততক্ষণে লেবেল টেবিল থেকে অন্য সব কাগজগুলো সরিয়ে পেছন দিকের সেলফে রেখে দিতে থাকলেন। সেখানে আগেই কাগজপত্র ডাঁই হয়ে আছে। অফিস কামরাটাকে দেখে মোটে মনেই হয় না যে ফ্রান্সের বৃহত্তম মনুষ্যসন্ধানের কেন্দ্র হতে যাচ্ছে এইটা। অবশ্য জগতে কোথাও পুলিস অফিসগুলো তেমন কেতাদুরস্ত হয় না, লেবেলের দপ্তরও তার ব্যতিক্রম নয় বারো ফুট বাই চোদ্দ ফুটের একটা কামরা। দক্ষিণ দিকে দুটো জানলা। সেগুলো দিয়ে নদীর ওপারে লাটিন কোয়ার্টারের ঘন বসতি দেখা যায়, বুলিভা সাঁ মিশেলকে ঘিরে যেন একটা মস্ত মৌচাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ...একটা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে রাতের আওয়াজ আর গ্রীষ্মনিশার বাতাস এসে ঢুকছে। অফিসে দুটো ডেস্ক, একটা লেবেলের। সেটায় জানলার দিকে পেছন ফিরে তিনি বসেন। আর অন্যটি তাঁর সেক্রেটারীর, সেটা পূব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে

রাখা দরজাটা জানলার ঠিক বিপরীত দিকে। টেবিল চেয়ার ছাড়া ঘরটায় আছে সার সার ছটা ফাইলিঙ ক্যাবিনেট, সারা পশ্চিম দেওয়াল জুড়ে। ক্যাবিনেটগুলোর মাথায় গাদা গাদা রেফারেন্স বই আর আইনের কেতাব। এ ছাড়াও দু জানলার মাঝে একটা বুকসেলফ, সেটা অ্যালম্যানাক আর ফাইলে ঠাসা। গোটা দপ্তরটায় ঘরোয়া পরিবেশের ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় টেবিলের ওপরে রাখা শুধু একটি মাত্র ছবিতে। ফ্রেমে বাঁধা গ্রুপ ফটো একটা। বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্না এক মহিলা মাদাম্ আমেলি লেবেল, আর দুটি ছেলেমেয়ে,...মেয়েটির চকচকে ইস্পাতবরণ চশমা আর পিগটেল চুল, তরুণ ছেলেটির মুখে যেন বাপের মতোই ধীরস্থির ভাব।

পড়া শেষ করে কারোঁ চোখ তুলে চাইলেন, "সাংঘাতিক!"

"হুঁ, তা যা বলেছো, একেবারে বিশালতম সাংঘাতিক," লেবেল বললেন।...কড়া ভাষাটাসা বিশেষ তিনি উচ্চারণ করেন না। পি. জে.-র বড় বড় কর্তাদের নানারকম ডাকনাম থাকে, আড়ালে আবডালে সেই সব নামে তাদের ডাকা হয়। যেমন কারো নাম মাতব্বর, কারো নাম বুড়ো. তেমনি ক্লদ লেবেলেরও একটা নাম আছে, 'গুরুমশাই'। তার কারণ বোধহয় যে তিনি ক্ষুধাবর্ধকের জন্য সামান্য পরিমাণ ছাড়া কখনো পান করেন না. সিগারেট তো খানই না আর খিস্তি খেউড় তো তাঁর কাছে মহাপাপ। তাই তরুণ গোয়েন্দাদের তাঁকে দেখলেই ছেলেবেলার ইস্কুল মাস্টারদের কথা মনে পড়ে যায়, মুখে মুখে ওই ডাকনাম ছড়িয়ে পড়ে। চোর ধরতে তিনি যদি অতবড় ওস্তাদ না হতেন তো তাঁকে নিয়ে নিশ্চয়ই তারা তামাশা মারতো।

"শোনো এখন. আমি তোমাকে বাদবাকি বিবরণগুলো বলে যাই," লেবেল বললেন. 'পরে হয়তো আর সময় পাব না।"

আধ ঘন্টা ধরে তিনি কারোঁকে আনুপূর্বিক সব ঘটনা জানালেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে রজার ফ্রের সাক্ষাৎকার, গৃহমন্ত্রণালয়ে অধিবেশন, মরিস বুভের কথামতো তাঁর আহ্বান, শৃগাল ধরো প্রকল্পের সদরদপ্তর স্থাপন এবং তাঁকে এনে সেখানে বসানো।...নীরবে সব শুনে গেলেন কারোঁ। লেবেলের কথা শেষ হতেই কিন্তু প্রায় আঁতকে উঠলেন তিনি, "উফ্. সব্বোনাশ! আপনাকে পেড়ে ফেলেছে যে!" মুহূর্তের জন্যে কী যেন চিন্তা ক'রে নিয়ে চীফের মুখের দিকে তাকালেন। দৃষ্টিতে অপরিসীম উদ্বেগ "ইশ্! কমিশার, জানেন ওরা কেন আপনাকে এই কাজ দিলো ? দিয়েছে তার একমাত্র কারণ যে আর কেউই এই কাজটা নিতে চায় না। সফল যদি না হন, জানেন ওরা আপনার কী করবে?"

বিষণ্ণভাবে লেবেল ঘাড় নাড়লেন। "জানি লুসিয়েঁ, কিন্তু কী করব? কাজটা আমাকে দেওয়া হয়েছে অতএব এখন থেকে সেটাই করতে হবে।"

"কিন্তু শুরু করবো কোত্থেকে ?"

"দাঁড়াও।... ফ্রান্সে আজ পর্যন্ত দুটো পুলিসকে এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সেটা মনে রেখেই কাজ শুরু করা যাক, কী বলো ?" বেশ হাসি হাসি মুখেই লেবেল বললেন। "প্রথমেই ওই টেবিলটায় গিয়ে স্থান নাও আমার সেক্রেটারীটিকে হয় বদলি করে দাও নয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্যে পুরো মাইনেয় ছুটি দিয়ে দাও। আর কেউই যেন এই গোপনীয় ব্যাপারটার কিচ্ছু না জানতে পায়। তুমি হবে একাধারে আমার সহকারী এবং আমার সেক্রেটারী। শোনো, এমার্জেন্সি স্টোর থেকে এখানে একটা ক্যাম্পখাট আনিয়ে নাও, আর কিছু বিছানার চাদর, বালিশ, স্নানের জিনিসপত্র, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। ক্যান্টিন থেকে কফির পারকোলেটরও আনিয়ে নাও, আর সেই সঙ্গে দুধ আর চিনি। এখন থেকে প্রচুর কফি খেতে

হবে আমাদের। সুইচবোর্ডে গিয়ে বলো দশটা বাইরের লাইন আর একটা অপারেটার যেন আমাদের অফিসের জন্যে পাকাপাকিভাবে রেখে দেয়। যদি ওজর আপত্তি করে সরাসরি বুভেকে জিজ্ঞেস করতে বলে দাও। যা কিছু বললাম সব জিনিসের জন্যে সোজা বিভাগ-প্রধানদের কাছে চলে যেও, আমার নাম ব'লো। আমাদের এই দপ্তরের অগ্রাধিকার এখন অন্য সকলের চেয়ে বেশী। আজ সন্ধ্যায় যাঁরা মিটিঙে এসেছিলেন তাঁদের সকলের নামে একটা সারকুলার ছেড়ে দাও, আমি সই করবো। তাতে লিখে দাও যে তুমি এখন থেকে আমার একমাত্র সহকারী এবং তুমি যখন যা চাইবে তাঁদের কাছ থেকে সেগুলো আসবে। আমার হয়েই তুমি চাইছো। আমি কাজে ব্যস্ত থাকায় নিজে যখন চাইতে পারবো না তখন আমার পক্ষ থেকে চাহিবারও অধিকার তোমায় দেওয়া হয়েছে।...কী, বুঝলে?"

কারোঁ লেখা শেষ করে চোখ তুললেন। "বুঝেছি চীফ। সারারাত যাবে এই কাজগুলো করতে। কোনটা আগে করবো ?"

"টেলিফোন সুইচবোর্ড। ভালো লোক চাই আমার,সবচেয়ে ভালো যে আছে ওদের। চীফ অফ অ্যাডমিনের সঙ্গে বাড়িতে যোগাযোগ করো, বলো যে বুভের আদেশ।"

"আচ্ছা।... লাইন নিয়ে তারপর?"

"সাতটা দেশের পুলিস বিভাগের হোমিসাইড ডিভিসনের অধ্যক্ষদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই, যত তাড়াতাড়ি হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে....ইন্টারপোলের মিটিঙেই আলাপ। কোনো কোনো দেশের সহ অধ্যক্ষদের চিনি. যদি অধ্যক্ষকে না পাও, সহ-অধ্যক্ষকে ডাকবে। দেশগুলো হচ্ছে—ইউনাইটেড স্টেটস, মানে তাদের ওয়াশিংটনের ডোমেস্টিক ইনটেলিজেন্স অফিস; বৃটেন, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (ক্রাইম); বেলজিয়াম ; হল্যাণ্ড; ওয়েস্ট জার্মানী; সাউথ আফ্রিকা। বাড়িতে বা অফিসে যেখানে হয়, যোগাযোগ করো। তাঁদের পেলে জানিয়ে দিও যে ইন্টাবপোল সংযোগদপ্তরে আমি তাঁদেব সঙ্গে সকালে কথা বলবো। সময় ঠিক করে দিও। সাতটা থেকে দশটার মধ্যে কুড়ি মিনিট ব্যবধানে একের পর এক সংযোগ করিয়ে দেবে। ওঁরা যে যে সময় স্থিব করে দেবেন সেই সেই সময় দিয়ে আমাদেব ইন্টারপোল সংযোগকে বলবে সেই দেশের ইন্টারপোল কমিউনিকেশন রুমকে ডাকতে। কলগুলো হবে পারসন-টু-পারসন, ইউ এইচ এফ. ফ্রিকোয়েন্সিতে, অন্য কেউ যেন না শোনে। ওঁদের বলে দিও যে আমি যা বলতে যাচ্ছি তা শুধু তাঁদেরই স্বকর্ণে শোনবার জন্যে, তাতে শুধু ফ্রান্সের স্বার্থই জড়িত নয়, হয়তো তাঁদের দেশেরও। সকাল ছটাব মধ্যে ঠিক ঠিক সময় নির্দেশ করে প্রত্যেকটা দেশের সঙ্গে সংযোগের সময়তালিকা পাকা করে বানিয়ে আমাকে দেবে। ইতিমধ্যে আমি হোমিসাইডে যাচ্ছি। দেখে আসবো এমন কোনো বিদেশীর কথা লিপিবদ্ধ আছে কি না যাকে সন্দেহ করা হয়েছে ফ্রান্সে কাজ কারবার করে বলে অথচ ধরা যায়নি। অবশ্য স্বীকাব করছি অমন কিছুই পাওযা যাবে না, পাওয়া গেলেও রদাঁ কি আর অমন ঘাতক নির্বাচন করবে? .হুঁ, তাহলে, বুঝলে কী কী করতে হবে?"

এতক্ষণ ধরে নোট নিচ্ছিলেন কারোঁ। এখন প্রশ্ন শুনে চোখ তুলে তাকালেন, মনে হলো কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, বুঝেছি, স্যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, আরম্ভ করে দিচ্ছি এখুনি।" বলেই টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

ক্লদ লেবেল অফিস-কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চললেন। যেতে যেতে শুনলেন অদূরে নতরদাম গির্জায় রাত বারোটার ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারিখ বদলে ১২ই আগস্ট হয়ে গেলো।

এগারো

মধ্যরাতের ঠিক একটু আগে কর্নেল রাউল সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁ বাড়ি এলেন। গৃহ মন্ত্রণালয়ের অধিবেশনের শেষে অফিসে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সভার বিবরণী লিখেছিলেন তিনি। তিন ঘন্টা লেগে গিয়েছিলো তাঁর সেই কাজে। সকালে টেবিলে এসেই এলিজে প্রাসাদের মহাসচিব তাঁর রিপোর্টটা ঠিক পেয়ে যাবেন। যথেষ্ট যত্ন নিয়েই রিপোর্টটা লিখেছেন। দু-দুবার খসড়া ফেলে দিয়েছেন, তিনবারের বার নিজেই টাইপ করলেন রিপোর্ট। টাইপ করার মতোন অমন বিশ্রী অপমানকর কাজ করতে গিয়ে তাঁর মেজাজই খারাপ হয়ে গেলো। তবু কর্তব্য বলে তো কথা! রিপোর্টের ভেতরেও কথাটা আলগোছে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন...এতবড় একটা বিপদ.... কাজেই এলিজে প্রাসাদের উচ্চতম মহলে তদন্তের কী বন্দোবস্ত হলো সেই কথাটা অবিলম্বে জানিয়ে দেওয়াই কর্তব্য..আর সেইজন্যেই তো তিনি মধ্যরাতে তেল পুড়িয়ে নিজেই টাইপ করে বিবরণী তৈরী করেছেন যাতে গোপনীয়তাও বজায় থাকে এবং সকালেই রিপোর্টটা তাঁদের চোখে পড়ে। ভাগ্য ভালো থাকলে মহাসচিব রিপোর্টটা পড়বার এক ঘন্টার মধ্যেই সেটা প্রেসিডেন্টের টেবিলে গিয়ে পৌঁছবে। রিপোর্ট লিখেছেনও খুব যত্ন নিয়ে, ...ঠিক শব্দ চয়ন করে,...যাতে তাঁর অমতও খুব বেশী স্পষ্ট হয়ে না ফোটে আবার যথেষ্ট ইঙ্গিতও থাকে যে রাষ্ট্রপতির মতো মহামূল্য জীবনের রক্ষার ভার শেষে দেওয়া হলো কিনা একটা পুলিস কমিশারের হাতে ... চোর ছ্যাঁচড় ধরবার অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষা থাকলেই কি আর এতবড় কাজের যোগ্যতা আপনা আপনিই এসে যায়। অবশ্য বেশী জোর দিলেন না কথাটার ওপর কারণ লেবেল হয়তো শেষ পর্যন্ত লোকটাকে ধরেও ফেলতে পারেন। না পারলে তাঁর রিপোর্টের সন্দিগ্ধ সুরটা বেশ কাজে আসবে। তাছাড়া লোকটাকে তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি। একটা অতিসাধারণ নগণ্য লোক। রিপোর্টে তাঁর কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন.. 'অবশ্য তাঁর রেকর্ড নিশ্চয়ই এযাবৎ বেশ ভালোই।' রিপোর্টের প্রথম দুটো খসড়া লিখতে লিখতেই মনস্থির করে ফেলেছিলেন। পদোন্নত বুড়ো কনেস্টবলটার নিয়োগ সম্পর্কে সরাসরি আপত্তি জানাবেন না...মিটিঙে সবাই মিলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনিও ছিলেন...কাজেই এখন আপত্তি জানালে তাঁকে কাবণ নির্দেশ করতে বলা হবে। তাঁর চেয়ে রাষ্ট্রপতির মহাকরণের পক্ষ থেকে তিনি না হয় গোটা প্রচেষ্টাটায় তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। যখনই কোনো গাফিলতি দেখবেন, বেশ গম্ভীর ভাষায় সেকথা সঠিক মহলে জানিয়ে দেবেন।

লেবেলের ওপর কি ভাবে চোখ রাখা যায় এই কথা ভাবতে ভাবতেই সাঙ্গুইনেত্তির টেলিফোন এলো। মন্ত্রীমশায় নাকি শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রোজ রাত দশটায় সভা বসবে, তাতে তিনি নিজে সভাপতিত্ব করবেন..লেবেলের কাজের রোজনামচার ওপর পর্যালোচনাই হবে সেই সভার উদ্দেশ্য। খুব খুশী হলেন সাঁক্রেয়ার, আর ভাবনা নেই, সমস্যা মিটেই গেলো। দিনের বেলায় একটু ভেবেচিন্তে রাখলেই রাতের সভায় এমন সব প্রশ্ন তুলতে পারবেন যে আর দেখতে হবে না বাছাধনের। অন্য সকলেও বুঝবে যে রাষ্ট্রপতির দপ্তর কী তীক্ষ্ণ মনোযোগই না রেখেছে। মনে মনে তিনি অবশ্য নিশ্চিত যে হত্যাকারী তার কার্যসাধনের কোনো সুযোগই পাবে না, অবশ্য হত্যাকারী যে আছেই সে বিষয়েও তিনি এখনো নিঃসন্দেহ নন। থাকলেই বা কী, রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। জনসমক্ষে তাঁর উপস্থিতি ...কখন, কোথায়, কোন কোন রাস্তা দিয়ে তিনি যাবেন, সমস্তই অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি বন্দোবস্ত করে দেন। সেই সুরক্ষা ছেদ প্রায় অসম্ভব। কোনো বিদেশী বন্দুকবাজ এসে যে সেই টেক্কা মারবে তা তো মনে হয় না।...

ফ্ল্যাটের সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি। শোবার ঘর থেকে নতুন উপপত্নীটি চেঁচিয়ে উঠলো ,"তুমি এলে নাকি গো ?"

"হুঁ, প্রিয়ে, আমিই বটে। একলা ঠেকছিলো নাকি তোমার ?"

শোবার ঘর থেকে ছুটে এলো মেয়েটি। অঙ্গে একটা কালো স্বচ্ছ খুকী খুকী মার্কা রাত্রিবাস। গলার কাছটায় কুঁচিকুঁচি, লেস বসানো। খোলা দরজা দিয়ে শিয়রের বাতিটার আলো এসে ওর যুবতীদেহকে স্পষ্ট করে তুলেছে। বাউল সাঁক্রেয়ার ওকে দেখলেই উল্লসিত হয়ে ওঠেন, প্রাণে উন্মাদনা জাগে, এমন একটা রগরগে মেয়ে যে তাঁর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাতেই ভীষণ গর্ব, আত্মবিশ্বাসে ভরে যায় প্রাণ।"

মেয়েটি এসে দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মুখে দীর্ঘ চুম্বন করলো। সাধ্যমতো তার চুমু ফিরিয়ে দিলেন সাঁক্রেয়ার। এক হাতে তখনো ব্রীফকেস ও সান্ধ্যকাগজ ধরা। মেয়েটি মুখ নামিয়ে নিতেই তিনি বললেন, "যাও, বিছানায় যাও, আমি আসছি।"

বলেই তার নিতম্বে একটা চাপড় মারলেন, যেন যাবার জন্যে তাকে গতি জুগিয়ে দিলেন। লাফাতে লাফাতে শোবার ঘরে গিয়েই ধপ করে বিছানায় পড়লো মেয়েটি। চিত হয়ে শুয়ে পা দুটো ছড়িয়ে ঘাড়ের নীচে দুটো হাত রেখে অপেক্ষা করতে থাকলো। স্তনযুগ সুচীমুখি হয়ে রইলো।

সাঁক্রেয়ার এসে ঘরে ঢুকলেন। হাতে এখন তাঁর ব্রীফকেস নেই। বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে উত্তর পেলেন লাস্যে ভরা কটাক্ষ। ওদের দুজনের একত্রবাস বা সহবাসের বয়স এখন প্রায় পনেরো দিন। মেয়েটি বুঝে গেছে যে এই পেশাদার নাগরের উত্তাপে স্ফুলিঙ্গ আনতে হলে চাই শুধু নগ্ন কামুকতা, ঠারেঠোরে কিছুই হবে না। মনে মনে জাকলিন তাকে এখনো সেই প্রথমদিনের মতোই ঘৃণা করে, তবে বুঝে নিয়েছে যে তাঁর হীনপৌরুষ ঢাকবার জন্যে ভদ্রলোক দরকার পড়লে কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দিতে পারেন বিশেষ করে এলিজে প্রাসাদে তাঁর মূল্য কতখানি তা নিয়ে একবার বাগাড়ম্বর শুরু করিয়ে দিলে অনেক খবরই জানা যায়।

"তাড়াতাড়ি করো না চাপা সুরে বলে জাকলিন,"তোমাকে যে আমি চাই "

খুব খুশী হলেন সাঁক্রেয়ার। সত্যিই খুশী হয়েছেন। জুতোজোড়া খুলে গুছিয়ে রেখে দিলেন তিনি। কোটের পকেট থেকে জিনিস বের করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর কোট খুলে, প্যান্ট খুলে সযত্নে সেগুলো নিপুণভাবে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখলেন। সার্টের নীচে তার সরু পাদুটোকে মনে হয় সাদা রঙের লোমশ উলকাঠি।

"এত দেরি যে ? কখন থেকে আমি অপেক্ষা করছি", আধো আধো সুরে জাকলিন বলে।

সাঁক্রেয়ার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন, 'এমন কিছু না তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে।"

ছি এত নীচ তুমি।" বলেই রাগের ভান করে মুখ ফিরিয়ে অন্য পাশে কাত হয়ে শুয়ে ? । জাকলিন, হাঁটুদুটোকে বেঁকিয়ে হ্রস্ব রাত্রিবাস সরে গিয়ে ওর গুরুনিতম্ব বেআব্রু হয়ে ..:ের সামনে খুলে গেলো, গোছা গোছা বাদামী চুল কাঁধের ওপর এলোমেলো। সেদিকে চেয়ে টাই খুলতে আঙুল পিছলে গেলো সাঁক্রেয়ারের। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলেন বিছানায় ঢুকতে মনোগ্রাম আঁকা রেশমী পাযজামার বোতাম আঁটতে আঁটতে ওর পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে পৌঁছেই যেন হঠাৎ হাত পিছলে সুডোল ঘন মাংসের উষ্ণ আস্বাদ নিলেন।

'কী হয়েছে তোমার ?"

"কিচ্ছু না।"

"ওঃ, ...আমি ভাবলাম তুমি চাইছো ?"

"উঁ...তুমি আমাকে কিচ্ছু বলো না কেন? অফিসে তোমাকে টেলিফোন করতে পারিনা, বারণ করে দিয়েছো। কখন থেকে আমি এখানে শুয়ে, শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি.... তোমার কী হলো কিচ্ছু জানতে পারছিলাম না ...কত চিন্তা হচ্ছিলো । আগে তো আমাকে না জানিয়ে কক্ষণো এত দেরি করোনি ...দেরি হলেই ফোন করেছো।"

আবার চিত হয়ে গেলো, তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সাঁক্রেয়ার কনুইয়ে ভর দিয়ে অন্য হাতটাকে ওর রাত্রিবাসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। মুঠি করে ধরলেন একটা উত্তুঙ্গ শীর্ষ।

"সোনা গো,... আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত, বুঝলে। প্রায় একটা বিপদ, তাই দেরি হয়ে গেলো. সব ব্যবস্থা তো করতে হবে, নইলে কী করে আসি বলো? ফোন করতাম, কিন্তু অফিসে সব লোক কাজ করছিলো যে। অনেকেই জানে যে আমার গিন্নী এখানে নেই, তাই অফিসের সুইচবোর্ড থেকে বাড়িতে ফোন করলে ওরা আবার কিছু ভাবতো।"

তাঁর পায়জামার বোতাম ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেলো এক নরম সন্ধানী হাত। শুধুই ক্ষীণ একটু শিহরণ জাগলো দুর্বল শিশ্নে।

"আমাকে না জানানোর মতো এতবড় বিপদ আর কী? সারারাত ধরে আমি ভাবছিলাম।"

"যাকগে .. এখন তো আর ভাবনা নেই। উঠে পড় আমার ওপর, . জানোই তো আমার ভালো লাগে।"

খিলখিল করে হেসে উঠলো জাকলিন। এক হাতে ওঁর মাথাটা কাছে টেনে কানের লতিতে দিলো ছোট্ট কা ।

"উঁহু, এখ ্ না .আদর পাবার মতো হয়ইনি।" পায়জামার ভেতরে একটা সঞ্চরমান হাত। কর্নেলের নিঃশ্বাস যেন মৃদুতর হয়ে এলো। ওকে আগ্রাসী চুম্বন করলেন তিনি আর দুহাত দিয়ে দুটো স্তূপ নিয়ে মাতলেন—এত জোর দিলেন হঠাৎ যে মেয়েটি ব্যথায় ককিয়ে উঠলো।

ফ্যাঁস করে উঠলেন তিনি," ওপরে এসো।"

সামান্য একটু সরে এসে মেয়েটি পায়জামার ফিতে খুলে দিলো। রাউল সাঁক্রেয়ার দেখলেন যে ওর মাথা থেকে বাদামী চুলের গুচ্ছ এসে তাঁর পেটের ওপর লতিয়ে পড়লো। আরামে চিত হয়ে শুয়ে তিনি প্রমত্ত আনন্দ উপলব্ধি করতে থাকলেন।

"মনে হচ্ছে ও. এ. এস. দল এখনো প্রেসিডেন্টকে মারবার তাল কষছে," বললেন তিনি,, "আজ বিকেলেই তো ওদের চক্রান্ত ধরা পড়ে গেলো। তাতেই দেরি হলো আমার।"

ক্লপ করে একটু শব্দ হলো। জাকলিন তার মাথাটি সামান্য কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

"দূর তাও কি হয়! ওরা তো কবে শেষ হয়ে .. " আবার তার নির্ধারিত কাজে মন দিলো মেয়েটি।

"হুঁ, শেষ হয়েছে না ছাই। এখন আর . এক বিদেশী ঘাতককে লাগিয়েছে প্রেসিডেন্টকে মারবার জন্যে...আঃ কামড়িওনা!"

আধ ঘন্টা পরে কর্নেল রাউল সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁ নাক ডাকতে শুরু করলেন। গভীর নিদ্রা, যা পরিশ্রম গেলো। পাশে শুয়ে শুয়ে তার উপপত্নীটি অন্ধকার ঘরেই ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। পর্দার জোরের ভেতর দিয়ে বাইরের ক্ষীণ রশ্মি এসে ছাতে আবছা আলো ফেলেছে. যা শুনলো তাতে ওর হৃৎকম্পন হচ্ছে এখন। চক্রান্তটার কথা অবশ্য ও কিছুই জানে

না, তবু কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তির গুরুত্বটা বুঝতে পারছে। চুপচাপ মড়ার মতো পড়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর টেবিলক্লকের নীলাভ কাঁটা সরে সরে যখন রাত দুটো বাজলো, তখন নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠলো। চুপিচুপি শোবার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনটার তার প্লাগ থেকে খুলে দিলো।

দোরের কাছে যাবার আগে আরেকবার ঝুঁকে পড়ে কর্নেলের দিকে তাকালো। এক বিষয়ে জাকলিন নিশ্চিত, ঘুমিয়ে পড়লে কর্নেল আর তার সঙ্গী চান না, জড়িয়ে ধুরে ঘুমনোর অভ্যেস তাঁর একেবারেই নেই।... দেখলো তেমনি গভীর নাসিকাগর্জন উঠছে।

মৃদু পায়ে ঘর থেকে চলে এলো। নিঃশব্দে দোর বন্ধ করে দিলো। বসার ঘর পেরিয়ে হলে এসে, সেই দরজাও বন্ধ করলো। হলঘরের টেবিল থেকে টেলিফোন তুলে মলিতরের একটা নম্বর ঘোরালো। কয়েক মুহূর্ত পরে ওপাশ থেকে ঘুমজড়ানো স্বর ভেসে এলো। দু মিনিট ধরে খুব দ্রুত কথা বললো জাকলিন। ওপাশ থেকে শুধু স্বীকৃতি এলো একটু , তারপর রেখে দিলো ফোন। এক মিনিট পরে জাকলিন আবার বিছানায় চলে এলো। এবারে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টায় চোখ বুজলো।

সেই রাতে পারী থেকে টেলিফোন গেলো ইউরোপের পাঁচটা দেশে, আমেরিকায় আর দক্ষিণ আফ্রিকায়। ঘুম ভেঙে গেলো সেইসব দেশের অপরাধ বিভাগের অধ্যক্ষদের। বিরক্ত হলেন অনেকেই. পশ্চিম ইউরোপের সময় প্রায় পারীর মতোই, তিন প্রহর রাত তখন। ওয়াশিংটনে যখন ফোন গেলো তখন সেখানে সন্ধ্যা নটা। এফ. বি. আই-এর হোমিসাইড চীফ ডিনারপার্টিতে ছিলেন। তিনবার চেষ্টা করে তবে কারো পেলেন তাঁকে। ফোনের মধ্যে দিয়েও গেলাসের টুনটান, অতিথিদের কথাবার্তা ভেসে আসছিলো, পার্টি চলছিলো পাশের ঘরে। তাই কাজের কথা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছিলো না, ব্যাহত হচ্ছিলো খানিকটা, তবু ভদ্রলোক শুনতে পেলেন ঠিকই। রাজীও হলেন। ওয়াশিংটন সময় অনুসারে রাত দুটোয় তিনি তাঁদের ইন্টারপোল সংযোগ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন, যাতে পারীর সময়ের বেলা ৮ টায় লেবেল তাঁকে যে টেলিফোন করবেন তা ব্যক্তিগতভাবে ধরতে পারেন। বেলজিয়ান, ইতালিয়ান, জার্মান ও ওলন্দাজ পুলিসের অপরাধ বিশেষজ্ঞরা , দেখা গেলো, বেশ ভালো লোক। রাতে বাড়িতেই থাকেন। প্রত্যেকেরই ঘুম ভাঙানো হলো। কারোর কথা শুনে তাঁর রাজী হলেন। সময়মতো তাঁদের সংযোগ কেন্দ্রে থাকবেন। লেবেলের নির্ধারিত সময়ে তাঁরা তাঁর পারসন টু-পারসন টেলিফোনের কল ধরবেন। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভ্যান রুইস শহরের বাইরে গেছেন, ভোরের আগে ফিরবেন না. তাই কারো তাঁর ডেপুটি অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বললেন। লেবেল তাই শুনে খুশীই হলেন। ভ্যান রুইসকে তিনি চেনেন না কিন্তু অ্যাণ্ডারসনকে বিলক্ষণ চেনেন। তাছাড়া তিনি মনে করেন যে ভ্যান রুইসের চাকরি একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র, গুণের জন্য ততটা নয়। অথচ অ্যাণ্ডারসন খাঁটি পুলিস, তাঁরই মতো একদা তিনি বিটের কনস্টেবল ছিলেন। চারটের একটু আগে রেক্সলিতে তাঁর বাড়িতে ফোন পেলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ক্রাইম, মিঃ অ্যান্টনি ম্যালিনসন। খাটের পাশে রাখা ফোনটা বেজে বেজে রাতের নৈঃশব্দ ভেঙ্গে দিলো। বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি। অসীম বিরক্তিতে হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে বললেন, "ম্যালিনসন।"

ওধার থেকে প্রশ্ন এলো,"মিঃ অ্যান্টনি ম্যালিনসন ?"

"হুঁ, কথা বলছি।" কাঁধ নাচিয়ে গায়ের চাদরটা নামিয়ে দিলেন। ঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে সময় দেখে নিলেন।

"আমি ফ্রেঞ্চ সুরেতে নাশিওনালের ইনস্পেক্টর লুসিয়েঁ কারোঁ। কমিশার ক্লদ লেবেলের হয়ে আমি কথা বলছি।"

বেশ স্পষ্ট কণ্ঠস্বর। ইংরেজিও বেশ ভালো, যদিও উচ্চারণে যথেষ্ট টান। ফোনের লাইনে কোনো গণ্ডগোল নেই, একেবারে পরিষ্কার। এই সময়ে লাইন নিশ্চয়ই ফাঁকা। ম্যালিনসন ভুরু কোঁচকালেন। বেটারা আর সময় পেলো না ফোন করবার। "বলুন।"

"আপনি কমিশার লেবেলকে চেনেন। তাই না, মিঃ ম্যালিনসন?"

এক মুহূর্ত ভাবলেন ম্যালিনসন। লেবেল? ও হ্যাঁ, ছোট্ট মানুষটা, পি. জে. তে হোমিসাইডের চীফ। দেখে এমন কিছু মনে হয় না, তবে কেসগুলোর সমাধান করেন বটে। দু বছর আগে ইংরেজ ট্যুরিস্টটার হত্যার ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছিলেন। অত তাডাতাড়ি যদি হত্যাকারীকে না ধরতেন তো খবরের কাগজে কেলেঙ্কারী হয়ে যেতো।

"হ্যাঁ, চিনি আমি কমিশার লেবেলকে।...তা ব্যাপারটা কী ?"

তাঁর পাশে স্ত্রী লিলি ঘুমিয়ে ছিলেন। কথাবার্তার আওয়াজে বিড়বিড় করে উঠলেন ঘুমের মধ্যেই।

"ভীষণ জরুরী একটা ব্যাপার ঘটেছে...যথেষ্ট সাবধানতাও অবলম্বন করতে হচ্ছে তাতে। কেসটাতে আমি কমিশাব লেবেলকে সাহায্য করছি। অসাধারণ কেস। বেলা নটায় আপনাদের ইয়ার্ডেব সংযোগকক্ষে কমিশার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, পারসন-টু-পারসন কল। আপনি কি টেলিফোন কলটা নেবার জন্যে তখন সেখানে থাকবেন ?"

ম্যালিনসন একঝলক ভেবে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "অ্যাঁ, এটা কি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে সাধারণ পুলিসী তদারক ?" যদি তাই হয় তো ওরা ইন্টারপোল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। বেলা নটায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থাকে ভীষণ ব্যস্ত।

"না, মিঃ ম্যালিনসন, ঠিক তা নয়। এটা হচ্ছে কমিশারের ব্যক্তিগত অনুরোধ আপনার কাছে, একটু গোপন বেসবকাবী সাহায্য। হয়তো এই ব্যাপাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড জড়িত নেই। খুব সম্ভব, নেই-ই। কাজেই সবকারী অনুরোধ না জানানোই শ্রেয়।"

কথাটা ভেবে দেখলেন ম্যালিনসন। স্বভাবতই তিনি সতর্ক লোক। বিদেশী পুলিস ফৌজের গোপন তদন্ত তদারকে অযথা জড়িয়ে পড়তে চান না। কোনো অপরাধ যদি সংগঠিত হয়ে থাকে বা কোনো অপরাধী যদি বৃটেনে পালিয়ে এসে থাকে তো সে আলাদা কথা। কিন্তু তাহলে আবার গোপনীয়তা কেন ? হঠাৎ মনে পড়লো কয়েক বছর আগের একটা ঘটনার কথা। একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টারের মেয়ে এক টা চকচকে চেহারার ছোকরার সঙ্গে উধাও। ভার পড়ল তাঁর ওপর অনুসন্ধানের। খুঁজে পেতে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নাবালিকা ছিলো তখনো. কাজেই বাপমায়ের কাছ থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আনা যেতো। অবশ্য প্রমাণ করতে বেগ পেতে হতো। তবে মন্ত্রীমশায় সেদিক মাড়ালেন না, তাঁর তখন দারুণ উৎকণ্ঠা, প্রেসে যেন খবর না যায়। খুঁজতে খুঁজতে তাদের পাওয়া গেল ভেরোনায়। চুটিয়ে রোমিও জুলিয়েটের পালা চালাচ্ছে। সেই সময় ইতালিয়ান পুলিস খুব সাহায্য কবেছিলো অথচ বেসরকারী ব্যাপাব। লেবেলও আজ বেসরকারী সাহায্য চাইছেন ....ওল্ডবয় নেটওয়ার্ক থেকে। ঠিক আছে, ওল্ডবয় নেটওয়ার্কের অস্তিত্বই তো এই জন্যে।

"বেশ থাকবো আমি। নটার সময়।"

"অনেক ধন্যবাদ, মিঃ ম্যালিনসন।"

"আচ্ছা শুভরাত্রি।" ফোন রেখে দিয়ে অ্যালার্ম ঘড়ির কাঁটা সাতটার বদলে সাড়ে ছটায় বসিয়ে ম্যালিনসন আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোর রাতে পারী শহর যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন একটা ছোট্ট ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে একজন মাঝবয়সী ইস্কুল-মাস্টারকে দেখা গেলো অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। শোবার ঘরটার অবস্থা শোচনীয়। টেবিল চেয়ার সোফা ভর্তি বই আর কাগজ। খাটটাও তথৈবচ, ঘরের এক কোণে সিঙ্ক ভর্তি এঁটো বাসন। অবশ্য ঘরের অবস্থা দেখে যে তাঁর ঘুম আসছে না তা নয়। এরকমভাবে থাকা তাঁর এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। সিদি বেল আব্বাসে যখন তিনি হেডমাস্টার ছিলেন তখন থাকতেন সুন্দর একটা বাড়িতে, দুটো খানসামাও ছিলো। কিন্তু সেই চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর থেকেই এই হাল। কাজেই আজ রাতে তাঁর চিন্তার কারণ বাড়ির হাল ত নয়, অন্য কিছু।

পুবের আকাশে উষার রঙ লাগতেই বসে পড়লেন তিনি। খবরের কাগজটায় আবার চোখ বুলোলেন। বিদেশী খবরের স্তম্ভে বেশ মোটা মোটা হরফে ছাপা আছে ঃ রোমের হোটেলে সেঁধিয়েছেন ও. এ. এস. নেতারা।' আরেকবার পড়ে নিলেন তিনি, শেষবারের মতো. তারপর মনস্থির করে নিয়ে প[illegible]লা একটা ম্যাকিনটশ গায়ে চাপিয়ে বাইরে বেরুলেন। বড় রাস্তা থেকে একটা ধাবমান খালি ট্যাক্সি নিয়ে স্টেশনে চলে এলেন। গার দ্যু নর স্টেশন। ট্যাক্সি থেকে স্টেশনের সামনে নেমে পড়লেও, ট্যাক্সি চলে যেতেই, রাস্তা পেরিয়ে চলে এলেন একটা রাত জাগা কাফেতে। পয়সা দিয়ে নিলেন এক কাপ কফি আর টেলিফোন করবার জন্যে একটা ধাতব চাকতি। কফির কাপটা কাউন্টারের ওপরে রেখে পেছন দিকে চলে এলেন টেলিফোন করতে এনকোয়ারিতে ফোন করতেই তারা ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ ধরিয়ে দিলো। এক মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেলেন রোমের একটি হোটেলের প্রার্থিত নম্বর। ফোন রেখে চলে এলেন তিনি। একশো মিটার দূরে ওই রাস্তাতেই আবো একটা কাফেতে গিয়ে ঢুকলেন। এখানেও আবার ফোন তুললেন, এনকোয়ারিকে জিজ্ঞেস করলেন কাছে-ভিতে কোন্ ডাকঘর আছে যেখান থেকে এ সময় বিদেশে টেলিফোন করা যেতে পারে? জানতে পারলেন কাছেই আছে একটা, মেন স্টেশনের মোড়ে।

ডাকঘরে গিয়ে রোমের ফোন নম্বরটা জানিয়ে সংযোগ চাইলেন। হোটেলের নামও করলেন না। কুড়ি মিনিট লাগলো যোগাযোগ করতে। কিন্তু ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে কাটালেন সেই কুড়িটা মিনিট। ওপাশ থেকে ইতালিয়ান কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই তিনি বললেন, "সিনর পোয়াতেরের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

"সিনর কে?" প্রশ্ন হলো।

"একজন ফরাসী ভদ্দরলোক। পোয়াতের পোয়াতের..."

"কে ?" আবার প্রশ্ন হলো।

"ফরাসী, ফরাসী ভদ্দরলোক," পারী থেকে ইনি বললেন।

"ও আচ্ছা, আচ্ছা, ফরাসী ভদ্দরলোক. দাঁড়ান এক মিনিট...."

খুটখাট খুটখাট শব্দ হলো কয়েকটা। তারপর একটা ক্লান্তকণ্ঠ ভেসে এলো ফরাসীতে বললো, "কে... "

"শুনুন," পারী থেকে এই ভদ্রলোক খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, "আমার হাতে একদম সময় নেই। লিখে নিন সংবাদ। নিচ্ছেন ?...হুঁ, লিখুন... 'পোয়াতেরকে জানাচ্ছে ভামি... শৃগাল ফাঁস হয়ে গেছে... আবার বলছি ....শৃগাল ফাঁস হয়ে গেছে....কওয়ালস্কিকে নিয়ে নিয়েছে মরার আগে গলা ছেড়েছিলো ...ব্যাস, খবর খতম।' লিখেছেন?"

"হুঁ...পাঠিয়ে দেবোখন।"

রিসিভার রেখে তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে চলে এলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে মিশে গেলেন লোকের ভিড়ে। সকালের ডেলি প্যাসেঞ্জাররা আসতে শুরু করেছে। স্টেশনের বাইরে উপচে

পড়ছে মানুষ। সূর্য এখন দিগ্বলয়ের ওপর। ফুটপাতগুলোয় রোদের আমেজ কিন্তু হাওয়া এখনো রাতের মতো ঠাণ্ডা। আধ ঘন্টার মধ্যেই গরম কফি আর তাজা রুটির গন্ধকে ডুবিয়ে গায়ের গন্ধ, তামাকের আর ডিসেলের ধোঁওয়া উঠবে।..... ভামি চলে যাবার দু মিনিটের মধ্যে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো ডাকঘরের সামনে. হুড়মুড় করে ঢুকলো দুজন ডি. এস. টি.-র লোক। সুইচবোর্ডের অপারেটরেব কাছ থেকে তাবা একটা চেহারার বর্ণনা পেলো বটে কিন্তু সেরকম লোক আছে হাজার গণ্ডা।

রোমে সকাল ৭-৫৫য় মার্ক রদাঁর ঘুম ভাঙালো তার দেহরক্ষী। কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে চট করে উঠে পড়লো, হাতটা কিন্তু আপনা আপনি চলে গেলো বালিশের তলায় পিস্তলেব খোঁজে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেহরক্ষীর মুখটা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলো শুধু একটু। খাটেব পাশে রাখা টেবিলটায় চোখ বুলিয়ে বুঝলো অন্যদিনের চেয়ে আজ উঠতে অন্তত এক ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে। বড় আয়েসী জীবন চলেছে এখন, কোনো কাজকর্ম নেই, পরিশ্রম নেই। রোজ রাতে শুধু কার্সো আর মঁক্রেয়ারের সঙ্গে পিকে খেলা আর কড়া লাল মদ গেলা।

"আপনাব জন্যে খবব পাঠিয়েছে একজন। ফোন কবেছিলো, মনে হলো তার ভীষণ তাড়াহুড়ো।"

ভামির দেওয়া খবরটা প্যাডেব পাতায় লিখে রেখেছিলো,, সেটা দিলো তাকে এগিয়ে। রদাঁ চোখ বুলিয়েই একঝটকায় বিছানায় টানটান হয়ে বসলো। পরনে ছিলো সুতিব লুঙ্গি, ইন্দোচীনে থাকবাব সময় থেকেই এই অভ্যেস। সেটা ভালো করে কোমরে গুছিয়ে সংবাদটা আরেকবার পড়লো।

"আচ্ছা যাও এখন ডিসমিস।" দেহরক্ষী চলে গেলো ঘর ছেড়ে নীচেব তলায়।

কয়েক সেকেণ্ড ধরে চাপা গলায় দিব্যি গিললো রদাঁ। কাগজটাকে হাতে মুঠি পাকিয়ে তুললো। ইশ্, কি জঘন্য ব্যাপার। কওয়ালস্কি কওয়ালস্কি...গোল্লায় যাক হতচ্ছাড়া'. কওয়ালস্কি উধাও হবার প্রথম দুদিন রদাঁ ভেবেছিলো যে তার অনুচব বোধহয় হাওয়া হয়ে গেছে ও এ এস থেকে সে এখন এন্তার এরকম দলছুট চলছে। কিন্তু মনে মনে আশা ছিলো কওয়ালস্কি অন্তত শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। অ্যাদ্দিনে বোঝা গেলো কোনো এক গোপন কারণে সে হতভাগা ফ্রান্সে ফিরে গিয়েছিলো। অথবা ইতালি থেকেও তাকে বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া এমন কিছু বিচিত্র নয় শেষ পর্যন্ত মুখও খুলেছিলো দেখা যাচ্ছে, চাপে পড়েই অবশ্য। দুঃখ হলো রদাঁর। কওয়ালস্কি এখন মৃত, মরণের আগে কী যে যন্ত্রণা পেয়েছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে। আহা রে বেচারা...অমন অনুরক্ত সেবক।...যাক, আপসোস করে আর কী হবে, ব্যাপাবটা কী দাঁড়ালো ভেবে দেখা যাক। কওয়ালস্কি কী বলে থাকতে পারে ? ভিয়েনায় ওদের গোপন মিটিঙের কথা, হোটেলের নাম নিশ্চয়ই বলেছে। তিনজন এসেছিলো সেই মিটিঙে। সেটাই বা কী এমন খবর এস. ডি ই. সি. ই.র কাছে। শৃগাল সম্বন্ধে কতখানি জানতো কওয়ালস্কি? দরজায় সে আড়ি পেতে শুনতেই পারে না। শুধু হয়তো বলে থাকতে পারে যে একজন লম্বা সোনালী চুলওলা বিদেশী এসেছিলো দেখা করতে। কিন্তু তাতে কী? এমন বিদেশী তো কত কাজেই আসতে পারে.. হয়তো অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে বা টাকা পয়সার লেনদেন...কোনো নাম তো উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু ভামি যে খবর পাঠিয়েছে তাতে তো শৃগাল ছদ্মনামটা রয়েছে...কী করে কওয়ালস্কি সেটা জানলো?

সেইদিনের পুরো দৃশ্যটা মনে করতে গিয়েই রদাঁ শিউরে উঠলো। ওঃ হো... ভিকতর তো কাছেই দাঁড়িয়েছিলো যখন দরজায় দাঁড়িয়ে ইংরেজটিকে বিদায় জানাচ্ছিলো রদাঁ। বলেওছিলো, 'আচ্ছা, তাহলে শুভরাত্রি, শৃগালমশাই!'...হ্যাঁ, ঠিক বলেছিলো ! ইশ্, হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে এখন!...ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে অবশ্য রদাঁ বুঝলো যে হত্যাকারীর আসল নাম কওয়ালস্কি কিছুতেই টের পায়নি। শুধু সে, কাসোঁ আর মঁক্লেয়ার ছাড়া আর কেউই জানে না সেই নাম। তবু ভামি যা বলেছে তা বোধহয় ঠিক। এস. ডি. ই. সি. ই.-র হাতে এখন কওয়ালস্কির স্বীকারোক্তি, কাজেই চক্রান্ত বেশী দূর এগুতে পারবে না। মিটিঙের কথা, হোটেলের নাম, সবাই তারা জানে। হয়তো ডেস্কের কেরানীটিকেও তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। একটা লোকের মুখ, তার দেহ, সে সব বর্ণনাও পেয়েছে, ছদ্মনামও জেনে গেছে। কওয়ালস্কি যে ধারণাটা করেছিলো তারাও তো সেই-ই ধারণা করতে পারে যে লোকটা একটা ঘাতক। কাজেই দ্যগলের চারপাশে এখন সুবক্ষার জাল আরো শক্ত হয়ে এঁটে বসবে। হয়তো তিনি সব সাধারণ অনুষ্ঠান বাতিল করে দেবেন, প্রাসাদ ছেড়ে বেরুবেনই না। হত্যাকারী কোনো সুযোগই পাবে না। নাঃ শেষ হয়ে গেলো, চক্রান্তের এখানেই ইতি। শৃগালকে নিষেধ করে দিতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা ফেরত চাইতে হবে শুধু খরচখরচা আর একদিনের জন্য কিছু ফী বাদ দিয়ে। শৃগালকে সাবধান করে দেওয়া আশু কর্তব্য। রদাঁ কখনো তার কোনো লোককে অব্যর্থ মরণের ফাঁদে ছুটে যেতে দেয় না, এটা তার সামরিক ঐতিহ্য। সাফল্যের তিলমাত্র আশা না থাকলে আক্রমণ রদ করে দিতে হয়।

কওয়ালস্কি যাবার পর ডাক নিয়ে আসা যাওয়ার ভার যার ওপরে, রদাঁ সেই রক্ষীটিকে ডাক দিলো। অনেকক্ষণ ধরে তাকে কী সব নির্দেশ দিলো। ..নটার সময় লোকটা ডাকঘরে গিয়ে লণ্ডনের একটা নম্বর দিয়ে টেলিফোন বুক করলো. কুড়ি মিনিট লাগলো সংযোগ মিলতে। ওপাশের টেলিফোনে ঝনঝনি উঠতেই অপারেটর লোকটাকে বললো কেবিনে গিয়ে ফোন ধরতে। রিসিভার তুলে নিলো ফরাসীটি. অপারেটর তার হাতেরটা নামিয়ে রাখলো। ওদিকে লণ্ডনের টেলিফোন ক্রীং ক্রীং করে বেজেই চললো.. বেজেই চললো... বেজেই চললো!

শৃগাল সেদিন খুব ভোরে উঠেছিলো, অনেক কাজ আছে। সন্ধ্যাবেলাতেই সুটকেস তিনটে আবার ভালো করে দেখে নিয়ে একটু গোছগাছ করে নিয়েছিলো। হাতব্যাগে ভরা মালের ওপর এখন তার স্পঞ্জব্যাগ আর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম রেখে দিলেই হয়ে গেলো, সব প্যাকিং শেষ। নিত্যদিনের মতো পরপর দু কাপ কফি খেয়ে নিলো। মুখটুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে শাওয়ারে স্নান সেরে নিলো. প্রসাধনের টুকরোটাকরা গুছিয়ে ব্যাগ ভরে ব্যাগ বন্ধ করে মাল চারটে দরজার পাশে রেখে দিলো. ...চট্ করে প্রাতরাশ বানিয়ে ফেললো... ভাজা ডিম, কমলার রস আর কালো কফি। ছোট্ট রান্নাঘরের টেবিলে বসেই খাওয়া সারলো। খাওয়া হয়ে গেলে অবশিষ্ট ডিমদুটোকে ভেঙে বেসিনে ঢেলে, রুটির বাকি টুকরো, ডিমের খোলা, কফিপাত্রের তলানি সব বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিলো। ঘরে এমন কিছুই রইলো না যা তার অনুপস্থিতিতে পচে যেতে পারে। শেষমেষ পোশাক পরলো। পাতলা সিল্কের একটা গোল-গলা জামার ওপর কপোতধূসর সুটটা পরে নিলো যার পকেটে ডুগ্যানের নামের কাগজপত্র আর নগদ একশো পাউণ্ড পায়ে কালচে মোজার ওপর সরু মোকাসিন গলিয়ে নিলো। সবশেষে চোখে এঁটে নিলো তার চিরাচরিত কালো চশমা।

ফ্ল্যাট বন্ধ করে সওয়া নটায় দুহাতে দুটো করে মাল ঝুলিয়ে চলে এলো নীচতলায়। একটু হেঁটে সাউথ অডলি স্ট্রীটের মাথায় ট্যাক্সি পেয়ে গেলো। ড্রাইভারকে বললো, "লণ্ডন এয়ারপোর্ট...দু নম্বর বিল্ডিং।

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করতেই ওর ফ্ল্যাটে ফোন বাজতে শুরু করলো। বেজেই চললো, বেজেই চললো।....

দশটার সময় ডাকঘর থেকে লোকটা ফিরে এসে রদাঁকে জানালো যে ফোনে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। আধ ঘন্টা ফোন ধরেছিলো, তবুও না।

"কী ব্যাপার ?" কাসোঁ জিজ্ঞেস করলো। রদাঁর ড্রইংরুমে এখন তিন নেতাই বসে। রক্ষীটিকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা কুঁকড়ো-মুকড়ো কাগজ বের করে রদাঁ দিলো কাসোঁকে। কাসোঁ সেটা পড়ে মঁক্লেয়ারকে দিলো। তারপর দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকলো তাদের নেতার দিকে কিন্তু রদাঁ অবিচলিত। চুপচাপ শুধু জানলা দিয়ে রোম শহরের রোদ-ঝলসানো ছাতগুলো দেখতে থাকে, চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে।

অগত্যা কাসোঁই বললো, "কখন এলো এটা ?"

"আজ সকালে," সংক্ষিপ্ত উত্তর রদাঁর।

"ওকে থামাতে হবে," মঁক্লেয়ার খুব উত্তেজিত, অর্ধেক ফ্রান্স এখন ওকে খুঁজবে।"

"অর্ধেক ফ্রান্স খুঁজবে শুধু একজন লম্বা স্বর্ণকেশ বিদেশীকে," ধীর স্বরে উত্তর করলো রদাঁ। "আগস্টে দশ লক্ষেরও ওপরে বিদেশী থাকে ফ্রান্সে। আমরা যদ্দুর জানি ওরা কোনো নাম পায়নি, কোনো মুখ না, কোনো পাসপোর্ট না। পেশাদার লোক তো, নিশ্চয়ই জাল ছাড়পত্র ব্যবহার করছে। কাজেই ওর নাগাল পেতে এখনো অনেক দেরি। ভামিকে টেলিফোন করলে খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে. তখন ওদেশ ছেড়ে পালালেই হবে।"

"হ্যাঁ. ভামিকে ফোন করলে ভামি নিশ্চয়ই ওকে কাজটা ছেড়ে দিতে বলবে", মঁক্লেয়ার বলে।

"নাঃ." রদাঁ মাথা নাড়ে,"ভামির অমন কিছু কর্তৃত্ব নেই। তার কাজ হচ্ছে মেয়েটির কাছ থেকে শুধু খবর শোনা আর শৃগাল টেলিফোন করলে তাকে জানানো। এর বেশী ওর আর কিছু করারই অধিকার নেই।"

"কিন্তু শৃগাল তো নিজেই বুঝতে পারবে যে তার কর্ম শেষ," মঁক্লেয়ার বললো. "ভামিকে টেলিফোন করলেই বুঝতে পারবে।"

"হ্যাঁ, ব্যাখ্যা অনুসারে তা বটে," চিন্তার সুরে বললো রদাঁ,"ছেড়ে গেলে ওকে আবার টাকাও ফেরত দিতেও হবে যে। কাজেই আমাদের সকলেরই প্রচুর ঝুঁকি এই ব্যাপারে. ওর নিজেরও। ওর প্ল্যান কী রকম, নিজের ওপর কতখানি ভরসা, তার ওপর নির্ভর করছে সব।"

"ও কি এখনো পারবে বলে মনে হয়....এত সব কাণ্ডের পরেও?" কাসোঁ জিজ্ঞেস করলো।

"সত্যি কথা বলতে গেলে, না। কিন্তু ও হচ্ছে পেশাদার আবার আমার ক্ষেত্রে আমিও তাই। এ হলো গিয়ে এক ধরনের মানসিকতা। ব্যক্তিগতভাবে যে কাজের ছক নিজে কষে নেওয়া যায়, সেটা ছেড়ে দিতে মন ওঠে না।"

"তাহলে... তাহলে ওকে থামাও না! কাসোঁ প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

"না, সে অসম্ভব, কোনো উপায় নেই। উপায় থাকলে নিশ্চয়ই থামাতাম। কিন্তু চলে গেছে সে। রাস্তায় নেমে পড়েছে। কোথায় আছে, কী করছে, কিছুই জানি না। এমনটিই চেয়েছিলো, কাজেই কী আর করা যায়, কোনো উপায় নেই। ভামিকে ডেকে যে বলবো শৃগালকে বলে দিতে কাজ বন্ধ করো, তারও উপায় নেই। তাহলে ভামি প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই শৃগালকে এখন আর কেউ রুখতে পারবে না। বড্ড দেরি হয়ে গেছে।"

বারো

সকাল ছটার আগেই কমিশার ক্লদ লেবেল তাঁর অফিসে ফিরলেন। দেখলেন ইন্সপেক্টর কারোঁ সার্টের হাতা গুটিয়ে টেবিলে কাজ করেই যাচ্ছেন। বড্ড পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। পাতার পর পাতা হাতে লিখে গেছেন, সেগুলো এখন টেবিলে ছড়ানো। ...এদিকে অফিস-কামরারও কিছু রদবদল হয়েছে ইতিমধ্যে। ফাইলিঙ ক্যাবিনেটের ওপরে একটি ইলেকট্রিক কফি-পারকোলেটার বুদ বুদ তুলছে....সদ্য-ভেজা কফির সুগন্ধে ঘর ভরে উঠেছে। তারপাশে একগাদা কাগজের পেয়ালা, দুধের একটা টিন আর থলেভরা চিনি। ক্যান্টিন থেকে এগুলো এসেছে রাতে। দুটো টেবিলের মাঝে একটা কোণে একটা ক্যাম্পখাট পাতা, তার ওপর একটা খসখসে কম্বল।.... জানলা তখনো খোলা। কারোঁর সিগারেটের নীল নীল ধোঁওয়া বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে মিশছে, জানলার কাছে একটু থিরথির করে কাঁপাছে ধোঁওয়ার রেশ।। দূরে দেখা যাচ্ছে সেন্ট সুলপিসের চূড়ায় লেগেছে আগামী দিনের আলোর ছটা।

লেবেল তাঁর টেবিলে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ঘুম হয়নি শুধু চব্বিশ ঘন্টা তবু নিশা-জাগরণের ক্লান্তি তাঁর চোখে। বললেন, "কিচ্ছু নেই। দশ বছরের খাতা দেখলাম। একমাত্র বিদেশী রাজনৈতিক হত্যাকারী যে এখানে কাজ করতো সে হলো, দেগেলদাব, কিন্তু সে মৃত। তাছাড়া সেও এ. এ. এস. ছিলো কাজেই ফাইলে তার নাম আছে। রদাঁ নিশ্চয়ই এমন কাউকে বেছেছে যার ও এ. এস.-এর সঙ্গে সম্পর্কও নেই। গত দশ বছরে চারজন পেশাদারী খুনে ফ্রান্সে কারবার করছে.. মানে দেশীগুলোকে বাদ দিয়ে....তার মধ্যে তিনজনকে আমরা ধরে রেখেছি। চতুর্থজন আফ্রিকার কোনো জায়গায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খাটছে। তাছাড়া, ওগুলো সব মস্তান, দল বেঁধে কাজ করে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে গুলি করবার মতো হিম্মত নেই। ..সেন্ট্রাল রেকর্ডসের বার্জেরঁর কাছে গিয়েছিলাম, ওরা চেক করে দেখছে কিন্তু আমার তো মনে হয় না এই লোকটার কোনো খতিয়ান আছে আমাদের কাছে। ওকে নিয়োগ করবার আগে রদাঁ নিশ্চয়ই সে কথাটা ভালো করে যাচাই করে দেখেছে।"

আরেকটা গলায় ধরিয়ে নিলেন কারোঁ। ধোঁওয়া ছেড়ে বললেন, "তাহলে বিদেশী সূত্র থেকেই শুরু করতে হবে আমাদের ?"

"নিশ্চয়ই। এ-ধরনের লোক নিঃসন্দেহে আগে কোথাও না কোথাও অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা অর্জন করেছে। তাছাড়া একাধিক কাজে সাফল্যলাভ না করলে জগতে সর্বোত্তম বলে লোকে তাকে মানবেই বা কেন। রাষ্ট্রপতিটিতি হয়তো নয় তবে বড়সড় খুন করেছে নিশ্চয়ই, ভূতলরাজ্যের সর্দার মেরে তো এতবড় নাম করা যায় না। অতএব, জগতে কোথাও না কোথাও তার যশ ফুটেছে, সন্দেহও হয়তো করা হয়েছে, নিশ্চয়ই হয়েছে...তা তুমি কী ব্যবস্থা করলে ?"

হাতে একটা কাগজ তুলে নিলেন কারোঁ। সেটায় নামের তালিকার পাশে নানারকম সময় লেখা আছে। বললেন, "সাতটা দেশের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা। প্রথমেই ওয়াশিংটন দিয়ে শুরু করুন, এখান থেকে ঠিক সাতটা দশে আপনি টেলিফোন করবেন, ওখানে তখন রাত একটা বেজে দশ। অমন বিচ্ছিরি সময় তাই ওয়াশিংটনেই প্রথমে ব্যবস্থা করলাম। তারপর, সাড়ে সাতটায় ব্রাসেলস, পৌনে আটটায় অ্যামস্টারডাম, আটটা দশে বন, সাড়ে আটটায় জোহানেসবার্গ, নটায় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। রোম হচ্ছে সবশেষে সাড়ে নটায়।"

"সব জায়গাতেই হোমিসাইডের প্রধানদের সঙ্গে ?" লেবেল শুধালেন।

"অথবা তাদের সমগোত্রীয়। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে অ্যাসিস্টান্ট কমিশনার ক্রাইম, মিঃ অ্যান্টনি ম্যালিনসনের সঙ্গে...ওদের মেট্রোপলিটান পুলিসে নাকি আলাদা কোনো হোমিসাডি বিভাগ

নেই। তাছাড়া, এক সাউথ আফ্রিকা ছাড়া অন্য সব জায়গায় হোমিসাইড চীফদের সঙ্গে। সাউথ আফ্রিকায় ভ্যান রুইসকে পেলাম না, কাজেই আপনি তাঁর সহকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলবেন।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন লেবেল. "যাক, ভালোই হয়েছে। অ্যাণ্ডারসনকে আমি চিনি. একবার একটা কেসে আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি। এবার প্রশ্ন হলো ভাষার। ওঁদের মধ্যে তিনজন তো ইংরেজী বলেন, বেলজিয়ানটিই শুধু বোধহয় ফরাসী বলেন। আর অন্যেরা প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই ইংরেজী বলতে পারবেন......" কারোঁ বাধা দিলেন,"জার্মানটিও, মানে হের ডিয়েট্রিখও, ফরাসী বলেন ।"

"বেশ, তাহলে আমি এঁদের দুজনের সঙ্গে নিজেই বলবো ফরাসীতে। কিন্তু অন্য পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি এঅটেনশান নিয়ে দোভাষীর কাজ করবে ইংরেজীতে তর্জমা করে দেবে। ...আচ্ছা, চলো এখন, যাওয়া যাক।"

পুলিসের গাড়িতে করে ওঁরা যখন র‍্যু পলভালেরিতে ইন্টারপোলের অফিসে পৌঁছলেন, তখন সাতটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ভূগর্ভস্থ সংযোগ কক্ষে গিয়ে ওঁরা বেতার-টেলিফোনের সামনে হুমড়ি খেয়ে বসলেন। তিন ঘন্টা ধরে চললো তাঁদের কথাবার্তা। গোয়েন্দায় গোয়েন্দায় যখন বার্তা চলছিলো তখন সারা দুনিয়া হয় ঘুমোচ্ছিলো, নয়তো প্রভাতী বা কফি রাতের শেষ চুমুক নিয়ে বসে ছিলো। এঁদের ওয়েভলেঙ্গথ ও স্ক্র্যাম্বলার এমন যে তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। প্রত্যেক বার প্রায় একই কথা বললেন লেবেল। "না, কমিশনার, আমাদের দু দেশের পুলিসফৌজের মধ্যে সরকারী তদারকের অনুরোধ পাঠানোর সময় এখনো আসেনি. নিশ্চয়ই. সরকারী পদাধিকারবলেই অনুরোধটি জানাচ্ছি আমি.. তবে ঠিক এই মুহূর্তে আমরা এখনো নিঃসন্দেহ নই যে অপরাধটি সংগঠিত হবার চক্রান্ত পাকা হয়ে গেছে কি তার প্রস্তুতি শেষ...নিতান্তই একটা খবর পেয়েছি, এখনকার মতো তাই অতি সাধারণ তদন্ত ...এমন একজনের খোঁজ করছি যার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, নামও না.... চেহারার বর্ণনাও অত্যন্ত ভাসা ভাসা...."

প্রত্যেক বারেই লোকটার বিবরণ যতটা জানেন বিশদ করে বললেন। কিন্তু প্রতিবারেই অস্বস্তি জাগলো বক্তব্যের শেষে। বিদেশী সতীর্থেরা যখন জানতে চাইলেন যে তাঁদের সাহায্য কেন চাওয়া হচ্ছে বা সম্ভাব্য কোন্ সূত্র ধরে তাঁরা এগোবেন তখন এপাশ থেকে নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না, শুধু বললেন তিনি, "কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট লোকটা যেই হোক না কেন, একটি মাত্র যোগ্যতা তার.. জগতে সে একজন শ্রেষ্ঠ পেশাদার ....ভাড়াটে জল্লাদ.....না না, দলবাজ মস্তান নয় রাজনৈতিক হত্যাকারী, একাধিক হত্যা নিশ্চয়ই করেছে সফলভাবে। এরকম কারু খবর যদি আপনাদের জানা থাকে, আপনাদের দেশে সে হয়তো কাজ করেনি, তবুও, তাহলে জানতে পারলে বাধিত হব অথবা কারো কথা যদি মনেও হয় তবু যদি জানান...."

প্রতিবারেই তার কথা শুনে নীরবতা ঘনিয়ে আসে ওপাশে। লেবেল জানেন যে আঁচ ওঁরা করবেনই। ঠিক বুঝতে পারবেন ফ্রান্সে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তুটি কে।..... কিছুক্ষণ পরে স্বর ভেসে আসে ওধার থেকে, "বেশ, কাগজপত্র খুঁজে দেখছি। চেষ্টা করবো যথাসাধ্য। আজকে দিনের শেষেই জানিয়ে দেবো কিছু আছে কী না..। আচ্ছা, ক্লদ, সৌভাগ্য কামনা করছি। ছাড়লাম্ এখন।"

শেষবারের মতো বেতার-দূরভাষের গ্রাহকযন্ত্রটিকে রাখতে রাখতে লেবেল ভাবেন যে কথাটা ওই সাতটা দেশের বিদেশমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর কানে পৌঁছতে আর কতই বা দেরি।...

তিলার্ধ নয়। এরকম একটা বড় ব্যাপার, পুলিসদেরও জানাতে হয় বইকি তাদের রাজনৈতিক কর্তাদের। অবশ্য মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ রাখবেন। রাজনীতিতে মতান্তর থাকলেও দুনিয়ার সব দেশে ক্ষমতার অধীশ্বরদের মধ্যে একটা আঁতাত থাকে, একটা সার্বভৌম গণ্ডী, একই সামাজিক আনুকূল্য, সাধারণ শত্রুদের বিরুদ্ধে একটা একবদ্ধতা। তাছাড়া রাজনৈতিক হত্যাকারীর কথা শুনলে সকলে আঁতকে উঠবে, সমব্যথীই হবে। তবু কোনোক্রমে যদি সংবাদটা প্রেসে পৌঁছে যায় তো লেবেল জানেন, আর দেখতে হবে না, তাঁর যবনিকা এখানেই পড়বে।....সবচেয়ে ভয় তাঁর ইংরেজদের । পুলিসমহলে যদি কথাটা চেপে রাখা যেতো তো ম্যালিনসনকে বিন্দুমাত্র ভয় ছিলো না; কিন্তু তা তো আর থাকবে না, দিন ফুরোনোর আগেই অনেক ওপরে চলে যাবে কথাটা। অথচ আজ থেকে সাত মাস আগে শার্ল দ্যগল বৃটেনকে কমন মার্কেটের ভেতরে ঢুকতে অত্যন্ত কঠোর হাতে বাধা দিয়েছিলেন। লেবেলের মতো লোক, যিনি রাজনীতির ছায়াও মাড়ান না, তিনিও জানেন যে জেনারেলের ১৪ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদ সম্মেলনের পর লণ্ডনের বিদেশদপ্তর ফরাসী রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের কোনো সুযোগই ছাড়েনি, বরং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সংবাদদাতাকে উস্কে দিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে জিগির ধরতে। কাজেই এখন এই ব্যাপারে তারা কি আবার বুড়োর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে?...নির্বাক ট্রান্স মিটারের সামনে এক মুহূর্ত থমকে থাকেন লেবেল। কারোঁ তাঁকে দেখেন চুপচাপ। অবশেষে ছোট্টখাট্টো কমিশারটি টুল ছেড়ে উঠে দোরের দিকে যেতে যেতে বললেন. "চলো, যাওযা যাক. এখন আর কিছু করণীয় নেই। বরং কিছু পেটে পুরে একটু ঘুমোনোর চেষ্টা দেখা যাক।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অ্যান্টনি ম্যালিনসন টেলিফোন রেখে দিলেন। কপালে তাঁর চিন্তার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। সংযোগ কক্ষ ছেড়ে যেতে যেতে একমনে কী সব ভাবছিলেন। দিনেব ডিউটিতে যে ছোকরা পুলিসটা এলো তার স্যালুটও চোখে পড়লো না, ফিরিয়েও দিলেন না, ওপরতলায় নিজেব অফিসঘবে ফিরে এসেও কপাল কুঁচকেই রইলো। তাঁব মনে কোনোই সন্দেহ নেই লেবেলেব অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য কী। আগস্ট মাসে ফ্রান্সে রাজনৈতিক হত্যাকারীব লক্ষ্যবস্তু যে কে হতে পারে সেটা বুঝতে বিশেষ মেধা লাগে না. কোনো সঙ্কেত পেয়েছে বোধহয় ওরা, কোনো গুপ্ত খবর। পুলিসী অভিজ্ঞতায় বুঝলেন লেবেল কেমন ফাঁপরে পড়েছেন। সমবেদনা জাগলো তাঁব ওপর, কিন্তু তাঁবও তো প্রভু রয়েছে। কি করবেন এখন ? লেবেলেব অনুরোধ ওপবমহলে জানাতেই হবে। আধ ঘন্টার মধ্যেই তো দশটার কনফারেন্স বসবে দৈনন্দিনেব বৈঠক বিভাগীয অধ্যক্ষদেব। সেইখানেই কি কথাটা পাড়বেন ?... না, ভেবে দেখলেন, এখন না জানানোই ভালো। বরং কমিশনারেব নামে একটা নোট লিখে লেবেলের অনুরোধের কথাটা জানিযে দেবেন। দবকার পড়লে পরে না হয় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন কেন আজ সকালের বৈঠকে কথাটা জানাননি। ইতিমধ্যে কারণ না দর্শিয়ে একটু তদন্তই করা যাক।. .ইন্টারকমের বোতাম টিপতেই পাশের ঘর থেকে তাঁব পি. এ.র. কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ "স্যাব?"

"একটু এসো তো, জন।"

মুহূর্তের মধ্যে একজন তরুণ ডিটেক্টিভ ইনস্পেক্টর নোটবই হাতে ভেতরে চলে এলেন।

"জন, সেন্ট্রাল রেকর্ডসে চলে যাও। চীফ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মারখামের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করো। তাঁকে বলো যে এটা আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ, অবশ্য কেন অনুরোধটা করছি তা এখন জানাতে পারবো না। তবে আমি চাই তিনি যেন দেশের সমস্ত পেশাদার হত্যাকারীদের যত রেকর্ড আছে সব ভালো করে যাচাই করে দেখেন...."

"হত্যাকারী, স্যার ?"

"হ্যাঁ, হত্যাকারী, তবে গুণ্ডা সর্দারটর্দার নয়। তারা বাদ । আমি চাই রাজনৈতিক হত্যাকারী, মানে যারা অর্থের বিনিময়ে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা দেশনেতাকে হত্যা করতে প্রস্তুত।"

"তবে তো স্পেশাল ব্রাঞ্চে খুঁজতে হবে স্যার।"

"তা আমি জানি। স্পেশাল ব্রাঞ্চেই পাঠিয়ে দেবো ব্যাপারটা কিন্তু তার আগে এখানেও একবার যথারীতি তদন্ত করে দেখা ভালো। দুপুরের মধ্যেই খবরটা চাই, ..বুঝলে ?"

"আচ্ছা।"

পনেরো মিনিট পরে প্রাতঃকালীন অধিবেশনে গিয়ে বসলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ম্যালিনসন।

অফিসে ফিরে এসে ডাকের তাড়াটা একবার নেড়েচেড়ে পি. এ. কে বললেন তাঁর ঘরে একটা টাইপযন্ত্র দিয়ে যেতে। একা ঘরে বসে কমিশনারের নামে নিজেই একটা চিঠি টাইপ করলেন। সকালে তাঁর বাড়িতে টেলিফোনের খবর আসা থেকে আরম্ভ করে লেবেলের অনুসন্ধানের কথাটা পর্যন্ত সবকিছু সংক্ষেপে লিখলেন। নীচে খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে চিঠিটা তুলে ড্রয়ারে রেখে দিয়ে তালা দিলেন। তারপর ডুবে গেলেন দৈনন্দিন কাজের ভারে।

বারোটার একটু আগে পি. এ. এসে ঢুকলেন. "সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মারখান সি. আর. ও. থেকে এই এক্ষুণি ফিরলেন। ক্রিমিন্যাল রেকর্ডসে ওরকম কোনো লোকের খোঁজ পাওয়া গেলো না। সতেরোজন ভাড়াটে খুনের ফিরিস্তি আছে. সব নীচুমহলের। তার মধ্যে দশজন আছে জেলে আর সাতজন বাইরে। কিন্তু সবাই তারা বড় বড় দলের হয়ে কাজ করে, হয় এখানে নয় অন্য কোনো বড় শহরে। সুপার বললেন ওরা কেউই রাজনৈতিক আগন্তুকের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবে না, সে যোগ্যতাই নেই। স্পেশাল ব্রাঞ্চে খোঁজ নেবার কথা বললেন, স্যার।"

"ওঃ ... আচ্ছা, থ্যাঙ্কিউ জন। এতেই হবে।"

পি. এ. চলে গেলে ম্যালিনসন ড্রয়ার খুলে কাগজটা বের করে আবার টাইপযন্ত্রে ঢোকালেন। নীচের দিকে লিখলেন ঃ

'ক্রিমিন্যাল রেকর্ডসে অনুসন্ধান করে জানা গেলো যে কমিশার লেবেল যে ধরনের ব্যক্তির কথা বলেছেন তেমন কোনো অপরাধীর কথা আমাদের ফাইলে নেই। অতএব, অনুসন্ধানটি এখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওপরের তিনটে প্রতিলিপি তুলে নিয়ে সই করলেন। বাকি কাগজগুলো চলে গেলো গোপন কাগজের রদ্দি ঝুড়িতে, শত শত টুকরো করে সেগুলোকে সময়মত নষ্ট করে ফেলা হবে। প্রথম কপিটাকে খামে ভরে কমিশনারের নাম লিখলেন, দ্বিতীয় টাকে তাঁর সিন্দুকের গোপন চিঠিপত্রের ফাইলে রেখে দিলেন। তৃতীয় কপি ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন।

টেবিলে রাখা একটা নোটবইয়ে লিখলেন নীচের সমাচার বার্তাটি ঃ

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অ্যান্টনি ম্যালিনসন, এ. সি ক্রাইম, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন হইতে—

কমিশার ক্লদ লেবেল, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, পুলিস জুদিসের, পারী—প্রতি, সংবাদ ঃ আজকের তারিখে আপনার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অপরাধী-পঞ্জী উত্তমরূপে দেখা হয়েছে। ওরকম কোনো ব্যক্তির সন্ধান নেই। পরবর্তী অনুসন্ধানের ভার স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওপর ন্যস্ত হলো। প্রয়োজনীয় তথ্য পেলেই অবিলম্বে আপনাকে জানানো হবে। ম্যালিনসন।

সাড়ে বারোটা বাজে তখন। ফোন তুলে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডিক্সনকে চাইলেন।

"হ্যালো অ্যালেক? টনি ম্যালিনসন বলছি। তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে, সময় হবে? .... আসতে পারলে খুব খুশী হতাম, কিন্তু কি করবো বলো, এক স্যাণ্ডুইচেই লাঞ্চ সারতে হবে আজ।...বেজায় কাজের চাপ....না না, তুমি লাঞ্চে বেরুনোর কয়েক মিনিট আগেই পৌঁছচ্ছি।.... অ্যাঁ ? আচ্ছা , আচ্ছা, ...আসছি, এক্ষুণি আসছি।"

যেতে যেতে পি. এ.-র টেবিলে কমিশনারের নাম-ঠিকানা লেখা খামটা ছুঁড়ে দিলেন। "আমি এস. বি.-র ডিক্সনের কাছে যাচ্ছি। জন, তুমি কমিশনারের অফিসে গিয়ে এটা দিয়ে এসো। নিজেই যাও....আর দেখো, এই বার্তাটা পাঠিয়ে দিও। ঠিকমত করে টাইপ করে নিও, যথাযথ ফর্মায়।"

"আচ্ছা স্যার।" ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টরটি যতক্ষণ সমাচার বার্তাটায় চোখ বোলায়, দাঁড়িয়েই থাকেন ম্যালিনসন। বার্তার শেষে পৌঁছে ইনস্পেক্টরটির চোখদুটো প্রায় বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

"জন"—

"স্যার?"

"কথাটা গোপন রাখবে।"

"আচ্ছা স্যার।"

"একেবারে গোপন।"

"ঠিক আছে স্যার।"

ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ম্যালিনসন চলে গেলেন।

ডিক্সনের সঙ্গে কাটালেন প্রায় বিশ মিনিট। কিন্তু এই বিশ মিনিটেই ক্লাবে তাঁর মধ্যাহ্নভোজেব প্রোগ্রামটাকে প্রায় কাঁচিয়ে দিলেন। কমিশনারকে লেখা চিঠিটার প্রতিলিপি পকেট থেকে বের করে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এই অধ্যক্ষকে দিলেন। উঠতে উঠতে বললেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, অ্যালেক, তোমায় বিরক্ত করলাম. কিন্তু মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন তোমাদের আওতায়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞেস কবো তো আমার মনে হয় না এদেশে অমন এলেমদার কেউ আছে...কাজেই রেকর্ড একবার ভালো করে দেখে লেবেলকে টেলেক্স করে দিতে পারবে যে আমরা সাহায্য করতে অপারক। বাব্বাঃ, ওঁর কাজ যদি আমার হতো ভাবতেও পারছি না!"

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডিক্সনের কাজই হচ্ছে বদখেয়ালী বৃটেনদের ওপর চোখ রাখা। তাদের মধ্যে কারো হয়তো মর্জি হলো বিদেশ থেকে আগত কোনো রাজনৈতিক নেতার ওপর হঠাৎ হামলা করা। তাছাড়া দেশী নেতাদের রক্ষা করাও তো আছে। তবে এসব ক্ষেত্রে বাঁচোয়া যে এই সব হানাদারেরা বেশীর ভাগই অপ্রকৃতিস্থ ..সম্পূর্ণ অ্যামেচার....তাঁর পেশাদার ফৌজের সঙ্গে এঁটে ওঠা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু লেবেলের ব্যাপার অন্যরকম। ঘাগু ফৌজী আদমি সব ও. এ. এস. এ. দেশের অন্ধি-সন্ধি তো জানেই ...প্রতিষ্ঠানও অত্যন্ত ব্যাপক। এতদিন ধরে যে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে, বুদ্ধিতে হারিয়ে দিয়েছে সেইটাই একটা বিস্ময়কর ব্যাপার...কম কৃতিত্ব নয় ওদের। তাব ওপর এখন ওরা আবার একটা বিদেশী পেশাদার নিয়োগ করেছে..... নাঃ, লেবেলের কাজ সাংঘাতিক কঠিন। তবে ডিক্সনের তরফে একটাই আশার আলো। ও কাজের মতো পারদর্শী পেশাদার থাকা ইংল্যাণ্ডে অসম্ভব। তাঁর স্পেশাল ব্রাঞ্চে নিশ্চয়ই কোনো নজির মিলবে না।

ম্যালিনসন চলে গেলে ডিক্সন চিঠির কপিটা পড়লেন। তারপর তাঁর পি. এ.-কে ডেকে বললেন, "ডিটেকটিভ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে বলুন তিনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন....

(হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মনে মনে হিসাব কষলেন কত তাড়াতাড়ি কেটে ছেটে ক্লাব লাঞ্চ সেরে আসতে পারবেন)...ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোয়।"

ব্রাসেলস ন্যাশনালে শৃগাল নামলো ঠিক বারোটার পর। বিমানঘাঁটির মূল দালানে সুটকেস তিনটে রেখে দিলো অটোমেটিক লকারে বন্ধ করে। শুধু হাতব্যাগটা নিয়ে চলে এলো শহরে. নিজের টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও তার মধ্যে আছে ব্যাণ্ডেজ, তুলো আর প্যারিসপ্লাস্টার। বড় স্টেশনে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে লেফট-লাগেজ অফিসে ঢুকলো। দেখলো এক সপ্তাহ আগে কেরানীটি তার ফাইবারের সুটকেসটা যেখানে রেখেছিলো ঠিক সেইখানেই সেটা আছে। ওটাতেই তো ভাগে ভাগে ভাগ করা রয়েছে তার বন্দুক। রসিদ দিয়ে মাল নিয়ে নিলো সে..... স্টেশনের কাছেই একটা মাঝারি গোছের হোটেল দেখে এসে উঠলো। এক রাতের জন্যে একটা সিঙ্গল রুম ভাড়া করলো. ভাড়া মেটালো অগ্রিম। এয়ারপোর্টেই মুদ্রা বদল করে কিছু বেলজিয়ান অর্থ নিয়ে এসেছিলো। নিজেই মাল বয়ে ঘরে নিয়ে এলো। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বিছানাব ওপর ব্যাণ্ডেজ আর প্লাস্টার ছড়িয়ে, বেসিন-ভর্তি ঠাণ্ডা জল ভরে নিয়ে কাজে লেগে গেলো। দুঘন্টা লাগলো প্লাস্টার শুকোতে, ততক্ষণে ভারী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা-দুটোকে ছড়িয়ে টুলে রেখে চুপচাপ বিছানায় বসে একের পব এক ফিল্টার সিগারেট খেতে লাগলো। মাঝে মাঝেই আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখে, প্লাস্টার শক্ত হয়ে না শুকোনো পর্যন্ত ওইভাবেই বসে রইলো। ফাইবার সুটকেসটা খালি, বন্দুকের চিহ্নমাত্রও নেই। ব্যাণ্ডেজের বাকি টুকরোটাকরা প্লাস্টারের যেটুকু বাঁচলো. সব গুছিয়ে হাতব্যাগে রেখে দিলো, কী জানি ভবিষ্যতে যদি আবার মেরামত টেরামত করতে হয়. সব হয়ে গেলে যাবার আগে সস্তা দামের ফাইবারের বাক্সটাকে ঠেলে খাটের তলায় ঢুকিয়ে, অ্যাসট্রের সিগাবেটের ছাই আর টুকরোগুলোকে জানলা দিয়ে ফেলে, চারপাশে একবার ভালো করে দেখে নিলো কোনো সনাক্তচিহ্ন আবার ফেলে যাচ্ছে না তো! দেখেটেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চললো ঘর ছেড়ে। পায়ে অতবড় প্লাস্টার তাই খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য হলো। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছে দেখলো. যাক, নোংরা চেহারার ঢুলুঢুলু কেরানীটি এখন বাইরের টেবিলে বসে নেই, পেছনের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে দুপুরের খানা সারছে। কিন্তু ঘষা কাঁচের দরজাটা হাট করে খোলা। সামনের দরজাটায় ঝট করে চোখ বুলিয়ে নিলো শৃগাল কেউ কোথাও নেই। হাতব্যাগটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে চার হাত পায়ে নিঃশব্দে চলে এলো হলের বাইরে। গ্রীষ্মকালের দুপুর , তাই সামনের দরজা খোলা. রাস্তায় নামতে তিন ধাপ সিঁড়ি, সেখানে এসে দাঁড়ালো শৃগাল। ডেস্কের কেরানী এখন নজরের বাইরে। যন্ত্রণায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মোড় পর্যন্ত হেঁটে এলো। আধ মিনিটের মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়ালো চললো এয়ারপোর্টে।

হাতে পাসপোর্ট নিয়ে আলিতালিয়ার কাউন্টারে চলে এলো। মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হাসে। শৃগাল বলে, "দুদিন আগে মিলানের একটা টিকিট বুক করা হয়েছে, ডুগান নামে।"

সেদিন বিকেলের ফ্লাইটের যাত্রীতালিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মেয়েটি। প্লেনের ছাড়তে এখনো আরো দেড় ঘন্টা বাকি।

"হ্যাঁ, আছে," উজ্জ্বল হাসি বিকিরণ কবলো স্বাগতিকা,"মিস্টার ডুগ্যান। রিজার্ভ করা হয়েছে কিন্তু দাম দেওয়া হয়নি। দেবেন কি এখন ?"

শৃগাল নগদ অর্থ দিয়ে ভাড়া মেটালো, টিকিটটাও হাতে পেয়ে গেলো। জানানো হলো যে এক ঘন্টার মধ্যে তাদের আহ্বান করা হবে। তার প্লাস্টার করা পা আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখে একজন কুলী হঠাৎ বেশ সদয় হয়ে উঠলো। তাঁর সাহায্যে সুটকেস তিনটে লকার থেকে

বের করে আলিতালিয়ার হেফাজত করে দিলো। কাস্টমসের বেড়াও সহজে পেরিয়ে গেলো। সে বহির্যাত্রী কাজেই তার ছাড়পত্রটাই শুধু দেখলো, আর কিছু না। নির্গময়মান যাত্রীদের প্রতীক্ষালয়ের সঙ্গে লাগোয়া রেস্তোরাঁয় সুন্দর লাঞ্চ খেলো। দেখতে দেখতে যাবার সময় এসে গেলো।

বিমানে পৌঁছতেই সকলে বেশ সদয় ব্যবহার শুরু করলো ওর সঙ্গে। আহা রে, অতখানি জখম পা। ধরে ধরে কোচ থেকে নামিয়ে সিঁড়িতে চড়িয়ে দিলো বিমানের। সুন্দরী ইতালিয়ান আপ্যায়িকা, তার দিকে চেয়ে হাসিটাকে আরো মিষ্টিমধুর করে তুললো। বিমানের মাঝখানটায় যেখানে দু সারি মুখোমুখি আসন, সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে হাত ধরে বসালো। বললো ওখানটায় পা রাখবার জায়গা বেশ। অন্য যাত্রীরাও সযত্নে তাকে ডিঙিয়ে ওদিকে বসলো, যাতে ওর চোট-খাওয়া পায়ে আবার লেগে না যায়। শৃগাল আরাম করে সীটে হেলান দিয়ে সাহসী-ধবনের হাসি টানলো মুখে।... সওয়া চারটেয় প্লেন উঠলো আকাশে। তীরবেগে চললো দক্ষিণ দিকে, মিলানের উদ্দেশ্য।

ঠিক তিনটের সময় আসিস্টান্ট কমিশনারের অফিস থেকে বেরুলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রায়ান টমাস। মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে আছে তাঁর। একে তো বেজায় সর্দি লেগেছে, তার ওপর আবার নতুন একটা উদ্ভট কাজের ভার চাপলো তাঁর ওপর। সোমবার সকালগুলোই এমনি, হতচ্ছাড়া কুৎসিত দিন সব। আজ সকালে তো যেই অফিসে এসে বসেছেন অমনি খবর পেলেন সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিত্ব দলের যে লোকটার ওপর তাঁর চরেরা নজর রাখছিলো সে দিয়েছে তাদের ল্যাণ্ড মেরে। দুপুরের দিকে আবার এম. আই-৫ থেকে একটা আপাত-বিনীত আন্তঃবিভাগীয় নোট এলো। তাতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে যেন তাঁর বিভাগ ক্ষমা করে দেয়। অর্থাৎ মোদ্দা কথায় এম. আই ৫ বলতে চায় যে সেই ব্যাপারটা নেহাতই তাদের, অতএব নাক গলিয়ো না হে। সোমবারের বিকেল তো আরো বিশ্রী। স্পেশাল ব্রাঞ্চই হোক বা যেই হোক, কেউই রাজনৈতিক হত্যাকারীর ছায়াও মাড়াতে চায় না. কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, সেই জিনিসই এখন এসে জুটলো তাঁর কপালে। অথচ তার নামও তাঁকে জানানো গেলো না।

ডিক্সন শুধু বলেছিলেন, "নামধাম জানা নেই, অতএব প্রচুর পরিশ্রম শুধু। যান, কাল সকালের মধ্যে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন।"

"প্রচুর পরিশ্রম .হ্যাঁ .!" অফিসে পৌঁছে নিজের মনেই বিড়বিড় করে ওঠেন টমাস। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নামের তালিকা যদিও বেশ ছোটই তবুও সত্যিই-ই প্রচুর পরিশ্রম। ঘন্টার পর ঘন্টা নানা ফাইল ঘাঁটতে হবে, রাজনৈতিক গণ্ডগোল যারা পাকায় তাদের নথী খুঁজতে হবে. অমন প্রত্যেকটা অপরাধীর ক্ষেত্রে আদালতের কী রায় সেগুলো খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়াও স্রেফ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান চালাতে হবে. তবেই না স্পেশাল ব্রাঞ্চ। অবশ্য ডিক্সনের বিবরণ অনুযায়ী আশার একটা আলো দেখা যাচ্ছে বটে। লোকটা পেশাদার হত্যাকারী. পাগল-ছাগল নয়। এক তাদের ঠেলাতেই তো স্পেশাল ব্রাঞ্চ অস্থির, বিদেশী নেতাদের আগমনের সময়ে।

তাঁর দুজন গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরকে তিনি ডেকে পাঠালেন, যাঁরা এখন নিতান্ত সাধারণ কাজে ব্যস্ত। বললেন, "হাতের কাজ ফেলে দিয়ে এই কাজে লেগে পড়ুন, আমিও তাই করছি।" অত্যন্ত সংক্ষেপে শুধু দু-চার কথায় বুঝিয়ে দিলেন কি খুঁজছেন তারা। কিন্তু কেন খুঁজছেন সে ব্যাখ্যা আপাতত মুলতুবিই রাখলেন ....কী দরকার ? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের স্পেশাল

ব্রাঞ্চে ফাইলপত্রে যা অনুসন্ধান হবে তার সঙ্গে ফরাসী পুলিসের সন্দেহের কী সম্পর্ক ? তা সে সন্দেহ জেনারেল দ্যগলকে হত্যার ব্যাপাবে হলেই বা! ..ওঁরা তিনজনে ততক্ষণে নিজেদের টেবিল সাফ করে রীতিমতো তদন্তে বসে গেলেন।

ছটার একটু পরে শৃগালের বিমান মিলানের লিনেৎ এয়ারপোর্টে নেমে পড়লো। আপ্যায়িকা তার হাতটাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিলো। মূলদালানে পৌঁছে আবেক জন তরুণী যাত্রীবৎসলা তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো। কাস্টমসে পৌঁছে বোঝা গেলো বন্দুকটাকে অমনভাবে এনে ভালোই হয়েছে। নইলে বলা কি আর যায়, কী হতো। সুটকেস তিনটে কনভেয়াব বেল্ট বয়ে নাচতে নাচতে এসে পৌঁছতেই একজন কুলির সাহায্যে সেগুলো তুলে মুখোমুখি সাজিয়ে রাখলো শুল্ক টেবিলে। তাদের পাশে বেখে দিলো হাত ব্যাগটা। তাকে খোঁড়াতে দেখে একজন কাস্টমস অফিসার এগিয়ে এলেন।

"সিনর, এইসব মাল আপনার ?"

"অ্যাঁ.. হ্যাঁ, .. এই তিনটে সুটকেস আর ওই হাতব্যাগ।"

"ঘোষণা করবার কিছু আছে ?"

"নাঃ, কিচ্ছু না।"

" আপনি কাজে এসেছেন, সিনর ?

"না, ছুটিতে এসেছি, কিছুদিন বিশ্রামও নেবো রোগভোগেব পর। হ্রদের ওদিকটাতে গিয়ে থাকবো।"

শুল্ক-পরীক্ষকটিব মনে কিন্তু কিছু আঁচড়ই কাটলো না।

'আপনার পাসপোর্ট দেখতে পাবি, সিনর?"

শৃগাল বইটা এগিয়ে দিলো। মন দিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন ইতালিযান, কিন্তু কিছু না বলে আবার সেটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

"আচ্ছা, এটা খুলুন দেখি।" এই তিনটে সুটকেসেব একটাকে দেখিয়ে দিলেন হাতের ইশারায় । চাবি দিয়ে সেটা খুলে ডালা তুলে ধরলো শৃগাল। এটাতে ড্যানিশ যাজক আব মার্কিন ছাত্রের সাজপোশাক ছিলো। কাপড়চোপড়গুলোব ভেতর দিয়ে হাত চালিয়ে চালিয়ে দেখলেন ভদ্রলোক। পাদ্রীর পোশাক বা মার্কিনী ঢঙের সাজ দেখে কিন্তু একটুও আশ্চর্য হলেন না তিনি, ড্যানিশ ভাষার বইটা দেখেও না। সুটকেসের একপাসের লাইনিঙ নতুন করে সেলাই করা হয়েছে, সে-তথ্যও তাঁর চোখ এড়িয়ে গেলো, নইলে ঝুটা পরিচযপত্র-গুলো পেয়ে যেতেন। ভালোভাবে তল্লাশী করলে ধরে ফেলতেন ঠিকই, তবে প্রথমটায় তো তাঁরা আলগোছে হাত চালান, সন্দেহজনক কিছু দেখলে তখন করেন জোরদার অনুসন্ধান। টেবিল থেকে মাত্র তিন ফুট দূরে যে একটা গোটা রাইফেল অংশে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথাও বুঝতে পারলো না। তদন্ত হয়ে গেলে শৃগালকে বললেন বন্ধ করতে। তারপর একে একে বাকি সবকটা মালই দেখলেন বেশ তড়িঘড়ি। কাজ হয়ে গেলো ইতালিয়ানটির মুখ ভরে গেলো প্রসন্ন হাসিতে। অভিবাদন জানিযে বললেন,"গ্রাসি, সিনর...অ্যাপি অলিদে।"

ট্যাক্সি ধরে দিলো কুলি। মোটা হাতে তাকে বকশিশ করলো শৃগাল। মিলান শহরের ভিড় ঠেলে চললো বেশ দ্রুত গতিতে। রাস্তাগুলো বাড়িমুখো অফিসযাত্রীতে বোঝাই.... বাস গাড়ি সবাই সবাইকে টেক্কা দিয়ে তারস্বরে হর্ণ বাজাচ্ছে। পৌঁছে গেলো সেন্টাল স্টেশনে।

একটা কুলি ডেকে তার পেছনে পেছনে খুঁড়িয়ে চললো লেফট লাগেজ অফিসের দিকে। ট্যাক্সিতে থাকতেই ইস্পাতের মোটা কাঁচিজোড়া হাতব্যাগ থেকে পকেটে চালান করে নিয়েছিলো লেফট-লাগেজে পৌঁছে হাতব্যাগ আর দুটো সুটকেস দিলো তাদের ধরিয়ে। সঙ্গে রেখে দিলো শুধু একটাই সুটকেস যেটায় লম্বা ফরাসী সামরিক গ্রেটকোটটা আছে। কারণ ওটাতে রয়েছে যথেষ্ট জায়গা। কুলিকে বিদায় দিয়ে পুরুষদের টয়লেটে এসে ঢুকলো। দেখলো সারি সারি প্রস্রাবাগারগুলোর একদিকে শুধু একজন লোকই রয়েছে, বেসিনে হাত ধুচ্ছে। সুটকেসটা মেঝেয় রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে এলো পাশের একটা বেসিনে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে হাতটাত ধুলো। যেই দেখলো লোকটা চলে গেছে, ঘরে আপাতত কেউ নেই, অমনি ত্বরিতে সুটকেস হাতে নিয়ে একটা পায়খানায় ঢুকে দরজা দিয়ে দিলো। কমোডের ওপর এক পা তুলে কাঁচি দিয়ে প্লাস্টার তুলতে লাগলো। তুলতে তুলতে তলার মোটা তুলোর প্যাকিং বেরিয়ে এলো। এগুলো লাগিয়েছিলো যাতে সত্যিই প্লাস্টারওলা ভাঙা পা মনে হয়। একটা পায়ে প্লাস্টারের তলায় সরু মোকাসিনজোড়া আর সিল্কের মোজাও প্যাক করা ছিলো। সেগুলো এখন পরে নিলো। প্লাস্টারের টুকরো আর তুলো কমোডে ঢেলে দু-দুবার ফ্লাস টেনে দিতেই সেগুলো গেলো মিলিয়ে। এখন ফিটফাট সবল মানুষ, পা-ফা আর ভাঙা নেই। সুটকেসটা খুলে মিলিটারী গ্রেটকোটের ভাজে ভাঁজে ইস্পাতের নলগুলো গুছিয়ে রাখলো, ওগুলোতেই ভরা আছে তার রাইফেলের সবকটা অংশ। রাখবার পর সুটকেসটা ঝাঁকিয়ে দেখলো, আওয়াজ হচ্ছে না। পোশাকের মোটা কাপড়ে ঠিক ঠিক আটকে আছে তারা।.....পায়খানার দরজা খুলে দেখলো দুজন দাঁড়িয়ে আছে প্রস্রাবাগারে আর দুজন ওয়াসবেসিনে। সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে চট করে বাইরে বেরিয়ে এলো, কেউ দেখতে পাওয়ার আগেই।

লেফট ...লাগেজ অফিসে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া চলে না। কয়েক মিনিট আগেই তো তারা দেখেছিলো একজন জখমী লোক। তাই একটা কুলিকে ডেকে তার হাতে মালের রসিদ আর হাজার লিরর একটা নোট দিয়ে লেফট-লাগেজ অফিস দেখিয়ে দিলো। বললো তার বড্ড তাড়া, টাকা বদলাতে যেতে হবে, তাই ও যেন মালগুলো নিয়ে এসে মুদ্রা পরিবর্তনের কাউন্টারে চলে আসে। সেখানে সে ইংলিশ পাউণ্ড বদলে নেবে ততক্ষণ। কুলি বেশ গদগদ, ভালো মিলবে আজ। হনহন করে রওনা দিলো লেফট-লাগেজের দিকে। এদিকে শৃগাল অবশিষ্ট কুড়িপাউণ্ডটাকে ভাঙিয়ে ইতালিয়ান মুদ্রা করে নিলো। কাজ শেষ হতেই দেখলো তার অন্য তিনটে মাল নিয়ে এসে গেছে কুলি....দু মিনিটের মধ্যেই ট্যাক্সি চেপে দুরন্তবেগে পিয়াজা দুকা দাওস্তা ধরে চললো ওতেল কন্তিনেন্তেলের উদ্দেশ্যে।

চমৎকার হলঘরের চমৎকার আপ্যায়ন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, "ডুগ্যানের নামে ঘরের রিজার্ভেসন আছে বলেই আমার বিশ্বাস। দুদিন আগে লণ্ডন থেকে টেলিফোন করে বুক করা হয়েছিলো।"

আটটার মধ্যে পরম বিলাসে ভালো করে শাওয়ারে স্নান সেরে দাড়ি কামিয়ে শৃগাল তৈরি। দুটো সুটকেস ওয়ার্ডরোবে চাবিবন্ধ.। তার নিজের পোশাকগুলো যেটাতে আছে সেটা এখন বিছানার ওপর খোলা। রাতের ডিনারের জন্যে পরলো একটা নেভি ব্লু রঙের উলমোহরের পাতলা সুট। কপোত ধূসর সুটটাকে হোটেলের পরিচারককে দিয়ে দিয়েছে স্পঞ্জ করে প্রেস করবার জন্যে। ককটেল আর ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে শুয়ে পড়তে হবে। কারণ কাল ১৩ই আগস্ট, সারাদিন তার অনেক কাজ।

তেরো

"নাঃ, কিছু নেই।" দ্বিতীয় গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরটি ফাইল বন্ধ করে বলে উঠলেন। প্রথমজন আগেই তাঁর কাগজপত্র গুছিয়ে ফেলেছেন, তিনিও কিচ্ছু পাননি। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস তাঁর ফাইলগুলো আগেই পড়েছেন, তিনিও কোনো সূত্র পাননি। পাঁচ মিনিট হলো চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ম্যালিনসন তাঁর অফিসের জানলা দিয়ে টেমস নদী দেখতে পান, কিন্তু টমাসের ভাগ্যে তাও নেই। জানলার বাইরে দিয়ে শুধু নজরে পড়ে হর্সফেরি রোডে পড়ে গাড়িগুলো মোড় ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিশ্রী লাগছে তাঁর। সিগারেট খেয়ে গলা তেতো। শ্লেষ্মায় গলা বন্ধ, জানেন এত সিগারেট খাওয়া উচিত নয় তবু ভাবনা বাড়লে না খেয়ে পারেন না। ধোঁওয়ায় ধোঁওয়ায় মাথা ভার। তার ওপর আজ সারা বিকেলবেলাটা কেটেছে কতশত লোকের চরিত্রপঞ্জী পড়ে পড়ে, ফাইলে বা রেকর্ডে যা আছে। নাঃ, কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। হয় লোকগুলো এখন কী করছে না করছে তা সম্পূর্ণ জানা, নয়তো তাদের কেউই ফরাসী রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করবার মতো হিম্মতদার নয়।

এক ঝটকায় জানলা ছেড়ে চলে এলেন তিনি। "বেশ, গুটিয়ে ফেলুন সমস্ত, ফিরিয়ে দিয়ে আসুন মহাফেজখানায়। জবাব পাঠিয়ে দেবো, পুঙ্খানপুঙ্খ অনুসন্ধান করা হয়েছে কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।...এছাড়া আর করার কী আছে?"

ওঁদের দুজনের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "তদন্তটা কার কাছ থেকে এসেছে সুপার?"

"যার কাছ থেকেই আসুক, অন্য কারো সমস্যা বটে, আমাদের নয়।"

কাগজপত্র নিয়ে ওঁরা দরজার দিকে এগুলেন। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে তো। একজন তো আবার জীবনে প্রথমবার বাবা হতে চলেছেন, তিনিই বড় পায়ে আগে পৌঁছলেন দরজার কাছে। দ্বিতীয়জন ঘুরে দাঁড়ালেন, কপালে চিন্তার রেখা।

"সুপার, একটা কথা। আমার মনে হচ্ছে যে এরকম লোক যদি কেউ থাকে আর সে যদি ব্রিটিশ হয় তবে এখানে সে কাজকর্ম করবে না। কাজের শেষে শুধু ফিরেই আসবে এখানে, মানে এই জায়গাটা হচ্ছে তার একটা আশ্রয়। সুতরাং স্বদেশে সে নিশ্চয়ই একজন নেহাতই ভালোমানুষ।"

"অর্থাৎ,...বলতে চান জেকিল-হাইড?"

"প্রায় কতকটা ওরকমই। মানে, বলছি কি, যে-ধরনের পেশাদার হত্যাকারী আমরা খুঁজছি,—খুবই বড় সে নিশ্চয়ই, নইলে আপনার মতো র‍্যাঙ্কের লোকেরা নিজেই তদন্ত শুরু করতেন না, —তাহলে সে নির্ঘাত আগেও বড়সড় কোনো কম্মো কোথাও না কোথাও করেছে। নইলে তার আর কী দাম, বলুন?"

"হুঁ, তাহলে..." টমাসকে বেশ কৌতূহলীই মনে হলো।

"কাজেই মনে হয় তার মতো লোক নিশ্চয়ই দেশের বাইরেই কাজ চালাবে। আমাদের ফাইলে সেইজন্যে তাকে পাওয়াও যাবে না, কারণ আভ্যন্তরীণ পুলিস তার খবরই রাখবে না। হয়তো সার্ভিসের নজরে কখনো না কখনো এসেছে.."

"ছাড়ুন ওসব কথা, বাড়ি যান এখন," মাথা নেড়ে বললেন টমাস, "পাঠিয়ে দিচ্ছি রিপোর্ট। এসব ভুলে যান, এই তদন্ত যে হয়েছিলো সে কথাটাও স্রেফ ভুলে যাবেন.. কেমন?"

কিন্তু ইনস্পেক্টররা চলে যেতেই কথাটা টমাসের মনেও খচখচ করতে লাগলো। রিপোর্টটা লিখে ফেলা যায় অবশ্য...কিছুই পাওয়া গেলো না...কিচ্ছু না.. সম্পূর্ণ নেতিবাচক...সব ফাঁকা,

শূন্য। একবাব লিখে পাঠালে আব কেউ সন্ধানও কববে না। কিন্তু যদি কিছু থেকে থাকে ফ্রান্স থেকে এই জরুবী তলব আসবাব পেছনে কোনো সূত্র. প্রেসিডেন্টকে মাবতে আসছে এটা ওদেব একটা নিছক ভযও তো না হতে পাবে। হযতো ওবা সত্যি কথাই বলেছে, হযতো জানে না আততাযী কে বা কোন্ দেশেব লোক, হযতো ওবা এবকম অনুসন্ধান কবছে পৃথিবীব সর্বত্র। হযতো লোকটা ইংবেজ নযই, না হবাবই সম্ভাবনা বেশী, বাজনৈতিক হত্যাকাবী তো সেই সব দেশ থেকেই বেশী আসে যেখানে বাজনৈতিক মাবদাঙ্গা খুব চলে। কিন্তু যদি অসম্ভব সম্ভব হয যদি লোকটা ইংবেজ হয অন্তত জন্মসূত্রেও? টমাসেব মনে স্কটল্যাণ্ড ইযার্ড সম্পর্কে প্রচুব শ্রদ্ধা, বিশেষ কবে স্পেশাল ব্রাঞ্চে। বিটাযাবেব আব মাত্র দু বছব বাকি, তাবপব তিনি আব মেগ গিযে থাকবেন যে বাড়িটা তাঁবা কিনেছেন, সেখানে সবুজ ঘাসেব শেষে ব্রিস্টল চ্যানেল দেখা যায। অতএব জীবনেব শেষে এসে ভুল যেন না কবেন। আবেকবাব দেখা যাক।

যৌবনে টমাস খুব ভালো বাগবি খেলতেন। ব্রাযান টমাস ফবোযার্ড উইংএ খেলছেন জানলেই প্রতিপক্ষবা অন্যদিক দিযে এগুতো, তাঁব সামনা-সামনি পড়তে চাইতো না। এখন বুড়ো হযে গেছেন, খেলতে পাবেন না, তবু সময পেলেই তাঁব পুবনো দল লণ্ডন ওযেলশেব খেলা দেখতে যান বিচমাণ্ডেব ওল্ড ডিযাব পার্কে। সব খেলোযাড়কেই তিনি চেনেন। ম্যাচেব শেষে তাদেব সঙ্গে গালগল্পে মাতেন। তাঁব খ্যাতিও এখন বাগবিমহলে উপকথা, কাজেই সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাও কবে। একজন খেলোযাড় আছেন যাঁকে সবাই জানে বিদেশ দপ্তবেব চাকুবে বলে। টমাস অবশ্য আবো একটু খবব বাখতেন উনি যে বিভাগে কাজ কবেন সেটা বিদেশ সচিবেব আওতায পড়লেও বিভাগটা ঠিক বিদেশ দপ্তবেব নয। কাবণ ব্যাবি লযেড কাজ কবেন সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে, সংক্ষেপে এস আই এস বা শুধু 'সার্ভিস' সাধাবণ লোকে অবশ্য ভুল কবে সেটাকে বলে এম আই।

টেলিফোন তুলে নিযে টমাস একটা নম্বব চাইলেন

নদীব ধাবে একটা নিবিবিলি পাবে ওবা দুজনে বাত আটটা থেকে নটাব মধ্যে এলেন। খানিকক্ষণ বাগবি নিযে কথাবার্তা চললো। তাবপব টমাস দুজনেব জন্যেই পানীয কিনলেন। লযেড বুঝলেন বাগবি খেলা আলোচনা কববাব জন্যে এই মবসুমে টমাস আসেননি। গেলাস তুলে দুজনে চীযার্স জানালেন মাথা একটু কাত কবে ইঙ্গিতে টমাস বাইবেব দিকটা দেখিযে দিতে ওবা ছাতেব ঝুলবাবান্দায এসে দাঁড়ালেন। বেশ শান্ত এখানটা। চেলসিযা ও ফুলহ্যাম থেকে যত যুবক যুবতী এসেছে তাবা এখন পান শেষে ভেতবে গেছে ডিনাবে।

'একটু সমস্যায পড়েছি ভাই, টমাস ভণিতা কবলেন, "মনে হচ্ছে আপনিই সাহায্য কবতে পাববেন।'

'ও নিশ্চযই অবশ্য যদি আমাব দ্বাবা সম্ভব হয।"

টমাস ওঁকে একে একে সব কথাই বললেন পাবী থেকে পাওযা অনুবোধ ক্রিমিন্যাল বেকর্ডস আব স্পেশাল ব্রাঞ্চেব অনুসন্ধান কিছুই পাওযা গেলো না সমস্তই। "বুঝলেন, ভেবে দেখলাম এবকম লোক যদি আদৌ থেকে থাকে এবং সে যদি ব্রিটিশ হয তো সে দেশেব ভেতবে নিশ্চযই হাত নোংবা কববে না বাইবেই চালাবে তাব কীর্তিকলাপ। কোথাও যদি কোনো সূত্র ফেলে এসে থাকে, তবে সার্ভিসেব নজবে নিশ্চযই পড়েছে "

"সার্ভিস?" মৃদু গলায প্রশ্ন কবলেন লযেড।

"আঃ, ব্যাবি, বাখুন দেখি ওগুলো। আমাদেবও অনেক কিছু জানতে হয, বুঝলেন?" টমাসেব কণ্ঠস্বব খুব চাপা, প্রায অস্ফুট। পেছন থেকে দেখলে মনে হবে কালো সুট-পবিহিত

দুই মূর্তি তমসার নদী দেখছেন দাঁড়িয়ে।..."ব্রেক-তদন্তের সময়ে অনেক কিছুই জানতে হয়েছিলো। তাঁকে যখন সন্দেহ করা হয়েছিলো তখন তো আপনি তাঁর সেকসনে ছিলেন। কাজেই আমি জানি আপনি কোন্ বিভাগে কাজ করেন।"

"ওঃ!" লয়েড বললেন।

"আব দেখুন, এখানে এই পার্কে আমি শুধু একজন ব্রায়ান টমাস হলেও আসলে তো আমি এস বি-র একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।..সকলেব কাছ থেকে কি সব সময় আত্মগোপন করে থাকা যায়...কী বলেন?"

লয়েড তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। চোখে পড়লো শুধু তাঁব চশমাজোড়া। শুধালেন, "এটা কি সরকারী তদন্ত.. খবরের জন্য?"

"না, এখনো তা নয়। ফরাসী অনুবোধটাই যে বেসরকারী, ম্যালিনসনের কাছে লেবেলেব। ম্যালিনসন সেন্ট্রাল বেকর্ডস ঘেঁটে কিছুই না পেয়ে ডিক্সনকে জানালেন। ডিঅন আমাকে বললেন চট্ করে একটু অনুসন্ধান কবে দেখতে। সবই খুব গোপন...চাপাচুপি ব্যাপার। যাতে সোবগোল না হয়। অনেক সময় এমন করতে হয বইকি. ডেলিকেট ব্যাপার।...হয়তো বৃটেনে আমাদের কাছে আসলে কোনো খববই নেই। লেবেলাকে তা জানিয়েও দেওয়া যায। কিন্তু তার আগে ভাবলাম সবদিক একবাব চেষ্টা করে দেখা যাক. আপনিই হচ্ছেন শেষসূত্র।"

"লোকটা কি দা..লেব পেছনে লেগেছে?"

"সেরকমই মনে হচ্ছে অনুসন্ধানের ধারা দেখে। কিন্তু ফ্রেঞ্চরা মুখ বুজে আছে। কোনো বকম প্রচাব চায় না।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু সবাসবি আমাদেব অনুবোধ কবলো না কেন?"

"অনুরোধ এসেছিলো ওল্ডবয নেটওয়ার্কেব মাবফত..ম্যালিনসনেব কাছে লেবেলেব অনুবোধ। বোধহয আপনাদেব বিভাগেব সঙ্গে ফরাসী সিক্রেট সার্ভিসেব কোনো ওল্ডবয় নেটওয়ার্ক নেই।"

লয়েড বুঝলেন ইঙ্গিতটা। এস. আই. এস. আব ফরাসী এস ডি ই. সি. ব মধ্যে চবম অসদ্ভাবেব ওপব একটু তির্যক কটাক্ষ। তবু চুপ করেই বইলেন, বুঝতে দিলেন না যে তিনি বুঝেছেন।

একটু পরে টমাস আবার বললেন, "কী ভাবছেন আপনি?"

নদীর ওপব দৃষ্টি মেলে দিয়ে লয়েড বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপাব। ফিলবাই কেস আপনাব মনে আছে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

"এখনো ওটা আমাদেব বিভাগে বেশ একটা দুর্বল স্থান হয়েই বয়েছে। ৬১-ব জানুয়াবীতে বেইরুট থেকে তিনি ভাগলেন। অবশ্য খববটা বেরিয়েছিলো অনেক পবে কিন্তু সার্ভিসের ভেতরে কী হইচই, যেন চাকে খোচা লেগেছে। বহু লোক এদিক-ওদিক বদলি হয়ে গেলো। হতে বাধ্য কারণ গোটা, আরব-বিভাগ আব অন্য বিভাগেরও অনেকটাই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন তিনি। ক্যারিবিয়ানে আমাদের গুপ্তসূত্র ভদ্রলোকটিকে খুব তাড়াতাড়ি বদলি করে দেওয়া হলো। কাবণ ছ মাস আগে তিনি ফিলবাইয়েব সঙ্গে বেইরুটে ছিলেন। তাবপব গিয়েছিলেন ক্যারিবে।..প্রায় সেই সময় ডোমিনিক্যান রিপাবলিকেব ডিক্টেটব ত্রুজিলো নিহত হলেন, কিউদাদত্রুজিলোব বাইবে একটা নির্জন রাস্তায়। খবরে প্রকাশ তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদেব হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁব বহু শত্রুও ছিলো। আমাদের চবটি তখন সেখান থেকে লণ্ডনে ফিরে এলেন.. তাঁকে নতুন করে অন্য কোথাও পাঠানো পর্যন্ত তিনি আমার অফিসেই বসতেন। তিনিই

বলেছিলেন যে একটা গুজব উঠেছে সেখানে,...ক্রুজিলোর গাড়ি নাকি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাতে গেরিলারা, সেটায় গোলা ফাটিয়ে ভেতরের আরোহীকে হত্যা করতে পারে...গাড়িটা থামানো হয়েছিলো দেড়শো মিটার দূর থেকে রাইফেলের একটা গুলিতে শুধু...ড্রাইভারের পাশে ছোট্ট ত্রিকোণ কাচের ভেতর দিয়ে এসে সেই গুলি একেবারে ড্রাইভারের গলায় লেগেছিলো সে তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ে...গাড়ির অন্য সব কাঁচ ছিলো বুলেটপ্রুফ।...সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কী জানেন...গুজবে নাকি শোনা যাচ্ছে যে সেই অব্যর্থ বন্দুকবাজটি হচ্ছে একজন ইংরেজ।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকেন দুজন। আঙুল থেকে শুধু খালি বিয়ার মগ দুটো ঝুলতে থাকে। দুজনের মনেই চকিতে ভেসে ওঠে ছায়াছবি. বহুদূরের এক গরম দেশ.. ঊষর রুক্ষ প্রান্তর...চকচকে কালো ফিতের মতো মসৃণ পাহাড়ী রাস্তা...দু পাশে পাথর আর পাথর...তারই ওপর দিয়ে ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে একটা গাড়ি ধেয়ে চলেছে..আরোহীর পরনে আবছা বাদামী পোশাক সোনালী ফিতেটিতে দেওয়া। তিরিশ বছর ধরে তিনি তাঁর রাজ্যে কঠোর হস্তে লৌহশাসন চালিয়ে গেছেন. ভেঙে তুবড়ে যাওয়া একটা গাড়ি থেকে তাঁকে হিঁচড়ে টেনে রাস্তার ধারে ধুলোর মধ্যে পিস্তল দিয়ে মারবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

."ওই ওই যে লোকটা মানে, গুজবের লোকটা.. তার নাম কী?"

"আমি জানি না। মনে নেই। অফিসে শুধু সেই সময় একটা খোশগল্প হচ্ছিল। তখন আমাদের হাতে প্রচুর কাজ। ক্যারিবিয়ান ডিটেরের হত্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় একেবারেই ছিলো না."

"আপনার সহকর্মীটি, যিনি আপনাকে এই গল্পটা বলেছিলেন .রিপোর্ট লিখেছিলেন নিশ্চয়ই?"

"মনে তো হয় সেটাই নিয়ম।. কিন্তু ব্যাপারটা একটা স্রেফ গুজব বুঝলেন সাক্ষ্যপ্রমাণ কিচ্ছু নেই। আমরা তথ্যটথ্য নিয়ে কারবার করি, গুজবে বড় কান দিই না।"

"হুঁ তবু রিপোর্ট একটা নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিলো, কোথাও না কোথাও?"

"হতে পারে," লয়েড বললেন, "হলেও অত্যন্ত সাধারণ বিবরণ হবে সেটা, কোনো গুরুত্বই নেই। শুঁড়িখানার গুজব সে-দেশে আবার হাজার গুজব রটে।"

"তবু ফাইলটা একবার দেখতে পারেন না? যদি কোনো নাম থাকে ওই লোকটার?"

লয়েড রেলিঙের ধার থেকে চলে এলেন। "আচ্ছা, আপনি বাড়ি যান এখন। যদি কিছু পাই তো ফোন করবো।"

পেছন দিককার ঘরে গেলাসগুলো ফেরত দিয়ে চললেন ওঁরা দরজার দিকে। বিদায়ী করমর্দন করতে করতে টমাস বললেন, "অত্যন্ত বাধিত হবো। হয়তো কিছুই নেই, তবু যদি কিছু পাওয়া যায়।"

টমাস আর লয়েড যখন টেমস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, শৃগাল যখন মিলানের এক রেস্তোরাঁর সুশোভিত ছাতে বসে গেলাস থেকে শেষবিন্দু জাবাগ্লিয়োন শুষে নিচ্ছিলো, তখন পারীতে গৃহমন্ত্রণালয়ের অধিবেশন কক্ষে কমিশার ক্লদ লেবেল তাঁর প্রথম পর্যালোচনা বৈঠকে হাজিরা দিচ্ছিলেন।

সেই সবাই উপস্থিত, চব্বিশ ঘন্টা আগে যাঁরা এসেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসেছেন টেবিলের মাথায়, দু ধার দিয়ে বিভিন্ন বিভাগীয় নেতা। টেবিলের অন্য প্রান্তে বসেছেন ক্লদ লেবেল, সামনে একটা ছোট ফাইল। মন্ত্রীমশায় মাথা ঝাঁকাতেই সভার কাজ শুরু হলো।

প্রথমেই বললেন তাঁর মন্ত্রণালয়-অধ্যক্ষ। ফ্রান্স জুড়ে প্রত্যেকটা কাস্টমস অফিসার গতকাল থেকেই দিনরাত যত লম্বা সোনালীচুলওলা পুরুষ ভ্রমণকারী দেশে ঢুকছে তাদের মালপত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করে করে দেখছে। তাদের ছাড়পত্রগুলোও কাস্টমস চৌকিতে ডি. এস. টি.-র লোকেরা যাচাই করে দেখছে, জাল-ফাল নয় তো। (তাই শুনে ডি. এস. টি.-র অধ্যক্ষ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।) যাত্রীরা হয়তো ভাববে শুল্ক পরীক্ষার হঠাৎ কড়াকড়ি হয়েছে, কিন্তু বুঝতেও পারবে না যে সন্দেহ শুধু লম্বা সোনালীচুলওলা লোকদের ওপর। কোনো অত্যুৎসাহী সাংবাদিক যদি প্রশ্ন করে তো বলে দেওয়া হবে যে এটা নিতান্তই প্রশাসনিক কড়াকড়ি, স্মাগলিঙের বিরুদ্ধে। অবশ্য মনেও হয় না এমন কোনো প্রশ্ন উঠবে।...তিনি আরো বললেন যে রোমে ও. এ. এস. ত্রিমূর্তিকে পাকড়াও করবার প্রস্তাব করা হয়েছিলো। কিন্তু কে-দার্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘোরতর আপত্তি উঠেছে কূটনৈতিক কারণে (তাদের কারণটা জানানো হয়নি), এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও তাদের আপত্তি সমর্থন করেছেন (যদিও তিনি কারণটা জানেন)। কাজেই এই প্রসঙ্গের এখানেই শেষ।

এস. ডি. ই. সি.-র জেনারেল গিবো জানালেন যে ও. এ. এস. দল বা তাদের সমব্যথীদের বাইরে কোনো পেশাদার রাজনৈতিক হত্যাকারীর খবর মেলেনি, যদিও সমস্ত নথীপত্র ভালো করে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে।..আর. জি.-র নেতা বললেন ফৌজদারী মহাফেজখানার নথীতেও কিচ্ছু নেই, শুধু ফরাসী নাগরিকদের বেলাতেই নয়, যেসব বিদেশী ফ্রান্সে কাজ চালিয়েছে তাদের বেলাতেও।

ডি. এস. টি. অধ্যক্ষ তারপর তাঁর বক্তব্য বললেন। সকাল সাড়ে সাতটায় গার দ্যু নর্দের কাছে একটা ডাকঘর থেকে টেলিফোন করা হয়েছিলো রোম হোটেলের নম্বরে যেখানে ও. এ. এস. নেতারা বাস করছে। আট সপ্তাহ আগে যখন তাদের ওই হোটেলে অবস্থিতির কথা জানা গেছে তখন থেকেই আন্তর্জাতিক সুইচবোর্ডের অপারেটরদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ওই নম্বরে কেউ টেলিফোন করলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে। সকালে যে লোকটা ছিলো সে একটু দেরি করে ফেলেছে। নম্বরটা যে তার কালো খাতায় আছে এই কথা বোঝবার আগেই সংযোগ দিয়ে দিয়েছিলো। বোঝা মাত্র ডি. এস. টি. কে খবর দেয়। তবু বুদ্ধি করে বার্তালাপটা সে শুনে রেখেছিলো। বার্তা ছিলো ঃ 'পোয়াতেরকে জানাচ্ছে ভামি...শৃগাল ফাঁস হয়ে গেছে...আবার বলছি..শৃগাল ফাঁস হয়ে গেছে কওয়ালস্কিকে নিয়ে নিয়েছে.. মরার আগে গলা ছেড়েছিলো.. ব্যাস্ খবর খতম।'

কয়েক সেকেণ্ড ধরে ঘরে সবাই চুপ করে রইলেন।

টেবিলের এক কোণ থেকে মৃদুস্বরে লেবেল প্রশ্ন করে উঠলেন, "কী করে জানলো ওরা?" সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাঁর দিকে চাইলেন। শুধু কর্নেল রলাঁই দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন, তন্ময় হয়ে কী ভাবছেন তিনি। হঠাৎ বলে উঠলেন, "ইশ্!" পরিষ্কার কণ্ঠে বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আবার তাঁর দিকে ফিরে চাইলেন। চটকা ভেঙে উঠলেন তিনি। বললেন, "মার্শাই।. রোম থেকে কওয়ালস্কিকে আনবার জন্যে আমরা একটা টোপ ফেলেছিলাম। তার একটা পুরনো দোস্ত আছে, নাম জোজো ভিজিবোওস্কি। লোকটার বউ আর মেয়েও আছে। তাদের আমরা আটক করে রেখেছিলাম যতক্ষণ না কওয়ালস্কিকে আমরা ধরতে পেরেছি। তারপর ছেড়ে দিয়েছি তাদের। কওয়ালস্কির কাছ থেকে আমি শুধু সর্দারদের খবর জানতেই চেয়েছিলাম। তখন তো শৃগাল চক্রান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোনো কারণই ছিলো না.. অন্তত তখন। পরে অবশ্য ব্যাপারটা বদলে গেছে। নিশ্চয়ই ওই পোলটা মানে, জোজো, দালাল ভামিকে খবর দিয়েছে।. দুঃখিত।"

লেবেল এবার প্রশ্ন করলেন, "ডাকঘরে কি ডি. এস. টি. ভামিকে ধরেছে?"

"না," ডি. এস. টি.-র কর্তা বললেন, "মিনিট দুয়েক দেরি হয়ে গিয়েছিলো আমাদের। অপারেটরের গাফিলতি।"

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন কর্নেল সাঁক্রেয়ার, "অক্ষমতার মিনার এক-একটা!" ...কয়েকজোড়া ক্রুদ্ধ চোখ তাকালো তাঁর দিকে।

জেনারেল গিবো বললেন, "অন্ধকারেই আমরা পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি অজানা দুশমনের বিরুদ্ধে।...কর্নেল যদি কাজের ভারটা নিজেই নিতে চান পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে..."

এলিজে প্রাসাদেব কর্নেলটি যেন তক্ষুণি আবিষ্কার করে ফেললেন যে তাঁর ফাইলের কাগজগুলো ভীষণ দরকারী। তাই সেগুলোতেই চোখ ডুবিয়ে রাখলেন। শুনতেই পাননি যেন জেনারেলেব প্রচ্ছন্ন শাসানি। মনে মনে কিন্তু ততক্ষণে বুঝেছেন অতি নাটক করে ফেলেছেন একটু।

"মনে হয় ভালোই হয়েছে এতে" মন্ত্রীমশায স্বগতোক্তি করে উঠলেন যেন, "ওরা খবরটা পেয়ে গেলো যে ওদের ভাড়া-কবা বন্দুকেব কথা আমরা জেনে গেছি। এ চেষ্টা ওরা তাহলে এখন ছেড়ে দেবে।"

এতক্ষণে অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছেন সাঁক্রেযার। জোর গলায় বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চযই, মন্ত্রীমশাই ঠিকই বলেছেন। আর সাহস পাবে না এগুতে। লোকটাকে স্রেফ ফিরে যেতে বলবে।"

"তাকে কিন্তু আবিষ্কার করা হয়নি এখনো," শান্তকণ্ঠে লেবেল বললেন, "এখনো লোকটার নামই আমরা জানি না। এই সঙ্কেতে ও হয়তো আরো সাবধান হবে, আরো সুদৃঢ় করবে তার যড়যন্ত্র। ঝুটা কাগজ, ছদ্মবেশ..."

মন্ত্রীর মন্তব্যে ঘবজুড়ে যে আশা ফুটে উঠেছিলো একটু আগে, তা এখন কোথায মিলিয়ে গেলো। রজাব ফ্রে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষীণকায় কমিশারটির দিকে তাকালেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, কমিশার লেবেলের বক্তব্য আগে শোনা যাক। উনিই এই অনুসন্ধানের নেতা। আমরা তো আছি শুধু তাঁকে সাহায্য কবতে।"

তাই শুনে লেবেল তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন। আগেব দিন সন্ধ্যা থেকে তিনি কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন...এখানে নথীপত্র পরীক্ষা করে কেন তাঁর সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিলো যে এই বিদেশীর বৃত্তান্ত যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা রয়েছে শুধু বিদেশের কোনো পুলিস ফৌজের খাতায়, ফ্রান্সে নয়। সেইজন্যেই বিদেশে অনুসন্ধান করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যা মঞ্জুব হয়েছে। সাতটা বড় বড় দেশেব পুলিসপ্রধানদের কাছে তখন ইন্টারপোল মারফত পারসন-টু পারসন টেলিফোন করলেন।..."আজ সারাদিন ধরে যা জবাব পেয়েছি, সেগুলো আপনাদের এখন জানাই," তিনি বললেন, "হল্যাণ্ড, কিছু নেই। ইতালি, একাধিক ভাড়াটে খুনী রয়েছে, কিন্তু তাদের সবাই মাফিয়াদের অধীনে কাজ করে। কাবাবিনিয়েরি ও রোমের কাপোর মধ্যে গুপ্ত তদন্ত করে জানা গেছে যে কোনো মাফিয়া খুনী কখনো বিনা হুকুমে রাজনৈতিক হত্যা করে না, এবং মাফিয়াও বৈদেশিক রাষ্ট্রের নেতাকে হত্যা করবার হুকুম কখনো দেয় না।"...বলেই চোখ তুলে তাকালেন লেবেল, "ব্যক্তিগতভাবে আমারও বিশ্বাস যে কথাটা সত্যিই।"...তারপর আবার চোখ নামিয়ে বিবরণী বলে যেতে থাকলেন : "বৃটেন, কিছু নেই, তবে স্পেশাল ব্রাঞ্চে অনুরোধটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আরো বিশদ অনুসন্ধানের জন্যে।"

চাপা স্ববে বলে উঠলেন সাঁক্রেযাব, “চিবকেলেব আল্‌সে জাত।” মন্তব্যটা লেবেলেব কানে যেতেই তিনি তাঁব দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণ, আমাদেব ইংবেজ বন্ধুবা। স্কটল্যাণ্ড ইযার্ডকে খেলো ভাববেন না।” আবাব পডতে আবম্ভ কবলেন তিনি ঃ “আমেবিকা, দুজন সম্ভাব্য ব্যক্তি। একজন হচ্ছে মিয়ামি, ফ্লোবিডাব, এক বিবাট আন্তর্জাতিক অস্ত্র-ব্যবসায়ীব ডান হাত। লোকটা একজন ভূতপূর্ব ইউ এস মেবাইন পবে ক্যাবিবিয়ানে সি আই এ-ব চব হযে যায। বে অফ পিগসেব ঘটনাব অল্প কিছুদিন আগে একজন কিউবান অ্যান্টি-ক্যাস্ট্রোইস্টকে মাববাব জন্যে তাব চাকবি চায। ওই কিউবানটিব হাতে ছিলো আবাব ওই অপাবেশনেব একটা অংশেব ভাব। তাবপব এই আমেবিকানটিকে চাকবি দিলো একজন অস্ত্র ব্যবসাযী। এই ব্যবসায়ীটিকে দিযে সি আই এ বেসবকাবীভাবে বে অফ পিগস আক্রমণকাবী ফৌজকে অস্ত্র সবববাহ কবিযেছিলো। অস্ত্রব্যবসাযে এই ব্যবসাযীটিব দুজন প্রতিপক্ষ তাবপব হঠাৎ দুর্ঘটনায মাবা যায়, বিশ্বাস যে এইসব দুর্ঘটনাব জন্যে দাযী তাব নতুন কর্মচাবীটি। লোকটাব নাম চার্লস 'চাক' আর্নল্ড। এফ বি আই থেকে এখন তাব সন্ধান চলছে। দ্বিতীয লোকটিব নাম মার্কো ভিত্তেলিনো। আগে সে নিউ ইযর্কেব এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডা অধিপতি অ্যালবার্ট আনাস্তাসিযাব দেহবক্ষী ছিলো। ৫৭ সালেব অক্টোববে নাপিতেব চেযাবে গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মাবা যায় ভিত্তেলিনো তখন প্রাণেব ভযে আমেবিকা ছেড়ে পালায ভেনিজুয়েলাব কাবাকাসে গিযে বাস কবে তাবপব। নিজে নিজেই নানাবকম অপবাধবৃত্তি শুরু কবে, কিন্তু সফল হয না। স্থানীয ভূতলবাজ্য তাকে দাবিযে বাখে। এফ বি আই-এব মতে ওব অবস্থা এখন এত খাবাপ যে কোনো বিদেশী প্রতিষ্ঠানেব কাছ থেকে ভালো দাম পেলে মানুষ খুন কবাতেও বাজী আছে তা সে যেই হোক।

ধবেব মধ্যে নীববতা নেমে থাকে কেউ কিছুই বলেন না

'বেলজিযাম একটা সম্ভাবনা। মানসিক রুগী খুন কবে আনন্দ পায। আগে কাটাঙ্গাব সোম্বেব ফৌজে ছিলো ধবা পডবাব পব ইউনাইটেড নেশনস ওকে সে দেশ থেকে বেব কবে দেয। বেলজিযামেও ফিবতে পাবেনি কাবণ সেখানে ওব নামে দুটো খুনেব পবোযানা। ভাডাটে বন্দুকবাজ ভীষণ চালাক। নাম জুল বেবেঙ্গাব ধাবণা মধ্য আমেবিকাতে চলে গিযেছিলো। বেলজিযান পুলিস ওব এখনকাব সম্ভাব্য ঠিকানা খুঁজে দেখছে। জার্মানী একমাত্র একটাই অনুমান। শানসভিযেটেব কার্সেল, ভূতপূর্ব এস এস মেজব যুদ্ধ অপবাধেব জন্যে দুদেশ ওকে খুঁজে বেডাচ্ছে। যুদ্ধেব পব পশ্চিম জার্মানীতে ছদ্মনামে বাস কবতো। প্রাক্তন এস এস সদস্যদেব গুপ্ত সংস্থা ওডেশাব হযে অর্থেব বিনিময়ে নবহত্যা কবতো যুদ্ধ পববর্তী বাজনৈতিক পবিস্থিতিতে দুজন বামপন্থী সমাজবাদী যখন যুদ্ধ অপবাধেব ওপব সবকাবী তদন্ত বসাবাব আন্দোলন জোবদাব কবেন, তখন তাঁবা হঠাৎ নিহত হন। অনুমান যে এই ব্যক্তি সেই চক্রান্তে ঘনিষ্ঠভাবে জডিত। তাবপব তাব আসল পবিচয প্রকাশ হযে পডে। আগেভাগে খবব পেযে স্পেনে পালায। বিশ্বাস যে সে এখন মাদ্রিদে অবসব জীবন কাটাচ্ছে

লেবেল আবাব মুখ তুলে তাকালেন “লোকটাব বযেস একটু বেশী, সাতান্ন। কাজেই এই কাজেব জন্যে বোধহয যোগ্য নয।”

“সবচেযে শেষে, দক্ষিণ আফ্রিকা। একজন সম্ভাব্য ব্যক্তি। পেশা—চাকুবি। নাম— পিয়েট শুইপাব। এও ছিলো সোম্বেব একজন চাঁই বন্দুকবাজ। দক্ষিণ আফ্রিকায তাব বিরুদ্ধে কোনো সবকাবী অভিযোগ নেই কিন্তু অবাঞ্ছিত মনে কবা হয তাকে। অব্যর্থ নিশানা, একলা মানুষ খুন কবা ওব প্রায নেশা। এই বছবেব প্রথম দিকে কাটাঙ্গা বিচ্ছিন্ন হবাব প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয তখন

ওকে কঙ্গো থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর আর ওর সংবাদ জানা নেই। ধারণা যে পশ্চিম আফ্রিকার কোথাও আছে সে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্পেশাল ব্রাঞ্চ এখন অনুসন্ধান করে দেখছে।..."

বলা শেষ করে থামলেন। ঘরের চোদ্দজন ব্যক্তি তাঁর দিকে নীরবে চেয়ে থাকেন, কোনো অভিব্যক্তি নেই তাঁদের।

"অবশ্য, এ থেকে কিছুই বোঝা যায় না," বিষণ্ণকণ্ঠে লেবেল বললেন, 'আমি তো শুধু সাতটা এমন দেশে খোঁজ নিয়েছি যেখানে এরকম লোক থাকা খুবই সম্ভব। নাও তো হতে পারে তা, হয়তো শৃগাল আসলে একজন সুইস বা অস্ট্রিয়ান বা অন্য কিছু। তারাপর দেখুন ওই সাতটা দেশের মধ্যে তিনটে দেশ জানিয়েছে যে তাদের কিছু জানাবার নেই,.. তাদের তো ভুলও হতে পাবে। শৃগাল ইতালিয়ান বা ডাচম্যান বা ইংলিশও তো হতে পারে। কিংবা সে হয়তো সাউথ আফ্রিকান, বেলজিয়ান, জার্মান বা আমেরিকান, অথচ যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে নয়। বলা যায় না কিছুই। অন্ধকারে শুধু পথ খুঁজে বেড়ানো, কখন আলো দেখা যাবে সেই আশায়।"

"শুধু আশায় আশায় আর কদ্দূর যেতে পারবো?" ফোড়ন কেটে উঠলেন সাঁক্রেয়ার।

বিনীত ভঙ্গীতে লেবেল জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেলের বোধহয় কোনো নতুন পরিকল্পনা রয়েছে?"

হিমকণ্ঠে জবাব দিলেন সাঁক্রেয়াব, "ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে কবি যে লোকটা এখন হুঁশিয়ার হয়ে পড়েছে, আর আসবে না। তবে চক্রান্ত প্রকাশ হয়ে পড়ায় কোনোমতেই সে প্রেসিডেন্টের কাছ ঘেঁসতে পারে না, অতএব এই কুপ্রচেষ্টা এখন শেষ। রদাঁবা তাকে যত টাকাই দিতে চান না কেন এখন ওরাই বরং টাকা ফেরত চাইবে, বলবে চুক্তি বাতিল।"

"আপনি তো মনে করছেন যে লোকটা হুঁশিয়ার হয়ে পড়েছে, কিন্তু মনে করা তো আশা করার চেয়ে বেশী নয়," মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন লেবেল, "কাজেই আমি মনে করি যে তদন্ত চালিয়ে যাওয়াই ভালো।"

"তদন্তের বর্তমান পরিস্থিতি কী, কমিশনার?" মন্ত্রীমশায় প্রশ্ন করলেন।

"বিদেশী পুলিসফৌজ থেকে টেলেক্সে আসতে শুরু করেছে ওই সব সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পূর্ণ পরিচিতি, যাদের কথা আপনাদের জানালাম। কাল দুপুর নাগাদ, আশা করি, সমস্ত বিবরণ এসে যাবে। বেতারে ছবিও পাঠাবে ওরা। কোনো কোনো দেশের পুলিস তো তাদের বর্তমান অবস্থানও খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে, যাতে আমরা সেখান থেকে কাজ শুরু করতে পারি।"

"ওরা কি মুখ বন্ধ রাখবে বলে ভাবেন?" সাঙ্গুইনেত্তি প্রশ্ন করলেন।

"না রাখার তো কোনো কারণ দেখি না," লেবেল উত্তর দিলেন, "প্রতি বছর ইন্টারপোল দেশগুলোর উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারীরা শয়ে শয়ে এমন অতি গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন, তার মধ্যে অনেক এরকম ব্যক্তিগত অনুরোধও থাকে। সব দেশই সৌভাগ্যক্রমে অপরাধ-বিরোধী তা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ তাদের যেমনই হোক না। সেইজন্যেই আমাদের মধ্যে তেমন রেষারেষি থাকে না যেমন থাকে আন্তর্জাতিক বিভাগের রাজনৈতিক শাখাগুলোয়। পুলিসফৌজদের মধ্যে সহযোগিতা খুব ভালো।"

"রাজনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রেও?" ফ্রে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পুলিসের কাছে রাজনৈতিক অপরাধও অপরাধ। সেইজন্যেই আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধগুলো করতে চেয়েছিলাম, বিদেশ-মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নয়। অবশ্য তাহলেও অনুসন্ধান

যে করা হচ্ছে সেকথা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন তাদরে রাষ্ট্রীয় নেতারা। তবু এই নিয়ে ঘোঁট পাকানোর তো কারণ আমি দেখি না। রাজনৈতিক হত্যাকারী দুনিয়ার সর্বত্রই অবাঞ্ছিত।"

"কিন্তু এরকম অনুসন্ধান যে করা হয়েছে তা জানতে পারলেই তারা দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কী, মনে মনে হাসবে, তামাশা জুড়বে আমাদের প্রেসিডেন্টকে নিয়ে," সাঁক্রেয়ার বলে উঠলেন।

"না, আমি তা মনে করি না। কেন করবে বলুন? একদিন তো তাদেরও এমন অবস্থা হতে পারে," লেবেল বললেন।

"আপনি রাজনীতি কিচ্ছু জানেন না, তাই বুঝতে পারছেন না কিছু কিছু এমন লোক আছে যারা শুনলে খুশী হবে যে এক হত্যাকারী আমাদের প্রেসিডেন্টের পিছু নিয়েছে,' সাঁক্রেয়ার বললেন, "এবং সেইজন্যেই এই ব্যাপারটার এরকম সাধারণ প্রচার আমাদের প্রেসিডেন্ট চাননি।"

"এটাকে আপনি সাধারণ প্রচার কেন বলছেন," লেবেল বললেন, "এ তো মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোক জানবে শুধু, অতি সীমিতভাবে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন। এবং যাঁরা জানবেন তাঁরা অত্যন্ত গোপনীয় সমস্ত বিষয় নিজেদের মগজে বয়ে নিয়ে বেড়ান, যা প্রকাশ হয়ে পড়লে তাঁদের দেশের বহু রাজনৈতিক নেতাও অগাধ জলে ডুবতে পারেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার সুরক্ষাব্যবস্থার গভীরতম গোপন তথ্যগুলোও জানেন। সেগুলো তাঁদের জানতে হয় সেগুলো রক্ষা কববার জন্যেই। কাজেই তাঁরা যদি বিচক্ষণ না হন, সাবধানী না হন, ওরকম পদে বহাল থাকতেও পারেন না।"

"প্রেসিডেন্টের শেষকৃত্যে বরং সকলকে নেমন্তন্ন না করে কিছু লোককে আগেভাগে জানানো ভালো," বুভে গজগজ করে উঠলেন, "দু বছর ধরে আমরা ও. এ. এস.-এর সঙ্গে লড়ছি, আমরা জানি। প্রেসিডেন্টেব নির্দেশ ছিল শুধু ব্যাপারটা যেন কাগজে না ছড়ায়, লোকে যেন বলাবলি না করে।"

মন্ত্রীমশায় বাধা দিয়ে ওঠেন, 'ব্যস ব্যস, যথেষ্ট, থামুন আপনারা। কমিশার লেবেলকে আমিই অনুমতি দিয়েছিলাম বিদেশী পুলিসফৌজেব কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আর সেই অনুমতি আমি দিয়েছিলাম", আড়চোখে তিনি সাঁক্রেয়ারের দিকে চাইলেন, "রাষ্ট্রপতিকে জিজ্ঞেস করেই।"

কর্নেল তাই শুনে একেবারে চুপসে গেলেন। ঘরসুদ্ধ লোক যেন তাতে বেশ খুশী।

"আর কিছু বলবার আছে আপনাদে '" রজার ফ্রে শুধালেন।

রলাঁ হাত তুললেন। "মাদ্রিদে আমাদের একটা শাখা আছে। স্পেনে তো বহু ও এ. এস. গিয়ে পালিয়েছে, তাই সেখানে আমাদের একটা অফিস রাখতে হয়। কাজেই আমরা ওই নাৎসি লোকটা, কাসেলের খোঁজখবব নিতে পারবো, শুধু শুধু পশ্চিম জার্মান সবকারকে হয়রানি করবার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া শুনতে পাই বন-এর বিদেশদপ্তরের সঙ্গে নাকি আমাদের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত তা নেই।"

ফ্রেব্রুয়ারী মাসে আর্গোকে পাকড়াও ক . আনার ঘটনার তির্যক উল্লেখে অনেকেই হেসে ফেললেন।...ফ্রে তাকালেন লেবেলের দিকে।

লেবেল বললেন, "তাহলে তো খুব ভালো হয়,...ধন্যবাদ। লোকটাকে যদি খুঁজে বের করতে পারেন তো কাজের খুব সুবিধা হয়। এখন আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নেই। গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে আপনাদের বিভাগগুলো আমাকে যেমন সাহায্য করেছে তেমনই যদি করে যায় তাহলেই হবে।"

"আচ্ছা, তাহলে কাল আবার আমরা মিলছি।" মন্ত্রীমশায় কাগজ গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সভা শেষ হয়ে গেলো।... বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে লেবেল একবুক হাওয়া টানলেন। রাতের মৃদু হাওয়া পারী শহরের ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলো। নতুন দিন হলো শুরু, মঙ্গলবার ১৩ই আগস্ট।

বারোটার ঠিক পরে ব্যারি লয়েড টেলিফোন করল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে তাঁর চিজউইকের বাড়িতে। টমাস বিছানার পাশে তাঁর আলোটা সবে নিভিয়েছেন এমন সময় ফোন বেজে উঠলো।

"শুনুন, ওই রিপোর্টের কপিটা দেখলাম," লয়েড জানালেন, "ঠিকই বলেছিলাম আমি। অত্যন্ত সাধারণ একটা রিপোর্ট। ওই দ্বীপে ওই সময় একটা গুজব ছড়িয়েছিলো, ব্যস, তারই কথা।...ফাইলে পেশ হওয়ামাত্র হুকুম জারী হয়ে গিয়েছিলো ঃ 'কোন অ্যাকশন নেবার দরকার নেই।' আপনাকে তো বলেইছিলাম আমরা তখন ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম নানা কাজে।"

"কোনো নামটাম আছে দেখলেন?" ফিসফিস করে বললেন টমাস যাতে বৌয়ের ঘুম না ভেঙে যায়।

"হ্যাঁ.. ওই দ্বীপের একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রায় সেই সময়টায় হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। হযতো সে নির্দোষ কিন্তু গুজবে তার নামটাই ছড়িয়ে পড়ে। নাম হলো চার্লস ক্যালথর্প।"

"ও, আচ্ছা.. ধন্যবাদ ব্যারি, সকালে খোঁজ নিয়ে দেখবো।" ফোন রেখে তিনি শুতে চলে গেলেন।

লয়েড খুব গোছানো মানুষ কাজের ব্যাপারে অতি সতর্ক। টমাসের অনুরোধ এবং তার জবাব একটা কাগজে লিখে 'রিকোয়ারমেন্টস' বিভাগে পাঠিয়ে দিলেন। রাতের শেষ প্রহরে রিকোয়ারমেন্টের নাইট ডিউটির কর্মচারী বিবরণটি পড়ে মুখ টিপে হাসলো। পারীর কথা লেখা আছে বলে বিদেশদপ্তরের ফ্রান্স [illegible]ের ডাকবাক্সে দিলো রেখে। ডাকবাক্সটা সকাল হলেই চলে যাবে সেকশন হেড অফ ফ্রান্সের টেবিলে। তিনি অফিসে এসে নিজেই দেখবেন এ সব চিঠিপত্র।

চোদ্দ

সকালে নিয়মিত সময়ে উঠলো শৃগাল, সাড়ে সাতটায় খাটের পাশে চা রেখে গিয়েছিলো, খেয়ে নিলো সেটা। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে পরিপাটি হয়ে সুটকেসের আস্তর খুলে এক হাজার পাউণ্ড নিয়ে চললো প্রাতরাশে। নটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে ভায়ামানজোনির ফুটপাথ ধরে ব্যাঙ্কের সন্ধানে হাঁটতে লাগলো। দু ঘন্টা ধরে পরপর কয়েকটা ব্যাঙ্ক থেকে অল্প অল্প করে পুরো হাজার পাউণ্ডই নিলো ভাঙিয়ে. দুশো পাউণ্ডের নিলো ইতালীয় লিরা আটশো পাউণ্ডের ফরাসী ফ্রাঁ। একটা কাজ হলো এতক্ষণে। কাফেতে ঢুকে ঝুলবারান্দায় বসে এসপ্রেসো কফি খেয়ে নিয়ে দ্বিতীয় কাজে নামলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গ্যারিবল্ডি স্টেশনের কাছে পোর্তা গ্যারিবল্ডির উল্টোদিকে এক শ্রমিক এলাকায় গিয়ে হাজির হলো। পেয়ে গেলো যা খুঁজছিলো, সারসার দাঁড়িয়ে আছে কুলুপ আঁটা গ্যারেজ। মোড়ের মাথায় একটা গ্যারেজ ভাড়া করে ফেললো। ভাড়া নিলো খুব বেশী। দুদিনের জন্যে দশ হাজার লিরা। যাক, শুধু দুদিনের ওয়াস্তা বৈ তো নয়। লোহালক্কড়ের দোকান থেকে তারপর কিনলো তার কাটবার কাঁচি, কয়েক গজ সরু তার, সলডারিং আয়রণ, আর ফুটখানেক রড। কাজ করবার জন্যে পোশাকও কিনে

নিলো, আঙরাখা একটা। চটের থলে কিনে নিয়ে জিনিসগুলো তাতে ভরে গ্যারেজে রেখে দিলো। তারপর গ্যারেজ বন্ধ করে চাবিটা পকেটে পুরে চলে এলো শহরের অভিজাত অঞ্চলে। লাঞ্চ সারলো সেখানে।...দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়তেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো মোটর গাড়ি ভাড়া করবার একটা প্রতিষ্ঠানে। আগেই সেখানে ফোন করে দিয়েছিলো। প্রতিষ্ঠানটা ছোট, বনেদীও নয় তেমন। এখান থেকে ভাড়া নিলো একটা ১৯৬২ সালের দুই সীটের আলফা-রোমিও স্পোর্টস গাড়ি। বললো, দিন পনেরোর জন্যে ছুটিতে এসেছে, গোটা ইতালী দেখবার শখ, ঘুরেটুরে দেখে তারপর গাড়ি ফেরত দিয়ে যাবে। তার পাসপোর্ট ও ব্রিটিশ এবং আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিলো একেবারে ত্রুটিহীন। অতএব অসুবিধা কিছু হলো না। এক ঘন্টার মধ্যে পাশের একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানি থেকে গাড়ি ইনসিওরেন্স করা হয়ে গেলো। অবশ্য গাড়ির জন্যে মোটা টাকা গচ্ছিত রাখতে হলো, প্রায় একশো পাউণ্ডের মত। তবে বিকেলবেলার মধ্যেই গাড়ি পেয়ে গেলো। লণ্ডনে থাকতেই অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েসন থেকে খবর নিয়েছিলো যে ইতালিতে রেজিস্ট্রি করা গাড়ি ফ্রান্সে চালাতে কোনো ঝক্কি নেই। দুটো দেশই কমন মার্কেটের সদস্য। তাই ড্রাইভিং লাসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, ভাড়া নেবার দলিল আর ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র যদি ঠিক থাকে তো কোনো অসুবিধাই হবে না।..ভেনেজিয়া রাস্তায় অটোমোবিল ক্লাব ইতালিয়ানোয় গিয়ে জিজ্ঞেস করে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানির নামঠিকানা জানতে পারলো যারা বিদেশে গাড়ি চালানোর জন্যে ইনসিওরেন্স-এর ভার দেয়। সেই অফিসে এসে নগদ টাকায় আরো কিছু ফালতু প্রিমিয়াম গুণে ফ্রান্সে গাড়ি চালাবার ইনসিওরেন্স করে নিলো। শুনলো যে ফ্রান্সের সঙ্গে সেই কোম্পানীর একটা মস্ত বড় ইনসিওরেন্স কোম্পানির পারস্পরিক সহযোগিতা আছে সুতরাং তাদের কাগজপত্র ফ্রান্সে বিনা দ্বিধায় গৃহীত হবে। সেখান থেকে আলফা চেপে চলে এলো কান্তিনেন্তেলে। হোটেলের কারপার্কে গাড়ি রেখে ঘরে এলো। চায়ের পর ওই সুটকেসটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো যেটায় রাইফেলের অংশ ভরা আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলো তার ভাড়া করা গ্যারেজে।

দরজা ভালো করে বন্ধ করে কাজে লেগে পড়লো। মাথার ওপর আলোর সকেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো সলডারিং আয়রণ। মেঝেতে খুব জোরালো আলো লাগিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকলো। দু ঘন্টা সরু লোহার নলগুলোকে আলফার চ্যাসিসের নীচে ফাঁপা গর্তে খুব সাবধানে ওয়েল্ড করে লাগিয়ে দিলো। নলগুলোর ভেতরেই থাকলো রাইফেলের অংশগুলো। আলফা গাড়ি নেবারও একটা বিশেষ কারণ ছিলো, লণ্ডনে মোটর ম্যাগাজিনগুলো উল্টে উল্টে দেখেছিলো যে ইতালিয়ান গাড়ির মধ্যে আলফার চ্যাসিসই খুব দৃঢ় আর তার নীচে থাকে ভেতরদিকে অনেকখানি ফাঁপা জায়গা।..নলগুলো সরু চটের থলেতে মোড়া ছিলো। লোহার তার দিয়ে সেগুলোকে আড়াআড়ি করে চ্যাসিসের তলায় আটকে তারের প্রান্তগুলোকে চ্যাসিসের সঙ্গে দিলো ওয়েল্ড করে। কাজ শেষ হলো। ঘাড়ে হাতে এখন অসহ্য ব্যথা, আঙরাখাটাও তেলকালিতে মলিন। কিন্তু কাজ বেশ ভালোই সম্পন্ন হয়েছে, খুব ভালো করে পরখ না করলে নলগুলো যে আছে তা টেরও পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর কিছুদূর চলতে না চলতে ধুলোকাদায় ওগুলো এক হয়ে মিশে যাবে চ্যাসিসের সঙ্গে। আঙরাখা, সলডারিং আয়রণ ও তারের বাড়তি টুকরো চটের থলেতে ভরে গ্যারেজের এককোণে নোংরা ন্যাকড়ার নীচে ঢুকিয়ে রাখলো। তার কাটার কাঁচি ড্যাশবোর্ডের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে রেখে দিলো। খালি সুটকেসটাকে বুটে ঢুকিয়ে গ্যারেজ বন্ধ করে আলফা চালিয়ে যখন হোটেলে ফিরে এলো তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়। ঘরে এসে স্নানটান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ককটেল আর ডিনারের জন্যে নামলো নীচে। ডেস্কের কেরানীকে বলে দিলো ডিনারের পর যেন তার বিল পাঠিয়ে দেয়, চলে

যাবে কাল ভোরে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘরে এক কাপ চা পাঠিয়ে তাকে যেন ডেকে দেওয়া হয়।

রাতের খানা হলো বেশ চমৎকার। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলো সে। হোটেলের পুরো বিল মিটিয়ে হাতে আর কিরা রইলো না। এগারোটার পর ঘরে গেলো শুতে।

স্যার জ্যাসপার কুইগেল অফিস-কামরায় দাঁড়িয়েছিলেন জানলার সামনে। হাতদুটো পেছনে দৃঢ়বদ্ধ। বিদেশদপ্তরের এই ঘর থেকে বাইরে ঘোড়সওয়ার রক্ষীদের কুচকাওয়াজ দেখা যায়। এখনো দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যই দেখছিলেন তিনি। নুড়িবিছানো জমির ওপর দিয়ে হাউসহোল্ড ক্যাভালরির একটা দল ঝকমকে পোশাক পরে সার বেঁধে চলেছে অ্যাডমিরাল্টি ও মাল পেরিয়ে বাকিংহাম প্যালেসের দিকে। স্যার জ্যাসপারের খুব ভালো লাগে এই দৃশ্য। প্রাণে রোমাঞ্চ জাগে। খাঁটি ইংলিশ রেওয়াজ, সনাতন ঐতিহ্যের সুষমামণ্ডিত। কতদিন সকালে এসে তিনি জানলায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখেন নীল উর্দিপরা সওয়ারেরা দুলকি চালে চলেছে, প্যারেড গ্রাউণ্ডে রোদ ঝলকাচ্ছে, বাইরে থেকে ভ্রমণকারীর দল ঘাড় উঁচু করে দৃশ্য দেখছে। বাইরের কত দেশে কত দূতাবাসে তিনি থেকেছেন, ছোটখাটো দেশ, বড় বড় দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বর্ণাঢ্যতা আবার কত শ্রীহীনতা কত মালিন্য তবু আজো তার গা শিউরে ওঠে এই সনাতন দৃশ্য দেখে স্বদেশের জন্য গর্ব হয় তার। যখনই মনে হয় যুগে যুগে, কালে কালে সমুদ্রের ওপার থেকে কত না দস্যু আসতে চেষ্টা করেছে এই দৃশ্য রোধ করতে, তখনই তাঁর চোখের কোণ দিয়ে জল ওঠে তাড়াতাড়ি ফিরে যান নিজের টেবিলে কাগজে ঘাড় গুঁজতে।

তবে আজ সকালে তাঁর মেজাজই আলাদা। রাগে ফুঁসছেন তিনি। মুখের রেখায় বা চোখের দৃষ্টিতে সেই রাগের এক আধটুক ঝলক পড়লেও বাইরে বিশেষ প্রদর্শন নেই। ঘরে তিনি একাই। বিদেশদপ্তরে তার দায়িত্ব ফ্রান্স দেশকে নিয়ে। তিনি হেড অব ফ্রান্স। তার মানে অবশ্য এ নয় যে তিনি ফরাসী অধিপতি। তিনি শুধু নজর রাখেন প্রণালীর ওপর পারের ওই দেশটার কাণ্ডকারখানা রাজনীতি শাসননীতি আশা আকাঙ্ক্ষা, হতচ্ছাড়া দেশটার চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের ওপরেও।

স্যার জ্যাসপার কইগেল কিন্তু [illegible] করে মনস্থির করতে পারলেন না। দোনামনা হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। ডাকবেন কি ডাকবেন না এস আই এস এর অধ্যক্ষকে। হেড অব ফ্রান্স হিসাবে তিনি শুধু এস আই এস এর একজন গ্রাহকমাত্র, তার পরিচালক নন। তাছাড়া, এস আই এস অধ্যক্ষ যাকে বলে ভালো প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বীই একজন। মেজাজে ঠিক ততটাই তিরিক্ষে হয়তো [illegible] কেরিয়ার খতম করে দিতে পারেন কিন্তু তাঁকেও তিনি ছেড়ে কথা কইবেন না। ঠিক কৈফিয়ত চাইবেন কেন তিনি একজন ইনটেলিজেন্স অফিসারকে তাঁর বিনানুমতিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কথাটা মনে হতেই মন কালো হয়ে গেলো। এস আই এস অধ্যক্ষ আবার উচ্চতম মহলে তাস খেলেন, তাদের সঙ্গে ইয়র্কশায়ারে মৃগয়ায় যান। খেতাব পাওয়ার দিনও এসে গেলো প্রায়, সামনের মাসেই। তিনিও তো চেষ্টা করছেন উচ্চতম মহলের একটা পার্টিতে কোনোরকমে যদি পাওয়া যায়। নাঃ, যাক গে, বলার দরকার নেই। ঘোড়সওয়ারদের কুচকাওয়াজ দেখতে দেখতে মনকে প্রবোধ দিলেন, 'ক্ষতি যা হবার তাতো হয়েই গেছে।'

একটার সময় ক্লাবে তাঁর লাঞ্চ খাওয়ার অতিথিকেও বললেন সেই কথা, "ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ফরাসীগুলোর সঙ্গে চালিয়ে যাবে এখন সহযোগিতা। বেশী খাটনি আবার যেন না খাটে, অ্যাঁ?" নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ। হোঃ হোঃ করে হাসলেন কী

মজাব! দুর্ভাগ্যক্রমে লাঞ্চেব অতিথিকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি, তাঁব প্রভাব যে অতখানি তা স্বপ্নেও জানতেন না। কাবণ তাব অতিথিটি সত্যিই উচ্চতম মহলে ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ।

সংসদে প্রশ্নোত্তবেব পালা সেবে প্রধানমন্ত্রী যখন চাবটেব একটু আগে ১০ নম্বব ডাউনিং স্ট্রীটে ফিবলেন তখন প্রায একযোগেই পেলেন দুটি বিপোর্ট একটি লিখিত মেট্রোপলিটান পুলিসেব কমিশনাবেব কাছ থেকে এক গোপন লিপি আব দ্বিতীযটি মৌখিক- -স্যাব জ্যাসপাব্বেব আজকেব বদমেজাজেব কাহিনী।

চাবটে বেজে দশ মিনিটে সুপাবিন্টেন্ডেন্ট টমাসেব অফিসে ফোন বাজলো। আজ সাবাদিন টমাসেব কেটেছে চার্লস ক্যালথর্পকে খুঁজে খুঁজে নাম ছাড়া আব কিছুই জানা নেই লোকটাব। তবে যেহেতু নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে লোকটা বিদেশে ছিলো তাই অনুসন্ধান শুরু কবলেন পেটি ফ্রান্সেব পাসপোর্ট অফিস থেকে। নটায গিযে হাজিব হলেন সেখানে অফিস সবে খুলেছে। খাতাপত্তব ঘেঁটে ঘেঁটে পাওযা গেলো ছজন চার্লস ক্যালথর্পেব দবখাস্ত পাসপোর্টেব জন্যে। ছজনেবই মাঝেব নাম আছে এব সবগুলোই বিভিন্ন। প্রত্যেকেবই ফটোব একটা কপি নিযে নিলেন, পবে ফেবত দেবেন এই আশ্বাস দিযে। এদেব একজন পাসপোর্টেব জন্যে দবখাস্ত দিযেছিলো জানুযাবিব পবে, অর্থাৎ ডোমিনিকান বিপাবলিকেব ঘটনাটাব পবে। তাব আগে লোকটা কখনো ছাডপত্র চাযনি। ত্রুজিলো হত্যাব জন্য লোকটা যদি অন্য নামে ছাডপত্র নিযে থাকে তো সেখানকাব শুডিখানায ক্যালথর্প নামে কী কবে ডাকবে ওটায। অতএব এই লোকটাকে বাদ দিলেন টমাস বাকী বইলো আবো পাঁচজন। তাব মধ্যে একজন বেশ বুড়ো, প্রায পঁযষট্টি বছব বযস এখন তাকেও বাদ দিলেন। অন্য চাবজনকে খুঁজে দেখতে হবে লবেন্সেব দেওযা শাবীবিক বর্ণনা যাই হোক লম্বা সোনাচুল ইত্যাদি সে ধাবই মাডালেন না টমাস পবখ কবে দেখাই যাক না এই চাবজনকে। প্রত্যেকটা দবখাস্তে বাড়িব ঠিকানা দেওযা ছিলো। দুজনেব ছিলো লণ্ডনেব ঠিকানা দুজনেব মফস্বলেব। টেলিফোন কবে মি. চার্লস ক্যালথর্পকে ডাকা হবে বাতুলতা। ডোমিনিকান বিপাবলিকে থাকলেও এখন স্রেফ অস্বীকাব কবে বসবে তাবা। এই চাবজনেব কাবো দবখাস্তেই লেখা নেই যে তাদেব পেশা হচ্ছে ব্যবসা। তবে তাতে কিছু যায আসে না। শুডিখানাব ছেলে হ কে ব্যবসাদাব বলা হয সে হযতো আসলে কোনো চাকুরে। সাবা দুপুব ধবে কাউন্টি ও শহব পুলিসেবা টমাসেব নির্দেশমত খোঁজাখুঁজি কবলো। গ্রামেব ক্যালথর্প দুজনকে পাওযা গেলো।

তাদেব পাসপোর্ট দেখে পুলিস নিশ্চিত হলো ডোমিনিকান বিপাবলিকে তাবা কখনো যাযইনি পাসপোর্টে সেদেশে আগমনেব সীলমোহব মাবা নেই। লণ্ডনেব দুই চার্লস ক্যালথর্পেব মধ্যে একজনকে পাওযা গেলো ক্যাটফোর্ডে, সবজি বেচে সে। দুজন মৃদুভাষী লোক এসে দোকানে এলো কথা বলতে। ওপবেই তাব আস্তানা তাই মুহূর্তেই এনে দিলো পাসপোর্ট। না কোনো ছাপ নেই ডোমিনিক্যান বিপাবলিকেব। জিজ্ঞেস কবতে জানালো সেটা আবাব কোন দেশ? চতুর্থজনকে নিযে মুশকিলে পডলো পুলিস। ছাডপত্রেব ঠিকানায গিযে দেখলো হাইগেটেব একটা ফ্ল্যাটবাড়ি সেটা। এস্টেট এজেণ্টদেব খাতাটাতা খুঁজে দেখা গেলো বটে হ্যাঁ থাকতেন একজন চার্লস ক্যালথর্প, কিন্তু তিনি ডিসেম্বব ১৯৬০ এ বাড়ি ছেড়ে দিযেছেন কোথায যাচ্ছেন সে ঠিকানা দিযে যাননি। টমাস লোকটাব সম্পূর্ণ নামটা এখন জানেন চার্লস হ্যাবল্ড ক্যালথর্প। টেলিফোন ডিবেক্টবি খুঁজে কিছু পাওযা গেলো না। তখন স্পেশালব্রাঞ্চে এক্তিযাবে জেনাবেল পোস্টফিস থেকে খবব নিযে জানলেন যে একজন সি এইচ ক্যালথর্পেব নামে আগে ওয়েস্ট লণ্ডনে একটা টেলিফোন ছিলো। নাম হুবহু মিলে যাচ্ছে—টমাস দেখলেন।

তখন টমাস সেই অঞ্চলেব বুবো অফিসে টেলিফোন কবলেন। জানা গেলো, হ্যাঁ, ওই ঠিকানায় ওই নামে একজন ভাডাটে ছিলেন বটে, ভোটাবেব তালিকাতেও তাঁব নাম আছে। সেই ফ্ল্যাটে তখন হানা দেওয়া গেলো। ঘব বন্ধ, বেল বাজিযে বাজিযে কোনো সাডাই পাওয়া গেলো না। ব্লকেব কেউই বলতে পাবলো না ক্যালথর্প কোথায গেছে। বিফল হযে স্কয্যার্ডগাডি ফিবে এলো স্কটল্যাণ্ড ইযার্ডে। সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট টমাস তখন নতুন কাযদা ধবলেন। ইনল্যাণ্ড বেভিনিউকে বললেন জনৈক চার্লস হ্যাবল্ড ক্যালথর্পেব ট্যাক্স বিটার্ন খতিযে দেখতে, ঠিকানা দিযে দেওয়া হচ্ছে। জানবাব বিষয শুধু তিনি কোথায চাকবী কবেন এবং গত তিন বছব ধবে কোথায কোথায চাকবি কবতেন।

ঠিক তক্ষুণি টেলিফোন বাজলো। ফোন তুলে নিজেব নাম বললেন টমাস। শুনতে শুনতে ভুরু উঁচু হযে উঠলো। "আমাকে?" আশ্চর্য হযে প্রশ্ন কবলেন, "অ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে? নিশ্চযই আসছি, এখুনি পাঁচ মিনিটেব মধ্যে আচ্ছা।'

দালান থেকে বেবিযে হেঁটে চললেন পার্লামেণ্ট স্কয্যাবেব দিকে। জোবে জোবে নাক ঝাডলেন গবম পডলেও কি হবে সর্দিটা বেডে গেছে। পার্লামেণ্ট স্কয্যাব ছেডে হোযাইটহলেব দিকে চললেন প্রথম মোডেই বাঁ দিকে ডাউনিং স্ট্রীটে ঢুকে পডলেন। সেই চিবাচবিত অন্ধকাব এই বাস্তায, সূর্যেব আলো বোধহয কোনদিনই ঢুকবে না। প্রধানমন্ত্রীব বাডি দশনম্ববেব সামনে ছোটখাটো ভিড দুজন বেশ দশাসই পুলিস আছে দবজায দাঁডিযে। টমাস বাস্তা ছেডে ডান দিকেব একটা ছোট্ট লন পেবিযে বাডিটাব পেছন দিকে চলে এলেন। 'বাজাব' বাজাতেই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ দ্বাব খুলে গেলো বেবিযে এলো একজন পুলিস সার্জেণ্ট। তাকে চিনতে পেবে সার্জেণ্টটি স্যালুট ঠুকলো। বললো 'আসুন স্যাব। মি. হ্যাবোবাই বলেছেন আপনি এলে যেন ওঁব ঘবে নিযে যাই।

টমাসকে টেলিফোনও কবেছিলেন এই হ্যাবোবাই। মিঃ জেমস হ্যাবোবাই, প্রধানমন্ত্রীব ব্যক্তিগত সুবক্ষা প্রধান পদে তিনিও সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট। টমাস ঢুকতেই উঠে দাঁডালেন তিনি চল্লিশোর্ধ্ব বযেস তাঁব কিন্তু দেখায অনেক কম। সুন্দব সুপুরুষ পাবলিক স্কুলেব টাই পবে আছেন

" আসুন, ব্রাযান সার্জেণ্টেব দিকে তাকিযে বললেন "ধন্যবাদ, চ্যামাস।" সার্জেণ্ট দোব বন্ধ কবে দিযে চলে গেলো

কী ব্যাপাব বলুন তো?' টমাস জিজ্ঞেস কবলেন।

অবাক হযে গেলেন হ্যাবোবাই, 'আবে, আমি তো ভাবছিলাম আপনিই বলবেন আমাকে। পনেবো মিনিট আগে শুধু আমাকে টেলিফোন কবে আপনাব নাম জানিযে বললেন যে আপনাকে যেন এক্ষুণি ডাকা হয কাজ আছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কবছেন নিশ্চযই '

টমাস শুধু একটাই গুরুত্বপূর্ণ কাজেব কথা মনে কবতে পাবলেন যেটা কবছেন এখন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এইটুকু সমযেব মধ্যে প্রাইম মিনিস্টাবেব কাছে পৌঁছে গেছে সেই কথা। যাক, পি এম যদি তাঁব সিকিউবিটিব লোকেব কাছেও কথাটা না ভাঙেন, তিনিই বা কেন ভাঙবেন

"না, এমন কিছু তো নেই।'

টেবিল থেকে টেলিফোন তুলে নিলেন হ্যাবোবাই। লাইনটাব কথা ফুটতেই তিনি বললেন, "আমি হ্যাবোবাই বলছি, প্রাইম মিনিস্টাব। সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট টমাস এখানে এসেছেন হ্যাঁ স্যব এক্ষুণি।" বিসিভাব বেখে দিযে বললেন, "যান মশাই, জোব কদমে। সাংঘাতিক কিছু কবেছেন নিশ্চযই, নইলে দুজন মিনিস্টাব অপেক্ষা কবছেন, তাঁদেব ছেডে আপনাকেই আগে, চলুন ।"

হ্যাবোবাই ওঁকে সঙ্গে কবে কবিডব পেবিযে চলে এলেন সবুজ বনাতমোড়া একটা দবজাব সামনে। একজন দ্রুতলেখক বেবিযে আসছিলো ওঁদেব দেখে দবজা খুলে ধবলো। হ্যাবোবাই টমাসকে ভেতবে ঢুকতে দিযে স্পষ্টকণ্ঠে নাম ঘোষণা কবলেন, "সুপাবিণ্টেডেণ্ট টমাস প্রধানমন্ত্রীজী।" দবজা আস্তে কবে ঠেলে বন্ধ কবে তিনি চলে গেলেন।

ঘবটিব ভেতবে পবিপূর্ণ শান্তি। ছাতটা অনেক উঁচুতে। আসবাবপত্র বা গৃহসজ্জা খুব সুন্দব। বই আব কাগজেব মেলা চাবদিকে। পাইপেব তামাক আব কাঠেব প্যানেলিঙেব গন্ধ। দেখে মনে হয ঘবটা বোধহয বিশ্ববিদ্যালযেব আচার্যেব পাঠগৃহ, প্রধানমন্ত্রীব অফিস নয।

জানলাব দিক থেকে ঘুবে দাঁড়ালেন তিনি। "শুভ অপবাহ্ন, সুপাবিণ্টেডেণ্ট বসুন।"

"শুভ অপবাহ্ন স্যাব।" ডেস্কেব মুখোমুখি একটা খাড়া চেযাব বেছে তাতে বসলেন টমাস চেযাবেব কিনাবায কোনো বকমে শবীবেব ভাব দিযে বইলেন। জীবনে এত কাছ থেকে কখনো প্রধানমন্ত্রীকে দেখেননি। একান্তভাবে তাঁকে দেখবাব সুযোগও আগে হযনি। মনে হলো চোখজোড়া বড় বিষণ্ণ, পবাজিত যেন। পাতাদুটো ঝুলে আছে। যেন লম্বা দৌড়েব পব একটা ব্লাডহাউণ্ড বেসে দৌড়ে যে কোনো আনন্দই পাযনি। প্রধানমন্ত্রী এসে ডেস্কে বসলেন। খানিকক্ষণ নীববতা। হোযাইটহলেব আশেপাশে একটা গুজব শুনেছিলেন টমাস যে প্রধানমন্ত্রীব স্বাস্থ্য নাকি ভালো যাচ্ছে না কীলাব ওযার্ড কেলেঙ্কাবিব পব সবকাবকে দাঁড় কবিযে বাখবাব প্রচেষ্টাতে তাঁব স্বাস্থ্য নাকি অর্ধেক হযে গেছে তবুও তাঁব মুখচোখে অমন অপবিসীম ক্লান্তিব ছাপ দেখে টমাস আশ্চর্য হযে গেলেন।

"সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট টমাস আমি সংবাদ পেযেছি যে গতকাল সকালে পাবীব ফ্রেঞ্চ পুলিস জুদিসেবেব জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিস গোযেন্দাব কাছ থেকে সাহায্যেব যে আবেদন [illegible] ভিত্তিতে আপনি নাকি এখন তদন্ত চালাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ স্যাব প্রধানমন্ত্রীজী।"

"এবং সেই আবেদন কবা হযেছে এই কাবণে ফবাসী পুলিসমহলেব আশঙ্কা যে কোন একজন ব্যক্তি নাকি ছাড়া বযেছে পেশাদাব একজন হত্যাকাবী যাকে সম্ভবত ও [illegible] এস দল ভাড়া নিযেছে অদূব ভবিষ্যতে ফ্রান্সে কোনো অপবাধে লিপ্ত হবাব জন্য।"

"আমাদেব কাছে অমন বিশদ কবে ব্যাখ্যা কবা হযনি স্যাব শুধু অনুবোধ এসেছিলো যদি কোনো পেশাদাব হত্যাকাবীব কথা আমাদেব জানা থাকে তবে সে সম্বন্ধে তাদেব জানানো যাতে তাবা সনাক্তকবণ কবতে পাবে। কেন তাবা খববটা চায সে সম্বন্ধে আমাদেব কিছুই বলা হযনি।"

"তবুও এমন অনুবোধেব কাবণ সম্বন্ধে আপনাব কী ধাবণা, সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট?"

সামান্য কাঁধ নাড়ালেন টমাস। "আপনি যা বললেন, তাই ই স্যাব।"

"নিশ্চযই। ফবাসী কর্তৃপক্ষেবা এ ধবনেব একটা একটা নমুনাকে কেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে প্রতিভাব দবকাব হয না আব ঐ ধবনেব লোক যদি সত্যিই হয ফবাসীদেব আশঙ্কা তবে সে কোন লক্ষ্যবস্তুব পিছনে ছুটছে বলে আপনি মনে কবেন?"

"মানে আমাব ধাবণা, প্রধানমন্ত্রীজী যে ওদেব বোধহয আশঙ্কা এমন একটা লোক লাগানো হযেছে ওদেব প্রেসিডেণ্টকে হত্যা কববাব জন্যে।"

"নিঃসন্দেহে। এবকম চেষ্টা তো এই প্রথম নয?"

"না স্যাব। এব আগে [illegible] চেষ্টা হযে গেছে।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁব টেবিলে বাখা কাগজগুলোব দিকে তাকালেন। যেন সেগুলোব মধ্যেই লেখা আছে তাঁব মন্ত্রীত্বেব শেষক্ষণে জগৎ কোন্ অধঃপতনেব পথে চলেছে।

"আপনি কি জানেন, সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট, যে দেখা যাচ্ছে এদেশে এমন সব লোকও বযেছেন—যাঁদেব কর্তৃত্বও সামান্য নয়,—যাঁবা আপনাব তদন্ত ধীবগতিতে চললে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবেন না?"

ট[illegible] তাই বিস্মিত হলেন। "আজ্ঞে, না স্যাব।" পি এম কোত্থেকে পেলেন এবকম একটা উড়ো খবব?"

'এখন পর্যন্ত আপনি যে অনুসন্ধান কবেছেন তাব একটা সংক্ষিপ্ত বিববণী দিন তো।"

শুরু থেকে আবম্ভ কবলেন টমাস। ক্রিমিন্যাল ব্রাঞ্চেব অনুসন্ধান স্পেশাল ব্রাঞ্চে খোঁজ নেওযা লযেডেব সঙ্গে তাঁব কথোপথন ক্যালথর্প নামেব লোকটা খোঁজা এখানে আসাব আগেব মুহূর্ত পর্যন্ত তদন্তেব ফলাফল।

তাব কাহিনী শেষ হতেই প্রধানমন্ত্রী উঠে জানলায় গিযে দাঁড়ালেন। তাকিযে বইলেন সূর্যালোকিত প্রাঙ্গণেব দিকে বোদে চকচক কবছে ঘাস। চেযেই বইলেন সেইদিকে। মনে হলো তাঁব কাঁধজোড়া ঝুলে পড়েছে। টমাস অবাক হযে ভাবেন কী অত ভাবছেন উনি।

সেই মুহূর্তে তিনি হযতো ভাবছিলেন আলজিযার্সেব সমুদ্রতীব দৃপ্ত একজন ফবাসী সেই [illegible] একসঙ্গে তাবা বেড়াচ্ছেন, কথা বলছেন আজ তিনশো মাইল দূবে তিনি অন্য [illegible] আসে বসে আছেন, তাব দেশেব ভাগ্য পবিচালনা কবছেন। তখন তাঁদেব বযস ছিলো এখনকাব চেযে আবো কুড়ি বছব কম অনেক কিছুই তখন ঘটেনি অনেক কিছুই তখন [illegible] মাঝখানে প্রাচীব হযে দাঁড়াতে। অথবা তিনি হযতো ভাবছিলেন এলিজে প্রাসাদে বসে আছেন সেই একই পবিচিত ফবাসী অথচ আট মাস আগে তিনিই তাঁব উদাত্ত [illegible] পবিমিত ভাষায প্রস্তাব তাঁব স্বপ্নসাধ ভেঙে উড়িযে দিলেন অবসব নেবাব আগে তাঁব [illegible] তিনিই [illegible] দিলেন না [illegible] ইউবোপীয সমাজে অপাঙ্‌ক্তেযদেব কাছেই [illegible] হযতো এখন ভাবছিলেন গত কযেক মাসেব অব্যক্ত যন্ত্রণাব [illegible] কথা যখন একজন গণিকা এবং তাব অনুচবেব স্বীকাবোক্তিতে বৃটেনেব গভর্ণমেন্ট [illegible] পড়েছিলো [illegible] তিনি প্রবীণ, জন্ম থেকে বিশ্বাস কবে এসেছেন যে দুনিযায [illegible] পুণ্য শোভন অশোভন বযেছে। হযতো সে বিশ্বাস অমূলক হযতো কিছুই নেই [illegible] বিশ্বাস কবে এসেছেন সেই মতোই কাজ কবেছেন। হযতো দুনিযা বদলে গেছে, নতুন [illegible] লোক আসছে, নতুন মূল্যবোধ জাগছে, নতুন যুগ জন্ম নিচ্ছে। তাব ধাবণা তাব মূল্যবোধ [illegible]। বোদে জাগা ঘাসেব দিকে তাকিযে তাকিযে তিনি হযতো ভাবতে চেষ্টা কবছেন কী আছে সামনে, কী আসছে? অস্ত্রোপচাব আব বেশীদিন ঠেকিযে বাখা যাবে না, আব তাব সঙ্গেই যাবে তাঁব নেতৃত্ব। অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই নতুন মানুষেব ওপব পড়বে দুনিযাব ভাব। জগতেব অধিকাংশই তো তাদেব হাতে ইতিমধ্যেই চলে গেছে। কিন্তু তাই বলে কি ভাব দিযে যেতে হবে গণিকাব অনুচবদেব, দালালদেব, গুপ্তচবদেব, তাব হত্যাকাবীদেব ও?

পেছন থেকে টমাস দেখলেন কাঁধজোড়া সোজা হযে উঠলো। বৃদ্ধ তাঁব দিকে মুখ ফিবে তাকালেন।

"সুপাবিন্টেণ্ডেন্ট টমাস আমি আপনাকে জানিযে দিতে চাই যে জেনাবেল দ্যগল আমাব বন্ধু। তাঁব যদি কোনো বিপদ ঘটবাব আশঙ্কা থাকে এবং সেই বিপদেব কাবণ যদি হয আমাদেব দ্বীপেবই কোনো অধিবাসী তবে সেই ব্যক্তিকে বোধ কবতেই হবে। এখন থেকে আপনি অনলসভাবে আপনাব তদন্ত চালিযে যাবেন। এক ঘণ্টাব মধ্যে আমি নিজে আপনাব উর্দ্ধতন সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিযে দেব যাতে আপনাকে সমস্ত বিষযে সববকম সুযোগ-সুবিধা

তাঁবা দেন। আপনাব কাজেব জন্যে ব্যযেব কোনো সীমাবেখা থাকবে না, প্রযোজনীয যত লোক আপনি নিতে পাববেন। আপনাকে সাহায্য কববাব জন্যে যাকে আপনাব খুশি নিযে নিতে পাবেন। এই দেশেব সব নথিপত্র আপনাব এক্তিযাবে থাকবে, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না আমাব ব্যক্তিগত আদেশ অনুসাবে আপনি ফবাসী কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে বিনা দ্বিধায সহযোগিতা কববেন। যখন আপনি নিঃসন্দেহ হবেন যে ফবাসীবা যাকে খুঁজছে সেই ব্যক্তি এদেশেব নাগবিক নয বা এদেশ থেকে তাব অভিযান সে চালাচ্ছে না শুধু তখনি আপনি এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হবেন। এবং সেই সময আপনি নিজে এসে আমাকে জানিয়ে যাবেন। যদি যুক্তি বুদ্ধি অনুসাবে দেখেন যে এই ক্যালথর্প বা ব্রিটিশ পাসপোর্টধাবী অন্য যেই হোক তাকে যথেষ্ট সন্দেহ কবা যেতে পাবে ফবাসীদেব অনুসন্ধেয ব্যক্তি বলে, তবে তাকে তক্ষুণি আটক কববেন। সে যেই হোক, তাকে বোধ কববেন। কী বুঝতে পেবেছেন?”

অত্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ, না বোঝাবাব কিছুই নেই।

টমাস বললেন, “হ্যাঁ স্যাব।”

পি এম একটু মাথা হেলালেন, যাব মানে সাক্ষাৎকাব শেষ টমাস এখন যেতে পাবেন উঠে দাঁডিযে দবজাব দিকে এগিয়ে গেলেন টমাস।

প্রধানমন্ত্রীজী?”

‘বলুন।”

একটা কথা স্যাব। দেখুন ক্যালথর্পেব সম্বন্ধে ডোমিনিকান বিপাবলিককে নিযে একটা গুজব যে উঠেছিলো সেটা কি আপনি চান যে আমি ফবাসীদেব এখন জানাই?

‘ফবাসীবা যাকে খুঁজছে তাব বিববণেব সঙ্গে এই লোকটাব পূর্ণ মিল কিছু দেখতে পেলে কি আপনাব যথেষ্ট সন্দেহ কববাব কাবণ ঘটছে এখানে?

“আজ্ঞে না স্যাব কোনো চার্লস ক্যালথর্পেব বিরুদ্ধে আমাদেব কিছু নেই শুধু দু বছব আগেকাব সেই এক গুজব ছাডা। আমবা এখনো জানতে পাবিনি যে ক্যালথর্পকে সাবা বিকেল ধবে খুঁজে বেডিযেছি সে আদৌ ডোমিনিকান বিপাবলিকে গিযেছিলো কি না। যদি না গিযে থাকে তো আমবা আবাব শূন্যেব ঘবে ফিবে এসেছি।”

কযেক মুহূর্ত ভাবলেন প্রাইম মিনিস্টাব

‘আডাই বছব আগেকাব এক অমূলক গুজবেব ভিত্তিতে আপনি আপনাব ফবাসী সহকর্মীদেব সময এখন নাইবা নষ্ট কবলেন ‘অমূলক শব্দটা মনে বাখবেন, সুপাবিনটেন্ডেন্ট। এখন পূর্ণোদ্যমে আপনি তদন্ত চালিয়ে যান। যে মুহূর্তে আপনি কোনো খবব পাবেন যাতে এই চার্লস ক্যালথর্প বা অন্য কাবো ওপব যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহ আসতে পাবে, সেই মুহূর্তেই আপনি ফবাসীদেব খবব দেবেন, এবং নিজেও চেষ্টা কববেন তাকে ধবতে তা সে যেখানেই থাক।”

“আচ্ছা স্যাব।’

‘ই আব মি ডাবোবাইকে আমাব কাছে আসতে বলুন। আপনাব কাজেব জন্যে প্রযোজনীয নির্দেশগুলো পাঠিযে দিচ্ছি এক্ষুণি

সাবা বিকেলবেলাটা টমাসেব অফিসে ভীষণ কর্মব্যস্ততা দেখা গেলো। স্পেশাল ব্রাঞ্চেব ছজন দক্ষতম গোযেন্দা ইনস্পেক্টবকে নিযে তৈবি কবলেন এক বিশেষ টাস্কফোর্স ছটাব একটু পবে ইনল্যাণ্ড বেভিনিউ থেকে চার্লস হ্যাবল্ড ক্যালথর্পেব ট্যাক্স বিববণ নিযে আসা হলো। দেখা গেলো গত বছব লোকটা ছিলো বেকাব কিন্তু তাব আগে বছবখানেকেব জন্যে বিদেশে

গিয়েছিলো সে। আর্থিক বছরের অধিকাংশ সময়েই লোকটা বৃটেনের এক নামী অস্ত্রব্যবসার প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো। এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম ঠিকানা যোগাড় হয়ে গেলো। সারে অঞ্চলে তিনি তখন তাঁর গ্রামের বাড়িতে বাস করছিলেন। টমাস তাঁকে টেলিফোন করে জানালেন যে বিশেষ কার্য উপলক্ষে তিনি তাঁর সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে আসছেন। টেমস নদীর ওপর যখন আঁধার ঘনিয়ে আসছিল তখন তাঁর জাগুয়ার গাড়ি তীব্রগতিতে চললো ভার্জিনিয়া ওয়াটার গ্রামের দিকে।

প্যাট্রিক মনসনকে দেখে মনেও হয় না তিনি সাংঘাতিক সব মারণ-অস্ত্রের ব্যবসায়ী হতে পারেন। তবে টমাস নিজের মনকে প্রবোধ দেন, এঁদের দেখে চেনা শিবেরও অসাধ্য, এই রকমই হন এঁরা। .....মনসন জানালেন ক্যালথর্প তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে সর্বসাকুল্যে এক বছরেও কম। ৬০-এর ডিসেম্বর তাকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠানো হয়েছিলো কিউদাদ ত্রুজিলোয় ; যাতে ব্রিটিশ আর্মির ফালতু সাবমেসিনগুলো ত্রুজিলোর পুলিসবাহিনীর কাছে বিক্রি করা যায় সেই ফিকিরে। ......মনসনকে মোটেই ভালো লাগলো না টমাসের, কিন্তু বিরক্তি দমন করে রাখলেন। জানতে চাইলেন ক্যালথর্প অমন হুট করে ডোমিনিক্যান রিপাবলিক ছাড়লেন কেন। অবাক হলেন মনসন। কেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণ। ত্রুজিলো নিহত হলেন যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজত্ব পালটে গেলো, তখন ও আর থাকে কী করে। পুরনো প্রশাসনকে অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিলো এ খবর জানাজানি হলে তার রক্ষা ছিলো? পালিয়ে তো আসবেই। ....টমাস ভেবে দেখলেন কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে। মনসন আরো জানালেন ক্যালথর্পের কাছে তিনি পরে শুনেছিলেন যে ডিক্টেটর ত্রুজিলোর পুলিসবাহিনীর অধ্যক্ষের সঙ্গে ক্যালথর্প যখন তাঁর অফিসে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছিলো, ঠিক তখন খবর এলো জেনারেল ত্রুজিলো খতম। পুলিস-কর্তাটি পাংশু মেরে গেলেন, কালবিলম্ব না করে চলে গেলেন তাঁর নিজস্ব এস্টেটে.....সেখানে একটা প্লেন আর পাইলট সব সময় মজুত থাকতো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুরনো শাসনতন্ত্রের চাঁইদের খোঁজে উন্মত্ত জনতা শহর-বাজার চষে বেড়াচ্ছিলো। এক জেলেকে ঘুষ দিয়ে ক্যালথর্প কোনোমতে দ্বীপের বাইরে পালিয়ে আসে।

টমাস তারপর তাঁর তূণের শেষ তীর নিক্ষেপ করলেন। তাঁর চাকরি ছাড়লো কেন ক্যালথর্প? উত্তরে শুনলেন, ছাড়েনি, তাকে বরখাস্ত করা হয়েছিলো। ..... কেন? ......কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে মনসন বললেন, "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আমাদের এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অস্ত্রের ব্যবসায়ে ভীষণ প্রতিযোগিতা. ....প্রায় গলাকাটা ব্যাপার। আরেকজন কী মাল দিচ্ছে বা কী দর দিচ্ছে তা যদি আগে থেকে জানতে পারা যায় তো গ্রাহক ভোলানো মুশকিল হয় না। ......সুতরাং, এই অবস্থায়, ধরুন, আমরা প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্যালথর্পের বিশ্বস্ততায় খুব একটা খুশি হতে পারিনি।"......

গাড়ি করে ফিরে আসতে আসতে টমাস মনসনের কথাগুলো ভাবছিলেন। ডোমিনিক্যান রিপাবলিক থেকে ক্যালথর্পের হঠাৎ পালিয়ে আসবার কারণ তিনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু তাহলে ওখানে যে গুজবটা রটেছিলো.... সেটা তো কেটেই যায় বরং। অথচ, মনসনের কথামতোই জানা যাচ্ছে যে ক্যালথর্প বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। তাহলে এমন হওয়াও কি অসম্ভব যে সে ওদেশে গেলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে কিন্তু তলে তলে বিপ্লবীদের টাকা খেয়ে কাজ সারলো? ......তবে মনসনের একটা কথায় তাঁর ধোঁকা লাগছিলো। তিনি বলছিলেন যে তাঁর কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার আগে রাইফেল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতো না ক্যালথর্প। অব্যর্থ টিপ যার, সে তো নিশ্চয়ই এক্সপার্ট? .....অবশ্য চাকরি করতে

করতে শিখে নেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু রাইফেলে যদি তার জ্ঞানই না থাকবে তবে ক্রজিলোর বিপক্ষদল তাকে কেন ভাড়া করবে, যখন ওরকম একটা সবেগ গাড়িতে একটামাত্র গুলি মেরে কাজ গুছোতে হবে? তবে কি তাকে তারা ভাড়া করেনি? তবে কি ক্যালথর্প যা বলেছে সেটাই সত্যি? .....শূন্যে হাত ছুঁড়লেন টমাস। কোনো কিছু প্রমাণিতও হচ্ছে না বা কিছু উড়িয়েও দেওয়া যাচ্ছে না। বিরক্তচিত্তে ভাবলেন, আবার ফিরে এলেন সেই শূন্যের ঘরে।

কিন্তু অফিসে ফিরে তাঁর মন পালটে গেলো। ক্যালথর্পের বাড়ির ঠিকানায় যে ইনস্পেক্টরকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এলেন। বললেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনীকে পাওয়া গিয়েছিলো, তিনি বললেন ক্যালথর্প কদিন আগে বাইরে গেছে। বলেছিল নাকি স্কটল্যাণ্ড যাচ্ছে বেড়াতে। মহিলাটি আরো বললেন যে তার যাবার দিন গাড়ির বুটে মাছ ধরবার রডের মতো কিছু জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন। ......মাছ ধরবার রড? টমাসের গায়ে যেন হঠাৎ এক ঝলক হিম হাওয়া এসে লাগে, অথচ অফিসের ভেতরটা বেশ গরম। ইনস্পেক্টরটির কথা শেষ হতে আর কজন ঘরে এলেন।

"সুপাব?'

"বলুন।"

"হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হলো।"

"বলুন।"

"আপনি ফরাসী বলতে পাবেন?"

"নাঃ.. আপনি পাবেন?"

"হ্যাঁ ... আমাব মা ফবাসী। পি জে. থেকে এই যে হত্যাকারীকে খোঁজ করা হচ্ছে, তার ছদ্মনাম শৃগাল . ..তাই না?"

"হুঁ, তাতে কী?"

"দেখুন, শৃগালকে ফরাসীতে বলে শাকাল, বানান ঃ সি এইচ এ সি এ এল। দেখছেন? চার্লস ক্যালথর্পেব ক্রিশ্চিয়ান নামের প্রথম তিন আদ্যক্ষর আর উপাধির প্রথম তিন অক্ষর। অবশ্য, অত বোকা. .."

"হায় রে, আমার চোদ্দ পুরুষের পিতৃভূমি—" হ্যাঁচ্চো করে এক বিষম হাঁচি হেঁচে ফেললেন টমাস। প্রাণপণে টেলিফোন নিলেন তুলে।

পনেরো

পারীর গৃহমন্ত্রণালয়ে সভার তৃতীয় বৈঠক বসলো দশটার একটু পরে। দেরি হবার কারণ মন্ত্রীমশায়ের আসতে বিলম্ব ঘটেছিলো। জনৈক কূটনীতিকের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি, ফেরার পথে ট্রাফিক আটকে এই দেরি' আসন গ্রহণ করেই সভা শুরু কববার জন্যে ইঙ্গি ত করলেন।

এস. ডি. ই. সি. ই.-র জেনাবেল গিবো দিলেন প্রথম রিপোর্ট। ছোট্ট সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ। গুপ্তসংস্থার মাদ্রিদ অফিসের চরেরা কাসেল নামের প্রাক্তন নাৎসী খুনেটাকে খুঁজে পেয়েছে। চুপচাপ এখন অবসর জীবন কাটাচ্ছে সে। থাকে মাদ্রিদ শহরেই ছাতের ওপরে এক ফ্ল্যাটে। আরেকজন ভূতপূর্ব এস. এস. কম্যাণ্ডো নেতার সঙ্গে মিলে শহরেই এক লাভের ব্যবসা ফেঁদেছে। যদ্দূর জানা যায় ও. এ. এস.-এর সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। মাদ্রিদ অফিসও

মনে করে যে সে লোকটাকে ও. এ. এস.-এর লোক বলে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া লোকটার বয়স হয়েছে, পায়ে গেঁটেবাত ধরেছে, অসম্ভব মদ খায়। অতএব শৃগাল হতেই পারে না।

জেনারেলের বিবরণ শেষ হতেই সবাই কমিশার লেবেলের দিকে তাকালেন। তিনি বেশ প্রাঞ্জল রিপোর্ট দিলেন, কোনো অভিভাষণ নেই। যে তিনটে দেশ থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে কয়েকজন সম্ভাব্য ব্যক্তির কথা জানানো হয়েছিলো তারা আজ তাদের পরবর্তী অনুসন্ধানের বিবরণ পাঠিয়েছে পি. জে. তে। .....আমেরিকা থেকে খবর এসেছে বন্দুকবিক্রেতা চাক আর্নল্ড এখন কলাম্বিয়াতে আছে, ইউ. এস. আর্মির কিছু পুরনো ফালতু জঙ্গী রাইফেল সেই দেশের চীফ অফ স্টাফকে বিক্রি করবার তালে। লোকটা যখন বোগোটাতে ছিলো তখন থেকেই সি. আই. এ. তাকে চোখে চোখে রাখছে। মার্কিন সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও এই ব্যবসার দাঁও সে কষছে। এ ছাড়া আর এখন অন্য কোনো প্ল্যান আছে বলে জানা যায়নি। তবু লোকটার নথি টেলেক্স করে তারা জানিয়ে দিয়েছে। ভিত্তেলিনোর বিবরণও পাঠিয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে কোসা নোস্ট্রার এই বন্দুকবাজের খবর যদিও তারা এখনো পায় নি, তবু লোকটার দৈর্ঘ মোটে পাচ ফুট চাব ইঞ্চি, যথেষ্ট চওড়া শরীর, কুচকুচে কালো চুল, পেটা চেহারা। ভিয়েনার হোটেলের কেরানী শৃগালের যে বিবরণ দিয়েছিলো তার থেকে এ আকাশ-পাতাল তফাত। অতএব. এই লোকটাকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জানিয়েছে যে পিয়েট শুাইপার এখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত কোনো একটা পশ্চিম আফ্রিকান দেশে রয়েছে: সেখানকাব হীরকখনি প্রতিষ্ঠানের ফৌজের সে পরিচালক। সে সেখানেই আছে বলে সুনিশ্চিত খবব পাওয়া গেছে। বেলজিযান পুলিসেও তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল জানিয়েছে। ক্যারিবিয়ান দূতাবাসেব একটা ফাইল থেকে ওবা জানতে পেরেছে যে কাটাঙ্গা সরকারের সেই প্রাক্তন কর্মচাবীটি তিন মাস আগে গুয়াটেমালায় সরাবখানার দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছে।

লেবেল পড়া শেষ করে সামনে তাকিয়ে দেখলেন চোদ্দজোড়া চক্ষু তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। অধিকাংশই ক্রুদ্ধ, বণং দেহি ভাব।

কর্নেল রলাঁ প্রশ্ন করলেন, 'তারপর?' এই প্রশ্নটাই যেন সকলের মুখে।

"আর কিছু নেই আপাতত," লেবেল জানালেন, "কোনো সম্ভাবনাই টিকলো না।"

"টিকলো না।" হুঙ্কার ছাডলেন সাঁক্লেয়াব, "এই আপনার বিশুদ্ধ গোয়েন্দাগিরিব নমুনা! শেষ পর্যন্ত এখানে নিয়ে এসে ছাডলেন আমাদের! টিকলো না!" তীব্র দৃষ্টি হানলেন দুজন গোয়েন্দাপ্রবরের দিকে—বুভে ও লেবেল। ঘরসুদ্ধ সকলেরই মেজাজ তখন [illegible]।

মন্ত্রীমশায় ধীরে ধীরে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, ভদ্রমহোদয়গণ, যে আমরা যেখানে থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেখানেই ফিরে এসেছি। যাকে বলে শূন্যের ঘরে প্রত্যাবর্তন......কি বলেন?"

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে," লেবেল বললেন। বুভে তাঁর হয়ে ওকালতি করলেন, "আমার সহকর্মী বিনা কোনো সূত্রতে, বিনা কোনো ঘটনাতে অনুসন্ধান শুরু করেছেন। অনুসন্ধানও হচ্ছে এমন একজনের যে দুনিযাব মধ্যে সেরা অপবাধী। এরা তো কাজকর্মেব ধারা বা ঠিকানা নিয়ে জয়ঢাক বাজায় না।"

"তা জানি, কমিশাব," হিমকণ্ঠে বললেন মন্ত্রী, "কিন্তু কথা হচ্ছে—"

দরজায় হঠাৎ টোকা পড়লো। মন্ত্রীমশায় ভুরু কোঁচকালেন। সবাইকে বলে দেওয়া আছে কোনো জরুরী প্রয়োজন না থাকলে যেন তাদের বিরক্ত না করা হয়।

"ভেতবে এসো।"

দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো একজন চাপরাশি, ওই মন্ত্রণালয়েরই। খুব বিব্রত, কুণ্ঠিত ভাব।
......"ক্ষমা করবেন, স্যার,......মন্ত্রীমহাশয়। কমিশনার লেবেলের টেলিফোন এসেছে লণ্ডন থেকে। ......খুব জরুরী বলছে ওরা।"

লেবেল উঠলেন, "মাপ করবেন একটু......"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। ঘরের আবহাওয়া তেমনিই থমথমে। তাঁর অনুপস্থিতিতেও বোধহয় সেই একই ঝড়ো হাওয়া বইছিলো। ঢুকতে ঢুকতে শুনলেন কর্নেল সাঁক্লেয়ার বেশ ওজস্বিনী ভাষায় একখানা বক্তৃতা ঝাড়ছিলেন। তাঁকে দেখেই বোধহয় দম নিলেন এখন। হ্রস্বকায় কমিশারটি একটা লেফাফার পেছনে কী সব লিখে নিয়ে ঘরে এসেছিলেন। এসেই বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, মনে হয় লোকটার নাম এখন আমরা জানতে পেরেছি।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে সভা শেষ হলো। সকলেই বেশ খুশি, প্রায় ডগমগ। লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত সংবাদের কথাটা শুনে সকলেই প্রায় একযোগে নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। বহুক্ষণ পরে ট্রেন এলে যেমন সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তৈরি। প্রচারের অবকাশ না দিয়েও সারা দেশময় চার্লস ক্যালথর্পের সন্ধান কীভাবে নেওয়া যাবে তার ছক বাঁধা হয়ে গেলো. এমন কি পেলে তার কি বিলি ব্যবস্থা হবে তাও। ... তাঁরা জানতেন সকাল না হলে ক্যালথর্পের পুরো পরিচয় বা বিবরণ জানা যাবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আর. জি বিভাগ থেকে ফ্রান্সের সর্বত্র প্রত্যেকটা যাত্রী-আগমন কার্ড এবং হোটেলের রেজিস্ট্রেসন খুঁটিয়ে দেখা হবে। পারী শহরের মধ্যে প্রত্যেকটা হোটেলের খাতা দেখবে পুলিসের প্রিফেকচার। ডি.এস. টি. তার নাম এবং বিবরণ ফ্রান্সের প্রত্যেকটা বন্দর, এয়ারপোর্ট বা সীমান্ত ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেবে। বলা হবে এরকম কোনো লোক এলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে আটক করা হয়। যদি সে এখনো ফ্রান্সে না এসে থাকে তো পরোয়া নেই। তার আসা পর্যন্ত সকলেই চুপচাপ থাকবে, এলে তখন ব্যবস্থা হবে।

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কর্নেল রাউল সাঁক্লেয়ার ভিলোবা তাঁর শয্যাসঙ্গিনীকে বললেন, "বুঝলে, এই হতচ্ছাড়া জীবটা, যার নাম ক্যালথর্প, তাকে আমরা থলেতে ভরে ফেলেছি।" . জাকলিন যখন অনেকক্ষণ পরে বেশ বিলম্বিত লয়ে কর্নেলের রাগ মোচন করে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল, তখন ঢঙ ঢঙ করে রাত বারোটা বেজে গেছে। ১৪ই আগস্ট শুরু হলো।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটের ঘুম ভাঙিয়ে তাঁকে দিয়ে সার্চ-ওয়ারেণ্ট সই করিয়ে নিতে বিশেষ দেরি হলো না। ভোরের দিকে টমাস তাঁর অফিসের চেয়ারে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঠিক তখন ক্রদ লেবেল তাঁর অফিসে বসে কড়া কালো কফিতে চুমুক মারছিলেন , চেহারা উস্কখুস্ক. বেশবাস বিপর্যস্ত। ভোরে সেই সময়টাতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুজন গিয়ে আবার ক্যালথর্পের ফ্ল্যাট আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন। দুজনেই তাঁরা অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। ঘরদোর, জিনিসপত্র, আসবাব সব খুঁটে খুঁটে দেখে, সমস্ত জিনিস নিয়ে চলে এলেন নীচে। স্কোয়্যাড গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিলো। তাতে জিনিসগুলো পুরে একজন চললেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। ঘরে তার কুটোগাছটিও রইলো না। ছটা বেজে গেছে তখন। ক্যালথর্পের ফ্ল্যাটের সামনে ততক্ষণে দু-চারজন পাড়াপড়শী দাঁড়িয়ে গেছে, ফিসফিস করে তারা কথাটথা বলছে। দ্বিতীয় গোয়েন্দাটি সেখানেই রয়ে গেলেন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ......সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টমাসের অফিস-

কামরার মেঝেতে সব জিনিস ছড়িয়ে ফেলা হলো। টমাস হাত চালিয়ে দেখেন জিনিসগুলো। একজন গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টর হঠাৎ একটা নীল বই খুঁজে পেয়ে জানলার কাছে গিয়ে সেই বইটাকে উদীয়মান সূর্যের আলোয় তুলে ধরে দেখলেন।

......"সুপার, দেখুন," হাতের পাসপোর্টের একটা পৃষ্ঠা খুলে দেখালেন আঙুল দিয়ে, "দেখছেন......'রিপাবলিকা দ্য দেমিনিকা, এয়ারোপোর্তো কিউদাদ ত্রুজেলো, ডিসেম্বর ১৯৬০, এনড্রাদা.....' লোকটা গিয়েছিলো সেখানে। অতএব, ইনিই তিনি।"

টমাস তাঁর হাত থেকে পাসপোর্টটা নিয়ে এক ঝলক দেখে জানলায় গিয়ে আবার বাইরে চেয়ে রইলেন।

"হুঁ".....ইনি তিনিই বটে। কিন্তু বুঝতে পারছো তার পাসপোর্ট রয়ে গেছে আমাদের কাছে।"

"অ্যাঁ,.....উঃ, কী হারামজাদা!" ইনস্পেক্টর ফিসফিসিয়ে উঠলেন।

"তা যা বলেছো," টমাস নিজে খারাপ কথা আবার উচ্চারণ করতে পারেন না, চার্চের শিক্ষা কিনা।......"কিন্তু এই পাসপোর্ট নিয়ে যখন সে যায়নি, তখন গেলো কোন্ পাসপোর্টে? ......ফোনটা দাও দেখি, পারীকে ডাক।"

সেই সময় মিলান শহরে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে শৃগাল। প্রায় ঘন্টাখানেক হলো শহরটাকে পেছনে ফেলে এসেছে। আলফার হুড খোলা। সকালের রোদে ৭ নম্বর অটোস্ট্রাডা ঝকমক করছে। মিলান থেকে জেনোয়া যাবার রাজপথ সোজা চওড়া রাস্তা। ঘন্টায় প্রায় আশি মাইল বেগে গাড়ি ছুটছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় তার পাতলা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের কাছে উড়ছে। চোখে কিন্তু কালো চশমার ঢাকনি। রাস্তার ম্যাপে দেখেছে ফরাসী সীমান্তঘাঁটি ভেঁতিমিলিয়া প্রায় একশো তিরিশ মাইল, অর্থাৎ প্রায় দু ঘন্টার পথ। সেই গতিতেই চলেছে। জেনোয়ার লরির ভিড়ে একটু যা দেরি হয়ে গেলো, সাতটা বেজে গেছে তখন কিন্তু সওয়া সাতটার মধ্যে এ-১ নং সড়কে এসে পড়লো। এবারে সোজা সান রেমো হয়ে সীমান্ত।

আটটা বাজতে দশ মিনিটের সময় ফ্রান্সের সবচেয়ে নিরালা সীমান্ত ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলো। রাস্তায় ইতিমধ্যেই যানবাহনের ভিড় জমে গেছে, উত্তাপও বাড়ছে।

আধ ঘন্টা সারিতে দাঁড়িয়ে তবে তার ডাক পড়লো শুল্ক পরীক্ষার। আগেই পাসপোর্ট চেয়ে নিয়েছিলো একজন পুলিস। সে সেটাতে চোখ বুলিয়ে বললো," এক মিনিট দাঁড়ান, মসিয়োঁ।" বলেই কাস্টমস সেডের ভেতরে চলে গেলো।

ক মিনিট পরে ফিরে এলো সঙ্গে একজন সাদা পোশাক পরা ভদ্রলোক। পাসপোর্টটা তাঁর হাতে।

"সুপ্রভাত মসিয়োঁ।"

"সুপ্রভাত।"

"এটা আপনার পাসপোর্ট?"

"হ্যাঁ।"

আরেকবার পাসপোর্টটা খুঁটিয়ে দেখলেন।

"ফ্রান্সে আসবার উদ্দেশ্য?"

"ভ্রমণ। আমি কোৎ দাজুর কখনো দেখিনি।"

"হুঁ।... এ গাড়ি আপনার?"

"না, ভাড়া নিয়েছি। ইতালিতে কাজ ছিলো আমার। দেখলাম সপ্তাহখানেক আরো লাগবে, অথচ হাতে কোনো কাজই নেই। তাই একটা গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়েছি।"

"ওঃ! গাড়ির কাগজপত্র আছে ?"

শৃগাল তার আন্তর্জাতিক ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ি ভাড়া করার চুক্তিপত্র আর ইনসিওরেন্সের দুটো প্রমাণপত্র বের করে দিলো। সাদা পোশাক পরা ব্যক্তিটি সেগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন।

" মাল আছে আপনার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, বুটে আছে তিনটে, আর একটা হাতব্যাগ।"

"সবগুলো কাস্টমস হলে নিয়ে আসুন।"

চলে গেলেন তিনি। পুলিসটার সাহায্যে সুটকেস তিনটে আর হাত ব্যাগটা নিয়ে শৃগাল কাস্টমসে ঢুকল। মিলান ছাড়বার আগে আঁদ্রে মারতাঁর নামের কল্পিত ফরাসীটির পুরনো গ্রেটকোট, মোটা খসখসে প্যান্ট আর জুতোজোড়া গোল করে মুড়ে গাড়ির বুটের এক কোণে রেখে দিয়েছিলো। সেই নামের কাগজপত্রগুলো তার তৃতীয় সুটকেসের আস্তরেব মধ্যে সেলাই করে রেখে দেওয়া আছে। দুটো সুটকেসের জামা কাপড় এখন তিনটেতে ভাগ করে রাখা। মেডেলগুলো তার পকেটে।..দুজন কাস্টমস অফিসার তার বাক্সগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। ততক্ষণে শৃগালকে একটা ফর্ম ভরতে দেওয়া হলো যা ফ্রান্সে ভ্রমণেচ্ছু প্রত্যেক বিদেশী যাত্রীকেই ভরতে হয়। ফর্ম ভরতে ভরতে শৃগাল চোখের কোণ দিয়ে জানলার বাইরে দেখলো যে একটি লোক তার আলফা গাড়ির বনেট আর ইঞ্জিন পরীক্ষা করে দেখছে। ভাগ্যি সে নীচে শুয়ে পড়ে দেখেনি ! লোকটা গাড়ির বুটের মধ্যে রাখা পুরনো গ্রেটকোট আর প্যান্টের পুঁটলিটা খুললো। হয়তো ভাবলো যে গরম গ্রেটকোট দিয়ে রাত্রে বনেট ঢেকে রাখে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার জন্যে, এবং বাদবাকি পোশাকগুলো হয়তো রাস্তায় গাড়ি মেরামত কবতে হলে পরে নেয়। দেখেই মনে হলো এগুলো ছুঁতেও যেন লোকটাব ঘেন্না হচ্ছে। কাজ শেষ করে সে বুট বন্ধ করলো।..... ফর্ম ভরা শেষ হতে দেখলো, কাস্টমস অফিসার দুজন বাক্সগুলো বন্ধ করে সাদা পোশাক পরা ব্যক্তিটিব দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন। সেই ভদ্রলোক তার আগমন কার্ডটাকে পাসপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পাসপোর্ট ফেরত দিলেন।

"ধন্যবাদ, মসিয়োঁ। যাত্রা শুভ হোক।"

দশ মিনিট পর মেঁতঁর পূর্ব-অঞ্চল দিয়ে ছুটলো আলফা। পুরনো বন্দরের এক কাফেতে ঢুকে বেশ হৃষ্টমনে প্রাতরাশ সেরে কর্নিশ লিতোরাল দিয়ে শৃগাল চললো মোনাকো, নিস এবং কান অভিমুখে।

লণ্ডনে তাঁর অফিসে সুপারিন্টেণ্ড টমাস কাপের কালো ঘন কফি নাড়তে নাড়তে আলগোছে গালে হাত বুলোলেন। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে সেখানে। দুজন ইনস্পেক্টর ঘরে বসে আছেন। আরো ছজনের আসবার কথা। নিত্যনৈমিত্তিক কাজ থেকে তাঁদের সরিয়ে এই কাজে এখন আহ্বান করা হয়েছে। এলেন বলে তাঁরা।

নটার পরে সকলেই যখন এসে গেলেন তখন টমাস তাঁদের বললেন, "দেখুন, আমরা একজনকে খুঁজছি। কেন খুজছি সেটা জানা আপনাদের পক্ষে এমন জরুরী নয়। জরুরী হলো তাকে খুজে পাওযা এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয়। আমরা এখন জানি, বা আমরা মনে করছি যে আমরা জানি, যে সেই লোকটা এই মুহূর্তে বিদেশে আছে। আর আমবা প্রায় এ বিষয়ে নিশ্চিত যে সে ঝুটা পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করছে।....এ দেখুন....." কয়েক কপি ফটো দিলেন তাঁদের হাতে। ফটোগুলো সব ক্যালথর্পের পাসপোর্টের দরখাস্ত থেকে বড় করে তোলা হয়েছে। "লোকটা দেখতে এই রকম। হয়তো ছদ্মবেশ ধরে আছে সে এবং সেই জন্যেই তার চোহারা হয়তো এই ফটোর সঙ্গে মিলবে না। আপনারা এখন পাসপোর্ট অফিসে চলে যান।

সম্প্রতি যত দবখাস্ত কবা হযেছে পাসপোর্টেব তাব একটা পূর্ণ তালিকা নিযে আসুন। প্রথমে গত পঞ্চাশ দিনেব দবখাস্তগুলো দেখুন। তাতে কাজ না হলে আবো পঞ্চাশ দিন পিছিযে যান। অবশ্য পবিশ্রম কবতে হবে প্রচুব।"

ঝুটা পাসপোর্ট কবিযে নেবাব সাধাবণ পন্থাগুলো তিনি বাতলে দিলেন। শৃগালও কিন্তু ওই পন্থাই ধবেছিলো ছাডপত্র বেব কবতে।

"অতএব জন্মপত্রিকা দেখেই নিশ্চিন্ত হবেন না। মৃত্যুব প্রামণপত্রগুলোও পবীক্ষা কবে দেখবেন। কাজেই পাসপোর্ট অফিস থেকে পুবো তালিকা নিযে চলে আসুন সমাবসেট হাউসে। নামেব তালিকাটা ভাগ কবে নিন নিজেদেব মধ্যে। ডেথসার্টিফিকেটগুলোব সঙ্গে মিলিযে মিলিযে দেখুন। যদি দেখেন পাসপোর্টেব জন্যে এমন একটাও দবখাস্ত আছে, যে লোকটা বেঁচেই নেই আদৌ তবে সেই-ই প্রতাবক নিশ্চযই আমবা যাকে খুঁজছি যান এখন।"

ওঁবা আটজন ঘব থেকে বেবিযে গেলেন।

টমাস ফোন তুলে একে একে পাসপোর্ট অফিসাব, সমাবসেট হাউসে জন্ম মৃত্যু বিবাহেব বেজিস্ট্রাব সবাইকে টেলিফোন কবলেন যাতে তাঁব লোকেবা অকুণ্ঠ সহযোগিতা পায।

দুঘন্ট' পবে টেবিলবাতিতে প্লাগ ঢুকিযে ধাব-কবে আনা একটা ইলেকট্রিক ক্ষুব দিযে অফিসে বসেই দাডি কামাচ্ছিলেন টমাস। টেলিফোন বেজে উঠলো। সিনিযব ইনস্পেকটবটি জানালেন গত একশো দিনে নতুন ছাডপত্রেব জন্যে আট হাজাব এক চল্লিশটা দবখাস্ত পডেছিলো। গ্রীষ্মকাল হচ্ছে ছুটিব দিন, সেই জন্যে এত ভিড। ব্রাযান টমাস ফোন বেখে দিযে বমালেব মধ্যে হাচলেন। বিডবিড কবে উঠলেন 'গোল্লায যাক গবমকাল।'

বেলা এগাবোটায শৃগাল পৌঁছে গেলো কান শহবেব মাঝখানে। বড হোটেলেব সন্ধানে ইতিউতি দেখে ক মিনিট পবেই ম্যাজেস্টিকেব গেট দিযে সম্মুখেব উদ্যানে গাডি নিযে ঢুকলো। চুল পাট টাট কবে চললো ভেতবে। সকাল গডিযে গেছে তাই অধিকাংশ অতিথিবাই এখন বাইবে। হল মোটামুটি খালি। শৃগালেব পবনেব চমৎকাব পাতলা সুট আব কেতাদুবস্ত ভঙ্গী দেখে সবাই বোঝে যে ভদ্রলোক একজন ইংবেজ অতিথি। কাজেই সে যখন হোটেলেব বেযাবাকে ডেকে টেলিফোনেব বুথ কোথায জিজ্ঞেস কবলো তখন কেউ বিশেষ আশ্চর্য হলো না। সুইচবোর্ডেব দিকে এগিযে আসতেই কাউন্টাবেব পেছন থেকে মহিলাটি চোখ তুলে তাকায।

শৃগাল বলে "পাবীব কানেকসন দিন মো মলিতব ৫৯০১"

ক মিনিট পবে সুইচবোর্ডেব পাশে একটা বুথ দেখিযে দিলো মহিলা। শৃগাল সেটায ঢুকে শব্দনিবোধ দবজাটা দিলো বন্ধ কবে।

'অ্যালো এখানে শৃগাল"

"অ্যালো এখানে ভামি। হা ঈশ্বব, টেলিফোন কবলেন তাহলে আপনি। কত যে অধীব প্রতীক্ষা কবেছি গত দুদিন থেকে "

বুথেব দবজায কাঁচ লাগানো ফোকবে যদি কেউ চোখ বাখতো তো দেখতে পেতো ইংবেজটি হঠাৎ যেন নিজেব মধ্যে গুটিযে গেলো, মাউথ-পীসেব দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিযে বইলো। দশ মিনিট ধবে তাদেব বার্তালাপ চললো, কিন্তু এদিক থেকে শুধুই সংক্ষিপ্ত হুঁ-হাঁ, শোনবাব পালাই বেশী। তা বলে দবজায ফোকবে কেউ কিন্তু সত্যিই চোখ বাখেনি। সুইচবোর্ড তরুণী প্রেমেব একখানা উপন্যাসে মশগুল হযে ছিলো। চোখ তুলে শুধু তাকালো যখন দেখলো কালো চশমা পবা একজোডা চোখ তাব দিকে নীচু হযে দেখছে কাউন্টাবেব

ওপর থেকে। সুইচবোর্ডের মিটার দেখে তখন তাড়াতাড়ি ফোনের চার্জ জানিয়ে দিলো, পেয়ে গেলো সেই পয়সা।

এক পট কফি নিয়ে, ঝুলবারন্দায় বসলো শৃগাল। সামনেই সমুদ্র , পাশ দিয়ে মোটর বিহারের জন্য রমণীয় ক্রোয়াসে। স্নানার্থী মেয়ে-পুরুষেরা লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে, চিৎকার করছে। তাদের বাদামী শরীরগুলো এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো শৃগাল, সিগারেটে বড় বড় টান পড়ে। কওয়ালস্কিকে চিনতে পারলো সে। ভিয়েনার হোটেলের সেই ভীমকায় পোলটাকে তার মনে আছে। তবে বুঝতে পারলো না কী সে তার ছদ্মনাম জেনেছিলো, বা তাকে কী জন্যে যে নিযুক্ত করা হয়েছে সে কথাটাই বা কী করে জানালো। হয়তো ফরাসী পুলিস সেগুলো নিজেরাই সাব্যস্ত করে নিয়েছে হয়তো কওয়ালস্কি সঠিক কিছুই জানতো না, শুধু আন্দাজ করেছিলো মাত্র কারণ সেও তো ছিলো খুনী, যদিও একটু স্থূল ধরনের তবুও রতনে তো রতন চেনে....শৃগাল মনে মনে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলো। ভাৰ্মি তাকে পরামর্শ দিয়েছে কাজ ছেড়ে যেন বাড়ি চলে যায়। অবশ্য এ কথাও বলেছে যে তার কোনো এক্তিয়ার নেই তাকে নিবৃত্ত করতে। রদাঁ তাকে তেমন কোনো অধিকার দেয়নি। ঘটনা যা ঘটে গেছে তা থেকে শৃগালের পূর্বধারণাই আরো দৃঢ় হলো, ও. এ. এস. দলে কোনো নিরাপত্তা নেই, গোপন জিনিস সেখানে গোপন থাকে না। কিন্তু ও. এ এস ও জানে না একটা খবর, ফরাসী পুলিসেও না। সে যে ভিন্ন নামে সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ ছাড়পত্র নিয়ে ভ্রমণ করছে, তার কাছে রয়েছে তিন প্রস্থ ঝুটা কাগজ, দুটো আরো অন্য বিদেশী ছাড়পত্র এবং প্রয়োজনীয় ছদ্মবেশ, সে খবর আর কেউ জানে না। ফরাসী পুলিস কতটুকু জানে, মানে ভার্মি যার নাম করলো সেই কমিশার লেবেল? শুধু একটা ভাসা-ভাসা বিবরণই তো—লম্বা, সোনালীচুল, বিদেশী আগস্ট মাসে ফ্রান্সে অমন হাজার হাজার লোক পাওয়া যাবে। সবাইকে তো আর গ্রেপ্তার করতে পারে না। তাছাড়া তার আরো সুবিধা এইযে ফরাসী পুলিস খুঁজবে চার্লস কালথর্পের নামের পাসপোর্ট। বেশ তো খুঁজুক। তার নাম আলেকজান্ডার ডুগান এবং সেটা সে প্রমাণও করতে পারে।..... সে যে কে এবং কোথায় আছে তা আর কেউ জানবে না, এমন কি রদাঁ বা তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও না। যেমনটি চেয়েছিলো সে, ঠিক তেমনটি পেয়েছে। তবু বিপদ যে বেড়ে গেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হত্যার চেষ্টা হতে চলেছে, অতএব রক্ষাব্যবস্থাও অনেকগুণ বেড়েছে। সুরক্ষিত দুর্গে গিয়ে হামলা করতে হবে প্রায়। কাজেই এখন প্রশ্ন হলো, হত্যার যে নকশা সে বানিয়েছে তা কি এখনো দুর্ভেদ্য ? মনে মনে হিসাব করে দেখলো এখনো দুর্ভেদ্যই বটে। তবু প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে , ফিরে যাবে না এগিয়ে যাবে ?.... ফিরে যাওয়ার অর্থ আড়াই লক্ষ ডলারের মালিকানা নিয়ে ঝগড়ায় পড়া, যে টাকাটা বর্তমানে তার জুরিখ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নিরাপদে জমা রয়েছে। ওই অর্থের বিরাট এক অংশ তাহলে ফেরত দিতে হবে। না দিলে রদাঁর নেকড়েরা তাকে ছেড়ে দেবে না। যেখানেই পালাক ঠিক পিছু নেবে, অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়ে দস্তখত আদায় করে টাকাটা ওরা হাতিয়ে নেবে। তারপর কাঁটার আর শেষ রাখবে না—রাখে না ওরা কখনোই – মেরেই ফেলবে তাকে। ওদের নাগালের বাইরে যেতে হলে প্রচুর খরচ করতে হবে, প্রায় সমস্ত টাকাটাই। .....আবার এগিয়ে যাওয়া মানেই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া। যদ্দিন না কাজ শেষ হয় বিপদ হবে নিত্যসঙ্গী তখন আর পালিয়ে আসাও সম্ভব হবে না।

বিল এসে গেলো। দেখেই চক্ষুস্থির.... হা ঈশ্বর , এত দাম! এরকম জীবন যাপন করতে হলে রাজা হতে হয় যে! ডলার, ডলার, আরো আরো ডলার ! চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলো বাইরে হীরার কুচি বসানো পান্নার সমুদ্র।...সৈকতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে সুঠাম বাদামী মেয়েরা।

ক্রোয়াসে ধরে হিসহিসিয়ে আসছে ক্যাডিলাক বা গর্জন তুলে জাগুয়ার গাড়ি। গাড়ি চালাচ্ছে সোনারবরণ তরুণেরা, অর্ধেক দৃষ্টি রাস্তায়, বাকি অর্ধেক ফুটপাতে। ঝিলিক হেনে দেখে নিচ্ছে কাকে তুলে নেওয়া যায়।..... কতদিন ধরে এই দৃশ্য সে ভেবেছে, যখনই ট্রাভেল এজেন্টের সুদৃশ্য অফিসের কাঁচবসানো জালনায় নাক চেপে চেপে দূরদেশের পোস্টারগুলো দেখেছে.... আলোঝলমলে দুনিয়া ,অন্য জীবন, বিরাম-বিলাসের ঢেউ। গাড়ি চড়ে দৈনিক যাত্রা নেই সেখানে, নেই তিন প্রস্থ করে ফর্ম লেখা বা কাগজের তাড়ায় ক্লিপ সাঁটা অথবা গরম জলের মতো ধোঁয়াটে চা। গত তিন বছরের সাধনায় প্রায় জীবন বদলে ফেলেছে। ভালো পোশাক, ভালো খাওয়া, ভালো ফ্ল্যাট স্পোর্টসগাড়ি, সুন্দরী মনোলোভা রমণী, এসবে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফিরে যাওয়ার অর্থই এসব ছেড়ে যাওয়া।

বিল মিটিয়ে মস্ত বকশিশ রেখে এলো শৃগাল। আলফায় চেপে ম্যাজেস্টিক পেরিয়ে চললো ফ্রান্সের গভীর অভ্যন্তরে।

কমিশার লেবেল তাঁর ডেস্কে বসে আছেন। মনে হচ্ছে জীবনে তিনি যেন কখনো ঘুমোননি বা ঘুমোবেনওনা। এক কোণে ক্যাম্পখাটে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন লুসিয়েঁ কারোঁ। সারারাত তিনি কাজ করেছিলেন, —ফ্রান্স জুড়ে চার্লস ক্যালথর্পকে খোঁজবার যে অভিযান চলেছে তাতে রাতভর পরামর্শ যুগিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। প্রত্যূষে এসে তখন লেবেল ভার নিলেন। টেবিলের ওপর কাগজের পর কাগজ জমেছে। বিভিন্ন এজেন্সির রিপোর্ট, ফ্রান্সে বিদেশীদের তত্ত্বতালাশ। প্রত্যেকটায় সেই একই খবর। নাঃ, নেই, পাওযা যায়নি,.... চার্লস ক্যালথর্প নামে কেউ কোনো সীমান্তঘাঁটি পেরিয়ে ফ্রান্সে ঢোকেনি, বছরের শুরু থেকে আজ অবধি। কোনো মফস্বল শহরে, গ্রামাঞ্চলে পারীতে কোনো হোটেলে ওই নামেব কোন ব্যক্তি কখনো আসেনি। রিপোর্ট আসে, লেবেল শোনেন, ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন আবো খোঁজ করুন, আরো অনুসন্ধান চালান, আরো পিছিয়ে যান, দেখুন এ বছরে না হয় গত বছবে সে এসেছিলো কিনা ; তা থেকে অন্তত জানা যাবে ফ্রান্সে এলে সে কোথায় ওঠে, কোনো বন্ধুর বাড়ি, কি কোনো ভাড়াটে বাসা, কোনো আস্তানা কি কোনো প্রিয় হোটেল। সেটা জানতে পারলে খুঁজে দেখা যাবে অন্য কোনো নামে সে আছে কিনা সে সব জায়গায়। সকালে এসেছিলো সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসের ফোন। তাতে বোঝা গেলো তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা নেই কোনো। আসামী বড়ই পিচ্ছিল। আবার সেই বিরক্তিকর উক্তির প্রয়োগ হয়েছিলো, 'শূন্যের ঘরে ফিরে এলাম।'....রাতে দশটায় আজ মিটিঙ বসবে। ততক্ষণে নতুন কোনো খবর না পেলে আবার সাঁক্লেয়ারের মেজাজ খারাপ হবে, শুনতে হবে তাঁর তুচ্ছতাচ্ছিল্য। তবু দুটো জিনিস শুভ বলতে হবে। ক্যালথর্পের পুরো বিবরণ এসেছে, তার একটা ছবিও,—ক্যামেবার দিকে মুখ করে। ঝুটা পাসপোর্ট নিলে নিশ্চযই চেহারাও বদলে নিয়েছে, তবু কিছু না থাকার চেয়ে তো এইটা ভালো। আর দ্বিতীয়ত, তিনি যা কবছেন সমিতির কোন্ সদস্য তার চেয়ে বেশী কি করতে পারেন এখন?

কারোঁ বলেছিলেন যে হয়তো কালথর্প শহরেই কোনো কাজে বেরিয়েছিলো যখন ব্রিটিশ পুলিস তার ফ্ল্যাটে এসেছিলো। হয়তো কোনো দ্বিতীয় পাসপোর্ট নেই তার কাছে। হয়তো এই পরিকল্পনা সে এখন ত্যাগ করেছে, ডুব দিয়েছে কোথাও।

"তাহলে আমাদের ভাগ্য বলতে হবে," লেবেল তাঁর সহকর্মীকে বলেছিলেন,"কিন্তু বেশী আশা ক'রো না। ব্রিটিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে বলা হয়েছে যে বাথরুমে তার দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, তোয়ালে বা প্রসাধন কিছুই নেই। কোন্ এক প্রতিবেশীকে নাকি বলেছিলো যে বাইরে যাচ্ছে বেড়াতে আর মাছ ধরতে। ক্যালথর্প যদি পাসপোর্ট ফেলে এসে থাকে তো তার অর্থ

হচ্ছে তার সেই পাসপোর্টের দরকার নেই। কক্ষণো মনেও ক'রো না যে লোকটা বেশী ভুলভ্রান্তি করবে। আমি তো ইতিমধ্যেই শৃগালের ধূর্তামির খানিকটা আঁচ করতে পারছি।"

যে লোকটাকে দু দেশের পুলিস এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে সে ঠিক করলো গ্রাঁ কর্নিশ দিয়ে কান থেকে মার্সাই যাবে না। ওটা ভয়ঙ্কর রাস্তা, তার ওপর ভীষণ ভীড়। মার্সাই থেকে পাবীর পথ, আর. এন. ৭-এর দক্ষিণ অংশটাও, তাহলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। আগস্ট মাসে ওই দুটো রাস্তাই তো একেবারে জ্বলন্ত কটাহ। বরঞ্চ সমুদ্রতীর থেকে উঠে ধীরে ধীরে আল্পস মারিতিমের ভেতর দিয়ে বারগান্দির ঢালু পাহাড় বেয়ে চলবে। তাড়াতাড়ি তো কিছু নেই, নির্দিষ্ট দিনের এখনো দেরি আছে, আগেই পৌঁছে গেছে ফ্রান্সে। ধরা পড়বারও ভয় নেই। তার নাম ডুগ্যান, কাগজ পত্রও সেইরকম। অতএব তাড়া কিসের?....কান থেকে সোজা উত্তরে চললো, আর. এন. ৮৫ ধরে। ছবির মতো সুন্দর শহর, গ্রাম পেরিয়ে গেলো, সুগন্ধির জন্যে বিখ্যাত জায়গা। কাস্তেলেনের দিকে চললো। কয়েক মাইল ওপরে মস্ত বাঁধ, তাই অমন স্রোতস্বিনী নদী ভার্দোঁও সেখানে শান্ত। সাভয়ের নীচ থেকে ধীরে বয়ে চলেছে কান্দারাস পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে মিলেছে দুরাঁসের সঙ্গে।

এখান থেকে বারেম হয়ে ছোট্ট শহর দিনের দিকে এগুলো। স্বাস্থ্যকর স্থান দিন, জলে নাকি যাদু আছে। সমতল গ্রামাঞ্চলের বিশ্রী গরম কাটিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশে এসেছে। গাড়ি থামালে গরম লাগে কিন্তু চলতে চলতে মনে হয় ঝর্ণাস্নানের মতোই কোমল শীতলতা যেন মুখেচোখে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। পাইনের গন্ধ আর খামার বাড়িতে কাঠ পোড়ানোর গন্ধ এসে নাকে লাগে। দিন শহর ছেড়ে দুরাঁস পেরিয়ে নদীর ধারে একটা চমৎকার সরাইখানায় এসে মধ্যাহ্নের আহার সারলো। আর একশো মাইল গেলে ওপর থেকে দুরাঁসকে দেখাবে যেন রূপোলী সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা রেখা, কাভাইলো ও প্লাঁ দরগঁর মাঝখানে সূর্যবিধৌত সমতল বেয়ে হিসহিসিয়ে চলেছে। কিন্তু এখানে ওটা নদীই, নদীর মতোই চেহারা। মাছে ভরা ঠাণ্ডা জল, দু তীরে ঘন ছায়ার সবুজতর ঘাস। বিকেলের দিকে দেখা গেলো রাস্তাটা বাঁক খেয়ে উত্তরে চললো, দুরাঁসের বাঁদিকের তীর ঘেঁষে। সিস্তেরোঁ পার হয়ে নদীকে ছেড়ে দিলো রাস্তা। সন্ধ্যা হয় হয় যখন ছোট্ট শহর গাপে এসে পৌঁছল। এগিয়ে গ্রেনোবলে যেতে পারতো কিন্তু ভাবলো তাড়া কিসের, ছোট শহরে বরং প্রাচীন ধরনের হোটেলে বেশ আরাম করে থাকা যাবে। ঘর পাওয়াও সহজ। শহরের প্রান্তে দেখলো সেইরকম একটা হোটেল—ওতেল দ্যু সাফ। আগে সাভয়ের ডিউকদের মৃগয়া-আবাস ছিলো এটা। এখন এখানে চমৎকার গ্রাম্য আয়েস, প্রায় বনেদী গোছের। খাদ্যও অতি সুস্বাদু।

ঘর পাওয়াও গেলো, অনেকগুলোই খালি ছিলো। ধীরে সুস্থে স্নান সেরে শৃগাল রেশমী শার্ট, হাতে বোনা টাই আর কপোত ধূসর সুট পরে পরিপাটি হলো। সান্ধ্যভোজের আসর বসলো প্যানেল-দেওয়া একটা ঘরে। সম্মুখে পাহাড়ী বনের বিস্তার। পাইনের জঙ্গলে অজস্র ঝিঁঝি পোকার ঐক্যতান। বাতাস বেশ [illegible] কিন্তু খাওয়ার মাঝখানে একজন মহিলা ম্যানেজারকে জানালেন যে জানলা দিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক ঢুকছে, দয়া করে বন্ধ করবেন কী ? জানালাটা ছিলো আবার শৃগালের পাশে, কাজেই তাকে এসে শুধালো ম্যানেজার। মহিলাটিকে দেখিয়ে দিতে সেদিকে তাকালো শৃগাল। সুন্দরী রমণী তিরিশের কোঠা ছাড়ো-ছাড়ো। হাতাবিহীন জামা পরে আছেন, কাঁধ গলা অনেকখানি খোলা। নরম শুভ্র মৃণালবাহু, ঘন সন্নিবদ্ধ বক্ষদেশ। একা একাই খাচ্ছেন তিনি, সঙ্গী কেউ নেই। শৃগাল জানলা বন্ধ করে দেবার অনুমতি দিলো, আর তারপর মহিলাটির দিকে তাকিয়ে একটু মাথা নাড়ালো

তিনি কিন্তু শুধু একটু শীতল হাসি হাসলেন মাত্র।....চমৎকার খাওয়া হলো। নদীর ছিট-ছিট মহাশোল মাছ, কাঠের আগুনে রান্না, কাঠকয়লায় ভাজা তুর্নেদো, ফেনেল এবং থাইম দিয়ে। মদ ছিলো স্থানীয় কোৎদুরোন, কড়া তাজা পানীয়, বোতলে কোনো লেবেল নেই। নিশ্চয়ই হোটেলওয়ালার নিজস্ব সেলার থেকে এসেছে, এখানকার ঐতিহ্য এটা, তুরুপের শেষ দান। সবাই বেশ চেয়ে নিলো জিনিসটা, অকারণে নয় অবশ্য। সরবত শেষ করতেই কানে এলো নীচুগলায় কর্তৃত্বের সুরে মহিলা বলছেন ম্যানেজারকে যে তাঁর কফি যেন অতিথিদের লাউঞ্জে দিয়ে আসা হয় । লোকটা তাঁকে মাথা নত করে অভিবাদন জানালো, সম্বোধনও করলো মাদাম লা বারোন' বলে। ক মিনিট পরে শৃগালও তার কফি লাউঞ্জে দিতে বলে চললো সেই দিকে।

সমারসেট হাউস থেকে ফোন এলো রাত সওয়া দশটায়। টমাস জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। অফিসপাড়া নির্জন, চারদিক নিস্তব্ধ। মাইলখানেক দূরে ঝকঝকে স্ট্র্যাণ্ড, সেখানে সমারসেট হাউসের একটা অংশে এখনো আলো আছে জ্বলছে, বৃটেনের লক্ষ লক্ষ মৃত নাগরিকের ডেথ-সার্টিফিকেট জমা রয়েছে যেখানে। তাঁর ছজন সার্জেন্ট আর দুজন ইনস্পেক্টর সেই গাদা গাদা কাগজ পরীক্ষা করে করে দেখছে। সাহায্য করছে ওখানকার একজন কেরানী, সে বেচারা আজ ছুটি পায়নি এখনো। সিনিয়র ইনস্পেক্টরটি ফোন করছিলেন। পরিশ্রান্ত কণ্ঠস্বর, কিন্তু আশা মাখানো যেন। বোধহয় ভাবছেন খবরটা পৌঁছে দিলেই এই বিরক্তিকর মেহনত শেষ হয়ে যাবে। টমাস সাড়া দিতেই তিনি বললেন, "আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যান।"

"মানে?" টমাস প্রশ্ন করলেন।

"১৯২৯ সালের ৩রা এপ্রিল সেন্টমার্ক প্যারিসের স্যামবোর্ন ফিশলেগ্রামে তার জন্ম হয়েছিলো। এই বছরের ১৪ই জুলাই পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করে। পরের দিনই পাসপোর্ট ইসু হয় এবং ১৭ই জুলাই তারিখে দরখাস্তে লেখা ঠিকানায় সেই পাসপোর্ট ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মনে হচ্ছে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে ঠিকানাটা ভাড়া করা।"

"কেন ?" টমাস ধমকে উঠলেন। রহস্যের মধ্যে তিনি থাকতে ভালোবাসেন না।

"কারণ ৮ই নভেম্বর ১৯৩১-এ আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যান আড়াই বছর বয়সে রাস্তায় দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।"

একমুহূর্ত ভাবেন টমাস। "কতগুলো পাসপোর্ট চেক করা বাকি আছে ?"

"প্রায় শ তিনেক।"

"আরেকজনের ওপর ভার দিয়ে দিন ওই কাজের। চেক করে যাক, যদি আরেকটা বেরোয়। আর আপনি চলে যান ওই ঠিকানায়। পাওয়া মাত্র আমাকে ফোন করবেন। যদি জায়গাটায় লোক থাকে, মূল ভাড়াটেকে জেরা করবেন। এই ভুয়ো ডুগ্যানের পূর্ণ বিবরণ, দরখাস্তে সে যে ফটোগ্রাফ দিয়েছিলো তার ফাইলকপি, সব নিয়ে এসে আমাকে দেখাবেন। ক্যালথর্পের ছদ্মবেশ আমি দেখতে চাই।"

এগারোটার কয়েক মিনিট আগে সিনিয়র ইনস্পেক্টরের ফোন এলো। ঠিকানাটা প্যাডিংটনের একটা সিগারেটের দোকানের, পত্র-পত্রিকাও রাখে। ওই যে যেরকম দোকানে একটা ফোকর থাকে, বেশ্যাদের ঠিকানা ভর্তি। মালিক দোকানের ওপরতলাতেই থাকে। তাকে জাগানো হলো। বললো যে যাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই তাদের ডাক আনিয়ে নেবার জন্যে ঠিকানাও ভাড়া দেয় সে, অবশ্য ভাড়া লাগে তার জন্যে। ডুগ্যান নামের কোনো নিয়মিত

খদ্দেরকে চিনতে পারলো না। তবে হতে পারে যে ডুগ্যান দুবার এসেছিলো, একবার ডাকের বিলিব্যবস্থা করতে, আরেকবার ডাক নিতে , যে একটি মাত্র খামের অপেক্ষায় সে বসেছিলো। ইনস্পেক্টর তাকে ক্যালথর্পের ফটো দেখালো, চিনতে পারলো না. ডুগ্যানের ছবি দেখাতে বললো চেনা চেনা ঠেকছে কিন্তু ঠিক বলতে পারছে না। হয়তো কালো চশমা পরেছিলো, যারাই তার দোকানে বেসরম ছবির পত্রিকাগুলো নিতে আসে তারাই তো কালো চশমা পরে।

"ওকে এখানে নিয়ে আসুন," আদেশ দিলেন টমাস,"আর আপনিও আসুন।" ফোন তুলে তারপর পারীর নম্বর চাইলেন।

দ্বিতীয় বারেও অধিবেশনের মধ্যেই এলো টেলিফোন।.....কমিশার লেবেল বোঝাচ্ছিলেন যে স্বনামে ক্যালথর্প ফ্রান্সে থাকতেই পারে না যদি না সে ডিঙি নৌকোয় চেপে কোনো নির্জন সমুদ্রতীরে বা কোনো অখ্যাত স্থানে সীমান্ত পেরিয়ে দেশে এসে ঢুকে থাকে। অবশ্য তিনি সেটা সম্ভব বলে মনে করেন না। কারণ লোকটা পেশাদার, কাজেই এমন কাজ করবে না যাতে পরে কোনো সময় তার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে আগমনের সীলমোহর না দেখে পুলিসে তাকে ধরে। কোনো ফরাসী হোটেলেও চার্লস ক্যালথর্প নামে কেউ এসে ওঠেনি। লেবেলের এই কথাগুলোয় সায় দিলেন সেন্ট্রাল রের্কডস অফিসের প্রধান, ডি. এস. টি.-র অধ্যক্ষ এবং পারী শহরের পুলিসের প্রিফেক্ট ; কাজেই তথ্য নিয়ে কোনো মতান্তর ঘটলো না। লেবেল আরো বললেন যে চালর্স ক্যালথর্প যখন স্বনামে ফ্রান্সে আসেনি, তখন দুটি সম্ভাবনা থাকতে পারে। প্রথমত লোকটা হয়তো ঝুটা পাসপোর্ট-টাসপোর্ট নেবার কোনো রকম বন্দোবস্তই করেনি, ভেবেছিলো তাকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তার ফ্ল্যাট বাড়িতে পুলিসে এসে হানা দিতেই তার সব আয়োজন গেছে ভেস্তে।.....কিন্তু লেবেলের তা বিশ্বাস হয় না। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসের লোকজন দেখেছে যে ক্যালথর্পের পোশাক-আলমারিতে অনেক ফাঁক রয়েছে, তার কাপড় চোপড়ের দেরাজও আধখালি, দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র বা অন্যান্য সামগ্রীও ফ্ল্যাটে নেই। সুতরাং লোকটা যে লণ্ডন ছেড়ে অন্য কোথাও গেছে তাতে সন্দেহ নেই। একজন প্রতিবেশীকে ও নাকি বলে গেছে যে সে মোটরে করে স্কটল্যাণ্ডে যাচ্ছে বেড়াতে। অবশ্য ব্রিটিশ বা ফরাসী পুলিস কেউই কথাটাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি।.... দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো ক্যালথর্প হয়তো ইতিপূর্বেই একটা ঝুটা পাসপোর্ট নিয়ে রেখেছে। ব্রিটিশ পুলিস এখন সেই সম্ভাবনার ওপর তদন্ত চালাচ্ছে। তা যদি হয়, তাহলে হয় সে এখনো কোনো জায়গায় বসে প্রস্তুতিপর্ব চালাচ্ছে, ফ্রান্সে এখানো আসেনি, নইলে সে এর মধ্যেই বিনাসন্দেহে ফ্রান্সে এসে ঢুকে পড়েছে।

এই কথা শুনেই কয়েকজন সদস্য প্রায় ফেটে পড়লেন।

"মানে আপনি বলতে চান যে সে ফ্রান্সে এসে গেছে, হয়তো এই মুহূর্তে পারীতেই রয়েছে ?" জিজ্ঞাসা করলেন আলেকজাঁদার সাঙ্গুইনেত্তি।

লেবেল বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন? লোকটার নিজস্ব একটা সময় সরণী আছে, আমরা যা জানি না। গত বাহাত্তর ঘন্টা হলো আমরা অনুসন্ধান শুরু করেছি। তার সময় তালিকায় ঠিক কোন্ জায়গায় যে আমরা হস্তক্ষেপ করেছি তা জানবার উপায় নেই। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি। হত্যাকারী জানতে পেরেছে যে প্রেসিডেন্টকে যে সে হত্যা করবার চক্রান্ত করেছে সেই কথাটাই শুধু আমরা জানি, কিন্তু আমাদের তদন্তে কতখানি সাফল্য লাভ হয়েছে বা হচ্ছে সে কথা তো সে জানতে পারবে না। অতএব, তার নতুন নাম জানতে পারলে তাকে ধরা মোটেও কঠিন হবে না, কারণ সে তো জানবেই না যে তার নতুন নাম আমরা জানি।"

তবু কেউ সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন না। হত্যাকারী যে তাঁদের মাইলখানেকের মধ্যে বসে থাকতে পারে, বা হয়তো বলা যায় না, কালকেই প্রেসিডেন্টকে আঘাত কববার চেষ্টা করতে পারে এই চিন্তাতেই আঁতকে ওঠেন অনেকে।

কর্নেল রলাঁ বললেন, "কিন্তু এমনো তো হতে পারে ভামির কাছ থেকে খবর পেয়ে রদাঁ যখন ওকে জানিয়ে দিলো যে চক্রান্তের কথা ফাঁস হয়ে গেছে, তখন ক্যালথর্প চললো তার প্রস্তুতিপর্বের সাক্ষ্যপ্রমাণগুলোকে নষ্ট করে ফেলতে। বন্দুক বা গোলাগুলি স্কটল্যাণ্ডের হ্রদে ফেলে দিয়ে দিব্যি সাফ হয়ে চলে আসতে পারে ইংলেণ্ডে। তাহলে তো তার বিরুদ্ধে চার্জ আনাও কঠিন।"

সবাই রলাঁর কথাটা নিয়ে চিন্তা করেন, যেন মনে ধরেছে সেটা।

"আচ্ছা কর্নেল, আপনি বলুন দেখি," মন্ত্রীমশায় প্রশ্ন করলেন, "আপনাকে যদি এই কাজের জন্যে ভাড়া করা হতো আর আপনি যদি জানতে পারতেন যে চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে, অথচ আপনার নিজের পরিচয় এখনো গোপন রয়েছে, তবে কি আর আপনি এগুতেন না,—কাজ ছেড়েই দিতেন ?"

"নিশ্চয়ই, স্যার," রলাঁ বললেন, "আমি যদি অভিজ্ঞ হত্যাকারী হতাম তবে একথা নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতাম যে কোনো না কোনো দেশে আমার নাম নিশ্চয়ই খাতায় টোকা আছে। অতএব, চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবার পর বেশীদিন লাগবে না, পুলিস এসে আমার আস্তানায় ঠিক হাজির হবেই। তাই প্রমাণ নষ্ট করতে চাইবো তখন আমি.....নির্জন স্কটিশ হ্রদগুলো তো সে ব্যাপারে একেবারে আদর্শ।"

টেবিলে হাসি উঠলো। সবাই যেন স্বস্তি পেলেন তাঁর কথায়।

"....কিন্তু তা বলে লোকটাকে ছেড়ে দিলে হবে না। আমার তো মনে হয় মসিয়োঁ ক্যালথর্পের ব্যবস্থা কববাব ভার এখনো আমাদের ওপর রয়েছে।"

হাসি উবে গেলো আবার। কয়েক সেকেণ্ড সবাই নীরব হয়ে রইলেন।

জেনারেল গিবো বললেন, "আমি ঠিক বুঝলাম না, কর্নেল।"

"অত্যন্ত সহজ কথা," রলাঁ বললেন, "আমাদের ওপর নির্দেশ রয়েছে লোকটাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে ফেলা। হয়তো সাময়িকভাবে সে তার চক্রান্ত বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ওতো নষ্ট করেনি, শুধু লুকিয়ে রেখেছে মাত্র যাতে ব্রিটিশ পুলিসের নজর এড়াতে পারে। কিছুদিন পর আবার হয়তো শুরু করবে, যেখানটায় থেমে গেছে ঠিক সেখান থেকে আরম্ভ করবে অভিযান। আর তখন তার প্রস্তুতিও হবে আরো ভীষণ যাতে সহজে ভেদ না করা যায়।"

একজন বলে উঠলেন, "কিন্তু ব্রিটিশ পুলিস তাকে খুঁজে পেলে নিশ্চয়ই আটকে রেখে দেবে ?"

"তা বলা যায় না। আমার তো যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হয়তো কোনো প্রমাণ খুঁজে পাবে না। আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা তো আবার এসব বিষয়ে খুব খুঁতখুঁতে, নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করবে না সহজে। আমার সন্দেহ ওবা ওকে খুঁজে পেলে জেরা-টেরা করে প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দেবে।"

"হুঁ, ঠিক বলেছেন কর্নেল, একেবারে খাঁটি কথা," সায় দিয়ে উঠলেন সাঁক্রেয়ার, "ব্রিটিশ পুলিস তো নেহাত বরাতজোরে লোকটার কথা টের পেয়েছে। সাংঘাতিক লোকদেরও ছেড়ে রাখতে ওরা ওস্তাদ। বিশ্বাসই করা যায় না এত নির্বোধ।.....বরং কর্নেল রলাঁকে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হোক লোকটার বিষদাঁত যেন চিরতরের জন্যে ভেঙে দেওয়া হয়।"

মন্ত্রীমশায় দেখলেন কমিশার লেবেল এতক্ষণ কোনো কথাই বলেননি, চুপ করেই ছিলেন। তাই তাঁকে শুধালেন, "আপনি কী বলেন, কমিশার? কর্নেল রলাঁর অভিমত সম্বন্ধে আপনার কী বক্তব্য? ক্যালথর্প কি তার অভিযান স্থগিত রাখবে ? তার অস্ত্রশস্ত্র কি এখন সে লুকিয়ে রাখছে নইলে ভেঙে ফেলছে....আপনি কী বলেন?"

মৃদুকণ্ঠে লেবেল বললেন, "আশা করি কর্নেলের কথাই যেন ঠিক হয়। আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।"

"কেন?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

"কারণ কর্নেলের বিশ্লেষণ, যদিও যথার্থ তবুও অনুমানভিত্তিক মাত্র। সেই অনুমান সত্য হবে ক্যালথর্প যদি সত্যিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে সে তার কর্মপন্থা এখন পরিত্যাগ করছে! কিন্তু যদি সে সেরকম সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকে? যদি রলাঁর সমাচার সে না পেয়ে থাকে বা পেয়েও যদি এগিয়েই যেতে চায় তৎসত্ত্বেও?"

প্রতিবাদের ঢেউ উঠলো ঘরে। রলাঁ কিন্তু তাতে সুর মেলালেন না। বরং লেবেলের দিকে তাকিয়েই রইলেন। ভাবেন লেবেলের বুদ্ধি আছে বটে...তাঁর নিজের যুক্তির চেয়ে তো কোনো অংশে খাটো নয় এই যুক্তি।

আব ঠিক তখন এলো টেলিফোন.....লেবেলের জন্যে। কুড়ি মিনিটেরও বেশী তিনি রইলেন বাইরে। ফিরে এসে নির্বাক সভায় তিনি একাই কথা বলে গেলেন দশ মিনিট ধরে।

তাঁর কথা শেষ হলে মন্ত্রীমশায় জিজ্ঞেস করলেন, "এখুন আমাদের কী কর্তব্য ?"

লেবেল তাঁর চিবাচরিত মৃদুভাষে সবাইকে একে একে বলে গেলেন কোন্ বিভাগকে কী করতে হবে। যেন কোনো জেনারেল যুদ্ধে সৈন্যপরিচালনা করছেন। ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই তাঁব চেয়ে উচ্চপদস্থ, তবু কেউ তাঁব ওপরে কোনো কথা বললেন না।

"অতএব, এখন আমাদের কর্তব্য," লেবেল তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, "দেশময় গোপন অনুসন্ধান চালানো ডুগ্যানের খোঁজে, তাব নতুন পরিচয় এবং নতুন চেহারায়। এই মহূর্তে ব্রিটিশ পুলিস তাদের দেশের সবকটা এয়ারলাইন অফিস এবং ক্রশচ্যানেল ফেরীর যাত্রী টিকিটেব তালিকা খুঁজে দেখছে। যদি তারা লোকটাকে ব্রিটিশভূমিতে পায় তবে তারাই ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, আর সে দেশ ছেড়ে লোকটা যদি চলে এসে থাকে তো আমাদেব জানাবে। ফ্রান্সের ভেতরে আমরা যদি তার সন্ধান পাই তো তাকে গ্রেপ্তার করবো। যদি তৃতীয় কোনো দেশে আর সন্ধান মেলে তো আমরা চুপ করে থাকবো যতদিন না বিনাসন্দেহে সে ফ্রান্সে এসে ঢোকে এবং ঢুকতেই সীমান্তে তাকে পাকড়াও করি। নতুবা আমরা অন্য কোনো সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। অবশ্য তখন তাকে খুঁজে দেওয়ার ভার আমার শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আশা করি ভদ্রমহোদয়গণ, যে আপনারা আমার মতানুসারেই কাজ করে যাবেন.....তাহলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

তাঁর ধৃষ্টতা এত স্পষ্ট, প্রতিশ্রুতি এত নিশ্চিত, যে কেউ কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারলেন না সবাই শুধু নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। এমন কি সাঁক্রেয়ার দ্য ভিলোবাঁও নিশ্চুপ হয়েই রইলেন।

মধ্যরাতের পর অবশ্য তিনি একজন দবদী শ্রোতা পেলেন। চিত্তের জ্বালা মেটালেন তিনি।....ওই অদ্ভুতদর্শন বেঁটেখাটো পুলিসটা নবাব খাঞ্জা খাঁ যেন.... সেই-ই যা বলবে তাই হবে, সেই-ই ঠিক.....আর দেশের এই বড় বড় মহারথীরা, তাঁরা সব ভুল. ... ।.....তাঁর সঙ্গিনীটির যথেষ্ট সহানুভূতি। সমবেদনায় তার প্রাণ উঠলো ভরে। সাঁক্রেয়ার বালিশে মুখ ডুবিয়ে

উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলেন বিছানায়। সযত্নে তাঁর ঘাড় মালিশ করে দিলো তাঁর বিনোদিনী। ঊষার একটু আগে, যখন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন মেয়েটি নিঃশব্দ পায়ে চলে এলো হলঘরে। ফোন তুলে সামান্য একটু বার্তালাপ করলো।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস তাঁর টেবিলে ছড়ানো পাসপোর্টের দুটো আলাদা দরখাস্ত এবং দুটো ফটোগ্রাফ চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। টেবিলল্যাম্পের জোরালো আলো এসে পড়েছে কাগজগুলোর ওপর।

"আরেকবার মিলিয়ে দেখা যাক," সিনিয়ার ইনস্পেক্টরটির দিকে চেয়ে তিনি আদেশ করলেন।... "রেডি ?"

"স্যার।"

"ক্যালথর্প ঃ উচ্চতা, পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। ঠিক?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ডুগ্যান ঃ উচ্চতা, ছ ফুট।"

"উঁচু গোড়ালি, স্যার। বিশেষ ধরনের জুতো পরলে আপনি আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চতা বাড়িয়ে নিতে পারেন। অনেকেই করে, রঙ্গজগতে। তাছাড়া পাসপোর্ট কাউন্টারে কেউ তো আপনার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না।"

"হুঁ, মোটা গোড়ালির জুতো," টমাস যেন মেনে নিলেন, "তারপর?".....

"ক্যালথর্প ঃ চুলের রং, বাদামী ওতে কিছুই বোঝা যায় না, ফিকে বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী, সবকিছুই হতে পারে। ছবিতে মনে হচ্ছে ঘন বাদামী। ডুগ্যানও বলেছে বাদামী, কিন্তু ওরটা মনে হচ্ছে ফিকে সোনালী।"

"তা সত্যি, স্যার। কিন্তু ফটোতে চুলের রঙ সাধারণত গাঢ় দেখায়। অবশ্য লাইটের ওপব নির্ভর করে, কোত্থেকে কিভাবে আলো ফেলা হয়েছে তার ওপরে। তাছাড়া ডুগ্যান সাজবার জন্যে রঙ মিশিয়েও নিতে পারে; লোশন দিয়ে"

"আচ্ছা, না হয় মানলাম তাই।....ক্যালথর্প ঃ চোখের তারা, বাদামী । ডুগ্যান ঃ চোখের তারা, কটা ।"

"কনট্যাক্ট লেনস্ স্যার। খুব সহজ।"

"বেশ ক্যালথর্পের বয়স সাঁইত্রিশ, ডুগ্যানের চৌত্রিশ গত এপ্রিলে।"

"চৌত্রিশই হতে হয়েছে ওকে," ইনস্পেক্টর বলেন, "কারণ আসল ডুগ্যান, সেই ছোট্ট ছেলেটা যে আড়াই বছর বয়সে মারা গিয়েছিলো, তার জন্মতারিখ হলো এপ্রিল ১৯২৯। সেটা তো বদলানো যায় না। কিন্তু বলুন, যে লোকের বয়স সাঁইত্রিশ, অথচ পাসপোর্টে লেখা চৌত্রিশ তাকে কি কেউ সন্দেহ করে ? পাসপোর্টে লেখা বয়সই সত্যি বলে ধরে নেয়।"

টমাস ফটোদুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবেন। ক্যালথর্পের চেহারা একটু সিলানো, মুখ মাংসল, শক্তপোক্ত আকৃতি। ডুগ্যান সাজতে তাকে নিশ্চয়ই চেহারা বদলে নিতে হয়েছে। অসম্ভব নয়। ছদ্মবেশ ধরেই মাসের পর মাস এরা কাটায়। দ্বিতীয় পরিচয়ে দ্বিতীয় জীবন যাপন করে। হয়তো ও. এ. এস. কর্তাদের কাছে যখন গিয়েছিলো তখনও এই ভেক ধরেই ছিলো। ....ডুগ্যানের বিবরণ, পাসপোর্ট নম্বর, ছবি, সবই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে লেবেলকে টেলেক্স করে। ঘড়ি দেখে নিলেন তিনি রাত দুটোর মধ্যে তারা পেয়ে যাবে। এখন বারোটা বাজলো....১৫ই আগস্ট শুরু হয়ে গেছে।

ষোল

মাদাম লা বারোন দ্যলা শালোনিয়ের তাঁর ঘরের সামনে এসে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন. সঙ্গের ইংরেজ যুবকটির দিকে ঘুরে তাকালেন। করিডরের আধো অন্ধকারে তাঁর মুখটাও ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না। অন্ধকারে শুধু যেন একটা আবছা রেখা। সন্ধ্যাটা বেশ কাটলো। দোরের সামনে দাঁড়িয়ে এখনো মনস্থির করতে পারেননি দাঁড়ি টানবেন এখানেই, না আরো এগোবেন। গত এক ঘন্টা ধরে এই প্রশ্নটাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। আভিধানিক অর্থে খুব যে একটা সতী তা নন তিনি, পরপুরুষে এর আগেও লিপ্ত হয়েছেন। তবে খানদানী বংশের বউ, গ্রামাঞ্চলের একটা হোটেলে এক রাতের জন্যে উঠে সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষকে নিয়ে ঘরে ঢুকবেন, সেই বা কেমন কথা! অথচ, খুব একটা খারাপও লাগছে না। এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছেন যখন নিভে যাবার আগে প্রদীপ দপ করে জ্বলে ওঠে, আসঙ্গলিপ্সার আবেদন যখন হয় বড় উগ্র, সেকথা তিনি অস্বীকার করছেন না মোটেই।....সারা দিনটা কেটেছিলো আল্পসের উঁচু উপত্যকায় ঃবার্সেলোনেতের সামরিক আকাদামিতে। তাঁর ছেলে আজ শিক্ষাশেষে কমিশন পেলো, বাপেরই রেজিমেন্ট 'শাসোর আলপাইনে'। প্যারেড-মাঠে হয়তো তিনিই ছিলেন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। তবু তাঁরই গর্ভজাত সন্তান যে আজ ফরাসী আর্মিতে পুরোপুরি অফিসার হয়ে গেলো সেই দৃশ্য দেখে নতুন করে আবার তাঁর মনে পড়লো যে কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর বয়স হবে চল্লিশ এবং তিনি একজন বয়ঃপ্রাপ্ত সাবালক পুত্রের জননী। তাঁকে দেখলে অবশ্য পঁয়ত্রিশের বেশী মনে হয় না, মনের দিক থেকে তিনি এখনো তিরিশও ছাড়াননি তবু এই চিন্তাই যে অসহ্য....ছেলের বয়স কুড়ি হলো...হযতো এখন সে নারীসঙ্গমও করে থাকে।....স্কুলের ছুটিতে আর সে বাড়িও আসবে না ..পিতৃপুরুষের ভিটে, অমন দুর্গের মতো বাড়ি. তার আশেপাশের জঙ্গলে আব শিকার করতেও সে আসবে না।...ভীষণ দুঃখ হয় মাদামের। এখন তিনি কী করবেন। বড্ড অসহায় লাগে নিজেকে, বড় নিঃসঙ্গ। বিবাহিত জীবন তো কবে ফুরিয়ে গেছে। ব্যাবন সাহেব তো পারীব টিনএজ মধুছন্দাদের নিয়েই এত মেতে থাকেন যে গ্রীষ্মে বাড়ি ফেরাব কথা তাঁর মনেই থাকে না। ছেলের কমিশনে আসবার কথাটাও তাঁর স্মরণে এলো না। ...বড় সেলুন গাড়ি নিয়ে আল্পস থেকে নামতে নামতে তাঁর মনে হয়েছিলো গাপের বাইরে এই হোটেলে রাতটা থেকে পরের দিন ফিরবেন। জানেন যে তিনি এখনো যথেষ্ট সুন্দরী, যৌবনও ফুরোয়নি অথচ কী নিঃসঙ্গ! শুধু কি বৃদ্ধদের স্খলিত দৃষ্টির নন্দিনী হয়ে থাকবেন, কিংবা যৌবনোন্মুখ কিশোরদের চকিত নয়নের চাঞ্চল্য! নাকি এখন জনকল্যাণেই আত্মোৎসর্গ করবেন তিনি.....নাঃ, এখনো সে সময় আসেনি।.... কিন্তু পারীতে গেলেই ভীষণ লজ্জায় পড়তে হয়, অপ্রস্তুতের একশেষ। আলফ্রেদ তার টিনএজারদের সারাক্ষণ শহরময় তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অর্ধেক পারী সমাজ তাকে নিয়ে হাসছে আর বাকি অর্ধেক তাঁকে নিয়ে।

লাউঞ্জে বসে কফি-কাপ নিয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিলেন। মনে বড আশা কেউ এসে তাঁকে তারিফ করুক, নারী হিসাবে, সুন্দরী রমণী হিসাবে, শুধু ব্যারনপত্নী বলে নয়। ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ যুবকটি এসে উপস্থিত হয়েছিলো। সবিনয়ে বলেছিলো লাউঞ্জে যখন অন্য কেউ নেই তখন তাঁর সঙ্গে বসে কফিপান করতে আপত্তি কী? এমনই আচমকা প্রশ্ন, দুম করে এসে পড়েছিলো লোকটা, যে মাদাম বারণও করতে পারেননি। কয়েক সেকেণ্ড পরেই উঠে যেতে পারতেন অবশ্য, কিন্তু যাননি। খারাপ লাগছিলো না. লোকটা বেশ ভালোই। তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স হবে, পুরুষদের পক্ষে সেটাই তো শ্রেষ্ঠ সময় ইংরেজ হলেও চমৎকার

ফরাসী বলে, যেমন অনর্গল তেমনি দ্রুত. দেখতেও খারাপ না, রঙ্গ-রসিকতাও জানে। ভালো লাগছিলো ওর প্রচ্ছন্ন স্তুতিবাক্যগুলো শুনতে, উৎসাহও যুগিয়েছেন। তাই উঠতে উঠতে প্রায় মধ্যরাত্রি হয়ে গেলো। বললেন যে সকালে রওনা দিতে হবে কাজেই আর বসে থাকা চলে না....সিঁড়ি দিয়ে উঠে মাদামকে এগিয়ে দিলো ইংরেজ। করিডরের জানলা দিয়ে দেখালো বাইরে পাহাড়ের ঢালে জোছনায় ফিনিক ফুটছে। দুজনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরাচরের সেই নিথর সৌন্দর্য উপভোগ করলেন। মাদাম হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে এদিকে তাকাতেই দেখেন লোকটা কখন জানলা থেকে চোখ সরিয়ে তাঁর বুকের গভীর খাঁজে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চাঁদের রূপোলী আলোয় তাঁর গায়ের ত্বক দেখাচ্ছে যেন স্ফটিকশুভ্র। ধরা পড়ে হাসলো লোকটা। মাদামের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললো, "জ্যোৎস্নার আলোয় সুসভ্য মানুষও আদিম বনে যায়।" মুখ ঘুরিয়ে ঝঙ্কার তুলে চলে গেলেন তিনি। কিন্তু অন্তরে অন্তরে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, অপরিচিত আগন্তুকের মুগ্ধদৃষ্টি দেখে শিহরণ বয়ে যায় শরীরে।

"সন্ধ্যাটা আনন্দেই কাটলো মসিয়োঁ!"

দরজার হাতলে হাত রেখে ভাবছিলেন আগন্তুক কি তাঁকে চুম্বন করার প্রয়াস পাবে! মনের অন্তঃপুরে হযতো ছিলো সেই আশঙ্কার আশা। কথাগুলোয় রস না থাকলেও দেহে রোমাঞ্চ জাগছে, অঙ্গ হয়ে উঠেছে বুভুক্ষু। হয়তো মদের রেশ, নয়তো কফির সঙ্গে যে জ্বালাময় কাভাদো আনিয়ে নিয়েছিলো ইংরেজটি তারই প্রতিক্রিয়া। অথবা চাঁদনি রাতের মোহ, ...কে জানে! কারণ যাই হোক, রাতটা যে এদিকে গড়াবে সে কথা কে ভেবেছিলো আগে! চকিতে বুঝতে পারলেন এক হাত দিয়ে তাঁর পিঠটাকে বেড় দিয়ে ধরলো। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর ঠোঁটে চেপে বসলো এক জোড়া ঠোঁট, আশ্লেষে উত্তপ্ত। মনের ভেতর থেকে বিবেক নিষেধ করে উঠলো, কিন্তু পরমুহূর্তেই চুম্বনে সাড়া দিয়ে ফেললেন। মদের ঘোরে মাথাটা যেন এখনো তরল। বুঝতে পাবলেন দুটো দৃঢ় বাহু তাঁকে শক্ত করে কাছে টানছে। তাঁব উরু ওর পেটের নীচে চেপে গেছে। সার্টিনের পোশাকের ওপর দিয়েও দার্ঢ্যেব আভাস পেলেন। হঠাৎ এক উদগ্র কামনা এসে জাগলো মনে। ভীষণভাবে চাইলেন সারা শরীর দিয়ে ...সমস্ত রাত।

টের পেলেন পিছনে তাঁর ঘরের দরজা কখন খুলো গেলো। আলিঙ্গন ছাড়িয়ে চৌকাট পেরুলেন তিনি।

"এসো আমার আদিম।"

ঘরের ভেতরে পা বাড়ালো সেই লোকটি। দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

সারারাত ধরে মহাফেজখানায় প্রত্যেকটি কার্ড তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো, এবারে ডুগ্যানের নামে। পাওয়াও গেলো কিছু কিছু। একটা কার্ডে দেখা গেলো আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যান ব্রাসেলস থেকে ব্রাবাঁত এক্সপ্রেস চড়ে ২২শে জুলাই তারিখে ফ্রান্সে ঢুকেছিলো। এক ঘন্টা পর সেই একই সীমান্তঘাঁটি থেকে আবার রিপোর্ট এলো ঃ ব্রাসেলস পারীর ট্রেনে যে কাস্টমস ইউনিট নিয়মিতভাবে চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের পরীক্ষা করে থাকে তারা জানাচ্ছে যে, ৩১শে জুলাই পারী থেকে ব্রাসেলসগামী এতোয়াল দ্যু নর্দ এক্সপ্রেসের যাত্রীতালিকায় ডুগ্যানের নাম পাওয়া গেছে। ....পুলিসের প্রিফেকচার থেকে খবর এলো যে পারীর একটা হোটেলে ডুগ্যানের নামে একটা অবস্থান কার্ড পাওয়া গেছে, পাসপোর্ট নম্বর মিলে যাচ্ছে। অর্থাৎ লোকটা ২২ থেকে ৩০শে জুলাই প্লাস দ্যলা মাদলিনের কাছে একটা অখ্যাত হোটেলে এসে উঠেছিলো. ইনস্পেক্টর কারোঁ তো তক্ষুণি হোটেলটায় হামলা করবার

জন্যে অস্থির। কিন্তু লেবেল তাঁকে বাধা দিলেন. ভোররাতে চুপচাপ গিয়ে তিনি হোটেল মালিকের সঙ্গে কথা বলে এলেন। লোকটা যে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত হোটেলে ছিলো না তাতে সন্দেহ রইলো না। মালিকও খুশী, কমিশার হৈ হৈ করে তাঁর অতিথিদের নিদ্রাভঙ্গ করলেন না তাতেই সে কৃতজ্ঞ। লেবেল সাদা পোশাকের একজন গোয়েন্দা মোতায়েন করলেন সেই হোটেলে, সেখানেই থাকবে সে, যদি ডুগ্যান আবার ফিরে আসে। মালিকও হৃষ্টচিত্তে সহযোগিতা করলো।

সাড়ে চারটেয় অফিসে ফিরে এসে কারোঁকে বললেন লেবেল, "জুলাই মাসে এটা ছিলো ওর পর্যবেক্ষণ যাত্রা। প্ল্যান যা নিয়েছে সেটা পাকা করে গিয়েছিলো।" চেয়ারে বসে ছাতের দিকে চেয়ে চেয়ে তিনি ভাবেন। লোকটা কেন হোটেলে উঠলো, অন্যান্য পলাতক ও. এ. এস.দের মতো ও. এ. এস. অনুগামীদের বাড়িতে উঠলো না কেন! কারণ তাদের সে বিশ্বাস করে না, তারা মুখ বন্ধ করে রাখতে পারবে বলে বোধহয় ভরসা নেই। কথাটা অবশ্য ঠিকই। তাই সে একা একাই কাজ করে যায়, কাউকে বিশ্বাস করে না, নিজের মতো করে নিজেই চক্রান্ত বানায়, পরিকল্পনা করে, ঝুটা পাসপোর্ট ব্যবহার করে, হয়তো আচার-আচরণও বেশ শান্তশিষ্ট, ভদ্র, কোনো সন্দেহই হয়না। হোটেল মালিকও বলেছিলো, 'অত্যন্ত ভদ্র, চমৎকার মানুষ।" চমৎকার মানুষ.... লেবেল ভাবেন এরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, বিষধর সাপ একেবারে। পুলিসদের পক্ষে এরা মহা সমস্যা, কেউ কখনো সন্দেহ করে না.....লণ্ডন থেকে যে দুটো ফটো এসেছে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেন, ক্যালথর্প আর ডুগ্যানের। উচ্চতা একটু বাড়িয়ে চুল বা চোখের রঙ পালটে বয়স এবং সম্ভবত আচরণও বদলে নিয়ে ক্যালথর্প হয়ে গেলো ডুগ্যান। মনে মনে কল্পনা করেন লেবেল। লোকটা কী রকম! নিজের ওপর অসম্ভব বিশ্বাস, ভাবে যে ধরা পড়তেই পারে না...সাংঘাতিক, ভীষণ উদ্ধত, বিপজ্জনক, ভাগ্যের ওপর কিছু ছেড়ে দেয় না। অস্ত্র রাখে নিশ্চয়ই সঙ্গে, কিন্তু কোন অস্ত্র! বাঁ পাশের বগলে ঝোলানো অটোমেটিক! পাঁজরে আটকে রাখা ছোরা ! না, রাইফেল! কিন্তু তাহলে কাস্টমস পেরুলো কি করে! জেনারেল দ্যগলের কাছেভিতে আসবে কী করে অমন একটা জিনিস নিয়ে! তাঁর বিশ গজের ভেতরে মেয়েদেব হ্যাণ্ডব্যাগই তো সার্চ করা হয়. লম্বা প্যাকেট থাকলে তো বিনাবাক্যে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হয়ঃতো হলে!

অথচ এলিজে প্রাসাদে কর্নেল ভাবেন যে লোকটা একটা সাধারণ গুণ্ডা.... হায় ঈশ্বর! ...তবু লেবেল মনে মনে জানেন একটা সুবিধা আছে বৈকি তাঁর । তিনি যে হত্যাকারীর নতুন নাম জানেন সেটা তো আর হত্যাকারী জানে না। অতএব ওইটাই একমাত্র তুরুপের তাস, নইলে আর সমস্তই শৃগালের অনুকূলে ...সান্ধ্য অধিবেশনের কেউই এ কথাটা জানেন না, জানলেও মানতে চান না। ...কিন্তু কোনোমতে যদি সে খবর পায়, যদি আবার পরিচয় বদলায়....তবে!....ক্লদ বাবাজী......

নিজেকে নিজেই বলেন, 'সাংঘাতিক অবস্থায় পড়বে তুমি তাহলে!'

হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়েই গেলো, "সত্যিই সাংঘাতিক অবস্থা হবে তোমার।"

কারোঁ মুখ তুলে তাকালেন। ...'ঠিক বলছেন, চীফ, ওর আর বাঁচোয়া নেই।"

লেবেল ধমকে দিলেন তাঁকে। সাধারণত মেজাজ খারাপ করেন না তিনি। কিন্তু না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মেজাজের আর কী দোষ!

জানলার কাঁচ দিয়ে একফালি জোছনা এসে ঘরে ঢুকছিলো চাঁদ ঢলে পড়েছে তাই রূপোলী আলোব রেখাটা এখন বিছানার দলিত মথিত চাদরটাকে ছেড়ে খাটের নীচে সরে

এসেছে. চকচক করে চমকাচ্ছে ফেলেরাখা সার্টিন পোশাক কার্পেটের ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ছুঁড়ে ফেলা বক্ষবন্ধনী, নাইলনের অসাড় অন্তর্বাস। খাটের ওপর শরীর দুটো এখন ছায়ায় ঢাকা।

কোলেত চিত হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর পেটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে আরেকজন। অলস হাতে তার সোনালী চুলে বিলি কাটতে কাটতে রাতের কথা ভাবছিলেন তিনি। অসম্ভব রাত গেছে একটা উদ্দাম দুর্দান্ত। ইংরেজটি পারেও, তুণে অনেকরকম অস্ত্র। বহুদিন. ..বহুদিন....এমন আসঙ্গভোগ হয়নি তাঁর।

খাটের পাশে রাখা ছোট্ট টাইমপীসটায় চোখ বুলিয়ে দেখলেন, পৌনে পাঁচটা বাজে। সোনালী চুলগুলোকে মুঠি করে ধরে টানলেন ...."এই!"

"উঃ"...ইংরেজটি আধোঘুমে বিড়বিড় করে ওঠে। এলোমেলো বিস্রস্ত চাদরের ভেতর দুজনেই নগ্ন। ঘরটা কিন্তু গরম সেন্ট্রাল হিটিঙের কল্যাণে। স্বর্ণকেশ মাথাটা একটু উঁচুতে উঠে আবার তাঁর দুই উরুর মাঝখানে চলে গেলো।

.."উঁহুঁ উঁহুঁ, আর না।"

দু পা মুড়ে উঠে বসে চুল ধরে টানলেন মাথাটাকে।

মানুষটাও উঠে বসলো এবাব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বাডিয়ে দিলো তাঁর সঘন স্তনেব দিকে।

"না বললাম।"

তাঁব দিকে তাকালো এবাব লোকটা।

"যথেষ্ট হযেছে প্রেমিক, আর নয়। দু ঘন্টাব মধ্যে আমাকে রওনা দিতে হবে আর তোমাকেও যেতে হবে তোমাব ঘবে। এক্ষুণি গো, খুদে ইংবেজ, এক্ষুণি যাও।"

বিছানা ছেডে উঠলো ইংবেজ। এদিক-ওদিক তাকায পোশাকেব খোঁজে। চাদবের ভেতব থেকে খুঁজে বেব কবে পবে নেয। কোট আব টাই হাতে ঝুলিয়ে খাটে এসে বসে। কোলেত দেখেন অন্ধকাবেও তাব সাদা সাদা দাঁতেব পংক্তি ঝলকে উঠলো।

"ভালো না?"

"উম-ম ম। খুব ভালো তোমাব ?"

আবাব হাসলো লোকটা "কি মনে হয ?"

হাসলেন তিনি। "নাম জানা হলো না তোমাব।"

একমুহূর্ত ভেবে সে বললো,"অ্যালেক্স।" মিথ্যা কথাই বললো।

"হুঁ,...তা অ্যালেক্স....বেশ ভালো-ই হয়েছিলো। কিন্তু এখন যে তোমায় ঘরে ফিরতে হবে।"

ঝুঁকে পড়ে তাঁর ঠোঁটে চুম্বন করলো লোকটি। "তাহলে, শুভরাত্রি, কোলেত।"

এক সেকেণ্ড পরে চলে গেলো। পেছনের দরজাও বন্ধ হয়ে গেলো।

সকাল সাতটায সূর্য যখন উঠছিলো, তখন একজন স্থানীয় কনস্টেবল সাইকেল করে এলো ওতেল দু সার্ফে। সাইকেল থেকে নেমে সে লবিতে এসে ঢুকলো। মালিক ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছে, রিসেপসন ডেস্কের পিছনে এসে বসেছে। পুলিসটাকে দেখে বললো, "কি খবর... এত সকালে ?"

"সকাল আব কই। আপনাব এখানে তো আসি সবশেষে, বাব্বাঃ, এতটা রাস্তা সাইকেলে আসা.... ."

"তাতে কি ?" মালিক হাসে, "আমার এখানে কফি যা হয! মারীলুই, ভদ্রলোককে এক কাপ কফি এনে দাও তো, ক্র-নরমাঁদ ভাসিয়েঁ।"

আনন্দে চোখ চকচক করে ওঠে কনস্টেবলের।

"এই নাও, কার্ডগুলো," রাতে নতুন অতিথি যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কার্ড বের করে দেয় হোটেল মালিক। "কাল রাতে মাত্র তিনজন এসেছেন।"

কনস্টেবল কার্ডগুলো নিয়ে তার বেল্টে বাঁধা চামড়ার বটুয়াতে রাখে।

"এঃ, এরই জন্যে শুধু অ্যাদ্দুর আসা!" দাঁত বের করে হাসে পুলিসটি।

আটটার সময় গাপে পৌঁছে থানায় জমা দিলো হোটেলের কার্ডগুলো। সেখানকার ও. সি. অলস হাতে সেগুলো নেড়েচেড়ে তাকের ওপর রেখে দিলেন। দিনের শেষে সেগুলো চলে যাবে লিওঁর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে, সেখান থেকে পারীর মহাফেজ খানায়। কি যে এত হৈচৈ, কোনো মানে হয়!

থানার ও. সি. যখন কার্ডগুলোকে গুছিয়ে রাখছিলেন, তখন মাদামে কোলেত দ্য লা শালোনিয়ের তাঁর বিল মিটি.এ গাড়ির চালকের আসনে বসে চললেন পশ্চিমমুখো। দোতলায় তাঁর ঘরে তখন শৃগাল ঘুমোচ্ছিলো, উঠেছিলো সে পরে নটার সময়।

ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসের। ইন্টারকম ফোন, নীচের ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত, যেখানে তাঁর ছজন সার্জেন্ট আর দুজন ইনস্পেক্টর সার সার টেলিফোন নিয়ে কাজে ব্যস্ত। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিলেন। ইশ্, দশটা বেজে গেছে! ঘুমিয়ে পড়া তো উচিত হয়নি! কক্ষণো তো তা করেন না! কিন্তু মনে পড়লো তখন যে সেই সোমবার যখন থেকে ডিক্সন তাঁকে ডেকে এই কাজ চাপিয়ে দিয়েছেন তখন থেকে আজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঘুম তো তিনি ভুলেই গেছেন. কাজেই ঘুমের আর কি দোষ!...

আবার ফোন বাজলো।

"হ্যালো!"

সিনিযব গোয়েন্দা ইনস্পেক্টব সাড়া দিলেন। ভূমিকা-টুমিকা না কবে সোজা বললেন,"বন্ধু ডুগ্যান সোমবার সকালেব বি. ই. এ ব ফ্লাইটে লণ্ডন ছেড়েছিলো। শনিবাব সীট বুক করেছিলো। নাম সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, ...আলেকজাণ্ডার ডুগ্যান। এযাবপোর্টে নগদ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়েছিলো।"

"কোথাকাব ? পারী ?"

"না, সুপার। ব্রাসেলস।"

টমাসের মাথা মুহূর্তে সাফ হয়ে গেলো।...."ঠিক আছে, শোনো চলে গেছে হয়তো সে., কিন্তু ফিরতেও তো পারে। এয়ারলাইনের বুকিংগুলো চেক করে দেখো, যদি তার নামে অন্য কোনো বুকিং থাকে। বিশেষ করে, আগামী ফ্লাইটগুলোর এখনো যেগুলো লণ্ডন ছাড়েনি। অগ্রিম সংরক্ষণগুলো দেখে নাও। ব্রাসেলস থেকে যদি ফিরে থাকে তো আমাকে জানিও। অবশ্য সন্দেহ আছে আমার, হারালাম বোধহয় লোকটাকে। তদন্ত শুরু হবার বেশ কয়েক ঘন্টা আগেই চলে গেছে, অতএব আমাদের কোনো দোষ নেই।.... বুঝলে?"

"আচ্ছা কিন্তু ইউ. কে. তে আসল ক্যালথর্পের অনুসন্ধানেব কি করবো ? মফস্বলের পুলিসেরা সব আটকে আছে, ইয়ার্ড থেকে নালিশ আসছে।"

এক মুহূর্ত ভাবলেন টমাস।...."ছেড়ে দাও ওই অনুসন্ধান। লোকটা চলে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাইরের ফোন তুলে পারীব পুলিস জুদিসিয়েরে কমিশার লেবেলেব নম্বর চাইলেন।

ইনস্পেক্টর কারোঁ ভাবছিলেন যে বোধহয় তিনি পাগল হয়ে যাবেন, বৃহস্পতিবারের সকালটাও আর পার পাবে না। প্রথমে তো সেই দশটা বেজে পাঁচে ব্রিটিশদের টেলিফোন

এলো। তিনিই ধরেছিলেন সেটা। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাস জেদ ধরলেন লেবেলের সঙ্গেই তিনি কথা বলবেন। অগত্যা তাঁকেই তুলতে হলো। ক্যাম্পখাটে শুয়ে অফিসের এক কোণে ঘুমোচ্ছিলেন। উঠে লেবেলের মনে হলো তিনি বোধহয় শব, হপ্তাখানেক আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তবু ফোন ধরলেন। টমাসের কাছে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর কারোঁকেই নিতে হলো রিসিভার, ভাষার ঝামেলা আছে তো। টমাসের বক্তব্য অনুবাদ করে তিনি লেবেলকে বললেন, লেবেলের বক্তব্য টমাসকে।

খবরটা হজম করে নিয়ে লেবেল বললেন, "ওঁকে বলো, বেলজিয়ানদের সঙ্গে আমরা এখান থেকেই যোগাযোগ করবো। এতটা যে সাহায্য করেছেন তার জন্যে ওঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। বলে দাও আসামীকে যদি কন্টিনেন্টের কোথাও পাওয়া যায় তো তক্ষুণি খবর দেবো যাতে তিনি তাঁর লোকদের বসিয়ে দিতে পারেন।"

ফোন রেখে দিয়ে দুজনেই ডেস্কে জমিয়ে বসলেন। লেবেল বললেন,"ব্রাসেলসের সুরেতেতে ফোন করো।"

শৃগাল যখন উঠলো তখন সূর্য পাহাড় ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে আরেকটি চমৎকার গ্রীষ্মদিনের আভাস। স্নানটান সেরে পোশাক পরেই সাড়ে দশটায় আলফা নিয়ে চলে এলো শহরে।। ডাকঘরে গিয়ে ট্রাঙ্ককল করলো পারীতে। বিশ মিনিট পরে বেরিয়ে এলো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তাড়াতাড়ি চললো কাছের একটা হার্ডওয়ারের দোকানে। গাঢ় নীল রঙের একটা পাওলিটারের টিন কিনলো, আরেকটা ছোট টিন সাদা রঙের, দুটো ব্রাস,—একটা সরু, একটা মোটা। স্ক্রুড্রাইভারও কিনলো একটা। গাড়ির গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে এগুলো রেখে হোটেলে এসেই বিল চাইলো। বিল তৈরি হতে হতে ওপরে ঘরে গেলো মাল আনতে। সুটকেস তিনটেকে এনে গাড়ির বুটে আর হাতব্যাগটাকে সীটে রেখে হোটেলের ডেস্কে এসে বিল মেটালো। রিসেপসন ডেস্কের কেরানীটি পরে পুলিসকে বলেছিলো যে ওকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিলো তখন, ভীষণ তাড়া ছিলো যেন. বিলও মিটিয়েছিলো নতুন একশো ফ্রাঁয়ের নোট দিয়ে। যা বলেনি, অর্থাৎ ও যা দেখতে পায়নি, তা হলো ভাঙানি আনতে যখন ও পেছনের ঘরে ঢুকেছিলো তখন হোটেলের রেজিস্টারের পাতা উল্টে শৃগাল দেখে নিয়েছিলো গত রাতের মহিলা অতিথির নাম ঠিকানা ঃ মাদাম লা বারোন দ্য লা শালোনিয়ের, অউৎ শালোনিয়ের, কোরেজ।

ক মিনিট পরে বিল চুকিয়ে সগর্জনে চলে গিয়েছিলো আলফা গাড়ি আর তার সঙ্গে ইংরেজটি।

মধ্যাহ্নের একটু আগে আরো সংবাদ এসে পৌঁছলো ক্লদ লেবেলের অফিসে। ব্রাসেলসের সুরেতে থেকে টেলিফোন এলো যে ডুগ্যান সোমবারে শুধু পাঁচ ঘন্টা কাটিয়েছিলো শহরে....লণ্ডন থেকে বি. ই এ.-র ফ্লাইটে এসেছিলো .বিকেলে আবার আলিতালিয়ার ফ্লাইটে রওনা দিয়েছিলো মিলান। ডেস্কে নগদ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়েছিলো, যদিও লণ্ডন থেকে ফোন করে শনিবারেই বুকিং করে রেখেছিলো।... সঙ্গে সঙ্গে লেবেল মিলানের পুলিসদপ্তরে টেলিফোন করলেন।

রেখে দিতেই আবার ফোন বাজলো। এবারে ডি. এস. টি. বললো যে সাধারণ রীতি অনুযায়ী যে সব কার্ড এসেছে তা থেকে জানা যায় গতকাল সকালে ফ্রান্স এবং ইতালির মধ্যবর্তী ভেঁতিমিলিয়া সীমান্তঘাটি পেরিয়ে যে সব বিদেশী ফ্রান্সে ঢুকেছে তার মধ্যে একজন

আছে যার নাম আলেকজাণ্ডার জেমস কোয়েন্টিন ডুগ্যান। ফেটে পড়লেন লেবেল। "তিরিশ ঘণ্টা হয়ে গেলো," চিৎকার করে উঠলেন, "এক দিনেরও বেশী...." ঠক করে রেখে দিলেন রিসিভার। কারোঁ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।.... "ভেঁতিমিলিয়া আর পারীর মাঝেই ছিলো এতক্ষণ কার্ডটা। ওরা এখন গতকালের যত আগমন কার্ড পেয়েছে ফ্রান্সের সব জায়গা থেকে, সেগুলো বাছছে। পঁচিশ হাজার নাকি আছে। শুধু একটা দিনের. চেঁচিয়ে ওঠা বোধহয় উচিত হয়নি।.....যাক, একটা খবর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। ফ্রান্সের ভেতরেই আছে ও। আজ রাতে মিটিঙের আগে যদি কিছু না করতে পারি তো আমার চামড়া খুলে নেবে। ...হ্যাঁ, তুমি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে ফোন করে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়ে বলে দাও, শৃগাল ফ্রান্সের ভেতরেই রয়েছে, কাজেই যা করণীয় আমরাই করবো এখন।"

লণ্ডনে ফোন করে রিসিভার রাখতেই আবার ফোন এলো। লিওঁর আঞ্চলিক পুলিস হেডকোয়ার্টার। শুনতে শুনতে লেবেলের চোখেমুখে আনন্দের দীপ্তি ফোটে। হাত দিয়ে মাউথপিস চেপে কারোঁকে বলেন,"পেয়েছি এবার। গাপের ওতেল দ্যু সার্পে দুদিনের জন্যে ঘর ভাড়া নিয়েছে, কাল রাত থেকে।" হাত সরিয়ে ফোনের মধ্যে বললেন,"দেখুন কমিশার, কারণ না জানাতে পারলেও শুনে রাখুন এই ডুগ্যান লোকটাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি ভীষণ জরুরী। আমি চাই আপনি...."

দশ মিনিট ধরে কথা বললেন। তারপর যেই ফোন্ রেখেছেন আবাব সেটা বাজলো। এবারে আবার ডি. এস. টি. জানালো যে ডুগ্যান ফ্রান্সে এসেছে ভাড়া-করা একটা আলফা রোমিও স্পোর্টস গাড়িতে, সাদা রঙেব দু সীটেব গাড়ি, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এম. আই ৬১৭৪১।

ফোন ধরেছিলেন কারোঁ। শুধালেন,"দেশময় সঙ্কেত দিতে বলবো ?"

মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন লেবেল,.....'না, এখনো না। গ্রামাঞ্চলে যদি কোথাও ঘুরে বেড়ায় সে তো গাঁয়ের পুলিস তাকে আটকাবে। ভাববে বোধহয চোরাই গাড়ি। কিন্তু বাধা পড়লেই লোকটা গুলিটুলি ছুঁড়তে কসুর করবে না। বন্দুক বোধহয় গাড়িতেই কোথাও আছে। তাছাড়া হোটেলে দু রাতের জন্যে তো ঘর ভাড়া নিয়েইছে। ফিরে এলে যেন হোটেল ঘিরে থাকে ফৌজ। যদি এড়ানো যায় তো লড়াই দাঙ্গা কেন ?...চল এখন জলদি, হেলিকপ্টার তৈরি।

ইতিমধ্যে গাপের সমস্ত রাস্তায় লোহাব ব্যারিকেড তুলেছে পুলিস। হোটেলের আশেপাশে, ঝোপঝাড়ের নীচে সশস্ত্র রক্ষী। হুকুম এসেছে লিওঁ থেকে। গ্রোনোবল ও লিওঁতে আবার সাবমেশিনগান আর রাইফেল নিয়ে পুলিস সার সার কালো মারিযা গাড়িতে চড়ছিলো তখন। পারীর বাইরে সাতোরি ক্যাম্পে হেলি . প্টারকে রেডি করা হচ্ছিলো। কমিশার লেবেল যাবেন গাপে।

.

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। গাছতলাতেও অসহ্য গরম। দু ঘণ্টা ধরে খালি গায়েই গাড়িতে রঙ করলো শৃগাল। অনর্থক জামা নষ্ট করে লাভ নেই। গাপ ছেড়ে সোজা পশ্চিমে চলে এসেছিলো, ভেইন ও আপ্রে-সুর-বুয়েশের ভেতব দিয়ে। উৎরাইয়ের পথ, ঘুরে ঘুরে নেমেছে, তবু গতি কমায়নি একটুও। দু-দুবার মোড় ঘুরতে গিয়ে উল্টোদিকের গাড়িকে প্রায় ফেলেই দিয়েছিলো। আপ্রের পর ৯৩ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দ্রোম নদীর পাশ দিয়ে চলে এসেছিলো। আঠারো মাইল ধরে নদীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে অবশেষে লুক-অঁ-দিওয়া পেরিয়ে ভাবলো আলফাকে এবার রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলাই উচিত। আশেপাশে অনেক রাস্তা বেরিয়েছে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। চড়াই উৎরায়ের অজস্র পথ, কত গ্রাম-গ্রামান্তব গিয়েছে সেগুলো। সামনে যেটা পেলো সেই রাস্তাতেই ঢুকলো। মাইল দেড়েক গিয়ে তারপর ডানদিকে বেঁকে

জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।.....বিকেল নাগাদ রঙ করা হয়ে গেলো। সাদা গাড়ি এখন চকচকে নীল, শুকিয়েও এসেছে প্রায়। তবে পেশাদারী কাজ হয়নি। না হলেই বা কী, ভালো করে নজর না করলে বোঝা যাবে না, সন্ধ্যার অন্ধকারে তো নয়ই। নম্বর প্লেট দুটো খুলে তাদের উল্টো পিঠে সাদা রঙ দিয়ে একটা কল্পিত ফরাসী নম্বর বসিয়েছে যার শেষ সংখ্যা ৭৫ পারী শহরের সংখ্যা কোড। শৃগাল জানে এ-ধরনের গাড়ির নম্বর ফ্রান্সের রাস্তাঘাটে বহু দেখা যায়। গাড়িভাড়ার কাগজ বা ইনসিওরেন্সের প্রমাণপত্রের সঙ্গে অবশ্য গাড়িটা এখন মিল খাবে না। নম্বর আলাদা, রঙ আলাদা, রাস্তায় চেক করলেই বিপদ। পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে ন্যাকড়া ভিজিয়ে হাতের রঙ তুলতে তুলতে ভাবে যে এক্ষুণি দিনের আলোয় জ্যাবড়া জোবড়া রঙ করা গাড়িটাকে নিয়ে রওনা হবে, না সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে! মনে মনে নিশ্চিত যে ঝুটা নামটা যখন ওরা একবার জেনে গেছে তখন আর তার ফ্রান্সে আগমন বা গাড়ির খবরটাও বেশীক্ষণ অজানা থাকবে না। ফ্রান্সে অবশ্য সে কয়েকদিন আগেই এসে পড়েছে, নির্ধারিত দিনের এখনো দেরি আছে. কয়েকদিন কোনো জায়গায় চুপচাপ পড়ে থাকতে পারলেই হলো। তার মানে দ্রুত গিয়ে কোনোমতে কোরেজ অঞ্চলে পৌঁছতে হবে। আড়াইশো মাইলের পথ, অতএব গাড়িতে যাওয়াই শ্রেয়। কাজেই ঝুঁকি না নিলে হবে না, যত তাড়াতাড়ি হয় বেরিয়ে পড়তেই হবে। দেশের প্রত্যেকটা পুলিস যতক্ষণ না আলফা রোমিও গাড়ি আর তাতে সোনালীচুলের ইংরেজ আরোহীকে না খুঁজে বেড়ায় তার আগে কেটে পড়াই মঙ্গল।

নতুন নম্বর লেখা প্লেটদুটো স্ক্রু দিয়ে সেঁটে, পেন্টের টিন আর ব্রাশ ফেলে দিয়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো। গোল গলার রেশমী গেঞ্জী আব কোট গলিয়ে নিয়েছে। ৯৩ নম্বর রাস্তায় পড়ে হাতের ঘড়ি দেখে নিলো তিনটে বেজে একচল্লিশ মিনিট.....মাথার ওপরে আকাশে একটা হেলিকপ্টার ফট-ফট করতে করতে পূর্বদিকে চলেছে। আবো সাত মাইল গেলে তবে একটা গ্রাম পাবে, তার নাম দাই। ইংরেজী কায়দায় উচ্চারণ করতে চায় না সেটা, বলতে চায় না 'ডাই'। কুসংস্কার-টসংস্কাব মোটেই নেই তার, তবু সেই আধা শহুরে গ্রামের ভেতরে ঢুকেই চক্ষুস্থির। শহরের মাঝখানে শহীদ স্মারকের কাছে মস্ত একজন কালো চামড়ার পোশাক পরা মোটরসাইকেলওলা পুলিস রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই হাত তুলে থামালো। ইশারায় বললো রাস্তার ডানদিকেব প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে। বন্দুক তো তার গাড়ির চ্যাসিসে আটকানো, সঙ্গে কোনো পিস্তলও নেই, ছোরাও না। একমুহূর্ত ইতস্তত করে সে। সজোরে গাড়ি চালিয়ে পুলিসটাকে দেবে নাকি ধাক্কা , পরে মাইল দশেক দূরে গিয়ে না হয় গাড়ি ফেলে, বিনা আরশিতে চোখ মুখ না ধুয়ে, মেক-আপ নিয়ে পাদ্রী জেনসেন সেজে যাবে, চার প্রস্থ সামান কোনোমতে কুঁতোতে কুঁতোতে নিয়ে যাবে, ...না কি থেমেই পড়বে! কিন্তু মনস্থির কববার সময়ই পেলো না। আলফার গতি কমতে না কমতেই পুলিসটা রাস্তার অন্যদিকে মুখ ঘুরে দাঁড়ালো। শৃগাল একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো গাড়ি নিয়ে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকলো।

গ্রামের ওদিক থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে এলো, যাই ঘটে থাকুক, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর পালানো যাবে না। দেখতে দেখতে চোখের নিমেষে গ্রামের ভেতরে এসে ঢুকলো গাড়ির মিছিল। পর পর চারটে সিত্রোঁ পুলিস-কার, ছটা কালো মারিয়া, ট্রাফিক পুলিস লাফিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে হাত তুলে স্যালুট করে দাঁড়ায়। তার আলফার পাশ দিয়ে গর্জন করতে করতে সবেগে সেই কনভয় বেরিয়ে যায়....যেদিক থেকে সে এসেছে সেই দিকেই ধেয়ে যায় সেগুলো। ভ্যানগুলোর জাল বসানো জানলা দিয়ে চোখে পড়ে সার সার হেলমেটোধারী পুলিস, হাঁটুর ওপর তাদের সাবমেশিনগান।....পলকের মধ্যেই গাড়িগুলো উধাও ছুটন্ত পুলিস এবার

হাত নামিয়ে ফেললো, স্যালুট শেষ ...অবহেলার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে ইশারা করলো শৃগালকে, যেতে পারে সে। শহীদস্তম্ভের সঙ্গে দাঁড় করানো ছিলো তার মোটরসাইকেল। সেদিকে গিয়ে মোটরসাইকেলে লাথি মেরে স্টার্ট করতে না করতেই নীল আলফা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলো পশ্চিমমুখে।

ওরা যখন ওতল দ্যু সার্ফে এসে পৌঁছলো তখন বেলা চারটে বেজে পঞ্চাশ। শহরের উল্টোদিকে প্রায় মাইলখানেক দূরে নেমেছিলেন ক্লদ লেবেল। সেখান থেকে তিনি আর কারোঁ পুলিসের গাড়িতে করে চলে এলেন হোটেলের দরজায়। ম্যাকিনটশের তলায় কারোঁর ডান বগলে ঝুলছিলো গুলি ভরা এম. এ. টি. ৪৯ সাবমেশিনগান কারবাইন। তর্জনী ছিলো ট্রিগারের ওপর। শহরের সবাই ততক্ষণে টের পেয়েছে যে কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু হোটেল মালিক কিছুই জানতে পারেনি। পাঁচ ঘন্টা ধরে তো শহরের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই ছিলো না তার। মাছওলাটাও আসেনি আজ।.....ডেস্কের কেরানী তাকে ডাক দিতেই অফিসের হিসাবপত্তর ছেড়ে মালিক চলে এলো। কারোঁর জেরার উত্তর দেয় সে, লেবেল শোনেন। ভয়ে ভয়ে লোকটা কারোঁর বাহুমূলের নীচে ফোলা ফোলা জায়গাটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সিঁটিয়ে যায় যেন। পাঁচ মিনিটের ভেতরে পুরো হোটেলটাকে পুলিসে ছেয়ে ফেললো প্রত্যেকটা কর্মচারীকে তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, বেডরুম পরীক্ষা করে, আশে পাশের জমিটমি প্রায় তন্ন তন্ন করে খোঁজে। লেবেল একা একা চলে আসেন গাড়িবারান্দার নীচে, সামনের পাহাড়ে দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। কারোঁ এসে দাঁড়ান তাঁর পাশে।

"সত্যিই কি চলে গেছে মনে করেন আপনি ?"

মাথা নাড়েন লেবেল। "হুঁ চলেই গেছে।"

"কিন্তু দুদিনের জন্যে ঘর ভাড়া করেছিলো। হোটেল-মালিক কি ওর দলে না কি ?"

"নাঃ, এরা কেউ মিথ্যা কথা বলছে না. আজ সকালেই ও মত বদলে ফেলেছিলো, চলে গেলো তাই। কিন্তু কেন ? কী করে জানলো যে আমরা ওকে সন্দেহ করছি ?"

"না তা কী করে করবে ? খবর পেতেই পারে না। ঘটনা দুটোর মধ্যে কোনো মিল নেই, সমাপতন বলতে পারেন?"

"হুঁ, তাহলেই ভালো, লুসিয়েঁ। দেখা যাক।"

"তবে এখন গাড়ির নম্বর ছাড়া আর কোনো সূত্র রইলো না আমাদের হাতে।"

"হ্যাঁ, আমারই ভুল। গাড়িটার জন্যে তখনই সাবধান-সঙ্কেত পাঠানো উচিত ছিলো। যাক, একটা স্কোয়্যাড গাড়ি থেকে এখন পুলিস বেতারে খবর পাঠাও দেখি লিওঁতে, বলে দাও দেশময় সঙ্কেত পাঠাতে। জানিয়ে দিও ভীষণ জরুরী। সাদা রঙের আলফা রোমিও ইতালিয়ান গাড়ি, নম্বর এম. আই. ৬১৭৪১। হুঁশিয়ার থাকে যেন। লোকটার হাতে অস্ত্র থাকতে পারে, সাংঘাতিক লোক. তুমি তো জানোই কী ধরনের সঙ্কেত পাঠাতে হয় এসব ক্ষেত্রে।.....হ্যাঁ, ভালো কথা, বলে দিও প্রেসে যেন কেউ কোনো খবর না দেয়। ঘোষণায় বলে দিতে পারো আসামী জানে না যে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে। কাজেই খবরের কাগজে বা রেডিওতে যদি সে খবর পায় তবে আমি যে লোক খবর দিয়েছে তার চামড়া খুলে নেবো।...লিওঁর কমিশার গেইয়ারকে বলে দিচ্ছি এখানকার চার্জ নিয়ে নিতে। তারপর, চলো আমরা পারী ফিরে যাই।"

প্রায় ছটার সময় নীল আলফা গাড়িটা এলো ভালেঁস শহরে। এখানে লিওঁ থেকে মার্সাইগামী জাতীয় সড়ক এসে মিশেছে। পারী থেকে কোৎদাজুর যাওয়ার যাত্রীদের ভিড় এই

রাস্তায়। প্রায় অবিরল ট্র্যাফিক, রোন নদীর পাশ দিয়ে সগর্জনে ধেয়ে যায় তারা। আলফা এই বিরাট রাস্তা পেরিয়ে নদীর ব্রিজের ওপর দিয়ে ৫৩৩ নম্বর সড়কে এসে পড়লো, দক্ষিণদিকে সাঁপেরের পথ। ব্রিজের নীচে মস্ত নদীটা যেন অপরাহ্ণের রৌদ্রে ধিকিধিকি করে জ্বলছে। বুকের ওপরে সারি সারি চলেছে দক্ষিণগামী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্পাতের কীট, তাদের ওপর নদীর পরম তাচ্ছিল্য। সে শুধু মন্থর স্থির গতিতে নির্বিকার চলেছে বিরহবিধুর ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়।....সাঁপেরের পর পেছনের উপত্যকা জুড়ে আঁধার ঘনিয়ে এলো। শৃগাল তার গাড়িতে আরো শক্তি তুলে ক্রমশ উঠে গেলো পাহাড়ের ওপরে, উঁচু থেকে উঁচুতে। মধ্যমাসিফ পর্বতের ভেতর দিয়ে অভার্নের অঞ্চলে এসে পৌঁছলো। লাপুয়ের পর ভীষণ চড়াই, পাহাড়ও যেন আকাশছোঁওয়া। ব্রিউদ পেরুতেই আলের নদীর উপত্যকা পিছিয়ে পড়লো। এখন বাতাসে শুধু শুকনো খড় আর আগাছার গন্ধ। ইসোয়ারে ট্যাঙ্ক ভরে নিয়ে ছুটে চললো মঁদরের দিকে। মঁদর, লা বুর্দুল পেরুতে পেরুতে প্রায় মধ্যরাত. লা বুর্দুল ছাড়িয়ে ৮৯ নম্বর সড়ক ধবলো উসেলের পথে। উসেলই হলো কোরেজের আঞ্চলিক শহর।

"মসিয়োঁ কমিশার, আপনি একটি নির্বোধ.....হাতে পেয়েও লোকটাকে ছেড়ে দিলেন," সাঁক্রেয়ার চেয়ার ছেড়ে ওঠবার ভঙ্গী করে কথাগুলো বললেন। টেবিলের ওই কোণে বসে থাকা লেবেলের দিকে কটকট করে তিনি তাকান। গোয়েন্দাটি কিন্তু সামনের কাগজগুলোই একমনে দেখে যান, যেন সাঁক্রেয়াব নামে কোনো মানুষই নেই এই পৃথিবীতে। মনে মনে আগেই ঠিক কবে রেখেছিলেন রাষ্ট্রপতিভবনের কর্নেলটিব কথা গায়েই মাখবেন না সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাবেন তাঁকে, সেটাই হবে তাঁর মতো দুর্বিনীত ব্যক্তিব পক্ষে উচিত শাস্তি।....সাঁক্রেয়ার কিন্তু বুঝতে পারলেন না লেবেলের নীরবতার অর্থ। ভাবলেন তিনি লজ্জা পেযেছেন হয়তো, কিংবা হয়তো গ্রাহ্যই নেই। তবে মনে মনে সাব্যস্ত করলেন লজ্জাই পেযে... তাই আরেকবার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে গুছিয়ে বসলেন।

"কিন্তু কর্নেল সাহেব, আপনি সামনে রাখা ওই রিপোর্টটার কপি যদি পড়েন তো দেখবেন লোকটাকে আমবা হাতে কখনো পাই-ইনি," মৃদুকণ্ঠে লেবেল বললেন,"আজ সওয়া বারোটা পর্যন্ত পি. জে-তে কোনো খবরই আসেনি যে ডুগ্যান আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় গাপের হোটেলে এসে উঠেছে. আমরা অবশ্য এখন জানি যে সে হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলো এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে। অতএব, আমরা যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম তার আগেই সে চলে গিয়েছিলো। তাছাড়া আপনি পুলিসের অক্ষমতার বিরুদ্ধে যেসব মন্তব্য করলেন, সেগুলোও আমি মানতে পারি না। আপনাকে রাষ্ট্রপতির আদেশ আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তদন্তটি গোপনে সারতে হবে। সুতরাং ডুগ্যান নামে কোনো লোকেব খোঁজে চার দিকে সতর্ক সঙ্কেত পাঠানোও সম্ভব ছিলো না। কারণ তাহলে প্রেসে হৈ হৈ পড়ে যেতো। ওতেল দ্যু সার্ফে ডুগ্যানের আগমনেব কার্ডটা যথাবিধি যথোচিত সময়ে সংগ্রহ হয়েছিলো এবং যথারীতিই সেটা লিওঁর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে এসে পৌঁছেছিলো। সেখানে এলে তবেই বোঝা গেলো যে ডুগ্যান আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। এই বিলম্বটুকু ঘটতেও বাধা যদি না আমরা দেশময় হুলুস্থুল বাধিযে দিই লোকটার খোঁজে। তবে সে কাজ আমার আওতার বাইরে।....তাছাড়া, ডুগ্যান এসে হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়েছিলো দুদিনের জন্যে। আমরা জানি না হঠাৎ বেলা এগারোটায় তার মত কেন বদলে গেলো, কেন সে চলে গেলো সেখান থেকে।"

"হয়তো আপনার পুলিস সেখানে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিলো," ফোড়ন কেটে উঠলেন সাঁক্রেয়ার।

"আমি আগেই বলেছি যে সওয়া বারোটার আগে কোনো পুলিসী তৎপরতা শুরু হয়নি; আর ততক্ষণে তো লোকটা চলে গেছে, সত্তর মিনিট আগে," লেবেল বললেন।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে.....আমাদেরই দুর্ভাগ্য," মন্ত্রীমশায় বলে উঠলেন, "কিন্তু কমিশার, তার গাড়ির জন্যে তক্ষুণি সঙ্কেত পাঠানো হয়নি কেন ?"

"ঘটনাপরম্পরায় বোঝা যাচ্ছে যে সেটা আমার ভুল হয়েছিলো। আমার তখন কিন্তু বিশ্বাস ছিলো যে লোকটা দু রাত ওই হোটেলেই কাটাবে, সেই জন্যেই সঙ্কেত পাঠাইনি, পাঠালে হয়তো কোনো পাহারাদার পুলিস এসে তাকে থামাতো, বিনা বাক্যব্যয়ে লোকটা তাকে গুলি করে তক্ষুণি সেখান থেকে পালাতো......"

"পালালোও তো," সাঁক্লেয়ার মন্তব্য জুড়লেন।

"হ্যাঁ, পালিয়েছে যে তা সত্যি। তবু আমাদের কাছে এখনো এমন কোনো প্রমাণ নেই যাতে বোঝা যায় যে সে সাবধান হয়ে গেছে । কিন্তু পুলিস যদি তার গাড়িকে বাধা দিতো তাহলে সাবধান সে হয়েই যেতো। সে হয়তো শুধু নিজের মর্জিমাফিক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজ রাতে যদি কোনো হোটেলে ওঠে খবর পাব আমরা। নইলে তার গাড়ি দেখা গেলে রিপোর্ট পাওয়া যাবে।"

পি. জে-র অধ্যক্ষ মাক্স ফেবনা প্রশ্ন করলেন, "সাদা আলফার জন্যে সাবধান সঙ্কেত কখন পাঠিয়েছিলেন?"

"হোটেল থেকেই নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম, প্রায় বিকেল সওয়া পাঁচটায়," লেবেল বললেন, "সাতটার মধ্যে সে খবর নিশ্চয়ই সমস্ত বড় বড় রাস্তাটহলদারি ইউনিটে পৌঁছে গিয়েছিলো। শহরগুলোতে রাতভর ডিউটিতে আসবামাত্র পুলিসকে বলে দেওয়া হয়েছে। লোকটা যেরকম সাংঘাতিক সেইজন্যে গাড়িটাকে আমি চোরাই বলে অভিহিত করলেও নির্দেশে বলে দিয়েছিলাম যে দেখলেই যেন গাড়ির খবর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়, একা একা কোনো পুলিস যেন আরোহীর পাল্লা নিতে না যায়. আজকের এই অধিবেশন যদি মনে করেন যে এই নির্দেশের পরিবর্তন আবশ্যক তবে তার ফলাফলের দায়িত্বও যেন এই অধিবেশন গ্রহণ করেন।"

বহুক্ষণ বিরতি পড়ে সভায়।

তারপর কর্নেল রলাঁ একসময়ে বিড়বিড় করে উঠলেন, "তবু একজন পুলিসের জানের জন্যে তো আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের জীবন বিপন্ন করা যায় না।"

টেবিলের চারদিক থেকেই সম্মতির চাপা গুঞ্জন উঠলো।

"নিশ্চয়ই," লেবেলও সায় দিলেন, "তবে যদি কোনো একজন পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয় লোকটাকে থামাতে। কিন্তু তা কি সম্ভব? অধিকাংশ পুলিস, তা শহরের হোক বা গ্রামের হোক, বীটের সাধারণ কনস্টেবল হোক কিংবা টহলদার পুলিস হোক, কেউই পেশাদার বন্দুকবাজ নয়, অথচ শৃগাল পয়লা নম্বরের পেশাদার বন্দুকবাজ। বাধা পেলে সে অনায়াসে এরকম এক-আধটা পুলিসকে হত্যা করে উধাও হয়ে যেতে পারে। তখন আমাদের সামনে আসবে দুটো সমস্যা : এক, হত্যাকারী হুঁশিয়ার হয়ে যাবে, বুঝতে পারবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাই নতুন কোনো ছদ্মবেশ ধারণ করে নিতে পারে যে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই থাকবে না; আর দ্বিতীয়ত এই খবর সারা দেশময় বড় বড় হরফে ছাপা হয়ে যাবে। অথচ আমরা তা উড়িয়েও দিতে পারবো না। পুলিসকে হত্যা করার খবর প্রকাশ হবার আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যদি শৃগালের ফ্রান্সে আসবার মূল কাহিনী প্রচার না হয় তো আমি খুবই আশ্চর্য হবো। তখন সে যে প্রেসিডেন্টের জীবন বিনাশের চেষ্টায় এখানে এসেছে এ খবর জানতেও

সাংবাদিকদের বিলম্ব হবে না। আপনারা যদি কেউ জেনারেলকে এই পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলতে রাজি থাকেন তো আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়ে আপনাদের হাতে এই তদন্ত তুলে দিতে রাজি আছি।"

কিন্তু কেউই এলেন না এগিয়ে। যথারীতি মাঝরাতের কাছাকাছি অধিবেশন শেষ হলো। আধ ঘন্টার মধ্যে দিনপঞ্জীর তারিখ পালটে হয়ে গেলো শুক্রবার, ১৬ই আগস্ট।

সতেরো

রাত একটার সময় নীল রঙের আলফা-রোমিও গাড়িটা উসেল রেলওয়ে স্টেশনের সামনের চৌরাস্তায় এসে থামলো। একটাই কাফে খোলা ছিলো তখন। কিছু রাতের যাত্রী সেখানে বসে বসে কফি খাচ্ছে। বারান্দায় সার সার গাদা করা টেবিল চেয়ার ঠেলে চুলের মধ্যে চিরুনি বুলোতে বুলোতে শৃগাল ভেতরে ঢুকে গেলো। তার গা হাত পা হিম, পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে এসেছে। আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাইয়ের পথে, এতক্ষণ ধরে একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়ে হাতে-পায়েও ভীষণ ব্যথা। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড, সেই আঠাশ ঘণ্টা আগে কখন ডিনার খেয়েছিলো, তারপর সকালে একটা মাখন-মাখানো রোল ছাড়া পেটে কিছুই পড়েনি। .....কাউণ্টারে পৌঁছে পাতলা লম্বা রুটির মাঝ বরাবর ফালা করে কাটা দুটো মস্ত টুকরোর ফরমাশ দিলো মাখন মাখিয়ে, যার নাম তার্তিন বোরে আর সঙ্গে চারটে সেদ্ধ ডিম এবং বিশাল কাপে করে সাদা কফি। খাবার তৈরি হতে সময় লাগে। ততক্ষণে টেলিফোন বুথের খোঁজে এদিক-ওদিক চায়। কিন্তু পেলো না, বুথই নেই সেখানে। টেলিফোন আছে অবশ্য কাউন্টারের শেষপ্রান্তে।

বারওলাকে জিজ্ঞেস করলো, "এখনকার টেলিফোন-ডিরেক্টরি আছে?"

কোনো কথা না বলে লোকটা কাউণ্টারের পিছনে একটা তাক দেখিয়ে দিলো, যেখানে সার সার ডিরেক্টরি। চোখ তাকিয়ে এবার বললো, "যান, খুঁজে নিন গে।"

দেখলো ব্যারনের নাম আছে শালোনিয়েরের নীচে.. ...'মঁ, লা বারোন দ্য লা......' ইত্যাদি। ঠিকানাতে লেখা আছে 'লা অউৎ শালোনিয়েরের জমিদারবাড়ি।' এ খবর শৃগালের অজ্ঞাত ছিলো না, তবে তার রোড-ম্যাপে গ্রামটার চিহ্নই নেই। কিন্তু দেখলো টেলিফোন নম্বরটা এগ্লতাঁর, সেটা আছে তার মাপে। উসেল ছাড়িয়ে ৮৯ নম্বর সড়কে আরো তিরিশ কিলোমিটার। ... .বসলো এসে ডিম রুটি খেতে।......

গাড়িতে যেতে যেতে রাত দুটোয় দেখলো দূরত্বফলক ঃ 'এগ্লতাঁ, ৬ কি. মি.।' মনে মনে স্থির করলো এইখানেই, পথের পাশে, জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি ফেলে চলে যাবে। দু পাশে কষাড় জঙ্গল, হয়তো স্থানীয় কোনো জমিদারের সম্পত্তি, যেখানে এককালে ঘোড়ায় চড়ে কুকুর নিয়ে বাবুরা বন্যবরাহ শিকার করতেন। এখনো বোধহয় বরাহপুঙ্গবেরা সমানে এখানে বিচরণ করে কারণ কোরেজ অঞ্চল দেখলে মনে হয় যেন সেই কাহিনীপুরাণের রাজ্য। কয়েক শো মিটার দূরে পাওয়া গেলো গাড়ি যাবার রাস্তা, জঙ্গলের মধ্যে গেছে। সামনে আড়াআড়িভাবে বাঁশ ফেলা, পাশে বিজ্ঞপ্তি লটকানো ঃ 'ব্যক্তিগত রাস্তা'। বাঁশ তুলে গাড়ি ভেতরে নিয়ে আবার বাঁশ নামিয়ে রাখলো। সেখান থেকে বনের ভেতরে আধ মাইল রাস্তা এগিয়ে গেলো। হেডলাইটের আলোয় বড় বড় গাছগুলোর আলো-চমকানো আঁধার অবয়ব দেখে মনে হয় যেন মস্ত মস্ত দৈত্য বেগেমেগে তাদের অগুনতি শাখা-হাত বাড়িয়ে থামিয়ে দিতে চাইছে। অবাঞ্ছিত প্রবেশে তাদের যেন শান্তিভঙ্গ ঘটেছে। গাড়ি থামিয়ে গ্লোভকম্পার্টমেন্ট খুলে লোহার তার কাটবার

কাঁচি আর টর্চ নিয়ে নেমে পড়লো হেডলাইট নিভিয়ে। ......গাড়ির তলায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো তার। জঙ্গলের মাটিতে শুয়ে শুয়ে পিঠ ভিজে গেলো শিশিরে। শেষমেশ রাইফেলটা খুলে বের করে সুটকেসে সেটা ভাগে ভাগে রেখে পুরনো কাপড়চোপড় আর আর্মি গ্রেটকোট দিয়ে ঢেকে রাখলো। তারপর গাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলো কোনো চিহ্ন-টিহ্ন ফেলে যাচ্ছে না তো যাতে চালককে সনাক্ত করা যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িটাকে প্রবল বেগে চালিয়ে দিলো বুনো রডোডেনড্রনের একটা বিশাল ঝোপের ভেতরে। লোহার তার কাটবার কাঁচি দিয়ে কাছাকাছি ঝোপঝাড় থেকে আরো রডোড্রেনড্রনের ডালপালা ছেঁটে এনে আলফা গাড়িটা যেখানটায় ঘন ঝোপ ভেদ করে ঢুকেছিলো সেখানটায় পুঁতে দিলো। ঘণ্টাখানেক লাগলো এই সব কাজে। আর বোঝা যাচ্ছে না যে ওখানটায় একাট গাড়ি আছে। টাইয়ের দুই প্রান্তে দুটো সুটকেস বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো ; একটা ঝোলে পিঠের দিকে আরেকটা পেটের। হাতদুটো খালি রইলো, তাই বাকি মালদুটো হাতে ঝুলিয়ে চললো পদযাত্রায়। সময় লাগলো অনেক। শুধু হাঁটাই নয়, প্রত্যেক একশো গজ গিয়ে, হাতের মাল নামিয়ে গাছের ডাল দিয়ে রাস্তার শেওলা আর গুল্ম পিটিয়ে আলফা গাড়ি যাবার চিহ্ন মুছে ফেললো। বড় সড়কে এসে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। বাঁশের তলা দিয়ে গলে গিয়ে সড়ক ধরে আরো আধ মাইলটাক এগিয়ে গেলো। পরনের চৌখুপী সুটটায় নোংরা সব দাগ ধরে গেছে, সাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। গোল-গলা গেঞ্জীটা তো পিঠের সঙ্গে সেঁটে আছে। মনে হচ্ছে গা হাতপায়ের ব্যথা বোধহয এ জন্মে সারবে না। সুটকেসগুলো একটার ওপর একটা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো সড়কেব ধারে। পুব দিকটায় তখন আঁধার পাতলা হয়ে এসেছে। গাঁয়ের বাসও তো সাত সকালে চলতে আরম্ভ করে। অতএব অপেক্ষা করতে থাকলো।

ভাগ্যও ভালো বলতে হবে। খড়বোঝাই ট্রেলার বেঁধে নিয়ে একটা লরি এলো প্রায় পাঁচটা পঞ্চাশে, গঞ্জেব বাজারে চলেছে।

তাকে দেখেই গাড়ি থামালো ড্রাইভার।

"গাড়ি খারাপ হয়েছে নাকি?"

"না। ক্যাম্প থেকে বাইরে বেরুনোর ছুটি পেলাম দুদিনের, তাই হিচহাইক করে বাড়ি চলেছি। কাল রাতে এসে পৌঁছলাম উসেল। ভাবলাম কোনমতে যদি তুলে অবধি যেতে পারি তো সেখানে আমার এক খুড়ো আছেন, তিনিই লরি ঠিক করে দেবেন বোর্দো পর্যন্ত। কিন্তু পৌঁছলাম শুধু এই পর্যন্তই।" বলেই ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে হাসে। ড্রাইভারটা তাই শুনে খ্যা-খ্যা করে হাসে আর কাঁধ নাচায়। "ক্ষ্যাপা নাকি, রাতে কেউ এই পথে আসে? সন্ধ্যার পর কেউ এ-পথ মাড়ায় না। যান উঠুন গাড়িতে এগ্নতা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি, সেখান থেকে খুঁজে নেবেন।"

ঘট-ঘট-ঘডাং করতে করতে ছোট্ট গঞ্জ শহরটায় এসে পৌঁছালো পৌনে সাতটায়। শৃগাল চাষীর পোকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি স্টেশনের পেছনে পৌঁছতেই নিঃশব্দে নেমে পড়লো। চললো কোনো কাফের উদ্দেশ্যে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে বারওলাকে শুধালো, "ওহে, শহরে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?"

বারওলা নম্বর দিলে টেলিফোন করলো ট্যাক্সি কোম্পানীতে। তাকে বলা হলো যে আধ ঘন্টার মধ্যে একটা গাড়ি আসছে। ততক্ষণে কাফের স্নানঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা জলের নল খুলে মুখ হাত ধয়ে দাঁতটাঁত মেজে নিলো। পোশাক বদলে ধোওয়া সুটও পরে নিলো।

ট্যাক্সি এলো সাড়ে সাতটায়। একটা ঝরঝরে রেনো গাড়ি।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো, "অউৎ শালোনিয়ের গ্রাম চেনো?"

"লিচ্চয়।"

"কদ্দুর?"

"আঠালো কিলোমিটার।" পাহাড়ের দিকটায় বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললো, "ওপরে।"

"ওখানে নিয়ে চলো।" সঙ্গে একটা মাল রেখে বাদবাকি তুলে দিলো গাড়ির ছাতে।...গ্রামের চৌরাস্তায় পৌঁছে কাফে দ্য লা পোস্তের সামনে ট্যাক্সি থামালো। সে যে জমিদারবাড়ি যাচ্ছে সে কথা তো ট্যাক্সিওলার জানবার কোনো দরকার নেই। ট্যাক্সি চলে গেলে মালগুলো বয়ে বয়ে নিয়ে এলো কাফেতে। ইতিমধ্যেই চৌমাথাটা একেবারে গরমে ঝলসাচ্ছে। কাফের বাইরে খড়বোঝাই একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে, বলদজোড়া নির্বিকার ভঙ্গীতে রোমন্থনরত, তাদের মায়াময় কোমল চোখগুলোর সামনে কালো কালো মোটা মাছি অনবরত পাক খাচ্ছে।

কাফের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকারও বটে। বাইরের আলো থেকে এসে প্রথমটায় কিছু ঠাওর হয় না। কানে আসে খদ্দেররা নড়েচড়ে উঠলো, অভ্যাগতকে বোধহয় পরখ করে দেখছে।

টাইল-ছাওয়া মেঝের ওপর দিয়ে খচরমচর শব্দ করতে করতে ওপাশে চাষীমজুরদের আড্ডা ছেড়ে একটা বুড়ী এসে দাঁড়ালো বারের ভেতর। খ্যানখেনে ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলো, "বলেন?"

মালগুলো নীচে নামিয়ে রেখে বার কাউন্টারে ঝুঁকে পড়লো শৃগাল। আড়চোখে দেখে নিয়েছে সবাই লাল মদ নিয়ে বসেছে।

"এক গেলাস লাল মদ।"

মদ ঢালা হয়ে গেলে জিজ্ঞেস করলো, 'জমিদারবাড়ি কদ্দুর বলতে পারেন, মাদাম?"...তা শুনে একজোড়া কালো চোখের তাবা তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। ঘন কুটিল দৃষ্টি।

"দু কিলোমিটার, মসিয়োঁ।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো আগন্তুক। "অথচ ওই ড্রাইভারটা আমায় বললো কিনা এখানে কোনো জমিদারবাড়িই নেই, তাই এই চৌমাথায় এসে আমাকে নামিয়ে দিলো।"

"এগ্লতাঁ থেকে এসেছিলো বুঝি?" বুড়ী শুধায়।

শৃগাল ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

'ওরা অমনিই' এগ্লতাঁর সবকটা গাধা," বুড়ী বললো।

"আমাকে জমিদারবাড়ি যেতে হবে," শৃগাল জানালো।

টেবিল জুড়ে যারা বসেছিলো তারা কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। কেউ বললোও না কী করে যাবে সে সেখানে। শৃগাল একটা কচকচে নতুন একশো ফ্রাঁয়ের নোট বের করলো।

"মদের দাম কত?"

চোখ কুঁচকে নোটটার দিকে তাকিয়ে রইলো বুড়ী। নীল কুর্তা আর প্যান্ট পরা লোকগুলো নড়েচড়ে বসলো।

"ভাঙানি নেই আমার কাছে," স্ত্রীলোকটি বললো।

আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো আগন্তুক। "যদি কারো কাছে ভ্যান থাকে তো তার কাছ থেকে ভাঙানিও পাওয়া যেতো।"

পেছন থেকে একজন উঠে এলো।

কে একজন বলে উঠলো, "গাঁয়ে একটা ভ্যান আছে কর্তা।"

অবাক হবার ভান করলো শৃগাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, "তোমার নাকি দোস্ত?"

"নাঃ, কিন্তু যার গাড়ি তারে আমি চিনি। আপনাকে সে নিয়েও যেতে পারে।"

শৃগাল যেন প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে, এরকম ভাব দেখালো।

"কিন্তু ততক্ষণে, কী খাবে বলো?"

চাষীটা বুড়ীর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়াতেই সে দিলো তার গেলাসে লাল মদ ভরে।

"আর তোমার বন্ধুরা? কেমন গরম পড়েছে বলো? তেষ্টা পাওয়ারই কথা।" বললো শৃগাল।

খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা লোকটার মুখ এবার হাসিতে ভরে গেলো। বুড়ীর দিকে চেয়ে আবার ঘাড় নাচালো। বুড়ী দুটো পুরো বোতল নিয়ে চলে গেলো বড় টেবিলে, যেখানে আড্ডা বসেছে।...

"বেনোয়া, যা, গাড়ি নিয়ে আয়," হুকুম ছাড়লো লোকটা। শুনেই একজন তাড়াতাড়ি একঢোকে কোঁত কোঁত করে মদ গিলে মুখ মুছতে মুছতে চলে গেলো বাইরে।

ঝকর ঝকর করতে করতে দু কিলোকিমার রাস্তা চললো শৃগাল, জমিদারবাড়ির উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে ভাবে অভার্নের চাষীমজুরেরা সহজে মুখ খোলে না। অন্তত বিদেশীদের সামনে। সেটাই ওর মস্ত সুবিধা।

কোলেত দ্য লা শালোনিয়েরে বিছানায় বসে কফি খেতে খেতে চিঠিটায় আবার চোখ বুলোলেন। রাগটা এখন পড়ে যাচ্ছে, বিতৃষ্ণাই যেন ফুটে উঠছে বেশী। আবার সেই ভাবনাই জাগলো মনে বড় করে। জীবনের বাকি দিনগুলো কাটাবেন কী করে! কী আর রইলো তাঁর! বাড়িতে তিনি ছাড়া দুটি প্রাণী, বুড়ো মালী লুইস আর তার স্ত্রী বুড়ী ঝি আর্নেস্তিন। দুজনেই আছে সেই শ্বশুরের আমল থেকে।...ছবির কাটিংটায় আবার চোখ বুলোলেন। চকচকে ছবি, পারীর সোসাইটি ম্যাগাজিন থেকে কেটে পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে চিঠিটাও। হয়তো কোনো ঈর্ষাকাতর লোকের কাণ্ড নয়তো রগুড়ে ছোকরা। ছবিটায় তাঁর স্বামী বোকা বোকা মুখ করে আছেন, চোখদুটো কিন্তু পাশের নবীন চিত্রতারকাটির উত্তুঙ্গ বুকের দিকে ন্যস্ত। মেয়েটি বারহোস্টেস থেকে ক্যাবারে নাচিয়ে, ক্যাবারে নাচিয়ে থেকে উঠতি তারকা। পত্রিকায় আবার বাণী দিয়েছে যে 'ব্যারন তার প্রিয়বন্ধু,' 'এক দন' তাঁকে বিয়ে করার আশা রাখে। ছবিতে ব্যারনকে বেশ বুড়ো দেখাচ্ছে, কাম-চকচকে চোখদুটো একেবারেই বেমানান।...বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে কোলেতের, এই কি ৪২-এর সেই সুন্দর কান্তি তরুণ ক্যাপ্টেন যাঁকে ভালোবেসে তিনি বিয়ে করেছিলেন, প্রতিরোধের সংগ্রাম যাঁরা লড়েছিলেন একসঙ্গে। তাঁর সাতান্ন বছরের স্বামীটিকে দেখাচ্ছে যেন সত্তর।

কাটিংটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একলাফে বিছানা ছেড়ে নামলেন। দেওয়াল-আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। রাত্রিবাসের লেস সরিয়ে দেখেন। মন্দ না, দেহে এখনো অটুট যৌবনশ্রী। মন্দ নয় মোটেই। আলফ্রেদ, ঠিক আছে,...মনে মনে ভাবেন তিনি...দু পক্ষেই খেলা জমুক। তুমি ওদিকে বেলেল্লাপনা করে ঘুরে বেড়াবে, আর আমি সতী হয়ে তোমার আশায় দিন গুনি ; না, তা আর হচ্ছে না।...বাড়ি ফিরলেন কেন, দুঃখ হয় মনে। গাপে সহচরটি জুটেছিলো মন্দ না ; তার সঙ্গেই না হয় ঘুরে বেড়াতেন আরো কিছুদিন।

নীচের আঙ্গিনায় একটা পুরনো ঝরঝরে গাড়ি আসবার শব্দ হলো। পায়ে পায়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। গ্রাম থেকে একটা ভ্যান এসেছে, পেছনের দরজা খোলা। দুজন লোক, তাঁর দিকে পিছন ফিরে, গাড়ি থেকে জিনিস নামাচ্ছে। লুইস পাতাবাহার ছাঁটছিলো, এগিয়ে আসছে এখন ওদের সাহায্য করতে। ভ্যানের পেছন থেকে একটা লোক এগিয়ে এলো। প্যান্টের পকেটে কী একটা গুঁজতে গুঁজতে চালকের আসনে এসে বসলো। আস্তে আস্তে গাড়ি সরে গেলো। দেখা যাচ্ছে কাঁকরের ওপর তিনটে সুটকেস আর আরেকটা হাতব্যাগ। তাদের পাশে

একটা লোক। চকচকে সোনালী-চুল দেখেই চিনে ফেললেন তিনি। আনন্দে হেসে উঠলেন। 'ওঃ, তুমি! সুন্দর আদিম জন্তুটি...অনুসরণ করা হয়েছিলো আমাকে, না?'

তাড়াতাড়ি চলে গেলেন স্নানঘরে প্রসাধন সারতে।

সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াতে শুনতে পেলেন নীচে বেল বাজছে। তারপর, কানে এলো আর্নেস্তিন শুধাচ্ছে, মসিয়োঁ কী চান?

"মাদাম লা বারোন আছেন?"

মুহূর্তে উঠে এলো আর্নেস্তিন, বুড়ো পায়ে যতটা ছুটতে পারে।

"মাদাম, একজন ভদ্দরলোক ডাকছেন।"

গৃহমন্ত্রণালয়ে সেদিনকার সান্ধ্য অধিবেশন বেশ সংক্ষেপেই শেষ হয়ে গেলো। আর কোনো বিশেষ খবর নেই। গত চব্বিশ ঘন্টা ধরে ফ্রান্সের সর্বত্র গাড়িটার বিবরণ পাঠানো হয়েছে, সাধারণ পদ্ধতিতেই অবশ্য, যাতে অনর্থক সন্দেহ না হয় লোকের। কিন্তু সেটা পাওয়া যায়নি কোথাও। পুলিস জুদিসেরের প্রত্যেকটি আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে প্রত্যেকটা হোটেলের সমস্ত আগমন-কার্ড যেন তাদের হাতে সকাল আটটার মধ্যে এসে পৌছয়। আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টারগুলো থেকে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখা হবে। এখন পর্যন্ত যত কার্ড এসেছে, তা প্রায় দশ-বিশ হাজার হবে, তার মধ্যে ডুগ্যানর নামে একটাও নেই। অর্থাৎ কাল রাতে সে কোনো হোটেলে ওঠেনি, অন্তত ডুগ্যান নামে নয়।

নীরব সভায় লেবেল বললেন, 'এ থেকে দুটো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। প্রথমত সে হয়তো এখনো কোনো সন্দেহ করেনি, অর্থাৎ তার হোটেল ছাড়াটা নেহাতই আকস্মিক যোগাযোগ। সে ক্ষেত্রে আলফা রোমিও গাড়িটাকে খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করতে তার কোনো বাধা নেই, তেমনি বাধা নেই হোটেলে ডুগ্যান নামে ঘর ভাড়া করতে। তাহলে আজ হোক কাল হোক ধরা সে পড়বেই। দ্বিতীয়ত সে হয়তো গাড়িটাকে কোথাও ফেলে দিয়ে নিজের বল-ভবসায় চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাহলে আবার দুটো সম্ভাবনা; হয় তার দ্বিতীয় কোনো ছদ্মবেশ নেই যেক্ষেত্রে হোটেলে না উঠে বেশীদূর সে যেতে পারবে না, বা হয়তো ফ্রান্সেব সীমান্ত পেরুতে চেষ্টা করবে ; অথবা দ্বিতীয় কোনো ছদ্মবেশ আছে তার, যেটা সে এখন ধরবে। সেটা হলেই সাংঘাতিক।

"আপনি কেন ভাবছেন যে তার কাছে আরো ছদ্মবেশ আছে?" কর্নেল রলাঁ প্রশ্ন করলেন।

"ভাবছি এই কারণে যে ও. এ. এস. থেকে যখন লোকটাকে মোটা টাকায় নিয়োগ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করবার জন্যে," লেবেল বললেন, "তখন সে নিশ্চয়ই জগতের শ্রেষ্ঠতম আততায়ীদের মধ্যে একজন। অর্থাৎ তার প্রচুর অভিজ্ঞতাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও তার ওপর এযাবৎ কোনো দেশের কোনো পুলিসের সন্দেহ জাগেনি, তাদের নথীর বাইরেই রয়ে গেছে সে। একমাত্র এক উপায়েই এটা সম্ভব, সেটা হচ্ছে লোকটা মিথ্যা পরিচয়ে ছদ্মবেশে কাজ করে। কাজেই ছদ্মবেশ ধরতেও সে প্রায় বিশেষজ্ঞ। ক্যালথর্প আর ডুগ্যানের ফটোদুটো তুলনা করলে দেখা যায় সে ডুগ্যান সাজতে তাকে উঁচু গোড়ালির জুতো পরে দৈর্ঘ বাড়িয়ে নিতে হয়েছে, কয়েক কিলো ওজন কমাতে হয়েছে, কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে চোখের রঙ বদলাতে হয়েছে, আর চুলের রঙও পাল্টাতে হয়েছে। সুতরাং একবার যদি সে এগুলো করে থাকে আরেকবার না করতে পারাটা কি এতই অসম্ভব?"

সাঁক্লেয়ার বলে উঠলেন, "কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছাকাছি আসবার আগে ধরা পড়বে বলে তো আর ভাবেনি; তাহলে এতগুলো ছদ্মবেশ নিয়ে এত বিরাট প্রস্তুতি করবে কেন?"

"কারণ স্বভাবতই সে বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। তা যদি না নিতো তাহলে এতক্ষণে তাকে ধরে ফেলা যেতো।"

মাক্স ফেরনা অন্য একটা সম্ভবনার কথা বললেন। "ব্রিটিশ পুলিসের কাছ থেকে পাওয়া ক্যালথর্পের নথীতে আমি দেখেছি যে সে যুদ্ধের পরে পরেই প্যারাসুট রেজিমেন্টে ন্যাশনাল সার্ভিস করেছিলো। হয়তো তার সেই অভিজ্ঞতা সে এখন কাজে লাগাচ্ছে, পাহাড়ে পাহাড়ে গুহাকন্দরে লুকিয়ে আছে।"

"হতে পারে," লেবেল বললেন।

"তাহলে আর কোনো বিপদ ঘটাতে পারবে না, ওর হয়ে গেছে।"

কথাটাকে একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে লেবেল বললেন, "না, এই লোককে যতক্ষণ না জেলে পুরতে পারছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।"

"অথবা যতক্ষণ না সে মৃত," রলাঁ যোগ করলেন।

"ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো প্রাণ নিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে পালাবে," সাঁক্লেয়ার বললেন।

আর কোনো আলোচনা হলো না। সভা শেষ।

অফিসে ফিরে কারোঁকে বললেন লেবেল, "তাই যদি হতো! এখনো লোকটা বহাল তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে, সঙ্গে অস্ত্রও রয়েছে, অতএব কী করে ভাবি বলো যে সে ফ্রান্স ছেড়ে পালাবে?...নাঃ, আমি নেই ওতে। লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে, তার গাড়িও। তিনটে মাল ছিলো সঙ্গে, অতএব পায়ে হেঁটে আর কদ্দুর যাবে পাহাড়ের মধ্যে? গাড়ি খুঁজে বের করো, সেখান থেকেই শুরু করবো।"

কাঙ্ক্ষিতজনটি তখন কোরেজ প্রদেশের অভ্যন্তরে পুরনো এক জমিদার বাড়িতে আরামে শুয়েছিলো ধবধবে বিছানায়। স্নানটান সেরে পরিপাটি হয়েছে। বিশ্রাম করেছে অনেকক্ষণ। দিশী খানায় উদর পরিতৃপ্ত করেছে, সঙ্গে খরগোশের সেদ্ধ মাংস আর ঢোকে ঢোকে কড়া লাল মদ। ভোজন শেষে কালো কফি আর ব্র্যাণ্ডি। ছাতের ভেতর দিকে অপূর্ব গিল্টির কাজ, বিচিত্র সব নক্‌শা। সেদিকে চেয়ে চেয়ে আগামী দিনগুলোর কথা ভাবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে যেতে হবে এখান থেকে। যাওয়াটা হয়তো মুশকিল হবে, কিন্তু অসম্ভব নয়। একটা লাগসই কারণ খুঁজে বের করলেই হবে।

দরজা খুলে ব্যারনেস ঢুকলেন। চুল খোলা, কাঁধ পর্যন্ত দুলছে। রাত্রিবেশ পরে আছেন, গলায় গিঁট দিয়ে বাঁধা পেইনোয়া কিন্তু সামনে খোলা। চলাফেরা করতে সেটা ফাঁক হয়ে খুলে যাচ্ছে, তলায় নিরাবরণ শরীর। শুধু ডিনারের সময় যে উঁচু গোড়ালির জুতো আর লম্বা মোজা পরেছিলেন সেগুলো এখনো পরে আছেন। দরজা বন্ধ করে খাটের দিকে এগিয়ে আসেন। শৃগাল হাতের ওপর মাথা রেখে আধশোওয়া অবস্থায় অপেক্ষা করে। ওর দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেন রমণী। শৃগাল উঁচু হয়ে রাত্রিবাসের গিঁটটা খুলে দেয় গলার কাছ থেকে। দু ফাঁক হয়ে বেরিয়ে আসে স্তনযুগল। এক ঝটকায় পাতলা পরিচ্ছদটাকে তার গা থেকে সরিয়ে দেয়। নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে যায় সেটা। শৃগালকে ধাক্কা দিতেই বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে সে, মাথাটা বালিশের ওপর। ওর কবজিদুটো শক্ত করে ধরে কোলের ওপরে ওঠেন, উরু দুটো দিয়ে ওর বুকের দুটো দিক চেপে থাকেন। মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসেন কুঞ্চিত কেশদাম এসে ঝোলে স্তনবৃন্তের ওপর।

"বাঃ, ...তোমার খেলা এখন দেখাও দেখি, আদিম!"

বুকের ওপর থেকে ভার নামতেই শৃগাল মাথা সরিয়ে নিয়ে শুরু করলো তার আরব্ধ কর্ম।

তিনদিন ধরে কোনো খোঁজই পেলেন না লেবেল। সান্ধ্য অধিবেশনে ক্রমশ এই মত স্পষ্ট হলো যে শৃগাল ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়েছে, লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে। ১৯ তারিখের মিটিঙে এক লেবেল ছাড়া সবারই ওই মত। শুধু লেবেল তখনো বলেই যাচ্ছেন, নাঃ লোকটা ফ্রান্সেই আছে...কোথাও লুকিয়ে আছে গুঁড়ি মেরে...অপেক্ষা করছে শুধু।

"কিসের অপেক্ষা?" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন সাঁক্লেয়ার। "যদি থেকেও থাকে তো সীমান্তে পালানোর জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোনো গতি নেই আর সেই মুহূর্তে ধরা তো পড়বেই। সহস্র বাহু বাড়িয়ে আছে সবাই। কোথাও ওর যাবার উপায় নেই, কেউ ওকে আশ্রয় দেবে না, মানে আপনার কথা যদি ঠিক হয় যে ও. এ এস. থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্যুত।"

টেবিলে সবাই গুঞ্জন তুললেন। সবাই প্রায় বিশ্বাস করেন ওই কথা। অধিকাংশ সদস্যই ভাবছেন পুলিস অকৃতকার্য হয়েছে। বুভে যে গোড়াতেই বলেছিলেন হত্যাকারীকে খুঁজে বার করাটা বিশুদ্ধ গোয়েন্দাকর্ম, সেটা ভুল।...লেবেল প্রাণপণে মাথা নাড়ান। ভীষণ শান্ত তিনি, ভীষণ ক্লান্ত। চিন্তায়, ভাবনায়, অনিদ্রায় তাঁর কাহিল অবস্থা। তার ওপর অনবরত এইসব বাঘা-বাঘা রাজনৈতিক আমলাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচানো, তাঁর কর্মীদের বাঁচানো। তাঁর মনে কোনোই সন্দেহ নেই যে ভুল যদি করে থাকেন, শৃগাল যদি সত্যিই পালিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তাঁর নিস্তার নেই। এইসব পবাক্রমশালী আমলারা তাঁকে স্রেফ নিধন করে ছাড়বেন। কিন্তু যদি ভুল না হয় তাঁর, যদি শৃগাল সত্যিই কোথাও লুকিয়ে থাকে, সময়মতো হামলা করে বাষ্ট্রপতিব ওপর, তবে? তখন এই এঁরাই আবার খুঁজবেন এমনই এক ব্যক্তি। যার ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া যেতে পাবে। নিঃসন্দেহে তিনিই হবেন সেই ব্যক্তি। কাজেই, কোনো দিক থেকেই তাঁব বাঁচোয়া নেই। চাকবি গেলো এবারে। যদি না ...যদি না লোকটাকে খুঁজে তাকে আটকাতে পাবেন। তাহলেই এঁবা মানবেন যে তাঁব কথা সত্যি। কিন্তু কোনো প্রমাণ যে নেই। আছে শুধু একটা বিশ্বাস, একটা অন্ধবিশ্বাস গোছেব। পেশাদার লোক কাজ ছেড়ে অমন হুট করে পালায় না...কিন্তু কাকে বলবেন এই অন্ধবিশ্বাসের কথা!.. গত আটদিন থেকে লোকটার ওপব তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে...যোগ্যতম শত্রু বটে। সবকিছু শেষবিন্দু পর্যন্ত আগে থেকে ভেবে রেখেছে, পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু বোঝাবেন কাকে! শুধু বুভেই যা এক সান্ত্বনা। তিনিও তো একজন গোয়েন্দা।

"কিসের অপেক্ষা, আমি জানি না," লেবেল বললেন, "তবে অপেক্ষা করছে সে কোন-কিছুর জন্যে বা কোনো নির্ধারিত দিনের। আমার বিশ্বাস শৃগালের শেষ এখনো হয়নি আরো আছে। তবে কেন যে এমন বিশ্বাস তা আমি জানি না। হয়তো আমার অনুভূতি।"

"অনুভূতি!" ব্যঙ্গ করে উঠলেন সাঁক্লেয়ার। "নির্ধারিত দিন! কমিশার আপনি বোধহয় আজকাল খুব রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ছেন। কিন্তু এটা তো আর রোমাঞ্চ নয়, এ হচ্ছে বাস্তব, কঠোর বাস্তব। লোকটা চলে গেছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে।"

মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বসে পড়লেন তিনি।

"হয়তো আপনি যথার্থই বলছেন, আপনিই হয়তো ঠিক," ধীর স্বরে লেবেল বললেন। তাহলে, মন্ত্রীমহোদয়, আমাকে আপনি অব্যাহতি দিন এ কাজ থেকে ফিরে যেতে দিন অপবাধের তদন্তে।"

মন্ত্রীমশায় ঠিক মনস্থির করতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী মনে করেন? এই অনুসন্ধান কি এখনো চালিয়ে যাওয়া উচিত? এখনো বিপদ আছে বলে বিশ্বাস করেন?"

"আপনার শেষ প্রশ্নের জবাব আমি জানি না, স্যার। তবে অনুসন্ধান এখনো চালিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না আমাদের সন্দেহভঞ্জন হচ্ছে, আমরা পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারছি।"

"বেশ।...তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি চাই যে কমিশার তাঁর অনুসন্ধান চালিয়েই যান এবং আমরাও প্রতি সন্ধ্যায় মিলবো তাঁর রিপোর্ট শুনতে...অন্তত এখনকার মতো।"

২০শে আগস্ট সকালে এগ্লতাঁ ও উসেলের মাঝে জঙ্গলে পাখি শিকার করছিলো মারসাঁজ কালে। লোকটা চৌকিদার, মনিবের জঙ্গলমহালের দেখাশোনা করে থাকে। একটা ঘুঘু তার ছররায় জখম হয়ে বুনো রডোডেনডেরেনের ঝোপে গিয়ে পড়েছিলো। তার পিছু-পিছু এসে কালে দেখলো ঝোপটার ঠিক মাঝখানে একটা খোলা স্পোর্টস গাড়ির চালকের আসনে পড়ে পাখিটা ছটফট করছে। প্রথমে ভেবেছিলো কোনো প্রেমিকদম্পতি বোধহয় গাড়ি নিয়ে এসেছে এই বনে, যদিও আধ মাইল দূরে সে একটা আড়বাঁশ লাগিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারপর ভালো করে দেখলো যে ঝোপের আরম্ভে কিছু আলগা ডালপালা কে যেন মাটিতে পুঁতে রেখেছে যাতে গাড়িটাকে দূর থেকে দেখা না যায়। আশেপাশে নজর করে দেখলো কাছেই আরেকটা রডোডেনড্রনের ঝোপ থেকে ডালপালা কাটা হয়েছ কিন্তু সাদা সাদা কাটা দাগগুলোকে আবার মাটির প্রলেপ বুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে চট করে বোঝা না যায়। গাড়ির সিটে পাখির শুকনো গু দেখে মনে হয় গাড়িটা অন্তত কয়েকদিন ধরে এখানে আছে। কাঁধে বন্দুক নিয়ে হ্যাণ্ডেলে পাখি ঝুলিয়ে সাইকেল করে বনের মধ্যে দিয়ে চললো সে তার কুটিরে। মনে মনে স্থির করলো যে আরো একটু বেলায় যখন গ্রামে যাবে খরগোশের খাঁচা কিনতে তখন গাড়িটার কথা জানিয়ে দেবে কনস্টেবলকে।

প্রায় দুপুরের দিকে গাঁয়ের কনস্টেবল তার বাড়ি থেকে হাতল ঘুলিয়ে টেলিফোন করলো উসেলের থানায়। গ্রামেব কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত গাড়ি পাওয়া গেছে।...সাদা গাড়ি নাকি, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো...নোট খাতা খুলে দেখলো কনস্টেবল। না, নীল গাড়ি।...ইতালিয়ান? ..না, ফ্রেঞ্চ রেজিস্ট্রি, মেক জানা নেই।...আচ্ছা, উসেল থেকে বলা হলো, বিকেলের দিকে টো করে আনবার জন্যে ট্রাক পাঠানো হবে, জায়গাটা দেখিয়ে দিও তাদের আর সময়টময় যেন একদম নষ্ট ক'রো না...আজকাল ভীষণ কাজ...তুলকালাম কাণ্ড...চারদিকে খোঁজ পড়ে গেছে...পারী থেকে বড়কর্তারা একটা সাদা ইতালিয়ান গাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চারটের একটু পরে উসেলের চৌকিতে আনা হলো গাড়িটাকে। প্রায় পাঁচটার সময় মোটর-মেনটেন্যানসের এক পুলিসকর্মী এলো গাড়িটার কোনো পরিচয়চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা দেখতে। নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে তার খটকা লাগলো, রঙটা এমন বিশ্রী কেন...এবড়ো-খেবড়ো, জ্যাবড়া-জোবড়া...অদ্ভুত তো! স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে পাশে একটু খোঁচাতেই সাদা রঙ দেখা গেলো। ভীষণ অবাক হয়ে গেলো। তখন নম্বর প্লেটে ভালো করে নজর করে দেখলো যে প্লেটগুলো যেন ওল্টানো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সামনের প্লেটটা খুলে উল্টোতেই সাদা হরফে লেখা নম্বর বেরিয়ে পড়লো : মে. আই. ৬১৭৪১। পড়িমরি করে পুলিসটা ছুটতে শুরু করলো থানার ভেতরে।

ছটা নাগাদ খবর পেলেন ক্লদ লেবেল। অভার্নের রাজধানী ক্লারমোঁ ফেরাঁর আঞ্চলিক হেডকোয়ার্টার থেকে কমিশার ভালেন্তিন তাঁকে টেলিফোন করলেন। খবব শুনে লেবেল চেয়ারে একেবারে সিধে হয়ে বসলেন।

"শুনুন, ভীষণ জরুরী। কেন জরুরী, জিজ্ঞেস করবেন না, বলতে পারবো না। শুধু জানাচ্ছি যে ভীষণ জরুরী।...হ্যাঁ, জানি, নিয়মবিরুদ্ধ, তবে উপায় নেই।...আরে মশাই, আমি জানি যে আপনি একজন পুরোপুরি কমিশার। আমার অধিকার সম্বন্ধে আপনার যদি সন্দেহ হয়ে থাকে,

নিন, কানেকসন দিচ্ছি, পি. জে.-র মহানির্দেশকের সঙ্গে কথা বলুন।...হুঁ,...উসেলে একটা টিম পাঠান, এক্ষণি, বাছাই করা লোক পাঠাবেন। গাড়ি যেখানে পাওয়া গেছে সেখান থেকে শুরু করুন। ওই জায়গাটাকে মাঝখানে রেখে চারদিকে সার্চ করুন। প্রত্যেকটা খামারবাড়ি প্রত্যেকটা চাষী, যারাই ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে, প্রত্যেকটা দোকান, কাফে, হোটেল, কাঠুরেদের ঝোপড়ি,...সমস্ত। খুঁজবেন একটা লম্বা, সোনালী চুলওলা লোককে। জন্মসূত্রে সে ইংরেজ কিন্তু ভালো ফরাসী বলে। সঙ্গে অনেক নগদ টাকা, পোশাক-পরিচ্ছদ যদিও পরিপাটি তবুও হয়তো মাঠ-ময়দানে রাত কাটানোর জন্যে একটু এলোমেলো।...জেরা করবেন যে লোকটা কোথায় ছিলো, কোথায় গেছে, কী কী কিনেছে।...ও হ্যাঁ, প্রেস যেন টের না পায়, কিছুতেই না, গন্ধও না।...কী বললেন, পাবেই, রুখতে পারবেন না। স্থানীয় কাগজওয়ালারা টের তো পাবেই। তাদের কিছু একটা বানিয়ে-টানিয়ে বলুন না।...বলে দিন, একটা গাড়ির দুর্ঘটনা হয়েছে, পুলিসের বিশ্বাস যে আরোহীদের একজন মাথায় চোট খেয়ে বোধহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকেই খুঁজছেন।...হ্যাঁ হ্যাঁ, মার্সি মিশন বইকি। বুঝিয়ে বলুন, এমন কিছু নয়, এখন ছুটিরকাল, দিনে অমন পাঁচশো করে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, জাতীয় সংবাদপত্র কোন্ বা এমন খবর ছেপে জায়গা নষ্ট করবে? বুঝলেন তো, ব্যাপারটাকে লঘু রাখবেন।...হ্যাঁ, আরেকটা কথা, লোকটা কোথায় আছে যদি জানতে পারেন, কাউকে তার কাছে যেতে দেবেন না। অবরোধ করে রাখবেন শুধু, ওখানেই যেন থাকে। আমি আসছি যত তাড়াতাড়ি পারি।"

ফোন রেখে দিয়ে লেবেল কারোকে বললেন, "মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাঁকে বলো আজ সন্ধ্যারমিটিঙটা যেন এগিয়ে দিয়ে আটটায় রাখেন। জানি, খাবার সময়, তবু। বেশীক্ষণ নেবো না, অল্পতেই হয়ে যাবে। তারপর সাতোরিতে বলো আবার হেলিকপ্টার চাই। রাতের ফ্লাইট, উসেল যাবো। নামবার জায়গাটা যেন স্পষ্ট করে বলে দেয় যাতে সেখানে আমি গাড়ির ব্যব্স্থা রাখতে পারি। তুমি থাকো এখানকার চার্জে।

ক্লারমোঁ ফেরাঁর পুলিস-ভ্যানগুলো আর উসেলের কিছু পুলিস-গাড়ি এসে সেই অজপাড়াগাঁয়ে ঘাঁটি গাড়লো, যার একটু দূরেই গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিলো। সূর্য তখন সবে অস্ত যাচ্ছিলো। রেডিওভ্যান থেকে ভালেন্তিন নিজে নির্দেশ দিচ্ছিলেন আশে পাশের গ্রামে অন্য অন্য পুলিস-গাড়িগুলোকে। পাঁচ মাইল পরিধির মধ্যে অনুসন্ধান চালাবেন, স্থির করেছেন। সারারাত কাজ করবেন। লোকে তো অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরোয় না, তাদের পাওয়াই যাবে। তবে একটা অসুবিধা আছে, সর্পিল বাঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথ, হয়তো ঘন আঁধারে তাঁর লোকেরা ছোট্ট কোনো কাঠুরের ঝোপড়ি চোখেই দেখতে পেলো না। তাছাড়া, আরো একটা ব্যাপার আছে বটে, যেটা তিনি লেবেলকে সামনাসামনি কিছুতেই বলতে পারবেন না। সেটারই কিছু নমুনা সেদিন মধ্যরাত্রে দেখা গেলো। অবশ্য ঘটনাটা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেননি, করেছিলো তাঁর নিম্নস্থ কর্মচারীরা, তিনি জানতেও পারেননি সেটা।...তাঁর একদল লোক একজন কৃষককে তার বাড়িতে এসে জেরা করছিলো, বাড়িটা যেখানে গাড়ি পাওয়া গিয়েছিলো তার মাইল দুয়েক দূরে।

রাতের কামিজ পরে লোকটা তাব বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলো। গোয়েন্দাগুলোকে ভেতরে আসতেও বললো না। হাতে লণ্ঠন ছিলো তার, দলটার গায়ে গিয়ে পড়লো টিমটিমে আলোর কম্পমান রেখা।

"গাস্তেঁ, তুমি তো প্রায়ই ওই রাস্তা দিয়ে বাজারে যাও। শুক্কুরবার সকালে কি এগ্লতাঁর দিকে গিয়েছিলে?'

চাষীটা চোখ কুঁচকে ওদের দেখলো।

"গিয়ে থাকতে পারি।"

'গিয়েছিলে কিনা বলো?"

"মনে নেই।"

"রাস্তায় কোনো লোককে দেখেছিলে?"

"আমি শুধু নিজের কাজ করে যাই।"

'সে কথা কে জিজ্ঞেস করছে? কোনো লোক দেখেছিলে কিনা?"

"আমি কাউকে দেখিনি, কিচ্ছু না।"

"সোনালী-চুলওলা একটা লোক, লম্বা মতোন, বেশ ভালো স্বাস্থ্য...তিনটে সুটকেস আর একটা হাতব্যাগ নিয়ে চলছিলো?"

"আমি কিচ্ছু দেখিনি। কুছ নেহি দেখা, সমঝে?"

কুড়ি মিনিট ধরে চললো এই ধরনের বাগযুদ্ধ। তারপর চলে গেলো ওরা, একজন আবার খাতায় সব লিখেটিকেও নিলো। চেনে বাঁধা কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে লাফায় ওদের দেখে, পুলিসগুলোর পা লক্ষ্য করে ছুটে আসতে চায়। তাই দেখে ওরা তাড়াতাড়ি ওপাশে সরে যায়, অন্ধকারে পচা পাতার সারে গেলো পা ডুবে। যতক্ষণ না ওরা রাস্তায় উঠে গাড়িতে ঢুকলো ততক্ষণ চাষীটা দরজাতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখে। তবপব ঘটাং করে দরজা বন্ধ কবে একটা কৌতূহলী ছাগলছানাকে লাথি মেরে সরিয়ে খাটে এসে শুলো বৌয়ের পাশে। বউ শুধালো, "ওই লোকটাকেই তো তুমি গাড়িতে চড়িয়ে নিয়েছিলে, না গো?. .পুলিস কি চায়, কি কবেছে ও?"

"জানি না, গাস্তোঁ বললো, "তবে কেউ একথা বলতে পাববে না যে গাস্তোঁ গ্রসজাঁ ওদের হাতে আরেকটা প্রাণীকে তুলে দিয়েছে।" গাক গাঁক কবে উঠে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থুঃ থুঃ কবে থুথু ফেললো, "শালা কুত্তা কাঁহিকা।". সলতে নামিয়ে বাতি নিভিয়ে ঠ্যাঙদুটো ফটাং করে তুলে বৌয়েব পাশে ঠেসে শুলো। হেঁড়ে গলায় বললো, "যেখানেই থাকো তুমি, দোস্ত, নসীব যেন ভালো থাকে কাঁচকলা দেখাও শালাদেব।"

সভাব মুখোমুখি বসেছেন লেবেল। কাগজপত্র নামিয়ে বেখে বললেন, "মিটিং শেষ হলেই আমি উসেলে ফ্লাই করছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সার্চ করাবো।"

প্রায় মিনিটখানেক সবাই চুপচাপ রইলেন।

"এই ঘটনা থেকে আপনি কি সিদ্ধান্ত করছেন, কমিশার?"

"দুটো জিনিস, মন্ত্রীমহোদয়। গাড়ির রঙ পালটানোর জন্যে যে সে পেন্ট কিনেছিলো তা আমবা জানি। আমার বিশ্বাস, তদন্তে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে সে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে গাপ থেকে উসেলে এসেছিলো এবং গাড়িব রঙও ততক্ষণে পাল্টে নিয়েছিলো। সেক্ষেত্রে, এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোও হচ্ছে, বঙ সে কিনেছিলো নিশ্চয়ই গাপে। তাই যদি হয় তবে সে খবব পেয়েছিলো। হয় তাকে কেউ ফোন করেছিলো অথবা সে নিজে কাউকে ফোন করেছিলো এখানে নয়তো লণ্ডনে...যে তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে তার ছদ্মনাম ডুগ্যান ফাঁস হয়ে গেছে। বাকিটা সে হিসাব করে নিয়েছিলো, বুঝেছিলো দুপুরের মধ্যেই তার খোঁজে এবং তাব গাড়ির খোঁজে আমবা গিয়ে হামলা করবো। সেইজন্যেই সে পালালো, যত তাড়াতাড়ি পারে।"

ঘরে এমন জমাট নীরবতা যে মনে হলো ঘরের ছাতটাও ফেটে পড়বে।...লক্ষ মাইল দূর থেকে যেন কেউ প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি বলতে চান এই ঘব থেকে খবর প্রকাশ হয়ে পড়েছে?"

"আমি তা বলছি না, মসিয়োঁ। সুইচবোর্ড অপারেটররা রয়েছে, টেলেক্স অপারেটর আছে, জুনিয়ার অফিসারেরা রয়েছে, আদেশ পালন তো হয় নানা স্তরের মাধ্যমে। হয়তো তাদেরই একজন গোপনে গোপনে ও এ. এস. অনুচর। তবে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে হত্যা করবার প্ল্যান যে আমরা জেনে ফেলেছি সেটা সে জানে, তবুও সে বিরত হয়নি। আলেকজাণ্ডার ডুগ্যান নামের ছদ্মবেশ যে আমরা জেনে ফেলেছি, সে খবরও তাকে আগেভাগে জানানো হয়েছে। তার তো মাত্র একটিই সংযোগসূত্র; আমার মনে হয় ডি. এস. টি থেকে যার রোমে পাঠানো সংবাদ হস্তগত করা হয়েছিলো সেই ভামিই তার সংযোগসূত্র।"

"ইশ্‌, তক্ষুণি সে ব্যাটাকে ধরা উচিত ছিলো।" পারলে আঙুল কামড়ে ফেলেন যেন ডি.এস. টি. কর্তা।

"আপনার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত কি, কমিশার?" মন্ত্রীমশায় এবার জিজ্ঞেস করলেন।

"দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো যে পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে জেনেও সে ফ্রান্স ছেড়ে পালাতে রাজী হলো না, বরং সোজা ফ্রান্সের অন্তঃপুরে এসে হাজির হলো। অর্থাৎ সে এখনো রাষ্ট্রপতির পেছনে লেগেই রয়েছে। সাদা কথায় আমাদের সবাইকে সে চ্যালেঞ্জ করছে।"

মন্ত্রীমশায় কাগজটাগজ গুছিয়ে উঠে পডলেন। "আচ্ছা, আপনাকে আর দেরি করিয়ে দেবো না, কমিশার। যান, ওকে খুঁজে বার করুন...এবং আজ রাতেই। প্রয়োজন হলে শেষ করে দিতেও দ্বিধা করবেন না। এই হলো আমাব আদেশ, রাষ্ট্রপতির নামে।"

এক ঘন্টা পরে সাতেবির উত্তরণ ক্ষেত্র থেকে উঠে লেবেলের হেলিকপ্টার চললো দক্ষিণ দিকেব বক্তিম কৃষ্ণ আকাশের দিকে।

"কি আস্পর্ধা! বলে কি না আমরা, ফ্রান্সের উচ্চতম অফিসাবেরা, গোপনীয়তা রাখতে পাবিনি!..অবাধ্য শুয়োব কোথাকার। .দাঁড়াও, আমিও ছাড়বো না, পরের রিপোর্টে ঠিক লিখে দেবো।"

সরু ফিতে দুটোতে আলগা দিতেই জাকলিনেব স্বচ্ছ রাত্রিবাসটা কাঁধ থেকে পড়ে গেলো। নিতম্বের চারপাশে জডো হযে পডলো সেটা। হাত দুটো স্তনের মাঝে গভীর খাদ সৃষ্টি করলো প্রেমিকের মাথাটা সাদরে সেইদিকে নিযে এলো টেনে। সোহাগভরে বললো, "বলো না গো, শুনি, কি হয়েছে সব বলো।"

আঠারো

২১শে আগস্টের সকালবেলাটা ছিলো খুব পরিষ্কার আর ঝকঝকে। অউৎ শালোনিয়েরের জমিদারবাড়ি থেকে সামনের আগাছা-ভরা ঢালু পাহাড়ের স্নিগ্ধ আর শ্যাম দেখায়। বোঝাও যায় না অদূরেই পুলিসী জেরার হুলুস্থুল চলছে। আঠারো কিলোমিটার দূবে এগ্লতাঁ শহর তো তখন পুলিসে প্রায় ছেয়ে ফেলেছে।...

শৃগাল তার নিরাবরণ দেহের উপর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে ব্যারণের স্টাডিতে তার প্রাত্যহিক টেলিফোন-কর্ম সারছিলো। সারারাত ধরে উন্মত্ত কামলীলার পর রতিক্লান্ত প্রেমিকাটি এখন অসাড়ে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে শোবার ঘরে সেই অবস্থায় রেখে পারীতে দূরভাষণের জন্যে শৃগাল এ ঘরে এসেছিলো। সংযোগ হওয়া মাত্র শৃগাল রীতিমাফিক তার রব ছাড়লো, "এখানে শৃগাল।"

ওধার থেকে খসখসে আওয়াজ ভেসে এলো, "এখানে ভামি।...ব্যাপার এখন দ্রুত গড়াচ্ছে। ওরা গাড়িটা খুঁজে পেয়েছে..."

কান পেতে শুনলো মিনিট দুয়েক। দু-একটা শুধু প্রশ্ন করলো মাঝেমধ্যে, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলো। পকেট হাতড়ে সিগারেট আর লাইটার বের করে ভাবে। যা শুনলো তাতে প্ল্যান বদলাতে হচ্ছে, ইচ্ছে না থাকলেও উপায় নেই। আরো দিন দুই এই বাড়িতে থাকার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু তা আর হয় না। যত তাড়াতাড়ি পারে এখান থেকে এখন সরে পড়তে হবে। তাছাড়া আজকের ফোন-কলটার মধ্যে কি যেন ছিলো যা থাকার কথা নয়। আশঙ্কায় ভরে ওঠে মন। প্রথমটায় কিচ্ছু মনে হয়নি, খেয়ালই করেনি। কিন্তু এখন সিগারেট টানতে টানতে পেয়ে বসলো। সিগারেট শেষ করে সেটা জানলা দিয়ে নীচে কাঁকর বিছানো পথে দিলো ফেলে। রিসিভার তুলে নেবার পর খুট করে একটু আস্তে আওয়াজ হয়েছিলো, গত তিনদিন তো তা হয়নি। শোবার ঘরে অবশ্য তিনি...শৃগাল খালি পায়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ছুট করে শয়নকক্ষে ঢুকে পড়লো।

ফোনটা ক্র্যাডলে রেখে দেওয়া হয়েছে। পোশাক-আলমারি খোলা। তিনটে সুটকেসই মেঝেয় পড়ে আছে, তিনটেই খোলা। চাবির গোছাটাও মেঝেতে। ব্যারনেস হাঁটু মুড়ে বসে আছেন জিনিসপত্রের স্তূপের মধ্যে। বিস্ময়ে তাঁর চোখ বিস্ফারিত। তাঁব চারপাশে অনেক-গুলো সরু সরু ইস্পাতের নল, তাদের মুখে লাগানো চটেব মোড়কগুলো খুলে ফেলা হয়েছে। একটার আগা দিয়ে বেরিযে এসেছে টেলিস্কোপিক সাইটের প্রান্ত, আরেকটা থেকে সাইলেন্সারের মুখ। তাঁর হাতে যেন কি ধরা, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছেন, হতভম্ব অবস্থা। শৃগাল এসে ঢুকলো ঠিক সেই সময়টাতই...ব্যারনসেব হাতে তখন তার রাইফেলের ব্যারেল আর ব্রীচ।

ক সেকেণ্ড ওরা কেউ কোনো কথা বললো না। শৃগালই প্রথম সম্বিৎ ফিবে পেলো।

"তুমি শুনছিলে?"

"আমি...ভাবছিলাম রোজ সকালে তুমি কাকে টেলিফোন করো।"

"তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে?"

"না। বিছানা থেকে তুমি নেমে গেলেই আমাব ঘুম ভেঙে যায়। এ. .ই...এই জিনিসটা...একটা বন্দুক...হত্যাকারীর বন্দুক।"

কথাটায় যেন প্রশ্ন ছিলো আবার ছিলোও না। হয়তো ক্ষীণ একটা আশা ছিলো যে প্রতিবাদ উঠবে, অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য এবং সরল ব্যাখ্যা যাবে শোনা। শৃগাল তাঁব দিকে চেয়েই রইলো। কোলেতের নজরে পডলো যে এই প্রথমবার শৃগালের চোখে ধোঁযাটে কুয়াশা...মৃত দৃষ্টি...যেন একটা যন্ত্র তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বন্দুকের ব্যাবেলটা মেঝেতে সশব্দে পড়ে গেলো।

ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি ওকে হত্যা করতে চাও...তুমি ওদেরই একজন, তুমি ও এ এস.। তুমি এটা দিয়ে দ্যগলকে খুন করতে চাও।'

শৃগালের নীরবতায় তিনি পরিস্থিতি বুঝে গেলেন। ছুটে যাচ্ছিলেন দরজার দিকে কিন্তু নিমেষেই শৃগাল তাঁকে ধরে খাটের দিকে মারলো এক ধাক্কা। বিস্রস্ত শয্যার ওপর পড়ে লাফিয়ে উঠতে না উঠতেই তিন পাযে এগিয়ে এলো লোকটা। চিৎকার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই হাতেব উল্টোপিঠ দিয়ে ভীষণ জোবে মারলো তাঁর গলার একপাশে ঠিক কারোটিড ধমনীর ওপর। চিৎকাবটার মৃত্যু ঘটলো জন্মানোর আগেই। বাঁ হাত দিয়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরে টেনে খাটের কোণে এনে ফেললো। আড়াআড়িভাবে হাতের একটা পাশ দিয়ে

ভয়ঙ্কর আঘাত হানলো তার ঘাড়ে...তমিস্রা ঘনিয়ে আসবার আগে ব্যারনেসের চোখের সামনে ছিলো শুধু মেঝের কার্পেট...সেই তাঁর শেষ দেখা।

দরজায় গিয়ে কান পেতে শুনলো, কোনো শব্দ নেই নীচে। বাড়ির পেছন দিকে তখন আর্নেস্তিনের প্রাতরাশ বানানোর কথা, রোল আর কফি, লুইসঁ তো একটু পরেই চলে যাবে বাজারে। তাছাড়া দুজনেই তো কানে একটু কম শোনে।...রাইফেলের অংশগুলো আবার সযত্নে প্যাক করে আঁদ্রে মারতাঁর নোংরা পোশাক আর আর্মি গ্রেটকোটের সঙ্গে রাখলো তৃতীয় সুটকেসটায়। আস্তর হাতড়ে দেখলো কাগজগুলো ঠিকই আছে। চাবি বন্ধ করে দিলো। দ্বিতীয় বাক্সটার চাবি খোলা ছিলো, কিন্তু আঁটকানো হয়নি। ড্যানিশ যাজক পার জেনসেনের পোশাক-পরিচ্ছদ অবিন্যস্তই রয়েছে।

শোবার ঘরের লাগোয়া স্নানঘরে গিয়ে পাঁচ মিনিট ধরে দাড়ি কামালো, পরিষ্কার হলো। তারপর সোনালী চুল সোজা উল্টে পাশে-বেরিয়ে-থাকা চুলগুলোকে দশ মিনিট ধরে কাঁচি দিয়ে ভালো করে ছাঁটলো, চুলের দৈর্ঘও অন্তত দু ইঞ্চি কমিয়ে ফেললো। রঙ লাগিয়ে এখন চুলটাকে মাঝবয়সী লোকের মতো কাঁচা-পাকা করে নিলো। রঙে আঠালো হয়েছিলো চুল, তাই সহজেই সেটা আঁচড়ে নিতে পারলো পাদ্রী জেনসেনের মতোন করে ; তার পাসপোর্টের ছবিটা বাথরুমের সেলফে খুলে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো। সবশেষে নীলচে কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে নিলো চোখে। বেসিন থেকে চুলের রঙের সমস্ত দাগ মুছে ফেললো, রূপান্তরের অন্য সব প্রমাণও ফেললো নিশ্চিহ্ন করে। দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো নিয়ে শয়নকক্ষে ফিরে এলো মেঝেয়-পড়ে থাকা নগ্ন দেহটাকে তাকিয়েও দেখলো না।

কোপেনহ্যাগেন থেকে কিনে আনা অন্তর্বাস, প্যান্ট, মোজা, সার্ট পরে নিলো। গলায় কালো গোল বিব আটকে তার ওপর লাগিয়ে নিলো পাদ্রীর কুত্তা-কলার। কালো সুট এবং সাধারণ ধরনের সু-জুতো পরে, ওপরের পকেটে সোনার চশমা গুঁজে হাতব্যাগের জিনিসগুলো গুছিয়ে তার মধ্যে ভরে নিলো ড্যানিশ বইটাও, ফরাসী ক্যাথেড্রালের ওপরে যেটা লেখা। কোটের ভেতর-পকেটে নিয়ে নিলো ডেনের পাসপোর্ট আর একতাড়া নোট।.. বাকি ইংরেজ পোশাকগুলো চলে গেলো খালি সুটকেসে, চাবি বন্ধ হয়ে গেলো সেটাও।

প্রস্তুত হতে হতে প্রায় আটটা বেজে গেলো। সকালের কফি নিয়ে আসবে আর্নেস্তিন। ব্যারনেস অ্যাদ্দিন তাঁর ব্যাপারটাকে ঝি চাকর দুজনের কাছ থেকেই গোপনে রাখতে চেষ্টা করতেন, কারণ তারা ব্যারনকে দেখে এসেছে সেই ছোট্ট শিশুকাল থেকে।..জানলা দিয়ে শৃগাল দেখলো লুইসঁ চওড়া রাস্তা দিয়ে সাইকেল করে চলে যাচ্ছে এস্টেটের গেট দিয়ে, সাইকেলের পেছনে নেচে নেচে উঠছে তার বাজারের ঝুড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তে আর্নোস্তিন এসে দরজায় টোকা দিলো। কোনো শব্দ করলো না শৃগাল। আবার টোকা পড়লো।

"গরম কফি, মাদাম," বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে কাংস্যকণ্ঠে চিৎকার করলো আর্নেস্তিন। মনস্থির করে ফেললো শৃগাল। ঘুম-জড়ানো গলার সুর করে ফরাসীতে চেঁচিয়ে উঠলো, "রেখে যাও ওখানে, আমরা নিয়ে নেবো।"

তাই শুনে দরজার বাইরে আর্নেস্তিনের মুখটা হাঁ হয়ে গেলো, সম্পূর্ণ গোলাকার। ছি ছি ছি, কী হচ্ছে...তাও আবার কর্তার শোবার ঘরে! ছি!...দ্রুতপায়ে চলে গেলো নীচে, লুইসঁকে জানাতেই হবে। কিন্তু সে ততক্ষণে চলে গেছে বাজারে, কাজেই রান্নাঘরের পুরনো বেসিনটাকেই শুনতে হলো তার গালাগালি।...দুনিয়ার কী হাল হয়েছে গো...কী ঘেন্না...বুড়োকর্তার আমলে কী সুন্দর ছিলো সেসব দিনকাল।...কাজেই চারটে বাক্স যে চাদরে বাঁধা অবস্থায় দোতলায় জানলা থেকে নেমে গেলো নীচের ফুলের জমিতে থপ্‌থপ্ শব্দে, সেই আওয়াজও তার কানে

এলো না। শুনতেও পেলো না শয়নকক্ষ ভেতর থেকে চাবি বন্ধ হয়ে গেলো, বাড়ির গিন্নীর দেহটাকে টেনে বিছানায় শোয়ানো হলো ঘুমের ভঙ্গীতে, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো, তারপর জানলা দিয়ে একজন কাঁচা-পাকা চুলওলা মাঝবয়সী লোক বাইরে গলে গিয়ে জানলা বন্ধ করে ধপ করে লাফিয়ে পড়লো লনের ওপর।...কিন্তু যখন মাদামের রোনো গাড়িটার আওয়াজ হলো, সেই শব্দ ঠিক শুনতে পেলো। ভাঁড়ারঘরের জানলায় চোখ পাততেই দেখতে পেলো গাড়িটা বাঁক ঘুরে দালানের সামনের দিকে চলে গেলো।

তাড়াতাড়ি ওপরতলায় উঠতে উঠতে মনে মনে গরজায়, "কোথায় চললেন এখন মেমসাহেব?"

শয়নকক্ষের বাইরে কফির ট্রে যেমন রেখে গিয়েছিলো তেমনি পড়ে রয়েছে। কয়েকবার ধাক্কা দিলো দরজায়, কিন্তু বন্ধ, কেউ খুললোও না, সাড়াও নেই। ভদ্রলোকের শোবার ঘরটাও বন্ধ, সেটাতেও কোনো সাড়া পেলো না। কিছুই বুঝতে পারে না আর্নেস্তিন, ভীষণ ঘোরালো ব্যাপার। সেই জার্মানরা যখন জোর করে ব্যারনের অতিথি হয়েছিলো এই বাড়িতে, তারপর থেকে আর এ ধরনের রহস্য সে দেখেনি।...মনে মনে ঠিক করলো লুইসকে জানাবে। কিন্তু ও তো বাজারে গেছে। অবশ্য বাজারের কফিখানায় খবর দিলে তাকে ডেকে দেবে। টেলিফোন যন্ত্রটা ঠিক বুদ্ধিতে কুলোয় না। শুধু জানে যে তুলে নিলে লোকে কথা বলে, যাকে চাও তাকে নাকি ডেকে দেয়, তারপর তার সঙ্গে কথা বলো। অদ্ভুত ঘোরালো ব্যাপার এটাও।...তুলে নিলো রিসিভার, কানে চেপে রাখলো পাক্কা দশ মিনিট, কিন্তু কেউ কোথাও সাড়া দিলো না।...আর্নেস্তিন তো দেখেনি লাইব্রেরি ঘরের ওপাশে তারের জোড়টাকে কে যেন নিপুণ করে কেটে রেখেছে!

প্রাতরাশের পরেই লেবেল আবার হেলিকপ্টার করে ফিরে গেলেন পারীতে।...পরে তিনি কারোর কাছে স্বীকার করেছিলেন যে ভালেন্তিন চমৎকার কাজ করছে, চাষীগুলোর অত গোঁয়ারতুমি সত্ত্বেও। প্রাতরাশের আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন এগ্রঁতার কোন্ কাফেতে শৃগাল খাবার খেয়েছিলো, ট্যাক্সি খুঁজেছিলো, ট্যাক্সিওলাকে ডাক পাঠানোও হয়েছিলো। ইতিমধ্যে তিনি এগ্রঁতাঁর চারপাশে বিশ কিলোমিটার জুড়ে রোডব্লক লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। দুপুরের মধ্যে সেই অবরোধগুলোকে রাস্তায় আটকে দেওয়া হবে।...ভালেন্তিনের কুশলতা আর পদমর্যাদা দেখে তাঁকে একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শৃগালকে খোঁজা কেন এত জরুরী। ভালেন্তিনও বলেছেন বেড়াজাল পাতবেন এগ্রঁতাঁর চারদিকে, গলে যাবার মতো ফাঁকও থাকবে না,...তাঁর নিজের ভাষায়, 'শান্ ছুঁচোর পোঁদের চেয়েও ছোট্ট করে দেবো।'

অউৎ শালোনিয়ের থেকে বেরিয়ে খুদে রেনো গাড়িটা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ দিকে চললো তুলের দিকে। শৃগাল ভেবে দেখলো পুলিস যদি কাল সন্ধ্যা থেকে যেখানে আলফা গাড়ি পাওয়া গেছে সেখান থেকে ক্রমশ সার্চ করতে করতে এগিয়ে এসে থাকে তো সূর্যোদয়ের প্রাক্কালেই এগ্রঁতাঁ পৌঁছে গেছে। কাফের বারম্যান মুখ খুলবে, ট্যাক্সিওলা কথা বলবে, বিকেলের মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে জমিদারবাড়ি, যদি না...যদি তার ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন হয়।...তবে ওরা খুঁজবে একজন সোনালী চুলওলা ইংরেজকে ; কাঁচা-পাকা চুলওলা পাদ্রীর ছদ্মবেশে তাকে কেউ যাতে না দেখতে পায় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা নিয়েছে সে। তবুও বেশ ঝুঁকি।...পাহাড়ী চোরারাস্তার ভেতর দিয়ে দিয়ে ছোট্ট গাড়িটাকে সবেগে চালিয়ে চালিয়ে এগ্রঁতাঁর আঠারো কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তুলের রাস্তায় এসে পড়লো, ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে। হাতের ঘড়ি দেখে নিলো ঃ দশটা বাজতে কুড়ি।

খানিকক্ষণ সোজা রাস্তায় চলবার পর যেই বাঁক ঘুরেছে অমনি এগ্লতাঁর দিক থেকে ঘড়ঘড়িয়ে এলো ছোট্ট মোটর-সরণী। পুলিসের একটা স্কোয়্যাডকার আর দুটো বন্ধ ভ্যান। রাস্তার মাঝখানে এসে ওগুলো থেমে গেলো। ছজন পুলিস নেমে পড়ে রাস্তায় লোহার অবরোধ লাগাতে বসলো।

এগ্লতাঁর ট্যাক্সি-ড্রাইভারের বাড়িতে তার বউকে প্রচণ্ড ধমক কষান ভালেন্তিন ঃ "নেই মানে কোথায় গেছে?"

বউটা কাঁদে। "আমি জানি না, মসিয়োঁ, আমি জানি না। রোজ সকালে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, উসেলের গাড়ির সময়ে। সওয়ারী না পেলে ফিরে আসে, এই গ্যারাজে বসে যায় টুকটাক মেরামতী কাজকর্ম নিয়ে। যদি না আসে তো বুঝতে পারি যাত্রী পেয়েছে।"

গোমড়ামুখে দাঁড়িয়ে থাকেন ভালেন্তিন। মেয়েছেলেকে ধমক-ধামক দিয়ে কোনো লাভ নেই। লোকটার নিজের ট্যাক্সি, আবার গাড়ি সারাইয়ের কাজও করে কিছু।...এবার একটু নরম হয়ে প্রশ্ন করলেন, "শুক্রবার সকালে ভাড়া পেয়েছিলো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মসিয়োঁ। স্টেশন থেকে ফিরে এসেছিলো যাত্রী না পেয়ে, কাফে থেকে অমনি খবর এলো কে একজন লোক ট্যাক্সি চাইছে। ততক্ষণে গাড়ির একটা চাকা খুলে নিয়ে বসেছে। পুটপাট করে চাকা তো লাগিয়ে নিলো কিন্তু তাতেও লেগে গেলো কোন্ না বিশ মিনিট। সারাটা সময় বকবক করে, যদি চলে যায় সওয়ারী...যদি অন্য ট্যাক্সি ধরে। তারপর রওনা দিলো। ভাড়া পেয়েছিলো কিন্তু আমাকে বলেনি কোথায় তাকে নিয়ে গেছে।...এইসব কথা তো বিশেষ বলেটলে না আমাকে।" শেষের কথাকটিতে যেন কৈফিয়তের সুর।

"আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘাবড়ানোর নেই কিছু।" ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন সার্জেন্টকে হুকুম করলেন, "স্টেশনে একটা লোক রাখো, স্কোয়্যারে একজন, কাফেতে একজন। ট্যাক্সির নম্বর তো জানোই। এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবে, সময় নষ্ট ক'রো না।"

গ্যারাজ ছেড়ে তাঁর গাড়ির দিকে পা চালালেন। উঠে বসে বললেন, "চলো থানায়।" এগ্লতাঁর থানা এখনকার মতো তাঁর হেডকোয়ার্টার, এমন পুলিসী তৎপরতা এ অঞ্চলে আগে কখনো দেখা যায়নি।

তুলে থেকে ছ মাইল দূরে শৃগাল তার একটা সুটকেস খাদে ফেলে দিলো। ওটাতে ছিলো তার ইংরেজি পোশাক-পরিচ্ছদ আর আলেকজাণ্ডার ডুগ্যানের পাসপোর্ট। বেশ কাজে দিয়েছিলো জিনিসগুলো। সুটকেসটা পুলের গায়ে লেগে সশব্দে পড়ে গেলো নীচের ঘন ঝোপে, খাদের তলায়।

তুলেতে এক চক্কর মেরে স্টেশনটা খুঁজে নিয়ে তিন রাস্তা দূরে গাড়ি রাখলো। দুটো সুটকেস আর হাতব্যাগ বয়ে নিয়ে আধ মাইল পথ হেঁটেই মেরে দিলো। রেলওয়ে বুকিং অফিসে এসে বললো, "পারীর একটা টিকিট দিন, সেকেণ্ড ক্লাস।" চশমার ওপর দিয়ে তাকালো, জালের জানলার ওদিকে বসে আছে কেরানীটি।..."কত পড়বে?"

"সাতানব্বুই নয়া ফ্রাঁ, মসিয়োঁ।"

"ট্রেন কটায়?"

"এগারোটা পঞ্চাশ। প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। প্ল্যাটফর্মের শেষে একটা রেস্তোরাঁ পাবেন, সেখানে বসতে পারেন। আর পারীর গাড়ি আসবে এক নম্বরে...সেটাও জানতে চান নিশ্চয়ই।"

মালগুলো তুলে নিয়ে শৃগাল চললো প্ল্যাটফর্মের দিকে। গেটে ওর টিকিট পাঞ্চ হয়ে গেলো। আবার হাতে মাল তুলে নিয়ে টিকিট-পরিদর্শককে পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। নীল উর্দি-পরা একজন এসে পথ আটকে দাঁড়ালো।

"আপনার কাগজপত্র দেখি।"

সি. আর. এস.-এর লোকটা তরুণ, বয়স অনুপাতে গম্ভীর চাল। কাঁধে ঝোলানো আছে সাবমেসিনগান কারবাইন। শৃগাল আবার তার মাল নামিয়ে রেখে ড্যানিশ পাসপোর্ট বের করে দিলো। সি.আর. এস.-এর লোকটা সেটা উল্টেপাল্টে দেখে, ভাষা কিচ্ছু বোঝে না।

"আপনি ড্যানিশ?"

"মাপ করবেন..."

"আপনি...ড্যানিশ?

বলেই পাসপোর্টের মলাটটায় আঙুল ঠুকে বোঝায়।

শৃগাল আনন্দে মাথা নাড়ে, চোখ চকচক করে ওঠে।

"ডানস্কে, ডানস্কে...হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

পাসপোর্ট ফেরত দিয়ে দিলো সি. আর. এস.-এর লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে এগিয়ে যেতে বললো। আর কোনো আগ্রহ নেই তার। সে এবার চললো গেটের দিকে অন্য যাত্রীর তত্ত্বতালাশ নিতে।

প্রায় একটার সময় লুইসঁ ফিরে এলো। দু-এক পাত্তর মদও টেনে এসেছে। আসতেই তার বউ বললে চিন্তার কথাটা। লুইসঁ সঙ্গে সঙ্গে রাজি। "দাঁড়াও, জানলায় উঠে দেখছি।" মই বেয়ে উঠতে অসুবিধা হলো কিছু। নড়বড় করছিলো। তারপর ব্যারনেসের শয়নকক্ষের জানলার নীচের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেটাকে রেখে কাঁপতে কাঁপতে উঠলো লুইসঁ। পাঁচ মিনিটে ফিরে এলো সে।

বললো, "ব্যারন বউ ঘুমোচ্ছেন।"

"কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত তো তিনি কক্ষণো ঘুমোন না," আর্নেস্তিন বিস্ময়ের সুরে বললো।

"কিন্তু আজ তো ঘুমোচ্ছেন," লুইসঁ জানালো, "খবর্দার, বিরক্ত কোরো না তাঁকে।"

পারীর ট্রেন একটু দেরিতে এলো। তুলেতে যখন পৌঁছলো তখন ঠিক বারোটা। যে সব যাত্রী উঠলো তার মধ্যে ছিল একজন প্রোটেস্ট্যান্ট পাদ্রী। কামরায় উঠে বসলো। দুজন মোটে সহযাত্রী, তাও মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। ট্রেনে উঠে সোনার চশমা সেঁটে হাতব্যাগ থেকে মোটা একটা বই বার করে পড়তে আরম্ভ করলো। বইটায় ফ্রান্সের গীর্জা-ক্যাথেড্রালের বিবরণ লেখা আছে। জিজ্ঞেস করে জেনে নিলো ট্রেন পারীতে পৌঁছবে সন্ধ্যাবেলায়, আটটা বেজে দশ মিনিটে।

রাস্তার মাঝে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শার্ল বোবে নিজের মনে মনেই বকাবকি করে। ঘড়ি দেখে আর খিস্তি জোড়ে দেড়টা বেজে গেলো, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, এগ্লতাঁ আর লামাজিয়েরের মধ্যে শালার গাড়ি গেলো বিকল হয়ে। অ্যাক্সেলটাই গেছে। মরণ শালা! গাড়ি ফেলে পাশের গাঁয়ে যেতে পারলে অবশ্য সেখান থেকে বাসে এগ্লতাঁ আর তারপর সন্ধ্যার মধ্যে মেরামতি ট্রাক নিয়ে আসতে পারে। তাতেই গচ্চা যাবে অন্তত এক হপ্তার উপার্জন! কিন্তু তার ট্যাক্সির দরজাগুলোয় তো আবার চাবি লাগে না। আর এই ছ্যাকরাই তো তার একমাত্র সম্বল। ছেড়ে চলে গেলে গাঁয়ের ছোকরাগুলো দেবে বারোটা বাজিয়ে। এটা নিয়ে

যাবে ওটা নিয়ে যাবে, মহাচোর একেকটা। বরং একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই ভালো। কোনো লরিফরি এলে কিছু পয়সা কবুল করে গাড়িটা টো করে এগ্লতাঁ নিয়ে গেলেই হবে। কিন্তু খাবার জুটলো না যে দুপুরে। যাকগে, গ্লোভ কম্পার্টমেন্টে একটা বোতল রয়েছে। প্রায় খালিই হয়ে এসেছে অবশ্য, তবু আছে তো। ট্যাক্সি করে গুঁড়ি মেরে মেরে চলা, কি ভীষণ পরিশ্রমের কাজ। পিপাসাও লাগে যা! গাড়ির পেছন সিটে গিয়ে বসলো। রাস্তায় বেজায় গরম। রোদ না পড়লে কি লরিওয়ালা আসবে! চাষীরা তো এখন দুপুরের ভাতঘুম মারছে। গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুম এসে গেলো।

"এখনো ফেরেনি মানে? হারামজাদা গেলো কোথায়?" টেলিফোনের ভেতরেই গর্জন করে উঠলেন ভালেন্তিন। এগ্লতাঁর থানা থেকে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়ি ফোন করে তাঁর নিজের লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পুলিসটার গলার স্বর খুব করুণ করুণ। ভালেন্তিন ধপ করে ফোন রেখে দিলেন।...রোডব্লকগুলো থেকে সারা সকাল আর দুপুর রেডিও রিপোর্ট এসেছে। এগ্লতাঁর বিশ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো লম্বা সোনালী-চুলওলা ইংরেজকে দেখা যায়নি। গ্রীষ্মতাপে এখন এই ছোট্ট গঞ্জ শহরটা ধুঁকছে, প্রাণের কোনোই চিহ্ন নেই, যেন ক্লারমোঁ ফের্রাঁ আর উসেল থেকে দুশো পুলিস এখানে আসেইনি!

চারটের সময় আর্নেস্তিন আর শান্ত থাকতে পারলো না।

"তুমি আবার ওঠো, ভেতরে গিয়ে মাদামকে ডাকো। সমস্ত দিন ধরে ঘুমনো কোনো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।"

বুড়ো লুইসঁর মাথায় আর কোনো বুদ্ধি খেললো না। বউয়ের প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি ছিলো, কিন্তু জানতো যদি একবাব জেদ চেপে যায় তো রোখে কে। সারা মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে। মই লাগিয়ে আবার উঠলো, এবারে পা অত টলছিলো না। জানলা টপকে ভেতরে গেলো। নীচে থেকে আর্নেস্তিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

ক মিনিট পরে বুড়োর মাথাটা আবার দেখা দিলো জানালায়। কর্কশ গলায় হেঁকে উঠলো, "আর্নেস্তিন...মাদাম বোধহয় মরে গেছেন!"

মই বেয়ে নামতে যায়, আর্নেস্তিন চেঁচিয়ে বলে ভেতর থেকে শোবার ঘরের দরজা খুলে দিতে।...দুজনে মিলে খাটে শায়িতা রমণীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে চোখদুটো তাঁর তাকিয়েই আছে...ফাঁকা শূন্যদৃষ্টি...পাশের বালিশের দিকে।

আর্নেস্তিনই ভার নিলো। "লুইসঁ, তুমি তাড়াতাড়ি গ্রামে চলে যাও। ডক্টর মাথ্যুকে ডেকে আনো। শীগগির যাও।"

সাইকেল নিয়ে যত জোরে পারে চলে গেলো লুইসঁ। পা দুটো ভয়ে যেন নিথর, নাড়তেই পারছে না। ডাঃ মাথ্যুকে বাড়িতেই পেলো, চল্লিশ বছর ধরে এই ডাক্তার অউৎ শালোনিয়ের গ্রামের লোকদের চিকিৎসা করছেন। বাগানে অ্যাপ্রিকট গাছের নীচে বুড়ো ঘুমোচ্ছিলেন বৃত্তান্ত শুনে তক্ষুণি আসতে রাজি। সাড়ে চারটে নাগাদ তাঁর গাড়ি জমিদারবাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকলো। পনেরো মিনিট পরে খাটের পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। দরজায় অপেক্ষমান মূর্তিদুটোর দিকে চেয়ে বললেন, "মাদাম মৃত। তাঁর ঘাড় ভেঙে গেছে," গলা কেঁপে কেঁপে উঠলো তাঁর, "কনেস্টেবলকে ডাকা দরকার।"

কনস্টেবল কেলু খুব নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তি জানে পুলিস হচ্ছে আইনের পাহারাদার, কাজেই তার কর্তব্য ভীষণ কঠিন। প্রথমত ঘটনাগুলোকে ঠিক ঠিক সাজিয়ে নিতে হয়। অতএব, রান্নাঘরের

টেবিলে বসে সে তিনজনেরই এজাহার নিলো,—আর্নেস্তিন, লুইসঁ এবং ডাঃ মাথ্যুর, অবশ্য লিখতে গিয়ে বহুবার তাকে পেনসিল চুষতে হলো।

ডাক্তার তাঁর বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে দিলে পুলিসের খুদে অফিসারটি বললো, "কোনো সন্দেহ নেই খুন হয়েছেন। স্বাভাবিক কারণেই সন্দেহ করা যেতে পারে ওই সোনালী-চুলওলা ইংরেজকে, যে মাদামের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে। আমি এক্ষুণি এগ্লন্তাঁর থানায় খবর দিচ্ছি।" নিমেষের মধ্যে সে সাইকেল চেপে পাহাড়ের ওধারে চলে গেলো সাঁই করে।

পারী থেকে ক্লদ লেবেল সাড়ে ছটায় টেলিফোন করলেন কমিশার ভালেন্তিনকে।

"কি সংবাদ, ভালেন্তিন?"

"কিচ্ছু না। সকাল থেকেই প্রতিটি রাস্তায় অবরোধ বসিয়েছি। গাড়ি ফেলে যদি দূরে কোথাও গিয়ে না থাকে তো এই বৃত্তের ভেতরেই আছে সে। শুক্রবার সকালে এগ্লন্তাঁ থেকে তাকে ট্যাক্সি চালিয়ে যে নিয়ে গিয়েছিলো সেই হারামজাদা ড্রাইভারের টিকিই দেখা যাচ্ছে না, এখনো ফেরেনি সে। রাস্তায় রাস্তায় পেট্রল বসিয়েছি তার জন্যে। দেখলেই তাকে...দাঁড়ান এক মিনিট, আরেকটা রিপোর্ট আসছে।"

লাইনটা নীরব হয়ে গেলো। লেবেল শুনতে পান ভালেন্তিন যেন কার সঙ্গে খুব দ্রুত কথাবার্তা বলছে। তারপর আবার ভালেন্তিনের গলা ফিরে এলো।

"কুত্তার নাম কী...কী যে হচ্ছে মশাই এখানে! একটা খুন হয়েছে।"

"কোথায়' লেবেলের কণ্ঠে আগ্রহ ঝরে পড়ে।

"কাছেই এক জমিদারবাড়িতে। এইমাত্র রিপোর্ট পেলাম সেই গাঁয়ের কনস্টেবলের কাছ থেকে।"

"কে খুন হয়েছে?"

"জমিদারবাড়ির মালকানি। দাঁড়ান এক মিনিট...ব্যারোনেস দ্য লা শালোনিয়ের।"

কারোঁ দেখলেন লেবেলের মুখের রঙ যেন মুহূর্তে কে শুষে নিলো।

"শুনুন ভালেন্তিন। নির্ঘাত সেই। পালিয়েছে কি জমিদারবাড়ি থেকে?"

আবার এগ্লন্তাঁর থানায় ফিসফাস আলোচনা।

"হুঁ," ভালেন্তিন বললেন, "সকালেই চলে গেছে ব্যারোনেসের গাড়ি নিয়ে। ছোট একটা রেনো গাড়ি। মালিই দেখেছিলো লাশ; কিন্তু বিকেলের আগে না। ভেবেছিলো জমিদার-গিন্নী বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন। তারপর জানলা টপকে ঘরে গিয়ে বুঝতে পারলো।"

"গাড়িটার বিবরণ আর তার নম্বর রয়েছে আপনার কাছে?' লেবেল প্রশ্ন করলেন।

"হুঁ।"

"তাহলে সাধারণ সঙ্কেত দিয়ে দিন। গোপনতা'র আর দরকাব নেই। সোজা খুনের তদন্ত এখন। আমি সারা দেশে সঙ্কেত ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আপনি অকুস্থলের কাছাকাছি সূত্রের সন্ধান করুন। পালানোর মোটামুটি দিকটা কোন্‌দিক খুঁজে বার করুন।"

"বেশ, তাই হবে। এখন আর পরোয়া কী মশাই? ঠিক খুঁজে দেবো।'

লেবেল ফোন রেখে দিলেন।...কারোঁকে বললেন, "বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, বুঝলে। মাথা আর খুলছে না। নইলে যে রাতে শৃগাল ওতেল দ্যু সার্ফে ছিলো সেইরাতে ওখানে ব্যারোনেস দ্য লা শালোনিয়েরও ছিলেন।"

সাড়ে সাতটার সময় বীটের পুলিস তুলের এক গলিতে গাড়িটাকে দেখতে পেলো। পৌনে আটটায় সে তুলের থানায় ফিরে এসে খবর দিলো সাতটা পঞ্চান্নয় তুলের থানা থেকে খবর গেলো ভালেন্তিনের কাছে। অভার্নের কমিশারটি লেবেলকে যখন ফোন করলেন তখন আটটা বেজে পাঁচ।

লেবেলকে বললেন, "রেলস্টেশন থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে।"

'রেলের টাইমটেবিল আছে আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ, থাকা তো উচিত।"

"তুলে থেকে পারী আসার ট্রেন কখন ছিলো সকালে, আর কটায় সেটা এসে পৌঁছয় পারীর গার দ্যস্তরলিজ স্টেশন? শীগগিরি দেখুন, মশাই, শীগগির...তাড়াতাড়ি।"

"ওধারে দুটো ট্রেন," ভালেন্তিন বললেন, "সকালের ট্রেন তুলে ছেড়েছে এগারোটা পঞ্চাশে পারী পৌঁছবে...দাঁড়ান...হ্যাঁ, আটটা বেজে দশে।..."

ফোনটা রেখে দেবারও অবসর পেলেন না লেবেল। দুম করে দরজা দিয়ে বেরুতে বেরুতে চিৎকাব করে ডাকলেন কারোঁকে, তাঁর পিছু পিছু আসবার জন্যে।

আটটা দশেব এক্সপ্রেস কাঁটায় কাঁটায় এসে পৌঁছলো গার দস্তারলিজ স্টেশনে। থামতে না থামতেই সব কামবার দরজাগুলো খুলে গেলো। যাত্রীরা উপচে পড়লো প্ল্যাটফর্মে। যারা নামলো তাদেব মধ্যে ছিলো একজন আধাবয়সী যাজক, কাঁচা-পাকা চুল, গলায় কুত্তা-কলার। সারি সারি খিলান পেরিয়ে লম্বা পা ফেলে প্রায় সকলের আগে সে এসে পৌঁছালো ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে। একটা মার্সিডিজ ডিসেলের পেছন-সীটে মাল তিনটে ছুঁড়ে দিয়ে বসলো সেই গাড়িতে। মিটার নামিয়ে, ঢালু পথ দিয়ে গড়গড়িয়ে গাড়িটাকে প্রস্থান-ফটকের সামনে নিয়ে এলো ড্রাইভার। স্টেশনের ড্রাইভওয়েটা অর্ধবৃত্তাকার, একদিকে আগমন-ফটক আর অন্যদিকে প্রস্থান। যাত্রীদের ট্যাক্সি ধরবার কলরব ছাপিযে সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ এলো কানে, যাত্রী এবং চালক দুজনেই সচকিত হয়ে ওঠে। ট্যাক্সিটা বাইরের রাস্তার মুখে এসে বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতেই নজরে পড়লো পর-পর তিনটে স্কোয়্যাড গাড়ি আর দুটো কালো গাড়ি আগমন-ফটক দিয়ে ঢুকে স্টেশনহলেব সামনের খিলানে এসে ঢুকলো।

"হ্যাঁ, খুব ব্যস্ত যে আজ হারামজাদারা," ট্যাক্সি-ড্রাইভার যেন আপন মনেই বিড়বিড় করে উঠলো। তারপর যাত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিযে জিজ্ঞেস করলো, "কোনদিকে যাবেন পাদ্রীমশাই?"

যাজকটি তাকে একটা ছোট্ট হোটেলের ঠিকানা বললো...কে দ্য গ্রাঁ অগাস্তিনে।

নটায় তাঁর অফিসে ফিরে এলেন ক্লদ লেবেল; এসেই জানলেন কমিশার ভালেন্তিনের কাছ থেকে খবর এসেছে আসামাত্র যেন তুলের থানায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সংযোগ পাওয়া গেলো ভালেন্তিন বলছিলেন আর তিনি নোট নিচ্ছিলেন।

"গাড়িতে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করেছেন?" লেবেল শুধালেন।

"নিশ্চয়ই, জমিদারবাড়ির ঘরটাতেও। শয়ে শয়ে ছাপ পাওয়া গেছে, সব মিলে যাচ্ছে।"

"যত তাড়াতাড়ি পারেন পাঠিয়ে দিন এখানে।"

"আচ্ছা।...তুলে স্টেশনের সি. আর. এস. লোকটাকেও কি পাঠাবো আপনার কাছে?"

"না, তার দরকার নেই, ধন্যবাদ। ও আর বেশী কি বলবে আমাকে, আপনাকে তো বলেইছে।...অশেষ ধন্যবাদ, ভালেন্তিন। এখন আপনি লোকজন সরিয়ে ফেলতে পারেন। আসামী তো আমাদের এলাকাতেই এসে গেছে, অতএব, এখন আমাদেরই কাজ।"

"আপনি কি নিশ্চিত...ওই ড্যানিশ পাদ্রীটাই?" ভালেন্তিন শুধালেন, "আকস্মিক যোগাযোগও তো হতে পারে।"

"নাঃ, সেই-ই" লেবেল বললেন, "একটা সুটকেস ফেলে দিয়েছে নিশ্চয়ই। অউং শালোনিয়ের আর তুলের মধ্যে খুঁজুন, পেয়ে যাবেন...খাদ বা নদীগুলো দেখুন। বাকি মাল তিনটে বেশ মিলে যাচ্ছে কোনো সন্দেহ নেই, এই ব্যক্তিই।"

ফোন রেখে দিলেন তিনি।

বিষণ্ণ গলায় কারোঁকে বললেন, "এবারে এক যাজকমশায় ড্যানিশ পাদ্রী...নাম অজানা। পাসপোর্টে লেখা নামটাও স্মরণে আনতে পারছে না সি. আর. এস. জওয়ান...সাধারণ মানবিক দোষত্রুটি, বুঝলে সব সময়েই এগুলো এসে পড়ে। কি আর করা যাবে...ট্যাক্সি-ড্রাইভার রাস্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়ে,...মালীর ভীষণ ভয়, সকাল গড়িয়ে বিকেল হলো, গিন্নীমা ঘুমিয়ে আছেন, যদি রাগ করেন...পাসপোর্টের নাম মনে করতে পারে না জনৈক পুলিস... একটা জিনিস লুসিয়েঁ। এই আমার শেষ কাজ। আর না, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বৃদ্ধ এবং মন্থর।...চলো, আমার গাড়ি বার করো। সন্ধ্যেবেলার ধমকধামক খাওয়ার সময় হলো।"

সভা সেদিন খুব চঞ্চল। চল্লিশ মিনিট ধরে সবাই তীব্র মনোযোগে আনুপূর্বিক কাহিনী শুনলেন...বনপথ থেকে এগ্লতাঁ...ট্যাক্সি চালকের অনুপস্থিতি...জমিদার বাড়িতে খুন. তুলে স্টেশন থেকে পারী এক্সপ্রেসে উঠলো দীর্ঘকায় এক প্রৌঢ় ডেন।

লেবেলের কাহিনী শেষ হতেই সাঁক্রেয়ার হিম গলায় বিষ ঢাললেন, "অর্থাৎ মোদ্দা কথা হলো হত্যাকারী এখন পারীতে এসে উপস্থিত হয়েছে নতুন নামে, নতুন চেহারায়...আপনি আবার অকৃতকার্য হলেন, কমিশার।'

"দোষবিচার পরে হবে," মন্ত্রীমশায় বাধা দিয়ে উঠলেন। "আজ রাতে পারীশহরে কত ডেন আছে?"

"তা কয়েক শো হবে।"

"তাদের চেক করা সম্ভব না?"

"সকালে হতে পারে...প্রিফ্যাকচারে যখন হোটেলের আগমন-কার্ডগুলো আসবে. তখন," লেবেল বললেন।

পুলিসের প্রিফেক্ট বললেন, "আমি রাত বারোটায়, দুটোয় আর চারটেয় প্রত্যেকটা হোটেলে তদন্ত করবার ব্যবস্থা করবো।...পেশার খাতে নিশ্চয়ই লিখবে যাজক, নইলে হোটেলের কেরানীর সন্দেহ হবে।"

ঘরের সবাই উল্লসিত হলেন।

কিন্তু লেবেল বললেন, "বলা যায় না, হযতো স্কার্ফ দিয়ে কুত্তা-কলার ঢেকে রাখবে অথবা খুলেই ফেলবে সেটা...হোটেলের খাতায় স্রেফ লিখবে মিঃ অমুক।"

শুনে অনেকেই তীব্রদৃষ্টি হানলেন লেবেলের দিকে।

"শুনুন." মন্ত্রীমশায় বললেন, "কর্তব্য দেখছি একটাই এখন। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎকার চাইবো। তাঁকে বলবো যদ্দিন না এই লোকটাকে ধরে তার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে তদ্দিন যেন তিনি জনসমক্ষে না আসেন, নির্ধারিত সব অনুষ্ঠান যেন নাকচ করে দেন। ইতিমধ্যে আজ রাত্তিরে পারীতে যত ডেন আছে সকালের মধ্যেই তাদের সবাইকে যেন বিশদভাবে চেক করা হয়। এর যেন ত্রুটি না হয়। কী বলেন কমিশার? মসিয়োঁ লা প্রেফা দ্য পোলিস?"

লেবেল এবং পার্পো দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

"আচ্ছা তাহলে সভা শেষ।"

পরে তাঁর অফিসে বসে কারোঁকে বললেন লেবেল, "একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সবটাই কি আমাদের বোকামি আর তার সৌভাগ্য? মিটিং-এ কিন্তু সবাই তাই ভাবছেন।...অথচ, খানিকটা সৌভাগ্য যে নেই তার তা নয়, লোকটা চালাকও ভীষণ। আমাদের দুর্ভাগ্যও ছিলো খানিকটা, ভুলও করেছি...আমি নিজেই তো ভুল করেছি। তবু, আরো একটা ব্যাপার আছে। দু-দুবার আমরা তাকে অল্পের জন্যে হারিয়েছি। একবার তো সে গাপ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঠিক সন্ধিক্ষণে, গাড়িতে নতুন রঙ লাগিয়ে। আর একবার তার আলফা রোমিও গাড়ি পেয়ে যাবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রেমিকাকে সাবাড় করে জমিদারবাড়ি থেকে কেটে পড়লো। আর এই দুবারেই ঘটনাগুলো ঘটলো মীটিঙে জানানোর পরে—যে তাকে প্রায় পেয়ে গেছি আমি, মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাকড়াও করবার আশা রাখছি।...লুসিয়েঁ, ভাবছি আমার অসীম ক্ষমতার ব্যবহার করবো এখন, টেলিফোনের তার ট্যাপ করবো।"

জানলার গরাদে ঝুঁকে ছিলেন তিনি। দৃষ্টি রেখেছেন অদূরে কুলুকুলু বয়ে যাওয়া সীন নদীর দিকে। ল্যাটিন কোয়ার্টারের দিকে বয়ে চলেছে নদী, যেখানে আলো-ঝলমলে জলের ওপর ভাসছে হাসির পুঞ্জ আর উঠছে আলোর ফুলঝুরি।...তিনশো গজ দূরে আরো একটা মানুষ জানলাব গরাদে দাঁড়িয়েছিলো। বোধহয় গ্রীষ্মরাতের গুমটে হাওয়া খুঁজছিলো সে। নতরদামের আলোকিত চূড়ার বাঁ পাশে পুলিস জুদিসেরের বিশালকায় অট্টালিকা। সেদিকে তাকিয়ে দেখছিলো সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। তার পরনে কালো ট্রাউজার, সু জুতো আর গোল-গলা রেশমী গেঞ্জির নীচে সাদা সার্ট ও কালো বিব। মুখে তার কিংসাইজ ইংলিশ ফিলটার সিগারেট। মাথার কাঁচা-পাকা চুলেব তুলনায় মুখটা যেন অনেক তরুণ।

সীনেব জলেব ওপর দিয়ে অজান্তেই তাবা তাকালো পরস্পরের প্রতি।...পারী শহরের সব গীর্জায় তখন ঘড়ি বেজে উঠলো। এলো নতুন দিন, ২২শে আগস্ট।

উনিশ

রাতটা বড় বিশ্রী ক্লদ লেবেলের। দেড়টার সময় সবে একটু শুয়েছেন, কারোঁ এসে তাঁর কাঁধ ধরে ঝাঁকালেন।

"চীফ, মাপ করবেন, একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। এই যে লোকটা মানে শৃগাল, তার কাছে ড্যানিশ পাসপোর্ট আছে,...তাই না?"

আড়মোড়া ভেঙে ঘুম তাড়ালেন লেবেল। "হুঁ, বলো।"

"পাসপোর্ট পেলো কোথায় হয় চুরি করেছে নয়তো জালিয়াতি। যেহেতু তাকে চুলের রঙও বদলে নিতে হয়েছে, অতএব ধারণা করা যেতে পারে যে চুরিই করেছে।"

"হুঁ বটেই তো, তারপর?"

"দেখুন, পারীতে জুলাই মাসের কটা দিন ছাড়া তো সে বরাবর লণ্ডনেই ছিলো। সুতরাং চুরি যদি করে থাকে তো এই দুটো শহরেই কোথাও।...এখন, যদি কোনো ডেনের পাসপোর্ট চুরি যায় তো সে কী করে? কনসালেটে যায়।"

লেবেল খাট ছেড়ে কোনোমতে নেমে পড়লেন। 'দেখো, তোমার হবে, লুসিয়েঁ, আমি বলছি। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে তাঁর বাড়িতে ফোন করো দেখি, তারপর পারীতে অবস্থিত ড্যানিশ কনসাল জেনারেলকে।"

ফোনে আরো এক ঘন্টা সময় লেগে গেলো। ওঁদের দুজনের ঘুম ভাঙিয়ে তক্ষুণি তাঁদের অফিসের দিকে রওনা করিয়ে দিতে বেশ পীড়াপীড়ি করতে হলেও সফল হলেন। ভোর তিনটের সময় লেবেল আবার বিছানায় গেলেন। চারটেয় কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলো। টেলিফোন এসেছে পুলিসের সদরদপ্তর থেকে...রাত বারোটা আর দুটোয় হোটেলে হানা দিয়ে একশো আশিজন ডেনের আগমন-কার্ড পাওয়া গেছে...বাছাই শুরু হয়ে গেছে...তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে. 'সন্দেহজনক', 'অসম্ভব নয়' এবং 'অন্যান্য'।...ছটাব সময় জেগেই ছিলেন। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন, ডি. এস.টি.-র ইঞ্জিনিয়াদের কাছ থেকে ফোন এলো। মাঝরাতে তাঁদেব নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। বললো, জালে মাছ পড়েছে। গাড়ি নিয়ে সেই ভোরে চললেন তাদের হেডকোয়ার্টারে, পাশে কারোঁ। ভূতলে তাদের কম্যুনিকেসনস ল্যাবরেটরিতে বসে বসে টেপরেকর্ডিং শুনলেন।

প্রথমে শোনা গেলো একটা বেশ জোরদার ক্লিক; তারপর কয়েকবার ধরে হুই-ই-র শব্দ, কেউ যেন সাত সংখ্যা ডায়াল করছে। টেলিফোন বাজবার দীর্ঘায়ত ধ্বনিও শোনা গেলো তখন। তারপর আবার একটা ক্লিক, রিসিভার তুললো যেন কেউ।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললো একজন, "অ্যালো?"

একটি স্ত্রীকণ্ঠ বললো, "এখানে জ্যাকলিন।"

পুরুষকণ্ঠ তখন বললো, "এখানে ভামি।"

নারীকণ্ঠে দ্রুত বলা হলো..."ওরা জানে যে ও একজন ড্যানিশ পাদ্রী। রাত্রেই পারী শহরের সমস্ত হোটেলে যত ডেন আছে তাদের সকলের আগমন-কার্ড সার্চ করবে। কার্ডগুলো নিয়ে আসবে রাত বারোটায়,. দুটোয়, আর চারটেয়। তারপব তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করবে।"

খনিকক্ষণ বিরতির পর পুরুষকণ্ঠ বললো, "ধন্যবাদ" রিসিভার রেখে দিলো, স্ত্রীলোকটিও রাখলো।

ঘুর্ণায়মান স্পূলেব দিকে তাকিয়ে থাকেন লেবেল।

মেয়েছেলেটা কোন্ নম্বরে রিং করেছিলো জানেন?" ইঞ্জিনীয়ারকে শুধালেন লেবেল।

"হ্যাঁ। প্রতিটি নম্বর ঘোরানোর পর শূন্যতে ফিরে যেতে ডায়ালের কত সময় লাগে তা থেকে আমরা সংখ্যাগুলো নির্ণয করতে পারি। এই নম্বরটা হলো গিয়ে মলিতর ৫৯০১।"

"ঠিকানা আছে আপনার কাছে?"

ভদ্রলোক একটা চিরকুট এগিয়ে দিতেই লেবেল তাতে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"চলো, লুসিয়েঁ, মসিয়োঁ ভামির সঙ্গে দেখা করে আসা যাক।"

"মেয়েটি?"

'ওঃ, তাকেও চার্জ করতে হবে।"

সাতটার সময় দরজার টোকা পড়লো। স্কুল-মাস্টারটি তখন গ্যাসরিঙের ওপর প্রাতবাশ বানিয়ে নিচ্ছিলো। ভুরু কুঁচকে গ্যাস নিভিয়ে বৈঠকখানা পেরিয়ে চলে গেলো দরজা খুলতে। দেখলো সামনে চারজন দাঁড়িয়ে। পরিচয় আর বলে দিতে হলো না, ঠিক বুঝতে পারলো। উর্দি-পরা দুজন তো পারলে তখুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু বেঁটেখাটো ভদ্র-চেহারার মানুষটা তাদের নিরস্ত করলেন।

"আমরা ফোন ট্যাপ করেছি" হ্রস্বকায় লোকটি বললেন মৃদুস্বরে, "আপনি ভামি।"

স্কুল-মাস্টারের কোনো চাঞ্চল্য নেই। দু পা শুধু পিছু হটে গিয়ে ঘরে ঢুকতে দিলো ওদের। .....জিজ্ঞেস করলো, "পোশাক পরে নিতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই.....হ্যাঁ।"

ক মিনিট লাগলো মাত্র। ইউনিফর্ম-পরা পুলিস দুজন প্রায় তার গায়েই লেপটে ছিলো। অতএব পা-জামা না খুলে তার ওপরেই ট্রাউজার আর সার্ট পরে নিলো। সাদা পোশাক-পরা যুবকটি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রবীণ ব্যক্তিটি সারা ফ্ল্যাট ঘুরে বেড়ান.....বই-খাতার স্তূপগুলো নেড়েচেড়ে দেখেন....."বুঝলে লুসিয়েঁ, সাফ করতে এক যুগ লেগে যাবে।"

"লাগুক গে.....এটা তো আর আমাদের কাজ নয়।" দোরগোড়া থেকে যুবকটি হেঁকে উঠলেন।"

"আপনি তৈরি?" বেঁটে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন মাস্টারকে।

"হ্যাঁ।"

"এঁকে নীচে নিয়ে যাও গাড়িতে।"

সবাই চলে গেলে কমিশার শুধু একলা রইলেন। স্কুল-মাস্টারের খাতাপত্তর টেনে টেনে দেখেন। নিশ্চয়ই লোকটা সারা রাত কাজ করেছে। কিন্তু দেখলেন ওগুলো সব পরীক্ষার খাতা, নম্বর দেওয়া হচ্ছিলো। অর্থাৎ লোকটি এই ফ্ল্যাটেই কাজকর্ম করে ; সারা দিন রাত এখানেই থাকতে হয় যদি টেলিফোনে শৃগাল ডাকে। .....সাতটা বেজে দশ মিনিটে ফোন বেজে উঠলো। কয়েক সেকেণ্ড সেদিকে চেয়ে রইলেন লেবেল। তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন ফোন।

"অ্যালো?"

ওধার থেকে সুরহীন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ "এখানে শৃগাল।"

ভীষণ উত্তেজিত হলেন লেবেল। তাড়াতাড়ি ভেবে নেন। বলেন, "এখানে ভামি।' ......বিরতি পড়ে. জানেন না কি বলতে হবে।

ওদিক থেকে প্রশ্ন শোনা গেলো, "নতুন কি?"

"কিচ্ছু না। কোরেজে এসে সূত্র হারিয়ে ফেলেছে।"

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। লোকটা যেন যেখানে আছে সেখানেই আরো কয়েক ঘণ্টা থাকে, বিশেষ প্রয়োজন। কানে এলো খুট করে একটা শব্দ হয়ে ফোন মরে গেলো। রিসিভার রেখে লেবেল ছুটতে ছুটতে নীচে চলে গেলেন তাঁর গাড়ির কাছে। প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললেন ড্রাইভারকে, "অফিসে চলো, জলদি।"

সীন নদীর তীরে ছোট হোটেলটার বারান্দায় টেলিফোন-বুথের ভেতরে দাঁড়িয়েছিলো শৃগাল। কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে বুঝতে পারছে না যেন .....'কিছু না' কি রকম? নিশ্চয়ই কিছু আছে। কমিশার লেবেল লোকটা তো আর বোকা নয়। নির্ঘাত এগ্নতাঁর সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ওরা খুঁজে পেয়েছে......সেখান থেকে পৌঁছে গেছে অউৎ শালোনিয়ের। জমিদারবাড়িতে, নিশ্চয়ই লাশ পেয়েছে, রেনো গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না তাও জানতে পেরেছে। তুলেতে নিশ্চয়ই সেই গাড়ি খুঁজে পেয়েছে, স্টেশনের কর্মীদের জেরা করেছে। নিশ্চয়ই ওরা...

টেলিফোন-বুথ থেকে বেরিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলো ডেস্কের দিকে। কেরানীকে বললো, 'আমার বিল দিন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

লেবেল অফিসে ঢুকতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টমাসের ফোন এলো। সাড়ে সাতটা তখন।

ব্রিটিশ গোয়েন্দাটি বললেন, "এত দেরি হওয়ার জন্যে দুঃখিত। ড্যানিশ দূতাবাসের কর্মীদের ঘুম ভাঙিয়ে তাদের অফিসে পাঠাতে পাঠাতে অনেক সময় লেগে গেলো। ......আপনি ঠিক বলেছেন। জুলাই মাসের ১৪ তারিখে একজন ড্যানিশ পাদ্রীর পাসপোর্ট খোয়া গিয়েছিলো, সে-কথা তিনি তাঁর দূতাবাসকে জানান। তাঁর ধারণা যে ওয়েস্ট এণ্ডে তাঁর হোটেল-কামরা

থেকে পাসপোর্ট চুরি গেছে, কিন্তু প্রমাণ নেই কিছু। পুলিসে অভিযোগ করেননি, হোটেলের ম্যানেজার তাতে খুব খুশী। ঝামেলা বেঁচে গেছে তার। ......ডেনের নাম যাজক পের জেনসেন, নিবাস কোপেনহ্যাগেন। দৈহিক গঠন ঃ লম্বায় ছ ফুট, নীল চোখ, কাঁচা-পাকা চুল।"

"হ্যাঁ, ইনিই বটে......আপনাকে ধন্যবাদ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।" ফোন রেখে দিলেন লেবেল। কারোঁকে বললেন, "প্রিফ্যাকচারকে ডাকো।"

ভীমবেগে চারটে কালো মারিয়া এসে পৌঁছল কেদ্য গ্রাঁঅগাস্তিনের ছোট্ট হোটেলটার বাইরে। সময় তখন সাড়ে আটটা। ৩৭ নং রুমটাকে একেবারে তোলপাড় করে দিলো পুলিস, যেন মত্ত ঝটিকা এসে হানা দিয়েছিলো সেই ঘরে।

আশাহত বিমর্ষ চেহারার গোয়েন্দাটি, যিনি পুলিসের এই হামলা পার্টির নেতা, তাঁকে হোটেল-মালিক জানালেন, "অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। পাদ্রী জেনসেন এক ঘন্টা আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।"

রাস্তায় একটা চলতি ট্যাক্সি ধরে শৃগাল চলে এসেছিলো গার দ্যস্তাবলিজে। সেই স্টেশন যেখানে সন্ধ্যাবেলায় এসে সে নেমেছিলো। জানতো যে এতক্ষণে অনুসন্ধান পার্টি চলে গেছে অন্যখানে। বন্দুক-ভরা সুটকেস যেটাতে অলীক ফরাসী নাগরিক আঁদ্রে মাবর্তাব পোশাক পরিচ্ছদ আর মিলিটারি গ্রেটকোট রয়েছে, সেটা সে লেফট লাগেজে গচ্ছিত রেখে সঙ্গে রাখলো শুধু একটা সুটকেশ, যেটায় আছে আমেরিকান ছাত্র মার্টি শুলবার্গের কাগজপত্তর আর পোশাক। হাতব্যাগটাও অবশ্য রইলো সঙ্গে, মেক-আপ নেবার উপকরণ রয়েছে তাতে। পরনে এখনো সেই কালো স্যুট, কুত্তা-কলারকে ঢেকে রেখেছে গোল-গলাব হাতওলা গেঞ্জি। মালদুটো হাতে নিয়ে স্টেশনেব মোড়ে একটা সস্তা হোটেলে এসে উঠলো। কেরানীটি খাতা আর ফাঁকা কার্ড এগিয়ে দিলো। ওকেই বললো ভরে নিতে, কে আর অত খাটনি খাটে! আইন-কানুন মানতে গেলে তো তাকে নিজেকেই এখন অতিথির পাসপোর্ট টাসপোর্ট চেক করে খাতা লিখতে হয়....ধুত্তোরি!...ফলে হোটেলের খাতায় যে নামটা উঠলো সেটা পের জেনসেনও নয়।

দোতলায় ঘরে ঢুকেই কাজে মন দিলো শৃগাল; এতটুকুও নষ্ট করবার মতো সময় নেই। বিশেষ এক রকমের তেল দিয়ে মাথা থেকে ধূসর রঙ মুছে ফেললো. আবার সেই আদি এবং অকৃত্রিম স্বর্ণকেশ বেরিয়ে পড়লো। ঘন বাদামী রঙ লাগিয়ে চুল করে ফেললো খয়েরী, মার্টি শুলবার্গের কেশের রঙ, চোখে নীল কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকলোই কিন্তু সোনার চশমা বদলে পরে নিলো মোটা এক্সজকিউটিভ ফ্রেমের শমা। পাদ্রীর কালো সুট, বিব, সার্ট, জুতো, মোজা সমস্তই ভরে ফেললো সুটকেসে, কোপেনহ্যাগেনের প্যাস্টর জেনসেনের ছাড়পত্রও। নিজেকে এখন সাজিয়ে তুললো স্নিকার, জিন, টি-শার্ট এবং উইণ্ডচীটারে,যেন নিউইয়র্কের সিরাকিউস থেকে আগত মার্কিনী কলেজ বয়।.... আমেরিকানটির পাসপোর্ট এক পকেটে আর গোছা করা ফরাসী ফ্রাঁয়ের নোট অন্য পকেটে নিয়ে যখন চলে যাবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলো তখন সকাল গড়িয়ে গেছে। প্যাস্টর জেনসেনের শেষ চিহ্নটুকুও ছিলো যে সুটকেসে, সেটা ওয়ার্ডরোবে ভরে তার চাবি কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ দিলো টেনে। তারপর দালানের পেছন দিককার বিপদকালীন-সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো। সেই হোটেলে আর কখনো তাকে দেখা যায়নি।

ক মিনিট পরে গার দ্যস্তাবলিজ স্টেশনের লেফট লাগেজ অফিসে এসে হাতব্যাগটাও জমা দিলো। রসিদটা নিয়ে পাছ পকেটে পুরলো যেখানে আরো একটা সুটকেসের রসিদ ইতিমধ্যে

বিরাজ করছে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে এলো লেফট ব্যাঙ্কে। বুলেভা সাঁ মিশেল আর রু দ্য লা উসেতের মোড়ে নেমে পড়লো। মিশে গেলো পারীর ল্যাটিন কোয়াটারের চপল যুবস্রোতে ....রাস্তার ধারে একটা ধোঁয়াটে ভোজনালয়ের পেছন দিকে বসেছিলো সস্তা লাঞ্চের থালা নিয়ে। মনে মনে ভাবছিলো রাতটা কোথায় কাটাবে আজ। যাজক পের জেনসেনকে লেবেল নিশ্চয়ই এতক্ষণে আবিষ্কার করে ফেলেছে কোন সন্দেহ নেই তাতে, মার্টি শুলবার্গও চব্বিশ ঘন্টার বেশী টিকতে পারবে না।

ভয়ঙ্কর রাগ হয়, ক্ষেপেই ওঠে প্রায়। মনে মনে উচ্চারণ করে, 'নিকুচি করেছে লেবেলের।' কিন্তু তক্ষুণি আবাব মুখে স্মিত হাসির পালিশ টেনে ওয়েট্রেসকে বলে, "থ্যাঙ্কস, হনি।"

দশটার সময় লেবেল আবার লণ্ডনে টেলিফোন করলেন টমাসকে। তাঁর অনুরোধ শুনে তো টমাসের প্রায় চক্ষুস্থির। কিন্তু বেশ সবিনয়ই জানালেন যে যতটা পারেন করবেন। ফোন রেখে দিয়ে সিনিয়ার ইনস্পেক্টরটিকে ডাকলেন, গত সপ্তাহে যিনি এই কাজের ভার নিয়েছিলেন।

"বসুন," তাঁকে বললেন টমাস,"ফ্রেঞ্চিরা আবার ফিরে এসেছে। আবার তাদের হাত ফসকেছে, মনে হচ্ছে। এখন সে নাকি রয়েছে খাস পারী শহরের কেন্দ্রে, ওরা সন্দেহ করছে যে অন্য আরেকটা ছদ্মবেশ নিয়েছে সে।.... আসুন, লণ্ডনের প্রতিটি বিদেশী দূতাবাসকে আমরা টেলিফোন করি, আমরা দুজনে মিলেই করি। ১লা জুলাইয়ের পব থেকে যত বিদেশীর ছাড়পত্র এখানে খোওয়া গেছে বা চুরি গেছে তাদেব প্রত্যেকের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করবো। নিগ্রো বা এশিয়াটিকবা বাদ, শুধু ককেশিয়ানরা। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি বিশেষ করে চাই লোকটার উচ্চতা ...পাঁচ ফুট আটের ওপর যেই হোক তাকেই সন্দেহ কববো।..কাজ শুরু করে দিন।"

পারীর মন্ত্রণালয়ে সেদিন রাতেব অধিবেশন বসলো বেলা দুটোয়। তাঁর স্বাভাবিক নরম সুরে লেবেল রিপোর্ট দিচ্ছিলেন, কিন্তু উৎসাহ পেলেন না কারো কাছ থেকে। সবাই যেন কেমন ঠাণ্ডা মেরে গেছেন।

অর্ধপথেই মন্ত্রীমশাব বাধা দিয়ে উঠলেন, "চুলোয যাক বেটা, শয়তানের মতো কপাল করে এসেছে দেখছি।"

"আজ্ঞে না, মন্ত্রীমশায়, কপাল নয়। অন্তত সবটা নয়। প্রত্যেকটা খবর ওর কানে পৌঁছেছে. সেইজন্যেই অমন তাড়াহুড়ো করে গাপ ছেড়ে পালিয়েছিলো, এবং সেই জন্যেই জাল গুটিয়ে ফেলতে পারবার আগেই লা শালোনিয়েরে ওই রমণীটিকে হত্যা করে চলে গিয়েছিলো। তিন-তিনবার আমরা ওকে প্রায় ধরে ফেলেছিলাম, ঘন্টাখানেক সময় পেলেই হতো। আর প্রতিবারেই আমি আপনাদের আগেই জানিয়েছিলাম আমার কর্মপন্থা. আজ সকালে ভামিকে গ্রেপ্তার করার পব টেলিফোনে ভামির নকল ঠিকমতো না করতে পারার জন্যে বাসস্থান ছেড়ে অন্য ছদ্মবেশ নিযেছে লোকটা। কিন্তু আগের দুবার মীটিঙে আমি খবর জানানোর পরই ভোরবেলায সে খবর পেয়েছে।"

টেবিল ঘিবে জমাট নীরবতা নেমে আসে।

"আমার মনে হচ্ছে, কমিশার, আপনি এবকম সন্দেহেব কথা আগেও বলেছিলেন," হিমকণ্ঠে বললেন মন্ত্রী। "আশা কবি, আপনি প্রমাণ করতে পারবেন।"

মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে লেবেল শুধু টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট পোর্টেবল টেপরেকর্ডার রেখে চালানোর বোতাম টিপে দিলেন। নিস্তব্ধ সভাগৃহে টেলিফোনের বার্তালাপটা খুবই ধাতব আর কর্কশ শোনালো। শেষ হয়ে গেলেও সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন

যন্ত্রটার দিকে। কর্নেল সাঁক্রেয়ারের মুখের রঙ সাদা হয়ে গেলো, হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে। কোনমতে কাগজগুলোকে গুছিয়ে নিলেন ফোল্ডারে।

অবশেষে মন্ত্রীমশায় প্রশ্ন করলেন, "ওটা কার কণ্ঠস্বর?"

লেবেল নির্বাক রইলেন. ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন সাঁক্রেয়ার। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবকটা চোখ তাঁর ওপর গিয়ে পড়লো।

" আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি ....মসিয়োঁ লা মিনিস্তার.....যে ওই কণ্ঠস্বর আমার একজন .....বান্ধবীর। তিনি এখন আমার সঙ্গেই বাস করছেন.....মাপ করবেন আমায়।"

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি প্রাসাদে, পদত্যাগপত্র লিখে দেবার জন্যে। যাঁরা রইলেন তাঁরা মুখ নীচু করে নিজেদের হাতের দিকে চেয়ে থাকেন।.....

......."আচ্ছা.....বলুন, তারপর, কমিশার।" মন্ত্রীমশায়ের গলার স্বরও খুব সংযত।

লেবেল আবার তাঁর বিবরণী শুরু করলেন। টমাসকে তিনি অনুরোধ করেছেন গত পঞ্চাশদিনের সব হারানো পাসপোর্টের খোঁজ করতে, সেকথা সবিস্তারে জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন। বললেন, "আশা করছি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তালিকাটি পাবো। ছোটই হবে সে তালিকা, মাত্র দুটো কি একটা নাম, যাদের খুব দৈহিক মিল আছে শৃগালের সঙ্গে। জানতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেইসব দেশের দূতাবাসকে বলে লোকগুলোর ফটো আনিয়ে নেবো, কারণ শৃগালের চেহারা এখন হবে তাদেরই মতো, ক্যালথর্প ডুগ্যান বা জেনসেনের মতো মোটেই নয়। ভাগ্য সহায় থাকলে কাল দুপুরের মধ্যেই ছবিগুলো পেয়ে যাবো।"

মন্ত্রীমশায় বললেন, "আমার দিক থেকে বক্তব্য এই যে প্রেসিডেন্ট দ্যগলকে আমি অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু তিনি স্রেফ অস্বীকার করেছেন ; হত্যাকারীর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর এতটুকু পরিবর্তন তিনি করবেন না। অবশ্য মনে মনে আমার এই আশঙ্কাই ছিলো। তবে একটা জিনিস লাভ হয়েছে, প্রচারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়ে নিয়েছি, অন্তত খানিকটা। শৃগাল এখন একজন সাধারণ খুনী, ব্যারনেস দ্য লা শালোনিয়েরকে তাঁর স্বগৃহে হত্যা করেছে, উদ্দেশ্য রত্ন অপহরণ। বিশ্বাস যে সে পারীতে পালিয়ে এসেছে এবং সেখানেই লুকিয়ে আছে।

".....কী বলেন আপনারা ?....আজ সন্ধ্যার কাগজগুলো শেষ সংস্করণে অন্তত এই খবর ছাপা হবে। যে মুহূর্তে আপনি তার নতুন ছদ্মপরিচয় জানতে পারবেন, কমিশার বা বিকল্পে একাধিক পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে সেই নামটি বা নামগুলো প্রেসে জানিয়ে দেবেন। সে অধিকার আপনাকে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সকালের কাগজগুলোয় কাহিনীটির নবতম সংবাদ প্রচারিত হবে। কাল সকালে যখন সে হতভাগ্য ট্যুরিস্টের ছবি আসবে আপনার কাছে, লণ্ডনে যে পাসপোর্ট খুইয়েছে, আপনি তখন সেটা সান্ধ্য পেপার, রেডিও এবং টেলিভিশনে দিয়ে দিতে পারেন। সেটা হবে হত্যাকারীর অনুসন্ধানের ওপর দ্বিতীয় দফা তাজা খবর। তাছাড়া, যে মুহূর্তে আমরা একটা নাম জানতে পারবো তক্ষুণি পারীর প্রতিটি পুলিস প্রতিটি সি. আর. এস. জওয়ান প্রতিটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি পথচারীর পরিচয়পত্র পরীক্ষা করতে লেগে যাবে।"

পুলিসের প্রিফেক্ট, সি. আর. এস. চীফ এবং পি. জে.র ডাইরেক্টর প্রাণপণে নোট নিতে থাকলেন।....মন্ত্রীমশায় আবার শুরু করলেন,"মহাফেজখানার সহায়তায় ডি. এস. টি. প্রতিটি ও. এ. এস. সমর্থককে চেক করবে।......পরিষ্কার?"

ডি. এস. টি. এবং আর. জি.র অধ্যক্ষেরা সবেগে মাথা নাড়লেন।

"পুলিস জুদিসের তাদের প্রতিটি গোয়েন্দাকে অন্য কাজ থেকে সরিয়ে এনে এই হত্যাকারী অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়ে দেবে।"....পি. জে.র মাক্স ফেরনা মাথা নাড়লেন।

"এখন থেকে প্রেসিডেন্টের প্রতিটি ভ্রমণপঞ্জী এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার জানা আবশ্যক। হয়তো প্রেসিডেন্ট নিজেও জানতে পারবেন না সেইসব অতিরিক্ত ব্যবস্থার কথা, পরোয়া নেই তাতে, তাঁর নিজের স্বার্থেই তাঁর ক্রোধের ঝুঁকি নেবার মতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এখন এসেছে। তাছাড়া, প্রেসিডেন্টের সুরক্ষা ফৌজ তাঁর চারপাশের রক্ষাব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করতে পারবে বলেই আমি আশা করছি। কী বলেন, কমিশার দুক্রে?"

দ্যগলের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের প্রধান, জাঁ দুক্রে, মাথা হেলালেন।

"ব্রিগেদ ক্রিমিনালের..." মন্ত্রীমশায় কমিশার বুভের চোখে চোখ রেখে বললেন, "সঙ্গে ভুতলরাজ্যের অনেক গোপন সংযোগ রয়েছে, মাইনে-করা লোক থাকে তাদের। আমি চাই যে তাদের প্রত্যেককে বিশেষ করে যেন নিযুক্ত করা হয় এই আসামীর খোঁজে.....তার নাম-সনাক্ত তাদের দিয়ে দেবেন, বুঝলেন ?"

মরিস বুভে মাথা ঝাঁকালেন। মনে মনে অস্বাস্তি বোধ করছেন তিনি। বহু অনুসন্ধান তিনি দেখেছেন কিন্তু এ একেবারে অদ্বিতীয়, তুলনাই মেলে না। লেবেল নাম এবং পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে দেওয়া মাত্র.. .দৈহিক বিবরণও অবশ্য....প্রায় এক লাখ লোক শহরের হোটেল, বাজার, বার, রেস্তোরাঁ খুঁজে খুঁজে বেড়াবে এই লোকটার সন্ধানে। পুলিস বা সিকিউরিটির লোক ছাড়াও অপরাধ-জগতের বাসিন্দাও থাকবে তার মধ্যে।

"আর কোনো সংবাদসূত্র রয়েছে, যা আমি ছেড়ে দিয়েছি?" মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

কর্নের্ল বলাঁ একবাব জেনারেল গিবোর দিকে চট করে তাকিযে নিয়ে কমিশার বুভের দিকে চাইলেন। গলাখাঁকাবি দিয়ে বলে উঠলেন. "উনিওঁ কর্স অবশ্য রয়েছে।"

জেনারেল গিবো বসে বসে নিজের নখ পরীক্ষা করেন। বুভেব মুখ থমথমে। বাকি সবাই আমতা আমতা মুখে ইতিউতি তাকান। উনিওঁ কর্স হচ্ছে ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় ক্রাইম সিণ্ডিকেট। অত্যন্ত সুসংগঠিত। কর্সিকানদেব ভ্রাতৃসংঘ তারা, আজাকসিওর ভাই, প্রতিহিংসার সন্তান। মার্সাই শহরেব দখল প্রায় তাদের ওপবেই, গোটা দক্ষিণ উপকূল জুড়ে তাদের প্রচণ্ড দাপট। ওযাকিবহাল মহলের অভিমত যে তাবা মাফিয়াদের চেয়েও অনেক অভিজ্ঞ এবং অনেক বেশী সাংঘাতিক। মাফিয়াবা তো এই শতাব্দীর গোডাতে আমেবিকায় গিয়ে বসতি কববার পব তবে এত নামডাক কিনেছে, সেখানে এখন এক ডাকে তাদের লোকে চেনে, কিন্তু এরা আজ অবধি প্রচাব এড়িয়ে থেকেছে. . .দু-দুবাব এদের সঙ্গে আঁতাত কবেছিলো গ্যালিস্টরা এবং সেই দুবারেই দেখেছিলো যে এদের সাহায্য বিশেষ মূল্যবান হলেও বেশ অস্বস্তিকর। কারণ সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে তাদের অবৈধ অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাগুলোর ওপর থেকে পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি সরিয়ে রাখতে হতো। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ওরা মিত্রশক্তিকে সাহায্য করেছিলো ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করতে এবং তখন থেকেই মার্শাই ও তুলোঁ শহর এসে গেছে ওদের কব্জায়। এপ্রিল, পর আলজেরিয় ঔপনিবেশিক আর ও. এ. এস.-দেব বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এরা অনেক সাহায্য করেছিলো এবং তার ফলে উত্তরাঞ্চলেও অনেক দূর এমন কি পারী অবধি এরা জাল বিস্তার করেছে।

পুলিস হিসাবে মরিস বুভে এদের দুঃসাহসকে ঘৃণা কবলেও জানতেন যে বলাঁর ক্রিয়াবিভাগ কর্সিকানগুলোকে খুব কাজে লাগায়।

"ওব সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করেন ?" মন্ত্রী শুধালেন।

"শৃগাল যদি সত্যিই অত ধড়িবাজ হয় যেমন শুনছি," রলাঁ বললেন, "তাহলে পারীতে যদি কেউ তাকে ধরতে পারে তো উনিওঁ।"

মন্ত্রীমশায় সন্দিগ্ধসুরে জিজ্ঞেস করলেন, "পারীতে ওরা কতজন রয়েছে ?"

"প্রায় আশি হাজার। পুলিসে, কাস্টমসে, সি. আর. এস., সিক্রেট সার্ভিস,—সবেতেই। তাছাড়া তো পাতালরাজ্যে রয়েইছে। বেশ সংগঠিত ওরা।"

"হুঁ...তা যা ভালো মনে হয়," মন্ত্রী বললেন।

আর কেউ কোনো মতামত দিলেন না।

"আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইলো।. ....কমিশার লেবেল, আপনার কাছ থেকে এখন শুধু আমাদের কাম্য একটা নাম, একটা বিবরণ, একটা ছবি। তারপর ছ ঘন্টাও পার পাবে না শৃগালের!"

"আসলে আমাদের হাতে এখনো তিনদিন সময় আছে," লেবেল বললেন। তাঁর দৃষ্টি তখন জানলার বাইরে। শুনে সবাই যেন চমকে উঠলেন।

"কী করে জানলেন?" মাক্স ফেরনা প্রশ্ন করলেন।

চোখ পিটপিট করে উঠলেন লেবেল কয়েকবার। "আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। এত সহজ কথাটা অথচ আগে মাথাতে ঢোকেইনি। গত এক সপ্তাহ থেকে আমি বেশ চিন্তিত যে শৃগালের একটা প্ল্যান্ রয়েছে, প্রেসিডেন্টকে মারবার দিনক্ষণ সে স্থির করে রেখেছে. গাপ ছাড়বার পর সঙ্গে সঙ্গে কেন পাদ্রী জেনসেন সাজলো না? কেন তক্ষুণি ভার্লেঁস পর্যন্ত গাড়িতে এসে পারীর এক্সপ্রেস ধরলো না? ফ্রান্সে এসে কেন এক সপ্তাহ সময় শুধু শুধু বৃথা কাজে নষ্ট করলো?"

"কেন, বলুন তো?" কেউ একজন বলে উঠলেন?

"কারণ সে একটা বিশেষ দিন ধার্য করে রেখেছে," লেবেল বললেন, "জানে কখন যাবে সে আঘাত হানতে।..কমিসার দুক্রে. প্রাসাদের বাইরে প্রেসিডেন্টের কি কোনো প্রোগ্রাম আছে—আজ, কাল বা শনিবার?"

দুক্রে মাথা ঝাঁকালেন।

"কিন্তু রবিবার, ২৫শে আগস্ট....সেইদিনে?" লেবেল জিজ্ঞেস করলেন।

টেবিল ঘিরে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ঝড় উঠলো।

চাপা নিঃশ্বাস ছেড়ে মন্ত্রীমশায় বলে উঠলেন, "নিশ্চয়ই,. .সেদিন তো মুক্তি দিবস। আর জানেন ১৯৪৪ সালে, সেইদিনে পারী যখন মুক্তিলাভ করলো, অনেকেই আমরা তাঁর সঙ্গে এখানেই ছিলাম।"

"সেটাই তো কথা" লেবেল বললেন, "আমাদের শৃগাল মনস্তাত্ত্বিকও বটে। জানে যে এইদিনে জেনারেল দ্যগল এখানেই থাকবেন অন্য কোথাও যাবেন না। দিনটা যে তাঁর পক্ষে অতি মহান। এবং হত্যাকারীও ঠিক সেইদিনটির অপেক্ষায় আছে।"

"তবে তো ওকে পেয়েই গেছি আমরা," বেশ দ্রুতকণ্ঠে বললেন মন্ত্রী। "সংবাদের সূত্র নেই ওর, পারীর কোথাও আশ্রয় পাবে না, কেউ আশ্রয় দেবেওনা, অজান্তেও নয়। অতএব যাবে কোথায়? কমিশার লেবেল আপনি শুধু নামটা দিন।.."

সভা শেষ। লেবেল উঠে দরজার দিকে যাচ্ছিলেন মন্ত্রীমশায় ডাকলেন। আচ্ছা, একটা কথা, কী করে জানলেন যে সাঁক্লেয়ারের ফ্ল্যাটের টেলিফোন ট্যাপ করতে হবে।"

"জানতাম না তো" লেবেল বললেন, তাই গত রাত্তিরে আপনাদের সকলের টেলিফোন ট্যাপ করেছিলাম......আচ্ছা শুভদিন ভদ্রমহোদয়গণ।"

প্লাস দ্য লোদেয়োঁর কাছে একটা কাফের বারান্দায় বসে বসে বীয়ারে চুমুক দিচ্ছিলো শৃগাল রোদ থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে কালো চশমা পরেছিলো যেমন সবাই পরেছে। রাস্তা

দিয়ে দুটো লোক যাচ্ছিলো তাদের দেখেই মতলবটা মাথায় গজালো। বীয়ারের দাম চুকিয়ে চলে এলো। একশো গজের মধ্যেই পেয়ে গেলো যা খুঁজছিলো মেয়েদের একটা প্রসাধনের দোকান। ভেতরে ঢুকে কিছু কেনাকাটা করলো।

ছটায় সান্ধ্য কাগজগুলো খবরের শিরোনামা পালটে দিলো। বিলম্বিত সংস্করণগুলোয় দেখা গেলো বিশাল বিশাল হরফে লেখা ঃ আসার্সি দ্য লা বেল বারোন সা রাফুজি অ পারী' (সুন্দরী ব্যারনেসের হত্যাকারী পারীতে পালিয়ে এসেছে)। নীচে শালোনিয়েরের ব্যারনেসের পাঁচ বছর আগেকার একটা ছবি ছাপা; পারীর কোনো পার্টিতে তোলা সোসাইটি পিকাচার। ছবির এজেন্সি থেকে ফটোটা পাওয়া গিয়েছিলো তাই সেই একই ছবি প্রত্যেকটা কাগজে ছাপা হয়েছে।.....

সাড়ে ছটায় রু ওয়াশিংটনের একটু দূরে ছোট্ট একটা কাফেতে এসে ঢুকলেন কর্নেল রলাঁ, হাতের নীচে তাঁর সান্ধ্য কাগজ 'ফ্রাঁস-সোয়া'। তামাটে রঙের বারম্যানটা তাঁর দিকে কিছুক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হলঘরের পেছনে দিকে একজনের উদ্দেশ্য মাথা দোলায়। লোকটি তখন রলাঁর সামনে এসেই সরাসরি জিজ্ঞেস করে, "কর্নেল রলাঁ ?"

ক্রিয়াবিভাগের কর্তাটি মাথা নাড়েন।

"আসুন আমাব সঙ্গে।"

কাফেব পশ্চাৎদিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ওঁরা দোতলায় ছোট্ট একটা বৈঠকখানায় গিয়ে পৌঁছলেন' বোধহয মালিকের আস্তানা সেটা। দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে বাজখাঁই গলা ভেসে আসে, "ভেতরে আসুন।" ভেতরে যেতেই আরাম চেয়ার থেকে উঠে এক ব্যক্তি রলাঁর দকে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে, "আপনি কর্নেল রলাঁ ? বেশ, বেশ। খুব খুশী হলাম। আমি ইউনিয়ন কোরের কাপ্য (নেতা)। শুনছি যে আপনারা নাকি কোনো একটা লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছেন . "

লণ্ডন থেকে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসের ফোন এলো আটটার সময়। তাঁর কণ্ঠস্বর খুব ক্লান্ত শোনাচ্ছিলো স্বাভাবিক, পরিশ্রম তো কম হয়নি। কিছু কিছু দূতাবাস সাগ্রহেই সহযোগিতা করেছে, কিন্তু কেউ কেউ আবার যথেষ্ট বেগ দিয়েছে.....নিগ্রো, স্ত্রীলোক, এশিয়াটিক এবং হ্রস্বকায়দের বাদ দিয়ে গত পঞ্চাশদিনে আটজন বিদেশী পুরুষযাত্রী লণ্ডন শহরে তাদের পাসপোর্ট খুইয়েছে। তাদের প্রত্যেকের নাম পাসপোর্ট নম্বর এবং বর্ণনা জানিয়ে দিয়ে বললেন, "আসুন, এবারে আমরা নাম ছাঁটাই কবি... দেখি কারা হতে পারে না এই ব্যক্তি। তিনজন যে সময় পাসপোর্ট হারিয়েছিলো তখন শৃগাল ওরফে ডুগ্যান লণ্ডনে ছিলোই না। কাজেই তারা বাদ, কী বলেন ?"

"হুঁ," লেবেল সায় দিলেন।

"বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজন ভীষণ লম্বা, সাড়ে ছ ফুট, মানে আপনাদেব ভাষায় দু মিটারের বেশি। কাজেই এটাও বাদ, শৃগাল তো আর রণপা চড়ে চলে ফিরে বেড়াতে পারে না।"

"হ্যাঁ, বটেই তো, বাদ দিন। বাকি চারজন?" লেবেল শুধালেন।

"একজন বেজায় মোটা, দুশো চল্লিশ পাউণ্ড ওজন অর্থাৎ প্রায় একশো কিলো। শৃগালকে তো তাহলে সর্বাঙ্গে প্যাড মুড়তে হতো, চলতেই পারতো না।"

"তাকেও বাদ দিন," লেবেল বললেন, "অন্যেরা?"

"একজন ভীষণ বুড়ো। উচ্চতা প্রায় ঠিক মাপেরই কিন্তু সত্তরের ওপর সে। অত বুড়ো সাজতে হলে থিয়েটারের মেক-আপের কোনো ওস্তাদকে নিয়ে এসে মুখের সাজ বদলাতে হতো শৃগালকে।"

"ওকেও বাদ দিন।....বাকি দুজন ?"

"একজন নরউইজিয়ান আর একজন আমেরিকান," টমাস বললেন, "দুজনেই মাপসই। কিন্তু নরউইজিয়ানের বিপক্ষে দুটো যুক্তি। এক, সেও স্বর্ণকেশ; ডুগ্যানের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পর শৃগাল যে আবার তাঁর নিজের কেসের রঙ ধারণ করবে তা আমি মনে করি না, তাহলে যে তাকে প্রায় ডুগ্যানের মতোই দেখাবে। দ্বিতীয়ত নরউইজিয়ান তার কনসালকে জানিয়েছিলো যে সার্পেন্টাইনের জলে সে তার বান্ধবীর সঙ্গে যখন নৌকাবিহার করছিলো তখন উল্টে পড়ে গিয়েছিলো জলের মধ্যে আর ঠিক তখন তার পকেট থেকে পাসপোর্টটা জলে গিয়ে পড়েছিলো। সে বিষয়ে সে নিশ্চিত; জলে যখন পড়ে গিয়েছিলো তখন তার পাসপোর্ট নাকি বুকপকেটে ছিলো কিন্তু যখন উঠে এসেছিলো তখন দেখে পাসপোর্ট নেই।....অথচ আমেরিকান যাত্রীটি লণ্ডন এয়ারপোর্টের পুলিসের কাছে হলফ করে বলেছে যে সে যখন এয়ারপোর্টে দালানের মেন হলেব অন্যদিকে তাকিয়েছিলো তখন তার হাতব্যাগ চুরি যায়, তার মধ্যেই ছিলো তার পাসপোর্ট।.... .তা আপনাব কি মনে হচ্ছে?"

"আমেরিকান মার্টি শুলবার্গের সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দিন আমার কাছে," লেবেল বললেন,"ওয়াশিংটনের পাসপোর্ট দপ্তর থেকে আমি তার ফটো আনিয়ে নেবো।.. ..অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ....অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

সেদিন মন্ত্রণালয়ের আরেকবার মীটিঙ বসলো, রাত দশটাই আজ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ততম অধিবেশন। মীটিঙ বসবার ঘন্টাখানেক আগেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিটি শাখা, প্রতিটি বিভাগ মার্টি শুলবার্গের বিবরণের মিমিওগ্রাফ কপি পেয়ে গেছে—ফেরারী খুনী আসামী মার্টি শুলবার্গ। আশা করা যাচ্ছে ভোরের আগেই লোকটার ছবিও এসে যাবে, খবরের কাগজগুলোর বেলা দশটার সংস্করণ ছাপা হবার আগেই ।

মন্ত্রীমশায় উঠে দাঁড়ালেন : "ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথম দিন আমরা যখন সম্মিলিত হয়েছিলাম এ ঘরে, তখন কমিশার বুভের মতে মত দিয়ে আমরা সাব্যস্ত করেছিলাম যে শৃগাল নামে অভিহিত হত্যাকারীর সনাক্তকরণ বিশুদ্ধ গোয়েন্দাকর্ম। আজ বুঝতে পারছি সে কথা কতখানি সত্যি। গত দশদিন কমিশার লেবেলের মতো সুদক্ষ গোয়েন্দাকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। সৌভাগ্য বলতে হবে আমাদের। নইলে হত্যাকারী তিনবার তার পরিচয় পাল্টালো —ক্যালথর্প থেকে ডুগ্যান, ডুগ্যান থেকে জেনসেন, জেনসেন থেকে শুলবার্গ এবং এই ঘর থেকে অনবরত সংবাদ পাচার হলো, তবুও তিনি এত বাধা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীকে সনাক্ত করেছেন, তাকে অনুসরণ করে এই শহরের গণ্ডীর মধ্যে তার উপস্থিতি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" বলেই তিনি লেবেলের দিকে চেয়ে মাথা নোয়ালেন। লেবেল ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

"এখন থেকে কর্তব্য আমাদের সকলের। আমরা একটা নাম পেয়েছি, একটা বিবরণ, একটা পাসপোর্ট নম্বর এবং লোকটা কোন্ দেশের নাগরিক তাও আমরা জানি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা একটা ছবিও পেয়ে যাবো। আমি এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে তাকে ধরতে আপনাদের কোনো অসুবিধাই হবে না। ইতিমধ্যেই পারীর প্রতিটি পুলিস প্রতিটি সি আর. এস. জওয়ান, প্রতিটি গোয়েন্দা যথোচিত নির্দেশ পেয়ে গেছে। সকালের মধ্যেই কিংবা খুব দেরি হলেও

দুপুরের ভেতরেই, লোকটা কোনো জায়গায় গিয়ে আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না।......আপনাকে আবার আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, কমিশার লেবেল। আপনি এখন এই কর্মভার থেকে মুক্ত। আপনার সুদক্ষ সহায়তায় আমরা এতদূর এগিয়েছি, আপনার কাজ এখন শেষ। অসম্ভব আপনি সম্ভব করেছেন। ধন্যবাদ।"

চোখ পিটপিট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন লেবেল। মাথা নোয়ালেন সকলের দিকে চেয়ে। তাঁরাও স্মিত হাসি হাসলেন....ফ্রান্সের বিরাট বিরাট সব রাজপুরুষ.......যাঁদের অধীনে রয়েছে হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ।

দশদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম কমিশার লেবেল রাতে বাড়ি ফিরলেন। দরজায় চাবি ঘুরিয়ে ঘরে ঢুকতেই কানে এলো তাঁর স্ত্রীর অতি পরিচিত সেই তীব্র ভর্ৎসনার সুর। ঘড়িতে তখন টিংটিং করে বারোটা বাজলো.....২৩শে আগস্ট হলো শুরু।

কুড়ি

রাত প্রায় এগারোটার সময় শৃগাল এসে বারে ঢুকলো। ভেতরটা অন্ধকার। কয়েক সেকেণ্ড লাগলো ঠাহর করে নিতে। বাঁ-হাতি দেওয়ালের সঙ্গে লম্বালম্বি বার, পিছনে সার সার আয়না আর বোতল। আয়নাগুলো আবার আলোকিত। বাইরের দরজা পিড়িং করে বন্ধ হয়ে যেতেই বারম্যান ওর দিকে তাকালো। অবাক দৃষ্টি তার, কৌতূহল যেন উপচে পড়ছে। ঘরটা লম্বা মতোন, সরু, ডান হাতের দেওয়াল ঘেঁষে ছোট ছোট টেবিল পাতা। শেষপ্রান্তে গিয়ে ঘরটা চওড়া হয়ে গেছে, যেখানটায় বড় বড় টেবিল, চারজন বা ছয় জনের বসবার মতোন। বার কাউন্টারের সামনে একসার টুল পাতা। প্রায় সবকটা টুল বা চেয়ার জুড়ে বসেছিলো রোজকার খদ্দেরগুলো।

শৃগাল এসে ঢুকতেই যাবা দোর ঘেঁসে বসেছিলো তারা হঠাৎ তাদের কথাবার্তা থামিয়ে দিয়ে আগন্তুককে যাচাই করে দেখে। দূরে যারা বসেছিলো তারাও সঙ্গীদের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে নবাগতটির দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ লক্ষ্য করে দেখে। ক্রমে নীরবতা সারা ঘরে ছেয়ে গেলো। ফিসফাস মৃদুগুঞ্জন ওঠে কিছু। খিলখিল হাসির রেশও। দুধারের চেযার টেবিলের ভেতর দিয়ে শৃগাল পথ করে চললো দূরের একটা খালি টুলের উদ্দেশ্যে। বারের টুলটায় ঝুপ করে বসে পড়তেই পেছন থেকে চাপা কথাবার্তা কানে এলো।

"ইশ্, দ্যাখো দ্যাখো! কী পেশী!....ডার্লিং, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি!"

ঘরের অন্যপ্রান্ত থেকে হেঁটে হেঁটে এসে বারম্যান ঠিক তার সামনে দাঁড়ায়, ভালো করে দেখার জন্যে। শুকনো ঠোঁটদুটোয় লালসার হাসি ফুটে ওঠে।

"শুভ সন্ধ্যা..মসিয়োঁ।" পেছন থেকে খিলখিলে হাসির বুদবুদ ওঠে, বেশীর ভাগই হিংসায়।

"সোনা আমাব, একটা স্কচ।"

উল্লাসে ফেটে নাচতে নাচতেই চলে গেলো বারম্যান। পুরুষ.. ..পুরুষ.. ..আহা, একটা পুরুষ গো! আজ রাত্তিরটা যা জমবে! মনশ্চক্ষে ভেসে আসে বারান্দার ওইদিকে যারা বসে আছে সেই 'সুন্দরী ছেলে'র দল নখে এখন শান দিচ্চে থাবা বসানোর অপেক্ষায়। অধিকাংশই অবশ্য নিয়মিত খদ্দেরদের আসবার অপেক্ষায় বসে আছে কিন্তু কেউ কেউ আবার এসেছে ডেট ছাড়াই, যদি জুটে যায় সেই আশায়। আজকের এই নবাগতটি —আঃ!....বারম্যান প্রায় জিভ চাটে.....কী যে উত্তেজনা হবে!

শৃগালের পাশে যে বসেছিলো সে ওর দিকে অদম্য কৌতূহল মেলে তাকিয়ে থাকে। তার চুলের রঙ গলানো সোনার মতো, কৌশলে সেটা আঁচড়ে আঁচড়ে কপালের ওপর কয়েকটা চূড়া করে রেখেছে—যেন চালচিত্রের ওপর দাঁড়ানো গ্রীক দেবতার মূর্তি। কিন্তু তুলনাটা ওইখানেই শেষ। এর চোখে ঘন মাসকারা, ঠোঁট জোড়ায় আলতো করে লাল রঙ, গালভর্তি পাউডার। কিন্তু এত মেক আপ সত্ত্বেও বয়সের ছাপ ঢাকা পড়েনি বা ঘন মাসকারা সত্ত্বেও কামলালসা চোখের থেকে মোছেনি।

"তুমি আমাকে ডাকছো ?" কণ্ঠস্বরে মেয়েলি ঢঙ।

শৃগাল আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো। ন্যাকা তাই দেখে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। হতাশ সুরে সঙ্গীটিকে ফিসফিস করে কি যেন সব বলে। ততক্ষণে গা থেকে উইণ্ডচীটার খুলে ফেলেছে শৃগাল। বারম্যান ড্রিঙ্ক বাড়িয়ে ধরতেই হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে যায়। ফলে টি-সার্টের নীচে তার কাঁধ আর পিঠের পেশী নেচে নেচে ওঠে। ভীষণ খুশী হয় বারম্যান আচ্ছা, লোকটা হয়তো আমাদের দলের নয় হয়তো সরল সাধারণ। নাঃ, তা হতেই পারে না, তাহলে আসবে কেন এখানে! হলুদ ফুলও খুঁজছে না, নইলে বেচারী করিনকে অমন অপদস্থ করবে কেন। ও-ও নিশ্চয়ই..হুঁ হুঁ....আঃ, কী চমৎকার! সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবক.....সমকামী যে তাতে সন্দেহ নেই....'বুড়ো রানী' খুঁজছে নিশ্চয়ই, যে ওকে বাড়িতে নিয়ে যাবে। মজা হবে আজ, দাদু!

মাঝরাত্তিরের কাছাকাছি মক্কেল আসতে শুরু করলো। পেছন দিকে বসে সবাইকে তারা বেশ ভালো করে দেখে। মাঝেমাঝে বারম্যানকে ডেকে গুজগুজ ফিসফিস করে। বারম্যান তাই শুনে বারে এসে কোনো এক 'পুরুষ-রঙ্গিণী'কে হয়তো ইশারা করে ডাকে। বলে, "মসিয়োঁ পিয়ের তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান, ডার্লিং। যাও, চোহারাটাকে তাজা রেখো, রূপের অখ্যাতি যেন না হয়। আর দেখো, গতবারের মতো কান্নাকাটি লাগিয়ো না।"

মধ্যরাত্রের একটু পরে শৃগাল তার খেল দেখালো। পেছন থেকে দুটো লোক তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলো। তারা দুজনে দুটো আলাদা টেবিলে বসে পরস্পরের দিকে শুধু ঈর্যার দৃষ্টি হানছিলো। দুজনেরই মাঝবয়স পেরিয়ে গেছে। একজন বেশ মোটা থপথপে, চর্বি-ঢাকা কুতকুতে চোখ, কলারের ওপর দিয়ে মাংসের বোঝা নেমেছে। যেন একটা ধাড়ী শুয়োর, দেখে মনে হয় রুচিও তেমন! অপরজন একটু ভদ্রগোছের। একহারা চেহারা, পরিপাটি বেশবাস। টাক-চকচকে মাথা, দু-এক গোছা যা চুল আছে তাও বেশ সযত্নে ব্রাশ করা। সুছাঁদ সুট পরেছে; সরু ট্রাউজার, কোটের হাতায় আবার সামান্য লেস বসানো। গলায় সুন্দর করে বাঁধা রেশমের ঝলমলে ফুলার। বোধহয় আর্টের জগতের কেউ হবে, শৃগাল ভাবলো, কিংবা হয়তো ফ্যাশন বা হেয়ার স্টাইলের।

মোটা লোকটা বারম্যানকে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বলে! বারম্যানের পকেটে ঢুকে যায় বেশ একটা বড়গোছের নোট।....তুরতুর করে সে এদিকে এসে শৃগালকে ফিসফিস করে বলে, "মসিয়োঁ তোমাকে এক গেলাস শ্যাম্পেনের নেমন্তন্ন জানাচ্ছেন," চোখে ইঙ্গিতটিঙ্গিত ফুটিয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তার হুইস্কি নামিয়ে রাখলো শৃগাল স্পষ্ট গলায় আশেপাশের প্যান্সিগুলোকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে ওঠে, "মসিয়োঁকে জানিয়ে দাও তাঁর সঙ্গ আমার মোটেই ভালো লাগবে না।"

অস্ফুট আর্তরব উঠলো চারদিকে। লিকলিকে সরু যুবকগুলো টুল থেকে নেমে ওর কাছে ঘন হয়ে এলো যাতে সব কথা শুনতে পায়, একটাও যেন বে-কান না হয়। বারম্যান চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। "সে কী! উনি তোমায় শ্যাম্পেন দিচ্ছেন, ডার্লিং। আমরা তো ওকে চিনি। বেজায় মালদার। তুমি মস্ত মাছে ঘাই মেরেছো।"

মুখে কোনো জবাব না দিয়ে শৃগাল তার টুল থেকে টুপ করে নেমে পড়লো। হুইস্কির গেলাসটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে এলো দু নম্বর বুড়ো রাণীর কাছে। শুধালো, "এখানে বসলে অ-শান্তি আছে ? একজন আমাকে ভয়ানক বিরক্ত করছে।"

শিল্পবর্থীটি তো হাতে চাঁদ পেলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে মোটা লোকটা হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে বার ছেড়ে চলে গেলো। তার প্রতিদ্বন্দ্বীটি তখন আমেরিকান যুবকটির হাতের ওপর নিজের শুকনো হাড়জিরজিরে হাতখানা রেখে গর্বের সঙ্গে বোঝাচ্ছিলো জগতে কতরকম বেয়াদবই না আছে।.....

শৃগাল আর তার সঙ্গী যখন বার ছেড়ে বেরিয়ে এলো তখন একটা বাজে। কিছুক্ষণ আগে জুল বার্নার নামে উদ্ভুটে প্রৌঢ়টি তাকে শুধিয়ে ছিলো সে কোথায় থাকে। লজ্জা লজ্জা মুখ করে শৃগাল বলেছিলো তার কোনো আশ্রয় নেই, একেবারেই নিঃসম্বল, নেহাতই এক মন্দ ভাগ্য ছাত্র সে। বার্নার তো তার এতটা সৌভাগ্য আশাই করতে পারেনি। নতুন-পাওয়া যুবক বন্ধুটিকে সে জানালো যে বরাতজোরে তার একটা সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট আছে, জায়গাটা খুব শান্ত, খুবই শান্ত। একাই থাকে সে, পড়শীরা কেউ কখনো বিরক্ত করে না তাকে। কারণ পড়শীদের সঙ্গে তার বনিবনা নেই। অতীতে তারা ভীষণ অভদ্রতা করেছিলো। পারীতে থাকাকালীন যুবক মার্টিন যদি তার বাড়িতে এসে থাকে তো ভয়ানক খুশী হবে। কৃতজ্ঞতার অভিনয় করে শৃগাল প্রস্তাবটায় যেন রাজী হলো। বার ছাড়বার একটু আগে প্রসাধন কক্ষে ঢুকে চোখে আরো ঘন করে মাসকারা লাগালো, গালে পাউডার আর ঠোঁটে লিপস্টিক। বার্নারের এসব ভালো লাগলো না, কিন্তু বারের ভেতরে কিছু বললো না।

রাস্তায় বেরিয়েই প্রতিবাদ জানালো, "অমন সাজ করলে কেন, আমার ভালো লাগে না। তুমি তো ওখানকার ওই লুচ্চা প্যান্সিগুলোর মতোন নও। তুমি সুদর্শন যুবক, তোমার কি দরকার এইসব সাজে?"

"স্যরি, জুল। ভেবেছিলাম তোমার ভালো লাগবে। আচ্ছা, বাড়ি গিয়ে মুছে ফেলবো।"

বার্নার খানিকটা শান্ত হলো। গার দ্যস্তারলিজ হয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে রাজী। নতুন বন্ধু সেখান থেকে তার মালপত্র তুলে নেবে, তারপর ওরা যাবে বার্নারের ফ্ল্যাটে।

প্রথম চৌরাস্তাতেই পুলিস এসে গাড়ি থামালো। ড্রাইভারের জানলা দিয়ে যেই উঁকি দিতে যাবে অমনি শৃগাল ভেতরের আলো জ্বালিয়ে দিলো। এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়েই দু পা পিছু হঠলো পুলিসটা, ঘেন্নায তার মুখে বিচিত্র সব রেখা ফুটে উঠেছিলো।

"এগোও," আর কিচ্ছু না দেখেই হুকুম ঝাড়লো। গাড়ি এগিয়ে যেতেই চাপা গলায় বলে ওঠে, "শালা ম্যান্দা.....থু!"

স্টেশনের সামনে আবার গাড়ি রুখতে হলো। পুলিস এসে কাগজ দেখতে চাইতেই শৃগাল মুখে বেশ্যা-মার্কা হাসি ফুটিয়ে খিলখিলিয়ে ওঠে, "ব্যস্, শুধু কাগজই চাও ?"

"যা, ব্যাটা মারাগে!" সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেলো পুলিসটা।

বার্নার নেপথ্যে ওকে বললো, "ছিঃ, ওরকম করতে নেই। ধরবে আমাদের।"

লেফট লাগেজ অফিস থেকে শৃগাল সুটকেস দুটো ছাড় করলো। কেরানীটা ভীষণ বিরক্ত চোখে তাকায় তার দিকে। মালদুটোকে এনে বার্নারের গাড়ির পেছনে রেখে দিলো।

বার্নারের ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর আগে আরেকবার গাড়ি থামাতে হলো। এবারে সি.আর.এস-এর দুজন লোক, একজন সার্জেন্ট আরেকজন জওয়ান। আর চারশো মিটার গেলেই বার্নারের বাড়ি। জওয়ানটা এলো গাড়ির দরজায়। ভেতরদিকে তাকিয়ে শৃগালের মুখ চোখে পড়তেই

হঠাৎ গুটিয়ে গেলো যেন। "ইশ্ ভগবান! তোমরা দুজনে যাচ্ছো কোথায় ?" হেঁড়ে গলায় হাঁক দিলো সে।

ঠোঁট ফোলায় শৃগাল। "কোথায় বলো তো মণি ?"

ঘেন্নায় সি. আর. এস. লোকটার মুখ কুঁচকে ওঠে। "শালা, খ্যানকা পুরুষ . তোদের দেখলে আমার বমি উল্টে আসে। যা, ভাগ্।"

রাস্তা দিয়ে গাড়ির টেললাইট অদৃশ্য হতেই সার্জেন্ট বললো জওয়ানটাকে, "তবু ওদের কাগজগুলো দেখলে পারতে...."

"কী যে বলেন সার্জেন্ট!" প্রতিবাদ করে উঠলো জওয়ান, আমরা খুঁজছি একজন হিম্মতদার পুরুষ যে ব্যারনেসের পিণ্ডি চটকেছে.....একজোড়া মেনি না।"

রাত দুটোর মধ্যে ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছলো বার্নার আর শৃগাল। ড্রইংরুমের কোচে শুয়ে রাতটুকু কাটাতে চায় শৃগাল। আপত্তি থাকলেও বেশী পীড়াপীড়ি করে না বার্নার। খেলিয়ে খেলিয়ে বশ করতে হবে চট করে কিছু করা ঠিক না। তবু একেবারে চুপ করে থাকতে পাবে না। মার্কিনী ছাত্রটি যখন পোশাক ছাড়ছিলো তখন ঘরের দরজায় এসে আড়ি পাতে।.... রাতে রান্নাঘরে এসে ঢুকলো শৃগাল। ছিমছাম মেয়েলী রান্নাঘর। ফ্রিজ খুলে দেখলো যা খাবার আছে তাতে একজনের বেশ কুলিয়ে যাবে তিনদিন কিন্তু দুজনের না। সকালে উঠে বার্নাব দুধ আনতে যাচ্ছিলো কিন্তু শৃগাল বাধা দিলো, বললো কফিতে টিনের দুধেই তার বেশী ভালো লাগে। সারা সকাল তারা ঘরে বসে বসে গালগল্পে কাটিয়ে দিলো। দুপুরেব টেলিভিশনে সংবাদ শুনতে চাইলো শৃগাল। সংবাদের প্রথমেই জানা গেলো আটচল্লিশ ঘন্টা আগে খুন হয়েছেন মাদাম লা বারোন দ্যলা শালোনিয়ের। হত্যাকারীর অনুসন্ধানের কথাও বিশেষভাবে ঘোষণা করা হলো। জুল বার্নাব শিউরে উঠলো,"উঃ, আমি এসব খুনোখুনি সইতে পারি না।" . পরমুহূর্তেই গোটা পর্দা জুড়ে একটা মুখ ভেসে উঠলো ঃ সুশ্রী তরুণ একটা মুখ ঘন বাদামী চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা। ঘোষক বললো এই হচ্ছে হত্যাকারীর চেহারা, পবিচয় সে জনৈক মার্কিন ছাত্র নাম মার্টি শুলবার্গ। যদি কেউ একে দেখেন বা এর সম্বন্ধে কোনো খবর দিতে পারেন. . .

বার্নার এতক্ষণ সোফায় বসেছিলো। এবারে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই মনে হলো ঘোষক শুধু একটা জিনিস ভুল বলেছে শুলবার্গের চোখের রঙ নীল নয়। কারণ সাঁডাশীব মতো যে হাতদুটো ততক্ষণে তার গলা চেপে ধরেছে, তার মালিকের চোখে শুধু ধূসব ক্রুদ্ধ দৃষ্টি

ক মিনিট পর ওয়ার্ডরোবের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ভেতবে ঠেসেঠুসে বেখে দেওয়া হলো জুল বার্নারের লাশ. চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আছে. চুল অগোছালো. জিভ লম্বা হয়ে ঝুলছে। ড্রইংরুমের তাক থেকে একটা ম্যাগাজিন পেড়ে শৃগাল বসে পড়লো তৈরি হলো দুদিন ধরে অপেক্ষা করার জন্যে।

সেই দুদিনে পারী শহরে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চললো। এর আগে এমন অনসন্ধান আর কখনো হয়নি। মস্তবড় দামী হোটেল থেকে শুরু করে হতকুৎসিত মাঠকোঠা পর্যন্ত সমস্ত দেখা হলো, অতিথিদের তালিকাগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো। প্রতিটি আতুবালয়, মেসবাড়ি, হোস্টেল, বসতবাড়ি সব সার্চ করা হলো। বার, রেস্তোরাঁ, নাইট ক্লাব, ক্যাবারে. কাফে সব ছেয়ে গেলো সাদা পোশাকের পুলিসে। তারা ফেরারী আসামীর ছবিটা দেখালো ওয়েটারদের, বারমেন এবং বাউন্সারদের। প্রতিটি জ্ঞাত ও. এ. এস. সমর্থকের বাড়ি তোলপাড় কবা হলো। প্রায় সত্তরজন বিদেশী যুবককে ধরে আনা হলো যেহেতু তাদের চেহারার সঙ্গে হত্যাকারীর খানিকটা মিল ছিলো। পরে অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো, সামান্য মাপটাপ চেয়ে, তাও নেহাত তারা বিদেশী বলেই।...রাস্তাঘাটে, ট্যাক্সিতে, বাসে লক্ষ লক্ষ লোককে থামিয়ে

তাদের কাগজপত্র দেখা হলো। পারী শহরে ঢোকবার রাস্তায় অবরোধ বসানো হলো। রাত করে যারা বাড়ি ফেরে তারা দু পা চলতে না চলতেই পুলিসী জেরার সামনে পড়ে।

পাতালরাজ্য জুড়েও কর্সিকানদের নীরব তদন্ত চলেছে। প্রত্যেকটা বেশ্যা আড়কাঠি, পকেটমার দালাল, গুণ্ডা-বদমাইস, চোর-ছ্যাঁচড়দের আড্ডায় হানা দিয়ে তারা বলে গেছে শাসিয়েও গেছে যদি কেউ খবর চেপে যায় তো উনিওঁ তাকে দেখে নেবে।....সরকারী লোক তো প্রায় লাখখানেক লেগে গেছে এই কাজে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। সিনিয়র ডিটেক্টিভ থেকে আরম্ভ করে পুলিস বা সাধারণ সৈনিক সবাই কোমর বেঁধে লেগেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাতালরাজ্যের আরো প্রায় হাজার পঞ্চাশ। এতগুলো লোক মিলে সদাসর্বদা প্রতিটি পথ চলতি মুখকে ভালো করে নজর করে দেখছে। ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাদের ব্যবসা তাদেরও সজাগ থাকতে বলা হয়েছে। তরুণ গোয়েন্দারা এসে চুপিসাড়ে জায়গা করে নিয়েছে ছাত্রদের-ক্লাব রেস্তোরাঁয় সোশ্যাল গ্রুপ বা ইউনিয়নে। এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় বিদেশী ছাত্রদের ঠাঁই দেওয়া হয় যেসব ফরাসী পরিবারে, তাদেরও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

২৪শে আগস্টের সন্ধ্যায় কমিশার ক্লদ লেবেলের আবার ডাক পড়লো। সেই শনিবারের বিকেলটা তালিমারা প্যান্ট আব কার্ডিগান চড়িয়ে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিলেন তিনি। টেলিফোন এলো মন্ত্রীমশায়ের সঙ্গে যেন তিনি দেখা করেন তাঁর অফিসে। একটা গাড়ি এলো তাঁর বাড়িতে ঠিক ছটার সময়।....মন্ত্রীকে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার এতবড় প্রতাপশালী নেতা চুপসে অর্ধেক হয়ে গেছেন। ত আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যেন তাঁর বয়স প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। লেবেলকে ইশারায বসতে বলে নিজের চেয়ারটা ঘুরিয়ে তিনি তাঁর মুখোমুখি হলেন।

"পেলাম না তাকে," সংক্ষেপেই সারলেন তিনি "উবে গেছে যেন, পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও. এ. এস. এর লোকেরা কিছু জানে না!....পাতালরাজ্যেও কোনো চিহ্ন নেই। উনিওঁ কর্সের তো ধারণা শহরে সে নেই।"

থেমে গিয়ে গভীর শ্বাস টানলেন। হ্রস্বকায় গোয়েন্দাটি শুধু কয়েকবার চোখ পিটপিট করে উঠলেন, কিচ্ছু মন্তব্য করলেন না!

"গত দু সপ্তাহ ধরে আপনিই তো লোকটার পিছু নিয়েছিলেন, আপনার কী ধারণা ?"

"এখানেই আছে কোথাও," লেবেল বললেন, "কালকের বন্দোবস্তগুলো কী রকম ?"

মন্ত্রীমশায় এমনভাবে তাকালেন যেন তাঁর বুকে চোট লেগেছে।

"প্রেসিডেন্ট কিচ্ছু বদলাতে দেবেন না, এতটুকুও না. আজ সকালেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট। কাজেই নির্ধারিত সব কর্মসূচীই যথাযথ পালন করা হবে কাল। দশটায় আর্ক দ্য এয়ম্ফের নীচে শাশ্বত শিখায় বহ্নিদান করবেন....এগারোটায় নতরদাম গীর্জায় হাই মাস...সাড়ে বারোটায মঁভারেরেঁর শহীদ স্মারকে ব্যক্তিগত অর্ঘদান....তারপর প্রাসাদে ফিরবেন লাঞ্চ ও বিশ্রামের জন্যে। বিকেলে আছে আরো একটা অনুষ্ঠান, প্রতিরোধের সময়ের দশজন জঙ্গীকে মেদেল দ্যলা লিবারেশওঁ দেবেন কারণ এদের সাহসের কথা অনেক পরে, এই সবেমাত্র স্বীকৃত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটা হবে চারটের সময়, গার মঁপারনাসের সম্মুখে। জায়গাটা তিনি নিজেই বেছে নিয়েছেন। জানেন তো নতুন স্টেশন-দালান উঠছে পাঁচশো মিটার পেছনে। এখন যেখানে স্টেশনটা আছে সেটা অফিস অঞ্চল হয়ে যাবে, কিছু কিছু দোকানপাটও থাকবে। প্ল্যানমাফিক কাজ এগুলে ওখানটায় এই শেষ লিবারেশিওঁ দিবস অনুষ্ঠান।"

"ভিড় সামলানোর কী ব্যবস্থা হয়েছে?" লেবেল শুধালেন।

"ওঃ, সে আমরা সবাই মিলে বন্দোবস্ত ঠিক করে নিয়েছি। এবারে জনতাকে আরো পিছু হটিয়ে রাখা হবে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টা আগে থেকে লোহার ব্যারিয়ার বসানো হবে, তারপর ব্যারিয়ারের ভেতরের জায়গাটা ,ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত , এমন কি সুয়ারসুদ্ধু তন্নতন্ন করে দেখা হবে। দুপাশের প্রতিটি বাড়ি প্রতিটি ফ্ল্যাট সার্চ করা হবে। অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দু পাশের দালানের ছাতে বন্দুকধারী প্রহরী থাকবে, তারা উল্টোদিকের বাড়িগুলোর ছাত এবং জানলাগুলোয় নজর রাখবে। ব্যারিয়ারের ভেতরে কাউকে যেতে দেওয়া হবে না, শুধু ডিউটিরত কর্মচারী এবং যাঁরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা ছাড়া।....এবারে আমরা অসম্ভব সাবধানতা গ্রহণ করেছি। নতরদামের কার্নিস, ছাত এবং তার চূড়াগুলোতে, ভেতর এবং বাইরে দু দিক থেকেই, পুলিস থাকবে। মাসে যাঁরা অংশ নেবেন সেই পাদ্রীদেরও সার্চ করা হবে গুপ্ত অস্ত্রের জন্যে, কয়ারবয় এবং গীর্জার কর্মচারীদেরও। পুলিস ও সি. আর. এস.-এর লোকদের কাল ভোরে বিশেষ ধরনের ব্যাজ দেওয়া হবে, যাতে আসামী সিকিউরিটির লোক সেজে না আসতে পারে।....প্রেসিডেন্ট যে সিত্রোঁ গাড়িখানা চেপে আসবেন সেটায় আমরা গোপনে গোপনে বুলেটপ্রুফ জানলা বসাচ্ছি। খবরদার কথাটা কিন্তু কাউকে বলবেন না.....প্রেসিডেন্টও যেন না জানতে পারেন.....তাহলে ভীষণ ক্ষেপে যাবেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারেও ম্যারু তাঁর গাড়ি চালাবে, কিন্তু তাকে বলে দেওয়া হয়েছে এবারে যেন একটু বেশী তেজে গাড়ি চালায় যাতে গুলি চালাতে না পারে বন্ধুবর। দুক্রে বিশেষ করে লম্বা লম্বা অফিসার এবং কর্মীদের নিয়ে এসেছেন....জেনারেলকে ঘিরে তারা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে যে জেনারেলও বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেন না। ....তাছাড়া, তাঁর দুশো মিটারের ভেতরে যেই আসুক, সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেওয়া হবে, কোনো ব্যতিক্রম নেই। ডিপ্লোম্যাটিক কোর আর প্রেসে এই নিয়ে হয়তো হৈ হৈ হবে , কিন্তু উপায় নেই।

কাল ভোরবেলায় প্রেস আর ডিপ্লোম্যাটিক পাসগুলো হঠাৎ বদলে দেওয়া হবে যাতে শৃগাল ওরকম পাস নিয়ে ঢুকতে না পারে। কোনো প্যাকেট বা লম্বা মতোন কিছু সঙ্গে থাকলে সে ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে দেওয়া হবে।....বলুন, কিছু বলার আছে আপনার ?"

লেবেল এক মুহূর্ত দম নিয়ে ভাবেন। বসে বসে হাতদুটো শুধু মোচড়ান, যেন স্কুলের ছাত্র. হেডমাস্টারকে কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। সত্যি কথা বলতে গেলে, পঞ্চম রিপাবলিকের এমন ব্যাপক কর্মধারা তিনি বুঝতেই পারেন না। সামান্য বীটের কনস্টেবল থেকে সাধারণ মানুষের চেয়ে চোখ কান একটু বেশী খোলা রেখে তবে আজ এই পদে উঠেছেন... অপরাধী ধরে ধরেই তো জীবন কেটেছে।

অবশেষে মুখ খুললেন তিনি, "আমার মনে হয় না বেশী ঝুঁকিটুঁকি নেবে.....আত্মঘাতী হবার কোনো বাসনা নেই তার। নেহাতই পেশাদার, ভাড়াটে খুনে। কাজেই জীবন নিয়ে ফিরে গিয়ে সচ্ছল জীবন কাটাতে চাইবে বৈকি। প্ল্যানটাও আগেভাগে করে রেখেছে, সেই জুলাই মাসে যখন এসেছিলো। কোনো বিপদ ঘটবে বলে যদি তার সন্দেহ হতো তো এতদিনে নিশ্চয়ই ফেলে পালাতো।....অতএব, কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে তার গোপন কথা। মনে মনে সে নিশ্চিত যে বছরের এই একটা দিনে, মুক্তিদিবসে, জেনারেল কখনো বাড়িতে বসে থাকতে পারেন না তা তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাশঙ্কা যত বড় হোক...তাঁর অভিমান যে তার চেয়েও বড়। মনে মনে সে নিশ্চয়ই একথাও জানে যে তার উপস্থিতি টের পাওয়ার পর সুরক্ষা বন্দোবস্ত, আপনি যেমন বললেন, ততটাই কঠোর হবে। তবু তো, মন্ত্রীমহোদয়, সে ফিরে যায়নি।"

লেবেল উঠে দাঁড়িয়ে সারা ঘর পায়চারী করতে থাকেন। যদিও মন্ত্রীর সামনে ওটা করাটা ঠিক ভব্যতা নয়।...."ফিরে গেলো না। ফিরবেও না.....কেন ? কেননা সে জানে যে সে কাজটা

করতে পারবে এবং করে নিরাপদে ফিরেও যেতে পারবে। এতটাই নিশ্চিত সে, সুতরাং তার পরিকল্পনা হয়তো এমন অভিনব যে কেউ কোনো দিন সেটা ভাবতেই পারে না। হয়তো দূরচালিত কোনো বোমা কি কোনো রাইফেল। কিন্তু বোমা তো ধরা পড়ে যেতে পারে, সম্ভাবনা বেশী,....তাহলে তার পরিকল্পনাও ফেঁসে যাবে। অতএব, বন্দুকই বটে। এবং সেইজন্যেই মোটর করে তাকে ফ্রান্সে ঢুকতে হয়েছিলো। গাড়িতেই ছিলো সেই বন্দুক হয় চ্যাসিসের সঙ্গে ওয়েল্ড কবা নইলে প্যানেলিঙের ভেতরে।"

"কিন্তু দ্যগলেব কাছে বন্দুক নিয়ে যাবে কি করে?" মন্ত্রীমশায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, "তাঁর কাছে তো কেউই যেতে পারবে না, মুষ্টিমেয় কজন ছাড়া, তাদেরও তো সার্চ করা হবে। ব্যারিয়ার পেরিয়ে সে বন্দুক নিয়ে ভেতরে ঢুকবে কী করে?"

লেবেল থমকে দাঁড়ালেন, মন্ত্রীমশাযের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি জানি না। কিন্তু ও তো ভাবছে যে পারবে। আজ পর্যন্ত তো সে অসফল হয়নি; অবশ্য কিছু কিছু যেমন সৌভাগ্যও ছিলো তার মন্দভাগ্যও তো তেমনি এসেছে। জগতের দুটো সর্বোত্তম পুলিস ফৌজের এত চেষ্টা সত্ত্বেও পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পরেও, লোকটা এযাবৎ আমাদের টেক্কা দিয়েই গেছে। বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে কোথাও, হয়তো অন্য কোনো ছদ্মবেশে, অন্য কোনো পরিচয়ে।...একটা জিনিস অতি পরিষ্কার মন্ত্রীমশায়। যেখানেই থাকুক, কাল সে বেরুবেই। আর ঠিক তখুনই তাকে ধরতে হবে, ছদ্মবেশ যাই হোক। সেজন্যে প্রয়োজন শুধু একটি জিনসের—গোয়েন্দাদের সেই সনাতন বুলি, চোখ খোলা রাখতে হবে।......সুরক্ষা ব্যবস্থার যে বন্দোবস্ত করেছেন তাতে আমার আর কিছু বলার নেই। ক্রুটিহীন মনে হচ্ছে, আসলে বিবাট ব্যবস্থা। প্রতিটি অনুষ্ঠান আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই, যদি তাকে ধরতে পারি। তাছাড়া আর কিছু করবার নেই।"

মন্ত্রীমশায় হতাশ হলেন। ভেবেছিলেন হয়তো কোনো অনুপ্রেরণাব কথা শুনবেন, হয়তো কোনো আশ্চর্য সূত্র উদ্ভাসিত হবে চোখেব সামনে....ফ্রান্সের সর্বোৎকৃষ্ট গোয়েন্দা বলে যাঁকে অভিহিত করেছেন বুভে, তিনি হয়তো ইন্দ্রজাল দেখাবেন। কিন্তু সে জায়গায় লোকটা বললো কিনা চোখ খোলা রাখবে।. মন্ত্রীমশায় উঠে দাঁড়ালেন।

"ঠিক আছে," নিস্পৃহ ঠাণ্ডা গলায় বললেন,"তবে তাই করুন, মসিয়োঁ লা কমিশার।"

সেদিন সন্ধ্যার পর জুল বার্নারের শয়নকক্ষে শৃগাল তার শেষ প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে বসলো। বিছানার ওপর ছড়িয়ে বাখলো একজোড়া দোমড়ানো কালো জুতো, ধূসর উলের মোজা ট্রাউজার, গলাখোলা সার্ট লম্বা মিলিটারি গ্রেটকোট, তার ওপরে সাঁটা শুধু একসার লড়াইয়ের রিবন, আর একটা কালো বেরে টুপি—সবগুলো হচ্ছে প্রাক্তন ফরাসী সৈনিক আঁদ্রে মারতাঁর সাজ। পোশাকগুলোর ওপরে রেখে দিলো ব্রাসেলসে জাল করা সেই পরিচয়পত্রটা, যেটাতে সৈনিকটির পরিচয় লেখা আছে।

ওগুলোর পাশে রাখলো লণ্ডনে তৈরী সেই পাতলা অঙ্গবর্মটি আর পর পর পাঁচটা লোহার নল যেগুলো দেখতে অ্যালুমিনিয়মের মতো আর যার মধ্যে রয়েছে রাইফেলের স্টীক, ব্রীচ, ব্যারেল সাইলেন্সাব ও টেলিস্কোপিক সাইট। তাদের পাশে পড়ে রইলো কালো রবারের গোল পাযা যার মধ্যে নিহিত আছে পাঁচটা এক্সপ্লোসিভ বুলেট।...... দুটো বুলেট বের করে নিয়ে রান্নাঘরের সিঙ্কেব নীচে যন্ত্রপাতিব বাক্স থেকে প্লায়ার বের করে তাদের ডগা দিলো ভেঙে। ভেতর থেকে বের করে নিলো কার্ডাইটের সরু নলচে দুটো। সে দুটো রেখে বুলেটের খোলদুটো বড় ছাইদানিতে ফেলে দিলো। আর রইলো তিনটে বুলেট, সেই-ই যথেষ্ট।

দুদিন ধরে দাড়ি কামায়নি, তাই গালভর্তি খোঁচা খোঁচা সোনালী দাড়ি। পারীতে এসেই একটা ক্ষুর কিনেছিলো, সেটা দিয়ে অযত্নে এই দাড়ি কামাবে। স্নানঘরের তাকের ওপর তার

আফটার সেভের ফ্লাস্ক, আসলে তার মধ্যে আছে চুলে লাগানোর ধূসর রঙ। মার্টি শুলবার্গের চুলের বাদামী রঙ ইতিমধ্যেই তুলে ফেলেছে। আয়নার সামনে বসে বসে নিজের সোনালী চুলগুলোকে ঝুঁটি ধরে ধরে কেটে ফেলতে থাকলো, যতক্ষণ না একমাথা এবড়োখেবড়ো ছোট ছোট চুল হয়ে গেলো।

সকালের প্রস্তুতিপর্বের দিকে একঝলক তাকিয়ে দেখে, গলদ টলদ রইলো না তো কিছু। সব দেখেশুনে শান্ত হয়ে একটা অমলেট বানিয়ে নিয়ে টেলিভিশনের সামনে এসে বসলো, ঘুমোনোর সময় না হওয়া পর্যন্ত বসে বসেই শুধু একটা বিচিত্রানুষ্ঠান দেখলো।

রবিবার, ২৫শে আগস্ট —ঝলসানো গরম সেদিন। গ্রীষ্মতাপের তরঙ্গ যেন সেদিন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে, যেমন হয়েছিলো এক বছর তিন দিন আগে যখন পেতি ক্লামারের চৌমাথায় লেফটন্যান্ট কর্নেল জাঁমারি বাস্তেঁ-তিরি আর তাঁর সঙ্গীরা শার্ল দ্যগলকে গুলি করে মারতে গিয়েছিলেন। সেই ষড়যন্ত্রকারীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁদের সেদিনের সেই প্রচেষ্টার ফলে এমন সব ঘটনা ঘটবে যার শেষ অঙ্ক আজ এই আতপ্ত গ্রীষ্মের রবিবারে অভিনীত হতে যাচ্ছে।.... উনিশ বছর আগে এইদিনে জার্মানদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলো পারী শহর, তারই স্মরণ উৎসব আজ। ছুটির দিন-তায় উৎসবসাজ। নাগরিকদের মনে আনন্দ থাকলেও পঁচাত্তর হাজার লোক নীল সার্জের ব্লাউজ আর দু পীস সুট পরে দরদর করে ঘামতে ঘামতে জনতার ভিড় সামলাতে নাজেহাল হয়ে পড়ছিলো। প্রচারের মাধ্যমে দিনটি অতিরঞ্জিত। গাদায় গাদায় তাই লোক এসেছে। অবশ্য রাষ্ট্রপতিকে চোখের দেখাও দেখতে পারছে কজন! প্রহরী ও পুলিস ফৌজের জমাট দেওয়ালের ওপাশে থেকে তিনি অনুষ্ঠান সারছেন।.....প্রেসিডেন্টের খুব কাছে থাকবার জন্যে যাঁদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিলো সেদিন, সেই অফিসারেরা গর্বে প্রায় ফেটে পড়ছেন....আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তাঁদের ...কিন্তু ভালো করে নজর দিয়ে যদি তাঁরা তাঁদের সৌভাগ্যের কারণ খুঁজতেন তবে দেখতেন তাঁদের সৌভাগ্যের মূল কারণ হলো তাঁদের দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ......প্রায় প্রেসিডেন্টের মতোই লম্বা তাঁরা। অতএব, নিজেদের অজান্তেও তাঁরা তাঁর চারপাশে শুধু মনুষ্যপ্রাকার বানিয়ে থাকছেন যাতে অতর্কিত গুলি এসে লক্ষ্যবিদ্ধ না করতে পারে। প্রেসিডেন্ট চোখে কম দেখেন, কিন্তু জনসমক্ষে চশমা পরেন না। কাজেই বুঝতেও পারলেন না কেন তাঁর দু পাশ ঘিরে রয়েছেন বিশাল বিশাল মনুষ্যমূর্তি.. বজার তেসের, পল কমিতি, রামঁ সাসিয়া বা আঁরি দিজু দা।....সাংবাদিকদের কাছে এঁরা প্রত্যেকেই 'গরিলা' নামে পরিচিত। শুধু বিশাল দেহের জন্যেই যে এই নাম তা নয় ঝুঁকে ঝুঁকে হেলেদুলে হাঁটার জন্যেও। এঁরা প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ কমব্যাট যুদ্ধে অদ্বিতীয়, বুক-কাঁধের পেশীও অত্যন্ত সুগঠিত। তাছাড়া বগলের নীচে অটোমেটিক নিয়ে ঘোরেন, তাই হাঁটার চলনও থপথপে। নিমেষের মধ্যে অটোমেটিক বের করে আনতে পারেন বিপদের সামান্যতম আভাসেই।

কিন্তু কোনোই বিপদ ঘটলো না। আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফের অনুষ্ঠান নিখুঁতভাবে হয়ে গেলো : প্লাস দ্য লেতোয়ালের চারপাশে নিবিড় অট্টালিকাগুলোর ছাতে, চিমনির পাশে, গুঁড়ি মেরে বসে রইলো শয়ে শয়ে মানুষ, চোখে বাইনোকুলার আর হাতে রাইফেল। সতর্ক দৃষ্টি তাদের। প্রেসিডেন্টের মোটর সরণী যখন শেষমেষ, সাঁএলিজে দিয়ে নতরদামের দিকে চলে গেলো, তখন হাঁপ ছেড়ে লোকগুলো নেমে পড়লো।

গীর্জাতেও সেই একই ব্যাপার, কিছুই হলো না। পারীর কার্ডিন্যাল আর্চবিশপ পৌরোহিত্য করলেন, দু পাশে আরো ক্লার্জি এবং পাদ্রী। তাঁরা যখন পোশাক পরে ছিলেন তখন দৃষ্টি রাখা

হয়েছিলো তাঁদের ওপর। অরগ্যান রাখবার লফটের ওপর দুজন লোক রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে ছিলো। নীচের সম্মেলনের ওপর ছিলো তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আর্চবিশপ নিজেও জানতেন না যে তারা ওখানে রয়েছে। প্রার্থনাকারীদের মধ্যেও ছিলো বহু সাদা পোশাকের পুলিস। তারা হাঁটুও ভাঙলো না চোখও বুজলো না। কিন্তু মনে মনে পুলিসদের সেই বহু পুরনো প্রার্থনা আওড়ে গেলো ঃ 'হে ঈশ্বর, আমি ডিউটিতে থাকবার সময় যেন না হয়!'....গীর্জার দরজার বাইরে প্রায় দুশো মিটারের ফারাকেও, যারাই কোটের ভেতরে হাত ঢুকিয়েছিলো তাদেরই সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে পুলিস নিয়ে চলে গেলো। তাদের মধ্যে একজন তো বগল চুলকোবার জন্যে হাত ঢুকিয়েছিলো, আরেকজন সিগারেট কেস বার করতে।

তবুও কিছু ঘটলো না। কোনো ছাত থেকে কোনো রাইফেল ছুটলো না কোনো বোমা ফাটার কোনো অস্ফুট আওয়াজও না। পুলিসেরা আবার পরস্পরকে যাচাই করে করে দেখলো সঠিক ব্যাজ পরেছে কিনা....সকালে দেওয়া ব্যাজ....যাতে শৃগাল পুলিস সেজে আসতে না পারে। সি. আর. এস.-এর এক জওয়ান ব্যাজ হারিয়ে ফেলেছিলো, তার সাবমেশিনগান কারবাইন খুলে নিয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে চালান করে দেওয়া হলো। সন্ধ্যা নাগাদ তবে সে ছাড়া পেলো তাও অন্তত কুড়িজন সহকর্মী যখন একে একে এসে তাকে সনাক্ত করলো, পুলিসকে বললো সত্যিই এ. সি. আর. এস.-এর লোক, কোনো ঠক প্রবঞ্চক নয়।

মঁভালেরেঁতে আবহাওয়া ছিলো ভীষণ চঞ্চল। প্রেসিডেন্ট তা লক্ষ্য করলেও কিছু বললেন না। চারপাশে শ্রমিক এলাকা। পুলিস ভেবেছিলো শহীদস্মারকের ভেতরে গিয়ে ঢুকলে প্রেসিডেন্ট নিরাপদ, কিন্তু আসা-যাওয়ার সময়....যা সরু সরু বাঁকা বাঁকা রাস্তা....বাঁক ঘুরতে গিয়েই হয়তো শৃগাল গুলি করবে।

কিন্তু আসলে শৃগাল তখন ছিলো অন্য জায়গায়।

পিয়ের ভালরেমির অসহ্য লাগছিলো। ভীষণ গরম, ব্লাউজটা পিঠের সঙ্গে প্রায় সেঁটে যাচ্ছে। সাবমেসিনগান কারবাইনেব ফিতেটা ঘামে ভেজা জামার ভেতর দিয়েও কাঁধের চামড়া কেটে বসছে। পিপাসা পেয়েছে খুব। লাঞ্চেরও সময় হলো, কিন্তু জানে আজ আর খাওয়া জুটবে না। সি. আর. এস.-এ যে কেন মরতে যোগ দিয়েছিলো রুয়েঁর কারখানা থেকে ছাঁটাই হবার পর লেবার এক্সচেঞ্জের কেরানীটা তাকে দেওয়ালে লটকানো একটা ছবি দেখিয়েছিলো। ইউনিফর্ম পরা একজন সি. আর. এস. যুবক দুনিয়াকে যেন শোনাচ্ছিলো যে তার চাকরিতে ভবিষ্যৎ আছে, আছে আকর্ষণীয় জীবনের আহ্বান। ছবির ইউনিফর্মটা বড় সুন্দর, যেন বালেনসিয়াগা নিজে ছেঁটেছে। ভালরেমি নাম লিখিয়েছিলো তখন।......কিন্তু কেউ তো আর ব্যারাক জীবনের কথা ওকে আগে বলেনি, এ যেন কয়েদখানা। ড্রিল, রাতের কসরত, গা চুলকানো সার্জের ব্লাউজ, অসহ্য শীত আর গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কখন সেই মহাচাঞ্চল্যকর গ্রেফতারটি ঘটবে যেটা কিন্তু কখনোই ঘটে না। লোকজনের কাগজপত্তর সব সময়েই সঠিক, তাদের চলাফেরা খুবই গতানুগতিক, নেহাতই তুচ্ছ সব কারণ....তেষ্টা পাবার কথাই বটে।

রুয়েঁর বাইরে এই প্রথম পা দিলো। কত আশা ছিলো পারী শহর দেখবে, আলোকের নগরী, কিন্তু তা আর কপালে নেই....দলের ভার যে সার্জেন্ট বার্বিশার হাতে। সব সময় শুধু এক কথা, 'ভালরেমি, ওই ভিড়ের ব্যারিয়ারটা দেখো....নড়ে না যেন ওটা....ভালো করে দেখবে....বিনা পাসে কাউকে ভেতর দিয়ে যেতে দেবে না। বুঝলে তো ? তোমার কাজটা খুবই দায়িত্বের।'

দায়িত্বের!....আহা রে!. পারীর মুক্তিদিবস নিয়ে এরা এবার পাগল হয়ে গেছে। মফস্বল থেকেও হাজার হাজার ফৌজ আনিয়ে নিয়েছে, তাছাড়া পারীর ফৌজ তো রয়েইছে, গতরাতে তার ক্যাম্পে অন্তত দশটা বিভিন্ন শহর থেকে লোক এসেছে! পারীর লোকেরা তো বলছিলো কেউ নাকি আশঙ্কা করছে যে কিছু একটা ঘটবে। যত্তো সব! সব সময়েই গুজব আর গুজব। কিচ্ছু হয় না কক্ষণো।

মুখ ঘুরিয়ে দেখলো। র‍্যু দ্য রেন দেখা যাচ্ছে. শেকল দিয়ে দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যারিয়ার ...প্রায় আড়াইশো মিটার দূরে প্লাস দ্যু ১৮ই জুন। এই অংশটার ভার ওর ওপর। স্কোয়্যারটা ছাড়িয়ে আরো একশো মিটার গেলে তবে স্টেশনের চৌহদ্দি। তার সামনের প্রাঙ্গণে হবে অনুষ্ঠানটা। দেখা যাচ্ছে কতকগুলো লোক সেখানে স্থানটান চিহ্নিত করে রাখছে....হয়তো বড়ো জঙ্গীগুলোর জায়গা বা কর্মীদের স্থান বা ব্যাণ্ডপার্টির আসন। এখনো তিন ঘন্টা।.....জিসাস, এর কি শেষ নেই!

শেকলের ওদিকে লোক জমতে শুরু করেছে, কী অসীম ধৈর্য ওদের! এই গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুধু একশো মিটার দূরে কতকগুলো মাথার মিছিল দেখার জন্যেই। মনে মনে ভেবে নেবে ওরই মধ্যে কোথাও আছেন দ্যগল, তার বেশী কিছু নয়। অথচ, তারই জন্যে বুড়ো শার্লিব নাম শুনলেই পিলপিল করে লোক আসে।

দেখতে দেখতে দু-একশো লোক জমে গেলো ব্যারিয়ারের এদিক-ওদিকে। ঠিক তখনই ভালবেমিব চোখে পড়লো বুড়ো লোকটাকে। কোনোমতে খোঁড়াতে খোড়াতে সে রাস্তা দিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় বাকি আধ মাইল রাস্তা আর কিছুতেই পেরুতে পারবে না। কালো বেরে টুপিটা ঘামে জবজবে। হাঁটু ছাড়িয়ে ঝলঝল করছে একটা লম্বা গ্রেটকোট। বুকের ওপর একসাব মেডেল, তাদেব মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে টুঙটাঙ শব্দ উঠছে। জনতাব তরফ থেকে অনেকে তাকে নীবব সমবেদনা জানাচ্ছে, তাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে দয়া আব দাক্ষিণ্য।.. ...এই বুড়োগুলো সব সময় মেডেল ঝুলিয়ে রাখে, .. . ভালরেমি ভাবে, জগতে যেন তাদের আর অন্য কিছুই নেই। হতে পারে অবশ্য, কারো কাবো সত্যিই হয়তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশেষত যদি তুমি একটা আস্ত পা খুইয়ে বসে থাকো। বুড়োটাকে বাস্তা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে ভালবেমিব মনে হয়, হয়তো এই লোকটাই তাব তরুণ বয়সে কত দৌড়ঝাঁপ করেছে, দু পায়ে ছুটেছে মনের আনন্দে। কিন্তু এখন যেন একটা থেঁতলানো বুড়ো সীগাল, যেমনটি কার্মাদাতে একবার সমুদ্রতীরে দেখেছিলো সে।..... সত্যি, কী কষ্ট, না! বাকি জীবনটা অ্যালুমিনিয়ম ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এক পায়ে চলা....হায় ভগবান!. ...বুড়ো তার কাছে লেংড়ে লেংড়ে চলে এলো।

ভীরুগলায় শুধালো,"আমি ওদিকে যাবো?"

"দাঁড়াও দাদু, তোমার কাগজগুলো দেখি একবার।"

প্রাক্তন বৃদ্ধ যোদ্ধাটি কামিজের ভেতরে হাতড়াতে থাকে। নোংরাও বটে জামাটা, ধুয়ে নিলে পারতো। দুটো কার্ড বের করে সামনে ধরে। ভালরেমি সে দুটো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।... আঁদ্রে মারতাঁ, ফবাসী নাগরিক, বয়স তিপান্ন জন্ম কলমার, আসসেশ; নিবাস পারী। অন্য কার্ডটাও সেই একই লোকের, ওপরে আড়াআড়ি ভাবে কটি কথা লেখা আছে ঃ 'যুদ্ধে আহত'।

আহতই শুধু নও, পঙ্গু হয়ে গেছো তুমি ইয়ার....ভালরেমি ভাবে।

কার্ডদুটোর ফটোগুলোও মিলিয়ে নেয়। একই লোকের ছবি, তবে বিভিন্ন সময়ে নেওয়া। চোখ তুলে তাকিয়ে বললে,"টুপি খোলো।"

বুড়ো টুপিটা খুলে নিয়ে হাতে দুমড়ে ধরে রাখলো। ফটোর মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো ভালরেমি। একই মুখ। তবে জীবন্ত মুখটা যেন আরো অসুস্থ। দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটেকুটে ফেলেছে, কাটার জায়গাগুলোতে টয়লেট পেপারের টুকরো লাগিয়ে রেখেছে, তবু রক্তের দাগ এখনো দেখা যাচ্ছে। মুখটা ছাইয়ের মতো ধূসর, ঘামে আঠালো হয়ে আছে। কপালের ওপর খাড়া খাড়া পাকা চুল, নানাদিকে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ভালরেমি কার্ডগুলো ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো, "ওদিকে যেতে চাইছো কেন?"

"আমি ওখানে থাকি," বুড়ো বললো, "রিটায়ার হয়ে গেছি পেনশান পাই এখন। ওখানে একটা চিলেকুঠুরি নিয়ে আছি।"

হ্যাঁচকা টানে কার্ডগুলো আবাব ছিনিয়ে নিলো ভালরেমি. দেখলো পরিচয়পত্রটাতে ঠিকানা লেখা আছে ঃ ১৫৪, রু্য দ্য রেন, পারী-৬ । সি. আর. এস.-এর লোকটা তার মাথার ওপরে দালানটার দিকে চেয়ে দেখলো, দরজায় নম্বর সাঁটা ১৩২ ঠিকই আছে তাহলে.....১৫৪ নম্বর নিশ্চয়ই আরো একটু এগিয়ে গিয়ে হবে। বুড়ো লোককে নিজের বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না, সেরকম তো কোনো হুকুম নেই।

"ঠিক আছে, এগিয়ে যাও। কিন্তু কোনো বদমাইসি না, বুঝলে? ঘন্টা দুয়ের মধ্যে বড় শার্লি আসছে।"

বুড়ো হেসে হেসে কার্ডগুলো পকেটে রাখতে গিয়ে প্রায় পড়ে গিয়েছিলো, ভালরেমি তাকে ধবে সামলে নিতে সাহায্য কবলো।

"জানি, জানি। আমাব এক সঙ্গী আজ মেডেল পাচ্ছে। আমারটা পেয়েছিও দু বছর আগে..." বুকের ওপবে ঝোলানো মেদেল দ্যলা লিবারেশিওঁটায় টুকটুক করে আঙুল বাজালো....."কিন্তু সৈন্যমন্ত্রীব হাত থেকে।"

ভালরেমি তার মেডেলটাকে চেয়ে চেয়ে দেখে।.. ওঃ,.....এটাই তাহলে লিবারেশন মেডেল! ....হেঃ, এইটুকুব জন্যে গুলি খেয়ে একটা পা খোয়ানো!...তক্ষুণি আবার নিজের দায়িত্বের কথা মনে পডলো, পদের গাম্ভীর্যও গম্ভীর চালে মাথা নাডিয়ে দিলো বাব দুই। বুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তা ধরে এগুলো। ভালরেমি ততক্ষণে আরেকজনকে ধরেছে, লোকটা ব্যারিয়ার গলে ওদিকে যাবার চেষ্টা করছিলো।.."ব্যস ব্যস, ঠিক আছে দোস্ত, আর নয, ওখানেই থাকো, শেকলেব ওপাশে।"

ওদিকে তাকাতেই চোখে পডলো বুড়ো সৈনিকটা রাস্তার ওই দূরে, প্রায় স্কোয়্যারের কাছে, একটা দরজায় গিয়ে ঢুকে পড়েছে. আর দেখা গেলো না তাকে।

গায়ে ছায়া পড়তেই মাদাম বার্থা চমকে চোখ তুলে তাকালো। আজ বড় খাটনি গেছে, পুলিসেরা সারা ঘর দাপাদাপি করেছে। যদি ভাড়াটেরা থাকতো তো যে কী বলতো তারা! ভাগ্যি নেই, তিনজন ছাড়া আগস্টের ছুটিতে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।...পুলিসরা চলে যেতেই দরজার পাশে এসে বসলো উলকাঠি নিয়ে। শতখানেক গজ দূরেই স্টেশনের সামনের চত্বরে অনুষ্ঠান হবে, কিন্তু তাতে তার কোনোই উৎসাহ নেই।

"মাপ করবেন মাদাম....যদি ....এক গেলাস জল দেবেন। রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে....."

বার্থা তাকিয়ে দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো লোক। গায়ে মিলিটারি গ্রেটকোট, যেমন তার স্বামী পরতো এককালে। সে তো কবেই মরে গেছে। ...এর গ্রেটকোটে আবার অনেকগুলো মেডেল দুলছে. ক্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রেটকোটের নীচে দেখা

যাচ্ছে শুধু একটাই পা। মুখটা ঘামে ভেজা, বড়ই ক্লিষ্ট।....মাদাম বার্থা তার উলটুল অ্যাপ্রনের পকেটে ভরে উঠে দাঁড়ায়!....."ইশ, এই গরমে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন....অনুষ্ঠান হতে তো এখনো দু ঘন্টা আসুন, আসুন...."

কাঁচের দবজা ঠেলে হলের পেছনদিকে তার বাসস্থানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়, এক গেলাস জল আনবার জন্যে। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বুড়ো চলে পেছন পেছন।... রান্নাঘরের জল ঝরার শব্দে বার্থার কানেও এলো না যে বাইরের লবির দরজা কে বন্ধ করে দিলো। পেছন থেকে বাঁ হাত দিয়ে তার চোয়ালের হাড় কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো টেরও পেলো না। কারণ সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে তার মাথার ডানপাশে ম্যাসটয়েড অস্থিগ্রন্থির ওপর ভীষণ জোরে একটা ঘুষি এসে লাগলো....জলের ট্যাপ, প্রায় ভরে আসা গেলাস সবকিছু চকিতে চোখের সামনে থেকে দু-এক পাক ঘুরে মুছে গেলো, নিভে গেলো দৃশ্যমান জগৎ....নিঃশব্দে তার দেহ মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো।

শৃগাল তার কোটের সামনেটা খুলে কোমরের কাছে হাত ঢুকিয়ে অঙ্গবর্মেব বকলস খুলে দিলো। ডান পাটা মুড়ে নিতম্বের সঙ্গে আঁটো করে বাঁধা ছিলো এই বর্মের ভেতর। পাটা সোজা করে নিতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো। কমিনিট অপেক্ষা করলো যাতে পায়ের পাতা আর ডিমে রক্তসঞ্চালন হয়ষ তার আগে পাটার ওপর ভর দেবার চেষ্টা আর করলো না।

পাঁচ মিনিট পর মাদাম বার্থাব হাত-পা কষে বেঁধে ফেললো কাপড় মেলার দড়ি দিয়ে। মুখের ওপর চৌকানো করে মস্তবড় আ' লো প্লাস্টারের পট্টি সেঁটে দিলো। রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট কুঠরিটায় তার দেহটাকে রেখে দিয়ে দোর বন্ধ করে দিলো।...বৈঠকখানায় খুঁজে খুঁজে টেবিলেব দেরাজে পেয়ে গেলো ফ্ল্যাটেব চাবির গোছা। কোটে আবার বোতাম লাগিয়ে ক্রাচ নিয়ে নিলো হাতে। দরজা দিয়ে মুখ বের করে দেখলো, হলঘরে কেউ নেই। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এসে কাঁচের দরজাটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে দিলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো ওপরে।

সাততলায় উঠে মাদমোয়াজেল বারাঞ্জারের ফ্ল্যাটটা বেছে নিয়ে দবজায় আওয়াজ করলো। কোনো শব্দ নেই। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে আবার করাঘাত করলো। কোনো শব্দ নেই। পাশের ফ্ল্যাট থেকেও না। চাবির গাছা বের করে বারাঞ্জারের নাম খোঁজে। পেয়ে যায়। ফ্ল্যাটটায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় চাবি দিয়ে দেয়।...জানলার কাছে গিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে রাস্তার ওপাশে বিপরীত দিকের দালানের ছাতে, নীল উর্দি-পরা মানুষেবা তাদের স্থান নিচ্ছে। ঠিক সময়ে এসে পড়েছে সে। এক হাত দূর থেকে জানলার খিল খুলে নিঃশব্দে পাল্লাদুটোকে ভেতর দিকে টেনে হাট করে খুলে দেয়। তারপর বেশ কয়েক পা পিছু হটে যায়। জানলা দিয়ে আলোর একটা চৌকো ঘের এসে কার্পেটে পড়ে। তার তুলনায় ঘরের অন্যান্য অংশ বেশ অন্ধকার যদি ওই আলোর পরিধিটার মধ্যে না যায় তবে বাইরে থেকে প্রহরীরা কিচ্ছু দেখতে পাবে না।

জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, গুটিয়ে রাখা পর্দার ছায়ায়। হিসাব করে দেখলো পাশ দিয়ে বা নীচু হয়ে স্টেশনের সম্মুখভাগের ১২রটা বেশ দেখতে পাবে, দূরত্ব প্রায় একশো তিরিশ মিটার.....জানলা থেকে আট ফুট পেছনে পাশ ঘেঁষে এনে রাখলো ড্রইংরুমের টেবিলটা। টেবিলক্লথ আর প্লাস্টিক ফুলের ফুলদানিটা সরিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলো চেয়ারের দুটো কুশন। এইটাই হবে তার বন্দুকের স্ট্যাণ্ড।...... গ্রেটকোট খুলে ফেলে সার্টের হাত গুটিয়ে নিলো। ক্রাচটাকে অংশে অংশে ভাগ করে ফেললো। রবারের কালো পায়াটা খুলে ফেলতেই অবশিষ্ট গুলি তিনটের ঝকঝকে ঢাকনি চোখে পড়লো। বাকি দুটো থেকে কর্ডাইটটুকু বের করে খেয়েছিলো, ফলে ঘাম আর বমি বমি ভাব ছিলো এতক্ষণ, কিন্তু এখন প্রায় সেরে উঠেছে

ক্রাচের পরের অংশটার স্ক্রু খুলতেই সাইলেনসারটা গড়িয়ে পড়লো। পরের অংশ থেকে বেরুলো টেলিস্কোপিক সাইট। ক্রাচের সবচেয়ে মোটা অংশ, যেখানে ওপরকার দুটো ভরণী নীচের মুল শাখায় গিয়ে মেশে,সেখান থেকে খুলে নিলো রাইফেলের ব্রীচ আর ব্যারেল। সংযোগের ওপরে 'ওয়াই' আকারের ফ্রেম থেকে দুটো ইস্পাতের নল পাওয়া গেলো। এ দুটোকে লাগিয়ে নিলে রাইফেলের স্টক হয়ে যাবে। বগলের নীচের চামড়া-ঢাকা অংশটায় চামড়ার নীচে লুকনো ছিলো ট্রিগার। তা বাদে এই অংশটা এখন সোল্ডারগার্ডের কাজও দেবে।

খুব সযত্নে, প্রায় সস্নেহেই, রাইফেলের পুর্জাগুলো একে একে লাগিয়ে নিলো—ব্রীজ এবং ব্যারেল, স্টকের ওপর এবং নীচভাগ, সোল্ডারগার্ড, সাইলেনসার এবং ট্রিগার। সবশেষে টেলিস্কোপিক সাইট এঁটে দিলো।....টেবিলের পেছনে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো. বন্দুকের ব্যারেলটাকে কুশনের ওপর রেখে টেলিস্কোপে চোখ দিলো। জানলার বাইরে পঞ্চাশ ফুট নীচে রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণ চোখের সামনে ভেসে এলো।

আসন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে যারা অতিথিদের জায়গা ঠিক করে রাখছিলো, তাদের একজন এলো দৃষ্টির ভেতরে। বন্দুক দিয়ে সেই লোকটার নিশানা করলো। ক্রমে মাথাটা বড় হতে হতে প্রায় তরমুজের মতোই বড় হয়ে গেলো, আর্দেনের জঙ্গলে যেটা একদিন ঝুলছিলো। ....পরীক্ষা সফল, সন্তুষ্ট হলো শৃগাল। কার্তুজ তিনটেকে পর পর টেবিলে সাজিয়ে রাখলো, যেন সার-বাঁধা সৈনিক। রাইফেলেব বোল্ট পিছু হটিয়ে প্রথমে গুলিটাকে ব্রীচে ভরলো। একটাই যথেষ্ট, তবু তো তার কাছে আছে আরো দুটো। বোল্টটাকে ঠেলে বন্ধ কবে একটু মুচড়ে লক করে দিলো। তারপর রাইফেলটাকে কুশনেব ওপব সযত্নে শুইয়ে রেখে সিগারেট ও দেশলাইয়ের. জন্যে পকেট হাতড়ায়।

সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে চেয়ারে ঠেসান দেয়। এখনো পৌনে দু ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

একুশ

কমিশ্যার ক্লদ লেবেলের মনে হচ্ছিলো যেন তিনি জীবনে জলস্পর্শ করেননি, জিভ এমন শুকিয়ে গেছে। শুধু গরমের জন্যেই যে এমন হয়েছে তা নয়. জীবনে এই প্রথম তিনি সত্যিই ভয় পেয়েছেন. মনে মনে প্রায় নিশ্চিত যে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবেই আজ বিকেলে, অথচ কোনো সূত্রই পাচ্ছেন না,—কখন, কোথায়, কেমন করে। সকাল আর্ক দ্য ত্রয়ম্ফে গিয়েছিলেন, তারপর নতরদামে, তারপর মঁভালেরেঁতে; কিন্তু কিছুই পাননি, ঘটেওনি কিছু। লাঞ্চে বসেছিলেন কজনের সঙ্গে যাঁরা মন্ত্রণালয়ের সেই পুরনো অধিবেশনের সদস্য। দেখলেন তাঁদের ভয়ডর কেটে গেছে, সবাই বেশ খুশী খুশী। শুধু আর একটা মাত্রই অনুষ্ঠান তো, তাও প্লাস দ্যু ১৮ই জুন এলাকা একেবারে ভয়ানকভাবে সীলবদ্ধ, কেউ গলতে পারবে না।........এলিজে প্রাসাদ থেকে সামান্য একটু দূরের এক রেস্তোরাঁয় ওঁরা বসেছিলেন মধ্যাহ্নভোজে, রাষ্ট্রপতি তখন প্রাসাদে ফিরেছেন ভোজন সারতে। রলাঁ বলেছিলেন,"ভেগেছে সে....ভয়ে মুতে ফেলেছে। ভালোই করেছে, 'য পলায়তে'—জানেন তো! কিন্তু ডুব দিয়ে আর কাঁহাতক থাকবে, বাছাধন যেই মাথা তুলবে অমনি আমার ছোকরারা ধরবে।"

বুলেভাদ্য মঁপারনাস দিয়ে একা একা চক্কর কাটছিলেন লেবেল। মনোভাব বড়ই বিষণ্ণ .... এখান থেকে স্কোয়্যার এতদূরে যে জনতা কিছু দেখতেই পাচ্ছে না। ব্যারিয়ার ঘেঁষে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে শুধিয়ে শুধিয়ে একই উত্তর পাচ্ছেন বার বার ঃ নাঃ, কেউ

যায়নি,.....কেউ না,.... সেই বারোটা থেকে অবরোধ উঠেছে তখন থেকে একজনও যায়নি।...বড় রাস্তাগুলো বন্ধ, পাশের রাস্তাগুলো বন্ধ, গলিগুলো বন্ধ। দালানের ছাতেও কড়া পাহারা। স্টেশন-বিল্ডিং তো পুলিসে পুলিসে ছেয়ে গেছে, এমন কি ইঞ্জিনঘরের উঁচু চালের ওপরেও পাহারা....প্ল্যাটফর্মগুলো সুনসান ....আজ বিকেলে সব ট্রেনগুলোকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সাঁলাজারে। চত্বরের পরিধির মধ্যে যত দালান সব তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে, বেসমেন্ট থেকে অ্যাটিক অবধি। অধিকাংশ ফ্ল্যাটই খালি, আবাসীরা ছুটি কাটাতে চলে গেছে হয় সমুদ্রতীরে নয়তো পাহাড়ে।....মোদ্দা কথায় প্লাস দ্যু ১৮ই জুনের এলাকা শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। ভালেন্তিন হলে বলতেন, ইঁদুরের পোঁদের চেয়েও কষা। হাসি পেলো লেবেলের অভার্নের পুলিস অফিসারটির ভাষা মনে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি উবে যায়, ভালেন্তিনও তো শৃগালকে রুখতে পারেননি!

পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়লেন। পুলিস-পাস দেখিয়ে শর্টকাট করে বেরিয়ে এলেন রু দ্য রেনে। এখানেও সেই একই কাহিনী......স্কোয়্যার থেকে দুশো মিটার জায়গাটা একেবারে কর্ডন করে ফেলা হয়েছে.....অবরোধের পেছনে জনতার ভিড়....... পাহারারত সি. আর. এস.জওয়ান ছাড়া রাস্তায় জনমানব নেই। আবার সেই একই প্রশ্ন শুরু করেন।......কাউকে দেখেছো ? না, স্যার। কেউ গেছে, কোনো লোক ? না, স্যার।......স্টেশনের সম্মুখপ্রাঙ্গণ থেকে বাজনার আওয়াজ ভেসে এলো....গার্দ রিপাবলিকেন তাদের যন্ত্রগুলোয় সুর তুলছে। হাতঘড়ি দেখলেন লেবেল। যে কোনো মুহূর্তে জেনারেল এসে পৌঁছাতে পারেন......কেউ গেছে এখান দিয়ে,. কোনো লোক ? না, স্যার, এদিক দিয়ে কেউ যায়নি।......আচ্ছা ঠিক হ্যায়, কাজ করো।

স্কোয়্যারের ভেতর থেকে হঠাৎ জোর হুকুমের আওয়াজ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে বুলেভা দ্য মঁপারনাসের দিক থেকে তীব্রগতিতে একটা মোটর-সরণী এসে প্লাশ দ্যু ১৮ই জুনে ঢুকলো। লেবেল দেখলেন গাড়িগুলো স্টেশন-প্রাঙ্গণের ফটকের দিকে মোড় নিলো। পুলিসেরা সিধে হয়ে স্যালুট ঠুকলো। সবাই ঘাড় লম্বা করে চকচকে কালো গাড়িগুলোকে দেখে। পেছনের জনতা অবরোধের সামনের দিকে আসতে চেষ্টা করে। ছাতের ওপরদিকে তাকান তিনি।... ..বা, খাসা ছোকরা সব! নীচের দৃশ্যতে কেউ মন দেয়নি। প্যারাপেটে গুড়ি মেরে উল্টোদিকের বাড়িগুলোর ছাত আর জানলার দিকে শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছে... .একটু নড়াচড়া দেখলে হয়।

রু দ্য রেনের পশ্চিমদিকে চলে এলেন। অবরোধের শৃঙ্খল ১৩২ নম্বর বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে যেখানে আটকে গেছে, সেই ফাঁকটুকুতে দাঁড়িয়ে আছে একজন সি. আর. এস. জওয়ান। পা দুটো যেন তার মাটিতে গাঁথা। লোকটার দিকে লেবেল তাঁর কার্ড উঁচিয়ে দিতে, সে শক্ত হয়ে গেলো।

"কেউ গেছে এদিক দিয়ে?"

"না, স্যার।"

"কতক্ষণ থেকে এখানে আছো?"

"বারোটা থেকে স্যার যখন থেকে রাস্তা বন্ধ হয়েছে?"

"ওই ফাঁক দিয়ে কেউ যায়নি, কোনো লোক?"

"না, স্যার।—শুধু একজন পঙ্গু বুড়ো সে ওখানটায় থাকে।"

"কোন্ পঙ্গু?"

"বুড়ো মতোন লোক, স্যার। বেজায় অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। সঙ্গে ছিলো তার পরিচয়পত্র আর যুদ্ধে আহত হবার কার্ডটা। ঠিকানা লেখা ছিলো ১৫৪নং রু্য দ্য রেন।......তাকে ছেড়ে দিতে

হলো, স্যার। ভীষণ অসুস্থ, পারছিলো না আর। কাজেই তাকে গ্রেটকোট পরে থাকতে দেখে আমি একটুও অবাক হইনি, এত গরম সত্ত্বেও. খেপাটে ধরনের, সত্যিই।"

"গ্রেটকোট ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, লম্বা গ্রেটকোট। মিলিটারির, বুড়ো ফৌজীরা যেমন পরতো। অবশ্য আজকের পক্ষে সেটা ভীষণ গরম।"

"কি হয়েছিলো তার?"

"মানে এতো গরম, তায় অসুস্থ.....নয় কি, স্যার?"

"না, না, যুদ্ধে আহত বললে না......কি হয়েছিলো তার?"

"একটা পা, স্যার! মাত্র একটাই পা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিলো......ক্রাচের ওপরে।"

স্কোয়্যারের ভেতর থেকে ট্রাম্পেটের প্রথম নির্ঘোষ স্পষ্ট কানে এলো ঃ 'এসো, মাতৃভূমির সন্তানেরা, বিজয়গৌরবের দিন এসেছে আজ.......।' ভিড়ের মধ্যে থেকে অনেকেই মার্সাই রণসঙ্গীতের পরিচিত সুরে সুর মেলালো।

"ক্রাচ ?" লেবেলের নিজের কানেও তাঁর স্বব শোনালো যেন খুব দূরাগত। সি. আর. এস. জওয়ানটি তাঁর দিকে করুণার চোখে তাকায়। "হ্যাঁ স্যার. একটা ক্রাচ .....একঠেঙে লোকেরা যেমন নিয়ে বেড়ায়। অ্যালুমিনিয়মেব ক্রাচ.. ......"

প্রাণপণে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন লেবেল। চিৎকার করে বললেন সি. আর. এস. লোকটিকে তাঁর পেছনে পেছনে আসতে।

রৌদ্র-উদ্ভাসিত চত্বরে ওঁরা ফাঁপা বর্গক্ষেত্র বানিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্টেশন দেওয়ালের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড করানো ছিলো গাড়িগুলো। গাডিগুলোর ঠিক বিপরীতে, সম্মুখপ্রাঙ্গণে আব স্কোয়্যাবটার মাঝখানে বেলিঙের পাশে দাঁড়িযেছিলো দশজন ব্যক্তি, যারা আজ রাষ্ট্র প্রধানের হাত থেকে মেডেল পাবে। সম্মুখপ্রাঙ্গণের পুবদিকে কর্মীরা এবং কূটনীতিকেরা.....কালো সুটেব নিরেট দেওয়াল যেন... . মাঝেমধ্যে লিজিযন অফ অনারের লাল লাল গোলাপকুঁড়ি। পশ্চিমদিকে আছে গার্দ বিপাবলিকেনের বাজনাদাবেরা তাদের লাল লাল ঝুঁটি আর চকচকে ব্যাণ্ড.. গার্ড অফ অনারের একটু সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা।.......স্টেশন দেওয়ালের ধারে একটা গাডিব পাশে দাঁডিযেছিলো একদল প্রোটোকল কর্মী ও প্রাসাদের কিছু কর্মচারী।.....ব্যাণ্ডে মার্সাই সঙ্গীত বাজতে আবম্ভ করলো।

শৃগাল রাইফেল তুলে নিয়ে সম্মুখপ্রাঙ্গণেব দিকে নিশানা করলো। দৃষ্টিপথে সবচেয়ে কাছের প্রাক্তন জঙ্গীটাকে বেছে নিলো, মেডেল নেবে সেই-ই সবচেয়ে আগে। বেঁটেখাটো চওড়া লোক, সটান দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথাটা পবিষ্কাব দেখা যাচ্ছে. প্রায গোটা মুখাবয়বটি। ক'মিনিটের মধ্যেই এই লোকটার মুখোমুখি এসে যাবে আরেকটি মুখ, প্রায় এক ফুট আরো উঁচুতে, গর্বোদ্ধত, অহঙ্কারী মাথায খাঁকী কেপি, তাতে জ্বলজ্বলে দুটো স্বর্ণতারকা।

'কদম কদম, জয় হো... .বুম-বা-বুম. জাতীয় সঙ্গীতের শেষ ছত্রটির রেশ মিলিয়ে গেলো। অখণ্ড নীরবতা ছেয়ে এলো। স্টেশন ইয়ার্ড জুড়ে গমগমে গলার প্রতিধ্বনি উঠলো......গার্ড কম্যাণ্ডারের আদেশের বজ্রধ্বনি ঃ "জেনারেল স্যালুট.....প্রেজ্.....জেন্ট......আর্মস।" ঠিক তিনটে ছটাৎ শব্দ উঠলো.....সাদা দস্তানা-পরা হাতগুলো একযোগে রাইফেল কুঁদোর ওপরে এসে পড়লো, তারপর ম্যাগাজিনে, পাগুলো একসঙ্গে মাটিতে নামলো। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দলটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। ঠিক মাঝখান থেকে একটিমাত্র দীর্ঘদেহ বেরিয়ে এসে প্রাক্তন জঙ্গীদের দিকে যেতে থাকেন। পঞ্চাশ মিটার দূরে বাকি লোকেরা থেমে যান। শুধু

এগিয়ে যান আরো দুজন.....প্রবীণ সৈনিকদের মন্ত্রী যিনি প্রাক্তন জঙ্গীগুলোর সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দেবেন প্রেসিডেন্টের এবং একজন রাজকর্মচারী, যাঁর হাতে রয়েছে ভেলভেটের কুশন, তার ওপরে দশটা মেডেল এবং দশটা রঙীন রিবন। এঁদের ছাড়া, শার্ল দ্যগল একাই মার্চ করে চললেন।

"এইটা?"

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন লেবেল।

"তাই তো মনে হচ্চে, স্যার ঃ দাঁড়ান.—হ্যাঁ, এইটাইই, শেষের দিক থেকে দ্বিতীয়। এখানেই ঢুকেছিলো সে।"

ততক্ষণে গোয়েন্দাটি দরজা দিয়ে ঢুকে হলের দিকে চলেছেন, ভালরেমিও চললো পেছনে পেছনে। রাস্তা থেকে চলে আসতে পেরে সে বেঁচেছে। ওদের দুজনের অমন হুটপাট দৌড়নো. স্টেশনের ওদিক থেকে বড় বড় সাহেবরা তো ভুরু কুঁচকে দেখছিলেন। যাক, যদি কোনো জবাবদিহি করতে হয় তো বললেই হবে যে সঙের মতো ছোট্ট মানুষটা বলছিলো, সে নাকি পুলিসের কমিশার, আর তাকে রুখতেই তো চেষ্টা করছিলো সে।

হলঘরে পৌঁছে লেবেল তাঁবেদারনীর ঘরের দরজা ধরে ঝাঁকাল। চেঁচিয়ে ওঠেন. "রক্ষিকা কোথায়?"

"আমি জানি না, স্যার।"

আর কিছু বলবার সময়ই পেলো না, তার আগেই ছোট্ট মানুষটা ঘুষি দিয়ে কাঁচ ফাটিয়ে দিলেন দরজার। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চটপট দরজা খুলে ফেললেন। "আমার পেছনে এসো," বলেই ছুটে ভেতরে গেলেন।

নিশ্চয়ই, তোমার পেছনে পেছনে আসবো বৈকি —ভালবেমি ভাবে—তোমার তো মাথাটাই গেছে.....

দেখলো, রান্নাঘরের পাশকুঠরির দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্ষুদ্রকায় গোয়েন্দাটি। তাঁর ঘাড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দেখলো ফ্ল্যাটের রক্ষিকাটি মেঝেতে পড়ে আছে, তার হাত পা বাঁধা, তখনো অজ্ঞান।

"ব্বাবা ঃ!"—তক্ষুণি মনে হলো: তাহলে তো এই লোকটা ইয়ার্কি মারছে না! তাহলে সত্যিই তো উনি পুলিস কমিশার এবং ওরা অপরাধী ধরতে বেরিয়েছে! এই রকম ঘটনার জন্যেই তো চিরকাল সে স্বপ্ন দেখে এসেছে......আঃ যদি এখন ব্যারাকে থাকতো!

"সবচেয়ে ওপরতলা." চিৎকার করে উঠলেন গোয়েন্দা এমন বেগে সিঁড়ি উঠতে লাগলেন যে ভালরেমি আশ্চর্য। সেও পড়িমরি করে চললো, উঠতে উঠতে কারাবাইনটা খুলে নিলো।

কাতার-দেওয়া প্রাক্তন জঙ্গীদের মধ্যে প্রথম লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি। একটু ঝুঁকে মিনিস্টারের কথাগুলো শুনছিলেন.. ...লোকটা কে, উনিশ বছর আগে সে কোন্ সাহসিক কর্ম করেছিলো, ইত্যাদি। ওঁর কথা শেষ হতেই তিনি প্রাক্তন জঙ্গীটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন, মেডেল বয়ে-আনা লোকটির দিকে ঘুরে এগিয়ে-দেওয়া মেডেলটি হাতে নিলেন। ব্যাণ্ডে তখন 'লা মার্জোলেন'-এর নরম সুর বাজতে থাকে। লম্বা জেনারেল সাহেব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রৌঢ় লোকটির চওড়া বুকে মেডেল আটকে দিয়ে দু পা পিছু হঠলেন স্যালুটের জন্যে।

একশো তিরিশ মিটার দূরে সাততলা উঁচুতে শৃগাল তার রাইফেল বাগিয়ে ধরলো শক্ত হাতে। এক চোখ বুজে টেলিস্কোপ সাইটে দৃষ্টি চালালো। মুখের অবয়ব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে,

মাথায় পরা কেপির বারান্দা দিয়ে কপালটা ছায়ায় ঢাকা, চোখদুটো অনুসন্ধানী, তিরতিরে লম্বা নাক দেখলো স্যালুট-তোলা হাতটা টুপির অগ্রভাগ থেকে নেমে এলো, রগের কাছটা এখন খালি হয়ে গেলো.....আর ঠিক তক্ষুণি সেই স্থানেই টেলিস্কোপের ট্যাড়াকাটা তারের কেন্দ্রবিন্দুটা নিবদ্ধ হলো। ধীরে ধীরে, ট্রিগার টেনে দিলো সে.......

মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যেই তাকিয়ে দেখলো......অবাক কাণ্ড নিজের চোখকেও যেন অবিশ্বাস হচ্ছে। বুলেট বন্দুক থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হঠাৎ মাথাটা নীচু করেছিলেন, কোনোরকম সঙ্কেত না দিয়ে।....হত্যাকারী ক্ষোভে বিস্ময়ে দেখলো তাঁর সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিটির দু গালে তিনি দুটো চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন। যেহেতু তিনি তার চেয়ে আরো এক ফুট লম্বা, সেইহেতু তাঁকে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তে হয়েছিলো অভিনন্দনের চুম্বন দেওয়ার জন্যে। ফ্রান্সের এটাই রীতি, কিছু কিছু অন্য দেশেও, তবে অ্যাংলো স্যাক্সনেরা কিছুতেই এসব চুমোটুমো সহ্য করতে পারে না।

পরে প্রমাণ হয়েছিলো প্রেসিডেন্টের ঝুঁকে-পড়া মাথাটির এক ইঞ্চির ভগ্নাংশের মধ্যে দিয়ে বুলেট চলে গিয়েছিলো। জানা যায় না তিনি বুলেটটার চলমান পথে শব্দনিরোধ রেখার ওপরে ঈষৎ হিস্-স্ আওয়াজটুকু শুনেছিলেন কিনা. শুনলেও তিনি কিছু বুঝতে দেননি। মন্ত্রী বা রাজকর্মচারীটি কিছুই শোনেননি। পঞ্চাশ মিটার দূরে ওঁরা তো কিছুই না।..... গুলি গিয়ে গেঁথে গিয়েছিলো সম্মুখপ্রাঙ্গণেব পুরু পীচের মধ্যে। রোদ্দুরে পীচ নরম হয়ে ছিলো, এক ইঞ্চিরও ওপর পুরু, তার মধ্যে গিয়ে গুলিটা নিঃশব্দে ফেটে গেলো। 'লা মার্জোলেন' বেজেই চললো। দ্বিতীয় চুম্বন স্থাপনের পর প্রেসিডেন্ট সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পববর্তী ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যে চললেন।

রাইফেলের পেছনে বসে শৃগাল বিক্ষুব্ধ। শাপশাপান্ত করে ওঠে সে। ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে। একশো তিরিশ মিটার দূরের স্থিরবস্তু থেকে জীবনে কোনো দিন হাত ফসকায়নি। ....পরমুহূর্তেই নিজেকে দমন করে নেয়, এখনো সময় আছে! রাইফেলের ব্রীচ খুলতেই কার্তুজের শূন্য খোল কার্পেটে গড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গুলিটা হাতে তুলে জায়গায় বসিয়ে ব্রীচ বন্ধ করলো।

সাততলায় পৌঁছতে পৌঁছতে ভীষণ হাঁপাচ্ছিলেন ক্লদ লেবেল। বুক প্রায় ফেটে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াবে। সাততলায় উঠে দেখলেন বিল্ডিঙের সম্মুখ দিকে যাবার দুটো দরজা। কোনটায় যাবেন ভাবতে ভাবতে সি. আর. এস.-এর লোকটা এসে উপস্থিত। সাবমেশিনগান কারবাইনটা এখন কোমরে চেপে ধরে রেখেছে, সামনের দিকে নল উঁচানো। লেবেল দরজাদুটোর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছেন, হঠাৎ কানে এলো একটা দরজার পেছন থেকে চাপা আওয়াজ—'ফট'।.. .বন্ধ দরজার ল্যাচের দিকে আঙুল দেখিয়ে হুকুম করলেন "গুলি করো।" দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সি. আর. এস. তরুণটি গুলি ছুঁড়লো। কাঠের টুকরো, লোহা আর চ্যাপ্টা হয়ে-যাওয়া সীসের গুলির ছড়াবৃষ্টি হলো চারদিকে। দরজাটা টলতে টলতে মাতালের মতো পড়ে গেলো ভেতর দিকে. ভালরেমিই প্রথমে ঢুকলো, পেছনে পেছনে লেবেল।

শোরকুচির মতো খাড়া খাড়া পাকা চুল দেখে চিনতে পারলো ভালরেমি. কিন্তু ওইটুকুই....লোকটার এখন দুটো পা, গ্রেটকোটটাও নেই, রাইফেল ধরেছে দুটো সবল যুবজনোচিত বাহুতে। বন্দুকবাজটি এতটুকু সময় দিলো না। টেবিলের পেছন থেকে চোখের নিমেষে তার আসন্ থেকে উঠলো প্রায় গুঁড়ি মেরেই, মাজা থেকে গুলি ছুটলো। একটি মাত্র বুলেট, কোনো শব্দ হলো না। ভালরেমির বন্দুকনির্ঘোষ এখনো তার কানে লেগে রয়েছে।

বাইফেলেব গুলি এসে তাব বুকে লাগলো, বক্ষাস্থিতে লেগে ফেটে গেলো। মনে হলো অস্থি-মাংস মজ্জা কে যেন সজোবে টেনে টেনে ছিঁড়ছে ভয়ঙ্কব যন্ত্রণা হলো। কিন্তু পবমুহূর্তেই যন্ত্রণা শেষ। আলো কমে গেলো, যেন শীতেব নিবু নিবু বেলা। কার্পেটেব একটা অংশ এসে তাব গালে থাপ্পড় মাবলো। আসলে সে পড়ে গেলো মেঝেয় কার্পেটেব ওপব। অনুভূতিব অভাববোধটা উরু আব পেটেব ভেতব থেকে উঠে বুক আব গলায় ছেয়ে গেলো। শেষ অনুভূতিটুকু হলো মুখে যেন কেমন নোনতা স্বাদ কার্মাদায় সমুদ্রস্নানেব পবে যেমন হয়েছিলো, সেখানে একটা বাঁশেব ওপব বসেছিলো একটা একঠেঙে বুড়ো সীগাল। তাবপব সব অন্ধকাব।

তাব দেহেব ওপব দিয়ে ক্লদ লেবেল তাকালেন ওপাশেব ওই লোকটিব চোখেব দিকে। হৃৎপিণ্ড নিয়ে এখন কোনো কষ্ট হচ্ছে না, মনে হচ্ছে সেটা নেই। বললেন, 'শৃগাল।" অন্য লোকটি শুধু বললে' 'লেবেল।' বন্দুক নিয়ে হাতড়াস, এক ঝটকায় ব্রীচ খুলে ফেলে। কার্তুজেব শূন্য খোলটা মেঝেয় গড়িয়ে পড়াতে লেবেলেব চোখে একটু ধাতব প্রতিফলন দেখা দেয়। লোকটা টেবিল থেকে পলকে কী নিয়ে ব্রীচে ঢুসে দেয় ধূসব চোখদুটো তখনো লেবেলেব দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমাকে ও শিক্ষা দিতে যাচ্ছে, লেবেল ভাবলেন একটা অবাস্তব ভাবনাব মতো কথাটা তাঁব মনে পাক খায়। গুলি কবতে যাচ্ছে আমাকে হত্যা কবতে যাচ্ছে ও

মনটাকে শক্ত কবে প্রচণ্ড চেষ্টায় চোখ নামালেন মেঝেব দিকে। সি আব এস এব ছেলে ও কাত হয়ে পড়ে আছে। তাব কাবলাইনটা এখন লেবেলেব পায়েব কাছে। অতোক্ষেই তিনি নীচু হয়ে এম এ টি ৯৭টা কুড়িয়ে নিলেন এক হাতে সেটা উঁচুতে তুলে ধবে অন্য হাতে ট্রিগাব খোঁজেন কাবাইনেব ট্রিগাবে তাব আঙুল পৌঁছতে পৌঁছতে শুনলেন শৃগালও ঈষৎ শব্দ কবে বাইফেলেব ব্রীচ বন্ধ কবলো ট্রিগাব টানলেন লেবেল

ছোট্ট ঘবটা ভবে গেলো অস্ত্রেব প্রকম্প নিনাদে। স্কোয়াবেও সে শব্দ শোনা গিয়েছিলো পবে সাংবাদিকদেব প্রশ্নেব উত্তবে বলা হয়েছিলো এ অনুষ্ঠানটা যখন চলছিলো তখন এক গদভ তাব সাইলেন্সাববিহীন মোটবসাইকেলে স্টার্ট দিয়েছিলো। আনবেন্টন মির্লিমিটাবেব গুলি এসে লাগলো শৃগালেব বুকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওপবে প্রায় একটা ডিগবাজি খেয়ে সোফাব কাছে এক কোণে গিয়ে পড়লো তাব দেহ সদৃশ্য নয় সেটা। পড়তে পড়তে বড় বাতিগাছটাকেও সঙ্গে নিয়ে পড়লো। নীচে তখন বাণ্ড বাজছে "আমাব কাহিনী আমাব পিতামাতা।

সেই সন্ধ্যায় প্যাবী থেকে ফোন পেলেন সুপাবিন্টেণ্ডেণ্ট টমাস প্রায় ছটাব সময় তাঁব সিনিয়াব ইনস্পেক্টবকে তিনি ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'প্যাবীতে ওবা ওকে পেয়ে গেছে। কোনো সমস্যা নেই আব আপনি ববঞ্চ ওব ফ্ল্যাটে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক কবে আসুন।'

প্রায় আটটাব সময়, ইনস্পেক্টব যখন ক্যালথর্পেব মালপত্তবেব বাছাই প্রায় শেষ কবে ফেলেছেন, তখন শুনলেন কে যেন দবজায় এসে দাঁড়ালো। ঘুবে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে একটা লম্বা চওড়া যণ্ডা মতোন লোক তাঁব দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

"কী চান আপনি ?" ইনস্পেক্টব প্রশ্ন কবলেন।

"সে প্রশ্ন তো আমিই কববো। আপনি এখানে কী কবছেন?"

"ব্যস, ঠিক আছে." ইনস্পেক্টব বললেন, "নাম কী আপনাব?"

"ক্যালথর্প," আগন্তুক জানালো, "চার্লস ক্যালথর্প. আর এ ফ্ল্যাটটা আমার। আপনি এখানে কোন্ শ্রাদ্ধের পিণ্ডি দিতে এসেছেন?"

ইনস্পেক্টর ভাবলেন বন্দুক যদি থাকতো কাছে !

"ঠিক আছে," ধীর কণ্ঠে বললেন তিনি,"ইয়ার্ডে আসুন, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা আছে।"

"যাবো তো," ক্যালথর্প বললেন, "কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাকে।"

কিন্তু কৈফিয়ত দিলো ক্যালথর্পই। চব্বিশ ঘন্টা সময় তাকে আটক রাখা হলো। যতক্ষণ না পারী থেকে তিনটে আলাদা আলাদা বার্তাতে শৃগালের মৃত্যুর সঠিক সমর্থন এলো এবং স্কটল্যাণ্ডের পাঁচটা বিভিন্ন এলাকার সরাইখানাব মালিকেরা জানালো গত তিন সপ্তাহ ধরে ক্যালথর্প তাদের এলাকায় মাছ ধরেই সময় কাটাচ্ছিলো।

ক্যালথর্প ছাড়া পেয়ে চলে যেতেই টমাস ওঁর ইনস্পেক্টরকে শুধোলেন, "ক্যালথর্প যদি শৃগাল না হয় তো সে বেটা কে?"

লণ্ডম মেট্রোপলিট্যান পুলিসের কমিশনার তার পরের দিন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডিক্সন ও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট টমাসকে বললেন, "শৃগাল যে ইংরেজ ছিলো আমাদের সরকারের পক্ষে সে কথা স্বীকার করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যদ্দুর জানতে পারা যায় কোনো এক সময়ে একজন ইংরেজকে সন্দেহ করা হয়েছিলো বটে, কিন্তু সে এখন সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। আমরা এও জানি যে ফ্রান্সে তার হয়ে... এই কাজের জন্যে....শৃগাল নামক ব্যক্তিটি একজন ইংরেজের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো এবং মিথ্যে দরখাস্তে একটা ইংরেজ পাসপোর্টও বের করে নিয়েছিলো. কিন্তু সে তো আরো অন্য ছদ্মবেশও নিয়েছিলো.....যেমন একবার একজন ডেনের একজন আমেরিকানেব একজন ফরাসীব..দুটো পাসপোর্ট সে চুরি করেছিলো. ফরাসী কাগজগুলোকে জাল করেছিলো. আমাদেব সঙ্গে এই মামলাব যদ্দুর সম্পর্ক তা হচ্ছে হত্যাকারী ডুগ্যান নামেব একটা মিথ্যে পাসপোর্ট নিয়ে ফ্রান্সে ভ্রমণ করছিলো এবং তাকে সেই পরিচয়ে ....ওই. ওই জায়গাটায় সনাক্ত করা হয়েছিলো ....কী যেন নাম জায়গাটার? ..হ্যাঁ, গাপ.. .গাপে তাকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো।.....ব্যস্, অতটুকুই, আর কিচ্ছু না মামলা শেষ।"

পরের দিন পারী শহরের এক শহরতলীতে একটা লোককে সমাধিস্থ করা হলো। কবরটির ওপর কোনো নামাঙ্কন লেখা হলো না। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা ছিলো লোকটি বিদেশী, নাম জানা নেই, রবিবার ২৫শে আগস্ট শহরের বাইরের একটা রাস্তাতে মোটর চাপা পড়ে সে মরেছে।...কবরখানায় সেই সময় উপস্থিত ছিলো একজন পাদ্রী, একটি পুলিস, একজন রেজিস্ট্রার এবং দুজন কবরখনক। অতি সাধারণ কাঠের কফিনটা গোরের ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হলো। কারো কোনো উৎসাহ নেই... শুধু একজন ছাড়া। তিনি আগাগোড়া নীরবে দেখে গেলেন। ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেলে ঘুরে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করা হলো.....কিন্তু নাম বলতে স্বীকার করলেন না। সমাধিভূমির পথ দিয়ে তিনি একা হেঁটে চলে গেলেন......হ্রস্বকায় দেহ, নীরব দর্শক। বাড়ি ফিরে চলে গেলেন তাঁর বৌ-ছেলেমেয়ের কাছে।

শৃগালের প্রহর শেষ হয়ে গেলো। ❑

ডগস অফ ওয়ার

অনুবাদ ❑ অসিত মৈত্র

কোনো

কালো পিচের মতো উষ্ণ নরম অন্ধকার আকাশের বুকে আঠার মতো জড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কোথাও একচুল ফাঁক ফোকর নেই। আদিগন্ত আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কোনখানে একটা তারার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এই ধরনের নিরেট মসৃণ অন্ধকারই পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিচে ঝোপঝাড়ে ঘেরা সমতল বিমানবন্দরটাও অন্ধকারের চাদর দিয়ে মোড়া। ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো মানুষজনের কাছে এই গভীর অন্ধকার যেন বিধাতার আশীর্বাদ-স্বরূপ। বোমারু বিমানের শ্যেন দৃষ্টি থেকে তবু খানিকক্ষণ আত্মগোপনের সুযোগ মেলে।

কয়েক মুহূর্ত আগে একটা ঝরঝরে ডিসি-৪ কোনরকমে গা ঢাকা দিয়ে উড়ে এসেছে। তাকে মাটিতে নামবার সুযোগ দেবার জন্যই বিমানবন্দরের সার্চলাইট দুটো মাত্র পনেরো সেকেণ্ডের জন্য ভীতত্রস্ত ভঙ্গিতে জ্বলে উঠেছিলো। এখন আবার সবকিছু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। ইঞ্জিন বন্ধ করে কংক্রিটের পথের ওপর নেমে এলো পাইলট। অন্ধকারের মধ্যে থেকে একজন আফ্রিকানকেও দ্রুতপায়ে ছুটে যেতে দেখা গেলো তার দিকে। মিনিটখানেক তাদের মধ্যে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা হলো। অবশেষে দুজনে এগিয়ে গিয়ে অদূরে অপেক্ষারত একটা দলের সামনে এসে দাঁড়ালো। সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ান পাইলট এখন একজন কালা আদমির মুখোমুখি। এই ব্যক্তিই যে এ দলের মধ্যমণি সেকথা কাউকে বুঝিয়ে বলে দিতে হয় না। পাইলট আগে কোনদিন ভদ্রলোককে চাক্ষুস দেখেনি, যদিও ভদ্রলোকের সম্পর্কে অনেক কিছুই সে ইতিপূর্বে শুনেছে এবং পুরু ঠোঁটের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারের আগুনে এই বহুশ্রুত ব্যক্তিটির মুখের অবয়বটাও এখন খানিকটা আঁচ করে নেওয়া যায়।

সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ান পাইলটের মাথায় কোন টুপি ছিলো না। সেইজন্য সসম্ভ্রম স্যালুটের পরিবর্তে সে মাথাটা ঈষৎ নোয়ালো মাত্র। আগে কোন দিন কোন কালো আদমির সামনে সে এমনভাবে মাথা নত করেনি এবং আজকেও তার এই আচরণের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলো না।

'আমি ক্যাপ্টেন ভন ক্রীফ।' মৃদুকণ্ঠে ব্যক্ত করল পাইলট।

কালো আদমি ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাকালো। 'ওড়ার পক্ষে রাতটা খুবই বিপজ্জনক!'

'তা অবশ্য ঠিক।' পাইলট সায় দিলো সে কথায়। 'তবে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার তরফ থেকে যদি কোন আপত্তি না থাকে ...'

এবার দীর্ঘক্ষণের নীরবতা। পাইলট অনুভব করলো কালো আদমির অন্তর্ভেদী চোখের দৃষ্টি সোজাসুজি তার দিকে নিবদ্ধ।

'হুঁ,' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ হলো, 'এইজন্যই কি আপনার সরকার এই দুর্যোগের মধ্যে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

'না ... না,' সজোরে ঘাড় দোলালো পাইলট। 'আমার এখনে আসার পেছনে কোন সরকারী নির্দেশ নেই । আমি নিজেই এসেছি।'

আবার বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। অন্ধকারের মধ্যেই আফ্রিকানের কালো মাথাটা ধীরে ধীরে দুলতে শুরু করেছে। সেটা হয়তো অপর্যাপ্ত বিস্ময়ের ফলশ্রুতি।

'আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ!' অকপটে অবেগভরা কণ্ঠস্বর। 'আমার জন্য আপনাকে অনেকখানি

ঝুঁকি নিতে হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। সময়মতো আমার নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারবো।'

ভন ক্লীফ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে লিবারভিলায় ফিরলে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তার কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

ফিরে যাবার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো ভন ক্লীফ। তার মন চাইলো বিদায়লগ্নে আফ্রিকান জেনারেলের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে। কিন্তু সেটা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারলো না। তার যদি দিব্যদৃষ্টি থাকতো তবে দেখতে পেতো, আফ্রিকান জেনারেলও এই একই সংশয়ে ভুগছে। অবশেষে মুখ ফিরিয়ে ভন ক্লীফ আবার পুরনো পথেই ফিরে চললো ধীরে ধীরে।

'দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচেরা এ ধরনের আচরণ করে কেন।' অনেকটা আত্মগত সুরেই আর এক ক্যাবিনেট সদস্য প্রশ্ন করলো জেনারেলকে।

জেনারেলের কালো মুখে প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়লো। 'এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুবই দুরূহ। আর আদৌ কোনদিন পাওয়া যবে কিনা তাতেও আমার দৃঢ় সংশয় আছে।'

বিমানবন্দরের থেকে সামান্য কিছু দূরে একটা পামগাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কালো রঙের একটা ল্যাণ্ডরোভার নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলো। ড্রাইভার ছাড়া তার মধ্যে আরোহী মাত্র পাঁচজন। দলপতি বসেছিলো আফ্রিকান ড্রাইভারের ঠিক পাশে। সকলের মুখেই জ্বলন্ত সিগারেট।

'এটা নিশ্চয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্লেন!' বাইরের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে দলপতি এবার পেছনের সিটে বসা এক সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকালো। একমাত্র ড্রাইভার ছাড়া আর সকলেই সাদা চামড়ার ইউরোপীয়ান। 'জানি, তুমি গিয়ে পাইলটকে জিজ্ঞেস করো প্লেনের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে কিনা।'

পাশের দরজা খুলে নিঃশব্দে নেমে গেলো জনি। ভন ক্লীফ প্লেনের কাছ বরাবর পৌঁছিবার আগেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো তাকে

'সুপ্রভাত পাইলট।'

দারুণভাবে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো ভন ক্লীফ। জনির পায়ে রবারসোলের জুতো থাকার ফলে কংক্রিটের বুকে কোন শব্দের আভাস পর্যন্ত পায়নি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের আপাদমস্তক দেখে নিলো ভালো করে, তারপর চিন্তিত মুখে মাথা ঝাঁকালো, 'সুপ্রভাত।'

'আমি জনি দুপ্রী।' আরও কয়েক পা সামনে এগিয়ে এসে হাত বাড়ালো আগন্তুক।

পাইলট হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো। 'আমার নাম কোবাস ভন ক্লীফ।'

'তোমার গন্তব্যস্থল এখন কোথায়?' প্রশ্ন করলো দুপ্রী।

'লিবারভিলা।' ভন ক্লীফ উত্তর দিলো। 'তুমি কোথায় যাবে?'

তামাটে ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁতের ঝিলিক তুলে দুপ্রী মৃদু হাসলো।

'আমি এবং আমার বন্ধুরা একটু আটকে পড়েছি। মৈত্রীবদ্ধ সৈনিকদের হাতে পড়লে শিরচ্ছেদ অবধারিত।'

'সংখ্যা কজন?'

'সাকুল্যে পাঁচ।'

পাইলট নিজে ও সামরিক বাহিনীর একজন ভাড়াকরা কর্মচারী। যদিও সম্মুখসমরে শত্রু

নিধন নয, আকাশপথে উড়ে বেড়ানোই তাব কাজ। তাই সমগোত্রীয় আব পাঁচজনকে বিপদে সাহায্য কবতে তাব মধ্যে কোন দ্বিধাব লক্ষণ দেখা গেলো না। সমাজ বহিষ্কৃত ব্যক্তিবাই আপৎকালে পবস্পব পবস্পবেব পাশে দাঁড়ায।

'তাড়াতাড়ি তৈবী হয়ে নাও। আমাদেব হাতে আব বিশেষ সময নেই।'

পাইলটকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপ্রী ব্যস্তপায়ে সঙ্গীদেব কাছে ফিবে গেলো। এখনও তাদেব জরুবী কিছু কাজ বাকি বয়ে গেছে। গাড়িব মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র নেহাৎ কম নেই। সেগুলোব ঠিকমতো সদগতি কবা প্রয়োজন। ড্রাইভাব প্যাটিক অবশ্য পাকা লোক। দলপতিব নির্দেশমতো সে-ই সমস্ত ব্যবস্থা কবে দেবে এবং তাব কাজেব মধ্যেও কোথাও কোন ফাঁক থাকবে না।

লাইন দিয়ে লোক উঠছে প্লেনেব মধ্যে। যে সমস্ত নাযক যুদ্ধে পবাজিত হয়েছে অধিকাংশ তাদেবই আত্মীযস্বজন। কেউ কেউ বিদায জানাতে এসেছে তাদেব। সিঁড়ি বেয়ে ওঠবাব ঠিক মুখেই দলপতিব সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো জেনাবেলেব।

'মেজব শ্যানন?'

সবিস্ময়ে ঘুবে দাড়ালো শ্যানন। কয়েক পা এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে স্যালুট ঠুকলো সামবিক কাযদায। জেনাবেল মাথা নেড়ে স্বাগত জানালো তাকে।

'তুমি কি আমাদেব সঙ্গেই ফিববে?'

'না, স্যাব, এই ফ্লাইটেই আমবা লিবাবভিলা পৌঁছতে চাই। শেষবেলা আপনাব সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমি সত্যিই খুব আনন্দিত।

জেনাবেলেব ঠোঁটেব প্রান্তে ম্লান হাসিব আভাস। 'আপাতত সবকিছু চুকেবুকে গেছে। অন্তত কয়েক বছবেব জন্য তো বটেই। আমাব লোকেবা যে ববাববেব মতো অপবেব অধীনতা স্বীকাব কবে নেবে, সেটাও আমি ঠিক সহজ মনে বিশ্বাস কবতে পাবছি না। হ্যাঁ, ভালো কথা তোমাব চুক্তিমতো পুবোপুবি বুঝে পেয়েছ তো?'

'ধন্যবাদ, স্যাব। আমাদেব পাওনাগণ্ডা আব কিছু বাকি নেই। আপনি আমাদেব জন্য যা কবেছেন তাব জন্য সত্যিই আমবা কৃতজ্ঞ।'

শ্যানন হাত বাড়িয়ে কবমর্দন কবলো জেনাবেলেব সঙ্গে।

'আব একটা কথা ছিলো, স্যাব' অল্প ইতস্তত কবলো শ্যানন, 'এইমাত্র নিজেদেব মধ্যে আমবা এ সম্পর্কে আলোচনা কবছিলাম। আবাব যদি কখনও আপনাব কোন প্রয়োজন হয, দযা কবে আমাদেব একটা খবব পাঠাতে দ্বিধা কববেন না। আপনি ডাকলেই আমবা চলে আসবো।'

জেনাবেলেব অপলক চোখেব দৃষ্টি কয়েক মুহূর্তেব জন্য শ্যাননেব মুখেব ওপব স্থিব হয়ে থমকে বইলো।

'আজকেব এই বাতটা খুবই অশুভ যেন।' একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো জেনাবেলেব বুক ঠেলে। 'তুমি হযতো শুনে অবাক হবে, আমাব প্রধান উপদেষ্টাদেব অধিকাংশই শত্রুপক্ষেব অনুগ্রহ লাভেব আশায উন্মুখ হয়ে উঠেছে। দেশেব সম্ভ্রান্ত এবং ধনীবাও যোগ দিয়েছে তাদেব সঙ্গে। মাসখানেকেব মধ্যেই অপব সকলে তাদেব অনুসবণ কববে। তোমাব এই প্রস্তাবেব জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ শ্যানন। কথাটা আমাব স্মবণ থাকবে। ঈশ্বব তোমাদেব সহায হোন। শুভবাত্রি।'

জেনারেলের বলিষ্ঠ সুঠাম চেহারাটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। শেষবারের মতো সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো শ্যানন, তারপর সরু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

এক ঘন্টা বাদে কেবিনের মধ্যে আলো জ্বালবার অনুমতি দিলো ভন ক্লীফ। এতক্ষণ অন্ধকার মেঘের মধ্যে দিয়েই সন্তর্পণে উড়ে আসছিলো প্লেনটা। কিন্তু এখন তারা শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের আওতার বাইরে এসে পড়েছে। বর্তমানে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

এই প্রথম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেবিনের ভেতরটা। এক পাশে মেঝের ওপর একটা দুর্গন্ধযুক্ত স্যাঁতসেঁতে কম্বল পাতা। একপাল জরাজীর্ণ ছেলেমেয়ে গাদাগাদি করে বসে আছে তার ওপর। তাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে অনাহার ও অপুষ্টির ছাপ বড় বেশি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। অনভ্যস্ত চোখের পক্ষে দৃশ্যটা অতিমাত্রায় দৃষ্টিকটু। তবে এখানে এ টা অবাক হবার মতো কোন ব্যাপার নয়। কঙ্গো, আমেন, কাতাঙ্গা বা সুদান সব জায়গাতেই এই একই দৃশ্য। এই সমস্ত অসহায় মৃতপ্রায় শিশুরাই সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ।

প্লেনের শেষের দিকে পাঁচজনের দলটা পাশাপাশি আসন করে নিয়েছে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ জীর্ণ, ধূলি মলিন। চোখের কোলে ক্লান্তি আর অবসাদের প্রলেপ। দলপতি শ্যানন ল্যাভাটরির দরজায় ঠেসান দিয়ে বসেছে পা দুটো সোজাসুজি সামনের দিকে ছড়ানো। পুরো নাম কার্লো আলফ্রেড টমাস শ্যানন বয়স তেত্রিশ। স্বর্ণাভ চুলগুলি ছোট ছোট করে ছাটা। উষ্ণ আবহাওয়ায় এই ধরনের কদমছাট চুলই কাজের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ ও • ঘামের স্রোত সহজে কপাল বেয়ে গড়িয়ে আসার সুযোগ পায়। এবং উকুন ও ছারপোকারাও মাথার মধ্যে কায়েমিভাবে বাসা বাধতে পা না। টমাস শ্যানন পরিচিত সকলের কাছে 'ক্যাট' নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যদিও ওর কথাবার্তার মধ্যে আইরিশ টান এখন আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

শ্যাননের ঠিক বাঁ দিকে দৈত্যাকার জন দুপ্রী। গোলা বারুদের ব্যবহারে ওকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে। দুপ্রীর বয়স এখন আটাশ। ফ্রান্সে ধর্মীয় স্বাধীনতার অবসান ঘটলে ওর পূর্বপুরুষেরা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে উত্তমাশা অন্তরীপে এসে আস্তানা গাড়ে সেখানেই দুপ্রীর জন্ম।

দুপ্রীর ঠিক পাশেই হাত পা ছড়িয়ে পড়ে ছিলো মার্ক ভ্লামিক। ভ্লামিককে সকলে 'ক্ষুদে মার্ক' নামেই ডাকে। ওর বিশাল চেহারার জন্যই এই বিপরীত বিশেষণ। উচ্চতায় ছ ফুট তিন ইঞ্চি, ওজন দুশো পাউণ্ড। অনেকের ধারণা অত্যধিক মেদের জন্যই মার্ককে এত মোটাসোটা দেখায়, কিন্তু আসলে সমস্তটাই পেশীর পাহাড়। ছেলেবেলা থেকেই মার্ক পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত একটা আশ্রমেই ও মানুষ হয়েছে।

শ্যাননের ডানদিকে জীন ব্যাপটিস্ট ল্যাঙ্গোটি। ঈষৎ খর্বকায়, তবে বলিষ্ঠ গড়ন ... কর্সিকান। জন্ম ক্যাল্ভি শহরে। আঠারো বছর বয়সে ফ্রান্সের পক্ষ হয়ে আলজিরিয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। সেখানেই ওর সৈনিক জীবনের প্রথম হাতেখড়ি। কিন্তু সামরিক নিয়মানুবর্তিতা ... পালনে ওর বিশেষ সুনাম ছিলো। ল্যাঙ্গোটির বয়স যখন একুশ, তখন ফ্রান্সের এই যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতির প্রশ্নে একশ্রেণীর পেশাদার সৈনিকের মনে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠতে ... ক্রমে তারা গোপনে এক বিদ্রোহী দল গড়ে তোলে। ল্যাঙ্গোটিও এই দলের সঙ্গে ভিড়ে যায়। কিন্তু তাদের এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়। এরপর দীর্ঘ তিন বছর ল্যাঙ্গোটি সরকারের ... ধুলো দিয়ে

পালিয়ে বেড়ায়। অবশেষে ফরাসী পুলিশবাহিনীব হাতে ধরা পড়ে। পরেব চাব বছর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয় ওকে। জেল থেকে বেরিয়েই ও সোজা আফ্রিকায় পাড়ি জমায়। একটা ব্যাপারে ওর বেশ নামডাক আছে। ডান হাতেব মুঠোয় একটা ছ ইঞ্চির ছুরি থাকলে ও একেবারে দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। তখন আর সহজে ওকে কাযদা কবা যায না।

ল্যাঙ্গোর্টি আর শ্যাননের মাঝখানে কোনরকমে যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলো তার নাম কার্ট সেমলার। জাতিতে জার্মান। সেমলারই এই দলের সবচেয়ে প্রবীণতম সদস্য। বযস চল্লিশ। ১৯৩০ সালে মুনিখে এর জন্ম, বিশ্বত্রাস হিটলাব এখন জার্মানীব সর্বময় অধিকর্তা। অতীতে আফ্রিকার ভাড়াটে সৈন্যরা তাদের সামরিক [illegible] প্রতীক যে মডার মাথাব খুলি ও যুগল হাড়ের চিহ্ন ব্যবহাব করতো, সেই পরিকল্পনার উদ্ভাবকও এই কার্ট সেমলার। এ ছাড়া তাব আরও অনেক লোমহর্ষক কীর্তিকাহিনী আফ্রিকাব বিভিন্ন প্রদেশে ইতস্তত ছড়িযে আছে। শ্যাননই খুঁজে পেতে এহেন রত্নটিকে উদ্ধার করে। বিশেষত আফ্রিকার বনজঙ্গল সম্পর্কে সেমলারেব অভিজ্ঞতা খুবই গভীর এবং ব্যাপক

ভোর হতে আর মাত্র দু ঘন্টা বাকি। বৃদ্ধ বাজপাখিব মতো ক্লান্ত ডানায় ভব দিয়ে ঝরঝরে ডিসি- ৪ মাটির বুকে নেমে আসছে। নিচে লিবাবভিলার সমতল বিমানবন্দব গভীর ঘুমে অচেতন। দুর্বল অসহায় শিশুদেব করুণ কোলাহল ছাপিয়ে একটা মিষ্টি মধুব সুরেব ঝঙ্কাব সচকিত করে তুললো সকলকে। ল্যাভার্টোবব দরজায হেলান দিয়ে দুচোখ বুঁজে আপন মনে শিস দিচ্ছে শ্যানন। শ্যাননের এই বিশেষ মুডের সম্পর্কে ওব সঙ্গীরা সকলেই সচেতন। ও যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে সক্রিয় অংশ নিতে যায, অথবা দুরূহ কর্তব্য শেষ কবে ফেরার পথ ধরে, তখনই ওর ঠোঁটের ফাঁকে এই সুব ফুটে ওঠে। এ সুবেব নামঃ স্প্যানিশ হর্লেম।

বিমানবন্দরেব মাথার এপব চক্কব দেবাব সময়েই নিচে কনট্রোল রুমেব সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করছিলো ভন ক্লীফ। ডিসি ৪ এব চাকা মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সামনের সডক বেয়ে একটা মিলিটারী [illegible] এগিয়ে এলো তাব দিকে। জীপের মধ্যে ফরাসী সামরিক বাহিনীব দুজন তরুণ অফিসার বিমানেব পেছন দিকে সহকারি পাইলটের কেবিনের দরজাটাও এবাব খুলে গেলো। একটা সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো সেখান থেকে। অফিসারদের একজন জীপ থেকে নেমে এসে দ্রুতপায়ে সিঁড়ির দিকে এগোলো। ভেতরের কেবিনে উঁকি দিতেই একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধে কুঁচকে গেলো তার নাকটা। এই সমস্ত হাড়-জিরজিরে শিশুর দল যেন জ্বালিয়ে দিলো চারদিকে। অনিবার্যভাবে অফিসারের দৃষ্টি এবার শ্যাননের দলটাব ওপর গিয়ে পড়লো। অফিসার ইঙ্গিতে নেমে আসবাব আহ্বান জানালো তাদের। ভন ক্লীফেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভদ্রলোকেব পেছন পেছন একে একে নেমে এলো তারা।

টিনের ছাউনি দেওয়া একটা মেটে ঘবেব মধ্যে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো সকলকে। অফিসার ভদ্রলোক তাদের সেখানে বসিয়ে রেখে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তারপব বহুক্ষণ আর কারুব কোন পাত্তা পাওয়া গেলো না। বিমানবন্দরের জনকয়েক তরুণ কর্মচারী অবশ্য জানলা দিয়ে ভেতরেব দিকে উকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করছিলো, কারণ শ্যাননের এই দলটার সম্পর্কে অনেকেব কৌতূহলই অপরিসীম। সাধারণের কাছে ওরা 'আফ্রিকার আতঙ্ক' নামেই সুপরিচিত।

অবশেষে এক ঘন্টা বাদে সিনিয়র অফিসার লা ব্রাস দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একমাত্র কার্ট সেলার ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ পরিচয় ছিলো না। তবে বিগত মহাযুদ্ধে এই সামরিক অফিসারের নানাবিধ দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপের সঙ্গে প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর পরিচিত।

একে একে সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে করমর্দন করলেন লা ব্রাস। সেমলারের সঙ্গে তাঁর কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তাও হলো। অবশেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করে দেবো। পরিধেয় পোশাক-আশাকও আপনাদের সঙ্গে করে আনতে পারেননি। তারও বন্দোবস্ত করা হবে। কিন্তু আপাতত কয়েকদিন আপনারা নিজেদের ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও বেরুতে পারবেন না। নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। অসংখ্য রিপোর্টার শহরের সর্বত্র ঘোরাঘুরি করছে, তারা যেন আপনাদের কারুর সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না করতে পারে। আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, একটু সুযোগ করতে পারলেই সদলবলে আপনাদের ইউরোপে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

আরও ঘন্টাখানেক বাদে চারিদিক বন্ধ একটা সরকারী ভ্যান গাম্বা হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলো তাদের। হোটেলের পেছনের দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকলো তারা। একবারে ওপরতলার পাঁচখানা ঘর নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিলো ওদের জন্য। বিমানবন্দর থেকে হোটেলের দূরত্ব পাঁচশো গজের বেশি নয়। জায়গাটা শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। বিমানবন্দরের যে তরুণ অফিসার তাদের পৌঁছে দিতে এসেছিলো, সে জানালো, লাঞ্চ-ডিনার বা ব্রেকফাস্ট সমস্তই ওদের ঘরের মধ্যে পরিবেশন করা হবে। পুনরায় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন ঘর ছেড়ে না বেরোয়। কিছু পরে তোয়ালে, ক্ষুর, সাবান, টুথপেস্ট ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্রও ঘরে পৌঁছে দেওয়া হলো। কফি ও স্যাণ্ডুইচ সহযোগে ব্রেকফাস্টের পর কৃতজ্ঞচিত্তে বাথরুমে ঢুকলো সকলে। ছ মাসের মধ্যে এই প্রথম সাবান মেখে স্নানের সুযোগ পাওয়া গেছে। দুপুরের দিকে সেনাবিভাগের নাপিত এসে চুল ছেঁটে দিয়ে গেলো প্রত্যেকের। টানা চারটে সপ্তাহ শ্যানন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা হোটেলের ওপরতলায় একরকম গৃহবন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিলো। দিনভোর শুয়ে-বসে আর ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে সুদীর্ঘ সময় যেন কাটতে চায় না। তাদের সাক্ষাৎ পাবার প্রত্যাশায় রিপোর্টারদের মধ্যেও প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না, তবে সরকারের সদাসতর্ক দৃষ্টির বেড়া টপকে কেউ-ই তেমন সুবিধে করতে পারেনি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা লা ব্রাসের অধীনস্থ এক ফরাসী ক্যাপ্টেন বিনা নোটিশেই হাজির হলো তাদের সামনে। তার চোখে মুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

'আপনাদের জন্য একটা সুখবর আছে। আজ রাতে এয়ার-আফ্রিকার ফ্লাইটে আপনারা প্যারিস রওনা হচ্ছেন। এগারোটা তিরিশে প্লেন ছাড়বে।'

খবরটা শুনে সকলেই রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। লা ব্রাসের আতিথেয়তায় যদিও কোন ত্রুটি ছিলো না, কিন্তু এই একটানা নজরবন্দী জীবন একবারেই অসহ্য।

প্যারিসে পৌঁছতে সাকুল্যে দশ ঘন্টা সময় নিলো প্লেনটা। পথের মাঝে শুধু দু জায়গায় খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়েছিলো। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি কুয়াশা ঢাকা স্যাঁতসেঁতে এক সকালে লাবুর্গ

বিমানবন্দরের উন্মুক্ত বিশাল চত্বরে একে একে নেমে এলো পাঁচজন। দীর্ঘ সুখেদুঃখে পাশাপাশি অবস্থানের পর এখন আবার পাঁচজন পাঁচ দিকে ছিটকে পড়বে।

বিমানবন্দরের লাউঞ্জে বসে মৃদুকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো ওরা।

'আমরা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবো!' অবশেষে প্রস্তাব দিলো দুপ্রী। 'যদি আবার কখনও কারুর কাছে এমন কোন কাজের সুযোগ আসে যাতে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন, তাহলে যেন সকলেই সে কথা জানতে পারি।'

অবশ্য এ বিষয়ে শ্যাননের ওপরই তাদের আস্থা সবচেয়ে বেশি। কারণ শ্যানন তাদের দলপতি। এ ধরনের কোন প্রস্তাব এলে শ্যাননের কাছেই আগে আসবে।

লিভারভিলার ফরাসী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবেই গোপনীয়তা বজায় রেখেছিলেন। ওদের প্যারিসে পৌঁছবার খবর কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। তাই বিমানবন্দরের কৌতূহলী রিপোর্টারদের কোন ভিড় ছিলো না। কিন্তু একজনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি। কোন্ ফ্লাইটে কটার সময় শ্যানন সদলবলে লা বুর্গে এসে পৌঁছবে সে খবর আগেই তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো।

সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতেই ঠিক মুখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো শ্যাননকে। কে যেন ডেকে উঠলো তার নাম ধরে। 'শ্যানন।'

সেই জল গম্ভীর সম্বোধনে প্রীতির কোন রেশ ছিলো না, বিদ্বেষের বিষই যেন ভরা ছিলো তার মধ্যে। শ্যানন ঘুরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের মুখোমুখি হলো। তার দু চোখের মূল তারায় অকপট বিস্ময়।

'রাউক্স?'

'হ্যাঁ, আমি।' মৃদুমন্দ মাথা নাড়লো আগন্তুক। 'তাহলে তোমার...., শেষ পর্যন্ত ফিরে এলে!'

শ্যাননও প্রশ্নের জবাব দেবার কোন প্রয়োজনবোধ করলো না। অল্প থেমে পুনরায় মুখ খুললো আগন্তুক। 'এবং তোমরা হেরে গিয়েছিলে!'

'এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জয়ের কোন সম্ভাবনা ছিলো না।'

আগন্তুকের দু চোখে ব্যঙ্গের ঝিলিক শ্যাননের নজর এড়ালো না।

'তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যই সাতসকালে আমি এখানে হাজির হয়েছি। মনে রাখবে, সেটা তোমার ভালোর জন্যই।' আগন্তুক শ্যাননের চোখে চোখ রাখলো। 'এখন ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। এখানে বসে থেকে অযথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার পক্ষে সেটা খুবই অবিবেচনার কাজ হবে। আর তার ফলও ভুগতে হবে তোমাকে। প্যারিস হচ্ছে আমার শহর। এখানে যদি কোন কাজের সুযোগ আসে তবে সবার আগে আমিই তার খবর পাবো। সে বিষয়ে যা বিবেচনা করবার, আমিই সব করবো। সঙ্গী নির্বাচন থেকে অভিযান পরিচালনা, সমস্তই আমার মর্জি মাফিক ঘটবে।'

শ্যানন আর দাঁড়ালো না। রাউক্সের কথারও কোন উত্তর দিলো না। ওর সারা মুখটা প্রচণ্ড ক্রোধে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। দৃঢ় পায়ে শ্যানন এবার ট্যাক্সির দিকে এগুলো।

'শোন, শ্যানন, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি...'

ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার আগে শেষবারের মতো শ্যানন ফিরে দাঁড়ালো। 'তাহলে আমার বক্তব্যটাও তুমি শুনে নাও, রাউক্স! যতদিন আমার ইচ্ছে ততদিন আমি এই প্যারিসেই বাস করবো। কঙ্গোতে তোমার কর্মপদ্ধতি আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি। তোমার সম্পর্কে এখনও

আমার সেই ধারণাই অটুট আছে। অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু ভেবে বোসো না!'

রাউক্সের দোলালো মুখের ওপর পেট্রোলের ধোঁয়া ছেড়ে ট্যাক্সিটা বিপরীত দিকে ছুটে চললো। সাপের মতো পিঙ্গল দুটো চোখ মেলে শ্যাননের চলে যাওয়া পথের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রাউক্স।

'একদিন আমি ওই জারজ শয়তানটাকে নিজের হাতে খুন করবো।' গাড়িতে ফিরে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে দিতে রাউক্স আপন মনে বিড়বিড় করলো, কিন্তু শ্যাননের মৃত্যুচিন্তাও তার মনকে খুব একটা উৎফুল্ল করে তুলতে পারলো না।

স্ফটিক পাহাড়

তাঁবুর মধ্যে মশারির নিচে বসে আফ্রিকার এই শ্বাপদসংকুল জঙ্গলকে মনে মনে অভিসম্পাত দিলো জ্যাক মার্লোনে। কেন যে ও আবার এই পোড়া দেশে ফিরে এলো, সিগারেটে টান দিতে দিতে সে কথাটাও চিন্তা করলো একবার। ওর চিন্তার মধ্যে যদি আন্তরিকতার ছোঁওয়া থাকতো তাহলে বুঝতে পারতো, বনজঙ্গলে ঘেরা এই পোড়া দেশটা ছাড়া ওর আর কোন চুলোয় যাবার জায়গা ছিলো না। শহর সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান লণ্ডনে তো নয়ই, এমন কি গ্রেট বৃটেনের অন্য কোন জায়গাতেও টিকতে পারতো কিনা সন্দেহ। সভ্য জগতের আইনকানুন বা বিধিনিষেধ ওর রক্তের সঙ্গে একবারেই খাপ খায় না। আফ্রিকার এই প্যাঁচপেচে গরম, এখানকার ম্যালেরিয়া, বিষাক্ত পোকামাকড় এবং হুইস্কি তার তুলনায় অনেক বেশি শ্রেয়।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে পঁচিশ বছর ইংলণ্ডে থেকে সমুদ্রপাড়ি দিয়ে জ্যাক মার্লোনে এই আফ্রিকায় হাজির হয়েছিলো। তার আগে পাঁচ বছর ও রয়েল এয়ার ফোর্সে ফিটারের কাজ করতো। কে যেন ওকে বলেছিলো, ভাগ্য ফেরাবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো আফ্রিকা। সেখানে গেলে ফকিরও রাতারাতি বাদশা বনে যায়। কথাটা ওর মনে ধরেছিলো। তাই একদিন বাঁধা মাইনের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে লণ্ডন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাগামী এক জাহাজে চেপে বসলো।

এখানে এসে ও ভাগ্য ফেরাতে পারেনি, তবে দীর্ঘদিন পরিভ্রমণের পর নাইজিরিয়া থেকে আশি মাইল দূরে ছোট্ট একটা টিনের খনির সন্ধান পেলো। তখন মালয়ে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা চলার ফলে টিনটা বেশ দুর্মূল্য সামগ্রী হিসেবেই বিবেচিত হতো। নিজের খনিতে অন্যান্য ভাড়াটে কুলি-কামিনদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতো মার্লোনে। এ ব্যাপারে ওর কোন চক্ষুলজ্জা ছিলো না। স্থানীয় ইংলিস ক্লাবের ইউরোপীয়ান মহিলাদের কাছে এটা বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকতো। তারা ভাবতো লোকটা পুরোপুরি নেটিভ বনে গেছে। একজন ইংরেজের এ ধরনের আচরণ সমগ্র জাতির পক্ষেই লজ্জাকর। মার্লোনে কোন অভিযোগই গ্রাহ্যের মধ্যে আনতো না। আফ্রিকানদের বহুবিচিত্র জীবনধারাই ওর বেশি ভালো লাগতো। ষাট সালের মাঝামাঝি ওর খনিতে যখন টিনের সঞ্চয় ফুরিয়ে এলো তখন বাধ্য হয়েই পাশের একটা বড় খনিতে শ্রমিক-সর্দারের চাকরি নিতে হলো ওকে। কোম্পানিটার নাম ম্যানসন কনসলিডেটেড, সংক্ষেপে ম্যাককন। দু বছর বাদে সেখানকার টিনের সঞ্চয়ও নিঃশেষিত হয়ে গেলো, অবশ্য ততদিনে ম্যানসনের কোম্পানিতে মার্লোনের চাকরি পাকা হয়ে গেছে।

মার্লোনের বয়স এখন পঞ্চাশ, তবে ওর কর্মদক্ষতা বা দৈহিক শক্তি এতটুকুও টসকায়নি। পাঁচজনের কাছে ও নিজের পরিচয় দেয় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, যদিও মাইনিং বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষাগত কোন ডিগ্রি ওর নেই। কিন্তু ওর যা আছে ইউনিভার্সিটির কোন ডিগ্রিই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। সেটা হচ্ছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর হাতেনাতে কাজ করবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ম্যানসনের কোম্পানিতে চাকরির নেবার পর ওকে আফ্রিকার অনেক দুর্গম এলাকায় একা একা ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এবং এই জীবনই ওর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এর ফলে কাজের মধ্যে নিজের কর্তৃত্ব পুরোদস্তুর বজায় থাকে।

বর্তমানে মার্লোনের ওপর যে কাজের ভার অর্পণ করা হয়েছে সেটাও এই একই ধরনের। বিগত তিন মাস ধরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে জনবিরল স্ফটিক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু খাটিয়ে পড়ে আছে ও। বিশেষভাবে কোন জায়গায় পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ কেন্দ্রীভূত করতে হবে সে বিষয়েও পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া আছে ওকে। স্ফটিক পাহাড় ও তার সংলগ্ন অঞ্চলই আপাতত ওর কর্মক্ষেত্রের চৌহদ্দি।

যদিও বিশেষ একটা পাহাড়কেই স্ফটিক পাহাড় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তবে স্ফটিক পাহাড় বলতে কোন নির্দিষ্ট পাহাড়কে বোঝায় না। স্ফটিক পাহাড় আসলে একটা পর্বতশ্রেণী, ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়ের সমষ্টি। চল্লিশ বছর আগে এক বিদেশী ধর্মপ্রচারক একাকী ঘুরতে ঘুরতে এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায় এসে পড়েন। আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে তিনি দেখেন ছোট বড় নানান পাহাড়ের মধ্যে একটার শিখর সূর্যের আলোয় অসম্ভব রকম চকচক করছে। তিনি এর নাম দেন স্ফটিক পাহাড়। তাঁর ডায়রিতেও ঘটনাটা টুকে রাখেন। দুদিন বাদে স্থানীয় আদিবাসীরা তাঁকে ধরে খেয়ে ফেলে, শুধু তাঁর ডায়রিটাই অক্ষত থেকে যায়। বছরখানেক বাদে একদল ইউরোপীয়ান সৈন্য এই ডায়রিটা উদ্ধার করে। সেই থেকে এ অঞ্চলের নাম হয় স্ফটিক পাহাড়। এই স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের নমুনা সংগ্রহ করতেই টানা তিনটে মাস কেটে গেলো মার্লোনের। এমনকি স্থানীয় ম্যাপেও সব পাহাড়ের হদিশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মার্লোনে অবশ্য কোন পাহাড়ই বাদ দেয়নি। স্ফটিক পাহাড় ও তার সংলগ্ন সমস্ত অঞ্চলই নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছে। প্রতিটি অঞ্চল থেকেই ব্যাপকভাবে নমুনা সংগ্রহ করে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরেছে। এই সংগ্রহের মোট পরিমাণ প্রায় টন দুয়েকের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে। এদিককার সব কাজ আপাতত শেষ। এখন শুধু আগামী প্রভাতের প্রতীক্ষা। এই বিপুল পরিমাণ বালি মাটি, ও পাথরের নমুনা লরি বোঝাই করে নিকটবর্তী বন্দরে নিয়ে যেতে হবে। এই পর্বতশ্রেণীর পেছনে আদিবাসীদের যে সম্প্রদায় বাস করে তার নাম বিন্দু। বিন্দুর দলপতিকে আগে থেকেই অর্থ দিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছে মার্লোনে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দলবদল নিয়ে মার্লোনের তাঁবুতে চলে আসবে। সংগৃহীত নমুনার বস্তাগুলো তারাই মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে লরির ওপর তুলে দেবে। মাইলখানেক দূরে রাস্তার ওপর দাঁড় করানো আছে তার লরিটা। তবে সেটা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা সন্দেহ। যদি সেদিক থেকে কোন বিপদ না ঘটে তাহলেও রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছতে পুরো তিনদিন সময় লাগবে তার। তারপর নমুনার বস্তাগুলো লণ্ডনগামী জাহাজে তুলে দেবার পর তবেই ওর ছুটি। অবশ্য তখনই তখনই ছুটি হয়ে যায় না। লণ্ডনের

কোম্পানির হেড অফিসে কেবল্ পাঠাবার পর দু-চারদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। কোম্পানির ভাড়া-করা জাহাজ এসে বস্তা সমেত মার্লোনেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

ওর এবারের সংগৃহীত নমুনায় টিনের অংশ যে নিহিত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পরিমাণটা কতখানি সেটাই আসল প্রশ্ন। টিনের ভাগ শতকরা কতখানি মিশ্রিত থাকলে উদ্যোগ-আয়োজনের সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে তার থেকে মুনাফা লোটা সম্ভব, কোম্পানির মাইনে-করা অর্থনীতিবিদরাই সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের নিক্তিতেই এখানে সব কিছুর যাচাই হয়ে যায়। চিবকাল ধরে সেই প্রথাই চলে আসছে।

মার্লোনে লণ্ডনে পৌঁছবার তিন সপ্তাহ পরে, ম্যানসন কনসলিডেটেড মাইনিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান জেমস ম্যানসন লণ্ডনে তাঁর কোম্পানির হেডকোয়ার্টারে, নিজের আলাদা চেম্বারে বসে আপন মনে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছিলেন। সামনে সুদৃশ্য টেবিলের ওপর কয়েক পাতার টাইপকরা রিপোর্ট পড়ে আছে। সেইদিকে আর একবার আড়চোখে চেয়ে গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। তাঁর গলা চিরে দুটো অস্ফুট শব্দ উঠে এলো, 'ওঃ ক্রাইস্ট!'

কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না।

ধীরে ধীরে আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে ম্যানসন নরম কার্পেটের ওপর দিয়ে দক্ষিণের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দশতলার এই জানলার সামনে দাঁড়ালে গোটা লণ্ডনটাই যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে। কত অসংখ্য মানুষ কত অসংখ্য আশা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে। তবে জীবন সম্পর্কে স্যার ম্যানসনেব ধারণা খুব স্পষ্ট এবং বস্তুবাদী। তিনি জানেন এই শহরটা জঙ্গলেরই সমগোত্রীয়, এবং এর মধ্যে যে সমস্ত চিতাবাঘ নিঃসাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনিও তাদেরই একজন। লুণ্ঠনের কায়দাকানুন সমস্তই তাঁর জানা, এটা যেন জন্মসূত্রেই তাঁর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে। প্রথম থেকেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, মানুষের সমাজে এমন কিছু আইন প্রচলিত আছে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সামনে যে সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধাশীল হওযা উচিত। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলো নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেও কিছু যায় আসে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই সেখানে প্রধান কথা। রাজনীতিতে সাফল্যের মূলমন্ত্র হচ্ছে, কেউ যেন তোমার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে না পারে। এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা রপ্ত থাকার ফলেই সরকারীভাবে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এর প্রস্তাবক ছিলো কনজারভেটিভ পার্টি। ব্যবসাজগতে ম্যানসনের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে সরকারের কাছে তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেবার জন্য প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব আনার পেছনে প্রকৃত কাবণ হচ্ছে ম্যানসন গোপনে পার্টির নির্বাচন তহবিলে প্রচুর অর্থ চাঁদা দিয়েছিলেন। উইলসন সরকারও এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কারণ সরকারের নাইজিরিয়া সংক্রান্ত নীতিতে ম্যানসনেব সমর্থন ছিলো। এই ধবণের বাস্তব বুদ্ধির সাথক প্রয়োগেই তিনি আজ বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। নিজের তৈরি মাইনিং কোম্পানির মাত্র সিকি অংশের তিনি আশীদার, কিন্তু তাঁর বার্ষিক আয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

ম্যানসনের বয়স এখন একষট্টি। ঈষৎ খর্বাকৃতি কিন্তু সুস্থ সবল চেহারা, অনেকটা প্যাটন ট্যাঙ্কের মতো। অন্তর্নিহিত শক্তি যেন দেহের বাঁধন ছাপিয়ে উপচে উঠছে। মুখের ওপর এক ধরনের ক্রূর রুক্ষতার ছাপ, মেয়েরা যার আকর্ষণ অনুভব করে, আর সমগোত্রীয় প্রতিযোগীরা ভয় পেয়ে দূরে সরে যায়। সর্বসমক্ষে ম্যানসন এমন একটা ভাব দেখান যাতে মনে হয় ব্যবসা

এবং রাজনীতি—এই উভয় জগতের প্রতিই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু মনে মনে তিনি খুব ভালোই জানেন, সর্বপ্রকার নীতিবর্জিত ব্যক্তিরাই এই দুই জায়গায় আসর জাঁকিয়ে বসে থাকেন। ম্যানসন মাইনিং কোম্পানির পরিচালক সংস্থার মধ্যেও তিনি কনজারভেটিভ পার্টির দুজন প্রাক্তন মন্ত্রীকে পুষে রেখেছেন। তাঁরা ডিরেকটরদের জন্যে নির্দিষ্ট মাস মাহিনা ছাড়াও বাঁ হাতের মোটা রকমের কিছু উপরি নিতে খুব একটা কুণ্ঠিত হন না। এঁদের একজনের একটা বিশেষ চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কেও ম্যানসন সবিশেষ অবহিত। ইনি খানসামার পোশাকে সজ্জিত হয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে এক সঙ্গে গুটি তিন-চার অল্পবয়সী বেশ্যা ছুঁড়ি নিয়ে কেলি করতে ভালোবাসেন। এটাই নাকি তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান উপকরণ। এই দুজনকে হাতে রাখার ফলে ব্যক্তিগতভাবে ম্যানসন নিজেও অনেক উপকৃত। জনসাধারণের কাছে এঁরা রীতিমতো শ্রদ্ধার পাত্র, তার ফলে মাইনিং কোম্পানির সুনামও অসম্ভব বেড়ে গেছে। ম্যানসন নিজে এই কোম্পানির চেয়ারম্যান, সেই সূত্রে তিনিও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

যদিও চিরটাকাল তাঁর এমন বাড়বাড়ন্ত ছিলো না। সেইজন্যেই আশেপাশের আর পাঁচজন ভদ্রলোকের অতীত ইতিবৃত্ত সম্পর্কে খুবই আগ্রহ বোধ করতো, কিন্তু এক জায়গায় এসে সকলকেই থমকে দাঁড়াতে হয়। ম্যানসনের প্রথম জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই এ পর্যন্ত জানতে পারা গেছে, এবং অপরের কৌতূহল নিবৃত্ত করবার ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। তবে তিনি যে রোডেশিয়ার এক ট্রেন-ড্রাইভারের ছেলে, তাঁর ছেলেবেলাটা উত্তর রোডেশিয়া —বর্তমানে জাম্বিয়ার তামার খনি পরিবেষ্টিত অঞ্চলেই কেটেছে, সেকথা তিনি নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় তামার খনির সামান্য এক শ্রমিক হিসাবে, সেখান থেকেই তিনি তাঁর ভাগ্য ফেরান। তবে কি উপায়ে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, সে বিষয় কাউকে কোনদিন বিন্দুমাত্র আভাস দেননি।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, সামান্য কর্মচারী হিসেবেই তিনি খনিকের কাজে যোগ দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে কুড়ি বছর বয়সের আগেই চাকরিতে ইস্তফা দেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মাটির নিচে রক্ত জল করে যারা খেটে মরে তারা কোনদিন ভাগ্যের চাকা ফেরাতে পারে না। ডলার ছড়িয়ে থাকে মাটির ওপর, শুধু সেটা খুঁটে তোলবার উপায় জানতে হয়। তামার শেয়ারে যারা টাকা লগ্নী করে তাদের এক সপ্তাহের আয় একজন শ্রমিকের সারা জীবনের মজুরি থেকে অনেক বেশি।

চাকরিতে ইস্তফা দেবার পর তরুণ ম্যানসন প্রথমে র‍্যাণ্ড অঞ্চলে শেয়ারের দালালি শুরু করেন। এই সময় কিছু চোরাই হীরেও তাঁর মারফৎ হাত বদল হয়। লোভের ফাঁদ পেতে বোকাসোকা লোকের মাথায় টুপি পরাতে তাঁর জুড়ি ছিলো না। এখান থেকেই তাঁর জয়যাত্রার প্রথম সূত্রপাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে চলে আসেন। বৃটেন তখন তামার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বাজারে তার পণ্যসামগ্রীও মার খাচ্ছে দারুণভাবে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তেই ম্যানসন সর্বপ্রথম তাঁর মাইনিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলেন। সেটা হচ্ছে উনিশশো আটচল্লিশ সাল। দু বছরের মধ্যে জনসাধারণের কাছেও তার শেয়ার বিক্রি শুরু হয় এবং বিগত পনেরো বছরে সমগ্র বিশ্বেই তার চাহিদা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আফ্রিকার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেও পটপরিবর্তনের ধূম লেগে গেছে। উপনিবেশগুলো

একে একে স্বাধীন হয়ে উঠছে। শহরের বড় ব্যবসায়ীরা অবশ্য প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্যে মনে মনে হা-হুতাশ করে, ম্যানসন কিন্তু হাওয়ার গতি ঠিকমতো বুঝে নিয়েছিলেন। ক্ষমতা লিপ্সু আফ্রিকান রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিলো। তিনি জানতেন ওরা কি চায়। ম্যানসনের চাহিদার কথাটাও ওদের কাছে অজ্ঞাত ছিলো না। উভয়ের এই মিলন যেন রাজযোটক। আফ্রিকান নেতাদের সুইস ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউণ্টে নিয়মিত মোটা অঙ্ক জমা হতে লাগলো। তার ফলে ম্যানসন কনসলিডেটও প্রায় অবাধে আদিম আফ্রিকার বুক থেকে কালো মাটি খুঁড়ে নেবার অধিকার পেলো। সে মাটির পরতে পরতে পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ লুকনো। ম্যানসনও দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে উঠলো।

ম্যানসন ছাড়াও স্যার জেমসের আরও বহু আয়ের পথ খোলা ছিলো। বিভিন্ন উপায়ে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে সম্পদ আহরণ করতেন। শেষতমটি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার এক নিকেল কোম্পানিতে মূলধন বিনিয়োগ। কোম্পানিটির নাম পসাইডন। উনসত্তরের গ্রীষ্মকালে বাজারে এই কোম্পানির শেয়ারের দর ছিলো ইউনিট প্রতি চার শিলিং। ম্যানসন কানাঘুষায় খবর পেলেন এই কোম্পানির সমীক্ষক গোষ্ঠী পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার এক জনবিরল অঞ্চলে গোপন সম্পদ খুঁজে পেয়েছে। সঙ্গেসঙ্গে তিনিও কপাল ঠুকে মোটা রকমের ঝুঁকি নিয়ে বসলেন। তাঁর কাছে সংবাদ এসেছিলো, অপর্যাপ্ত নিকেল আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্বের বাজারে নিকেলের যোগান যদিও কিছু কম নেই, কিন্তু সেই জোরে ফাটকাবাজদের নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। তাদের হাতে পড়েই হুহু করে শেয়ারের মূল্য বেড়ে চলে, এবং খুবই অবিশ্বাস্যভাবে। এর মধ্যে বিনিয়োগকারীদের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

ম্যানসন তাঁর সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়। জুরিখের এক অখ্যাত রাস্তার ওপর এই ব্যাঙ্কের অবস্থান। প্রবেশপথের এক পাশে দেওয়ালের গায়ে ভিজিটিং কার্ডের সমতুল ছোট্ট একটা গোল্ড প্লেটে জুইংলি ব্যাঙ্কের নাম লেখা আছে। ভালো করে না দেখলে নজর এড়িয়ে যায়। এইটুকুই শুধু এর অস্তিত্বের ঘোষণা। সুইজারল্যাণ্ডে শেয়ার কেনা-বেচার জন্যে নির্দিষ্ট কোন দালাল নেই। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলোই বিনিয়োগের ব্যাপারটা দেখাশুনা করে। তাঁর নামে পাঁচ হাজার পসাইডন শেয়ার কিনে রাখবার জন্য জুইংলি ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ মার্টিন স্টেনহফারকে নির্দেশ দিলেন ম্যানসন। স্টেনহফার সঙ্গে সঙ্গে জুইংলির তরফ থেকে লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান জোসেফ সেব্যাগ অ্যাণ্ড কোং-এর কাছে পাঁচ হাজার পসাইডন শেয়ারের অর্ডার পাঠালেন। লেনদেনের কাজ যখন সুসম্পন্ন হলো তখন প্রতিটি শেয়ারের দর ছিলো সাকুল্যে পাঁচ শিলিং।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি অস্ট্রেলিয়ান নিকেলের খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো ভূগর্ভস্থ নিকেলের মোট পরিমাণ সম্পর্কে নানা রকম অলীক জল্পনা-কল্পনা। শেয়ারেরও দর চড়তে শুরু করলো তীব্রগতিতে। পাঁচ শিলিংয়ের শেয়ার যখন পঞ্চাশ পাউণ্ডে গিয়ে ঠেকলো তখনই ম্যানসন তাঁর অংশটা বিক্রি করে দেবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু বাজারের অবস্থা দেখে আরও কয়েকদিন ধরে রাখলেন। তাঁর ধারণা হলো পসাইডন-এর দর লাফিয়ে লাফিয়ে একশো পনেরোয় গিয়ে পৌঁছবে। তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। সুইস ব্যাঙ্কও যথাযথভাবে সে নির্দেশ পালন করলো। গড়ে একশো তিন পাউণ্ডে সমস্ত শেয়ার বিক্রি হয়ে

গেলো ম্যানসনের। শেষ অবধি এব বাজারদব একশো কুড়ি স্পর্শ করেছিলো, কিন্তু এই বাড়তি কুড়ি পাউণ্ডের জন্য ম্যানসনের কোন ক্ষোভ ছিলো না। জনসাধারণের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি জাগ্রত হবার পর শেয়ারের দরও রাতারাতি পড়তে শুরু করলো। অবশেষে দশ পাউণ্ডে এসে সেটা স্থিতি হলো। কিন্তু এই ফাঁকেই যাবতীয় খরচ-খরচা বাদ দিয়ে মোট পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড তিনি কামিয়ে নিয়েছেন। কাকপক্ষীতেও সে কথা জানতে পারলো না। এই ফালতু আয়ের জন্য কোন ট্যাক্সও গুনতে হলো না তাঁকে। এ জাতীয় বিশেষ গুণের জন্যই বিশ্ব জুড়ে সুইস ব্যাঙ্কেব এত নামডাক।

জানলা থেকে সরে এসে স্যার জেমস ম্যানসন অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক পাক। বারে বারেই তাঁর উৎকণ্ঠিত চোখের দৃষ্টি সামনের বড় গোল টেবিলটার দিকে ছুটে যাচ্ছে। কেবলমাত্র তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে রিপোর্টের নিচে ম্যানসন মাইনিং কোম্পানির গবেষণা বিভাগের প্রধান ডঃ গর্ডন চামার্সের স্বাক্ষর। গবেষণাগারটা লণ্ডন শহর থেকে সামান্য কিছু দূরে। তিন হপ্তা আগে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের যে নমুনা মার্লোনে সংগ্রহ করেছিলো, সে সম্পর্কেই এই রিপোর্ট।

ডঃ চামার্স অযথা কোন বাগবিস্তার করেননি। রিপোর্টের বয়ান খুবই সংক্ষিপ্ত, যদিও অল্প কথায় মূল বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্লোনে এমন একটা পাহাড়েব সন্ধান এনেছে উচ্চতায় সেটা আঠারো শো ফুট, এবং দৈর্ঘ্যে হাজার গজের মতো। জাঙ্গাবোব পেছন দিকে অবস্থিত এই পাহাড় থেকে সংগৃহীত নমুনায় নিকেলের ভাগ খুব সামান্যই আছে, তাও আবার খুব নিচু মানের নিকেল। তবে এব মধ্যে অপর্যাপ্তভাবে যা পাওযা গেছে তা প্ল্যাটিনাম। দক্ষিণ আফ্রিকার রাস্টেনবার্গই প্ল্যাটিনামে পৃথিবীব মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়। সেখানকার পাথরে প্ল্যাটিনামের ভাগ প্রতি টনে সিকি আউন্স। কিন্তু জাঙ্গাবো থেকে সংগৃহীত এই নমুনায় প্ল্যাটিনামের আনুপাতিক হার টন প্রতি পৌনে এক আউন্সেবও কিছু বেশি। ডঃ চামার্স শুধু এই বক্তব্যটুকুই তাঁর প্রেরিত রিপোর্টের মধ্যে বিনয় সহকারে তুলে ধরেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে সমস্ত খনিজ সম্ভার লুকিয়ে আছে তাদের উপযোগিতা এবং মূল্য সম্পর্কেও স্যার জেমসের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো। তিনি জানতেন প্ল্যাটিনাম পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় মূল্যবান ধাতব পদার্থ, আব এর বর্তমান বাজারদর এক আউন্স একশো তিবিশ ডলার। তাছাড়া বিশ্বের মানুষের কাছে এর চাহিদাও যে ক্রমশ বেড়ে যাবে সেই সত্যটাও তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিব সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পাবছেন। আগামী বছর দুয়েকের মধ্যেই এর দর দেড়শোয গিয়ে পৌঁছবে, এবং পাঁচ বছরের মধ্যে দুশো ধরে ফেলবে। অবশ্য আটষট্টি সালে প্ল্যাটিনাম একবাব তিনশোয গিয়ে ঠেখেছিলো, সেদিন আর কখনও ফিরে আসবে না। কারণ তিনশো ডলাব মূল্যটা খুবই হাস্যকর এবং অযৌক্তিক।

প্যাডেব একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের মনে কষতে বসলেন ম্যানসন। পাহাড়ের আয়তন দেখে অনুমান করে নেওয়া যায় তাব ওজন কমপক্ষে পাঁচশো মিলিয়ন টন। প্রতি টনে আধ আউন্স করে প্ল্যাটিনাম পাওয়া গেলেও তার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে দুশো পঞ্চাশ মিলিযন আউন্স। দুনিয়াব হাটে এই বাড়তি প্ল্যাটিনামের যোগান যদি এর মূল্যকে কমিয়ে নব্বুই ডলারে নিয়ে আসে, আব পাথর ছেনে প্ল্যাটিনাম খুঁটিয়ে তুলতে যদি সর্বমোট আউন্স প্রতি পঞ্চাশ ডলারও খরচ পড়ে, তাহলেও অবশিষ্ট থাকছে...

স্যার জেমস আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে নরম সুরে শিস দিতে শুরু করলেন।

'হায় ভগবান! দশ কোটি ডলারের একটা পাহাড়!'

দুই

অন্য সমস্ত ধাতুর মতো প্ল্যাটিনামেরও নিজস্ব একটা মূল্য আছে। দুটি মূল বিষয় এর পার্থিব মূল্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সে দুটো হচ্ছে, কোন কোন শিল্পে এর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা এবং বিশ্বের বাজারে এর যোগানের পরিমাণ। সমগ্র ধাতুর মধ্যে প্ল্যাটিনাম খুবই দুর্লভ বস্তু। এর বাৎসরিক উৎপাদন কমবেশি দেড় মিলিয়ন আউন্স। অবশ্য উৎপাদকরা মোট উৎপাদনের কিছু অংশ গোপনে মজুত করে রাখে সে হিসেব এর মধ্যে ধরা হয়নি।

সারা দুনিয়ায় যে প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায় তার শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ আসে দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা ও রাশিয়া থেকে। যদিও রাশিয়ায় এর উৎপাদনের পরিমাণ কতখানি সে সম্পর্কে সঠিক কোন হিসাব পাওয়া যায় না। বিনিয়োগকারীদের ভরসা দেবার জন্যেই অনেক সময় বাড়তি উৎপাদন গোপনে মজুত রাখা হয়। তার ফলে বাজারে এর মূল্যও মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। এ ব্যাপারে রাশিয়ার কর্তৃত্ব অনেকখানি।

বাৎসরিক দেড় মিলিযন আউন্সের মধ্যে রাশিয়া যোগান দেয় সাড়ে তিন লক্ষ আউন্স। ক্যানাডা থেকে পাওয়া যায় দু লক্ষ আউন্স। বাকি সাড়ে ন লক্ষ আউন্স আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। শিল্প-সংক্রান্ত প্রয়োজনে বৃটেনে যদি হঠাৎ এই প্ল্যাটিনামের চাহিদা বেড়ে যায় তবে ক্যানাডার পক্ষে সে চাহিদা পূরণ কবা সম্ভব হবে না। তাকে নির্ভর করতে হবে রাস্টেনবার্গের ওপর।

বিশ্বের বাজার সম্পর্কে মোটামুটি যারা ওয়াকিবহাল তাদের মতো ম্যানসনও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। যদিও ডঃ চামার্সের এই রিপোর্ট আসার আগে পর্যন্ত প্ল্যাটিনাম নিয়ে তিনি কখনও এমনভাবে চিন্তা ভাবনা করেননি। কিন্তু একজন ব্রেন-সার্জন যেমন শুধু মস্তিষ্কের অভ্যন্তর ভাগ নিয়েই পড়ে থাকেন না, মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান ও তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কেও তাঁকে অনেক কিছু জানতে হয়, তেমনি ম্যানসনও বাজারের হালচালের ওপর সতর্ক নজর রাখতেন। তিনি জানেন আমেরিকান ক্রোড়পতি চার্লি ইনজেলহার্ড, যিনি নিজিন্‌স্কি নামে রেসের ঘোড়ার মালিক হিসেবেও সমধিক প্রসিদ্ধ, সেই বিখ্যাত শিল্পপতি বেশ কিছুদিন যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রচুর পরিমাণ প্ল্যাটিনাম সংগ্রহ করে নিজের ভাঁড়ারে মজুত করছেন। তার একমাত্র কারণ সত্তর দশকের মাঝামাঝি আমেরিকায় যে বিপুল পরিমাণ প্ল্যাটিনামের দরকার পড়বে, ক্যানাডা তার যোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

মোটরগাড়ির গ্যাস-নির্গম পাইপে ব্যবহারের জন্যই এই বাড়তি প্ল্যাটিনামের প্রয়োজন। সত্তর দশকের শেষ দিকে এব চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যাট দশকের মাঝামাঝি থেকে দূষিত আবহাওয়া, বাসোপযোগী পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে আমেরিকান জনসাধারণের মনে নানা ধরনের প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। অথচ দশ বছর আগেও এ জাতীয় কোন সমস্যার কথা মানব সমাজে সম্পূর্ণ অশ্রুত ছিলো। এখন কিন্তু সকলেই এই নতুন সমস্যা নিয়ে ভীষণভাবে আলোচনা করছে। এমনকি রাজনীতিবিদদের কাছেও এটা একটা প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দারুণভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে সরকারকে। বিরোধী পক্ষের নেতাদের প্রধান বক্তব্য, দূষিত

আবহাওয়া ক্রমশই পরিবেশকে পঙ্কিল করে তুলছে। আশু এর প্রতিবিধান আবশ্যক। মিঃ রল্‌ফ নাদারকে ধন্যবাদ, তাঁর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু আধুনিক মোটরগাড়ি। এই আন্দোলন যে ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করবে সে বিষয়ে ম্যানসন নিশ্চিত। পঁচাত্তর-ছিয়াত্তরের মধ্যেই আমেরিকায় এমন কোন সরকারী আইন বলবৎ হবে যার ফলে প্রত্যেক নতুন মোটরগাড়ির গ্যাস-নির্গম নলের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের ফিল্টার বসানো বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াবে। সেই ফিল্টার পেট্রোলের দূষিত ধোঁয়াকে পরিশোধিত করে দেবে। আমেরিকায় এই আইন চালু হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে টোকিও, মাদ্রিদ বা রোমেও সেই নীতি অনুসৃত হবে। অন্তত এ বিষয়ে ম্যানসনের মনে কোন সন্দেহ নেই। তবে শহরের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াই সবচেয়ে গণ্যমান্য।

এই ফিল্টারের অন্যতম উপাদান প্ল্যাটিনাম। প্ল্যাটিনাম ছাড়া অন্য কোন ধাতুর সাহায্যে পরিশোধনের এই বিশেষ কাজটা সমাধা করা যাবে না, অন্ততপক্ষে গাড়ির ক্ষেত্রে সেটা কোনমতেই কার্যকরী হবে না। প্রতিটি ফিল্টারের এক আউন্সের দশভাগের এক ভাগ পরিমাণ প্ল্যাটিনামের আবশ্যক। আমেরিকায় এই আইন বলবৎ হলে সেখানে ওই বিশেষ ধাতুটির চাহিদা বছরে আরও দেড় মিলিয়ন আউন্স বেড়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান উৎপাদনকে দ্বিগুণ করতে পারলে তবেই সুষ্ঠুভাবে এই চাহিদার মোকাবিলা করা সম্ভব। কোথা থেকে যে এই বাড়তি প্ল্যাটিনাম পাওয়া যাবে সে বিষয়ে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। জেমস ম্যানসনের মাথায় একটা ধারণা উদয় হলো, তাঁর কাছ থেকেই আমেরিকানরা এটা কিনতে পারে। এই বিশাল চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে এর মূল্যের অঙ্কটাও ক্রমশ আরও মধুর হয়ে উঠবে।

তাঁর সামনে এখন একটা মাত্রই সমস্যা। তাঁকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি—একমাত্র তিনি-ই, এই স্ফটিক পাহাড়ের কুবেরের ভাণ্ডার পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে পারবেন। এখন প্রশ্ন ঃ কেমন করে, কোন্ উপায়ে?

নিয়মানুগ পদ্ধতি হচ্ছে জাঙ্গারোয় গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, চামার্সের রিপোর্টটা তাঁকে দেখানো, এবং তাঁর সঙ্গে খনিজ সম্পদ আহরণের অধিকার প্রসঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা। সেই সঙ্গে প্রজাপালক রাষ্ট্রপতির সুইস ব্যাঙ্কের গোপন তহবিলও নিয়মিত ফাঁপতে শুরু করবে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ সরল পন্থা।

কিন্তু ব্যাপারটা যথার্থই এত সহজভাবে মিটে যাবে কিনা সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। খবরটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লে পৃথিবীর অন্যান্য মাইনিং কোম্পানিগুলোও এই খনিজ সম্ভারের অধিকার অর্জনের সুযোগ খুঁজবে। তার জন্য মুঠো মুঠো টাকা ছড়াতেও দ্বিধা করবে না। হয় তারা নিজেরাই এর মালিকানা স্বত্ব কিনে নেবে, অথবা মাটির নিচে এই গুপ্ত সম্পদ যাতে কোনদিন পৃথিবীর আলো না দেখতে পায়, সে ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, ক্যানাডা এবং রাশিয়ার স্বার্থই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হবে রাশিয়া। এর ফলে প্ল্যাটিনামের বাজারে তাদের কোন কর্তৃত্বই আর বজায় থাকবে না।

ম্যানসনের মনে হলো জাঙ্গারো নামটা তিনি হয়তো অতীতে দু-একবার শুনে থাকবেন। কিন্তু এই হতচ্ছাড়া দেশটা এমনই নগণ্য ও বৈশিষ্ট্যহীন যে এ সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না। এখন প্রধান কর্তব্য হলো এই দেশটা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান সঞ্চয় করা। পরবর্তী কর্তব্যগুলো তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপে তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ম্যানসন।

'মিস কুক, তুমি কি একবার আমার ঘরে আসবে?'

বিগত সাত বছর যাবৎ মিস কুক তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে বহাল আছেন। শুধুমাত্র কর্মদক্ষতার জোরেই সাধারণ স্টেনোটাইপিস্ট থেকে ভদ্রমহিলা এত উঁচুতে উঠে আসতে পেরেছেন। অফিসে এখন তিনি ম্যানসনের ডান হাত বলা চলে। তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ, তবে পারিবারিক নানান ঝামেলায় যৌবনে বিয়ে করবার সুযোগ পাননি। সে সুযোগও আর কখনও পাবেন বলে মনে হয় না।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মিস কুক। ম্যানসনের দৃষ্টি তখন টেবিলের ওপর রিপোর্টের দিকে নিবদ্ধ ছিলো। পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকালেন।

'মিস কুক, ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ আমার নজরে এলো, গত কয়েক মাস যাবৎ আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে জাঙ্গারো রিপাবলিকে নিকেলের খোঁজে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, স্যার জেমস।' মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিস কুক।

'তাহলে তুমিও খবরটা জানো দেখছি!' স্যার জেমসের ঠোঁটের ফাঁকে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো।

অবশ্য মিস কুকের কাছে খবরটা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। ভদ্রমহিলার টেবিলের ওপর দিয়ে যে সমস্ত ফাইলপত্র আনাগোনা করে তার প্রত্যেকটিই তিনি খুঁটিয়ে পড়ে দেখেন। এবং মনেও রাখেন নির্ভুলভাবে।

'হ্যাঁ, স্যার জেমস।' পুনরায় মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'ভালো। তাহলে আর একটু কষ্ট করে আর একটা খবর এনে দাও। এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে জাঙ্গারো সরকারের অনুমতির প্রয়োজন। সে কাজে কে আমাদের সাহায্য করলো তার নামটা আমি জানতে চাই।'

বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিস কুক। মিনিট দশেক বাদেই আবার ফিরে এলেন। সমস্তই তাঁর কাছে নিখুঁতভাবে ফাইল করা ছিলো। জ্ঞাতব্য বিষয়টা খুঁজে পেতে তাই কোন অসুবিধা হলো না।

'ভদ্রলোকের নাম মিঃ ব্রায়াণ্ট, স্যার জেমস। মিঃ রিচার্ড ব্রায়াণ্ট।'

'এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চয় কোন রিপোর্টও আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?'

'অবশ্যই পাঠিয়ে থাকবেন। সেটাই তো কোম্পানির প্রচলিত নিয়ম।'

'তাহলে সেই রিপোর্টটাও আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার'

মিস কুক নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ম্যানসন। বিকেলের আলো নিভে গিয়ে লণ্ডনের বুকে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে আসছে। তবে এখনও ছিটেফোঁটা আলোর ছোঁয়া লেগে রয়েছে আকাশের গায়ে। যদিও সেই আলো কোন কিছু পড়ার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই ফাইল হাতে মিস কুক পুনরায় ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলেন তিনি।

রিচার্ড ব্রায়াণ্টের টাইপ করা এক পাতার রিপোর্টে যে তারিখের উল্লেখ ছিলো সেটা ছ মাস আগের। ম্যানসন কোম্পানির নির্দেশেই জাঙ্গারোর রাজধানী ক্ল্যাবেঙ্গে হাজির হয়েছিলো ব্রায়াণ্ট। তারপর টানা এক হপ্তা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পর তবেই প্রাকৃতিক সম্পদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিলো। মহামান্য মন্ত্রীর সঙ্গে তিনদিন ধরে তার দীর্ঘ আলোচনা চলে।

অবশেষে মন্ত্রীবর ম্যানসন কোম্পানির সঙ্গে একটা বিধিবদ্ধ চুক্তি করতে সম্মত হন। সেই চুক্তি অনুযায়ী ম্যানসনের একজন মাত্র প্রতিনিধি জাঙ্গারোর পেছন দিকে জনবিরল স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান চালাতে পারবে। ব্রায়াণ্ট ইচ্ছে করেই চুক্তিপত্রে অনুসন্ধানের জন্যে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা উল্লেখ করেনি। তার ফলে ম্যানসনের প্রতিনিধির কাছে তার খুশিমতো জাঙ্গারো রিপাবলিকের যে কোন স্থানে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে আর কোন বাধা রইলো না। তবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার আগে মহামান্য মন্ত্রীবরের বৈদেশিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে গোপনে প্রচুর অর্থ জমা দিতে হয়েছিলো। ম্যানসনের তরফ থেকে ব্রায়াণ্ট যে মূল্যে এই চুক্তি করেছিলো তার প্রায় অর্ধেকটাই মন্ত্রীমহাশয় নিজে আত্মসাৎ করে নিলেন।

রিপোর্টে আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। তবে এইটুকুই ম্যানসনের কাছে অনেকখানি। প্রথম পদক্ষেপেই দেশটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া গেলো। জাঙ্গারোর মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে অন্ততপক্ষে একজন যে দুর্নীতিপরায়ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। খুব সম্ভবত বাকিরাও এই দলে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পুনরায় ইণ্টারকমের বোতাম টিপলেন ম্যানসন।

'মিস কুক, তুমি একবার রিচার্ড ব্রায়াণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাকে বলো, আমি ওর খোঁজ করছি।'

প্রথম বোতাম ছেড়ে দিয়ে তিনি এবার দ্বিতীয় বোতামের চাপ দিলেন।

'মার্টিন, এখনই একবার আমার ঘরে এসো। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।'

মার্টিন থর্পের অফিস আটতলায়। সেখান থেকে ম্যানসনের চেম্বারে পৌঁছতে দু মিনিট মাত্র সময় লাগলো তার। দেখতে শুনতে মার্টিন খুবই ছেলেমানুষ, তবে বুদ্ধিতে যে অসম্ভব পাকা ম্যানসন সেটা বেশ ভালোভাবেই জানেন। শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় তথ্য ওর নখদর্পণে। তাছাড়া ওর মধ্যে প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ আছে। কি ভাবে জীবনে সফল হতে হয় তা ও জানে।

মার্টিন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার আগেই চামার্সের রিপোর্টটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন ম্যানসন। টেবিলের ওপর এখন শুধু ব্রায়াণ্টের রিপোর্টটাই পড়ে আছে। মৃদু হেসে মার্টিনকে স্বাগত জানালেন তিনি। চোখ তুলে সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'বোসো মার্টিন, বিশেষ জরুরী প্রয়োজনেই আমি তোমার খোঁজ করছিলাম। তোমাকে একটা কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। কাজটা খুব সঙ্গোপনে করা চাই কিন্তু। এর জন্যে তোমার হয়তো অর্ধেক রাত লেগে যেতে পারে।'

সন্ধ্যের পর মার্টিনের অন্য অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কিনা সে বিষয় খোঁজখবর নেবারও তিনি কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। যদিও তাঁর মনিবের এই মেজাজ সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। মোটা অঙ্কের মাস মাইনেই এ জাতীয় ছোটখাট দোষত্রুটি ঢেকে দেয়।

'ঠিক আছে স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে মার্টিন মাথা নাড়লো। 'সেজন্যে আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

'এখন শোনো, পুরনো ফাইলপত্র ঘাঁটিতে গিয়ে হঠাৎ এই রিপোর্টটা আমার নজরে পড়লো। ছ মাস আগে আমাদের একজন প্রতিনিধি জাঙ্গারো সরকারের সঙ্গে আমাদের কোম্পানির হয়ে এক চুক্তি অনুযায়ী জাঙ্গারো রিপাবলিকের পেছন দিকে জনবিরল স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে আমরা

খনিজ সম্পদের খোঁজে অনুসন্ধান চালাবার অধিকার অর্জন করি। এখন আমার জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, আমাদের বোর্ড মিটিংয়ে কি কখনও এই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে? অথবা আগের কোন মিটিংয়ে এ ধরনের কোন প্রস্তাব কি নেওয়া হয়েছিলো? ব্যাপারটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলে আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। এমনও হতে পারে যে এর জন্যে আলাদাভাবে কোন অ্যাজেণ্ডা ছিলো না, বিবিধ প্রসঙ্গের মধ্যেই আইটেমটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমার বক্তব্যটা নিশ্চয় বুঝতে পারছো? গত এক বছরের বোর্ড মিটিংয়ে সমস্ত নথিপত্র ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।'

থর্প দস্তুরমতো অবাক হলো। সাধারণভাবে যে সমস্ত দায়িত্বভার তার ওপর অর্পণ করা হয় এটা যেন তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাছাড়া এই সমস্ত তুচ্ছ কাজের জন্যে তো কোম্পানির মাইনেকরা আরও অনেক কর্মচারী আছে। তাদের যে কোন একজনকে তো ম্যানসন ডেকে পাঠাতে পারতেন।

'আপনার বক্তব্যটা আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। কিন্তু স্যার জেমস, মিস কুককে বললে তিনি হয়তো...'

'আরও সহজে উত্তরটা খুঁজে দিতে পারবেন।' মাঝপথেই মার্টিনকে থামিয়ে দিলেন ম্যানসন। 'আমিও সে কথা জানি। কিন্তু তোমাকে ডাকবার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি যদি বোর্ড মিটিংয়ের পুরনো ফাইলপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করো, তাহলে অন্য কেউ সেটা কোনরকম সন্দেহের চোখে দেখবে না। ভাববে, ফিনান্স-সংক্রান্ত কোন বিশেষ প্রয়োজনেই তুমি হয়তো ফাইল ঘাঁটতে শুরু করেছো। তোমার পক্ষে সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া যে ব্যক্তির ওপর এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো তার নাম মার্লোনে। এই মার্লোনে সম্পর্কেও আমি কিছু জানতে চাই। ওর পার্সোনাল ফাইল ওলটালেই সব ঠিকুজি-কুষ্ঠি পেয়ে যাবে।'

এতক্ষণে থর্প যেন আলোর হদিস খুঁজে পেলো।

'আপনি বলতে চান...জাঙ্গারোয় কোন খনিজ সম্পদের খোঁজ পাওয়া গেছে, স্যার জেমস?'

'আপাতত সে খোঁজে তোমার কোন প্রয়োজন হবে না।' ম্যানসনের কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যের ছোঁওয়া। 'তুমি শুধু তোমার দায়িত্বটুকু ঠিকমতো পালন করে যাও।'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মৃদু হাসলো মার্টিন, তারপর বিদায় নেবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শালা একটা বাস্তুঘুঘু! সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আপন মনে বিড়বিড় করলো ও।

মার্টিন অন্তর্হিত হবার পর ম্যানসন আবার বোতাম টিপে মিস কুকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

'মিঃ ব্রায়াণ্টকে খবর দিয়েছি, স্যার জেমস।'

'তাকে সোজাসুজি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিও, মিস কুক।'

তরুণ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ ব্রায়াণ্ট খুব ভালো করেই জানে, তিনটি বিশেষ কারণে চেয়ারম্যানের ঘর থেকে তার নামে তলব আসতে পারে। বড়কর্তা হয়তো ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে তাকে কিছু নির্দেশ দেবেন, কিংবা কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন তার সঙ্গে। দু নম্বর কারণটাই সবচেয়ে অস্বস্তিকর। তার কাজের মধ্যে কোথাও হয়তো বড় রকমের গলদ থেকে গেছে। কিছুই স্যার জেমসের নজর এড়িয়ে যায় না। সেসব ক্ষেত্রে তিনি ব্রায়াণ্টকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বেশ কড়া ডোজের ধমকধামক দিয়ে থাকেন। যদিও এ ধরনের দোষত্রুটি সচরাচর

ব্রায়াণ্টের ঘটে না। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে ও যথেষ্ট সচেতন, তবে ভাগ্যের ফেরে কখন কি ঘটে বলা যায় না। আর একটা বিশেষ কারণেও ম্যানসনের ঘরে ওর ডাক পড়তে পারে। ক্বচিৎ-কদাচিৎ চীফ যখন অতিশয় খোশমেজাজে থাকেন, তিনি তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের ডেকে পাঠিয়ে দামী দামী মদ খাওয়ান। এটা তাঁর বিশেষ এক ধরনের অনুগ্রহ। অদৃষ্ট ভালো থাকলে সবকিছুই সম্ভব।

খোদ বড়কর্তার বিলাসবহুল ঘরের মধ্যে পা দেবার পর ব্রায়াণ্ট বুঝতে পারলো প্রথম কারণে তার এখানে ডাক পড়েনি। অতএব দ্বিতীয় কারণটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। নিশ্চয় নিজের অজান্তে কখন কোথায় বড় রকমের প্রমাদ ঘটিয়ে বসে আছে। এক্ষুনি তার ওপর শাণিত বাক্যবাণ বর্ষিত হবে। সেজন্যে মনে মনে প্রস্তুতও হয়ে নিলো ও। পরমুহূর্তে স্যার জেমসের দরাজ কণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণে যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হলো। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রথম কার মুখ দেখেছিলো মনে পড়লো না, তবে ভাগ্য আজ তার নিতান্তই সুপ্রসন্ন। স্যার জেমস যে আজ সন্ধ্যেয় রীতিমতো খোশমেজাজে আছেন সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলে দিতে হয় না।

'এসো ব্রায়াণ্ট! এতক্ষণ ধরে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।' চোখ তুলে খোলা জানলার ধারে একটা আরাম কেদারার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'বোসো!'

ব্রায়াণ্টের বিস্ময়ের ঘোর তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি, তার আগেই ম্যানসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে লিকার ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'সূর্য যখন ডুবে গেছে তখন আর ড্রিঙ্কস-এ কোন আপত্তি নেই! কি নেবে বলো, ব্র্যাণ্ডি না হুইস্কি?'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মৃদু কাশলো ব্রায়াণ্ট। 'ধন্যবাদ স্যার, আমার জন্যে বরং স্কচ.'

'বাঃ, তোমার পছন্দের তারিফ করতে হয়।' মৃদুমন্দ মাথা দোলালেন ম্যানসন। 'স্কচই আমার সবচেয়ে প্রিয় গরল!'

দুটো সুদৃশ্য গ্লাসে নিজের হাতে স্কচ ঢাললেন তিনি। পরিমাণ মতো সোডা মেশালেন তার সঙ্গে। আইস-বাকেট থেকে দু-চার টুকরো বরফ নিয়ে ফেলে দিলেন গ্লাসে মধ্যে। তারপর গ্লাস দুটো হাতে করে তুলে এনে ব্রায়াণ্টের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন।

'তোমার অস্বস্তির কোন কারণ নেই।' চেয়ারম্যানের ওষ্ঠাধরে বরাভয়ের হাসি। 'অল্প কিছুক্ষণ আগে পুরনো একটা রিপোর্ট আমার চোখে পড়লো। রিপোর্টটা নিশ্চয় আগেও আমি দেখে থাকবো, তবে ফাইল করে রাখবার জন্যে মিস কৃষ্ণকে ফেরত দেওয়া হয়নি। ড্রয়ারের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিলো। তোমার পাঠানো এই রিপোর্টটা নতুন করে পড়ে দেখলাম আর একবার।'

'আমার রিপোর্ট?' প্রশ্ন করলো ব্রায়াণ্ট।

'হ্যাঁ...তোমারই।' চেয়ারে গা এলিয়ে স্কচের পাত্রে বড় করে চুমুক দিলেন স্যার জেমস। 'মাস ছয়-সাত আগে তুমি যেন কোথা থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট পাঠালে। এমন বিদঘুটে নাম যে সহজে মনে রাখা যায় না!'

'ওহো, আপনি নিশ্চয় জাঙ্গারোর কথা বলছেন। হ্যাঁ স্যার, ছ মাস আগে।'

'রিপোর্টেও তাই দেখলাম। সরকারী অনুমতি পেতে তোমাকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিলো!'

ব্রায়াণ্টও আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিলো। তার অস্বস্তির ভাবটা এবার ধীরে ধীরে কেটে

/চ্ছে। এই বনেদি স্কচের সৌরভ যেন পুরনো বন্ধুর মতো। ঘরের মধ্যে আবহাওয়া উষ্ণ এবং আরামদায়ক। পুরনো স্মৃতি মনে পড়াতে ওর মুখেও হাসি আভা ফুটলো।

'তবে স্যার, সরকারী অনুমতি আমি আদায় করে নিয়েছিলাম।'

'সত্যিই তুমি খুব কাজের ছেলে!' চেয়ারের আড়ালে স্যার জেমসের মুখটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না, শুধু তাঁর উচ্ছসিত কণ্ঠস্বরই ভেসে আসছে। মনে হয় এর সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি যুক্ত হওয়াতে জোর হাওয়া লেগেছে উচ্ছ্বাসের পালে। 'তোমার মতো বয়সে আমাকেও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। তবে দক্ষিণ আফ্রিকাটা তেমনভাবে ঘোরা হয়নি। আর ইদানিং তো আমাকে এই হেড অফিসের মধ্যেই দিনরাত্তির একগাদা ফাইলে চোখ ডুবিয়ে পড়ে থাকতে হয়। চোখ তোলবার প্রায় ফুরসতই পাই না।' অল্প থামলেন ম্যানসন। 'সেইজন্যে তোমার মতো ছেলেদের আমি মনে মনে হিংসা করি। দু চোখ ভরে দুনিয়া দেখে বেড়াচ্ছো। কত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে তোমাদের। তাই তোমাকে ডেকে পাঠালাম জাঙ্গারোর গল্প শুনবো বলে।'

'আপনাকে খুবই হতাশ হতে হবে, স্যার।' ব্রায়াণ্ট হাতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। 'জাঙ্গারো সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। সেখানে পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমার ধারণা হলো দেশের প্রতিটি মানুষেব নাকে যেন একটা করে খড়্গ লাগানো আছে।'

'তাই নাকি! এমন অদ্ভুত দেশও তাহলে পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়!'

'স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করাই শক্ত! স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই সমস্ত জাতটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে অতীত অন্ধকার যুগের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার ফলে দুর্ভোগটা শুধুমাত্র জনসাধাবণেব। শাসকবর্গেব গায়ে এব আঁচড়টুকুও লাগতে পারে না।'

'সেখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করে কে?'

'দেশেব প্রেসিডেণ্ট। এমনকি তাকে একজন ডিক্টেটবও বলা চলে। স্বাধীনতালাভের পব গত পাঁচ বছবেব মধ্যে একবার মাত্র ভোট হয়েছিলো জাঙ্গারোয়। সেই সুবাদেই কিম্বা নামে এক ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসে আছে। তবে সবচেয়ে সাহসের ব্যাপার হলো দেশের চোদ্দ আনা লোক ভোটেরও মানেটাও বোঝে না। তাদেব দৃঢ় বিশ্বাস কিম্বা যাদু জানে। সেই ভয়ে কেউ ওকে অমান্য করতে পাবে না।'

'তোমার এই কিম্বাকে তো তাহলে বেশ ধড়িবাজ বলতে হবে!'

'না স্যার, সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ওকে মোটেই দুঃসাহসী বা চালাকচতুর বলা যায় না। বরং এক ধরনের ক্রুদ্ধ ও উন্মাদ প্রকৃতির। বিশেষত ওর মধ্যে অহমিকার ভাবটা ভীষণভাবে প্রবল। দেশ শাসনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল খুশিমতো পরিচালনা করে। চাটুকারদের একটা দল সর্বদা ওব পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। তারাই ওর মন্ত্রিসভার সদস্য। দৈবক্রমে তাদের মধ্যে কেউ যদি কখনও মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হয়ে পড়ে, অথবা কারুর আচার-আচারণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের আভাস জাগে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। স্বয়ং কিম্বা নিজেব হাতে সেই কয়েদখানার তত্ত্বাবধান করেন। এবং এযাবৎ কাউকেই সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে দেখা যায়নি।'

'কি আশ্চর্য এক দুনিয়ায় আমরা বেঁচে আছি, ব্রায়াণ্ট! আর সব থেকে মজার কথা হলো বৃটেন বা আমেরিকার মতো রাষ্ট্রসঙ্ঘে এদেরও একটা করে ভোট আছে।...আচ্ছা, এই শাসক-মহাপ্রভুটি কার পরামর্শমতো চলাফেরা করে?'

'নিজের মন্ত্রী-পরিষদের কথা ও একেবারেই কানে তোলে না। সেখানে সামান্য যে দু-চারজন ইউরোপীয়ান আছে তাদের মুখে শুনেছিলাম, কিম্বা নাকি আকাশ থেকে দৈববাণী শুনতে পায়। সেই নির্দেশমতো দেশ শাসন করে।'

'দৈববাণী!' ম্যানসনের গলায় বিস্ময়ের সুর।

'হ্যাঁ স্যার, প্রেসিডেণ্ট হবার পর ও দেশবাসীর কাছে প্রচার করে দিয়েছে ঈশ্বর নাকি ওর কাছে নির্দেশ পাঠান। সেই আদেশমাফিক ও রাজকার্য পরিচালনা করে। সরাসরি বিধাতা-পুরুষের সঙ্গেও ওর বাতচিৎ হয়। প্রজাবা ওর মুখের কথা অবিশ্বাস করতে ভরসা পায় না।'

'ওঃ...অসহ্য!' ক্ষুব্ধকণ্ঠে বিড়বিড় করলেন ম্যানসন। 'আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আফ্রিকানদের কাছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গের অবতারণা করাটাই ইউরোপীয়ানদের পক্ষে এক মারাত্মক ত্রুটি। এখনও ও দেশের প্রত্যেক নেতারই ধারণা, ঈশ্বরের সঙ্গে শুধু তার একারই দহরম মহরম!

'এই একটা ব্যাপারই নয়, ওর অশুভ যাদুশক্তিও এর সঙ্গে যুক্ত আছে। দেশের লোকের বিশ্বাস, কিম্বা নানারকম ভৌতিক যাদু জানে। এই অন্ধ সংস্কারই সকলকে আতঙ্কিত আর সম্মোহিত করে রেখেছে। ওর সাফল্যের এটাই হলো মূল চাবিকাঠি।'

'আর বিদেশী দূতাবাসগুলো?'

'কিম্বা ব্যাপারে তারা কেউ-ই বড় একটা মুখ খোলে না। ভাবভঙ্গিতে মনে হয় সকলেই বেশ সন্ত্রস্ত আর উদ্বিগ্ন। তবে রাজনৈতিক জীবনে কিম্বা যাঁকে কিছুটা ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তিনি হচ্ছেন প্যাট্রিস লুমুম্বা। আর লুমুম্বা যেহেতু রাশিয়ার বন্ধু, সেই কারণে রাশিয়ান দূতাবাসকে কিম্বা খানিকটা খাতির করে চলে। এ ছাড়া আর কারুর ওপরই তার বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।'

আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার দুটো গ্লাসে স্কচ ঢাললেন ম্যানসন।

'তাহলে তোমার বক্তব্য, জাঙ্গারোয় রাশিয়ানদের বোলবোলাই সবচেয়ে বেশি?'

'হ্যাঁ, স্যার জেমস, নিজের চৌহদ্দির বাইরের কিম্বার সামান্য কোন অভিজ্ঞতাই নেই। বহির্বিশ্বের কোন খবরই ও রাখে না। ক্ল্যারেন্সের একবারে জনৈক ফরাসী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিলো। তার মুখে শুনলাম, রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত অথবা তার একজন প্রতিনিধি প্রত্যেক দিনই কিম্বার সঙ্গে দেখা করে।'

আরও মিনিট দশেক ব্রায়ান্টের সঙ্গে কথাবার্তা হলো ম্যানসনের। তবে তাঁর যা জানবার ইতিমধ্যে সবই তিনি জেনে নিয়েছিলেন। পাঁচটা বেজে কুড়ি মিনিটে চেয়ারম্যানের চেম্বার থেকে বিদায় নিলো ব্রায়াণ্ট। সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে মিস কুকের ডাক পড়লো।

'জ্যাক মার্লোনে নামে আমাদের এক কর্মচারী সম্প্রতি তিন মাসের আফ্রিকা সফর শেষ করে লণ্ডনে ফিরে এসেছে। খুব সম্ভবত সে এখন ছুটিতে আছে। তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করো। আগামীকাল সকাল দশটায় আমি আমার চেম্বারে মার্লোনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমাদের গবেষণাগারের প্রধান ডঃ চামার্সের কাছেও একটা খবর পাঠাতে হবে। চামার্সকে জানিয়ে দাও, কাল বেলা বারোটায় তিনি যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সকালে আমার যদি অন্য কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট থাকে, সে সমস্ত বাতিল করে দেবে। দুপুরে আমি ডঃ চামার্সের সঙ্গে লাঞ্চ সারবো। তার জন্যে আমার হাতে যেন পর্যাপ্ত সময় থাকে।...তুমি বরং বারি স্ট্রীটের উইলটনেব দুটো সীট বুক করে রাখো।...ধন্যবাদ, এবার তুমি যেতে পারো। আর হ্যাঁ, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই বেরুবো। ড্রাইভারকে বলো গেটের সামনে গাড়ি রেডি রাখতে।'

মিস কুক ঘরের বাইরে পা দিতেই পুনরায় সুইচ টিপলেন ম্যানসন। 'সিমন, এক মিনিটের জন্য তুমি কি একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে!'

সিমন এনডীন স্বভাব-চরিত্রে মার্টিন থর্পের মতোই, তবে একটু ভিন্নভাবে। সিমন বনেদি পরিবারের ছেলে। চেহারায় পুরোদেস্তুর আভিজাত্যের ছাপ। যদিও মনের দিক তেকে বস্তিবাসী গুণ্ডাবদমায়েসদের সঙ্গেই ওর মিল সব থেকে বেশি। পালিশ করা ভদ্রসভ্য মুখোশের আড়ালে নিজের প্রকৃত স্বরূপটিকে এভাবে লুকিয়ে রাখতে পারাটাই সিমনের প্রধান কৃতিত্ব। অনেক খুঁজে-পেতেই এহেন রত্নটিকে আবিষ্কার করেছেন ম্যানসন। ক্ষমতার শিখরে স্থায়িভাবে আসীন থাকতে হলে ম্যানসনের যেমন সিমনকে প্রয়োজন, তেমনি সিমনেরও ম্যানসনের মতো এমন একটা মহীরুহের প্রয়োজন, যার নিচে নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেওয়া যায়।

সিমনের চালচলন খুবই স্মার্ট, লণ্ডনের পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রান্ত জুয়ার ক্লাবগুলোয় ও একজন উঁচুদরের হিরো-বিশেষ। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও ওর আছে। যে সব যুবতী মেয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এই ক্লাবে এসে ভিড় জমায়, তাদের কেউ-ই যেমন ওর সঘন চুম্বনের হাত এড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনি কোন ক্রোড়পতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে ও কখনও বিনীত ভঙ্গিতে সেলাম ঠুকতে ভোলে না।

তবে থর্পের মতো অপর্যাপ্ত অর্থের প্রত্যাশা ও করে না। ওর কাছে এক মিলিয়নই যথেষ্ট। তাতেই ও বাকি জীবনটা হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পাববে। তার আগে পর্যন্ত ম্যানসনের ছায়া হয়ে থাকার এই বিড়ম্বনা। অবশ্য এখানেও সুখের কোন ঘাটতি নেই। শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে সাজানো গোছানো ছ কামরার ফ্ল্যাট। ক্লাবে, হোটেলে বল্গাহীন খানাপিনা, যৌবনবতী লাস্যময়ী মেয়েদের সুনিবিড় সান্নিধ্য—সবেবই খরচা জোগায এই কোম্পানি।

'আমায় ডেকেছেন, স্যার?' দবজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো সিমন।

'হ্যাঁ, শোনো সিমন, কাল দুপুরে আমি গর্ডন চামার্সেব সঙ্গে লাঞ্চ সাববো। তিনি হচ্ছেন আমাদের চীফ সাইন্টিস্ট। বেলা বারোটায় ভদ্রলোক আমাব চেম্বাবে হাজির হবেন। তার আগে আমি ডঃ চামার্স সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে চাই। ভদ্রলোকের পার্সোনাল ফাইলেই অবশ্য সব পাওয়া যাবে, তবে এর বাইরেও যদি কিছু জানতে পারা য়ায়...! অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কোনরকম চারিত্রিক দুর্বলতা আছে কিনা; তবে আমার বিশেষভাবে যেটা জানার প্রয়োজন তা হচ্ছে ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা। তিনি যা মাইনে পান তাতেই কি তাঁর কুলিয়ে যায়, নাকি প্রয়োজনটা তার চেয়ে অনেক বেশি! তাছাড়া ভদ্রলোকের কোন রাজনৈতিক জীবন আছে কিনা, সে বিষয়েও ভালো করে খোঁজখবর নেবে। বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিকই বামপন্থী. তবে সকলে নয়। কাল পৌনে বারোটা নাগাদ ফোনে আমায় সব জানাবে। তোমাব কাজের পক্ষে সময়টা খুবই অল্প হয়ে গেলো, কিন্তু এটা বিশেষ জরুরী।'

স্যার জেমসের নির্দেশ শুনে সিমনের মুখের একটা পেশীও কোঁচকালো না। কারণ এই ব্যাপারটার সঙ্গে ও বিশেষভাবেই পবিচিত। শত্রু বা মিত্র যেই হোক না কেন, কারুর সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর না নিয়ে স্যার জেমস কখনও তার মুখোমুখি হন না। নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সিমন। সাততলার ডানদিকে সব শেষের ছোট ঘরটায় কর্মচারীদের পার্সোনাল ফাইল চাবিবন্ধ থাকে। ওকে এখন সেই ঘরেই যেতে হবে। কিছু আগে মার্টিন থর্পও

ওখানে ছিলো। তবে মার্টিনের সঙ্গে ওর দেখা হলো না। দুজনে কেউ কারুর উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলো না।

স্যার জেমসের নতুন রোলস রয়েস গেটের মুখে প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়েছিলো। তিনি পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলো ড্রাইভার। প্রাত্যহিক নিয়মমতো দৈনিক ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডটাও সযত্নে সিটের পাশে রাখা আছে। স্যার জেমস গদিতে গা এলিয়ে অলস হাতে পত্রিকাটা হাতে তুলে নিলেন। প্রথমে রেসের খবরের দিকেই তাঁর নজর গেলো। তারপর শেয়ারমার্কেট, অবশেষে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে মাঝের পাতার নিচের দিকে এসে মনে মনে হোঁচট খেলেন তিনি। তিন লাইনের ছোট্ট একটা খবর। অনায়াসে যে কোন লোকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে। বিষয়টার গুরুত্ব কিছু নেই। কিন্তু সেখানে এসেই স্যার জেমসের দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে রইলো। কত সামান্য একটা খবর, কিন্তু কি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ। অন্য কেউ হলে এ ধরনের আকাশকুসুম চিন্তাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইতো। স্যার জেমস ম্যানসন সেই দলের সদস্য নন। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র—একক।

সংবাদটাব নির্দিষ্ট কোন শিরোনামা ছিলো না। আফ্রিকার কোন অখ্যাত অঞ্চলের প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। সেনাবাহিনীব একাংশের সহায়তায় সরকারী শাসনযন্ত্র এখন তাদের অধীনে।

তিন

কাঁটায় কাঁটায় নটা পাঁচ মিনিটে লিফটের দরজাটা ঠেলে নিচের চেম্বারের দিকে পা বাড়ালেন ম্যানসন মার্টিন থর্প এতক্ষণে বাইবেব অফিসের একটা সোফায় বসে অপেক্ষা করছিলো, চীফকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।

'তোমার এ দিকের খবর কি, বলো?' উটের পশম দিয়ে তৈরী বহুমূল্য ওভারকোটটা ওয়ারড্রোবের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে স্যার জেমস প্রশ্ন করলেন।

থর্প পকেট থেকে একটা ছোট ডায়রি বার করে তার গতরাত্রের তদন্তের বিবরণ পড়তে শুরু করলো।

'এক বছর আগে আমাদের কোম্পানির এক সমীক্ষক দল জাঙ্গারোর উত্তর-পশ্চিমে কোন রাজ্যে অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত ছিলো। এই ব্যাপারে আমরা একটা ফরাসী কোম্পানির সাহায্য নিয়েছিলাম। তাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া ছিলো, যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের কোম্পানির লোকের অনুসন্ধান চালাবে, তারা হেলিকপ্টার থেকে সেই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তারিত ছবি তুলে আনবে। এ ধরনের কাজ তারা আগেও অনেক করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সব এলাকার কোন বিশদ ভৌগোলিক ম্যাপ পাওয়া যায় না। তার ফলে পাইলটকে সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর নির্ভর করে কাজ সারতে হয়। আমরা যে অঞ্চল নির্বাচিত করবছিলাম তার কিছুটা অংশ একেবারে জাঙ্গারো প্রদেশের লাগোয়া।'

'এই ফরাসী কোম্পানির মাইনে-করা পাইলট যেদিন হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উড়লো সেদিন বাতাসের বেগটা ঈষৎ প্রবল ছিলো। যদিও আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতে সে বিষয়ে কোন আভাস দেওয়া হয়নি। এলোমেলো হাওয়ার মধ্যেই ওলটপালট খেতে খেতে বিস্তারিত অঞ্চল জুড়ে অজস্র ছবি নিলো পাইলট। ছবিগুলো ডেভেলাপ করবার পর দেখা গেলো পাইলট সর্বত্র

তার নির্দিষ্ট সীমারেখা ঠিক রাখতে পারেনি। পাশেব রাজ্যের কিছু অংশও তার ক্যামেরায় ধরা পড়ে গিয়েছিলো।'

'পাইলটের এই ভুলটা প্রথম আবিষ্কার করলো কে? ওই ফরাসী কোম্পানি?'

'না স্যার, ফিল্মটা ডেভেলাপ করবার পর ওরা প্রিন্টগুলো খামে ভরে সরাররি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেয়। কোন রকম মন্তব্য করেনি। আমাদের অফিস থেকেই প্রথম এই ভুলটা ধরা পড়ে। কারণ একটা ছবির বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে ইতস্তত কয়েকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু যে এলাকায় আমরা অনুসন্ধান চালাতে মনস্থ কবেছিলাম তার মধ্যে কোথাও কোন পাহাড়ের অস্তিত্ব ছিলো না। সবটাই জঙ্গলে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। সেইজন্য প্রথমে ছবিটার ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরে হঠাৎ একজনের নজর পড়লো, যে কয়েকটা পাহাড় এই ছবির মধ্যে ধবা পড়েছে, তাদের একটার স্বভাব-চবিত্র যেন অন্যদের চেয়ে কিছু ভিন্ন ধরনেব। এমন কি এর গাছপালার রঙ এবং তার গড়ন পর্যন্ত আলাদা। সম্ভবত মাটির কোন বিশেষ গুণের জন্যই এটা সম্ভব হচ্ছে। ভূতাত্ত্বিকদের দপ্তবেও বিষয়টা পেশ করা হলো। তাদের সিদ্ধান্তও একই রকম। সেখান থেকেই জানতে পারা গেলো জায়গাটা জাঙ্গারো প্রদেশের অন্তর্গত। এর নাম স্ফটিক পাহাড়। আমাদের সার্ভে বিভাগের প্রধান অফিসার মিঃ উইলোবি তখন তাঁর অধস্তন মিঃ ব্রায়ান্টকে দায়িত্ব দিযে জাঙ্গারোয় পাঠিয়ে দিলেন।'

'উইলোবি তো আমাকে কখনও জানায নি?' চেযাবে গা এলিয়ে দিতে দিতে হালকা সুবে মন্তব্য কবলেন ম্যানসন।

'তিনি একটা মেমো পাঠিযেছিলেন, স্যাব। আপনার কাজে লাগতে পারে ভেবে আমি সেটা সঙ্গে কবে নিয়ে এসেছি। আপনি তখন অফিসিযাল ট্যুরে কানাডায গিযেছিলেন। টানা একমাসেব প্রোগ্রাম ছিলো আপনাব। মিঃ ব্রাযান্ট অবশ্য তিন হপ্তাব মধ্যে জাঙ্গারোব কাজ শেষ করে লণ্ডনে ফিরে আসেন। যদিও জাঙ্গারোয় অনুসন্ধান চালাবাব কোন পবিকল্পনা আমাদের ছিলো না, কিন্তু উইলোবি ভাবলেন পড়ে পাওয়া একটা ছবি থেকে যখন এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখন ব্যাপারটা একটা তলিয়ে দেখলে ক্ষতি কি। এবং সেটা এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষও নয যে এব জন্যে ডিবেকটাবদের মিটিং ডেকে বিরাট অঙ্কের বাজেট মঞ্জুব করতে হবে। তাছাড়া এতে মিঃ ব্রায়ান্টেরও অভিজ্ঞতা অনেক বাড়বে। তিনি এতদিন উইলোবির সহকারী হিসাবে পাশে পাশে থাকতেন। এই প্রথম নিজের দাযিত্বে কাজ করবার সুযোগ পেলেন।'

'তাই বুঝি।'

'হ্যাঁ স্যার, ব্রায়ান্ট সমস্ত ব্যবস্থা করে ফিরে আসার পরই আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে জ্যাক মার্লোনেকে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলের নমুনা সংগ্রহের জন্য জাঙ্গারোয় পাঠানো হয়। হপ্তা তিনেক আগে মার্লোনে প্রায় দেড় টনেব মতো বালি আর পাথরের নমুনা নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন। সংগৃহীত সমস্ত নমুনাটাই এখন আমাদের ওযাটফোর্ডেব ল্যাবরেটরিতে মজুত আছে।'

'তাহলে তো এদিককার ঘটনা মোটের ওপর সবই জানা গেলো।' প্রসন্ন চিত্তে মাথা দোলালেন স্যার জেমস। তারপর সেই একই সুবে বললেন, 'এবার বলো, বোর্ডের কোন মিটিংয়ে কি এ সম্পর্কে কখনও কিছু আলোচনা হয়েছে?'

'না স্যার,' থর্প দৃঢ় ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো, 'বিষয়টা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়নি। গত এক বছরের প্রতিটি বোর্ড-মিটিংয়ের যাবতীয় নথিপত্র আমি তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে দেখেছি, কোথাও এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাছাড়া এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেও ছিলো না। দৈবক্রমে একটা ছবিশুদ্ধ হাতে এসে পড়েছিলো। তার ফলেই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ খানিকটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। এই সামান্য আইটেমটা বোর্ড-মিটিংয়ের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।'

ম্যানসনের চোখেমুখে প্রশান্তির আলো। 'এখন বলো, মার্লোনের খবর কি?'

থর্প ওর ফোলিওর মধ্যে থেকে মার্লোনের পার্সোনাল ফাইলখানা বার করে চীফের দিকে এগিয়ে দিলো।

' শিক্ষাগত বিশেষ কোন যোগ্যতা নেই, তবে অভিজ্ঞতা প্রচুর। বহুদিন আফ্রিকায় অবস্থানের ফলে দেশটা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানও আছে যথেষ্ট।'

ম্যানসন আদ্যোপান্ত উলটে গেলেন ফাইলটা। মাঝেমধ্যে দু-চার লাইন শুধু মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন। অবশেষে সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ করা চলে না । এদের ভূমিকাও মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। আমি নিজে র‍্যাণ্ড অঞ্চলেই আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমার উন্নতির মূল সোপান।'

থর্পকে বিদায় দেবার পর আবার মিস কুকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ম্যানসন।

'মিঃ মার্লোনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন, স্যার জেমস।'

'ঠিক আছে, পাঠিয়ে দাও। .. আর আমাদের জন্য দুই পেয়ালা কফি।'

গত সন্ধ্যায় ব্রায়ান্টের সঙ্গে যেখানে বসে গল্পগুজব করছিলেন, সেই টেবিলেই মার্লোনেকে আহ্বান জানালেন তিনি। কফিও এসে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। মার্লোনের ব্যক্তিগত ফাইলে তার কফি প্রীতির উল্লেখ আছে।

চেয়ারম্যানের চেম্বারে বসে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার মার্লোনের জীবনে এই প্রথম। এসব ব্যাপারে সে আদৌ অভ্যস্ত নয়। তাই তাকে ঠিক জল ছাড়া মাছের মতোই দেখাচ্ছিলো। সারা মুখে ত্রস্ত অসহায় ভাব। বিব্রত হাতদুটো নিয়ে কি করবে, কোথায় রাখবে — বুঝে উঠতে পারছে না। বিবর্ণ ধূসর চুলগুলো পরিপাটিভাবে আঁচড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গোঁফদাড়ি নিখুঁতভাবে সদ্য কামানো। গালের [illegible] শে দু-চার জায়গায় কেটেও গেছে সেইজন্য। স্যার জেমস অবশ্য তার মানসিক স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে কোনরকম কার্পন্য করলেন না। উষ্ণ কফির মধুর সৌরভও সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য করলো।

'আপনার অভিজ্ঞতার কোন তুলনা হয় না, মিঃ মার্লোনে।' স্যার জেমসের অমায়িক প্রশান্ত কণ্ঠস্বর। 'এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জীবনে সবচেয়ে দুর্লভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রিই যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের হাতেনাতে কাজ করবার অভিজ্ঞতা বড় সহজ কথা নয়!'

প্রশস্তিতে সকলেই বিগলিত হয়, জ্যাক মার্লোনেও তার ব্যতিক্রম নয়। আবেগের প্রাবল্য তার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। চীফের কথার কি জবাব দেবে, ভাষা খুঁজে পেলো না। শুধু তার চোখ দুটোই আনন্দের অতিশয্যে পিট পিট করে উঠলো।

ঘন্টাখানেক ধরে মার্লোনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হলো স্যার জেমসের। তাঁর এই

প্রৌঢ় কর্মচারীটি সম্পর্কে বাজারে যত গুজবই রটাক না কেন, লোকটি যে মূলত সৎ সেটা তিনি মনে মনে বুঝে নিয়েছিলেন। বিদায় নেবার আগে স্ফটিক পাহাড় থেকে সংগৃহীত নমুনা সম্পর্কেও দৃঢ়কণ্ঠে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলো মার্লোনে।

'এবারের নমুনায় টিনের ভাগ অবশ্যই পাওয়া যাবে, স্যার। তবে সেটা লাভজনক হবে কিনা খতিয়ে দেখতে হবে!'

স্যার জেমস হাত বাড়িয়ে মার্লোনের কাঁধে মৃদু চাপড় দিলেন। 'তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। ওয়াটফোর্ডের রিপোর্ট এলেই সমস্ত জানতে পারা যাবে। ... হ্যাঁ ভালো কথা, আপনার খবর কি বলুন! পরবর্তী অভিযান কোন্ দিকে?'

'সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই, স্যার। আর তিনদিন মাত্র ছুটি আছে। তারপরই অফিসে গিয়ে রিপোর্ট করবো।'

'আপনার নিজের বাসনাটা কি?' স্যাব জেমস মার্লোনের চোখে চোখ রাখলেন। 'অচেনা পাহাড়-পর্বত, দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গল — এ সবই কি আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু?'

'হ্যাঁ, স্যার,' অকপটে মাথা নাড়লা মার্লোনে। 'এই শহরে আবহাওয়ায় আমি ঠিক বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারি না!'

'তাহলে আপনার মনের কথা আমার শোনা রইলো।' মৃদু হেসে মার্লোনের সঙ্গে করমর্দন করলেন ম্যানসন।

মার্লোনে বিদায় নেবার কিছু পরেই ম্যানসন অ্যাকাউন্টস বিভাগের মিঃ বার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ভদ্রলোককে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওযা হলো, অবিলম্বে মেবিট বোনাস হিসাবে মিঃ মার্লোনের নামে হাজার পাউণ্ডেব একখানা চেক পাঠিয়ে দিতে। আগামী সোমবারেব আগেই সেটা যেন প্রাপকেব হাতে গিয়ে পৌঁছয়।

দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করে এগারোটাব ঘন্টা পড়লো। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি এবার ডঃ গর্ডন চামার্সের পার্সোনাল ফাইলে চোখ ডোবালেন। গত সন্ধ্যায় এনডীন এটা তাঁর টেবিলে রেখে গিয়েছিলো।

চামার্স লণ্ডন স্কুল অব মাইনিংয়ের অর্নাস গ্রাজুয়েট। জিওলজিতে এম.এস-সি পাস করবার পব কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশুনা করেন। পঁচিশ বছর বয়সে বিশেষ গবেষণামূলক কাজের জন্য 'ডক্টরেট' উপাধি পান। পাঁচ বছর কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি এক মাইনিং কোম্পানিতে যোগ দেন। ছ বছর আগে আরও বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে ম্যানসন তাঁকে নিজের কোম্পানিতে টেনে আনেন। গত চার বছর ধরে ওয়াটফোর্ডের গবেষণাগারেব সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁব ওপরই অর্পণ করা হয়েছে। পার্সোনাল ফাইলে চার্মসের পাসপোর্ট সাইজের একটা ফটোও আটকানো আছে। সেটাও ভালো করে খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যানসন। চেহারা এমন কিছু ব্যক্তিত্বপূর্ণ নয়। পোশাক-আসাকও নিতান্ত মামুলি ধরনের।

এগারোটা পঁযত্রিশে ম্যানসনের প্রাইভেট ফোনটা বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে সাড়া দেবার পর অপর প্রান্তে কনবক্সে পয়সা ফেলার টুং টাং শব্দ শোনা গেলো। তারপর ভেসে এলো এনডীনেব কণ্ঠস্বর। বক্তব্যটুকু শেষ করতে দু মিনিট মত সময় লাগলো এনডীনের। ওয়ার্টফোর্ডের স্টেশন থেকেই ও এখন চেয়ারম্যানকে ফোন করছে।

এনডীনের রিপোর্ট পেয়ে সবিশেষ প্রীত হলেন ম্যানসন। গলার সুরও সেই ভাব চাপা রইলো না। 'তুমি খুবই কাজের কাজ করেছো, ছোকরা! এ সমস্ত তথ্য আমাদের খুবই প্রয়োজনে লাগবে। এখন শোনো, আর দেরি না করে পরের ট্রেনে লণ্ডনে চলে এসো। তোমাকে আর একটা কাজ করে দিতে হবে। আমি জাঙ্গারো দেশটা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সবকিছু জানতে চাই। ... হ্যাঁ, জা-ঙ্গা রো।' ম্যানসন থেমে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন শব্দটা। 'এর ইতিহাস, ভূগোল, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, এর অর্থনীতি, প্রধান শস্যসমগ্রী এবং খনিজ সম্পদ - অবশ্য সত্যিই যদি তেমন কিছু থেকে থাকে, এবং এর রাজনীতি। মোট কথা জাঙ্গারো সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্যই আমি জানতে চাই। স্বাধীনতার দশ বছর আগে থেকে তুমি অনুসন্ধান শুরু করবে। বিশেষ করে এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট, তার শাসনব্যবস্থা এবং দেশে আর কোন রাজনৈতিক দল আছে কিনা- -এই তথ্যগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। আর একটা ব্যাপারেও যথাযথ খোঁজখবর নেবে। প্রেসিডেন্টের ওপর রুশ বা চীন সরকারের প্রভাব কতখানি। বিশেষ কোন কমিউনিস্ট দল কি দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করে? আমার এই কাজটা খুব সঙ্গোপনে করতে হবে তোমাকে। প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের কেউ যেন এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানতে পারে। এবং তুমি যে ম্যানসনের প্রতিনিধি সেকথা কোন অবস্থাতেই কারুর কাছে প্রকাশ করবে না। সেজন্যে তোমাকে অন্য নাম নিয়ে জাঙ্গারোয় হাজির হতে হবে। আর বক্তব্যটুকু ঠিকমতো বুঝে নিয়েছো তো? .. আর শোন, অফিসেও তোমার এই যাত্রার খবর সম্পূর্ণ গোপন রাখবে। সকলে জানবে তুমি দিন কয়েক ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও বেড়াতে বেরিয়েছো। আমি তোমার ছুটির সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অ্যাকাউন্টস বিভাগেও আমার নির্দেশ দেওয়া থাকবে। তোমার প্রয়োজনের কথাটা জানতে পারলেই তারা চেক রেডি করে দেবে। তবে একটা কথা সর্বদা স্মরণে রেখো, তোমার আসল উদ্দেশ্য কেউ যেন টের না পায়।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মিস কুকের মারফত থর্পকে ডেকে পাঠালেন স্যার জেমস। তাকে আরও কিছু জরুরী নির্দেশ দেবার আছে। তিন মিনিটের মধ্যেই থর্পের দর্শন পাওয়া গেলো। চেয়ার টেনে বসতে বসতেই চীফের সামনে একটুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বাড়িয়ে দিলো ও। সেটা একটা চিঠির কার্বন কপি।

নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগেই ম্যানসনের গেটের সামনে গর্ডন চামার্সের ট্যাক্সি এসে থামলো। টিপটপ পোশাক-পরিচ্ছদে নিজেকে খুবই বিব্রতবোধ করছিলেন ভদ্রলোক। আড়ষ্ট ভাবটা কিছুতে আর যেন কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। অথচ পেগি তাঁকে বিশেষ করে বলে দিয়েছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে এক টেবিলে বসে লাঞ্চ সারতে হলে এই ধরনের পোশাক- আশাকই বিধেয়।

ম্যানসন হাউসে ঢোকবার ঠিক মুখেই পত্রিকার স্টলে টাঙানো দুটো সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের দিকে হঠাৎই নজর গেলো চামার্সের। দুটো সংবাদপত্রেই প্রথম পাতার নিচের দিকে ছোট ছোট হেডলাইনের একটা খবর ছাপা হয়েছিলো। হেডলাইনটা হচ্ছে — থ্যালিডোমাইড মামলার আশু নিষ্পত্তি প্রয়োজন।

এর সঙ্গে মামলার মূল বিষয়টাও সংক্ষেপে দেওয়া আছে। ঘটনাকাল দীর্ঘ দশ বছর আগে। কোন পেটেন্ট ওষুধের মধ্যে থ্যালিডোমাইড ব্যবহারের ফলে ইংল্যাণ্ডের প্রায় চারশো শিশু পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর জন্য ওই ভাগ্যহত শিশুদের পিতামাতাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ

দিতে কোম্পানির তরফ থেকে এখনও গড়িমসি করা হচ্ছে। অভিভাবক সমিতির সঙ্গে কোম্পানির প্রতিনিধিদের দীর্ঘদিনব্যাপী আলাপ-আলোচনার পরও এই অচল অবস্থা অবসানের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অসহায় পিতামাতারাই তাদের বিকলাঙ্গ শিশুদের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেরা বহন করে চলেছে। পরিশেষে মন্তব্য করা হয়েছে, এ সম্পর্কে সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয়।

সংবাদটা পড়তে পড়তে গর্ডন চামার্সের ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসি খেলে গেলো। নিজের স্ত্রী এবং মেয়ের কথাও মনে পড়ে গেলো তাঁর। পেগির বয়স এখন সবে তিরিশ, কিন্তু তাকিয়ে দেখলে চল্লিশ বলে ভুল হয়। আর তাঁর ন বছরের মেয়ে মার্গারেট। মার্গারেটের পা নেই, একটা হাত রুগ্ন, অসাড়। খুব শীগগিরই বিশেষভাবে তৈরী একজোড়া পা চাই মার্গারেটের। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায়না। তার খরচ যোগাবে কে? বিকলাঙ্গ পঙ্গু মেয়ের চিকিৎসা চালাতে গিয়ে একচিলতে ভিটে বাড়িটাও বাঁধা দিতে হয়েছে। মাসে মাসে তার সুদ গুনতেই রক্ত জল হয়ে যাবার উপক্রম। দু চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

আদৌ কোনদিন এই অচলাবস্থার অবসান ঘটানো যাবে কিনা সে বিষয়েও তাঁর মনে ঘোরতর সংশয় আছে। এই সমস্ত ধনী শিল্পপতিরা কি অবাধে দুনিয়ার ওপর তাদের একাধিপত্য বিস্তার করে। আইনের কোন অনুশাসনই তাদের সর্বনাশা অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই জাতীয় স্বার্থপর দানবদের প্রতি স্বভাবতই মনটা ঘৃণায় জর্জরিত হয়ে ওঠে। আর ঠিক এর দশ মিনিট বাদে এই ধনিক সম্প্রদায়েরই এক সর্বপ্রধান প্রতিভূর একেবারে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হলো তাঁকে।

ব্রায়ান্ট বা মার্লোনের মতো ড. চামার্সের হাবভাবে কোন দ্বিধা সঙ্কোচের লক্ষণ ছিলো না। ম্যানসনও বিষয়টা লক্ষ্য করলেন। ডঃ চামার্সের টেবিলের সামনে বীয়ারের গ্লাস, তিনি অবশ্য নিজের জন্য হুইস্কি-ই বেছে নিয়েছেন।

'আপনাকে এখানে ডেকে পাঠাবার কারণটা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন, ডঃ চামার্স?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। খুব সম্ভবত স্ফটিক পাহাড়ের রিপোর্টের প্রসঙ্গেই...'

মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন ম্যানসন। 'ঠিক' .. আর এই রিপোর্টটা সরাসরি আমার কাছে পাঠিয়ে আপনি খুবই উচিত কাজই করেছেন।

চীফের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা চামার্স গায়ে মাখলেন না। তাঁর ধারণায় তিনি এমন আহামরি কিছু করেননি যা এই বাড়তি কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। তিনি শুধু নিজের কর্তব্যটুকু যথাযথ পালন করে গেছেন। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার রিপোর্ট সর্বপ্রথম বোর্ডের চেয়ারম্যানের দৃষ্টিগোচরে আনাই যুক্তিসঙ্গত। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি এই রিপোর্টটা বন্ধ খামে ভরে সরাসরি চেয়ারম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেন-না এটা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ নেই।

'প্রথমে আমি অপনাকে দুটি মাত্র প্রশ্ন করবো।' হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ম্যানসন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ডঃ চামার্সের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। 'গবেষণার এই ফল সম্পর্কে আপনি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত? এর পেছনে দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না তো?'

ডঃ চামার্স এ প্রশ্ন শুনে মোটেই বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ হলেন না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা যে কত যৎসামান্য তা তিনি জানতেন। এবং এটাকেই স্বাভাবিক নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিলেন।

'আমাব বিপোর্টে কোন ভুল নেই।' অসংশয়ে ব্যক্ত কবলেন ডঃ চামার্স। 'কোন যৌগিক পদার্থে প্ল্যাটিনামেব ভাগ নিহিত আছে কিনা সেটা পবীক্ষা করে দেখবাব জন্য নানাবকম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সববকম পদ্ধতিতেই আমবা এই নমুনা পবীক্ষা কবে দেখছি। প্রতিবাবেই নিশ্চিতভাবে প্ল্যাটিনামেব অস্তিত্বেব কথা টেব পাওয়া গেছে। সেইজন্যই এ ব্যাপাবে আমি এতখানি নিঃসন্দেহ।

স্যাব জেমস যথোচিত শ্রদ্ধা সহকাবেই চামার্সেব বক্তব্য শুনে গেলেন।

'আমাব দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, লাবরেটবিব কতজন কর্মচাবী বিপোর্টেব এই মূল বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল?'

'একজনও না।' চামার্স ডাইনে বাঁযে মাথা দোলালেন।

'একজনও না।' ম্যানসন যেন চামার্সেব কথাবই প্রতিধ্বনি কবলেন। তাঁব কণ্ঠস্বরে সংশয় আব অবিশ্বাসেব ছোঁওয়া। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আপনাব সহকাবীদেব মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই

বীযাবেব গ্লাসে বড কবে চুমুক দিলেন চামার্স। 'স্যাব জেমস, স্ফটিক পাহাডেব এই নমুনাব ব্যাগগুলো যখন আমাদেব গুদাম ঘবে জমা হলো তখন স্বাভাবিকভাবে আমাব এক সহকাবীব ওপবই এব প্রাথমিক পবীক্ষাব ভাব পবলো। কিন্তু এই ছেলেটিব বয়স খুবই কম, অভিজ্ঞতাও যৎসামান্য। তিনবাব পবীক্ষা কববাব পবও ও এই পাথবেব মধ্যে টিনেব কোন অস্তিত্ব খুঁজে পেলো না। অথচ মার্লোনেব নোটে বলা আছে, এব মধ্যে টিনেব ভাগ মিশে থাকাব সম্ভাবনা খুবই প্রবল। আমাব কাছে যখন ওব বিপোর্ট এসে পৌঁছলো, তখন অফিস প্রায বন্ধেব মুখে। সকলে চলে যাবাব পব আমি নিজেব হাতে আবাব একবাব পবীক্ষা কবে দেখলাম। তখনই প্রথম এব মধ্যে প্ল্যাটিনামেব অস্তিত্বেব আভাস পেলাম। পবেব দিন সকালে সহকাবীটিকে অন্য কাজে ব্যস্ত বেখে এই পবীক্ষা নিয়েই ডুবে বইলাম সাবাক্ষণ। যেভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখি না কেন প্রতিবাব ফল সেই একই। শুধু একটা নয়, বিভিন্ন ব্যাগ থেকে স্ফটিক পাহাডেব ভিন্ন ভিন্ন অংশেব নমুনা নিয়েও আমি পবীক্ষা কবে দেখেছি। আমাব বিপোর্টে কোন ভুল নেই, স্যাব জেমস।

'আপনাদেব এই বৈজ্ঞানিক পবীক্ষা-নিবীক্ষাব ব্যাপাবটা আমাব কাছে খুবই অদ্ভুত বলে মনে হয়।'

প্রকৃতপক্ষে এই আবিষ্কাবেব ফলে ডঃ চামার্স নিজেও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এবং বিগত তিন হপ্তা ধবে মার্লোনে প্রেবিত প্রতিটি ব্যাগ থেকে নমুনা সংগ্রহ কবে তিনি ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। তবে চীফেব কাছে সে সম্পর্কে কোন আভাস দিলেন না।

'ম্যানসনেব পক্ষে এটা নিশ্চয়ই খুব লাভজনক হবে।'

'ঠিক বলা যায না।' শান্ত স্ববে জবাব দিলেন ম্যানসন।

'কেন?' চামার্সেব চোখে মুখে সঘন বিস্ময। 'প্ল্যাটিনামেব বর্তমান বাজাবদব অনুযায়ী এটা তো একটা বিবাট সম্পদ।'

'হ্যাঁ, সেকথা অস্বীকাব কববাব উপায় নেই।' ম্যানসনেব কণ্ঠস্বব আগেব মতোই শান্ত, নিরুত্তাপ। 'তবে এব সমস্তটাই এখন মাটিব সঙ্গে মিশে আছে। কে এই সম্পদ আহবণেব অধিকাব অর্জন কববে বা সে অধিকাব আদৌ কাকব ববাতে জুটবে কিনা— সেটাই প্রধান কথা। আমাদেব আসল সমস্যাটা হচ্ছে, ডঃ চামার্স '

দীর্ঘ আধঘন্টা ধরে রাজনীতি ও অর্থনীতি পারস্পরিক সহাবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন ম্যানসন, যার একটা লাইনও ডঃ চামার্সের বোঝবার কথা নয়। পরিশেষে বললেন, 'তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন এই রিপোর্টটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এর কোন কথা বাজারে ফাঁস হয়ে গেলে রুশ গভর্নমেন্টই তার ফায়দা ওঠাবে।'

রুশ সরকারের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ডঃ চামার্সের কোন বিদ্বেষ ছিলো না, তিনি শুধু অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আমি তো কোন ঘটনাকে বদলে দিতে পারি না, স্যার জেমস।'

ম্যানসন সকৌতুক হেসে উঠলেন। 'ওহো না, ডক্টর, সে ক্ষমতা আপনার নেই তা আমি জানি ..' ঘড়ির দিকে নজর পড়তে হঠাৎই যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরলো। 'কি আশ্চর্য! একটা বাজতে চললো! নিশ্চয় আপনার খুব খিদে পেয়েছে, ডঃ চামার্স? আর আপনি-ই বা কি বলবেন, নিজেকে দিয়েই আমি সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কোন ফাঁকে যে এতটা বেলা হয়ে গেলো খেয়াল করিনি। চলুন, লাঞ্চ টেবিলে বসেই না হয় বাকি কথাবার্তা সারা যাবে।'

স্যার জেমস প্রথমে ভেবে রেখেছিলেন নিজের রোলস্ রয়েসেই ডঃ চামার্সকে নিয়ে লাঞ্চে যাবেন, পরে ওয়াটফোর্ড থেকে এনডীনের ফোন পাবার পর প্ল্যান বদলে ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করলেন। যদিও ভোজের আসরে বনেদি খানাপিনার কোন অভাব ঘটেনি। সম্ভ্রান্ত হোটেলের রাজকীয় পরিবেশ সব কিছুর মূল্যকেই যেন বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তাছাড়া ম্যানসন তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন সাধারণ বাঁধার পাঁচীরা রসাল আঙুরের রক্তিম নির্যাসে নিশ্চয় তেমন অভ্যস্ত বোধ করবেন না অচিরেই তাদের আত্মপ্রতিরোধের বেড়া ভেঙে পড়বে চামার্সের ক্ষেত্রেও তাঁর সে পরীক্ষা ব্যর্থ হলো না। সাধারণ দু চার কথার পর ধীরে ধীরে ভদ্রলোকের পারিবারিক প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন ম্যানসন। ইতিমধ্যে দু বোতল সুস্বাদু ফরাসী মদ কোন্ ফাঁকে শেষ হয়ে গেছে। তার প্রভাবে ডঃ চামার্সের কণ্ঠস্বর তাঁকে আরো উন্মনা করে তুললো

'কিছুদিন আগে আপনার মেয়ের ওই দুর্ঘটনার খবরটা আমি জানতে পারলাম ডঃ চামার্স সত্যিই কি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।'

ব্যথাবিদ্ধ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত সাদা টেবিল ক্লথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভদ্রলোক. ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কয়েকবার। 'আমার নিজের মানসিক অবস্থাটা কেউ কোনদিন বুঝতে পারবে না, স্যার জেমস।'

'অন্তত চেষ্টা করে দেখতে পারি।' ম্যানসনের কণ্ঠস্বর শান্ত নির্বিকার। 'ভুলে যাবেন না আমারও একটা মেয়ে আছে। আপনার মেয়ের চাইতে তার বয়স অবশ্য কিছু বেশি'

আরও মিনিট দশেক আলাপ আলোচনার পর কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো বার করলেন ম্যানসন। 'এটা যে কিভাবে আপনার সামনে উপস্থিত করবো ঠিক বুঝতে পারছি না।' কাগজের টুকরোটা চামার্সের দিকে এগিয়ে দিতে বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন 'তবে ম্যানসনের জন্য আপনি যে কি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং কোম্পানিও যে আপনার কাছে কি পরিমাণ ঋণী — আর পাঁচজনের মতো আমিও তা জানি। সেইজন্যই কোম্পানির তরফ থেকে এই যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান।'

কাগজটা একটা টাইপ করা অফিসিয়াল চিঠির কার্বন কপি। ডঃ চামার্স এক পলকে পড়ে নিলেন আগাগোড়া। চিঠিতে কোন এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, প্রতি

মাসের প্রথম হপ্তার মধ্যে যেন ডঃ গর্ডন চামাসের বাড়ির ঠিকানায় তাঁর স্ত্রীর নামে দশ পাউণ্ড মূল্যের পনেরো খানা ব্যাঙ্কনোট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্য কোনরকম নির্দেশ না পেলে আগামী দশ বছর পর্যন্ত এই নিয়ম চালু থাকবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ম্যানসনের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন চামার্স। কিন্তু চেয়ারম্যানের সারা মুখে তখন বৈষ্ণবীয় বিনয়ের সাবলীল অভিব্যক্তি। যেন চামাস এই দানটুকু গ্রহণ করলে তিনি যথেষ্ট অনুগৃহীত হবেন।

'ধন্যবাদ।' চামার্সের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, খসখসে।

স্যার জেমস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'তাহলে এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি। আর এক পাত্র ব্র্যাণ্ডিতে নিশ্চয় আপনার বিশেষ কোন আপত্তি হবে না।'

ট্যাক্সিতে অফিসে ফেরার পথে ডঃ চামার্সকে স্টেশন পর্যন্ত লিফট দেবার প্রস্তাব দিলেন ম্যানসন।

'অফিসে ফেরার পর আমি এখন আপনার জাঙ্গারো রিপোর্ট নিয়েই ভাল ভাবে ব্যস্ত থাকবো' ম্যানসনের অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টি ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরের দিকে নিবদ্ধ, কণ্ঠস্বরে নির্বিকার উদাসীন আমেজ।

'এখন কি করবেন বলে ভাবছেন?' চার্মসের চোখের কোণে জিজ্ঞাসার আলো।

'ঠিক বোঝা যচ্ছে না। জাঙ্গারোর প্রেসিডেন্টের কাছে এই রিপোর্ট পাঠানোর ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ নেই। এতখানি প্রাকৃতিক সম্পদ যদি বিদেশীদের হস্তগত হয়ে যায় তবে সেটা খুবই আক্ষেপের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, এবং এ তথ্য সেখানে গিয়ে পৌঁছলে এই ঘটনাই অবশ্যম্ভাবী। যদিও আজ হোক বা দুদিন বাদেই হোক একটা রিপোর্ট আমাকে পাঠাতেই হবে।

অনেকক্ষণ কারুর মুখে কোন কথা নেই। প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে চলেছে ট্যাক্সিটা।

'এ ব্যাপারে আমার কি কিছু করণীয় আছে?' অবশেষে চামার্স নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

ম্যানসনের বুক ঠেলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। কণ্ঠস্বর মাপা, সংযত। হ্যাঁ, মৃদুমন্দ মাথা দোলালেন তিনি। 'মালোনের পাঠানো এই নমুনাগুলো অন্যান্য বালি পাথরের বস্তার সঙ্গে একসঙ্গে গাদা করে রাখুন। পরীক্ষার এই রিপোর্টটাও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা দরকার। এর বদলে নতুন একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। তাতে পুরনো রিপোর্টের প্রথম অংশের বয়ানটুকু ঠিকই থাকবে। লিখবেন, এর মধ্যে যে টিনের ভাগনিহিত আছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এই টিন সংগ্রহ করতে যে খরচ পড়বে, ব্যবসায়িক দিক থেকে সেটা মোটেই লাভজনক হবে না কিন্তু এই রিপোর্টের মধ্যে কোথাও যেন প্ল্যাটিনামের উল্লেখ না থাকে। এর ভুলেও একথা কারুর কাছে ব্যক্ত করবেন না।'

ট্যাক্সিটা স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'আশা করি আপনি আমার বক্তব্যটা ঠিকমতো বুঝে নিয়েছেন, ম্যানসনের গলার স্বরে গাম্ভীর্যের ছোঁয়া 'কাল হোক বা অদূর ভবিষ্যতেই হোক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। তখন ম্যানকনের পক্ষে খনিজসম্পদ অনুসন্ধানের ব্যাপারে সরকারি অনুমতিপত্র আদায় করে নেওয়া অনেক সহজ হয়ে দাঁড়াবে। সবকিছুই আইনমাফিক সুসম্পন্ন করা যাবে।

ডঃ চামার্স পাশের দরজা খুলে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছেন। শেষবারের মতো বসের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। 'এ সম্পর্কে আমি এখনই কোন কথা দিতে পারছি না, স্যার। বিষয়টা আর একটু ভালো করে ভেবে দেখা দরকার।'

ম্যানসনও হাসিমুখে সায় দিলেন সে কথায়, 'অবশ্যই আপনি ভেবে দেখবেন! কারণ আপনার কাছ থেকে আমরা একবারে অনেকখানি দাবি করে ফেলেছি! বরং এক কাজ করুন, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত বিষয়টা নিয়ে একবার আলোচনা করে দেখুন। তিনি হয়তো পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।'

ডঃ চামার্সের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ড্রাইভারকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন স্যার জেমস।

সন্ধ্যায় ফরেন অফিসের এক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে ডিনারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিলো ম্যানসনের। তিনিই উদ্যোগী হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের নাম আদ্রিয়ান গোল। যদিও ভদ্রলোকের সম্পর্কে একটা ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাবই তাঁর মনে বরাবর মিশে ছিলো। কারণ মিঃ গোলকে একজন আত্মম্ভরী মূর্খ ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারেন না, এবং বিশেষত সেই কারণেই তিনি ভদ্রলোককে ডিনারে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। মিঃ গোল ফরেন অফিসের সংযোগাধিকারিক।

একটা অল্পখ্যাত মাঝারি ধরনের ক্লাবেই এই ডিনারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। যেখানে চেনাপরিচিতের ভিড় কম। নির্বিঘ্নে মন খুলে গল্প করা যায়। ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে মোটামুটি সবটুকুই খুলে বললেন ম্যানসন, শুধু প্ল্যাটিনামের কথাটা উহ্য রাখলেন। তার বদলে টিনের পরিমাণ বাড়িয়ে বললেন খানিকটা। 'এখন মূল সমস্যাটা হচ্ছে, জাঙ্গারোর রাষ্ট্রপতি কিম্বার সঙ্গে রাশিয়ান দূতাবাসের হৃদ্যতা। এই প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ হস্তগত করবার অভিপ্রায়ে রাশিয়া নিশ্চয়ই পুরনো বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে জাঙ্গারোয় অজস্র রুবল ঢালবে। আর কিম্বা যদি রাশিয়ার টাকায় রাতারাতি ফুলে ফেঁপে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে তবে পশ্চিমী দেশগুলোর ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে বাধ্য।'

খুব মনোযোগ সহকারেই স্যার জেমসের প্রতিটি বক্তব্য শুনে গেলেন মিঃ গোল। তাঁর দুচোখে চিন্তার ছায়া ফুটে উঠলো। 'সত্যিই খুব দুরূহ সমস্যা।'. তবে আপনার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে খুবই গভীর, সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। জাঙ্গারোর এখন প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ যদি দেশটা বড়লোক হয়ে যায় .. হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতো!... এই সার্ভে রিপোর্টটা কবে নাগাদ পাঠাতে হবে আপনাকে?'

'দু-চারদিনের মধ্যেই।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানসন।

'এখন প্রশ্ন, আমার কি করণীয়? এই রিপোর্ট যদি একবার রাশিয়ানদের নজরে আসে, তাহলে তারাও এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠবে। তখন শুরু হবে টাকার খেলা। সে প্রতিযোগিতায় আমাদের পক্ষে এঁটে ওঠা শক্ত। দেশের পক্ষেও একরূপ ক্ষতিকর প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না।'

মিঃ গোল মূল সমস্যাটা নিয়ে মনে মনে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। সেই মুহূর্তে কোন উত্তর দিলেন না। ম্যানসনই স্বগতোক্তির সুরে প্রসঙ্গের খেই ধরলেন।

'ভেবে দেখলাম, সমস্ত ব্যাপারটা আপনাকে একবার জানিয়ে রাখা কর্তব্য। সেই জন্যই . '

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' বিগলিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন মিঃ গোল। স্যার জেমস যে তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে বিবেচনা করেন, এটাই তাঁর এতখানি গর্বের কারণ। অল্প থেমে আবার বললেন, 'আচ্ছা, রিপোর্টে যদি টনপ্রতি টিনের ভাগটা অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়!'

'অর্ধেক কমিয়ে!' কপট বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করলেন স্যার জেমস।

'হ্যাঁ, মানে নমুনা পরীক্ষার পর যা জানতে পারা গেছে রিপোর্টে যদি তার অর্ধেক বলে উল্লেখ করা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আর তত লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে না? তাছাড়া নির্দিষ্ট জায়গায় পাঁচশো কি হাজার গজ দূর থেকে যদি এই নমুনা সংগ্রহ করা হতো, সেক্ষেত্রে তো পরিমাণটা অনেক কম হতে পারতো। .. হ্যাঁ, ভালো কথা, যার ওপর এই নমুনা সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়েছিলো, তার সঙ্গে কি অন্য কেউ ছিলো?'

'না,' ম্যানসন মাথা নাড়লেন। 'তাছাড়া আপনি যা বললেন সেটাও খুব যুক্তিপূর্ণ! নির্দিষ্ট এলাকার দু-পাঁচশো হাত দূর থেকে এই নমুনা সংগৃহীত হলে তার মধ্যে টিনের ভাগ হয়তো অনেক কম হতো এবং এই নমুনা সংগ্রহ করবার সময় আশেপাশে সাক্ষী বলতেও তেমন কেউ ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলটা লোকালয় থেকে অনেকখানি দূরে। চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়, হিংস্র বন্য জন্তুর অবাধ আনাগোনা ..'

মাঝপথে থেমে গিয়ে একটা চুরুট ধরালেন ম্যানসন। 'আপনি বুদ্ধিমান লোক, মিঃ গোল। আপনাকে বেশি করে বুঝিয়ে বলতে হবে না।' তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, 'বয়, আর দু পেগ ব্রাণ্ডি।'

মিনিট পনেরো বাদে নিজে দাঁড়িয়ে মিঃ গোলকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন তিনি। বিদায় নেবার আগে বেশ ভারিক্কি চালে একবার ফিরে তাকালেন ভদ্রলোক।

'স্যার জেমস, যাবার আগে একটা বিষয় আবার আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এই ঘটনার কথা যেন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারে। বুঝতেই পারছেন, সব কিছুই আমাদের ফাইলে রাখতে হয়। ..'

মিঃ গোলকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন ম্যানসন। 'বলতে হবে না, আমি জানি।'

'তাছাড়া এ সম্পর্কে আপনি যে প্রথমেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এ জন্যও আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। কোন বিষয়ের অর্থনৈতিক দিকটা আগে থেকে জানা থাকলে আমাদের কাজের পক্ষে অনেক সুবিধে হয়। এবার থেকে জান্নারোর ওপর আমি সজাগ দৃষ্টি রাখবো। সেখানে কোনরকম রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আভাস পেলে আপনিই প্রথম তার খবর পাবেন।'

মিঃ গোলের ট্যাক্সিটা সামনে থেকে অদৃশ্য হবার পর ম্যানসন রাস্তার বিপরীত দিকে অপেক্ষমান নিজের রোলস রয়েসের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন।

'রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আভাস পেলে আপনিই প্রথম তার খবর পাবেন।' গোলের বাচনভঙ্গি নকল করে নিজের মনে বিড়বিড় করলেন তিনি। 'আমিই তো সে খবর প্রথম পাবো রে গাধা, কারণ আমি নিজেই সেই পট পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছি।'

গাড়িতে উঠে শোফারকে বাড়ি ফেরবার নির্দেশ দিলেন ম্যানসন। আবার ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিকাডিলির ওপর দিয়ে হালকা পায়ে ছুটে চললো গাড়ি। ওয়েস্ট কান্ট্রিতে স্যার জেমসের বিশাল প্রাসাদ। তিন বছর আগে তাঁর বসবাসের জন্যই ম্যানকনের তরফ থেকে

আড়াই লক্ষ পাউণ্ডে এই প্রাসাদটি কিনে নেওয়া হয়। এই প্রাসাদেই সপরিবারে বাস করেন স্যার জেমস। পরিবার বলতে তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রী এবং উনিশ বছরের একমাত্র মেয়ে জুলি।

ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় স্ত্রীর পাশে শুয়েছিলেন গর্ডন চামার্স। তবে দুজনের মুখ দুদিকে ফেরানো। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। গত দু ঘন্টা যাবৎ পেগির সঙ্গে বাকযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। পেগি চিৎ হয়ে শুয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওপরে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে ও যে কি দেখছে বলা শক্ত।

'এ কাজ আমি কিছুতেই করতে পারি না।' পাশ ফিরে শোওয়া অবস্থাতেই যেন নিজেকে শুনিয়ে বিড়বিড় করলেন চামার্স। 'ম্যানসনের ধনভাণ্ডার ভরিয়ে তোলবার জন্য মিথ্যে রিপোর্ট তৈরী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অনেকক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই। আজ সন্ধ্যে থেকেই দুজনের মধ্যে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। পেগি কিন্তু কিছুতেই একগুঁয়ে অবোধ স্বামীকে বাগে আনতে পারছে না।

এতে তোমার কি যায় আসে বলতে পারো?' অন্ধকারের মধ্যে থেকে পেগির বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। 'কিন্তু আমাদের মার্গারেট তো আর জড় পদার্থ নয়। ওর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। কোথা থেকে তার সংস্থান হবে ভেবে দেখেছো।'

চামার্স পাশ ফিরে শুয়ে সামনের জানলাটার দিকে তাকিয়েছিলেন। পুরু পর্দার ফাঁক দিয়ে একটুকরো আকাশও দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা মাত্র নীল রঙের তারা।

'ঠিক আছে।' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চামার্স।

'তুমি তাহলে স্যার জেমসের প্রস্তাবে রাজী হবে? সত্যি বলছো?' পেগি যেন নিজের সৌভাগ্যকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

'অগত্যা আর উপায় কি।' চামার্সের কণ্ঠস্বরে পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি।

আবেগ উদ্বেল হয়ে রণক্লান্ত লোকটাকে দুহাতে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো পেগি। তুমি কোন চিন্তা কোরো না গো। দেখবে দুদিন বাদেই সব ভুলে যাবে। তখন ... আজকের কথা মনে থাকবে না। কিন্তু আমাদের মার্গারেট ...'

চামার্স কোন জবাব দেবার তাগিদ বোধ করলেন না। ... মতো আপন মনে খানিকক্ষণ বকবক করে চামার্সের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে পেগি ঘুমিয়ে পড়লো। পঙ্গু মেয়ের পরিচর্যায় সারাদিন ধরে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তার ওপর সংসারের খাটুনিও কম নয়। তার পক্ষে ক্লান্ত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। চামার্স কিন্তু তখনও একদৃষ্টে দূরের আকাশে নীল তারাটার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তাঁর বুকের মধ্যে ঝড় বইছে এলোমেলো।

'সংসারে ওরাই বরাবর জিতে যায়।' তীব্র ক্ষোভের সুরে বিড়বিড় করলেন তিনি। ওই সমস্ত জারজদের জন্যই যেন তৈরি হয়েছে এই পৃথিবীটা।

পরের দিন অফিসে গিয়ে জাঙ্গারো সম্পর্কে নতুন করে রিপোর্ট তৈরী করলেন ড চামার্স। আগের পরীক্ষার রিপোর্টগুলিও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেললেন। তারপর নতুন রিপোর্টের একটা কপি খামে ভরে পাঠিয়ে দিলেন ম্যানসনের কাছে।

পৃথিবীতে এখন শুধু দুজন মাত্র স্ফটিক পাহাড়ের আসল রহস্যের সন্ধান রাখে। তার মধ্যে একজন এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থাকতে স্ত্রী কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দ্বিতীয়জন পরবর্তী পদক্ষেপের প্রস্তুতিতে বিভোর।

চার

বেশ একটা মোটাসোটা ফাইল বগলে চেপে ব্যস্ত পায়ে চীফের ঘরে ঢুকলো সিমন। ফাইলের অভ্যন্তরে জাঙ্গারো সংক্রান্ত একশো পাতার টাইপকরা রিপোর্ট। একগুচ্ছ প্রমাণ সাইজের ফটোগ্রাফ এবং কয়েকটা ম্যাপ। ম্যানসন প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'এসো সিমন, তোমার উদ্দেশ্যের কথা সেখানকার কেউ জানতে পারেনি তো?'

'না, স্যার জেমস। আমি সেখানে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম, আর সে বিষয়ে কেউ কোন খোঁজখবরও নেয়নি। তাছাড়া সকলে জানতো আমি আফ্রিকার ওপর গবেষণামূলক থিসিস বচনায় ব্যস্ত। সেই উদ্দেশ্যেই বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'ভালো,' প্রসন্ন চিত্তে মৃদু হাসলেন ম্যানসন, 'তোমার রিপোর্টগুলো সময়মতো উলটে দেখবো, এখন তোমার মুখ থেকে আমি দেশটা সম্পর্কে সবকিছু শুনতে চাই।'

সিমন ফাইলের ভেতর থেকে আফ্রিকার এক অংশের ম্যাপ বার করে টেবিলের ওপব ছড়িয়ে দিলো। ম্যাপের মধ্যে জাঙ্গারোর সীমানাটুকু মোটা কালির দাগ দিয়ে আলাদা করা।

ম্যাপের দিকে চোখ ফেরালেই বুঝতে পারবেন, জাঙ্গারো রাজ্যটা অনেকটা দেশলাইয়েব বাক্সের মতো। সমুদ্রের ধার থেকে লম্বালম্বি দেশের মধ্যে ঢুকে গেছে। তবে এই সীমারেখা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অনুমান-নির্ভর। এর কোন সুনির্দিষ্ট দলিল নেই। আর তার প্রয়োজনও কখনও অনুভূত হয়নি। তাছাড়া এখানে রাস্তাঘাটেরও কোন বালাই নেই। উত্তর দিকে একটা মাত্র প্রধান সড়ক। এই পথ দিয়েই বাইরে থেকে যানবাহন দেশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এই পথ দিয়েই তারা বেরিয়ে যায়।'

স্যার জেমস ম্যানসন বেশ কিছুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে ম্যাপের মধ্যে দাগানো অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'পূব আর দক্ষিণ দিকের সীমানা সম্পর্কে তোমাব বক্তব্য কি?'

'এই দুদিকে কোন রাস্তাই নেই, স্যার। সরাসরি আপনাকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঢুকতে হবে। মাঝে-মধ্যে দুর্ভেদ্য তৃণভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। জাঙ্গারোর মোট আয়তন সাত হাজার বর্গমাইল। চওড়ায় সত্তর মাইল, লম্বায় একশো মাইল। রাজধানী ক্ল্যারেন্স পশ্চিম সীমারেখার মাঝ বরাবর অবস্থিত। এটাই জাঙ্গারের একমাত্র বন্দর।

ক্ল্যারেন্সের পেছন দিকে সরু একফালি সমতলভূমি। সমগ্র জাঙ্গারো রাজ্যের কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সামান্য কিছু চাষবাস হয়। এই সমতলভূমির পরেই উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত জাঙ্গারো নদী। তারপরেই শুরু হয়েছে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চল। আব স্ফটিক পাহাড়েব পেছনে মাইলেব পর মাইল জুড়ে ঘন গভীর জঙ্গল। সেটাই পূব দিকেব শেষ সীমানা।'

দেশের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা কি রকম?'

'প্রকৃতপক্ষে রাস্তাঘাট একেবারে নেই বললেই চলে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত জাঙ্গারো নদীই একমাত্র ভবসা। নদীর মোহনায় কয়েক[illegible]জটি এবং ভাঙা আটচালা মতো আছে বটে, তবে ওই পর্যন্তই। আগে জলপথে ওক, সেগুন প্রভৃতি গাছের গুড়ি বিদেশে রপ্তানি করা হতো, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সবরকম ব্যবসাবাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু দেশের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তাঘাট তো একটা কিছু থাকবে! তা না হলে সেদেশে লোকে বাস করবে কি ভাবে?'

'যা আছে তা খুবই নগণ্য, এবং তার প্রায় বারো আনাই কাঁচা রাস্তা। নদীর ওপর একটা মাত্র পুরনো নড়বড়ে সাঁকো। এই সাঁকোই পুবের সঙ্গে পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করছে। অবশ্য এই সাঁকো দেশের লোকদের কোন কাজে লাগে না। প্রয়োজন হলে তারা ভাঙাচোরা শালতির সাহায্যেই নদী পারাপার করে। শুধু যানবাহন চলাচলের জন্যেই এই সাঁকোটার প্রয়োজন। তবে সেখানে যানবাহনের সংখ্যাও খুবই যৎসামান্য।'

ম্যাপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ম্যানসন প্রসঙ্গের পরিবর্তন করলেন।

'আর দেশেব লোকেরা?'

'আফ্রিকার দুটি মাত্র গোষ্ঠী জাঙ্গারোয় বাস করে। নদীর পূবদিক থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত বিন্দুদের এলাকা। তাদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ নদী পেরিয়ে এ তীরে পা দিয়েছে বলে শোনা যায়। নদীর পশ্চিম তীর থেকে একেবারে সমুদ্রের কোল পর্যন্ত কাজা অধ্যুষিত অঞ্চল। উর্বরা সমতলভূমিটাও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। রাজধানী ক্ল্যারেন্সও এই অঞ্চলে। কাজারা বিন্দুদের ভীষণভাবে ঘৃণা করে, বিন্দুরাও কাজাদের বিরূপ দৃষ্টিতে দেখে।'

'দেশের জনসংখ্যা?'

'বেশি ভেতরের দিকে মোট জনসংখ্যার সঠিক হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। সরকারী হিসেব অনুযায়ী সবশুদ্ধ দু লক্ষ কুড়ি হাজার। তার মধ্যে কাজাদের সংখ্যা তিরিশ হাজারের মতো। বাকি এক লক্ষ নব্বুই হাজার বিন্দু। অবশ্য এ তথ্যও সম্পূর্ণ অনুমান-নির্ভর। কেবলমাত্র কাজাদের সম্পর্কেই তবু কিছুটা নিশ্চিতভাবে হিসেব পাওয়া যায়।'

'তাহলে ওরা নির্বাচন করলো কি উপায়ে?'

'সেটাই একটা জটিল রহস্য!' সিমন অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। 'যদিও দেশের অধিকাংশ লোকই ভোটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি কাকে যে তারা ভোট দিচ্ছে সে বিষয়ে কারুর কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই।'

'দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক হালচাল কি রকম?'

'কার্যত ভেঙে পড়বার মুখে।' উত্তর দিলো সিমন। বিন্দুদের এলাকায় কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। জনসংখ্যার একটা অংশ মিঠে আলু আব নকল সাগু দানার চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে তার পরিমাণ খুব কম, এবং মেয়েরাই এ ব্যাপারে বেশি দক্ষ। পুরুষেরা শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটায়। বেশি পয়সা কবুল না করলে কেউ আপনার মোট বইতেও রাজী হবে না। তবে তারা মাঝে-মধ্যে দল বেঁধে শিকারে বেরোয়। শিশুদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও অপুষ্টিজনিত নানা ধরনের রোগ সারা বছরই লেগে আছে।

'স্বাধীনতা লাভের আগে সমতলভূমিতে কিছু কিছু নিচু মানের কোকো, কফি, তুলো আর কলার চাষ হতো। তখন ইউরোপীয়ানরাই ছিলো সমস্ত ক্ষেত-খামারের মালিক। কালা আদমিদের সাহায্যে তারা চাষবাসের কাজ চালাতো। স্বাধীনতা লাভের পর সবকিছু জাতীয়করণের ফলে ইউরোপীয়ানরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। প্রেসিডেন্ট তার অনুগত লোকজনদের মধ্যে এই জমি ভাগ করে দেন। দেখাশুনার অভাবে এখন সেখানে আগাছা ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না।

স্বাধীনতা লাভের আগের বছর সমগ্র দেশে কোকোর উৎপাদন ছিলো তিরিশ হাজার টন। গত বছর এই উৎপাদনের পরিমাণ কমতে কমতে হাজার টনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বহির্বিশ্বে এর কোন ক্রেতাও পাওয়া যায় না। সমস্তটাই এখন গুদোমে পড়ে পচছে।'

'আর অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রী, কফি, তুলো, কলা?'

'পরিচর্যার অভাবে কফি ও কলার চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। বছর দু-তিন আগে ওখানকার সমস্ত তুলো গাছে এক ধরনের পোকা লাগে। কিন্তু দেশে কোন কীটনাশক ওষুধ ছিলো না। তার ফলে গাছগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে গেলো। এখন তুলোর উৎপাদনও বন্ধ। সমগ্র রাজ্য জুড়ে পুরোদস্তুর এক বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল অবস্থা। ব্যাঙ্কগুলো দেউলিয়া হয়ে বসে আছে, কারেন্সি নোটের কোন মূল্য নেই। কোন পণ্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানি হয় না, সেইজন্যে আমদানির ভাগও শূন্য। ইউ. এন.ও., রাশিয়া এবং প্রাক্তন শাসকবর্গের তরফ থেকে আগে কিছু কিছু সাহায্য আসতো। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ সেই সমস্ত দানসামগ্রী অন্য কোথাও বিক্রি করে দিয়ে নগদ টাকাটা নিজেদের পকেটস্থ করতো। তাই বিদেশী সাহায্যও এখন পুরোপুরি বন্ধ। সরকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর পাপের ফলাও কারবার। উপকূলবর্তী সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু মৎস্য শিকারের কায়দা-কানুন ওরা কিছুই জানে না। সমুদ্রে মাছ ধববার জন্য বাষ্পচালিত দুটো বোট ছিলো। তাদের ক্যাপ্টেন ছিলো দুজন ইউরোপীয়ান। একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদেব হাতে তাদের একজন মারাত্মক নিগৃহীত হয়। প্রতিবাদে দ্বিতীয়জনও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে। বোট দুটো সেই থেকে অকেজো হয়ে পড়ে থাকার ফলে ধীবে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেশে ছাগল মুরগিও দুষ্প্রাপ্য। সেই কাবণে স্থানীয় জনসাধারণ প্রোটিনের অভাবে ভুগছে।'

'ঔষধপত্রের ব্যবস্থা?'

'ক্র্যারেন্সে একটা হাসপাতাল আছে, ইউ.এন ও তাব তত্ত্বাবধান করে। সাবা দেশের মধ্যে এই একটিই চিকিৎসালয়।'

'ডাক্তারেব সংখ্যা?'

'দুজন মাত্র পাস করা জাঙ্গারিযান ডাক্তার ছিলো। তাদের একজন কারাগাবে বন্দী অবস্থায় প্রাণ হারায়, দ্বিতীয়জন প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক--এই অভিযোগে বিদেশী মিশনারীদেরও সদলবলে দেশ থেকে নির্বাসিত কবা হয়েছে?'

'জাঙ্গারোয় এখন ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা কত?'

'ঝোপজঙ্গলে ঘেরা ভেতরের দিকে সম্ভবত কেউ নেই। সমতলভূমিতে জনাদুয়েক ইউরোপীয়ান কৃষিবিদ্ আছেন, তাঁরা ইউ.এন.ও-র লোক। বাজধানীতে বিদেশী দূতেব সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাব মধ্যে রাশিয়ান দূতাবাসেরই কুড়িজন। বাকিবা ফ্রেঞ্চ, সুইস, আমেবিকান, পশ্চিম জার্মান, পূর্ব জার্মান, চেক ও চাইনিজ এম্বাসিব। অবশ্য চীনকে যদি আপনি সাদা চামড়াদেব মধ্যে গণ্য কবেন, তবেই। ইউ এন.ও পবিচালিত হাসপাতালে বিদেশী কর্মচাবীব সংখ্যা মোট পাঁচজন। আর পাঁচজন টেকনিসিয়ান। ইলেকট্রিকাল জেনারেটাব, বিমানবন্দরেব কনট্রোল টাওযাব, ওয়াটার ওয়ার্কস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তাঁরাই পরিচালনা কবেন। এ ছাড়াও জনা পঞ্চাশেক ইউবোপীয়ান এখনও জাঙ্গারোব মাটি কামড়ে পড়ে আছে। তারা সকলেই ব্যবসাযী বা ভাগ্যান্বেষী। তাদের ধারণা একদিন হয়তো দেশটার কিছু উন্নতি হবে।'

'মাত্র ছ হপ্তা আগে ক্ল্যারেন্সে এক বিশ্রী রকমের গন্ডগোল ঘটে গেছে। ইউ. এন. ও.-র এক কর্মচারী তো আর একটু হলে মারা যেতে বসেছিলো। পাঁচজন কর্মরত বিদেশী টেকনিসিয়ান পদত্যাগের হুমকি দিয়ে নিজ নিজ দূতাবাসে আশ্রয় নেন। সম্ভবত ইতিমধ্যেই তাঁরা সকলে যে যার দেশে ফিরে গেছেন। ঘটনা যদি সত্যিই এভাবে গড়ায় তবে এখন তো সেখানে হুলস্থূল ব্যাপার!'

'বিমানবন্দরটা কোথায়?'

'এই যে, এখানে। রাজধানীর ঠিক পেছন দিকে।' আঙুল দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় ইঙ্গিত করলো সিমন। 'এটা যদিও আন্তর্জাতিক মানের নয়। এখানে পৌঁছতে হলে প্রথমে আপনাকে এয়ার আফ্রিকার ফ্লাইটে উত্তর আফ্রিকায় হাজির হতে হবে। সেখান থেকে হপ্তায় তিনবার দু-ইঞ্জিনের ছোট একটা প্লেন সরাসরি ক্ল্যারেন্সে যাতায়াত করে।'

'এই দেশটার প্রকৃত বন্ধু এখন কে? মানে কূটনৈতিক দিক থেকেই...'

সিমন অসঙ্কোচে মাথা নাড়লো। 'কেউ নয়। দেশটার ওপর কারুরই কোন আগ্রহ নেই। ভুলেও কখনও কেউ এর নামোল্লেখ করে না। কোন সাংবাদিকই ওপথে পা বাড়ায়নি। সেইজন্যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেও এর কোন স্থান নেই। দেশের শাসকবর্গ ঘোর শাসকবর্গ ঘোর শ্বেত-বিদ্বেষী। সেই কারণে কোন বিদেশী সরকারই সেখানে তাদের কর্মী পাঠাবার ঝুঁকি নেয় না। দেশের সর্বত্রই এক অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা।'

'রাশিয়ানদের মতিগতি কি রকম বুঝলে?'

'ওদের দূতাবাসই সবচেয়ে জমকালো, এবং জাঙ্গারোর প্রেসিডেন্টের ওপর ওদের কিছু কিছু প্রভাব প্রতিপত্তিও আছে। কিম্বার মন্ত্রী পরিষদের অনেকেই মস্কো থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তবে ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা কখনও রাশিয়ায় যায়নি।'

'দেশটার উন্নতির সম্ভাবনা কি রকম?' চিন্তিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ম্যানসন।

'আমার মতে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ, তবে দক্ষ হাতে পরিস্থিতির হাল ধরতে হবে। জনসংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। দেশের মধ্যে কৃষিযোগ্য যা জমি আছে তাতেই সকলের সারা বছরের খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হয়ে যায়। এর জন্যে পরের মুখাপেক্ষী হবার কোন দরকার পড়ে না। উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই দুটি বস্তুই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাছাড়া বিদেশ থেকে যা সাহায্য আসতো দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সেটা নেহাত নগণ্য নয়। কিন্তু যাদের জন্যে এই সাহায্য, তাদের কপালে কখনও এর ছিটেফোঁটাও জুটতো না। প্রেসিডেন্ট আর তার তাঁবেদাররাই সবটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতো।'

'আচ্ছা, তুমি তো বললে বিন্দুরা কোন কাজকর্ম করতে চায় না। এ বিষয়ে কাজা সম্প্রদায়ের হাবভাব কেমন?'

'উভয়ের মধ্যে বস্তুত কোন পার্থক্য নেই। কুঁড়েমির প্রতিযোগিতায় কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না।'

'তাহলে ইউরোপীয়ানদের শাসনকালে ক্ষেত-খামারে কাজ করতো কারা?'

সিমন মৃদু হাসলো। 'বাইরে থেকে কুড়ি হাজারের মতো কৃষ্ণকায় মজুর আনা হয়েছিলো। তাদের সাহায্যেই চাষবাসের যাবতীয় কাজ করানো হতো। ইউরোপীয়ানরা সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পরও তারা জাঙ্গারোতেই রয়ে গেছে। এখন তাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারের

কাছাকাছি। কিন্তু যেহেতু এরা বহিরাগত সেইজন্যে সরকারী ব্যাপারে এদের কোন ভোট নেই। তবে দেশের মধ্যে এরাই একমাত্র কর্মঠ প্রকৃতির।'

প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে ম্যানসন একদৃষ্টে টেবিলে ছড়ানো ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চিন্তার দিগন্ত জুড়ে এখন একটা পাহাড়, একজন উন্মাদ প্রকৃতির রাষ্ট্রপতি, মস্কো থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কতিপয় উপদেষ্টা, এবং একটি রাশিয়ান দূতাবাস। সবশেষে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। 'সত্যিই সিমন, কি বিচিত্র এই দেশ!'

'তবুও তো এখনও আপনাকে সবটা বলা হয়নি।' সিমনের কণ্ঠে উৎসাহের সুর। 'জাঙ্গারো রিপাবলিকে আজও প্রকাশ্য রাজপথে হাজার হাজার জনতার সামনে অপরাধীর শিরশ্ছেদ করা হয়। আবহমানকাল থেকে এই রীতিই চলে আসছে। শুধু বিদেশী শাসনকালে কিছু কিছু আইনের রদবদল ঘটেছিলো। কিন্তু এখন আবার প্রাচীন পদ্ধতিতেই ...'

'বাঃ...চমৎকার! পৃথিবীতে এমন একটা স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করলো কোন্ মহাপ্রভু?'

সিমন কোন জবাব দিলো না, শুধু ফাইল থেকে একটা প্রমাণ সাইজের ফটো বার করে টেবিলে রাখলো।

ফটোটা জনৈক মাঝবয়সী আফ্রিকানের। মাথায় উঁচু রেশমী টুপি, গায়ের পোশাক-আশাকও বেশ মূল্যবান। সম্ভবত রাষ্ট্রপতির অভিষেক অনুষ্ঠানের ছবি, কারণ কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথিকেও আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। আফ্রিকানের মুখটা গোল নয়, ঈষৎ লম্বা ধাঁচের, পুরু ঠোঁটের ফাঁকে একটা সহজাত বিরক্তির ভাব। চওড়া নাকের দু পাশে ভাঁজ পড়েছে গভীরভাবে, তবে তার চোখ দুটোই সবচেয়ে বেশি করে নজর কাড়ে। কুতকুতে গোল চোখের তারায় উন্মাদ খুনীর রক্তলোলুপ দৃষ্টি।

'এই সেই অতি বিখ্যাত মহাজন।' সিমনের কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁওয়া। উন্মাদ খুনী, লোভী, পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অপরাধী। অথচ কেমন ভোল পালটে নেতার আসনে বসে আছে। দেশবাসীর চোখে ও এখন অসীম দৈবশক্তির অধিকারী, ঈশ্বরের বার্তাবহ দূত, শ্বেতকায় মানুষদের হাত থেকে জাঙ্গারোর উদ্ধারকর্তা, মহান রাষ্ট্রপতি জীন কিম্বা।'

ম্যানসন অনেকক্ষণ ধরে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। এই উজবুক লোকটি জানে না, দশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের প্ল্যাটিনাম এখন ওরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

এমন একটা লোক যদি ধরাধাম থেকে নিঃশব্দে সরে যায়, আপন মনে চিন্তা করলেন ম্যানসন, দুনিয়ার কেউ নিশ্চয় চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে না।

কিম্বার প্রেসিডেন্ট হবার পেছনে রাজনৈতিক ইতিবৃত্তটুকুও ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলো সিমন। ছ বছর আগে জাঙ্গারোর তৎকালীন বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষ দেশটার শাসনভার স্থানীয় জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে স্বীকৃত হন। অবশ্য এটা তাঁদের কোনরকম বদান্যতা নয়, বিশ্বের প্রতিটি দেশই তখন আফ্রিকার স্বাধীনতার ব্যাপারে ভীষণভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো। কোন অজুহাতেই আর এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে ঠেকানো যাচ্ছিলো না। সেই কারণে এক বছরের মধ্যেই তড়িঘড়ি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে রাতারাতি দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটা রাজনৈতিক দল গজিয়ে ওঠে। তার মধ্যে দুটো দল সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগত। একটা দল বিন্দুদের পক্ষ হয়ে জোর ওকালতি শুরু করে, দ্বিতীয় দলটা কাজাদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগে যায়। বাকি

তিনটে দল অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। এদের মধ্যে একটা দল আমূল সংস্কারপন্থী। বিদেশী শাসনকালে এই দলের নেতাকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কয়েক বছর কারাগারে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। এই নেতার নামই জীন কিম্বা। রাশিয়া থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কয়েকজন জাঙ্গারিয়ানও কিম্বার সঙ্গে যোগ দেয়।

নির্বাচনে এই পাঁচটা দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু বিন্দু সম্প্রদায়ের সহায়তায় কিম্বার র‍্যাডিক্যাল দল বিপুল ভোটাধিক্যে জিতে যায়। অন্য কোন দল তার ধারে-কাছেও আসতে পারেনি। এর পেছনে রুশ সরকারের প্রচুর মদত ছিলো। শুধু অর্থ দিয়েই নয়, নির্বাচন জেতার কলাকৌশল সম্পর্কেও তারা এদের হাতেনাতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের এক মাস পরে জীন কিম্বাকে জাঙ্গারোর রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত করা হলো।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ খুবই সহজ এবং সরল। মদমত্ত কিম্বা ধীরে ধীরে প্রতিটি বিরুদ্ধ শক্তিকেই সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেললো। অপর চারটি রাজনৈতিক দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হলো। এদের সঞ্চিত তহবিলও সরকারী কোষাগারে জমা পড়লো। মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে এই চার দলের নেতাকেও বন্দী করে রাখা হলো কিম্বার কারাগারে। অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই তিলে তিলে তাদের প্রত্যেককে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কোনরকমে জোড়াতালি লাগিয়ে একটা বিন্দু সেনা ও পুলিশবাহিনীও খাড়া করে ফেললো কিম্বা। তারপরই সেনা ও পুলিশ বিভাগের সমস্ত অফিসারকে একে একে বরখাস্ত করা হলো। বিদেশী শাসকদের আমলে সেনাবাহিনীতে কাজা সম্প্রদায়েরই ছিলো একচেটিয়া আধিপত্য। তাদের প্রত্যেককেই ছাঁটাই করে দেওয়া হলো একসঙ্গে । কর্মচ্যুত সৈনিকদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছ'টা ট্রাকের বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো সরকার থেকে। একদিন বিকেলের দিকে নিরস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে ক্ল্যারেন্স থেকে যাত্রা শুরু করলো ট্রাকগুলো। যখন তারা জাঙ্গাবো নদীর তীরে এসে পৌঁছলো তখন প্রায় সন্ধ্যা। সেখানেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে মেশিনগান চালানো হলো তাদের ওপর। ট্রেনিংপ্রাপ্ত কাজা সৈনিকদের এখানেই ইতি। রাজধানীতে পুলিশ এবং শুল্ক বিভাগে এখনও অবশ্য কাজাদের সংখ্যাই অনেক বেশি, তবে তাদের কাছ থেকে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীটা পুরোপুরি বিন্দুদের দখলে, সেই কারণেই অরাজকতা এতখানি চরমে উঠেছে। জাঙ্গারোয় কাজাদের এখন একবারে কোণঠাসা অবস্থা। যাবতীয় ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট কিম্বার কুক্ষিগত। এমন কি অসহায় বিদেশীদের পীড়ন করে অর্থ আদায় করতেও তার বিবেকে বাধে না। সবদিক থেকেই কিম্বা যেন বেপরোয়া।

গত পাঁচ বছরের রাজত্বকালে জাঙ্গারোয় বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। এদের মধ্যে যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে, তারাই ভাগ্যবান। এর ফলে সে দেশে এখন কোন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বাস করে না, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অবশ্য তাদের অস্তিত্ব একবারে বিরল ছিলো না। কিন্তু কিম্বা যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকেই তার সম্ভাব্য বিরুদ্ধপক্ষ হিসেবে গণ্য করে এবং দেশের মধ্যে থেকে তাদের নির্মূল না করে ফেলা পর্যন্ত মনে মনে শান্তি পায় না।

এই ক বছরে কিম্বার বুকের গভীরে এক দুর্জ্ঞেয় দুরারোগ্য মৃত্যুভয়ও ধীরে ধীরে শেকড় গেড়ে বসেছে। তার বিশ্বাস, গুপ্তঘাতকের দল সর্বদাই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ভুলেও কখনও

প্রাসাদের বাইরে বেরোন না। যদি কখনও কালেভদ্রে বাইরে বেরুবার প্রয়োজন হয়, সশস্ত্র প্রহরীর দল চারপাশ থেকে তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। দেশের মধ্যে যে কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পশুপক্ষী শিকারের জন্য রাইফেল বা শটগানও রেহাই পায়নি। তার ফলে দেশের মধ্যে প্রোটিনজাত খাদ্রের অভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কার্তুজ বা বারুদের আমদানিও পুরোপুরি বন্ধ। আদিবাসীদের যে সমস্ত সাবেকি আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো, বহুদিন অব্যবহারের ফলে সেগুলোও জং ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মূল শহরের মধ্যে দেশলাইও নিষিদ্ধ বস্তুর একটি। এই আইন অমান্য করলে মৃত্যু পর্যন্ত শাস্তি হতে পারে।

জাঙ্গারো সম্পর্কিত একশো পাতার রিপোর্ট ও ম্যাপগুলো সম্পূর্ণ আত্মস্থ হবার পর স্যার জেমস ম্যানসন আবার সিমনের খোঁজ করলেন। এই তুচ্ছ নগণ্য দেশটার ব্যাপারে চীফের এতখানি আগ্রহ সিমনকেও রীতিমত কৌতূহলী করে তুলেছিলো। সুযোগমতো মার্টিন থর্পের কাছেও প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছিলো একবার। থর্পের মুখ দেখে বোঝা গেলো, এ বিষয়েও সে-ও তেমন ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু এমনভাবে মুচকি হাসলো, যেন একজন সবজান্তা। তবে চীফের কাছে এ সম্পর্কে কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করা যে খুবই গর্হিত কাজ হবে সে বিষয়ে দুজনের জ্ঞানই খুব টনটনে।

পরের দিন জরুরী ডাক পেয়ে সিমন যখন চীফের চেম্বারে হাজির হলো, চীফ তখন সামনের খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে দশতলা নিচে রাস্তার মানুষ দেখছিলেন। কাজেব ফাঁকে মাঝে মাঝেই তিনি এই জানলার সামনে এসে দাঁড়ান। সিমনকে ঢুকতে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন।

'এ সম্পর্কে আরও দু-একটা তথ্য আমি বিশদভাবে জানতে চাই, সিমন। তোমার এই রিপোর্টে দেখলাম প্রেসিডেন্ট কিম্বা অজ্ঞাত গুপ্তঘাতকদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্থ হয়ে থাকে। আমি আরও খবর পেলাম দু-একবার তার নাকি প্রাণনাশেরও চেষ্টা কবা হয়েছিলো। এ বিষয়ে তোমার কি কিছু জানা আছে?'

সিমন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এ ধরনের কয়েকটা কাহিনী তারও কানে এসেছিলো, তবে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেনি।

কিম্বা যদি রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখে তাহলে পরেব দিন ভোর হতে না হতেই শহরের মধ্যে ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়।' মৃদু হাসলে সিমন। 'এই গ্রেফতারকে আইনসিদ্ধ করবাব জন্যেই সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়, দুশমনরা জাঙ্গারোর মহান প্রেসিডেন্টেব প্রাণনাশের চক্রান্ত করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে যার ওপব কিম্বার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে তাকেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়, আর এই গ্রেফতারের অর্থই মৃত্যু। ছ হপ্তা আগে ক্ল্যারেন্সে যে গন্ডগোল বেধে গিয়েছিলো, তার মূল উৎস কর্নেল ববি নামে এক আর্মি কম্যান্ডার। লোকটি বেশ চতুব ও ঘোরেল প্রকৃতির। পূর্বাহ্নেই ঝড়ের আভাস পেয়ে দেশ ছেড়ে ফেরার হয়েছে। কিম্বাব সঙ্গে তার বিরোধের মূল সূত্রপাত চোরাই মালের ভাগের বখরা নিয়ে। কিছুদিন আগে ইউ.এন ও. পরিচালিত জাঙ্গারোর একমাত্র হাসপাতালের জন্যে বিদেশ থেকে এক জাহাজে ঔষধপত্র এসেছিল। কিন্তু বন্দবের মধ্যেই সেনা বাহিনীর লোকেবা জাহাজ ঘেরাও করে অর্ধেক মালপত্র সরিয়ে ফেলে। কর্নেল ববি এই অভিযানের পরিচালক। ব্যাপারটা কিম্বারও অজ্ঞাত থাকাব কথা নয। লাভের একটা মোটা অংশ তাব নামেই ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। এবারেও তার কোন অন্যথা হয়নি। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিবাদে

হাসপাতালের প্রধান পরিচালক পদত্যাগপত্র দাখিল করে বসলেন। মূল অভিযোগের একটা প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতি কিম্বার কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই অভিযোগ পত্রে অপহৃত দ্রব্য-সামগ্রীর বিস্তারিত তালিকা ও তার মূল্যেরও উল্লেখ ছিলো। এটাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়ালো। কিম্বা জানতে পারলো কর্ণেল ববি তাকে দারুণভাবে ঠকিয়েছি। চোরাই মালের যা দাম হওয়া উচিত, সেই অনুপাতে কিছুই প্রায় তার ব্যাঙ্কে জমা পড়েনি। ববি-ই পুরোভাগটা হাতিয়ে নেবার তাল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর্মি কম্যান্ডারের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়, ববি কিন্তু আগে থেকেই গন্ধ পেয়ে গোপন পথে সীমান্ত টপকে সরে পড়েছিলো। সরকারী সেনাবাহিনী তার খোঁজে রাজধানী তোলপাড় করে ফেলে, বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এ ব্যাপারে।

'সেই ববির কি হলো?' জানতে চাইলেন ম্যানসন।

'দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সামরিক বাহিনীর একটা জীপ ওর জিম্মায় ছিলো। জীপটাই শুধু জঙ্গলের ধারে খুঁজে পাওয়া গেছে, ববির কোন পাত্তা নেই।'

'এই কর্ণেল কোন গোষ্ঠীর লোক?'

'বরাতক্রমে লোকটা দো-আঁশলা। ওর বাবা বিন্দু, মা কাজা। চল্লিশ বছর আগে বিন্দুরা একবার ক্ষেপে গিয়ে কাজাদের গ্রাম আক্রমণ করে। খুব সম্ভবত ও তারই ফলশ্রুতি।'

'ববি কি কিম্বাব নবগঠিত সেনাবাহিনীর একজন, না আগে থেকেই এই পেশায় যুক্ত আছে?'

বিদেশী শাসনকালে ও ছিলো সামান্য একজন কর্পোর‍্যাল, নির্বাচনেব পর হাওয়া বুঝে কিম্বার দলে ভিড়ে যায়। কিম্বাই ওকে কর্পোর‍্যাল থেকে রাতারাতি আর্মি কম্যান্ডার বানিয়ে দেয়। কারণ সেনাবাহিনীতে এমন একজনের অন্তত থাকা দরকার যে প্রতিটি আগ্নেয়াস্ত্রের নাম-গোত্রের সঙ্গে পরিচিত। প্রাক্তন শাসকবর্গের আমলে এ সম্পর্কে ওকে কিছু বাস্তব ট্রেনিংও নিতে হয়েছিলো।

'এই ববি লোকটা কেমন?' ম্যানসনের চোখের তারায় গভীর জিজ্ঞাসা।

পয়লা নম্বরের জোচ্চোর!' এক নিঃশ্বাসে জবাব দিলো সিমন। 'বাহ্যিক আকৃতি গরিলার অনুরূপ, যদিও ঘটে বুদ্ধির কোন বালাই নেই। তবে অনেক বন্য প্রাণীর মতো ওর অনুভূতি, স্বভাবত বেশ সজাগ। আব ওব সঙ্গে কিম্বার ঝগড়া তো শুধু চোরাই মালের বখরা নিয়ে!'

'লোকটা কি কম্যুনিস্ট?'

'না স্যার, ও কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের ধার ধারে না।' সিমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লো।

'তবে প্রচন্ড ঘুষখোর, তাই না? টাকার জন্যে সব কিছুই করতে পারে।'

'অবশ্যই, এবং বর্তমানে কর্ণেল নিশ্চয় খুব দুঃসহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। কেননা প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সময তাব পক্ষে বেশি কিছু সঙ্গে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কোন গতিকে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করাই তখন বড় কথা। আর জাঙ্গারোর কোন অধিবাসীই বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে পারে না, এ ব্যাপারে একমাত্র প্রেসিডেন্টেরই অবাধ অধিকার।'

'ববি এখন কোথায়?'

'আমি সঠিক বলতে পারি না। অন্য কোন দেশে গা ঢাকা দিয়ে বাস করছে।'

'হুঁ,' ভ্রু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা কবলেন ম্যানসন। 'যেখানেই থাকুক না কেন, খুঁজে বার করো।'

'আমি কি ববির সঙ্গে দেখা করবো?' বিনীত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো সিমন।

'না, এখনও তার সময় হয়নি।' ম্যানসনের সারা মুখ চিন্তামুখর। তোমার রিপোর্টটা খুবই তথ্যবহুল ও যথাযথ, তবে একদিকে সামান্য একটা খুঁত থেকে গেছে। জাঙ্গারোর সামরিক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ আমার জানা দরকার। মোট সৈন্যসংখ্যা কত, আগ্নেয়াস্ত্রই বা কি পরিমাণ মজুত আছে, সৈন্যদের শিক্ষাদীক্ষা কেমন, কোথায় কোথায় তাদের ঘাঁটি, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ পাহারা দেবার জন্যে কতজন সৈন্য মোতায়েন থাকে, এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রতিটি তথ্যই আমার কাছে অত্যন্ত জরুরী।'

সিমন বড় বড় চোখ মেলে বসের দেকে তাকিয়ে রইলো। মহাপ্রভুর মনের অলিগলিতে কত না অজানা রহস্য লুকিয়ে আছে! এ সম্পর্কে তাঁকে কোন প্রশ্ন করাও চলে না। দয়া করে তিনি যতটুকু ব্যক্ত করবেন ততটুকুতেই শুধু তার অধিকার।

'এ জন্যে তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না! আমি জানি, এ দায়িত্ব পালন করা তোমার ক্ষমতার বাইরে।' ম্যানসন নিজের কথার খেই ধরলেন। একজন চতুর এবং অভিজ্ঞ সোলজারই এ ধরনের খুঁটিনাটি তথ্য সহজে সংগ্রহ করতে পারে। দুনিয়ায় এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা শুধু অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধ করে। এদের বলা হয় পেশাদার সৈনিক। তুমি এমনই কারুর খোঁজ করো যার মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং উপস্থিত বুদ্ধির কোন ঘাটতি নেই, এবং পেশাদার সৈনিক হিসেবে সারা ইউরোপের সেরা।'

ক্যাট শ্যানন হোটেল মনমার্তের একানে একটা ঘরে অপরিসর বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়েছিলো। হাতের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া সাপের মতো এঁকেবেঁকে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ক্রমশই বড় বেশি দুর্বিষহ হয়ে উঠছে দিনগুলো। আফ্রিকা ছেড়ে আসার পর থেকে সেই একঘেয়ে ক্লান্ত মন্থর কালাতিপাত। দিন যাপনের মধ্যে কোথাও এক তিল উত্তেজনার খোরাক নেই। মাঝে থেকে সঞ্চিত অর্থ ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে নতুন কাজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়েছে ও, অনেক ব্যক্তির সঙ্গেই ওর যোগাযোগ আছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোথাও তেমন সুবিধে করতে পারেনি। ক্যালেণ্ডারের হিসেবে আজ মার্চের দশ তারিখ। আবহাওয়াটা কিন্তু আগের মতোই ঠাণ্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে। এর সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হওয়ার ফলে গোটা প্যারীটাই নরককুণ্ড করে তুলেছে। এমন দিনে রাস্তায় বেরুনোর কথা মনে আনাও ক্লান্তিকর। তাই একা একা বিছানায় শুয়ে নিজের জীবনের কথাই চিন্তা করছিলো শ্যানন।

ছেলেবেলায় ক্যাসলডার্গের গ্রাম্য পরিবেশে তার দিন কেটেছে। তবে গোটা গ্রামের মধ্যেই ওরাই ছিলো একমাত্র প্রোটেস্ট্যান্ট, বাকি সকলেই ক্যাথলিক। তার ফলে সমবয়সী বন্ধু বলতে ওর কেউ ছিলো না। সেই অভাব মেটাবার জন্যেই ওর বাবা ওকে একটা লাল রঙের পনি কিনে দিয়েছিলো। তার পিঠে চড়েই ও ঘুরে বেড়াতো সারাক্ষণ ই পনিটাই ছিলো তার একমাত্র সঙ্গী।

আট বছর বয়সে প্রধানত মায়ের তাগিদেই ইংলণ্ডের এক বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো শ্যাননকে। পরের দশ বছরের মধ্যে ও একবারে পুরোপুরি ইংরেজ বনে গেলো। আলস্টারের কোন গন্ধও আর ওর হাব ভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাইশ বছর বয়সে শ্যানন যখন জাতীয় নৌ-বহরের সার্জেন্ট, তখন বেলফাস্টে এক মোটর দুর্ঘটনায় ওর বাবা-মা দুজনেই একসঙ্গে প্রাণ হারায়। সেই থেকেই দুনিয়ায় শ্যানন সম্পূর্ণ একা।

এ সমস্ত প্রায় এগারো বছর আগের ঘটনা। মা-বাবার মৃত্যুর পরেও চুক্তি অনুযায়ী আরও পাঁচ বছর নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছিলো শ্যাননকে। অবশেষে লণ্ডনে ফিরে এসে একে একে অনেকগুলো চাকরিই নেড়েচড়ে দেখলো, কিন্তু কোনটাই ওর তেমন মনঃপূত হলো না। শেষ যেখানে ক্লার্কের চাকরি নিয়েছিলো সেটা একটা মার্চেন্ট কোম্পানি। ব্যবসায়িক সূত্রে আফ্রিকার সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। উগাণ্ডা প্রদেশে একটা শাখা অফিসও ছিলো কোম্পানির। শ্যাননকে সেই কোম্পানির সহকারী করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এখান থেকে বলা নেই কওয়া নেই, একদিন সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে গেলো শ্যানন। বিগত ছ বছর ধরে পেশাদার সৈনিকবৃত্তিই ওর একমাত্র জীবিকা। সাধারণে অবশ্য ওদের ভাড়াটে খুনী হিসেবেই গণ্য করে, যদিও শ্যাননের তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে প্রতি পদে পদে বন্য উত্তেজনার গন্ধ, পথের দুধারে নির্মম গুপ্তঘাতকের মতো ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। মুহূর্তের ভুলে এখানে যে কোন কিছুই ঘটে যাওয়া সম্ভব। এমন একটা রোমাঞ্চকর জীবন ছেড়ে সাদামাটা কেরানীগিরি তার ধাতে পোষাবে না। শ্যাননও এতদিনে এই সত্যটা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতে পেরেছে। শহর সভ্যতার কৃত্রিম পরিবেশে তার হাঁফ ধরে যায়। ছটফটিয়ে গুমরে মরে মনটা। এর চেয়ে আদিম আফ্রিকার শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য অনেক বেশি মনোরম।

পাঁচ

তার ওপর যে গুরুদায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে, অফিসে বসে সেই বিষয়েই চিন্তা করছিলো সিমন। এখন মূল সমস্যাটা হচ্ছে কোথা থেকে প্রথম শুরু করবে। কোন্ পথে এগোলে বস-এর নির্দেশমতো অভীষ্ট ব্যক্তির সন্ধান পাওযা যায়।

ঘন্টাখানেক চিন্তা ভাবনার পর সিমনেব মনে পড়লো, গত কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রে ম্যাগাজিন বিভাগে কাতাঙ্গা, কঙ্গো, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস. সুদান, নাইজেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে নানাবিধ তথ্যবহুল নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এক সম্ভ্রান্ত দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো ওর। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলো। এখন সোজা ফ্লিট স্ট্রীটের দিকেই ওর লক্ষ্য। সহকারী সম্পাদকের সহায়তায় পুরানো দিনের বিভিন্ন পেপারকাটিং-এর ফাইলগুলো যোগাড় করে নিতেও সিমনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধে হলো না। টানা দু ঘন্টা ধরে সেই পুরনো ফাইলের গাদার মধ্যে নিবিষ্ট চিত্তে মগ্ন হয়ে রইলো ও। এই মুহূর্তে সিমন কোন পেশাদার সৈনিকের অনুসন্ধান করছে না, বিভিন্ন নিবন্ধের রচয়িতার দিকেই ওর দৃষ্টি সজাগ হয়ে আছে।

অনেক বিচার বিবেচনার পর জনৈক নিবন্ধকারকে মনে ধরলো সিমনেব। এই ক বছরে তিনটে মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন ভদ্রলোক। তবে তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি যা লিখেছেন সে সম্পর্কে নিজে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এই রচনার পেছনে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। সহ-সম্পাদকের কাছে ঠিকানাও পাওয়া গেলো লেখকের। লণ্ডনের উত্তর অঞ্চলে একটা মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাট বাড়িতে তাঁর বাসা।

পরের দিন সিমন যখন লেখকের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো তখন বেলা আটটা। নিজেকে ও একজন ব্যবসাযী হিসাবে পরিচয় দিলো, নাম বললো ওয়াল্টাব হ্যারিস। ভদ্রলোকের ড্রয়িংরুমে

বসেই কথাবার্তা হচ্ছিলো দুজনের মধ্যে। কোনরকম ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথা শুরু করলো সিমন।

'আমি এই শহরের একজন বিজনেসম্যান।' নির্ভেজাল মিথ্যেটাও সিমনেব মুখে এতটুকু আটকালো না, 'তবে আমার মতো আরও কয়েকজন সমব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসাবেই আজ আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। পশ্চিম অফ্রিকার কোন এক রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।'

ভদ্রলোক কোনরকম মন্তব্য করলেন না। তাঁর চওড়া কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো।

'সম্প্রতি বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসেছে, ওই দেশের মধ্যে এক গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তার সাহায্য বর্তমান ক্ষমতাধীন সরকারের পতন ঘটানো হবে। যদিও বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রজাপালক হিসাবেও তাঁর রীতিমতো সুনাম আছে।... বুঝতেই পারছেন এর পেছনে কম্যুনিস্টদের মদত না থাকলে এমন ঘটনা কখনই সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ বলুন।' নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক।

'এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে, যতদূর খবর পাওয়া গেছে এই বিপ্লবের ধোঁয়া আজ পর্যন্ত তেমন প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর মধ্যে যদি এর সফলতা সম্পর্কে সংশয়ের ভাব জাগিয়ে তোলা যায়, তবে তারা সহসা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে সাহস পাবে না। আর সামরিক দপ্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এ ধরনের বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাছাড়া সেনাবাহিনীর অধিকাংশই যে বর্তমান প্রেসিডেন্টের সমর্থক তাতেও আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।'

'কিন্তু এ সবের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কোথায়?' লেখকের কণ্ঠে প্রবল বিস্ময়েব সুর।

'সে প্রসঙ্গেও আমি আসছি।' সিমন হাত নেড়ে আশ্বস্ত করতে চাইলো ভদ্রলোককে। 'বর্তমান পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে ততে একটা সত্য খুবই পরিষ্কার যে, এই বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে প্রজাবৎসল প্রেসিডেন্টকে খতম করা প্রয়োজন। যদি তিনি বহাল তবিয়তে বর্তমান থাকেন তাহলে এই বিপ্লব কিছুতেই সফল হবে না। অথবা সমগ্র পরিকল্পনাটাই হয়তো বানচাল করে দেওয়া হবে। তাই আমাদের এমন একজন অভিজ্ঞলোকের প্রয়োজন যার সাহায্যে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে আরও সুদৃঢ় করে তোলা সম্ভব। ফরেন অফিসের কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় অফিসারের সঙ্গেও আমরা বিষয়টা নিয়ে কিছু কিছু আলাপ আলোচনা করেছি, কিন্তু তাঁরাও কোন আশার আলো দেখাতে পারেননি। অবশেষে ভাবলাম, যদি কোন দক্ষ পেশাদার সৈনিকের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সেখানে গিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের ভেতর ও বাইরেব বর্তমান নিরাপত্তাব্যবস্থা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে. কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে ..'

সাংবাদিক ভদ্রলোক কয়েক পলক তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সিমনের দিকে। হ্যাবিস নামধারী এই যুবকের কাহিনী কতটুকু সত্য সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট সংশয় আছে। কেন-না প্রাসাদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই যদি প্রধান হয় তবে সে সম্পর্কে সাহায্য করতে বৃটিশ সরকারের অনীহার কোন কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়াও এই কাহিনীর মধ্যে আরও অনেক অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আপাতত সে বিষয়ে কোনরকম মন্তব্য করলেন না। বললেন, 'কিন্তু আমার কাছ থেকে আপনারা কি চান?'

'একজন অভিজ্ঞ পেশাদার সৈনিকের সন্ধান চাই, যার বুদ্ধি ও সাহস আছে। অর্থের বিনিময়ে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে প্রস্তুত।'

'তার জন্য আমার কাছেই বা এলেন কেন?'

'হঠাৎ আমার মনে পড়লো, কয়েক মাস আগে কোন এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার পাতায় এ সম্পর্কে আপনার একটা নিবন্ধ দেখেছিলাম। লেখাটার ওপর এক নজর চোখ বোলালেই বোঝা যায়, লেখক তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে দস্তুরমতো ওয়াকিবহাল।'

'হ্যাঁ, জীবিকার জন্য আমাকে অবশ্য কলম ধরতে হয়।'

সিমন পকেট থেকে দশ পাউণ্ড মূল্যের কুড়িখানা নোট বার করে সযত্নে টেবিলের ওপর রাখলো। 'তহলে দয়া করে আমার জন্যও একবার কলম ধরুন!'

'কি লিখতে হবে? প্রবন্ধ?'

'না, একটা স্মারকলিপি, যার মধ্যে নামের তালিকা ও তাদের কর্মজীবনের বৃত্তান্ত দেওয়া থাকবে। অবশ্য লেখার ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকলে মুখেও বলতে পারেন।'

'তার চেয়ে আমি বরং আপনাকে লিখেই দিচ্ছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অদূরে টেবিলের ওপর রাখা টাইপরাইটারের দিকে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে টাইপ করে চললেন আপন মনে। মাঝে মাঝে পাশে গাদা করা পুরনো ফাইল ঘেঁটে নিচ্ছিলেন নিজের লেখার সঙ্গে। অবশেষে ফিরে এসে সিমনের সামনে তিনটে টাইপ করা প্যাডের পাতা এগিয়ে ধরলেন।

'আমার জ্ঞান এবং বিশ্বাস মতে এঁরাই সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি।'

সাগ্রহে হাত বাড়ালো সিমন। লেটার প্যাডের সাদা পাতার ওপর পরিষ্কার ঝরঝরে টাইপে সারিবদ্ধ নামের তালিকা। তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কর্মজীবন।

কর্ণেল লামুলিন ঃ বেলজিয়ান, সম্ভবত সরকারী কর্মচারী। শোম্বের নেতৃত্বে প্রথম কঙ্গোয় আগমন। এর পেছনে বেলজিয়ান সরকারের সমর্থন ছিলো বলেই মনে হয়। প্রথম শ্রেণীর সৈনিক, যদিও আক্ষরিক অর্থে তাঁকে পেশাদার আখ্যা দেওয়া যায় না। ষষ্ঠবাহিনী গঠন করে তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে ডেনার্ডের হাতে সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যান।

রবার্ট ডেনার্ড ঃ জাতে ফরাসী। সেনাবিভাগেব কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না, তবে প্রাক্তন পুলিস কর্মচারী। সন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গদের নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা র ব্যাপারে সাহায্যেব উদ্দেশেই তিনি ফরাসী মিলিটাবি পুলিশবাহিনীর উপদেষ্টা হিসাবে কাতাঙ্গায় আসেন। কিন্তু শোম্বের নির্বাসনেব পর তাঁকেও মানে মানে সে দেশ ছেড়ে সরে পড়তে হয়। জ্যাকুইস ফকার্টের প্রতিনিধি হিসাবে আমেনে পেশাদাব ফরাসী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কর্ণেল লামুলিন প্রতিষ্ঠিত ষষ্ঠবাহিনীর প্রধান পরিচালক। কোন এক অভিযান পবিচালনার সময় মাথায় দারুণ আঘাত পান। তার ফলে বহুদিন তাঁকে হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয। বর্তমান প্যারীর বাসিন্দা।

জ্যাকুইস শ্যাম ঃ বেলাজিয়ান। প্রথমে ক্ষেত মালিক ছিলেন, পরে পেশাদার সৈনিকদের দলে গিয়ে ভেড়েন। ডাকনাম কালো জ্যাক। কাতাঙ্গার অধিবাসীদের সাহায্য নিজেই একটা বাহিনী গঠন করেন। গোড়ার দিকে অবশ্য তেমন সুবিধে করতে পারেননি, পরাজিত হয়ে সদলবলে

অ্যাঙ্গোলায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। শোম্বের পুনরুত্থান না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে রইলেন বেশ কয়েক দিন। তারপর নিজের বাহিনী নিয়ে কাতাঙ্গায় ফিরে আসেন।

কিম্বার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে তাঁর দশমবাহিনী মোটের ওপর স্বাধীনভাবেই কাজ করেছিলো।

স্ট্যানলেভিল বিদ্রোহেও তাঁর সক্রিয় অংশ ছিলো। পরে রবার্ট ডেনার্ড এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

রজার ফকুয়েঁ ঃ বিখ্যাত ফরসী অফিসার। সম্ভবত শ্বেতাঙ্গদের অপসারণের ব্যাপাবে সাহায্য করতেই ফরাসী সরকার তাঁকে কাতাঙ্গায় পাঠিয়েছিলেন। পরে ডেনার্ডের সঙ্গে মিলিতভাবে আমেনে ফ্রেঞ্চবাহিনীর নেতৃত্বে দেন। নাইজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা নগণ্য হয়। অবশ্য সমস্তই স্বদেশের স্বার্থে। এক সশস্ত্র সংঘর্ষে মারাত্মক আহত হয়ে বর্তমানে প্রায় পঙ্গু।

মাইক হোর ঃ আদতে বৃটিশ, বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থায়ী বাসিন্দা। কাতাঙ্গায় পেশাদার সেনাবহিনী প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। শোম্বের সঙ্গেও তাঁর একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো। হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর শোম্বেই তাঁকে আবার কঙ্গোয় আহ্বান জানান। কিম্বার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানেও হোবের বিরাট ভূমিকা ছিলো।

ডিসেম্বরে পিটারের হাতে পঞ্চমবাহিনীর দায়িত্বভার তুলে দিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অবস্থাও বেশ সচ্ছল।

জন পিটার ঃ মাইক হোরের পেশাদার বাহিনীতে যোগ দেন, এবং কর্মদক্ষতার জোরে অচিরেই ডেপুটি কম্যাণ্ডারের পদ দখল করেন। স্বভাবচবিত্রে তিনি যেমন নিষ্ঠুর, তেমান নির্ভীক ও দুঃসাহসী। কয়েকজন পদস্থ অফিসার তাঁর অধীনতা মেনে চলতে অস্বীকার করায় তাঁদের অনেককে অন্যত্র বদলি করা হয়। বাকিদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয় বাহিনী থেকে।

শেষদিকে পিটার সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে রীতিমতো ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত এই ছ জনই প্রাচীন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে কাতাঙ্গা এবং কঙ্গোয় যুদ্ধর প্রথম সূত্রপাত থেকে এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরবর্তী পাঁচজনকে তুলনায় অনেক নবীন বলা চলে, একমাত্র রাউক্স ছাড়া। রাউক্সের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তবে তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি বলে তাঁকে এই দলেই স্থান দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুব সাম্প্রতিক কালের।

রল্‌ফ স্টেনার ঃ জাতে জার্মান। নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে ফকুয়েঁর বাহিনীতে পেশাদার সৈনিক হিসাবে প্রথম যোগ দেন। ফকুয়েঁ অবসর নেবার পর আরও ন' মাস সেই বাহিনীব পরিচালক ছিলেন। পরে তাঁকে দায়িত্ব থেকে অপসৃত করা হয়। বর্তমানে দক্ষিণে সুদানে আশ্রয় নিয়েছেন।

জর্জ শ্রোডার ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। হোর এবং পিটারের অধীনে কঙ্গোয় পশ্চিমবাহিনীব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পর শ্রোডারই অবিসংবাদিতভাবে বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত হন। দলের সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। মাস কয়েক পরে এই পঞ্চম বাহিনীর সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়। বাহিনী প্রত্যেকে যে যার ঘরে ফিরে যায়। তারপর থেকে শ্রোডারের আর কোন খবর নেই।

চার্লস রাউক্স ঃ জাতে ফরাসী, আফ্রিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অবশ্য খুব দীর্ঘদিনের নয়।

প্রথমে জুনিয়র সামরিক অফিসার হিসাবে কাতাঙ্গায় আসেন। সেখানে থেকে অ্যাঙ্গোলায় পাড়ি দেন। পরে হোরের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ডেনার্ডের বাহিনীতে নাম লেখান। এখানে তাঁর পদোন্নতিও ঘটে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু স্ট্যানলেভিলের বিদ্রোহে রাউক্সের বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। সে যাত্রা পিটারই কোনরকমে তাঁর প্রাণরক্ষা করেন। ডেনার্ড আহত হয়ে বিদায় নেবার পর রাউক্সকেই যুগ্মভবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এবারও তিনি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হন। এর পর থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর আর কোন যোগাযোগ নেই। বর্তমানে প্যারীতেই অস্তানা গেড়েছেন।

কার্লো শ্যানন ঃ ব্রিটিশ। হোরের অধীনে পঞ্চমবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পিটারের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তিনি তাঁদের একজন। সেইজন্য তাঁকে ডেনারের ষষ্ঠবাহিনীতে বদলি করা হয়। জ্যাকুয়েস শ্যামের অধীনে বাকাভু অবরোধেও শ্যানন অংশ নিয়েছিলেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আবার নতুন দায়িত্ব নিয়ে সুদূর নাইজেরিয়া পাড়ি জমান। স্টেনরের পদচ্যুতির পর কর্তৃপক্ষ তাঁকেই বাহিনীর অধিনায়ক নির্বাচিত করেন। যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন। খুব সম্ভবত তাঁব বর্তমান ঠিকানা প্যারী।

লুসিয়ে বার্ণ ঃ এরফে পাল লেরয়। ফরাসী, অনর্গল ইংরাজী বলতে পারেন। অ্যালজেরিয়ান যুদ্ধে ফরাসীবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান। হোরেব নেতৃত্বে পঞ্চমবাহিনীতে যোগ দেন। ঐ বছরের শেষের দিকে শত্রু পক্ষের বোমার আঘাতে সাংঘাতিক আহত হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নেন। ছেষট্টির গোড়ার দিকে বার্ণকে ডেনার্ডের ষষ্ঠবাহিনাতে বদলি কবা হয়। এবারেও যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক জখম হন। কিছুদিন বাদে সুস্থ হযে ফিরে এসে নিজের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র বাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। কার্যত তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বার্ণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চতুর ব্যক্তি। রাজনীতির হালচালও তিনি খুব ভালো বোঝেন।

আগাগোড়া সমস্তটা শেষ করার পর সিমন চোখ তুলে তাকালো। 'এঁদের সকলকেই কি আমাব এই কাজের জন্যে পাওয়া যাবে?'

লেখক ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। ' সে বিষয়ে আমার রীতিমতো সংশয় আছে। কেননা, এই ধবনের কাজের জন্য যারা সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁদের প্রত্যেকের নামই আমি এখানে যুক্ত করেছি । তবে তাঁরা এখনও এই ধরনের দায়িত্ব নিতে রাজী হবেন কিনা সেটা সম্পূর্ণ তাঁদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে ঝুঁকির পরিমাণ কতখানি, লাভের সম্ভাবনাই বা কতটা — সমস্তই আগে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। রাজী হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন তাব পরে। অনেকে হয়তো আব্যর কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারেই অবসর নিয়েছেন, অর্থের প্রয়োজন সকলের সমান নয়। '

'তাহলেও আপনার তো একটা নিজস্ব মতামত আছে?'

'ব্যক্তিগত অভিমতের কথা যদি বলেন, তাহলে অবশ্য আমি শ্যাননের পক্ষেই ভোট দেবো। যদিও অধিনায়ক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব দীর্ঘ দিনের নয়, কিন্তু সহজাত দক্ষতাই তাঁকে অনায়াসে সাফল্য এনে দিয়েছে। তাছাড়া কোন অভিযানের গোড়া থেকে শেষে পর্যন্ত তিনি নিজ

দায়িত্বে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন। সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি সমান সজাগ। সামান্য কোন খুঁটিনাটিও নজর এড়ায় না।'

'শ্যাননের বর্তমান ঠিকানা?' প্রশ্ন করলেন সিমান।

ভদ্রলোক তাঁর ডায়রি ঘেঁটে প্যারীর একটা হোটেল ও একটা বারের নাম বললেন। 'এই দু জায়গায় চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'আর ধরুন, কোন কারণে যদি তাঁকে না পাওয়া যায়?'

'সেক্ষেত্রে ...,' কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে চিন্তা করলেন ভদ্রলোক, 'লুসিয়ে বার্ণ অথবা চার্লস রাউক্সই যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে বার্ণ সম্পর্কে একটা মুশকিল এই যে, আপনার ব্যাপারটা সঙ্গোপনে ফরাসী সরকারের গোচরে আনা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে আপনি কিছুতে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না।'

কোন মন্তব্য না করে দুজনের ঠিকানাই সিমন নোটবুকে টুকে নিলো।

রু ব্র্যাঙ্কের রাস্তা ধরে মন্থর পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলো শ্যানন। গম্ভীর, আত্মমগ্ন। গুরুভার মানসিক চিন্তাই ওর চলার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। পথের দুধারে সার সার পানশালা, তার মধ্যে থেকে অর্কেস্ট্রার মিষ্টি আওয়াজ ভেসে আসছে। টেবিলে টেবিলে প্যারীর সেরা সুন্দরীরা শাঁসালো মক্কেলের প্রতীক্ষায় বসে আছে উন্মুখ হয়ে। মার্চের মাঝামাঝি, বিকেল প্রায় পাঁচটা। বরফের মতো ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া বইছে শিরশিরিয়ে। এই ধরনের আবহাওয়াই শ্যাননের মেজাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

চৌমাথা পেরিয়ে দু-চার পা এগোলেই বাঁ দিকে একটা কানাগলি। তার দুটো বাড়ি পরে শ্যাননের হোটেল। হোটেলটা এমন কিছু জমকালো নয়। লোকজনের ভিড়ও খুব কম। প্রবেশপথের একদিকে কাঠের পার্টিশান দেওয়া কাউন্টারের মধ্যে টাকমাথা রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক একা একা চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিলো। শ্যাননের পায়ের শব্দে তার চমক ভাঙলো।

'লণ্ডন থেকে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েকবার ফোনে আপনার খোঁজ করছিলেন, স্যার।' কী-বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট চাবির রিংটা শ্যাননের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বিনীত কণ্ঠে ব্যক্ত করলো হোটেল-ক্লার্ক। 'আপনাকে না পেয়ে শেষে আপনার জন্যে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন।'

শ্যানন বেশ আগ্রহের সঙ্গেই খুলে দেখলো চিরকুটটা। টাকমাথা বৃদ্ধের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা এক লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি।— হ্যারিস সম্পর্কে সাবধান! নিচে এক সাংবাদিক ভদ্রলোকের নাম লেখা। শ্যাননের মনে পড়লো, আফ্রিকাতেই প্রথম আলাপ হয়েছিলো তাদের। ভদ্রলোক যে বর্তমানে লণ্ডনের বাসিন্দা, সে খবরও ওর কাছে অজ্ঞাত নয়।

'আরও একজন আপনার জন্যে বহুক্ষণ আমাদের ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করছেন।'

চাবির রিংটা পকেটে ভরে শ্যানন সোজা বারান্দার শেষ প্রান্তে এককোনে ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলো। দূর থেকেই একজন ধোপদুরস্ত ফিটফাট যুবকের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বেতের সোফার ওপর সোজা হয়ে বসে আছে যুবকটি। এই প্রকৃতির যুবককে শ্যানন আগেও কিন্তু দেখেছে। সাধারণত এরা কোন ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে।

'আপনিইও মিঃ শ্যানন?' শ্যাননকে ঢুকতে দেখেই প্রশ্ন করলো আগন্তুক।

শ্যানন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু আপনাকে তো ঠিকমতো ...?'

'আমার নাম হ্যারিস। ওয়াল্টার হ্যারিস। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রায় দু ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি। আমার কিছু জরুরী কথা আছে। সেটা কি এখানে হওয়া সম্ভব, না আপনার ঘরে?'

'যা বলার এখানেই বলতে পারেন। এ ঘরে এখন কেউ আসবে না। আর কাউন্টারে যে রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি একবর্ণও ইংরেজি বোঝেন না। সেদিক থেকেও আপনার কোন ভয় নেই।'

এগিয়ে গিয়ে শ্যানন একটা চেয়ার দখল করলো। লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো নিজে। হ্যারিস নামধারী আগন্তুকের দিকেও বাড়িয়ে দিলো প্যাকেটটা, এবং এই নবীন যুবকের নাম যথার্থই 'হ্যারিস' কিনা সে বিষয়েও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পরলো না।

সিমন কিন্তু নির্বিকার। কণ্ঠস্বরেও জড়তার কেন আভাস নেই।

'মিঃ শ্যানন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম, আপনি একজন পেশাদার সৈনিক?'

'হ্যাঁ,' পুনরায় ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলালো শ্যানন।

'প্রকৃতপক্ষে আপনার নামই আমার কাছে সুপারিশ করা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। একটা জরুরী কাজের জন্যই আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যের প্রয়োজন। সামরিক অভিজ্ঞতাও তার কিছু থাকা দরকার, এবং কারুর মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগিয়ে যে বিদেশে ঘুরে আসতে সক্ষম। তার প্রধান কাজ হবে, কোন দেশের সামরিক ব্যবস্থা নিখুঁতভবে পর্যবেক্ষণ করে আসা, সে বিষয়ে যথাযথ রিপোর্ট তৈরি করা। বিষয়টা কিন্তু সম্পূর্ণ গোপনীয়। আগে বা পরে এ সম্পর্কে কোন রকম মুখ খোলা চলবে না। আমাদের চুক্তির এটাই প্রধান শর্ত।'

'আমি কিন্তু ভাড়াটে খুনে নই।' শ্যানন মাঝপথে বাধা দিলো আগন্তুককে। 'যদি তেমন কোন পরিকল্পনা আপনার মগজে থাকে ..'

'না ... না, তেমন কিছু আপনাকে করতে বলা হচ্ছে না। আমাদের বক্তব্য খুবই প্রাঞ্জল।'

'ঠিক আছে , তাহলে পুরো ব্যাপারটা আগে খুলে বলুন। আর তার দক্ষিণাই বা কত? ' এবারে সোজাসুজি কাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো শ্যানন । বোকারাই শুধু মিথ্যে ভনিতায় অনর্থক সময় নষ্ট করে।

নতুন করে কথা শুরুর আগে সিমন অল্প সময় নিলো। 'প্রথমে একদিনের জন্যে আপনাকে লণ্ডনে যেতে হবে। যাতায়াতের সমস্ত খরচ-খরচা আমরাই বহন করবো। আপনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হোন বা না হোন, এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না।'

'কেন, লণ্ডনে যেতে হবে কেন? এখানে বলতেই বা বাধা কিসের?' শ্যাননের কণ্ঠে রীতিমতো জেদের সুর।

সিমন বার দু-তিন সিগারেটে জোরে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো ধীরে ধীরে।

'এর সঙ্গে কয়েকটা ম্যাপ ও কিছু গোপনীয় কাগজপত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করা আমি সমীচীন বোধ করি না।' কথা বলতে বলতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বার করলো সিমন। 'লণ্ডনে যাতায়াতের বিমানভাড়া মোট একশো কুড়ি পাউণ্ড আমি এখনই আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত শোনবার পর আপনি যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত না হন তাহলেও শুধুমাত্র এইটুকু কষ্ট স্বীকারের জন্য আপনাকে আরো একশো পাউণ্ড দেওয়া হবে। আর যদি রাজি হন তখন না হয় দেনাপাওনার ব্যাপারটা আলোচনা করা যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি। কবে আমাকে লণ্ডনে যেতে হবে?'

'আগামী কাল।' সিমন বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'সুবিধেমতো যে কোন সময় হাজির হতে পারেন। আমি আজ রাতের ফ্লাইটে ফিরে গিয়ে হাভারস্টক হিলের পোস্টহাউসে হোটেলে আপনার জন্যে একখানা ঘর বুক করে রাখবো। পরশুদিন সকাল নটায় আমার একটা ফোন পাবেন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়টা তখনই জানিয়ে দেবো।'

শ্যাননও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে। ' তবে হোটেলে আমার নাম হবে কীথ ব্রাউন। ওই নামেই ঘর বুক করবেন। '

মাথা নেড়ে বেরিয়ে গেলো সিমন। এখানে আসার আগে ও যে পুরো তিন ঘন্টা চার্লস রাউক্সের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে সে প্রসঙ্গে কোনরকম উচ্চবাচ্য করলো না, তবে রাউক্স যে তার কাজের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি নয় সে সত্যটা বুঝে নিতেও বিশেষ দেরি হয়নি সিমনের। তাই পরে দেখা করবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও মানে মানে উঠে এসেছে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট ছেড়ে।

পরের দিন সকালের ফ্লাইটেই শ্যানন লণ্ডনে পৌঁছলো। এখ ন ওর নাম কীথ ব্রাউন। সঙ্গের পাসপোর্টও কীথ ব্রাউনের নাম লেখা । অনেক মাথা খাটিয়ে এই নকল পাসপোর্টখানা যোগাড় করতে হয়েছিলো ওকে। লণ্ডনে পৌঁছে ওর প্রথম কাজ হলো সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করা। ওয়াল্টার হ্যারিসের কাছে তার নাম সুপারিশ করার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানালো বন্ধুকে।

দুপুরে লাঞ্চের পর একটা বেসরকারী গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে হানা দিলো শ্যানন। সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের নামটা ও জেনে নিয়েছিলো। এদের কাজকর্মের বেশ সুনাম আছে বাজারে। এখানকার প্রতিটি কর্মচারীই রীতিমতো দক্ষ ও অভিজ্ঞ। শ্যাননের কাজটা অবশ্য এমন কিছু কঠিন নয়। আগামীকাল সকালের দিকে জনৈক ভদ্রলোক তার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে আসবে। কাজ শেষ করে ভদ্রলোক তার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে আসবে। কাজ শেষে করে ভদ্রলোক যখন বিদায় নেবে তখন গোপনে অনুসরণ করতে হবে তাকে। ভদ্রলোকের অফিস বা বাসার ঠিকানাটাই শ্যাননের জরুরী প্রয়োজন। তবে ভদ্রলোক যেন ঘূণাক্ষরেও এ সম্পর্কে কোন আভাস না পায়। তাহলে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে যাবে।

বিদায় নেবার আগে প্রাথমিক খরচ বাবদ নগদ কুড়ি পাউণ্ড জমা দিতে হলো ওকে। তবে এজন্য ওর মনে কোন ক্ষোভ নেই, বরং কাজটা পাকা হওয়ার ফলে ও এখন মনে মনে অনেক বেশি স্বস্তি বোধ করছে।

পরের দিন সকাল ন'টার মিনিট পাঁচেক আগেই ওয়াল্টার হ্যারিসের ফোন পেলো শ্যানন। তার ঠিক চল্লিশ মিনিট পরে স্বয়ং হ্যারিসই ওর হোটেলে এসে হাজির হলো। বাঁ হাতে কালো রঙের ছোট একটা ব্রিফকেস। চালচলন গম্ভীর, সংযত। চেয়ারে বসে ব্রিফকেস খুলে একটা ভাঁজকরা মানচিত্র টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলো সিমন। কোনরকম মন্তব্য করলো না।

শ্যানন এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লো। মিনিট তিনেক ধরে খুঁটিয়ে দেখলো মানচিত্রটা। অবশেষে চোখ তুলে সিমনের দিকে তাকালো।

সিমন যে কাহিনী শোনালো তার মধ্যে সত্যমিথ্যা একসঙ্গে মেশানো। নিজেকে ও এখনও এক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবেই দাবি করে, জাঙ্গারোর সঙ্গে যাদের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। প্রেসিডেন্ট কিম্বার খামখেয়ালীপনায় তাদের ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় লাটে উঠবার উপক্রম। কয়েকজন তো ইতিমধ্যে কারবারে লালবাতি জ্বালিয়ে বসে আছে।

জাঙ্গাবোর কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীও কিম্বার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা সকলে জোট বেঁধে এই অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটাতে চায়। সেনা বিভগের দু-চারজন অফিসারের সঙ্গেও তাবা এই ব্যাপারে গোপনে শলাপরামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে।

'সত্যি কথা বলতে কি,' সিমন এবার সোজাসুজি শ্যাননের দিকে চোখ তুলে তাকালো, 'কিম্বাকে গদিচ্যুত করা হলে আমরা খুব বেশি অখুশি হবো না, কিন্তু কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয়। অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী সারাক্ষণ প্রেসিডেন্টের প্রাসাদটাকে ঘিরে থাকে, প্রেসিডেন্ট নিজেও কদাচিৎ প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বেবোন। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটলে সেখানকার অধিবাসীরাও যথেষ্ট উপকৃত হবে, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও এর জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা এমন একজন লোক চাই যে জাঙ্গারোয় গিয়ে কিম্বার সামরিক বাহিনী ও তার প্রাসাদেব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খুঁটিনাটি যাবতীয় বিবরণ সংগ্রহ করে আনতে পারবে।'

'আব আপনি সেই গোপন রিপোর্ট আপনার অফিসারদের হাতে তুলে দেবেন?'

'না . না, আপনি খুব ভুল করছেন। ওরা কেউই আমাদের অফিসার নয়, সকলেই জাঙ্গারিয়ান। আমাদেব বক্তব্য হচ্ছে, ওরা যদি যথার্থই কিছু একাটা করবো বলে মনস্থ করে, তবে তার আগে সমগ্র পবিস্থিতিটা ওদেব ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত।'

শ্যানন এ প্রসঙ্গে কোনরকম মন্তব্য করলো না। শুধু তার সন্দেহটা আবো দৃঢ়ভাবে ঘনীভূত হলো। জাঙ্গাবোব এই গুপ্ত বিপ্লবী দল যদি স্বদেশে বাস করেও প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল না হতে পাবে তবে তাদেব দ্বারা কখনোই এমন একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানো সম্ভব নয। শ্যানন নিজেও তা জানে। তবে এ ব্যাপাবে এখন কোন কথা বলা অবান্তব।

'আমাকে সেখানে যেতে হলে একজন ট্যুবিস্ট হিসেবেই যেতে হবে।'

ধীরে ধীবে মাথা নাড়লো শ্যানন। 'এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।' সিমনও সায় দিলো এ কথায।

'কিন্তু. ,' শ্যাননেব কণ্ঠে নতুন চিন্তাব সুব, 'এমন আজব দেশে বিদেশী ট্যুবিস্টের আবির্ভাব খুব কমই ঘটে থাকে। আচ্ছা, আমি কি আপনাদেব কোম্পানির তরফ থেকে সেখানে যেতে পারি না? তাহলে আমাব কাজের পক্ষেও অনেক সুবিধে হয।

'না,' দৃঢকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালো সিমন। 'সেটা আদৌ সম্ভবপর নয। কেননা কোথাও কোন গণ্ডগোল দেখা দিলে তখন পুরো দায়িত্বটা আমাদেব ঘাড়ে এসে বর্তাবে। আমরা সেটা কিছুতে ঘটতে দিতে পাবি না।'

অর্থাৎ আমি দৈবাৎ ধবা পড়লে আমাকে মুখ বুজেই থাকতে হবে। মনে মনে চিন্তা করলো শ্যানন। আব এই ঝুঁকিটুকু নেবাব জন্যেই আমাকে ভাড়া কবা হচ্ছে।

'এবাব তাহলে দেনাপাওনাব কথাটা চুকিয়ে ফেলা যাক।' শ্যাননেব কণ্ঠে উদাসীন সুব।

'আপনি তাহলে এই দাযিত্ব নিতে বাজী আছেন?'

'সব কিছুই অর্থেব পবিমাণের ওপব নির্ভব কবছে।'

সিমন সমঝদাবেব ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'সেজন্যে আটকাবে না। খবচ-খবচা বাদ দিযে শুধু পাবিশ্রমিক হিসেবে আমরা আরও হাজাব ডলাব দেবো।'

'ডলাব নয, পাউণ্ড। হাজাব পাউণ্ডেব কমে আমি এ কাজ হাতে নেবো না।'

'হাজার পাউণ্ড, তার মানে প্রায় আড়াই হাজার ডলার! অথচ এ ব্যাপারে তো আপনার দিন আট-দশের বেশি সময় লাগবে না। এই ক'দিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে...'

'দিনটা এখানে বড় কথা নয়, ঝুঁকিটাই মুখ্য। আপনি যদি এই গুরুদায়িত্ব আমাকে পালন করতে বলেন তবে উপযুক্ত পারিশ্রমিকও আমি আশা করবো। আর কাজটা যদি আপনাব বিবেচনায় এমন কিছু কঠিন না হয়, তাহলে নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখুন না!'

'ঠিক আছে, আমি হাজার পাউণ্ডেই রাজি আছি। পাঁচশো আগাম, আর বাকি পাঁচশো কাজ শেষ করে ফিরে আসার পর।'

'কিন্তু ফিরে এসে তখন যদি আপনার দেখা না পাই?'

'ভুলে যাবেন না, আমিও আপনাকে পাঁচশো পাউণ্ড অগ্রিম দিচ্ছি। আপনিও তো টাকাটা নিয়ে বেমালুম সরে পড়তে পারেন!'

শ্যানন যুক্তিটা অগ্রাহ্য করতে পারলো না। 'হ্যাঁ, সেদিক থেকে বিচাব করলে...'

দশ মিনিট পরে হিসেব-নিকেশের পালা চুকিয়ে হোটেল ছেড়ে বিদায় নিলো সিমন। ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

দুপুর তিনটে পনেরো মিনিটে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের হেড-অফিসে ফোন করলো শ্যানন।

'কে, মিঃ ব্রাউন?' ফোনের অপর প্রান্তে ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'আমাদের লোক ঠিক আপনার নির্দেশ মতোই কাজ করেছে। পোস্টহাউস হোটেল থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোক একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা ম্যানকন হাউসে হাজির হন। এটাই ম্যানসন কনসলিডেটেড মাইনিং কোম্পানির হেড-কোয়ার্টার।

'ভদ্রলোক কি ওই কোম্পানির কর্মচারী?'

'খুব সম্ভবত। আমাদের লোক অবশ্য ভদ্রলোকের পেছন পেছন ম্যানকন হাউসের ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তবে ভদ্রলোককে এগিয়ে যেতে দেখে গেটের দারোয়ান সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকেছিলো। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়...'

গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের কমকর্তাটিকে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিলো শ্যানন। তার জন্যে খরচ বাবদ এম. ও. পাঠালো পঞ্চাশ পাউণ্ড। বিকেলে স্থানীয় এক ব্যাঙ্কে দশ পাউণ্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললো একটা। পরের দিন সকালে আরও পাঁচশো পাউণ্ড জমা দিলো তার সঙ্গে। টুকিটাকি আর দু-একটা কাজ সেরে সন্ধ্যের ফ্লাইটেই আবার প্যারিতে ফিরে এলো।

সাধারণ ভাবে ডঃ গর্ডন চামার্স মাতাল চরিত্রের নন। এমন কি বীয়ারের চেয়ে কড়া ডোজের কোন পানীয় তিনি কদাচিৎ গ্রহণ করেন। তবে কালেভদ্রে আপনা থেকেই যেদিন রাশ একটু আলগা হয়ে যায়, সেদিন তিনি বড় বেশি মুখর হয়ে ওঠেন। উইলটনের লাঞ্চ টেবিলে স্যার জেমসও গর্ডনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় ক্যাট শ্যানন লা বুর্গের বিমান বন্দরে প্লেন বদল করে এযার আফ্রিকার ডিসি-৮ এর ফ্লাইটে পশ্চিম আফ্রিকায় পাড়ি জমালো, সেই সন্ধ্যায় গর্ডন চামার্স তাঁব এক অনেকদিনের পুরনো বন্ধুব সঙ্গে লণ্ডনের এক নির্জন রেস্তোরাঁয় বসে ডিনার সারছিলেন। যদিও এই ডিনারের মধ্যে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানেব ঘটা ছিলো না। কয়েকদিন আগে মাঝরাস্তায় বহুদিনের পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ আবাব নতুন করে দেখা হয়ে

যায়। দু দণ্ড কথা বলার মতো তখন কারুর হাতে বিশেষ সময় নেই। সেই জের টেনেই আজকের এই ডিনার।

বন্ধুটিও বৈজ্ঞানিক। পনেরো-বিশ বছর আগে তাঁরা দুজনে একই হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছেন। তখন দেহে যৌবনের জোয়ার ছিলো, দু চোখে রঙিন স্বপ্নের ঘেরাটোপ। বুকের গভীরে স্থির সত্যের মতো জ্বলতো একটা আদর্শ। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ঔপনিবেশিকতা আর বিধ্বংসী মারণাস্ত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে জোর জেহাদ ঘোষণা শুরু করে দিয়েছিলো সারা পৃথিবীর মানুষ। এই দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধুও নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এর জন্যে কতবার মিছিল করে পথে নেমেছিলেন তাঁরা। কতবার ধর্ণা দিয়েছিলেন সরকারের দুয়ারে। পরে অবশ্য গর্ডন চামার্স বেরিয়ে এসেছিলেন এ সবের মধ্যে থেকে, বিয়ে করে সংসার পাতলেন তিনি। কিন্তু বন্ধুই এই নিয়েই মেতে রইলেন সারাক্ষণ। তারপর বহুদিন দুজনের আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।

বিগত একপক্ষ কালের দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণাই গর্ডনকে ভেতরে ভেতরে বড় বেশি উতলা করে তুলেছিলো। তার ফলে সন্ধ্যের ডিনার-টেবিলে সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। বেশ কয়েকবার খালি পাত্র ভরে নিলেন নিজের হাতে। এটা যদিও সম্পূর্ণ তাঁর স্বভাব-বহির্ভূত। তবে ভাগ্যক্রমে আজ এমন একজন বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছেন যাঁর ধূসর দু চোখে সমবেদনার সজল ছায়া, এবং যিনি তাঁর এই সমস্যা সাহায্য করতেও প্রস্তুত। তাছাড়া এই বন্ধুটিও বিজ্ঞানের ছাত্র। একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে গর্ডনের মানসিক অশান্তির প্রকৃত স্বরূপটা তিনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন। গর্ডন অবশ্য তাঁর বন্ধুকে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত খুলে বলেননি, এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিবেকের কাছে বরাবরই একটা বাধা ছিলো। তাই বলে নিজের দুষ্কৃতির কথা তিনি গোপন করবার চেষ্টা করেননি। কোন্ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন, সে কথাও খুলে বললেন অকপটে। এর ফলে তাঁর বুকটা খানিক হালকা হলো। দীর্ঘ দু হপ্তার বিবেকের দংশন এখন আর তত দুঃসহ বোধ হচ্ছে না।

ছয়

কনভেয়ার ৪৪০ ক্ল্যারেন্সের বিমানবন্দরে অবতরণের আগেই শ্যানন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে নিচের শহরটার ওপর এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলো। বিশেষভাবে বাঁ দিকের জানলার ধারে এই আসনটা বেছে নেবার উদ্দেশ্যও তাই। শহরের মধ্যে যেটুকু বনেদিয়ানা সবই যেন একসঙ্গে সমুদ্রের ধারে এসে ভিড় করেছে। ভেতরের দিকে টিনে শেড দেওয়া ঘিঞ্জি বস্তি। মাঝেমধ্যে তার ফাঁক দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা।

বিমানবন্দরটা মূল শহর থেকে মাইল দেড় দুই দূরে। কনভেয়ার ৪৪০কে এই শহরের ওপর দিয়েই উড়ে আসতে হয়। তবে জাঙ্গারোয় পৌঁছবার আগেই দেশটা সম্পর্কে মোটের ওপর একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিলো শ্যাননের। গতকাল প্রতিবেশী রাজ্যের রাজধানী থেকে ও যখন জাঙ্গারো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভিসার জন্য এর আগে কেউ কখনো তার কাছে কোন আবেদন পেশ করেনি। এর জন্যে ভিসার আবেদন জানালো তখন টুরিস্ট অফিসের কর্মরত ভদ্রলোক কেমন অবাক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো যেন জাঙ্গারোর পৃষ্ঠাব্যাপী একটা আবেদনপত্রও পূরণ করতে হলো শ্যাননকে। তার মধ্যে পিতৃপরিচয় থেকে শুরু করে আরো

হাজার রকমের খুঁটিনাটি প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে। অবশ্য কিথ ব্রাউনকে ও কোনদিন চোখেও দেখেনি, তার বাবার নাম তো আরো দূরের কথা।

পাসপোর্টের মধ্যে মোটা অঙ্কের একটা ব্যাঙ্কনোটও ভাঁজ করে রাখা ছিলো। অফিসার ভদ্রলোক অবলীলায় সেটা নিজের পকেটে ভরলো। তারপর বহুক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করলো পাসপোর্টটা।

'আপনি কি আমেরিকান?' চোখ তুলে শ্যাননের দিকে ফিরে তাকালো ভদ্রলোক।

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো শ্যানন। ভদ্রলোক যে পুরোদস্তুর অশিক্ষিত সেটা তার কথার টানেই বুঝতে পারা যায়। এরপরে ভিসা পেতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগলো। কিন্তু ক্যারেঙ্গে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আসল মজাটা টের পাওয়া গেলো।

শ্যাননের সঙ্গে কোন লাগেজ ছিলো না, শুধুমাত্র ছোট একটা স্যুটকেশ। বিমানবন্দরের পূবদিকে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে একটিমাত্র এক-মহলা পাকাবাড়ি। তার মধ্যে ভ্যাপসা গরম আর বড় বড় মাছির ঝাঁক। ডজনখানেক সোলজার আর জনাদশেক পুলিস কর্মচারীকেও ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো লাউঞ্জের মধ্যে। শ্যাননের দু চোখে উদাসীন দৃষ্টির ছায়া, তবে তার ফাঁক দিয়েই লক্ষ্য রাখলো সবকিছু। প্রত্যেককে কাজা সম্প্রদায়ের লোক বলেই মনে হয়। প্রতিবারের মতো এখানেও একটা লম্বা ফর্ম পূরণ করতে হলো ওকে।

কাস্টম অফিসে পা দেবার পর থেকেই শুরু হলো আজব তামাসার খেল্। সাদা পোশাকের এক সরকারী অফিসার ওর জন্যই অপেক্ষা করছিলো গম্ভীর মুখে। চোখ তুলে শ্যাননকে পাশের একটা কামবার দিকে ইঙ্গিত করলো। শ্যানন দবজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারদিন সশস্ত্র সৈনিক ছুটে এলো পেছনে পেছনে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি গুরুত্ব সম্পর্কে এতক্ষণে ওয়াকিবহাল হলো শ্যানন। বহুদিন আগে কঙ্গোতেও এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ও। সাধারণভাবে এরা যে কি পরিমাণ শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষী শ্যানন তা জানে। যে কোন সামান্য অজুহাতে এই অসভ্য বর্বরগুলো ওর ওপর দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। শ্যাননকে খুন করতেও ওদের মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগবে না।

মিনিটখানেকের মধ্যে গোমড়ামুখো সরকারী অফিসারের পুনরায় দর্শন পাওয়া গেলো। শ্যাননের হাতে ধরা ছোট চামড়ার স্যুটকেশটা অদূরে নড়বড়ে এক কাঠের টেবিলের ওপর রেখে দেবার নির্দেশ দিলো অফিসার। তারপর আরম্ভ হলো ব্যাপক খানাতল্লাসি। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় এই সন্দেহজনক স্যুটকেশটার মধ্যে যেন সাংঘাতিক কোন মারণাস্ত্র লুকনো আছে। অবশেষে রেমিংটন ইলেকট্রনিকের নতুন মডেলের শেভিং মেশিনটার ওপর হাত পড়লো। ব্যাটারি লোড করাই ছিলো, অন্ সুইচে চাপ দিতেই রাগী ভোমরার মতো ভনভনিয়ে ঘুরতে শুরু করলো ঝকমকে ইস্পাতের ব্লেডটা। বার দুয়েক নেড়েচেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে অফিসার সেটা নিজের পকেটস্থ করলো।

স্যুটকেশ ছেড়ে দিয়ে লোকটা এবার শ্যাননের দিকে নজর দিলো। শ্যাননের বুক-পকেটে সুদৃশ্য মানিব্যাগটার দিকেই তার স্থির লক্ষ্য। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পব জিনিসপত্রগুলো যখন আবার ওর হাতে এসে পৌঁছলো তখন মানিব্যাগের অভ্যন্তরে দুটো মাত্র ট্র্যাভেলার্স চেক ছাড়া আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। দাঁতে দাঁত চেপে এ জাতীয় সমস্ত উপদ্রব সহ্য করে যেতে হলো শ্যাননকে। প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারী অফিসের মধ্যেই এতবড় জালিয়াতী কাণ্ড ঘটে গেলো,

অথচ কারুর কাছে প্রতিবাদ জানাবার কোন উপায় নেই। তবে পৃথিবীর সবটাই রুক্ষ মরুভূমি নয়, এই যা রক্ষে! কাস্টম অফিস থেকে বেরুতেই একজন সদাশয় আইরিশ পাদ্রীর দর্শন পাওয়া গেলো। তিনি ইউ. এন. ও. পরিচালিত স্থানীয় হাসপাতালের কর্মী। ভদ্রলোক তাঁর নিজের গাড়িতেই ক্ল্যারেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন শ্যাননকে।

'আপনার কি কোন হোটেল ঠিক করা আছে?' বিদায় নেবার আগে জানতে চাইলেন তিনি। যখন শুনলেন এ শহরে শ্যানন একবারে নতুন তখন নিজে থেকে হোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-এর নাম করলেন। গোমেজ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক এর পরিচালক। লোকটি অতিশয় সৎ ও বিশ্বস্ত।

সেই সন্ধ্যায় স্বয়ং গোমেজের সঙ্গেই আলাপ হলো শ্যাননের। পুরো নাম জুলে গোমেজ। আলজিরিয়া থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী এক ফরাসী। আগে গোমেজই ছিলো এই হোটেলের মালিক। নিজের সঞ্চিত পুঁজি দিয়ে এই হোটেলটা ও কিনে নিয়েছিলো। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে দেশের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বৈদেশিক সম্পত্তি সরকার জবরদখল করে নেয়। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অবশ্য নগদ কিছু অর্থ ধরে দেওয়া হবেও বলে সরকারী তরফ থেকে জানানো হয়েছিলো, কিন্তু ওই পর্যন্তই, একে কাজে পরিণত করবার জন্য কোথাও কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। আর সে ব্যাপারে গোমেজের তেমন কিছু তাড়া ছিলো না। কারণ কিম্বার ব্যাঙ্ক নোট ভূষিমালের সামিল, বাজারে তার কোন দামই নেই। তার বদলে ও কিম্বার কাছ থেকে নিজের হোটেলের ম্যানেজারের পদটা স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। গোমেজের বিশ্বাস, একদিন নিশ্চয় অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। সেই সুদিনের মুখ চেয়ে ও দিন গুনছে।

হোটেলের বার বন্ধ হবার পব দুজনের আলাপটা আরও গাঢ় হলো। কাস্টম অফিসারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে একটা বড় হুইস্কির বোতল শ্যাননের ব্যাগের মধ্যে অক্ষত থেকে গিয়েছিলো। তার সদগতি কববার উদ্দেশ্যে শ্যানন সমাদরে নিজেব ঘরে আহ্বান জানালো গোমেজকে। বহুদিন বাদে আসল বিলিতি হুইস্কির গন্ধ পেয়ে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠলো গোমেজেব। বর্তমান জাঙ্গারোয় এ বস্তু অতিশয় দুর্লভ। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সব রকম আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

ঝোঁকের মাথায় বোতলের অর্ধেকটা গোমেজ একাই ফাঁক করে দিলো। তার ফলে ওর বুকের দরজাটাও খুলে গেলো হাট হয়ে। জাঙ্গারো সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যই এই ফাঁকে জানা হয়ে গেলো শ্যাননের। যদিও এর অধিকাংশই শ্যাননের জানা, ওয়াল্টার হ্যারিস নামের সেই ধুরন্ধর যুবকটিই তাকে সব শুনিয়েছে, তবে বাড়তি খবরও কিছু ছিলো।

প্রেসিডেন্ট কিম্বা যে এখন ক্ল্যারেন্সেই অবস্থান করছে, এবং এখন স্থায়িভাবে এই শহরেই আস্তানা গেড়েছে, গোমেজেই কথাচ্ছলে সে সংবাদ পরিবেশন করলো। কিম্বা সেখান এখন বিরাট এক প্রাসাদ বানিয়ে নিয়েছে। ইদানীং কালেভদ্রে সেই প্রাসাদে তাব আবির্ভাব ঘটে। সারাক্ষণ প্রহরী-পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা রাষ্ট্রপতির এক অদ্ভুত অভ্যাস। এদের ছাড়া কিম্বা এক পা-ও নড়াচড়া কবে না।

গোমেজ যখন বিদায় নিলো তখন রাত দুটো। তাব আগেই এই জংলা দেশেব বহু গোপন খবরাখবর শ্যানন ওর ঝুলিতে ভরে নিয়েছে। তিন শ্রেণীর রক্ষী বাহিনীর সাহায্যে কিম্বা তার শাসনক্ষমতা অব্যাহত রেখেছে। তারা হচ্ছে ঃ অসামরিক পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী ও শুল্ক

বিভাগের নিজস্ব রক্ষী বাহিনী। এদের প্রত্যেকের কোমরেই দু-এক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র গোঁজা আছে, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। ভুলেও কখনও তাদের কাছে তাজা কার্তুজ সরবরাহ করা হয় না। বহুদিন অব্যবহারের ফলে যন্ত্রগুলোর ঘাটে পুরু করে জং ধরেছে। যেহেতু এরা প্রায় সকলেই কাজা সম্প্রদায়ের লোক, সেই কারণে এদের হাতে তাজা কার্তুজ তুলে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। কিম্বা বেশ ভালো করেই জানে, যদিও বা ওরা কোনদিন অস্ত্র ধরে তবে সেটা কখনও রাষ্ট্রপতির স্বপক্ষে যাবে না। তাই অযথা বিপক্ষে যাবার সুযোগ করে দিয়েই লাভ কি! লোক দেখানোর জন্যে সঙ্গে একটা কিছু রাখতে হয় বলে রক্ষী বাহিনীর কোমরে একটা করে শূন্যগর্ভ আগ্নেয়াস্ত্র ঝোলানো থাকে। সেটার প্রকৃত কোন কাজ নেই।

শহরের মধ্যে বিন্দুদের ক্ষমতাই সব থেকে বেশি। সাদা পোশাকের বিন্দু পুলিশ অফিসাররা সঙ্গে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামরিক বাহিনীর লোকেরা দূর-পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করে। একমাত্র কিম্বার ব্যক্তিগত প্রহরীরাই শক্তিশালী সাব-মেশিনগানের অধিকারী।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই শ্যানন শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লো। কোথা থেকে একটা দশ-এগারো বছরের আদিবাসী ছেলেও জুটে গেলো ওর সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো গোমেজই ছেলেটাকে পাঠিয়েছে। তবে নতুন শহরে শ্যাননের পথপ্রদর্শক হিসেবে নয়, শ্যানন যদি কখনো কোথাও রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাহলে সে যেন আগেভাগে খবরটা পায়। সেই উদ্দেশ্যেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ছেলেটাকে। এর ফলে বিদেশী ভদ্রলোক যে দেশের নাগরিক সে দেশের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তা নাহলে নির্দোষ বিদেশীকে অন্ধকার কারাগারেই পচে মরতে হবে।

শ্যানন সারা সকাল ধরে ক্ল্যারেন্সের পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। গোমেজের পাঠানো ছেলেটাও আঠার মতো লেগে রইলো পেছন পেছন। দুজনের কেউ কারুর ভাষা বোঝে না, তাই বাক্যালাপও সম্পূর্ণ বন্ধ। মাঝ রাস্তায় কেউ তাদের পথ রোধও করলো না। রাজপথে যানবাহন কদাচিৎ চোখে পড়ে। অধিকাংশ পথঘাটই ফাঁকা, জনবিরল। গোমেজের কাছ থেকে শহরের একটা পুরনো ম্যাপও শ্যানন যোগাড় করে নিয়েছিলো। সারা শহরে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক, পোস্ট আফিসও একটি। জনা ছয়েক সদস্যের এক মন্ত্রী পরিষদ। ইউ.এন.ও. পরিচালিত একটি হাসপাতাল, আর মোহানার মুখে সাবেক কালের বন্দর। হাসপাতালের চত্বরে জটলারত জনাসাতেক সৈন্যও নজরে পড়লো শ্যাননের।

প্রতিটি দূতাবাসের সামনেও একজন করে সশস্ত্র সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত আছে। তবে এদের কেউই নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন নয়। তিনজনকে দেখা গেলো গেটের সামনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। দুপুরের মধ্যেই শহরে অবস্থিত সৈন্যদের সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মালো শ্যাননের। সংখ্যায় শ'খানেকের মতো। গোটা বারো দলে ভাগ হয়ে এরা শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলো পাহারা দেয়। প্রত্যেক রক্ষীর হাতেই একটা করে মাউজার ৭.৯২ বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল ধরা আছে, এবং এর অধিকাংশই মার্চে ধরা, পুরনো। সৈনিকদের হাবভাব বা আচার আচরণও তাদের এই ঘুণধরা মাইজারের মতো। পোশাক পরিচ্ছদ ময়লা, অপরিচ্ছন্ন। দাড়ি কামানোটাকেও নিত্যকর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয় না। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো তাদের অসহায় বিমূঢ় অবস্থা। এদের সামরিক শিক্ষার দৌড় যে কত সামান্য সেটুকু বুঝে

নিতেও বিশেষ দেরি হলো না শ্যাননের। যদি সত্যিই দেশে কোন সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় তখন এরা প্রাণভয়ে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

বিকেলটা শ্যানন বন্দরের আশেপাশে টহল দিয়ে কাটালো। সবকিছু মগজের মধ্যে ঢুকে রাখলো নিখুঁতভাবে। বন্দর থেকে ফার্লং খানেকের মধ্যেই কিম্বার প্রাসাদ। পায়ে পায়ে প্রাসাদের চারদিকটাও একবার ঘুরে বেড়ালো, অবশ্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। বড় রাস্তার মুখে চারজন সশস্ত্র রক্ষীর সঙ্গে একবারে চোখাচোখি হয়ে গেলো ওর। চারজনই ফিটফাট, কেতারদুরস্ত। ওদের সঙ্গের অস্ত্রগুলো বেশ উঁচু জাতের। ওরা যে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দেহরক্ষী বাহিনীর অন্যতম, সেটুকু বুঝে নিতে কোন অসুবিধে হয় না। চোখাচোখি হবার পর বিনয়ের অবতার ভঙ্গিতে বার কয়েক মাথা ঝাঁকালো শ্যানন, ওদের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। চারটে মুখই নির্বিকার, ভাবলেশহীন, যেন পাথর কেটে তৈরি।

দূর থেকে রাষ্ট্রপতির সরকারী প্রাসাদটা শ্যানন ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলো। সামনেটা তিরিশ গজের মতো চওড়া, একতলার জানলাগুলো ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রাসাদে প্রবেশের একটা মাত্র উঁচু প্রমাণ সাইজের দরজা। পাল্লা দুটো মজবুত ও ভারি। দোতলার সামনের দিকে সার সার সাতটা জানলা। ডাইনে ও বাঁয়ে তিনটে করে। আর একটা সদর দরজার মাথার ওপর, একবারে ওপরে ছোট মাপের দশটা জানলা।

প্রাসাদের সামনে বেশ কয়েকজন প্রহরীর সমাবেশও ওর নজরে পড়লো দোতলার জানলাগুলো ভেতর থেকে এঁটে বন্ধ করা। জানলার পাল্লাগুলো খুব সম্ভবত স্টীলের, অবশ্য এতদূর থেকে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। প্রাসাদের চারপাশে শ'খানেক হাত চওড়া ফাঁকা সমতল জমি। তারপর আট ফুট উঁচু একটা লম্বা টানা পাঁচিল চারদিক থেকে প্রাসাদটাকে ঘিরে রেখেছে। কিম্বার প্রাসাদের মতো এখানেও প্রবেশপথ মাত্র একটি।

আত্মরক্ষার এই নির্বোধ স্থূল আয়োজন দেখে মনে মনে হাসি পেলো শ্যাননের। এর ফলে যে পালাবার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সেটুকু বোঝবার মতো ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির মগজে নেই। শত্রুপক্ষ যদি একবার হানা দেয় তখন এই দুর্গই দাঁড়াবে বধ্যভূমি।

রাত্রে বার বন্ধের পর গোমেজই নিজের ঘরে আহ্বান জানালো শ্যাননকে। সম্ভবত গতরাত্রের বদলা নেওয়াই ওর মুখ্য অভিপ্রায়। প্রথমে লিকার ক্যাবিনেট খুলে বারোটা বিয়ারের বোতল পর পর সাজিয়ে রাখা হলো টেবিলের ওপর, তারপর শুরু হলো পানীয়ের আসর।

কথাপ্রসঙ্গে আজব দেশের আরও কিছু মজার তথ্য ফাঁস করলো গোমেজ। বাজের কোষাগার কিম্বার প্রাসাদের মধ্যেই। তার চাবি থাকে কিম্বার সিন্দুকে। যাবতীয় অস্ত্রসম্ভারও এই প্রাসাদের নীচে এক অন্ধকার চোরকুঠরির মধ্যে জমা থাকে। কিম্বাই তার একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। জনগণের সঙ্গে সুবিধেমতো যোগাযোগ রক্ষার জন্যে সরকারী বেতারকেন্দ্রও রাষ্ট্রপতির প্রাসাদের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিম্বার যে কোন সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক বা গোলন্দাজবাহিনী নেই সে খবরও শ্যাননের অবিদিত রইলো না। সমগ্র রাজ্য জুড়ে সেনাবাহিনীর সংখ্যা মোট শ-চারেক, তার মধ্যে একশজন শুধু ব্যারাকে পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত আছে। আরও একশজন কাজাদের গ্রামে গ্রামে বীরদর্পে টহল দিয়ে বেড়ায়। বাকি দুশজন থাকে রাষ্ট্রপতির প্রাসাদ থেকে শ'চারেক গজ দূরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা সরকারী সেনানিবাসে। এ ছাড়াও কিম্বার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সংখ্যা পঞ্চাশ যাটের মতো। এই হচ্ছে দেশের মোট সেনাবাহিনী।

আরও দুদিন ক্ল্যারেন্সের বিভিন্ন প্রান্তে সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ালো শ্যানন। টিনের শেড দেওয়া সরকারী সেনানিবাসের দিকেই ওর প্রধান লক্ষ্য। প্রাক্তন শাসকবর্গের আমলে এটাকে পুলিস-ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কিম্বার নির্দেশেই এখন সেটা সরকারী সেনানিবাসে পরিণত হয়েছে। তবে একে সেনানিবাস না বলে ভেড়ার খোঁয়াড় বললেও বিন্দুমাত্র মিথ্যে বলা হয় না। পরিবেশটা সেইরকমই। চারদিকে বুনো কাঁটালতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। খানিকটা দূরে শান্ত নির্জন এক গির্জা। সেনানিবাসটা ভালো করে নজর দিয়ে দেখবার জন্যে গির্জাটাই বেছে নিলো শ্যানন। অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একবারে ওপরে ঘণ্টাঘরে দিয়ে পৌঁছতেও ওকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। উন্মুক্ত গবাক্ষের মধ্যে গিয়ে সামনে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার নজরে পড়ে। সেনানিবাসের প্রাঙ্গণে জনা-চল্লিশেক সৈনিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের চোখে মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ। কারুর সঙ্গেই কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই, সেগুলো হয়তো পাশের কুঁড়েঘরে গাদা করে রাখা আছে. অথবা কিম্বার প্রাসাদের নিচে অন্ধকার চোরকুঠরির মধ্যে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। এই আজব দেশে কোন কিছুই অবাস্তব নয়।

পঞ্চম দিনে পাততাড়ি গুটিয়ে প্লেনে উঠলো শ্যানন। জাঙ্গারোর সীমানা বেরিয়ে যাবার পর আচমকাই গোমেজের একটা কথা ওর মনে পড়লো। বীয়ারের আসরে নানাবিধ আলোচনার ফাঁকে গোমেজ একবার মন্তব্য করেছিলো, জাঙ্গারোর ভূগর্ভে কোন খনিজ-সম্পদ জমা আছে কিনা এ পর্যন্ত তার কোন অনুসন্ধানই চালানো হয়নি।

ক্ল্যারেন্স ছাড়বার ঠিক চল্লিশ ঘণ্টা বাদে শ্যানন লণ্ডনে এসে পৌঁছলো।

রাষ্ট্রদূত লিওনিদ দ্রভস্কি সপ্তাহে একদিন প্রেসিডেন্ট কিম্বার সঙ্গে দেখা করেন। এটা তাঁর সরকারী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এই মুহূর্তটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে অস্বস্তিকর। একনায়ক কিম্বা যে পুরোপুরি উন্মাদ প্রকৃতির, অন্য অনেকের মতো তিনিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। অথচ এমন একজন লোকের সঙ্গেই সর্বদা সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে, এটাই হচ্ছে সরকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। রাশিয়ার সঙ্গে জাঙ্গারোর সম্পর্কের কোথাও যেন কোনরকম অবনতি না ঘটে। আর সেটা দেখাশুনার দায়িত্ব একমাত্র দ্রভস্কির।

কিম্বার আকৃতিটাও মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়। চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তাকে প্রায় খর্বাকৃতি বামন বলেই মনে হয়। সারা শরীর জুড়ে মেদের আধিক্য। তার ওপর যখন আবার ভাবে ঢুলু ঢুলু হয়ে চুপচাপ বসে থাকে তখন অবস্থাটা একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছয়। কখন যে মহাপ্রভুর ধ্যানভঙ্গ হবে একমাত্র ঈশ্বরই তা বলতে পারেন। নিরুপায়ভাবে অপেক্ষা করতে করতে দ্রভস্কির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাষ্ট্রপতির মোলায়েম কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'হ্যাঁ, এইমাত্র আপনি আমায় কি যেন বলছিলেন?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন দ্রভস্কি। 'মিঃ প্রেসিডেন্ট, বিশ্বস্তসূত্রে আমরা অবগত হলাম সম্প্রতি কোন এক ব্রিটিশ কোম্পানির তরফ থেকে জাঙ্গারোর স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়। সেখানকার মাটিতে কোন মূল্যবান খনিজ পদার্থ আছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখাই ছিলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কোম্পানিটার নাম ম্যানকন। সংগৃহীত নমুনা সম্পর্কে বিস্তারিত একটা রিপোর্টও তারা আপনার কাছে পেশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংগৃহীত

নমুনায় নিচু মানের টিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে বটে তবে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, এবং তার বাজারদরও খুবই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আমাদের সরকারের ধারণা সংগৃহীত নমুনার এই রিপোর্টটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ইচ্ছাকৃতভাবেই এমন একটা ভ্রান্ত তথ্য আপনার কাছে পেশ করা হয়েছে।'

'আপনি কি বলতে চান ওরা আমাকে ঠকিয়েছে?' আচমকাই প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লো কিম্বা। কুতকুতে চোখদুটোও টকটকে লাল হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সারা শরীর থরথরিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে।

উত্তর দেবার আগে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন দ্রভস্কি। 'এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলবার আগে আমরা একবার হাতে-কলমে এলাকাটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আমাদের সরকারও এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। অনুগ্রহ করে আপনি যদি অনুমতি দেন...'

কিম্বা প্রস্তাবটা মনে মনে ভেবে দেখলো। কি যে ছাই ভাবলো বোঝা গেলো না, অবশেষে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। 'ঠিক আছে, আমি রাজী।'

'আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আপনার সার্বিক নিরাপত্তা।'

'আমার নিরাপত্তা!' কিম্বার দু চোখে শঙ্কা ও সন্দেহের ছায়া। কণ্ঠস্বর মৃদু খসখসে। এই একটিমাত্র প্রসঙ্গের আলোচনায় তার অন্তরাত্মা সর্বদাই বিচলিত হয়ে ওঠে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিঃ প্রেসিডেন্ট। আমাদের বন্ধুবৎসল সরকারও এ বিষয়ে সবিশেষ উদ্বিগ্ন। কেননা আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বেই জাঙ্গারো আজ দৃঢ় পদক্ষেপে শান্তি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।...'

শব্দগুলো দ্রভস্কির গলায় মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিলো, কিন্তু এত বড় প্রশংসাবাণীতেও কিম্বার মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা দিলো না। এ ধরনেব স্তোকবাক্য শুনে শুনে তার কান এতই অভ্যস্ত যে এটাকেই এখন সে পাওনা বলে মনে করে।

'জাঙ্গারোর এই অগ্রগতির পথে যাতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রতিটি শান্তিকামী রাষ্ট্রেরই অন্যতম কর্তব্য। আপনার নিরাপত্তার প্রশ্নটাও সেইহেতু আমাদের কাছে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এই তো মাত্র কয়েক দিন আগে আপনারই বেতনভুক এক সামরিক অফিসার আপনাব বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। সে যাত্রা বরাতজোরে আপনি অবশ্য প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর ঘটবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাই আপনার কাছে রুশ সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমাদের দূতাবাসের কোন কর্মী সারাক্ষণ এই প্রাসাদ পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকুক। সে অবশ্য আপনার রক্ষীদের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করেই চলবে। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার ব্যাপারে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হবে তার প্রধান কর্তব্য। অবশ্য সমস্তটাই আপনার অনুমতি সাপেক্ষ...'

ফেরার পথে পাশের সহকর্মীকে লক্ষ্য করে দ্রভস্কি বললেন, 'আপাতত এই দুঃসহ নরক যন্ত্রণা শেষ হলো। তবে আমাদের দুটো প্রস্তাবেই যে উন্মাদটাকে রাজী করানো গেছে, এইটুকুই যা সান্ত্বনা! কিন্তু ওই ব্রিটিশ কোম্পানির রিপোর্টে সত্যিই যদি কোন কারচুপি না থাকে তখন আমার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে কথা ভেবেই আমি এখন থেকে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠছি!'

'সে দুশ্চিন্তা শুধুমাত্র তোমারই,' দরাজ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন সহকর্মী, 'ভাগ্যি ভালো যে

আমাকে তার মোকাবিলা করতে হবে না। তবে কিম্বার মত পালটাতেও বিশেষ সময় লাগে না। তাই কোন রুশ বিশেষজ্ঞদলের সাহায্যে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাজটা সর্বাগ্রে করে ফেলা প্রয়োজন। আজই আমি এ সম্পর্কে আমাদের সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাবো।'

প্লেন থেকে নেমে নাইটস্ ব্রিদে লাউডন হোটেলে আশ্রয় নিলো শ্যানন। এখানে কীথ ব্রাউনের নামে আগে থেকেই একটা ঘর বুক করা ছিলো। ওয়াল্টার হ্যারিসই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। কথা ছিলো শ্যানন ফিরেছে কিনা জানবার জন্য প্রত্যেক দিন সকালের দিকে হ্যারিস একবার করে হোটেলে ফোন করবে। শ্যানন খবর পেলো, ঘণ্টা তিনেক আগে আজ সকালেই হ্যারিস প্রথম তার খোঁজ করেছে। অতএব পুরো একদিন সময় পাওয়া গেলো। এর আগে হ্যারিসের ফোন আসার সম্ভাবনা নেই।

স্নান ও লাঞ্চ পর্ব সমাধার পর প্রথমেই শ্যানন গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। কীথ ব্রাউন নামটা স্মরণে আনতে কয়েক মিনিট সময় নিলেন ভদ্রলোক। রিসিভার ধরা অবস্থায় শ্যাননের মনে হলো ভদ্রলোক যেন নির্দিষ্ট ফাইলের খোঁজ করছেন। অবশেষে আবার তাঁর সাড়া পাওয়া গেলো।

'ও...হ্যাঁ, মিঃ ব্রাউন, আপনার চাহিদামতো সমস্ত তথ্য আমরা ইতিমধ্যে রেডি করে রেখেছি। আপনি যদি চান তবে ডাকেও আমরা রিপোর্টটা পাঠিয়ে দিতে পারি।'

'না ..না, ডাকে নয়।' শ্যানন ব্যস্ত কণ্ঠে বাধা দিলো। 'আচ্ছা রিপোর্টটা কি খুব বড়?'

'না, আমি কি ফোনে আপনাকে সমস্তটা পড়ে শোনাবো?'

এই প্রস্তাবই শ্রেয় বলে মনে হলো শ্যাননের। খবব যা পাওয়া গেলো তাও খুবই আশাপ্রদ। শ্যাননের ইচ্ছানুসারে গোয়েন্দা-প্রতিষ্ঠানের সেই ছোকরা কর্মচারীটি পরের দিন সকালে অফিস-আওয়ারের আগেই ম্যানসন হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। কিছুক্ষণ বাদেই অভীষ্ট ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি নিজের গাড়িতেই এসেছিলেন। গাড়ির নম্বর থেকেই মালিকের নাম ঠিকানা খুঁজে বার করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ভদ্রলোকের নাম সিমন এনডীন। থাকেন সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে। অনুসন্ধানে আবও জানা গেছে, মিঃ এর্নডিন ম্যানসন কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এমন কি তাঁকে কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যার জেমস ম্যানসনের ডান হাত বলা চলে।

ছোট্ট করে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছাড়লো শ্যানন, কিন্তু ওর বিস্ময়ের ঘোব তখনও কাটেনি। রহস্যটা ক্রমেই যেন ঘনীভূত হচ্ছে। আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরছে চারধার থেকে। আপনা থেকেই ওর দু চোখের দৃষ্টি সামনের দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে আকৃষ্ট হলো। আজ পয়লা এপ্রিল। এ দিনটা শুধুমাত্র দুনিয়ার বোকাদের জন্যে। আলগা একটা হাসি ফুটলো ওর ঠোঁটের ফাঁকে। শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি হয়!

এ কদিন সিমনও কম ব্যস্ত ছিলো না। হরেক রকম ঝামেলার মোকাবিলা তাকে একাই করতে হয়। স্যার জেমস শুধু দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দিয়েই খালাস।

'অনেক কষ্টে কর্ণেল ববির খবর পাওয়া গেছে, স্যার।' চেম্বারে তৃতীয় কেউ উপস্থিত ছিলো না, তবুও যথাসম্ভব গলা নামিয়েই প্রসঙ্গের অবতারণা করলো সিমন।

'কর্ণেল ববি?' স্যার জেমসের দু চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। তিনি যেন সিমনের কথার ঠিক খেই ধরতে পারছেন না।

'জাঙ্গারোর প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ। রাষ্ট্রপতি কিম্বার কোপানলে পড়ে তিনি এখন প্রাণভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে লুকিয়ে আছেন। আপনিই তো আমাকে তাঁর সন্ধান আনতে বললেন!'

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। এখন খবর কি বলো?'

'কর্ণেল ববি বর্তমানে ডাহোমেতে বাসা বেঁধেছেন। প্রচুর পরিমাণ কাঠখড় পুড়িয়ে তবেই ভদ্রলোকের সঠিক হদিস পেয়েছি। ডাহোমের রাজধানী কাটানোউ তাঁর সাম্প্রতিক ঠিকানা। তবে পালাবার সময় নিশ্চয় সঙ্গে বেশি মালকড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। কারণ যে সমস্ত আফ্রিকান বেশ কিছু ধনদৌলত আত্মসাৎ করে দেশত্যাগী হন, সচরাচর তাঁরা সকলে জেনেভা বা তার আশেপাশে বিলাসবহুল অঞ্চলে আশ্রয় নেন। তাহলে কর্ণেল ববি-ই বা এমন একটা নগণ্য শহরে পড়ে থাকতে যাবেন কেন? তাছাড়া বর্তমানে ভদ্রলোকের চালচলনও খুব সাদাসিধে। কোনভাবেই যেন ডাহোমে সরকারের নেক নজরে না পড়ে যান, সেদিকে দৃষ্টি বেশ সজাগ। সামান্য কোন বেচাল দেখলেই হয়তো স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁর হাতে আবার দেশ ছাড়ার নোটিশ ধরিয়ে দেবে।'

'আর সেই শ্যাননের খবর কি?'

'আজকালের মধ্যেই ভদ্রলোকের ফিরে আসার কথা। আমি আজ সকালেও লাউডন হোটেলে ফোন করেছিলাম, ভদ্রলোক তখনও এসে পৌঁছয়নি। কাল সকালে আবার খবর নেবো।'

'কাল নয়, এখনই একবার চেষ্টা করে দেখো। সন্ধান পেলে আজ সন্ধ্যে সাতটায় তার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা করবে।'

হোটেলে ফোন করে কীথ ব্রাউনের সংবাদ পাওয়া গেলো। ভদ্রলোক আজই গেস্টবুকে নাম সই করেছেন। তবে আপাতত নিজের ঘরে নেই। স্যার জেমসের নির্দেশমতো সন্ধ্যে সাতটায় তার সঙ্গে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলো সিমন।

সিমন রিসিভার নামিয়ে রাখার পর স্যার জেমস তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর রিপোর্টটা হাতে পাওয়া দরকার। সম্ভবত আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই এটা তৈরি হয়ে যাবে। অবশ্য আমার সামনে হাজির করবার আগে তুমি একবার আগাগোড়া সমস্তটা পড়ে নিও। আমি যা যা জানতে চেয়েছি তার কোনটাই যেন বাদ না যায়। রিপোর্টটা খুঁটিয়ে দেখতে আমার অন্তত দিন দুয়েক সময় লাগবে। এই দুদিন তুমি ওকে কোন ছুতোয় ঝুলিয়ে রেখো।'

মনিবের প্রতিটি নির্দেশই সিমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো। এই কারণেই চেয়ারম্যানের কাছে তার কদর এত বেশি। পরের দিন দুপুরের আগেই রিপোর্টটা তৈরি হয়ে গেলো শ্যাননের। পুরো রিপোর্টটা তিন ভাগে ভাগ করা। প্রথমাংশে গোমেজের হোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সে পৌঁছনো পর্যন্ত যাত্রাপথের যাবতীয় ঘটনাবলীর ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। রিপোর্টের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজধানী ক্ল্যারেন্সের একটি যথাযথ বর্ণনা। ছবির সাহায্যে শহরের প্রধান প্রধান পথঘাট এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘরবাড়ির অবস্থান সুন্দরভাবে বুঝিয়ে নিখুঁত প্রতিফলন। সামরিক বিভাগের মধ্যে বিমান বা নৌবহরের কোন অস্তিত্ব শ্যাননের চোখে পড়েনি, গোমেজকে প্রশ্ন করে এ সম্পর্কে ও আরো নিশ্চিত হয়েছে।

পরিশেষে আজকের জাঙ্গারো সম্পর্কে ওর নিজের সুচিন্তিত অভিমতটুকুও রিপোর্টের মধ্যে যুক্ত করতে ভোলেনি। একজন পেশাদার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টিতেই ও সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছে। ভাষার মধ্যেও কোথাও কোন আড়ষ্টতা নেই। বক্তব্য অতিশয় ঋজু ও সবল।

'কিম্বাকে গদিচ্যুত করা খুব একটা দুঃসাধ্য নয়। স্বয়ং কিম্বাই নিজের পতনের রাস্তা অনেকখানি উন্মুক্ত করে রেখেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই বিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের ভূমিকা খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ। এদের বাসভূমি রাজধানী ক্ল্যারেন্স থেকে অনেক দূরে জাঙ্গারো নদীর ওপারে। সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ সমতল-ভূমিতেই যা কিছু চাষ আবাদ হয়ে থাকে। এই এলাকাটুকু অধিকার করে নিতে পারলেই কিম্বা দেশের মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হবে। সংখ্যালঘু কাজারা এতদিন সরকারী অপশাসনের অসহায় শিকার হয়ে ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করছে। কিম্বার প্রতি তাদের ঘৃণা ও ক্রোধ অপরিসীম বিপদকালে এরা কখনই সরকারী সেনাবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়াবে না, বরং প্রাণপণে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে। কিম্বার সামরিক শক্তির সবটুকুই রাজধানী ক্ল্যারেন্সের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এই ক্ল্যারেন্সের পতন ঘটলে বাইরে থেকে নতুন কোন সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। একবার প্রাসাদের দখল নিতে পারলে দেশের ধনাগার, অস্ত্রাগার, সরকারী প্রচার যন্ত্র সমস্তই একসঙ্গে হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কিম্বার অদূরদর্শিতাই শত্রুপক্ষের সামনে এই সহজ সাফল্যের পথ খোলা রেখে দিয়েছে। একটি মাত্র মোক্ষম আঘাতেই অনায়াসে কিস্তিমাৎ করা যায়।

'প্রাসাদের চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পূর্বদিকে মাঝ বরাবর শুধু একটা মজবুত কাঠের দরজা। কোন বুলডোজার বা ভারি মিলিটারি ট্রাক যদি খানিকটা দূর থেকে ফুল-স্পীডে ছুটে এসে দরজায় আঘাত করে তাহলেই এই প্রতিরোধের বেড়া তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। অবশ্য চালককেও মৃত্যু বরণ করতে হবে সেই সঙ্গে। কিন্তু জাঙ্গারোর কোন নাগরিক বা সৈনিকের মধ্যে আমি এমন কোন উদ্দীপনার আভাস পর্যন্ত দেখতে পাইনি। তাছাড়া সেখানে উপযুক্ত ভারি ট্রাক বা বুলডোজারের হদিস পাওয়া যাবে কিনা, সে কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

'প্রাসাদ দখলের অন্য উপায়ও আছে। সেক্ষেত্রে শখানেক দুঃসাহসী যোদ্ধার প্রয়োজন। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আংটা লাগানো দড়ির মইয়ের সাহায্য পাঁচিল টপকে ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। তবে জাঙ্গারো থেকে এ ধরনের শ খানেক লোক যোগাড় করাই সবপ্রধান সমস্যা বস্তুতপক্ষে এই অভ্যুত্থানে রক্তপাতও তেমন কিছু ঘটবে না। সামান্য দু চারটে প্রাণের বিনিময়ে কাজ হাসিল করে নেওয়া সম্ভব। প্রথমে কিম্বা ও তার দেহরক্ষীদের ওই প্রাসাদের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা প্রয়োজন। সে ব্যাপারে কয়েকটা [illegible]বই যথেষ্ট।

'এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন গুপ্ত [illegible] দল যদি ক্ষমতাসীন সরকারকে পদচ্যুত করতে চায় তবে তাদের প্রথম দরকার একজন অভিজ্ঞ দলনেতা। আর এদের মদত যোগাতে হবে দেশের বাইরে থেকে। সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর না করা ছাড়া এ ব্যাপারে সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। এই সমস্ত শর্ত সুষ্ঠুভাবে পূরণ করা হলে কিম্বার পতন ঘটাতে খুব একটা সময় লাগবে না। ঘণ্টাখানেকের সম্মুখ সমরেই সবকিছু চুকেবুকে যাবে।

'জাঙ্গারোয় যে এমন কোন গুপ্ত বিপ্লবী দলের অস্তিত্ব নেই, শ্যানন কি তা জানে?' দুদিন বাদে সিমনকে প্রশ্ন করলেন ম্যানসন।

'আমি অন্তত এ ধরনের কোন আভাস দিইনি।' চটপট জবাব দিলো সিমন। 'আপনি যেটুকু বলতে বলেছিলেন শুধুমাত্র সেইটুকু বলেছি। কিন্তু শ্যানন লোকটা মোটেই বোকা নয়। নিজের চোখে সমস্ত দেশটা ঘুরে দেখার পর ও হয়তো মনে মনে কিছু একটা আঁচ করে থাকবে!'

'আমারও তাই বিশ্বাস।' মাথা নেড়ে সায় দিলেন ম্যানসন। 'শুধু প্রখর দৃষ্টিশক্তিই নয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিটাও বিচার করে দেখবার মতো ক্ষমতা আছে লোকটার। দক্ষ দলপতি হিসেবে সৈনিকদের মনোভাব ও খুব ভালোই বোঝে। তার ওপর লেখার হাতও খুব সুন্দর। সমগ্র রিপোর্টের মধ্যে কোথাও এক চুল বাহুল্য নেই এবং প্রতিটি তথ্যই রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন, ও কি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সমস্ত কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে?'

সিমন এ প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। কারণ প্রশ্নটা যে ওকে লক্ষ্য করে করা হয়নি, শুধু সিমনকে উপলক্ষ্য করে স্যার জেমসের স্বগত ভাষণ—এই সহজ সত্যটা বুঝে নিতে ওর কোন অসুবিধে হলো না। কিন্তু ওর বুকের গভীরে কৌতূহলের কালাপাহাড়। অবশেষে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর মুখ তুললো।

'স্যার জেমস, যদি অনুমতি দেন, এ প্রসঙ্গে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'তোমার আবার কি প্রশ্ন?' ম্যানসনের চোখে মুখে নির্বোধ ছায়া।

'আমি শুধু জানতে চাই, কি উদ্দেশ্যে শ্যাননকে জাঙ্গারোয় পাঠানো হলো। কিম্বাব ব্যাপারে এত খোঁজখবরেরই বা কি প্রয়োজন? তাকে গদীচ্যুত করা সম্ভব কি অসম্ভব, সে সম্পর্কে আমরাই বা মাথা ঘামাচ্ছি কেন?'

ম্যানসনের দু চোখের উদাস দৃষ্টি খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের উন্মুক্ত প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হলো। সিমনের প্রশ্ন যেন তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছয়নি। প্রায় মিনিট দু-তিন পরে তাঁর ধ্যান ভাঙলো। 'বরং এক কাজ করো, মার্টিন থর্পকেও আমার কাছে ডেকে আনো।'

সিমন নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর ম্যানসন আবার উঠে গিয়ে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। কোন বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় তিনি এই জানলার ধারটাই পছন্দ করেন। সিমন ও মার্টিনকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুব ভালোই জানেন। কেবলমাত্র তাঁর সুপারিশের জোরেই এত অল্প বয়সে দুজনে এতখানি উঁচুতে উঠতে পেরেছে। অবশ্য ম্যানসনের এই আনুকূল্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। এই দুজনের চরিত্র অনুধাবন করে তিনি বুঝে নিয়েছেন, এরাও তাঁর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ন্যায়-নীতির কোন বাধাকেই এরা বাধা বলে মনে করে না। এই ধরনের দু-চারজন বিবেক বর্জিত মানুষই শ্যাননের অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই কারণেই তিনি অনেকের মধ্যে থেকে দেখে শুনে এই দুজনকে বেছে নিয়েছেন। এদের মাইনে যোগায় কোম্পানি, কিন্তু এরা কাজ করে শুধুমাত্র ম্যানসনের হয়ে। তবে এতবড় একটা ব্যাপারের মধ্যে এদের বিশ্বাসের মূল্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য ম্যানসনের বদ্ধমূল ধারণা, ওদের বিশ্বস্ততায় যাতে কোন চিড় না খায় তার একটা পথ তিনি নিশ্চয় খুঁজে বার করতে পারবেন।

সিমনের পেছনে পেছনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো মার্টিন। ম্যানসন চোখ তুলে দুটো খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন ওদের, নিজে কিন্তু জানলা ছেড়ে এক পাও নড়লেন না।

'আমি তোমাদের দুজনকেই এখন একটা প্রশ্ন করবো। উত্তর দেবার আগে সর্বপ্রথম নিজের মনে ভালো করে ভেবে দেখবে। কারণ প্রশ্নটা মোটেই সহজ সরল নয়। তোমাদের দুজনের নামে সুইস ব্যাঙ্কে পাঁচ মিলিয়ন পাউণ্ডের দুটো অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে তোমরা কতদূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছো?'

সারা ঘর নীরব, নিস্তব্ধ। দশতলা নিচে উন্মুক্ত রাজপথের বুকে চলমান যানবাহনের শব্দ এতদূর থেকে মৌমাছিদের গুঞ্জন বলেই মনে হচ্ছে। দুজনের মাথার মধ্যে এখন তারই অনুরণন। অবশ একটা অনুভূতি জড়িয়ে ধরছে সর্বাঙ্গ। শেষকালে সিমনই মস্তিকের জড়তা কাটিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, 'অনেক—অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারি, স্যার জেমস!'

মার্টিন কোন উত্তর দিলো না। ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালো বন্ধুকে। এতদিন বাদে ওর সারা জীবনের স্বপ্ন হয়তো সফল হতে চলেছে! শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এমন একটা মহীরুহের নিচে ও আশ্রয় নিয়েছিলো।

'কিন্তু.. কিন্তু কি ভাবেই বা এটা সম্ভব!' অসহায় ভঙ্গিতে আবার বিড়বিড় করলো সিমন।

ম্যানসন বাঁ দিকের দেওয়াল-আলমারি থেকে দুটো ফাইল বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। শ্যাননের নিজের হাতে টাইপ করা তিন নম্বর ফাইলটা আগে থেকেই টেবিলের ওপর পড়েছিলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে একটানা বক্তৃতা দিলেন ম্যানসন। প্রথমে গর্ডন চামার্সের রিপোর্ট দিয়ে শুরু করলেন। স্ফটিক পাহাড়ের বুকের গভীরে যে কুবেরের গুপ্তধন লুকিয়ে আছে চামার্সই তার প্রথম আবিষ্কর্তা। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে এর গুরুত্ব কিছু কম নয়।

বর্তমান দুনিয়ায় প্ল্যাটিনামের ভূমিকা এবং চাহিদা সম্পর্কেও তিনি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন দুজনকে। মার্টিন অবশ্য বিশ্বের বাজারের হালচাল সম্পর্কে মোটামুটি খবরাখবর রাখতো, সিমনই শুধু বোকা বোকা চোখ তুলে চেয়ারম্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সবশেষে শ্যাননের নিজস্ব সংযোজনটুকুও ফাইল থেকে পড়ে শোনালেন ম্যানসন।

'এখন আমাদের উদ্দেশ্যকে যদি সফল করে তুলতে হয় তবে দুদিক দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে এগোতে হবে। এর জন্যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনার প্রয়োজন, এবং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হবে অত্যন্ত সঙ্গোপনে, সাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে।' ফাইল বন্ধ করে ম্যানসন এবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। 'অলক্ষ্যে থেকে শ্যাননকে পুরোপুরি মদত জুগিয়ে যাবার যা কিছু দায়-দায়িত্ব সব একা সিমনের। এই ফাঁকে কর্ণেল ববির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হবে। শ্যাননের সহায়তায় কিম্বার পতন ঘটাবার পর কর্ণেল ববি-ই হবে জাঙ্গারোর নতুন রাষ্ট্রপতি।

'আর মার্টিনের কর্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তুমি এমন একটা পুরনো কোম্পানির সন্ধান করো যার অবস্থা এখন খুবই সঙ্গীন, যে কোনদিন কারবারে লালবাতি জ্বালাতে হতে পারে। এই ধরনের মুমূর্ষ একটা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আমরা বেনামে কিনে নিতে চাই। তবে সাবধান, কে কিনছে বা কি তার উদ্দেশ্য—একথা যেন কখনও প্রকাশ না পায়।'

'কিন্তু এমন একটা পঙ্গু কোম্পানির পেছনে অর্থলগ্নী করার স্বার্থকতা কি?' সিমনের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি।

সিমনের নির্বুদ্ধিতায় ম্যানসন মৃদু হাসলেন। 'মনে করো কোন কোম্পানির দশ লাখ শেয়ার

আছে। কোম্পানিব পড়ন্ত অবস্থায তাব শেযাবেব মূল্যও অনেক কম হতে বাধ্য। ধবা যাক এই শেযাবেব বাজাবদব ক্রমাগত কমতে কমতে বর্তমানে এক শিলিংযে এসে দাঁড়িযেছে। এখন আমি যদি সুইস ব্যাঙ্কেব মাধ্যমে অন্য নামে এই কোম্পানিব ছ লক্ষ শেয়াব কিনে নিই, তবে তাব জন্যে মোট খবচ হবে সাকুল্যে তিবিশ হাজাব পাউণ্ড। কোম্পানিব অন্যান্য শেযাব-হোল্ডাব বা বোর্ড ডিবেক্টববাও এ সম্পর্কে কেউ জানতে পাববে না।

'তাবপবে ধবো ভাগ্যচক্রেব বিবর্তনে ফেবাবী ববি ই একদিন জাঙ্গাবোব প্রেসিডেন্টেব চেযাব দখল কবলো, আব তাব কাছ থেকে এই অখ্যাত কোম্পানিটা দশ বছবেব জন্যে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলেব খনিজ সম্পদেব ইজাবা পেলো। নিযমমাফিক কোম্পানিব তরফ থেকে কয়েকজনেব একটা সমীক্ষক দলও পাঠানো হলো সেখানে। তারাই অবশেষে বিশ্বেব দববাবে প্ল্যাটিনামের এই বিপুল সম্ভারেব খবব বয়ে আনলো। এবাবে ওই অখ্যাত মুমূর্ষু কোম্পানিব শেযাবেব বাজাবদব কোথায গিয়ে দাড়াবে, ভাবতে পাবো?'

মার্টিন কোন উত্তব দিলো না, হতচকিত ভঙ্গিতে দাঁত বাব কবে শুধু মৃদু হাসলো।

'মৌচাকে ঢিল পড়াব মতো প্রথমে একটা গুঞ্জন শুরু হবে, তাবপবই দাঙ্গা বেধে যাবে শেযাব মার্কেটে। এই পঙ্গু রুগ্ন কোম্পানিব একটা শেযাবেব জন্যে পাগল হযে উঠবে সকলে। তখন এব বাজাবদবও যে তুচ্ছ এক শিলিং থেকে লাফাতে লাফাতে একশো পাউণ্ডেব চূড়োয গিয়ে পৌঁছবে - সে বিষয়ে ও সন্দেহেব কোন অবকাশ নেই। তিবিশ হাজাব পাউণ্ড বিনিযোগেব পবিবর্তে তোমাব সুইস ব্যাঙ্কেব গোপন তহবিলে জমা পড়বে আনুমানিক ছ কোটি পাউণ্ড। অবশ্য এব সঙ্গে আবও কিছু আইনগত সমস্যা জড়িত প্রাথমিক খবচেব ধাক্কাটাও খুব সামান্য নয, তাহলেও সব মিলিযে বাণিজ্যটা নেহাত মন্দ হবে না।'

বক্তৃতা শেষ কবাব পব স্যাব জেমস নিজেব হাতে হুইস্কি ঢাললেন তিনটে গ্লাসে। 'আশা কবি আমাব এই পবিকল্পনাকে তোমবা সর্বান্তঃকবণে সমর্থন জানাবে। তাহলে এসো, স্ফটিক পাহাড়কে স্মবণ কবে আজ আমবা পানীযে চুমুক দিই।'

সিমন ও মার্টিন দুজনে একই সঙ্গে চীফকে অনুসবণ কবলো।

'কাল সকাল ন'টাব মধ্যে আমি আবাব তোমাদেব দর্শন পেতে চাই।' শূন্য গ্লাসটা টেবিলেব ওপব নামিযে বাখতে বাখতে ম্যানসন বললেন।

কলেব পুতুলেব মতো মাথা নাড়লো দুজনে। বিদায নেবাব আগে শেষ বারের জন্যে চেযাবম্যানেব মুখোমুখি ঘুবে দাঁড়ালো মার্টিন। চোখেমুখে ইতস্তত, বিব্রত ভঙ্গি। 'কিন্তু স্যাব জেমস, ব্যাপাবটা যে কতখানি বিপজ্জনক, তা নিশ্চয আপনি বুঝতে পাবছেন। দৈবাৎ যদি এব একটি কথাও বাইবে ফাঁস হযে যায '

স্যাব জেমস ফেব চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়িযে পাযে পাযে খোলা জানলাটাব দিকে এগোলেন। দিনশেষেব সূর্য এখন পশ্চিম আকাশেব বুকে ঢলে পড়েছে। তির্যক বেখায তাব আলো এসে পড়েছে মেঝেয পাতা মসৃণ কার্পেটেব ওপব।

'একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি অথবা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই কোন ট্রাক লুণ্ঠন — এ সব হচ্ছে খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীব অপবাধ। কিন্তু একটা গোটা দেশেব সবকাব উলটে দেওযাটা সূক্ষ্ম শিল্পকর্মেব পর্যাযে গিয়ে পড়ে। দক্ষ শিল্পী ছাড়া এ ব্যাপারে সফল হওযা সম্ভব নয।'

সাত

'আপনি কি বলতে চান জাঙ্গারোর সেনাবাহিনীর একটা অংশ মনে মনে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি? তারা গোপনে রাষ্ট্রপতি কিম্বাকে অপসারণের চেষ্টা করছে না?'

শ্যাননের হোটেলে বসেই কথা হচ্ছিলো দুজনের মধ্যে। চীফের নির্দেশ অনুযায়ী সিমনই এই সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছিলো।

'না,' শ্যাননের কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস। 'আমি অন্তত তেমন কিছু টের পাইনি। আসলে ওদের মধ্যে প্রাণশক্তির একান্তই অভাব। বিদ্রোহী হবার মতো প্রেরণা পাবে কোথা থেকে!'

'তাতে অবশ্য এমন কিছু যায় আসে না। কারণ সেটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোন রকম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।'

'কিন্তু এই ধারণাটাই সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। কিম্বাকে অপসারণের পর কাউকে দিয়ে তো তার শূন্য আসন ভরাতে হবে। তার প্রতি সেনাবাহিনীর আন্তরিক আনুগত্য থাকা চাই। কোন পেশাদার সৈনিকই দিনের আলোয় আত্মপ্রকাশ করবে না। অতএব জাতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থন ব্যতিরেকে এ ব্যাপারে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে।'

সিমন মৃদুমন্দ মাথা নাড়লো। একজন পেশাদার সৈনিক যে রাজনীতি সম্পর্কেও এতখানি সচেতন থাকতে পারে সে বিষয়ে তার কোন ধারণা ছিলো না।

' নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইতিমধ্যে আমরা অবশ্য একজনকে মনে মনে মনোনীত করে রেখেছি। ' সতর্ক ভঙ্গিতে জবাব দিলো সিমন।

' তিনি কি বর্তমানে জাঙ্গারোয় বাস করেন, নাকি কোন দেশত্যাগী পলাতক

' হ্যাঁ, কিম্বার কোপে পড়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন।'

'হুঁ,' শ্যাননের চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। ' কিম্বার অপসারণের পর নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সরকারী বেতারকেন্দ্র মারফত নিজ মুখে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি ই এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন। পরের দিন দুপুরের মধ্যে সমগ্র দেশবাসী যেন এই ঘটনার কথা জানতে পারে।'

' সে ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধে হবে না, তবে এই অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার একার। উপযুক্ত লোকে ' সন্ধান এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে কিম্বার তিরোধান পর্যন্ত সবকিছু করণীয় কর্তব্য, সমস্তই আপনার নির্দেশমত চলবে।'

' কিম্বার মৃত্যু কি একান্তই জরুরী?'

' অবশ্যই। ' অসঙ্কোচে মাথা নাড়লো সিমন। 'সমগ্র জাঙ্গারোয় একমাত্র কিম্বাই যা কিছু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নিজের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখতে ও যে কতজনের প্রাণহরণ করেছে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এমন একজনকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। ও আবার গোপনে শক্তি সঞ্চয় করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে।'

'বুঝেছি, সবদিক থেকেই আপনারা নিঃসংশয় হতে চান।'

হ্যাঁ, অবশ্য খরচের অঙ্কটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তার ওপরই এই পরিকল্পনার সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে কি-ভাবে আপনি এই অভ্যুত্থান ঘটাতে চান তার একটা বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য খরচের হিসেবটাও দাখিল করতে হবে। আপনার রিপোর্ট পাবার পর তবেই আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখবো, আমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব কিনা।'

'কিন্তু আমাকে যদি নতুন করে কোন রিপোর্ট তৈরি করতে হয়, তবে তার জন্যে আরও পাঁচশো পাউণ্ড ফি লাগবে।'

'কেন..? ইতিমধ্যেই আমরা আপনাকে হাজার পাউণ্ড গুনে দিয়েছি।'

'তা দিয়েছেন ঠিকই, তবে আজকের এই দায়িত্বটা সম্পূর্ণ নতুন। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি দক্ষিণাও আমি নিশ্চয় আশা করবো।'

সিমন ব্যাজার মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'ঠিক আছে, আজ বিকেলেই আমি কোন লোক মারফত পাঁচশো পাউণ্ড পাঠিয়ে দেবো। আগামীকাল শুক্রবার। কাল সন্ধ্যের আগে রিপোর্টটা হাতে পেলে শনি রবি দুটো দিন অবসর পাওয়া যায়। সেই ফাঁকে আমরাও সমস্ত বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখে নিতে পারবো।'

'আপনার তাড়া থাকলে কাল বিকেলের আগেই আমি রিপোর্ট রেডি করে রাখবো।' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো শ্যানন। 'দয়া করে লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন।'

সিমন বিদায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে সযত্নে ভেজিয়ে দিয়ে গেলো দরজাটা। শ্যানন ওর চলে যাওয়া পথের দিকেই চোখ তুলে তাকিয়েছিলো. ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি। 'তুমি যে কত বড় বাস্তু ঘুঘু, সিমন এনডীন ওরফে ওয়াল্টার হ্যারিস, আমি তার শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই।'

নিজের ভাগ্যদেবীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালো শ্যানন। কিভাবে যে আশ্চর্যরকম সব যোগাযোগ হয়ে যায়, ভাবতে বসলে অবাক লাগে। হোটেল ম্যানেজার গোমেজের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গেই কর্ণেল ববির সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ও জানতে পাবে। এতদিন কিম্বার সদয় দাক্ষিণ্যেই ববি করে খাচ্ছিলো, তা না হবে ব্যক্তিগতভাবে লোকটা সকলের ঘৃণার পাত্র। বিশেষ করে কাজারা ওর ওপর মনে মনে দারুণভাবে ক্ষিপ্ত। কারণ সেনাধ্যক্ষ ববির নির্দেশেই বিন্দু সেনাবাহিনী ওদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতো। অবশ্য এর পেছনে কিম্বারও পরোক্ষ মদত ছিলো, কিন্তু ভুক্তভোগীরা ববিকেই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করতো। তাছাড়া বিন্দুদের কাছেও ববির সামান্য কোন কদর ছিলো না। অন্যের সমীহ আদায় করে নেবার মতো কোন ব্যক্তিত্বই ছিলো না ওর। তবে ফলে শ্যাননের সামনে মূল সমস্যাটা আগের মতোই জটিল থেকে গেলো। কিম্বার তিরোধানের পর এমন কাউকে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসনে বসাতে হবে, যাকে অন্তত জাতীয় সেনাবাহিনী সমর্থন জানাবে।

শুক্রবার বিকেলের মধ্যেই শ্যাননের রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলো। চোদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্টের চার পাতা জুড়ে শুধু নানা ভবনের নক্সা। কিভাবে এবং কোন্ পথে এই অতর্কিত আক্রমণ পরিচালিত হবে, ছবি এঁকে বিশদভাবে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরের দু পাতায় প্রয়োজনীয় সাজসজ্জার তালিকা। এই দীর্ঘ রিপোর্ট শেষ করতে পুরো একটা রাত লেগে গেলো শ্যাননের। ওর খুব ইচ্ছে হয়েছিলো খামের ওপর স্যার ম্যানসনের নামটা বড় করে লিখে দেয়। অনেক কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করলো। অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি! তাছাড়া এই কাজটার মধ্যে অনেক টাকার গন্ধ জড়িয়ে আছে। আখের গুছিয়ে নেবার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ।

রিপোর্টটা হাতে নিয়ে সিমন ওকে আরও দুদিন এই হোটেলে থেকে যাবার পরামর্শ দিলো, খরচ-খরচা যা কিছু সব কোম্পানির। সিমন বিদায় নেবার পর বাকি বিকেলটা দোকানে দোকানে

কেনাকাটা করে বেড়ালো শ্যানন। কিন্তু ওর মন প্রাণ ডুবে রইলো স্যার জেমসের চিন্তায়। এই ভদ্রলোক শুধুমাত্র নিজের প্রচেষ্টায় আজ একজন ক্রোড়পতি হয়ে উঠতে পেরেছেন। বর্তমানে তিনি-ই ওর নিয়োগকর্তা।

ভাবনা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে শ্যাননের একবার মনে হলো স্যার জেমস সম্পর্কে ওর আরও বেশি করে অবহিত থাকা উচিত। কোন এক সময় হয়তো এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী সম্বলিত যে বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হয় তার মধ্যে স্যার জেমসের এক মেয়ের উল্লেখ আছে। প্রদত্ত জন্ম-সালের হিসেব যদি সত্যি হয় তবে সেই মেয়ের বয়স এখন কুড়ি।

সন্ধ্যের দিকে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ কবলো শ্যানন। মিঃ ব্রাউনের নাম শুনেই এবারে চিনতে পারলেন ভদ্রলোক। কারণ টাকাকড়ির ব্যাপারে এই মক্কেলটি কোনরকম হাঙ্গামা-হুজ্জোত করে না, বিল পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নগদ মুদ্রায় পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেয়। এমন খদ্দেরই কারবারের লক্ষ্মী। তবে সেই মক্কেল যদি বরাবর টেলিফোনের অপর প্রান্তে থেকে যেতে চায়, যেটা তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার তাতে প্রতিষ্ঠানের কোন কিছু গায় আসে না।

'এমন কোন লাইব্রেরীর সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ আছে যারা প্রত্যহ বিভিন্ন খবরের কাগজের পাতা থেকে আর্কষণীয় খবরগুলো কেটে নিয়ে পৃথকভাবে ফাইল করে রাখে?'

' আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ব্যবস্থাও আমরা করে দিতে পারি।'

' আমি একজন অল্পবয়সী মেয়েব সম্পর্কে সামান্য কিছু খোঁজখবর জানতে চাই। খুব সম্ভবত মাস কয়েক আগে লণ্ডনের কোন এক দৈনিক পত্রিকাব সোসাইটি গসিপ কলমে বেশ একটা মুখরোচক খবর বেরিয়েছিলো। সেই সঙ্গে তার ছবিও ছাপা হয়েছিলো একটা। আমার জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে মেয়েটি কি করে এবং কোথায় থাকে। তবে প্রয়োজনটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। '

ফোনেও অপর প্রান্তে কযেক মুহূর্তের নীরবতা। 'যদি সত্যিই পত্রিকার পাতায এমন কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে তবে আমাদের পক্ষে তার হদিস খুঁজে বার করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে না। মেয়েটির নাম...?'

'মিস জুলিয়া ম্যানসন। স্যাব জেমস ম্যানসনের মেয়ে।'

গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ফোন ধরে কয়েক পলক চিন্তা করলেন। এই অজ্ঞাত-পরিচয় মক্কেলটি ইতিপূর্বে যার বিষয় খোঁজখবর করছিলেন, তিনি যে স্যার জেমস ম্যানসনের একজন অধস্তন কর্মচারী, সে কথাও এখন তাঁর মনে পড়লো।

দরদস্তুর পাকা হবার পর ফোন ছাড়লো শ্যানন। ঠিক হলো, পাঁচটার পর ও-ই আবার রিং করবে ভদ্রলোককে। ইতিমধ্যে ফি-টাও পাঠিয়ে দেবে এম. ও. করে। বাকি আর সব ব্যবস্থা ভদ্রলোকই করে রাখবেন।

বাকি সময়টা শ্যানন টুকিটাকি কেনাকাটায় সময় কাটিয়ে দিলো। তবে ওর প্রধান লক্ষ্য হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আবার যোগাযোগ করলো গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাটির সঙ্গে। ভদ্রলোক যেন এতক্ষণ ওর জন্যেই তৈরি হয়ে বসেছিলেন। মক্কেলের চাহিদামতো প্রতিটি তথ্যই তিনি ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে রেখেছেন।

সমস্তটা শোনবাব পর শ্যানন আবার চিন্তামগ্ন হলো। এমন কি রিসিভার তুলে যখন পুরনো সাংবাদিক বন্ধুর নম্বর ডায়াল করলো, তখনও ওর চিন্তামগ্ন ভাব কাটেনি।

'হ্যালো, ক্যাট ..,' বন্ধুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠস্বর, 'তুমি এখন কোত্থেকে রিং করছো?'

'তোমার কাছাকাছি আছি।' জবাব দিলো শ্যানন। 'তুমি যে মিঃ হ্যারিসের কাছে আমার নাম সুপারিশ করেছিলে সেজন্যে অজস্র ধন্যবাদ।'

'এই সামান্য ব্যাপারে এতখানি ধন্যবাদের দরকার পড়ে না। লোকটা কি তোমায় কোন কাজের প্রস্তাব দিয়েছে?'

'দিয়েছে বটে,' এবারে শ্যানন বেশ সতর্ক হলো, 'তবে সেটা এমন কিছু নয়। তাছাড়া সেসব চুকেও গেছে। আমি বলছিলাম কি, বর্তমানে আমার পকেট বেশ গরম। আজ সন্ধ্যায় যদি কোথাও ডিনারের বন্দোবস্ত করা যায় '

'এ তো অতি সাধু প্রস্তাব।' সোৎসাহে জবাব দিলো বন্ধু। ' কোথায় যেতে চাও বলো না?'

'তুমি কি তোমার সেই পুরনো বান্ধবীর সঙ্গে এখনও জোর কদমে লড়ে যাচ্ছো? মনে আছে, আমার সঙ্গেও একবার তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, তবে ক্যারীর জন্যে তুমি হঠাৎ এত উতলা হয়ে উঠলে কেন?'

' তোমার এই ক্যারী তো মডেলের কাজ করে, তাই না?'

'ঠিক ঠিক, কিছুই তুমি ভোলোনি দেখছি।'

'আমাকে হয়তো তুমি পাগল ভাবতে পারো,' বিসিভাব ধরে আমতা আমতা করলো শ্যানন, 'কিন্তু আমি এমন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই, যে এই মডেলের কাজই করে। অথচ তার কোন সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। মেয়েটির নাম জুলিয়া ম্যানসন। তোমার বান্ধবীও তো একই পেশায় নিযুক্ত, তাই ভাবছিলাম দুজনের মধ্যে হয়তো কোন আলাপ পরিচয় থাকতে পারে।

'সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,' সাংবাদিক বন্ধু ভরসা দিলো শ্যাননকে। তুমি বরং আধঘণ্টা বাদে আবার আমায় ফোন কোরো। আমি ইতিমধ্যে ক্যারীর সঙ্গে কথা বলে রাখছি। দেখি, তোমার একটা হিল্লে করতে পারি কিনা।'

এদিক থেকে শ্যাননের ভাগ্য বেশ ভালোই। আধঘণ্টা বাদে বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেলো, ক্যারী ও জুলিয়া পরস্পরের পরিচিত। এমন কি বন্ধুর নির্দেশমতো ইতিমধ্যে ক্যারী ফোনে জুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগও করেছে। আজ সন্ধ্যায় জুলিয়ার কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিলো না। জুলিয়া জানিয়েছে, অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ডিনারে যোগ দিতে ওর আপত্তি নেই, যদি ক্যারী তার বয়ফ্রেণ্ডকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। ঠিক হয়েছে আটটার মধ্যে প্রথমে সকলে ক্যারীর অ্যাপার্টমেণ্টে হাজির হবে। জুলিয়াও উপস্থিত থাকবে ওই সময়।

সাংবাদিক বন্ধু একটা বনেদী সম্ভ্রান্ত রেস্তোরাঁয় চারটে সীট ফোনে বুক করে রেখেছিলো। ক্যারীর ফ্ল্যাট থেকেই ট্যাক্সি নিয়ে যাত্রা শুরু করলো চারজনে। রেস্তোরাঁটা ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আহার্য এবং পানীয় দুটোই প্রথম শ্রেণীর। ব্যবস্থাপনার মধ্যেও কোথাও কোন ত্রুটি নেই। সবকিছুই সুন্দর মনোহর। আর সবচেয়ে অপূর্ব হচ্ছে জুলিয়া স্বয়ং।

জুলিয়ার গড়ন অবশ্য দীর্ঘ নয়। পাঁচ ফুটের দু এক ইঞ্চি ওপরে। কিন্তু হাইহীল জুতোর দৌলতে সে অভাবটুকু অনায়াসে ঢেকে রেখে দিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে বয়স বললো উনিশ। মুখের আদল ঈষৎ ডিম্বাকৃতি, ম্যাডোনা ধাঁচের। তার মধ্যে একটা নিষ্পাপ স্বর্গীয় আভা যে কোন মুহূর্তে ফুটিয়ে তুলতে পারে। আবার এই আয়ত নীল আঁখিপদ্ম কখন যে বিলোল কটাক্ষে মুখর হয়ে উঠবে সেকথাও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

এই প্রকৃতির মেয়েরা যে স্বভাবে রঙ্গিনী শ্যাননেব কাছে তা অজ্ঞাত নয়। এরা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো দিনযাপন কবে। আজীবন অসীম প্রাচুর্যেব মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলেই তারা এত বেপরোয়া, শঙ্কাহীন হয়ে ওঠে। ভাবে, দুনিয়াটা যেন ওদের হাতেব মুঠোয়। তবে জুলিয়া যথার্থই সুন্দরী এ নিয়ে কারুর কোন দ্বিমত থাকতে পারে না, এবং কোন মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু আশাও করে না শ্যানন।

শ্যানন অবশ্য ওর সাংবাদিক বন্ধুর কাছে নিজের জীবিকাব ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করতে নিষেধ করে দিয়েছিলো, কিন্তু ক্যারীকে নিবৃত্ত করা যায়নি। ওর বয়ফ্রেণ্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যে শ্যানন যে একজন বিখ্যাত পেশাদার যোদ্ধা, ডিনাব টেবিলে সে কথা খুব গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করলো ও। যদিও তখনকার মতো এ প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা আর বেশি দূর গড়ায়নি। কারণ স্বভাবতই শ্যানন একটু স্বল্পভাষী। তাছাড়া ক্যারী আর জুলিয়া সারাক্ষণ নিজেরাই ডিনার টেবিল সরগরম করে রাখলো।

রেস্তোরাঁ থেকে বাইরে বেরুবাব পর নিজেই উদ্যোগী হয়ে দুটো ট্যাক্সি ডাকলো সাংবাদিক বন্ধু। একটা তার নিজেব জন্যে। সেই গাড়িতেই ক্যারীকে সে তার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে। দ্বিতীয়টা শ্যাননের জন্যে। সেই সঙ্গে শ্যাননকে অনুরোধ জানালো, হোটেলে ফেরার পথে সে যেন জুলিয়াকে তাব বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়।

প্রস্তাবটা শ্যাননেব মনঃপুত হলো। জুলিয়াও এ বিষয়ে কোনরকম আপত্তি জানালো না। সুবোধ বালিকার মতো দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে বসলো। শ্যানন পা বাড়াবার আগে সাংবাদিক বন্ধু তার বাঁ হাতে অল্প চাপ দিয়ে ফিস ফিস করলো মৃদুকণ্ঠে 'চালিয়ে যাও বন্ধু! তোমার ভাগ্য দেখছি খুবই সুপ্রসন্ন।'

মে ফেয়ার অঞ্চলে নিজেব ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্যাননকে আহ্বান জানালো জুলিয়া, 'চলুন না, এক পেয়ালা কফি পান করে তারপর না হয় হোটেলে ফিরবেন! অবশ্য যদি কোন অসুবিধে থাকে..'

'আপনার এই ক[illegible]র প্রস্তাবটা মন্দ নয়।' ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে জুলিয়াকেই অনুসরণ করলো শ্যানন। বিলাসবহুল আসবাবপত্রে সাজানো বড় একটা ফ্ল্যাট। হিটারে জল ফুটতেও বেশি সময় লাগলো না। এক পেয়ালা নিজে নিয়ে অন্য পেয়ালাটা শ্যাননেব দিকে এগিয়ে দিলো জুলিয়া, তারপর আচমকাই প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারলো।

'আপনি কি মানুষ খুনও করেছেন?'

শ্যানন একটা লম্বা সোফার একধারে গা এলিয়ে বসেছিলো। জুলিয়া ফিরে গিয়ে বিপরীত প্রান্তের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো।

'হ্যাঁ,' ডাইনে বাঁধা মাথা নাড়লো শ্যানন। কণ্ঠস্বর ধীর, সংযত।

'নিশ্চয় যুদ্ধক্ষেত্রে?'

'সমস্ত না হলেও অধিকাংশই তাই।'

'সংখ্যায় কতজন হবে?'

শ্যানন আবার মৃদুমন্দ ঘাড় দোলালো। 'ঠিক বলতে পারি না। হিসেব রাখবার চেষ্টা করিনি কখনও।'

সংবাদটা হজম করতে কয়েক মিনিট সময় লাগলো জুলিয়ার। দু চোখে বিস্ময়ে ও উত্তেজনার আভাস।

'আমি এমন কাউকে চিনি না, যে কখনও মানুষ খুন করেছে।'

'এর মধ্যে অবাক হবার মতো কি আছে! যুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছে তাদের অনেককেই এ কাজ করতে হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন স্থান নেই। ওপরওয়ালার নির্দেশই শেষ কথা।'

'আচ্ছা, আপনি তো জীবনভোর যুদ্ধ করেছেন, কখনও কি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন? আপনার দেহে কি মারাত্মক কোন আঘাতের চিহ্ন আছে?'

এ প্রশ্নের জন্যেও শ্যাননে মনে মনে প্রস্তুত ছিলো। কারণ বহুবার বহুভাবে তাকে এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওর বুকে পিঠে বেশ কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। তার মধ্যে একটা-দুটো খুবই গভীর। তপ্ত বুলেটের চুম্বন অথবা বিস্ফারিত মর্টারের টুকরোর মদির আলিঙ্গনের ফলেই এদের সৃষ্টি।

'খুঁজলে হয়তো দু-চারটে পাওয়া যেতে পারে।'

'কই, আমাকে দেখান।' জুলিয়ার কিশোরী কণ্ঠে কোমল জেদের সুর।

'উঁহু,' অবাধ্য ভঙ্গিতে শ্যানন মাথা নাড়লো।

'প্রমাণ দিতে ভয় পাচ্ছেন কেন? দেখি, আপনি কত বড় বীরপুরুষ!'

জুলিয়া সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, পায়ে পায়ে সামনে ড্রেসিং টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর দু চোখের দৃষ্টি ড্রেসিং টেবিল সংলগ্ন বড় আয়নাটার দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই অপাঙ্গে শ্যাননকে নিরীক্ষণ করে চলেছে।

কয়েক পলক কি ভাবলো শ্যানন। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু একটা হাসির রেখা উঁকি দিলো। দু চোখে দুষ্টুমির ছটা। ছেলেবেলায় স্কুলের সহপাঠীরা এইভাবেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করতো। এই মুহূর্তে শ্যাননও যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেলো।

'আপনারটা আমাকে দেখালে তবেই আমারটা আপনাকে দেখাতে পারি।'

'আমার দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই।' জুলিয়ার উত্তর আগের মতোই সহজ এবং সাবলীল।

'চাক্ষুষ প্রমাণ দিন।'

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে শ্যানন খালি পাত্রটা পাশের ছোট টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। সেই ফাঁকেই খসখস শব্দ শুনলো একটা। সোজা হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো, জুলিয়ার নিরাবরণ দেহটা তারই দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের পোশাকগুলো স্তূপ হয়ে পড়ে আছে হাঁটুর নিচে। কোন মেয়ে যে এক পলকের মধ্যে এভাবে পিঠের দিকের ফাঁস খুলে শরীরের সমস্ত পোশাক পায়ের পাতার ওপর নামিয়ে দিতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

'ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, আমার সারা শরীরে কোথাও কোন দাগ খুঁজে পাবেন না।'

জুলিয়ার মুখের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। ওর দুধ সাদা কুমারীদেহে একতিল কলঙ্কের দাগ পর্যন্ত নেই। গায়ের ত্বক সিল্কের মতোই উজ্জ্বল মসৃণ।

অবস্থা দেখে শ্যাননের প্রায় দম বন্ধ হবার উপক্রম। কথাগুলো যেন গলার মধ্যে আটকে আটকে যাচ্ছে।

'আমি...আমি ভেবেছিলাম তুমি ড্যাডির এক ছোট্ট আদুরে মেয়ে.. !'

জুলিয়া মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো। 'ড্যাডির অবশ্য এখনও তাই ধারণা!...রেডি হোন, এবারে আপনার পালা!...'

স্যার জেমস ম্যানসন নটগ্রোভে তাঁর নির্জন বাংলোয় একলা বসেছিলেন। কোলের ওপর ছড়ানো শ্যাননের সদ্য পাঠানো হলুদ রঙের ফাইল, হাতের পাশে টেবিলের ওপর সোডা মেশানো ব্র্যাণ্ডির গ্লাস। কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবার সময় তিনি এই নির্জন পর্ণকুটিরে এসে আশ্রয় নেন। এখানে কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না। মনটা চিন্তা করবার মতো নিশ্চিন্ত অবসর খুঁজে পায়।

ফাইলের কভার উলটে প্রথমে হাতে আঁকা স্কেচগুলো খুঁটিয়ে দেখলেন ম্যানসন, তারপর টাইপকরা পাতাব মধ্যে চোখ ডোবালেন। খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে সমস্ত জিনিসটা পরিবেশন করেছে শ্যানন।

প্রস্তাবনা ঃ মিঃ ওয়াল্টার হ্যারিসের নির্দেশমতোই এই পরিকল্পনার খসড়া রচিত হলো। জাঙ্গারো সম্পর্কিত যে রিপোর্ট তিনি আমার কাছে দাখিল করেছেন, এবং সম্প্রতি আমি নিজে ওই দেশ থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে এসেছি—তার ওপর ভিত্তি করেই এই পরিকল্পনার কাঠামো গড়া হয়েছে। তবে ওয়াল্টার হ্যারিস তাঁর আসল অভিপ্রায়েব কথা এখনও আমার কাছে অকপটে ব্যক্ত কবেননি। এই অভ্যুত্থানেব পরবর্তী পর্যাযে তিনি কাকে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসনে বসাতে চান সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অবশ্য ঘটনাটা এমনও হতে পারে যে ও বিযযে মিঃ হ্যারিস এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পাবেনি। এব জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তুতিব প্রয়োজন। তাই এ প্রসঙ্গে এখন কিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়।

অভিযানের উদ্দেশ্য ঃ অতর্কিত আক্রমণে জাঙ্গারোর রাজধানী ক্ল্যারেন্স অধিকার করা এবং সরকারী প্রাসাদের মধ্যেই সশস্ত্র বক্ষীবাহিনী সমেত কিম্বাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলাই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। একবাব এই প্রাসাদের দখল নিতে পারলে রাজ্যের কোষাগার, অস্ত্রাগার এবং সরকারী প্রচারযন্ত্র সমস্তই একসঙ্গে হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তাছাড়া এই অভিযানেব মাধ্যমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ প্রত্যাঘাতের উদ্দেশ্যে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ না হতে পারে।

আক্রমণের পদ্ধতি ঃ ক্ল্যারেন্সেব সামরিক ব্যবস্থা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওযা যায় যে আক্রমণকাবীদের জলপথেই অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে। কেননা প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সমেত বাযুপথে বা স্থলপথে অগ্রসব হতে গেলে ধরা পড়ে যাবাব সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাছাড়া জাঙ্গারোর অন্য কোথাও অবতবণ করে ক্ল্যারেন্স অভিমুখে রওনা হওয়াও খুব বিপজ্জনক। উদ্দেশ্যটা আগেভাগে জানাজানি হযে গেলে সব আয়োজন পণ্ড হতে বাধ্য। আর অবতরণযোগ্য উপকূলও সেখানে বিশেষ নেই। প্রায় সমগ্র বেলাভূমি জুড়ে গরাণ গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যদিও বা অন্য কোথাও অবতরণ করা সম্ভব হয়, সেখান থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে হাঁটাপথেই অগ্রসর হতে হবে। কারণ দেশের মধ্যে যানবাহন চলাচলেব উপযোগী বাস্তার একান্তই অভাব। এর ফলে স্থানীয জনসাধাবণ তাদের

দেখে ফেলবে। কিম্বা যদি কোনবকম জানতে পারে হানাদাববা সংখ্যায় কজন, তবে ও আগে থেকে প্রস্তুত হবাব সুযোগ পাবে। কোনমতেই তাকে এ সুযোগ দেওযা উচিত নয।

গোপনে দেশের মধ্যে অস্ত্র পাচাব কবে স্থানীয অধিবাসীদেব সাহায্যে নকল বিপ্লবেব প্রচেষ্টাও এক্ষেত্রে অলীক দিবাস্বপ্নেব সামিল। এব প্রথম অন্তবায হচ্ছে, রণসজ্জাব আযোজনটা এখানে কিঞ্চিৎ বেশি। জাঙ্গাবোব মতো ক্ষুদ্র একটা দেশে এত বেশি পবিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোপনে পাচাব করা সম্ভব নয। এই ব্যাপাবে সবচেযে যা জরুবী প্রযোজন, তা একটা গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন। জাঙ্গাবোয যাব অস্তিত্ব কল্পনা কবাও হাস্যকব।

সমস্ত দিক বিচাব বিবেচনা কবে একটি মাত্র পথই বাস্তবসম্মত মনে হয। বাতেব অন্ধকাবে গা-ঢাকা দিযে কযেকটা হালকা বোটে এই গুপ্তবাহিনীকে ক্র্যাবেসেব বন্দবেই অবতবণ কবতে হবে। সেখান থেকে প্রাসাদেব দূবত্ব কযেক শো গজ মাত্র। সবাসবি আক্রমণ চালানোব পক্ষে খুবই উপযোগী।

আক্রমণ পবিচালনায যা প্রযোজন : আক্রমণকাবীদেব সংখ্যা বাবোজনেব কম হওযা যুক্তিযুক্ত নয। তাদেব সঙ্গে মর্টাব, গ্রেনেড ও বকেট ছোঁড়া কামান থাকবে, সেইসঙ্গে একটা কবে ক্যাবিবিযান সাব-মেশিনগান। খুব কাছেব শত্রুব মোকাবিলা কববাব জন্যে এই অস্ত্রটাই উপযুক্ত।

কবণীয যা কিছু কর্তব্য সবই শেষ কবতে হবে বাত দুটো থেকে তিনটেব মধ্যে। দেশবাসীবা সকলে যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোবাব সুযোগ পায তাব জন্যে খানিকটা সময দেওযা উচিত। আবাব বাত ফুবোবাব আগেই যাতে কাজ শেষ কবে নিঃশব্দে সবে পড়া যায, সেদিকেও হিসেবে বাখতে হবে। কাবণ এই জাতীয ভাড়াটে হানাদাববা কখনও দিনেব আলোয মুখ দেখায না। এদেব আচাব আচবণ সম্পূর্ণ আলাদা

শ্যাননেব বিপোর্টেব বয়ান আবও দীর্ঘ। এই দুঃসাহসিক পবিকল্পনাকে বাস্তবে রূপাযিত কবতে গেলে কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসব হতে হবে, তাব প্রতিটি পদক্ষেপে বিববণই এই রিপোর্টেব মধ্যে দেওযা আছে। সার্বিক নিবাপত্তাব দিকটাও শ্যানন আদৌ উপেক্ষা কবেনি এ সম্পর্কে তাব চিন্তাভাবনা খুবই স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল।

–যেহেতু মিঃ হ্যাবিস ব্যতীত উদ্যোক্তাদেব আব কাউকেই আমি চিনি না, সেইহেতু আমি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হই তাহলে উদ্যোক্তাদেব তবফ থেকে একমাত্র মিঃ হ্যাবিসই আমাব সঙ্গে সাবাক্ষণ যোগাযোগ বেখে চলবেন। তিনিই আমাকে প্রযোজনমতো অর্থ সবববাহ কববেন এবং আমি শুধুমাত্র তাঁব কাছেই আমাব খবচেব হিসেব দাখিল কববো এই পবিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে আমাব কযেকজন উপযুক্ত সহকাবীব প্রযোজন। তাদেব প্রত্যেকেব কর্তব্যও হবে বিভিন্ন ধবনেব। যদিও জল পথে যাত্রা কবাব আগেব মুহূর্ত পর্যন্ত আসল অভিপ্রায সম্পর্কে কাউকে বিন্দুমাত্র অবহিত কবা হবে না। মূল লক্ষ্যেব কথা তো সম্পূর্ণই উহ্য থাকবে।

এই অভিযানেব পেছনে যে সমস্ত সাজসরঞ্জামেব প্রযোজন তাব অধিকাংশই বিধিসম্মত উপাযে খোলাবাজাব থেকে কিনে নেওযা যাবে। শুধু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহেব ব্যাপাবেই যা ঝামেলা। এক্ষেত্রে কালোবাজাবেব আশ্রয না নেওযা ছাড়া উপায নেই। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে নানান দেশ থেকে এই সমস্ত প্রযোজনীয উপকবণ সংগ্রহ কবে আনবে। বিক্রেতা যাতে কোন ক্ষেত্রেই আসল উদ্দেশ্যেব হদিস না পায সেদিকেও সজাগ থাকবে প্রত্যেকে।

সমঝদারের ভঙ্গিতে স্যার জেমস মৃদুমন্দ মাথা দোলালেন। শ্যানন লোকটা বাস্তবিকই চতুর এবং বুদ্ধিমান। তারপর খালি পাত্র পুনরায় ভর্তি করে নিয়ে খরচের তালিকার দিকে মন দিলেন। আপাতত এই প্রশ্নটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে প্রস্তুতি-পর্বের সম্ভাবিত সময়সূচীরও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে।

কমপক্ষে আরও দুবার ক্ল্যারেন্স পরিক্রমা ও তৎসম্পর্কিত দুটো রিপোর্ট তৈরির মোট খরচ	২৫০০ পাউণ্ড
প্রোজেক্ট কম্যাণ্ডারের ফি বাবদ মোট খরচ	১০০০০ "
অন্যান্য সহকারীর মাইনে বাবদ মোট খরচ	১০০০০ "
ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ (যাতায়াত, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি)	১০০০০ "
অস্ত্রশস্ত্র বাবদ মোট খরচ হবে কম বেশি	২৫০০০ "
একটি জাহাজের দাম পড়বে আনুমানিক	৩০০০০ "
অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা বাবদ	৫০০০ "

হঠাৎ কোন জরুরী প্রয়োজনের মোকাবিলা করতে আরও সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ড সব সময় হাতের কাছে মজুত রাখা উচিত। সব মিলিয়ে হিসেব দাঁড়ালো মোট এক লক্ষ পাউণ্ড

প্রস্তুতি পর্ব ঃ উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে দিন কুড়ি সময় লাগবে। সেই ফাঁকে প্রয়োজনায ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টগুলোও খুলে ফেলতে হবে।

সমাবেশ পর্ব ঃ সংগৃহীত উপকরণ এবং দলীয অভিযানকারীদেব পূর্বনির্ধারিত কোন জায়গায একসঙ্গে জড়ো করতে সময় লাগবে আবও কুড়িদিন।

সমুদ্র পর্ব ঃ নির্দিষ্ট বন্দর থেকে শুরু করে ক্ল্যারেন্সের উপকূলে পৌঁছতে কুড়িদিনের মতো সময় লাগবে। সব মিলিয়ে মোট একশো দিন। যেদিন জাঙ্গাবোয স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হবে সেদিনই আঘাত হানবার সুবর্ণ সময। অর্থাৎ আগামী বুধবার থেকে যদি পবিকল্পনা মতো শুরু করে দেওয়া যায় তবে ঠিক একশো দিনই আর অবশিষ্ট থাকে।

আগাগোড়া সমস্ত রিপোর্টটা কমপক্ষে বার-দুয়েক খুঁটিয়ে পড়লেন ম্যানসন। সেই ফাঁকে সিগারেটও ধ্বংস করলেন ডজনখানে । তাঁর চওড়া কপালে চিন্তার কুঞ্চন। পানীযের গ্লাস কখন যে নিঃশেষ হয়ে গেছে খেযাল নেই। অবশেষে গুছিয়ে নিয়ে যত্ন করে ওযালসেফে তুলে বাখলেন। তারপর মন্থর পায়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরের দিকে এগোলেন।

অন্ধকারে নরম বিছানায় গা এলিয়ে শ্যানন আলতোভাবে জুলিযার বুকে পিঠে হাত বোলাচ্ছিলো। শ্যাননের বুকের কাছেই ঘন হয়ে শুয়েছিলো জুলিয়া। জুলিযার তনুদেহ আকারেপ্রকারে ঈষৎ হ্রস্বই বলা চলে, তবে বতিলীলায মেয়েটা বিশেষ কম যায় না বিগত এক ঘণ্টায় শ্যাননের চোখের সামনেই এ সত্য অকপটে উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে ক্রোড়পতি বাপের আদুরে মেয়ে জুলিযা যে কেবলমাত্র টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড নিয়েই এই দু বছর পড়ে থাকেনি, এ বিষয়ে শ্যানন সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

এবারে জুলিয়াও শ্যাননেব ডাকে সাড়া দিলো। মোমেব মতো নরম আঙুল দিয়ে খিমচি কাটলো শ্যাননের বুকে।

'কি আশ্চর্য ব্যাপার বলো তো,' নরম সুরে বিড়বিড় করলো শ্যানন, 'রাতের প্রায় অর্ধেকটাই তোমার বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম, অথচ তোমার সম্বন্ধে এখনও কিছুই আমি জানি না।!'

জুলিয়া একটু থমকে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলো নিজেকে। কণ্ঠস্বরে ছেলেমানুষির ভাব ফুটিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমার সম্পর্কে মানে...'

'যেমন ধরো, তোমার বাড়ি কোথায়?...অবশ্য এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা বাদ দিয়ে।'

'গ্লুসেস্টারশায়ার।' অস্পষ্ট সুরে ফিসফিস করলো জুলিয়া।

'তোমাব পিতৃদেব কি করেন?' শ্যানন প্রসঙ্গের খেই ধরে রইলো। জুলিয়া কোন জবাব দিলো না। শ্যাননও নাছোড়বান্দা, জুলিয়ার একগুচ্ছ মাথার চুল মুঠো করে ধরে মৃদু টান দিলো। 'কই,...জবাব দাও!'

'তুমি কিন্তু আমার ওপর দৈহিক পীড়ন শুরু করে দিয়েছো!' অকপট ক্রোধে মুখ ঝামটালো জুলিয়া। 'আমার বাপী পুরোপুরি শহুরে মানুষ। কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?'

'তাঁর পেশা কি? শেয়ার-মার্কেটের দালালি?'

'না, বাপী কয়েকটা মাইনিং কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। খনি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা চলে।...বাপীর কথা তো বললাম, আমার বিশেষত্বটাও নিশ্চয় আর তোমার অগোচর নেই।

আধ ঘণ্টা বাদে জুলিয়া শ্যাননের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হযে হাতদুয়েক দূরে সরে গেলো।

'তুমি কি খুশী হয়েছো, শ্যানন?'

শ্যানন নিঃশব্দে হাসলো, অন্ধকারের মধ্যেও তার কয়েকটি দাঁত বেশ ঝকমকিয়ে উঠলো। 'সত্যিই তোমার তুলনা হয় না, জুলিযা। ..এবারে তোমাব বাপীব কথা কিছু বলো।'

'ওঃ...বাপী! তার মতো ক্লান্তিকর মানুষ দুনিয়ায় দুটো নেই। দিনরাত শুধু নিজের অফিস আর ব্যবসাব মধ্যে ডুবে আছে।'

'কোন কোন শিল্পপতি আমাকে দারুণভাবে কৌতূহলী করে তোলে। সেই জন্যেই তোমার ড্যাডির সম্পর্কে আমার এত আগ্রহ!...'

পরের দিন দুপুবে আদ্রিয়ান গোলের ফোন পেলেন ম্যানসন। খবর যা শুনলেন রীতিমতো আশঙ্কাজনক। গোল কানাঘুষায় জানতে পেরেছেন, রুশ কর্তৃপক্ষ জাঙ্গারোর স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলে এক সমীক্ষক দল পাঠাবার আয়োজন করছেন। অবশ্য সরকারও ম্যানকনের তরফ থেকে যে এলাকায় সমীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে, রুশ সরকারও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে সেই একই অঞ্চল বেছে নিয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মিঃ গোল সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন। তা সত্ত্বেও খবরটা হয়তো স্যার জেমসের কাজে লাগতে পারে, তাই কথাটা কানে আসা মাত্র তিনি ফোনে সব জানিয়ে রাখলেন।

মিঃ গোল ফোন ছাড়বার পরেও ম্যানসন বেশ কিছুক্ষণ রিসিভার ধরে চুপচাপ বসে রইলেন। মাথার ওপর বজ্রপাত হলেও তিনি বোধহয় এতটা বিচলিত হতেন না। ঘটনাটা কি সম্পূর্ণ কাকতালীয়, না কোন গোপন ছিদ্রপথে ইতিমধ্যেই গুপ্ত তথ্য বাজারে ফাঁস হয়ে গেছে। তা না হলে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে ওরা দেখেশুনে স্ফটিক পাহাড় অঞ্চলকেই বা বেছে নিলো কেন? স্বাভাবিকভাবে এ ব্যাপারে ডঃ চামার্সের ওপরই সর্বপ্রথম সন্দেহ জাগে। ম্যানসন ভেবেছিলেন

রূপোর চাঁদির সাহায্যে এই দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের মুখ বন্ধ করা যাবে। তিনি-ই কি কোনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! সত্যিই যদি তাই হয়.. ! অবরুদ্ধ ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষলেন ম্যানসন। ভাবলেন সিমন বা অন্য কাউকে ফোনে ডেকে এখনই শয়তানটার শাস্তির আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু তাতে এই ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তাছাড়া ভদ্রলোকের এমন কিছু অকাট্য প্রমাণও তাঁর হাতে নেই।

ম্যানসনের একবার মনে হলো, এত ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। এই সমস্ত অবাস্তব ধ্যান-ধারণা মগজ থেকে দূর করে দেওয়াই মঙ্গল। কিন্তু অমাবাত্রিব পেছনে যে উজ্জ্বল স্বর্ণভাণ্ডার লুকোনো আছে সেই অমোঘ সত্যটাও একেবারে বিস্মৃত হতে পারলেন না। তাব বুকেব মধ্যে কিসের একটা টানাপোড়েন চলতে লাগলো। নিজেব সঙ্গেই যেন নিজের যুদ্ধ।

সামনে টেবিলের ওপর উষ্ণ কফির পেয়ালা কখন যে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে সেদিকে তাঁর কোন গ্রাহ্য নেই। এতক্ষণ আত্মদ্বন্দ্বের পর তিনি নিজেব মন স্থিব কবতে পেবেছেন। পূর্ব-পরিকল্পনা মতোই তিনি এগিয়ে যাবেন. এবং যত শীঘ্র সম্ভব তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। শ্যানন অবশ্য একশো দিনের হিসেব দিয়েছে। পরিশেষে লিখেছে, এব সঙ্গে আরও দিন দশ পনেবো সময় পাওয়া গেলে কর্তব্যটা ধীরেসুস্থে সমাধা করা সম্ভব হতো।

বর্তমানে সময় বাড়াবার আর কোন প্রশ্নই ওঠে না, মনে মনে হিসেব কবলেন ম্যানসন। এমন কি একশো দিনটাও এখন অনেক দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে রুশ সরকাব যদি উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দেয় তবে নির্ধারিত একশো দিনও পাওযা যাবে কিনা সন্দেহ।

রিসিভার তুলে সিমনকে ডায়াল করলেন ম্যানসন। ছুটির দিনে তিনি নিজেই যদি একটু বিশ্রামের সুযোগ না পান, তবে সিমনকে উত্যক্ত করতেই বা বাধা কিসের।

মনিবের হুকুমে সোমবার সকালেই শ্যাননের হোটেলে ফোন করলো সিমন এবং বেলা দুটোয় সেণ্ট জনস্ উড এলাকায় ছোট একটা ফ্ল্যাটে সরাসরি অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের বন্দোবস্ত কবে রাখলো। ম্যানসনের নির্দেশে আজ সকালেই এই নতুন ফ্ল্যাটটাও এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছে। যদিও রসিদ বইয়ে নাম লেখা আছে ওয়াল্টার হ্যারিসের।

শ্যানন যখন নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে হাজির হলো তখন দুটো বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। সিমন তার আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে শ্যাননের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

'আমাদেব প্রধান সভাপতি আপনার রিপোর্টটা খুটিয়ে পড়ে দেখেছেন। তিনি আপনাব সঙ্গে এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চান।'

আড়াইটের সময় প্রধান সভাপতির ফোন এলো। প্রথমে সিমনই রিসিভ কবলো ফোনটা, তারপর রিসিভারটা শ্যাননেব দিকে বাড়িয়ে দিলো।

'আপনিই মিঃ শ্যানন?' ভরাট জলদগম্ভীব কণ্ঠস্বর। তার মধ্যে কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনাও মিশে আছে।

এ কণ্ঠস্বব যে কার হতে পারে, অনুমান করে নিতে শ্যাননেব বিশেষ অসুবিধে হলো না। তবে ও এমন ভাব দেখালো, যেন কিছুই জানে না।

'হ্যাঁ, স্যার, আমি শ্যানন কথা বলছি।'

'আপনার রিপোর্ট আমি পড়ে দেখলাম। পরিকল্পনাটা যথার্থই খুব সুন্দর হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আমার কয়েকটা জিজ্ঞাস্য আছে। দেখলাম খরচের হিসেবের মধ্যে আপনি প্রোজেক্ট কম্যাণ্ডারের ফি-বাবদ দশ হাজার পাউণ্ড ধার্য করেছেন!'

'হ্যাঁ, স্যার। এর কমে কেউ এ কাজ করতে রাজী হবে বলে আমার অন্তত বিশ্বাস হয় না। অনেকে হয়তো বেশিও চাইতে পারে। আর সত্যিই কেউ যদি এর কমে রাজী হয়, তবে জানবেন তার হিসেবের মধ্যে কোথাও কারচুপি আছে। সোজা পথে না গিয়ে আপনাকে অন্যভাবে ঠকাবার চেষ্টা করবে।'

ফোনের অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্তের নীরবতা।

' ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাবই আমরা মেনে নিলাম। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মিঃ হ্যারিসের নামে সুইস ব্যাঙ্কের কোন অ্যাকাউণ্টে নগদ এক লক্ষ পাউণ্ড জমা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। সেখান থেকেই হ্যারিস আপনাকে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাবে। যখন যেমন খরচ হবে আপনি হিসেব করে ওর কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।...তাহলে আপনার সঙ্গে আমার এই কথাই পাকা হয়ে গেলো। এবারে দয়া করে হ্যারিসকে একবার রিসিভারটা দিন। '

হ্যারিস ফোন ধরতেই স্যার জেমস তাকে নির্দেশ দিলেন, ' তুমি এখনই একবার আমার সঙ্গে দেখা করো, হ্যারিস। '

আট

স্যার জেমস লাইন ছেড়ে দেবার পরও সিমন ও শ্যানন দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললো না। ঘরের মধ্যে এক অস্বস্তিকর থমথমে নীরবতা। অবশেষে শ্যাননই প্রথম সামলে নিলো নিজেকে।

'এবার থেকে আমাদের দুজনকে যখন একই সঙ্গে কাজ করতে হবে,' সিমনের দিকে চোখ তুলে শ্যানন বললো, তখন নিজেদের মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার থাকাই ভালো। এই ব্যাপারটা যে কতখানি গোপনীয় তা নিশ্চয়ই আপনাকে আব বুঝিয়ে বলতে হবে না। সি. আই. এ., কে. জি. বি. বা আরও নানান দেশের গুপ্ত গোয়েন্দা বাহিনী সর্বদাই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর একটা কথাও যদি কোনগতিকে ওদের কানে গিয়ে পৌঁছয়...'

'আমাদের জন্য ভাবতে হবে না, আপনি শুধু আপনার নিজের দিকটা সামলে চলবেন। এছাড়াও আপনার আরও অনেক কর্তব্য আছে। সেগুলো প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

'তাহলে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এখন প্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে — টাকা! কাল সকালের ফ্লাইটেই ব্রুসেলস্ যাত্রা করবো। বেলজিয়ামের কোন ব্যাঙ্কে একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার। কাল রাতেই আবার ফিরে আসবো। তারপর আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি আপনাকে ব্যাঙ্কের নাম ও কি নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, সব জানিয়ে দেবো। যত শীগগির সম্ভব আপনি ওই অ্যাকাউন্ট নম্বরে আরও দশ হাজার পাউণ্ড জমা দেবার বন্দোবস্ত করবেন। কিভাবে টাকাটা খরচ হবে সে হিসাবও দাখিল করবো দু-চারদিনের মধ্যে। বেশিটা যাবে আমার সহকারীদের মাইনে বাবদ, আর কিছুটা হাতে জমা থাকবে। কখন কি জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় বলা যায় না। তার জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা দরকার।'

' কোথায় আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবো?' জানতে চাইলো সিমন।

'হ্যাঁ,' শ্যানন মাথা নাড়লো। 'এটা হচ্ছে দু নম্বর জরুরী প্রশ্ন। এখন থেকে আমার একটা স্থায়ী ডেরার প্রয়োজন, সেখানে টেলিফোন এবং লেটারবক্সেরও সুবিধে থাকা চাই। ... আচ্ছা, এই ফ্ল্যাটটাও তো মন্দ নয় দেখছি ! এখানে কি কেউ আপনার সন্ধান করতে পারবে?'

সিমন আগে এভাবে ভেবে দেখেনি। সমস্যাটা নিয়ে ও খানিকক্ষণ চিন্তা করলো।

'এটা অবশ্য আমার নামে এক মাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে। এক মাসের পুরো টাকাটাও অগ্রিম দেওয়া আছে। ...'

'তাহলে তো খুব ভালোই। আমাকে আর এ মাসটা ভাড়া গুনতে হবে না। রসিদ বইয়ে হ্যাবিস নাম থাকলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো? পরের মাস থেকে আমি - ই না হয় ভাড়া মিটিয়ে দেবো! ফ্ল্যাটের চাবিও নিশ্চয়ই আপনি সংগ্রহ করে রেখেছেন?'

'অবশ্যই,' সিমন মাথা নাড়লো।

'কতগুলো চাবি আছে?'

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিমন একটা চাবির রিং বার করে আনলো। চারটে চাবি গাঁথা আছে রিংয়ের গায়। তার মধ্যে দুটো চাবি যে সদর দরজার, বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। বাকি দুটো নিশ্চয়ই এই ঘরের চাবি-ই হবে। চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে শ্যানন আবার শুরু করলো, 'এখন কথা হচ্ছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা। আপনি অবশ্য প্রয়োজনমতো ফোনেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন। তবে কখন সাড়া পাবেন না না পাবেন, তার কোন ভরসা দেওয়া যায় না। তাছাড়া আপনার নিজের ফোন নাম্বারও যে আপনি আমাকে জানতে দিতে রাজী হবেন না এটা একরকম স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই ধরে নেওয়া যায়। এই ফ্ল্যাটের ঠিকানাতেও আপনি আমার চিঠি পাঠাতে পাবেন, তবে আমার তরফ থেকেও একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা চাই। লণ্ডনের কোন দৈনিক পত্রিকার অফিসে আপনার নামে একটা পোস্টবক্স ভাড়া করা থাকবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যেবেলা একবার করে আপনি সেখানে খোঁজ নেবেন। কাজের তাগিদে দু-একদিনের জন্যে হঠাৎ যদি আমাকে কোথাও বাইরে যেতে হয়, তখন আমার ফোন নাম্বারটা জানিয়ে যাবো।'

'কাল বিকেলের মধ্যেই আমি পোস্টবক্স ভাড়া নেবার বন্দোবস্ত করবো। আপনার আর কোন বক্তব্য আছে?'

'হ্যাঁ, আমি কিন্তু এখন থেকে কীথ ব্রাউন নামে পরিচিত হবো। আমাকে যখন ফোন করবেন, ওই নামেই ডাকবেন। আমি এখন আপনাকে কোন কিছু লিখে জানাবো, তার নিচে এই নামেই দস্তখত করবো। তবে একটা কথা সর্বদা স্মরণে রাখবেন আপনার ফোনের উত্তরে কখনো যদি আমার জবাব পান — আমি মিঃ ব্রাউন, কথা বলছি, তখন বুঝবেন কোথাও কোন গণ্ডগোল আছে। সেই মুহূর্তে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হয়। আপনি তখন রং নাম্বারের অজুহাত দেখিয়ে লাইন কেটে দেবার চেষ্টা করবেন।'

সিমনকে বিদায় দিয়ে শ্যানন বিমানবন্দরে ফোন করে আগামীকাল ব্রুসেলস্ যাতায়াতের একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্লেনের টিকিট বুক করে রাখলো। তারপর ফোনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তার পাঠাবার বন্দোবস্ত করলো চারটে। একটার ঠিকানা, পার্ল, কেপ প্রভিন্স, সাউথ আফ্রিকা। দু নম্বরে অস্টেণ্ড, তিন নম্বরে মার্সেই, শেষেরটার ঠিকানা মিউনিখ। প্রতিটির বয়ান কিন্তু একই। - - এই টেলিগ্রাম হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে ৫০৪ — ০০৪১ নম্বরে যে কোন সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো, শ্যানন।

এদিককার কাজ শেষ করে শ্যানন ট্যাক্সি ধরে লাইডন হোটেলে হাজির হলো। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম বাকি বিল মিটিয়ে দিলো হিসেব করে। তারপর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে। ওর আসা এবং যাওয়া — দুটোই খুব অনাড়ম্বর, জাঁকজমকহীন।

সন্ধ্যে আটটা নাগাদ শ্যাননের নতুন ঠিকানায় সিমনের ফোন এলো। ম্যানসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এ যাবৎ ও যতখানি এগোতে পেরেছে তারও ফিরিস্তি দিলো একটা। ঠিক হলো পরের দিন রাত দশটার ওই আবার শ্যাননকে ফোন করবে।

বাকি সন্ধ্যেটা শ্যানন তার নতুন আস্তানার আশপাশের চৌহদ্দিটা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালো। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলাই ওর মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কয়েকটা ছোটখাটো ছিমছাম রেস্তোরাঁও তার নজরে পড়লো। তারই একটায় ডিনারপর্ব সমাধা করে শ্যানন যখন ওর বর্তমান ফ্ল্যাটে ফিরে এলো ঘড়িতে তখন এগারোটা বেজে পনেরো।

পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়বার আগে নিজের সঞ্চিত তহবিলটাও গুনে দেখলো শ্যানন। হাতে আর নগদ চারশো পাউণ্ড অবশিষ্ট আছে। আগামী কালের বিমান ভাড়া আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্যে তার মধ্যে থেকে তিনশো পাউণ্ড সরিয়ে রেখে দিলো আলাদা করে, ওয়ারড্রোব খুলে ঝোলানো প্যান্ট-শার্টগুলোর দিকেও নজর বুলিয়ে দিলো একবার। আপাতত এ ব্যাপারে ওর কোন সমস্যা নেই। সমস্তই সম্প্রতি লণ্ডনের বাজার থেকে কেনা।

লণ্ডনের ধূসর বুকের ওপর যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে কিন্তু কেপ প্রভিন্সের গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা তখন উষ্ণ এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল। জন দুপ্রী অল্পমূল্যে কেনা নিজের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শেভ্রোলে গাড়িটা ড্রাইভ করে সমুদ্রের তীর থেকে শহরের দিকেই ফিরছিলো। ছেলেবেলার দিনগুলো ওর এখানেই কেটেছে। কোন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির শেষে তাই ও আবার এই পরিচিত পার্ল উপত্যকাতেই ফিরে আসে। এখানকার ধুলোমাটি গায়ে মেখে তবেই শান্ত হয় ওর প্রাণ।

হপ্তা চারেক আগে প্যারিস থেকে সোজা নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে জন। পুরনো সব বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে হৈ চৈ আর স্ফূর্তি করে দিনগুলোও নেহাত মন্দ কাটছিলো না। কিন্তু ওর রক্তের মধ্যে সেই পুরনো রোগটা কিছুতেই সবার নয়। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার কেমন একঘেয়ে লাগতে শুরু করে জীবনটা। আশেপাশের সবকিছু বিবর্ণ, প্রাণহীন ঠেকে। দিনগুলোও কত মন্থর আর কি ভীষণ ক্লান্তিকর! এই নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ছটফটিয়ে মরে। প্রতিবারের মতো এবারও জনের মধ্যে এই রোগটা ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো। তবে ও তখনও জানতে পারেনি আগামী প্রভাতেই দেবদূতের মতো পিওন এসে ওর কাছে শ্যাননের বার্তা পৌঁছে দেবে।

প্যারিস থেকে ফিরে অস্টেণ্ডের গণিকা পল্লীতেই আশ্রয় নিয়েছিলো মার্ক ভ্লমিক। এর সঙ্গিনীর নাম অ্যানা। একটা সস্তা দামের ফ্ল্যাট ভাড়া করে দুজনে মিলে সংসার পেতেছিলো তার মধ্যে। অ্যানা বাসার সামনেই নিম্নশ্রেণীর এক পানশালার পরিচারিকার চাকরি করে। প্রথম দু-চারদিন মার্কের পুরনো বন্ধুরা খুব খাতির যত্ন করেছিলো ওকে। এমন কি কাগজের রিপোর্টাররাও ওর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিলো। মার্ক অবশ্য রিপোর্টারদের সম্পর্কে সর্বদাই যথেষ্ট সচেতন বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে উঠবে। তখন আরও সাত-সতেরো নানা প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে ওকে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তাই অযথা ঝামেলা বাড়ানোর চেয়ে নীরবতাই অনেক বেশি শ্রেয়। আর মার্ক মুখ না খুললে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও যে তাকে ঘাঁটাতে চাইবে না, ও তা জানে।

দিন কয়েক আগে এক বিদেশী নাবিক ওর নিস্তরঙ্গ জীবনে কিছুটা উত্তেজনার খোরাব জুগিয়েছিলো। নাচের আসরে অ্যানাকে সবলে বাহুর ফাঁদে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে উদ্যত হয়েছিলো আহাম্মকটা। অ্যানা যে এখন আর বাজারের মেয়েছেলে নয়, মার্কের ঘরণী — সে কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। তার ফলে মার্কের একটিমাত্র ঘুষি সোজাসুজি তার নাকের ওপর এসে পড়লো, এবং সেই একটি ঘুষিতেই নিরতিশয় কাহিল হয়ে পড়লো বেচারী। কিন্তু এভাবে গাঁটের কড়ি খরচ করে আর কদিন বা বেঁচে থাকা যায়! রুজি-রোজগারের ধান্দা না দেখলে অ্যানার চোখের স্বপ্নের রঙও কি ছুটে যাবে না! ঠিক এই সমস্ত চিন্তা-ভাবনার মাঝখানেই শ্যাননের তার এসে পৌঁছলো।

মার্সেই-এ কত বিভিন্ন জাতি যে বাস করে, আর কত বিচিত্র তাদের মুখের ভাষা, তার সঠিক হিসাব মেলা ভার। জাহাজঘাটা থেকে শুরু করে পথে ঘাটে পার্কে রেস্তোরাঁয় সর্বত্রই বহিরাগতদের ছড়াছড়ি। জীন-ব্যাপটিস্ট ল্যাঙ্গোর্টি যে পানশালার এক কোণে একা বীয়ারের বোতল নিয়ে বসেছিলো, সেখানেও বিভিন্ন জাতেব নবনারী বহু বিচিত্র সমাবেশ। তবে দুপ্রী বা মার্কের মতো ল্যাঙ্গোর্টি তার বর্তমান জীবনযাত্রার ওপর খুব বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তার পেছনে কারণ ছিলো বহুবিধ। আগের দুজনের মতো ল্যাঙ্গোর্টি এখন আর বেকার নয়। প্যারিস থেকে ফিরেই দেখেশুনে ও একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। তার ফলে ওর সঞ্চিত তহবিলে হাত দেবার দরকার পড়েনি, বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজকর্ম থেকে অবসর নেবার পর কালভিতে একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁর মালিক হয়ে বসবার বাসনা ওর বহুদিনের। সেই উদ্দেশ্যেই এত বছর ধরে অর্থ জমাচ্ছে তিল তিল করে।

লোলা নামে একটা যুবতী মেয়েও সম্প্রতি ওর কপালে এসে জুটেছে। মেয়েটা একটা নাইট-ক্লাবে রাতভোর নাচ দেখায়। মেয়েটার বয়ফ্রেণ্ড ল্যাঙ্গোর্টির অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটা ডাকাতির মামলায় ফেঁসে গিয়ে বছর দুয়েকের মেয়াদ হয়ে গেছে তাব। জেলে যাবার আগে তার প্রাণের লোলাবে দেখাশুনা করবার জন্য ল্যাঙ্গোর্টিকেই বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে গেছে বন্ধুটি। ল্যাঙ্গোর্টিও সে অনুরোধের মর্যাদা রাখতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। তাছাড়া বয়ফ্রেণ্ডের এই বন্ধুটিকে লোলারও বিশেষ মনে ধরে গেছে। লোলার একান্ত অনুযোগ, একলা ঘরে ওর বয়ফ্রেণ্ড যেভাবে ওর দেহের ওপর প্রবল অত্যাচার চালাতো, খর্বাকৃতি ল্যাঙ্গোর্টি সে বিষয়ে ততখানি দক্ষ নয়। অবশ্য ল্যাঙ্গোর্টির তত্ত্বাবধানে থাকার ফলে আর কেউই লোলার দিকে লুব্ধ হাত বাড়াতে বড় একটা সাহস পায়নি। কারণ স্থানীয় সকলের কাছেই ল্যাঙ্গোর্টি অল্পবিস্তর পরিচিত।

ফ্রান্সে পৌঁছবার পর ল্যাঙ্গোর্টি চার্লস রাউক্সের সঙ্গেও বারকয়েক যোগাযোগ করেছিলো। রাউক্স ওকে অনেক বড় বড় আশার বাণী শোনালেও আসল কাজের ব্যাপারে কিছু করে উঠতে পারেনি। অবশেষে শ্যাননের কাছ থেকেই প্রথম বড় কাজের বায়না এলো।

মার্ক ভলমিকের অস্টেণ্ডের চেয়ে মিউনিখ আরও বেশি ঠাণ্ডা। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা পুরু চামড়ার কোটেও তাই কার্ট সেমলারের শীত ভাঙছিলো না। জীবনের অনেকগুলো দীর্ঘ বছর দূরপ্রাচ্য, আলজিরিয়া আর আফ্রিকাব পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়ে এসে এই মুহূর্তে মিউনিখ শহরটা একেবারে অসহ্য বোধ হচ্ছিলো সেমলারের কাছে। বহু বছর আগে একদা মিউনিখ সে ছেড়ে গিয়েছিলো, আজকের মিউনিখের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল ফারাক। এখনকার ছেলেদের মাথার চুল দীর্ঘ।

আচাব-আচবণ উদ্ধত, অমার্জিত। কাঁধেব ওপব বড বড পোস্টাব নিয়ে পথে ঘুবে বেডায়। তাদেব গলাফাটানো শ্লোগানেব ঠেলায দেশবাসী অতিষ্ঠ, তিতিবিবক্ত। এমন একটা অস্বস্তিকব পবিস্থিতিব সঙ্গে সেমলাব কিছুতেই নিজেকে মানিযে নিতে পাবছে না। সেই কাবণেই সকাল সন্ধ্যে প্রত্যহ দুবেলা স্থানীয ডাকঘবে গিযে খোঁজখবব নেয়, তাব নামে কোন চিঠিপত্র এলো কিনা। আজ সন্ধ্যেবেলা এই ক্ষীণ আশা বুকে নিযেই কনকনে হিমেল হাওযাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে কবতে স্থানীয পোস্ট অফিসেব দিকে পা বাডিযেছিলো সেমলাব। ওকে অবশ্য ব্যর্থমনোবথ হযেই ফিবতে হবে আজ, কালকেব ইতিহাস স্বতন্ত্র। কেননা শ্যাননেব তাব ইতিমধ্যেই আকাশপথে বওনা হযে গেছে।

বেলজিযামেব ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায মক্কেলদেব এমন অনেক সুযোগ- সুবিধে দেওযা হয যা বহুল প্রচাবিত সুইস ব্যাঙ্কেও পাওযা যায না। এখানে মক্কেলদেব অ্যাকাউন্টেব যাবতীয নথিপত্র গোপনতাকে তো বটেই , তাব ওপব ব্যাঙ্কেব মাধ্যমেই যে কোন পবিমাণ অর্থ সবকাবেব সম্পূর্ণ অগোচবে দেশেব বাইবে পাঠানো যায বা বিদেশ থেকে নিযে আসা যায। এমন সুযোগ পৃথিবীব আব কোন ব্যাঙ্কেই পাওযা যায না। এই কাবণেই সুইজাবল্যাণ্ডেব চেযে বেলজিযামেব ব্যাঙ্ক ব্যবসা দিন দিন আবও বেশি ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ব্রুসেলসেব বিমানবন্দবেই মার্কেব সঙ্গে দেখা হলো শ্যাননেব। শ্যাননেব নির্দেশে আগে থেকে বিমানবন্দবে অপেক্ষা কবছিলো মার্ক। ট্যাক্সি ধবে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে যাবাব পথে সাবধানে কাজেব কথা শুরু কবলো। তবে আপাতত বিশেষ কিছু ভেঙে বললো না। শুধু জানালো, তাব হাতে এমন একটা কাজেব দাযিত্ব এসে পডেছে যাতে চাবজন মাত্র অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকাবীব প্রযোজন। মার্কেব যদি আপত্তি না থাকে তবে তাকেও এই দলেব মধ্যে যুক্ত কবা যেতে পাবে।

মার্কেব তবফ থেকে আপত্তিব বিন্দুমাত্র কাবণ ছিলো না। শ্যানন অবশ্য বুঝিযে বললো দলীয স্বার্থেই মূল পবিকল্পনাব কথা সকলেব কাছে গোপন বাখা হবে । এই প্রস্তাবে সে যদি সম্মত হয তাহলে এখন থেকে আগামী তিন মাসেব জন্য শ্যানন তাব সঙ্গে একটা চুক্তি কববে এই চুক্তি অনুযাযী হোটেল খবচ ছাডাও ও মাইনে পাবে মাসে সাডে বাবোশো ডলাব। আব এই কাজেব জন্য তৃতীয মাসেব আগে অকুস্থলে তাব দৈহিক উপস্থিতিবও কোন প্রযোজন নেই। কিন্তু এই ফাঁকে ইউবোপেব মধ্যেই তাকে কযেকটা ঝুঁকিব পবিমাণও বিদ্যমান, এবং বস্তুতপক্ষে এই জাতীয কোন চুক্তিব মধ্যে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

শ্যাননেব কথায মুখ মুচকে মৃদু হাসলো মার্ক। 'ব্যাপাবখানা কি। এব পেছনে ব্যাঙ্ক- ডাকাতিব কোন অভিসন্ধি লুকিযে নেই তো। তাহলে কিন্তু এত সামান্য টাকায আমাব পোষাবে না, বলে বাখছি।'

'না না, তেমন কিছু আমি তোমায বলতে চাইছি না।' মাথা নেডে ভবসা দিলো শ্যানন। 'একটা বোটে প্রযোজনীয অস্ত্র বোঝাই কবে আমবা গোপনে আফ্রিকাব উদ্দেশ্যে পাডি দেবো। আমাদেব এই পবিকল্পনা সফল হলে, ভবিষ্যতে চুক্তিব মেযাদ আবও দীর্ঘ হতে পাবে। তাব সঙ্গে মোটা বকমেব বোনাস তো আছেই।

' আব বেশি লোভ দেখাবাব দবকাব নেই , তোমাব প্রস্তাবেই আমি বাজী। ' মার্কেব চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত খুশীব উচ্ছ্বাস

ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে মার্ককে নিয়েই একসঙ্গে লাঞ্চ সারলো শ্যানন। ফেরার পথে নগদ আরও পঞ্চাশ ডলার গুনে দিলো বন্ধুর হাতে। মার্ক যাতে আগামীকাল সন্ধ্যে ছটায় লণ্ডনে শ্যাননের বর্তমান আস্তানায় হাজির হতে পারে, তার জন্যই এই আগাম রাহাখরচ। শ্যানন অবশ্যই সেদিন বিকেলের ফ্লাইটেই আবার লণ্ডনে ফিরে এলো। কারণ সিমনের সঙ্গে সেই রকমই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।

রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে শ্যাননের ঘরের ফোনটা পুনরায় বেজে উঠলো এই কিছুক্ষণ আগেও হ্যারিস ওরফে সিমনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সবেমাত্র রিসিভার নামিয়ে রাখছে। এবার মিউনিখ থেকে সরাসরি ট্রাঙ্ক করেছে সেমলার। শ্যানন ওকে সংক্ষেপে কাজের কথাটা গুছিয়ে বললো। তবে এ কথাও জানিয়ে দিলো যে ওর পক্ষে আপাতত মিউনিখ যাওয়া সম্ভব নয়। সেমলারকেই কষ্ট করে লণ্ডনে এসে শ্যাননের সঙ্গে দেখা করতে হবে, এবং সেমলার যদি শেষ পযন্তে শ্যাননের প্রস্তাবে রাজী না হয় তাহলেও শ্যানন ওকে যাতায়াতের বিমান ভাড়া নগদ মূল্যে মিটিয়ে দেবে। সানন্দে শ্যাননের প্রস্তাবে সায় দিয়ে ফোন ছাড়লো সেমলার।

পরের ফোন এলো একেবারে শেষে, মধ্যরাতের আধঘন্টা পরে। ও-ও তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে আট হাজার মাইল উড়ে আসতে প্রস্তুত, যদিও আগামী শুক্রবার সন্ধ্যের আগে ওর পক্ষে শ্যাননের সঙ্গে মোলাকাত করা সম্ভব হচ্ছে না।

জন লাইন ছেড়ে দেবার পর আরও ঘন্টাখানেক টেবিলে-ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়াশুনা বিছানার ওপর। সারা রাজ্যের যাবতীয় চিন্তা এখন ওর মগজে এসে ভিড় করেছে, সেই সঙ্গে এক পাহাড় ক্লান্তি। নির্ধারিত সময়-সূচীর প্রথম দিনের এইখানেই ইতি।

সহকারী আণ্ডার সেক্রেটারি সরজাই গোলনের মেজাজটা সেদিন বেশ সরিফ ছিলো না। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে খবর পেলেন তাঁর একমাত্র ছেলে এবারের সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করেছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে একটু অশান্তি মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। সম্প্রতি আবার তাঁর পাকস্থলীটাও কিঞ্চিৎ উপদ্রব শুরু করে দিয়েছে, সর্বদাই কেমন একটা মোচড়ানো ব্যথা ভাব। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো তাঁর অধস্তন সেক্রেটারিও অসুস্থতার দোহাই দিয়ে দু-চারদিন যাবৎ ছুটি নিয়ে বসে আছে। তার ফলে বৈদেশিক দপ্তরের এই ক্ষুদ্র বিভাগটির যাবতীয় দায় দায়িত্ব এখন তাঁর ঘাড়ে এসেই বর্তেছে।

মস্কোর প্রাণকেন্দ্রে, ন তলায় নিজের অফিসে বসে মনে মনে আপন অদৃষ্টের কথাই চিন্তা করছিলেন গোলন। আসিড- নাশক একটা ট্যাবলেট তাঁর মুখের মধ্যে নড়াচড়া করছে। সামনের টেবিলের ওপর একগাদা চিঠিপত্রের স্তূপ। এর মধ্যে তৃতীয় চিঠিটার বিষয়বস্তু তাঁর জানা। খাম না খুলে শুধুমাত্র দপ্তরের শীলমোহর দেখেই তিনি অনেক সময় পত্রের মর্মার্থ বুঝে নিতে পারেন। খামটা খোলার পর সেই একই সত্য নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলো। আসলে কাজের কিছু না থাকলেই মাথার মধ্যে নানারকম অলীক ভাবনাচিন্তার উদয় হয়। তা না হলে কোন এক পাণ্ডববর্জিত জাঙ্গারোয় টিন পাওয়া যাবে কিনা, সে ব্যাপারে মিঃ দ্রভস্কি ই বা এত মেতে উঠবেন কেন। তার ফলে গোলনের ঝামেলাও কম নয়। তাঁকেই জাঙ্গারোয় এক ভূতাত্ত্বিক দল পাঠাবার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে। অথচ একটা বিষয় কেউই ভেবে দেখলেন না, জাঙ্গারোয় যদিও বা টিনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়

তাতেই বা তাদের কি আসে যায়! রাশিয়ায় তো টিনের কোন অভাব নেই, এবং অদূর ভবিষ্যতেও এর কোন ঘাটতি দেখা দেবে না। তবে কেন অনর্থক রুবলের শ্রাদ্ধ করে এই ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন। তার চেয়ে গায়না ও তার আশেপাশে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কিত এই চার নম্বরের চিঠিটা বরং অনেক বেশি জরুরী।

তা সত্ত্বেও তাঁকে যখন ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে তখন তিনি সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। তবে তাঁর সহকারী সুস্থ হয়ে কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত ব্যাপারটা মুলতুবি রেখে দেওয়া যেতে পারে।

ক্যাট শ্যাননের চালতলনে সেদিন কোন ব্যবস্থ' ছিলো না। সকালের দিকে ওয়েস্ট এণ্ড অঞ্চলের ব্যাঙ্ক থেকে ওর সাম্প্রতিক জমা দেওয়া হাজার পাউণ্ডের প্রায় সবটাই একসঙ্গে তুলে নিলো। বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক থেকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত এর সাহায্যেই কাজ চালাতে হবে। তারপর রাস্তায় নেমে পাবলিক ফোন বুথ থেকে সাংবাদিক বন্ধুকে ফোন করলো ।

'আমি ভাবলাম তুমি শহর ছেড়ে চলে গেছো!' শ্যাননের সাড়া পেয়ে জবাব দিলো সাংবাদিক।

'কেন? .. কি দুঃখে?'

'না, মানে জুলিয়া তোমার খোঁজ করছিলো। তুমি নাকি ওর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছো।' ক্যাবী বললো, 'জুলিযা তোমার হোটেলেও ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছে । তারা জানিয়েছে, তুমি হোটেল ছেড়ে চলে গেছো. কোন ঠিকানা দিয়ে যাওনি। তাই ভাবলাম...'

শ্যানন আবার ফোন করবার প্রতিশ্রুতি দিলো, তবে নিজের ঠিকানা জানালো না। পরিশেষে বিনীত কণ্ঠে নিজের বর্তমান প্রয়োজনের কথাটা উত্থাপন করলো। কোন একজন ব্যক্তির সঙ্গে শ্যানন একবার দেখা করতে চায়। সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি সাংবাদিক বন্ধুর পরিচিত। তাই বন্ধু হয়তো এই ব্যাপারে ওকে কোনরকম সাহায্য করতে পাবে। ও অবশ্য ভদ্রলোককে বিন্দুমাত্র বিরক্ত করবে না, ঘন্টাখানেক কথা বলবার সুযোগ পেলেই যথেষ্ট।

'আমার তরফ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি ঘটবে না।' ফোন ছাড়ার আগে ভরসা দিলো সাংবাদিক।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সিমন রিং করলো। শ্যানন ওকে এ পর্যন্ত অগ্রগতির ইতিহাস সংক্ষেপে খুলে বললো, শুধু সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে ফোনের ইতিবৃত্তটুকু বাদ দিয়ে।

এ কদিন মার্টিন থর্পেরও এক তিল বিশ্রাম ছিলো না। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আদ্যপান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা খুব একটা সহজসাধ্য নয়। টানা পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, এবং বহুবিধ ঝাড়াই -বাছাইয়ের শেষে, তবেই ও একটা মনোমত তালিকা তৈরী করতে পেরেছে। মোট পাঁচটা কোম্পানির নাম আছে ওর তালিকায়। শিরোভাগে যে নামটা স্থান পেয়েছে. মাত্র গত কাল সেই কোম্পানিটার অস্তিত্বের কথা ও প্রথম জানতে পারে।

বিকেলের আগেই মার্টিন রিপোর্টটা রেডি করে ফেললো, কিন্তু বসের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলো না। স্যার জেমস জরুরী প্রয়োজনে জুরিখ গেছেন, তখনও এসে পৌঁছননি। কখন পৌঁছবেন. সে বিষয়েও কাউকে কিছু জানিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। মার্টিনও আর বেশিক্ষণ বসের জন্য অপেক্ষা করলো না। একটানা পাঁচদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এখন তারও খানিক বিশ্রামের প্রয়োজন। স্যার জেমসকে রিপোর্টটা কালকে দিলেও চলবে। তার ওপর

সবকিছুর তো এখানেই ইতি নয়। কেন এই কোম্পানিগুলোর এখন এমন পড়তি অবস্থা, সে সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব তো তার ঘাড়েই এসে পড়বে। এবং কাল থেকেই শুরু করতে হবে সেই উদ্যোগ-আয়োজন। আর একবার কাজের জোয়াল কাঁধে চাপলে কবে যে আবার একটু অবসর পাওয়া যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই বুকের মধ্যে বেশ খানিকটা রঙিন স্ফূর্তির আমেজ নিয়েই আগে আগে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো মার্টিন।

নয়

লণ্ডনের বিমানবন্দরে সর্বপ্রথম অবতরণ করলো কার্ট সেমলার। সরাসরি মিউনিখ থেকে উড়ে এসেছে ও। কাস্টম অফিসের ঝুটঝামেলা মিটে যাবার পর এয়ারপোর্ট থেকেই ফোন করলো শ্যাননকে, শ্যাননের সাড়া পাওয়া গেলো না। ও অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই লণ্ডনে এসে পৌঁছেছে। হাতে যখন সময় আছে তখন গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ছোট হালকা সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে পায়ে পায়ে সংলগ্ন বারের দিকেই এগিয়ে গেলো সেমলার।

মার্ক ভলমিক প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই শ্যাননের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো। শ্যানন ওকে একটা হোটেলের ঠিকানা দিলো। হোটেলটা শ্যাননের বর্তমান আস্তানার খুব কাছেই। মার্ক যখন হোটেলে এসে পৌঁছলো তখন বিকেল পাঁচটা। তার দশ মিনিট বাদে সেমলারের আবির্ভাব ঘটলো। সর্বশেষে, প্রায় ছটা নাগাদ হাজির হলো ল্যাঙ্গোটি। দীর্ঘদিন বাদে আবার এই পুনর্মিলনে তিনজনেই রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অবশ্য এর পেছনে অন্য কারণও ছিলো। ওরা এখানে প্রত্যেকেই যে নিমন্ত্রিত অতিথি, সে কথা বুঝিয়ে বলবার দরকার পড়ে না। শ্যাননই নিজের খরচায় তাদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে যায় যাতায়াতের বিমানভাড়া সমেত। এর সহজ সরল অর্থ হচ্ছে, ইদানীং শ্যানন বেশ কিছু কাঁচা পয়সা কামিয়ে নিতে পেরেছে তাহলে ও নিশ্চয় কোন বড় কাজের খবর রাখে সেই উদ্দেশ্যেই ডেকে পাঠিয়েছে ওদের।

সন্ধ্যে সাতটায় শ্যানন ওদের সকলকে ফোনে ডেকে নির্দেশ দিলো, আধঘন্টার মধ্যেই ওরা যেন রেডি হয়ে শ্যাননের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়।

রীতিমতো খাতির করেই শ্যানন আহ্বান জানালো সকলকে। সেমলার ও ল্যাঙ্গোটির সঙ্গে দীর্ঘদিন বাদে এই আবার প্রথম দেখা। যদিও মার্কের সঙ্গে সে পর্ব ব্রুসেলসেই চুকিয়ে ফেলেছে। প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর শ্যানন জানালো দুপ্রীকেও ও ইতিমধ্যে তার করে দিয়েছে। আগামী শুক্রবার দুপ্রী লণ্ডনে এসে পৌঁছচ্ছে। ওদের আগের ধারণাটা আরও বদ্ধমূল হলো। ব্যাপারটা তাহলে মোটেই উপেক্ষার নয়, কারণ দুপ্রীর যাতায়াতের বিমানভাড়াই লাগবে প্রায় পাঁচশো পাউণ্ড। শ্যানন নিশ্চয় অযথা এতগুলো টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে না।

'সম্প্রতি আমার হাতে এমন একটা কাজের দায়িত্ব এসে পড়েছে' ড্রয়িংরুমের দুটো সোফায় মুখোমুখি বসেছিলো চারজনে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে শুরু করলো শ্যানন, 'যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটাই আমাদের নিজের হাতে সম্পন্ন করতে হবে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আফ্রিকার উপকূলবর্তী কোন এক অখ্যাত শহর। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা সেই শহরের এক প্রাসাদে অতর্কিতে হানা দেবো। প্রাসাদের কেউই যাতে প্রাণ নিয়ে না পালাতে পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্রুত হাতে কাজ শেষ করে আলো ফোটবার আগেই

আবাব সদলবলে সবে পডবো অকুস্থল থেকে। মূল অভিযানটা যদিও কয়েক ঘন্টাব মাত্র মামলা, তবে তাব প্রস্তুতিব জন্যে উপযুক্ত সময়েব প্রয়োজন। এখন বলো, তোমবা এই অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বাজী আছো কিনা?'

শ্যানন যা আশা করেছিলো, বাস্তবেও তাই ঘটলো। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল কবে উঠলো তিনজোড়া চোখ। পলকেব জন্য নিজেব মধ্যে একবাব দৃষ্টি বিনিময়ও কবে নিলো তিনজনে। তাবপব একসঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো -- তাবা বাজী।

আবও আধঘণ্টা ধবে পবিকল্পনাব খসডাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বললো শ্যানন। কোন্ পথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে মোটামুটি তাবও একটা আন্দাজ দিলো নকশা এঁকে। তবে এক বাবেব জন্যেও জাঙ্গারোব নামোল্লেখ কবলো না। আব শ্যানন যে তা কববে না, ওব সঙ্গীবাও তা জানে। কেননা এটা শুধু বিশ্বাস অবিশ্বাসেব ব্যাপাব নয়, এব মধ্যে প্রত্যেকেব নিবাপত্তাব প্রশ্নও গভীবভাবে জডিত। এবং দলেব নিবাপত্তাব স্বার্থেই দলপতি শ্যানন তাব মুখ বন্ধ বাখবে, এটাই চিবাচবিত বীতি।

'তাহলে মূল দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয় তোমাদেব আব কিছু জ্ঞাতব্য নেই? এখন প্রধান কথা হচ্ছে — টাকা। সে ব্যাপাবেও আমি কোনবকম কার্পণ্য কববো না। আগামীকাল থেকে তোমবা প্রত্যেকেই মাসে সাডে বাবশো ডলাব হিসেবে মাইনে পাবে, সেই সঙ্গে প্রাত্যহিক হোটেল খবচ। কর্তব্যেব খাতিবে ইউবোপেব কয়েক জায়গায় তোমাদেব হয়তো যেতে হতে পাবে, তাব জন্যে যাতায়াত খবচও আগাম দিয়ে দেওয়া হবে। বাজেটে কোথাও কোন ঘাটতি নেই। প্রস্তুতি পবেব শুধুমাত্র দু জায়গায় আমবা পুবোপুবি আইনসঙ্গতভাবে অগ্রসব হতে পাববো না। প্রথম হচ্ছে সবকাবেব দৃষ্টি এডিয়ে চোবাপথে বেলজিয়ামেব সীমানা পেবিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ কবা, আব দ্বিতীয়ত দক্ষিণ ইউবোপেব কোন বন্দবে অপেক্ষাবত একটা বোটেব মধ্যে সবাব অলক্ষ্যে কয়েকটা ভাবী কাঠেব বাক্স বয়ে আনা। আমাদেব প্রত্যেককেই এই সমস্ত দায়িত্বগুলো ভাগ কবে নিতে হবে, মূল চুক্তিব এটাও একটা অঙ্গ। এই পবিকল্পনা যদি সফল হয় তবে তিন মাসেব মাইনে ছাডাও পাঁচ হাজাব ডলাব হিসেবে বোনাস পাবে প্রত্যেকে।'

'আমাব অভিমত তো আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি,' মার্ক ভলমিক সোফাব ওপব নডেচডে বসলো, 'যে কোন প্রস্তাবেই আমি বাজী।'

'এটা ফবাসী সবকাবেব জাতীয় স্বার্থেব পবিপন্থী নয় তো?' সন্দিগ্ধ সুবে প্রশ্ন কবলো ল্যাঙ্গোর্টি। 'তেমন কোন ব্যাপাবে আমি কিন্তু নিজেকে জডিয়ে ফেলতে আগ্রহী নই।'

'না না,' হাত নেডে ল্যাঙ্গোর্টিকে থামিয়ে দিলো শ্যানন, 'ফবাসী গভর্নমেন্টেব স্বার্থেব সঙ্গে এব কোন সংযোগ নেই। সে বিষয়ে আমি তোমায় গ্যাবাণ্টি দিতে পাবি।'

'আব আমাদেব জীবন বীমাব কি বন্দোবস্ত হবে?' সেমলাব জানতে চাইলো। 'আমাব অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না, কাবণ আমাব তিন কুলে কেউ নেই। কিন্তু মার্কেব ক্ষেত্রে...'

শ্যানন সমঝদাবেব ভঙ্গিতে মাথা নাডলো। 'আমাব ব্যবস্থাপনাব কোন ত্রুটি নেই। সবদিকেই আমি সজাগ দৃষ্টি বেখেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদেব মধ্যে যদি কাকব মৃত্যু হয় তবে ক্ষতিপূবণ স্বরূপ তাব নিকট আত্মীয়েবা পাবে কুডি হাজাব ডলাব। ইন্সিওবেন্স প্রিমিয়ামেব ভাব টাকা আমিই বহন কববো। তোমাদেব শুধু উদ্যোগী হয়ে এই ব্যাপাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলো সমাধা কবতে হবে।

এরপর আর কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তাব প্রকাশও দেখা গেলো না কারুব মধ্যে। শ্যাননন এবাব প্রত্যেককে ডেকে তাদেব নিজেব দাযিত্বটুকু বুঝিয়ে দিলো নিখুঁতভাবে।

'সেমলাব, আগামী শুক্রবাব তুমি আগাম এক মাসেব মাইনে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খবচা বাবদ আরও হাজাব পাউণ্ড একসঙ্গে পেযে যাবে। তোমাব প্রধান কর্তব্য হবে, একটা উপযুক্ত বোটেব খোঁজ কবা। বেশি বড় নয, এই ধবো একশো থেকে দুশো টনেব মধ্যে। তবে তাব বেকর্ডপত্তর পবিষ্কাব- পবিচ্ছন্ন থাকা চাই, এবং যন্ত্রপাতিগুলোও দস্তুবমতো মজবুত হওযা দবকাব। আমি গতি চাই না, এবং চাই নির্ভবযোগ্যতা। দামটা পঁচিশ হাজাব পাউণ্ডেব মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বোটটাব প্রয়োজন হবে আজ থেকে ঠিক মাস দুযেক পবে। আশা কবি আমাব কথা নিশ্চয় তোমার মগজে গিযে ঢুকেছে।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বাব কযেক মাথা নাড়লো সেমলাব। ইতিমধ্যেই ও এই নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা ভাবনা শুরু কবে দিয়েছে।

'ল্যাঙ্গোটি, ভূমধ্যসাগবেব উপকূলে কোন্ শহবটা তোমাব কাছে সবচেযে বেশি পরিচিত?'

'মার্সেই,' শ্যাননেব প্রশ্নেব জবাব দিতে এক মুহূর্তও সময লাগলো না ল্যাঙ্গোটিব।

'ভালো। এই শুক্রবাবে তোমাকেও মাইনেব সঙ্গে আগাম পাঁচশো পাউণ্ড দিযে দেবো। তুমি আপাতত মার্সেই এব কোন হোটেলে গিযে আশ্রয নাও। ওখান থেকেই তিনটে হালকা মোটববোটেব খোঁজ কববে। স্পোর্টস বা প্রমোদ উপকবণ হিসেবেই এই ধবনেব বোট ব্যবহাব কবা হয। তবে আকাবে প্রকাবে একটু বড় হওযা প্রযোজন। বংটা হবে কালো। প্রত্যেকেব সঙ্গেই একটা কবে ব্যাটাবি পবিচালিত ইঞ্জিনও যুক্ত থাকা চাই। ষাট অশ্বশক্তিব ইঞ্জিন হলেই আমাদেব কাজ চলে যাবে। কিন্তু একজন বিক্রেতাব কাছ থেকে কখনও তিনটে বোট একসঙ্গে কিনবে না। যদি কেউ উদ্দেশ্যেব কথা জানতে চায, বলবে মবক্কোয জলক্রীড়াব প্রযোজনেই কোন এক ক্লাবেব তবফ থেকে এই বোটেব অর্ডাব পাঠানো হযেছে।

'প্রথমে মার্সেই এব কোন ব্যাঙ্কে তুমি তোমাব পছন্দমতো নামে একটা অ্যাকাউন্ট খোলবাব বন্দোবস্ত কববে। তাবপব অ্যাকাউন্ট নম্ববটা আমাকে লিখে পাঠালেই আমি প্রযোজন মতো টাকা পাঠাবাব ব্যবস্থা কবে বাখবো। আশা কবি তোমাব আব কোন বক্তব্য নেই?'

নীববে ঘাড় নাড়লো ল্যাঙ্গোটি। শ্যানন এবাব মার্কের দিকে চোখ তুলে তাকালো। 'মার্ক, কথা প্রসঙ্গে তুমি একবার আমায় বলেছিলে, তোমাব পবিচিত এক বেলজিযান ভদ্রলোকেব কাছে হাজাব খানেক সেমিজাব সাবমেশিন পিস্তল ছিলো, এবং এখনও তাব বেশ কিছু অবশিষ্ট আছে। মাইনেব চেকেব সঙ্গে আবও পাঁচশো পাউণ্ড হাতে নিযে তুমি শুক্রবারেব মধ্যেই অস্টেণ্ডে ফিরে যাও। যেভাবেই হোক সেই লোকটাকে তোমায খুঁজে বাব কবতে হবে। যদি এখনও সেগুলো নতুন অবস্থায থাকে তবে আমি তাব মধ্যে একশোটা পিস্তল কিনে নিতে চাই এবং প্রত্যেকটাব জন্য একশো ডলাব হিসেবে দাম দিতেও প্রস্তুত। ভদ্রলোকেব সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা বলাব পব তুমি আমায একটা তাব কবে দেবে। তাবপব আমি নিজে তাব সঙ্গে যোগাযোগ কববো।

সাড়ে নটাব মধ্যেই শ্যানন প্রত্যেককে তাদেব পৃথক পৃথক দাযিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওযাকিবহাল কবে দিলো। সকলেই মন দিযে শ্যাননেব কথা শুনছিলো, তাই নিজেব কর্তব্যটুকু বুঝে নিতে তাদেব কোন অসুবিধে হলো না।

'এবারে চলো, কোন বনেদী রেস্তোরাঁয় ঢুকে সন্ধ্যের খানাপিনাটা সেরে নেওয়া যাক।' সবশেষে পুরনো বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে প্রস্তাব দিলো শ্যানন। সানন্দেই সে প্রস্তাবে সমর্থন জানালো সকলে। কেননা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে প্রত্যেকের খিদেই এখন বেশ চনচনে।

শ্যানন ওদের সঙ্গে নিয়ে পাপ্রিকায় হাজির হলো। শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে ছিমছাম সাজানো-গোছানো রেস্তোরাঁ এই পাপ্রিকা। এখানকার পরিবেশ মার্জিত, রুচিসম্মত। হৈচৈ চেঁচামেচি স্বভাবতই বেশ কম। কিন্তু আজ শ্যানন ও তার সঙ্গীদের আচার-আচরণে সংযমের কোন লাগাম ছিলো না। তাদের টেবিল থেকেই মাঝেমধ্যে দিলখোলা দরাজ হাসির অট্টরোল আর সকলকে চমকে দিচ্ছিলো। কিন্তু ওদের এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের পেছনে কোন্ গূঢ় কারণ নিহিত আছে, তার কোন হদিসই কেউ উদ্ধার করতে পারলো না। আর তো সম্ভবও ছিলো না কারুর পক্ষে।

চ্যানেলের অন্য তীরে আর একজনও তখন একাগ্রচিত্তে শ্যাননের কথাই চিন্তা করছিলো, যদিও এই চিন্তাটা তার কাছে মোটেই সুখকর ঠেকছিলো না। আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শ্যাননের মুখচ্ছবিটাও সে একবার মানসচক্ষে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করলো। আর ছবিটা যতই ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তার মেজাজটাও তত চড়তে লাগলো ক্রমে ক্রমে। কানাঘুষোয় যতদূর শোনা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সমস্তই শ্যাননের কারসাজি। হলুদমুখো ওই শয়তান আইরিশটাই আজ তার মুখে গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে, এবং খোদ প্যারিসে বসেই। যে কোন উপায়েই হোক এর একটা প্রতিবিধান তাকে করতেই হবে। যে সাংবাদিক ভদ্রলোক সিমনকে চার্লস রাউক্স ও ক্যাট শ্যাননের সন্ধান দিয়েছিলো সে ঘুণাক্ষরেও জানতো না শ্যাননের প্রতি রাউক্সের ঘৃণা কি ভীষণ তীব্র!

সিমন বিদায় নেবার পর আরও পনেরো দিন চুপচাপ ঘরে বসে অপেক্ষা করলো রাউক্স, কিন্তু ওয়াল্টার হ্যাবিস নামধারী সেই অপরিচিত আগন্তুকের তরফ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। স্বভাবতই রাউক্স কিঞ্চিৎ বিচলিত হলো। কারণ সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো পুনরায় রাউক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে কি এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে? মনে মনে ভাবতে বসলো রাউক্স। আর তা যদি না হয় তবে নিশ্চয় রাউক্সের বদলে ওরা অপর কাউকে মনোনীত করেছে। সেই বিশেষ ব্যক্তিটি কে হতে পারে সে বিষয়েও একটু খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন।

এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই রাউক্স জানতে পারলো, ক্যাট শ্যানন এখন নিজের নামে প্যারিসেরই এক হোটেলে বহাল তবিয়তে বাস করছে। হোটেলটার নাম মনমার্তে। বিশেষভাবে এই খবরটাই রাউক্সকে রীতিমতো উত্তেজিত করে তুললো। লা বুর্গেব বিমানবন্দরেই শ্যাননের সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা। তারপর থেকে আর কোন যোগাযোগ নেই। রাউক্স ভেবেছিলো শ্যানন হয়তো প্যারিস ছেড়ে চলে গেছে।

সপ্তাহখানেক আগে নিজের বিশ্বস্ত এক অনুচরকে শ্যানন সম্পর্কে খবর আনতে পাঠিয়েছিলো রাউক্স। অনুচরটির নাম হেনরি অ্যালেন। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই অ্যালেন খবর নিয়ে এলো, মনমার্তের হোটেল থেকে শ্যানন অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তার পুনরাবির্ভাব ঘটেনি। অপরিচিত সেই আগন্তুক যেদিন রাউক্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেলো তার পরের দিন সকাল থেকেই শ্যাননের আর কোন পাত্তা নেই। তাছাড়া ওই একই দিনে মনমার্তের হোটেলে অচেনা এক ভদ্রলোক শ্যাননের সঙ্গেও

দেখা করতে এসেছিলো। হোটেল ক্লার্কের হাতে সামান্য কিছু গুঁজে দিয়ে খবরটা সে গোপনে বার করে এনেছে। আগন্তুকের চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া গেলো তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই , এই সেই ওয়াল্টার হ্যারিস। অবশ্য এটা তার আসল নাম না হওয়াই সম্ভব।

তাহলে সেদিন এই হ্যারিস তার স্বল্পকালীন প্যারিস বাসের মধ্যে মোট দু জন পেশাদার সৈনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো, যদিও তার প্রয়োজন মাত্র একজনের। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে শ্যাননের অন্তর্ধান, রাউক্স কিন্তু এখনও সেই আগের মতোই বেকার। ব্যাপারটা যদি শ্যাননের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে ঘটতো তাহলেও হয়তো ওর এতখানি মনঃক্ষোভের কারণ থাকতো না। কিন্তু শ্যাননের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্যানন ওর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ঘৃণ্যতম শত্রু। শ্যাননের এই সৌভাগ্য ও কিছুতেই ঠাণ্ডা মাথায় বরদাস্ত করতে পারবে না। রাউক্সের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবার প্রতিফল তাকে পেতেই হবে।

শ্যাননের বর্তমান ঠিকানা রাউক্সের অজ্ঞাত। তবে শ্যানন যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পায় তবে সে তার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের নিয়েই দল গঠন করবে। আর সেই দলে ল্যাঙ্গোটির স্থান যে বাঁধা, রাউক্স তা জানে। অতএব সাগরেদের ওপর নজর রাখলেই আসল গুরুর হদিস পেতে বিশেষ সময় লাগবে না। সেই উদ্দেশ্যেই অ্যালেনকে খরচ দিয়ে মার্সেই এ পাঠিয়েছিলো রাউক্স। আজ দুপুরেই অ্যালেন ফিরে এসেছে। মার্সেই এ ল্যাঙ্গোটির কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। সে নাকি দিন কয়েক আগেই লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে গেছে।

আপাতত এইটুকু সংবাদই রাউক্সের পক্ষে যথেষ্ট। অ্যালেনকেও জানিয়ে দিলো সে কথা। 'তাহলে হেনরি. এই মুহূর্তে তোমার আর নতুন কোন কর্তব্য নেই। তেমন বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমিই আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবো। তুমি শুধু মনমার্তে হোটেলের ওপর একটু নজর রেখে চলো। যদি শ্যাননের সন্ধান পাও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করতে ভুলো না।'

অ্যালেন মাথা নেড়ে বিদায় নিলো। নিজের ঘরে রাউক্স এখন একা। মনের মধ্যে একরাশ জটিল চিন্তা তাকে ক্রমাগত অস্থির করে তুলছে। কর্সিকানের বাচ্চাটা যখন মার্সেই ছেড়ে লণ্ডনের পথে পাড়ি দিয়েছে, তখন ও নিশ্চয় শ্যাননের সঙ্গেই দেখা করতে আসছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে শ্যানন ইতিমধ্যেই তার নির্বাচন শুরু করে দিয়েছে। এর থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায়, শ্যাননের হাতে কোন কাজের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং অজ্ঞাতপরিচয় ওই হ্যারিসই ওর নিয়োগকর্তা।

ঘটনা যেভাবে গড়িয়েছে তাতে এখন শ্যাননকে সম্পূর্ণ গুম করে না দেওয়া ছাড়া রাউক্সের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। দৃশ্যপট থেকে শ্যানন অন্তর্হিত হলে কার্যোদ্ধারের জন্যে হ্যারিসকে ঘুরে ফিরে আবার তার দুয়ারে এসেই ধর্ণা দিতে হবে। এখন ও একবার দেখে নেবে লোকটাকে।

লণ্ডনের বিলাসবহুল পার্টিপ্রকায় তখন জোর কদমে খানাপিনা শুরু হয়ে গেছে। খানার চেয়ে পানীয়ের পরিমাণটাই যেন কিছু বেশি। দেখতে দেখতে ভর্তি গ্লাস নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলো। বেয়ারাদেরও আনাগোনার বিরাম ছিলো না। শূন্য গ্লাস ভরে উঠছিলো সঙ্গে সঙ্গে। সকলের চোখেই এখন রঙিন পানীয়ের মদির আবেশ। আফ্রিকায় ফেলে আসা বিগত দিনের রক্তঝরা

স্মৃতিগুলোই এখন যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে মানসপটে। দূর থেকে তাকিয়ে দেখলে কতই না মোহময় বলে মনে হয় ওই হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোকে। ক্ষুদে দৈত্য মার্ক একবার হাতের গ্লাস উঁচুতে তুলে ধরে স্খলিত কণ্ঠে দু লাইন গান গেয়ে উঠলো। এ গানের সুর তাদের সকলেরই খুব পরিচিত। কঙ্গোয় থাকাকালীন স্থানীয় সেনাবাহিনীর মুখে প্রায়ই শোনা যেতো গানটা।

শ্যানন চেয়ারে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। সকলে নেশায় চুর হয়ে গেলেও ওর মগজ কিন্তু বিলকুল পরিষ্কার। সুরভিত মদিরার পাত্র ওর চিন্তাশক্তিকে বিন্দুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এই শিকারী কুকুরের দলটাকে কিম্বার প্রাসাদে ছেড়ে দিলে ওরা যে কি সাংঘাতিক কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তুলবে, ভবিষ্যতের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটাই ও কল্পনা করতে চাইছিলো মনে মনে। অবশেষে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে পানীয়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বাকি তলানিটুকু নিঃশেষ করে দিলো এক চুমুকে।

চার্লস রাউক্সে বয়স আটচল্লিশ পেরিয়ে গেছে, যদিও দেহের কাঠামো এখনও বেশ মজবুত ও শক্তসমর্থ। তবে মানসিক দিক থেকে লোকটা সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। ওকে অবশ্য মানসিক সুস্থতার পরীক্ষা দেবার জন্য কখনও কোন চিকিৎসকের সামনে এসে দাঁড়াতে হয়নি, সেদিক থেকে ভাগ্য ওর ভালোই। সেই কারণে বিষয়টা সাধারণের অগোচরেই রয়ে গেছে বরাবর। তাছাড়া রাউক্স নিজে কিছুটা ধূর্ত ছিলো তো বটেই। প্রতি পদে পদেই নিজের প্রগাঢ় অজ্ঞতাটা সুকৌশলে অপরের চোখের আড়াল করে রাখবার বিশেষ একটা ক্ষমতা ছিলো ওর। এবং এমনভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো, যাতে মনে হয় ও একজন মস্ত বড় কেউকেটা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অনেকে অন্ধভাবে বিশ্বাসও করতো ওকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে রাউক্সকেই সকলের কৃপার পাত্র হিসেবে গণ্য করা উচিত। যারা ওর প্রকৃত স্বরূপ চিনে ফেলেছিলো, অথবা যারা ওকে কোনমতেই পাত্তা দিতে চাইতো না তাদের প্রত্যেককেই ও ঘৃণা করতো ভীষণভাবে। অথচ এই ঘৃণার পেছনে অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও হয়তো ছিলো না, শুধুমাত্র রাউক্সের বীতরাগই এর উৎস। বিশেষ করে শ্যাননের প্রতি ওর বিদ্বেষ সবচেয়ে তীব্রতম; কারণ কয়েক বছর আগে কোন এক পেশাদার সেনাবাহিনীর নেতৃত্বপদ থেকে ওকে অপসৃত করে তার বদলে অধস্তন শ্যাননকেই সেই পদে নিয়োগ করা হয়েছিলো। এতবড় অপমান রাউক্স জীবনেও কোনদিন ভুলতে পারবে না। যদিও এর পেছনে শ্যাননের যে কোন দায়িত্বই নেই, সেটা কোনদিন ভেবে দেখবার অবসর পায়নি।

পৈতৃক সম্পত্তির জোরে রাউক্সের অর্থের বিশেষ অভাব ছিলো না। তার সাহায্যে নিজের চারপাশে বিশেষ একটা পরিমণ্ডলও ও গড়ে নিতে পেরেছিলো। তবে ওর আশেপাশে যারা ভিড় জমাতো তারা প্রত্যেকেই শহরের গুণ্ডা, বখাটে শ্রেণীর। প্রত্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। এদের সঙ্গেই রাউক্সের কাজ কারবার। নগদ অর্থের বিনিময়েই ওরা প্রয়োজনমতো রাউক্সের নির্দেশ পালন করতো।

অ্যালেন বিদায় নেবার পর রাউক্স যাকে ফোনে ডেকে পাঠালো তার নাম রেমণ্ড থ্যাকার। অ্যালেনের চেয়ে রেমণ্ড কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। রেমণ্ড একজন পেশাদার খুনে। তাছাড়া ও কিছুদিন কঙ্গোতেও কাটিয়ে এসেছে। তখনই রাউক্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। শ্যাননের নামটাও রেমণ্ডের অপরিচিত নয়। কঙ্গোতেই শ্যাননের কীর্তিকাহিনী ওর কানে এসে পৌঁছেছিলো।

'তোমার জন্য একটা দামী কাজ আছে রেমণ্ড।' রেমণ্ডকে ঢুকতে দেখে রাউক্স মুখ খুললো। 'পাঁচ হাজার ডলারের চুক্তি।'

'জো হুকুম, বস্।' বাধিত ভঙ্গিতে রেমণ্ড ঘাড় দোলালো। 'কোন্ শুয়োরের বাচ্চার ফুসফুস ফুটো করে দিয়ে আসতে হবে, শুধু একবার মুখ ফুটে আদেশ দাও।'

'ক্যাট শ্যানন!'

হঠাৎই যেন খানিকটা চুপসে গেলো রেমণ্ড। ওর লম্বা চওড়া বোলচাল সব ঠাণ্ডা। কি যেন একটা বলতেও গেলো ঠোঁট নেড়ে। তার আগেই রাউক্স ওকে থামিয়ে দিলো।

'শ্যানন যে যথার্থই ধুরন্ধর, তা আমি জানি। তবে তুমি ওর চেয়ে আরও অনেক চতুর। তাছাড়া তোমাকে যে ওর পেছনে লাগানো হয়েছে, সে বিষয়ে ও সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বর্তমানে শ্যানন অবশ্য এ শহরে নেই। ফিরে এলেই তোমাকে ওর ঠিকানা দিয়ে দেবো। তুমি সময় সুযোগমতো কাজটা হাসিল করে আসবে।...হ্যাঁ, ভালো কথা, ওর সঙ্গে তোমার তো কোন চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তাই না?'

'না,' রেমণ্ড মাথা নাড়লো। 'শ্যাননের সঙ্গে পরিচিত হবার কোন সুযোগ ঘটেনি।'

'তাহলে তো সব সমস্যাই চুকে গেলো!' রাউক্স এগিয়ে এসে মুরুব্বি চালে রেমণ্ডের পিঠ চাপড়ে দিলো। 'তোমার আর দুশ্চিন্তার লেশমাত্র কারণ নেই। শুধু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো। ঠিক সময় আমি তোমায় খবর পাঠাবো।'

দশ

বেলা নটার কিছু পরেই মার্টিন থর্প গতদিনের তৈরি করা রিপোর্টটা হাতে নিয়ে চীফের চেম্বারে হাজির হলো। স্বাভাবিক অভ্যাসবশেই ফাইলটা আগাগোড়া খুটিয়ে দেখলেন ম্যানসন। অবশেষে সপ্রশংস দৃষ্টিতে মার্টিনের দিকে তাকালেন। ছোকরার বিচার-বিবেচনার ওপর যথার্থই আস্থা রাখা যায়। তালিকায় যে নামটি প্রথম স্থান পেয়েছে তার নাম বোরম্যাক। মার্টিনের নির্বাচন সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ একমত, এক জায়গায় শুধু একটু খটকা থেকে যায়। মার্টিনকেও খুলে বললেন কথাটা।

'বোরম্যাক সম্পর্কে তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছো, কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। এতদিন পর্যন্ত এই কোম্পানিটার দিকে বড় বড় শিল্পপতিদের নজর পড়েনি কেন? তারা তো অনায়াসে এটা কিনে নিয়ে ঢেলে সাজাতে পারতেন।'

বিগত চব্বিশ ঘণ্টা যাবৎ মার্টিনও এই প্রশ্নটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সমাধান খুঁজে পায়নি।

বোরম্যাক ট্রেডিং নামে এই লিমিটেড কোম্পানিটার জন্ম ১৯০৪ সনে। এর প্রথম প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইয়ান ম্যাক অ্যালেস্টার নামে এক হৃদয়হীন স্কট যুবক। চাইনিজ ক্রীতদাসদের সাহায্যে বোর্নিওর রবার চাষের বিরাট কারবার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন ভদ্রলোক। লণ্ডনের কয়েকজন ব্যবসায়ীও তাঁকে সাহায্য করেছিলো। প্রথমে মোট পাঁচ লক্ষ শেয়ার বাজারে ছাড়া হলো। এর আগের বছর সতেরো বছরের এক যুবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো ম্যাক অ্যালিস্টারের। সেই সূত্রে এই নতুন কোম্পানির দেড় লক্ষ শেয়ার, পরিচালক সমিতির আজীবনের সদস্যপদ এবং জীবনভোর ম্যানেজারের চাকরি--এই তিনটি উপঢৌকনও তাঁর ভাগ্যে এসে জুটলো।

এমনকি বোর্নিও ও ম্যাক অ্যালেস্টার, এই দুটি নামের প্রথম অংশ নিয়ে কোম্পানির নামকরণ করা হলো বোরম্যাক।

ম্যাক অ্যালেস্টারের পরিচালন-নৈপুণ্যে বছর দশ-পনেরো ধরে বোরম্যাক বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। ১৯১৮ সালে কোম্পানির চার শিলিং মূল্যের শেয়ার ক্রমে ক্রমে দু-পাউণ্ডের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। এই সময় মোট শেয়ারের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে দশ লক্ষ করা হয়। ম্যাক অ্যালিস্টারের নিজস্ব শেয়ারের সংখ্যাও তখন দেড় লক্ষ থেকে তিন লক্ষে গিয়ে পৌঁছয়। এরপর বোরম্যাকের তরফ থেকে আর কোন নতুন শেয়ার ইস্যু করা হয়নি।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর কোম্পানির ফলাও কারবারে ভাঁটার টান ধরে। ক্রমেই অবস্থা বেশ খারাপের দিকে এগিয়ে যায়। অবশ্য ১৯৩৭ সালের পর থেকে শেয়ারের দরটা আবার একটু চড়তে শুরু করেছিলো, কিন্তু ওই বছরের শেষের দিকে এক চাইনিজ ক্রীতদাস হঠাৎ রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে অত্যাচারী ম্যাক অ্যালিস্টারের মাথায় ভারি কুড়ুল দিয়ে আঘাত হানে। সে আঘাত সামলে নিলেও দেহের রক্ত দূষিত হয়ে যাবার ফলে ভদ্রলোক মারা যান। ম্যাক অ্যালিস্টারের মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবে সহকারী ম্যানেজারের ওপরই বোরম্যাকের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে কোম্পানি হয়তো আবার সুদিনের মুখ দেখতো, কিন্তু জাপানিদের বোর্নিও অভিযানই যাবতীয় আশা -ভরসা ধূলিসাৎ করে দেয়।

১৯৪৮ সালে ইন্দোনেশিয়ান সরকার দেশের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বৈদেশিক সম্পত্তি জাতীয়করণ করে নেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বোরম্যাকের মৃত্যুঘন্টাও বেজে উঠেছিলো। এমনকি এর জন্যে সরকার কোন ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হলো না।

বিগত কুড়ি বছর যাবৎ বোরম্যাক কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে নিজের অস্তিত্বটুকুই শুধু বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণর সরকারের বিরুদ্ধে নিষ্ফল মামলায় কোম্পানির সঞ্চিত তহবিলও প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। শেয়ারের বাজার-দরও পড়তে শুরু করেছে সেই সঙ্গে। বর্তমানে এর দর এক শিলিং।

বোরম্যাকের পরিচালক সমিতির সদস্য মাত্র পাঁচজন। এর মধ্যে যে কোন দুজনের উপস্থিতি মিটিংয়ের কোরামের পক্ষে যথেষ্ট। বর্তমানে যে পাঁচজন ডিরেক্টর এই কোম্পানির পরিচালক তাঁদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আছে মোট শেয়ারের আঠারো শতাংশ। আর শতকরা বাহান্ন ভাগ ছড়িয়ে আছে প্রায় সাড়ে ছ হাজার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই বয়স্কা বিধবা মহিলা। অতীতে তাঁদের স্বামীরা এই শেয়ার কিনে রেখে দিয়েছিলেন। আর অবশিষ্ট তিরিশ ভাগ শেয়ারের মালিক ম্যাক অ্যালিস্টারের বিধবা পত্নী, বর্তমানে যাঁর বয়স প্রায় সাতাশি।

'এই তিরিশ ভাগ শেয়ারের দিকেই আপাতত আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে।' ফাইল বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালেন স্যার জেমস। 'ইতিমধ্যে আরও অনেকে হয়তো ভদ্রমহিলার কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু কেন তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই গোপন রহস্যটাই সর্বপ্রথম উদ্ধার করা দরকার। এত বয়সে লাভের মোহে কেউ এই শেয়ার আঁকড়ে বসে থাকবে না। নিশ্চয় এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। তোমাকে সেই নিগূঢ় কারণটাই খুঁজে বার করতে হবে। সাধারণত এই জাতীয় বৃদ্ধাদের নানাবিধ সেন্টিমেন্ট থাকে, খুঁজে দেখো, এখানেও তেমন কিছু কাজ করছে কিনা।'

বাধিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মার্টিন। স্যার জেমস আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি তখন নিজের চিন্তায় বিভোব।

দুপ্রীর প্লেন যখন লন্ডনের মাটি স্পর্শ করলো অদূরে বিমান বন্দরের বড় ঘড়িতে তখন সময় সওয়া পাঁচটা। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে, একাধিক ফ্লাইট বদল করে তবেই উড়ে এসেছে ও। সঙ্গে অবশ্য মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। শ্যানন ফোনে ওকে সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই আহ্বান জানালো।

সন্ধ্যে ছটায় শ্যাননের ডেরাতেই আবার দ্বিতীয় দফার অধিবেশন বসলো ওদের। দুপ্রীর আগমন উপলক্ষ্যেই শ্যানন নতুন করে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলো সকলকে। ধীরেসুস্থে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললো শ্যানন, দুপ্রীও নীরবে সব শুনে গেলো। অবশেষে ওর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটে উঠলো। কণ্ঠস্বরেও আবেগের উচ্ছ্বাস।

'তাহলে আবার আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবো, ক্যাট। আমাকেও তোমাদেব মধ্যে ধরে নিও।'

'তুমি যে একথা বলবে, আমি জানতাম!' শ্যাননের দু চোখে আত্মবিশ্বাসের আলো। 'এখন তোমার আপাত কবণীয় কর্তব্যগুলো মন দিয়ে শোনো । দিন কয়েকেব জন্যে তোমাকে বর্তমানে লণ্ডনেই আশ্রয় নিতে হবে। সেই কারণে কোন হোটেলে এখানে একটা ঘরেব সন্ধান কবো । সে ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য কববো।

'এই অভিযান পরিচালনাব ব্যাপারে যা কিছু পোশাক-আশাকেব দরকার পড়বে, তোমাকেই কিনতে হবে সেগুলো। আমাদের প্রয়োজন পঞ্চাশ সেট টী শার্ট, পঞ্চাশ সেট আণ্ডারপ্যান্ট, পঞ্চাশ জোড়া হালকা নাইলনের মোজা। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বাড়তি সেটের প্রয়োজন। অতএব তোমাকে যোগাড় করতে হবে মোট একশো সেট। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ তালিকাটি শীগগিরই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো। এর সঙ্গে পঞ্চাশ সেট বিশেষ ডিজাইনেব ট্রাউজাব, তার রঙ এমন হবে যাতে জঙ্গলের মধ্যে সহজে চেনা না যায়। সঙ্গে ম্যাচ করা জ্যাকেট। এই একই জংলা বঙের পঞ্চাশটা বিশেষভাবে তৈবি জামা, সেগুলোর সামনের দিকে বোতামেব বদলে চেন লাগানো থাকা চাই।

' তালিকার প্রতিটি জিনিসই তুমি অনায়াসে খোলা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারবে, দল বেঁধে শিকারে যাবার সময়েও লোকে এই জাতীয় পোশাকের খোঁজ করে। পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদেব দোকানেও অনেক সময় সেনাবিভাগের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সেখানেও একবাব খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। তবে এগুলো যথাসাধ্য ভিন্ন ভিন্ন দোকান থেকে কেনার চেষ্টা করবে। পঞ্চাশটা সবুজ রঙের টুপি চাই। তাদেব গড়ন হবে চ্যাপ্টা। পঞ্চাশটা বুট। তবে সেগুলো যেন ব্রিটিশ আর্মি-বুটের মতো ভাবি না হয়। ট্রাউজাবগুলো হবে বড সাইজের, পরে দরকাবমতো কেটে ছোট করে নেওয়া যাবে। জ্যাকেটগুলো অর্ধেক বড় আব অর্ধেক মাঝারি মাপের। এই সঙ্গে কোমরে বাধবার জন্যে পঞ্চাশটা মজবুত বেল্ট, আর সবশেষে নাইলনেব তৈরি পঞ্চাশটা স্লিপিং ব্যাগ।'

দুপ্রী ধীরে ধীরে ঘাড় দোলালো। 'এগুলোর মোট কত দাম পড়বে?'

'তা প্রায় হাজার পাউণ্ড তো বটেই। তবে যা কিছু কেনাকাটা হবে সমস্তই নগদ মূল্যে। কারুর কাছে তোমার নাম ঠিকানা প্রকাশের দরকার নেই। যাবতীয় কেনাকাটা শেষ হলে কোন ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানিব গুদামে মালগুলো একসঙ্গে জড়ো কববে। তোমাকেই দাযিত্ব নিয়ে সেগুলো মার্সেই এ ল্যাঙ্গোটিব হেফাজতে পাঠাবাব বন্দোবস্ত কবতে হবে। অবশ্য এই মুহূর্তে নির্দিষ্ট ঠিকানাটা তোমাকে জানানো যাচ্ছে না, তবে যথাসময়েই খবব পৌঁছবে।'

প্রযোজনীয কথাবার্তা শেষ হবাব পব প্রত্যেকেব হাতেই নগদ পঞ্চাশ পাউণ্ড হিসেবে গুঁজে দিলো শ্যানন। এটা তাদেব দুদিন ব্যাপী লন্ডনে থাকাব হোটেল খবচ। অবশেষে আগামীকাল বেলা এগাবোটায ওব নিজেব ব্যাঙ্কেব সামনে হাজিব হবাব নির্দেশ দিলো সকলকে।

বন্ধুবা বিদায নেবাব পব আফ্রিকাব কোন ব্যক্তিব উদ্দেশ্যে শ্যানন দীর্ঘ এক চিঠি লিখলো। তাবপব চিঠিটা ডাকে ফেলে সাধাবণ একটা বেস্তোবায ঢুকে ডিনাব সাবলো একা একা।

লাঞ্চ টাইমেব কিছু আগেই জুইংলি ব্যাঙ্কেব কর্মকর্তা মিঃ স্টেনহপাবেব সঙ্গে দেখা কববাব সুযোগ পেলো মার্টিন। স্যাব জেমস আগেই ফোনে সব ব্যবস্থা কবে বেখেছিলেন, তাব ফলে মার্টিনেব আদব যত্নেব কোন ত্রুটি ঘটলো না। যথোচিত খাতিব কবেই স্টেনহপাব নিজেব চেম্বাবে আহ্বান জানালেন তাকে।

নতুন অ্যাকাউন্ট খোলবাব জন্যে ছজনেব সই কবা বিধিসম্মত ছটা আবেদনপত্র ফোলিও থেকে বাব কবে মার্টিন টেবিলেব ওপব নামিয়ে বাখলো। আবেদনকাবীদেব নাম যথাক্রমে অ্যাডাম, বল কার্টাব ডেভিস, এডওযাড ও ফ্রস্ট। প্রত্যেক আবেদনপত্রে সঙ্গেই পৃথকভাবে একটা কবে চিঠি যুক্ত ছিলো। সেই চিঠিতে তাদেব এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পবিচালনা কববাব জন্য মার্টিন থর্পকেই পাওযাব-অব অ্যাটর্নি হিসেবে নিযুক্ত কবা হযেছে। আব একটা চিঠি ছিলো স্বযং স্যাব জেমসেব। স্যাব জেমস মি স্টেনহপাবকে অনুবোধ জানিয়েছেন, তাব নিজস্ব অ্যাকাউন্ট থেকে এদেব প্রত্যেকেব নামে যেন পঞ্চাশ হাজাব পাউণ্ড পবিমাণ অর্থ ট্রান্সফাবেব বন্দোবস্ত কবা হয।

মিঃ স্টেনহপাব অবশ্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায নতুন নন, তাঁব অভিজ্ঞতা বহু দিনেব। অদৃশ্য-বিহাবী এই ছজন আবেদনকাবীব নামেব আদ্যক্ষব যে ইংবেজি বর্ণমালাব প্রথম ছটি অক্ষব দিয়ে তৈবি, সেদিকে তাঁব দৃষ্টি এড়ালো না। কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ চিন্তাভাবনা কবা তাব স্বভাব নয। ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ কাকতলীয হতে পাবে আব তা যদি না হয তাতেই বা তাব কি আসে যায। বড বড শিল্পপতিবা অনেক সময বিভিন্ন কাবণে স্বনামে বেনামে অজস্র অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন। এটা তাঁদেব ব্যবসা নীতিবই একটা অঙ্গ।

তাছাড়া স্যাব জেমস যে নতুন কোন কোম্পানিব মালিক হবাব ধান্দা কবছেন, এ সত্যটাও স্টেনহপাবেব কাছে জলেব মতো স্পষ্ট হযে গেছে। একই নামে বেশি পবিমাণ শেযাব কিনলে, ক্রেতাব নাম ঠিকানা ডিবেক্টববর্গেব গোচবে আনতে হবে, সম্ভবত তাই এই গোপন আযোজন। এবং এব মধ্যে থেকে স্টেনহপাব নিজেও কিছু ফাযদা উঠিয়ে নিতে পাববেন। কেননা, স্যাব জেমস যে কোম্পানিব দিকে হাত বাড়াচ্ছেন অল্প কযেকদিনেব মধ্যেই তাব বাজাব দব ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু কববে। মওকা বুঝে দু চাবশো শেযাব কিনে বাখলে পবে আব আফসোসেব কাবণ ঘটবে না।

'বর্তমানে যে কোম্পানিটাব দিকে আমাদেব লক্ষ্য, তাব নাম বোবম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি। মার্টিনেব কণ্ঠস্বব শান্ত, সংযত। বোবম্যাকেব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এবং লেডি ম্যাক অ্যালিস্টাবেব তিবিশ ভাগ শেযাবেব বৃত্তান্ত অল্প কথায গুছিয়ে বললো মার্টিন।

'ইতিপূর্বে আরও দু-একজন যে ভদ্রমহিলার কাছে শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলো, একথা বিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। তা সত্ত্বেও আমরা আর একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই। এমন কি এখানে যদি আমরা ব্যর্থ হই, তাহলেও থেমে থাকবো না। তখন অন্য কোন কোম্পানির খোঁজ করবো।'

স্টেনহপার গম্ভীর মুখে নিজের চেয়ারে বসেছিলেন। চোখের দৃষ্টি নির্লিপ্ত, অভিব্যক্তিহীন। দু আঙুলের ফাঁকে ধরা জ্বলন্ত সিগারেটটা নিঃশব্দ অবহেলায় পুড়ে যাচ্ছে।

'আপনার নিশ্চয় জানা আছে, মিঃ স্টেনহপার,' মার্টিন আবার নিজের কথার খেই ধরলো, 'স্বীয় আত্মপরিচয় অজ্ঞাত রেখে কেউ এই তিন লক্ষ শেয়ারের মালিক হতে পারে না। কোম্পানির সংবিধানেই এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই কারণে মোট চারজন ক্রেতা, মিঃ অ্যাদাম, মিঃ বল, মিঃ কার্টার এবং মিঃ ডেভিস এই তিন লক্ষ শেয়ার নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। সেই ব্যাপারেই সাহায্য করতে হবে আপনাকে।'

স্টেনহপার মৃদুমন্দ মাথা নাড়লেন। এমন পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি খুবই সুপরিচিত।

'অবশ্যই, মিঃ থর্প। আমার তরফ থেকে সহযোগিতার লেশমাত্র অভাব ঘটবে না। স্যার জেমসকেও অনাবশ্যক চিন্তা করতে নিষেধ করবেন। চার জন ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নামেই এই শেয়ার বণ্টনের বন্দোবস্ত করা হবে। কোম্পানির আইনে সে সম্পর্কে কোনরকম বাধা-নিষেধ নেই। সেক্ষেত্রে আত্মপরিচয়েরও কোন ঝামেলা থাকে না।'

স্যার জেমস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বাস্তবেও তার মধ্যে কোন গরমিল ঘটলো না। বিকেলের আগেই মার্টিন নিজের কাজ সুসম্পন্ন করে লণ্ডনের প্লেন ধরলো।

ব্যাঙ্কের কাজ সারতে পৌনে বারোটা বেজে গেলো ঘড়িতে। শ্যানন বেরিয়ে এসে দেখলো নিজের উন্মুক্ত চত্বরে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে চারজন। চারজনের নাম লেখা ব্রাউন রঙের চারটে খামও ধরা ছিলো শ্যাননের হাতে।

'মার্ক, এটা তোমার প্যাকেট।' একটা খাম বেছে নিয়ে মার্কের দিকে বাড়িয়ে দিলো ও। 'এর মধ্যে পাঁচশো পাউণ্ড আছে। তুমি যখন তোমার বাসাতেই থাকবে তখন খরচও স্বাভাবিকভাবে কিছু কম হবে। তাই এর মধ্যেই তুমি একটা পুরনো ভ্যান কিনে নেবে, ছোট একটা গ্যারেজও ভাড়া করবে সেই সঙ্গে। আরও দু একটা টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনতে হবে। খামের মধ্যেই তার তালিকা পাবে। সেই বন্দুক বিক্রেতার খোঁজ-খবর নিতে বিলম্ব কোরো না। সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার পাঠাবে আমার কাছে। তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের বন্দোবস্ত করে রেখো। আমি দিন দশেকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে ফোনে আবার যোগাযোগ করবো।'

দৈত্যাকৃতি বেলজিয়ান সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সির দিকে এগুলো। এখান থেকে সোজা ভিক্টোরিয়া স্টেশন। এখান থেকে বোট-ট্রেনে অস্টেণ্ডের ফেরি ধরবে।

'কার্ট, এই প্যাকেটটা তোমার। এর মধ্যে হাজার পাউণ্ড আছে, কারণ তোমাকে বেশ কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হবে। জাহাজটার সন্ধান রেখো এবং চল্লিশদিনের মধ্যেই। ফোনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, ফ্ল্যাটের ঠিকানায় চিঠিও দিতে পারো, অবশ্য তার মধ্যে কিছুটা বিপদের ঝুঁকি আছে। দৈবক্রমে তোমার পাঠানো খাম অন্য কারুর হাতে পড়লে মুশকিল। সেই কারণে চিঠির বয়ান সম্পর্কে সর্বদা সাবধান থাকবে।'

শ্যানন এবার সেমলারকে ছেড়ে দিয়ে ল্যাঙ্গোর্টির দিকে ফিরে তাকালো। 'তোমাকেও পাঁচশো পাউণ্ড দিলাম। এটা তোমার আগামী চল্লিশ দিনের রাহাখরচ। সর্বদা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে। পুরনো ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে আপাতত বিশেষ কোন যোগাযোগ রাখবে না। অর্ডারমাফিক বোটের খোঁজ পেলেই আমাকে লিখে জানাবে। এই ফাঁকে তোমার একটা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টও খুলতে ভুলো না। ব্যাঙ্কের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বরটাও আমায় লিখে পাঠাবে। বোটের দরদস্তুর ঠিক হয়ে গেলে আমি প্রয়োজনমতো টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো।'

সেমলার ও ল্যাঙ্গোর্টি নিজেদের হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে ট্যাক্সি ধরে লণ্ডন এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো। সেখান থেকে একজন যাবে নেপল্‌স, দ্বিতীয়জন মার্সেই।

সকলে বিদায় নেবার পর দুপ্রীর হাত ধরে পিকাডেলের প্রশস্ত পথের ওপর দিয়ে হেঁটে চললো শ্যানন। আশপাশ দিয়ে চলমান জনতার স্রোত বয়ে চলেছে।

'তোমার প্যাকেটে দেড় হাজার পাউণ্ড আছে, জন। যার মধ্যে হাজার পাউণ্ড এই সমস্ত জিনিসপত্র কেনাকাটায় খরচ হবে। যদিও সবটা হয়তো লাগবে না। বাকি পাঁচশোয় এক দেড় মাস চালিয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। তবে কেনাকাটার জন্যে সময় পাবে সাকুল্যে তিরিশ দিন। আর পনেরো দিন সময় লাগবে মাল ডেলিভারি দিতে, এবং পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যেই যাবতীয় সাজসরঞ্জাম মার্সেই-এ পৌঁছে যাওয়া চাই।'

হাইড পার্কের সামনে থেকেই পরস্পর পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরলো। দুজনের গতি ভিন্নমুখী হলেও চিন্তাস্রোত একই খাতে বয়ে চলেছে।

সারা সন্ধ্যেটা নিজের ফ্ল্যাটে একা বসে এযাবৎ যাবতীয় খরচপত্রের ফিরিস্তি তৈরির কাজে ব্যস্ত রইলো শ্যানন। কাল সকালেই সিমনের কাছে হিসেব দাখিল করতে হবে। আগের নেওয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ডের প্রায় সমস্তটাই ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সিমনই আবার ব্যাঙ্ক মারফত নতুন করে টাকা যোগাবার বন্দোবস্ত করবে।

হাতের কাজ শেষ করে শ্যানন জুলিয়াকে ফোন করলো। জুলিয়া দিন কয়েক ওর বাবার নির্জন বাঙলোয় গিয়ে কাটিয়ে আসবে বলে মনস্থির করেছিলো, তার জন্যে উদ্যোগ আয়োজনও সব প্রস্তুত। পনেরো-বিশ মিনিটের হেরফের হলেই জুলিয়া হয়তো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতো। কিন্তু তার আগেই শ্যাননের ফোন এসে পৌঁছলো। আর শ্যাননের ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলো সমস্ত প্রোগ্রাম। শ্যানন জানালো, ও এখনই ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হচ্ছে, জুলিয়াকে তার ফ্ল্যাট থেকেই গাড়িতে তুলে নেবে।

'তুমি কি কোন রেস্তোরাঁয় সীট বুক করে রেখেছো?' শ্যাননের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই প্রশ্ন করলো জুলিয়া।

'হ্যাঁ, কেন?'

'সে মতলব ত্যাগ করো। আজ তোমায় আমি আমার পরিচিত জায়গায় নিয়ে যাবো। তুমি আমার গেস্ট। আমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার।'

শ্যানন অবাধ্য ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো। ওসব হবে-টবে না। আগেও বহুবার আমাকে এমন ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। একগাদা লোক হাঁ করে আমার মুখের দিকে

তাকিয়ে থাকবে, মানুষ খুনের ব্যাপারে বোকার মতো নানা ধরনের প্রশ্ন করবে—সে ভারি অসহ্য। এমনকি দৃশ্যটা কল্পনা করলেও আমি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

'প্লীজ...ক্যাট, আজ অন্তত তুমি আমার কথা রাখো।' চলন্ত গাড়ির মধ্যেই সোহাগভরে শ্যাননের বুকের ওপর ঢলে পড়লো জুলিয়া।

'উঁহু,' শ্যাননের কণ্ঠস্বর আগেই মতোই দৃঢ়, অবিচল।

'আচ্ছা... শোনো, কারুব কাছেই আমি তোমার পরিচয় প্রকাশ করবো না। বলবো, তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তোমার মুখ দেখে তো কেউ কোন হদিশ পেতে পারে না! তবে আর বাধা কিসেহ?'

এবার যেন বরফ একটু গললো বলে মনে হলো।

'যেতে পারি, তবে একটা শর্তে। তুমি বলবে, আমার নাম কীথ ব্রাউন। দেখো, নামটা আবার গুলিয়ে ফেলো না কিন্তু! এবং আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তুমি জানো না। আমি কোথায় থাকি, কোথা থেকে এসেছি—সবই তোমার অজ্ঞাত। কি হলো, কথাগুলো মাথায় ঢুকছে তো?'

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো জুলিয়া।

'বুঝেছি! বলবো, তুমি একজন রহস্যময় পুরুষ, এই তো। তাই হবে গো কীথ ব্রাউন, এখন চলো, আমিই তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।'

রঙ-বেরঙের আলোর মালায় সজ্জিত যে রেস্তোরাঁয় জুলিয়া শ্যাননকে নিয়ে এলো সেখানে যুবক-যুবতীদের ভিড়ই তুলনায় কিছু বেশি। চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সার সার লম্বা লম্বা টেবিল পাতা। মাঝখানে নাচের জন্যে অনেকখানি জায়গা ছাড়া আছে। প্রতিটি টেবিলেই একদঙ্গল ছেলেমেয়ে প্রাণ খুলে আমোদ-স্ফূর্তি করছে। জুলিয়াকে ঢুকতে দেখে অনেকেই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানালো, জুলিয়ার নতুন সঙ্গীর দিকেও চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো কেউ কেউ।

দেখে শুনে একটা টেবিল বেছে নিলো জুলিয়া। ওর কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবও ছিলো সেখানে। তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো শ্যাননের। সকলেই হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো নবাগত কীথ ব্রাউনের সঙ্গে, এবং বিশেষ করে তার সম্মানেই ঢালাও খানাপিনার অর্ডার দেওয়া হলো।

রাজকীয় ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে শ্যানন এবার পারিপার্শ্বিক পরিবেশটা বুঝে নিতে চাইলো ভালো করে। অতিথিদের মধ্যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ভিড়ই বেশি, তাদের অধিকাংশই ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত। দু-চারজন পোড়-খাওয়া ঘুঘু ব্যবসাদারও এদিক-ওদিক ছিটিয়ে-ছড়িয়ে বসে আছে। কয়েকজন উঠতি অভিনেতা অভিনেত্রী। শ্যাননের চোখ দু'টো মন্থরভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ আটকে গেলো। মনে হলো ভদ্রলোক যেন ওর পরিচিত। জুলিয়ার দৃষ্টিপথের বাইরে, বিপরীত প্রান্তের কোণের দিকের টেবিলে বীয়ারের গ্লাস সামনে নিয়ে একা একা বসেছিলেন ভদ্রলোক।

মিনিট কয়েক বাদে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শ্যানন সামনের ল্যাভোটরির দিকে পা বাড়ালো। ফেরার পথে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধের ওপর হাত রাখলো আলতোভাবে। দূর থেকে দেখলেও সিমনকে চিনতে ওর ভুল হয়নি। শ্যানন ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালো।

'কি ব্যাপার' আপনি যে গুরুদায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার কোন হুঁশই নেই দেখছি।' সিমন যেন ধমকে উঠলো চাপা কণ্ঠে। সারা মুখ গম্ভীর, থমথমে।

শ্যাননের বুকের মধ্যে তখন উদ্দাম হাসির হররা ছুটছে, কিন্তু এমনভাবে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো, যেন কত নির্দোষ, ভিজে বেড়াল।

রাগের ঝোঁকে আরও কি যেন বলতে গেলো সিমন, সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলো নিজেকে। অবরুদ্ধ ক্রোধে তার চোখ মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। স্যার জেমস তাঁর এই আদুরে মেয়েকে কি চোখে দেখেন, তা সে জানে। তাঁর ধারণা, জুলিয়া এখনও ফুলের মতো নিষ্পাপ কিশোরী হয়েই আছে। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন তাঁর মেয়ে একজন পেশাদার খুনের সঙ্গে বারে রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াচ্ছে , তাহলে অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে কথা চিন্তা করাও কষ্টকর। ইতিমধ্যে লোকটার সঙ্গে ও এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে কিনা, তারই বা ঠিক কি।

কিন্তু সিমন এখন নিজের চালে নিজেই মাত হয়ে বসে আছে, এ ব্যাপারে নাক গলাবার তার কোন উপায় নেই। ওর ধারণা, শ্যানন এখনও ওয়াল্টার হ্যারিসের আসল পরিচয় জানে না, এবং স্যার জেমসের অস্তিত্ব তো শ্যাননের পক্ষে আদৌ জানবার কথা নয়। সেই কারণে জুলিয়া সম্পর্কেও ওর কিছু বলতে যাওয়াই বোকামি। তাহলে শ্যাননের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। জুলিয়ার সূত্র ধরে ম্যানসনের নামটাও হয়তো প্রকাশ হয়ে পড়বে। সিমনের পক্ষে সেটা আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।

'আপনি এখানে কি করছেন?' অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে এতক্ষণে স্বাভাবিক হলো সিমন।

'কেন? এটাই তো ডিনারের সময়।' আগের মতোই বোকা বোকা মুখ করে শ্যানন জবাব দিলো। দু চোখের দৃষ্টি জুড়ে বিভ্রান্তির ছায়া। গলায় একটু ক্রোধের আভাসও ফুটে উঠলো। 'দেখুন মিঃ হ্যারিস, আমি কোথায় গিয়ে কার সঙ্গে লাঞ্চ বা ডিনার সারবো, সেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অবসর সময়ে আমি যেখানে খুশি যেতে পারি। সোমবার পর্যন্ত আমার হাতে আর অন্য কোন কাজ নেই। তারপর আমাকে লুক্সেমবার্গ রওনা হতে হবে।'

সিমন মনে মনে আরও বেশি ক্রুদ্ধ হলো, কিন্তু ওর হাত পা বাঁধা। 'আপনার সঙ্গে ওই মেয়েটি কে?'

অবহেলা ভরে কাঁধ ঝাঁকালো শ্যানন। 'ওর নাম জুলিয়া। দিন দুয়েক আগে এক কাফেতে মেয়েটার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।'

'দুদিনের আলাপেই একবারে ডিনার পর্যন্ত গড়িয়েছে।' সিমন যেন নিজের কান দুটোকে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

'হ্যাঁ মানে অনেকটা সেইরকমই বলতে পারেন।'

'হুঁ, কিন্তু একটা কথা স্মরণ রাখবেন মিঃ শ্যানন মেয়েদের সম্পর্কে সর্বদা একটু সাবধানে থাকবার চেষ্টা করবেন। আপনার পেশার পক্ষে সেটা অত্যন্ত জরুরী। এর সঙ্গে মক্কেলদের নিরাপত্তার প্রশ্নও গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

শ্যানন মৃদু হাসলো। 'আমার এবং আমার মক্কেলদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এতখানি চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই, মিঃ হ্যারিস। কখনই আমি কারুর কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় ফাঁস করি

না। তারা জানে, আমার নাম কীথ ব্রাউন। আমি আমেরিকার এক তেলের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে লণ্ডনে বেড়াতে এসেছি।'

সিমন আর কোন কথা বললো না, জুলিয়ার নজর এড়িয়ে ধীরে ধীরে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ালো। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কয়েক পলক চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো শ্যানন, তারপর ধীর মন্থর পায়ে নিজের টেবিলে ফিরে এলো।

রেস্তোরাঁর বাইরে ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত লনের মধ্যে দাড়িয়ে শ্যানন সম্পর্কে মনে মনে একটা সুকঠিন শপথ-বাণী উচ্চারণ করলো সিমন। নিষ্ফল আক্রোশে নরম মাটির বুকে জুতোশুদ্ধ পা ঘষলো একবার। এইমাত্র শ্যানন ওকে যে কাহিনী শোনালো, সেটাই যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়—ঈশ্বরের কাছে বর্তমানে তাই ওর ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ডিনারের পর নাচের আসরেও কিছুক্ষণ সময় কাটালো দুজনে। রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরুতে বেরুতে রাত প্রায় পৌনে তিনটে। ট্যাক্সি ধরে জুলিয়ার ফ্ল্যাটে ফেরার পথেই বিরোধের প্রথম সূত্রপাত। শ্যাননের বক্তব্য, জুলিয়া যে একজন পেশাদার সৈনিক্যের সঙ্গে পথেঘাটে ঘোরাফেরা করছে, এ খবর যেন তাঁর বাবার কানে না যায়।

'এ পর্যন্ত তোমার বাবার সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে মনে হয় তিনি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। এ খবর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছলে তিনি যে খুব বিচলিত বোধ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঝামেলা এড়াবার জন্যে তিনি হয়তো তোমাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারেন। এমনকি নাবালিকা হরণের অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করাও বিচিত্র নয়।'

জুলিয়া কিন্তু শ্যাননের এই সমস্যাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনলো না। ওর হাবভাবে নির্বিকার নিরাসক্তি। এ প্রসঙ্গে একবার ঠাট্টা করতেও ছাড়লো না শ্যাননকে 'ভালোই তো, তখন আমাকে আদালতে সাক্ষী দিতে ডাকা হবে। কাগজে কাগজে ছবি বেরুবে আমার। কত রসালো কাহিনী ছড়াবে আমাকে নিয়ে। কি দারুণ একটা প্রচার হবে, ভাবো দেখি! আর সেই চরম চাঞ্চল্যকর মুহূর্তে তুমি একদিন ঝড়ের মতো ছুটে এসে তোমার মানসীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সকলের সামনে থেকে।'

জুলিয়া বিষয়টার উপর যথার্থই কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে, শ্যানন সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারলো না। বিশেষ করে আজ সন্ধ্যেবেলা সিমনের সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হয়ে যাবার পর, ওর পক্ষে আরও বেশি সাবধান থাকা দরকার। সেই কারণে জুলিয়ার ফ্ল্যাটে পৌঁছেও আলোচনার খেই হারালো না।

জুলিয়া আগের মতোই জেদী, অবাধ্য। 'আমি কি করবো বা না-করবো সে সম্পর্কে নির্দেশ দেবার অধিকার আর কারুর নেই। নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক চলাফেরা করাই আমার স্বভাব!'

প্রচণ্ড ক্রোধে শ্যানন যেন দিশা হারিয়ে ফেললো। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে জুলিয়ার হাত দুটো মুচড়ে ধরলো সজোরে। দু চোখে আগুনের ঝলকি ঠিকরে বেরুচ্ছে গলার মধ্যে একটা চাপা দানবীয় গর্জন। 'না, আমার নির্দেশই তোমাকে মানতে হবে।'

ভয়ে বিস্ময়ে জুলিয়াও বোবা হয়ে গেছে একবারে। তীব্র যন্ত্রণায় নীল হয়ে উঠেছে মুখটা, দু চোখের কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। শ্যানন যখন ওর হাত ছাড়লো, জুলিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সামনের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালো। ভেতরে ঢুকে সশব্দে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা।

ড্রয়িং রুমের আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে একা একা খানিকক্ষণ বসে রইলো শ্যানন। বুকের মধ্যে ধূসর বৈরাগ্যের ছায়া। ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে আর কোনমতেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। সে তার আপন খেয়ালে গড়িয়ে চলবে। এখন ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই ওর।

মিনিট কুড়ি বাদে মানসিক ভাবনা-চিন্তা দূরে ঠেলে শ্যানন উঠে দাঁড়ালো। কিচেনে ঢুকে হিটার জ্বেলে কফি তৈরি করলো এক কাপ। ফিরে এসে ড্রয়িংরুমের খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে শেষ করলো কাপটা। সামনের প্রশস্ত লন পেরিয়ে দূরের বাড়িগুলো অস্পষ্টভাবে নজরে আসে। কোথাও এক ফোঁটা আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। সেন্ট জন উড অঞ্চলের বনেদি বাসিন্দারা এখন গম্ভীরভাবে নিদ্রামগ্ন।

শ্যানন যখন ভেজানো দরজা ঠেলে অন্ধকার শোবার ঘরে প্রবেশ করলো জুলিয়ার ফোঁপানি তখন থেমে গেছে। ঘরের মধ্যে কারুর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে পুরু গদি-আঁটা ডবল বেডের পালঙ্ক। তার এক কোণে জড়সড় ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলো জুলিয়া। গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, শুধু অস্পষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনেই নিশানা ঠিক করে নিতে হয়। বিছানার প্রান্তে গিয়ে পৌছবার আগে জুলিয়ার সদ্য পরিত্যক্ত পোশাক আশাকগুলো পায়ে ঠেকলো শ্যাননের অবহেলাভরে ছেড়ে রাখা একপাটি হাই-হীল জুতোকে ও সুট মারলো এলোমেলোভাবে।

শয্যাব এক প্রান্তে বসে শ্যানন ঝুঁকে পড়ে জুলিয়ার নগ্ন পিঠে হাত রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠলো জুলিয়া। এক ঝটকায় সবিয়ে দিলো শ্যাননেব হাতটা।

'তুমি ..তুমি একটা জানোযাব। ঘৃণ্য মাংসাশী পশু।'

শ্যানন কোন নিষেধ মানলো না। দু হাত বাড়িয়ে একবকম জোর করেই কাছে টেনে নিলো জুলিয়াকে। তার ঠোঁটে গালে হাত বোলালো আলতোভাবে।

'জানো, আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি।'

'সেজন্যেই এতখানি বেয়াদব হযে ওঠবাব সাহস পেয়েছো। তোমার এখন উচিতমতো শিক্ষা পাওয়া দরকার।'

বেশ কিছুক্ষণ জুলিয়ার তরফ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। অবশেষে করুণ দীর্ঘশ্বাসের সুরে বিড়বিড় করলো, 'আমি কিন্তু প্রকৃতই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নই...,' পুনরায় কয়েক পলকের নীরবতা। 'অবশ্য একদিক থেকে তুমি তা বলতে পারো!'

শ্যানন কিছু বললো না, শুধু জুলিয়ার মসৃণ ত্বকের ওপর উষ্ণ সোহাগ পরশ বুলিয়ে চললো।

'ক্যাট!' জুলিয়ার গলায় নরম আবেশের সুর।

'কি, বলো?'

'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো, সব ঘটনা জানতে পাবলে বাবা আমায় তোমার কাছ থেকে দূবে সবিয়ে দেবেন?

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।'

'আর এটাই বা তুমি কিভাবে বিশ্বাস করলে, বাবাকে আমি সমস্ত কথা খুলে বলবো?

'ভাবলাম, তুমি হয়তো ঝোঁকের মাথায কোন সময় বলে ফেলতে পারো।'

'সেই কারণেই কি তুমি এতখানি রেগে উঠেছিলে?'

'হ্যাঁ,' ছোট করে জবাব দিলো শ্যানন।

'তাহলে তুমি আমায় ভালবাসো বলেই এমনভাবে আঘাত করেছিলে, তাই না?'

'আমি অন্তত সেইরকমই বিশ্বাস করি।'

পাশ ফিরে শুয়ে জুলিয়া দু হাত বাড়িয়ে শ্যাননের গলাটা জড়িয়ে ধরলো। সঘন চুম্বনের বাঁধভাঙা স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো ওকে। বহু নীরব মুহূর্ত নিঃশব্দ অন্ধকারে ডুবে গেলো। দুজনের কারুর কোন হুঁশ নেই।

প্রায় দু ঘন্টা বাদে এক পাতাল অন্ধকার ঠেলে উঠে আসতে আসতে ক্ষুণ্ণ ম্লান কণ্ঠে বিড়বিড় করলো জুলিয়া, 'শ্যানন, তুমি জীবনভোর সংগ্রাম করেই কাটাবে? কেন যে এই যুদ্ধকেই পেশা হিসেবে বেছে নিলে...?'

'দেখো, যুদ্ধ আমরা বাধাই না। সভ্যতার মুখোশ-আঁটা বিশ্বশান্তির ধ্বজাবাহী যে সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীটাকে শাসন করছে, তারাই এই যুদ্ধের সৃষ্টিকর্তা, এবং শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিই তাদের উদ্দেশ্য। এই মারামারি হানাহানির মধ্যে থেকেও তারা তাদের নির্দিষ্ট মুনাফাটুকু ঠিকই লুটে নিয়ে যায়। আমরা এই যুদ্ধের সামান্য উপকরণ মাত্র। আমি এই পেশা বেছে নিয়েছি, কারণ যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতেই আমি ভালোবাসি।'

'কিন্তু তুমি তো শুধু টাকার জন্যেই যুদ্ধ করো। যুদ্ধকেই যখন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছো...!'

'না, শুধুমাত্র অর্থের প্রলোভনে নয়! আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অর্থকেই সবচেয়ে বড় চোখে দেখে, তারা কিন্তু আসল জায়গায় গিয়ে যুদ্ধ করে না, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবার পথ খোঁজে। আমি তাদের দলে নই। সংগ্রাম করে বেঁচে থাকাই আমার পণ।'

'দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি তো মারাও যেতে পারো।'

'শান্তশিষ্ট শহুরে জীবন বেছে নিলে আমি হযতো নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারতাম, কিন্তু আমার রক্তই আমাকে বিপথে নিয়ে গেলো!'

'তুমি কি কখনও মৃত্যুর কথা ভেবেছো?' জুলিযাব কণ্ঠস্বর শান্ত, মন্থর।

'হ্যাঁ,... প্রায়ই। কেন, তোমার কি কখনও মনে হয় না?'

'তা অবশ্য হয় তবে আমি মরতে চাই না। তোমাকেও মরতে দিতে চাই না!'

'মৃত্যু কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ততটা খারাপ নয, যদিও লোকে অন্ধ ধারণার বশে মৃত্যুভয়ে এত বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠে যে আসল মৃত্যুর আগেও বহুবার মারা যায়। সেই কাপুরুষের মৃত্যু আমার অভিপ্রেত নয়। আমি যখন মারা যাবো তখন আমার বুকে তাজা বুলেটের চিহ্ন থাকবে, রক্তে ভেসে যাবে সারা মুখ, তবু আমার হাতে ধরা রাইফেলটা একটুও শিথিল হবে না! ...এখন ঘুমোও, ভোরের আলো ফুটতে আর বিশেষ দেবি নেই।'

এগারো

সোমবাব বেলা একটায লুক্সেমবার্গের বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলো শ্যানন। স্থানীয় এক ক্রেডিটব্যাঙ্কে ইতিমধ্যেই ওর নামে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা হয়ে আছে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ও সোজা ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে পাসপোর্ট দেখিয়ে নিজেকে কীথ ব্রাউন হিসেবে

প্রতিপন্ন কবতেও সময় লাগলো আধঘন্টাব মতো। শ্যানন অবশ্য পাঁচ হাজাব পাউণ্ডেব সমস্তটাই একসঙ্গে তুলে নিলো না, স্থানীয় ফ্রাঁযেব হিসেবে হাজাব পাউণ্ড ভাঙিয়ে নিলো, বাকিটা ব্যাঙ্কেব কাছেই গচ্ছিত বাখলো তখনকাব মতো। তাব বদলে গ্যারান্টি প্রদত্ত সমমূল্যেব চেক নিযে নিলো ব্যাঙ্ক থেকে।

পথে বেবিয়ে সর্বপ্রথম ঘড়িব দিকে নজব পড়লো ওব। লাঞ্চেব জন্যে হাতে আব খুব সামান্য সময়ই অবশিষ্ট বয়েছে। এখনই ওকে হাউসট্রাট অভিমুখে বওনা হতে হবে। সেখানে ল্যাঙ্গ অ্যাণ্ড স্টেন নামে এক অ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্মেব সঙ্গে আগে থেকেই অ্যাপযেন্টমেন্ট কবা আছে।

লুক্সেমবার্গ বেলজিযাম ও লিসেনস্টেনেব মতো বিদেশী বিনিযোগকাবীদেব প্রতি অতি মাত্রায উদাব ও সদয। কোন বৈদেশিক বাষ্ট্রে কাছেই এবা এই বিনিযোগকাবীদেব সম্পর্কে কোন প্রশ্নেব জবাবদিহি কবে না। তাদেব সম্পর্কিত সমস্ত নথি পত্রই সযত্নে গোপন বাখা হয। শ্যাননেব কাছে এখন এই বিশেষ সুবিধাটুকুই সবচেয়ে বেশি কাম্য। কাবণ কোন এক অজ্ঞাতপবিচয কোম্পানিকে শিখণ্ডীব মতো সামনে খাড়া বেখেই সেমলাবকে জাহাজ কেনাব তোড়জোড় শুরু কবতে হবে। সে ব্যাপাবে লুক্সেমবার্গই আদর্শ ক্ষেত্র।

ল্যাঙ্গ অ্যাণ্ড স্টেনেব অন্যতম প্রধান অংশীদাব মিঃ ডেভিড স্টেনেব সঙ্গে যাবতীয বন্দোবস্ত পাকা কবে ফেলতে শ্যাননেব বিশেষ অসুবিধে হলো না। এমন কি প্রস্তুতিপর্বেব খবচা হিসেবে নগদ পাঁচশো পাউণ্ড হাত পেতে গুনে নিলেন ভদ্রলোক। ঠিক হলো দিন দশ বাবোব মধ্যেই যাবতীয উদ্যোগ আযোজন সম্পূর্ণ কবে কোম্পানিব প্রথম মিটিং ডাকাব ব্যবস্থা কববেন তিনি।

বাতটা লুক্সেমবার্গে কাটিয়ে পবেব দিন ভোবে উঠে শ্যানন হ্যামবুর্গেব প্লেন ধবলো। এখন ওব প্রধান লক্ষ্য প্রযোজনীয অস্ত্রশস্ত্র ও তাব বসদ উপকবণ। এ ব্যাপাবে স্পেন ও যুগোশ্লাভিযা — এই দুটি দেশই সবচেয়ে উপযুক্ত। এখানে অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ সম্পর্কে খুব বেশি সবকাবী বাধানিষেধ নেই। এবং কিছু বাড়তি মুদ্রা গুনে দিলে বপ্তানিকে আইনসিদ্ধ দেখাবাব উদ্দেশ্যে নকল দলিলপত্রও তৈবি কবে নেওযা যায। তবে স্পেনেব তুলনায যুগোশ্লাভিযা এই অস্ত্রব্যবসায লিপ্ত হয়েছে খুবই সাম্প্রতিককালে, সেই কাবণে এখানকাব তৈবি অস্ত্রশস্ত্রগুলো সমস্তই নতুন। কাজেব পক্ষেও সেগুলো বিশেষ উপযোগী। তাই শ্যানন তাব প্রযোজনীয হাতিযাব সংগ্রহেব উদ্দেশ্যে প্রথমে হ্যামবুর্গেই উড়ে এলো।

এখানে এসে যে দুজনেব সঙ্গে শ্যানন গোপনে যোগাযোগ কবলো তাদেব নাম যথাক্রমে জোহান শিলিঙ্কাব এবং অ্যালেন বেকাব। ওব চাহিদা যদিও খুব একটা বিশাল কিছু নয, তা সত্ত্বেও সমস্ত অর্ডাবটা দু জাযগায ভাগ কবে দেওযাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা কবলো। এব ফলে অন্যেব কৌতূহলী নজবে পড়বাব সম্ভাবনা কম।

বেকাবেব সঙ্গে শ্যাননেব অল্প পবিচয বহুদিনেব, তবে শিলিঙ্কাবেব সঙ্গে পবিচয এই প্রথম। পুবনো এক বন্ধুব কাছ থেকে শ্যানন ভদ্রলোকেব নাম ঠিকানা যোগাড় কবেছিলো। শিলিঙ্কাবকে উদ্দেশ কবে একটা চিঠিও লিখে দিয়েছিলো বন্ধুটি এ বিষয়ে কোনবকম কথাবার্তা চালাবাব আগে চিঠিটা ভালো কবে খুঁটিযে পড়লেন ভদ্রলোক। তাব ফাঁকে ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্যাননকে যাচাই কবে দেখে নিতেও ছাড়লেন না। অবশেষে ওকে ড্রযিং রুমে একা বসিয়ে বেখে কিছুক্ষণেব জন্যে বাসাব ভেতব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ফিবে এলেন প্রায আধঘন্টা বাদে। ইতিমধ্যে

তিনি যে শ্যাননের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করে নিয়েছেন সেটা তাঁর হাবভাবেই বুঝতে পারা যায়। সবদিক থেকে নিশ্চিত হবার পর তবেই তিনি এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালাতে রাজী হলেন।

শ্যানন নিজেকে আফ্রিকার কোন এক ক্ষুদ্র দেশের সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে জাহির করলো। সামরিক উপদেষ্টা হিসেবেই তাকে নাকি বাইরে থেকে এই পদে নিয়োগ করা হয়েছে। ও এখন এই সামরিক দপ্তরটা আগাগোড়া নতুন করে ঢেলে সাজাতে চায়। সেইজন্যে ওর কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদের প্রয়োজন। বর্তমানে ওর চাহিদা অবশ্য খুবই যৎসামান্য, কারণ এগুলো আগে ওরা পরীক্ষা করে দেখবে। যদি ওদের কাজের পক্ষে উপযোগী মনে হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে অর্ডারের পরিমাণ আরও বাড়বে।

শিলিঙ্কারের তরফ থেকে আপত্তির কোন কারণ দেখা দিলো না। শ্যাননের অর্ডারের পরিমাণ যদিও খুবই সামান্য, কিন্তু প্রথম দফায় কেউই একসঙ্গে বেশি মালের অর্ডার দেয় না। এ কারবারের রীতিনীতিই এইরকম। ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তাছাড়া আগন্তুকের কথা শুনে মনে হয় ভবিষ্যতে বড় অর্ডারের সম্ভাবনাটা একবারে অমূলক নয়।

শিলিঙ্কার ও বেকারের সঙ্গে দর দাম ঠিক করে, অভীষ্ট মালের জন্যে হিসেবমতো অগ্রিম কিছু গুনে দিয়ে বুধবার ভোরের প্লেনেই শ্যানন আবার লন্ডনের পথে পাড়ি দিলো। সেটা হচ্ছে নির্ধারিত সময়সূচীর নবম দিন।

বারো

হ্যামবুর্গ থেকে শ্যাননের প্লেন যখন আকাশে উড়লো প্রায় সেই একই সময় মার্টিন থর্প স্বভাবসিদ্ধ ব্যস্ত পায়ে পুরু কাচের দরজা ঠেলে স্যার জেমসের সামনে এসে দাঁড়ালো। ইঙ্গিতে একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে থর্পকে বসতে বললেন ম্যানসন।

'লেডি ম্যাক অ্যালেস্টার সম্পর্কে আমি সবরকম খোঁজখবর নিয়ে এসেছি, স্যার।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে থর্প শুরু করলো, 'আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই। ইতিমধ্যে আরও দুজন ব্যক্তি ভদ্রমহিলার কাছে তাঁর অংশের শেয়ার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলো, তবে তিনি দৃঢ়ভাবে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভদ্রমহিলার বয়স বর্তমানে ছিয়াশি পেরিয়ে গেছে, পৈতৃক সম্পত্তির সুবাদে অর্থেরও কোন অভাব নেই। মিঃ ডোনাল্ড নামে এক বৃদ্ধ সলিসিটর তাঁর বিষয়-আশয় দেখাশুনা করেন।'

'কিন্তু আগের দুজন ব্যর্থ হলো কেন?' ম্যানসন জিজ্ঞাসু নেত্রে থর্পের দিকে ফিরে তাকালেন।

'কারণটা স্যার, অন্য জায়গায়। বোরম্যাকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিশেষ একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে। এই কোম্পানিটা তাঁর স্বামীর হাতে তৈরি। ভদ্রলোক যত নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী স্বভাবের হোন না কেন, লেডি ম্যাক অ্যালেস্টার তাঁর স্বামীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এতদিনেও তাঁর সে মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি চান এই কোম্পানির সঙ্গে তাঁর স্বামীর কীর্তি-কাহিনীর কথা বরাবর অক্ষয় হয়ে থাকুক। অপর কারুর হাতে গিয়ে পড়লে হয়তো তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা কোনদিন পূরণ হবে না, তারা হয়তো স্যার ম্যাক অ্যালেস্টারের স্মৃতির প্রতি কোন

সম্মান প্রদর্শন করবে না, সম্ভবত তাই তিনি এখনও এই শেয়ারগুলো আঁকড়ে ধরে আছেন!'

এই মরা কোম্পানিটাকে পুনরুজ্জীবিত করে যদি এর মাধ্যমে ভদ্রলোকের একটা স্মৃতিসৌধ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া যায়, মনে মনে চিন্তা করলেন ম্যানসন, তাহলে হয়তো এই নির্বোধ বৃদ্ধার মন ভেজানো যেতে পারে। এ ধরনের কোন প্রস্তাব নিয়ে কেউ নিশ্চয় আগে কখনও ভদ্রমহিলার সামনে হাজির হয়নি!

থর্পের সঙ্গে এ বিষয়ে বেশ খানিকক্ষণ পরামর্শ করলেন ম্যানসন। কিভাবে সন্তর্পণে পা ফেলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে হবে—সমস্তই বুঝিয়ে দিলেন বিশদভাবে। এসব ব্যাপারে থর্পের মাথাও খুব পরিষ্কার। চীফের প্রতিটি উপদেশই ও অক্ষরে অক্ষরে বুকের মধ্যে গেঁথে রাখলো।

বেলা বারোটার কিছু পরেই শ্যানন লণ্ডনে এসে পৌছলো। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে ল্যাঙ্গোর্টির চিঠি পেলো একখানা। মার্সেই থেকে কীথ ব্রাউনের নামে চিঠি পাঠিয়েছে ল্যাঙ্গোর্টি। লাভালন নামে জনৈক কর্সিকান ভদ্রলোক কোন এক ফ্রেঞ্চ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে, এই সংবাদটুকুই শুধু জানানো হয়েছে চিঠিতে। চিঠি পড়ে মনে মনে সন্তুষ্ট হলো শ্যানন। নিরাপত্তার খাতিরেই ল্যাঙ্গোর্টির পক্ষে এই নাম বদলের প্রয়োজন ছিলো। কারণ কোন ফরাসী হোটেলে আশ্রয় নিলে, হোটেলের গেস্টবুক ছাড়াও বিশেষ ধরনের একটা ফর্ম পূরণ কবতে হয়। পরে পুলিশেব লোক এসে সেই ফর্মগুলো সংগ্রহ কবে নিয়ে যায়। মার্সেই অঞ্চলে ল্যাঙ্গোর্টি খুবই মার্কামাবা ব্যক্তি। পুলিশ যদি জানতে পারে এই বিশেষ ব্যক্তিটি সম্প্রতি তার আস্তানা ছেড়ে এতদূরে একটা হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেব মনে সন্দেহেব উদ্রেক হবে। সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকবার জন্যেই ল্যাঙ্গোর্টির এই সতর্কতা।

কন্টিনেন্টাল ডিরেকটরি ঘেঁটে ল্যাঙ্গোর্টিব নতুন হোটেলেব হদিশ পেতে মিনিট দশেক সময লাগলো ওর। সঙ্গে সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলো হোটেলেব সঙ্গে। কিন্তু হোটেল ক্লার্ক খোঁজ নিয়ে জানালো মঁসিযে লাভালন এখন তাঁব ঘরে নেই। তিনি ফিবে এলেই যেন লণ্ডনে মিঃ ব্রাউনেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেন—এই ম্যাসেজটুকু ভদ্রলোকের কাছে পৌছে দেবাব অনুরোধ জানিযে তখনকাব মতো লাইন ছাড়লো শ্যানন। তাবপব ফোনেব মাধ্যমেই অবিলম্বে ওব সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ জানিয়ে জন দুপ্রীর ঠিকানায় তার পাঠালো একটা।

সুইস ব্যাঙ্কে রিং করে খবর পেলো ইতিমধ্যে ওর নামে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা পড়েছে। অর্থাৎ ওর প্রাপ্য পারিশ্রমিকের মোট অর্ধেকটা অগ্রিম হিসেবে জমা দিয়েছে সিমন। অবশ্য এতে আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না, এ কাজের এই দস্তুর। একবারে গোড়ার দিকে কেউই চুক্তিমতো পুরো টাকাটা একসঙ্গে গুনে দিতে রাজী হবে না। শ্যাননও তা জানে। তবে মাত্র পাঁচ হাজার পাউণ্ডের জন্যে ম্যানকনের মতো সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান যে ওব সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিম্বাকে অপসারণের ব্যাপাবে ওদের আগ্রহ আব ব্যয়ের বহর দেখেই সেটা বুঝে নেওয়া যায়।

হাতের কাজ শেষ করে সিমনের নামেও একটা চিঠি পাঠালো শ্যানন। গত দুদিন ও যেসব জায়গায় গেছে এবং যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সমস্তই লিখে জানালো চিঠিতে, শুধু শিলিঙ্কার আব বেকারের নাম ঠিকানা ছাড়া। পরিশেষে লিখলো, আগামীকাল বেলা এগারোটায় ও মিঃ হ্যারিসের জন্যে নিজের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা কববে। হ্যাবিস যদি ওই সময় না আসতে পাবেন, তবে যেন শ্যাননকে সেকথা ফোনে জানিয়ে দেন।

বিকেল ছটা নাগাদ শ্যাননের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো দুপ্রী। শ্যানন ড্রয়িংরুমের ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, দুপ্রীই ডেকে তুললো ওকে। ইতিমধ্যে তাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো তা সে যথাযথভাবেই পালন করে চলেছে। এ পর্যন্ত কেউই তাকে সন্দেহ করেনি। তবে জুতোর ব্যাপারে ওকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে ধরনের ক্যানভাসবুট ওদের প্রয়োজন বাজারে তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। দুপ্রী অবশ্য হাল ছাড়েনি, এখনও পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শ্যানন দুপ্রীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নিলো। মার্সেই-এ কোন্ ঠিকানায় মালপত্র পাঠাতে হবে, আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই দুপ্রী তা জানতে পারবে। ল্যাঙ্গোর্টি শ্যাননকে সেইরকমই আশ্বাস দিয়েছি।

দুপ্রী বিদায় নেবার সময় ল্যাঙ্গোর্টির ঠিকানা লেখা একটা চিঠিও পোস্ট করবার জন্যে ওর হাতে তুলে দিলো শ্যানন। কারণ শ্যাননকে এখন এহ ফ্ল্যাটেই অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে ল্যাঙ্গোর্টির কাছ থেকেই ওর একটা ফোন আসার সম্ভাবনা। কিন্তু চিঠিতে যা লেখা আছে সে সম্পর্কে ফোনে কোন আলোচনা করা নিরাপদ নয়। সেইজন্যেই এই সাবধানতা।

প্রত্যাশিত ফোন এলো সন্ধ্যে আটটায়। ল্যাঙ্গোর্টি জানালো ইতিমধ্যে তিনটে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ও যোগাযোগ করেছে। তারা প্রত্যেকেই এই ধরনের বোট তৈরির ব্যাপারে বহুদিনের অভিজ্ঞ। সকলকেই তাদের নমুনা ক্যাটালগ পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি ল্যাঙ্গোর্টি। আগামী দু-চার দিনের মধ্যেই ও সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলতে পারবে।

দুপ্রীকে দিয়ে শ্যানন যে ওকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে, সেকথাটাও জানিয়ে দিলো ফোনে। চিঠিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাঙ্গোর্টি যেন এই পত্রের নির্দেশমতো যথাযথ কাজ করে।

পরের দিন সকাল এগারোটায় সিমনের আবির্ভাব ঘটলো। শ্যানন হিসেবের কাগজপত্র রেডি করেই রেখেছিলো, সিমন আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা সামনে এগিয়ে দিলো।

'আপনার খবর কি বলুন।' চেয়ারে বসে ফাইল ওলটাতে ওলটাতে হালকা সুরে প্রশ্ন করলো সিমন। 'সবকিছু ঠিকমতো এগোচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ, সেদিকে কোন ত্রুটি নেই. যদিও প্রস্তুতির এখন সবে শুরু। এ পর্যন্ত দশদিন মাত্র সময় পাওয়া গেছে, তার মধ্যে অগ্রগতি নেহাত মন্দ হয়নি। বরং আশার অতিরিক্তই বলা চলে। আগামী দশদিনের মধ্যেই আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের অর্ডারগুলো পেশ করে দিতে চাই। মালগুলো রেডি করে পাঠাতে পাঠাতে আরও প্রায় দিন চল্লিশেক সময় লাগবে তাদের। বিভিন্ন জায়গা থেকে মালপত্র সংগ্রহ সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে সেগুলো আমাদের জাহাজে এনে তুলতেও কুড়ি দিনের মতো সময় লেগে যাবে। সমুদ্রপথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সময় লাগবে আরও কুড়িদিন। অর্থাৎ হিসেবমতো ঠিক আশীদিনের মাথায় আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে। সেইভাবেই ছক কেটে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে। তবে এই সময়সূচী অনুযায়ী এগোতে হলে অবিলম্বে আমার আরও অর্থের প্রয়োজন। কারণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ আর জলযানের পেছনেই বাজেটের প্রায় অর্ধেক অংশ বরাদ্দ করা আছে। অর্থের অভাবে যদি প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহে কোন বিঘ্ন ঘটে তাহলে আসল কাজও অনেক পিছিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, টাকার জন্যে আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।' সহজ সুরে ভরসা দিলো

সিমন। 'দু-চার দিনের মধ্যেই আমি আপনার বেলজিয়াম ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে আরও কুড়ি হাজার পাউণ্ড জমা দেবার ব্যবস্থা করবো। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো অর্থ সুইস ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করে নিতেও কোন অসুবিধে হবে না।' সিমন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'আপনার আর কোন বক্তব্য আছে?'

'না,' শ্যানন মাথা নাড়লো। 'তবে এই হপ্তার শেষাশেষি আমাকে আবার বাইরে বেরুতে হবে। আগামী হপ্তাটা আমার হয়তো বাইরে বাইরেই কাটবে।'

'যাবার আগে আমাকে একটা খবর দিয়ে যেতে ভুলবেন না। কবে নাগাদ আবার লণ্ডনে ফিরছেন, সেকথাটাও জানিয়ে দেবেন সেইসঙ্গে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' ঘাড় নেড়ে সায় দিলো শ্যানন।

শুক্রবার বেলা এগারোটায় লণ্ডন থেকে সরাসরি অস্টেণ্ডে ফোন করলো শ্যানন।

'মার্ক, আমি ব্রাউন বলছি। তোমাকে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলাম, তুমি কি তার কোন সন্ধান পেয়েছো?'

'হ্যাঁ,' তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলো মার্ক ভলমিক। এই মাত্র শ্যাননের ফোনে ওর ঘুম ভাঙলো, অ্যানা কিন্তু এখনও বিছানায় শুয়ে বেঘোরে নাক ডাকিয়ে চলেছে। পানশালা বন্ধ করে সারাদিনের হিসেবপত্র মিলিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে অ্যানার প্রায় ভোর হয়ে যায়। সেই কারণেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায় দুজনে। আজ শ্যাননই ওর সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালো।

'আমার প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী কি তার কাছে পাওয়া যাবে? তিনি কি বিক্রি করতে রাজী হবেন?'

'আমার তো তাই ধারণা।' মার্ক জানালো। 'যদিও আমি এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে এখনও কোন কথাবার্তা বলিনি। তবে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে খবর পেলাম, আগ্রহী ক্রেতা যদি কোন বিশ্বস্ত সূত্র ধরে তার কাছে হাজির হয়, এবং তিনি যদি আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হন, তাহলে আর কেনাকাটার ব্যাপারে কোন অসুবিধে থাকে না।'

'কিন্তু আমার চাহিদামতো মাল তিনি যোগান দিতে পারবেন তো?'

'হ্যাঁ, তা তিনি পারবেন।' মার্কের কণ্ঠে ভরসার সুর, 'এ সম্পর্কে আগেই আমি যাবতীয় খোঁজখবর নিয়ে রেখেছি।'

'যাক, একটা বিষয়ে তবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো শ্যানন। 'এখন তুমি প্রথমে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো, তোমার হাতে একজন বিশ্বস্ত খদ্দের আছে। সব শুনে তিনি যদি কথা বলতে রাজী থাকেন তবে আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে তার সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের ব্যবস্থা করবে। দিন তিনেক বাদে আমি আবার তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবো. ইতিমধ্যে তুমি প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়ে রাখবে। তবে খুব সাবধানে অগ্রসর হবে কিন্তু।'

'নিশ্চয়!' জবাব দিলো মার্ক, তারপর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ফোন ছাড়লো।

অফিসের লাঞ্চ আওয়ারের পর খোদ চীফের ঘরে সিমনের ডাক পড়লো। ইতিমধ্যেই তিনি শ্যাননের প্রেরিত রিপোর্টের আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে পড়ে নিয়েছেন। কাজের অগ্রগতি যথার্থই বিস্ময়কর।

মাত্র বারো দিনের মধ্যে কেউ যে এত ব্যাপকভাবে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দিতে পারে, সেটা যেন বিশ্বাস করাই কষ্টকর। খরচের হিসাবটাও তাঁর নজর এড়ায়নি। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে হয় না। জিনিসপত্রের মূল্য যা দেখানো হয়েছে তা খুবই ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। পরিস্থিতি যথার্থই খুব সন্তোষজনক। তাছাড়া কিছু আগেই মার্টিন থর্পের কাছ থেকে দূর পাল্লার ফোন পেয়েছেন তিনি। মার্টিন যে বাস্তবিকই কাজের ছেলে তাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ নেই। নিজের দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে ও। মার্টিনের মিষ্টি কথায় মোহিত হয়ে লেডি ম্যাক অ্যালেস্টার যে শুধু তাঁর শেয়ার বিক্রি করতে রাজী হয়েছেন, তাই নয়, ইতিমধ্যে মার্টিন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রও সব রেডি করে ফেলেছে। বৃদ্ধার সলিসিটর মিঃ ডোনাল্ডও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনিই দেখেশুনে কাগজপত্র তৈরি করে দিয়েছেন। অবশ্য বৃদ্ধার পরিচারিকা মিসেস বার্টনও এ ব্যাপারে মার্টিনকে অনেক সাহায্য করেছে, বিনিময়ে নগদ পাঁচশো পাউণ্ড গুনে দিতে হয়েছে তার হাতে। কাজটা যে এত সহজে সুসম্পন্ন হবে ম্যানসনও সেটা আশা করতে পারেননি।

সিমন ভেতরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে বসতেই ম্যানসন কাজের কথা শুরু করে দিলেন। 'শ্যানন কি হপ্তাখানেকের জন্যে লণ্ডনের বাইরে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, স্যার জেমস।' সিমন ঘাড় নাড়লো।

'ভালোই হলো। তোমার জন্যে আরও একটা গুরুদায়িত্ব মজুত আছে। সে ব্যাপারে আমার যদিও তেমন কিছু তাড়া ছিলো না, তাহলেও সময় যখন পাওয়া গেছে তখন সেটা কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ।' স্যার জেমস চোখ তুলে মৃদু হাসলেন। চাকরির শর্তাবলী সম্বলিত আমাদের যে ছাপানো ফর্ম আছে, বিশেষত আফ্রিকান প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে যে ধরনের নিয়োগপত্র ব্যবহার করা হয়—সেইরকম একটা ফর্মের মাথায় 'ম্যানকন' নামটার ওপর সাদা কাগজ সেঁটে তার মধ্যে 'বোরম্যাক'-এর নাম লিখে দাও। তারপর এই চুক্তিপত্রে কোম্পানির পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে অ্যান্টনি ববির সঙ্গে একটা চুক্তি করো। তাতে লেখা থাকবে, মাসিক পাঁচশো পাউণ্ড মাইনের ভিত্তিতে আগামী এক বছরের জন্যে তাকে কোম্পানির পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা হলো। চুক্তিপত্রে সই হলেই সেটা সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে, বুঝেছো?'

'ববি..।' সিমনের দু চোখে বিস্ময়ের ঘোর। 'মানে আপনি বলতে চান, কর্ণেল ববি..?'

'হ্যাঁ, তাছাড়া আর কে! জাঙ্গারোর ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতি এধার ওধার ছুটকে বেড়াক, সেটা আমার অভিপ্রেত নয়। আমি তাকে সব সময়ের জন্যে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিতে চাই। সেই উদ্দেশ্যে আসছে সোমবার তুমি ডাহোমের রাজধানী কাটানোউ রওনা হচ্ছো। সেখানে অ্যান্টনি ববির কাছে তুমি নিজেকে বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানির একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেবে। বলবে, ববির ব্যবসায়িক বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে বোরম্যাকের কর্মকর্তারা সবিশেষ অবহিত। সেই কারণেই কোম্পানি এই চুক্তির ব্যাপারে এতখানি আগ্রহী। যদিও আমার স্থির বিশ্বাস, বোরম্যাকের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে ববি কোনরকম খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন বোধ করবে না, মাস-মাহিনার বহর দেখেই ও চোখ বুজে চুক্তিপত্রে সই করে দেবে।

'তুমি বলবে, ববির ডিউটি সম্পর্কে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ পরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তবে এই চুক্তির অন্যতম শর্তানুসারে ববিকে আপাতত তিন মাস ওর ডাহোমের বাসাতেই অবস্থান

করতে হবে। এই তিন মাসের মধ্যে তোমার কাছ থেকে অন্য কোনরকম নির্দেশ না পেলে ও যেন ওর বর্তমান আস্তানা ছেড়ে অন্য কোথাও না বেরোয়। ওকে জানিয়ে দিও, এই নির্দেশ যথাযথ মেনে চললে কোম্পানি থেকে মোটা রকমের বোনাস দেবার ব্যবস্থা করা হবে। আর একটা কথা, চুক্তিপত্রে সই হবার পর তুমি এই দলিলটার একটা ফটো-কপি করে নেবে। তার ফলে কোম্পানির নামের ব্যাপারে যে কারচুপি করা হয়েছে সেটা আর কেউ টের পাবে না। ফটো-কপির সময় আরও একটা ব্যাপারে খেয়াল রাখবে। চুক্তিপত্রে যে জায়গায় তারিখের উল্লেখ থাকবে, ফটোতে সেখানটা যেন খুব অস্পষ্ট, ঝাপসা দেখায়। আমার বক্তব্য ঠিকমতো তোমার মগজে গিয়ে ঢুকেছে তো?'

সিমন মৃদুমন্দ মাথা নাড়লো। এসব কাজে ওর দক্ষতার কথা চীফের অজ্ঞাত নয়। ও নিজেও সেটা খুব ভালোই জানে।

তেরো

বিনোয়েৎ ল্যাম্বার্ট ওর পরিচিত বন্ধুবান্ধব মহলে এবং পুলিশের ফাইলে বিন্নি নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। যদিও নিজেকে ও একজন পেশাদার সৈনিক হিসেবেই জাহির করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা বিরাট ভাঁওতা। সম্মুখসমরের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ওর আদৌ ছিলো না। তবে আফ্রিকার গৃহযুদ্ধের সময় ও বেশ কিছুদিন কঙ্গোতে ছিলো, তখন ডেনার্ডের পেশাদার সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিতো। সেই সূত্রেই কিছু কিছু পেশাদার সৈনিকের সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয়। শ্যাননের নামটাও ওর কাছে একবারে অপরিচিত নয়।

বর্তমানে ল্যাম্বার্ট প্যারিসেই স্থায়িভাবে আশ্রয় নিয়েছে। এখানকার নিচুতলার অপরাধী মহলের সঙ্গেও ওর চেনা-পরিচয় বেশ গভীর। তাদেব সহযোগিতায় ও মাঝে মধ্যে চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের গোপন কারবারও করে থাকে। অবশ্য তার পরিমাণ খুব বেশি নয়, দু-চারটে খুচরো টানা মালই ও এদিক-ওদিক হাত বদল করে কিছু মুনাফা লোটে। বছর দেড়েক আগে ল্যাম্বার্ট এক চায়ের আসরে গল্প করেছিলো, জনৈক আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে ওর বেশ খাতির আছে। সেই ভদ্রলোক নগদ মুদ্রার বিনিময়ে আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত নানাবিধ আইনগত সমস্যার সহজ সমাধান করে দিতে পারেন। ল্যাঙ্গোর্টি নামে এক কর্সিকানও সেই আসরে উপস্থিত ছিলো।

শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা সেই কর্সিকানেব দূরপাল্লার ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গেলো ল্যাম্বার্ট। ল্যাঙ্গোর্টি জানালো, এই শনি বা রবিবারের মধ্যে ক্যাট শ্যানন ল্যাম্বার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শ্যাননের সঙ্গে ল্যাম্বার্টের চাক্ষুষ কোন আলাপ পরিচয় ছিলো না, তবে চার্লস রাউক্স যে লোকটাকে ভীষণ ঘৃণা করে এবং সম্প্রতি তার সন্ধানে চারদিকে অজস্র চর পাঠিয়েছে— তা ও জানে। এমন কি কেউ যদি শ্যাননের বর্তমান খোঁজখবর এনে দেয় তবে রাউক্স তাকে রীতিমতো পুরস্কৃত করবে বলে ঘোষণা করেছে—কানাঘুষায় সে সংবাদও ওর কানে এসে পৌঁছেছে। ল্যাম্বার্টের হঠাৎ মনে হলো এক ঢিলে দুটো পাখি শিকার করবার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। তাই আর দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলো কর্সিকানের প্রস্তাবে।

শনিবার সন্ধ্যেবেলা শ্যাননের সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাৎ হলো।

'হ্যাঁ, ভদ্রলোক তাঁর দূতাবাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে দিতে পারেন'।

শ্যাননের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে জবাব দিলো ল্যাম্বার্ট। 'তাঁর সঙ্গে এখনও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রায়ই আমাকে নানান প্রয়োজনে তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে। সেই আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে ল্যাম্বার্টের যোগাযোগ খুবই যৎসামান্য। শুধুমাত্র শ্যাননকে ভরসা দেবার অভিপ্রায়েই এই ছলনার অবতারণা।

'কত লাগবে?' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলো শ্যানন।

'পনেরো হাজার ফ্রাঁ। ল্যাম্বার্টের দু চোখে উৎসাহের আলো।

'দরটা একটু লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে নাকি?' শ্যাননের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, উত্তাপহীন। 'আমি হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজী আছি। সেটাও বাজার দরের অনেক বেশি!'

মনে মনে হিসেব করলো ল্যাম্বার্ট। বর্তমান হার অনুযায়ী হাজার পাউণ্ডের বিনিময় মূল্য এগারো হাজার ফ্রাঁর কিছু বেশি।

'ঠিক আছে, ওই কথাই রইলো।'

'যদি এর একটি কথাও বাইরে প্রকাশ পায়,' শ্যানন এবার সোজাসুজি ল্যাম্বার্টের চোখে চোখ রাখলো, 'তাহলে আমি তোমার টুঁটিটা একবারে ছিঁড়ে ফেলবো। হয়তো তারও দরকার হবে না, ল্যাঙ্গোর্টিকে খবর দিলেই ও তোমাকে হাঁটু দিয়ে পিষে মারবে।'

'না...না, আমি নিমকহারামি করবো না।' সবেগে ঘাড় নাড়লো ল্যাম্বার্ট। 'এর একটি শব্দও বাইরেব কেউ জানতে পাববে না। এতে আমার স্বার্থই বা কি।'

শ্যানন কোটের পকেট থেকে একশো পাউণ্ডের পাঁচখানা নোট বার কবে টেবিলের ওপর রাখলো। 'আপাতত অর্ধেক অগ্রিম দেওয়া রইলো, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেলে বাকিটা মিটিয়ে দেবো।'

ল্যাম্বার্ট বেশ জোবের সঙ্গেই আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সেটা নিষ্ফল হবে বুঝতে পেরে অগত্যা চুপ করে গেলো। এই আইবিশ লোকটা যে তাকে মোটেই বিশ্বাস করে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'তাহলে আগামী বুধবা.র আমি আবার এখানে হাজির হবো!' চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শ্যানন। 'বাকি পাঁচশোও নিয়ে আসবো সঙ্গে, কিন্তু আমার কাগজপত্র সমস্ত যেন রেডি থাকে।'

শ্যানন নিঃশব্দে বিদায নেবার পর ল্যাম্বার্ট একা বসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলো বিষয়টা নিয়ে। অবশেষে স্থির করলো, আফ্রিকান ডিপ্লোম্যাটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চিঠিটা সংগ্রহ কবে তাব বদলে বাকি পাঁচশো হাতিয়ে নেবে শ্যাননেব কাছ থেকে। তাবপর রাউক্সের কাছে দরকারী খবরটা পৌছে দিয়ে আসবে।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা শ্যানন আফ্রিকাগামী প্লেন ধরলো। পৌছলো সোমবার ভোরে। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি ধরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হতেও প্রায় ঘন্টাখানেকের মতো সময় লাগলো। এখানকার পথঘাট নদীপ্রান্তর সমস্ত কিছুর সঙ্গেই ওর গভীর পরিচয়, পশ্চিম ইউরোপের কোন শহরও ওর কাছে এত পরিচিত নয়। এ দেশের মাটির বিশেষ একটা গন্ধ আছে, এখানকার আদিম নরনারীরা বুঝি বিশেষভাবে এই প্রকৃতির সৃষ্টি।

ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে পাবলিক ফোনবুথ থেকে অভীষ্ট ঠিকানায় একবার যোগাযোগ করলো শ্যানন। খবর পেলো, ওর বাঞ্ছিত ব্যক্তিটি এখন শ্যাননের জন্যেই সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাইরে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন সশস্ত্র প্রহরী দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এলো ওর দিকে। তারা ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে তল্লাসি করলো প্রথমে, অবশেষে ভেতরে যাবার অনুমতি মিললো শ্যাননের। এবারে জেনারেলের এক পার্শ্বচরের দর্শন পাওয়া গেলো। অন্ধকার বিমানবন্দরের মধ্যে পরাজিত জেনারেলের পাশেই তাকে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলো শ্যানন। সেই লোকটিই পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো ওকে। বিভিন্ন গলিঘুঁজি পেরিয়ে একটা ফাঁকা ড্রয়িংরুমে হাজির হলো। দুজনে সেখানে শ্যাননকে বসিয়ে রেখে সে যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, তারপর মিনিট পনেরো আর কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। একা ঘরে বসে বসে শ্যানন প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠেছিলো, এমন সময় ভেজানো দরজা ঠেলে জেনারেলের আবির্ভাব ঘটলো।

আফ্রিকান জেনারেলের চেহারা এখনও সেই একইরকম আছে। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে আগের মতোই স্মিত, সৌম্য হাসি, কণ্ঠস্বব ধীর, গম্ভীর। তার মধ্যে সহজাত আন্তরিকতার ছোঁওয়াটুকু সহজেই হৃদয় আকর্ষণ করে।

'সুপ্রভাত, মেজর শ্যানন! আমাদের যে এত শীগগির আবাব দেখা হবে সেটা আমার ধারণায় ছিলো না। তুমি দেখছি এই পোড়া দেশটার মায়া আর কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছো না।'

'আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনেই এখানে ছুটে এসেছি, স্যার। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী আলোচনা আছে। আমাব বিশ্বাস বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তোমার বিচার-বিবেচনাব ওপর আমার শ্রদ্ধা খুবই গভীর। তুমি যখন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছো তখন নিশ্চয় তার মধ্যে চিন্তা করবার মতো মালমশলা নিহিত আছে।'

'অদৃষ্টের পরিহাসে আপনি আজ স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেও, আপনার অনুরাগীদের সংখ্যা আজও নেহাত কম নয়। এই ধরনেব কিছু বিশ্বস্ত লোকেরই আমার এখন প্রয়োজন।'

প্রায় ঘন্টা চার-পাঁচ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চললো দুজনের মধ্যে। সূর্যাস্তের পর তবু একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেলো। সামনের টেবিলের ওপর শ্যাননেব আঁকা কয়েকটা নতুন নক্সাও পড়ে আছে ইতস্তুতভাবে। এখানে আসার সময় কিছু কাগজ আর গোটা চারেক ডটপেনও ও সঙ্গে এনেছিলো, রক্ষীরা তাতে কোন বাধা দেয়নি।

যাবতীয় প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করে শ্যানন যখন ওর জন্যে অপেক্ষাবত গাড়িতে গিয়ে উঠলো, তখন ভোর তিনটে। বিদায় নেবার আগে জেনারেল আব একবার হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো শ্যাননের সঙ্গে।

'আমি স্যার, প্রয়োজনমতো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবো।' চাপা কণ্ঠে ব্যক্ত করলো শ্যানন।

'আমিও ইতিমধ্যে আমাব সহযোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখবো।' জেনারেলের চোখে-মুখে চিন্তাব ছায়া। 'এবং আগামী ষাটদিনের মধ্যেই তারা যথাস্থানে উপস্থিত থাকতে পারবে।'

ফেরার পথে নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হলো শ্যাননের। অবিরাম পরিভ্রমণের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এক নাগাড়ে বেশ কয়েকদিন এখন ওকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, এমনকি রাত্রেও দু এক ঘন্টা নিশ্চিন্তে ঘুমোবার সুযোগ পাওয়া যায় না। শুধু হোটেল, বিমানবন্দর, বিভিন্ন

স্থানে যোগাযোগ, হাজাররকম মিটিং ইত্যাদি অজস্র ঝামেলা যেন তার শেষ মানসিক শক্তিটুকুও নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। জেনারেলের নরম গদি-আঁটা গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে সেই যে ওর দু চোখ জুড়ে ঢুলুনির আবেশ লাগলো, তার ঘোর কাটলো বিকেল ছটায়, লা বুর্গ বিমানবন্দরে পৌঁছবার পর। প্লেনেও ও সারাটা পথ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাড়ি দিয়েছে। রুপালী বিমানটা যখন রূপসী প্যারিসের মাটি স্পর্শ করলো, সময়সূচীর পঞ্চদশ দিনটি তখন অস্তমিতপ্রায়।

শ্যাননের প্লেন যখন প্যারিসের উদ্দেশ্যের যাত্রা শুরু করে, মার্টিন থর্প ততক্ষণে গ্লাসগো থেকে প্রথম শ্রেণীর স্লিপার-কারে পার্থ অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। সেখানেই ডোনাল্ড অ্যাণ্ড ডোনাল্ডের অ্যাটর্নি অফিস। ওর সঙ্গের বাদামি ব্রিফকেসে লেডি ম্যাক অ্যালেস্টারের সই করা দলিলপত্র, সাক্ষী হিসেবে মিসেস বার্টনেরও সই রয়েছে তার মধ্যে। সেই সঙ্গে জুরিখের জুইংলি ব্যাঙ্কের সাড়ে সাত হাজার পাউণ্ডের চারখানা চেক। লেডি ম্যাক অ্যালেস্টারের তিন লক্ষ বারম্যাক শেয়ারের মূল্য হিসেবে এই তিরিশ হাজার পাউণ্ডই যথেষ্ট।

ছুটন্ত ট্রেনের বিলাসবহুল কম্পার্টমেন্টে বসে বোরম্যাকের ভবিষ্যতের চিন্তায় মনে মনে বিভোর হয়ে রইলো মার্টিন। আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই সমস্তরকম আইনগত ঝুট-ঝামেলার নিষ্পত্তি ঘটবে, এবং হপ্তা তিনেকের মধ্যেই স্যার জেমস নিজের হাতে নিমজ্জমান বোরম্যাকের হাল ধরবেন। যদিও কাগজেপত্রে কোথাও তার লেশমাত্র নামোল্লেখ থাকবে না, অথচ তাঁর ইচ্ছানুসারেই বোরম্যাক নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মার্টিন বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো ভেতর ভেতর। এর পেছনে ওর ব্যক্তিগত অবদানও কিছু কম নেই।

লা বুর্গ এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে শ্যানন সোজা হোটেল প্লাজায় এসে নামলো। প্যারিসে ওর পুরনো আস্তানা মনমার্তেকে বাতিল করতে হলো এবারের মতো। কারণ এখন ওর নাম কীথ ব্রাউন। আগের হোটেলে সকলের কাছে ও কার্লো শ্যানন হিসেবেই পরিচিত।

হোটেলে এসে সর্বপ্রথম দাড়ি কামালো শ্যানন, স্নানটাও সেরে নিলো শাওয়ার খুলে। পোশাক পালটে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হবে, এমন সময় যে দুটো ব্যক্তিগত কল ও বুক করে রেখেছিলো, তার একটার সাড়া পাওয়া গেলো। মার্সেইয়ের এক ফরাসী হোটেল থেকে জনৈক মঁসিয়ে লাভালন এখন সরাসরি কথা বলছে ওর সঙ্গে।

'তুমি আমাদের শিপিং এজেন্টের নাম-ঠিকানার সন্ধান পেয়েছে তো?' প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানতে চাইলো শ্যানন।

'হ্যাঁ,' কর্সিকানের খোলামেলা কণ্ঠস্বর। 'খুবই বনেদি আর সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান। বন্দরের কাছে ওদের নিজস্ব গুদামঘরও আছে। তবে এটা হচ্ছে তুলোনে। বর্তমানে মার্সেইয়ের ওপর কাস্টম বিভাগের শ্যেনদৃষ্টি বড়ই প্রখর, তাই কাছে পিঠে তুলোনই আমাদের পক্ষে অনেক বেশি নিরাপদ।

শিপিং এজেন্টের নাম-ঠিকানা নোটবুকে ঠুকে নিয়ে শ্যানন লাইন ছাড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লণ্ডন থেকে দুপ্রীর ফোন এলো।

'এইমাত্র তোমার সংবাদ পেলাম।' ঘড়ঘড়ে গলায় ব্যক্ত করলো দুপ্রী।

শ্যানন ওকে ল্যাঙ্গোর্টির কাছ থেকে পাওয়া শিপিং এজেন্টের নাম ঠিকানা জানিয়ে দিলো।

'খুবই সুখবর।' দুপ্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। 'আমি ইতিমধ্যে প্রথম দফার মালপত্র সব

রেডি করে ফেলেছি। কাল পরশুর মধ্যেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করবো।...হ্যাঁ, ভালো কথা, ইতিমধ্যে চাহিদামাফিক জুতোর ব্যবস্থাও করে রেখেছি। এদিক থেকে আর কোন সমস্যা রইলো না।'

ডিনারে বেরুবার আগে অস্টেণ্ডে মার্ক ভলমিকের সঙ্গেও শ্যানন একবার ফোনে যোগাযোগ করলো। পনেরো মিনিট বাদে সাড়া পাওয়া গেলো মার্কের।

'মার্ক, আমি এখন প্যারিস থেকে তোমায় ফোন করছি। তুমি সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কি করলে?'

'আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পেলাম। লোকটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়েছে। সাক্ষাতেই দরদামের কথাবার্তা হবে।'

'সত্যিই সুখবর!' শ্যাননের কণ্ঠে প্রশংসার সুর। 'তাহলে সামনের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অথবা শুক্রবার ভোরে আমি বেলজিয়ামে হাজির হচ্ছি। তুমি বরং শুক্রবার সকালে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে রাখো। এয়ারপোর্টের কাছে হলিডে হোম নামে একটা হোটেল আছে, আমি সোজা সেখানে গিয়ে উঠবো। ব্রেকফাস্টের টেবিলেই না হয় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে নেওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, ইতিমধ্যেই আমি লোকটার সঙ্গে আর একবার যোগাযোগ করছি। তারপর তোমাকে ফাইনাল কথা দেবো।'

'কাল বেলা দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমি তোমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো। এই নম্বরেই রিং কোরো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রসন্ন চিত্তে শ্যানন এবাব দরজাব দিকে পা বাড়ালো। এতদিন বাদে তবু একটু নিশ্চিন্ত অবসর মিলেছে। আজকের রাতটা অন্তত নিরুপদ্রবে ঘুমোবার অবসর পাওয়া যাবে।

প্রায় ওই একই সময় সিমন এনডীনও প্যারিস থেকে এয়ার-অফ্রিকার ফ্লাইটে ডাহোমের উদ্দেশে উড়ে চললো। সোমবার সকালের প্লেনেই ও লণ্ডন থেকে প্যারিসে এসে পৌচেছে। তারপর ডাহোমের দূতাবাসে গিয়ে সরকারী ভিসা পেতে বিকেল হয়ে গেলো। অবশেষে সন্ধ্যার এই ফ্লাইট। ও যদি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারতো ঠিক চব্বিশ ঘন্টা আগে শ্যাননও এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে আফ্রিকা পাড়ি দিয়েছে, তাহলে হয়তো সমগ্র পরিস্থিতিটাই বদলে যেতো অদ্ভুতভাবে! অন্তত ওর আজ রাতের এই আকাশ নিদ্রায় যে প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটতো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি অনিদ্রার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আনা ঘুমের বড়িও সে ব্যাপারে কোন রকম সাহায্য করতে পারতো না।

মার্কের প্রত্যাশিত ফোন এলো পরের দিন বেলা সওয়া দশটায়।

'শুক্রবার সকালেই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে রেখেছি। পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ও একটা নমুনাও সঙ্গে নিয়ে আসবে। ... আচ্ছা, সেখানে আমার থাকবার কোন দরকার আছে কি?'

'অবশ্যই!' দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করলো শ্যানন। তুমি হলিডে হোমে গিয়ে মিঃ ব্রাউনের রুম নাম্বারের

খোঁজ করবে। আর একটা কথা, তোমাকে যে একটা পুরনো ভ্যান কিনতে বলেছিলাম, কিনেছো?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'তোমার এই ভ্যানের কথা কি লোকটা জানে? ও কি সেটা কখনও চোখে দেখেছে?

উত্তর দেবার আগে কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলো মার্ক। 'না..., এ পর্যন্ত তেমন কোন সুযোগ আসেনি।'

'তাহলে আর এই ভ্যানটা ব্রাসেল্‌স্‌-এ নিয়ে এসো না। বরং একটা গাড়ি ভাড়া নিও। সেই গাড়িতেই ওকে তুলে নেবে। বুঝেছো ?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম।' মার্কের গলার স্বরে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। 'তোমার কাজ-কারবার বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়!'

ব্রেকফাস্টের ফাঁকে ফাঁকে শ্যানন প্রথমে ল্যাম্বার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

'আমার কাগজপত্র সব রেডি আছে তো?'

'গতকালই আমি সব যোগাড় করে রেখেছি। কখন দরকার ?'

'সম্ভব হলে আজ বিকেলেই।' শ্যানন জবাব দিলো।

'কিন্তু আমার বাকি পাঁচশো...?'

'দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। সেটা আমার সঙ্গেই আছে।'

'তাহলে আজ বেলা তিনটেয় আমার হোটেলে চলে আসুন। আমি এখানেই আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

ল্যাম্বার্টের প্রস্তাবটা শ্যানন মনে মনে বিবেচনা করে দেখলো। এমন শয়তান প্রকৃতির লোকের সঙ্গে গোপন কাজ-কারবার চালাতে গেলে সবদিক থেকে সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়। তাই উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো ওর।

'না, তার চেয়ে তুমিই বরং আমার এখানে চলে এসো।' ল্যাম্বার্টকে নিজের হোটেলের ঠিকানা দিলো ও।

ল্যাম্বার্টও রাজী হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ওর কণ্ঠস্বরে উৎসাহের আধিক্য শ্যাননের কান এড়ালো না। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল আছে। বুকের মধ্যে সন্দেহ আর অস্বস্তির মেঘটা কিছুতেই দূর হতে চায় না। তা সত্ত্বেও এতদূর এগিয়ে এসে এখন আর পিছিয়ে যাওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব।

দীর্ঘ ছ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সিমন অবশেষে কর্ণেল ববির দর্শন পেলো। তবে ওর পরিশ্রমটা যে ব্যর্থ হয়নি, সেই সত্যটুকু বুঝে নিতেও বুদ্ধিমান সিমনের এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না। শহরের এক প্রান্তে ভাড়া করা একটা বাঙলো বাড়িতে কর্ণেল ববির বর্তমান নিবাস। সিমন কাটানোউ-এর যে হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো সেখানকার অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজারই ওকে ববির বাসার হদিশ বাতলে দিয়েছিলো।

আকারে প্রকারে ববি বেশ বিশাল, দশাসই। বলিষ্ঠ পেশীবহুল দুটো হাত প্রায় হাঁটুর কাছবরাবর নেমে এসেছে। যদিও দেহে মেদের আধিক্যও নজরে পড়ে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু ওর চোখ দুটো। রক্তিম দুই চোখের তারায় একটা ক্রুদ্ধ বর্বর অভিব্যক্তি। অত্যাচারী, স্বার্থপর কিম্বার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কর্ণেল ববি যে জাঙ্গারোর জনমানসে কতখানি আশার আলো জ্বালিয়ে তুলতে

পারবে সে সম্পর্কে সিমনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিলো না। ওর একমাত্র লক্ষ্য, ববির সাহায্যে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা, সে ব্যাপারে ববি কতখানি নির্ভরযোগ্য সেটা যাচাই করে দেখা। মোটা রকমের ঘুষের বিনিময়ে ববি যে স্ফটিক পাহাড়ের খনিজস্বত্ব বোরম্যাকের কাছে বিক্রি করতে দ্বিধা করবে না, লোকটার দিকে একপলক তাকিয়েই সিমন সেটা আঁচ করে নিয়েছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে যে কোন দুষ্কৃতিই এই কালো দৈত্যটার পক্ষে সম্ভব।

পাঁচশো পাউণ্ড মাইনের কথা শুনে ববির দু চোখে লোভের আগুন চকচক করে উঠলো। এমন ধরনের একটা প্রস্তাব যে তার কাছে আসতে পারে এটা যেন সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। সিমনের চুক্তিপত্রে সই করতেও কোনরকম ওজর-আপত্তি করলো না। অবশ্য সই করবার আগে চুক্তিপত্রটা হাতে নিয়ে আগাগোড়া নজর বোলালো একবার। কিন্তু সেটা শুধু লোকদেখানো ভান মাত্র। আদতে ববি লেখাপড়া প্রায় কিছুই জানে না। ইংরেজি ভাষায় রচিত এই দলিলের একটি বাক্যের অর্থও ওর মগজে গিয়ে ঢোকেনি। অভিজ্ঞ সিমনের কাছেও সেটা অজ্ঞাত রইলো না।

ববির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে পরের দিন ভোরেই সিমন প্যারিসের প্লেন ধরলো।প্যারিস থেকে ফ্লাইট বদলে লণ্ডন।

শ্যানন ওর নতুন হোটেলেই ল্যাম্বার্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আয়োজন করলো। তবে এই সাক্ষাৎকারে বিশেষ সময় লাগেনি। অভীষ্ট খামটা বুঝে পাবার সঙ্গে সঙ্গে ও চুক্তিমতো বাকি টাকাটা নগদে মিটিয়ে দিয়েছে। এর ফলে ল্যাম্বার্টও আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবার সুযোগ পায়নি।

দুর্বলচিত্তের ব্যক্তিরা স্বভাবত অস্থিরমতি হয়। ল্যাম্বার্টও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। গত তিনদিন যাবৎ ও বহুবারই রাউক্সকে ফোন করবার কথা মনে মনে করেছে। এমন কি এই উদ্দেশে রিসিভারটাও হাতে নিয়েছিলো একবার, কিন্তু ওর প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধিই শেষ পর্যন্ত ওকে এ ব্যাপারে নিরস্ত করলো। রাউক্স নিশ্চয় এই এক টুকরো খবরের জন্যে পাঁচশো পাউণ্ড ব্যয় করতে রাজী হবে না। ওর দৌড় বড় জোর একশো কি দেড়শো পর্যন্ত। তাই ল্যাম্বার্ট স্থির করলো শ্যাননের সঙ্গে লেনদেন চুকে যাবার পর ও রাউক্সকে খবরটা জানিয়ে দেবে। এতক্ষণ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই ঠিক ছিলো।

পথে বেরিয়ে ল্যাম্বার্টের মনে হলো এই মুহূর্তে রাউক্সের কাছে ছুটে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ তাহলে শ্যানন সহজেই বুঝতে পারবে খবরটা কোথা থেকে ফাঁস হয়েছে তার চেয়ে আগামীকাল পর্যন্ত সবুর করা ভালো। এর ফলে শ্যাননও আর তাকে সোজাসুজি সন্দেহ করতে পারবে না। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে এই পথটাই নিরাপদ বলে মনে হলো ল্যাম্বার্টের।

কিন্তু ল্যাম্বার্টের চালে এক চুল ভুল থেকে গিয়েছিলো। রাউক্স যখন খবর পেলো ততক্ষনে পাখি উড়ে গেছে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলো রাউক্সর অনুচর। কার্লো শ্যানন নামে কোন ব্যক্তি ওখানে আশ্রয় নেয়নি, তবে শ্যাননের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন এক ব্যক্তি সম্প্রতি ওই হোটেলে এসে উঠেছিলো। তার নাম মিঃ ব্রাইম, এবং আজ সকাল নটার ট্রেনে সেই মিঃ ব্রাউন হোটেলের প্যানা চুকিয়ে লাক্সেমবার্গ রওনা হয়ে গেছে। রিসেপশন ক্লার্কের মাধ্যমেই ব্রাউন ট্রেনের টিকিটের বন্দোবস্ত করেছিলো, সেই কারণেই স্টেশনের নামটা ওদের জানা। আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও হেড বেয়ারাকে হাত করে রাউক্সের এই অনুচর মিঃ ব্রাউন সম্পর্কে আরও অনেক

খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করে আনলো। গতকাল বিকেলে জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক যে ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সে তথ্যও অনুচরটির অগোচর রইলো না। সেই ফরাসী ভদ্রলোকের চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া গেলো তার সঙ্গে ল্যাম্বার্টের চেহারার মিল বড় বেশি প্রকট। রাউক্স উন্মাদ প্রকৃতির হলেও ওকে কোনমতে নির্বোধ বলা চলে না। সমস্ত বিষয়টার কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধে হলো না ওর। ল্যাম্বার্ট যে গতকাল বিকেলেই শ্যাননের সঙ্গে তার হোটেলে দেখা করে এসেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তাহলে শয়তানটা কালই ওকে খবর দেয়নি কেন? তবে তো আজ ওদের এমনভাবে আফসোস করতে হতো না। ল্যাম্বার্টের এই বিশ্বসঘাতকতা রাউক্সের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিলো।

পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবার জন্যে রেমণ্ড থ্যাকার ও অ্যালেন বেকারকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলো রাউক্স। এখানে রাউক্সই প্রধান বক্তা, এবং অবিসংবাদিতভাবে শেষ সিদ্ধান্তের ভার যেন ওরই ওপর ন্যস্ত।

'এবারের মতো আমরা একটা দুর্লভ সুযোগ হারিয়েছি, অ্যালেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের মূল অভিপ্রায়ের কথা শ্যানন কিছুই জানে না। এটা একটা মস্তবড় সৌভাগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আবার প্যারিসে এলে এই হোটেলেই আশ্রয় নেবে। এখন শুধু ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে আমাদের। তুমি ওখানকার কোন বেয়ারার সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করে রাখো যাতে মিঃ ব্রাউনের পুনবাবির্ভাব ঘটলেই সে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যেন ফোনে একটা খবব দেয়।'

'চিন্তার কোন কারণ নেই, বস্,' অ্যালেন ভারিক্কি চালে মাথা ঝাঁকালো, 'প্রয়োজনমতো সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে বাখবো।'

রাউক্স এবার রেমণ্ডের দিকে চোখ তুলে তাকালো। 'তুমি প্রস্তুত থেকো রেমণ্ড। খবর পাওয়া মাত্রই কাজে নেমে পড়বে। শুয়োরের বাচ্চার টুঁটিটা ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি কিছুতেই মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। তবে সবার আগে আর একটা ছোট্ট কাজ সেরে নেওয়া দরকার। শয়তান ল্যাম্বার্ট আমাকে ল্যাজে খেলিয়েছে। ওর জন্যই দামী শিকার আজ আমাদের হাতছাড়া। ওকে এমন কোন কঠিন শিক্ষা দিয়ে দেবে যার ফলে আগামী ছ মাস বাছাধন আর বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে না পারে।'

মিঃ স্টেন যে যথার্থই যোগ্য ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্বের প্রতিশ্রুতি মতো ইতিমধ্যেই তিনি যাবতীয় কতব্য সুসম্পন্ন করে রেখেছেন। এই নতুন কোম্পানির নাম টায়রন হোল্ডিংস। বর্তমানে সরকারী আইন অনুসারে এই জাতীয় কোন নতুন কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কমপক্ষে সাতজন স্টক-হোল্ডার থাকা প্রয়োজন। সে বিষয়েও শ্যাননকে কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা করতে হয়নি। মিটিং শুরুর আগে মিঃ স্টেনই তাঁর অধীনস্থ পাঁচজন কর্মচারীকে নিজের চেম্বারের ডেকে পাঠালেন. সমস্ত কিছুই আগে থেকে বলা কওয়া ছিলো, মোট এই সাতজনকে নিয়ে গঠিত হলো টায়রন হোল্ডিংস-এর কার্যকরী সমিতি। এক হাজার শেয়ারও ইস্যু করা হলো এই সঙ্গে। প্রতিটির মূল্য এক পাউণ্ড। মিঃ স্টেন নিজে ও তাঁর আর পাঁচজন কর্মচারী প্রত্যেকেএকটি করে শেয়ার কিনলেন, বাকি নশো চুরানব্বইটা শ্যাননের ভাগে পড়লো। সর্বসম্মতি ক্রমে কোম্পানির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন মিঃ স্টেন স্বযং। আধঘন্টার মধ্যেই মিটিং শেষ হলো। কোম্পানির আপর পাঁচজন ডিরেক্টর শ্যাননের সঙ্গে করমর্দন করে ঘর ছেড়ে বিদায় নিলেন একে একে। এত সহজে যে কাজ মিটে যাবে শ্যানন নিজেও তা ভাবতে পারেনি।

দুঘন্টা বাদে শ্যানন যখন ব্রুসেলসের প্লেন ধরলো তখনও সূর্যদেব পুরোপুরি বিদায় নেননি, হলিডে হোমে এসে পৌছলো রাত আটটায়।

পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ মার্ক যাকে সঙ্গে নিয়ে শ্যাননের হোটেলে হাজির হলো তার নাম মঁসিয়ে বুচার। তিনি অন্তত সেই নামেই নিজের পরিচয় দিলেন। ভদ্রলোকের চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসি চেপে রাখা দায়। আকারে প্রকারে অবিকল যেন একটা বড় মাপের ফুটবল! তিনি যখন চলাফেরা করেন, মনে হয় যেন একটা ছোটখাটো মেদের পাহাড় রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে।

নিজেক সামলে নিতে দু-চার মুহূর্ত সময় লাগলো শ্যাননের, তারপর মহা সমাদরেই ঘরের মধ্যে আহ্বান জানালো দুজনকে। জানলার ধার ঘেঁষে দুটো ইজিচেয়ার পাতা ছিলো, হাত তুলে সেইদিকেই শ্যানন ওদের ইঙ্গিত করলো। বুচার কিন্তু সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করে খাটের একপ্রান্তে গিয়ে বসলেন। কারণ তিনি বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ। একবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে তার নিজের চেষ্টায় পুনরায় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানো যে সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সে জ্ঞান তার যথেষ্টই ছিলো।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার পর সোজাসুজি কাজের প্রসঙ্গে চলে এলো শ্যানন। মার্ক ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে রইলো সারাক্ষণ।

'মঁসিয়ে বুচার, আমার বন্ধু মার্ক ভ্লমিকের কাছে খবর পেলাম আপনার হেফাজতে বেশ কিছু সেমিজার ৯-এম এম মেশিন পিস্তল আছে। সেগুলো সমস্তই নাকি গত যুদ্ধের সময় তৈরী, এবং সবগুলোই এখনও আনকোরা নতুন অবস্থায় আছে। বর্তমানে আমার এই ধরনেব কিছু মেশিন পিস্তলেব প্রয়োজন। এর জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহের সবরকম দায়দায়িত্ব আমরাই বহন করবো।... আশা করি আমার বক্তব্য আপনি ঠিকমতো বুঝতে পেরেছেন?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন বুচার। অত্যধিক মেদের ফলে দ্রুততালে ঘাড় দোলানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

'হ্যাঁ, আমি হয়তো আপনার চাহিদামতো মালপত্র যোগান দিতে পারি, তবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে। কোনরকম ধার-বাকির কারবার আমরা করি না। আর এক্সপোর্ট লাইসেন্স সংগ্রহের ব্যাপারে যাবতীয় দায়দায়িত্ব আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।'

' সে ব্যাপারে আপনাকে কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না, এবং মাল ডেলিভারির সময় পুরো দামটাও আমি নগদে মিটিয়ে দিতে রাজী আছি, কিন্তু প্রত্যেকটিই সম্পূর্ণ টিপটপ অবস্থায় থাকা চাই। আমার প্রয়োজন মোট একশো পিস।'

'এ বিষয়ে আপনি পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তিরিশ বছর আগে এগুলো ফ্যাক্টরি থেকে যেভাবে প্যাক হয়ে বেরিয়েছিলো এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই আছে। পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে একটা নমুনাও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

পাশে রাখা অ্যাটাচি কেস খুলে বস্তুটি শ্যাননের দিকে এগিয়ে দিলেন বুচার। শ্যানন সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে দেখলো। জিনিসটা যে যথার্থই নতুন বিষয়েও বুচার তাকে ভরসা দিলেন।

নমুনা পরীক্ষার পর স্বাভাবিকভাবেই দরদামের প্রসঙ্গে এসে পড়লো। প্রথমে পঁচাত্তর ডলার দিয়ে শুরু করলো শ্যানন, বুচার কিন্তু একশো পঁচিশের নিচে নামতে রাজী নন। অবশেষে বহুবিধ টানাপোড়েনের পর পুরো একশোয় রফা করা গেলো। ঠিক হলো আগামী বুধবার সন্ধ্যে সাতটায়

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক পরিত্যক্ত নির্জন খামার-বাড়িতে বুচার শ্যাননের জন্যে মাল নিয়ে অপেক্ষা করবেন। শ্যানন যেন দশ হাজার ডলার সঙ্গে নিয়ে আসে। নগদ টাকা আগাম বুঝে না পেলে তিনি যে কিছুতেই মাল হাতছাড়া করবেন না, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিলেন শ্যাননকে।

কথাবার্তা শেষ হবার পর বুচার বিদায় নিলেন। মার্ক অবশ্য নিজের ভাড়া করা গাড়িতে ভদ্রলোককে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি বেশ দৃঢ় ভঙ্গিতেই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা এর সঙ্গে তার নিরাপত্তার প্রশ্নটাও গভীরভাবে জড়িত। মার্ক যদি একবার তার বাসার সন্ধান জানতে পারে, তবে সেই সূত্র ধরে মালগুদোমের গোপন হদিস খুঁজে বার করাও খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। চোরা-কারবারে বিশ্বাসের কোন স্থান নেই, এটাই চিরাচরিত রীতি।

বুচার দরজার বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতে শ্যাননও ওর ছোট সুটকেসটা গোছাতে শুরু করে দিয়েছে। তার মধ্যেই এক ফাঁকে মার্ককে প্রশ্ন করলো, 'ভ্যানের কথাটা কেন যে ওর কাছে গোপন রাখতে বলেছিলাম, তার মানে কিছু বুঝতে পারলে?'

'না,' অকপটে ঘাড় দোলালো মার্ক।

'এই চোরাই মেসিন পিস্তলগুলো বয়ে আনবার সময় পুরনো ভ্যানটাকেই আমরা কাজে লাগবো। সেই কারণে বুচার যাতে গাড়ির নম্বরটা না জানতে পারে, সেদিকে সাবধানে থাকা দরকার। আগামী বুধবারের জন্যে একটা নকল নাম্বার প্লেট রেডি করে রাখো। যদি শয়তানি করে কারুর কাছে আমাদের ভ্যানের কথা ফাঁস করে দেয়, তাহলে নম্বর মিলিয়ে তারা গাড়ির কোন হদিস খুঁজে পাবে না।'

মার্ক ওর ভাড়া-করা গাড়িতেই অস্টেণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিলো শ্যাননকে। ফেরিঘাটের কাছে একটা পানশালায় ঢুকে চার বোতল বীয়ার শেষ করলো দুজনে। তারপর মার্ককে বিদায় দিয়ে শ্যানন সন্ধ্যের স্টিমারে ডোভারের উদ্দেশ্য রওনা হলো।

বোট ট্রেনে ও যখন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে পৌঁছলো তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারো। ট্যাক্সি ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে বারোটার ঘন্টাও বেজে গেলো। পোশাক পালটে শুয়ে পড়বার আগে সিমনের ঠিকানায় এক্সপ্রেস ডেলিভারি চিঠি পাঠালো একখানা। অবশেষে দিনভোর ছুটোছুটির পর কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্ত বিশ্রামের সুযোগ মিললো।

শনিবারের সকালের ডাকে দক্ষিণ স্পেনের মালোগা থেকে সেমলারের একটা চিঠি পেলো শ্যানন। সেমলার লিখেছে, এম. ওয়াই. আলবার্তো নামে আশি টনের একটা ব্রিটিশ জাহাজ বিক্রি আছে। জাহাজটা লম্বায় প্রয় নব্বই ফুট। আলাবার্তোর মালিকও ব্রিটেনের নাগরিক। ইতিমধ্যে সেমলার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাও করে এসেছে। তিনি দাম হেঁকেছেন কুড়ি হাজার পাউণ্ড। চিঠির শেষে নিজের হোটেলেরও ঠিকানা দিয়েছে সেমলার। শ্যানন তেমন প্রয়োজন বুঝলে তার হোটেলে এসেও যোগাযোগ করতে পারে।

সিমনের ফোন এলো বিকেল ছটায়। তার কিছু পরে সিমন নিজেই ওর ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো। শ্যানন অবশ্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইতিপূর্বেই রেডি করে রেখেছিলো, সিমন ফাইলটা হাতে নিয়ে আগাগোড়া খুঁটিয়ে দেখলো একবার।

'আমরা এখন প্রধান প্রধান খরচগুলোর মুখোমুখি হতে চলেছি।' সিমনের পড়া শেষ হলে শ্যানন মুখ খুললো। 'আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমার আরও তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মতো দরকার পড়বে। কমপক্ষে বিশ হাজার পাউণ্ড তো এখনই প্রয়োজন।'

টাকার অঙ্ক শুনে ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেলো সিমনের। শ্যাননেরও সেটা নজর এড়ালো না। ওর মেজাজটাও চড়ে গেলো বেশ একটু। সিমন কিছু বলবার আগে নিজেই আবার বলে উঠলো, 'দেখুন মিঃ হ্যারিস, আমাকে যদি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হয় তবে প্রয়োজন মতো রসদ আপনাকে জুগিয়ে যেতে হবে। সে ব্যাপারে কোনরকম দ্বিধা বা কার্পণ্য করা চলবে না। আমার চুক্তিপত্রেও এর উল্লেখ ছিলো।'

'ঠিক আছে,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সিমন। 'দিন চারেকের মধ্যেই আমি বিশ হাজার পাউণ্ডের বন্দোবস্ত করে দেবো।'

সিমন বিদায় নেবার পর রাস্তায় বেরিয়ে একা একা ডিনার সারলো শ্যানন। ফিরেও এলো খুব তাড়াতাড়ি । আগামীকাল রবিবার, এবং সারাদিন তার হাতে কোন কাজ নেই। এমন একটা পরিপূর্ণ অবসর বিনোদনের দিন ইদানীং ওর কাছে খুবই দুর্লভ বস্তু। রিসিভার তুলে জুলিয়ার ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করলো কেবার। খবর পেলো, শ্রীমতী এখন সুবোধ বালিকার মতো গ্লুসেস্টারশায়ারে তার বাপ মায়ের হেফাজতেই অবস্থান করছে। অবশেষে লিকার ক্যাবিনেট খুলে ব্রাণ্ডিব বোতল আব গ্লাস বাব করে সোফার পাশে টেবিলের ওপর বাখলো। পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে মোহিনী জুলিয়ার কথাও ওর আর মনে রইলো না, তার বদলে জাঙ্গারোর রাজপ্রসাদের ছবিটাই ওর মানসপটে ভেসে উঠলো। অনাগত সেই রক্তঝরা বাতটাই যেন ছায়ার মতো ওর দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রবিবার দুপুরের দিকে জুলিয়া ভাবলো শ্যাননের লণ্ডনের ফ্ল্যাটে একবার ফোন করে জেনে নেবে, ইতিমধ্যে ওর মনের মানুষ ফিবে এসেছে কিনা। বাইরে অঝোর ধাবে বৃষ্টি ঝরছে। খানিকক্ষণ যে ঘোড়ায় চড়ে খোলা মাঠে ছুটে বেড়াবে, তারও কোন উপায় নেই। অথচ এই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়েই ও মনে মনে শ্যাননের কথা চিন্তা করতে ভীষণভাবে ভালবাসে। বুকের মধ্যে যেন একটা নতুন আবেগের জোয়ার আসে । কত নতুন নতুন স্বপ্ন এসে ভিড় করে চোখের পাতায়। তীব্র সুখের অনুভূতিতে ভরে ওঠে হৃদয়-মন। কিন্তু বেয়াদপ এই বৃষ্টিই বাদ সাধলো সে আশায়। বাধ্য হয়েই ওকে এখন ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হচ্ছে।

বিরাট প্রাসাদের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শ্যাননকে ফোন করার কথাটা ওর মনের মধ্যে উদয় হলো। সেই উদ্দেশ্যেই ম্যানসনের স্টাডিরুমের দিকে পা বাড়িয়েছিলো জুলিয়া। মিনিট কয়েক আগে ও বাবাকে আস্তাবলে এক বুড়ো সহিসেব সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। গর্ভধারিণী মা-ও এখন ধারেকাছে নেই। এই ফাঁকে বাবার ফোনটা ব্যবহার করলে কেউ তাকে দেখতে আসবে না। সেই ভেবেই জুলিয়া রিসিভাবের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো, এমন সময় সামনের টেবিলের ওপর সুদৃশ্য ফাইলটার দিকে ওর নজর পড়লো। রিসিভারের বদলে ও এখন ফাইলটাই টেনে নিলো অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে । কিন্তু কভারটা ওলটাতেই ওর শরীরের মধ্য দিয়ে একটা দুরন্ত বিদ্যুতেব তবঙ্গ বয়ে গেলো। সমস্ত পৃথিবীটাও যেন দুলে উঠলো ভীষণভাবে। প্রথম পাতার ওপরের দিকে পরিষ্কাব অক্ষরে কার্লো শ্যাননের নাম লেখা। এই অভাবিত ঘটনায় জুলিয়া এত

বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো যে ওর দু চোখের দৃষ্টিও যেন ঝাপসা হয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। রিপোর্টের মধ্যে ঠিক কি লেখা আছে সেটুকু পড়ে দেখাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো ওর পক্ষে। শুধু কতকগুলো সারিবদ্ধ সংখ্যাই অস্পষ্টভাবে নাচানাচি শুরু করে দিলো চোখের সামনে। প্রথম দু-চার মুহূর্ত জুলিয়া কি করবে কিছু ভেবে পেলো না ! শ্যানন যে ওর বাবার সম্পর্কে ওকে নানান প্রশ্ন করতো, সে কথাটাও মনে পড়ে গেলো চকিতে। তাহলে নিশ্চয়ই কোথাও কোন গভীব ব্যাপার আছে। সেই কারণেই শ্যাননের কৌতূহল এত উগ্র। জুলিয়া নিজেকে এখন শ্যাননেব একজন নারী এজেন্ট হিসেবেই মনে মনে কল্পনা করে নিলো। কিন্তু সবচেয়ে আক্ষেপেব বিষয় হচ্ছে, বাপ-মেয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই নিবিড় ও মধুর হোক না কেন, স্যার জেমসের ব্যবসা সংক্রান্ত সামান্য কোন খোঁজখবরও ওর জানা নেই । বরং এই নীরস ক্লান্তিকর প্রসঙ্গটা ও সর্বদা সযত্নে এড়িয়ে চলতো। এইভাবেই চলে আসছিলো এতদিন।

বাইরের বারান্দায় জুতোর আওয়াজ হতেই জুলিয়া রীতিমতো সচেতন হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি ফাইল বন্ধ করে ফোন স্ট্যাণ্ড থেকে রিসিভারটা তুলে নিলো হাত বাড়িয়ে! ইতিমধ্যে স্যার জেমসও খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'আরে! তুই আবাব কখন এসে এ ঘবে হানা দিলি।' সস্নেহে মেয়েকে প্রশ্ন করলেন ম্যানসন।

'আমার বন্ধু কিটিকে একটা ফোন কবছিলাম, ড্যাডি ।'

'কিন্তু তোব জন্যে তো আমি একটা আলাদা ফোন আনিয়ে দিয়েছি।'

'তা দিয়েছো ঠিকই, তাই বলে কি তোমাব ফোনটা একবারের জন্যেও ছুঁতে পাববো না।' জুলিয়ার কণ্ঠে মৃদু অভিমানেব সুব ধ্বনিত হলো। 'ঠিক আছে আমি আমাব ঘরে গিয়েই ফোন করছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো জুলিয়া । স্যাব জেমস হাসিমাখা চোখ তুলে অভিমানী মেয়েব চলে যাওয়া পথের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তাঁর এই মেয়েটা শিশুব মতো সবল। বয়সে যুবতী হলেও মনের দিক থেকে এখনও সেই কিশোরীই রয়ে গেছে।

দরজার বাইরে বেরিয়ে এতক্ষণ জুলিয়া যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। স্পাইসম্রাজ্ঞী মাতাহারিও সম্ভবত এর চেয়ে এমন কিছু ভালো অভিনয় করতে পারতো না। জুলিয়াব অন্তত সেই রকমই ধারণা ।

চোদ্দ

স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ ভিনদেশী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে বিশেষ কোন ঝুটঝামেলা পছন্দ করেন না। সঙ্গে কোন যৌন পত্র-পত্রিকা, কড়া ধাঁচের মাদক দ্রব্য বা সোভিয়েত পুস্তক-পুস্তিকা না থাকলেই হলো। আর কিছু তারা খুঁটিয়ে দেখেন না। মালাগা বিমানবন্দরের কাস্টম- অফিসাররাও শ্যাননকে সহজাত উপেক্ষার দৃষ্টিতেই নিরীক্ষণ করলেন, যদিও ওব কোটের ভেতরের পকেটে আইন-বহির্ভূত বাড়তি হাজার পাউণ্ড লুকোনো ছিলো, এবং সমস্তটাই কুড়ি পাউণ্ডেব নোটে।

বিমানবন্দরের বাইরেই শ্যাননের জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো সেমলার। পুরো তিনটে হপ্তা ভূমধ্যসাগরের বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়িয়েও ওর চোখে মুখে ক্লান্তিব কোন ছাপ পড়েনি।

ট্যাক্সি ধরে মালাগা শহরে যাবার পথেই সেমলারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হলো শ্যাননের। নেপলস্, মার্সেই, বার্সেলিন, জিব্রাল্টার ইত্যাদি আশেপাশের কোন বন্দরই সেমলার বাদ রাখেনি, কিন্তু চাহিদামাফিক ছোট একটা জাহাজের সন্ধান পায়নি। অবশেষে এই মালাগাতে এসে আলবার্তোর দর্শন মিলেছে। ওদের কাজ হাসিলের পক্ষে জাহাজটা খুবই উপযুক্ত হবে বলেই ওর বিশ্বাস।

কিন্তু চাক্ষুষ দর্শনের পর শ্যাননকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হলো। ওদের দলের সঙ্গে যে আরও জনা দশ-বারো লোক থাকবে সে কথা সেমলারকে জানানো হয়নি। সেই কারণেই সেমলার এমন একটা ভুল করে ফেলেছে। পেছন দিকে খোলের মধ্যে শোবার জায়গা খুবই কম। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রমোদতরী হিসেবেই সরকারী খাতায় এর নাম লেখা আছে। রপ্তানি বিভাগের কর্তৃপক্ষ এমন একটা জাহাজকে কিছুতেই অস্ত্র বহনের উপযোগী বলে সার্টিফিকেট দিতে রাজী হবেন না। হোটেলে ফিরে সিলিঙ্কারকে ফোন করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে নিলো সে বিষয়ে।

'না, ব্যক্তিগত প্রমোদতরীর পক্ষে সরকারী ছাড়পত্র যোগাড় করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। আমার তরফ থেকে এ সম্পর্কে কোন পূর্ব- প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়।'

'কতদিনের মধ্যে জাহাজের নামটা আপনাদেব জানিয়ে দিতে হবে?'

'যত শীগগিব সম্ভব।' জবাব দিলেন শিলিঙ্কার। 'আপনাব চাহিদামতো সমস্ত মালপত্র ইতিমধ্যে আমরা রেডি করে রাখছি। এব জন্য প্রযোজনীয় কাগজপত্রও তৈবি করতে হবে। বিলেব বাকি টাকাটা বুঝে পেলেই আমবা মাল পাঠাবাব ব্যবস্থা কববো। . ধরুন, যদি আগামী পাঁচ দিনেব মধ্যে চেকটা আমাদের হাতে এসে পৌছয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবকাবেব কাছে অস্ত্র কেনবাব অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাবো। রপ্তানি লাইসেন্সেব জন্যে জাহাজের নামটাও তখন দবকাব পড়বে। তার জন্যে বড়জোব আবও দিন পনেবো সময় পাওযা যাবে।'

সেমলাবকেও অবিলম্বে ফলাফলটা জানিয়ে দিলো শ্যানন।

'দুঃখিত, কার্ট। তোমাব প্রচেষ্টায় আন্তবিকতার অভাব ঘটেনি, কিন্তু আলবার্তো আমাদেব প্রয়োজনেব তুলনায় নিতান্তই অপরিসব। তাব ওপব কিঞ্চিৎ আইনগত বাধাবিপত্তিবও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তোমায় আবার নতুন কবে চেষ্টা শুরু কবতে হবে। . আর হ্যাঁ, বারো দিনেব মধ্যেই জাহাজের নামটা আমার জানা চাই। কাবণ আগামী কুড়ি দিনের মধ্যেই এই নামটা হামবুর্গের অস্ত্র ব্যবসয়ীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

অন্ধকার বিমানবন্দরের উন্মুক্ত চত্ববের সামনেই তখনকাব মতো ছাড়াছাড়ি হলো দুজনের। শ্যানন সোজা লণ্ডনের ফ্লাইট ধরবে, আব সেমলাবেব গন্তব্যস্থল মাদ্রিদ। গভীর রাতে নিজের ফ্ল্যাটে পৌছে শ্যানন প্রথমে আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে ব্রুসেলসের একখানা টিকিট বুক করে রাখলো। তাবপর সরাসরি যোগাযোগ কবলো ভলমিকের সঙ্গে।

'কাল বিকেলে তুমি এয়ারপোর্টে ভ্যান নিয়ে রেডি থাকবে। স্থানীয় ব্যাঙ্কে একটা কাজ সেরে নেবার পর আমরা বুচারের অভিসারে রওনা হবো। তার জন্য নিজেকেও সর্বতোভাবে প্রস্তুত রেখো।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে শ্যানন যখন নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিলো তখন নির্ধারিত একশো দিনের মধ্যে থেকে ^ইশটা দিন অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

মিঃ হ্যারল্ড রবার্টস একজন প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। নিজেকে তিনি প্রথম থেকে সেই ভাবেই গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স বাষট্টি। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন প্রায় দু বছর আগে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার, আর মা সুইস । খুব ছেলেবেলায় এক জীপ দুর্ঘটনায় বাবার আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তার মা তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে আসেন। সেই সূত্রে মিঃ রবার্টস উভয় দেশেরই নাগরিক হিসারে সরকারী ভাবে স্বীকৃত। নিতান্ত অল্প বয়সে জুরিখ ব্যাঙ্কের হেড অফিসে সামান্য একজন কর্মচারী হিসেবে তিনি প্রথমে চাকরিতে যোগ দেন, এবং শুধুমাত্র নিজের কর্মদক্ষতার জোরেই উন্নতির সোপানগুলো একে একে পেরিয়ে আসতে শুরু করেন। কুড়ি বছর বাদে তাঁকে লণ্ডন শাখায় সহকারী ম্যানেজার হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেটা ঠিক যুদ্ধের পরের ঘটনা। এবং তাঁর চাকরি-জীবনের শেষ কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ সেকশনের ম্যানেজারের পদও লাভ করেন। ষাট বছর বয়সে যখন তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন, তখন তিনি নিজেই সমগ্র লণ্ডন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার।

চাকরি থেকে অবসর নিয়েও মিঃ রবার্টস কিন্তু কাজ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারেননি। এখনও তিনি প্রাক্তন কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে থাকেন। তাছাড়া অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকেও বিস্তর ডাক আসে। ভদ্রলোকেব সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই তাঁর এত চাহিদার একমাত্র কারণ। এই বুধবারও তিনি এমন একটা ব্যাপারেই বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। জুইংলি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের একখানা চিঠি পকেটে নিয়ে বোরম্যাকের বর্তমান সেক্রেটারিব সঙ্গে স্বয়ং দেখা করলেন মিঃ রবার্টস। চিঠিতে মিঃ রবার্টসকে জুইংলি ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এর পরেও কোম্পানির সেক্রেটারির সঙ্গে মিঃ ববার্টসের আরও দুবার দেখাসাক্ষাৎ হলো। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সময় বোরম্যাকের বর্তমান চেয়াবম্যান মেজর লিটনও সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যেই বোরম্যাকের সেক্রেটারির ঘরে কোম্পানির বিশেষ এক অধিবেশন বসলো। কোম্পানির সলিসিটর এবং মেজর লিটন ছাড়া আরও একজন ডিরেক্টরও হাজির ছিলেন সেই জরুরী মিটিংয়ে। যদিও দুজন ডিরেক্টরের উপস্থিতিই মিটিংয়ের কোরামের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু তিনজন থাকলে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা যায়। মিটিংয়ে বোরম্যাকের সেক্রেটারি যে নথিপত্র দাখিল করলেন তাতে দেখা গেলো চাবজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কোম্পানির তিরিশ শতাংশ শেয়ার কি-ে নিয়েছেন। এই চারজনই জুংইলি ব্যাঙ্কের মক্কেল, এবং এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই শেযারগুলো কেনা হয়েছে। এই মক্কেলদের স্বার্থরক্ষার সর্ববিধ দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে ব্যাঙ্কের ওপব। সেই উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ মিঃ রবার্টসকে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন।

মিটিংয়ে যা নির্বাচিত হলো তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ। সভ্যদেব বক্তব্য, যদি কোন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বোরম্যাককে রক্ত দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় তবে তাতে ক্ষতি কি। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের বাজার দরও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। এবং প্রত্যেক ডিরেক্টরই বেশ কিছুসংখ্যক শেয়ারের মালিক। তাই এ ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতেও তাঁদের বিশেষ দেরি হলো না। মিটিংয়ে জুইংলি ব্যাঙ্কের এই সাধু প্রস্তাবকে সকলেই একবাক্যে স্বাগত জানালো, এবং মিঃ রবার্টসকে একজন মনোনীত ডিরেক্টর হিসাবে গ্রহণ করা হলো। এর ফলে পাঁচজনের বদলে এখন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ছয়, কিন্তু দুজনে মিলে কোরামের যে

নীতি এতদিন প্রচলিত ছিলো, তার কোন রদবদল ঘটলো না। প্রকৃতপক্ষে সেদিকে যেন লক্ষ্যই ছিলো না কারুর।

বুচারের সঙ্গে গোপন আদান-প্রদানের ব্যাপারটাও আশাতীত নির্বিঘ্নে মিটে গেলো। পূর্ব-নির্ধারিত পরিত্যক্ত সেই খামারবাড়িতেই বুধবার সন্ধ্যায় দেখা হলো দুজনের। শ্যানন অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের বেশ খানিকটা আগে এসেই হাজির হয়েছিলো, বুচার এলো আধঘন্টা বাদে। ও সঙ্গে করে একজন ড্রাইভারও নিয়ে এসেছিলো। পুরো পাওনাটা বুঝে পাবার পর মাল খালাসের অনুমতি দিলো বুচার। বুচারের ড্রাইভার ও মার্ক ভলমিক দুজনে মিলে ধরাধরি করে বাক্স বোঝাই সেমিজারগুলো অপেক্ষমান জীপ থেকে ওদের পুরানো ভ্যানে এনে তুললো। আসার পথে পাইকারি বাজার থেকে বস্তা পাঁচ-ছয় আলুও শ্যানন কিনে নিয়েছিলো। বস্তার মুখ খুলে আলুগুলো ঢেলে দেওয়া হলো ভ্যানের খোলের ভিতর। সেমিজার বোঝাই বাক্সগুলো এখন চাপা পড়ে গেলো এই আলুর পাহাড়ের নিচে। এখন সাধারণভাবে এটা একটা আলুর গাড়ি বলেই মনে হয়।

সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যেতে ঘন্টাখানেক মাত্র সময় লাগলো। ভলমিকের ভ্যান যখন অস্টেণ্ডে এসে পৌঁছলো তখন রাত সাড়ে দশটা। শ্যাননের নির্দেশমতো ইতিমধ্যেই মার্ক একটা খালি গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে রেখেছিলো। আলু বোঝাই ভ্যানটা তার মধ্যেই চাবিবন্ধ করে রেখে দেওয়া হলো। হাতের কাজ শেষ করবার পর অ্যানাকে সঙ্গে নিয়ে জমকালো একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলো দুজনে। অ্যানার সঙ্গে আগেই শ্যাননের পরিচয় ছিলো। প্রায় সারাটা রাত ধরেই খানাপিনা চললো তিনজনের। ভোরের একটু আগে ওদের মজলিস ভাঙলো।

পরের দিন বেশ একটু বেলার দিকেই মার্ক এসে শ্যাননের হোটেলে হানা দিলো। তখন সবে মাত্র ঘুম ভেঙেছে ওর। সকালের ব্রেকফাস্টটাও সারা হয়ে ওঠেনি। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই শ্যানন কাজের প্রসঙ্গ শুরু করলো। প্রায় আধঘন্টা ধরে কথাবার্তা হলো দুজনের। কিভাবে এই সেমিজার আর কার্তুজগুলো দেশের বাইরে পাচার করতে হবে সমস্তই নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে বললো মার্ককে। পরিকল্পনাটা যথাযথভাবে মগজে প্রবেশের পর মার্কের চোখে-মুখে চকচকে হাসি ফুটে উঠলো।

'হুঁ... দোস্ত, এ ব্যাপারে আমার কোন অসুবিধে হবে না। শুধু কবে চাই, বলে দাও।'

'পনেরোই মে-র মধ্যে সব রেডি করে ফেলতে হবে। আমি না হয় ল্যাঙ্গেটিকেও তোমার সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দেবো।'

মার্কই ওকে ট্যাক্সি করে ফেরিঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিলো। এখন আর পুরনো ভ্যানটা ব্যবহার করা যাবে না। অস্টেণ্ড থেকে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্যারিসে পাড়ি দেবার সময়েই সেটা শেষবারের মতো দরকার পড়বে।

সন্ধ্যের কিছু আগেই লণ্ডনে পৌঁছলো শ্যানন। বাকি সন্ধ্যেটা সিমনের রিপোর্ট তৈরী করতেই কেটে গেলো। এ যাবৎ মোট যত অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছে এবং তার যা দাম, সমস্তই বিস্তারিতভাবে লিখে ফেললো রিপোর্টের মধ্যে। তবে কে বা কারা এই বেআইনী অস্ত্রের বিক্রেতা, আর কোথায় এই মালগুলো গুদামজাত করে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কোথাও কোনও উল্লেখ নেই। রিপোর্টটা ডাকে পাঠাবার পর শ্যানন পোশাক পালটে ডিনারের জন্যে প্রস্তুত হলো।

সকালের ডাকে ল্যাঙ্গোর্টির কাছ থেকে পুরু একটা খাম এলো শ্যাননের নামে। খামের মধ্যে তিনটে ইউরোপীয়ান ফার্মের ক্যাটলগ ভরা। স্পীডবোটে বা এই জাতীয় হালকা ধরনের জলযান নির্মাণের ক্ষেত্রে এরা প্রত্যেকেই বহুদিনের অভিজ্ঞ।

প্রত্যেকটি ক্যাটলগই শ্যানন আগাগোড়া মন দিয়ে খুঁটিয়ে পড়লো। তিনটে ফার্মের মধ্যে একটা ব্রিটিশ, একটা ফ্রেঞ্চ ও একটা ইটালিয়ান। সবদিক বিচার-বিবেচনার পর ইটালিয়ান ফার্মটাই ওর কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী মনে হলো। চাহিদামাফিক প্রতিটি জিনিসপত্রই এদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে, তাছাড়া ডেলিভারির ব্যাপারেও এখানে বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। শুধু মাত্র দামের ব্যাপারেও যা একটু সমস্যা। ওর বাজেট ছাড়িয়েও আরও হাজার চার সাড়ে-চার ডলার বেশি লেগে যাচ্ছে। তবে তার জন্যেও উদ্বেগের বিশেষ কোন কারণ ঘটলো না। একদিকের পাল্লা একটু ভারি হয়ে পড়লেও অন্যদিকের খরচ কমিয়ে তার সামাল দেওয়া যাবে। ল্যাঙ্গোর্টিকেও লিখে জানালো সেইমতো। ঠিক কোন্ জিনিসগুলো ওকে সংগ্রহ করতে হবে তারও একটা তালিকা পাঠিয়ে দিলো সঙ্গে। সবকিছু পনেরোই মে-র মধ্যে বন্দরের কাছাকাছি কোন গুদামে একবারে রেডি অবস্থায় থাকা চাই। সুবিধেমতো যে কোন সময় জাহাজে বোঝাই করতে হতে পারে। এবং ওইদিন সকালে মার্ক যেন পুরনো ভ্যানটা নিয়ে শ্যাননের সঙ্গে দেখা করে।

একই সঙ্গে নিজের ব্যাঙ্কেও একটা চিঠি পাঠালো শ্যানন। নির্দেশ দিলো ওর অ্যাকাউন্ট থেকে আড়াই হাজার পাউণ্ড তুলে নিয়ে যেন ফ্রাঁয়ের হিসেবে ল্যাঙ্গোর্টির অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়। দুটো চিঠিই পাঠালো এক্সপ্রেস ডেলিভারি রেটে।

ডিনার সেরে শ্যানন সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই ফিরে এলো। আলো নিভিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। তবে দু চোখে ঘুমের লেশমাত্র চিহ্নও উঁকি দিলো না। রাজ্যের যাবতীয় চিন্তা এখন একসঙ্গে এসে ভিড় করেছে মগজের মধ্যে। এই বিরাট কর্মপ্রবাহের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। কোথাও এক চুল ভুলচুক হলেই বিপদ। অবশ্য এর মধ্যে সেমিজারগুলো পাচারের ব্যাপারটাই যা বেআইনি, বাকি সমস্ত কিছুই আইন মাফিক সম্পন্ন করা যাবে।

এখন আসল সমস্যা হচ্ছে, প্রয়োজন অনুযায়ী একটি জাহাজ। সেমলার যদি সময়মতো এর বন্দোবস্ত না করতে পারে তাহলে মস্ত প্ল্যান প্রোগ্রামই বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। অথচ ইতিমধ্যে একটা মাস কেটে গেলো।...

মানসিক চিন্তা-ভাবনার মাঝখানেই ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো ফোনটা। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা কানে তুলতেই জুলিয়ার মোলায়েম কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'হ্যাল্লো...'

'কে, জুলিয়া? আমি শ্যানন বলছি।'

'ওঃ ..., এতদিন কোথায় ডুব দিয়েছিলে, ক্যাট?' জুলিয়ার কণ্ঠে ক্ষুব্ধ অভিযোগের সুর।

'জরুরী কাজে আমাকে লণ্ডনের বাইরে যেতে হয়েছিলো।' সংযত কণ্ঠে জবাব দিলো শ্যানন। অপর প্রান্তে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা।

'এই উইক এণ্ডে তোমার কি কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?'

'না, কেন...?' শ্যানন উত্তর দেবার আগে একটু ভেবে নিলো। প্রকৃতপক্ষে সেমলারের কাছ

থেকে নতুন কোন সাড়াশব্দ না পাওয়া পর্যন্ত ওর আর বিশেষ কিছু করণীয় নেই। সে-কদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। এমন কি এই মুহূর্তে সেমলার যে কোথায় বিচরণ করছে, তাও ওর অজানা।

'তাহলে তো খুবই ভালো!' খুশীতে উপচে উঠলো জুলিয়া। 'এই উইকএণ্ডটা আমরা দুজনে একসঙ্গে কাটাবো। কেউ কারুর কাছছাড়া হবো না!'

'তার চেয়ে এখনই চলে এসো না!' রহস্যময় কণ্ঠে আহ্বান জানালো শ্যানন! 'উইক-এণ্ডের জন্যে অপেক্ষার দরকার কি!'

এক হপ্তা আগে জুলিয়া ওর গোপন গোয়েন্দাগিরির খবরটা শ্যাননের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে মনে মনে ছটফটিয়ে মরছিলো, কিন্তু মনের মানুষকে সামনাসামনি পাবার পর সে আর কিছুই স্মরণে রইলো না। দুঃসহ সুখের জোয়ারে ওর সব চিন্তা-ভাবনা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। হুঁশ ফিরলো প্রায় মাঝরাতে। শ্যানন তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

'এই ...শুনছো, ইতিমধ্যে দারুণ একটা কাণ্ড ঘটে গেছে!' শ্যাননের কাঁধ ধরে জোরে জোরে বার দুয়েক ঠেলা দিলো জুলিয়া।

শ্যানন তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে কি বিড়বিড় করলো ঠিক বোঝা গেলো না।

'আমি তোমার নাম দেখলাম। .. কোথায় জানো?'

আবার সেই অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর। এবার তার মধ্যে বিরক্তির সুরও কিছু মিশে আছে।

'আমার ড্যাডির ডেস্কে একটা ফাইলে।'

জুলিয়ার যদি শ্যাননকে চমকে দেবার কোন অভিপ্রায় থাকতো তবে ওর উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ শ্যানন যেভাবে হঠাৎ জেগে উঠে জুলিয়ার দুটো কাঁধ শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলো, তাতে জুলিয়াই বরং ভয় পেয়ে গেলো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। গলার স্বরেও তন্দ্রার জড়তা নেই।

'কোন ফাইলে?'

'বাবার ডেস্কের ওপর একটা ফাইলে।' ভীরু কাঁপা কাঁপা সুরে জবাব দিলো জুলিয়া। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতেই চেয়েছিলাম।'

পরিস্থিতিটা এক মুহূর্ত চিন্তা করলো শ্যানন। জুলিয়া যে অজান্তে নিজেকে অনেকখানি জড়িয়ে ফেলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখন ওর মুখ বন্ধ করতে গেলে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

' শোনো, একটা কথা তোমাকে আগে বলা হয়নি। কিছুদিন হলো আফ্রিকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্যে তোমার বাবা আমায় নিয়োগ করেছেন। এখন তিনি যদি জানতে পারেন, তোমার সঙ্গে আমার গোপন পরিচয় আছে— তাহলে হয়তো সেই অপরাধেই আমাকে এই সুখের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হবে। সেটা যে বর্তমানে আমার পক্ষে কতখানি দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে ...'

'না ... না, মরে গেলেও আমি বাপির কাছে তোমার নাম প্রকাশ করবো না।' দু হাত দিয়ে শ্যাননের গলাটা জড়িয়ে ধরলো জুলিয়া।

'ফাইলে আর কি লেখা ছিলো?'

উত্তর দিতে জুলিয়ার কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগলো। 'প্ল্যাটিন্যাম। ... আর কভারের ওপর রূপকথা ধাঁচের সুন্দর একটা নাম দেখেছিলাম। হ্যাঁ ... হ্যাঁ, মনে পড়েছে — স্ফটিক পাহাড়।'

জুলিয়া এক সময় অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। শ্যাননের চোখে আর ঘুম এলো না। নতুন শোনা শব্দদুটোই এখন ওর মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে। প্ল্যাটিনাম আর স্ফটিক পাহাড়। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও একসময় ওর পুরু ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। স্বগতোক্তির সুরে আপন মনে বিড়বিড় করলো শ্যানন, 'কিন্তু ধূর্ত শেয়াল, তুমি যত সস্তায় কিস্তিমাতের দেখেছো, কাজটা কিন্তু আসলে তত সহজ হবে না!'

শনিবার সন্ধ্যেটা ল্যাম্বার্টের নেহাত মন্দ কাটেনি। পকেটে এখনও শ্যাননের দেওয়া টাকা গজগজ করছে। সেই কারণে স্ফূর্তির মেজাজটাও চড়ে গিয়েছিলো বেশ খানিকটা। গভীর রাতে ফেরার পথে পা দুটোও ঠিকমতো তাল রাখতে পারছিলো না। বড় রাস্তা থেকে ল্যাম্বার্টের ফ্ল্যাটের দূরত্ব খুব বেশি নয়, মিনিট দু-তিনের পথ, রাস্তাটা স্বভাবতই নির্জন, তার ওপর রাত দুপুরে কাছেপিঠে লোকজনও কেউ ছিলো না। আলো- আঁধারের মধ্যে দিয়ে একা একা টলতে টলতে এগিয়ে যচ্ছিলো ল্যাম্বার্ট।

মাথার পেছন দিকে ভাবি একটা আঘাত পাবাব পর ও দ্বিতীয়জনেব উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ হলো। অনাহূত আগন্তুকের এই অভব্য ব্যবহারে ও প্রতিবাদও জানাতে গেলো তীব্রকণ্ঠে. কিন্তু তার আগেই ডান দিকেব বগের ওপর আবাহু প্রচণ্ড এক ঘুষির বিস্ফোরণ অনুভব করলো। কাটা কলাগাছেব মতোই কঠিন পথের বুকে অসহায়ভাবে লুটিযে পড়লো ল্যাম্বার্টের স্থূল দেহটা। অভব্য আগন্তুক যখন প্যান্টেব ভেতবের পকেট থেকে দু ফুট লম্বা একটা মোটা লোহার রড বার করে, তাই দিযে ল্যাম্বার্টের বাঁ পাযেব মালাইচাকিব ওপব প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানলো, সে মুহূর্তেও ওব বোধশক্তি সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু কখন যে দ্বিতীয় হাঁটুটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গেলো সে সম্পর্কে ওর আর কোন হুঁশ নেই।

কুড়ি মিনিট বাদে রেমণ্ডের সাড়া পেলো রাউক্স।

'যথার্থই সুসংবাদ, সন্দেহ নেই!' রিসিভার ধবে রাউক্স খুশীতে গদগদ হয়ে উঠলো। 'এখন শোনো, তোমার জন্যেও একটা দামী খবর আছে। শ্যানন আগেরবার যে হোটেলে এসে উঠেছিলো, সেখানেই আবার একটা চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, পনেরো তা[illegible]খ ও লণ্ডনে এসে পৌঁছচ্ছে। ওর নামে একখানা ঘর যেন বুক কে রাখা হয। চিঠিতে অবশ্য ও নিজেকে কীথ ব্রাউন হিসেবেই জাহির করেছে।...'

'কবে আসবে লিখেছে? পনেরোই?'

'হ্যাঁ, এবং তারপর থেকে তুমিও ওকে সাবাক্ষণ শ্যাডো করবে। প্রথম সুযোগেই কাজটা আমাদের হাসিল করা চাই। মনে রেখো, শুধু এর জনাই আলাদা করে পাঁচ হাজার ডলার বরাদ্দ রাখা আছে !'

ডলারের অঙ্কটা যেন টনিকের কাজ করলো। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখলো রেমণ্ড। দুদিন বাদে পুরোটাই যে ওর পকেটে চলে আসবে। এতে আর কোন সন্দেহ নেই। কারণ কাজটা খুবই সহজ এবং সরল। এমনকি এখনও পর্যন্ত শ্যানন নিজের বিপদ সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র অবহিত নয়। এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে। যে কোন আনাড়ির পক্ষেও কাজটা সুসম্পন্ন করা সম্ভব।

রবিবার সকালে টেলিফোনের আর্তনাদে শ্যাননের ঘুম ভাঙলো। রিসিভার ধরে বুঝতে পারলো অপর প্রান্তে বহু-প্রত্যাশিত কার্ট সেমলার এখন ওর জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বিছানার মাঝবরাবর মাথার বালিশটা বুকে জড়িয়ে জুলিয়া তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। ঘুমন্ত জুলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে এই মুহূর্তে ওকে এক অর্ধ-প্রস্ফুটিত কিশোরী বলেই মনে হয়। শ্যানন জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম থেকে ডেকে তুললো ওকে, তারপর দু পেয়ালা গরম কফি করে আনার জন্যে ধরে- বেঁধে কিচেনে পাঠিয়ে দিলো। জুলিয়া ঘব ছেড়ে বিদায় নেবার পর তবেই সহজভাবে কথা শুরু করলো সেমলারের সঙ্গে।

'হ্যাল্লো কাট, তুমি এখন কোথা থেকে ফোন করছো?'

'জেনোয়া।'

'নতুন কোন খবর আছে নাকি? আমি তোমার খবরের প্রত্যাশায় এত বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছি...'

'আছে, ... আর এবারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তুমি যেমনটি চেয়েছিলে হুবহু সেইরকম। তবে আরও দু-একজন মক্কেল এব খোঁজখবর করছে। সেই জন্যে আমাদের অতিমাত্রায় তৎপর হতে হবে। তুমি কি আজকালের মধ্যে এখানে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে? তাহলে যত শীগগির সম্ভব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা যায়।'

শ্যানন এক মুহূর্ত চিন্তা করলো।

'আগামীকাল দুপুবে আমি তোমাব ওখানে পৌছবো। তুমি এখন কোন্ হোটেলে উঠেছো?' সেমলাব হোটেলের নাম বললো।

'সুবিধেমতো আমার জন্যেও একটা ঘব বুক করে রেখো।'

শ্যানন রিসিভাব নামিযে রাখাব প্রায সঙ্গে সঙ্গেই ধূমাযিত কফিব পেয়ালা হাতে জুলিযা পর্দা ঠেলে ঘবে ঢুকলো। ওব চোখে-মুখে বহস্যময হাসি।

'সাত-সকালে এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে প্রেমালাপ চলছিলো?'

'অমার এক বন্ধু।' শ্যাননেব কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত।

'কি রকম বন্ধু ?' জুলিযা জেদী, নাছোড়বান্দা।

'কর্মসূত্রে আমাদের যোগাযোগ।'

'হুঁ, ... [illegible] অভিপ্রায়টা কি?'

'আমাকে একবার বন্ধুব সঙ্গে দেখা কবতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আগামী কাল সকালের প্লেনেই ইতালি রওনা হবো।'

'কতদিন সময লাগবে ফিবতে?'

'সঠিক বলতে পাবি না। পনেরো দিন লাগতে পারে, কিংবা তার কিছু বেশি।'

অভিমান ভরে ঠোঁট ওলটালো জুলিযা। 'এ কদিন আমি কি কববো?'

শ্যানন ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে উঠলো। 'অত চিন্তা কিসের! নিশ্চয় মনের মতো আর কাউকে খুঁজে পাবে। কত অসংখ্য সুপুরুষ এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে !...'

'তুমি একজন শঠ ... প্রবঞ্চক।' জুলিযার চোখ ফেটে টসটসে জল গড়িয়ে পড়লো। 'তাই এত সহজে এমন কথা বলতে পারলে। যুবতী মেয়ের বুক ভাঙতে তোমাদের জুড়ি নেই!'

পনেরো

সেমলাবেব এবাবেব নির্বাচন যে ব্যর্থ হয়নি প্রথম দর্শনেই শ্যানন সেটা আঁচ কবতে পাবলো। এযাবপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরে ওবা যখন বন্দবে এসে পৌঁছলো তখন ভবা বিকেল। অদূবে সুনীল সমুদ্রেব বুকে নোঙব ফেলে দাঁড়িয়েছিলো তস্কানা। জাহাজটা আযতনে খুব ছোটও নয, আবাব বিশেষ বড়ও নয— মাঝাবি সাইজেব। বহুদিন লোনা জলেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে কবতে বঙটাও চটে গেছে এখানে ওখানে। এ ধবনেব কত অসংখ্য জাহাজ যে আশপাশেব বিভিন্ন বন্দব ছুঁযে প্রত্যহ সমুদ্রেব ওপব ভেসে বেড়াচ্ছে তাব কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সাধাবণভাবে এবা কারুব সন্দেহ উদ্রেক কবে না। এদেব গতিবিধি সম্পর্কেও সকলে সবিশেষ অবহিত।

তস্কানাব প্রধান মেট কার্ল ওযাল্ডেনেব সঙ্গেও সেমলাব শ্যাননেব পবিচয কবিয়ে দিলো। লোকটা জাতিতে জার্মান, তবে ইংবাজিটাও বেশ খানিকটা বলতে কইতে পাবে। শ্যাননেব উদ্দেশ্যেব কথাটাও সেমলাব ওব কাছে গোপন বাখলো। প্রধান মেটই দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সাবা জাহাজটা ঘুবিয়ে দেখালো। সবকিছু দেখেশুনে মনে মনে বীতিমতো উৎফুল্ল হলো শ্যানন। ঠিক এমন একটা জাহাজই ও এতদিন হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। অবশেষে সেমলাবই তাব সন্ধান এনে দিলো।

ফেবাব পথে সেমলাব পাবিপার্শ্বিক পবিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললো শ্যাননকে। তস্কানাব ক্যাপ্টেন এই জাহাজেব মালিক। তিনি এখন কর্মজীবন থেকে অবসব নিযে আবাব মাটিব বুকে ফিবে যেতে চান। সেই জন্যই তস্কানাকে কাবব কাছে বিক্রি কবে দেবেন বলে স্থিব কবেছেন। খবব পেযে স্থানীয কয়েকটা জাহাজ কোম্পানিব এজেন্টও মালিকেব আশপাশে ঘোবাফেবা কবছে। কিন্তু বর্তমান ক্যাপ্টেন তাঁদেব সাধেব এই জাহাজটাকে যাব তাব হাতে ছেড়ে দিতেও বাজী নন। তাঁব বাসনা তস্কানা কোন যোগ্য ব্যক্তিব হাতে গিযে পড়ুক। তাছাড়া তস্কানাব পুবনো কর্মচাবীদেব সম্পর্কেও ক্যাপ্টেনকে চিন্তা কবতে হবে। এখন শ্যানন যদি জাহাজটা কিনে নিযে ওযাল্ডেনবার্গকে ক্যাপ্টেন হিসেবে নিযোগ কবে তাহলে অনেক সমস্যাব সহজ সমাধান হবে। কাবণ জাহাজটাব নাড়িনক্ষত্র সমস্তই ওব জানা। অন্যান্য কর্মচাবীবাও ওকে যথেষ্ট সমীহ কবে চলে। তাই তস্কানাব ক্যাপ্টেন হবাব পক্ষে ওযাল্ডেনবার্গই সবচেযে উপযুক্ত ব্যক্তি। এব একটা অন্য সুবিধেও আছে। ওব কাছে সযদি এমন ধবনেব কোন প্রস্তাব বাখা যায় তাহলে ও হযতো শ্যাননেব পক্ষ হযে তস্কানাব মালিকেব কাছে ওকালতি কবতে পাবে। মালিক নিশ্চয ওব প্রবীণ মেটেব পবামর্শ একবাবে উপেক্ষা কবতে পাববে না। সেক্ষেত্রে শ্যাননেব ভাগ্যেই তস্কানাব শিকে ছিঁড়বে।

যুক্তিটা শ্যাননেব মনে ধবলো। অবশ্য সেমলাবেব বিচাববুদ্ধিব ওপব ধবাবরই ওব আস্থা অগাধ। তাব ওপব শ্যাননেব অভিমত হচ্ছে, যদি অর্থেব বিনিময়ে কোন দলেব কাছ থেকে কাজ আদায কবাতে হয তাহলে সর্বপ্রথম দলপতিকে হাত কবাই যুক্তিযুক্ত। ওই সন্ধ্যাব ডিনাবে সেমলাব মাবফত প্রধান মেটকে নিমন্ত্রণ জানালো শ্যানন এবং তাদেব এই দ্বিতীয সাক্ষাৎকাবে ওযাল্ডেনবার্গকেও খুলে বললো ব্যাপাবটা।

'শুনুন মিস্টাব, আমাদেব মধ্যে সর্বকিছু খোলাখুলি আলোচনা কবে নেওযাই ভালো।' শ্যানন বেশ অন্তবঙ্গ ভঙ্গিতেই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গেব অবতাবণা কবলো। 'আমি যে চিনেবাদামেব ব্যবসা কববাব অভিপ্রাযে তস্কানা কিনতে আগ্রহী হযেছি, এমন মনে কববাব কোন হেতু নেই। আমাব

উদ্দেশ্যের মধ্যে খানিকটা ঝুঁকিও মিশে আছে। তবে আমি যদি এই জাহাজটা বর্তমান মালিকেরই কাছ থেকে কিনে নিই, সেক্ষেত্রে আপনাকেই আমরা প্রথম আপনি যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তাহলে আপনার মাইনেও বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে, এবং আগামী ছমাসের বেতনও আমরা অগ্রিম দিয়ে দেবো। এর ওপব প্রথম যাত্রা শুরুর সময় বোনাস হিসেবেও পাবেন মোট পাঁচ হাজার ডলার। অবশ্য আমাদের প্রস্তুত হতে এখনও মাস আড়াই সময় লাগবে। ... তবে এ সমস্তই অনেক দূরের কথা। এখনও পর্যন্ত জাহাজের মালিকেব সঙ্গেই কোন যোগাযোগ হলো না!'

'সে ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধে হবে না। আচ্ছা, আপনারা তস্কানার জন্যে কত পর্যন্ত দিতে বাজী আছেন?'

শ্যানন সবাসরি জবাব দিলো না। উলটে ও-ই ববং প্রশ্নটা ঘুবিয়ে করলো, 'এর কি দাম হওয়া উচিত আপনিই বলে দিন না।'

'বাজারে অবশ্য পঁচিশ হাজাব পাউণ্ড পর্যন্ত দব পাওযা গেছে, তার বেশি কেউ বাড়বে বলে মনে হয় না।'

'আমি যদি ছাব্বিশ হাজার অফাব কবি, তাহলে কি.'

'হ্যাঁ. অবশ্যই.' শ্যাননের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ওযাল্ডেনবার্গ জবাব দিলো। 'তবে ইতালিযান ভাষাটা বোধহয় আপনাদেব বপ্ত নেই। আমাদেব ক্যাপ্টেন পিনেত্তি কিন্তু পৃথিবীব এই একটিমাত্র ভাষা ছাড়া আব কিছুই বলেন না বা বোঝেন না। যদিও তাতে কোন অসুবিধে হবে না, আপনাদেব হয়ে আমিই ওকে সব কথা বুঝিযে বলবো। কখন আপনাবা ক্যাপ্টেনেব সঙ্গে দেখা কবতে চান, বলুন।'

'আগামীকাল সকাল দশটায় এই জাহাজেই আমি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আপনাদেব সাক্ষাতেব বন্দোবস্ত করে বাখবো।'

মার্ক ভলমিক ওর ভাড়া করা গ্যারেজের মধ্যেই আপন মনে নিজের কাজে ব্যস্ত। পুবনো ভ্যানটা গ্যারেজেব ঠিক সামনেই লক করা অবস্থায দাঁড় কবানো আছে। গ্যাবেজেব দরজাটাও ভেতর দিক থেকে সযত্নে বন্ধ কবে বেখেছে মার্ক। কাজেব সময অন্য কারুর উপস্থিতি ওব পক্ষে আদপেই বাঞ্ছনীয নয।

সবেমাত্র গতকাল ও এই কাজে হাত দিয়েছে, এবং এর মধ্যে এগিয়েও গেছে অনেকখানি। গ্যাবেজের এক দিকেব দেওয়াল ঘেঁষে কোন নামকবা কোম্পানির পাঁচটা বড় মবিল অযেলেব ড্রাম পাশাপাশি দাঁড় কবানো, যদিও তার সব কটাই বিলকুল ফাঁকা। বন্দবেব কাছাকাছি এক গুদোম থেকে নিতান্তই অল্পমূল্যে মার্ক এগুলো সংগ্রহ করে এনেছে। এব সঙ্গে টুকিটাকি আবও কয়েকটা যন্ত্রপাতি এবং কিছু প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। সেগুলো সব সাজিয়ে বাখা আছে গ্যাবেজের মাঝ-বরাবব লম্বা একটা কাঠের বেঞ্চের উপর। ভ্যানের মধ্যে থেকে সেমিজাব বোঝাই দুটো বাক্সও মার্ক ইতিপূর্বে ভেতবে নামিয়ে রেখেছিলো। কুড়িটা মেসিন পিস্তল এখন তাদেব প্রয়োজনে নির্মিত নিভৃত কোটবে আত্মগোপনের জন্য সেজেগুজে প্রস্তুত। প্রতিটি পিস্তলই প্রথমে ভালোভাবে প্যাক করে এয়ারটাইট পুরু প্লাসটিকের ব্যাগে ভরা হয়েছে। এর ফলে যন্ত্রগুলো সারাক্ষণ রেডি অবস্থায় থাকবে, প্রয়োজনের মুহূর্তে কোনরকম গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে না। মার্কেব বর্তমান কর্তব্য

হচ্ছে এই ড্রামগুলোর পেছনদিকের ঢাকনা খুলে, তার মধ্যে মুখ বন্ধ ব্যাগগুলো একে একে গলিয়ে দেওয়া। ড্রামের বাকি শূন্য অংশ মোবিল ঢেলে বোঝাই করার পর পেছনটা আবার টাইট করে এঁটে দিতে হবে। এই কাজটা খুব সতর্কতার সঙ্গে সারা প্রয়োজন। যেন কোথাও কোন কারচুপির চিহ্ন না থাকে। প্রতি ড্রামে কুড়িটা হিসেবে মোট পাঁচটা ড্রাম লাগবে একশোটা মেশিন পিস্তলের জন্যে।

মনে মনে হিসেব করলো মার্ক। একটা ড্রামের পেছনে পুরো দুদিন সময় লাগছে ওর। এই হারে এগোলেও নির্ধারিত পনেরো তারিখের মধ্যেই সমস্ত কাজটা শেষ করা সম্ভব। ইতিমধ্যে ল্যাঙ্গোর্টি যদি সাহায্যের জন্যে এসে পড়ে তবে তো আর কথাই নেই। পনেরো তারিখের অনেক আগেই ওরা দুজনে মিলে সব কিছুই রেডি করে ফেলতে পারবে।

ডক্টর আইভানভ খুবই রেগে গিয়েছিলেন। তবে এই ফেটে-পড়া ক্রোধ আজ প্রথম নয়, এবং সম্ভবত শেষও নয়— এটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দুর্ভাগ্যক্রমে পতিব্রতা স্ত্রী সামনে উপস্থিত থাকায় আজকের সমস্ত ঝাঁঝটা এই ভদ্রমহিলার ওপর দিয়েই বয়ে যাচ্ছিলো।

'এই আমলাতন্ত্র...,' ব্রেকফাস্ট টেবিলে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি শুরু করলেন, 'এই অপদার্থ, লোক-ঠকানো আমলাতন্ত্রই যত সর্বনাশের মূল!'

'তুমি ঠিকই বলেছো ডার্লিং !' সহানুভূতির ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন প্রৌঢ়া মিসেস আইভানভ। সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চিনিবিহীন কড়া লিকারের চাও-এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। স্বামীটি রগচটা স্বভাবের হলেও স্ত্রীর নিজের মেজাজটা বেশ শান্ত। তিনি তাঁর এই পতি-দেবতাটিকে সর্বদা সামলে রাখবার জন্যে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলার অভিপ্রায় তাঁর বদমেজাজী বৈজ্ঞানিক স্বামী দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সম্পর্কে মাঝে মাঝেই যে সমস্ত রূঢ় মন্তব্য করে থাকেন, সেগুলো যেন নিজের ঘরে বসেই করেন। তাহলে আর কথাগুলো পাঁচ কান হবার সম্ভাবনা থাকে না।

'এই ধনতান্ত্রিক সমাজ যদি জানতে পারে কয়েকজোড়া নাটবল্টুর মালমশলা যোগাড় করতেও কি পরিমাণ কাঠখড় পোড়াতে হয়, তাহলে তাদের মুখের হাসি দুদিনেই শুকিয়ে যেতো।'

'ওঃ ... ডার্লিং, তুমি একটু আস্তে কথাবার্তা বলো!' নিজের পেয়ালায় পরিমাণমতো চিনি মেশাতে মেশাতে শ্রীমতী আইভানভ সস্নেহে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চোখ ফেরালেন। 'তোমার অন্তত আরো বেশি সংযত হওয়া উচিত।'

এই সমুদয় বিষবাষ্পের উৎস হপ্তা কয়েক আগে খোদ ডিরেক্টরের দপ্তর থেকে আসা ডক্টর আইভানভের একটা চিঠি। চিঠিতে আইভানভকে একটা সার্ভে দলের সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকা রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এবং তিনিই এই দলের অধিনায়ক। সেইহেতু তাঁকেই এ সম্পর্কে সর্ববিধ দায়দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে চিঠিতে।

চিঠিটা হাতে পাবার পরই ডক্টর আইভানভ রাগে ফেটে পড়েছিলেন। কারণ আফ্রিকার প্যাঁচপ্যেচে গরম তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন না। হিমেল বরফের দেশ তাঁর অনেক প্রিয়। তাছাড়া আফ্রিকা সম্পর্কে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা খুবই ভয়াবহ। নক্রুমার শাসনকালে এক সার্ভে টিমের সঙ্গে তাঁর কিছুদিন ঘানার বনে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছিলো। তখনই তিনি এই হতচ্ছাড়া দেশটাকে হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছিলেন।

তবে নির্দেশ যখন এসেছে তখন তাঁকে যেতেই হবে। বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করে এ ব্যাপারের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজনও তিনি ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ করে রেখেছেন। কিন্তু এক জায়গায় এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সমস্ত মালপত্র সমেত তাঁর এই সার্ভে দলটি আকারেপ্রকারে খুব একটা কম হবে না। তাব ওপর ফেরার সময়েই ঝামেলা আরও বেশি। কারণ তখন সংগৃহীত পাথরের নমুনাগুলো জগদ্দল পাথরের মতো বুকের ওপর চেপে বসে থাকবে। তাদের খালাস না করা পর্যন্ত কোন মুক্তি নেই। পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে যাত্রা শুরু করা যায় না। কিন্তু সরকারী পরিবহণ বিভাগ থেকে এখনও কোন সবুজ সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বক্তব্য, আইভানভকে আরও দু-এক হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে। সেই চিঠিটাই ভোরের ডাকে আজ তাঁর হাতে এসে পৌছেছে।

'এর সহজ সরল অর্থ হচ্ছে,' দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করলেন আইভানভ, 'সারা গ্রীষ্মকালটাই আমাকে দেশেব বাইরে কাটাতে হবে। আর .. আব আমি যখন ওই পোড়া দেশে গিয়ে পৌছবো, তখন সেখানে দুর্বিষহ বর্ষাব উপদ্রব শুরু হয়ে গিয়েছে।'

ওযাল্ডেনবার্গেব সহাযতায পিনেন্তিব সঙ্গে দবদামেব ব্যাপাবটা সহজেই মিটে গেলো। তবে তাব কাগজপত্র তৈবী হতে সময লাগলো পুবো পাঁচদিন। যদিও তস্কানাব হস্তান্তবেব ব্যাপাবে সেটা শুধু প্রাথমিক পর্ব। এই দীর্ঘসূত্রতা ভেতবে ভেতবে অস্থিব কবে তুললো শ্যাননকে। অবশেষে আইনানুগ পদ্ধতিতে চুক্তিপত্রেব খসড়া বচনাব কাজ শুরু হলো। ত্রেতা লুক্সেমবার্গেব কোন এক টাযরন হোল্ডিংস কোম্পানি। সমযটা মে মাসেব প্রথম হপ্তা। শ্যাননেব একশো দিনেব ক্যালেণ্ডাব থেকেই ইতিমধ্যেই তিরিশটা পাতা একে একে ঝবে গেছে। আজ একত্রিশতম দিন।

যাবতীয ঝুট-ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে অনিবার্যভাবে আবও দু চাবদিন সময লেগে গেলো। তাবপব জেনোয়াব হোটেলে বসেই বিশ্বেব নানান ঠিকানায গোটা কযেক চিঠি পাঠালো শ্যানন। প্রথমে জোহান শিলিঙ্কার। তাকে জানানো হলো যে জাহাজটা স্পেন থেকে ওদেব অস্ত্র এবং গোলাবারুদ বহন কবে আনবে তাব নাম এম ভি, তস্কানা। অ্যালেন বেকাবকেও এই মর্মে আব একটা চিঠি পাঠানো হলো, যাতে সে যুগোশ্লাভ গভর্মেন্টের কাছে তস্কানাব নাম এক্সপোর্ট লাইসেন্সেব আবেদন জানাতে পারে।

টায়রন হোল্ডিংস নগদ ছাব্বিশ হাজাব পাউণ্ডের বিনিময়ে ক্যাপ্টেন পিনেন্তির কাছ থেকে তস্কানা নামে একটা জাহাজ কিনতে চায। এই প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনাব জন্যে তিনি যেন চারদিন বাদে ডিরেক্টবদেব একটা মিটিং ডাকেন। মিটিংয়েব দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হবে, মিঃ কীথ ব্রাউনেব নামে এক পাউণ্ড মূল্যের ছাব্বিশ হাজাব নতুন শেযাব ইস্যু কববাব অনুমতি দেওযা।

মার্ক ভলমিকের সঙ্গেও ফোনে যোগাযোগ কবলো শ্যানন। ওকে জানিয়ে দিলো, অস্টেণ্ড থেকে জাহাজে মাল উঠবে পনেরোই মে ব বদলে আগামী বিশে মে। ল্যাঙ্গোর্টির কাছে ও তার পাঠিয়ে প্যারিসে যোগাযোগের দিনটা পিছিয়ে দিলো সামনের উনিশ তাবিখ পর্যন্ত।

শেষ চিঠিটা লিখলো সিমনের উদ্দেশ্যে। তাব কাছে নির্দেশ গেলো তিনি যেন চারদিন বাদে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড পেমেন্ট দেবার মতো ব্যবস্থাপত্র সঙ্গে নিয়ে অতি অবশ্যই লুক্সেমবার্গে হাজির থাকেন। একটা জাহাজ কেনার ব্যাপাবেই এই বিপুল অর্থেব প্রযোজন, এবং এই অভিযান পরিচালনার পেছনে জাহাজটার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তালিকার শেষ দুটো মালের অর্ডার পেশ করার পর দুপ্রী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মাল বলতে কিছু সংখ্যক হ্যাভারস্যাক আর স্লিপিংব্যাগ। তার জন্যে অগ্রিমও গুনে দিলো কয়েক পাউণ্ড। মাল ডেলিভারি পাওয়া যাবে আগামীকাল দুপুরে। ইতিমধ্যেই তিন পেটি মাল ও জাহাজে করে তুলোনে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাল বিকেলের দিকে চতুর্থ পেটিটাও পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে ফেলবে। তার সহজ সরল অর্থ হলো, এখনও হাতে থাকবে পুরো একটা হপ্তা। গতকাল দুপুরে ডাকে শ্যাননের কাছ থেকেও একটা চিঠি পেয়েছে ও। শ্যানন নির্দেশ পাঠিয়েছে, পনেরো তারিখের মধ্যেই দুপ্রী যেন ওর বর্তমান ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে মার্সেই রওনা হয়। মার্সেই- এ কোন্ হোটেলে উঠবে তারও নাম ঠিকানা দেওয়া আছে চিঠিতে। সময়মতো শ্যানন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে।

এই প্রকৃতির প্রাঞ্জল নির্দেশই দুপ্রীর ভারি পছন্দ। কারণ এতে ভুলভ্রান্তির কোন অবকাশ থাকে না, কোথাও কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তার জন্যে ওকে অন্তত কেউ দোষ দিতে পারবে না। ও শুধু আজ্ঞাবাহী সৈনিক হিসেবেই নিজের দায়িত্বটুকু যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে যেতে চায়।

তেরোই মে-র সন্ধ্যায় ল্যাঙ্গোর্টিও ওর শেষ দফার মালপত্র সঙ্গে নিয়ে তুলোন অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। গত কয়েক দিনের মধ্যে আরও কয়েক দফা মালপত্র তুলোনের এক গুদোমে দিয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে লণ্ডন থেকেও কয়েক পেটি মাল এসে ওর নামে গুদোমে জমা পড়েছে। এখন ওর ভ্যানের পেছনে নগদ মূল্যে কেনা দুটো আউট-বোর্ড ইঞ্জিন, তার সঙ্গে শব্দ শোষণ যন্ত্রপাতি। এর ফলে জলের উপর ভেসে বেড়াবার সময় বাইরে থেকে ইঞ্জিনের কোন আওয়াজ শোনা যাবে না। দুদিন আগে যে সমস্ত জিনিসপত্র ও মালগুদোমে জমা রেখে এসেছে তার মধ্যে কালো রঙের রবারের ডিঙ্গি নৌকোও আছে তিনটে। এদিককার কেনাকাটা এখন সব শেষ। এবার শুধু ঠিক জায়গায় মালগুলো তুলে দেবার অপেক্ষা।

তবে একটা ব্যাপারে ল্যাঙ্গোর্টিকে খানিকটা অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে। পুরনো এক দোস্তের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় আগের হোটেলটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে ও। কিন্তু শ্যাননের বর্তমান ঠিকানার হদিশ না জানার ফলে এই জরুরী খবরটা এখনও তাকে দেওয়া হয়ে ওঠেনি। অবশ্য তাতে এমন কিছু অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কারণ দুদিন বাদেই তো প্যারিসের প্লাজা হোটেলে ওর সঙ্গে শ্যাননের দেখা হবে। ওদের মধ্যে সেইরকমই কথা হয়ে আছে।

অস্টেণ্ড মার্ক ভলমিকও ইতিমধ্যে ওর হাতের কাজ শেষ করে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে। ল্যাঙ্গোর্টি যদিও ওকে সাহায্য করতে আসতে পারেনি, কিন্তু অ্যানা যা করেছে তারও কোন তুলনা হয় না। একমাত্র অ্যানার সাহায্যেই এত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে। প্রয়োজনে অ্যানা যে এভাবে দশভুজা হয়ে উঠতে পারে, ভলমিকেরও সেটা আগে জানা ছিলো না।

ষোলো

অনেক আগে থেকেই বিপদের গন্ধ অনুভব করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ল্যাঙ্গোর্টির। শুধুমাত্র এই বিশেষ ক্ষমতার জোরেই ও এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে

পেরেছে। পূর্ব নির্ধারিত পনেরো তারিখ বিকেলেই ও প্যারিসের হোটেল প্লাজায় শ্যাননের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, কিন্তু অভীষ্ট অতিথির দর্শন পাওয়া গেলো না। শ্যাননের প্রতীক্ষায় হোটেলের লাউঞ্জে বসে পাকা দু ঘন্টা সময় কাটালো একা একা, তবুও তার কোন পাত্তা নেই। অবশেষে উঠে গিয়ে রিসেপশনিস্ট ক্লার্কের কাছে খবর নিলো। ভদ্রলোক রেজিস্টার বুক খুলে জানিয়ে দিলো, কীথ ব্রাউন নামে কোন অতিথি আজ তাদের হোটেলে এসে ওঠেননি। ল্যাঙ্গোটির সন্দেহ হলো শ্যানন নিশ্চয় কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছে। সেই কারণেই প্লেন ধরতে পারেনি সময়মতো।

ষোলো তারিখ বিকেলেও শ্যাননের সন্ধান মিললো না, তবে সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপারে ওর মনের মধ্যে কেমন এক ধরনের খটকা লাগলো। ও যখন শ্যাননের অপেক্ষায় একটা রঙচঙে ম্যাগাজিনে চোখ ডুবিয়ে লাউঞ্জের এক কোণে একা একা বসেছিলো, সেই ফাঁকে বেয়ারাদের একজন কমপক্ষে বার দু-তিন ওকে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলো। কিন্তু যতবারই ল্যাঙ্গোটির চোখ তুলে তাকিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেয়ারাটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়ও রাস্তার সামনে একজনকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ও। লোকটা যেন উদাস দৃষ্টিতে অদূরে একটা দোকানের শো-কেসেব দিকে তাকিয়ে আছে। তবে চোখ মুখে উদাসীনতার মুখোশ আঁটা থাকলেও লোকটার হাবভাব যে বাস্তবিকই সন্দেহজনক তাতে অন্তত ল্যাঙ্গোটির কোন সংশয় নেই।

পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা প্যারিসের বিভিন্ন বার ও জুয়ার আড্ডায় একা একা ঘুরে বেড়িয়ে ল্যাঙ্গোর্টি শহরের বর্তমান হালচাল বুঝে নেবাব চেষ্টা করলো। এখানে ওর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত কম নয়, অপরাধ জগতের সঙ্গে তাদেব দহরম-মহরম প্রচুর। এছাড়া সকালে ব্রেকফাস্টের পরে হোটেল প্লাজায় গিয়ে শ্যাননের খোঁজ নেওয়াও ওর প্রাত্যহিক কর্তব্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উনিশে মে-র সকালে দেখা মিললো শ্যাননের।

আগের দিন রাত্রে জেনোয়া থেকে মিলান হয়ে শ্যানন সরাসরি লণ্ডনে এসে পৌঁছেছে। সকালে ওকে বেশ প্রফুল্লই মনে হলো। ল্যাঙ্গোর্টির সঙ্গে দেখা হতে জাহাজ কেনার বৃত্তান্তটাও খুলে বললো বন্ধুকে।

'অন্য কোন সমস্যা নেই তো?' ল্যাঙ্গোটি প্রশ্ন করলো।

'না,' শ্যানন প্রসন্ন মুখে মাথা নাড়লো।

' কিন্তু এখানে, প্যারিসে নতুন এক সমস্যা দেখা দিয়েছে! '

' যেমন ...?'

' তোমাকে হত্যার জন্যে এক গোপন চক্রান্ত চলছে। কোন একজনের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এ সম্পর্কে।'

দুজনে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইলো। অবশেষে মুখ খুললো শ্যানন। 'কে এই চক্রান্তের নায়ক, সে সম্পর্কে তুমি কিছু শুনেছো?'

'না,' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো ল্যাঙ্গোর্টি। 'আর কে-ই বা এই গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে সে বিষয়েও আমার কিছু জানা নেই। তবে চুক্তিটা নাকি মোট পাঁচ হাজার ডলারের।'

শ্যানন নিজেকেই নিজে অভিসম্পাত দিলো। কর্সিকান যে উড়ো খবর বয়ে বেড়াবার পাত্র

নয়, তা ও জানে। এমন একটা ষড়যন্ত্র কার দ্বারা সম্ভব, সে সম্পর্কেও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো মনে মনে । কিন্তু সমস্তটাই মাথার মধ্যে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। যুক্তির সূত্র ধরে কোন স্থির সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না।

ওদের এই অতর্কিত অভিযানের ব্যাপারটা কি ইতিমধ্যে কোনভাবে ফাঁস হয়ে গেছে! কোন সরকারী এজেন্সি কি জানতে পেরেছে, পশ্চিম আফ্রিকার এক দেশে অভ্যুত্থান ঘটতে চলছে! স্যার জেমসের নামটাও একবার ওর মানসপটে ভেসে উঠলো। তাঁর আদুরে মেয়ে জুলিয়ার সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্যই কি ...! তবে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলো চিন্তাটা। তার চেয়ে সি.আই. এ. বা কে. জি. বি.-র সম্ভাবনাটা অনেক বেশি যুক্তিপূর্ণ। আর আছে ফরাসী এস. ডি. ই. সি. ই. এবং ব্রিটিশ এস. আই. এস.। শ্যানন হয়তো নিজের অজান্তে তাদের কারুর স্বার্থে আঘাত হেনেছে কোনরকমে। তাহলে অবশ্য ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে কাউকেই তেমনভাবে মনে ধরলো না ওর । তাহলে বাকি থাকে ইতালির মাফিয়া গ্রুপ বা অমেরিকার সিণ্ডিকেট বাহিনী। আর নয়তো কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষই এই চক্রান্তের উৎস। যদি এর পেছনে কোন সরকারী ষড়যন্ত্র না থাকে তাহলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি।... কিন্তু কে হতে পারে! ওর এমন শত্রুই বা পৃথিবীতে কে আছে! কোথা থেকে একবিন্দু আলোর আভাস পাওয়া যাবে!... হা ঈশ্বর! ...

ল্যাঙ্গোর্টির এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। ও শুধু শ্যাননের ভাবভঙ্গিই লক্ষ্য করে যাচ্ছিলো নীরবে।

' ওরা কি জানে যে আমি এখন প্যারিসে আছি? '

' আমার তো তাই বিশ্বাস। এমন কি এই হোটেলের ঠিকানাটাও ওদের কাছে অজ্ঞাত নয়। সব সময় একই হোটেলে আশ্রয় নেওয়া তোমার একটা মস্তবড় ত্রুটি। আমি যখন চারদিন আগে এখানে তোমার খবর নিতে এলাম..'

'কেন, তুমি কি আমার শেষে চিঠিটা পাওনি?'

'না, বিশেষ একটা কারণে আমাকে আগের হোটেলটা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র অশ্রয় নিতে হয়েছিলো। তোমার ঠিকানা না জানার ফলে খবরটা দিতে পারিনি।'

'হুঁ ... বুঝেছি,' শ্যানন ঘাড় দোলালো। 'এ সম্পর্কে কি বলছিলে, বলো!'

'দ্বিতীয় দিন আমি যখন তোমার খোঁজখবর না পেয়ে ফিরে যাচ্ছি, হোটেলের ঠিক বাইরে একজনকে সন্দেহজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমার মনে হলো, আগের দিনও আমি যেন লোকটাকে ওখানে একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তখনই আমার কেমন খটকা লাগলো। পরে খোঁজ নিয়ে পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলাম।'

'আমি কি প্লাজা ছেড়ে অন্য কোন হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নেবো?' শ্যানন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ল্যাঙ্গোর্টির দিকে ফিরে তাকালো।

'তাতে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ল্যাঙ্গোর্টি। 'কেউ নিশ্চয় জানে, তুমি এখন কীথ ব্রাউন নাম নিয়ে প্যারিসের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছো। সেই সূত্র ধরে তোমাকে খুঁজে বার করা খুব একটা শক্ত ব্যাপার নয়। ... আচ্ছা, তোমাকে এখন আর কত দিনের জন্যে প্যারিসে থাকতে হবে?'

'বেশ কয়েক দিন।' শ্যাননের কণ্ঠস্বর শান্ত, গম্ভীর। 'বেলজিয়াম থেকে মার্কের সংগৃহীত মালপত্র প্যারিস হয়েই তুলোনের পথে যাত্রা শুরু করবে। আগামী দুদিনের মধ্যেই সবকিছু এসে পড়বার কথা।'

ল্যাঙ্গোর্টি হতাশ ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকালো। 'এরা হয়তো আর তোমার খোঁজ নাও পেতে পারে। অবশ্য ওদের কর্মদক্ষতার বিষয়ে এখনও অবধি আমরা কিছু জানতে পারিনি, সংখ্যায় ওরা কজন, সে তথ্যও আমাদের অজ্ঞাত। এমন কি কে এই ষড়যন্ত্রের হোতা, সে সম্পর্কেও আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে দ্বিতীয়বার ওরা যদি তোমার সন্ধান পায়, তাহলে হয়তো একটা বড় ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে পুলিশের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

'এই একটা ব্যাপার এই মুহূর্তে আমি কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না!' শ্যাননের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তাব আভাস। 'বিশেষ করে মার্কের পাঠানো ওই সমস্ত মালপত্র ভ্যানের মধ্যে থাকা অবস্থায় তো কোনমতেই সেটা সম্ভব নয়!'

'হ্যাঁ, তোমাব যুক্তিটা অবশ্য অগ্রাহ্য করা যায় না।' ল্যাঙ্গোর্টিও সায় দিলো সে কথায়। 'তাহলে মূল ঘাতকেব দিকেই এখন আমাদের লক্ষ্য স্থিব বাখতে হবে। এ ব্যাপাবে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে লোকটাকে টোপ দিয়ে বাইবে টেনে আনা।'

বন্ধ ঘবেব মধ্যে প্যাবিসেব পথঘাটের একটা মানচিত্র নিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কাটালো দুজনে। তারপর ল্যাঙ্গোর্টি বিদায় নিলো।

সাবাদিন শ্যানন আব ঘবেব বাইবে বেরুলো না। দুপুরেব লাঞ্চটাও নিজেব ঘবে বসেই সাবলো। শুধু বিকেলেব দিকে নিচে নেমে এসে একটা বেস্তোবাঁ সম্পর্কে কিছু খোঁজখবব জেনে নিলো রিসেপশনিস্ট ক্লার্কেব কাছ থেকে। তাবপব কাউন্টাবে দাঁড়িয়েই সেই বেস্তোবাঁয় ফোন করে রাত দশটায় কীথ ব্রাউনেব নামে একটা টেবিল বুক করে রাখলো। বেস্তোরাঁটা হোটেল প্লাজা থেকে মাইলখানেক দূরে।

রাত নটা পঁয়তাল্লিশে সেজেগুজে হোটেল ছেড়ে পথে নামলো শ্যানন। ওর এক হাতে ধরা একটা অ্যাটাচি কেস, অন্য হাতে প্লাস্টিকের তৈরী হালকা রেনকোট। তবে ও যে পথ ধরলো সেটা সম্পূর্ণ ঘুর পথ, এবং ওর চলার মধ্যেও কোথাও কোন ব্যস্ততার লক্ষণ নেই। মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দোকানের আলোকোজ্জ্বল শো কেসগুলোও দেখতে লাগলো তন্ময় হয়ে। অবশেষে অনেক ঘুরে শ্যানন যখন একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন বাস্তায় এসে পড়লো, তার বহু আগেই দশটা বেজে গেছে। এ পর্যন্ত শ্যানন একবারও পেছনে ফিরে তাকায়নি, যদিও অস্পষ্ট একটা জুতোর শব্দ বহুক্ষণ থেকে ওর কানের পর্দায় ভেসে আসছে। আওয়াজটা যে ল্যাঙ্গোর্টির জুতোব নয়, শ্যানন তা জানে। কারণ কর্সিকানেব চলাব সময় মাটিতে জুতোর কোন শব্দ হয় না।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো ঠিক রাত এগারোটায় শ্যানন অন্ধকার গলিটার সামনে এসে পৌঁছলো। সকালে মানচিত্র দেখে ল্যাঙ্গোর্টিই ওকে এই গলিটার সন্ধান দিয়ে রেখেছিলো। এতক্ষণ আশেপাশে তবু দু-একজন পথচারীর দর্শন পাওয়া যাচ্ছিলো, কিন্তু এই অন্ধকার গলির মধ্যে জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন নেই। গলিটা বাস্তার বাঁদিকে। দুধারে টানা লম্বা পাঁচিল, উচ্চতায় পঁচিশ-তিরিশ ফুটের কম হবে না। একবারে বিপরীত প্রান্তে রাস্তা জুড়ে সার সার মোটা খুঁটি পোঁতা। তার ফলেই এটা

অনেকটা কানা গলির রূপ ধারণ করেছে। খুঁটির ফাঁক দিয়ে ওপাশ থেকে যেটুকু আলো আসার সম্ভাবনা ছিলো, একটা কালো রঙের মাল বোঝাই ভ্যান তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। এই মাঝরাতে সমস্ত গলিটাই এখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা।

প্রত্যেক নিপুণ যোদ্ধার মতো বিপদকে মুখোমুখি অভ্যর্থনা জানাতেই শ্যানন ভালোবাসে। কারণ এর ফলে বিপদের চেহারা বা ধরন-ধারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থাকা যায়। গলিতে ঢোকবার আগে এই প্রথম শ্যানন সোজাসুজি পেছন দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, কোন মানুষজন চোখে পড়লো না। জুতোর সেই একটানা খসখসে আওয়াজটাও এখন স্তব্ধ। আততায়ী যে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখেই তাকে অনুসরণ করছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গলির মাঝবরাবর পৌঁছবার পর পুরনো শব্দটা আবার নতুন করে কানে ভেসে এলো শ্যাননের। এবার যেন আওয়াজটা অনেক কাছে। বোঝা যাচ্ছে অদৃশ্য আততায়ী বেশ দ্রুত পায়েই এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করে এসেছে। শ্যাননের কিন্তু সেদিকে কোন গ্রাহ্য নেই। শেষ প্রান্তে দাঁড় করানো মাল বোঝাই ভ্যানটা লক্ষ্য করেই ও সোজা এগিয়ে চলেছে। যেন ওর যথাসর্বস্ব ওই ভ্যানের মধ্যেই গচ্ছিত রাখা আছে। তবে পিঠের মাঝখানে একটা শিরশিরে ভাব যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। যে কোন সময় আততায়ীর রিভলভারের বুলেট ওর সারা পিঠ ঝাঁঝরা করে দিতে পারে। এমন কি এই মুহূর্তে আততায়ী যে ওর দিকেই রিভলভার উঁচিয়ে ধরেছে, সেটাও যেন শ্যাননের অনুভূতিতে ধরা পড়লো।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্তব্ধ হিমেল বাতাসের বুক চিরে হিসসিয়ে শব্দ উঠলো একটা। আসলে শব্দ একটা নয়, দুটো। কিন্তু তারা যেন একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত। অদৃশ্য আততায়ীও এমন একটা অভাবিত ঘটনার জন্যে মনে মনে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলো না। এতক্ষণ ধরে ওর সমগ্র লক্ষ্য শ্যাননের চলমান ছায়ামূর্তিটার দিকেই নিবদ্ধ ছিলো। বিমূঢ় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার পেছন ফিরে তাকাবার চেষ্টা করলো লোকটা। মনে হলো জলের মতো কিছু একটা নিঃশব্দে গড়িয়ে আসছে। যদি এই অনুভূতিটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে, তারপরই ওর প্রাণহীন দেহটা শান-বাঁধানো পথের ওপর লুটিয়ে পড়লো। হাতে ধরা কোল্টটাও ছিটকে পড়লো একদিকে।

'শেষে আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো, তুমি হয়তো অযথা দেরি করে ফেলছো।' ল্যাঙ্গোর্টিকে লক্ষ্য করে শ্যানন মৃদুকণ্ঠে বিড়বিড় করলো। ওরা দুজনেই তখন মৃতদেহটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ওহো... না, সারাক্ষণই আমি শয়তানটাকে চোখে চোখে রেখে দিয়েছিলাম। ওর পক্ষে তোমাকে ফায়ার করবার কোন সুযোগই ছিলো না।'

দুজনে মিলে ধরাধরি করে রক্তাপ্লুত মৃতদেহটা ভ্যানের পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে তুললো। আজ সন্ধ্যায় ল্যাঙ্গোর্টিই এভাবে পার্ক করে রেখে গিয়েছিলো গাড়িটা। গাড়ির পেছনে একগাদা চটের বস্তাও জড়ো করে রাখা ছিলো। তার নিচেই লুকিয়ে ফেলা হলো দেহটা। দ্রুতহাতে কাজ শেষ করে ল্যাঙ্গোর্টি এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের সীট দখল করলো, শ্যানন তার পাশে।

'লোকটাকে কি একবার নজর দিয়ে দেখেছো!' শ্যাননের গলার স্বর গম্ভীর, চিন্তামগ্ন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে দিতে ঘাড় নাড়লো ল্যাঙ্গোর্টি।

'তুমি চেনো?'

'হ্যাঁ, নাম রেমণ্ড। কিছুদিন কঙ্গোতেও ছিলো। ও একজন পেশাদার খুনে, তবে খুব উঁচু দরের

কেউ নয়। তাই ভাবছি, কোন বড় রাঘব-বোয়াল তো এর সঙ্গে আলাদাভাবে চুক্তি করতে যাবে না। ও নিশ্চয় ওর দলপতির নির্দেশেই তোমাকে খুন করতে এসেছিলো।'

'ওর দলপতি কে?'

'রাউক্স।' ল্যাঙ্গোর্টি জবাব দিলো। 'চালর্স রাউক্স।'

শ্যাননের গলা ঠেলে একটা চাপা জান্তব গর্জন ছিটকে বেরিয়ে এলো। 'বোকার বেহদ্দ এই হিংগুটে শয়তানটাই এতবড় একটা পরিকল্পনা ভেস্তে দেবার উপক্রম করেছিলো! শুধুমাত্র ওকে দলে নেওয়া হয়নি বলেই ওর এত ঝাঁঝ ! অথচ ও নিজে যে কি বিরাট অপদার্থ ...!'

'যত শীগগির সম্ভব আমাদের এই মাল খালাস করতে হবে।'

শ্যাননও ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে। রাউক্সকে এমন একটা শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে আর কোনদিন পেছনে লাগবার সাহস না পায়। পাশ ফিরে সে বিষয়ে পরামর্শও করে নিলো ল্যাঙ্গোর্টির সঙ্গে।

ল্যাঙ্গোর্টিরও যুক্তিটা মনে ধরলো। 'সত্যি তোমার উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা হয় না দোস্ত! শুয়োরের বাচ্ছাটাকে এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে বহুদিন পর্যন্ত ওর মনে থাকে। অবশ্য তার জন্যে আরও বাড়তি পাঁচ হাজার ফ্রাঁর মতো খরচ লাগবে।'

'তার জন্যে কোন চিন্তা নেই। তুমি কাজে নেমে পড়ো। তিন ঘন্টা বাদে আমি মেট্রো থিয়েটারের সামনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো।'

দুপুরে লাঞ্চ টাইমে বেলজিয়ামের এক ছোট শহরে মার্কের সঙ্গে দেখা হলো দুজনের। শ্যাননই আগে থেকে চিঠি দিয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত করে রেখেছিলো। ভোরবেলা অ্যানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ভ্যানে যাত্রা শুরু করেছিলো মার্ক। ওর ভ্যানের পেছনে পাঁচটা বড় মবিল অয়েলের ড্রাম বসানো। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেডি থাকার ফলে এখনও পর্যন্ত ওকে কোন ঝুটঝামেলা পোহাতে হয়নি, এতটা পথ নির্বিঘ্নেই গাড়ি দিয়ে এসেছে।

'কখন আমরা সীমান্ত অতিক্রম করবো?' ভোজনপর্বের এক ফাঁকে মার্ক প্রশ্ন করলো।

'আগামীকাল ভোরে, সূর্য ওঠার আগে। ওই সময়টাই আমাদর কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।' একটু থেমে শ্যানন এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো। 'তোমাদের দুজনের কেউই বোধহয় গতরাত্রে ঘুমোবার ফুরসত পাও নি! ঠিক আছে, আমি ভ্যান পাহারা দিচ্ছি। তোমরা এখন মাঝরাত পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতে পারো।'

চার্লস রাউক্সও মনে মনে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। গতরাত্রে রেমণ্ড শ্যাননের পিছু নেবার পর থেকেই এই অস্থিরতার সূত্রপাত। রেমণ্ডের এক সাগরেদই ওকে ফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলো,তখন রাত আন্দাজ দশটা। তারপর থেকে আর সাড়াশব্দ নেই। কখন যে রেমণ্ডের কাছ থেকে নির্বিঘ্নে কাজ হাসিলের সংবাদ এসে পৌছবে, সেই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলো ওর সারা মন। কিন্তু দেখতে দেখতে রাত ফুরিয়ে গেলো, স্বাভাবিক নিয়মে সূর্যদেবও পূব আকাশে উঁকি দিলেন, রেমণ্ডের কোন খবর নেই।

ভোরবেলা রাউক্স কেমন বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলো। দাড়িটাও সময়মতো কামানো হলো না। সম্মুখ সমরে রেমণ্ড যে শ্যাননের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে বিষয়ে ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তবে

আইরিশের বাচ্ছাটা এখনও কিছু জানে না, এটাই রেমণ্ডের একমাত্র হাতিয়ার, এবং এমন একটা হাতিয়ারের মোকাবিলা করাও শক্ত।

বেলার দিকে রাউক্স আর ফ্ল্যাটের মধ্যে বন্দী হয়ে বসে থাকতে পারলো না। পাঁচতলা থেকে লিফটে নিচে নেমে এলো। প্যাসেজের একধারে দেওয়ালের গায়ে সার সার লেটার বক্স টাঙানো। প্রতিটিই আয়তনে বারো বাই ন ইঞ্চি। রাউক্সের বাক্সটা যে ইতিপূর্বে খোলা হয়েছিলো, কোথাও এমন কোন চিহ্ন নেই। স্বাভাবিকভাবে চাবির সাহায্যেই বাক্সের ডালা খুললো রাউক্স, পরমুহূর্তেই ওর মাথার ওপর যেন বজ্রপাত হলো। সেকেণ্ড দশেক পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। ওর মুখের রঙটাও বদলে গিয়ে পাঁশুটে ছাইবর্ণ হয়ে উঠলো। অবশেষে উদভ্রান্তের মতো আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে বিড়বিড় করলো, 'হায় ভগবান!... হায় ভগবান! ...'

রাউক্সের মনে হলো, ওর পাকস্থলীর মধ্যে থেকে যেন প্রবল একটা বমির বেগ উঠে আসছে। গলার কাছে দম আটকানো একটা কষ্ট। ছুটে পালিয়ে যাবারও কোন উপায় নেই। লেটার বক্সের খোপের মধ্যে রেমণ্ডের কাটা মুণ্ডুটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। সে দৃষ্টির মধ্যে কেমন এক ধরনের মায়াবী বিষণ্ণতা জড়ানো।

রাউক্স অবশ্য দুর্বলচিত্ত নয়, তাই বলে ওকে সিংহহৃদয়ও বলা চলে না। বেশিক্ষণ এ দৃশ্য সহ্য করা ওর পক্ষেও দুঃসাধ্য। সভয়ে লেটার বক্সে চাবি লাগিয়ে ও আবার সোজা নিজের ফ্ল্যাটেই ফিরে গেলো। নিজেকে ধাতস্থ করবার জন্যে ওষুধ হিসাবে ওর এখন কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডির প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই লিকার-ক্যাবিনেট খুলে বোতল আর গ্লাস বার করলো। কিন্তু ক্ষণপূর্বের দেখা ওই বীভৎস দৃশ্যটা কিছুতেই যেন চোখের পাতা থেকে মুছে ফেলা যাচ্ছে না।

লণ্ডনে বোরম্যাকের আরও একটা মিটিং হয়ে গেলো ইতিমধ্যে। বিগত তিন হপ্তায় বোরম্যাকের নব নির্বাচিত ডিরেক্টর মিঃ হ্যারল্ড রবার্টস কোম্পানির চেয়ারম্যান মেজর লিটনের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছিলেন। বারকয়েক বিভিন্ন হোটেলে দুজনে খানাপিনাও সেরেছেন একসঙ্গে, এখন পরস্পরের বিশিষ্ট বন্ধু।

বোরম্যাক সম্পর্কে রবার্টসের বক্তব্য, কোম্পানিটাকে যদি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হয় তবে এর পেছনে কিছু নতুন মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। মেজর লিটনও সেটা বুঝতে পারলেন। রবার্টসের দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, বোরম্যাকের শেয়ারের সংখ্যা আরও পাঁচ লাখ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। বোরম্যাকের পুরানো শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যেই সমহারে এই নতুন শেয়ার ইস্যু করা হবে।

লিটন কিন্তু প্রথমে এ প্রস্তাবে সায় দিতে রাজী হননি। তাঁর মতে এ ধরনের কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বর্তমানে বোরম্যাকের পক্ষে অন্তত যুক্তিযুক্ত নয়। মিঃ রবার্টসই তাঁকে ভরসা দিলেন, বললেন, যে সমস্ত শেয়ার অবিক্রীত থেকে যাবে, জুইংলী ব্যাঙ্কই পুরো দামে সেগুলো কিনে নেবে। তাহলে আর মূলধনের ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দেবে না।

নতুন শেয়ার ইস্যুর খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়লে বোরম্যাকের বর্তমান শেয়ার দর যে কিছুটা অন্তত চড়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজের এক লক্ষ শেয়ারের কথাটাও এই সূত্রে মনে মনে চিন্তা করলেন মেজর লিটন। তারপর মিঃ রবার্টসের পরামর্শ মতো অন্যান্য ডিরেক্টরদের কাছে মিটিংয়ের নোটিশ দিয়ে চিঠি পাঠালেন। যদিও তাঁদের দুজনের উপস্থিতিই মিটিংয়ের কোরামের

পক্ষে যথেষ্ট ছিলো, তবে কোম্পানির সেক্রেটারী এবং সলিসিটারও হাজির ছিলেন সেই মিটিংয়ে। সেখানে মিঃ রবার্টসের প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। এর জন্যে শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ে আলাদা করে মিটিং ডাকবারও কেউ কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। ঠিক হলো, বোরম্যাকের প্রারম্ভিক শেয়ারদর যা ছিলো — অর্থাৎ সেই চার শিলিং হারেই আরও পাঁচ লক্ষ নতুন শেয়ার বাজারে ইস্যু করা হবে। অবশ্য কেনার ব্যাপারে পুরনো শেয়ার হোল্ডাররাই সমহারে অগ্রাধিকার পাবে, সেই মর্মেই নোটিশ পাঠানো হবে তাদের কাছে।

প্রস্তাবটি যদিও কোনমতে লোভনীয় নয়। কারণ যে শেয়ারের বর্তমান বাজারদর এক শিলিং তিন পেনি, সেই শেয়ার যে কেউ চার শিলিংয়ে কিনতে রাজী হবে, এটা চিন্তা করাই বাতুলতা। তবে দেখা গেলো পৃথিবীতে উন্মাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। ওয়েলসের এক ভদ্রলোক এই দামেই তার ভাগের আরও এক হাজার নতুন শেয়ার কিনে নিলেন। বাকি শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে থেকে মাত্র আঠারোজনের সাড়া পাওয়া গেলো। তাঁরা কিনলেন মোট তিন হাজার শেয়ার। জুইংলি ব্যাঙ্কের চারজন অদৃশ্য বিহারী মক্কেলও প্রত্যেকে তাঁদের ভাগের পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের পুরোটাই কিনে নিলেন নগদ মূল্যে। পাঁচ লক্ষ নতুন শেয়ারের মধ্যে আর অবশিষ্ট রইলো দু লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার। জুইংলি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এবার যে দুজন এগিয়ে এলেন তাঁদর নাম মিঃ এডওয়ার্ড এবং মিঃ ফ্রাস্ট। এই দুজনের প্রত্যেকের ভাগে পড়লো এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার শেয়ার। অঙ্কটা কোম্পানির মোট শেয়ারের দশ ভাগের সামান্য কিছু কম, তাই কারণ পক্ষেই আত্মপ্রকাশের কোন বাধা বাধকতা রইলো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীট ফল যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে, বোরম্যাকের সর্বমোট পনেরো লক্ষ শেয়ারের মধ্যে স্যার জেমস একাই এখন সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের মালিক। অর্থাৎ কোম্পানির কর্তৃত্ব এখন পুরোপুরি তাঁর হাতের মুঠোয়। এবার থেকে তাঁর ইচ্ছানুসারেই কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালিত হবে, এর জন্য তাঁকে ব্যয় করতে হলো মোট এক লক্ষ যাট হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এই চার শিলিংয়ের শেয়ার যে একদিন লাফিয়ে লাফিয়ে একশো পাউণ্ডের সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তখন এই এক লক্ষ যাট হাজারই ফুলেফেঁপে আট কোটি পাউণ্ড হয়ে ঘরে ফিরে আসবে।

মিঃ রবার্টসও নিজের কর্মদক্ষতায় নিজেই মোহিত হয়ে গেলেন। শেয়ারের হিসাবনিকেশ চুকে যাবার পর ওঁর জন্য যে মোটা অঙ্কের পুরস্কার অপেক্ষা করে থাকবে — তিনি এখন সেই স্বপ্নে বিভোর। যদিও তার অর্থের কোন অভাব নেই, এতদিন ধরে যা সঞ্চয় করেছেন তার সাহায্যেই অবসর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো রাজার হালে কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু প্রাপ্তির প্রত্যাশা মানুষের কিছুতেই ফুরোয় না।

সতেরো

বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্স বা ফ্রান্স থেকে বেলজিয়ামে চোরাপথে মালপত্র পাচার করা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়। শুধু একটু সময় বুঝে চলাফেরা করতে পারলেই হলো। অবশ্য তার সঙ্গে ছিটেফোঁটা ভাগ্যের আনুকূল্যও থাকা চাই। প্রত্যহ বহু গাড়িই এভাবে চোরাপথে যাতায়াত করছে। ধরা পড়ে যাওয়াটা নেহাতই এক ব্যতিক্রম। শ্যাননের ভাগ্যেও তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না। পথের মাঝে এক সরাইখানার ধারে মার্কের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। শ্যাননের নির্দেশেই মার্ক নিজের ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিলো ওদের জন্যে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর এবার দুটো ভ্যানই একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলো। তখন বেলা দশটা। ইতিমধ্যে মার্কের ভ্যানই একসঙ্গে যাত্রা শুরু করলো। তখন বেলা দশটা। ইতিমধ্যে মার্কের ভ্যান থেকে তেলভর্তি পাঁচটা বড় ড্রাম লাঙ্গোর্টির গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে। মাইল তিনেক দূরে এক নির্জন পাহাড়ী পথের বাঁকে এসে উইণ্ডস্ক্রীন আর লাইসেন্স প্লেটটা খুলে নিয়ে মার্কের খালি ভ্যানটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে এক খাদের মধ্যে গড়িয়ে দেওয়া হলো। উইণ্ডস্ক্রীন আর লাইসেন্স প্লেটটা বিসর্জন দিলো এক খরস্রোতা ঝর্ণার জলে। কাজ শেষ করে ল্যাঙ্গোর্টির ভ্যানেই এবার এগিয়ে চললো তিনজনে। ল্যাঙ্গোর্টিই এখন গাড়ির চালক। আইনসঙ্গত লাইসেন্সও আছে ওর নামে। অন্য দুজনের বর্তমানে পরিচয় শুধু হিচ-হাইকার হিসেবে। রাস্তার মাঝখানে ল্যাঙ্গোর্টির ভ্যান থামিয়ে উঠে পড়েছে। সামনের শহরেই ওরা নেমে যাবে।

তবে ওদের এত সব ছল-চাতুরির কোন দরকার পড়লো না। বিপজ্জনক এলাকাটা নির্বিঘ্নেই পেরিয়ে এলো ল্যাঙ্গোর্টি। অর্লি বিমানবন্দরের কাছাকাছি পৌঁছবার পর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভ্যান থেকে নেমে পড়লো শ্যানন। এখান থেকে একটা ট্যাক্সি ধরেই ও একা এয়ারপোর্টে চলে যাবে।

'পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে নিশ্চয় তোমাদের আর কোন প্রশ্ন নেই?' শ্যাননের দু চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে একবার করে ঘুরে গেলো।

'না।' একসঙ্গেই মাথা নাড়লো দুজনে।

'পয়লা জুনের মধ্যেই তস্কানার এসে পৌঁছবার কথা। মাঝের একটা দিন তোমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। জাহাজটা তুলোনে নোঙর করার খবর পেলেই আমিও চলে আসবো সঙ্গে সঙ্গে।'

অর্লি থেকে পরের ফ্লাইটে শ্যানন যখন লণ্ডনে এসে পৌঁছলো, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার শুরু। কিন্তু ওর একশো দিনের ক্যালেণ্ডার থেকে ছেচল্লিশতম দিনটি তখন অস্ত যাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

রবিবার রাতে লণ্ডনে পৌঁছলেও মঙ্গলবার সকালের আগে শ্যাননের পক্ষে সিমনের দর্শন পাওয়া সম্ভব হলো না। ফোন পেয়ে সিমনই এসে দেখা করলো ওর সঙ্গে। দুজনের গত সাক্ষাতের পর থেকে এযাবৎ যা কিছু ঘটেছে, সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলতে ঘন্টাখানেকের মতো সময় লাগলো শ্যাননের। এর ফলে হাতে মজুত নগদ টাকা এবং বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট — দুটোই যে নিঃশেষ হয়ে গেছে, সে কথাটাও পরিশেষে জানিয়ে দিতে ভুললো না।

'আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা কি?' সব শুনে প্রশ্ন করলো সিমন।

'আগামী পাঁচদিনের মধ্যেই আমাকে ফ্রান্সে পৌঁছতে হবে। তস্কানায় মাল বোঝাই করবার সময় আমার উপস্থিতির একান্তই প্রয়োজন।' শ্যানন একবার আড়চোখে সিমনের মুখের ওপর নজর বুলিয়ে নিলো। 'জাহাজে মাল তোলার ব্যাপারেও কাস্টম অফিসের তরফ থেকে কোনরকম বাধাবিপত্তি দেখা দেবে না। কারণ কোন মালই আইনের চোখে আপত্তিকর নয়। শুধু পাঁচটা তেলের ব্যারেল নিয়েই আপাতত যা কিছু সমস্যা। কেননা, তস্কানার নিজের প্রয়োজনের পক্ষেও পরিমাণটা খুবই বেশি হয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে কাস্টম অফিসারদের মনে যদি কোন কৌতূহল জাগে, তারা যদি ব্যারেলগুলো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চায়...'

'তাহলে!' সিমনের দু চোখে শঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এলো।

'তাহলে আমাদের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।' শ্যাননের ঠোঁটের ফাঁকে আলগা হাসির আভাস। ' সেক্ষেত্রে সমগ্র পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। আমরা সবাই স্বখাত সলিলে ডুবে মরবো।'

'কিন্তু ব্যয়ের বহরটা একবার চিন্তা করে দেখেছেন?' সিমন ক্রোধে ফুঁসে উঠলো। ' আপনার এই নড়বড়ে পরিকল্পনার পেছনে এযাবৎ আমাদের কত খরচ হয়েছে, তার কি কোন হিসেব আছে আপনার ?'

'আমার কাছ থেকে আর কি আপনি আশা করেন? আগ্নেয়াস্ত্র বাদ দিয়ে এমন একটা অভিযান পরিচালনা করা তো সম্ভবপর নয়। আর এই ভারি বস্তুগুলো আমি যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি না। বর্তমান পরিস্থিতিতে তেলের ব্যারেলই সবচেয়ে কার্যকর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। .তবে ঝুঁকি যে কিছুটা থেকেই যাচ্ছে সেটাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।' অল্প থামলো শ্যানন, তারপর সুর পাল্টে প্রশ্ন করলো, আসল ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো? আপনি কি এখন থেকেই নার্ভাস হয়ে পড়ছেন?'

'না,' সিমন ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো।

'তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষা করুন। আপনাদের হয়তো কিছু নগদ টাকার ঝুঁকি নিতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের জীবন-মৃত্যুর মূল প্রশ্নটা এই বিপদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই হিসাবে আপনার চেয়ে আমাদের ঝুঁকির পরিমাণ অনেক গুণ বেশি।'

সিমন ঝোঁকের মাথায় লাভক্ষতির সার্মগ্রিক অঙ্কটা একবার শ্যাননকে সমঝে দেবার কথা চিন্তা করলো, পরমুহূর্তেই সামলে নিলো নিজেকে। এ সম্পর্কে শ্যাননকে যত কম ওয়াকিবহাল রাখা যায় ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল। কারণ সত্যিই যদি শ্যানন কোনদিন আইনের হাতে ধরা পড়ে, তখন ওরা নিঃশব্দে গা ঢাকা দিতে পারবে।

আরও ঘন্টাখানেক ধরে গুরুত্বপূর্ণ নানান বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চললো দুজনের মধ্যে। তার মধ্যে পাউণ্ড শিলিংয়ের ব্যাপারটাই মুখ্য। কোন্ খাতে কত টাকার প্রয়োজন তারও একটা বিস্তারিত ফিরিস্তি দিলো শ্যানন। শেষে বললো, 'আমার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের বাকি অর্ধেকটাও এবার আমার হিসেব করে মিটিয়ে দিতে হবে, মিঃ হ্যারিস।'

'এত শীগগির তার দরকার পড়লো কেন?' জিজ্ঞাসু নেত্রে ফিরে তাকালো সিমন।

'কারণ আগামী সোমবার থেকেই আমরা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। দৈবদুর্বিপাকে ধরাও পড়ে যেতে পারি। ঝুঁকিটা সারাক্ষণই উদ্যত খড়্গের মতো মাথার ওপর ঝুলে থাকবে। এবং এর পরে আমি আর লণ্ডনেও ফিরে আসছি না। বিভিন্ন বন্দর ঘুরে জাহাজে মাল তুলতে হবে। এই বোঝাই পর্ব শেষ হলেই যত শীগগির সম্ভব আমরা যাত্রা শুরু করবো। কারণ জাহাজে মাল বোঝাই করবার পর আমাদের পক্ষে আর কোন বন্দরে আশ্রয় নেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তার চেয়ে মাঝ সমুদ্রে দু-একদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোও অনেক ভালো।'

সিমন মনেমনে পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করলো।

'ঠিক আছে , আমি আমার সমব্যবসায়ীদের কাছে আপনার এই প্রয়োজনের কথাটা বুঝিয়ে বলবো। আশা করি দু-চারদিনের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

'এই হপ্তার মধ্যেই কিন্তু আমার সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পুরো টাকাটা জমা দেওয়া চাই। পরিমাণটা দয়া করে স্মরণ রাখবেন, কমপক্ষে বিশ হাজার পাউণ্ড। এ বিষয়ে কোনরকম কার্পণ্য করা হলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে।'

আর কোন মন্তব্য না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো সিমন।

পরের দিন ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শ্যানন সিমনের ফোন পেলো। সিমন জানালো, ইতিমধ্যেই অর্থের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এমনকি সেই মর্মে প্রয়োজনীয় নির্দেশও পাঠানো হয়েছে সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে। চাহিদামতো অর্থের যোগান সম্পর্কে শ্যানন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

সিমন লাইন ছাড়াবার পরই শ্যানন এয়ারপোর্টে ফোন করে আগামী শুক্রবারের জন্য ব্রুসেলসের একটা টিকিট বুক করে রাখলো, আর একটা টিকিট বুক করলো শনিবার সকালের। সেটা ব্রুসেলস থেকে প্যারিস ছুঁয়ে মার্সেইয়ের।

সেদিন জুলিয়ার সঙ্গেই একসঙ্গে রাত কাটালো শ্যানন। পরের দিনও সারাক্ষণ ওদের ছাড়াছাড়ি হলো না। শুক্রবার সকালে সুটকেস গুটিয়ে নিয়ে শ্যানন বরাবরের মতো পাততাড়ি গোটালো লণ্ডন থেকে। যাবার আগে ফ্ল্যাটের চাবিটাও পাঠিয়ে দিলো এস্টেট এজেন্টের কাছে। জুলিয়া ওকে নিজের লাল রঙের টু-সীটারে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিলো। ওর মুখ চোখ গম্ভীর থমথমে। সোনালি চুলের কয়েক গুচ্ছ এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কপালের ওপর।

'তুমি আবার কবে লণ্ডনে ফিরে আসবে?' শেষ মুহূর্তে বিষাদভারাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো জুলিয়া।

'আর কোনদিনই আমার ফেরা হবে না!' জুলিয়ার একটা হাত নিজের মুঠোয় টেনে নিয়ে শ্যানন অল্প চাপ দিলো।

'তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে যেতে দাও। জীবনভোর আমি তোমার পাশে পাশেই থাকতে চাই।'

'না, তা হয় না।' শ্যানন মাথা নাড়লো ধীরে ধীরে।

'তবে তুমি নিশ্চয় ফিরে আসবে, তাই না?' জুলিয়ার চোখের তারায় সীমাহীন ব্যাকুলতা। 'কোথায় তুমি যাচ্ছো, সে সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন করিনি। কিন্তু আমি নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি এবারের এই যাত্রাটা খুবই দুর্গম, বিপদসঙ্কুল। সাধারণ কোন ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপার এটা নয়। কিন্তু তুমি যেখানেই যাও না কেন, আবার নিশ্চয় আমার কাছে ফিরে আসবে—তোমার মুখ থেকে এই কথাটাই আমি শুধু শুনতে চাই।'

'আমি আর কোনদিনই ফিরবো না, জুলিয়া।' শ্যাননের কণ্ঠস্বর শান্ত, নিরুত্তাপ। 'তুমি তোমার মনের মতো আর কাউকে খুঁজে নিও।'

জুলিয়ার চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়লো।

'আমি আর কাউকে চাই না, শুধু তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমায় এক বিন্দু ভালোবাসো না বলেই এত সহজে কথাটা বলতে পারলে। নিশ্চয় তোমার অন্য কোন বান্ধবী আছে! আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি এখন তার কাছেই ফিরে যাচ্ছো?'

'না ... জুলিয়া,' শ্যানন ওকে দু হাত বাড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিলো, 'তুমি ছাড়া আমার আর অন্য কোন বান্ধবী নেই।'

অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিলো জুলিয়া। এই মুহূর্তে শ্যাননের মুখের দিকেও ও যেন চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

আধঘন্টা বাদে স্যাবানা জেট লণ্ডনের মথার ওপর দিয়ে ব্রুসেলস অভিমুখে উড়ে চললো। অকাশটা পরিষ্কার, উজ্জ্বল। দিগন্ত অবধি এক চিলতে মেঘের আভাস পর্যন্ত নেই। অনেক নিচে পৃথিবীটাও সবুজ মখমলে ঢাকা। বহু যুগ বাদে শ্যাননের আবার ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেলো। মিষ্টি একটা গানের কলিও শিস্ হয়ে গুনগুনিয়ে উঠলো গলার মধ্যে থেকে। এর ফলে যে পাশের সহযাত্রীটি বিরক্তবোধ করতে পারে, সেদিকেও ওর কোন খেয়াল নেই।

সুইস ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র চুকিয়ে ফেলতে ঘন্টা দুয়েক সময় লাগলো শ্যাননের। পুরো টাকাটাই ও তুলে নিলো একসঙ্গে। কিছুটা ট্র্যাভেলার্স চেকে, কিছুটা কারেন্সি নোটে আর বাকিটা সার্টিফায়েড ব্যাঙ্ক চেকে। কাজ শেষ করে ও যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন প্রায় বিকেল। রাতটা ব্রুসেলসে কাটিয়ে পরের দিন ভোরেই ও আবার এয়ারপোর্টে হাজির হলো। এখন ওর গন্তব্যস্থল মার্সেই। প্লেনটা অবশ্য প্যারিসও ছুঁয়ে যাবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি ধরেই শ্যানন সোজা অভীষ্ট হোটেলে এসে পৌঁছলো। এই হোটেলেই ল্যাঙ্গোর্টি একসময় 'মঁসিয়ে লাভালন' নাম নিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো। এবং পূর্ব নির্দেশমতো দুপ্রী না ফেরা পর্যন্ত নিচের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হলো শ্যাননকে। সন্ধ্যের পর মহাপ্রভুর দর্শন মিললো। তারপর তৈরী হয়ে তুলোন অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো দুজনে। এই উদ্দেশ্যে আগে থেকেই শ্যানন একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে রেখেছিলো। সূর্যদেব দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিলেও তার রক্তিম আভা এখনও আকাশের বুকে ঘন হয়ে জড়িয়ে আছে। পথঘাটও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সেই আভায়। নির্ধারিত একশো দিনের এটাই বাহান্নতম সন্ধ্যা।

রবিবার শিপিং এজেন্টের কোন অফিস খোলা থাকে না, তবে তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কাঁটায় কাঁটায় বেলা নটায় এক শিপিং এজেন্টের অফিসের সামনে শ্যানন এবং দুপ্রীর সঙ্গে মার্ক ও ল্যাঙ্গোর্টির দেখা হলো। শ্যাননই আগে থেকে নির্বাচন করে রেখেছিলো জায়গাটা। বেশ কয়েক হপ্তা বাদে আবার একত্রে মিলিত হলো চারজনে, বাকি শুধু সেমলার। তবে সে-ও এখন ওদের কাছ থেকে বেশি দূরে নেই। এই মুহূর্তে তস্কানাকে সঙ্গে নিয়ে সেমলার সোজা তুলোনের দিকেই এগিয়ে আসছে। আগামীকাল সকালেই তার এখানে এসে পৌঁছবার কথা। পোতাশ্রয়-আধিকারিকের দপ্তরে ফোন করে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো ওরা। জেনোয়া থেকে তস্কানার এজেন্ট খবর পাঠিয়েছে, সোমবার সকালেই জাহাজটা তুলোনে পৌঁছে যাবে। তুলোন বন্দরে তার জন্যে যেন একটা বার্থ রিজার্ভ রাখা হয়।

সারাদিন ওদের হাতে আর কোন কাজ ছিলো না। সুনীল সমুদ্রের বুকে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কাটলো সকলো মিলে। সন্ধ্যেটাও সুরার আবেশে মদির হয়ে উঠলো। শ্যাননই শুধু এই স্ফূর্তির উৎসবে সহজভাবে যোগ দিতে পারলো না। সকলের মধ্যে থেকেও ও যেন দলছাড়া — একক। যে বিরাট দায়িত্বের বোঝা ওর মাথার ওপর এসে চেপেছে, তারই চিন্তায় বিভোর হয়ে

আছে ওর সারা মন। বিশেষত আগামীকালই ওকে এক দুরূহ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এই পরিকল্পনার সাফল্য বা ব্যর্থতা, অনেকখানি তার ওপরই নির্ভর করছে।

শ্যানন কিন্তু মানসিকভাবে যতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো, বাস্তবে তেমন কোন সমস্যা দেখা দিলো না। সোমবার যথাসময়েই তুলোনে এসে নোঙর করলো তস্কানা। দূর থেকে সেমলার এবং ওয়াল্ডেনবার্গকেও প্রশস্ত ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো শ্যানন। আরও কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী ব্যস্তসমস্তভাবে এধার ওধার ছুটোছুটি করছে। কালো কোট-প্যান্ট পরা এক মাঝবয়সী ফরাসী ভদ্রলোকও এতক্ষণ জেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এবার নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে তস্কানার ওপরে উঠে গেলেন। ভদ্রলোক যে স্থানীয় এক শিপিং এজেন্টের প্রতিনিধি, সেটা বুঝে নিতে শ্যাননের পক্ষে বিশেষ অসুবিধে হলো না। অনতিবিলম্বে ও ওয়াল্ডেনবার্গকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এলেন তিনি। শ্যানন দেখলো দুজনে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেবলতে কাস্টম-অফিসের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে আবার দুজনকে কাস্টম-অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো। এবারে দুজনের গতি দুদিকে। মাঝ বয়েসী ফরাসী ভদ্রলোক পার্ক-করা একটা কালো রঙের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন, ওয়াল্ডেনবার্গ অপরিসর গ্যাঙ্গওয়ে পেরিয়ে তস্কানার দিকে পা চালালো।

আরও আধঘন্টা একা বসে অপেক্ষা করলো শ্যানন, তারপর সে-ও ধীরেসুস্থে তস্কানার দিকে পা বাড়ালো। সিঁড়ির মুখে উঁচু পাটাতনের সামনেই দেখা হলো সেমলারেব সঙ্গে, এতক্ষণ যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো সেমলার।

'কোথাও কোন অভাবিত গণ্ডগোল বাধেনি তো?' চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো শ্যানন।

'না,' সেমলার প্রসন্নচিত্তে ঘাড় দোলালো। 'নতুন ক্যাপ্টেনের নামে সমস্ত কাগজপত্র রেডি করা আছে। যাত্রা শুরুর আগে ইঞ্জিনটাও সুদক্ষ মিস্ত্রি দিয়ে আগাগোড়া পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছি। কয়েক ডজন কম্বল আর ফোম-রবারের এক ডজন তোষকও কিনে নিয়েছি জেনোয়ার বাজার থেকে। এ সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন করেনি। এবং এখনও পর্যন্ত ওয়াল্ডেনবার্গের ধারণা, বেআইনীভাবে বিদেশী নাগরিকেদের লণ্ডনে পাচার করাই আমাদের মুখ্য অভিপ্রায়। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কেনা হয়েছে জাহাজটাকে।'

'আর ইঞ্জিনের জন্যে মবিলের কি ব্যবস্থা করলে?'

সেমলার চোখ তুলে মুচকি হাসলো। 'অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে জেনোয়াতেই আমি এর অর্ডার পাঠিয়েছিলাম। পরে একসময় এজেন্টকে ফোন কবে আমি এই অর্ডারটা বাতিল করে দিলাম। ওয়াল্ডেনবার্গ এর বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। এমনকি শুধুমাত্র মবিলের জন্যে শেষ মুহূর্তে ও যাত্রা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলো, আমিই সে প্রস্তাবে রাজী হলাম না। বললাম, তুলোন থেকেই প্রয়োজনীয় মালটা না হয় সংগ্রহ করে নেওয়া যাবে।'

'বাঃ ...চমৎকার!' খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলো শ্যানন। 'খুব মাথা খাটিয়ে ম্যানেজ করেছো তুমি। তবে দেখো, ও যেন দুম করে আবার কোথাও মালের অর্ডাব দিয়ে না বসে। ওকে বলবে, তুমি নিজেই সব ব্যবস্থা করছো। তাহলে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। হ্যাঁ... ভালো কথা, সকালবেলা যে ফরাসী ভদ্রলোককে জাহাজে উঠতে দেখলাম...'

'তিনিই আমাদের স্থানীয় শিপিং এজেন্ট। তাঁব গুদামেই তস্কানার মালপত্র জমা রাখা আছে।

এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো তিনি নিজে এখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। মাল অবশ্য খুব বেশি নয়, বৈদ্যুতিক ক্রেনের সাহায্যে আমাদের লোকেরাই সেগুলো ধরাধরি করে জাহাজে তুলে ফেলতে পারবে।'

'ভালো, তবে তেলের ব্যারেলগুলা সম্পর্কে আমাদের অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। দৈবাৎ কোনটা যদি মাঝপথে পড়ে ভেঙে যায়, তাহলে বিশ বছরের মেয়াদ কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

সেমলার এ প্রসঙ্গে কোনরকম মন্তব্য করলো না, শুধু বার কয়েক মাথা নাড়লো গম্ভীরভাবে।

বেলা একটা নাগাদ শিপিং এজেন্টের দুটো ভ্যান তস্কানার মালপত্র নিয়ে জেটীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সুদৃশ্য ফাইল হাতে ফরাসী কাস্টম-অফিসারও সঙ্গে সঙ্গে নিজের অফিস ছেড়ে বাইরে এলেন। তুলোন থেকে ওদের জাহাজে কোন্ কোন্ মাল উঠবে তার সম্পূর্ণ একটা তালিকাও দিন কয়েক আগে শুল্ক দপ্তরে পেশ করা হয়েছিলো। সেই তালিকা দেখে সবকিছু মিলিয়ে নিয়ে তবেই তিনি জাহাজে মাল তোলবার অনুমতি দিলেন। তাছাড়া এই শিপিং এজেন্টও শুল্ক অফিসারের বিশেষ পরিচিত। এদের কাজ কারবারে কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে না।

মাল বোঝাইয়ের সময় ওয়াল্ডেনবার্গও সারাক্ষণ সামনে দাঁড়িয়েছিলো। সব শেষে সেমলার ক্যাপ্টেনের বক্তব্যটা ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে বুঝিয়ে বললো শিপিং এজেন্টের প্রতিনিধিকে। তস্কানার নিজের প্রয়োজনে জেনোয়াতেই মবিলের জন্যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিলো, সময়মতো মাল এসে না পৌঁছনোয় অর্ডার বাতিল কবে দিতে হয়।

'হুঁ,' সমঝদারেব ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন শিপিং এজেন্ট। 'আপনার কতখানি তেলেব প্রয়োজন?'

'পাঁচ ব্যারেল।' সেমলাব জবাব দিলো। ওয়াল্ডেনবার্গ অবশ্য একবিন্দু ফরাসী বোঝে না।

'পাঁচ ব্যারেল তো অনেকটা! এত তেলেব কি দরকার?'

চাপা স্বরে হেসে উঠলো সেমলার। 'আমাদের এই বুড়ো জাহাজটা অসম্ভব তেলখোর। ডিজেলের মতোই এ তেল টানে। তাছাড়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যেও আমরা কিছু বেশি পবিমাণ মজুত রাখতে চাই।'

'মালটা কখন আপনাদেব দরকার?' পকেট ডায়রিতে অর্ডারটা টুকে নিতে নিতে জানতে চাইলেন তিনি।

'এই ধরুন, বিকেল পাঁচটায়।'

'পাঁচটার মধ্যে হয়তো পেরে উঠবো না, ঘণ্টাখানেক দেরি হতে পারে।' ডায়রিটা কোটেব পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ভদ্রলোক এবার কাস্টম-অফিসারের দিকে ফিবে তাকালেন। অফিসাব কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লেন সামান্য। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহও দেখা গেলো না। তিনি এখন নিজের অফিসে ফিরে যেতে ব্যস্ত। শিপিং এজেন্টও বিদায় নিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

বিকেল পাঁচটায় সেমলার শিপিং এজেন্টের অফিসে ফোন করে জানিয়ে দিলো, এই মুহূর্তে তাদের ওই পাঁচ ব্যারেল তেলের কোন প্রযোজন নেই। জাহাজের মাল গুদামের এক কোণে বেশ কয়েক ব্যারেল মবিলের সন্ধান পাওয়া গেছে। নতুন ক্যাপ্টেন ওয়াল্ডেনবার্গের সেটা আগে জানা ছিলো না। আপাতত এতেই তাদের বেশ কয়েক কাজ চলে যাবে। এজেন্ট ভদ্রলোক সেমলারের কথায় কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন, তবে মুখে কোন প্রতিবাদ জানালেন না।

ঠিক বিকেল ছটায় সময় কালো রঙের একটা মালবাহী ভ্যান ধীরে ধীরে জেটীর সামনে এসে থামলো। ল্যাঙ্গোর্টিই ড্রাইভ করে নিয়ে এলো গাড়িটা। ওর পরনে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ড্রাইভারদের মতো সবুজ রঙের ঢিলে শার্ট ও ট্রাউজার। ভ্যানের পেছনদিকের দরজা খুলে পাঁচটা বড় সাইজের তেলের ব্যালেরও একে একে নামিয়ে রাখা হলো জেটীর ওপর।

ফরাসী কাস্টম-অফিসার তাঁর অফিসঘরের জানলা থেকেই উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখে নিলেন। কষ্ট করে বাইরে বেরুবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। সেমলারের সঙ্গেও একবার তাঁর চোখাচোখি হলো। হাত তুলে তেলের ব্যারেলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো সেমলার। মাথা নেড়ে সেমলারকে জাহাজে মাল তোলবার অনুমতি দিয়ে সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

ব্যারেলগুলো নিরাপদে যথাস্থানে না পৌঁছনো পর্যন্ত শ্যানন যেন দমবন্ধ করে বসে রইলো। মাঝের এই সময়টুকুই সবচেয়ে দুঃসহ। বুকের মধ্যে একটা হাঁচোড়-পাঁচোড় ধুকপুকুনি ভাব যেন কিছুতেই দূর হতে চায় না। ল্যাঙ্গোর্টির মানসিক অবস্থাও সেই একই রকম।

অবশেষে সবকিছু নির্বিঘ্নে মিটে যাবার পর সেমলারের আবির্ভাব ঘটলো। ওর চোখ-মুখে খুশির উচ্ছ্বাস।

'আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম, ক্যাট, কোথাও কোন সমস্যা দেখা দেবে না।'

শ্যাননও হাসিমুখে ওকে অভিনন্দন জানালো। 'ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। তবে এখন থেকে ব্যারেলগুলো আগলে রাখার দায়িত্ব কিন্তু তোমারই। আমার কাছ থেকে নতুন তোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওর ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দেবে না। কেউ যেন ঘূণাক্ষরেও না জানতে পারে, ব্যারেলগুলোর ভেতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।'

পূর্বনির্দিষ্ট এক কাফেতেই দলের অপর তিনজনেব সঙ্গে মিলিত হলো ওরা। সূর্যদেব ইতিমধ্যে পশ্চিম দিগন্তে মুখ লুকিয়েছেন। দূর থেকে সমুদ্রের গর্জন ভেসে আসছে একটানা। খানাপিনার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে জরুরী আলোচনাটাও ওরা সেরে নিলো। আটটা নাগাদ অন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তস্কানায় ফিরে গেলো সেমলার।

রাত একটায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুপ্রী আর ভলমিক নিঃশব্দে জাহাজে উঠে এলো। ভোর পাঁচটায় তস্কানা যখন তুলোনের বন্দর ছেড়ে ধীরে ধীরে গভীর সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে গেলো, শ্যানন আর ল্যাঙ্গোর্টি তখন জেটীর সামনেই দাঁড়িয়েছিলো।

বেলা নটায় ল্যাঙ্গোর্টি নিজের ভ্যানে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিলো শ্যাননকে। আর আধঘণ্টা বাদেই ওর প্লেনে ছাড়বার কথা। ইতিপূর্বে ব্রেকফাস্ট টেবিলেই শ্যানন ল্যাঙ্গোর্টিকে তার পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলো। তার দরুণ প্রয়োজনীয় অর্থও দিয়ে রাখলো ওর হাতে।

'আমি অবশ্য তোমার পাশে থাকতে পারলেই খুশি হতাম,' ম্লান হেসে ল্যাঙ্গোর্টি ওর মনেব ইচ্ছে ব্যক্ত করলো, 'অথবা ওই জাহাজে।'

'তা আমি জানি।' সহানুভূতিব দৃষ্টিতে শ্যানন বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালো। 'কিন্তু এই কাজটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তোমার মতো বিশ্বস্ত কারুর হাতে এর দায়িত্ব না দিতে পারলে আমি কিছুতেই নিশ্চিন্তে থাকতে পাববো না। তাছাড়া ফরাসী হিসেবে তোমার একটা বাড়তি সুবিধেও আছে। এবং ওদের মধ্যে দুজন তোমার পরিচিত। তাদের একজন ভাঙা-ভাঙা ফরাসীও বলতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পাসপোর্ট নিয়ে দুপ্রীর পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত শোনবার পর ওয়াল্ডেনবার্গ যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চায়, তখন বাধ্য হয়ে সেমলারকেই জাহাজ পরিচালনায় দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যান্য নাবিকদের মধ্যে কেউ যাতে ঝামেলা না বাধায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখবার জন্যেই মার্ককে সেমলারের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। অতএব বুঝতেই পারছো, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা। এবং এর সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপরই আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আচম্বিতে আঘাত হেনে শুধুমাত্র দখল করে নেওয়াটাই শেষ কথা নয়, ফেরার পথ নিষ্কণ্টক রাখতে হলে আমাদের সমর্থকও কিছু থাকা চাই।'

ল্যাঙ্গোর্টি আর কোন অনুযোগ জানালো না। এক মাসের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলো। শ্যানন ওর প্লেন এখন সোজা প্যারিসে পাড়ি জমাবে। সেখান থেকে ফের হ্যামবুর্গ।

আঠারো

হ্যামবুর্গে পৌঁছবার পরের দিন সকালে ফোনে অ্যালেম বেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলো শ্যানন। ঠিক হলো ওইদিন দুপুরেই তারা এক সম্ভ্রান্ত রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে লাঞ্চ সারবে।

'১০ই জুনের পর যে কোনদিন আমি আপনার মাল ডেলিভারি দিতে পারি।' লাঞ্চ টেবিলেই প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন বেকার, 'এবং স্পেন্ট প্লশে থেকেই আপনাকে এই মালটা ডেলিভারি নিতে হবে। সেইরকমই কথাবার্তা হয়ে আছে।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'স্লিট আর ডুব্রভনিকের মাঝামাঝি। বন্দর হিসেবে খুবই ছোট, সব মিলিয়ে গোটা ছয়েক জাহাজ রাখার বন্দোবস্ত আছে। দুটোমাত্র মাল গুদাম। সাধারণত এই বন্দর দিয়েই যুগোশ্লাভিয়ার অস্ত্রশস্ত্র বিদেশে রপ্তানী করা হয়। তাছাড়া বন্দরের আয়তন ছোট বলে মাল ডেলিভারির ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দেয় না। এখানে ব্যর্থ পাওয়াটাও অনেক বেশি সহজ।'

শ্যানন মনে মনে চিন্তা করলো। যুগোশ্লাভিয়ার সমগ্র উপকূলের মানচিত্র ও সেমলারকে যোগাড় করে নিতে বলেছে। তার সাহায্যেই সে নিশ্চয় প্লসের হদিশ খুঁজে বার করতে পারবে। তবে বন্দরটা এত ছোট যে মানচিত্রে তার উল্লেখ থাকলে হয়!

'ঠিক আছে ,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো শ্যানন। 'এগারো তারিখেই আমরা না হয় মাল ডেলিভারি নেবার জন্যে তৈরি থাকবো। আপনিই সেইভাবেই বন্দোবস্ত করে রাখবেন।'

আবার কবে কোথায় তাদের দেখা হবে সে বিষয়ে কথাবার্তা পাকা করে নিয়ে শ্যানন বেকারের কাছ থেকে বেদায় নিলো।

জোহান শিলিঙ্কারের সঙ্গে দেখা হলো সেদিন সন্ধ্যায়। শ্যাননের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, যোলো থেকে বিশে জুনের মধ্যে খুব সম্ভবত ভ্যালেন্সিয়া থেকে ওদের মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে। সেই মর্মেই নির্দেশ এসেছে মাদ্রিদ থেকে। যদিও ভ্যালেন্সিয়া সম্পর্কে এখনও নিশ্চিতভাবে কোন কথা দেওয়া যাচ্ছে না। যে কোন মুহূর্তে স্থান পরিবর্তন হতে পারে। সব ব্যাপারটাই স্পেন কর্তৃপক্ষের মর্জির ওপর নির্ভর করছে।'

'কুড়ি তারিখে ভ্যালেন্সিয়া থেকে মাল ডেলিভারি নেওয়াটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধেজনক। আমি না হয় উনিশ তারিখ সন্ধ্যে থেকেই তস্কানার জন্যে ওখানে একটা বার্থ রিজাভ করে রাখবো। তাহলে পরের দিন সকালেই জাহাজে মাল ওঠাবার বন্দোবস্ত করা যাবে। তবে একটা কথা, মাল বোঝাইয়ের সময় আমি সামনে উপস্থিত থাকতে চাই।'

শিলিঙ্কার ভ্রূ কোঁচকালেন। 'তা আপনি পারেন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার বাধা দেবার কোন এক্তিয়ার নেই। কিন্তু এখানে ক্রেতা হিসেবে কোন এক আরব সরকারের নামই নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর মধ্যে আপনার কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত নয়। তাহলে কেউ হয়তো অন্য কিছু সন্দেহ করতে পারে।'

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেনের যদি আর একজন নতুন নাবিকের দরকার পড়ে? ভ্যালেন্সিয়া বন্দর থেকে কি তাকে নিযুক্ত করা সম্ভব?'

শিলিঙ্কার কথাটা ভেবে দেখলেন।

'আপনি কি এই কোম্পানির একজন অংশীদার?'

'স্বনামে যদিও নয়।' শ্যানন মৃদু হাসলো।

'এক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন যদি স্থানীয় এজেন্টের কাছে খবর পাঠায় যে আগের কোন বন্দরে একজন নাবিক তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলো। সে-ই আবার পুরনো ডিউটিতে যোগ দিতে আসছে। এ ধরনের কোন অজুহাত সৃষ্টি করতে পারলে অনুমতি পেতে বিশেষ সমস্যা দেখা দেবে না। তবে নাবিক হিসেবে তার আইনসঙ্গত পরিচয়পত্র থাকা চাই। এবং সেই পরিচয়পত্রের মধ্যে নাবিকের নামের যেন কোন তারতম্য না ঘটে।'

'বুঝেছি!' শ্যানন ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। ' দেখি, এ সম্পর্কে কতদূর কি করা যায়!'

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, উনিশ তারিখ সকালে মাদ্রিদের মান্দানা হোটেলে বেকার শ্যাননের জন্যে অপেক্ষা করবেন। অন্য একটা কাজের সুবাদে ওই সময় দিন কতক মাদ্রিদেই থাকতে হবে বেকারকে। সেই ফাঁকে শ্যাননের মালটাও পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

তুলোন ছেড়ে যাবার আগে সেমলার হাতে একটা চিঠি পোস্ট করতে দিয়েছিলো। চিঠিটা তস্কানায় জেনোয়ার শিপিং এজেন্টকে উদ্দেশ করে লেখা। সেমলার খবর পাঠাচ্ছে, আগের কথামতো তুলোন থেকে তস্কানা সোজা মরক্কো অভিমুখে পাড়ি দেবে না, মাঝখানে ব্রিন্দিস বন্দর ছুঁয়ে যাবে। সেখান থেকে জাহাজে কিছু মাল ওঠাবার কথা। তুলোন থেকেই এই অর্ডারটা সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজটা অত্যন্ত জরুরী বলে এতে মুনাফাও অনেক বেশি। তাছাড়া মরক্কোয় মাল পৌঁছনোর জন্যে তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। দুদিন পথে দেরি হলে এমন কিছু অসুবিধা দেখা দেবে না। তাই জেনোযার শিপিং এজেন্ট যেন ব্রিন্দিস বন্দরে তার করে সাত ও আট তারিখের জন্যে একটা বার্থ রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা করে। চিঠিতে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ ছিলো। শিপিং এজেন্টের তরফ থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে যেন এই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হয়, যে তস্কানার নামে কোন চিঠিপত্র এলে ওরা যেন ওদের অফিসেই সেগুলো জমা রাখে।

শ্যানন হ্যামবুর্গ থেকে যে চিঠি পাঠালো, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সেটাও বন্দর কর্তৃপক্ষের দপ্তরে

জমা পড়লো। খামের ওপর ঠিকানা লেখা ছিলো—সেনর কার্ট সেমলার, এম. ভি. তস্কানা; কেয়ার অব্ পোর্ট অফিস, ব্রিন্দিস ইত্যাদি।

চিঠির মর্মার্থ হচ্ছে , ব্রিন্দিস থেকে তস্কানা সোজা প্লশের দিকে অগ্রসর হবে। বন্দরটা যুগোশ্লাভিয়ার উপকূলে। জেনোয়ার শিপিং এজেন্টকে এ খবর জানাবার কোন দরকার নেই। ১০ই দুজন সন্ধ্যে থেকে তস্কানার নামে সেখানে একটা ব্যর্থ রিজার্ভ থাকবে।

চিঠিতে আরও কয়েকটা জরুরী নির্দেশ ছিলো শ্যাননের। প্রাক্তন জার্মান স্মাগলার কার্ট সেমলারকে কীথ ব্রাউনের নামে একটা মার্চেন্ট সীম্যান কার্ডের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। তারিখটা যেন আপ-টু-ডেট থাকে। এবং দেখাতে হবে যে ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষই এই কার্ড ইস্যু করেছেন। তাছাড়া তস্কানার কাগজপত্র এমনভাবে তৈরি রাখা দরকার যাতে ধারণা হয়, জাহাজটা ব্রিন্দিস থেকে সোজা ভ্যালেন্সিয়ার দিকেই এগোচ্ছে, এবং সেখান থেকে মাল বোঝাই করে সরাসরি সিরিয়ার পথ ধরবে।

হামবুর্গ ত্যাগের আগে শ্যানন শেষ চিঠিটা পাঠালো সিমন ওরফে হ্যারিসের নামে। শ্যাননের বক্তব্য, ১৬ই জুন মিঃ হ্যারিস যেন রোমে তার সঙ্গে দেখা করেন। বিশেষ কয়েক জায়গার সামুদ্রিক মানচিত্রও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হলো।

বেকারের ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি ছিলো না। কাজের সুবিধের জন্যে জিলজ্যাক নামে এক যুগোস্লাভ বন্ধুকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। যথাসময়েই সরকারী ভ্যানে রক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে প্লশে বন্দরে তস্কানার মাল এসে পৌঁছলো। জাহাজে মাল তোলার ব্যাপারেও কোথাও কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হলো না। সবকিছুই ঘড়ির কাঁটার মতো নির্দিষ্ট নিয়মে নিজের পথে এগিয়ে চললো। তবে ওয়াল্ডেনবার্গকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিলো। সেমলারই তদারক করছিলো আগাগোড়া। শ্যাননই আগের চিঠিতে এ সম্পর্কে ওকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো। ডেকের একপাশে দাঁড়িয়ে ওয়াল্ডেনবার্গ তখন নিজের প্রথম মেটের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলো মৃদুকণ্ঠে। সে যে একটা কিছু সন্দেহ করেছে সেটা তার হাবভাবেই বোঝা যায়।

সবকিছু নির্বিঘ্নে সমাধা হবার পর বেকার ও জিলজ্যাক সেমলারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের হোটেলের দিকে পা বাড়ালেন। এক ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে শ্যাননও সরু গ্যাংওয়ে পেরিয়ে তস্কানার ওপরে উঠে এলো। ক্যাপ্টেনের জন্যে নির্দিষ্ট ছোট কেবিনটার দিকেই ওর লক্ষ্য। ওয়াল্ডেনবার্গ তখন নিজের কেবিনে ছিলো না। সেমলারই ওকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এলো। কেবিনে ঢুকে দরজাও লক্ করে দিলো নিজের হাতে।

সকলে আসন নেবাব পর শ্যাননই আলোচনা শুরু করলো। প্লশে থেকে কি জাতীয় মাল তস্কানায় তোলা হয়েছে সে সম্পর্কে এই প্রথম অবগত করা হলো ক্যাপ্টেনকে। শ্যাননের বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সমস্তটাই শুনে গেলো জার্মান ক্যাপ্টেন। মুখের ওপব নির্বিকার ভাবটাকেও ধরে রাখবাব চেষ্টা করলো প্রাণপণে।

'কিন্তু আমি আগে কোনদিন সামরিক সম্ভার বহন করিনি।' ক্যাপ্টেনের গম্ভীর কণ্ঠে স্পষ্টতই প্রতিবাদের সুর। 'তাছাড়া আপনি প্রথমে বলেছিলেন, জাহাজে কোন রকম বেআইনী মালপত্র তোলা হবে না। সে কথারই বা মর্যাদা রাখলেন কোথায় ?'

' কেন...? এর মধ্যে লুকোছাপার কোন ব্যাপার নেই , সমস্তটাই আইনসঙ্গত। বেলগ্রেড থেকেই আমরা মাল কিনেছি, এবং পেটির ভেতরে কি বস্তু চালান যাচ্ছে, সে তথ্যও শুল্ক বিভাগের অজ্ঞাত নয়। সবকিছু জেনে শুনেই তারা ছাড়পত্র ইস্যু করেছে। এর জন্যে আমাদের কাউকে ঘুষও দিতে হয়নি। যুগোশ্লাভিয়ার সরকারী আইনও আমরা এক চুল লঙ্ঘন করিনি।'

'কিন্তু তস্কানা এই অস্ত্রশস্ত্র যে দেশে যাচ্ছে, সেখানকাব আইন?'

'এই সমস্ত গোলা বারুদ যে দেশের যাচ্ছে, ব্যবহৃত হবে, তস্কানা সেই দেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে প্রবেশ করবে না।' শ্যানন প্রকৃত পরিস্থিতিটা বোঝাতে চেষ্টা করলো ক্যাপ্টেনকে। 'প্লশের পরে আর দুটোমাত্র বন্দরে তস্কানার হাজিরা দেবার কথা। এবং আপনার নিশ্চয় জানা আছে, বহিরাগত কোন জাহাজকে বন্দরের মধ্যে সচরাচর সার্চ করা হয় না, যদি না শুল্কবিভাগ আগে থেকে বিশেষ কোন খবর পায়। জাহাজে কি মাল উঠছে বা জাহাজ থেকে কি মাল নামানো হচ্ছে শুধুমাত্র সেইদিকেই তাদের লক্ষ্য সজাগ থাকে।'

'তা সত্ত্বেও আমার ঝুঁকিটা ঠিকই থেকে যাচ্ছে। কারণ পূর্বঘোষিত মালের তালিকায় এই পেটিগুলোর কোন উল্লেখ নেই। যদি কখনও সরকারীভাবে এই জাহাজে তল্লাসী চালানো হয়, তখন ক্যাপ্টেন হিসেবে আমাকেই এর জবাবদিহি করতে হবে। তারা কেউ আমায় ছেড়ে কথা বলবে না। বছর সাতেকের মেয়াদই এর অনিবার্য ফলশ্রুতি।'

শ্যানন বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলো না। সহজভাবেই বুঝিয়ে বললো ব্যাপারটা। 'বিশেষ একটা কারণেই আমরা এ বিষয়ে নীরব থাকতে বাধ্য হয়েছি। ভ্যালেন্সিয়া থেকেও আমরা কিছু সামরিক সম্ভার জাহাজে তুলবো। কিন্তু স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ যদি টের পায় ইতিমধ্যেই আমরা জাহাজে গোলাবারুদ বহন করছি, তবে তারা আমাদের ভ্যালেন্সিয়ায় ভিড়তে দেবে না। শুধু ভ্যালেন্সিয়া কেন, স্পেনের সমস্ত বন্দরই আমাদের মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যাবে।'

আরও ঘণ্টা তিন-চার ধরে নানান বিষয়ে আলোচনা চললো তিনজনের মধ্যে। অবশেষে অতিরিক্ত পাঁচ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে দায়িত্ব নিতে রাজী হলো ওয়াল্ডেনবার্গ। তার অর্ধেক দিতে হবে জাহাজে মাল বোঝাইয়ের আগে, বাকি অর্ধেক ভ্যালেন্সিয়া ছেড়ে যাবার পর।

'তাহলে অন্যান্য নাবিকদের সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?' শ্যানন প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, আর সকলকে সামলাবার দায়িত্ব এখন থেকে আমার ওপরই ছেড়ে দিন।' ওয়াল্ডেনবার্গ মাথা নেড়ে ভরসা দিলো শ্যাননকে। এই আশ্বাস যে মিথ্যে নয় সেটাও শ্যানন অনুভব করলো মনে মনে।

বেকারের বাকি পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে সোজা নিজের হোটেলে ফিরে এলো শ্যানন, তারপর পোশাক ছেড়ে নরম ডানলোপিলো গদির ওপর শুয়ে পড়লো টান টান হয়ে। পরিশ্রমটা যতটা না কায়িক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক। নির্ধারিত দিনপঞ্জীর আজ সাতষট্টিতম দিন।

উনিশ

শ্যানন যখন এসে পৌঁছলো, সিমন তখন লণ্ডন থেকে বয়ে আনা দি টাইমস্ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ ডুবিয়ে বসেছিলো চুপচাপ। যেন ওর সারা মন ঐ পাতাটার মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছে। ভোরে রোমের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে লণ্ডন এয়ারপোর্ট থেকেই পত্রিকাটা সংগ্রহ করেছিলো সিমন। হোটেল এলিক্সারের ছিমছাম সাজানো-গোছানো লাউঞ্জেই দেখা হলো দুজনের। লাউঞ্জে অন্য অতিথি তখন বিশেষ কেউ ছিলো না। শ্যানন সামনের চেয়ারে আসন নেবার পর সিমন কাগজ থেকে মুখ তুলে তাকালো।

'অনেকদিন আপনার কোন খবরাখবর নেই।' ভারি গলায় ব্যক্ত করলো সিমন। 'সম্প্রতি আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম, আপনি হয়তো যথার্থই গা-ঢাকা দিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করিনি।'

'সর্বদা যোগাযোগ রেখেই বা আমার লাভ কি? তাছাড়া জাহাজ তো আর জলের ওপর দিয়ে উঠে যেতে পারে না। তুলোন থেকে এতগুলো বন্দর ছুঁয়ে যুগোশ্লাভিয়ার পৌঁছনোও যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। তার ওপর আমার হাতে পাঠাবার মতো রিপোর্টও বিশেষ কিছু ছিলো না।...হ্যাঁ, ভালো কথা, আমি যে চার্টগুলোর কথা বলেছিলাম...?'

সিমন চোখ তুলে সঙ্গের ব্রিফকেসের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো চার্টেরই বা আপনার কি প্রয়োজন? এগুলো সংগ্রহ করতে আমাকে বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।'

মুচকি হাসলো শ্যানন। 'শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরেই এতগুলো সামুদ্রিক মানচিত্র আমাদের সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। একটামাত্র চার্ট সঙ্গে রাখলে অন্যের পক্ষে আমাদের গন্তব্য স্থলের হদিস পাওয়া সহজ হয়ে দাঁড়াবে।'

সিমনের ওপর আরও একটা দায়িত্ব দেওয়া ছিলো, জাঙ্গারো থেকে শ্যানন যে সমস্ত ছবি তুলে এনেছে তার স্লাইড তৈরি করা। লণ্ডন থেকেই একটা স্লাইড-প্রোজেক্টার কিনে শ্যানন ইতিপূর্বে তস্কানার সঙ্গে পাঠিয়েছিলো।

সাম্প্রতিক কালের সমস্ত ঘটনাও শ্যানন সংক্ষেপে খুলে বললো সিমনকে। সিমন কোন মন্তব্য না করে শুধু শুনে গেলো সবকিছু। মাঝে মাঝে নিজের পকেট ডায়রিতে নোট করছিলো দু-চার লাইন। পরে সে প্রসঙ্গে স্যার জেমসকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। ওর রিপোর্টে যাতে কোন ভুল না থাকে সেইজন্যেই এই সতর্কতা।

'তস্কানা এখন কোথায়?' অবশেষে পকেট ডায়রি বন্ধ করে সিমন প্রশ্ন করলো।

ইতিমধ্যে ভ্যালেন্সিয়ার কাছ বরাবর পৌঁছে যাবার কথা।' শ্যানন জবাব দিলো। ওর আগামী তিনদিনের কর্মসূচীও বিশদভাবে জানিয়ে রাখলো সিমনকে। তবে ওর দলেরই একজন যে এই মুহূর্তে আফ্রিকায় পৌঁছে গেছে, সে সম্পর্কেই শুধু কোন উচ্চবাচ্য করলো না।

'আর একটা বিষয়ে আমার কিছু জানবার আছে,' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সিমনের দিকে ফিরে তাকালো শ্যানন, 'আক্রমণের পরবর্তী পরিস্থিতি কি হবে? নতুন কোন শাসন কর্তৃপক্ষ দায়িত্বভার হাতে তুলে না নিলে আমরা তো আর বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে পারি না। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খবরটাও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে চারদিকে। তার আগে সরকারী বেতার যন্ত্র মারফত নতুন রাষ্ট্রপতির নামটা জনসাধারণকে জানিয়ে দিতে হবে।'

'আমরাও এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি।' সিমনের সারা মুখে মোলায়েম হাসির আভা। 'প্রকৃতপক্ষে এই নতুন সরকারের পত্তনই এত বড় একটা বিরাট কর্মযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য', সঙ্গের ব্রিফকেস খুলে টাইপ করা তিনটে ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে শ্যাননের দিকে এগিয়ে দিলো সিমন। 'এই নির্দেশগুলো শুধু আপনার জন্যে। প্রাসাদের দখল নেবার পর আপনার কি কর্তব্য হবে, এতে শুধু সেই কথাই বলা আছে। নির্দেশগুলো ভালোভাবে মুখস্থ করে নিয়ে আজই পাতা তিনটে পুড়িয়ে ফেলবেন।'

প্রথম পাতাটার ওপর শ্যানন একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো, তবে ওর পক্ষে অবাক হবার মতো বিশেষ কোন কারণ ঘটলো না। নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরা যে কর্ণেল ববিকেই নির্বাচিত করবে, সেটাও ও আগে থেকে আঁচ করে নিয়েছিলো। যদিও কাগজটার মধ্যে কর্ণেল ববির কোন উল্লেখ ছিলো না, তাকে সর্বদা 'মিঃ এক্স' বলেই নির্দেশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যেও কোথাও কোন নতুনত্বের ছাপ নেই, সমস্তটাই সহজ সাদামাটা প্রচলিত পদ্ধতি।

শ্যানন এবার কাগজ থেকে চোখ তুললো। 'আপনি তখন কোথায় থাকবেন?'

'আপনাদের কাছ থেকে শ'খানেক মাইল উত্তরে।'

জায়গাটা যে জাঙ্গারোর পাশের রাজ্যের রাজধানী, সে সম্পর্কেও শ্যাননের কোন সন্দেহ রইলো না। কারণ ওই উত্তর দিক থেকেই জাঙ্গারোর প্রবেশের সহজ একটা রাস্তা আছে, উপকূল ধরে যেটা সরাসরি ক্ল্যারেন্সের এসে পৌঁছেছে।

বেতার সঙ্কেত পাঠানোর ব্যাপারেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা চললো দুজনের মধ্যে। কখনও কোন্ ফ্রিকোয়েন্সিতে ওরা নিজেদের মধ্যে গোপন সংবাদ আদানপ্রদান করবে, সে বিষয়েও পাকাপাকি কথাবার্তা হয়ে গেলো।

'আর একটা জরুরী প্রসঙ্গের আলোচনা হওয়া দরকার।' গম্ভীরকণ্ঠে শুরু করলো শ্যানন, 'ক্ল্যারেন্সের ওই ঘটনার বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে জাঙ্গারোর সীমান্তরক্ষীদের জানতে দেওয়া উচিত হবে না। তার ফলে কিম্বার সেনাবাহিনীই তখনও পর্যন্ত সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবে। এদের অতিক্রম করেই ক্ল্যারেন্সে পৌঁছতে হবে আপনাকে। ক্ল্যারেন্সের কাছাকাছি আরও দু-চারজন বিন্দুসেনা ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকতে পারে। তাই বলছি, পথে যদি কোন বিপদ ঘটে! যদি আপনি ঠিক সময়মতো পৌঁছতে না পারেন...!'

'আমার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না।' সিমনের কণ্ঠে সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সুর। 'ভেতরেও আমাদের সাহায্য করবার জন্যে লোক থাকবে।' শ্যানন আর কিছু জানতে চাইলো না। ঘণ্টাখানেক বাদে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের নিজের পথ ধরলো।

মাদ্রিদে, পাঁচতলায় নিজের অফিসে বসে কর্ণেল অ্যান্টনি সালাজার ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে সামনের টেবিলের ওপর খোলা ফাইলটার দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনিই স্পেনের অস্ত্রসম্ভার রপ্তানি বিভাগের প্রধান অধিকর্তা। ভদ্রলোকের মাথার চুল ধূসর বর্ণের। চেহারাটাও রীতিমতো দশাসই। মানুষ হিসেবেও খুবই সাদাসিধে। এবং স্বদেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য স্থির ও অবিচল। কোন প্রলোভনেই তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে এক চুল বিচ্যুত হতে রাজী নন।

কর্ণেল সালাজারের বয়স এখন আটান্ন। অবসর গ্রহণের মাত্র দু বছর আর বাকি। দীর্ঘদিন ধরে এই পদে নিযুক্ত থাকার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাও খুবই গভীর এবং ব্যাপক, সেই সঙ্গে

অনুভূতিটাও তীক্ষ্ণ ও সজাগ হয়ে উঠেছে। গত চার হপ্তা যাবৎ এই ফাইলটা তার টেবিলে এসে পড়ে আছে। ফাইলের প্রতিটি কাগজপত্রই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক থেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী দপ্তর থেকেও এই সামান্য পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার রপ্তানির ব্যাপারে কোন আপত্তি দেখা দেয়নি। এবং অর্থ মন্ত্রী দপ্তর থেকেও এই রপ্তানির ছাড়পত্র পাওয়া গেছে, শুধু তাদের বক্তব্য দামটা যেন ডলারে দেওয়া হয়। এত সব বিধিসম্মত কাগজপত্র হাতে পাওয়া সত্ত্বেও কর্ণেল সালাজার মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিলো, কোথায় যেন বড় ধরনের একটা গণ্ডগোল নিহিত আছে। অথচ সে ব্যাপারে তাঁর কিছু করণীয় নেই। তিনি নিরুপায়।

ফাইলের প্রথম কাগজটা একটা আবেদনপত্র। দরখাস্তে কয়েক পেটি মাল মাদ্রিদ থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় প্রেরণের জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে। সেখান থেকে পেটিগুলো এম. ভি. তস্কানা নামে এক জাহাজে তোলা হবে। দরখাস্তের সঙ্গে আইনানুগ এক্সপোর্ট লাইসেন্সও দাখিল করা হয়েছে। কিছুদিন আগে তিনিই এই রপ্তানির ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছিলেন। ছাড়পত্রের ওপর তাঁরই নিজের হাতের দস্তখত।

'কিন্তু এখন স্থান পরিবর্তনের প্রশ্ন উঠছে কেন?' বিরস মুখে তিনি অপেক্ষমান সরকারী কর্মচারীটির দিকে ফিরে তাকালেন।

'তার কারণ, আগামী দু হপ্তার মধ্যে ভ্যালেন্সিয়ায় কোন বার্থ পাওয়া যাবে না। সমস্তই আগে থেকে রিজার্ভ রাখা আছে।'

'হুঁ, ' অপ্রসন্ন কণ্ঠে বিড়বিড় কর্‌লেন কর্ণেল। ব্যাখ্যাটা অযৌক্তিক নয়। বছরের এই সময় বরাবরই ভ্যালেন্সিয়ায় ভিড় থাকে। তা সত্ত্বেও এই স্থান পরিবর্তনের ব্যাপারটা তিনিই মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। এমন কি এই অর্ডারটাও তিনি প্রথম থেকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। অর্ডারের মোট পরিমাণ যদিও খুবই সামান্য, সাধারণ কোন রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর এক বেলার টার্গেট প্র্যাকটিসে প্রয়োজনেও পরিমাণটা কোনমতে পর্যাপ্ত নয়।

সমস্ত ফাইলটা আগাগোড়া তিনি আবার উল্টেপাল্টে দেখলেন। দূরে গির্জার ঘড়িতে বেলা একটার ঘণ্টা পড়লো। অর্থাৎ এখন লাঞ্চটাইম কাগজপত্রের মধ্যে কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ছাড়পত্র পাবার পর তবেই ফাইলটা এখন তাঁর টেবিলে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে সামান্য কোন গরমিলও যদি তাঁর নজরে পড়তো তাহলেও না হয় একটা কথা ছিলো। এখানে সবকিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রয়োজনীয় আদেশপত্রে সই দিলেন তিনি। তাবপরই ফাইলটা সরকারী কর্মচারীটির দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

'ঠিক আছে, ভ্যালেন্সিয়ার পরিবর্তে ক্যাস্টেলন থেকেই মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হবে'।

কুড়ি তারিখের মধ্যে মাল তুলতে হলে আপনাকে ক্যাস্টেলন থেকেই ডেলিভারি নিতে হবে, মিঃ ব্রাউন। আগামী দু হপ্তার আগে ভ্যালেন্সিয়ায় কোন বার্থ খালি নেই।'

শিলিঙ্কারের হোটেলে বসেই কথা হচ্ছিলো দুজনের।

'ক্যাস্টেলন কোথায়?' শ্যানন জানতে চাইলো।

'ভ্যালেন্সিয়া থেকে মাইল চল্লিশ দূরে। বন্দরটা আয়তনে খুবই ছোট, এখানে ভিড়ও খুব কম। তার ফলে মাল তোলার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধে দেখা দেয় না। ভ্যালেন্সিয়ার এজেন্টকেও

এই স্থান পরিবর্তনের খবরটা ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেরা ক্যাস্টেলনে উপস্থিত থেকে সবকিছু তদারক করবে।'

'নতুন নাবিক নিয়োগের ব্যাপারে কি করলেন?'

'আমি স্থানীয় এজেন্টকে খবর পাঠিয়েছি, তস্কানার নাবিক বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ব্রিন্দিস থেকে বাড়ি ফিরে যায়। এখান থেকে সে-ই আবার পুরনো ডিউটিতে যোগ দেবে। তার নাম কীথ ব্রাউন। এদিকে আপনার কাগজপত্র সব রেডি আছে তো?'

'হ্যাঁ,' শ্যানন ঘাড় দোলালো। 'পাসপোর্ট, মার্চেন্ট সীম্যান কার্ড ইত্যাদি দরকারী নথিপত্র সমস্তই আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই। আগামীকাল ভোরে ক্যাস্টেলনের শুল্ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেনর মসকারার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাঁকে আমার সমস্ত কিছু বলা আছে। তিনিই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেবেন।'

শ্যানন অসহায়ভভাবে ম্লান হাসলো। এই মুহূর্তে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই। শুধু ঈশ্বরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা, মাঝপথে কোথাও যেন কোন গণ্ডগোল না বাধে।

বিকেলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক হায়ার-কার এজেন্সির অফিসে গিয়ে শক্তিশালী একটা মার্সেডিজ ভাড়া করলো শ্যানন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আবার শিলিঙ্কারের হোটেলেই ফিরে এলো। ওর জন্যেই নিজের ঘরে একা বসে অপেক্ষা করছিলেন শিলিঙ্কার। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সরকারী দপ্তর থেকে কোন খবর এসে পৌঁছয়নি। পায়ে পায়ে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চললো, ভেতরে ভেতরে ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠলো শ্যানন, কিন্তু ফোনটা আগের মতোই নীরব, প্রাণহীন।

শেষ মুহূর্তে কোথাও কোন বাধা পড়লো না তো। অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শিলিঙ্কারের দিকে ফিরে তাকালো শ্যানন। ক্ষোভে হতাশায় নিজের মাথার চুলগুলোও ওর এখন দু হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। শয়তান জার্মানটা অথচ একনাগাড়ে হুইস্কি উড়িয়ে চলেছে সোফায় হেলান দিয়ে। ওর যেন আর কোনদিকে হুঁশ নেই।

মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে শ্যানন শিলিঙ্কারের অবস্থাটা ঠিকমতো অনুভব করতে পারেনি। কারণ শিলিঙ্কারও তখন মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছেন। কেন যে মরতে এই অর্ডারটা তিনি হাতে নিয়েছিলেন, সেকথা ভেবে এখন নিজেই নিজের কপাল চাপড়াচ্ছেন। এমনকি ঈশ্বরের কৃপায় এই বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে এবারের মতো যদি উদ্ধার পান, তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনদিন যে এমন বিপদে পা বাড়াবেন না, সে বিষয়েও প্রতিজ্ঞা করলেন মনে মনে। যদিও তিনি বেশ ভালো করেই জানেন এ প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নেই। অর্থের গন্ধ পেলেই ভেতরের লোভটা আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। সে আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্যে, হাজার বিপদের সম্ভাবনাও তাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না।

অবশেষে প্রত্যাশিত ফোন এলো রাত সাড়ে বারোটায়। খবর পাওয়া গেলো, সরকারী ব্যবস্থাপনায় তস্কানার মাল ক্যাস্টেলনের পথে রওনা হয়ে গেছে।

শ্যানন আর এক মুহূর্তেও অপেক্ষা করলো না। ওর ভাড়া করা মার্সেডিজ ঝড়ের বেগে ক্যাস্টেলনের পথে ছুটে চললো। শহরের সীমানা পেরিয়ে যাবার পরই রাস্তাটা একবারে ফাঁকা। মধ্যিখানে নগর বা জনপদ বলতে আর কিছু নেই। বেশ খানিকটা অগ্রসর হবার পর পথের মাঝে

দুটো সরকারী কনভয়ও এর হেডলাইটের তীব্র আলোয় ধরা পড়লো। তাদের অতিক্রম করেই এগিয়ে গেলো ওর মার্সেডিজ। যখন ক্যাস্টেলনে এসে পৌঁছলো, তখন প্রায় ভোর।

আরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে সরকারী কনভয় দুটোর দর্শন পাওয়া গেলো। ইতিমধ্যেই কাস্টম-অফিসের সেনর মসকারার সঙ্গে দেখা করে কীথ ব্রাউনের ব্যাপারটা ও মিটিয়ে ফেলেছিলো। যাবতীয় প্রমাণপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার পর তবেই তিনি পুরনো ডিউটিতে যোগ দেবার অনুমতি দিলেন ব্রাউনকে। তস্কানা যে ভোরের আগেই বন্দরে এসে ভিড়েছে, সে বিষয়েও নিজের চোখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিয়েছিলো আগের থেকে। এখন শুধু চরম লগ্নের প্রতীক্ষা।

তস্কানার মধ্যে অনুসন্ধান শুরু হলো পেঁপা নটায়। এ সম্পর্কে আগে কোন আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমোদিত মালের তালিকা চেয়ে নিয়ে প্রতিটি দ্রব্য মিলিয়ে দেখলেন কাস্টম অফিসার। কোথাও কোন গরমিল খুঁজে পাওয়া গেলো না। জাহাজের আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখা হলো তন্ন তন্ন করে, তবে মাল গুদামের পাটাতন তুলে তার নিচেটা কেউ উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলেন না।

জাহাজে বেআইনী মালপত্র কিছু খুঁজে পাওয়া না গেলেও নাবিকদের সংখ্যাধিক্য তদন্তকারী অফিসারকে খানিকটা কৌতূহলী করে তুললো। এ ধরনের একটা জাহাজে সাতজন নাবিকের কি প্রয়োজন, সে বিষয়ে তিনি প্রশ্নও করলেন ক্যাপ্টেনকে। ওয়াল্ডেনবার্গ জানালো, দুপ্রী আর ভ্লমিক তস্কানার মালিক গোষ্ঠীর লোক। ব্রিন্দিস থেকে সময়মতো ওরা ওদের জাহাজ ধরতে পারেনি, সেইজন্যে দিন-দুয়েক অপেক্ষা করে দুজনে এই তস্কানায় এসে উঠেছে। এই জাহাজেই ওরা আপাতত সিরিয়া পর্যন্ত পাড়ি দেবে।

আরও কিছুক্ষণ নানা ধরনের প্রশ্নের পর তদন্তকারী অফিসার বিদায় নিলেন সদল বলে। যদিও তাঁকে খুব প্রসন্ন বলে মনে হলো না। তার আধঘণ্টা বাদ মাল উঠতে শুরু করলো জাহাজে। বেলা সাড়ে বারোটায় ক্যাস্টেলনের উপকূল ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো তস্কানা। এখন ওর গতি দক্ষিণমুখী।

লণ্ডনে ওয়াল্টার হ্যারিসের নামে একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলো তস্কানা থেকে। তার বিষয়বস্তু হচ্ছে, আপনার ভাই এখন সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে। এর মর্মার্থ হলো, তস্কানা নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী বিনা বাধায় নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। রোমের হোটেলে বসে এই ধরনের সাঙ্কেতিক ভাষা সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করে নিয়েছিলো নিজেদের মধ্যে। এই টেলিগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই সেদিন বিকেলে দুজনের একটা বৈঠক বসলো স্যার জেমসের চেম্বারে।

'সুখবর, খুবই সুখবর!' সিমনের কথায় খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ক্রোড়পতি স্যার জেমস। যদিও তাঁর মুখ দেখে ভেতরের মনোভাব বুঝে ওঠা শক্ত। 'লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে ওর হাতে কদিন সময় অবশিষ্ট আছে?'

'এখনও বাইশদিন, স্যার জেমস।' সিমন জবাব দিলো। 'নির্ধারিত একশোদিনের আজ হচ্ছে আটাত্তরতম দিন। শ্যাননের নিজস্ব সময়সূচী অনুযায়ী আশিদিনের মাথায় ওর ইউরোপের উপকূল ছেড়ে যাবার কথা। ওর হিসেবমতো অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে আরও ষোলো-আঠারো দিন সময় লাগবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে পথে হয়তো দুদিন বেশি দেরি হতে পারে। তা সত্ত্বেও ওর হাতে কয়েকদিন সময় থাকবে।'

'আগে পৌঁছতে পারলে ও কি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আঘাত হানবার চেষ্টা করবে?'

'না, স্যার, নির্ধারিত কর্মসূচীর কোন হেরফেব ঘটবে না। তেমন প্রয়োজন উপস্থিত হলে ও বরং মাঝ সমুদ্রেই দু-একদিন সময় কাটিয়ে দেবে। আমার সঙ্গে সেইরকমই কথা হয়েছে।'

স্যার জেমস আসন ছেড়ে উঠে চিবাচরিত অভ্যাসবশে ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চাবি শুরু করলেন।

' তোমাকে আমি যে একটা বাড়ি ভাড়া নেবার কথা বলে দিয়েছিলাম?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তার জন্যেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

'তাহলে এখন আর তোমার লণ্ডনে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। যত শীঘ্র সম্ভব কর্ণেল ববির সঙ্গে দেখা করো। ওকেও তোমার সঙ্গে জাঙ্গারোর পাশের রাজ্যে গিয়ে বাস করতে হবে। ও যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চায়, তবে আরও বেশি অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবেই হোক ওকে রাজী করাবে। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। যে রাত্রে শ্যানন কিম্বার প্রাসাদ আক্রমণ করতে যাবে, সেদিন সন্ধ্যেবেলা তুমি ব[illegible] আসল ব্যাপারটা ভেঙে বলবে। সেই সঙ্গে স্ফটিক পাহাড়ের খনিজস্বত্ব সম্পর্কেও ওকে দিয়ে আমাদের চুক্তিপত্রে সই হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে দলিলটা। এই কদিন ববিকে একদম ঘরেব বাইরে বেরুতে দেবে না, সারাক্ষণ নজরবন্দী করে রাখবে বুঝেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।' বাধিত ভঙ্গিতে সিমন মাথা নাড়লো।

' তোমাব বডিগার্ডটা কি রকম? কাজেকর্মে বেশ মজবুত তো?'

সিমন মৃদু হাসলো। 'আমি খুব দেখে শুনেই ছোকরাটাকে বেছে নিয়েছি, স্যার। ওর মতো বেপরোয়া ছেলে খুব কমই দেখা যায়। সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ উপযুক্ত।'

স্যার জেমস আর কোন মন্তব্য করলেন না। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে অনেক নিচে চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাস দৃষ্টিতে। এই মুহূর্তে তাঁর বুকের গভীরে কোন্ ভাবে লীলা চলছে, বাইরে থেকে মুখ দেখে তার কোন হদিস পাওয়া গেলো না।

ফ্রি টাউনে শ্যাননের জন্যে সদল বলে অপেক্ষা করছিলো ল্যাঙ্গোর্টি। ফ্রি টাউন পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে এমন একটা বন্দর যেখানে মজুর খুবই সহজলভ্য, তাদের পারিশ্রমিকের হারও খুব কম। তাই এখান থেকে অনেকেই জাহাজ বোঝাই করে কুলিকামিন তুলে নিয়ে যায়। জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহের ব্যাপারেও এরা খুব অভিজ্ঞ। প্রয়োজনীয় কাজের শেষে এই বন্দরেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়া হয় সবাইকে। প্রয়োজনমতো শ্রমিক সংগ্রহ করে দেবার জন্যেও দালাল শ্রেণীর কিছু লোক বন্দরের আশেপাশে ঘোরাফেবা কবে।

ছ মাইল দূর থেকেই তস্কানার আগমনবার্তা ফ্রি টাউনের পোতাশ্রয় আধিকারিকের দপ্তরে বেতার মারফত পৌঁছে দেওয়া হলো। সেখান থেকে নির্দেশ এলো, উপসাগরে ঢোকবার ঠিক মুখেই তস্কানা যেন নোঙর ফেলে অপেক্ষা করে। যেহেতু এখান থেকে সে কোন মাল তুলবে না বা কোন মাল খালাসও করবে না, শুধু কিছু শ্রমিক সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে, তাই তার পক্ষে বন্দরের মধ্যে অযথা ভিড় বাড়াবারও কোন দরকার নেই।

ল্যাঙ্গোর্টি তস্কানার আগমনবার্তা ঠিকমতো জানতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে শ্যাননের মনে

একটা আশঙ্কা ছিলো। এর ফলে ও যদি সময়মতো এসে পৌঁছতে না পারে, তখন বাধ্য হয়েই একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে শ্যাননকে। তার জন্যে একটা উপযুক্ত অজুহাতও মাথা খাটিয়ে বার করে রেখেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে, তস্কানার রেফ্রিজারেটর মেশিনটা কেমন যেন গণ্ডগোল শুরু করেছে। সেই কারণে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওদের। পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত না করে তো আর মাঝসমুদ্রে ভেসে পড়া যায় না।

শ্যাননের এই আশঙ্কা নিতান্তই অহেতুক। কর্সিকানের অভিজ্ঞ দৃষ্টি অনেক দূর থেকেই তস্কানাকে চিনতে পেরেছিলো, এমন কি তখনও পর্যন্ত তস্কানার নোঙরটাও জলে নামানো হয়েনি। গত এক হপ্তা যাবৎ বন্দরের পাশেই ছোট একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলো ল্যাঙ্গোর্টি। শ্যাননের নির্দেশমতো বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গেও গোপনে যোগাযোগ করেছিলো ইতিমধ্যে। তাদের মধ্যে সবরকম কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে।

তস্কানার দর্শন পাবার পর ল্যাঙ্গোর্টি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না। দলের লোকদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে শহরের দিকে ছুটে চললো।

বেলা দুটোর মিনিট কয়েক পরে যন্ত্রচালিত একটা ছোট ডিঙি নৌকা ধীরে ধীরে তস্কানার গায়ে এসে ভিড়লো। প্রধান শুল্ক অফিসারের এক নম্বর সহকারী নিজেই সশরীরে সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। পোশাক-আশাক ফিটফাট কেতারদুরস্ত। দু চোখে একটা নির্বিকার নিরাসক্তির ভাব।

শ্যানন এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো ভদ্রলোককে। তস্কানার মালিক গোষ্ঠীব একজন প্রতিনিধি হিসেবেই পরিচয় দিলো নিজের। তারপর তাঁকে খাতির করে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে গেলো। তিন বোতল হুইস্কির ও দু কার্টুন সুদৃশ্য সিগারেটও উপহার হিসেবে ধরে দেওয়া হলো তাঁর সামনে। ভদ্রলোক এতক্ষণ প্যাচপ্যাচে গরমে ভেতরে ভেতরে ভেপসে উঠেছিলেন, বাতানুকুল কেবিনে বসে ঠাণ্ডা বীয়ারের মগে চুমুক দিতে দিতে আরামে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। আধঘণ্টা বাদে উদাসীন দৃষ্টিতে তস্কানার অনুমোদিত মালের তালিকার দিকেও নিয়মমাফিকনজর বোলালেন একবার। দেখা গেলো, জাহাজটা ব্রিন্দিস বন্দর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যামেরুনের কাছে এক তেলের কোম্পানিতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। তার মধ্যে যুগোস্লাভিয়া বা স্পেনের কোন উল্লেখ নেই। অন্যান্য মালপত্রের মধ্যেও আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেলো না। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বাদে শ্যাননকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তস্কানা থেকে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক। যাবার আগে শ্যাননের উপহারটাও সঙ্গের অ্যাটাচিতে ভরে নিতে ভুললেন না।

সন্ধ্যে ছটার পর সদলবলে ল্যাঙ্গোর্টি এসে পৌঁছলো। ওদের সঙ্গে মালপত্রও ছিলো। বেশকিছু, প্রথমে মালপত্রগুলো ওদের রোয়িং বোট থেকে হাতে হাতে জাহাজের ডেকে ওপর তোলা হলো। পরে ল্যাঙ্গোর্টি ও তার সাতজন আফ্রিকান সঙ্গীও লাইন দিয়ে জাহাজে উঠে এলো। ওদের কেউই অবশ্য স্থানীয় লিওনিয়ান গোষ্ঠীর নয়, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকই এখানে কাজ খুঁজতে আসে।

এদেশে এমন ধরনের আচরণ যদিও খুবই অসমীচীন, তা সত্ত্বেও মার্ক, দুপ্রী ও সেমলার তিনজনেই এগিয়ে এসে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালো ল্যাঙ্গোর্টির আফ্রিকান সঙ্গীদের। কালো আফ্রিকানদের পুরু ঠোঁটের ফাঁকেও সাদা হাসির ঝিলিক। বহুদিন বাদে পুরনো বন্ধুদের

সঙ্গে মিলিত হয়ে ওদের খুশীও কিছু কম নয়। শুধু ওয়াল্ডেনবার্গ আর তার সহকারীরাই দূরে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলো দৃশ্যটা।

প্রাথমিক ভাব-উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর শ্যানন ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো ক্যাপ্টেনের। আফ্রিকানদের ছজন সুস্থ সবল যুবক, কারুর বয়সই ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়। তাদের নাম যথাক্রমে জনি, প্যাট্রিক, জিঞ্জা, স্যাণ্ডি, বার্থোলো আর টিমথি। পেশাদার সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারেও এদের প্রত্যেকের পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে, এবং সুদক্ষ ইউরোপীয়ান সোলজারদের কাছে তারা সকলে হাতে-কলমে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাছাড়া দলপতির প্রতি আনুগত্য ওদের অপরিসীম। দলের সপ্তম ব্যক্তির বয়সটাই কিছু বেশি। অন্যেরা তাঁকে 'ডাক্তার' বলেই সম্বোধন করছিলো। ডাক্তার ওকের সঙ্গেও আলাপ হলো ওয়াল্ডেনবার্গের।

'আপনার দেশের অবস্থা এখন কেমন, ডাক্তার?' কথা প্রসঙ্গে একবার প্রশ্ন করলো শ্যানন।

বিষণ্ণ চিত্তে ডাক্তার মাথা নাড়লেন। 'ভালো নয়, মোটেই ভালো নয়!'

'আগামীকাল ভোরে আমরা যাত্রা শুরু করবো।' শ্যাননের গলার সুরে উত্তেজনার ছোঁয়া। 'শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতিও শুরু হবে কাল থেকে।'

নীল মৃত্যু—নিথর পৃথিবী

কুড়ি

সমুদ্রযাত্রার অবশিষ্ট দিনগুলো নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে দিয়েই কেটে গেলো। একমাত্র ডাক্তার ওকে ছাড়া অন্যান্যদের নিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট দল গড়লো শ্যানন। প্রত্যেক দলের ওপর এক একরকম কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো।

মার্ক আর সেমলার তেলের ব্যারেলের মধ্যে থেকে সেমিজারের প্যাকেটগুলো একে একে বাইরে বার করে আনলো। বাকি তেলটা কয়েকটা বড় পাত্রে ঢেলে রাখা হলো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যে। সেমিজারের ব্যবহার সম্পর্কে আফ্রিকানরা বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলো না, তবে পদ্ধতিটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধে হলো না ওদের।

যুগোশ্লাভিয়ার তৈরি মর্টার ও রকেট-ছোঁড়া কামান দুটোও মার্ক খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। এই মডেলের ক্ষেপণাস্ত্র ও আগে কোনদিন ব্যবহার করবার সুযোগ পায়নি। অবশ্য ব্যাপারটা যে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ, সেটাও ওর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। নিজের সুবিধের জন্যে প্যাট্রিক নামের ছেলেটিকেই পার্শ্বচর হিসেবে বেছে নিয়েছিলো মার্ক. এর আগেও ওরা দুজনের একসঙ্গে জোট বেঁধে যুদ্ধ করেছে। তাই একের পক্ষে অন্যের প্রয়োজনটা বুঝে নেওয়া সহজ হবে। মার্কের এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে পরিবহণ ক্ষমতা। কারণ যাবতীয় রণসম্ভারই পিঠে ঝুলিয়ে বহন করতে হবে ওদের। বর্তমানের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির পক্ষে কত ওজনের বোঝা বওয়া সম্ভব, সে সম্পর্কেও আগে থেকে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার।

গোছগাছ সারা হবার পর, এবার শুরু হলো ওদের লক্ষ্যভেদের অনুশীলন। তস্কানার রাডার যন্ত্রে যখন দেখা যেতো চারদিকে কুড়ি-পঁচিশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় কোন জাহাজের অস্তিত্ব নেই, তখনই ওরা এই অনুশীলনের সুযোগ পেতো। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই সেমিজার সম্বন্ধে

রপ্ত হয়ে উঠলো আফ্রিকানরা। ওদের আর একটা মস্ত ত্রুটি ছিলো, ট্রিগার টানার মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে ফেলা। শ্যাননের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বদভ্যাস থেকেও মুক্তি পেলো ওরা। রাত্রের অনুশীলনটাই ছিলো সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও কিভাবে লক্ষ্য স্থির রেখে নিঃশব্দে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়েও বিশদভাবে ট্রেনিং দেওয়া হলো প্রত্যেককে। প্রত্যেকের কাছে একটা করে কম্পাস ও রেডিও সেটও দিয়ে রেখেছিলো শ্যানন। কখন কিভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে, সেকথাও ভালো করে বুঝিয়ে বলা হলো ওদের।

সপ্তা দুয়েক অনুশীলনের পর একদিন সন্ধ্যেবেলা শ্যানন দলের সকলকে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠালো। ওয়াল্ডেনবার্গকেও খবর দেওয়া হলো সেই সঙ্গে।

'এবার তোমাদেব কাছে আমার মূল পরিকল্পনাটা খুলে বলা দরকার।' সকলে সমবেত হবার পর শ্যানন শুরু করলো। 'এর জন্যে কমপক্ষে ঘণ্টা তিন-চার সময় দিতে হবে।'

জাঙ্গারোয় গিয়ে যে সমস্ত ছবি শ্যানন তার ক্যামেরায় তুলে এনেছিলো, প্রোজেক্টারের মাধ্যমে সেগুলোই বড় করে ফুটিয়ে তোলা হলো সাদা পর্দার ওপর। তার সঙ্গে কয়েকটা ম্যাপ এবং হাতে-আঁকা নক্সাও ছিলো খানকতক। তাদের মূল লক্ষ্যস্থল কোনটা, এবং কোন পথে কিভাবে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে সমস্তই শ্যানন বুঝিয়ে বললো বিশদভাবে।

শ্যাননের সুদীর্ঘ বক্তৃতা যখন শেষ হলো, তখন সারা কেবিন নিথর নিস্তব্ধ। রুদ্ধশ্বাস একটি উত্তেজনাই যেন বোবা করে দিয়েছে সকলকে।

অবশেষে প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে সর্বপ্রথম ওয়াল্ডেনবার্গের সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

'কিন্তু ওদের যে কোন নৌবহর বা কামানবাহী রণতরী নেই, এটা কি শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই আমাকে বিশ্বাস করে নিতে হবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন!'

'এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত।' শ্যাননের কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। 'সব দিকে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে তবেই এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।'

আফ্রিকানদের মধ্যে কেউ কোন মন্তব্য করলো না। তারা শুধু নির্দ্বিধায় দলপতির নির্দেশ মেনে চলতেই অভ্যস্ত। অন্য কোন চিন্তাভাবনাকে ওরা মগজের মধ্যে আশ্রয় দিতে নারাজ। ডাক্তার ওকে অবশ্য তাঁর নিজের কর্তব্য সম্পর্কে শ্যাননের পরামর্শ চাইলেন। তাঁকে সারাক্ষণ তস্কানাতেই অপেক্ষা করবার নির্দেশ দেওয়া হলো। মার্ক, দুপ্রী, ল্যাঙ্গোর্টি ও সেমলারও দু-একটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা করে নিলো সেমলারের সঙ্গে। সেগুলো সবই তাদের নিজের নিজের বিশেষ ধরনের দায়িত্ব সম্পর্কিত।

মিটিং শেষ হবার পর আফ্রিকানরা দল বেঁধে শোবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলো। অনতিবিলম্বে ঘুমিয়েও পড়লো সকলে। এতখানি উত্তেজনাকর পরিস্থিতিব মধ্যেও কিভাবে যে তারা অকাতরে নিদ্রা যেতে পারে, সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়বস্তু। শুধু পাঁচজন পেশাদার ইউরোপীয়ান যোদ্ধার চোখে ঘুমের লেশমাত্র স্পর্শ নেই। বাকি রাতটা উন্মুক্ত ডেকের ওপর পাশাপাশি বসেই কাটিয়ে দিলো সকলে। নিজেদেব মধ্যে মৃদুকণ্ঠে আলাপ-আলোচনাও শুরু করলো ওরা। শ্যাননের ওপর প্রত্যেকেরই শ্রদ্ধা এবং আস্থা অপরিসীম। এবং তার এই পরিকল্পনাও যে খুবই নিখুঁত এবং যথাযথ সে বিষয়েও প্রত্যেকেই একমত। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি সেখানে অবস্থার

কোন পরিবর্তন ঘটে, প্রাসাদ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় যদি কোন উন্নতি সাধন করা হয়, তাহলে ওরা যে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তাতে কোন সংশয় নেই। কারণ সংখ্যায় তারা নগণ্য, অত্যন্ত প্রকটভাবে নগণ্য। তাই এই সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও কোন গরমিলের অবকাশ থাকা সম্ভব নয়। হয় কুড়ি মিনিটের মধ্যে তাদের প্রাসাদ দখল করতে হবে, তাতে ব্যর্থ হলে যত শীগগির সম্ভব বোট নিয়ে ফিরে আসতে হবে তস্কানায়। এর মধ্যে দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আহতদের সাহায্য করবার জন্যে যে সেখানে কাউকে পাওয়া যাবে না, সে কথাও সকলের অবিদিত তাই তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে এই অমোঘ সত্যটা সম্পূর্ণ উহ্য থেকে গেলো। যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে পড়ে, তাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কোন উপায় না থাকে—তাহলে তার সঙ্গীরা তাদের এই ভাগ্যহত বন্ধুকে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপব একটিমাত্র তপ্ত বুলেট উপহার দেয়। শত্রুর হাতে ধরা পড়ে তিলে তিলে দগ্ধে মরার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক বেশি সম্মানজনক। সৈনিক জীবনে বহুবার তাদের এই নিষ্ঠুর কর্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এটাকে তারা অলিখিত চুক্তির একটা অঙ্গ বলেই মনে করে।

সুনির্দিষ্ট এ৹শো দিনের আর মাত্র একদিন বাকি। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙ্গলো সকলের। শ্যানন অবশ্য মাঝরাত থেকেই জেগে বসেছিলো। তস্কানার রাড়ারে দূরের যে তটরেখা ঝাপসাভাবে ফুটে উঠেছিলো, ওর দু চোখের দৃষ্টি যেন তার মধ্যেই স্থির হয়ে আটকে আছে।

'জাহাজটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যান যেখান থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে ক্ল্যারেন্সের দক্ষিণ উপকূলটা আমাদের পরিষ্কার নজরে পড়ে। তারপর উপকূলের সঙ্গে সমান দূরত্ব বজায় রেখে খুব ধীর গতিতে উত্তর দিকে এগিয়ে যাবেন। দুপুরের মধ্যেই আমরা এর কাছাকাছি পৌঁছতে চাই।'

শ্যানন আঙুল দিয়ে ম্যাপের এক জায়গায় ওয়াল্ডেনবার্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গত কুড়িদেনের সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতায় এই জার্মান ক্যাপ্টেনের প্রতি ওর আস্থা আগের চেয়ে এখন অনেক বেড়ে গেছে। প্রি ক্ত পাওনাগণ্ডা বুঝে পাবার পর ওয়াল্ডেনবার্গ এখন সর্বতোভাবেই শ্যাননের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। তাছাড়া ওয়াল্ডেনবার্গকে বিশ্বাস না করে ওর আর উপায়ও নেই কোন। কারণ ওরা যখন নৈশ ২ ভিযানে বেরুবে, তখন একা ক্যাপ্টেনই বেতারযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে এখানে। ওদের কাছ থেকে যেরকম নির্দেশ আসবে, সেইভাবেই প্রস্তুত থাকবে ও।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেলো সকালটা। একটা অস্থির উত্তেজনা যেন ক্রমশ প্রত্যেকের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেটাকে কাটিয়ে উঠবার জন্যেই বুঝি ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে সকলে। নিজেদের মধ্যে হালকা সুরে কথাবার্তা ' খন প্রায় বন্ধ।

দুপুরে শ্যানন বেতার-সঙ্কেত পাঠালো সিমনের উদ্দেশে। একটা মাত্র শব্দই ও মিনিটখানেক ধরে আওড়ে গেলো রেডিও-স্পীকারের সামনে। প্ল্যানটিন...প্ল্যানটিন. .প্ল্যানটিন...

বাইশ মাইল দূরে সিমনের ট্রান্সমিটারেও শব্দটা ধরা পড়লো। এই বেতার সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, শ্যানন সদলবলেই ওর অভীষ্ট স্থানে এসে পৌঁছেছে। এবং পূর্বনির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী ওরা কিম্বার প্রাসাদে হানা দেবে। এখনও পর্যন্ত পথে কোন বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়নি।

আধঘন্টা বাদে কর্নেল ববির কাছে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত খুলে বললো সিমন। ববি প্রথমে নিজের

এই আশাতীত সৌভাগ্যের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলো না। সমগ্র ব্যাপারটাই ওর কাছে যেন অলীক আকাশকুসুম বলে মনে হচ্ছে। এমন একটা অবাস্তব হাস্যকর প্রস্তাব যে কেউ দিতে পারে সেটা ওর ধারণারই বাইরে। অবশেষে একটু একটু করে ওর জ্ঞানোদয় হলো। সিমন যে নিছক একটা আষাঢ়ে গল্প শোনাবার জন্যে এত কাঠখড় পুড়িয়ে ওকে এখানে এনে হাজির করেনি, সেই সহজ সত্যটাও ওর মগজে গিয়ে ঢুকলো। এমনকি রাষ্ট্রপতির গদিতে বসবার পর ও সর্বপ্রথম কাকে কাকে শায়েস্তা করবে সে সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা শুরু করলো মনে মনে। একদিন যারা ওর পেছনে লেগে কিম্বার কান ভারি করে তুলেছিলো, তাদের কাউকেই ও বিন্দুমাত্র ক্ষমা করবে না। শত্রুদের সেই চরম দুর্দশার দৃশ্য মানসচক্ষে কল্পনা করে ববি শেষে এত বেশি পুলকিত হয়ে উঠলো যে নিজেকে স্থিরভাবে ধরে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ালো ওর পক্ষে। তার ওপর সিমনের প্রতিশ্রুত পাঁচ লক্ষ ডলারের চেকটাও অদূর ভবিষ্যতের দিনগুলোকে আরও উজ্জ্বল, স্বপ্নময় করে তুলবে। এত প্রচুর সৌভাগ্য যে কারুর ওপর একসঙ্গে বর্ষিত হতে পারে, এটা যেন বিশ্বাস করে নেওয়াও রীতিমতো কষ্টকর ব্যাপার।

ক্ল্যারেন্সে সেদিন সারা বিকেল ধরেই আগামীকালের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব-অনুষ্ঠানের মহড়া চলছিলো। পুলিস ব্যারাকের চত্বরে কিম্বার স্বদেশপ্রেমী যুববাহিনী অনেকক্ষণ ধরে কুচকাওয়াজ করছিলো জোর কদমে। চত্বরের নিচে এক ভূগর্ভস্থ অন্ধকার চোরা কুঠরির মধ্যে ছজন ক্ষতবিক্ষত বন্দীর কানেও এই কল-কোলাহলের রেশ গিয়ে পৌঁছলো। আগামীকাল প্রকাশ্য রাজপথে হাজার হাজার জনতার সামনে এই ছজন ভাগ্যহত বন্দীকে পিটিয়ে হত্যা করা হবে। স্বাধীনতা উৎসবের এটাও একটা প্রধান অঙ্গ।

কিম্বার প্রমাণ সাইজের বেশ কয়েকটা ফটোও ইতিমধ্যে শহরের বিভিন্ন জনাকীর্ণ স্থানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের স্ত্রীরা কে কোন্ পোশাকে আগামীকাল রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে এই স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দেবে, তারও ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে ঘরে ঘরে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে, নিজের মহলে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে হাসি মুখে বসেছিলো কিম্বা। আগামী প্রভাতেই তার শাসনকালের দীর্ঘ ছ বছর পূর্ণ হবে। সেই আনন্দেই এখন মশগুল হয়ে আছে তার মনপ্রাণ।

দিনভোব শ্যননেব নির্দেশ অনুসাবেই তস্কানার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করলো ওয়াল্ডেনবার্গ। বিকেলে হুইল হাউসে বসে গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে ওয়াল্ডেনবার্গকে পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলো শ্যানন।

'সূর্যাস্ত পর্যন্ত তস্কানাকে উত্তরদিকের এই সীমান্তে ধরে রাখুন।' টেবিলে ছড়ানো ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করলো ও।

'রাত নটার পর আমরা কোণাকুণিভাবে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবো। সূর্যাস্ত থেকে নটার মধ্যে আমাদের তিনটে ডিঙিবোটকেও জলে ভাসাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই তিনটে বোটে করেই আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবো। আমাদের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। অন্ধকারে টর্চের আলোতেই এই সমস্ত মালপত্র নিঃশব্দে বোটের মধ্যে তুলে নিতে হবে। রাত নটার পর তস্কানার গতি হবে খুবই ধীর, এবং এই শম্বুক গতিতেই

জাহাজটাকে উপকূলের চার মাইলের মধ্যে নিয়ে আসবেন। এই স্থানটা ক্ল্যারেন্সের দৃষ্টিপথের আড়ালে। তার ওপর সমস্ত আলো নেভানো থাকলে আর কেউই আমাদের অস্তিত্ব টের পাবে না। উত্তরদিকে এখান থেকে এক মাইলের মধ্যেই উপসাগর।

'আপনাদের এই হানাদার বোটগুলো উপকূলের দিকে যাত্রা শুরু করবে কোন্ সময় ?'

'দুপ্রী রওনা হবে ঠিক দুটোয়। বাকি দুটো বোট তার এক ঘণ্টা বাদে।'

ওয়াল্ডেনবার্গ আর কিছু জানতে চাইলো না। পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে ও সম্পূর্ণ সচেতন। ক্ল্যারেন্সের বুকের ওপর অগ্নিবর্ষণ শুরু হবার পর ওকে সূর্যোদয় পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে হবে জাহাজ নিয়ে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, ওরা যদি পর্যুদস্ত হয়ে সদলবলে পালিয়ে আসতে শুরু করে, ওয়াল্ডেনবার্গ তখন ওদের পথ দেখাবার জন্যে জাহাজের সমস্ত আলোগুলোই একসঙ্গে জ্বালিয়ে রাখবে।

নির্ধারিত সময়ের খানিক আগেই সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। মাথার ওপর আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে পুরু হয়ে। চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেছে আড়ালে। হপ্তাখানেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে বর্ষা শুরু হয়েছে, এবং গত তিনদিনের মধ্যে দুদিনই প্রচণ্ড ধারাপাতের মুখোমুখি হতে হয়েছে ওদের। সেই কারণেই আবহাওয়া সম্পর্কে মনে মনে বিশেষভাবে শঙ্কিত ছিলো সকলে। অবশ্য আজকের বেতারে স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঘোষণা করা হয়েছে, সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে মাঝেমাঝে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে, তবে ঝড়-ঝঞ্ঝার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। এখন শুধু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ওদের সমবেত প্রার্থনা, মাঝরাতে ওই ঘণ্টা দুয়েক সময় যেন প্রবল বেগে কোন বৃষ্টি না শুরু হয়।

সূর্যাস্তের আগেই ডেকের ওপর উঁচু করে ত্রিপল টাঙিয়ে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম তার নিচে জড়ো করা হলো। সূর্যাস্তের পর রবারের তৈরি নতুন ডিঙিবোটগুলোও জলে ভাসানো হলো একে একে। এ ব্যাপারে তস্কানার নিজস্ব বৈদ্যুতিক ক্রেনের কোন দরকার পড়লো না। কারণ ডেক থেকে নিচের জলের দূরত্ব এখন মাত্র হাত ছয়েক। ডিঙ্গিবোটের ভারি ইঞ্জিনগুলোও তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় টাইট করে এঁটে দেওয়া হলো স্ক্রু দিয়ে। ইঞ্জিনের গায়ে পুরু করে ফোমের তোষক জড়িয়ে তার ওপর সাইজমতো চৌকো কাঠের বাক্সও চাপিয়ে দেওয়া হলো একে একে। এর ফলে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার সময় বাইরে থেকে ইঞ্জিনের আর কোন শব্দই প্রায় শোনা যাবে না।

প্রয়োজনীয় মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে দুপ্রীই সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়ে নিজের বোটে উঠে বসলো। ওর পেছনে টিমথি ও স্যাণ্ডি। এই দুজন সারাক্ষণ ওর পাশে থেকে ওকে সাহায্য করবে। সেইভাবেই নির্দেশ দেওয়া আছে ওদের।

শেষ মুহূর্তে শ্যানন টর্চ জ্বালিয়ে দেখে নিলো তিনজনকে। তিনটে মুখই নিথর, নিস্পন্দ। গভীর একটা উত্তেজনা যেন ছায়ার মতো ঘিরে ধরেছে সকলকে।

'তোমাদের যাত্রাপথে আমার শুভেচ্ছা রইলো।' অস্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে বিড়বিড় করলো শ্যানন। দুপ্রী কোন উত্তর দিলো না। এমন কি কথাটা ওর কানে গিয়ে পৌঁছেছে কিনা সেটাও বোঝা গেলো না ঠিকমতো। ওদের বোটটা অন্ধকারের মধ্যে বিশ-তিরিশ গজ ভেসে যাবার পর সেমলার বোটের কাছিটা শক্ত করে বেঁধে দিলো তস্কানার পেছন দিকের খুঁটির সঙ্গে।

মার্ক এবং সেমলারও তৈরি হয়ে নিলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দুপ্রীর পর এবার ওদের পালা।

প্যাট্রিক ও জিঞ্জার ওদেব সঙ্গে থাকবে। তৃতীয বোটের সওয়ার হবে ল্যাঙ্গোর্টি ও শ্যানন। ওদের সঙ্গে যাবে বার্থোলো আর জনি। জনির সঙ্গে একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে শ্যাননেব। কঙ্গোতে একবাব শ্যাননের সুপারিশেই জনিকে একটা সেনাদলের অধিনাযক কবা হযেছিলো, কিন্তু কেবলমাত্র শ্যাননের পাশে পাশে থাকবার জন্যেই জনি সে প্রস্তাব সবিনয় প্রত্যাখ্যান করে।

বাত নটাব মধ্যেই প্রত্যেকে পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে যে যার বোটে গিয়ে আশ্রয় নিলো। তিনটে বোটই এখন তস্কানাব সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এখনও দীর্ঘ আঠাশ মাইল পথ তস্কানাই নিঃশব্দে টেনে নিয়ে যাবে বোটগুলোকে। তাবপব শুরু হবে তাদের একক যাত্রা।

এই পাঁচ ঘণ্টা সময যেন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতোই মনে হতে লাগলো সকলেব কাছে। একটা দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে প্রত্যেককে। এই মুহূর্তে তাদের কিছু করণীয় নেই, শুধু চোখ আব কান দুটোকে সজাগ রেখে একদৃষ্টে সামনের নিশ্ছিদ্র অন্ধকাবের দিকে তাকিয়ে থাকা। ডিঙ্গিবোটের মৃদুমন্দ দোলানিতে স্বাভাবিকভাবেই দু চোখ জুড়ে ঘুম এসে যায়, কিন্তু ওদের কারুব চোখেই ঘুমেব লেশমাত্র নেই।

অবশেযে এই দুঃসহ পাঁচ ঘণ্টাও এক সময় ধীরে ধীরে অতিবাহিত হয়ে গেলো। দুটো বাজবাব ঠিক পাঁচ মিনিট আগে তস্কানার সচল ইঞ্জিনটাকে সুইচ টিপে থামিয়ে দিলো ওয়াল্ডেনবার্গ। ডেকেব ওপব থেকে একটা মৃদু হুইসিলের শব্দও ভেসে এলো, পবমুহূর্তেই সচল হয়ে উঠলো দুপ্রীর ডিঙ্গিবোট। অন্ধকাবেব মধ্যে স্পষ্ট কবে কিছু দেখা না গেলেও দুপ্রীব বোটটা যে তস্কানাব গাঁটছড়া ছিঁড়ে ফেলে প্রায় নিঃশব্দে অভীষ্ট লক্ষ্যপথে ছুটে চললো, নিজের বোটে বসেই সেটা বুঝতে পাবলো শ্যানন।

ডান হাতে ডিঙ্গিবোটের স্টিযারিং হুইল নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাঁহাতে ধবা দিকনির্ণয যন্ত্রটাব দিকে তাকিযেছিলো। এই দুর্ভেদ্য আঁধারেব মধ্যে কম্পাসই তার একমাত্র ভবসা। এখান থেকে ক্ল্যারেন্সেব উপকূলেব দূরত্ব সাড়ে চাব মাইল। যে গতিতে এখন তাবা অগ্রসব হচ্ছে তাতে এই সাড়ে চার মাইল দূবত্ব অতিক্রম করতে সময লাগবে পুরো তিরিশ মিনিট। অর্থাৎ ঠিক পঁচিশ মিনিটের মাথায় ওকে বোটেব ইঞ্জিন বন্ধ কবে বাকি পথটুকু নিঃশব্দে স্রোতেব টানে এগিযে যেতে হবে। অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবাব ফলে ডিজেল ইঞ্জিন থেকে একটা চাপা অস্পষ্ট গুনগুন শব্দ ছাড়া আর কিছুই এখন শোনা যাচ্ছে না, তা সত্ত্বেও সবদিক থেকে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয। কেননা, এই মুহূর্তে ওরা মাত্র সাকুল্যে তিনজন। এবং ওদের মর্টাব ও ফ্রেয়্যার-রকেটগুলো সুবিধেমতো জাযগায বয়ে নিয়ে গিয়ে রেডি করতে ঘণ্টাখানেকের মতো সময়ের প্রয়োজন। এই অগ্নিস্রাবী লৌহ দানবগুলো কোথায কিভাবে স্থাপন কবতে হবে, সে বিযয়ে শ্যানন ওকে নিখুঁতভাবে ছক কেটে বুঝিয়ে দিয়েছে। দুপ্রীর বর্তমান কাজ শুধু অক্ষরে অক্ষরে দলপতিব নির্দেশ পালন কবে যাওয়া। তবে এ বিযয়ে টিমথি ও স্যাণ্ডি যথার্থই ওব যোগ্য সহচর। সমস্ত দিক নিখুঁতভাবে বিচার-বিবেচনা করে তবেই ওদেব প্রত্যেককে দলে নেওযা হয়েছে।

সেমলাবের বোট যখন ক্ল্যাবেন্সে তীবে এসে ঠেকলো, ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। শ্যানন এসে পৌঁছলো ঠিক তাব পাঁচ মিনিট বাদেই। বোট ছেড়ে তীবে নামবার আগে মিনিটখানেক শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা কবলো সকলে। বলা যায় না, কিম্বার সেনাবাহিনী হয়তো তাদের সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাছেপিঠে কোথাও অপেক্ষা করে

আছে। অবশেষে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে একে একে সকলেই জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এলো।

একুশ

মাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো আটজন। এখন শ্যাননই তাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। সময়, রাত সাড়ে তিনটে। প্রাসাদের মধ্যে থেকে একবিন্দু আলোর আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝ-আকাশের চাঁদটাও ঢাকা পড়ে গেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে। কখনও-সখনও এক পলকের জন্যে তার আভাস মিললেও পরক্ষণেই আবার নতুন মেঘ এসে ঘিরে ধরছে তাকে। তবে এখন শ্যাননের চাঁদের আলোর কোন প্রয়োজন ছিলো না। প্রাসাদে পৌঁছবার সমস্ত পথঘাটই ওর নখদর্পণে। উপকূল থেকে প্রাসাদের দূরত্ব মাত্র ফার্লংখানেক। প্রাসাদের কিছু আগে বড় রাস্তার ঠিক মুখেই কমপক্ষে দুজন সশস্ত্র প্রহরী যে রাতভোর মোতায়েন থাকবে, সে তথ্যও শ্যাননের অজ্ঞাত নয়। তবে একসঙ্গে এই দুজনকেই নিঃশব্দে ঘায়েল করা যাবে কিনা, সে বিষয়ে ওর মনে ঘোরতর সন্দেহ ছিলো। তা যদি না যায়, তাহলে সেখান থেকেই প্রথম তাদের অগ্নিবর্ষণ শুরু হবে, এবং অবশিষ্ট একশো গজ দূরত্ব সম্পূর্ণ বুকে হেঁটেই অতিক্রম করতে হবে প্রত্যেককে।

সমুদ্রের ধারে এক নির্জন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুপ্রী এতক্ষণ এই প্রথম ফায়ারের শব্দটার জন্যেই আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। ও এখন সবদিক থেকেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যে পক্ষেরই হোক না কেন, প্রথম ফায়ারিংয়ের আওয়াজ কানে পৌঁছবার পরমুহূর্তেই ও ওর করণীয় কর্তব্য শুরু করে দেবে। ওর ডান হাতটা ফ্রেয়্যাব রকেট ক্ষেপণাস্ত্রের পুশ-বাটনের ওপর, অন্য হাতে ধরা একটা তাজা মর্টার বোম্।

মিনিট পাঁচেক একসঙ্গে পথ চলার পর শ্যানন ও ল্যাঙ্গোটি এবার ওদের সকলকে ছেড়ে খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ইতিমধ্যে দুজনেই ঘামে ভিজে নেয়ে উঠেছে একবারে। রুক্ষ ধুলোয় ভরে উঠেছে মুখ চোখ। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও অত্যন্ত দ্রুত। আগের মতো মেঘটা এখন আর তত জমাট নয়। তার মধ্যে ফাটল ধরেছে অনেক জায়গায়। সেই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে চাঁদের দর্শন না পাওয়া গেলেও, দু-চারটে তারা ইতি-উতি উঁকি মারতে শুরু করলো। তাদের দৌলতেই ঈষৎ ফিকে হয়ে এলো অন্ধকারটা। সেই অস্পষ্ট আলোর প্রাসাদের সামনে উন্মুক্ত চত্বরটাও ঝাপসাভাবে নজরে পড়লো শ্যাননের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত প্রহরীদের কোন সন্ধান মিললো না। অবশেষে একজনের ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার পর তবেই ওর ভুল ভাঙলো। রাস্তার ধারে বসে বসে ঢুলছিলো লোকটা।

ছোরাছুরির ব্যবহারে শ্যানন কোনদিনই তেমন পটু নয়। প্রথমে হুমড়ি খেয়ে পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই ও আবার নিজেকে সামলে নিয়েছিলো, কিন্তু বিন্দু প্রহরীটাও বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালো দু পায়ের ভর দিয়ে। বিস্ময়জনিত আর্ত একটা চিৎকারও বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। সেই শব্দে অন্য প্রহরীটাও সজাগ হয়ে উঠলো। লোকটা এতক্ষণ পথের ধারে নরম ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিলো চিৎ হয়ে। সঙ্গীর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে সেও এবার উঠে দাঁড়ালো অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে। কিন্তু কোন কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ল্যাঙ্গোটির হাতে ধরা শাণিত ছুরির ফলাটা তার কণ্ঠনালী দু টুকরো করে দিলো। ততক্ষণে প্রথম লোকটা শ্যাননের ছুরি আঘাত কাঁধে নিয়ে সামনের

দিকে ছুটতে শুরু করেছে। তার কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদও এবার চারদিক সচকিত করে তুললো।

শখানেক গজ দূরে, প্রাসাদের গেটের সামনে থেকে এবার আরও একটা চিৎকার ভেসে এলো, সেই সঙ্গে রাইফেলের গর্জন। প্রথমে কে গুলি ছুঁড়লো সঠিক কিছু বোঝা গেলো না। শ্যাননের রাইফেলের তপ্ত বুলেট সামনের ছুটন্ত মূর্তিটাকে ঝাঁঝরা করে দিলো, গেটের কাছ থেকেও কেউ যেন ফায়ার করলো এলোমেলোভাবে। দুটো শব্দই একসঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেলো। ঠিক তার পরমুহূর্তেই অনেক পেছনে সমুদ্রের তীর থেকে কে যেন বিরাট একটা হাউই ছুঁড়লো মহাশূন্যে। পলকের জন্যে দশদিক ঝলসে উঠলো তীব্র আলোর দ্যুতিতে। সেই আলোতে গেটের ঠিক সামনে দুজন সশস্ত্র প্রহরীকেও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলো শ্যানন। এবং অস্পষ্টভাবে অনুভব করলো, পিছিয়ে থাকা অন্য ছজন সঙ্গীও ইতিমধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার আটজনে মিলেই মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলো।

রকেটটা শূন্যে ছুঁড়ে দেবার এক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুপ্রী তার প্রথম মর্টার বোম্‌টাও টিউবে ভরে ফেললো। পুনরায় রূপালী আলোর তীব্র ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চারধার। একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ড অর্ধবৃত্তাকার পথে আকাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে প্রাসাদের ছাদের ওপর পড়লো। এরপব থেকে প্রতি দু সেকেণ্ড অন্তর অগ্নিবর্ষণ করে চললো দুপ্রী, তবে মর্টার বোম্‌ ছুঁড়তে লাগলো পনের সেকেণ্ড অন্তব। ওর প্রতিটি লক্ষ্যই নিখুঁত এবং অব্যর্থ। দৈবাৎ কোন বোমাটা যদি অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছে তার আগেই ফেটে পড়ে, তাহলে ওর সঙ্গীদেরই বিপদ ঘটতে পারে। সেইজন্যেই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হলো ওকে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মর্টার বোমের মাঝখানেই শ্যানন সদলবলে গেটের সামনে এসে পৌঁছলো। প্রাসাদের মধ্যে থেকে অসংখ্য কণ্ঠের ভয়ার্ত কল-কোলাহলও এই প্রথম শুনতে পেলো ও। যদিও সেটা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। দুপ্রীর নিক্ষিপ্ত তিন নম্বব মর্টার বোম্‌ই অন্যান্য যাবতীয় কল-কোলাহলকে ডুবিয়ে দিলো এক নিমেষে। গাঢ় কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে সারা আকাশ। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে পোড়া বারুদের গন্ধ।

নিশানা ঠিক করবার জন্যে এখন ওদের নতুন করে কোন আলোর দরকার নেই। মার্ক ভলমিক উন্মুক্ত প্রান্তরের একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাবধানে আনারস সাইজের একটা বাজুকা রকেট বার করে প্রাসাদের বন্ধ গেটের ওপর ছুঁড়ে মারলো। প্রায় কুড়ি ফুট দীর্ঘ একটা লক্‌লকে আগুনের নীল শিখা ঝলসে উঠলো আকাশের বুকে, ঠিক তারপরেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো চারদিক। বন্ধ দবজার ডানদিকের ভারি পাল্লাটা স্থানচ্যুত হয়ে ঝুলে পড়লো একপাশে। মার্কের হাতের দ্বিতীয় বাজুকা রকেটটা এসে লাগলো দরজার ঠিক মাঝবরাবর। এবার দুটো পাল্লাই সশব্দে ছিটকে পড়লো দুদিকে। উন্মুক্ত গেটের মধ্যে দিয়ে আরও চারটে রকেট সরাসরি ভেতরে ছুঁড়ে দিলো মার্ক। শ্যানন এবার চিৎকার করে থামাতে চাইলো মার্ককে। কারণ মার্ক মাত্র এক ডজন রকেট সঙ্গে এনেছিলো। ইতিমধ্যেই তার থেকে সাতটা ও খরচ করে ফেলেছে। ভবিষ্যতের জন্যেও কয়েকটা হাতে রাখা প্রয়োজন। শ্যাননের এই নিষেধ কিন্তু মার্কের কানে গিয়ে পৌঁছলো না। মনের আনন্দে আরও চারটে রকেট ও উন্মুক্ত ফটকের মধ্যে দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দিলো। দুপ্রীর মর্টার বোম্‌ও পেছন থেকে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

মার্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই শ্যানন এখন সেমলার ও ল্যাঙ্গোর্টিকে সঙ্গে নিয়ে বুকে হেঁটে প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে চললো। প্রত্যেকেরই হাতে ধরা উদ্যত সেমিজার, ডান হাতের মাঝের আঙুল ট্রিগারটা ছুঁয়ে আছে আলতোভাবে। ওদের পেছনে জনি, জিঞ্জা, বার্থোলো আর প্যাট্রিক।

প্রাসাদের পঁচিশ গজের মধ্যে এসে হাত নেড়ে সকলকে থামিয়ে দিলো শ্যানন। দুপ্রীর শেষ মর্ট্যার বোমটার জন্যে এখন অপেক্ষা করতে হবে ওদের। যদিও শ্যাননের পক্ষে শুধুমাত্র আওয়াজ শুনে কত মর্টার খরচ হলো, তার হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। তবে শেষ বোম্‌টার পর হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো সবকিছু। বোঝা গেলো, দুপ্রীর সঞ্চিত রসদ এবার ফুরিয়ে গেছে। আচমকা এই নীরবতা কানের পক্ষেও বড় বেশি পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যে এতবড় বিরাট একটা কাণ্ড ঘটে গেছে, সেটা বোঝাই যায় না ভালোভাবে।

টিমথির নামটাও এবার একবার মনে পড়লো শ্যাননের। সে কি তার ভাগের মর্টার বোম্‌গুলো সেনাবাহিনীর ব্যারাকের মধ্যে ঠিকমতো নামিয়ে দিতে পেরেছে। যদি পেরে থাকে তবে ইতিমধ্যেই কিম্বার সেনাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বার কথা। অন্যান্য শহরবাসীরাই বা এই নারকীয় শব্দাবলী সম্পর্কে কি ধরনের ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। মাথার ওপর আরও দুবার রূপালী আলো ঝলসে উঠতে চমক ভাঙলো শ্যাননের। সঙ্গীদের ডাক দিয়ে ও আবার ছুটতে শুরু করলো সামনের গেট লক্ষ্য করে।

ছুটন্ত অবস্থাতেই বিরামহীন ফায়ার করে চললো শ্যানন। ওর ঠিক পেছনেই সেমলার ও ল্যাঙ্গোর্টি। ভাঙাচোরা ফটকের মধ্যে দিয়ে ভেতরের যে দৃশ্য সর্বপ্রথম নজরে পড়ে, অসীম সাহসী কোন ব্যক্তির পক্ষেও সেটা চরম দুঃস্বপ্নের সামিল। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ধনুকাকৃতি খিলানে ঢাকা লম্বা টানা অলিন্দ। অলিন্দের শেষে অনেকখানি এলাকা নিয়ে উন্মুক্ত চত্বর। তার ডান দিকে কিম্বার নিজস্ব রক্ষী বাহিনীর ছোট ছোট ছাউনি। দুপ্রীর শক্তিশালী মর্টারের গোলায় এখন সেগুলো সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মাঝরাতে এই অভাবিত আক্রমণে ঘুমন্ত প্রহরীরা যে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণভয়ে নিজেদের আস্তানা ছেড়ে উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যে জড়ো হয়েছিলো সকলে। এর ফলেই পরবর্তী মর্ট্যারের গোলাগুলো সরাসরি ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়। পেছন দিকের পাঁচিলের গায়ে একটা দড়ির মইও ঝোলানো অবস্থায় দেখা গেলো। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পাঁচিল টপকেও পালাতে গিয়েছিলো কেউ কেউ। যদিও কালান্তক বোমার টুকরোগুলো তাদের কাউকেই কোনরকম রেয়াত করেনি। দেওয়ালে টাঙানো মইয়ের গায়ে চারটে রক্তাপ্লুত মৃতদেহও ঝুঁলে আছে অসহায় ভঙ্গিতে। অবশিষ্ট দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে ওখানে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও হয়তো জীবিত। প্রাসাদের অন্যান্য কর্মচারীরা আতঙ্কবিহ্বল অবস্থায় গেট দিয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিলো, সেই মুহূর্তে মার্কের হাতের আনারস সাইজের বাজুকা রকেটগুলো তাদের সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

ডান এবং বাঁ দিকে আরও দুটো লম্বা টানা বারান্দা দুটো সিঁড়ি মুখে এসে শেষ হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা না করেই সেমলার ডান দিকের সিঁড়িব লক্ষ্য করে ছুটে গেলো। ল্যাঙ্গোর্টি ছুটলো বাঁ দিকে। অনতিবিলম্বে দুদিক থেকেই পরিচিত ফায়ারিংয়ের শব্দ ভেসে এলো। ওরা যে ওপব মহলে নিধন যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে সেটা কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার হয় না।

দুদিকের সিঁড়ির পাশে দুটো করে ছোট দরজা। ওগুলোই নিচের তলার অন্দর মহলের প্রবেশপথ। চারটে দরজাই এখন হাট করে খোলা। রাইফেলের গর্জন আর ভীতত্রস্ত বিন্দুদেব কল-কোলাহল ছাপিয়ে এবার শ্যাননের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের নির্দেশ চাবজন আফ্রিকান সঙ্গীর কানে গিয়ে পৌঁছলো। দলপতির আদেশেই খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকলো ওরা। জীবন্ত কাউকে দেখলেই সম্পূর্ণ খতম কবে দিতে হবে, এই অমোঘ সত্যটাও তাদের জানা ছিলো।

ধীরে, ধীবে অত্যন্ত সাবধানে শ্যানন এবার অলিন্দ প্রহরীদেব বোমা-বিধ্বস্ত ছাউনিগুলোব দিকে এগিয়ে গেলো। কিম্বার দেহবক্ষীদেব সামান্য কোন ভগ্নাংশ যদি এখনও প্রাণে বেঁচে থাকে, তবে এর আড়ালেই তারা লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু বারান্দা পেরিয়ে চত্বরে নামতে না নামতেই আতঙ্কে দিশেহারা এক বিন্দু সৈনিক অন্ধের মতো ছুটে এলো ওর দিকে। লোকটাব হাতে একটা রাইফেলও ধরা ছিলো, কিন্তু শ্যাননকে সে দেখতে পায়নি। তাছাড়া চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবার মতো মানসিক অবস্থাও তার ছিলো না। কোনগতিকে নিজের প্রাণটা নিয়ে মানে মানে সরে পড়তেই সে ব্যস্ত। শ্যানন অবশ্য কোনরকম সুযোগ দিলো না তাকে। শ্যাননের শার্টেব ওপরেই এক ঝলক গরম রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ। আব একটা হিমেল ত্রাসের ছায়াও ভাবি হয়ে জড়িয়ে আছে বাতাসে।

শ্যাননের সূক্ষ্ম অনুভূতিই যেন তাকে নতুন বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দিলো মনে মনে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাঁড়ালো শ্যানন। এইমাত্র জনি যে দবজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো, সেদিক থেকেই যেন একটা অপবিচিত পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। খিলানে ঢাকা অলিন্দেব মাঝামাঝি পৌঁছবার পব ছায়ামূর্তিটা নজবে পড়লো শ্যাননের। আগন্তুকও এবাব শ্যাননকে দেখতে পেয়েছে। তার হাতে ধরা পিস্তলটাও গর্জে উঠলো সেই মুহূর্তে। বুলেটটা শ্যাননেব কাঁধে এক টুকরো মাংস ছিড়ে নিয়ে পেছন দিকে অদৃশ্য হলো। শ্যানন ফাযাব করলো এক সেকেণ্ড দেরিতে। ছায়ামূর্তিটা যে রীতিমতো চটপটে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিজে প্রথম আঘাত হানবার পব, নিমেষের মধ্যে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে ও কিছুটা বাঁ দিকে সবে গেছে। শ্যাননের প্রথম বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। এক নাগাড়ে আরও পাঁচবাব ফায়ার করলো শ্যানন, কিন্তু কোনটাই তাকে স্পর্শ কবতে পারলো না। ওর সেমিজারের ম্যাগাজিনও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। অদৃশ্য ছায়ামূর্তি তার দ্বিতীয় শটটা নেবার জন্যে প্রস্তুত করলো নিজেকে, তাব আগেই শ্যানন একটা পাথরের থামের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে।

ক্ষিপ্রহাতে সেমিজাবে নতুন ম্যাগাজিন ভবতে ভবতে শ্যাননের কেমন সন্দেহ হলো, ছায়ামূর্তিটা স্থানীয় আফ্রিকানদের কেউ নয়। তার গায়ের বঙ ফর্সা। এবং রহস্যময় ছায়ামূর্তি এখন রণে ভঙ্গ দিয়ে বিধ্বস্ত ফটকের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

চাপা কণ্ঠে অস্পষ্ট একটা শপথবাক্য উচ্চারণ কবে শ্যাননও ছুটতে শুরু করলো তার পিছু পিছু। সেই মুহূর্তে মার্ক ভ্লামিককেও এগিয়ে আসতে দেখা গেলো অলিন্দ পেবিয়ে। বহস্যময় ছায়াপুরুষ ততক্ষণে গেটেব বাইবে ঘাসে ঢাকা প্রান্তবেব মধ্যে এসে পড়েছে। এবং সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই তার পিস্তলের শেষ বুলেট দুটো উজাড় করে দিলো মার্কের চওড়া বুকের ওপর। তার একটা সবাসবি মার্কেব ফুসফুসে এসে বিঁধলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়বার আগে মার্কও ওব শেষ

বাজুকা রকেটটা শেষ বারের মতো ছুঁড়ে দিলো চলমান ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে। ছায়ামূর্তির হাতের পিস্তলটা অবশ্য পরে উদ্ধার করা গিয়েছিলো। আর পাওয়া গিয়েছিলো তার ট্রাউজারের আধপোড়া কয়েকটা টুকরো।

এক সময় দুপ্রীও তার শেষ রকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। তার থেকে দশ গজ দূরে দাঁড়িয়েছিলো স্যাণ্ডি। কিন্তু বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ সাময়িকভাবে বধির করে তুলেছিলো সকলকে। তাই তিনবার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকার পর তবেই তার সাড়া পাওয়া গেলো। তাকে মর্ট্যার ও বোটের পাহারায় রেখে টিমথিকে সঙ্গে নিয়ে দপপ্রী এবার সোজা সেনানিবাসের দিকে পা চালালো। ক্ল্যারেন্সের ম্যাপ দেখেই এখানকার সমস্ত পথঘাট নিখুঁতভাবে চিনে রেখেছিলো ও। পথের প্রথম বাঁকেই বিপদের গন্ধ পেলো ওরা। কুড়ি মিনিট আগে টিমথির মর্টারের গোলা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলো জাঙ্গারোর সেনানিবাস। তার ফলে অনেকে মারা পড়লো বেঘোরে, বাকিরা প্রাণ হাতে করে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো অন্ধকারে। তাদের মধ্যে ডজনখানেক একত্রে জড়ো হয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো চাপা কণ্ঠে। প্রত্যেকেরই চোখ মুখ শঙ্কায় পাণ্ডুর। ব্যাপারটা যে কি ঘটলো, তার কোন থই পাচ্ছিলো না কেউ। এদের মধ্যে জনাদশেক সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাঝরাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণেব শব্দে আচমকা ঘুম ভাঙবার পর পোশাকটা গায়ে জড়িয়ে নেবার সময় পায়নি কেউ। যে দুজন ইউনিফর্ম পরে আছে, তারা নিশ্চয় সেনা-নিবাসের মাঝরাতের পাহারাদার।

দুপ্রী ও টিমথি যদি সাময়িকভাবে বধির না হয়ে পড়তো, তবে অনেক আগে থেকেই এদের উপস্থিতি টের পেয়ে যেতো। কিন্তু এখন আর আত্মগোপনের কোন উপায় নেই। জটলারত ভীতত্রস্ত সৈনিকরাও ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেলেছে। দুপ্রীর উদ্যত সেমিজার সঙ্গে সঙ্গে শুইয়ে দিলো চারজনকে। বাকি সকলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলো বিশ-পঁচিশ গজ দূরে একটা ঝোপের দিকে। তাদের মধ্যেও আরও দুজন খতম হলো দুপ্রীর সেমিজারের মুখে। ওদের একজনের কাছে একটা গ্রেনেড ছিলো। মরিয়া হয়ে সে এবার গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিলো ওদের দিকে। বলের মতো ভারি বস্তুটা সরাসরি টিমথির বুকে এসে লাগলো। সেই আঘাতেই বেশ খানিকটা কাহিল হলো ও। তবে আহাম্মকটা এই বিশেষ বিস্ফোরকের ব্যবহার সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ি। গ্রেনেড ছুঁড়ে মারবার সময় ভেতরের পিনটাও খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলো। তাই প্রত্যাশিত বিস্ফোরণ ঘটলো না। টিমথি আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলো না। গ্রেনেড থেকে পিনটা খুলে নিয়ে আবার সেটা তার মালিকের কাছেই পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলো। মানসিক উত্তেজনার ঝোঁকে টিমথি তার লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেনি। লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেডটা এবার পথের ধারে একটা গাছের ডালে এসে লাগলো। ইতিমধ্যে দুপ্রী ও বিন্দু সেনাদের পেছন পেছন তাড়া করে এগিয়ে গিয়েছিলো অনেকখানি। শেষ মুহূর্তে আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে দুপ্রীকে ডেকে সাবধান করে দিতে চাইলো টিমথি। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। সে ডাক দুপ্রীর কানে গিয়ে পৌঁছলো না। প্রচণ্ড শব্দ করে গ্রেনেডটা যখন ফেটে পড়লো, হতভাগ্য দুপ্রী তখন তার দু গজ মাত্র তফাতে।

এর পরে দুপ্রী আর বিশেষ কিছু স্মরণ করতে পারলো না। তীব্র একটা আলোর ঝলক ধাঁধিয়ে দিলো ওর দু চোখ। কানের পর্দা দুটোও বুঝি ফেটে গেলো প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দে। শুধু ওর

ঝাপসা ভাবে মনে হলো, কেউ যেন খেলাচ্ছলে ওকে শূন্যে তুলে ধরে আবার ছুঁড়ে ফেললো কঠিন মাটিব বুকে। কে যেন ওর মাথার শিয়রে বসে বারবার ব্যাকুল কণ্ঠে আ্যাউড়ে চলেছে, 'দুঃখিত, জন! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি...'

নিজের নামটুকুই শুধু বুঝতে পারলো দুপ্রী, তবে ওই পর্যন্তই। এছাড়া আর একটা কথার অর্থও ওর মগজে ঢুকলো না। ভিজে মাটিব সোঁদা গন্ধে ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকেও এক পলকের জন্যে মনে পড়লো ওর। দুপ্রীর মনে হলো, অনেক রুক্ষ বন্ধুব প্রান্তর পার হয়ে ও যেন আবার ওর নিজের ঘরেই ফিরে এসেছে। কত যুগই না কেটে গেছে এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায়! তবে এখন আর ওর বুকের মধ্যে কোন দুঃখ-কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা অবশিষ্ট নেই। এবং পরম প্রশান্ত চিত্তেই শেষ বারের মতো চোখ বুজলো ও।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই রাতের আঁধার মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠলো। অবশ্য তরুণ সূর্যের রক্তিম আভা প্রাসাদ চত্বরে ছড়িযে থাকা নারকীয় দৃশ্যাবলীর কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না। তবে ওদের কর্তব্যেব পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন শুধু বিদায় নেবার পালা।

সকলের মিলে মার্কের মৃতদেহটা বয়ে এনে প্রাসাদের নিচের তলায় একটা ঘবে যত্ন কবে শুইয়ে রাখলো। দুপ্রীর নশ্বর দেহটাও ইতিমধ্যে সেখানে এনে রাখা হয়েছিলো। জনিও প্রাণ হারিয়েছিলো সেই রহস্যময ছায়ামূর্তির বুলেটেব আঘাতে। তিনজনেই এখন পরম নিশ্চিন্তে পাশাপাশি শুয়ে আছে।

প্রেসিডেন্ট কিম্বাও নিজের সুসজ্জিত মহলের মধ্যে ঘাড় গুঁজড়ে মরে পড়েছিলো। গতরাত্রে সেমলারের সেমিজারই তার প্রাণবায়ুটুকু শুষে নিয়েছিলো বুক থেকে। রাষ্ট্রপতিব অন্যান্য আত্মীয় পবিজন এবং দাসদাসীদের মৃতদেহগুলো একসঙ্গে গাদা করা হলো চত্বরের একপাশে। প্রাসাদেব নিচে এক অন্ধকার চোর-কুঠরিই মধ্যে ছজনকে শুধু জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলো, অবিরাম অগ্নিবৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে, সহজাত অনুভূতিবশে এই অন্ধকার চোর-কুঠরিই নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করেছিলো ওরা।

ভোর পাঁচটায় সেমলারকে পুনরায় তস্কানায় পাঠিয়ে দিলো শ্যানন। যাবার সময় বাকি দুটো স্পীডবোটও নিজের বোটের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গেলো সেমলার। রওনা হবার আগে একটা বেতার সঙ্কেতও পাঠাতে হলো ওয়াল্ডেনবার্গের কাছে।

সাড়ে ছটার মধ্যেই সেমলার আবার বোট তিনটে সঙ্গে নিয়ে ক্ল্যারেন্সের উপকূলে ফিরে এলো। প্রৌঢ় আফ্রিকান ডাক্তাবও এবাব ওব সঙ্গে ছিলেন। এখনও যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলা-বারুদ তস্কানায় মজুত ছিলো, সেগুলোই তিনটে বোটে বোঝাই করে একসঙ্গে নিয়ে আসা হলো।

ভোর ছটায শ্যাননের নির্দেশ অনুসারে ক্যাপ্টেন ওয়াল্ডেনবার্গ বিশেষ ধরনেব বেতাব সঙ্কেত পাঠালো সিমনের উদ্দেশ্যে। সিমনও নিজের বেতাবযন্ত্র সঙ্গে নিয়ে এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলো এব জন্যে। ওর গ্রাহকযন্ত্রে তিনটে শব্দই ধ্বনিত হলো মিনিটখানেক ধরে। শব্দ তিনটে পবস্পর বিচ্ছিন্ন, এবং তাৎপর্যহীন। তারা হচ্ছে, যথাক্রমে ঃ পেঁপে, নকল সাগুদানা ও আম। কিন্তু সিমনের কাছে এর প্রতিটিই দারুণ অর্থবহ। শ্যাননেব বক্তব্য, পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা

অনুযায়ী অভিযান পরিচালিত হয়েছে, এবং তারা সফলও হয়েছে সর্বতোভাবে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে কিম্বা এখন মৃত।

প্রাসাদের অবস্থা দেখে বিমর্ষচিত্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সৌম্যদর্শন আফ্রিকান ডাক্তার। তাঁর দু চোখে বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো। শ্যাননের দিকে তাকিয়ে ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের যথার্থই কি কোন প্রয়োজন ছিলো?'

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো শ্যানন। 'বাস্তব চিত্রটা অত্যন্ত বীভৎসভাবে দৃষ্টিকটু ঠেকলেও, কাজ হাঁসিলের দ্বিতীয় কোন পথ ছিলো না আমাদের সামনে।'

বেলা নটাতেও সেদিন যেন ঘুম ভাঙলো না ক্ল্যারেন্সের। ইতিমধ্যে ভাঙাচোরা প্রাসাদটাকে মোটের ওপর যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। মৃত বিন্দু প্রহরীদের সদগতির ব্যবস্থাটা অবশ্য পরে করা হবে। তিনটে স্পীডবোটের মধ্যে দুটো মাল খালাস করে আবার তস্কানায় ফিরে গেছে। বন্দরের কাছেই এক খাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তৃতীয়টাকে। গতরাত্রে অভিযানের সময় যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ওরা এখানে বয়ে এনেছিলো, এখন আর সেগুলোর কোন চিহ্ন নেই। সমস্তই সযত্নে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কেবল প্রাসাদ আর সেনানিবাসের ভগ্ন-বিধ্বস্ত অবস্থাটা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ আড়ালে রাখা সম্ভব হয়নি।

দশটা নাগাদ, দোতলায় প্রাসাদের প্রধান ডাইনিং হলেই শ্যাননের সঙ্গে সেমলার ও ল্যাঙ্গোর্টির আবার দেখা হলো। কিম্বার ভাঁড়ার থেকে রুটি আর জেলি সংগ্রহ করে কোনগতিকে প্রাতঃরাশ সারছিলো শ্যানন। বহুক্ষণ যাবৎ তার পেটে কিছু পড়েনি। ওদের দুজনের ওপর ভার দেওয়া ছিলো, প্রাসাদেব আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা পরীক্ষা করে দেখে আসবার জন্যে। সেমলার যা খবর দিলো সেটা খুবই আশাপ্রদ। মাটির নিচে কিম্বার ধনাগার ও অস্ত্রাগার সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির কোনরকম অসুবিধে হবে না।

'তাহলে এখন আমাদেব কর্তব্য কি?' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো ল্যাঙ্গোর্টি।

'এখন আমরা অপেক্ষা করবো।' ধীরে ধীরে জবাব দিলো শ্যানন।

'অপেক্ষা? কার জন্যে?'

এবারে শ্যানন কিছুটা সময় নিলো। মার্ক এবং দুপ্রী মুখটাও মনে পড়ে গেলো এই মুহূর্তে। যুবক জনিও আর কোনদিন একজোড়া উজ্জ্বল হাসিমাখা চোখ তুলে তার সামনে এসে দাঁড়াবে না। অবশেষে ক্লান্ত, মন্থর কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'নতুন সরকাবের জন্যেই আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে আমাদের।'

দুপুর একটার কিছু আগে একটা আমেরিকান ট্রাকে সিমন এসে হাজির হলো কিম্বার প্রাসাদের সামনে। নতুন ভারি ট্রাকটা যে এতটা পথ ড্রাইভ করে নিয়ে এলো সে-ও একজন আমেরিকান। সম্প্রতি সিমনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবেই নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে। গাড়ি থেকে নেমে বার কয়েক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো সিমন। ভাঙাচোরা গেটের সামনের বড় মাপের পুরু একটা কার্পেটও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। তার ফলে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারকীয় দৃশ্যাবলী বাইরে থেকে সহজে নজরে পড়ে না।

সিমনের এই দীর্ঘ, বন্ধুর যাত্রাপথেও দু-একটা ছোটখাটো ঘটনার অভাব ঘটেনি। কর্ণেল ববিও ভয় পেয়ে বেঁকে বসেছিলো শেষটা। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগলো। ট্রাকের পেছন দিকে একটা ক্যানভাসের নিচে সারাটা পথ লুকিয়ে বসেছিলো ববি। সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢোকবার মুখে জনাকয়েক বিন্দু-প্রহরী ওদের গতিরোধ করলো। কিম্বার পতনের সংবাদ এখনও পর্যন্ত এই প্রহরীদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। নগদ কিছু অর্থদণ্ড গুণে দেবার পর ছাড়পত্র পাওয়া গেলো এদের কাছ থেকে। মাঝপথে আরও কয়েকজন বিন্দুসেনা ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করেছিলো। একজনের রাইফেলের বুলেট একটা টায়ারও ফাঁসিয়ে দিলো ওদের ট্রাকের। সেই অবস্থাতেই ফুল স্পীডে গাড়ি ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়েছিলো ওরা।

শ্যানন এতক্ষণ দোতলার একটা জানলা থেকে লক্ষ্য করছিলো সিমনকে। সে এবার ভেতরে আসবার জন্যে চেঁচিয়ে আহ্বান জানালো সকলকে।

শ্যাননকে দেখে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হলো সিমন।

'কোথাও কোনরকম ঝামেলা নেই তো?'

'না,' দোতলার জানলা থেকেই মাথা নেড়ে ভরসা দিলো শ্যানন। 'আপনারা কিন্তু বেশিক্ষণ ওভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। জনসাধারণের মধ্যে অবশ্য এখনও এই ঘটনার কথা তেমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, তবে এই নাটকীয় সংবাদ বেশি সময় চাপা থাকবে না। এখনই হয়তো ভিড় জমতে শুরু করবে চারদিকে।'

ড্রাইভার লক ও কর্ণেল ববিকে নিয়ে পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো সিমন। নবনিযুক্ত আটজন আফ্রিকান প্রহরীও গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিলো গেটের মুখে। তারা সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিলো। পরলোকগত কিম্বার রাজকীয় ডাইনিং হলেই শ্যানন আহ্বান জানালো তিনজনকে। সকলে আসন গ্রহণের পর সিমন উত্তেজিতভাবে গতরাত্রের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত জানতে চাইল শ্যাননের কাছ থেকে। শ্যাননও অকপটে খুলে বললো সব কিছু।

'আর কিম্বার প্রাসাদরক্ষীরা?' সিমনের দু চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

শ্যানন কথা না বলে সিমনকে নিয়ে সামনের একটা বন্ধ জানলার দিকে এগিয়ে গেলো। পাল্লা দুটো খুলে দিতেই প্রশস্ত চত্বরটা পরিষ্কার নজরে পড়ে। ভীষণ-দর্শন ঝাঁক ঝাঁক মাছি এখন রাজত্ব করছে সেখানে। তাদের সম্মিলিত কলতান ওপর থেকে চাপা গর্জনের মতোই মনে হয়। সিমনও সভয়ে পিছিয়ে এলো দু পা। 'এরাই কি সব?'

'হ্যাঁ,' শ্যানন মাথা নাড়লো, 'সকলকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে।'

'কিম্বার বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী?'

তাদের মধ্যে কুড়িজন মৃত। বাকি সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে। পালাবার সময় নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোও সঙ্গে নিয়ে যাবার ফুরসত পায়নি। বড়জোর ডজনখানেক মাউজার এখন হয়তো ওদের কাছে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের পক্ষে সেটা কোন সমস্যাই নয়। পেছনে ফেলে যাওয়া বাকি সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রই আমরা লোক মারফত কুড়িয়ে এনে প্রাসাদের মধ্যেও জড়ো করে রেখেছি।'

'জাঙ্গারোর জাতীয় অস্ত্রাগার?

'এই প্রাসাদের নিচে, একটা গুপ্ত কক্ষে। সেটাও এখন আমাদের আয়ত্তে।'

'রাষ্ট্রীয় বেতার দপ্তর?'

' সেটা নিচের মহলের একেবারে পেছন দিকে। তারও কোন ক্ষতি হয়নি। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাটা অবশ্য এখনও আমরা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি, তবে বেতার দপ্তরের নিজস্ব জেনারেটর আছে। সেটা ডিজেলে চলে।'

প্রসন্ন মনে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় দোলালো সিমন।

'তাহলে বর্তমানে আর আমাদের কিছু করণীয় নেই। নতুন রাষ্ট্রপতি এসে দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিলেই সমস্ত দায়িত্ব শেষ!'

'কিন্তু দেশের নিরাপত্তার কি হবে?' আচমকাই যেন প্রশ্ন করলো শ্যানন। 'ছত্রভঙ্গ সেনারা পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর আর কোন অস্তিত্বই বজায় থাকবে না। যে কোন দেশের পক্ষেই সেটা খুব সঙ্কটময় অবস্থা। আর তাদের সকলেই যে এই নতুন সরকারকে স্বীকার করে নেবে, তারও কোন মানে নেই!'

'নতুন এক সরকারের পত্তন হয়েছে, এ খবর কানে গেলেই তারা আবার সদলবলে ফিরে আসবে।' সিমনের কণ্ঠে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সুর। 'আপাতত আপনি যাদের সংগ্রহ করেছেন, তাদের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে তারা প্রত্যেকেই কালো চামড়ার। ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রদূতরা একজন কালা আদমির সঙ্গে তার সমগোত্রীয় আর একজনের পার্থক্য খুঁজে পায় না। তাদের অনভ্যস্ত চোখের সামনে সকল আফ্রিকানের চেহারাই এক রকম।'

শ্যাননের ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'আপনিও নিশ্চয় এই দলের?'

'তা অবশ্য ঠিকই ধরেছেন!' অনায়াসে স্বীকার করলো সিমন। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে যেন খুব একটা জরুরী বিষয় হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সেইভাবে বললো, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার সঙ্গে জাঙ্গারোর নতুন রাষ্ট্রপতির পরিচয় করিয়ে দিই।' চোখ তুলে সিমন এবার কর্ণেল ববির দিকে ইঙ্গিত করলো। 'ইনি কর্ণেল ববি, কিম্বার প্রাক্তন সেনানায়ক। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবেন।'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে ববিকে অভিবাদন জানালো শ্যানন। প্রত্যুত্তরে দাঁত বার করে মৃদু হাসলো ববি। ও যেন নিজের সৌভাগ্যকে এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না।

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট নিশ্চয় তাঁর প্রাসাদটা একবার ঘুরে দেখতে চাইবেন?' অনুগত ভঙ্গিতে নিবেদন করলো শ্যানন। 'চলুন, আমিই আপনাকে সমস্ত মহলগুলো একবার ঘুরিয়ে আনি।'

ববিকে সঙ্গে নিয়ে শ্যানন এবার ডাইনিং হলের শেষ প্রান্তের দরজার দিকে পা বাড়ালো। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিতেও ভুললো না। সেকেণ্ড পাঁচেক পরেই একটা মাত্র চাপা ফায়ারের শব্দ ভেসে এলো। অনতিবিলম্বে শ্যাননও ফিরে এলো ভেজানো দরজা ঠেলে। তবে ও এখন একা।

কয়েক মুহূর্ত হতবাকের মতো বসে রইলো সিমন। তার দু চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি সরাসরি শ্যাননের মুখের ওপর নিবদ্ধ। 'ওই শব্দটা কিসের?' উত্তর অর্থহীন জেনেও সিমন প্রশ্নটা না করে

স্থির থাকতে পারলো না।

'একটা ফায়ারের।' শ্যানন আগের মতোই নির্বিকার, উদাসীন।

সিমন এবার চেয়ার চেড়ে দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই মাত্র শ্যানন যে দিকের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো, সেই দিকেই এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে। এক সেকেণ্ড বাদেই ও যখন আবার ফিরে এলো তখন ওর সারা মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। এমন কি বলতেও যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওর।

'আপনি...আপনি শেষে ববিকে হত্যা করলেন?' সিমনের গলার আ্যাওয়াজ বিকৃত,খসখসে। 'এতটা পথ পেরিয়ে এসে, শেষ মুহূর্তে একটি মাত্র বুলেটের আঘাতেই সব কিছু বানচাল করে দিলেন এক নিমেষে! সত্যিই আপনি উন্মাদ, মিঃ শ্যানন—বদ্ধ উন্মাদ!'...

উত্তরোত্তর সিমনের গলা আরও তিক্ত হয়ে উঠলো। 'আপনি যে আমাদের কতবড় ক্ষতি করলেন সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই! আপনার মতো রক্তলোলুপ খুনে উন্মাদদের...'

ডাইনিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে শ্যানন অবহেলা ভরে সিমনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। সিমনের দেহরক্ষী লকের উসখুস ভাবটাও ওর নজর এড়ালো না। এবারের বিস্ফোরণের শব্দটা সিমনের একেবারে কানের কাছেই ফেটে পড়লো। একদিকে কাত হয়ে চেয়ার সমেত কঠিন পাথরের মেঝের ওপর উল্টে পড়লো লক। শার্টের আস্তিন থেকে লুকনো পিস্তলটাও বার করবার সুযোগ পায়নি বেচারী। তার আগেই একটা তপ্ত সীসের বুলেট সোজা ওব কপাল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে গেলো। অত্যন্ত সাবধানে শ্যানন তার লুকনো হাতটা টেবিলের তলা থেকে বার করে আনলো। ওর হাতেব মুঠোয় ধরা একটা জার্মান পিস্তলের নল থেকে তখনও নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

হঠাৎই সিমনের মনে হলো, কোন উত্তুঙ্গ শিখর থেকে কেউ যেন সজোরে ধাক্কা মেরে গভীর এক খাদের অতলে তলিয়ে দিয়েছে ওকে। এবং এই বোধোদয়ের পর ভবিতব্যকে মেনে না নেওয়া ছাড়া ওর আর কোন কিছু করণীয় নেই। স্যার জেমস ওব লোভী দু চোখের সামনে যে স্বপ্নসৌধের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, তাসের প্রাসাদের মতোই এখন সেটা রেণু রেণু হয়ে ঝরে পড়ছে রুক্ষ পৃথিবীর বুকে। এই চরম মুহূর্তে আরও একটা সত্য তার অনুভূতিতে ধরা পড়লো। এ জীবনে ও যাদের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের মধ্যে শ্যাননই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে!

বাঁ দিকের দরজা ঠেলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকলো সেমলার। সামনের দরদালানে ল্যাঙ্গোর্টিরও দর্শন পাওয়া গেলো। দুজনের হাতে দুটো নতুন সেমিজার। অভ্রান্তভাবে সিমনই তাদের লক্ষ্য।

শ্যানন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'চলুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। সেখান থেকে বাকি পথটা আপনি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারবেন। তাছাড়া আর উপায়ও নেই কোন।'

সিমনেব ট্রাকের ফাটা টায়াবটা ইতিমধ্যে বদলে ফেলা হয়েছিলো। তিনজন আফ্রিকান সোলজার সাবমেশিনগান নিয়ে উঠে বসলো তার পেছনে। পুরোপুরি সামরিক পোশাকে সজ্জিত আরও কুড়িজন গেটেব সামনে টহল দিচ্ছিলো গম্ভীব মুখে। নিচের বারান্দায় একজন প্রৌঢ় আফ্রিকান

ভদ্রলোকের সঙ্গেও দেখা হলো শ্যাননের। দুজনের আন্তরিক আলাপ-আলোচনাও সিমনের কানে ভেসে এলো। শ্যানন মৃদু হেসে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তার, সংবাদ শুভ তো?'

'হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত।' প্রসন্নকণ্ঠে জবাব দিলেন ডাক্তার। 'আপনার লোকেরা একশোজন স্বেচ্ছাসেবক যোগাড় করে এনেছে। তারাই সমস্ত মৃতদেহের সদগতির ব্যবস্থা করবে। সাতজন সম্ভ্রান্ত স্থানীয় নাগরিকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় এখানেই সকলের একত্রে মিলিত হবার কথা।'

শ্যাননও প্রশান্তচিত্তে মাথা নাড়লো। 'নতুন সরকারের প্রথম সংবাদ বুলেটিনটা যত শীগগির সম্ভব প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত। এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে সেমলারকেও আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। এই ঘোষণার পরই আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে যাবো।'

ভদ্রলোক বিদায় নেবার পর শ্যানন সিমনকে সঙ্গে নিয়ে অপেক্ষমান ট্রাকের দিকে এগিয়ে গেলো। ও-ই নিজে হুইল ধরে ড্রাইভ করলো সারাটা পথ। পাশের আসনে নির্বাক, স্তব্ধ সিমন।

ক্ল্যারেন্সের সীমানা পেরিয়ে আসার পর সিমন প্রথম মুখ খুললো। ওর কণ্ঠস্বরে তিক্ততার আভাস কান এড়ায় না। 'ওই ভদ্রলোকটি কে?'

'বারান্দায় যার সঙ্গে আমার দেখা হলো?' শ্যাননের দু চোখে কৌতুকের ছোঁওয়া।

'হ্যাঁ,' সিমন মাথা নাড়লো।

'তিনি ডাক্তার ওকে।'

'নিশ্চয় স্থানীয় হাতুড়ে বদ্যি! তুক-তাক ঝাড়ফুঁক যাদের ব্যবসা।'

'না। অক্সফোর্ডের, পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি আছে ভদ্রলোকের।'

'আপনার বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

অনেকক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হলো না। অবশেষে সীমান্তের কাছ বরাবর পৌঁছবার পর পুনরায় সিমনের গলা শোনা গেলো।

'আমার আর একটা মাত্র জিজ্ঞাসা আছে।' দীর্ঘশ্বাসের সুরে বিড়বিড় করলো সিমন। 'আপনি যে কি করছেন, তা আমি জানি। পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ষড়যন্ত্রটাই আপনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আপনার হয়তো এ বিষয়ে বিশেষ কোনধারণাই নেই। কিন্তু কেন আপনি এ কাজ করলেন, সেই কথাটাই আমি শুধু জানতে চাই। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলুন কেন...কেন আপনি...?'

শ্যানন কয়েক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করলো। ওর দু চোখের দৃষ্টি সামনের ভাঙাচোরা পথের দিকেই স্থিরভাবে নিবদ্ধ। একটু অসাবধান হলেই ট্রাকটা সবশুদ্ধ উল্টে যেতে পারে।

'প্রথম থেকে আপনি দুটো মারাত্মক ভুল করে বসেছেন, মিঃ এনডিন।' ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলো শ্যানন। শ্যাননের মুখে নিজের নাম শুনে সিমন ও চমকে উঠলো দারুণভাবে। শ্যাননের কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের কথার খেই ধরে আত্মগত সুরে বলে চললো, 'আপনার ধারণা ছিলো যেহেতু আমি একজন পেশাদার সৈনিক সেই কারণে স্বভাবতই আমার বুদ্ধি কিছু কম। কিন্তু আপনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি-আপনি দুজনেই এক শ্রেণীর ভাড়াটে সৈনিক। স্যার জেমস ম্যানসনের মতো ক্ষমতাবান মহাপুরুষদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনেই আমাদের ব্যবহার

করা হয়। এছাড়া আমাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই। আপনার দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, আপনি মনে করেন বিশ্বের তাবৎ কালা আদমিরাই এক দলের। কারণ আপনার চোখে তারা সকলেই এক রকম দেখতে।'

'আপনার বক্তব্যটা এখনও আমার ঠিক মগজে ঢুকছে না!'

শ্যানন মৃদু হাসলো। 'জাঙ্গারো সম্পর্কে আপনি একবার ব্যাপকভাবে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। আপনার নিশ্চয় জানা আছে, বিন্দু এবং কাজা সম্প্রদায় ছাড়া সেখানে আরও এক গোষ্ঠীর লোক বাস করে। তাদের সংখ্যাও নেহাত নগণ্য নয়। এবং দেশের মধ্যে এরাই সবচেয়ে ঘৃণিত, অবহেলিত আজীবন বঞ্চনা ছাড়া ওদের ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। কিন্তু এদের যদি সামান্য সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে এরাও দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষত এরা প্রত্যেকেই যখন রীতিমত পরিশ্রমী। আজ সকালে প্রাসাদের মধ্যে বা তার আশেপাশে যে সমস্ত প্রহরীদের দেখা পেলেন, তাবা প্রত্যেকেই এই দলের। গতকাল বাত্রে জাঙ্গারোয় একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছে বটে, তবে কর্ণেল ববির পক্ষ নিয়ে বা তাকে রাষ্ট্রপতির গদিতে বসাবার উদ্দেশ্যে সে অভিযান পরিচালিত হয়নি।'

'তবে কার জন্যে এ অভ্যুত্থান ঘটলো?'

' জেনারেলের জন্যে।'

' জেনারেল! কোন্ জেনারেল?'

শ্যানন জেনারেলের নাম বললো। নাম শুনে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠলো সিমনের চোখ দুটো।

'কিন্তু তিনি তো পরাজিত, নির্বাসিত।'

' সেটা শুধু সাময়িকভাবে সত্য; বরাবরের জন্যে নয়। আফ্রিকাব নিপীড়িত অবহেলিত মানুষেরা এখনও তাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে।'

'ওই আদর্শবাদী মূর্খ জারজটার জন্যেই...'

'সাবধান!' শ্যানন গম্ভীর কণ্ঠে সতর্ক করে দিলো সিমনকে।' যে তিনজন প্রহরী এখন আমাদের সঙ্গে আছে, তাবা প্রত্যেকেই জেনারেলের লোক। এবং ইংরেজি ভাষাটাও এরা বেশ ভালই বোঝে।'

সিমন একবার আড়চোখে পেছন দিকে ফিবে তাকালো। তিনজনেরই সারা মুখ এখন থমথমে।

'কিন্তু আপনার কি ধাবণা, এভাবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে বরাবরের মতো পালিয়ে বেড়াতে পারবেন?'

'আপনারাও তো ওই স্বার্থপর বনমানুষ জাঙ্গাবোর দেশবাসীর মাথায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার যোগ্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করেননি। এই নতুন সরকার যে আপনার ববির চেয়ে অনেক বেশি সৎ ও উপযুক্ত, সে বিষয়ে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পাবি। এই বিশাল মহাদেশের বুকের ওপর আমি লক্ষ লক্ষ অসহায় শিশুকে রোগে ভুগে অনাহারে মারা যেতে দেখেছি। তাদের সেই মুমূর্ষু পাণ্ডুর দৃষ্টি আমি সারা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবো না। এদের জন্যে কিছু অন্তত করা উচিত। স্যাব জেমসকে বলবেন, স্ফটিক পাহাড়ের প্ল্যাটিনামের

ভাণ্ডারের ওপর কিন্তু তার জন্যে উচিত মূল্য তাঁকে গুনে দিতে হবে।' অল্প থেমে এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো শ্যানন। 'আমরা এখন সীমান্তে এসে পৌছেছি। এবার আপনি বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হোন।'

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা সামনে এগিয়ে সিমন আবার পেছন ফিরে তাকালো। তার দু চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলজ্বল করছে।

' কিন্তু মিঃ শ্যানন, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, ভুলেও যেন আপনি আর কোনদিন লণ্ডনের পথে পা বাড়াবেন না। সেখানে আপনার মতো লোককেও আমরা অনায়াসে শায়েস্তা করতে পারি।'

' সে বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' শ্যানন যেন স্বপ্নের ঘোরেই বিড়বিড় করলো। 'আমাকে আর কোনদিনই লণ্ডনে যেতে হবে না।'

শেষ কিস্তি

সর্বশেষ যা খবর পাওয়া গেলো, জাঙ্গারোর নতুন সরকার যথোচিত সুষ্ঠুভাবেই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে চলেছেন। ইউরোপের কোন কাগজেই এ সম্পর্কে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য শোনা গেলো না। কেবল 'লা মনডে'র শেষেব পাতায় ছোট্ট করে একটা সংবাদ ছাপা হয়েছিলো। তার বিষয়বস্তু, জাঙ্গারোর সেনাবাহিনীর এক বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটিয়েছে। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত এই নতুন সরকারই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

জন দুপ্রী ও মার্ক ভলমিকের মৃতদেহ সমুদ্রের ধারে এক শান্ত নির্জন জায়গায় কবর দেওয়া হলো। শ্যাননের ইচ্ছানুসারে কোন স্মৃতিফলকও স্থাপন করা হলো না তাদের কবরের ওপর। জনির মৃতদেহটা তাদের দলের লোকেরাই নিজেদের প্রথানুযায়ী সমাহিত করলো।

সিমন ও স্যার জেমসকেও সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হলো এ ব্যাপারে। বস্তুতপক্ষে প্রকাশ্যে তাদের কিছু করণীয়ও ছিলো না।

শ্যানন তার ভাগের অবশিষ্ট পাঁচ হাজার পাউণ্ডও যাবার সময় ল্যাঙ্গোর্টির হাতে তুলে দিলো। সেই টাকা নিয়ে সোজা ইউরোপে পাড়ি দিলো কর্সিকান। তস্কানার মালিকানা স্বত্ব সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো সেমলার আর ওয়ান্ডেনবার্গের মধ্যে। বছরখানেক বাদে নিজের অংশ ওয়ান্ডেনবার্গকে বিক্রি করে সুদানে চলে গেলো সেমলার। সেখানেই আর এক স্বাধীনতা যুদ্ধে তার মৃত্যু হলো।

সুইস ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছেও দুটো জরুরী চিঠি পাঠালো শ্যানন। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া ছিলো, ওর অ্যাকাউন্টের অর্ধেক টাকা যেন কেপ প্রভিন্সে জন দুপ্রীর বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাকি অর্ধেক পাবে অস্টেণ্ডের গণিকাপল্লীর অ্যানা নামে এক বার-মেড।

এই অভ্যুত্থানের এক মাসের মধ্যেই শ্যানন মারা গেলো। যেভাবে মৃত্যুর কথা ও জুলিয়ার

কাছে গল্প করেছিলো, ঠিক সেইভাবে। এই ধরনেব মৃত্যুই ওর চির-আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। ওর হাতে ধরা ছিলো একটা রাইফেল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো সারা বুক। তবে যে বুলেটটা ওর প্রাণবায়ু নিঃশেষে শুষে নিলো সেটা ওর নিজের রাইফেলের বুলেট। এক বছর আগে প্যারিসে ডাক্তার দুনোজের চেম্বারে বসে শ্যানন ওর ফুসফুসের রোগের কথা প্রথম জানতে পারে। ইদানীং সেই রোগটা আবার নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। দমকা কাশির সঙ্গে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতো মুখ দিয়ে। সেই জন্যেই ও একদিন রাইফেল হাতে নিয়ে সামনের জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলো। মুখ বন্ধ হৃষ্টপুষ্ট একটা খামও ছিলো ওর সঙ্গে। খামের ওপর লণ্ডনের জনৈক সাংবাদিকের নাম-ঠিকানা লেখা।

যারা ওকে রাইফেল হাতে একাকী বনের মধ্যে যেতে দেখেছিলো, তারাই পরে ওর মৃতদেহ বহন করে শহরে নিয়ে এলো। তাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেলো, শ্যানন নাকি মনের আনন্দে শিস দিতে দিতেই বনের পথ ধরে হেঁটে গিয়েছিলো। নিরক্ষর অজ্ঞ গ্রামবাসীরা অবশ্য সে সুরটা ঠিকমত ধরতে পারেনি। সে সুরের পোশাকী নাম স্প্যানিশ হার্লেম।

*****

আইকন

অনুবাদ ❑ অতীন ঘোষ

॥ এক ॥

সেটা সেই গ্রীষ্মকাল যেবার একটা ছোট পাউরুটির দাম বেড়ে হয়েছিল দশ লক্ষ রুবল।

সেটা সেই গ্রীষ্মকাল যখন পর পর তিনবছর ফসল ফলেনি আর দ্বিতীয়বার অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল।

সেটা সেই গ্রীষ্মকাল যেবার সুদূর প্রাদেশিক শহরগুলোর গরীব-পাড়ার নোংরা রাস্তাগুলোতে প্রথমবার রুশরা অপুষ্টিতে মারা যাচ্ছিল।

সেটা সেই গ্রীষ্মকাল যেবার রাষ্ট্রপতি তাঁর মোটবগাড়িতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁকে বাঁচাবার কোন উপায়ই ছিল না আর একজন অফিসের পুরানো সাফাইওয়ালা একটা দলিল চুরি করেছিল।

তারপর আর কিছুই আগের মতো হয়ে উঠতে পারেনি।

বিকেলে অসহ্য গরম পড়েছিল, গাড়ির হর্ণ বেশ কয়েকবাব বাজাবার পর গেটের পাহারাদার তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রিপরিষদ ভবনের কাঠের গেটটা খুলেছিল।

রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষী কাঁচের জানলাটা নামিয়ে পাহারাদারকে বলল, দরজা খুলতে যাতে লম্বা কালো মার্সিডিজ-৬০০ সহজে তোরণের তলা দিযে বেরিয়ে যেতে পারে এবং গাড়িটা বেরিয়ে পড়ল প্লসচাড স্ট্রীটে। বেচারা দারোযান সেল্যম করাব ভঙ্গিতে হাতটা তুলল যখন দ্বিতীয় গাড়িটা, রুশ টয়কা গাডি, কালো গাড়িটাকে অনুসরণ করল। এই গাড়িতে আরও চাবজন দেহরক্ষী ছিল।

দেখতে দেখতে গাড়ি দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মার্সিডিজ গাড়িটার পিছনের সিটে বসেছিলেন বাষ্ট্রপতি চেবকাসভ, গভীব চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলেন। সামনে ছিল তাঁর আধা-সামরিক ড্রাইভাব এবং ব্যক্তিগত দেহবক্ষী, যাদের নিযুক্ত করেছে আলফা গ্রুপ।

মস্কোর বৈচিত্র্যহীন শহরতলী পার হয়ে গ্রামাঞ্চলের মাঠ আব গাছপালার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা, রাশিয়ার বাষ্ট্রপতির মুখে অবসাদের অন্ধকার। অসুস্থ বরিস ইয়েলৎসিনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি পরপর তিনবছর এই পদে বহাল আছেন এবং চোখের সামনে ক্রমশঃ রাশিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ওঠাটা প্রত্যক্ষ করেছেন। অসহ্য হয়ে উঠেছিল এই তিনটে বছর।

বিগত সালের শীতকালে ইয়েলৎসিন নিজে তাঁকে 'প্রযুক্তিবিদ' হিসেবে প্রধানমন্ত্রীত্ব দিয়েছিলেন দেশের অর্থনীতিকে একটা ভদ্র রূপ দেবার জন্যে, সেই সময় রুশবাসীরা তাদের নতুন সংসদ বা ডুমার নির্বাচনে ব্যস্ত ছিল।

ডুমার নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও তেমন জরুরী ছিল না, কারণ পরবর্তী বছরগুলোতে সংসদের ক্ষমতা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে। চারবছর আগে শীতকালে সাইবেরিয়ার এক বিখ্যাত ব্যক্তি, যিনি আগস্ট মাসে আফগানিস্থানে ক্ষমতা দখলের লড়াইতে ট্যাঙ্ক নিয়ে যে কীর্তি করেছিলেন, তার ফলে শুধু রাশিয়াতেই নয়, সারা পশ্চিম মহাদেশে গণতন্ত্রের মহান যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং নিজে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন, সেই মানুষটিই আজ ভঙ্গুর লতা হয়ে উঠেছেন।

তিন মাসের মধ্যে দুবার হার্ট অ্যাটাক সামলে ওষুধ খেয়ে ফুলে গিয়ে স্প্যারো হিলসের, আগে নাম ছিল লেনিন হিলস, এক ক্লিনিকে শুয়ে তিনি সংসদের নির্বাচনের ওপর নজর রাখছিলেন এবং দেখছিলেন কিভাবে তাঁর রাজনীতির সমর্থকরা প্রতিনিধিদের মধ্যে তৃতীয়স্থানে নেমে যাচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশের গণতন্ত্রে এটা যতটা সঙ্কটপূর্ণ হতে পারত এখানে ততটা হযনি তার কারণ ইযেলৎসিনের চেষ্টাতে প্রকৃত ক্ষমতার বেশিরভাগই রাষ্ট্রপতির করায়ত্ত বলে। আমেরিকার মতো রাশিয়াতেও একজন কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি ছিল। কিন্তু আমেরিকাতে যেমন রাষ্ট্রপতির কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার জন্যে কংগ্রেস ছিল, রাশিয়াতে তা নয়, এখানে ইয়েলৎসিন আজ্ঞপ্তি জারী করে সব কিছু করতে পারতেন এবং করছিলেনও।

কিন্তু সংসদীয় নির্বাচন থেকে হাওয়ার গতিটা বোঝা যাচ্ছিল এবং একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল জুন মাসে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে কি হতে যাচ্ছে, যেটার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

১৯৫৫-এর শীতকালে রাজনীতির দিগন্তে নতুন যে ক্ষমতাটির আবির্ভাব হচ্ছিল তারা হ'ল কমিউনিস্ট।

সত্তর বছরের কমিউনিস্ট অত্যাচার, গরবাচভের পাঁচ বছরের সংস্কার সাধন এবং ইয়েলৎসিনের পাঁচ বছরের শাসনের পর রুশ জনগণ নতুন করে পুরানো দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে শুরু করেছিল।

গেন্নাডি জিউগানভেব নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা এক রঙীন ভবিয্যতেব ছবি ফুটিযে তুলতে চাইছিল ঃ চাকরীর প্রতিশ্রুতি, নিশ্চিত আয়, ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আর আইন-শৃঙ্খলা— আগের মতো সব দেওযা হবে। কেজিবি-র স্বৈবাচার, ক্রীতদাস শিবিরেব গুলাগ আর্কিপেকলাগো বা স্বাধীনভাবে চলাফেবা এবং বাক্‌স্বাধীনতার কথা কিন্তু একবাবও উল্লেখ কবা হয়নি সেই প্রতিশ্রুতিতে।

রুশ ভোটারবা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত একদা যে দুটোকে ত্রাণকর্তা মনে করত সেই পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে। শেযোক্তটি সম্বন্ধে তো তাদের ঘৃণাই ঝরে পড়ত। বেশিব ভাগ রুশদের কাছে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধবা দুর্নীতি এবং ভযঙ্কব অপরাধ দেখে তারা গণতন্ত্রকে এক বিবাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পাবত না। সংসদের নির্বাচনে ভোট গণনাব পর দেখা গেল গুপ্ত-কমিউনিস্টরা ডুমাতে এককভাবে বৃহত্তম প্রতিনিধিদল পাঠাতে পেরেছে এবং অধ্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষমতা তাদেরই।

অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ বিপরীত শিবিরের ভ্লাদিমির ঝিরিনোকোভস্কির নয়া ফাসীবাদীরা গরিষ্ঠতা পাচ্ছে, আর অদৃষ্টের কি পরিহাস এদের দলটার নাম লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

এই স্পষ্টভাষী গণনেতা তাঁর বিচিত্র আচরণ ও বিশ্লেষণী অভিব্যক্তির জন্যে দারুণ ভাল ফল পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তাঁর সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। হলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটি কিন্তু তারই।

এর মধ্যে ছিল রাজনীতি-কেন্দ্রিক দলগুলো, যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারেব তত্ত্বটিকে আঁকড়ে ধরে আছে, এরা পেল তৃতীয় স্থান।

কিন্তু এই নির্বাচনগুলোর ফলাফলের প্রভাব পড়তে চলেছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দৌড়ে অংশগ্রহণকারীদের ওপর। ডুমা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল তেতাল্লিশটি পার্টি, আর বেশির ভাগ প্রধান পার্টিগুলোর নেতারা বুঝতে পারছিলেন যে সম্মিলিত কর্মসূচীই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

গ্রীষ্মের আগে গুপ্ত কমিউনিস্টরা গাঁটছড়া বাঁধলো তাদের স্বাভাবিক বন্ধু কৃষক পার্টির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সঙ্ঘ গড়ে তোলার জন্যে, এই নামটা খুব বুদ্ধি খাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল—পুরানো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের মধ্যে থেকে গেলেন ঐ জিউগানভ।

কট্টর দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে সংযুক্তিকরণের চেষ্টা চলছিল, কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছিলেন ভ্লাদিমির ঝিরিনোকোভস্কি। পাগলা ভ্লাদ বুঝতে পেরে গেলেন যে অন্যান্য দলছুট দক্ষিণপন্থীদের সাহায্য ছাড়াই তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হবেন।

ফরাসীদের মতো রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও দুটি ভাগে হয়। প্রথম দফায় সবকটি প্রার্থী একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। এতে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তারাই এর পরেও এগোতে পারে। তৃতীয় স্থানে আসার কোনো মূল্য নেই, অথচ ঝিরিনোকোভস্কি তৃতীয় হলেন। কট্টর দক্ষিণপন্থীদের জন্যে যাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অনেক বেশি তারা ক্ষেপে ছিল তাঁর ওপর।

কেন্দ্রের প্রায় এক ডজন পার্টি গণতান্ত্রিক মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল একটি মূল প্রশ্নের ভিত্তিতে এবং সেটি হ'ল বসন্তকালের নির্বাচনে ইয়েলৎসিন কি আবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন এবং জয়ী হতে পারবেন।

পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা তাঁর পতনের কারণ ব্যাখ্যা করবেন মাত্র একটা শব্দ দিয়ে—চেচনিয়া।

নির্বাচনের প্রায় বছরখানেক আগে মরীয়া হয়ে ইয়েলৎসিন রুশ সেনা ও বিমান বাহিনীর পূর্ণশক্তি নিয়ে এক যুদ্ধপ্রিয় পাহাড়ী উপজাতি অধ্যুষিত চেচনিয়াকে আক্রমণ করে বসলেন, যেখানকার স্বঘোষিত নেতা মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করছিল। চেচনিয়াবাসীদের তরফ থেকে এই ঝঞ্ঝাট করাটা নতুন কিছু নয়, জার এবং তারও আগের আমল থেকে ওরা এটা দাবী করে আসছে। জারদের এবং বিশেষ করে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর জোসেফ স্তালিনের পক্ষ থেকে এখানে বহুবার লুঠতরাজ ও গণহত্যা করা হয়েছে, কিন্তু যে ভাবেই হোক ওরা সেই সব অত্যাচার সহ্য করে টিকে আছে এবং যুদ্ধ করে চলেছে।

এই যুদ্ধ ঘোষণাটা সঠিক না হওয়ার ফলে জয়লাভ তো দূরের কথা চরম ধ্বংসকে এনে দিল—চেচেনদের রাজধানী গ্রোজনীকে ধ্বংস করার ছবি রঙীন ফিল্মে ধরা আছে, আর বস্তাবন্দী করে রুশ সেনাদের মৃতদেহ ফিরে আসতে দেখা গিয়েছিল।

রাজধানী ধূলিসাৎ হলেও দুর্নীতিগ্রস্ত রুশ সেনাপতিদের কাছ থেকে কিনে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চেচেনরা লড়াই করে যেতে লাগল, যদিও তারা জনপদ ছেড়ে অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করেছিল আর ওখান থেকে ওদের টেনে বের করা রুশদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্থানকে ধরে রাখা এবং ভিয়েতনাম আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল যে রুশ সেনাবাহিনী তারা আর একবার ঐ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করল ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশের জঙ্গলে।

তিনিও যে চিরায়ত রুশ আদর্শে গড়া লৌহ কঠিন মানুষ এটা প্রমাণ করার জন্যে যদি ইয়েলৎসিন চেচনিয়া আক্রমণ করেছিলেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'ল। পুরো সাল ধরে চেষ্টা করেও সাফল্যের মুখ দেখলেন না তিনি। ককেশাস অঞ্চল থেকে বস্তাবন্দী হয়ে নিজেদের সন্তানদের ফিরতে দেখে রুশবাসী ক্ষেপে উঠল চেচনিয়ার বিরুদ্ধে এবং তাঁর বিরুদ্ধেও যিনি তাদের সাফল্য এনে দিতে পারেন নি।

ব্যক্তিগতভাবে প্রচণ্ড চেষ্টা চালিয়ে কোনো গতিকে নিজের রাষ্ট্রপতি-পদ বজায় রাখলেও, পরের বছর তা আর ধরে রাখতে পারলেন না। ক্ষমতা চলে গেল রাশিয়ান হোমল্যাণ্ড পার্টির নেতা প্রযুক্তিবিদ চেরকাসভের হাতে।

শুরুটা ভালই করেছিলেন চেরকাসভ। পশ্চিমের শুভেচ্ছা পেলেন, এবং তার চেয়েও বড় কথা রুশ অর্থনীতিকে মোটামুটি খাড়া করার জন্যে আর্থিক ঋণও পেলেন। পশ্চিমের পরামর্শ শুনে চেচনিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তির আলোচনা চালালেন, কিন্তু প্রতিহিংসাকামী রুশরা চেচনিয়াবাসীরা তাদের বিদ্রোহীরা সমেত ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যাপারটা ঘৃণার চোখে দেখল, আবার তাদের সেনারা বাড়ি ফিরে এসেছে দেখে খুশীও হ'ল।

কিন্তু আঠারো মাসের মধ্যে আবার গণ্ডগোল পাকলো, কারণ দুটি—রুশ্ মাফিয়াদের অবাধ লুঠতরাজ প্রচণ্ড বোঝা হয়ে উঠল। বিশেষ করে রুশ অর্থনীতির পক্ষে তা বহন করা বেশ কষ্টকর প্রমাণিত হচ্ছিল ; দ্বিতীয় কারণ—আর একটি নির্বোধের মতো সামরিক অভিযান। রাশিয়ার সম্পদের নব্বই শতাংশের অধিকারী সাইবেরিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার হুমকী দিয়েছিল।

রাশিয়ার সব প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম অনুগত ছিল এই সাইবেরিয়া। চিরতুষারাবৃত হওয়া সত্ত্বেও পুরো কাজে না লাগানো হলেও, এখানে তেল আর গ্যাস সম্পদ এত বেশি পরিমাণে ছিল যে, সৌদি আরবের মতো দেশকেও বঞ্চিত করতে পারে। এর সঙ্গে ছিল সোনা, হীরে, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানীজ, টাংস্টেন, নিকেল এবং প্ল্যাটিনাম। নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে সাইবেরিয়ায় ছিল এই গ্রহের শেষ আশ্রয় স্থান।

মস্কোতে খবর আসতে লাগল যে জাপানী, প্রধানতঃ দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াজুকা গুপ্তচররা প্রচার চালিয়ে সাইবেরিয়াকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে উস্কানী দিচ্ছে। মোসাহেবদের পরামর্শে এবং আপাতদৃষ্টিতে চেচনিয়ায় তাঁর পূর্বসূরীর ভুলের কথাটা আদৌ মনে না রেখে রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন পূর্বদিকে। এই পদক্ষেপ দুটো বিপর্যয় ঘটালো। সামরিক অভিযানে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বারো মাস পরে তিনি বাধ্য হলেন আলোচনার মাধ্যমে সাইবেরীয়াবাসীদের আরও বেশি স্বায়ত্তশাসন দিতে এবং নিজেদের সম্পদের বিক্রয়মূল্য থেকে আগে যা পেত তার চেয়েও বেশি দিতে হ'ল তাদের। দ্বিতীয়ত এই অভিযান অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটালো।

নোট ছেপে এই অসুবিধে দূর করার চেষ্টা করল সরকার। গ্রীষ্মকালে নব্বইয়ের দশকের পাঁচ হাজার রুবলে এক ডলার পাওয়ার ব্যাপারটা ইতিহাসের বিষয় হয়ে রইল। কুবান প্রদেশের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে যে গম হত, তা পর পর দুবছর অজন্মা হ'ল। আর সাইবেরিয়া থেকে পাঠানো গম মাঝপথেই পচে যেতে লাগল কারণ চক্রিদলের গুপ্ত অনুগামীরা রেল লাইন উড়িয়ে দিচ্ছিল। শহরগুলোতে রুটির দাম হু হু করে বাড়তে লাগল। রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ নিজের পদ আঁকড়ে থাকলেও, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁর আর কোনো ক্ষমতা নেই।

গ্রামাঞ্চলে, যেখানে অন্ততঃ নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার মতো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে নেওয়া উচিত ছিল, সেখানকার অবস্থা হ'ল আরও শোচনীয়। তহবিলের অভাব, কর্মীর অভাবে আন্তর্কাঠামো ভেঙ্গে পড়েছিল, খামারগুলোতে কাজকর্ম বন্ধ, তাদের উর্বর জমিতে শুধু জন্মাচ্ছিল আগাছা। পথিমধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়লে কৃষকরা ছেঁকে ধরত, বিশেষ করে বয়স্ক কৃষকরা, কামরার জানালাগুলোতে আসবাবপত্র, কাপড়-জামা, প্রাচীন চীনামাটির বাসনপত্র

ইত্যাদি দিয়ে বদলে টাকা-পয়সা বা খাবার-দাবার চাইত। যাত্রীদের কাছে ওসব জিনিস নেবার লোকও ছিল খুব কম।

দেশের রাজধানী মস্কোতে সহায়-সম্পদহীনেরা মসকভা নদীর জেটিতে বা অন্ধকার গলিতে শুয়ে রাত কাটাত। রাশিয়াতে পুলিশকে বলে মিলিশিয়া, তারা অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা কার্যতঃ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, বড় জোর অপরাধীদের ধরে ট্রেনে চড়িয়ে তাদের নিজেদের জায়গায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিত। কিন্তু আরও লোক ফিরে আসত কাজ-কর্ম, খাবার বা ত্রাণের খোঁজে। অনেকে শেষপর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে, এক সময়ে পথেই মারা যেত।

১৯৫৯ সালের বসন্তকালের গোড়ার দিকে পশ্চিম মহাদেশ থেকে এই অতলস্পর্শী জঠর ভরাতে ভরতুকী বন্ধ হ'ল এবং বিদেশী বিনিয়োগকারী, যারা মাফিয়াদের সঙ্গে অংশীদারীতে ব্যবসা করতে এসেছিল, তারা নিজেদের গুটিয়ে নিল। বহুবার ধর্ষিতা যুদ্ধ-শরণার্থীর মতো রাশিয়ার অর্থনীতি রাস্তার একধারে পড়ে ধুঁকতে ধুঁকতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

গ্রীষ্মের এই উত্তপ্ত দিনে তাঁর সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাতে যাওয়ার সময় গাড়িতে বসে এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করছিলেন রাষ্ট্রপতি চেরকাসভ।

উসোভো ছাড়িয়ে মসকভা নদীর তীরে যে গ্রামের যে *দাচাতে* যাচ্ছিলেন রাষ্ট্রপতি সেই পথটা ড্রাইভারের পরিচিত। যেখানে গাছতলায় বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা। অনেক বছর আগে সোভিয়েত পলিট ব্যুরোর হোমরা-চোমড়াদের এই রকম *দাচা* ছিল নদীর এই বাঁকের কাছে। রাশিয়াতে অনেক পরিবর্তন হলেও এগুলো তেমন বদলায়নি।

গ্যাসোলিনের দাম বাড়ায় রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশ কম। ট্রাকগুলো কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে যাচ্ছে। আরখ্যাঙ্গেল স্কোয়ীর পর তারা ব্রিজ পার হয়ে নদীর কিনারা বরাবর রাস্তা ধরলো।

পাঁচ মিনিট পরে রাষ্ট্রপতিব নিঃশ্বাসে কষ্ট হতে শুরু করল। পুরো দমে এয়ারকণ্ডিশন মেশিন চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি বোতাম টিপে পিছনের জানলার কাঁচ নামালেন যাতে তাজা বাতাস মুখে এসে লাগতে পারে। মাঝখানে পার্টিশন থাকায় ড্রাইভার আর দেহরক্ষী রাষ্ট্রপতির এই অবস্থার কথা কিছু জানতে পারেনি। পেরেদেলকিনো যাবার মোড়টা এসে গেছে, এমন সময় রাষ্ট্রপতি বাঁ দিকে কাৎ হয়ে সিটের ওপর ঢলে পড়লেন।

ড্রাইভার তার পিছন দিক দেখ'ব আয়নায় হঠাৎ রাষ্ট্রপতির মাথা যে দেখা যাচ্ছে না এটা আবিষ্কার করল। দেহরক্ষীকে সে-কথা বলতেই সে পিছন ফিরে তাকাল। এর পরেই রাস্তার পাশের দিকে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল ড্রাইভার।

পিছনে আসা চইকা গাড়িটাও তাই করল। নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান, স্পেৎসনাজ বাহিনীর প্রাক্তন কর্নেল, সামনের সিট থেকে লাফিয়ে নেমে এল চইকা থেকে। দেহরক্ষীরাও বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে এল। ঘিরে দাঁড়াল মার্সিডিজটাকে। কি হয়েছে কেউ বুঝতে পারছে না।

কর্নেল কাছে এসে দেখল রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মার্সিডিজের পিছনের দরজা খুলে ভিতরে দিকে ঝুঁকে কি যেন দেখছে। এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দিয়ে কর্ণেল মাথা ঢোকালেন—রাষ্ট্রপতি কাৎ হয়ে পড়ে আছেন সীটে, দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন নিজের বুকটা, চোখ বন্ধ, জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

সবচেয়ে কাছের যে হাসপাতালে ইন্টেসিভ কেয়ার ইউনিট আছে সেটা বেশ কয়েক মাইল দূরে স্প্যারো হিলসে। কর্ণেল পিছনের সিটে উঠে পড়ে ড্রাইভারকে গাড়ি উল্টো মুখে ঘুরিয়ে

ওখানে যাবার কথা বলল। মোবাইল ফোন থেকে কর্ণেল হাসপাতালে খবর পাঠাল হাসপাতালে অ্যামবুলেন্স পাঠাতে, যাতে মাঝপথেই তাতে তোলা যাবে রাষ্ট্রপতিকে।

আধঘন্টা পরে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হ'ল রাষ্ট্রপতিকে হাইওয়েতে। চিকিৎসা শুরু হয়ে গেল ওখান থেকেই।

হসপিটালে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আই-সি-তে ঢোকানো হ'ল রাষ্ট্রপতিকে। প্রধান বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সব রকম চেষ্টা চালাতে লাগলেন। কিন্তু বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে। মনিটারের পর্দায় একটা দীর্ঘ রেখা শব্দ করে ভেসে যাচ্ছিল। চারটে বেজে দশ মিনিটে সিনিয়ার ডাক্তার উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়লেন হতাশায়।

কর্ণেল তার মোবাইল ফোনের কয়েকটা বোতাম টিপে বলল, "প্রধানমন্ত্রীর অফিসে দাও।"

এর ছ'ঘন্টা পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে 'ফক্সি লেডী' স্টিমারটা ঘাটের দিকে ফিরছিল। পিছনের ডেকে মাল্লা জুলিয়াস নোঙ্গরটা তুলে নিল। তারের চিহ্নগুলো মুছে দিল আর রডগুলোকে গুছিয়ে রাখল। জাহাজটা সারাদিনের জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল, টাকাপয়সাও দিয়েছে প্রচুর।

জিনিসপত্র যখন সাজ-সরঞ্জাম রাখার বাক্সে গুছিয়ে রাখছিল জুলিয়াস তখন মার্কিন দম্পতি বিয়ারের কয়েকটা ক্যান নিয়ে তেষ্টা মেটাতে বসল।

মাছের বাক্সে দুটো বড় বড় চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের ওয়াহু মাছ আর আধ ডজন বড ডোরাডো মাছ, যেগুলো কয়েক ঘন্টা আগেও দশ মাইল দূরে জলের তলায় নল খাড়ার আড়ালে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল।

ওপরতলায় জাহাজের ক্যাপ্টেন দ্বীপে যাওয়ার পথটা একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, ফুলস্পীড দিলেন, ঘন্টাখানেকের মধ্যে টার্টল কোভে পৌঁছে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

ঝিরিনোকোভস্কি যখন লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের নেতা ছিলেন, তখন পার্টির সদর দপ্তর ছিল স্রেতো স্ট্রিট থেকে বেরোনো ফিস অ্যালির একটা বস্তির মতো বাড়িতে। যারা ওখানে আসত তারা পাগলা ভ্লাদের বিচিত্র ধরন-ধারণের সঙ্গে পরিচিত না থাকায় আশ্চর্য হয়ে দেখত কত অগোছালো অথচ চটকদার ভাবে এটা সাজানো। দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়ছে, জানলায় ঐ গণবক্তার বড ছবি। চলকা ওঠা কালো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলে একটা লবি, যেখানে টি-সার্ট বিক্রি করা হচ্ছে, তার গায়ে নেতার ছবি আঁকা।

কার্পেটবিহীন সিঁড়ি দিয়ে মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠলে প্রথম ল্যাণ্ডিং-এ দেখা পাওয়া যাবে একটা খেঁকি প্রহরীর। ও সব কিছু জেনে সন্তুষ্ট হবার পর আগন্তুককে ওপরে ঝিরিনোকোভস্কির ঘরে যেতে দেবে। এই ভাবে ঐ বাতিকগ্রস্ত ফাসিস্তটি ওখানে তার সভা ডাকত। সদর দপ্তর সাদামাটা রাখার কারণ ছিল নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে রাখা। তবে এখন তো ঝিরিনোকোভস্কি আর নেই। আর লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি কট্টর দক্ষিণপন্থী ও নয়া-ফ্যাসিস্ত পার্টিগুলোর সঙ্গে মিশে গিয়ে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘ তৈরী করেছে।

আর এর অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন ইগর কোমারভ, উনি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। দরিদ্র ও হৃৎসর্বস্ব ভোটারদের দেখাবার জন্যে যে তাঁর পার্টি খুব সরল পথে চলে, খরচের বাহুলতা দেখাতেন না আর ঐ ফিস অ্যালিতেই সদর দপ্তর রেখেছেন, যদিও তাঁর নিজস্ব দপ্তর ছিল অন্যত্র।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার কোমারভ কমিউনিজমের অধীনে কাজ করলেও, কমিউনিজমের জন্যে কিছু করেন নি, যতদিন না পর্যন্ত ইয়েলৎসিনের জমানায় রাজনীতিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিটাকেই বেছে নেন তিনি এবং অত্যধিক মদ্যপান ও

অবিরাম যৌন ব্যাপারে ছোঁক ছোঁক করার জন্যে ঝিরিনোকোভস্কিকে অপছন্দ করলেও আড়ালে থেকে কাজ করে যাওয়ার সুবাদে পার্টির আভ্যন্তরীণ চক্রে পলিটব্যুরোতে জায়গা পেয়ে গেলেন। এখানে বসে অন্যান্য কট্টর দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর নেতাদের সঙ্গে পরপর কয়েকটা মিটিং করে রাশিয়ার সবকটি দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে এক জোট করাতে সক্ষম হলেন তিনি। তারপর বেশ কায়দা করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝিরিনোকোভস্কিকে রাজী করানো হ'ল এই দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘ—ইউ. পি. এফ.-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সভাপতি হতে। এটা যে পাতা ফাঁদ সেটা ঝিরিনোকোভস্কি বুঝতে পারেননি।

পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একটা প্রস্তাব পাশ করানো হ'ল ঝিরিনোকোভস্কির পদত্যাগ দাবী করে। এবং তাঁকে সরানো হ'ল। নেতৃত্ব নিতে অস্বীকার করলেন কোমারভ, এবং একজন সাধারণ মানুষকে, যার ক্যারিসমা নেই, সাংগঠনিক ক্ষমতা নেই, তাকে ঐ পদে বসানো হ'ল। কিন্তু কাজকর্ম এত হতাশাজনক হচ্ছিল যে, এক বছর পরে কোমারভকে নেতৃত্বভার নিতে হ'ল। ভলাদিনির ঝিরিনোকোভস্কির জমানা খতম।

নির্বাচনের দু'বছরের মধ্যে গুপ্ত-কমিউনিস্টরা মিলিয়ে যেতে শুরু করল। এদের সমর্থকরা ছিল মোটামুটি মধ্য বয়স্ক ও বয়স্করা, আর তাদেব পক্ষে টাকা-পয়সা জোগাড় করা কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠছিল। বড় বড় ব্যাঙ্ক-মালিকদের সমর্থন না পেলে, শুধু চাঁদা তুলে আর কতদিন চলে।

কট্টর দক্ষিণপন্থীদেব প্রধান নেতা হয়ে উঠলেন কোমাবভ এবং রুশ জনগণের হতাশা যে ক্রমশঃ বাড়ছিল তার সুযোগ নিলেন।

এই দাবিদ্র্য ও অভাব অভিযোগের মধ্যেও এক শ্রেণীর মানুষের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। তারা বিরাট বিরাট বিদেশী গাড়ি চড়ে ঘোরে, সঙ্গে দেহরক্ষীও থাকে অনেকের।

বলশয় থিয়েটারের হলঘরে, মেট্রোগোল আর ন্যাশনাল হোটেলের পানশালায় আর ব্যাঙ্কোয়েটে এই ধনীদের দেখা যায় প্রায় প্রতিসন্ধ্যায়, সঙ্গে থাকে স্ত্রীলোক, যাদের দামী পোশাক আর প্যারিসের সেন্টের গন্ধ, আর ঝকমকে হীরে বুঝিযে দেয় যে এরাই হ'ল পেটমোটা ধান্দাবাজ ধনী।

ডুমার সভার প্রতিনিধিরা চিৎকার চেঁচামিচি করে, প্রস্তাব পাশ করায়। অবস্থা কিন্তু ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠছিল দেশের।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আশার আলো একমাত্র দেখাতে পারছিলেন ইগর কোমারভ।

দক্ষিণপন্থী পার্টির নেতৃত্ব নেব দুবছরের মধ্যে তিনি দেশ-বিদেশে বহু পর্যবেক্ষকদের চমকে দিয়েছিলেন। উনি যদি নিছক রাজনৈতিক সংগঠক হয়ে থাকার মধ্যে আত্মতৃপ্তি পেতেন তাহলে তেমন কিছুই লাভ হত না। কিন্তু কোমারভ বদলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মনের হদিস কেউ পেত না।

মানুষকে উদ্দীপিত ও প্রভাবিত করার জন্যে যে বাগ্মিতাব প্রয়োজন তা যথেষ্ট ছিল তাঁর মধ্যে। ব্যক্তিজীবনে যারা তাঁকে শান্তশিষ্ট মানুষ বলে মনে করত, তারাই আবার আশ্চর্য হয়ে দেখত মঞ্চে উঠলে মানুষটি কত বদলে যায়। কণ্ঠস্বরকে চড়া থেকে হঠাৎ খাদে নামিয়ে আনার ব্যাপারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতেন কোমারভ। তাঁর বক্তৃতা শুনে সমর্থকরা তো মাথা ঝোঁকাতোই এমন কি সন্দেহ প্রবণেরাও জয় ধ্বনি দিত।

টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচাব পছন্দ করতেন না কোমারভ। তাঁর বিশেষত্ব ছিল জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে জন-সংযোগ বাড়ান, আর একাজে অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর।

বিপজ্জনক প্রশ্নের সম্মুখীন হবার কোনো আগ্রহ ছিল না কোমারভের। মঞ্চের উপযোগী করে তৈরী করা বক্তৃতা দিতেন এবং তাতে দারুণ কাজও হত। এছাড়া নিজের লোকজনদের দিয়ে ফিল্ম তোলাতেন, আর এ-ব্যাপারে তাঁর কাজ করত এক প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ ডিরেক্টার লিতভিনভ। পুরো ফিল্ম তৈরী করে. ভালভাবে সম্পাদনা করার পর টি. ভি-র মাধ্যমে দেশবাসীকে দেখানো হত কোমারভের অন্যান্য সাধারণ কৃতিত্বগুলো।

কোমারভের বক্তব্যগুলোর বিষয় ছিল একটাই—রাশিয়া, রাশিয়া এবং আবার রাশিয়া। রাশিয়ার এই অবনতির পিছনে যে-সব বিদেশী শক্তির চক্রান্ত আছে তাদের তিনি খোলাখুলি আক্রমণ করতেন তাঁর বক্তৃতায়। আর্মেনিয়া জর্জিয়া, আজেরবাইজান ও দক্ষিণের অন্যান্য জাতিকে রাশিয়াতে সাধারণত "কৃষ্ণাঙ্গ" বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হত, এরাই অপরাধ জগতের শিরোমণি হওয়ার সুবাদে প্রচণ্ড ধনী- -এদের বিতাড়িত করার জন্যে মুখর হয়ে উঠতেন কোমারভ। তাঁর দাবী ছিল দরিদ্র ও পদদলিত রুশদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, এবং তাদের হৃৎগৌরব পুনরুদ্ধার করা।

সকলকে সবরকম প্রতিশ্রুতি দিতেন কোমারভ ঢালাওভাবে বেকারকে চাকরী, উপযুক্ত দৈনিক পারিশ্রমিক, খাদ্যদ্রব্য ও সম্মান, বৃদ্ধদের কথাও মাথায় ছিল তাঁর। বিদেশী পুঁজির চাপে পড়ে দেশের যে অবমাননা হচ্ছে তার প্রতিকারও ছিল তাঁর অন্যতম দাবী।

রেডিয়ো-টিভির মাধ্যমে দেশের সবাই শুনত তাঁর এইসব আশার বাণী। এককালের মহান রুশ সৈন্যবাহিনীর সেনারাও শুনত, আর শুনত আফগানিস্থান. পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড. লাতিভয়া, লিথুয়ানিয়া ও এস্তোনিয়া থেকে বহিষ্কৃত সেনারাও।

দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কৃষকরা কুটিরে বসে শুনত সে-সব কথা। সর্বস্বান্ত হওয়া মধ্যবিত্তরা তাঁদের যেটুকু আসবাবপত্র এখনও বাঁধা পড়েনি তার মধ্যে বসে শুনত। শিল্পপতিরা স্বপ্ন দেখত আবার তাদের কারখানা চালু হবে। তারপর কোমারভ যখন প্রতিশ্রুতি দিতেন যে প্রতারক ও গুণ্ডাবদমাসরা যারা মাতৃভূমিকে ধর্ষণ করেছে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে, তখন দেশবাসী তাঁকে ভালবাসতো।

বসন্তকালে, আমেরিকার আইভি লীগ কলেজের স্নাতক এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুবক, যে ছিল কোমারভেব জনসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা, তার পরামর্শে কতকগুলো ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হলেন ইগর কোমারভ। ঐ উপদেষ্টা বরিস কুজনেৎসভ সাক্ষাৎকারের জন্যে যাদের বাছলো তারা ছিল প্রধানতঃ বিধানসভার সদস্য, ইউরোপ আমেরিকার সংরক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ছিল এদের মন থেকে ভয় দূর করা।

প্রচার অভিযান হিসাবে এই সাক্ষাৎকার দারুণভাবে সফল হ'ল। নিমন্ত্রিতরা ভেবেছিল এক আত্মসর্বস্ব, বাগী, গণবক্তাকে দেখবে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল মানুষটি চিন্তাশীল, অত্যন্ত ভদ্র। কোমারভ ইংরিজী জানেন না, তাই কুজনেৎসভ দোভাষীর কাজ করল। এবং কোমারভের বক্তব্য ছাঁটকাট করে এমন ভাবে বিদেশীদের কাছে পরিবেষন করল, যাতে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল। ইচ্ছে করে ঐ সব সাক্ষাৎকারে রুশ ভাষা জানে এমন লোকদের থাকতে দেওয়া হয়নি।

কোমারভ বুঝিয়ে বললেন যে সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্বাচকমণ্ডলী আছে, এবং আমরা যদি নির্বাচিত হতে চাই তবে তাদের অকারণে চটানো উচিত নয়। ফলে আমাদের অনেক সময় এমন সব কথা বলতে হয় যা নির্বাচকমণ্ডলী শুনতে চায়, যদিও সেগুলো কার্যকর করা যে কত কঠিন তা আমরা জেনেও না জানার ভান করি। সেনেটাররা তাঁর কথার সমর্থন করলেন ঘাড় নেড়ে।

কোমারভ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, আগেকার দিনের পশ্চিম গণতন্ত্রে মানুষজন জানত যে সামাজিক অনুশাসন শুরু হয় ব্যক্তিগত ভাবে, তাই তখন রাষ্ট্রকে জোর করে কিছু চাপাতে হত না। কিন্তু যে সমাজে আত্মসংযম বলে কিছু নেই। সব প্রচলিত সুব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে সেখানে রাষ্ট্র আর সরকারকে অনেক বেশি কঠোর হতেই হবে, তা সেটা পশ্চিম মহাদেশে গ্রহণযোগ্য মনে করা হোক বা না হোক। সাংসদরা সমঝদারের মতো ঘাড় নাড়লেন।

রক্ষণশীল সাংবাদিকদের তিনি বললেন যে আর্থিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করতে হলে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা দরকার। সাংবাদিকরা লিখলেন যে, ইগর কোমারভ অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপারে সুযুক্তি মেনে চলা লোক, যেমন পশ্চিমের সঙ্গে সহযোগিতায় তিনি আগ্রহী। ইউরোপ আমেরিকার গণতন্ত্রের কাছে তিনি খুব একটা গ্রহণযোগ্য না হলেও, এবং তাঁর উত্তেজক বক্তৃতাগুলো পশ্চিমের কাছে ভীতিজনক মনে হলেও, বর্তমান রাশিয়াতে কোমারভের মতো মানুষেরই একান্ত প্রয়োজন। দূরদর্শীদের উচিত এখন থেকেই তাঁকে সমর্থন করা।

বিদেশের মন্ত্রিমণ্ডলী, দূতাবাস ও বণিক সমাজের সভায় জোর আলোচনা হ'ল, এবং সবাই সাংবাদিকদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হলেন।

মধ্য মস্কোর উত্তরাংশে কিসেলনি বুলেভার্দ থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে। এর মাঝামাঝি পশ্চিমদিকে আধ একরের মতো একটা পার্ক আছে। যার তিন দিকে জানলাবিহীন বড় বড় বাড়ি, সামনের দিকটায় দশ ফুট উঁচু লোহার গেট দিয়ে সুরক্ষিত। ভিতরে আর একটা গেট। এটাকে ভালভাবে মেরামত করিয়ে বাসযোগ্য করা হয়। এটাই হ'ল ইগর কোমারভের সদর দপ্তর।

এখানে কেউ আসতে চাইলে সামনের গেটে দাঁড়িয়ে ইন্টারকম মারফতে আসার উদ্দেশ্য জানাতে হবে গেটের ভিতরে কাঠের ঘরে বসে থাকা প্রহরীকে। গেটের ওপর লাগানো ক্যামেরাতে ছবি চলে গেছে ভিতরে। নিরাপত্তা দপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেলে আগন্তুককে ঢুকতে দেওয়া হবে।

গেটটা যদি খোলে ত'বে গাড়ি সমেত ভিতরে দশ গজ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। কারণ সামনে রাস্তায় লোহার ধারালো শিক পোঁতা আছে। প্রহরী এসে পরিচয়পত্র দেখে নিঃসন্দেহ হলে ঘরে ঢুকে একটা বোতাম টিপবে। শিকগুলো সরে যাবে। এবার গাড়ি এগিয়ে যাবে নুড়ি ঢাকা রাস্তা দিয়ে। একটু দুর গিয়ে আবার দাঁড়াতে হবে, যেখানে বেশ কয়েকজন প্রহরী।

বাড়িটার দুদিকে শিকলের তৈরী বেড়া দেওয়া আছে। তার পিছনে আছে কুকুর। রাতে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। গভীর রাতে কেউ এলে আগে জানাতে হবে কুকুরদের দেখাশোনা করে যে, তাকে। কুকুরদের সরিয়ে না নিলে ঢোকা মুশকিল। এরা দপ্তরের লোকেদেরও রেহাই দেয় না।

কুকুরের হাতে যাতে নিজেদের লোক মারা না যায় তার জন্যে বাড়িটার পিছন দিকে একটা সুড়ঙ্গ আছে, যেটা চলে গেছে কিসেলনি বুলেভার্দ পর্যন্ত। এই সুড়ঙ্গে তিনটে দরজা আছে, একটা ঢোকার মুখে, আর একটা বেরোবার মুখে, তৃতীয়টা মাঝামাঝি জায়গায়। এগুলো তালা বন্ধ থাকে। জিনিসপত্র আনা নেওয়া, বা কর্মচারীদের সিফট বদলাবার সময় ব্যবহার করা হয় এই সুড়ঙ্গ।

রাজনৈতিক কর্মচারীরা চলে যাবার পর রাতে কুকরগুলো পাহারা দেয়। আর বাড়ির মধ্যে থাকে মাত্র দুজন নিরাপত্তা কর্মী। তাদের নিজস্ব ঘর আছে, তাতে থাকে টি. ভি. আর খাবার।

খাট নেই, কারণ ওদের রাতে ঘুমোবার কথা নয়। এই দুজন পালা করে তিনতলা বাড়িটা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় কর্মচারীদের আসা পর্যন্ত। কোমারভ আসেন একটু দেরীতে।

বাড়িটাকে ঝাড়া মোছা করার জন্যে সপ্তাহে একবার, প্রতি রবিবারে একজন আসে। এসব কাজের জন্যে মস্কোতে বেশির ভাগ স্ত্রীলোকদের নেওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু কোমারভ এই দপ্তরে শুধু পুরুষ মানুষদের চান, তাই এই কাজের জন্যে এখানে আসে পুরনো আমলের এক বৃদ্ধ সৈনিক, নাম লিওনিদ জাইৎসেভ। এর পদবীটার অর্থ রুশ ভাষায় খরগোশ, আর এর অসহায় অবস্থা, শীত-গ্রীষ্মে সব সময়েই গায়ে থাকা যুদ্ধের বড় কোট, আর স্টেনলেশ স্টিলে বাঁধানো তিনটে দাঁতের জন্যে পাহারাদাররা ওকে ডাকতো খরগোশ বলে। যে রাতে রাষ্ট্রপতি মারা যান, সেই দিনও বরাবরের মতো রাত ১০টায় পাহারাদাররা ওকে ঢুকতে দিয়েছিল।

সকালবেলায় বালতি আর ন্যাতা হাতে নিয়ে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা টানতে টানতে ও পৌঁছলো কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব এন. আই. আকোপভের অফিসে। এর সঙ্গে খরগোশের দেখা হয়েছিল মাত্র একবার তাও বছরখানেক আগে। ও ঢুকে দেখেছিল কয়েকজন সিনিয়র অফিসার তখনও কাজ করে চলেছে। ওকে দেখে আকোপভ ভীষণ রেগে যায় এবং বিশ্রী গালাগালও দেয়। তারপর থেকে মাঝে মাঝে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় খরগোশ বসত আকোপভের চামড়া দিয়ে মোড়া ঘূর্ণিচেয়ারে।

পাহারাদাররা সব নিচে আছে, তাই নিশ্চিন্ত মনে খরগোশ বসল আকোপভের চেয়ারে। বেশ আরাম পাচ্ছিল। এরকম চেয়ার ওর কখনো ছিল না, হবেও না। টেবিলে ব্লটিং দানীর ওপর একটা দলিল ছিল, টাইপ করা চল্লিশ পাতা, পাশটা বাঁধানো, মলাটটা মোটা কালো কাগজের।

খরগোশ ভেবে পেল না ওটা কেন ওখানে পড়ে আছে এভাবে। সাধারণতঃ আকোপভ সব কাগজপত্র আলমারীতে রাখে। কি মনে করে ফাইলটা খুলল খরগোশ, শিরোনামটা দেখল তারপর কোনো বাছবিচার না করে হঠাৎ খুলে পড়তে শুরু করল।

পড়াশোনায় খুব ভাল না হলেও মোটামুটি শিখেছিল, প্রথমে তার পালিকা মার কাছে, পরে সরকারী স্কুলে, এবং শেষে সেনাবাহিনীর এক সদাশয় অফিসারের কাছে।

যা পড়ল তাতেই খরগোশ বেশ বিচলিত। একটা অনুচ্ছেদ বারবার পড়ল, বেশ জটিল লেখা। কিন্তু বক্তব্য বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। বেতো হাতে কাঁপতে কাঁপতে পাতা উল্টোচ্ছিল, কোমারভ কি করে এসব কথা বলতে পারেন? তার পালিকা মায়ের মতো লোকেদের সম্বন্ধে? পুরোটা না বুঝলেও, এটা ঠিক যে ব্যাপারটা দুঃশ্চিন্তার বিষয়। পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করলে কি হয়? নাঃ, ওরা উল্টে পেটাবে আমাকে, নিজের চরকায় তেল দিতে বলবে।

একটা ঘন্টা কেটে গেল। পাহারাদারদের এর মধ্যে টহল দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল টেলিভিশনের সামনে। খবর হচ্ছে—রুশ সংবিধানের ৯৯নং ধারা অনুসারে অন্তবর্তীকালের জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করছেন, তিনমাস পর্যন্ত চলবে এই ব্যবস্থা।

অনেকবার পড়ার পর খরগোশ কিছুটা বুঝতে শুরু করেছে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থটা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। কোমারভও একজন মহান ব্যক্তি, তিনিই এরপর রাষ্ট্রপতি হবেন। তাহলে কেন তিনি খরগোশের পালিতা মা, যিনি বহু আগে মারা গেছেন, বা ঐ শ্রেণীর মানুষদের সম্বন্ধে এসব কথা লিখেছেন?

বাত দুটোর সময় ফাইলটা জামাব তলায় গুঁজে কাজকর্ম শেষে কবে বেবিয়ে এল। পাহাবাদাবরা টি ভি ছেড়ে উঠতে বিবক্ত হলেও উপায় নেই, কিন্তু তাবা খেযাল কবল না খবগোশ আজ বেশ তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছে।

জাইৎসেভ বাড়ি ফেবাব কথা চিন্তা কবলেও শেষ পর্যন্ত মত পাল্টাল। বাত এখনও গভীব। বাস, ট্রাম, সাবওয়ে সব বন্ধ। সাধাবণতঃ ও হেঁটেই বাড়ি ফেরে -এক ঘন্টাব পথ। কিন্তু এখন বাড়ি ফিবলে ওব মেয়ে আব তাব বাচ্চাকে জাগাতে হবে। এটা ওদেব পছন্দ হবে না নিশ্চযই। তাই পথে ঘুবে বেড়াতে বেড়াতে চিন্তা কবতে লাগল কি কবা যায় এবাব।

বাত সাড়ে তিনটেব সময ও ঘুবতে ঘুবতে এসে হাজিব হযেছে ক্রেমলিনেব দক্ষিণ দিকেব প্রাচীবেব তলায ক্রেমলেভস্কাযা জেটিতে। এখানে ভবঘুবে আব সমাজচ্যুতদেব শুযে থাকতে দেখল। কোন বকমে একটা বেঞ্চে বসাব জাযগা পেযে বসল, নদীব উল্টো তীবেব দিকে একদৃষ্টে তাকিযে বইল খবগোশ।

ওদিকে মাছধবা স্টিমাবটা যখন দ্বীপেব কাছে এসে পড়েছে তখন সমুদ্র অনেকটা শান্ত। ক্যাপ্টেন আশে-পাশে আবও কয়েকটা স্টিমাব দেখতে পেল।

আর্থাব ডীন তাব 'সিলভাব ডীপ' স্টিমাবটা নিযে পাশ দিযে হু হু কবে এগিয়ে গেল ফক্সি লেডীকে পিছনে ফেলে। দুই ক্যাপ্টেন পবস্পবকে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল।

প্রবাল প্রাচীবেব মাঝখানে যে ফাকটা আছে তাব মধ্যে দিযে নিযে যেতে হবে ফক্সি লেডীকে। একটু বেশি নড়চড় হলেই মুশকিল প্রবাল গাছগুলোব ডালপালায বল্লমেব চেযেও বেশি তীক্ষ্ণতা। ওটা বেবোলেই তাবতলকভ মাত্র দশ মিনিটেব পথ।

ক্যাপ্টেন তাব জাহাজটাকে ভীষণ ভালবাসে। ভাবিকা আব সঙ্গিনী দুই-ই তাব কাছে। জাহাজটা দশ বছবেব পুবানো, একত্রিশ ফুট লম্বা। পাঁচ বছব আগে এটাকে সস্তায কিনে নিযে পুবো মেবামত কবে এই এলাকাব সবাব সেবা মাছ ধবাব স্টিমাব কবে তুলেছে। ভাল ভাড়া আসে। ব্যাঙ্কেব ধাব শোধ কবতে অসুবিধে হয না।

বন্দবে এসে অন্য দুটো স্টিমাবেব আগে এটাকে ভেড়াল। ইঞ্জিন বন্ধ কবে নিজেব মক্কেলদেব সঙ্গে দেখা কবল। ওদেব মনঃপূত হয়েছে কিনা জানতে চায। বকশিশ সমেত ভাড়া চুকিযে দিল দবাজ হাতে। তাবপব সঙ্গী জুলিয়াসকে নিযে বেবিয়ে পড়ল- চোখ টিপে বলল মাছগুলো ওবাই নিক। তাবপব নিজেব এলোমেলো সোনালী চুলে হাত বুলাতে লাগল।

ওদিকে ফক্সি লেডীকে ঝাড়া মোছাব কাজ শেষ কবে ক্যাপ্টেনেব খুব ইচ্ছে হল মদ্যপান কবাব। চওড়া সড়ক দিযে ও হাটতে লাগল ব্রড গেটেব দিকে।

॥ দুই ॥

নদীব ধাবে বেঞ্চে দুঘন্টা বসে থাকাব পবও খবগোশ তাব সমস্যাব সমাধান খুঁজে পেল না। ফাইলটা না নিলেই যেন ভাল হত। কেন যে নিল সেটাও বুঝতে পাবছে না। ওবা জানতে পাবলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সাবা জীবনে সে তো শুধু শাস্তিই পেযে এসেছে। কাবণগুলো সে আজও বুঝতে পাবেনি।

খবগোশ জন্মেছিল ১৯৩৬ সালে স্মোলেনস্কেব পশ্চিমে একটা ছোট্ট গ্রামে। আব পাঁচটা গ্রামেব মতোই দবিদ্র, ধুলো বালিতে ভবে যায গ্রীষ্মকালে, শবতে কাদা আব শীতকালে পাথবেব মতো কঠিন ববফে ভবে যায। গোটা তিবিশেক বাড়ি, কয়েকটা গোলাঘব, ত্রাণিনেব

সময়কার যৌথ খামার ছিল এখানে। ওর বাবা ছিলেন খামারের মজুর, থাকত ভাঙ্গাচোরা ঘরে বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে।

রাস্তার দিকে একটা ছোট দোকান ছিল, তার দোতলায় ফ্ল্যাট ; সেখানে থাকত এক রুটিওয়ালা। খরগোশের বাবা তাকে ঐ রুটিওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে বলেছিল, কারণ রুটিওয়ালা নাকি ইয়েভ্রেই। শব্দটার মানে খরগোশ বুঝতে না পারলেও এটা আন্দাজ করেছিল, ওরা ভাল লোক না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করেছিল যে ওর মা ওখান থেকেই রুটি কিনে আনেন, আর সেগুলো খেতেও খুব ভাল।

রুটিওয়ালা বেশ হাসিখুশি লোক, ওকে দেখলে মাঝে মাঝে টাটকা বান্‌রুটি ছুঁড়ে দিত। খরগোশ ভেবে পেত না কেন বাবা এদের সঙ্গে মিশতে মানা করে। রুটিওয়ালা ওপরের ফ্ল্যাটে বৌ আর দুটো মেয়েকে নিয়ে থাকত। খরগোশ দেখত যে দোতলা থেকে ওরা উঁকি মারছে, কিন্তু কোনদিনই মেয়েগুলো ওর সঙ্গে খেলতে আসত না।

একদিন ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে গ্রামে মৃত্যু এসে দিল। ছোট্ট লিওনিদ তখন জানত না মৃত্যু কাকে বলে। একদিন ঘরঘর, গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ও গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল বাড়ির মতো বড় একটা লৌহদানব বড় রাস্তা ধরে গ্রামের দিকে আসছে। প্রথম দানবটা গ্রামের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ভাল করে দেখার জন্যে লিওনিদ এগিয়ে গেল।

বিশাল যন্ত্রটা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, ওপর দিকে কামানের নল বেরিয়ে আছে। একেবারে ওপরে একটা লোক দাঁড়িয়ে, কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তার। লোকটা লিওনিদকে দেখতে পেল। লোকটার মাথায় সাদাটে সোনালী চুল, চোখের তারা নীলাভ। মুখে ঘৃণা বা ভালবাসার ছাপ নেই, কেমন যেন ধূসর নীরবতা। লোকটা পকেট থেকে পিস্তল বের করল।

কে যেন লিওনিদকে বলল ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। গ্রেনেড ফাটার শব্দ শুনল, ভয়ে উল্টো দিকে ছুটতে লাগল সে। কী যেন তার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। গোয়ালঘর পার হয়ে লিওনিদ ছুটছে আর কাঁদছে। পিছন দিকে চড়বড়ে শব্দ, কাঠপোড়ার গন্ধ। বাড়িগুলো জ্বলছে। সামনেই জঙ্গল, ওখানে ঢুকে পড়ল সে।

এখন কি করবে ভেবে না পেয়ে মা-বাবাকে ডাকতে লাগল। কিন্তু ওরা এল না, আর কোনো দিন আসবেও না।

কাছেই একটা স্ত্রীলোক তার স্বামী আর মেয়েদের জন্যে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে। লিওনিদ চিনতে পারল, ওই রুটিওয়ালার স্ত্রী মিসেস দভিদভ। উনি লিওনিদকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কিন্তু কেন সেটা সে বুঝতে পারল না, তাছাড়া বাবা জানলেই বা কি বলবে, কারণ মহিলা তো ইয়েভ্রেইকা।

জার্মান এস-এস প্যানজার বাহিনী চলে যাবার পর ঐ গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। যারা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পেরেছিল তারা বেঁচে গেল। পরে জঙ্গলে কঠোর প্রকৃতির দাড়ীওয়ালা গুপ্তদলের সঙ্গে ওদের দেখা হ'ল। গুপ্তদলের একজন পথ দেখিয়ে লিওনিদদের নিয়ে গেল পূর্ব দিকে। ওরা পূর্বদিক লক্ষ্য করে-হেঁটেই চলেছিল।

লিওনিদ যখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন মিসেস দভিদভ ওকে কোলে তুলে নিল। এই ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কয়েক সপ্তাহ পরে ওরা পৌঁছাল মস্কো। সেখানে মিসেস দভিদভের কিছু পরিচিত লোক ছিল। তারা এদের আশ্রয় দিল। এখানে আশ্রয়, খাবার আর স্নেহের স্পর্শ পেল। এরা লিওনিদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছিল, কিন্তু এদের চোহারাগুলো ছিল মিঃ দভিদভের মতো, দুপাশের রগ থেকে কোঁকড়ানো চুল নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত, চওড়া

কানাওলাটুপি। লিওনিদ ইয়েভ্রেই না হওয়া সত্ত্বেও মিসেস দভিদভ তাকে দত্তক নিতে চাইলেন এবং বহুবছর তাকে প্রতিপালন করলেন।

যুদ্ধের পর কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করল যে লিওনিদ তাঁর সন্তান নয়, এবং তাকে ওঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অনাথাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন। নিয়ে যাওয়ার সময় দুজনেই খুব কেঁদেছিল, কিন্তু তারপর আর কখনো দেখা হয়নি দুজনের। অনাথাশ্রমে ওরা লিওনিদকে জানিয়েছিল যে ইয়েভ্রেই মানে হচ্ছে ইহুদী।

বেঞ্চের ওপর বসে জামার তলায় গোঁজা ফাইলটার কথা চিন্তা করছিল খরগোশ। কিন্তু "সম্পূর্ণ ধ্বংস" বা "পূর্ণমাত্রায় বিলোপসাধন"—কথাগুলোর মানে ঠিক মতো বুঝতে পারছিল না সে। শব্দগুলো তার কাছে বড্ড লম্বালম্বা ঠেকছিল, কিন্তু একটা জিনিস ও বুঝতে পারছিল যে ওগুলোর অর্থ ভাল নয়। আর এটাও ওর মাথায় ঢুকছিল না কেন কোমারভ মিসেস দভিদভের মতো লোকেদের সঙ্গে ওসব করতে চাইছেন।

পূর্ব দিকটায় গোলাপী আলোর আভাস। নদীর ওপারে সোফিস্কায়া জেটির কাছে একটা বড় প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে হাতে ফ্ল্যাগ নিয়ে উঠছিল সরকারী নৌবাহিনীর একজন।

ক্যাপ্টেন তার পানীয়ের বোতলটা নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে চলে এল বাইরে কাঠের রেলিং-এর কাছে। নিচে জলের দিকে তাকানোর পর অন্ধকারে ভরে ওঠা বন্দরটার দিকে তাকাল।

"ঊনপঞ্চাশ", ও ভাবছিল,"ঊনপঞ্চাশ, এবং এখনও কোম্পানীর দোকানে দেনা রয়ে গেছে। জেসন মঙ্ক, তোমার বয়স হয়ে যাচ্ছে।"

একটা চুমুক লাগাল বোতলে, লেবুর রস মেশানো রাম যথাস্থানে গিয়ে ধাক্কা মারল। "কি যে হ'ল, জীবন তো বেশ সুন্দর। কত ঘটনায় ভরা।"

জীবনটা কিন্তু এভাবে শুরু হয়নি। ভার্জিনিয়ার দক্ষিণ-মধ্যপ্রান্তে ছোট্ট ক্রোজেট শহরে কাঠের ফ্রেমেব সুন্দর এক বাড়িতে শুরু হয়েছিল তার জীবন।

অলিবে মারলে কাউন্টি একটা কৃষিপ্রধান দেশ। গৃহযুদ্ধের স্মৃতিতে ভরপুর, কারণ ভার্জিনিয়াতে যে যুদ্ধ হয়েছিল তার আশি শতাংশ হয়েছিল এখানে। আর ভার্জিনিয়াবাসীরা কখনো সেই যুদ্ধের কথা ভুলতে পারবে না। কাউন্টির গ্রেড স্কুলে ও পড়াশোনা শুরু করেছিল, এবং তার স্কুল সঙ্গীদের বেশির ভাগেরই বাবারা তামাক, সয়াবীন বা শূয়োরের ব্যবসা করত।

অথচ জেসন মঙ্কের বাবা ওস.বের একটাও করেন নি, তিনি ছিলেন শেনানডোহা জাতীয় পার্কে জঙ্গল প্রহরীদের প্রধান। বন-বিভাগে চাকরী করে কেউ কখনো লক্ষপতি হয়নি।

বাচ্চা জেসনের কাছে ঐ জীবনটা ছিল খুবই মধুর, টাকা-পয়সার অভাব থাকা সত্ত্বেও। ছুটিতে ছোটখাট কাজ করে বাড়িতে সাহায্য করত।

ওর মনে পড়ে, ছোটবেলায় ওর বাবা ও:ক ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে যেতেন, যেখানে ব্লুরিজ পর্বতমালা বিস্তৃর্ণ জায়গা জুড়ে আছে। সেখানে নানা গাছপালার পার্থক্য চেনাতেন। মাঝে মাঝে বন-রক্ষকদের সঙ্গে দেখা হত, তাদের কাছ থেকে কালো ভালুক, হরিণ, টার্কি পাখির গল্প শুনত বড় বড় চোখ করে।

পরে ও নির্ভুল নিশানায় বন্দুক চালাতে শিখেছিল, জন্তুজানোয়ারের পায়ের চিহ্ন দেখে অনুসরণ করা, ক্যাম্প খাটানো, সকালে সব চিহ্ন মুছে ফেলাও শিখেছিল। যখন বড় হ'ল, তখন ছুটির দিনে গাছের গুঁড়ি কাটার কারখানায় কাজ করত।

পাঁচ থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করার পর তেরো বছর পার করেই শার্লোটেসভিলে হাইস্কুলে ভর্তি হয়। ভোরবেলা উঠে ক্রোজেট থেকে শহরে যেত। এখানেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যা তার জীবনের ধারা বদলে দেয়।

১৯৪৪ সালে জনৈক জি-আই সার্জেন্ট আরও হাজার জনের সঙ্গে ওমাহা সমুদ্রতট থেকে জাহাজে করে পালিয়ে গিয়ে নর্মাণ্ডির পশ্চাৎ প্রদেশে আটকে পড়ে। নিজের ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেন্ট-লোর বাইরে কোনো এক জায়গায় নজরে পড়ে যায় জার্মান বন্দুকবাজের। ভাগ্য ভাল ছিল, গুলিটা হাতের ওপরের দিকটা ঘেঁষে চলে গিয়েছিল। তেইশ বছরের ঐ আমেরিকানটি বুকে হেঁটে পৌছায় কাছের একটা খামারবাড়িতে, যারা ওকে আশ্রয় দেয়, চিকিৎসা করায়। ঐ পরিবারের যোল বছরের মেয়েটি যখন তার আহত স্থান ঠাণ্ডা জলের সেঁকে দিচ্ছিল তখন মেয়েটির চোখে চোখ রেখেছিল ছেলেটি, আর তখনই তার মনে হয়েছিল জার্মান বুলেটের চেয়েও তীব্র আঘাত হেনেছে তাকে।

এক বছর পরে ও বার্লিন থেকে নরম্যাণ্ডি ফিরেছিল, এবং সোজা সেই খামারবাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে এবং বিয়েটাও সেরে ফেলে খামার মালিকের বাগানে। যেহেতু ফরাসীরা বাগানে বিয়ে করে না, তাই স্থানীয় ক্যাথলিক পুরোহিত গ্রামের গির্জায় আবার বিয়ের অনুষ্ঠান করালেন। তারপর ও তার বৌকে নিয়ে চলে আসে ভার্জিনিয়ায়।

কুড়ি বছর পরে ও যখন শার্লোটেসভিল কাউন্টি হাইস্কুলেব ডেপুটি প্রিন্সিপাল ছিল, তখন তার স্ত্রী স্কুলে ফরাসী শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিতে চায়, কারণ তার নিজের সন্তানেরা বড় হয়ে নাগালের বাইবে চলে গেছে। মিসেস ব্রেডি শুধু যে স্থানীয় মানুষ ছিলেন তা নয সুন্দরী ও আভিজাত্য থাকার জন্যে তাঁর ক্লাশ বেশ জমে উঠল।

শরৎকালে ওখানে একজন নতুন ছাত্র এল, নাম জেসন মঙ্ক, লাজুক গোছের ছোকরা, সোনালী চুল সব সময়ে এলোমেলো। মিসেস ব্রেডি জোর গলায় বলতে পারতেন যে কোনো বিদেশীকে এত সুন্দর ফরাসীতে কথা বলতে শোনেন নি। প্রতিভা অর্জন করা যায় না, ওটা স্বাভাবিক ভাবেই আসে জীবনে। কিন্তু জেসনের ক্ষেত্রে যেন সব নিয়মই পাল্টে যায়।

এখানে পড়াশোনা করার শেষ বছরটিতে ও আসত মিসেস ব্রেডির বাড়িতে একসঙ্গে প্রুস্ত, জিদ আর সারত্রে পড়তে, কিন্তু দুজনেরই প্রিয় ছিলেন রিমবাদ, মলার্মে, ভেরলেইনের মতো রোমান্টিক কবিরা। ঘটনাটা কেউ চায় নি, অথচ ঘটেছিল, বোধহয় এর জন্যে দায়ী ওই কবিরা। বয়সের প্রচুর পার্থক্যকে ওরা গ্রাহ্য করেনি।

ওদের মধ্যে কিছুদিনের জন্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আঠারো বছর বয়সে জেসন মঙ্ক দুটো কাজ করতে পারত, সেটা দক্ষিণ ভার্জিনিয়ার ঐ বয়সী ছেলেদের পক্ষে করা অসম্ভব ছিল, ও ফরাসী ভাষা বলতে পারত, প্রেম করতে পারত, দুটোই সমান দক্ষতার সঙ্গে। ঐ আঠারো বছর বয়সেই ও সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

পুরোদমে চলছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। বেশিবভাগ মার্কিন যুবকই ওখানে যেতে চাইছে না। যারা স্বেচ্ছায় তিন বছরের চুক্তিতে যেতে চাইছিল তাদের সাদরে বরণ করা হচ্ছিল।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ফর্ম ভর্তির সময় কোন এক-জায়গায় 'বিদেশী ভাষা জানে কিনা-র পাশে লিখেছিল ফরাসী। ক্যাম্পেব অ্যাডজুটান্ট ওটা পড়ে জেসনকে ডেকে পাঠাল।

"তুমি সত্যি সত্যিই ফরাসী বলতে পার?" জেসন সব কিছু বলার পর শার্লোটেসভিল হাইস্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, সেক্রেটারী শেষ পর্যন্ত মিসেস ব্রেডির কথাই বলল। জেসনকে হাজির হতে হ'ল তার সামনে, সেই সময় জি-ই-এর সেনাবাহিনীর এক গুপ্তচর অফিসার হাজির ছিল।

এই পুরনো ফরাসী উপনিবেশের অনেকে ভিয়েতনামী ভাষা ছাড়াও ফরাসী বলতে পারত। জেসনকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সায়গনে।

সামরিক বিভাগ থেকে মুক্তি পাবার দিন কমাণ্ডিং অফিসার তাকে অফিসে ডেকে পাঠাল, ওখানে বসেছিল দুজন অসামরিক ব্যক্তি।

এই দুজনের মধ্যে যার বয়েস বেশি, এবং বেশ হাসিখুশি স্বভাবের সে একটা পাইপ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, আর অন্যজন তেড়ে ফরাসী বলতে শুরু করে দিয়েছিল। জেসনও সমান তালে উত্তর দিয়ে গেল। দশ মিনিট চলার পর মৃদু হেসে প্রশ্নকর্তা সহকর্মীকে বলল, "বেশ ভাল ক্যারী, দারুণ ভাল জানে।" তারপরে ও চলে গেল।

বয়স্ক ব্যক্তিটি, বয়স প্রায় চল্লিশ, মুখে চিন্তার রেখা, প্রশ্ন করল. "ভিয়েতনাম সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

"তাসের বাড়ি স্যার"। জেসন উত্তর দিল, "আর সেটা ভেঙ্গে পড়ছে। আরও দুবছর, তারপরেই ওখান থেকে চলে আসতে হবে আমাদের।"

ক্যারী ওর কথায় সায় দিল।

"ঠিক বলেছ, কিন্তু একথা সেনাদের বোল না। এবার কি করবে ঠিক করেছ?"

"এখনও মন স্থির করতে পারি নি।"

"দেখ, ওটা তো আমি তোমার হয়ে করে দিতে পারি না। তবে তোমার একটা অসাধারণ গুণ আছে, যেটা আমার নেই। আমার যে সঙ্গীটি এখানে এসেছিল সে আমেরিকান হলেও কুড়ি বছর কাটিয়েছে ফ্রান্সে। ও যখন বলছে তুমি ভাল ফরাসী জান, তখন ওটাই আমার কাছে যথেষ্ট। তা এটা চালিয়েই বা যাচ্ছো না কেন?"

"আপনি কলেজের পড়া চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন স্যার?"

"হ্যাঁ। খরচপত্র সব সরকার দেবে। আর দেশ বুঝবে যে ওটা তুমি যোগ্যতা দিয়েই অর্জন করেছ। ফায়দাটা তোল হে।"

সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন জেসন বেশির ভাগ টাকা-পয়সা পাঠিয়ে দিত মার কাছে, অন্য ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্যে।

"কিন্তু ওতে তো প্রায় হাজার ডলার করে লাগবে নগদে", জেসন বলল।

"হ্যাঁ, হাজার ডলারের ব্যবস্থা করা যাবে, অবশ্য যদি তুমি রুশ ভাষাতেও ভাল ডিগ্রী নাও তবেই।"

"যদি তাই করি?"

"তাহলে আমাকে ফোন কোর। আমি যেখানে কাজ করি, তারা তোমার জন্যে কিছু করতে পারে।"

"এতে কিন্তু চার বছর লাগতে পারে, স্যার।"

"ওহ, আমরা যেখানে কাজ করি সেখানে সবাই কার বেশ ভাল ধৈর্য আছে।"

"আপনারা আমার খবর পেলেন কি করে স্যার?"

"ভিয়েতনামে কি একটা কাজের সময় আমাদের লোকেরা তোমাকে লক্ষ্য করেছিল। তোমার কাজও ভাল লেগেছিল তাদের। ভিয়েত কংদের সম্বন্ধে তোমার কয়েকটা গোপন সংবাদ দারুণ কাজে লেগেছিল। সবাই তোমাকে পছন্দ করেছিল।"

"ল্যাঙ্গলি বলেছিল, তাই না, স্যার। তাহলে কি আপনি সি. আই. এ।"

"আরে নাঃ, আমি তার চাকার একটা ছোট্ট দাঁত মাত্র।"

ক্যারী জরডন কিন্তু আসলে সামান্য ছোট্ট দাঁত ছিলেন না, অদূর ভবিষ্যতে ডেপুটি ডিরেক্টার (অপারেশন) হবেনই। অর্থাৎ গুপ্তচর বিভাগের সর্বেসর্বা।

জেসন তাঁর উপদেশ অনুযায়ী ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'ল। শার্লোটেসভিলে ফিরে গিয়ে আবার শুরু হ'ল মিসেস ব্রেডির সঙ্গে চা খাওয়া বন্ধুর মতো। স্লাভভাষা শিখল, রুশ ভাষায় ভাল ডিগ্রী নিল। মাত্র ২৫ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে এল জেসন। আর তার পরবর্তী জন্ম দিনের পরেই ওকে নেওয়া হল সি. আই. এ.-তে। ফোর্ট পিয়ারেতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর ওকে পাঠানো হ'ল ল্যাঙ্গলেতে, পরে নিউইয়র্ক এবং আবার ফিরে ল্যাঙ্গলে।

এরও প্রায় পাঁচ বছর পরে অনেক পাঠ্যক্রম শেষ করে নিলে প্রথম বিদেশে পাঠানো হ'ল ওকে, কেনিয়ার নাইরোবিতে।

রয়াল মেরিন বিভাগের করপোরাল মীডোজ নিজের ডিউটি খুব সুন্দরভাবে পালন করল ১৬ই জুলাইয়ের উজ্জ্বল সকালে। ফ্ল্যাগটা উড়িয়ে দিলেন পোলের মাথায়। বিশ্বসুদ্ধ লোক জেনে গেল ঐ পতাকার তলায় এখন কে বিরাজমান।

বিপ্লবের ঠিক আগে জনৈক চিনি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সোফিস্কায়া জেটির কাছে ঐ সুন্দর পুরনো প্রাসাদটা কিনে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ওটাকে তাদের দূতাবাসে পরিণত করে। তারপর থেকে সুখে দুঃখে ওখানেই কাটিযে চলেছে তারা।

ক্রেমলিনের সরকারী ফ্ল্যাটে বাস করতেন শেষ ডিরেক্টার জোসেফ স্তালিন, তিনি সকালে উঠে পর্দা সরাতেই নদীর ওপারে ব্রিটিশ পতাকা উড়তে দেখতেন এবং প্রচণ্ড ক্ষেপে যেতেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ব্রিটিশরা ওখান থেকে সরেনি।

কয়েক বছরের মধ্যে ওখানে জায়গার অভাব দেখা দিল, এবং বাধ্য হয়ে কয়েকটা দপ্তরের জন্যে শহরের অন্যত্র ছোট ছোট বাড়ি নেওয়া হ'ল। কিন্তু সোফিস্কায়া জেটির কাছের বাড়িটা থেকে কিছুতেই সরতে রাজী হ'ল না ব্রিটিশরা।

লিওনিদ নদীর ওপারে বসে পতাকাটাকে উড়তে দেখছিল। পূব আকাশ থেকে প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ছে তার ওপর। বহুদিন আগের কথা মনে পড়তে লাগল খরগোশের।

আঠারো বছর বয়সে তার ডাক পড়েছিল লালফৌজে যোগ দেবার জন্যে এবং সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়েই তাকে ট্যাঙ্কবাহিনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পূর্ব জার্মানীতে। ও ছিল সাধারণ সৈনিক।

১৯৫৫ সালের কোন একটা দিনে পটাসডামের বাইরে রুটমার্চ করার সময় ও দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যায়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পথ হারিয়ে ও যখন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা বালি ভরা রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন মাত্র দশগজ দূরে একটা খোলা জীপে চারজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে।

দুজন তখনো জীপে বসে, বাকী দুজন পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। হাতে বিয়ারের বোতল। খরগোশ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল ওরা রুশ সৈন্য নয়। বিদেশী এবং চতুঃশক্তি চুক্তি অনুযায়ী অ্যালায়েড মিশনের পশ্চিমা সৈন্য ছিল ওরা, যাদের কথা ঠিক মতো জানত না সে তবে এটুকু জানত এরা সবাই সমাজতন্ত্রের শত্রু, এবং পারলে ওকে মেরে ফেলবে।

খরগোশকে দেখতে পেয়ে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। একজন হ্যালো হ্যালো করে ডাকল ওকে, "এখানে কি দরকার তোমার? এই রুশকী। হ্যালো ইভান।"

খরগোশ ওদের কথা একটাও বুঝতে পারল না। আর ওর কাঁধে টমি গান দেখেও ওরা বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। দুজনের মাথায় কালো ব্যেরেটুপি। জীপ থেকে নেমে এল অন্য একজন সৈন্য। ওকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে খরগোশ ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু না সৈন্যটিও তার মতো যুবক, লাল চুল, মুখে তিলের দাগ। ও লিওনিদের দিকে একটা বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আরে এস স্যাঙাত, বিয়ার খাও একটু।"

ঠাণ্ডা বোতলটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল লিওনিদ, নিশ্চয়ই এতে বিষ মেশানো আছে। কিছু না ভেবে বোতলে মুখ লাগাল। ওই সৈন্যগুলো বেশ মজা পেয়েছে।

"চালিয়ে যাও, হে," বলে ওরা আবার ফিরে গেল জীপে। লিওনিদ লাল ফৌজের সেনা হওয়া সত্ত্বেও ওরা বিন্দু মাত্র ভয় পেল না। বিদেশী সেনারা হাসছিল, ঠাট্টা করছিল নিজেদের মধ্যে।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিয়ার খেতে খেতে লিওনিদ ভাবছিল তার স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার কর্ণেল নিকোলায়েভ কি ভাববেন এটা শুনলে। ওঁর বয়স মাত্র তিরিশ, কিন্তু এরই মধ্যে যুদ্ধের বীরনায়কের পদক পেয়ে গেছেন। একদিন উনি লিওনিদকে ডেকে ওর অতীতের কথা জানতে চেয়েছিলেন। অনাথ আশ্রমের কথা শুনে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন এখন তো নিজের বাড়ি পেয়ে গেছ। লিওনিদ দারুণ শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিল কর্ণেল নিকোলায়েভকে।

বিয়ারের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেও পারছিল না লিওনিদ। বিষ থাকলেও খেয়ে যেতে হবে। দশ মিনিট বাদে ওরা জীপে চড়ে চলে গেল এবং শত্রু হওয়া সত্ত্বেও যাবার সময় ওদের একজন হাত নেড়ে বিদায় জানাল লিওনিদকে।

বোতল ফেলে ছুটে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। তারপর একটা রুশ ট্রাক দেখে কোনোক্রমে ক্যাম্পে ফিরে এল। হারিয়ে যাওয়ার জন্যে এক সপ্তাহের শাস্তি হ'ল তার। শাস্তিটা লিওনিদ গায়ে মাখলো না, কিন্তু ঐ বিয়ার খাওয়ার ঘটনাও কাউকে বলল না।

ঐ বিদেশীরা জীপে করে যখন চলে যাচ্ছিল তখন লিওনিদ গাড়ির গায়ে সেনাবাহিনীর একটা চিহ্ন দেখেছিল। আর এরিয়ালে একটা পতাকাও ছিল—লাল আড়াআড়ি ক্রুশ চিহ্ন, দুটো কোণাকুণি, পাশে সাদা দাগ, কাপড়টা নীল রঙের। লাল, সাদা আর নীল মেশানো বিচিত্র পতাকা।

চুয়াল্লিশ বছর পরে ঐ ধরনেরই একটা পতাকা উড়ছে আকাশে। খরগোশের সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ফাইলটা আর ফেরৎ দেওয়া চলবে না। বরং ঐ বিচিত্র পতাকাওলাদেরই দিয়ে দেওয়া ভাল, ওদেরই লোক তো ভালবেসে ওকে বিয়ার খাইয়েছিল একদিন। আর মনে হচ্ছে ওরা ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝবে।

উঠে পড়ল লিওনিদ, নদীর ওপর স্টোন ব্রিজটা পার হয়ে ও যাবে সোফিস্কায়া জেটির দিকে।

নাইরোবি,

বাচ্চা ছেলেটার মাথা ব্যথা শুরু হ'ল, সঙ্গে সামান্য জ্বর। ওর মা প্রথমে মনে করেছিল গ্রীষ্মকালের ঠাণ্ডার অসুখ। কিন্তু পাঁচবছরেব ছেলেটা রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ছটফট করতে লাগল। ওর মা-বাবা সারারাত জেগে কাটাতে বাধ্য হ'ল। সকালে সোভিয়েট কূটনীতিবিদ্‌দের দূতাবাসের চৌহদ্দীর মধ্যে অন্যরাও ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি। তারা জানতে চাইলো বাচ্চাটার কি হয়েছে।

সোভিয়েত দূতাবাসে ডাক্তাব বাখা হযনি। চেক দূতাবাসেব ডাক্তাব ডাঃ স্ভোবোদা সব কমিউনিস্টদেব চিকিৎসা কবতেন। উনি বাচ্চাটাকে পবীক্ষা কবে বললেন, ভাবনাব কিছু নেই, সামান্য ম্যালেবিযা হযেছে। নিভি কুইন আব প্যালুড্রিন ট্যাবলেট খেতে বললেন।

ওষুধে কাজ হ'ল না। দুদিনে অবস্থা আবও খাবাপ হ'ল বাচ্চাব। বাষ্ট্রদূত দেবী না কবে ওকে নাইবোবি জেনাবেল হাসপাতালে পাঠাবাব ব্যবস্থা কবে দিলেন। যেহেতু বাচ্চাব মা ইংবেজী বলতে পাবেন না, তাই তাঁব স্বামী সেকেণ্ড সেক্রেটাবী (ট্রেড) নিকোলাই ইলিচ তাবকিন সঙ্গে গেলেন।

ডাঃ উইনস্টন মোই ভাল ডাক্তাব, আব ট্রপিকাল অঞ্চলেব অসুখ বিসুখ সম্বন্ধে বেশি ওযাকিবহাল।

পবীক্ষা কবে বললেন অসুখটা অন্য এক ধবনেব ম্যালেবিযা, যাতে আগেকাব ডাক্তাবেব ওষুধ কাজ কবে না। ইনজেকশন দিলেন। এবং সপ্তাহখানেকেব মধ্যে বাচ্চা বেশ ভাল হযে উঠল। এবাবে মুশকিল তাব মাকে নিযে। উনি আব এখানে থাকবেন না। ফিবে যেতে চান মস্কোতে। বাষ্ট্রদূত সম্মতি দিলেন।

মস্কোতে কেজিবি গোযেন্দা সংস্থাব নিজস্ব হাসপাতালে বাচ্চাকে ভর্তি কবানো হ'ল। কাবণ সেকেণ্ড সেক্রেটাবী নিকোলাই তাবকিন মূলতঃ ছিলেন কেজিবি-ব প্রথম চীফ ডাইবেক্টোবেটেব মেজব তাবকিন।

হাসপাতালটা ভাল। এব বিভাগীয প্রধান অধ্যাপক গ্লাজুনভ বাচ্চাব আগেকাব চিকিৎসাব কাগজপত্র সব দেখাব পব সি টি স্ক্যান, আব আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কবাব ব্যবস্থা কবলেন।

বিপোর্ট যা এল তাতে অধ্যাপক বেশ চিন্তিত হযে উঠলেন। বাচ্চাব শবীবেব ভিতবে নানা অঙ্গে বিচিত্র ফোড়া হযেছে। বাচ্চাব মাকে ডেকে পাঠিযে বললেন, অসুখটা ধবতে পেবেছি বলে মনে হয। কিন্তু এব কোনো চিকিৎসা নেই। চড়া ডোজেব অ্যান্টিবাযোটিক দিলে বড় জোব এক মাস বাঁচতে পাবে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

মা কাঁদতে শুরু কবলেন। ওঁকে যে ডাক্তাব বাইবে পৌঁছে দিতে নিযে যাচ্ছিল সে অসুখেব বিববণটা দিল। অসুখটাব নাম মেলিওযাইডোসিস, চট কবে এ বোগ দেখা যায না, আফ্রিকাতে খুব একটা হয না। এটা প্রধানতঃ দক্ষিণ পূব এশিযাব বোগ। আমেবিকানবা এটা প্রথম চিহ্নিত কবে ভিযেতনাম যুদ্ধেব সময।

মার্কিন হেলিকপ্টাবেব পাইলটদেব মধ্যে প্রথম এই বোগেব লক্ষণ দেখা গিযেছিল—নতুন তো বটেই, এবং মাবাত্মক। গবেষণায দেখা গেল, হেলিকপ্টাবেব পাখা ঘোবাব সময তলাব ধান খেতেব জল থেকে এমন কিছু কণা উপবে টেনে তোলে, যেগুলো নিঃশ্বাসেব মাধ্যমে পাইলটদেব ভিতবে গিযে ঐ বোগ জন্মায। এই বোগেব জীবাণুব ওপব অ্যান্টিবাযোটিকেব প্রভাব পড়ে না। রুশবা এটা জানত, কাবণ ওবা পবগাছাব মতো পশ্চিমেব অর্জিত সব জ্ঞান শুষে নিত।

কাঁদতে কাঁদতে বাচ্চাব মা মিসেস তাবকিন ছেলেব এই অসুখেব কথা স্বামীকে জানালেন। মেজব তাবকিন পুবো ব্যাপাবটা লিখে নিযে দেখা কবলেন তাব ওপবওলা এই কেন্দ্রেব প্রধান কর্নেল কুলিযেভেব সঙ্গে। কর্নেল সহানুভূতি জানালেও, গোঁ ধবে বসে বইলেন মেজবেব অনুবোধেব ব্যাপাবে।

"আমেবিকানদেব ব্যাপাবে নাক গলানো? অসম্ভব, তুমি পাগল হযে গেছ?"

"কমবেড কর্নেল ইযাঙ্কিবা যদি সাত বছব আগে এই বোগটাকে চিহ্নিত কবে থাকে, তবে এব কোনো ব্যবস্থাও ওবা নিশ্চয কবেছে।"

"কিন্তু সেটা তো আমরা চাইতে পারি না, এটা আমাদের জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন," কর্ণেল আপত্তি জানালেন।

"কিন্তু প্রশ্নটা আমার ছেলের জীবন নিয়ে", চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর তারকিন।

"যথেষ্ট হয়েছে। ধরে নাও তোমাকে ববখাস্ত কবা হ'ল।"

চা'করীর ভবিষ্যৎ হাতে নিয়ে তারকিন দেখা করলেন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। সহানুভূতি দেখালেও আসল ব্যাপারে না করলেন।

"আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর মন্ত্রক আর স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা দুর্লভ ব্যাপার, তাই তোমার অনুরোধ রাখা সম্ভব না অফিসার। আর একটা কথা কর্নেল কুলিয়েভ কি জানেন তুমি এখানে আছ?"

"না, কমরেড রাষ্ট্রদূত।"

"তবে তোমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই খবরটা আমি কর্ণেলকে দেব না। আর তুমিও দেবে না। এবাব যাও।"

"আমি যদি পলিটব্যুরোর সদস্য হতাম, তাহলেও কি ....", তারকিন বলতে যাচ্ছিল।

"কিন্তু তুমি তা নও। তুমি একজন জুনিয়ার মেজব, দেশের হয়ে কেনিয়াতে চাকরী করছ মাত্র। তোমার ছেলের জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কবার কিছুই নেই।"

সিঁড়ি দিযে নামতে নামতে মেজর তারকিন চিন্তা কবছিল—অথচ ফার্স্ট সেক্রেটারী ইউরি আন্দ্রোপভের জন্যে লণ্ডন থেকে নিযমিত ওষুধ আসছে কিন্তু। মদ খাবার জন্যে এগিয়ে গেল সে।

ব্রিটিশ দূতাবাসে ঢোকা সহজ নয। ভেটিব ফুটপাথটা পাব হয়ে হাঁ করে দেখছিল দূতাবাসটাকে, বিশেষ করে কাঠেব বিশাল গেটটাকে। শুধু শুধু ঘুরে বেড়িযে লাভ কি।

বিশাল গেটে 'ইন' আব 'আউট' লেখা দুটো নির্দেশ নামা আছে। ওগুলো গাড়িব জন্যে। একেবারে ডান দিক ঘেঁষে পায়ে হেঁটে ঢোকাব বাস্তা। বাইবে রাস্তায় দুজন কৃশ প্রহবী। এদের চোখে পড়তে চায় না লিওনিদ। পায়ে হাঁটা পথটা গ্রিল দিয়ে বন্ধ এখন। ভিতবে ঢুকলে আরও কয়েকটা বাধা পেরিযে দেখা যাবে আব দুজন কৃশ প্রহবী। এরা ব্রিটিশ দূতাবাসেব কর্মী। তাদের কাজ হ'ল আগন্তুকদেব আসাব কাবণ, নাম-ধাম ভিতরে জানিযে দেওযা। ভিসা নেবাব জন্যে অনেকে আসে।

ভিসা সেকশনে যাবাব রাস্তাটা সরু এবং সম্পূর্ণ আলাদা। এখন সকাল সাতটা, দপ্তর খুলবে দশটায়, কিন্তু প্রায় শতখানেক লোকের লাইন পড়ে গেছে এখন থেকেই। মাঝে মাঝে প্রহরী ঘুরে যাচ্ছে। লিওনিদ পাশ কাটিযে জেটির দিকে চলে গেল। দূতাবাস খুললে দেখা যাবে।

দশটা বাজার একটু আগে থেকে ব্রিটিশদের গাড়ি আসতে শুরু করল। 'ইন' গেটটা খুলে যাচ্ছে। গাড়ি ঢুকছে। লিওনিদ ভাবল, ওদের কারুর সঙ্গে দেখা করা কি করে সম্ভব। প্রত্যেকটা গাড়ির কাঁচ বন্ধ। ওকে আবেদনকারী মনে কবে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে , ও গ্রেপ্তাব হবে, আর তারপবই পুলিশ সব জেনে নিযে আক্ষেপভরে খবরটা দিয়ে দেবে।

কোন ঝঞ্ঝাটেব কাজ ঠিক মতো করতে পারে না লিওনিদ। ওর একটাই ইচ্ছে এই ফাইলটা পৌঁছে দেবে সেই লোকগুলোব হাতে যাদের পতাকাটা খুব বিচিত্র। এই সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

নাইরোবি,

আব পাঁচজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ্‌দেব মতো নিকোলাই তারকিনেরও বিদেশী মুদ্রা খুব একটা বেশি ছিল না, তার মধ্যে কেনিয়ার মুদ্রাও ধরলে। ইবিশ গ্রিল, অ্যালান নবস বিস্ট্রোর

মতো হোটেলে খরচ অনেক বেশি। তাই কিমাথিস্ট্রিটের একটা ওপেন এয়ার পানশালায় গিয়ে বৃদ্ধ বাবলাগাছটার তলায় বসে ভোদকার অর্ডার দিল।

তিরিশ মিনিট পরে প্রায় তারই বয়সী একজন আধবোতল বিয়ার শেষ করে লিওনিদের দিকে এগিয়ে এল। পরিষ্কার ইংরিজীতে লোকটিকে বলতে শুনল, "আরে পুরনো দোস্ত, মন শক্ত কর, ওটা তো নাও ঘটতে পারে।"

লিওনিদ অস্পষ্টভাবে চিনতে পারল লোকটিকে। আমেরিকান দূতাবাসের লোক। কেজিবি-র কাজকর্মের সূত্রে লিওনিদের বিশেষ অধিকার ছিল সর্বত্র মেলামেশা করার।

আমেরিকান মাত্রই সি.আই.এ. গোয়েন্দা সংস্থার লোক এরকম একটা বিশ্বাস গাঁথা হয়ে গিয়েছিল রুশদের মধ্যে। তাই একটু আড়ষ্ট হ'ল লিওনিদ।

আমেরিকানটি পাশের চেয়ারে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি জেসন মঙ্ক। তুমি নিক তারকিন, ঠিক তো?" গত সপ্তাহে ব্রিটিশ গার্ডেন পার্টিতে তোমাকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে তোমাকে যেন গ্রীণল্যাণ্ডে বদলি করে দেওয়া হয়েছে।

খুঁটিয়ে দেখল আমেরিকানটিকে। না, একে সিআইএ-র গুপ্তচর বলে মনে হয় না। অন্যদিন হলে লিওনিদ সতর্ক হয়ে যেত। কিন্তু আজ অবস্থাটা অন্য রকমের। এক সময়ে গড়গড় করে নিজের দুঃখের কথাটা বলে ফেলল জেসন মঙ্ককে। জেসনকে বেশ বিচলিত হতে দেখা গেল। বিয়ার মোছার একটা কাগজে মেলিওয়াইডোসিস নামটা লিখে নিল ও। বেশ রাত করে উঠল দুজনে। রুশটি চলে গেল তার দূতাবাসে। জেসন গেল তার হ্যারী থুকু রোডের ফ্ল্যাটে।

সিলিয়া স্টোনের বয়স ছাব্বিশ, ছিপছিপে, সুন্দরী। মস্কোস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসের সহকারী প্রেস অ্যাটাশে। কেমব্রিজের গিরটন কলেজ থেকে রুশ ভাষা শেখার পর দুবছর হ'ল ফরেন অফিসে যোগ দিয়েছে। এটাই তার প্রথম চাকরী বিদেশে।

সেই ১৬ই জুলাই তারিখে সিলিয়া দূতাবাসের বড় গেটটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, তার রোভার গাড়িটা পার্ক করা আছে সামনে। দূতাবাসের ভিতর থেকে চারদেওয়ালে ঘেরা ক্রেমলিনের বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে এসেছে একটু আগে।

সিলিয়া নিজের গাড়িতে বসে সোফিস্কায়া জেটির পাশ দিয়ে স্টোন ব্রিজের দিকে এগোবার কথা চিন্তা করল। সেভোদনিয়া কাগজের রিপোর্টারের সঙ্গে ওর লাঞ্চ খাওয়ার কথা আছে। ও লক্ষ্যই করেনি একটা বুড়ো লোক পাগলের মতো ওর কাছে আসতে চাইছে।

স্টোন ব্রিজটা এমন ভাবে তৈরী যে ওপাশে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হয় আর পায়ে হেঁটে এলে সহজ পথে খুব তাড়াতাড়ি পার হওয়া যায়, লিওনিদ তাই করল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিলিয়ার গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছিল খরগোশ। কাছে আসতেই ও হাত নাড়লো, সিলিয়া একটু চমকে উঠে শাঁ করে বেরিয়ে গেল। ওর গাড়ির নম্বরটা ভাল করে দেখে নিল খরগোশ।

জ্নামেঙ্কাস্ট্রিটের রোজি ও'গ্রাডি পানশালায় যাবে সিলিয়া, ওখানেই রুশ রিপোর্টারের সঙ্গে দেখা হবে।

পেট্রোলের দাম চড়া হওয়ায় গাড়ি রাস্তায় কম বেরোয়। তাই গাড়ি পার্ক করতে অসুবিধে হ'ল না সিলিয়ার। গাড়ি থেকে নামতেই ছেঁকে ধরল ভিখিরী শ্রেণীর কিছু লোক। বিদেশী দেখলেই তারা পয়সা চায়। ট্রেনিং নেওয়ার সময় সিলিয়া জেনেছিল। তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি। ওকে বিব্রত হতে দেখে ছুটে এল হোটেলের দৈত্যাকার দারোয়ান। এরকম খদ্দেররা ডলারে দাম দেয়, মালিক খুশী হয়। দারোয়ান ভাদিম সিলিয়াকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এল।

ভিতরে ঢুকতেই ভিন্ন দৃশ্য। বাইরে ধুলো আর ক্ষুধার্ত ভিখারী, ভিতরে মাছ-মাংস দিয়ে লাঞ্চ সারছে পয়সাওয়ালারা। কোণে বসেছিল রিপোর্টার, হাত নেড়ে ডাকল।

লিওনিদ লাল রঙের রোভার গাড়িটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না কিছুতেই। হাঁটতে হাঁটতে এপাশে এসে হঠাৎ নজর পড়ল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ওইখানে অপেক্ষা করতে লাগল খরগোশ।

নাইরোবি,

দশ বছর আগে জেসন মঙ্ক ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল, তখনকার বেশির ভাগ সহপাঠীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হলেও নরম্যান স্টেইনকে ও ভোলে নি। দারুণ বন্ধুত্ব ছিল দুজনের। ফ্রিডরিশ বার্গের এক ইহুদী ডাক্তারের ছেলে ছিল নরম্যান। দারুণ স্বাস্থ্য, একটু বেঁটে, ফুটবল খেলত ভাল। জেসন সাহিত্যের ভাল ছাত্র ছিল, আর নরম্যান ছিল বায়োলজির, তাই দুজনের বন্ধুত্ব নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করত।

জেসনের এক বছর আগে পাশ করে নরম্যান চলে যায় ডাক্তারী পড়তে। বড়দিনের কার্ড নিয়মিত পাঠিয়ে তারা যোগাযোগ রেখে চলেছিল। বছর দুয়েক আগে তার কেনিয়ায় পোস্টিং হবার সময় হঠাৎ ওয়াশিংটনে একটা রেস্টুরেন্টে দেখা হয়ে যায় দুই বন্ধুর। আধঘন্টা গল্পও হল ডাঃ স্টেইনের সঙ্গে। জেসন নিজের চাকরীর কথাটা চেপে গিয়ে শুধু বলেছিল স্টেট ডিপার্টমেন্টে চাকরী করে।

স্টেইন ট্রপিকাল মেডিসিনে পি এইচ ডি করেছে। আর্মি ওয়াল্টার রীড আর্মি হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেয়ে দারুণ খুশী। নাইরোবি থেকে জেসন ফোন করল পুরনো বন্ধুকে।

দুজনের কিছু প্রাথমিক কথাবার্তার পর জেসন জানতে চাইল মেলিওয়াইডোসিস নামের কোনো অসুখের কথা ডাক্তারের জানা আছে কিনা।

"এ প্রশ্ন কেন?", সতর্ক ভঙ্গীতে কথা বলল ডাক্তার।

জেসন রুশ কূটনীতিবিদের কথাটা চেপে গিয়ে বলল ওর এক বিশেষ বন্ধুর পাঁচ বছরের ছেলের ঐ অসুখটা করেছে আর আমেরিকায় এর চিকিৎসা হতে পারে।

জেসনের ফোন নম্বরটা নিয়ে ডাঃ স্টেইন বলল, "আমি কয়েকটা যোগাযোগ করে নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি।"

বিকেল পাঁচটায় ফোন এল।

"শোনো, হ্যাঁ চিকিৎসা একটা আছে বৈকি। তবে এখনও পুরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি এখানে। যেটুকু হয়েছে তার ফল ভালই। রিপোর্টই দেওয়া হয়নি এফ ডিএ-কে তাই অনুমোদনের প্রশ্ন উঠছে না। আমেরিকায় ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, সংক্ষেপে এফ ডি-এ অনুমোদন না দিলে কোনো ওষুধ বা খাদ্য দ্রব্য জনসাধারণের জন্যে বাজারে ছাড়া হয় না। ডাঃ স্টেইনের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখনো পর্যন্ত ওষুধটার নামকরণ হয়নি।

পরে ওর নাম দেওয়া হয় সেফটাজিডাইম সংক্ষেপে সে-জেড-১। এখন মেলিওয়াইডোসিসের এটাই একমাত্র ওষুধ। 'এর সাইড এফেক্ট থাকতে পারে, আমরা ঠিক জানি না," ডাঃ স্টেইন জানাল।'

"যে বাচ্চাটা তিন সপ্তাহ পরে মারাই যাবে তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি?", জেসন জানাল।

আটচল্লিশ ঘন্টা পরে একটা প্যাকেট এল জেসন মঙ্কের নামে। তাতে শুকনো বরফে শোয়ানো দুটো ইনজেকশনের শিশি একটা ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্কে ভরা। জেসন রুশ দূতাবাসে

তারকিনের নামে একটা খবর পাঠাল, "আজ সন্ধ্যে ৬টায় আমাদের বিয়ার খাবার কথা ভুলবেন না যেন।"

কর্নেল কুলিয়েভ খবরটা দেখে তারকিনকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপারটা কি। এই জেসন মঙ্কই বা কে?

"উনি একজন মার্কিন ডিপ্লোম্যাট। আফ্রিকার সম্বন্ধে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে উনি বেশ বিভ্রান্ত। আমি ওকে কাজে লাগাতে চাই।"

কুলিয়েভ খুব খুশী, এই ধরনের কাজেরই তো দরকার।

কাফেতে বসে জেসন প্যাকেটটা তুলে দিল তারকিনের হাতে। কি আছে এতে? লোকে টাকার প্যাকেট মনে করবে না তো?

"এটা কি?"

"ওষুধটা কাজ নাও করতে পারে, তবে ক্ষতিও করবে না। এইটুকুই করতে পেরেছি তোমার জন্যে।"

তারকিন সতর্ক হয়ে উঠল, "এর বদলে কি চাও...উপহার?"

"তুমি কি তোমার ছেলের ব্যাপারে সত্যিই উদ্বিগ্ন? না কি অভিনয় করছিলে?"

"অভিনয় নয়, সত্যিই বলেছি। আমাদের পেশার লোকেরা অভিনয় করে ঠিকই, তবে এখন করছি না।"

জেসনও জানে কথাটা সত্যি। ও নাইবোবি জেনারেল হাসপাতালে ফোন করে ডাঃ মোই-এর কাছ থেকে যাচাই করে নিয়েছে আগেই।

"ওষুধটা নিয়ে নাও, বন্ধু, আশা করি কাজ করবে। এক পয়সাও দিতে হবে না।" তারকিন হতভম্ব। কোনো ক্রমে ধন্যবাদ জানাল জেসনকে।

সিলিয়া হোটেল থেকে বেরোল দুপুর দুটোর সময়। তালা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসতে যাবে এমন সময় সেই লোকটা এগিয়ে এল। জরাজীর্ণ গ্রেট কোট পরা, ময়লা মেডেল ঝুলছে গোটা চারেক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ফাইলটা সিলিয়ার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—"দয়া করে এটা রাষ্ট্রদুতকে দিয়ে দেবেন। বিয়ারের বদলে।" ওর চেহারা দেখে সিলিয়া দারুণ ভয় পেল। এরা পাগলটাইপের মানুষ, কখন কি করে বসে কে জানে। গাড়ি হুট করে এগিয়ে গেল, হঠাৎ দোলানির ফলে দরখাস্ত না ফাইল যাই ওটা হোক না কেন পা-দানীর কাছে পড়ে রইল।

॥ তিন ॥

ঐ ১৬ই জুলাই তারিখেরই দুপুরেব একটু আগে কিসেলনি বুলেভার্দের কাছে নিজের অফিসে বসে ইগর কোমাবভ টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন তাঁব ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে।

"গতকাল যে ফাইলটা দিয়েছিলাম, পড়ার সময় পেয়েছিলে কি?"

"পড়েছি সভাপতি, অসাধারণ", আকোপভ উত্তর দিল। কোমারভের সব কর্মচারীই দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙেঘর কার্যকরী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোমারভকে সভাপতি বলে সম্বোধন করে। তাছাড়া ওরা জানে আগামী বারো মাসের মধ্যে উনি রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন।

"ধন্যবাদ", কোমারভ বললেন, "ওটা তাহলে ফেরৎ দাও আমাকে।"

আকোপভ দেওয়ালে গাথা আয়রণ সেফের নম্বর মিলিয়ে তালাখুলে ফাইলটা খুঁজতে লাগল। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওটার হদিশ পাওয়া গেল না। সব কাগজপত্র আছে শুধু ঐ কালো মলাটের ফাইলটা নেই। কপালে ঘামের ফোঁটা ক্রমশঃ জমতে শুরু করল। অফিস ছাড়ার আগে সব কাগজপত্র আয়রণ সেফে ঢুকিয়ে গিয়েছিল, যেমন প্রতিদিন করে থাকে আকোপভ।

এরপর অন্য টেবিলের ড্রয়ার-ট্রয়ার সব খুঁজে হাল ছেড়ে দুপুর বারটার সময় হাজির হ'ল কোমারভের ঘরে, এবং ফাইলটা পাওয়া গেল না এই কথাটা জানানো মাত্র কোমারভ বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

রাশিয়ার পরবর্তী রাষ্ট্রপতি যিনি হতে যাচ্ছেন সেই কোমারভ কিন্তু বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। মাঝারি উচ্চতা। নিখুঁত পোশাক, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তাঁর আদর্শ। অন্যান্য রুশ নেতাদের মতো, ভোদকা, মাংস, হুল্লোড় পছন্দ নয় কোমারভের। এত বছর রাজনীতি করার পরও কেউ বলতে পারবে না জোর গলায় যে সে কোমারভের খুব ঘনিষ্ঠ-জন। প্রায় দশ বছর ধরে নিকিতা ইভানোভিচ আকোপভ ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করলেও কোমারভের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের। মাত্র একজনই ছিল তাঁর খুব কাছের, এবং তার নাম ধরেও ডাকতেন, সে হ'ল নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্নেল আনাতোলি গ্রিশিন।

সফল রাজনীতিবিদদের মতো কোমারভও গিরগিটির মতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারতেন। গণমাধ্যমগুলোর সামনে গম্ভীর প্রকৃতির কূটনীতিবিদ। জন সাধারণের সামনে অসাধারণ বক্তা। আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে।

এই দুটো ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরও একটা রূপ ছিল তাঁর, সেটাকে ভীষণ ভয় করত আকোপভ। বাইরের আবরণের তলায় এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে সবাই সমীহ করে চলত।

গত দশ বছরে কোমারভকে মাত্র দুবার প্রচণ্ড রেগে যেতে দেখেছিল আকোপভ। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলেন একেবারে। টেলিফোন, ফুলদানী, দোয়াতদানী ইত্যাদি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিলেন। মুখে বিশ্রী গালাগাল। একবার তো একজনকে পিটিয়ে মেরেই ফেলতে চেয়েছিলেন।

এমনিতে খুব রেগে ' লেও আত্মসংযম ছিল কোমারভের। কিন্তু এদিন তিনি ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, গালের হাড়ের ওপর দুটো চোখ লাল হয়ে জ্বলছে।

"তুমি বলছো যে তুমি ওটা হারিয়ে ফেলেছ?"

"হারায় নি, সভাপতি, ভুল করে অন্য কোথাও রেখেছি।"

"ফাইলটাতে অত্যন্ত গোপনীয় দলিল আছে। তুমি সেটা পড়েওছ, আর বুঝতে পারছ ওটার গুরুত্ব কত।"

"বুঝতে পারছি, সভাপতি।"

"মাত্র তিনটে কপি আছে দলিলটার। দুটো আমার আয়রণ সেফে, অন্যটা তোমার কাছে। পাছে জানাজানি হয়ে যায় তাই পুরো দলিলটা আমি নিজের হাতে টাইপ করেছি। এ-ব্যাপারে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনকে আমি বিশ্বাস করি তার মধ্যে তুমি একজন। তোমাকে পড়তে দিলাম। আর এখন এসে তুমি বলছ ওটা হারিয়ে গেছে।"

"হারায় নি, ভুল জায়গায় রাখা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

কোমারভের মুখ চোখ ক্রমশঃ কঠোর হয়ে উঠতে লাগলো, "শেষ কখন ওটা দেখেছিলে?"

"গত রাতে। ওটা পড়ার জন্যে দপ্তরে থেকে গিয়েছিলাম, রাত ৮ টায় দপ্তর ছেড়ে ছিলাম।"

রাতের পাহারাদার আর রেজিস্টার থেকে সেটা জানা যাবে।

"আমার নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ফাইলটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"না, সভাপতি, শপথ করে বলছি, সঙ্গে নিয়ে যাই নি, আয়রণ সেফে তুলে রেখে গিয়েছিলাম। আপনি চাইলেন, তখন খুঁজতে গিয়ে দেখি নেই। জোর করে তালা খোলার কোন চিহ্ন নেই। ঘরটাও আগাগোড়া খুঁজেছি। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর কোমারভ একতলায় নিরাপত্তা বিভাগে ফোন করলেন।

"পুরো বাড়িটা সীল করে দিন। কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারবে না। কর্নেল গ্রিশিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখুনি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন।" তারপর আকোপভের দিকে ফিরে বললেন, "অফিসে ফিরে যাও। কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না, পরবর্তী নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত অফিস ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

সিলিয়া স্টোন একটি বুদ্ধিমতী, অবিবাহিতা এবং পুরোপুরি আধুনিকা যুবতী,—দীর্ঘকাল থেকেই ও ঠিক করে নিয়েছিল নিজের খুশি মতো চলবে, জীবনটাকে উপভোগ করবে। এই মুহূর্তে তার মনে ধরেছে হুগো গ্রে-কে। পেশীবহুল চেহারা, মাত্র দুমাস হ'ল লণ্ডন থেকে এসেছে এখানে সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী হিসেবে। সিলিয়ার পদমর্যাদা সম্পন্ন হলেও, হুগো দুবছরের সিনিয়ার। কুতুজভস্কি প্রসপেক্টের কাছে ব্রিটিশ দূতাবাস কর্মীদের জন্যে বরাদ্দ বাড়িগুলোর দুটো আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে ওরা দুজন।

অফিসে গিয়ে ঐ রুশ সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সম্বন্ধে রিপোর্টটা লিখে ফেলল সিলিয়া। পাঁচটায় বাড়ি ফিরে স্নান করল, রাত ৮টায় হুগো গ্রের সঙ্গে ডিনার খাবাব কথা। তারপর দুজনে ফিরবে সিলিযারই ফ্ল্যাটে, এবং বাতটা শুধু শুধু ঘুমিয়ে কাটাবাব কোন ইচ্ছে নেই সিলিয়ার।

বিকেল চারটে আন্দাজ কর্নেল গ্রিশিন স্পষ্ট বুঝতে পাবলেন যে ঐ ফাইলটা বাড়ির কোথাও নেই। কোমারভের অফিসে গিয়ে সেই কথাটা জানিয়ে দিল।

গত চার বছরে এই দুজন মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছে।

গ্রিশিন ছিল কেজিবি-র দ্বিতীয় প্রধান ডাইরেক্টোরেটে, পদমর্যাদা ছিল কর্নেলের।

কমিউনিস্ট শাসন সমাপ্ত হলে গ্রিশিন একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
সেপ্টেম্বর মাসে মিখাইল গর্বাচভ পৃথিবীর বৃহত্তম নিরাপত্তা বিভাগটিকে টুকরো টুকরো করে আলাদা ছোট ছোট দপ্তরে পরিণত করেন।

নানা বিভাগে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত গ্রিশিন কোমাবভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসারের পদটি পেল।

ক্রমশঃ এই দুজনের খ্যাতি ও ক্ষমতা বাড়তে লাগল। ৬০০০ ব্ল্যাক গার্ড আছে গ্রিশিনের অধীনে। তারা অত্যন্ত দক্ষ ও বিশ্বাসী।

গ্রিশিনও কোমারভকে জানাল পুরো বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর এটা দেখা যাচ্ছে যে ফাইলটা এখানে আর নেই।

আয়রণ সেফ কোম্পানীর লোক এসে পরীক্ষা করে বলে গেল জোর করে বা অন্য চাবী দিয়ে সেফটা খোলার চেষ্টা করা হয়নি। বাড়ির আবর্জনা যেখানে ফেলা হয় সেটাও পরীক্ষা করা হয়েছে। কুকুরগুলো ছাড়া হয়েছিল সন্ধ্যে সাতটা থেকে। প্রহরীদের ডিউটি বদল হয়ে

যায় ৬টার দশ মিনিট আগে। প্রহরীরা নিজের নিজের কাজ ঠিকমতোই করেছিল। বাইরের কেউ এসে চুরী করলেও, পালানো কঠিন।

"তাহলে তোমার কি মনে হয় গ্রিশিন?", কোমারভ প্রশ্ন করলেন।

"হয় ভুল করে আকোপভ ওটাকে বাড়ি নিয়ে গেছে, আর তা নাহলে রাতে যাদের কাজ ছিল তাদেরই কেউ একজন ওটা চুরী করেছে।"

"তাহলে, আককোপভ কি?"

"প্রথম সন্দেহ তার ওপরেই। ওর ফ্ল্যাটও খোঁজা হয়েছে। হয়ত অ্যাটাচিতে ভরে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর ওটা হারিয়ে ফেলেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। কিন্তু সেখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—যদি চুরীই করবে, তবে সকালে অফিসে আসবে কেন? পালাবার যথেষ্ট সময় তো ও পেয়েছিল। ওকে আমি জেরা করতে চাই।"

"অনুমতি দিলাম," বললেন কোমারভ, "এর পর যে সমস্যাটা উঠছে, তা হ'ল ওর বদলে একজন ব্যক্তিগত সচিব খুঁজতে হবে। দলিলটা খুব গোপনীয়। আকপোভকে যদি বরখাস্ত করা হয়, তবে লোভে পড়ে ঐ গুপ্ত কথা অন্যদের বলে দিতে পারে ও।

"বুঝতে পারছি", কর্নেল গ্রিশিন বলল।

রাত ৮টা আন্দাজ দুজন নৈশ প্রহরীর জেরা শেষ হ'ল। তাদের ব্যারাকেও তল্লাশী চালানো হয়। কিন্তু সন্দেহের কোন কিছু পাওয়া গেল না। তবে কথাবার্তা থেকে শেষ পর্যন্ত আর এখন সন্দেহভাজন মানুষের খবর পাওয়া গেল। সাফাইওয়ালা খরগোশ।

সাফাইওয়ালা এসেছিল রাত দশটায় সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে। ও যখন কাজ করছিল, তখন অন্য প্রহরীরা টিভি দেখছিল একথাও জানা গেল। আকোপভের ঘরে ও একলাই গিয়েছিল ঝাড়ামোছা করার জন্যে।

আকোপভকে নিয়ে যাওয়া হ'ল যুবযোদ্ধাদের যেখানে রাখা হত সেই বাড়িতে। ইতিমধ্যে কর্নেল গ্রিশিন সাফাইওয়ালা লিওনিদ জেইৎসেভ ওরফে খরগোশের মোটামুটি পরিচয় পেয়ে গেছে। ৬৩ বছরের বুড়োর বাড়ির ঠিকানাও মিলল।

মাঝ রাতে তিনজন ব্ল্যাকগার্ডকে নিয়ে গ্রিশন গেল খরগোশের বাড়ি।

ঠিক ঐ সময়ে সিলিয়া স্টোন তাব তরুণ প্রেমিকের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে হাত বাড়াল সিগারেটের দিকে। হুগো চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁফাচ্ছিল। দারুণ স্বাস্থ্য তার, নিয়মিত সাঁতার কাটে, স্কোয়াশ খেলে, কিন্তু গত দুঘন্টা যে পরিশ্রম হয়েছে সেটা তার পক্ষে বড় বেশি।

নতুন করে তার মনে হচ্ছিল দেহের ক্ষুধার ব্যাপারে পুরুষরা এখনও কেন মেয়েদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

সিগারেট টেনে আবার বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে, পাশ ফিরে হুগোকে জড়িয়ে ধরে কোঁকড়া চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "কি করে তুমি যে সংস্কৃতি বিভাগে এসেছ ভেবে পাচ্ছি না—তুর্গেনিভ থেকে লেরমন্তভ পর্যন্ত সাহিত্যিকদের কোন কিছুই তুমি জানো না।"

"জানার দরকারও নেই, আমি রুশকীদের আমাদের সংস্কৃতির কথা জানাতে এসেছি—শেক্সপীয়ার—ব্রন্টি সিস্টার্সদের কথা শোনাব ওদের।"

"আর তুমি কেন্দ্র-কর্তার সঙ্গে সম্মেলনে যোগ দিতে যাও।"

হুগো চমকে উঠে বলে উঠল, "চুপ করো সিলিয়া, এঘরে গোপনে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো থাকতে পারে।"

সিলিয়া চট্ করে চলে গেল কফি করতে। বড় বেশি ভীতু এই হুগো। অবশ্য ওকে দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া দূতাবাসে ও যা করেছিল সেটাতো সবাই জানে।

এর আগে হুগো গ্রে মস্কো কেন্দ্রের গুপ্তচর বিভাগে তৃতীয় এবং কনিষ্ঠ সদস্য ছিল। এককালে অফিসটা বড় ছিল। এখন সময় পাল্টেছে বাজেটেও কাটতি হয়েছে। কেজিবি-র অফিসারদের ওপর নজর রাখা হত। আড়িপাতার ব্যাপারটা উভয়পক্ষেই চলে।

নথীপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে লিওনিদ জেইৎসেভ তার মেয়ের সঙ্গে থাকতো, সঙ্গে ট্রাক-ড্রাইভার জামাই আর তাদের একমাত্র সন্তান। ফ্ল্যাটটা বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতর দিকে।

রাত সাড়ে বারোটা আন্দাজ একটা কালো চইকা গাড়ি এসে দাঁড়াল। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনে নিল লিওনিদরা থাকে পাঁচ তলায়। গ্রিশিন আর তিনজন ব্ল্যাকগার্ড গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিল। ঘুম চোখে দরজা খুলল ৩৩/৩৪ বছরের এক স্ত্রীলোক, দেখলে আরও বয়স বেশি মনে হয়।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দু কামরার ফ্ল্যাটটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছিল গ্রিশিনরা। ছ বছরের বাচ্চাটার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, কাঁদতে লাগল ব্যাপার-স্যাপার দেখে।

লিওনিদের মেয়ে জানাল ওর স্বামী দুদিন হ'ল ট্রাক নিয়ে মিনস্কের দিকে গেছে। সকাল থেকে বাবা ফেরে নি। ও খুব চিন্তিত হলেও পুলিশে খবর দেয় নি, ভেবেছে বাবা হয়তো কোন পার্কে শুয়ে আছে।

গ্রিশিন আধঘন্টার মধ্যে তল্লাশী আর জেরা খতম করে বুঝতে পারল লিওনিদের মেয়ে কিছুই জানে না, আর লিওনিদ বাড়ি ফেরে নি। ওরা চলে গেল।

গাড়ি নিয়ে গ্রিশিন চলে গেল চল্লিশ মাইল দূরে সৈন্যদের ক্যাম্পে। সারারাত ধরে আকোপভকে জেরা করার পর জানা গেল হয়তো আকোপভ ভুল করে ফাইলটা টেবিলে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওকে যেন ক্ষমা করা হয়। গ্রিশিন ওর পিঠ চাপড়ে চলে গেল।

শহরে ফিরলো গ্রিশিন। টেবিলে যদি ফাইলটা রেখে গিয়ে থাকে আকোপভ, তাহলে সাফাইওলা হয় ওটা রদ্দি কাগজ মনে করে ফেলে দিয়েছে, নয়তো সরিয়েছে। রদ্দি কাগজপত্র দু-একদিন পরে ভাল করে পরীক্ষার পর ফেলা হয়। আগের দিনের জঞ্জাল খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে, ফাইলের হদিশ নেই। কিন্তু ঐ অর্ধশিক্ষিত সাফাইওলা ওটা নিয়ে কি করতে পারে? গ্রিশিন কিছুতেই কিন্তু বুঝতে পারছে না। সব স্পষ্ট করতে পারে ঐ বুড়ো লিওনিদ। ওকে চাই।

সকালে প্রাতরাশ শুরু হবার আগেই গ্রিশিন তার বাহিনীর দুহাজার লোককে সাদা পোশাকে ছেড়ে দিয়েছে শহরে—খুঁজে বের করতেই হবে গ্রেট কোট পরা বৃদ্ধকে। যার তিনটে দাঁত ইস্পাত দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু হাজার হাজার দরিদ্র, গৃহহীন মানুষদের মধ্যে থেকে লিওনিদের মতো মানুষকে খুঁজে বের করা অত সহজ কাজ নয়।

ল্যাঙ্গলি, ডিসেম্বর,

জেসন মঙ্ক কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল। ঠিক করল হেড অফিসে যাবে। নাইরোবি থেকে একমাস হ'ল ফিরে এসেছে। ওর কাজের খুব প্রশংসা হয়েছে। হয়তো প্রোমোশন পাবে। ওকে বলা হয়েছে স্প্যানিশ ভাষাটা শিখে নিতে। তার অর্থ পুরো ল্যাটিন আমেরিকা বিভাগে ওর অবাধ বিচরণ হবে।

দক্ষিণ আমেরিকা এক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাও বটে। এই অনগ্রসর এলাকায় রুশ কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ, অন্তর্ঘাত, বিপ্লব এসব ঘটাতে চায়। ফলে রুশ গুপ্তচর সংস্থা

কে.জি.বি এখানে বেশ সক্রিয় এবং অন্য দিকে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি.আই.এ.-ও বসে নেই। ফলে ৩৩ বছরের জেসন মঙ্কের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা বেশ লোভনীয় জায়গা, অন্ততঃ চাকরীর ব্যাপারে। ভবিষ্যতও উজ্জ্বল।

কফিটা যখন গোলাচ্ছিল, তখন ও বুঝতে পারল পাশে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে।

"রোদে চামড়া ভালই পুড়েছে দেখছি," কণ্ঠ স্বরটা অনুসরণ করে মাথা তুলে জেসন লোকটিকে দেখল। চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। মুখে মৃদু হাসি। জেসন দাঁড়াতে যাচ্ছিল, লোকটি ইশারায় বসে থাকতে বলল।

জেসন চমকে উঠল, ইনি ওপ্‌স ডিপার্টমেন্টের পয়লা নম্বরের অফিসার। দক্ষিণ-পূর্ব ডিভিশনের পাল্টা-গুপ্তচর বিভাগের সোভিয়েত শাখার সর্বময় কর্তা। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা। উচ্চতায় জেসনের মতোই—২ ইঞ্চি কম ৬ ফুট। ওর চেয়ে ন'বছরে বড় হলেও চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে গেছে। মোটা গোঁফ, চোখজোড়া পেঁচার মতো তীক্ষ্ণ আর গোল।

"তিন বছর কেনিয়ায় ছিলাম।" চামড়াটা রোদে-পোড়া কেন হয়েছে তার কারণ দর্শালো জেসন।

"ঠাণ্ডা ওয়াশিংটনে ফিরে এসেছ, তাই না?"

জেসনের মনের অ্যান্টেনা সচল হয়ে উঠেছে, খারাপ সংকেত ধরা পড়ছে। ঠিক আছে, তুমি যত বড়ই চালাক হও না কেন আমিও কম যাই না, মনে মনে বলল জেসন।

"হ্যাঁ, স্যার," জেসন বলল। লোকটা খুব মদ খায়, সিগ্রেটও খায়।

"আর তুমি নিশ্চয়ই...? " লোকটি বলল।

"মঙ্ক। জেসন মঙ্ক।"

"জেনে সুখী হলাম, জেসন। আমি অ্যালড্রিক অ্যামেস।"

সেদিন সকালে হুগো গ্রের গাড়িটা যদি বেরোতো তাহলে পরবর্তী যে অসংখ্য লোক মারা গিয়েছিল তাদের মরতে হত না। আর পৃথিবীও অন্য একপথে চলত। কিন্তু গাড়ির ঠিক থাকা না থাকাটার একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। হুগো ছুটে গিয়ে সিলিয়ার গাড়িতে লিফট্ চাইল।

সাধারণতঃ শনিবার দূতাবাসে কাজ হয় না, কিন্তু রাষ্ট্রপতির অকাল মৃত্যুতে কাজ বেড়েছে। সিলিয়া গাড়ি চালাচ্ছিল পাশে বসে হুগো। হঠাৎ তার পায়ে কি যেন একটা ঠেকল। ঝুঁকে পড়ে তুলে নিয়ে বলল, "ইজ্‌ভেস্তিয়া কাগজের ব্যাপার নাকি?"

"নাঃ। ভেবেছিলাম ফেলে দেব। কালকে একটা পাগল বুড়ো এটা গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল।"

"দরখাস্ত মনে হচ্ছে। এর শেষ নেই। বোধ হয় ভিসা চায়।" মলাটটা সরিয়ে চোখ বোলাতেই গম্ভীর হয়ে গেল হুগো, "না, না. এটা রাজনৈতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"কি আশ্চর্য। আমি মিঃবোক্কার্স আর এটা আমার পৃথিবীকে বাঁচাবার মাস্টার প্ল্যান। এটা শুধু রাষ্ট্রদূতকে দিয়ে দেবেন।"

"লোকটা কি ঐ কথাই বলেছিল? রাষ্ট্রদূতকে দেবেন?"

"হ্যাঁ। আর ঐ বিয়ারের জন্যে ধন্যবাদের কথাও ছিল।"

"কিসের বিয়ার?", হুগো জানতে চাইল।

"তার আমি কি জানি? লোকটা পাগল ছিল?"

আরও কয়েকটা পাতা পড়ার পর হুগো আরও গম্ভীর হয়ে গেল। "এটা রাজনীতির ব্যাপার। এক ধরনের ইসতেহার।"

"চাইলে ওটা তুমি নিতে পার।" সিলিয়ার গাড়ি এখন স্টোন ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছে।

অফিসে বসে আরও দশ পাতা পড়ল হুগো। আগে ভেবেছিল ফাইলটা ফেলে দেবে। কিন্তু এবার সে উঠে দাঁড়াল, এখুনি কেন্দ্রের প্রধানের সঙ্গে দেখা করা দরকার ভীষণভাবে। প্রধান জাতিতে স্কচ, ধূর্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও আছে।

সদর দপ্তরে রোজই তল্লাশী চলে আড়ি পাতার কোন যন্ত্র লাগানো আছে কিনা দেখার জন্যে। যদিও গোপন মিটিংগুলো হয় 'বুদবুদ' ঘরের মধ্যে। এই বুদবুদ একটা মিটিং করার ঘর যেটা একটা কংক্রিটের বরগাতে ঝোলে, চারপাশে বাতাস ভর্তি একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যাতে কোন শব্দ বাইরে থেকে শোনান যায়। আলোচনাটা বুদবুদ ঘরে হোক এটা বলার সাহস হ'ল না হুগোর।

"বলো হে ছোকরা", প্রধান বললেন

"দেখুন, আপনার সময় নষ্ট করছি কিনা জানি না। যদি তাই হয় মাফ করবেন। কাল একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। একটা বুড়ো এটাকে সিলিয়ার গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল সিলিয়া স্টোনকে চেনেন নিশ্চয়ই প্রেস-আটাশের মেয়েটা। হয়তো এটা কিছুই না..."

"ওর গাড়িতে ছুঁড়ে দিযেছিল?"

"হ্যাঁ, বলেছিল রাষ্ট্রদূতকে দিতে।"

কেন্দ্রের প্রধান হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিলেন।

"লোকটা দেখতে কেমন?"

"বুড়ো, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভবঘুরের মতো। সিলিয়াতো ভীষণ ভয় পেয়েছিল।"

"দরখাস্ত মনে হয়?"

"সিলিয়াও তাই ভেবেছিল প্রথমে। ফেলেও দিতে হয়তো ডাস্টবিনে। কিন্তু আজ ওর গাড়িতে লিফট নেবার সময় এটা পায়ে ঠেকেছিল আমার। মনে হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যাপার। প্রথম পাতায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙেঘর একটা সংকেত চিহ্ন আছে। আর পড়লে মনে হয় এটা ইগব কোমারভের লেখা।"

"ওহ্ ভাবী রাষ্ট্রপতি...ঠিক আছে, ওটা রেখে যাও হে ছোকরা, পরে দেখব।"

হুগো বেরিযে আসছিল তখন প্রধান কাছে এসে দাঁড়ালেন, "একটা কথা ছোকরা। সোভিয়েত দেশের বাড়িগুলো শক্ত পোক্ত নয়, দেওয়ালগুলোও পাতলা। আমাদের তৃতীয় সেক্রেটারী সকালে লাল চোখ করে অফিসে এসেছিল, রাতে নাকি তার ঘুম হযনি। সৌভাগ্যবশতঃ ওর স্ত্রী এখন লণ্ডনে। এর পর থেকে তুমি আর তোমাব ওই ফুর্তিবাজ মিস স্টোন আরও একটু শান্তভাবে কাজকর্ম করো তাহলে ভাল হয়।"

হুগোর মুখ ক্রেমলিনের পাঁচিলের মতো লাল হয়ে গেল।

গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান কালো মলাটের ফাইলটা পাশে সরিয়ে রাখলেন। "আজ অনেক কাজ, এগারোটার সময় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করার কথা। একটা পাগল আমাদেব এক কর্মচারীর গাড়িতে একটা ফাইল ছুঁড়ে দিয়েছে—এই খবর দিয়ে ওঁকে বিব্রত কবার দরকার নেই এখন।"

পরে বেশ গভীর রাতে গোয়েন্দা প্রধান যখন ওটা পড়বেন তখন বুঝবেন সব কিছু—ঐ ফাইলটা পরে কালা ইশতেহার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

মাদ্রিদ, আগস্ট,

নভেম্বর মাসে নতুন বাড়িতে চলে যাবার আগে মাদ্রিদে ভারতীয় দূতাবাসটি ছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরী এক কারুকার্যখচিত বাড়িতে, ঠিকানা ছিল ৯৩নং

ক্যালে ভেলাস কুয়েজ। স্বাধীনতা দিবসে ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রথা অনুযায়ী নিমন্ত্রণ করেছিলেন স্পেন সরকারের পদস্থ সদস্যদের আর কূটনীতিবিদদের।

আগস্টে মাদ্রিদে প্রচণ্ড গরম পড়ে, আর এই সময়ে সরকারী ও সংসদের ছুটি থাকায় পদস্থ ব্যক্তিরা ছুটি কাটাতে বাইরে চলে যান। তাঁদের বদলে জুনিয়ার অফিসাররা আসেন বেশির ভাগ। এটা ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাছে খারাপ লাগলেও স্বাধীনতা দিবসটাকে তো আর পাল্টানো যায় না।

আমেরিকার তরফ থেকে এসেছিলেন রাষ্ট্রদূতের বদলে রাষ্ট্র নিযুক্তক এবং সেকেণ্ড ট্রেড সেক্রেটারী, জনৈক জেসন মঙ্ক। সি.আই.এ কেন্দ্রের প্রধানও ছিলেন না, জেসন মঙ্ককে ওখানে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীতিও করা হয়েছিল সাময়িক ভাবে।

বছরটা জেসন মঙ্কের পক্ষে বেশ পয়মন্ত হয়েছে। স্প্যানিশ ভাষায় ডিপ্লোমা নেবার পর তাকে জি-এস-১২ থেকে জি-এস- ১৩-র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

জি-এস বলতে বোঝায় গর্ভণমেন্ট সিডিউল, বেসরকারী ক্ষেত্রে এর মহত্ত্ব বোঝানো গেলেও সি.আই.এ-র জগতে এর মূল্য অপরিসীম। জি-এস-এর এক ধাপ ওঠা মানে মাইনে, দায়িত্ব, মর্যাদা সব বেড়ে যাওয়া। বিশেষ করে সি. আই. এ.-এর ডিরেক্টার উইলিয়াম কেসী সম্প্রতি ওপরতলায় কিছু রদ-বদল ঘটিয়ে এক নতুন ডি.ডি.ও. অর্থাৎ ডেপুটি ডাইরেক্টর অপারেশন হিসেবে এনেছেন একজনকে জন স্টেইনের জায়গায়। এই নতুন ডি.ডি.ও. জেসন মঙ্ককে খুঁজে বের করেছিলেন এবং রিক্রুটও করেছিলেন প্রথম।

স্প্যানিশ ভাষা রপ্ত করার পর জেসনকে ল্যাটিন আমেরিকায় না পঠিয়ে পাঠানো হ'ল স্পেনের মাদ্রিদ শহরে। স্পেনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভাল, তাই সি.আই.এ. এখানে গুপ্তচর বৃত্তির বদলে স্পেন সরকারের হয়ে পাল্টা গপ্তচর বিভাগের কাজে সাহায্য করত বেশি।

মাত্র দু'মাসের মধ্যে জেসন স্পেনের আভ্যন্তরীণ এজেন্সীগুলোর সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছিল। এখানকার সিনিয়ার আফিসাররা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর আমলের লোক, তারা কমিউনিজম পছন্দ করে না। স্প্যানিশ ভাষায় জেসনের উচ্চারণ 'ঝাসন', তাই তারা আদর করে ওকে ডাকত এল রুবিয়ো, ব্লাণ্ডি বলে।

স্বাধীনতা দিবসের পার্টি চলছিল—ভারতীয় শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে গল্পগুজব বেশ জমে উঠেছিল। দেশের হয়ে যেটুকু করার সেটা হয়ে গেছে মনে করে জেসন যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছে তখন হঠাৎ একটা চেনামুখ দেখতে পেল।

ভীড়ের পাশ কাটিয়ে ও যখন গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট পরা লোকটির পিছনে এসে দাঁড়াল তখন সে শাড়িপরা এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। ওদের কথা বলা শেষ হলে জেসন পিছন থেকে রুশ ভাষা বলে উঠল, "তাহলে, বন্ধু তোমার ছেলে কেমন আছে?"

লোকটি চমকে পিছনে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মৃদু হেসে বলল। "ধন্যবাদ। ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে।"

"খুশী হলাম শুনে। আর দেখে মনে হচ্ছে চাকরীর জীবনেও বেশ ভালই আছ।"

নিকোলাই তারকিন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। শত্রুর কাছ থেকে উপহার নেবার কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে ও আর কোন দিনও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারত না। আসলে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তার ছেলের ডাক্তার ঐ অধ্যাপক গ্রাজুনভ। চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাপারে অন্য দেশের গবেষণার অংশীদার হওয়াটা যে নিজের দেশের পক্ষে মঙ্গল এটা উনি বুঝতেন। তাই ওই ওষুধ আনার কথাটা কাউকে জানান নি।

"চল ডিনার খাওয়া যাক", জেসনের প্রস্তাবে তারকিন চমকে উঠেছিল, কিন্তু জেসন, যখন ওর পেছনে কোন বদ মতলব নেই তখন রাজী হল।

এর তিন রাত পরে দুজন পুরুষ আলাদা আলাদা ভাবে এসে দাঁড়াল মাদ্রিদের প্রাচীন এলাকায়, যার নাম কালে দ্য লোস কুচিল্লেরোস। এখানে পুরনো দিনের বাড়িতে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট আছে।

জেসন একটা দেশী মদের অর্ডার দিয়ে জাঁকিয়ে বসল। শুরু হ'ল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা দিয়ে। তারকিন জানালো ও এখনো দ্বিতীয় বিয়ে করেনি। ওর ছেলে থাকে তার দাদু-দিদার কাছে।

দ্বিতীয় বোতলটা শুরু হবার পর হঠাৎ তারকিন প্রশ্ন করে বসল, " সি.আই.এ-র হয়ে কাজ করে তুমি সুখে আছো?"

জেসন একটু সন্দিগ্ধ হ'ল। হাঁদাটা কি আমাকে ওদের দলে ভেড়াতে চাইছে?

"খুব ভাল আছি।"

"আচ্ছা তোমার ব্যক্তিগত কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমার অফিস সাহায্য করবে কি তোমাকে?"

"নিশ্চয়ই। এটা আমাদের বিধি-নিয়মের অঙ্গ।"

"যেখানে এরকম স্বাধীনতা আছে, সেখানে কাজ করেও সুখ," তারকিন বলল।

কথা হয়েছিল কেউ কাউকে ফাঁদে ফেলাব চেষ্টা কববে না, অথচ তারকিন ওই পথেই যেতে চাইছে। ঠিক আছে।

"দেখো বন্ধু, তুমি এখন যে সিস্টেমেব অধীনে কাজ কবছ, সেটা শিগ্‌গীরই বদলে যেতে চলেছে। আমরা পরিবর্তনটা তাড়াতাড়ি এনে দিতে সাহায্য করতে পাবি। তোমাব ছেলে স্বাধীন মানুষ হয়েই বেড়ে উঠবে।"

ফার্স্ট সেক্রেটারী আন্দ্রোপভ অত ওযুধপত্র সত্ত্বেও বাঁচে নি। তাব জায়গায় এসেছে আব একটা স্থবীর কনস্তানতিন চেরনেনকো। ওকে ধরে তুলে দাঁড় করাতে হয়। তবে শোনা যাচ্ছে একজন অপেক্ষাকৃত কমবয়সীকে আনা হবে, নাম গরবাচেভ। কফি আসার আগেই তাবকিন নতুন পদে বহাল হযে গেল, ও থাকবে কেজিবি-তেই কিন্তু কাজ করবে সি আই. এ-র হয়ে।

জেসনের ভাগ্যটা ভাল, যেহেতু ওর বড় কর্তা, কেন্দ্রের প্রধান ছুটি কাটাতে বাইরে গেছেন, তাই তারকিনকে দলে নেওয়ার ব্যাপারটা তারই ওপব বর্তেছিল। সাংকেতিক ভাষায় ল্যাঙ্গলেতে খবরটা পাঠিয়ে দিল।

একটু খটকা যে ছিল না, তা নয়, কারণ কেজিবি-র একটা বিশেষ শাখার একজন মেজর আগে থেকেই এদেব হয়ে কাজ করছে। আর জেসনও বহু খবর জোগাড় করে ওখান থেকে।

যুদ্ধোপকরণেব এক কারখানার ইঞ্জিনীযাবেব ছেলে তারকিন জন্মেছিল ১৯৫১ সালে পশ্চিম সাইবেরিয়ায় ওমস্কে। আঠারো বছর বযসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার বদলে ওকে যোগ দিতে হয় সেনাবিভাগে। কেজিবি-র অধীনে সীমান্তরক্ষীর চাকরী। ওখান থেকে ওকে বেছে তুলে এনে পাল্টা গুপ্তচর বিভাগের স্কুলে দেয়। সেখানে ও খুব তাড়াতাড়ি ভাল ইংরাজী বলা শিখে নেয়।

তারপর ওকে বদলী করা হয় কেজিবি-র বিদেশী গুপ্তচর বিভাগের জন্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে—নাম-করা আন্দ্রোপভ ইনস্টিটিউটে। এখানে তাকে অন্যান্য ট্রেনিং-এর সঙ্গে বিদেশী

ভাষাও শেখান হয়েছিল। ভালভাবে পাশ করার পর তাকে ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টোরেটের অধীনস্থ 'কে' ডাইরেক্টোরেটে যোগ দিতে পাঠান হ'ল। এই 'কে' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ছিল অত্যন্ত কম বয়সী একজন, নাম ওলেগ কালুগিন।

সাতাশ বছর বয়সে তারকিন বিয়ে করে। একটা ছেলেও হয়—ইউরি।

ওকে পাঠানো হয় বিদেশে—কেনিয়াতে—কাজ ছিল সি.আই.এ-র মধ্যে ঢোকা আর ওদের কাউকে নিজেদের দলে টানা। কিন্তু ছেলের অসুস্থতার জন্যে আগেই ওকে ফিরে আসতে হয়।

তারকিন প্রথম খবর পাচার করল অক্টোবর মাসে। ধরা পড়ায় কোন ভয় ছিল না। জেসন মঙ্ক নিজে খবরটা নিয়ে গেল ল্যাঙ্গলেতে। খবর তো নয়, একেবারে বোমা ফাটা। স্পেনে কে.জি.বি-র কার্যকলাপের সব বিবরণ, কোন কোন স্পেনের লোক কে.জি.বি-র গুপ্তচর হয়ে কাজ করছে, সব কিছু দেওয়া ছিল রিপোর্টে। সি.আই.এ. তারকিনের কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে স্পেন সরকারকে খবরটা দিল। কে.জি.বি-র এজেন্টরা ধরাও পড়ল। তারকিন এমনভাবে সাজাল ব্যাপারটা যাতে কে.জি.বি বুঝলো দোষ সব ঐ এজেন্টদের।

মাদ্রিদে থাকাকালীন তিন বছরের মধ্যে তারকিন ডেপুটি রেসিডেন্ট হয়ে গেল, যার ফলে সর্বত্র তার অবাধ গতি। মস্কো ফিরে আসে এবং এক বছর পরে কেজিবি-র "কে" শাখার প্রধান হয় এবং জার্মানীর বার্লিন প্রাচীর ভাঙ্গা এবং দুই জার্মানীর মিলন পর্যন্ত ঐ পদেই রইল। এই সময় শতশত চিঠি, প্যাকেট দেওয়া-নেওয়া করেছিল তারকিন, অপর প্রান্তে মাত্র একজনের সাহায্য নিয়ে আর সে হল জেসন মঙ্ক। বেশির ভাগ গুপ্তচর তাদের ছ বছরের চাকরীতে বেশ কয়েকজন 'কন্ট্রোলারদের' সাহায্য নিয়ে কাজ করে। কিন্তু তারকিন মাত্র একজনকেই চেয়েছিল এবং ল্যাঙ্গলে রাজীও হয়েছিল তাতে।

শরৎকালে জেসন মঙ্ক যখন ল্যাঙ্গলেতে ফিরলো তখন তাকে ডেকে পাঠান হয় ক্যারি জর্ডনের দপ্তরে।

"মালটাকে আমি দেখেছি," নতুন ডি.ডি.ও বললেন, "বেশ ভাল। প্রথমে ভেবেছিলাম লোকটা দুমুখো কাজ চালাতে চায়, কিন্তু স্প্যানিশ এজেন্টদের ব্যাপারে ও যা করেছে সেটা প্রথম শ্রেণীর কাজ। তোমার লোকটা ভালই। খুব ভাল করেছ কাজ।"

জেসন মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

"আর একটা কথা"। জর্ডন বললেন, "ব্যাপারটা পাঁচ মিনিট আগেও মাথায় আসে নি। একে জোটালে কি করে?"

জেসন তারকিনের ছেলের অসুখ, ওষুধ আনিয়ে দেওয়া, তারপর হঠাৎ মাদ্রিদে দেখা—সব বিস্তারিত বলল।

"কি আশ্চর্য, ওর সঙ্গে তোমার তো আর দেখা নাও হতে পারত? ওষুধের বিনিময়ে কিছুই নাও নি? মাদ্রিদে দেখা হয়ে যাওয়াটা দৈবের ব্যাপার। তবে কি জানো নেপোলিয়ান সেনাপতিদের সম্বন্ধে কি বলত?

"না, স্যার, জানি না।"

"নেপোলিয়ান বলত, সেনাপতি ভাল কি মন্দ আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমি চাই এরা খুব ভাগ্যবান হোক। তুমি অদ্ভুত একটা চান্স নিয়েছিলে, কিন্তু তুমি ভাগ্যবান নিশ্চয়ই। আচ্ছা, জানো তো তোমার লোককে সোভিয়েত-ইস্ট ইউরোপ ডিভিশনে বদলী করতে হবে?"

সিআইএ-র সর্বোচ্চ পদে থাকে একজন ডিরেক্টার। তাঁর অধীনে দুটো ডাইরেক্টোরেট একটা গুপ্তচর বিভাগ। অন্যটা অপারেশন বিভাগ। প্রথমটার কর্তা ডি.ডি.আই, দ্বিতীয়টার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সংক্ষেপে বলে ডি.ডি.ও। ডি. ডি. আই. রিপোর্ট পাঠাবার অধিকারী হোয়াইট হাউসে। জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরে।

আবার ডি.ডি.ও-র চারটে ভাগ আছে পৃথিবীর মানচিত্র অনুসারে, যেমন ল্যাটিন আমেরিকা ডিভিশন, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইত্যাদি। ১৯৫০ থেকে স্নায়ুযুদ্ধের পর্ব, কমিউনিজমের পতনের, ব্যাপাবে মূল ডিভিশন ছিল সোভিয়েত। পূর্ব ইউরোপীয় ডিভিশন, সংক্ষেপে এস.ই.ডিভিশন।

যেহেতু সোভিয়েত ইউনিযন প্রধান শত্রু তাই এস. ই-ডিভিশন অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের সবার সেরা ইউনিটের মর্যাদা পায়। এখানে সবাই ঢুকতে চায়। এমন কি জেসন রুশ ভাষায় ভাল ডিগ্রী অর্জন করার পরেও দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে হয়েছিল তাকে।

"তুমি কি ওর সঙ্গে যেতে চাও?"

জেসন খুব খুশী, "হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। তুমি ওকে ভর্তি করেছ খুঁজে বের কবে। তাহলে তুমিও ওর সঙ্গে যাও।"

এক সপ্তাহেব মধ্যে জেসন মস্কের বদলী হয়ে গেল এস-ই ডিভিশনে। ওকে বলা হল যে কেজিবি-র মেজর নিকোলাই ইলিচ তারকিনকে "চালানোর" ভার তার ওপবে বইল। জেসন এর পব কখনো মাদ্রিদে ফেরেনি। তারকিনের সঙ্গে গোপনে দেখা করে সিযেরা দ্য গুযাদারা-মাতে পাহাড়ের কোলে। ওখানে দুজনে নানা গল্প কবত, গর্বাচভের ক্ষমতায আসা, পেরিসস্ত্রোয়িকা আব গ্লাসনস্ত সম্বন্ধে। জেসন খুশী, বিশেষ করে তাবকিনের মধ্যে এক প্রকৃত বন্ধু খুঁজে পেযে।

সি আই,এ ক্রমশঃ আমলাতান্ত্রিক হয়ে উঠছিল। কাজেব কাজ না কবে লেখালিখি আর ফাইল ঘাঁটাটাই বড হয়ে উঠছিল, যেটা জেসনের পছন্দ নয, সে হাতে কলমে কাজ করতে ভালবাসে। এস. ই. ডিভিশনে ৩০১টা ফাইল তৈবী হযে গেছে। কিন্তু ঐ বছরেব শবৎকালে জেসন ৩০১ নম্বব ফাইলে মেজব তারকিনেব কথা লিখে বাখতে ভুলে [illegible], যাব সাংকেতিক নাম জি টি লিসাণ্ডাব।

ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর মস্কোস্থিত কেন্দ্র-অধিকর্তা জোক ম্যাক ডোনাল্ড ১৭ই জুলাই একটা ডিনারের নিমন্ত্রণ কিছুতেই এড়াতে পাবলেন না। ডিনাবে‍র সময যে সব নোট নিযে ছিলেন সেটা দপ্তরে বাখতে এসে দেখেন টেবিলের ওপর পড়ে আছে কালো মলাটের একটা ফাইল। রুশ ভাষায় লেখা। ম্যাক ডোনাল্ড ওই ভাষাটা জানেন।

সে রাতে তাঁর আব বাড়ি ফেবা হ'ল না। স্ত্রীকে ফোন করে জানিয়ে দিলেন। ফাইলে ৪০ পাতাব দলিল, কুড়িটা খণ্ডে ভাগ করা, প্রত্যেকটাব একটা কবে শীর্ষনাম আছে।

আবার দেশে একদলীয পার্টিব শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রর্বতন কবা, এবং বিরুদ্ধবাদী ও অবাঞ্ছিতদেব দাস-শ্রম শিবিরে পাঠিয়ে দেবাব পবিকল্পনা করা হয়েছে যে সব অনুচ্ছেদে সেগুলো পড়লেন ম্যাক [illegible]

ইহুদী সম্প্রদায় সম্বন্ধে [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন এবং বিশেষ করে চেচেনদের সম্বন্ধে কি করা হবে তার বর্ণনাও আছে।

পশ্চিম সীমান্তে একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখাব জন্যে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করার কথাও আছে কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে। বেলারুশ, বাল্টিক রাজ্যগুলি, ইউক্রেন, জর্জিয়া, [illegible]নিয়া ইত্যাদি আবার জয করার পরিকল্পনাও আছে।

আণবিক অস্ত্র তৈরী করা এবং তা শত্রুর ওপর প্রয়োগ করার আলোচনা আছে কয়েকটা অনুচ্ছেদ জুড়ে। রাশিয়ার সনাতনপন্থী ধর্মসম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদের ভাগ্য কি ভাবে নির্ধারিত করা হবে তাও আছে ঐ দলিলে।

ওই ইশতেহার অনুসারে যেসব অপমানিত, অপদস্থ হওয়া সৈন্যরা শিবিরে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, তাদের আবার চাঙ্গা করতে হবে নতুন করে ঐ সব রাজ্য জয় করার জন্যে। যে-সব রাজ্য জয় করা হবে তাদের অধিবাসীদের ক্রীতদাসের মতো খাটানো হবে চাষবাস করার কাজে। ব্ল্যাকগার্ডদের সংখ্যা বাড়িয়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে। তারা সমাজবিরোধী, উদারপন্থী, সাংবাদিক, যাজক ইহুদীদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখবে।

দলিলে আর একটা রহস্য উদঘাটনেব ব্যাপারেও উল্লেখ ছিল, যে রহস্যটা ম্যাক ডোনাল্ডকেও বেশ চিন্তার মধ্যে ফেলে রেখেছিল, সেটা হ'ল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘ তাদের প্রচার অভিযানের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় কোত্থেকে।

পরবর্তীকালে রাশিয়ার অপরাধ জগতে নানা ধরনের দল-উপদল সবরকমের উপদ্রব চালাচ্ছিল অবাধে, ফলে খুন জখম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিম সীমান্ত থেকে শুরু করে উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত সমগ্র রাশিয়াতে অপরাধীরা মোটামুটি চারটে প্রধান দলে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে মস্কোতে রাজত্ব করত যে দলটা তার নাম দোলগোরুকি। ফাইলের কথা যদি ঠিক হয় তবে এই দলটাই দেশপ্রেমিকদেব ঐ সঙ্ঘকে টাকা-পয়সার জোগান দেয়, যাতে করে ভবিষ্যতে তাবা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পায়, আব দল হিসেবে তাদেব প্রাধান্য থাকে।

ভোব পাঁচটার সময় দেখা গেল জোক ম্যাক ডোনাল্ড ঐ কালা ইশতেহারটা আগাগোড়া মোট পাঁচবাব পড়ে ফেলেছে। গভীর দুঃশ্চিন্তা তার মনে।

শেষে উঠে দূতাবাস ছেড়ে বেরিয়ে এল। ক্রেমলিনের প্রাচীর আব সেই বেঞ্চটা দেখল, যেখানে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে শতচ্ছিন্ন গ্রেটকোট পবা বৃদ্ধটি বসেছিল

ওস্তাদ গুপ্তচববা সাধারণতঃ ধার্মিক হয না, তবে তাদের চেহাবা আর পেশা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বহুকাল আগে সেই ১৭৪৫ সালে স্কটল্যাণ্ডের মালভূমিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রাবল্য এসেছিল। বড় বড় জমিদার এই ধর্মেব পতাকার তলায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু পরে এই ধর্ম মুছে গিয়ে দ্বিতীয় জর্জের তৃতীয় পুত্রের রাজত্বকাল থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে।

কেন্দ্র-প্রধান জোক ম্যাক ডোনাল্ড ঐ ধারারই একজন। ওঁর বাবা ছিলেন ফ্যাসি ফার্ণের ম্যাক ডোনাল্ড আর মা ছিলেন লোভোটের ফ্রেজার পরিবারের মেয়ে। নিজের ছেলেকে তিনি তাঁব ধর্ম অনুসারেই মানুষ করেছিলেন।

ম্যাক ডোনাল্ড হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট ব্যাসিলের ক্যাথিড্রাল, পিঁয়াজ-গম্বুজওলা প্রাসাদের পাশ দিয়ে নিউস্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা পার হবার সময় দেখলেন স্যুপ তৈরী করার জায়গার সামনে লম্বা লম্বা লাইন পড়ে গেছে ঐ সকাল থেকে। বেশ কিছু বিদেশী সংস্থা রাশিয়াতে ত্রাণ সাহায্য দিতে এগিয়ে এসেছিল। আমেরিকারও অবদান ছিল। দলে দলে গৃহহারা দুঃস্থ মানুষ গ্রাম ছেড়ে মস্কোতে আসছে। পুলিশ তাড়িয়ে দেয়, আবার আসে অন্য দল।

বুকে বাচ্চা চেপে ধরে বযস্কা, জীর্ণশীর্ণ চেহারার স্ত্রীলোকেরাও আছে ওখানে। এটা গ্রীষ্মকাল, তত কষ্ট নেই, কিন্তু শীতকালে এদের দুরবস্থার চরম হয়।

হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গেলেন। ম্যাক ডোনাল্ড।

লুবিয়াঙ্কা স্কোয়ার, যার আগে নাম ছিল দ্জেরঝিনস্কি স্কোয়ার, এখানেই ছিল কুখ্যাত চেকা, অপরাধীদের কঠোরতম শাস্তি দেবার জন্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছিল সারা রাশিয়ায়। এর পিছনেই কে.জি.বি-র সদর দপ্তর। পুরানো কেজিবি ভবনের পিছনে আছে কুখ্যাত লুবিয়াঙ্কা জেল। এখানে হাজার হাজার মানুষের স্বীকারোক্তি আদায় করা হত নৃশংস কায়দায়। তার পাশ দিয়ে চলে গেছে দুটো রাস্তা—বড় লুবিয়াঙ্কা, ছোট লুবিয়াঙ্কা। ম্যাক ডোনাল্ড শেষের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল সেন্ট লুই গির্জার দিকে দূতাবাসের মানুষজন আর রাশিয়ায় যে-কজন ক্যাথলিক আছে, তারা যায় পূজো করতে।

এর দু'শো গজ দূরে মস্কোর বিখ্যাত খেলনার দোকান—দেৎস্কি মীর। সেখানে ফুটপাথে অনেক গরীব ভিখিরী শুয়েছিল।

জীনসের প্যান্ট আর কালো চামড়ার কোট পরা দুজন বিশাল চেহারার লোক ওই ভিখিরীদের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল। হঠাৎ দেখে শতছিন্ন গ্রেটকোট, গোটা চারেক ময়লা মেডেল পরা একটা লোক শুয়ে আছে।

"এই তোমার নাম কি লিওনিদ জাইৎসেভ?" বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়িতে করে ওকে নিয়ে চলে গেল ম্যাক ডোনাল্ডের প্রায় সামনে দিয়ে।

গির্জার এক কর্মচারীকে জাগিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ম্যাক ডোনাল্ড। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন, "হে ঈশ্বর, এটা যেন জালিয়াতির ব্যাপার হয়, তা না হলে আমাদের সকলের জীবন চরম বিপদগ্রস্ত হবে।"

॥ চার ॥

নিয়মিত কর্মচারীরা আসার অনেক আগেই জোক ম্যাক ডোনাল্ড দপ্তরে পৌঁছে গেলেন। সারা রাত ঘুম হয়নি ; কিন্তু সে-কথা কাউকে জানানো চলবে না। তলাকার বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে পরিষ্কার হয়ে এসে বসেছেন নিজের চেয়ারে।

ওর ডেপুটি ব্রুম 'গ্রেসি' ফিল্ডস আর হুগো গ্রেকে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে বললেন। বুদবুদে মিটিং বসবে সওয়া নটার সময়।

সব ব্যাপারটা দুজন সহযোগীকে বলার পর ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আমি জানতে চাই ওই বুড়োটা কে, কি করে ঐ ফাইলটা ও পেয়েছিল, এই রকম অত্যন্ত জরুরী ও গোপনীয় ফাইল ওর হাতে এল কি ভাবে, আর কেনই বা সিলিয়ার গাড়িতে ওটা দিল, ও কি সিলিয়াকে চিনত, বা ওর গাড়িটা যে দূতাবাসের সেটা ও ধরে নিল কি করে—? যদি তাই হয়, তাহলে ও আমাদেরই বা বেছে নিল কেন? ইতিমধ্যে খবর নাও দূতাবাসের কেউ ছবি আঁকতে পারে কিনা।

"ছবি আঁকতে?", ফিল্ডস প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ ছবি তৈরী করতে হবে, একটা মানুষের মুখ।"

"আমাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী ছবি আঁকা শেখায় এখানে। লণ্ডনেও বাচ্চাদের বইতে ছবি আঁকতো।"

"খোঁজ নাও। যদি সিলিয়ার সঙ্গে বসে দুজনে মিলে বুড়োটার একটা ছবি খাড়া করতে পারে তো খুব ভাল হয়। এছাড়া আমি নিজে কথা বলব সিলিয়ার সঙ্গে। আরও দুটো কাজ আছে—ঐ বুড়োটা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারে, যদি ওকে দূতাবাসের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখা যায় তাহলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভিতরে আনতে হবে। গেটের

পাহারাদারদের বলে রাখব। তবে এর মধ্যে ঐ ধরনের কিছু করতে গিয়ে যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় তবে করার কিছু নেই। আচ্ছা গ্রেসি পুলিশে কেউ জানাশোনা আছে তোমার?"

এই তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে আগে মস্কো এসেছে গ্রেসি, তার অনেক যোগাযোগও আছে। "আছে একজন, ইন্সপেক্টার নভিকভ। মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়েছি ওকে।"

"ওর সঙ্গে কথা বলো", ম্যাক ডোনাল্ড বললেন, "তবে ফাইলের কথা উল্লেখ করবে না। বলবে ঐ বুড়োটা আমাদের কর্মীদের উত্যক্ত করে, বলে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে। আমরা ওকে খুঁজছি এটা বলতে যে ও যেন ঐভাবে আমাদের কর্মীদের বিরক্ত না করে। ছবিটাও দেখাবে, অবশ্য যদি ছবি আঁকা সম্ভব হয়। কবে দেখা হবে ওর সঙ্গে?"

"নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। ফোন করলে পাওয়া যাবে।"

"বেশ সেই চেষ্টাই করো। তোমরা এদিকটা সামলাও আমি কয়েকদিনের জন্যে লণ্ডন যাব।"

অফিসে ঢোকার মুখে সিলিয়ার ডাক পড়ল এক নম্বর কনফারেন্স রুমে, ডেকে পাঠিয়েছেন স্বয়ং ম্যাক ডোনাল্ড। খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন সিলিয়ার সঙ্গে। প্রায় এক ঘন্টা কথা হবার পর বললেন ঐ ভবঘুরেটার ছবি আঁকানোর ব্যাপারে সিলিয়া একটু সাহায্য করুক।

হুগো, সিলিয়া আর ঐ শিল্পী মহিলা সিলভার টি পেপেক্স তিনজনে মিলে ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা স্কেচ তৈরী করে ফেলল। তিনটে দাঁত স্টীলে বাঁধানো, সেটাও দেখানো হ'ল ছবিতে। সব শেষে সিলিয়া বলল। "হ্যাঁ, সেই লোকটারই ছবি।"

লাঞ্চ খাবার পর জোক ম্যাক ডোনাল্ড একজন দেহরক্ষী নিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। অ্যাটাচি কেসটাব মধ্যে আছে সেই কালা ইশতেহারটা। সাবধান হওয়ার জন্যে একটা সরু ইস্পাতের চেন দিয়ে বাঁ কবজিতে বেঁধে নিলেন, আর একটা বর্ষাতি পরে চেনটা ঢেকে নিতে ভোলেন নি। দূতাবাসের বাইরে একটা রুশ চৈকা গাড়ি দেখে একটু সাবধান হলেন ম্যাক ডোনাল্ড। কিন্তু ওই গাড়িটা অপেক্ষা কবছিল লাল রঙের রোভার গাড়িটার জন্যে।

যথা সময়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠে পড়লেন ম্যাক ডোনাল্ড।

ওয়াশিংটন, এপ্রিল

দেবদূত গ্যাব্রিয়েল যদি ওয়াশিংটনে অবতরণ করে সোভিয়েত দূতাবাসের কেজিবি প্রধানকে রাশিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সি.আই.এ.-এর গুপ্তচর হয়ে কাজ করতে অনুরোধ করতেন, তাহলে কর্ণেল স্তানিস্লাভ আন্দ্রোসভ রাজী হতে দ্বিধা করত না।

তবে হয়ত বলত, "অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের সোভিয়েত ডিভিশনের সঙ্গে যুক্ত পাল্টা গুপ্তচর দলের প্রধান করা হয় তবেই রাজী।"

প্রত্যেক গুপ্তচর বিভাগের একটা করে পাল্টা গুপ্তচর সংস্থা থাকে। এদের কাজ হ'ল প্রত্যেকের ওপর নজর রাখা।

যারা দলত্যাগ করে অন্য দেশের হয়ে কাজ করতে চায় এদের যাচাই করার কাজ এই পাল্টা গুপ্তচর সংস্থার। কেউ দুমুখো নীতি নিয়ে আসছে কি না, বা সত্যিই কাজের লোক কিনা তার বিচারের ভারও এদের হাতে।

আর এই সব কাজ করার জন্যে পাল্টা গুপ্তচর সংস্থার ক্ষমতা অসীম, সর্বত্র যাতায়াত করা, যে কোন কাগজপত্র দেখতে পাওয়ার অধিকার এদের আছে। আর এই কারণেই কর্ণেল আন্দ্রোসভ এই সংস্থার প্রধান হতে চাইবে।

জুলাই মাসে অ্যালড্রিক হার্জেন আমেস এস-ই ডিভিশনের সোভিয়েত পাল্টা-গুপ্তচর সংস্থার প্রধানের পদ পেয়েছিলেন. ফলে সর্বত্র সব কিছু দেখার ক্ষমতা ওঁর ছিল।

১৬ই এপ্রিল, টাকা পয়সার দারুণ অভাবে পড়ে অ্যালড্রিক ওয়াশিংটনের ১৬নং রাস্তায় সোভিয়েত দূতাবাসে কর্নেল আন্দ্রোসভের সঙ্গে দেখা করে রাশিয়ার হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করার প্রস্তাব দিলেন। বিনিময়ে চাই পঞ্চাশ হাজার ডলার।

কিছু খাঁটি খবরও এনেছিলেন। তিনজন রুশের নাম বললেন যারা সি.আই.এ-র হয়ে কাজ করতে চেয়েছিল। রফা হল।

দুদিন পরে উনি টাকাটা পেলেন এবং তিনিই বোধ আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ও জঘন্য বিশ্বাসঘাতক হিসেবে কাজ শুরু করলেন।

দুটো রহস্য বেশ বিচলিত করেছিল ওঁর নিয়োগ কর্তাদের। এরকম একটা বাজে মার্কা, অকেজো, মাতাল অত উঁচু পদে উঠল কি করে, আর দ্বিতীয়তঃ ডিসেম্বর মাস থেকেই সি.আই.এ জানতে পেরে গিয়েছিল ওদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে, তাসত্ত্বেও আরও আট বছর কেউ ওঁব স্বরূপ জানতে পারেনি। দ্বিতীয় রহস্যটার অনেকগুলো দিক ছিল। অযোগ্যতা, আলস্য, আত্মসন্তুষ্টি এত বেশি মাত্রায় চলে এসেছিল সি.আই.এ-তে, যার ফলে বিশ্বাসঘাতকটির ভাগ্য প্রসন্ন হয়েই ছিল, সবশেষে অ্যাঙ্গেলটনের কথা কেউ ভোলে নি।

এক সময়ে পাল্টা গুপ্তচর সংস্থাব প্রধান ছিলেন অ্যাঙ্গেলটন —খ্যাতির শিখরেও যেমন উঠেছিলেন, তেমনি বিদায় নেন বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধাবণাজনিত পাগলামীব শিকার হযে। এই বিচিত্র মানুষটির মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে ল্যাঙ্গলেতে কে.জি বি-ব একটা ছুঁচো গুপ্তচর ঢুকে বসে আছে, যার সাংকেতিক নাম সাসা। এই কাল্পনিক গুপ্তচরটি সন্ধান করতে গিযে তিনি অনেক সৎ অফিসারের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

আব প্রথম রহস্যটির উত্তরে মাত্র দুটি শব্দ বলা যায—কেন্ মুলগ্রিউ।

বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে টানা ২০ বছর অ্যালড্রিন ল্যাঙ্গলের বাইরে তিনটে জায়গায় কাজ করেছিলেন। তুরস্কে তাঁর সংস্থার প্রধান একেবাবে অকেজো মনে কবতেন। প্রবীণ ডিউই ক্লারিজ প্রথম থেকেই অ্যালড্রিনকে অপছন্দ করা শুরু করেন।

নিউইয়র্কে থাকাকালীন তাঁর ভাগ্য বেশ প্রসন্ন ছিল। অ্যালড্রিন আসার আগে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধঃস্তন মহাসচিব আরকেভি শেভচেঙ্গো কাজ করত সি.আইএ-র হয়ে। শেষে শেভচেঙ্কো স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে থেকে যায় আমেরিকাতেই। এর পেছনে কাজ করেছিল অ্যালড্রিনের পাকা মাথা। এই সময়ে কিন্তু উনি বেশ বড় দরের মদ্যপ হয়ে উঠেছিলেন।

মেক্সিকো ছিল তাঁর তৃতীয় কর্মক্ষেত্র। এখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন সব কাজে। যখন তখন মদ খাওয়া, যাকে তাকে গালাগাল দেওয়া, মাঝে মাঝে পুলিশ ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দিত। রুশ দূতাবাসের পাল্টা-গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ইগর সুরিগিনের সঙ্গে প্রায়ই তাকে মদ্যপান করতে দেখা যেত।

বিদেশে তাঁর কাজ কর্ম এতই খারাপ ছিল কাজের মূল্যায়ন করার পর ২০০ জনের মধ্যে তাঁর স্থান হয়েছিল ১৯৮-এ।

সাধারণতঃ এই ধরনের যার বদনাম তার উন্নতি হয় না চাকরীতে। ৮০-র দশকের গোড়ার দিকে সব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা ক্যারি জর্ডন, ডিউই ক্লারিজ, মিল্টন বিয়ারডেনেরা এঁকে

অপদার্থ মনে করতেন। আর সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন কেন্ মুলগ্রিউ, উনি হয়ে ওঠেন অ্যালড্রিনের বন্ধু ও রক্ষক।

আসলে দুজনের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছিল মদ্যপানকে কেন্দ্র করে। উনি অ্যালড্রিনের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। দুজনেই মনে করতেন দপ্তর তাঁদের দুজনের প্রতিই বেশ অকরুণ এবং অন্যায় করছে। কিন্তু ওঁদের এই ধারণাটা ভুল ছিল, যার ফলে পরে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু হয়।

লিওনিদ জাইৎসেভ,ওরফে খরগোশ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, কিন্তু ও যে মরতে চলেছে সেটা বুঝতে পারছিল না।

কর্নেল গ্রিশিন এটা জানেন যে, মানুষ ব্যথা পেলে অনেক কিছুই কবুল করে। লিওনিদ অন্যায় করেছে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবেই। তবে মৃত্যুর আগে ব্যথার স্বাদটা ঠিক মতো পেতে হবে ওকে।

সারাদিন ধরে জেরা করার পর মোটামুটি কাহিনীটা জানা হয়ে গেছে গ্রিশিনের। মারধোর করতে হয়নি, কারণ খরগোশ সব কথা অকপটে স্বীকার করেছিল। শেষে বিশ্বাসই করতে পারছিল না গ্রিশিন যে ইংরেজের দেওয়া বিয়ারের বিনিময়ে অ্যালড্রিন এ-কাজটা করেছে। চারজন বিশ্বাসী লোককে পাঠিয়ে দিল সিলিয়ার ওপর নজর রাখতে।

ঠিক তিনটের পর পাহারাদারদের কিছু নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রিশিন। ও যখন দূতাবাসের চৌহদ্দী ছেড়ে যাচ্ছিল। তখন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা বিমান পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল।

চারজনে খরগোশকে নিয়ে পড়েছিল, পা বাঁধার তখন আর দরকার ছিল না। ঘুষি আর লাথি খেয়ে ওর কিডনী, লিভার, প্লিহা সব ফেটে গেছে। ধুঁকছে। দুবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আবার পেটানো শুরু হয়েছিল। এক সময়ে খরগোশের চোখটা ছোট হয়ে এল, ও দেখতে পাচ্ছিল একটা অন্ধকার বিশাল গলি পার হয়ে আলোর জগতে প্রবেশ করেছে, সেখানে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া সহজ হয়ে এসেছে আগের চেয়ে। তারপর হঠাৎ সেই আলো আর বাতাস চিরকালের মতো নিভে গেল।

ওয়াশিংটন, জুন

পঞ্চাশ হাজার ডলার নগদে যেদিন পেল, তার ঠিক দুমাস পরে অ্যালড্রিক আমেস সি. আই.এ.-র অপারেশন ডাইরেক্টোরেটের এস-ই-ডিভিশানটার প্রায় সর্বনাশ করে ছেড়ে দিল।

লাঞ্চ খাবার আগে চরম গোপনীয় ৩০১টা ফাইলগুলো হাতিয়ে নিল। প্রায় ৭ পাউণ্ড ওজনের ফাইলগুলো দুটো প্লাস্টিকের বাজার করার থলেতে পুরে, নিচে নেমে এল। ওর পরিচয় পত্রটা দেখে কোন প্রহরীই একটা কথা বলল না, এমন কি ব্যাগদুটোকেও সার্চ করল না।

বেশ দূরে একটা হোটেলে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল কর্ণেল আন্দ্রোপভের পাঠান লোকটি। সাধারণ একজন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ, নাম চুভাখিন।

ব্যাগ দুটো ওর হাতে তুলে দিল অ্যালড্রিক, টাকা-পয়সা চাইল না, কারণ ও জানে যে একবার যথাস্থানে ওটা পৌঁছে গেলে টাকা-পয়সা আসতে দেরী হবে না।

ব্যাগগুলো যখন প্রথম প্রধান ডাইরেক্টোরেটের ইয়াজেনেভো সদর দপ্তরে পৌঁছল তখন দারুণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। কর্তা-ব্যক্তিরা নিজেদের চোখকেই অবিশ্বাস করছিল ফাইলগুলো পড়ার সময়।

রাতারাতি আন্দ্রোসভ নয়নের মণি হয়ে গেল আর অ্যালড্রিক পৃথিবীর সেরা সম্পদ। অ্যালড্রিকের সাংকেতিক নাম দেওয়া হ'ল কোলোকোল অর্থাৎ ঘন্টা। আর ঐ ফাইলের ভিত্তিতে কাজ করার জন্যে দলটাকে বাছা হ'ল তার নাম দেওয়া হ'ল কোলোকোল গোষ্ঠী।

সি.আই.এ.-র এক অফিসার পরে বলেছিল যে, কে.জি.বি বিরোধী পঁয়তাল্লিশটা অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায় গ্রীষ্মকালের পর। আর ঐ ৩০১টা ফাইলে যে সব নাম করা সি.আই.এ.-র এজেন্টের উল্লেখ ছিল। তারা বসন্তকালের পর থেকে আর কাজ পায়নি।

বাজারের ঐ থলি দুটোতে যেসব ফাইল ছিল তা থেকে জানা গিয়েছিল যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একই ডিভিশনের অন্ততঃ চোদ্দজন কাজ করছে। তারা সবাই সেরা এজেন্ট।

পাল্টা গুপ্তচর সংস্থার একজন গোয়েন্দা বলেছিল যে তাঁর দলে একটা ছুঁচো-গুপ্তচর আছে, যাকে বোগোটাতে বহাল করা হয়, মস্কোতে কিছু কাল কাজ করার পর এখন আছে লাগোসে। সে একাজটা দ্রুত সেরে ফেলবে—এই ৩০১টা ফাইলের রেকর্ডগুলো পরীক্ষা করে দেখার কাজটা।

চোদ্দজনের মধ্যে একজন দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশের এজেন্ট। আমেরিকানরা তার নাম জানতে পারেনি কিন্তু যেহেতু লণ্ডন লোকটাকে ল্যাঙ্গলের হাতে তুলে দিয়েছে, তাই খোঁজ-খবর পেতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ও ছিল কে.জি.বি-র এক কর্ণেল, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ওকে বহাল করা হয় ডেনমার্কে, সে বারো বছর ধরে ব্রিটিশদের প্রভূত সাহায্য করেছে। সামান্য সন্দেহ হতে শুরু করায় তাকে লণ্ডন থেকে মস্কোতে ফিরিয়ে নেওয়া হলেও এক বছরের জন্যে লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল আবার। অ্যালড্রিক এখন যে-সব ফাইল এনেছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে ঐ কর্ণেলের উপর সন্দেহটা অমূলক ছিল না। লোকটার নাম কর্ণেল ওলেগ গরদিয়েভস্কি।

চোদ্দজনের মধ্যে আর একজনের ভাগ্য ভাল ছিল, তার নাম সেরগেই বোখান সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বিভাগের এক অফিসার, কর্মক্ষেত্র ছিল এথেন্সে। তাকে হঠাৎ মস্কোয় ডেকে পাঠানো হ'ল ছেলের মিলিটারী আকাদেমীতে পড়া শোনার ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দিচ্ছে বলে। কিন্তু ছেলে যে লেখাপড়া বেশ ভাল করছে এটা মাত্র কয়েকদিন আগেই জেনেছিল বাবা। তাই তার মনে সন্দেহ হওয়ায় ইচ্ছে করে প্লেন ধরতে না পারার জন্যে যেটুকু সময় হাতে পেল তাতে সি.আই.এ.-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বুঝতে পারল ছেলের পড়াশোনার ব্যাপারটা ভাঁওতা। সি.আই.এ. তাকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বাকী বারো জনকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এবং বিদেশে গ্রেপ্তার করা হয়। নানা অজুহাতে মস্কোতে ডেকে এনে প্রচুর জেরা করার পর সবাই তাদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। দুজন দাস-শিবির থেকে পালিয়ে চলে যায় আমেরিকা। বাকী দশ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

জোক ম্যাক ডোনাল্ড লণ্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে সোজা চলে গেলেন ভক্সল ক্রশের গুপ্ত গোয়েন্দা পরিষেবার সদর দপ্তরে। স্নান, খাওয়া, ঘুম পরে হবে, আগে কাজ সারা দরকার।

হিথরো সরকারী গাড়ি সমেত একজন শিক্ষানবীশ অফিসার অপেক্ষা করছিল। আয়রণ সেফে ফাইলটা পুরে দিয়ে বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন ম্যাক ডোনাল্ড।

"কিছু পান করবেন?", তরুণ অফিসার জেফ্রে মার্চ ব্যাঙ্ক জানতে চাইলো। ম্যাক ডোনাল্ড বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাজী। আলমারী থেকে অনেক চিন্তা করে স্কটল্যাণ্ডের

ম্যাকাল্লান মদের বোতলটা বের করল, কারণ মার্চ ব্যাঙ্ক জানে যে ম্যাক ডোনাল্ড স্কটল্যাণ্ডের লোক।

"আসবেন খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু কারণ জানতে পারি নি। বলুন, শুনি।"

মার্চ ব্যাঙ্ককে আদ্যোপান্ত সব ঘটনাটা বললেন ম্যাক ডোনাল্ড। দলিলটা সত্যিও হতে পারে, আবার উচ্চস্তরের জালিয়াতিও হতে পারে। মার্চ ব্যাঙ্ক যেহেতু রুশ ভাষা জানে না, তাই ম্যাক ডোলাণ্ড ওর ইংরিজী অনুবাদ করার দায়িত্ব নিলেন।

পরদিন সকাল দশটায় অফিসে এসে মার্চ ব্যাঙ্ক দেখে অনুবাদ তৈরী। কফি খেতে খেতে পড়ছিল, সামনে বসে ম্যাক ডোনাল্ড। কিছুটা পড়ার পর মার্চ ব্যাঙ্ক মুখ তুলে বলল, "লোকটা নিশ্চই পাগল।"

"হ্যাঁ, এটা যদি কোমারভের নিজের লেখা হয়, তবে পাগল বৈকি। আর তা যদি না হয়, তবে অত্যন্ত বাজে ব্যাপার। কিন্তু বিপদটা থেকেই যাচ্ছে। "

"পড়ে চলো।"

পড়া শেষ হলে মার্চ ব্যাঙ্ক বলল, "এটা জালিয়াতিই মনে করতে হবে, কারণ, এটা কারুর মাথায় এলেও লিখে কেউ রাখবে না।"

"আবার এটাও তো হতে পারে যে, এটা লেখা হয়েছে নিজেদের খুব অন্তরঙ্গ অন্ধ-বিশ্বাসীদের জন্যে"। ম্যাক ডোনাল্ড মন্তব্য করলেন।

"তাহলে কি চুরী করে আনা?"

"হতে পারে। আবার জালও হতে পারে। কিন্তু ওই ভবঘুরেটা কে আব কী করেই বা এটাকে পেয়েছিল? কিছুই জানি না আমরা।"

মার্চ ব্যাঙ্ককের মনে হ'ল, এটা যদি জাল হয়, তবে এটা নিয়ে যত পরিশ্রমই করা হোক না কেন, সব বিফলে যাবে, দুঃখ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। আর যদি সত্যি হয়, তাহলেও চরম দুঃখের ব্যাপার।

"মনে হচ্ছে, এটা কন্ট্রোলার, বা দরকার পড়লে বিভাগীয় প্রধানকে দেওয়া উচিত এটা।"

পূর্ব গোলার্ধেব কন্ট্রোলার ডেভিড ব্রাউনলো ওদের সঙ্গে দেখা করলেন দুপুর বারোটায় আর তারপর প্রধান তাঁর খাস দপ্তরে ডেকে পাঠালেন এদের।

ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনী: প্রধান স্যার হেনরী কুম্বস, বয়স যাটের একটু কম, এই বছরেই তাঁর চাকরী শেষ হবে। ইনিও আর সবাকার মতো খুব সামান্য পদ থেকে এত উঁচুতে উঠে এসেছেন শুধু দক্ষতার গুণে। সি.আই.এ.-তে বড় কর্তার নিয়োগ হয় রাজনৈতিক মাপকাঠির বিচারে, ফলে বেশির ভাগই এমন লোক ঐ পদ পায় যে খুব একটা দক্ষ নয় বিপরীতে ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা এস.আই.এস—প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল তিরিশ বছর আগে যে একমাত্র অত্যন্ত দক্ষ লোক ছাড়া প্রধানের পদে অন্য কাউকে নেওয়া না হয়।

হেনরী কুম্বস তেমনি একজন দক্ষ বড় কর্তা। দ্রুত ইশ্‌তেহারটা পড়ে নিয়ে, জোককে বললেন কষ্ট করে আবার পুরো ঘটনাটা জানাতে।

সব শোনার পর একটি সিদ্ধান্তে সবাই একমত হলেন—জানতে হবে ইশতেহারটা সত্যি কিনা।

"তোমার কি ধারণা জোক?"

ম্যাক ডোনাল্ড কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এইসব গোপন কথা ও পরিকল্পনা কেউ কি লিখে রাখতে পারে? মানুষ নিজের ব্যক্তিগত ডাইরী যে কথা স্বীকার করার নয় সেগুলোও কেন লিখে? খুব অন্তরঙ্গ গোপন কথা কেন লেখে? হয়ত খুব ঘনিষ্ঠ লোকেদের জানাবার জন্যে

লিখিত বিবরণের দরকারে এটা লেখা হয়েছে। আবার এটাও সম্ভব এই কোমারভের সর্বনাশ করার জন্যে কেউ এটা তৈরী করেছে।”

“হয়ত তোমার কথা ঠিক”, স্যার হেনরী বললেন, “কিছুই সঠিকভাবে আমরা জানিনা। তবে এটা ঠিক এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করা একান্ত জরুরী। কেন ও কেমন করে লেখা হ'ল? আর এটা কি সত্যিই ইগর কোমারভের লেখা? তবে এটা যদি সত্যি হয় তবে তো সর্বনাশ হবে, কারণ কোমারভ ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে কি হবে? এখন জানতে হবে কিভাবে চুরী হ'ল, কে চুরী করল, আর কেনই আমাদের গাড়িতে এটা ফেলে দিয়ে গেল? না, কি সবটাই একটা বড় ধরনের জোচ্চুরী?” এগুলোর উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এই ফাইল নিয়ে কিছুই করা ঠিক হবে না। এ সব করার দায়িত্ব কিন্তু তোমার জোক—কী ভাবে করবে সেটা তোমার ব্যাপার।”

“আমি আজই মস্কো ফিরে যাবো স্যার।”

“না, না, দু-একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে তবে যেও।”

বিশ্রাম নেবার কোন সময় পেল না ম্যাক ডোনাল্ড। মার্চ ব্যাঙ্কের অফিসে ওর জন্যে একটা খবর পৌঁছেছিল মস্কো থেকে। মস্কোতে সিলিয়ার ফ্ল্যাটে তল্লাশী হয়েছে। ঘরে ফিরে দেখে দুজন লোক ওর ঘরে সব জিনিস ওলোট-পালোট করে খুঁজছে। ওরা সিলিয়াকে চেয়ারের পায়া দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে পালিয়ে গেছে।

এবার কি হবে?

ওয়াশিংটন, জুলাই

অনেক সময় এমন গোপন তথ্য আসে তৃতীয় হাত ঘুরে গুপ্তচর বিভাগে, যার পিছনে ছুটে সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই হয় না।

ইউনিসেফের এক মার্কিন স্বেচ্ছাকর্মী দক্ষিণ ইয়েমেনে কাজ করছিল, যে প্রজাতন্ত্রটিতে মার্কসপন্থী-লেনিনপন্থী শাসনব্যবস্থা ছিল, যেটা ওই স্বেচ্ছাকর্মীর একটুও পছন্দ হত না। ও ছুটিতে নিউইয়র্কে এসে এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিল, যে এফ.বি.আই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করে।

এডেনের একটা হোটেলে বসে ঐ স্বেচ্ছাকর্মী একদিন গল্প করছিল মস্কো দক্ষিণ ইয়েমেনকে কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য দেবে। কথা হচ্ছিল এক রুশ সেনাবাহিনীর মেজরের সঙ্গে।

ইয়েমেন আগে ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ঐ রুশ মেজর আরবী জানত না, সে ইয়েমেনের লোকেদের কথা বলত ঐ ঔপনিবেশিক ভাষা ইংরাজীতে। ইয়েমেন আমেরিকানদের পছন্দ করে না, তাই স্বেচ্ছাকর্মী নিজেকে সুইজারল্যাণ্ডের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল।

রুশ মেজরটি নেশার চোটে নিজের দেশের কথা বলতে লেগেছিল—দেশের নেতৃত্বে সংকট, দুর্নীতিতে ভরে গেছে দেশ, অপরাধের ছড়াছড়ি। আর দেশ নিজের লোকেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখার চেয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে আধিপত্য জমাবার ব্যাপারটাকে।

এইসব কথা হবার পর ঐ স্বেচ্ছাকর্মী হয়ত এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত না, যদি না একজন এফ.বি.আই গোয়েন্দা এটা নিউইয়র্কের সি.আই.এ.-তে কর্মরত তার এক বন্ধুকে বলতেন।

ঐ সি.আই.এ. কর্মীটি, নিজের দপ্তরের প্রধানের সঙ্গে কথা বলার পর ঐ স্বেচ্ছাকর্মীকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে ঢালাও মদ খাবার ব্যবস্থা করল। তারপর ওকে খোঁচাবার জন্যে বলতে শুরু করল রুশরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাইছে, বিশেষ করে আরব দেশ গুলোর সঙ্গে।

ইউনিসেফের স্বেচ্ছাকর্মী দেখাতে চাইল রুশদের ব্যাপারটা ও বেশি ভাল জানে—রাশিয়ানরা আরবদের ঘেন্না করে। আস্তে আস্তে কথা বেরিয়ে এল যে রাশিয়ায় একটা বড় মাপের সামরিক উপদেষ্টা দল চরম হতাশায় ভুগছে এবং ইযেমেন প্রজাতন্ত্রে তাদের থাকার ও তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। বিশেষ করে একজন মেজরের নাম করল, যে এই ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করছে না। লোকটা বেশ লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন, মুখটা এশিয়াবাসীদের মতো, নাম সোলোমিন।

খবরটা ল্যাঙ্গলেতে পৌঁছল এবং এস-ই ডিভিশনের প্রধান এই নিয়ে আলোচনা করলেন ক্যারী জর্ডনের সঙ্গে

তিন দিন পরে ক্যারী জর্ডন কথা বললেন জেসন মঙ্কের সঙ্গে, বললেন, "ব্যাপারটা হয়ত কিছুই নয়, আবার ব্যাপারটা বিপজ্জনকও হতে পারে। তুমি কি মনে করছ,—যাবে দক্ষিণ ইয়েমেনে, কথা বলবে ঐ সোলোমিনের সঙ্গে?"

আবব দেশসমূহের ব্যাপারে জড়িত গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলল জেসন, দক্ষিণ ইয়েমেনে দাঁত ফোটানো কষ্টকর ব্যাপার। আমেবিকা একেবারেই সহ্য করতে পাবে না ইয়েমেনে কমিউনিস্ট সরকাব হোক, আব রাশিয়া ততটাই প্রবলভাবে চাইছে ওটা কবতে অথচ ইয়েমেনে রুশরা ছাড়াও আবও বহু ইউবোপীয় সম্প্রদায় আছে।

এডেন থেকে ব্রিটিশদের সবে আসতে হলেও, অন্যভাবে ওখানে জাঁকিয়ে বসেছে। নানা ব্যবসাতে, সবকারী নোট ছাপাবার ব্যাপারে এমন কি বিস্কুট কাবখানাও খুলে রমরমা ব্যবসা চালাচ্ছে ব্রিটিশরা। ওদের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে সাহায্য করছে। শিশুদের সুরক্ষার জন্যে ব্রিটিশ দাতব্য প্রতিষ্ঠান ওষুধপত্র বিলি করছে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘেব মাত্র তিনটি শাখা ঢুকতে পেবেছে ইয়েমেনে—এফ এ ও সাহায্য করছে কৃষিকর্মে, ইউনিসেফ পথ শিশুদেব নিযে আব ডবল্যু এইচ ইউ নানারকম স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করেছে।

বিদেশী ভাষা যত ভালই কেউ জানুক না কেন, সেই দেশের লোকেদেব কাছে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাই জেসন ঠিক কবল ব্রিটিশ সাজা ঠিক হবে না, এমন কি ফরাসী সাজাও চলবে না।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ চলে মূলতঃ আমেবিকাব অর্থ সাহায্যে, তাই জেসন এফ এ ও-এর ইন্সপেক্টর সেজে একমাসের ভিসা নিয়ে এডেনে চলে এল। ওর এখনকার ছদ্মনাম —এস্তেবেন মার্টিনেজ ল্লোরকা। মাদ্রিদ ওকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিলো।

তাড়াতাড়ি করেও ২০শে জুলাইয়েব আগে জোক ম্যাক ডোনাল্ড হাসপাতালে গিয়ে সিলিয়া স্টোনের সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সিলিয়া মোটামুটি সব বলল।

সন্ধ্যে বেলায় যখন বাড়ি ফিরেছিল তখনো কেউ তাকে অনুসরণ করে নি। তারপর ও ডিনার খেতে বেরিয়েছিল, কানাডা দূতাবাসের এক বান্ধবীর নিমন্ত্রণ রাখতে। ফ্ল্যাটে ফেরে রাত

সাড়ে এগারোটা আন্দাজ। চোরগুলো বোধ হয় ওর তালায় চাবী লাগানোর শব্দ শুনে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ যখন ও ভিতরে ঢোকে, কোথাও কোন গণ্ডগোল ছিল না। বসার ঘরের আলো জ্বেলেছিল, ওখান থেকে শোবার ঘরটা দেখা যায়। ও তো আলো জ্বালিয়ে গিয়েছিল, নিভলো কি করে? হয়ত বাল্বটা কেটে গেছে।

সিলিয়া এগোতে যাবে, এমন সময় অন্ধকার ঘর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে ওর মাথায় আঘাত করে। লোকদুটো ওকে ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে যায়। সিলিয়া কোন রকমে টেলিফোনের কাছে গিয়ে প্রতিবেশীকে ফোন করে, এবং তারপরই অজ্ঞান হয়ে যায়। বাকীটা কিছুই মনে নেই।

কর ম্যাক ডোনাল্ড ঐ ফ্ল্যাটে গেল। রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র মন্ত্রকে অভিযোগ দায়ের করেছেন, যার ' বেশ সোরগোল শুরু হয়ে গেছে মস্কোতে। তদন্তকারী অফিসার পাঠানো হয়েছে ব ফ্ল্যাটে। শিগ্‌গীরই রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

"না, ন পাঠানো খবরে একটা ভুল ছিল। সিলিযাকে চেয়ারের পাযা দিযে মারা হয়নি, বিশ্ল একটা ছোট চীনে মাটির মূর্তি দিয়ে। মূর্তিটা টুকরো টুকরো হযে গেছে, ধাতুর হলে খবর য়ার মাথাটা ঐ ভাবে ভেঙ্গে যেত।

দুজন রুশ গোয়েন্দারা তখনও সিলিয়ার ফ্ল্যাটে ছিল। কোন রুশীয় গাড়িকে ভিতরে ঢুকতে দি দেওয়া হয় নি, তার মানে এরা পায়ে হেঁটে এসেছে।

সিলিযার ফ্ল্যাটের দরজা জোর করে খোলা হযনি, তার মানে চোরেদের কাছে চাবী ছিল। ডলারের সন্ধানে এসেছিল মনে হচ্ছে ম্যাক ডোনাল্ড গোয়েন্দাদের কথায সায় দিল।

কিন্তু মনে মনে ও ভাবছিল অন্য কথা। ওবা চোব ছিল না। ব্ল্যাকগার্ডের লোক, আবার স্থানীয কুখ্যাত অপরাধীদের দিয়ে কেউ কাজটা কবিয়ে থাকতে পাবে। মস্কোব সিঁধেল চোরবা সাধারণত বিদেশী কুটনীতিবিদদেব বাড়িতে চুরী-টুবী করতে ঢোকে না। তল্লাশী চালাবাব পব জানা গেল, পাকা হাতেব কাজ, কিছুই চুরী যায়নি, এমন কি নকল গয়নাও না। মানে তারা যেটা খুঁজছিল সেটা পায় নি। ম্যাক ডোনাল্ড খুবই অশুভ আশংকা করতে লাগল।

দূতাবাসে ফিবে ম্যাক ডোনাল্ড পাবলিক প্রসিকিউটারের দপ্তবে ফোন করে বলল যারা সিলিয়াব ফ্ল্যাটে তদন্ত করছে, তাদেব সঙ্গে কথা বলতে চায়। ইন্সপেৃর চেরনভ এল বিকেল তিনটের সময।

"হয়ত আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি", ম্যাক ডোনাল্ড বলল।

ইন্সপেক্টারের চোখ কপালে উঠল—"আমি কৃতজ্ঞ থাকবো আপনাব কাছে।

"আমাদের ঐ মিস স্টোন, আজ সকালে বেশ ভালই আছে। আগের চেয়ে অনেক ভাল।"

"গভীব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি", ইন্সপেক্টার আবার মাথা ঝোকাল।

"মানে মিস স্টোন একজন আততায়ীব মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতে পেরেছেন। হল ঘরের আলোতে দেখতে পান।"

"কিন্তু উনি যে প্রথম বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তো সে-কথা বলেননি।"

"এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় স্মৃতি শক্তি বেশ দেরীতে ফেরে। আপনি তো কাল বিকেলে মিস স্টোনকে দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ, চারটের সময়, উনি জেগেই ছিলেন। কিন্তু তখনো বোধহয় ঝিমুনি ভাব ছিল।

আজ মাথা পরিষ্কার কাজ কবছে। জানেন, আমাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী ছবি আঁকতে *পারেন, তিনি আর মিস স্টোন মিলে* একটা ছবি খাড়া করেছেন।"

স্কেচটা এগিয়ে দিল ইন্সপেক্টারের হাতে। ওর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "দারুণ কাজ দেবে এটা। এটা আমি চুরী স্কোয়াডের হাতে তুলে দেব। লোকটার বয়স হয়েছে অতএব দপ্তরে ওর রেকর্ড থাকবে।" ইন্সপেক্টার উঠে চলে গেল. এবং সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

লাঞ্চ খাবার সময় সিলিয়া আর ঐ মহিলা শিল্পীকে নতুন গল্পটা শুনিয়ে রাখা হ'ল, ইন্সপেক্টার যদি আসে তবে এটাই বলতে হবে। ইন্সপেক্টার কিন্তু আসেনি।

চোর স্কোয়াডের কেউ তখনো ছবির ঐ মানুষটাকে দেখেনি। মস্কোর নানা দেওয়ালে ওর ছবি টাঙ্গিয়ে দিল পুলিশ।

মস্কো, জুলাই

অ্যালড্রিক আমেসের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রচুর গোপনীয় তথ্য পেয়ে কে.জি.বি. অসাধারণ তৎপরতায় কাজে নেমে গেল।

গুপ্তচর বৃত্তির এই 'সেরা খেলায়" একটা নিয়ম আছে যা কিছুতেই ভাঙ্গা যায় না, যদি কোন সংস্থা এমন একজন অমূল্য "সম্পদ"-কে পেয়ে যায় যে শত্রুর ভিতরের সব কথা জানে, এবং সেই পরিবেশেই আছে, তবে তাকে সব রকমে রক্ষা করা কর্তব্য। যখন এই "সম্পদ" দলের সঙ্গে প্রতারণাকারীদের নামগুলো জানিয়ে দেয় তখন তাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে তুলে আনা হয় গ্রেপ্তাব করার জন্যে।

তবে যদি ঐ "সম্পদ" বিপদ এড়িয়ে বেশ নিরাপদ এলাকায় চলে গিয়ে থাকে তাহলে ঐ ধবনের প্রতাবকদের এক সঙ্গে তুলে আনা হয়। তা না করলে ব্যাপারটা সবাই জেনে যাবে।

আব যেহেতু অ্যালড্রিক আমেস সি আই এ-র খুব কাছে ছিল তাই ডাইরেক্টোরেটের প্রথম প্রধান ঐ দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাকারী চোদ্দজনকে খুব ধীবে ধীবে জালে ফাঁসিয়ে ধরে আনছিলেন। আর এক্ষেত্রে শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিখাইল গর্বাচেভই কর্তত্ব করে গেলেন।

ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া তথ্য থেকে কোলোকোল গোষ্ঠী বুঝতে পারল যে ঐ চোদ্দজনের মধ্যে কয়েকজনকে এখুনি সনাক্ত করা যাচ্ছে, বাকীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। যাদেব এখনি গ্রেপ্তাব কবতে হবে তারা সব বিদেশে, সাবধানে ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে দেশে।

কোলোকোল গোষ্ঠীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাইরেক্টোরেটের দ্বিতীয় প্রধানকে এর মধ্যে টানা হবে না। বিদেশে অভিযোগ চালানোর অভিজ্ঞতা থাকলেও মস্কোতে যে তাদের অনেক অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে এটা ওরা বুঝতে পারেনি।

ঠিক করলো প্রথম কাজ শুরু হবে "ব্রিটিশ" এজেন্ট কর্ণেল ওলেগ গরদিয়েভস্কিকে দিয়ে। কারণ ওর ওপর দীর্ঘকাল ধরে নজর রাখার পব ওকে সন্দেহ করতে শুরু করা হয়েছে। কর্ণেল পদ মর্যাদার যে কে.জি.বি দিয়েছে, সেটা পুরোমাত্রায় মিলে যায় ওলেগের সঙ্গে, আর সেটাই তার অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ কেনো নজর রাখার পর দেখা গেল, নীট ফল শূন্য-ওলেগ বোকা ছিল না, আব সে এটা বুঝতে পারছিল তার সময় ঘনিয়ে আসছে। ওর মস্কো ফেরা উচিত হয়নি, লণ্ডনের বন্ধুদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওখানেই থেকে যাওয়া উচিত ছিল, আর মনে মনে তো ও দলত্যাগী হয়েছে সেই বারোবছর আগে থেকে।

ব্রিটিশরা ওকে শিখিয়ে দিয়েছিল বিপদে পড়লে কি করতে হবে—একটা ফোন বা টেলিগ্রামে জানাতে হবে "আমি বিপদগ্রস্ত, এখনই সাহায্য চাই।" এবারে ওলেগ তাই করল।

ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থা ঠিক করল ওলেগকে মস্কো থেকে বের করে আনতে হবে, তবে এতে দূতাবাসের সাহায্য চাই।

ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা আছে চাইলেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারার। মিসেস থ্যাচারকে ওলেগের কথাটা বলতেই উনি চিনতে পারলেন। গত বছর মিখাইল গর্বাচভ যখন লণ্ডনে এসেছিলেন তখন ওই ওলেগ দোভাষীর কাজ করেছিল। সব শুনে প্রধানমন্ত্রী মত দিলেন ওলেগকে উদ্ধার করে আনার জন্যে।

এক ঘন্টার মধ্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব ও রাষ্ট্রদূতকে হুকুম দিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯শে জুলাই সকাল বেলায় দূতাবাসের গেট খুলে গেল এবং একের পর এক গাড়ি বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

কে.জি.বি-র নজরদাররা একটু হতভম্ব। তাদের নজরদারী গাড়িগুলো ব্রিটিশদের গাড়িগুলোকে অনুসরণ করতে দেরী করল না। কিন্তু ব্রিটিশ দূতাবাসের গাড়িগুলো এলোমেলো ভাবে বিভিন্ন দিকে যেতে শুরু করার ফলে রুশদের অতগাড়ি ছিল না যে প্রত্যেকটি দিকে গাড়ি পাঠায়। সব শেষে দুটো একই ধরনের ফোর্ট ট্রানজিট গাড়ি বেরিয়ে এল। এদের অনুসরণ করার মতো গাড়ি রুশদের না থাকায় ফৌজগুলো নিজের মতো করে এগোতে লাগলো। ওলেগ সকালে জগিং করছিল, একটা ফোর্ড গাড়ির পাশে যেতেই ভিতর থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওলেগ, উঠে পড়।" ওলেগ লাফিয়ে ফোর্ডে উঠে পড়ল। ওদের পিছনে আসছিল ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টোরেটের দুটো গাড়ি। তারা তাদের গাড়ি নিয়ে ছুটে এল এবং একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল ওদের তুলে নেবার জন্যে।

ওলেগকে এইভাবে ছিনতাই করার কাজটা করা হয়েছিল একটা রাস্তার মোড়ে, যেখান দিয়ে ফোর্ড গাড়িটা বেঁকে চোখের আড়ালে চলে যায়, আব ওর জোড়াটা পিছন থেকে এগিয়ে এসে সোজা পথে এগোতে লাগল। রুশদের গাড়িটা এগিয়ে এসে এই গাড়িটাকে দেখে অনুসরণ করা শুরু করল। বেশ কয়েক মাইল জোরে ছোটাব পর যখন ফোর্ডটাকে রুশরা পাকড়াও করল, ততক্ষণে ঐ অন্য গাড়িটা নির্বিঘ্নে ব্রিটিশ দূতাবাসে ঢুকে পড়েছে। আর ঐ দ্বিতীয় গাড়িতে খানাতল্লাশী চালিয়ে বেশ কিছু শাক-সবজী ছাড়া আর কিছু না পেয়ে বেশ হতাশ.হল।

দূতাবাসে লম্বা মতোন একটা ল্যাণ্ডবোভারের তলায় একটা সরু কাঠের বাক্স ফিট করতে ব্যস্ত ছিল কিছু কর্মী। দুদিন পরে ঐ ব্যাক্সে ওলেগকে ঠেলে ঠুলে পুরে দিয়ে ফিনল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল ঐ ল্যাণ্ডরোভারটা। সীমান্তে তল্লাশী হল ঠিকই, কিন্তু ওলেগের সন্ধান ওরা পেল না। ফিনল্যাণ্ডে পৌছে যাবার পর ওলেগকে নিয়ে আর কোন দুঃশ্চিন্তা রইল না।

কয়েকদিন পর ওলেগের পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে নিজেদের ক্ষোভ জানিয়ে প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু "আমরা এসব কিছুই জানি না" বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত।

কয়েকমাসের মধ্যে ওলেগ পৌঁছে গেল ওয়াশিংটনে ওর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় অ্যালড্রিথ মনে মনে একটু ভয় পাচ্ছিল। এই রুশটা আমেরিকার বিশ্বাসঘাতকটাকে চেনে কি? না, সেরকম কিছু হল না। কালা ইশতেহারটার সত্যতা যাচাই করার জন্যে মস্কোস্থিত তার সহকর্মীদের কি ভাবে সাহায্য করা যায় তাই নিয়ে ভাবছিল জোফ্রি মার্চ ব্যাঙ্কস।

ম্যাক ডোনাল্ডের বহু সমস্যার মধ্যে একটা হল ইগর কোমারভের কাছে পৌঁছনোর কোন সহজ পন্থা তার জানা নেই। দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙ্ঘের নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা সাক্ষাৎকার পেলেই জানা যাবে যে, যে লোকটা নিজেকে দক্ষিণপন্থী, জাতীয়তাবাদী নেতা

হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে সে এই মুখোশের আড়ালে নাৎসীদের মতো চাপা ক্রোধ পুষে রেখেছে কিনা।

চিন্তা করতে করতে মার্চ ব্যাঙ্কের মনে পড়ে গেল গত বছর শীতকালে পাখি শিকার করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল বৃটেনের সংরক্ষণশীলদের পয়লা সারির খবরের কাগজের সদ্য নিযুক্ত সম্পাদকের সঙ্গে। ২১শে জুলাই সম্পাদককে ফোন করে পাখি শিকারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সেন্ট জেমসের ক্লাবে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ জানালো।

মস্কো, জুলাই

ওলেগের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে মস্কোতে দারুণ সোরগোল পড়ে গেল সরকারী মহলে। কেজিবি-র সদর দপ্তরের চারতলায় জরুরী মিটিং ডাকলেন স্বয়ং কে.জি.বি. প্রধান।

এই বাড়িতেই বাঘা বাঘা কে.জি.বি প্রধানেরা রাজত্ব করে গেছেন। নিষ্ঠুর অত্যাচারের সব রকম পরিকল্পনা করা হয় এই বাড়িতে বসে। স্তালিনের আমলে এর কুখ্যাত এমন বেড়ে গিয়েছিল যে এর নামে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠত। ইউরি আন্দ্রোপভ শেষ বারের মতো টানা পনের বছর পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করে গেছেন।

যে-কোন মানুষকে সন্দেহবশতঃ হলেও খুন করবার অধিকার ছিল কে.জি.বি প্রধানের। বর্তমান প্রধান জেনারেল ভিক্টর চেব্রিকভের অবশ্য অতো ক্ষমতা নেই, দেওয়াও হয়নি। তবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যাপারে যা খুশি করার অধিকারটা এখনও আছে।

চেয়ারম্যানের টেবিলের সামনে বসেছিলেন প্রথম চীফ ডাইরেক্টোরেট ভ্লাদিমির ক্রিউচেকভ, একটু লড়াকু ভঙ্গিতে, কারণ তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোকেদের গাফিলতিতে ওলেগ পালাতে পেরেছে। আক্রমণ প্রধানতঃ চালাচ্ছিলেন সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেটের জেনারেল ভিতালি বযাবভ, বেঁটে, মোটা, বৃষস্কন্ধ।

বিশ্রী গালাগাল দিয়ে কথা বলছিলেন, মিলিটারীর লোকেরা সাধারণতঃ যে-সব খারাপ কথা বলে সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। "পুরো ব্যাপারটাই তোমরা...মারিয়েছো...।"

"আর হবে না কখনো" ক্রিউচকভ বললেন।

"ঠিক আছে, এবার থেকে এই ধরনের জটিল ব্যাপারে জেরা-ফেরা যা করার তা করবে সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেট। যদি আবার এরকম হয়. ।"

"আরো হবে, আরও তেরো জন আছে," ক্রিউচকভ বিড়বিড় করে বললেন।

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে গেল।

ক্রিউচকভ তখন ছ সপ্তাহ আগে ওয়াশিংটনে যা ঘটেছিল তা জানালেন।

"এ-ব্যাপারে আপনারা কি করছেন?", চেব্রিকভ জানতে চাইলেন।

"লোক লাগানো হয়ে গেছে। ওরা ওই বাকী তেরো জনের যারা সি.আই.এ-র হয়ে কাজ করছে, তাদের সব খবর জোগাড় করবে। এরা সবাই রুশ। সময় লাগবে কিন্তু।"

জেনারেল চেব্রিকভ হুকুম জারী করলেন সেই দিনই—কেলোকোল গোষ্ঠী, যারা ইয়াজেনিভোতে আছে, তারা সবটার তদন্ত করবে। বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হওয়া মাত্র তার নাম পাঠাতে হবে যৌথ ক্রাইসোলভ (ইঁদুর ধরা) কমিশনের কাছে গ্রেপ্তার করে জেরা চালানোর জন্যে। ফার্স্ট এবং সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেট হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল চেব্রিকভ পুরো রিপোর্ট দিলেন মিখাইল গর্বাচভকে। প্রতিক্রিয়াটি হল খুবই ভয়ঙ্কর। খুশী হওয়া দূরের কথা এরই মধ্যে সি.আই.এ. রাশিয়ার গুপ্তচর

বিভাগের দুটো প্রধান শাখা কে.জি.বি এবং সামরিক এজেন্সী জি.আর.ইউ-এর মধ্যে এভাবে ঢুকে পড়েছে এতে গর্বাচভ আদৌ খুশী নন।

অ্যালাড্রিক যাদের নামগুলো সি.আই.এ.-কে জানিয়ে দিয়েছে তাদের এখুনি ধরে আনতে হবে।

এদিকে জেনারেল বয়ারভ এমন একজনকে খুঁজছিলেন যাকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হতে পারে। সামনে একটা ফাইল ছিল, তাতে একজন কর্ণেলের বিবরণ আছে, ওর বয়স মাত্র চল্লিশ, কিন্তু দারুণ অভিজ্ঞ এবং আজ পর্যন্ত কোন কাজে ব্যর্থ হয়নি।

এর জন্ম ১৯৪৫ সালে, বাবা ছিলেন বীরের সম্মানপ্রাপ্ত সৈনিক। যুদ্ধ থেকে সসম্মানে ফিরেছিলেন। তারপর তাঁর একটা ছেলে হয়।

বাচ্চা তোলিয়া বাবার কঠোর তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে উঠছিল। ওর ফাইলে যে-সব বিবরণ দেওয়া আছে তা থেকে জানা যায় যে তোলিয়ার বাবা ক্রুশ্চভকে ঘৃণা করতেন এই জন্যে যে তিনি নাকি স্টালিনের সমালোচনা করতেন। ছেলে বাবার চারিত্রিক সব গুণগুলো পেয়েছিল।

মাত্র আঠার বছর বয়সে তোলিয়া ভর্তি হয় আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক এম.ভি.ডি-র নিজস্ব সেনাবাহিনীতে। এদের কাজ ছিল জেলখানা, শ্রম-শিবির এবং বন্দী শিবিরের পাহারা দেওয়া। তোলিয়া এই কাজ ভীষণ ভালবেসে ফেলে।

এই জায়গাগুলোতে অত্যাচার, পীড়ন আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কাজে এমন দক্ষতা দেখাল তোলিয়া যে ওকে পুরস্কার দেওয়া হয় এবং লেনিনগ্রাদ মিলিটারী ইনস্টিটিউটের বিদেশী ভাষার শেখার কেন্দ্রে ওকে পাঠানো হল। এখানে আসলে ভাষা শেখার নাম করে কে.জি.বি-র উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখান থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোয় তারা তাদেব নৃশংসতা. আত্মোৎসর্গ, এবং আনুগত্যের জন্য বিখ্যাত।

তোলিয়া এখানেও দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

বর্তমানে সে সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেটের মস্কো ও বলাস্ট (নগরী ও অঞ্চল) বিভাগের কর্মী। তদন্ত করা এবং জেরা করার ব্যাপারে তোলিয়া দারুণ ওস্তাদী দেখিয়ে সবার প্রশংসা আদায় করেছিল এখানেও। তার ফলে একে সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেটের জাতীয় সদর দপ্তরে অতিসম্প্রতি বদলি করা হয়েছে।

এখন মস্কোতেই থাকে, আমেরিকানদের ও ভীষণ ঘৃণা করে। সেই সঙ্গে ইহুদী, গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতকদের ও নিজের পরম শত্রু মনে করে। জেরা করার সময় ওর পাশবিক ব্যবহারকে দপ্তর বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে।

জেনারেল বয়ারভ ফাইলটা বন্ধ করে একটু হাসলেন। যে রকম লোক তিনি খুঁজছিলেন পেয়ে গেছেন। অতএব কর্ণেল আনাতোলি গ্রিশিনকে তাঁর চাই-ই চাই।

॥ পাঁচ ॥

সেন্ট জেমস স্ট্রীটের মাঝামাঝি একটা ধূসর রঙের পাথরে তৈরী বাড়ি আছে। তাতে কোন নাম লেখা নেই। যারা জানে তারাই শুধু এখানে আসে, তার মধ্যে প্রধানতঃ আসে হোয়াইট হলের পদস্থ অফিসাররা। ক্লাবটার নাম ব্রুক্স ক্লাব।

ওই ক্লাবেই ২২শে জুলাই জেফ্রি মার্চ ব্যাঙ্ক দেখা করল ডেলি টেলিগ্রাফ কাগজের সম্পাদককে ডিনার খাবার জন্যে।

সম্পাদক ব্রায়ান ওয়ার্দিং-এর বয়স আটচল্লিশ, সাংবাদিকতা করছেন কুড়ি বছর ধরে। বিদেশ ও যুদ্ধ বিষয়ে সাংবাদিকতা করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

এক কোণে একটা টেবিলে বসেছিল দুজনে। চিংড়ী মাছ চিবোতে চিবোতে মার্চ ব্যাঙ্ক বললেন, "মনে হয় স্পুরনালে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরী করি।"

"মনে আছে"। ওয়ার্দিং বললেন। এই নিমন্ত্রণটা নেবার ব্যাপারে বেশ দ্বিধা ছিল তাঁর। আসা-যাওয়া খাওয়া সব মিলিয়ে প্রায় ঘন্টা তিনেক নষ্ট হবে। লাভ এখন কতটা হয় দেখা যাক।

মার্চ ব্যাঙ্ক যেখানে কাজ করে সেটা বলল। জায়গাটা সম্পাদক চেনেন তবে ভিতরে কখনো ঢোকেন নি।

"আমি রাশিয়ার ব্যাপারটা দেখাশোনা করি। চেরকাসভের মৃত্যুর পর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে চলেছে।"

"কী হতে চলেছে তাতো বোঝাই যাচ্ছে", সম্পাদক বললেন।

"আমরাও তাই ভেবেছি। কমিউনিস্টদের আবার জেগে ওঠার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে আর সংস্কারবাদীরা তো ছত্রভঙ্গ হয়ে আছে। ফলে ইগর কোমারভকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ব্যাপারে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

"ওটা কি খারাপ হবে?", সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, "শেষ যেবার ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, উনি তো বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছিলেন। অর্থনীতিকে একটা ভদ্র অবস্থায় আনা, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করা আর মাফিয়াদের জীবন অতিষ্ট করে তোলা...এই সব বলেছিলেন।"

"ঠিক আছে, শুনতে ভালও লাগে। কিন্তু মানুষটি কেমন যেন রহস্যময়। সত্যি সত্যিই যা মুখে বলে তা কাজে চায় কিনা বোঝা দুষ্কর। উনি বলেছেন বিদেশী ঋণ নিতে ওঁর দারুণ অপছন্দ, অথচ যা নেওয়া হয়েছে সেগুলোই বা কিভাবে ফেরৎ দেবে রাশিয়া। যে রুবলের দামই নেই, তাই দিয়ে শোধ করবে?"

"অতোটা সাহস হবে না", সম্পাদক বললেন। টেলিগ্রাম পত্রিকার এক নিজস্ব সংবাদদাতা আছে মস্কোতে। কিন্তু সে এক লাইনও লিখে পাঠায় নি কোমারভ সম্বন্ধে।

"এরপর যদি সাহস হয়", মার্চ ব্যাঙ্ক বলতে লাগল, "আমরা কি জানি। ওঁর কিছু কিছু বক্তৃতা দারুণ কট্টরপন্থী, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলার সময় নাকি লোকেদের বলেন সত্যি সত্যিই অত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তিনি নন। তাহলে কোনটা আসল কোমারভ?"

"আমাদের মস্কো সংবাদদাতাকে বলতে পারি ওঁর একটা সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে?"

"সাক্ষাৎকার দেবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বিদেশী খবরের কাগজকে উনি নাকি ঘেন্না করেন।"

"তাহলে কি করে নাগাল পাওয়া যায় ওঁর?" সম্পাদক একটু যেন চিন্তিত হলেন।

"ওঁর একজন কম বয়সী প্রচার-উপদেষ্টা আছে। দারুণ কাজের। এর কথা ছাড়া কোমারভ চট্ করে কিন্তু করেন না। আমেরিকাতে ছেলেটি পড়াশোনা করেছে এককালে, আর আমি যতদূর জানি আপনাদের যে সংবাদদাতা মস্কোতে আছে, তার লেখা সে নিয়মিত পড়ে। আপনাদের ঐ জেফারসনের কথা বলছি।"

মার্ক জেফারসন ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার ফিচার-এর পাতায় নিয়মিত লেখে। ভয়ঙ্কর রকমের স্বদেশ-বিদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে বেশি লেখে, বিতর্ক সৃষ্টি করতে ওস্তাদ আর রীতিমতো সংরক্ষণশীল।

একটু ভেবে নিয়ে সম্পাদক জানালেন যদি একজন বিখ্যাত ফিচার লেখক রাশিয়ার ভাবী রাষ্ট্রপতি সম্বন্ধে কিছু লিখতে চায় তবে কোমারভের নাগাল পাওয়া সম্ভব। তবে বাকী দুজন প্রার্থীদের নিয়েও প্রবন্ধ বেরোবে।

"আমরা কিন্তু বেশি আগ্রহী কোমারভ সম্বন্ধে", বলল মার্চ ব্যাঙ্ক।

"ভালই বলেছেন। তা কোমারভকে কি কি প্রশ্ন করাতে চান আপনি?"

সম্পাদকের সরাসরি প্রশ্নটায় চমকে উঠল মার্চ ব্যাঙ্ক। আর খেলে লাভ নেই। সরাসরি প্রসঙ্গে আসা ভাল।

"আমার কর্তারা কিছু খবর চান, টেলিগ্রাফে যা লেখা হবে সেটা তো ওঁরা পড়বেনই, তারও অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন—যেমন, সত্যিসত্যিই কোমারভ কি চান? ওখানকার সংখ্যালঘু নৃজাতি গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি? এই ধরনের এক কোটি মানুষ আছে রাশিয়াতে। রুশ জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবেন কি ভাবে? এক কথায় বলি কোমারভ মানুষটা মুখে মুখোশ এঁটে থাকে। জানতে চাই মুখোশের পিছনে কি আছে? কোন গোপন কর্মসূচী আছে কি?"

"যদি থাকেও, তাহলে সেটা আমাদের জানাবেন কেন?", সম্পাদক বললেন, "আর জে ফারসনকেই বা বলবেন কেন?"

"কখন কি হয় বলা যায় না, অনেক সময় মানুষ নিজেকে সামলাতে পারে না।"

"এই কুজনেৎসভের নাগাল পাওয়া যায় কি করে?" সম্পাদক জানতে চাইলেন।

"আপনাদের যে লোক মস্কোতে আছে সে ওকে নিশ্চয়ই চিনবে আর জেফারসন চিঠি দিলে সেটা উপেক্ষা করবে না কেউ।"

সম্পাদক চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ওয়াশিংটন, সেপ্টেম্বর

গুপ্তচর বৃত্তি শুরু করার আগে আমেস সি.আই.এ.-র রোম শহরের সোভিয়েত শাখার চীফের পদের জন্যে দরখাস্ত করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসে চাকরী হবার খবর এল।

ও বেশ ফাঁপড়ে পড়ে গেল, কারণ তখনও ও জানে না যে, যে দ্রুততার সঙ্গে ও ঐ লোকগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার জন্যে কে.জি.বি. অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমেসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে চলেছে।

রোমে চাকরী করতে গেলে আমেস ল্যাঙ্গলে থেকে তো বটেই, এমন কি ঐ ৩০১টা ফাইলের নাগাল পাবার মতো অবস্থায় থাকতে পারবে না। আবার রোম জায়গাটা দারুণ সুন্দর, এখানে পোস্টিং পাওয়াও খুব সম্মানের। আমেস রুশদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

রুশরা আমেসকে সমর্থন করল রোম যাওয়ার ব্যাপারে। ওরা এখন আমেসের এনে দেওয়া কাগজপত্র ঘেঁটে ধর-পাকড়ের ব্যাপারে বেশ কিছু দিন ব্যস্ত থাকবে।

এর মধ্যে আরও দু দফায় অনেক গোপন তথ্য তুলে দিয়েছে রুশদের হাতে। কোন কোন ক্ষেত্রে গুপ্তচরদের ফোটো পর্যন্ত দিতে পেরেছে। ফলে সি.আই.এ-র অফিসারদের সর্বত্র শনাক্ত করাটা রুশদের কাছে খুব সহজ হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্পেন থেকে গ্রীস পর্যন্ত সব জায়গাকার কূটনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা রোম থেকে সহজ হবে। আর সব শেষে ওয়াশিংটনে আমেসের সঙ্গে যোগাযোগ করার কিছুটা বিপদ আছে, রোমে অতটা থাকবে না।

তাই ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই আমেসকে পাঠানো হ'ল ইতালী ভাষা শিখতে।

আমেসের ঐ কাজের পর ল্যাঙ্গলেতে চরম বিপর্যয় না এলেও, সবাই বেশ চিন্তিত। দু-তিনজন ভাল এজেন্ট, যারা রাশিয়াতে আছে, তাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

আমেস যে-সব কাগজপত্র কে.জি.বি-র হাতে তুলে দিয়েছে, তার মধ্যে একজনের নাম বেশ সোরগোল তুলেছে। ওকে সম্প্রতি এস. ই ডিভিশনে বদলী করা হয়েছে—এই গুপ্তচরটি খুবই শক্তিধর—নাম জেসন মঙ্ক।

বুড়ো গেন্নাদি বহু বছর ধরে পাশের জঙ্গল থেকে মাসরুম তুলে আনে। চাকরী থেকে অবসর নেবার পর প্রকৃতির এই বিনামূল্যের ফসল সংগ্রহ ও বিক্রি করে ওর কিছু টাকা পয়সা হয়। মস্কোর রেস্টুরেন্টগুলোতে টাটকা মাসরুমের চাহিদা বেশ ভাল।

শিশির ঝরার আগেই মাসরুম তুলে আনতে হয়। দেরী হলে কাঠবিড়ালি, মেঠো ইঁদুর ওগুলো খেয়ে নেয়।

২৪শে জুলাই সকাল বেলায় গেন্নাদি সাইকেলে চেপে সঙ্গে কুকুরটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাসরুম আনতে।

যে রাস্তাটা বেলারুসের রাজধানী মিনস্কের দিকে চলে গেছে, তার পাশের জঙ্গলে এদিন যাবে ঠিক করেছিল গেন্নাদি।

আধঘন্টার মধ্যে ঝুড়ি ভর্তি মাসরুম নিয়ে ফিরছিল গেন্নাদি। হঠাৎ একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল।

কুকুরটাকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখল একটা মানুষ মরে পড়ে আছে। একটা বুড়ো, সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত, পরণে শুধু প্যান্ট উর্ধ্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। হয় কেউ মৃতদেহটাকে ওখানে ফেলে গেছে, না লোকটা ঐ অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে এখান পর্যন্ত এসে মরে গেছে। আর বেশ পুরনো মৃতদেহ। পাখিতে চোখ খুবলে খেয়ে নিয়েছে। পাশে একটা ওভার কোট পড়ে আছে। লোকটার হাঁ-মুখের মধ্যে তিনটে ইস্পাত বাঁধানো দাঁত বেরিয়ে আছে।

আগে বাড়িতে ফিরে মাসরুমগুলো রেখে তারপর পুলিশকে ফোন করল গেন্নাডি। মৃতদেহটা কোথায় দেখেছে সেটা জানাল।

আধঘন্টার মধ্যে উর্দিপরা এক ছোকরা ইন্সপেক্টর দুজন মিলিশিয়াকে নিয়ে পৌঁছে গেল গেন্নাডির কাছে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি গেন্নাডির।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একজন মিলিশিয়া তল্লাশী করে পরিচয়-পত্র, টাকাপয়সা, চাবী, কাগজ কিছুই পেল না। শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্তে এল যে, গাড়ির ধাক্কায় লোকটা মারে গিয়েছিল, গাড়িওয়ালারা মৃতদেহটা এখানে ফেলে রেখে গেছে।

একটু পরে ফোন পেয়ে তদন্তকারী অফিসার এসে ফোটো-টটো সব নিল। অ্যাম্বুলেন্স গাড়িতে মৃতদেহটাকে পাঠানো হল সেকেণ্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে। আর গেন্নাডিকে নিয়ে যাওয়া হল থানায় বিবৃতি দেওয়ার জন্য

ইয়েমেন, অক্টোবর,

অক্টোবরের মাঝামাঝি জেসন মঙ্ক দক্ষিণ ইয়েমেন পৌঁছলো। স্প্যানিশ পাশপোর্ট থাকায় ছাড় পেতে বেশি সময় লাগেনি। ও একটা টাক্সি ধরে চলে গেল ফরাসী হোটেল ফ্রন্টেল-এ। কাগজপত্র ঠিক থাকলে কি হবে, যে উদ্দেশ্য আর দায়িত্ব নিয়ে ও এখানে এসেছে তাতে মারাত্মক বিপদের সম্ভবনা পদে পদে।

বেশিরভাগ গুপ্তচররা দূতাবাসের কর্মীর ছদ্মবেশে থাকে। ফলে কূটনীতিবিদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধে পায়। এখানে কিছু "ঘোষিত" ব্যক্তি থাকে, যাদের সবাই জানে গুপ্তচর বিভাগের লোক হিসেবে কিন্তু আর একটা দল থাকে তাদের বলে "অঘোষিত"—এরা বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সংবাদপত্র, আইন বিভাগের কর্মী হিসেবে আত্মগোপন করে থাকে। এদের কেউ ততটা সন্দেহ করে না।

কূটনীতিকদের আশ্রয়ে নেই এমন কোনো লোক যদি গুপ্তচর বৃত্তি করে তবে সে ভিয়েনা চুক্তির সুযোগ-সুবিধা পাবে না। যদি কোনো কূটনীতিজ্ঞর স্বরূপ ফাঁস হয়ে যায় তবে তাকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে বহিষ্কার করা হয়। যাকে বহিষ্কার করা হল তার দেশ এর তীব্র প্রতিবাদ করতে এবং পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে ঐ দেশের একজন প্রায় সমপর্যায়ের কূটনীতিজ্ঞকেও বহিষ্কার করবে যে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে—এইভাবে চলে কূটনীতির খেলা।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করছে এমন গুপ্তচর ধরা পড়লে তাব দারুণ শাস্তি হয়। বীভৎস অত্যাচার চলে, শ্রম-শিবিরে ঢুকিয়ে দেয়। ফেরার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মোটামুটি সুবিচার হবে, একটা ভদ্র জেলে তাকে রাখা হয়। কিন্তু যেখানে একনায়কত্ব চলে, সেখানে নাগরিক অধিকারের দাবি কেউ করতে পারে না। দক্ষিণ ইয়েমেনে একনায়কত্ব চলে, আর ওখানে আমেরিকার কোন দূতাবাসও ছিল না ।

ইয়েমেনে শুক্রবার ছুটি থাকে, প্রচণ্ড গরমে একজন রুশ অফিসার কোথায় কোথায় যেতে পারে এটা চিন্তা কবছিল জেসন মঙ্ক। সাঁতার কাটতে যেতে পারে। নিরাপত্তার কারণে যে মূল সূত্র থেকে মেজব সোলোমিনের যেটুকু পরিচয় আর যেটুকু বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতে খুঁজে পেতে কতটা সাফল্য পাওয়া যাবে এনিয়ে সন্দেহ আছে। লোকটা অত্যন্ত হামবডা।

রুশদের খুঁজে বের করা যতটা কঠিন মনে হয়েছিল ততটা না। ওরা পশ্চিমেব লোকেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে। দূতাবাসের চাব দেওয়ালের মধ্যে আটকে রাখে না নিজেদের খুব একটা।

দুটো হোটেল আছে এখানে, একটার নাম রক অন্যটা ফ্রন্টেল। কাছেই এরিয়ান বীচ। সাঁতার কাটার আদর্শ জায়গা। হোটেল দুটোতেই চমৎকার সুইমিং পুল আছে।

সৈনিকদেব কেনা কাটার জন্যে একটা স্টোর্স আছে। এখানে অনেকে ভীড় করে। যারা আরবী ভাষা জানে না তাদের বেশ কষ্ট হয়। আবার সবার কাছে ডলারও থাকে না।

রুশরা খুব মদ খেতে ভালবাসে, তাহলে কি সোলোমিনকে হোটেল দুটোর মদের কাউন্টারে দেখা যাবে। তাছাড়া মেজর সোলোমিন একা একা বসে মদই-বা খাবে কেন?

তিনদিন ধরে সম্ভাব্য সব জায়গাগুলোতে চক্কর মারার পর একদিন হঠাৎ জেসন মঙ্কের চোখে পড়ল এরিয়ান বীচে বক্সারদের খাটো প্যান্ট পরা একজন সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

ছ'ফুট লম্বা, পেশীবহুল চেহারা, চল্লিশের কোটায় বয়স। চুল কালো, চোখটা বাদামের মতো। গায়ে লোম কম।

লোকটি একটা জায়গায় এসে তার তোয়ালেটা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল বালির ওপর। চোখে কালো কালো চশমা লাগিয়ে কি যেন ভাবতে বসল।

জেসন নিজের জামাটা খুলে ফেলল। মানি ব্যাগটা সার্টে জড়াল, তারপর স্যাণ্ডেল জামা ইত্যাদি সব কিছু স্তূপের মতো জমা করল এ লোকটা যেখানে বসেছিল তার বেশ কাছে। জলে নামবার আগে বলল, "আপনি কি আরও কয়েক মিনিট এখানে থাকবেন?" লোকটা ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"একটু নজর রাখবেন, যাতে আরবগুলো চুরী করে না নেয় এটা।"

রুশটি আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটুপরে জেসন জল থেকে উঠে এসে প্রায় লোকটার পাশে বসে ধন্যবাদ জানাল। এবারও লোকটি শুধু ঘাড় নাড়ল।

"চমৎকার সমুদ্র, সুন্দর তীর, লোকগুলোর জন্যে দুঃখ হয়।"

এই প্রথম রুশটি মুখ খুলল, "কোন লোকগুলোর কথা বলছেন?"

"এই আরবরা, ইয়েমেনের লোকদের। আমি বেশিদিন হল এখানে আসিনি। কিন্তু এদের আমার আর ভাল লাগছে না। সবকটা অপদার্থ।"

কালো চশমার আড়ালে লোকটির চোখের ভাষা বুঝতে পারল না জেসন। মিনিট দুই পরে আবার বলতে শুরু করল। "মানে বলছিলাম কি, এদের এতো করে নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টরের ব্যবহার শেখাতে চাইছি—এরা পারছে না। আরে এসব না করলে কৃষির উন্নতি হবে না। যন্ত্রপাতিগুলো আনাড়ীর মতো ভেঙ্গে ফেলছে। এতে আমার সময় নষ্ট, আর রাষ্ট্রসঙেঘর পয়সা নষ্ট হচ্ছে।" বেশ স্পষ্ট স্প্যানিশটানে চোস্ত ইংরেজী বলে যাচ্ছিল জেসন মঙ্ক।

"আপনি ইংরেজ?" এতক্ষণে এই প্রথম একটু আগ্রহ দেখাল লোকটি।

"না, স্প্যানিশ। রাষ্ট্রসঙেঘর খাদ্য ও কৃষি কর্মসূচী বিভাগে চাকরী করি। আপনি? আপনিও কি রাষ্ট্রসঙেঘর?"

"সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছি।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল সে।

"তাহলে ত দেশে বেশ ঠাণ্ডা, এখানকার মতো বিশ্রী গরম নেই। আমারও তাই। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরতে মন চাইছে।"

"আমারও", লোকটি বলল, "আমি ঠাণ্ডা ভালবাসি।"

"অনেকদিন ধরে এখানে আছেন?", জেসন প্রশ্ন করল।

"দু বছর। আরও একটা বছর থাকতে হবে।"

জেসন হেসে উঠল, "হায় ভগবান, আমাদেরও একবছর কাজ করতে হবে, তবে আমি ততোদিন থাকবো না। এ কাজের কোন মানেই হয় না। আচ্ছা আপনি তো দু'বছর ধরে আছেন, এখানে ডিনার খাবার পর ভাল মদ পাবো কোথায়? এখানে নাইট ক্লাব আছে?"

কাষ্ঠহাসি হেসে রুশটি বলল, "না, না। এখানে ডিসকোথেক নেই। রক হোটেলের বারটা বেশ নিরিবিলি জায়গা।"

"ধন্যবাদ। ওহ্ বলে রাখি আমার নাম এস্তেবান। এস্তেবান মার্টিনেজ ল্লোরকা।" —এই বলে হাত বাড়িয়ে দিল। রুশটি একটু ইতস্তত করে হাত বাড়াল, বলল, "পিওতর", বা পিটার, পিটার সোলোমিন।"

দুদিন পরে রুশ মেজরটি রক হোটেলের বার-এ ঢুকল। এটা প্রকৃত অর্থে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর তৈরী করেছিল ইংরেজরা। দোতলায় বসলে বন্দরটা দেখা যায়। জেসন মঙ্ক একটা জানলার কাছে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকার ভান করছিল। সামনের কাঁচে সোলোমিনের ছায়া পড়তেই সে সতর্ক হয়ে উঠল। তারপর না দেখার ভান করে নিজের মনে মদ খেয়ে চলল। সোলোমিনও খেতে লাগল।

তারপর হঠাৎ যেন ফিরে তাকিয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, "আহ্ পিটার, আবার দেখা হয়ে গেল। বসবেন আমার সঙ্গে?"

রুশটি এবারও একটু ইতস্তত করার পর জেসনের টেবিলে এসে বসল। যথারীতি পরস্পর পরস্পরের শুভেচ্ছা কামনা করে বিয়ারের গেলাস তুলে নিল।

মুচকি হেসে জেসন বলল, "অর্থ, কর্ম আর প্রেম—যে ভাবেই আসুক না কেন, মন্দ কি।"

এই প্রথমবার রুশটি হাসলো। সত্যিকারের প্রসন্ন হাসি।

দুজন লোক বিদেশে থাকলে নিজেদের মধ্যে যে ধরনের মামুলী কাজকর্মের কথাবার্তা হয়, এদের মধ্যেও তাই হতে লাগল।

জেসন তার স্পেনের বাড়ির গল্প শুরু করল। পাহাড়ে স্কি-করা যেমন মজার, সমুদ্রের কবোষ্ণ জলে স্নান করাটাও তার চেয়ে কম আনন্দের নয়।

এরপর পর পর চার রাত দুজনের দেখা হ'ল। দুজনেই দুজনের সঙ্গ পছন্দ করেছে। তৃতীয় দিনে জেসনকে মুখোমুখি হতে হ'ল ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেসনের বড় কর্তার সঙ্গে, উনি ইন্সপেক্শান করতে আসছেন। সি.আই.এ. আগে থেকে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন জেনে নিয়ে জেসনকে জানিয়ে রেখেছিল, ফলে বড়কর্তা জেসনের কাজকর্মে খুশী হয়ে ফিরে গেলেন। সন্ধ্যের দিকে এবং গভীর রাতে সোলোমিন সম্বন্ধে যেসব খবর পাওয়া গেল তাতে জেসন খুশী।

সোলোমিনের জন্ম ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত দেশেব সুদূর উত্তর-পূর্বে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তের কাছে একটা জায়গা আছে তার নাম প্রিমোরস্কি করাই, সেখানকাব উসুবিয়স্ক শহরে।

ওর বাবা গ্রামেব লোক ছিলেন, জীবিকা অর্জনের জন্যে শহরে আসেন এবং ছেলেকে তাঁদের উপজাতির অর্থাৎ উদেগি উপজাতির ভাষা শিখিয়েছিলেন। ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যেতেন বাবা, তাই ছেলে অল্পবয়স থেকে জঙ্গল, পাহাড, সমুদ্র আর পশুদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছিল।

পশ্চিম ও দক্ষিণের এশিযবাসীদের যেমন বেঁটেখাটো চ্যাপটা-চ্যাপটা চেহারা হয় উদেগিদের চেহারা অমন নয়, এবা বেশ লম্বা, নাক বাজপাখির মতো। বহু শতাব্দী আগে এদেরই একটা দল বেরিং প্রণালী পার হয়ে চলে গিয়েছিল আলাস্কা অঞ্চলে। তাই সোলোমিন মূলতঃ সাইবেরিয়াবাসী।

সোলোমিন যুবক অবস্থায় কারখানায় যাবে না, মিলিটারীতে যাবে তাই চিন্তা করতে করতে ট্রেনে চড়ে চলে আসে খাবারোভস্কে এবং মিলিটারীতে ভর্তি হয়ে যায়। তিন বছবের ট্রেনিং-এর মধ্যে নিজের দক্ষতার এমন প্রমাণ দেয় যে তাকে আলাদা কবে বেছে নিয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে অফিসের কাজকর্ম শিখিযে লেফটেনান্ট কবে দেওয়া হয়।

এইভাবে উঠতে উঠতে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে সোলোমিন মেজর পদে উনীত হয়। এই সময় বিয়ে করে, দুটো সন্তানও হল। এই উন্নতির ব্যাপারে ও কারুর পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রভাবকে কাজে লাগায়নি, নিজের ওপর তার আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিসীম। আবার প্রয়োজন পড়লে গায়ের জোর খাটানোর খ্যাতি অখ্যাতি দুইছিল তার।

প্রথম তার পোস্টিং হ'ল বিদেশে। এইসব চাকরীতে সুখ অনেক এটা ও আগেই জেনেছিল। ভাল বাড়ি, ভাল খাওয়া-দাওয়া, ঘোরাফেরার স্বাধীনতা সাঁতার কাটা, গানবাজনা শোনা, আর কাঁচা ডলার পকেটে পাওয়া—এগুলো বিদেশে চাকরীর বাড়তি লাভ।

বিদেশে চাকরী করতে আসার পর এই ধরনের স্বাদ পেয়ে তার দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ওর মনোভাব কেমন যেন কঠোর আর বিভ্রান্তিতে ভরে উঠছিল। জেসন এটা বুঝতে পেরেও, হঠাৎ চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

ইয়েমেনে বদলী হবার আগে আন্দ্রোপভের রাষ্ট্রপতি থাকা-কালে সোলোমিনকে মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রশাসন বিভাগে কাজ করতে হয়েছিল।

সেখানে ও উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নজরে পড়ে এবং তাকে বেশ গোপনীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকা থেকে বেশ কিছু সরিয়ে নিয়ে ঐ মন্ত্রী নদীর ধারে পেরিদেলকিনোতে একটা বেশ সৌখীন দাচা (বাগান বাড়ির মতো) তৈরি করাচ্ছিলেন নিজের জন্যে।

পার্টি এবং সোভিয়েত আইন ভেঙ্গে ঐ উপমন্ত্রী প্রায় একশো সৈন্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন দাচাটা তৈরী করার জন্যে। সব কাজটা দেখাশোনা করার দায়িত্বে ছিল সোলোমিন। দারুণ বাড়ি, অতি আধুনিক সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। এমন কি স্কচ হুইস্কীর বোতল সমেত একটা "বার"-ও তৈরি করা হয়। এসব দেখে মনে মনে বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল সোলোমিন। সোভিয়েত একনায়কত্বের এইসব দুর্নীতি যেসব দেশভক্তদের পছন্দ হয়নি সোলোমিন তাদের অন্যতম।

রাতে বিবিসি-র ভয়েস অফ আমেরিকার প্রোগ্রাম শুনত, মন দিয়ে ভাল ইংরেজী শিখতে চাইত। এ সব করতে করতে একটা জিনিস ও বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল যে পশ্চিমের দেশগুলো রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চায় না।

এইসব তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হ'ল ওর ইয়েমেনে বদলীর অভিজ্ঞতা।

"দেশে মানুষজন ছোট ছোট ঘরে গাদা-গাদি করে থাকে আর ওপরতলার লোকগুলো প্রাসাদে থাকে, দুহাতে খরচ করে। আমার স্ত্রী চুল শুকোবার যন্ত্র ব. ভাল জুতোর স্বপ্ন দেখে শুধু, অথচ বিদেশের কাছে নিজেদের সুখ সমৃদ্ধি দেখানোর জন্যে কোটি কোটি রুবল খরচ করা হচ্ছে, কাদের দেখানোর জন্যে? এরা কারা?"

"সময় বদলে যাচ্ছে," জেসন ঝোপ বুঝে ধীরে ধীরে কোপ মারার চেষ্টা করতে লাগল।

সোলোমিন ওর সঙ্গে একমত।

গরবাচভ ক্ষমতায় এলেন মার্চ মাসে, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় তিনি যে পরিবর্তন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক, আনতে চাইছিলেন, সেটা শুরু হতে হতে সময় লেগে গেল ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত। গত দু বছর ধরে সোলোমিন কিন্তু এসব দেখতে পায়নি।

"না, বদলাচ্ছে না। ঐ নোংরা লোকগুলো যারা ওপরতলায় বসে আছে...। আমি তোমায় বলছি এস্তেবান, মস্কো থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত আমি দেখে এসেছি কি পরিমাণ অপচয় আর উচ্ছৃঙ্খলতা চলছিল ওখানে, বললেও বিশ্বাস করবে না তুমি।"

"কিন্তু এই নতুন যিনি এসেছেন, এই গরবাচভ হয়ত সব বদলে দেবেন," জেসন বলল, "আমি অতোটা নিরাশাবাদী নই। একদিন না একদিন রাশিয়ার মানুষ এই একনায়কত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবেই। ঠিক মতো নির্বাচনও হবে। সেদিন আর বেশি দূরে নেই...।"

"অনেক দেরী হবে। তাড়াতাড়ি কিছুই হবার নয়।" সোলোমিন মানতে রাজী নয় জেসনের কথা।

জেসন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে 'পথভ্রষ্ট' করার কাজটা বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। পশ্চিমের গণতন্ত্রে এক দেশভক্ত রুশ অফিসারকে 'পথভ্রষ্ট' করার চেষ্টা করা হয় আর সে যদি তার রাষ্ট্রদূতকে সে-কথা জানিয়ে দেয়, তাতে নানা ধরনের কূটনৈতিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। শুধু অত্যাচার নয়, মৃত্যুও স্বাভাবিক। কোনোরকম ভূমিকা না করেই চোস্ত রুশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল জেসন মঙ্ক।

"বন্ধু তুমি চাইলে ঐ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটাতে পারো। আমরা দুজনে মিলে সাহায্যও করতে পারি। মানে পরিবর্তনটা যেভাবে চাইছো সেইভাবে।"

প্রায় আধ মিনিট হাঁ করে সোলোমিন তাকিয়ে রইল জেসনের দিকে, জেসনও তাই করল।

শেষে সোলোমিন তার মাতৃভাষা বলল, "তুমি লোকটা আসলে কে হে?"

"আমার তো মনে হয় এতক্ষণে তুমি জেনে গেছ পিটার। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করবে কিনা, এটা জেনে যে আমার স্বরূপটা জানতে পারলে ওরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে। মৃত্যু ছাড়া কোন গতি থাকবে না।"

সোলোমিন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "আমার পরম শত্রুর সঙ্গেও আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না। কিন্তু তোমার মনের জোর দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা বলছ সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। ডুবে মরো গিয়ে।"

"হয়ত তাই। তবে আমি এগোবো। এবং নিজের জন্যেই এগোবো। তুমি বসে আঙ্গুল চোষ আর বসে বসে দেখ আর মনের মধ্যে ঘৃণা জমতে দাও। এটাও কি পাগলামি নয়?"

সোলোমিন উঠে পড়ল বিয়ার ছেড়ে। বলল, "আমি ভেবে দেখবো।"

"কাল রাতে। তুমি এখানেই এস একলা। যদি প্রহরী নিয়ে আসো তাহলে আমি মরব। যদি তুমি না আসো, তবে আমি পরের প্লেন ধরে চলে যাব।"

সোলোমিন বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

সাধারণ নিয়ম অনুসারে এর পর জেসনের উচিত ইয়েমেন ছেড়ে পালানো। কারণ এই ধরনের প্রস্তাবের পর লোকটি যদি গরবাজী থাকে তবে জেসন ধবা পডবেই, আর তার পবিণতি ভয়ঙ্কর।

কিন্তু ঝুঁকিটা নিল জেসন। চব্বিশ ঘন্টা পরে সোলোমিন এল। এবং একাই এল। কিন্তু সময় লাগল আবও দুদিন। একটা পুরুষদেব প্রসাধনের ছোট বাক্সেব মধ্যে যোগাযোগ কবাব যন্ত্র, সাংকেতিক ভাষা ইত্যাদি ছিল। এখানে ইয়েমেনে সোলোমিন আর কি খবব দেবে। তবে এক বছর পরে মস্কো ফিবে গেলে ও কাজে লাগবে।

বিদায় নেবাব সময দুজনে বেশ কয়েক সেকেণ্ড হাত ধবে বইল পবস্পরের। শুভেচ্ছা জানাল দুজনে দুজনকে।

জেসন ওখানে আবো কিছুক্ষণ বসে বইল। এবাব যে নতুন এজেন্ট তৈরি হ'ল, তার একটা সাংকেতিক নাম দেওয়া দরকাব। অনেক ভেবে নামটা ঠিক হ'ল—গ্রেট হান্টাব জি. টি ওরিওন।

* * *

২রা আগস্ট বরিস কুজনেৎসভ একটা ব্যক্তিগত চিঠি পেলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক জেফারসনের কাছ থেকে। চিঠিটা ডেলি টেলিগ্রাফের নিজস্ব প্যাডে লেখা।

ইগর কোমারভ সম্বন্ধে নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাল ধারণাব কথা চিঠিতে আছে। দেশের বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অপরাধ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোমারভের সব বক্তৃতা সে শুনেছে এবং দারুণ শ্রদ্ধা জেগেছে কোমারভ সম্বন্ধে।

চিঠিতে আরো লিখেছে যে বাষ্ট্রপতির মৃত্যুর পর পৃথিবীর বৃহত্তম দেশটির ওপর সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত। আগস্টের প্রথম দিকে জেফারসন মস্কো আসবে এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছে আছে তার। কুজনেৎসভ যদি কোমারভের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার কবিয়ে দেয় তাহলে জেফারসন কৃতজ্ঞ থাকবে। ডেলি টেলিগ্রাফের প্রথম পাতায় ছাপা হবে ওটা। এবং সারা বিশ্ব বিশেষ করে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকা ওটা জানবে।

কুজনেৎসভের বাবা বেশ কয়েক বছর রাস্ট্রসঙেঘ কাজ করেছিলেন, এবং সেই সুবাদে ছেলেকে আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েটও করিয়ে এনেছেন। ফলে কুজনেৎসব ইউরোপ আর বিশেষ করে লণ্ডনকে বেশ ভাল ভাবে চেনে।

মার্কিন সংবাদপত্রগুলোর চরিত্র কুজনেৎসভ ভাল চেনে। বছরখানেক আগে কোমারভ অমন একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ফল ভাল হয়নি। উনি মার্কিন কাগজকে আর তেমন কোন সুযোগ দেবেন না বলেই দিয়েছেন।

কিন্তু লণ্ডনের ব্যাপার আলাদা। এদের কয়েকটা কাগজ বেশ রক্ষণশীল. তারা দক্ষিণপন্থী কোমারভকে ভালভাবে নিতেও পারে।

পরের সপ্তাহের মিটিংয়ে কুজনেৎসভ ইগর কোমারভকে বলল, "মার্ক জেফারসনকে একটু বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করছি স্যার।"

"লোকটা কে?" কোমারভ সব সাংবাদিক এমন কি রুশ সাংবাদিকদেরও অপছন্দ করেন, যত আজে বাজে প্রশ্ন করে সব।

"আমি জেফারসন সম্বন্ধে একটা ফাইল তৈরী করেছি মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনি দেখবেন এ নিজের দেশে খুন করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেছে। ভেঙ্গে পড়া ইউরোপীয় সঙেঘর সদস্যপদ যেন ইংল্যাণ্ড ছাড়ে তার সুপারিশও করেছে। আব শেষ যে প্রবন্ধ লিখেছে তাতে আপনার সম্বন্ধে বলেছে যে আপনিই একমাত্র রুশ নেতা যাকে লণ্ডন সমর্থন করবে এবং ব্যবসাও করতে চাইবে।'

কোমারভ রাজী হলেন। খবর চলে গেল লণ্ডনে আগামী ৯ই আগস্ট সাক্ষাৎকার নিতে পারবে জেফারসন।

ইয়েমেন, জানুযারী

সোলোমিন বা জেসন কেউই ভাবতে পারে নি যে, সোলোমিনেব এডেনে থাকাটা এত তাডতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। ১৩ই জানুয়ারী ইযেমেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে ৯ মাস আগেই সোলোমিন জাহাজে চাপলো মস্কো ফেবার জন্যে। গৃহযুদ্ধের ফলে বিমান বন্দরটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এডেনের ব্রিটিশ দূতাবাস খবব দিল লণ্ডনে। সেখানে উচ্চ পর্যায়েব মিটিংয়ের পর রানী এলিজাবেথ হুকুম দিলেন ব্রিটিশরা যেন সব বকম সাহায্য করে ওখানে যারা বিপদে পড়েছে তাদের উদ্ধার করার ব্যাপারে।

সেই পরিকল্পনা অনুসারে আরও অনেকের সঙ্গে সোলোমিনও চাপলো ব্রিটিশ জাহাজে। ইংল্যাণ্ডের জাহাজ ব্রিটানিয়াতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মোট ১০৬৮ জন ঐ জাহাজে চেপেছিল। আফ্রিকার জিবুটি বন্দরে পৌছবাব পর অনেকে নানা পথে নিজেব নিজের দেশে চলে গেল। সোলোমিন ও আবও কয়েকজন রুশ দামাস্কাস থেকে যাত্রা কবল মস্কোর উদ্দেশ্যে।

সি.আই এ-শুধু এইটুকু জানল যে তিন মাস আগে দলে টানা একজন মস্কো ফিরে গেছে। এবার দেখতে হবে সে খবর পাঠায়, কি পাঠায় না।

সারা শীতকাল ধরে সোভিয়েত ডিভিশনের গোয়েন্দা শাখা কার্যতঃ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। রাশিয়ার সেরা গোয়েন্দারা, যারা সি.আই.এ.-এর হয়ে কাজ করছিল, তাদের নানারকম সম্ভাব্য কাবণ দেখিয়ে একে একে মস্কোতে ডেকে পাঠান হচ্ছিল। এবং মস্কো পৌছনো মাত্র তাদের পাঠান হয়েছিল কর্ণেল গ্রিশিনের দপ্তরে। সেখান থেকে তারা চলে

যাচ্ছিল লেফোর্তোভো জেলখানায়। সি.আই.এ. এইসব গ্রেপ্তারের কথা জানতে পারেনি, শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিল যে তাদের লোকজনেরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আর যারা সোভিয়েত রাশিয়াতেই ছিল তাদের থাকা না থাকা দুই সমান হয়ে যায়।

মস্কোতে এখন ভীষণ কড়াকড়ি, কেউ কারুর সঙ্গে খাবার কথাও চিন্তা করছে না। প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। গোপনে দেখা করার ব্যাপারটা দারুণ কঠিন অথচ দেখা যে হচ্ছে না, তা নয়। অ্যালড্রিনও সেইমতো চালিয়ে যাচ্ছিল, হয়ত বড় ড্রেন পাইপের মধ্যে, বা নালার ছোট্ট কালভার্টের তলায়, কখনো বা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে, বা ছোট ছোট পাত্রের মধ্যে চিরকুটও পাঠান হচ্ছিল।

এজেন্ট ঐরকম কোন জায়গায় চিঠি, প্যাকেট, বা মাইক্রোফিল্ম রেখে চক দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে একটা চিহ্ন এঁকে যথাস্থানে খবর দিয়ে দিচ্ছিল। তারাও গোপনে লোক পাঠিযে হস্তগত করছিল সেগুলো। এইভাবে গুপ্তচররা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখছিল।

আব যখন মস্কোব বাইরে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হত তখন সবচেয়ে ভাল পন্থা ছিল খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওযা—"বরিস একটা সুন্দব ল্যাব্রাডোর কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করতে চান, যোগাযোগ করুন, ফোন নং.....।" আপাতদৃষ্টিতে এটা সাধারণ মনে হলেও এবং সাংকেতিক ভাষা যাদেব জানা আছে তারা তখনই খববটা পেয়ে যাবে। যেমন ল্যাব্রাডোব মানে আমি ভাল আছি। স্প্যানিয়েল মানে খারাপ আছি।

এই ধবনেব খবব যখনই বন্ধ হযে যাচ্ছে, তখনই ধবতে হবে এজেন্ট বিপদে পডেছে। আব সব রকম যোগাযোগ পদ্ধতি একেবাবে বন্ধ হযে যাওযা মানে চবম বিপদ হযেছে।

শবৎকাল থেকে শীতকাল পর্যন্ত তাই ঘটেছিল, সব বকম সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ। তাই গবদিযেভস্কি যখন খবব পাঠালো যে সে বিপদগ্রস্ত তখন ব্রিটিশবা তাকে সরিযে নিযে গেল। মেজব বোখান বিপদের আঁচ পেযে এথেন্স থেকে সোজা পালিযে গেল আমেরিকাতে। বাকী বাবোজনেব খবব পাওযা গেল না।

এরকম একজন সন্দেহভাজন ছিল, তার নাম এডওযার্ড লী হাওযার্ড, একে নিবাপদে মস্কো ফিবিযে নিযে গেল অন্যদেব দেখাদেখি। হাওযার্ড কাজ কবত সি.আই এ-র হয়ে, তারপর যখন ওকে মস্কোতে পাঠাবাব কথা হচ্ছিল তখন জানা গেল ওব আর্থিক অবস্থা খাবাপ আর সে ড্রাগের নেশা কবছে।

সি আই এ-ওকে চাকবী থেকে ববখাস্ত করল না, এবং ওকে ঘুবে বেডাবাব সুযোগ দিল। আর খবরটা জানাজানিও হতে দিল না। মাঝে মাঝে ও একলা এখানে সেখানে বসে ভাবত রাশিয়ায় ফিরে যাবার কথা। শেষ পর্যন্ত সি.আই এ ব্যাপাবটা জানাল এফ বি.আই. গোয়েন্দাদের, তারা নজরদাবী শুরু করতেই হাওয়ার্ড হাবিযে গেল, পরে অবশ্য তাকে দেখা যায় মস্কো দূতাবাসে।

তারপব কে.জি.বি. নতুন পথ নিল, তাবা সি আই.এ-কে ভুল খবব দিযে উল্টো পথে চালাতে লাগল।

॥ ছয় ॥

একটা শবদেহ পরীক্ষা করাব পব অধ্যাপক কুজমিন জানতে চাইলেন, এর পবে কাকে আনছ।

"১৫৮ নম্বরকে" সহকারী জানাল।

"বিস্তারিত বর্ণনা দাও।"*

"শ্বেতাঙ্গ ককেশীয় পুরুষ, মাঝ বয়সী, মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত, পরিচয় জানা যায়নি।"

কুজমিন অসন্তুষ্ট হলেন। এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি। আর একটা ভবঘুরে। অনর্থক পণ্ডশ্রম। শেষমেশ ওর কঙ্কালটা যাবে ডাক্তারীর ছাত্রদের ক্লাসে।

অন্য সব বড় শহরের মতো মস্কোতেও লাশগুলো খালাস কবার পদ্ধতি একই। অসুখ বিসুখে মারা গেলে ডাক্তারের সার্টিফিকেটই যথেষ্ট। যেগুলো আত্মহত্যা বা দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয়েছে সেগুলো সামান্য তদন্ত করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু নরহত্যার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে অধ্যাপক কুজমিনকে একটু বেশি খাটতে হয়। কারণ মামলা আদালতে উঠতে পারে। আবার শুঁড়িখানায় মারামারিতে খুনও হয়, এছাড়া রাহাজানির ব্যাপারও আছে।

তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ মানুষটার প্রকৃত পরিচয়টা জেনে রাখে। সেই রকমই একটা কেসে এল মৃতদেহ নম্বর ১৫৮। জন ডো নাম ছিল তার।

সহকারীকে নিয়ে তৈরি হলেন কুজমিন। মৃতদেহটা শোয়োনো টেবিলে। সারা শরীর থ্যাতলানো। মুখটা ঠিক আছে, তবে চোখগুলো পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে। ৫৬ বা ৫৭ বছর বয়স হলেও দেখতে বৃদ্ধ লাগছে। শুরু হ'ল শব-ব্যবচ্ছেদ। একজন নোট নিচ্ছে আর টেপ রেকর্ডারে অধ্যাপকের কথাগুলো ধরে রাখা হচ্ছে। এটা পরে চলে যাবে পেত্রোভকাতে নরহত্যা বিভাগে। উনি তারিখটা বলে শুরু করলেন—২রা আগস্ট।

ওয়াশিংটন, ফেব্রুয়ারী

জেসন মঙ্ক এবং তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ খুব খুশী যখন প্রথম খবর এল পিটার সোলোমিনের কাছ থেকে। চিঠি লিখেছে এবং মস্কোর মার্কিন দূতবাস বা ঐ ধরনের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ না করে জেসনের দেওয়া পূর্ব বার্লিনের একটা ঠিকানায় এসেছে চিঠিটা। এইভাবে ঠিকানা দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু সোলোমিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যদি করত তাহলে জেসনকে জবাবদিহি করতে হত।

সোভিয়েত দেশে সামান্যতম সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সব চিঠি, যাওয়া এবং আসা, টেলিফোন ইত্যাদি সব কিছু সেন্সর করা হত। পূব বার্লিনের যে লোকটিকে সোলোমিন চিঠি পাঠিয়েছিল মেট্রো রেলের এক ড্রাইভার সে। সে কাজ করত সি.আই.এ-এর ডাকপিওন হিসেবে। নাম ফ্রাঞ্জ ওয়েবর।

ওয়েবর সত্যিসত্যিই ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ছিল, এবং তাকে সুযোগ-সুবিধে মতো মৃত দেখানো আছে। তাই রুশ ভাষায় লেখা চিঠি ওই ফ্ল্যাটে এলে সন্দেহের কিছু নেই। আর যদি ধরাও পড়ে তবে সে বলবে, জানি না, পড়তেও পারি নি, ফেলে দিয়েছি চিঠিটা।

চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা থাকত না। পদবীও না। সুন্দর চিঠি, কেমন আছ ইত্যাদি রাশিয়ার ব্যাপারে পড়াশোনা কতটা এগিয়েছে। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে দেখা হবে। শুভেচ্ছা, পত্রবন্ধু ঃ ইভান।

পূর্ব জার্মানীর গুপ্তচররাও এটা পড়লে ধরে নিত, হয়ত কোনো উৎসবে এদের দেখা হয়েছিল, তারপর পত্রবন্ধু হয়ে গেছে। আর বড় জোর চিঠির লাইনের ফাঁকে ফাঁকে অদৃশ্য কালি দিয়ে যা লেখা আছে সেটাও যদি জানতে পারে, তবে ধরে নেবে ওয়েবর লোকটা গুপ্তচর ছিল। কিন্তু সে তো এখন নাগালের বাইরে।

রাশিয়া থেকে চিঠিটা পাবার পর ঐ ডাকপিওন, যার আসল নাম হাইনরিখ, সে বেশ কায়দা করে বার্লিন প্রাচীর পার করে চিঠিটা পাঠিয়ে দিত পশ্চিম বার্লিনে।

প্রাচীর তৈরী হবার পর ওপরের সব যোগাযোগ তো বিচ্ছিন্ন হয়েই ছিল এমন কি মাটির তলায় মেট্রো রেলের লাইনগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ; শুধু একটা লাইনকে মাটির ওপর দিয়ে চালু রাখা হয়েছিল। এখান দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে যোগাযোগ ছিল। তবে ট্রেনগুলোর জানলা-দরজা সব সীল করে দেওয়া থাকত। জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পেলেও ওঠা-নামার প্রশ্নটা অবান্তর ছিল।

ড্রাইভার হাইনরিখ জানলা খুলে রাখত, আর বোমার আঘাতে গর্ত হয়ে যাওয়া জায়গাটা এলে গুলতি দিয়ে একটা গলফ্ বল ছুঁড়ে দিত চলন্ত ট্রেন থেকে। আর ঠিক ঐ সময় এক বৃদ্ধ কুকুরকে নিয়ে হাঁটতো ওখান দিয়ে। সে গলফ্ বলটা তুলে নিয়ে জমা দিয়ে আসত সি. আই. এ.-র স্থানীর দপ্তরে।

সোলোমিন ভাল ভাল খবর পাঠিয়েছে। এবং সবচেয়ে সুখবর এই যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সেই উপমন্ত্রী একদিন ওকে দেখতে পেয়ে নিজের দপ্তরে নিয়ে গিয়েছেন। কারণ সেই দাচা বাড়িটা তৈরী করে দেওয়ার জন্যে সোলোমিনকে তাঁর তখনই খুব ভাল লেগেছিল। এখন উনি প্রথম উপমন্ত্রী। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সোলোমিনকে উনি লেফটেনান্ট কর্ণেল পদে বসিয়ে দিলেন। এরকম একটা কাজের লোক কাছে থাকা ভাল।

একটু বেশি দুঃসাহসী হয়ে সোলোমিন সি.আই.এ.-কে তার ফ্ল্যাটের ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিল।

এর দশ দিন পরে সোলোমিন একটা সরকারী চিঠি পেল। ট্রাফিক আইন ভাঙ্গার চূড়ান্ত নোটিশ। মস্কোতেই পোস্ট করা হয়েছে। কেউ ওটা মাঝপথে খোলেনি। খাম আর নোটিশটা এত সুন্দরভাবে জাল করা হয়েছিল যে, প্রথমে সোলোমিন দারুণ ক্ষেপে ট্রাফিক অফিসে ফোন করতে যাচ্ছিল। তারপর চিঠি থেকে বালির গুঁড়ো পড়তে দেখে সামলে নিল নিজেকে।

স্ত্রী ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকে আনতে চলে যাবার পর যে অ্যাসিডটা এডেন থেকে এনেছিল সেটা লাগাতেই আসল খবরটা ভেসে উঠলঃআগামী রবিবার। সকাল ৮ বা ৯টা আন্দাজ লেনিন স্কি প্রস্পেক্টের একটা রেস্টুরেন্টে।

ঐ রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় পেয়ালা কফিতে যখন চুমুক দিচ্ছিল সোলোমিন, তখন বিশাল ঝলমলে ওভারকোট পরা এক অপরিচিত তার টেবিল ঘেঁষে যাবার সময় রুশ সিগারেটের একটা প্যাকেট ফেলে গেল টেবিলের ওপর। সোলোমিন সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের আড়ালে ওটা নিয়ে নিল।

প্যাকেটে কুড়িটা ফিল্টার টিপড সিগারেট। সেগুলো গঁদ দিয়ে জোড়া। তার তলাটা ফাঁকা, সেখানে ছোট্ট একটা ক্যামেরা, দশ রোল ফিল্ম, পাতলা কাগজে ডেড-লেটার বক্সের ঠিকানা ও পথ নির্দেশ, ছ রঙের চক, কোনটা দিয়ে কি চিহ্ন দিতে হবে তাও বলা আছে। সব শেষে জেসন মঙ্কের চিঠি—

"তাহলে আমার প্রিয় শিকারী বন্ধু আমরা পৃথিবীটাকে বদলে দিতে চলেছি.........।"

একমাস পরে সোলোমিন প্রথম প্যাকেট পাঠাল। এবং আরও ফিল্ম চাইল। পাঠানো ফোটোতে সোভিয়েত দেশের অস্ত্রনির্মাণ কারখানার ছবি আর তথ্য। দারুণ দামী খবর।

* * *

১৫৮ নম্বরের মৃতদেহের পোস্টমর্টেম করলেন অধ্যাপক কুজমিন। ওঁর সেক্রেটারী সব নোট নতুন করে টাইপ করল।

ফাইলটা যাবে নরহত্যা ডিপার্টমেন্টে। গোয়েন্দাগুলোর ব্যাপারে একটু কৃপা পরবশ হতে চেষ্টা করেছিলেন প্রফেসর। কারণ চাইলে তিনি "দুর্ঘটনা" বা "স্বাভাবিক মৃত্যু" লিখে দিতে পারেন। তাহলে আত্মীয়রা সহজে নিয়ে যেতে পারবে শবদেহটা। আর পরিচয় না পাওয়া গেলে কয়েকদিন রেখে মস্কোর মেয়রের দাক্ষিণ্যে দরিদ্রদের কবরখানায় পুঁতে দেওয়া হবে বা ছাত্রদের পড়ার জন্যে অ্যানাটমি ক্লাসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু ১৫৮ নম্বরের কেসটা নরহত্যার। ট্রাকের ধাক্কা হলে অতগুলো আঘাতের চিহ্ন থাকত না দেহে। আবার গোরু-মহিষের পায়ে পিষ্ট হলে মাথা আর পায়েও আঘাতের চিহ্ন থাকত, অথচ এখানে আছে বুক আর তলপেটে।

শেষ পর্যন্ত নিজের মতামত দিয়ে সই করে প্রফেসর তারিখে লিখলেন ৩রা আগস্ট।

সেক্রেটারী বেশ উজ্জ্বল মুখে বলল, "তা হলে এটা নরহত্যারই কেস?"

"হ্যাঁ, জন ডো, হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিও ওটা। একতলায় একজন থাকে যার কাজ চিঠি পৌঁছে দেওয়া। চিঠিটা চললো তার নিজের গন্তব্যে।

আর ওদিকে অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে পড়ে রইল ১৫৮ নম্বর—চোখের কোটরটা হাঁ করে আছে।

* * *

ল্যাঙ্গলে, মার্চ

ক্যারী জরডন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় দৃশ্যটাকে উপভোগ করছিল। মার্চের শেষের দিকে গাছপালায় সবুজের আভা জাগতে শুরু করেছে সি.আই.এ. ভবন আর পোটোম্যাক নদীর মাঝখানের জঙ্গলে। ওয়াশিংটন শহরটাকে সে ভালবাসে। এর সব কিছুই, বিশেষ করে বসন্তকালের অতি পরিচিত দিনগুলোকে।

ঐ ভালবাসাটা ছিল, কিন্তু বসন্তকালটা সি.আই.এ-র গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসার সেরগেই বোখানের কাছে হয়ে উঠেছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তখন ও এথেন্সে, ও বারবার জানাচ্ছে আমেরিকাকে যে ওকে যদি মস্কোতে ফিরে যেতে হয় তবে নির্ঘাৎ দাঁড়াতে হবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। ছেলের অসুস্থতার কথা লিখে ওকে মস্কো ডেকে পাঠিয়েছে যেটা ডাহা মিথ্যে। আমেরিকা অতোটা মাথা ঘামাল না, ফলে বোখান ফিরে গেল মস্কো এবং ওকে "নিভিয়ে" দেওয়া হল।

বোখানের মতো আরও তিনজনের ভাগ্যে ঐ ঘটনা ঘটার পর আমেরিকা সতর্ক হ'ল, এবং এজেন্টদের কথা আর অবিশ্বাস করল না। আরও পাঁচজনকে চাকরীর মেয়াদের মাঝপথে মস্কো ফিরিয়ে নেওয়া হয়, এবং তারা নিখোঁজ হয়ে যায়।

এই নিয়ে ছ জন হ'ল। বৃটেনের গরদিয়েভস্কিকে নিয়ে সাত জন। আরও পাঁচ জন যারা মস্কোতেই ছিল তাদেরও পাত্তা আর পাওয়া গেল না। আরও দুজন কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে।

বোখানের পিছনে বসেছিল হ্যারী গ্রান্ট, এস. ই. ডিভিশনের প্রধান। দু'জনেরই বয়স প্রায় সমান। দুজনেই অক্লান্তভাবে কে.জি.বি.-র চক্র ভাঙ্গার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করে আসছে।

বিপদটার শুরুও কিন্তু সেখান থেকে। এস. ই. ডিভিশনের কাজ করতে হলে সহকর্মীদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করতে হবে। অথচ প্রত্যেকের ওপরে একটা সন্দেহের বোঝাও চাপানো থাকে সর্বক্ষণ। হাওয়ার্ডের জন্যে হয়ত পাঁচ, ছয় এমনকি সাতজনকে ধরা গেছে। কিন্তু চোদ্দজন? অথচ বিশ্বাসঘাতক থাকার কথা নয় নিজেদের দলে, বিশেষ করে এস. ই. অর্থাৎ

৮—ঈস্টার্ন ডিভিশনে।

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। দেখা যাক সাফল্যের কোনো খবর আসছে কিনা।

"বলো জেসন", জর্ডন বললে, "হ্যারি আর আমি একসঙ্গে বলতে চাই 'দারুণ কাজ করেছ'। তোমার ঐ লোক গ্রেট হান্টার ওরিয়ন সত্যিকারের কাজের লোক। ওর বিশ্লেষণগুলো খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই আমাদের ইচ্ছে যে এজেন্ট ওকে দলে টেনে এনেছে তার এক ধাপ প্রমোশন হয়ে জি-১৫ হওয়া উচিত।"

জেসন ধন্যবাদ জানালো।

"ম্যাদ্রিদে তোমার ভর্তি করা এজেন্ট লিসাণ্ডার কেমন আছে?"

"ভালই আছে, স্যার। নিয়মিত খবর পাঠাচ্ছে। তবে ওখানকার কাজ বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ও শিগ্‌গীরই ফিরবে মস্কো।"

"ওকে তো মেয়াদ ফুরোবার আগে ডেকে পাঠান হয়নি?

"না, স্যার, ডেকে পাঠাবে কি?"

"কোন কারণ দেখছিনা, জেসন।"

"আমি খোলাখুলিভাবে একটা কথা বলতে পারি স্যার?"

"বলতে শুরু কর।"

"ডিভিশনে বলাবলি হচ্ছিল যে গত ছ মাস ধরে আমাদের সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" হ্যারী গ্রান্ট বলল, "লোকে তো বাজে বকবক করেই।"

তখনও পর্যন্ত চরম বিপর্যয়ের কথাটা শুধু দপ্তরের প্রথম দশজন ওপরতলার অফিসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ছ হাজার কর্মচারী যেখানে সেখানে কথা রটবেই।

জেসন দুম করে একটা কথা বলে বসল, "আলোচনা হচ্ছে যে আমরা আমাদের এজেন্টদের একে একে হারাচ্ছি। এমন কি দশজনের কথাও শুনেছি।"

"জানার দরকার আছে কিনা"—সংক্রান্ত আমাদের বিধিনিয়মটা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে জেসন।

"হ্যাঁ, স্যার।"

"ঠিক আছে। সমস্যা কিছু তো থাকতেই পারে। এজেন্সীতে এসব হয়। কখনো ভাল সময়, কখনো খারাপ। তোমার বক্তব্যটা কি?"

"এমন কি সংখ্যাটা যদি দশও হয়, তাহলে সব খবরা-খবর পাওয়ার জায়গা একটাই—ঐ ৩০১টা ফাইল।

"দপ্তর কি করে চলে তা আমাদের সবারই জানা আছে", হ্যারী গর্জে উঠল।

"তাহলে কি করে এখনো লিসাণ্ডার আর গ্রেট হান্টার ওরিয়ন কাজ করে চলেছে, ধরা না পড়ে?"

"দেখো জেসন" জর্ডন বলল, "আমি একবার তোমার ভাগ্যের কথা বলেছিলাম। তুমি আইন ভেঙ্গে কাজ করেছ, অথচ ভাগ্য ভাল থাকায় তোমার কাজটা ঠিকমতো হয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু ক্ষতি আমাদের হয়েছে, তবে তুমি ভুলে যেও না যে তোমার ফাঁসানো ঐ এজেন্ট দুজনের নামও ওই ৩০১ ফাইলে আছে।"

"না, ওদের নাম ছিল না ওতে।"

হ্যারী গ্রান্ট মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলো, এ ধরনের উত্তর আশা করেনি।

"আমি মূল রেজিস্টারে ওদের কথা বিস্তারিতভাবে টুকে রাখার সময় এখনও করে উঠতে পারিনি, তাই ঠিক জানা নেই। দুঃখিত।"

"আচ্ছা মূল রিপোর্টটা কোথায়? সব কিছু ব্যাখ্যা করা তোমার রিপোর্টগুলোই বা কোথায়?" হ্যারী জানতে চাইলেন।

"আমার আয়রণ সেফে আছে ওগুলো। ওখানেই আছে।"

"আর আমাদের কর্মপদ্ধতি?"

"ওটা মাথার মধ্যে রেখেছি?"

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জর্ডন বলল, "ধন্যবাদ জেসন, আমরা যোগাযোগ রাখব।"

এর একপক্ষ পরে অপারেশন ডাইরেক্টরেটের সামনে এল একটা গুরুত্বপূর্ণ রণ-কৌশলগত অভিযানের ব্যাপার। মাত্র দুজন বিশ্লেষক নিয়ে ক্যারী জর্ডন গত বারো মাসে ৩০১ থেকে কমিয়ে ৪১-এ নিয়ে এসেছিল। অ্যালড্রিখের নাম ওই ছোট তালিকার মধ্যে ছিল।

জর্ডন, হ্যারী গ্রান্ট, গাস হ্যাথওয়ে এবং আরও দুজন দাবী তুলল যে এই ৪১ জন সম্বন্ধেও ভালভাবে খোঁজ খবর নিতে হবে। বিশেষ করে দুদিক দিয়ে—পলিগ্রাফ টেস্ট আর তার ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা যাচাই করে।

পলিগ্রাফ টেস্ট হ'ল এক ধরনের জেরার মুখে ফেলা। এই পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছিল আমেরিকা থেকে, সন্দেহভাজন মানুষটিকে একই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে বার বার করে উত্তরের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে বের ববা। তবে এ-পদ্ধতিটা খুব কার্যকর হবে না, যেক্ষেত্রে গুপ্তচরটি অত্যন্ত সজাগ থাকবে। তবে প্রশ্নকর্তা যদি একবার সন্দেহভাজন মানুষটির মনে ভয় ঢুকিযে দিতে পারে, তবে সত্যি কথা পেট থেকে টেনে বের করা সহজ হয়।

তারপর দেখতে হবে আর্থিক অবস্থা ভাল না খারাপ। এটা অনেক প্রশ্নের জবাব জোগাতে পারে। যেমন অ্যালড্রিখ আমেস গত বারো মাস ধরে প্রচণ্ড আর্থিক টানাটানির মধ্যে চলছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদ. আবার দ্বিতীয় বিয়ে সব মিলিয়ে ও যা জমিয়ে ছিল তার আর কিছুই হাতে থাকেনি।

যে দলটা ডি. ডি. ও ক্যারী জর্ডনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছিল তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল কেন মূলগ্রিউ। বিশ্বস্ত কর্মচারীদের ওপর কড়া নজরদারী করা, তাদের পলিগ্রাফ টেস্টে ফেলে বারবার জেরা করার ফলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আর সেটা নাগরিক অধিকারের উল্লঙঘনও বটে।

হ্যারী আবার এর প্রতিবাদ করল।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল যে ঐ ৪১ জনের ওপর প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে রাখতে হবে।

* * *

আর একটা ফাইল টেবিলে ধপাস করে পডতেই ইন্সপেক্টার পাভেল ভলস্কির দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এক বছর আগেও ও যে সুসংগঠিত অপরাধ বিভাগে ছিল, সেখানকার কাজ বেশ ভালই লাগত। ঐ কাজে অপরাধ জগতের চোর-ডাকাতদের গুদামঘরে হানা দেওয়া, মালপত্র বাজেয়াপ্ত করতে হতো। আর অফিসার যদি চালাক চতুর হয় তবে ঐ সব লুঠের মাল থেকে কিছুটা তো তার নিজের সেবায় লাগাবেই।

কিন্তু ওর স্ত্রী এটা পছন্দ করত না, তার ইচ্ছে স্বামী গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করুক, ফলে বাধ্য হয়ে পাভেলকে প্রোমোশন আর বদলী নিয়ে এই নরহত্যা বিভাগে চলে আসতে হয়েছে।

কিন্তু তখনো কি ও জানত যে ওকে কাজ করতে হবে জন ডো-এর ডেস্কে। এটা তার ভাল লাগেনি।

৪ঠা আগস্ট যে ফাইলটা তার সামনে এল সেটা ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যক্তিগত আক্রোশ, বা ঐ ধরনের কোনো কারণে খুন হবার কেস নয়।

যে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল মিনস্ক বড় সড়কের কাছে একটা বনে, সেটা অত্যন্ত সাধারণ এক গরীব লোকের। জামা কাপড় কোট ইত্যাদির জীর্ণ দশা দেখলে দ্বিতীয়বার ভাবার দরকার নেই। পকেটে মানিব্যাগে পরিচয়-পত্র, হাতে ঘড়ি বা আংটি থাকার উল্লেখ নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পাভেল পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পড়তে লাগল। কয়েকটা ব্যাপারে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে ও অধ্যাপক কুজমিনকে ফোন করল। প্রাথমিক আলাপের পর পাভেল সরাসরি আসল কথায় এল—"একটা কথা খোলাখুলি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে", অধ্যাপক, হেসে বললেন, "আজকাল খোলাখুলি কথা কেউ সহজে বলে না। বলুন, কি বলবেন?"

পাভেলের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক যা জানালেন তা থেকে এ কথা স্পষ্ট হ'ল যে ঐ মৃত ব্যক্তিটিকে প্রচণ্ড মারধোর করে খুন করা হয়েছে। গলা টিপে ধরার জন্যে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে লোকটা।

কিন্তু যারা মেরেছে, তারা কেন মারল? টাকা পয়সার জন্যে যখন খুন হয়নি। তবে কি পেট থেকে কোনো খবর বের করার জন্যে? শাস্তি? কাউকে শিক্ষা দেবার জন্যে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না?

সনাক্তকরণের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সামনের তিনটে দাঁত স্টিল দিয়ে বাঁধানো ছিল। আর ঐ বাঁধানোর ব্যাপারটা এত আনাড়ীর মতো করা যে নিঃসন্দেহে বলা যায় মিলিটারী ডাক্তারের হাতের কাজ এটা।

পাভেল চিন্তা করতে করতে উঠে পড়ল অফিস থেকে আর এক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

ল্যাঙ্গল, জুলাই

কর্ণেল সোলোমিনের চিঠি বেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তিনটে চিঠি পাঠিয়েছে, এবার জেসন মঙ্কের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে চায়। যেহেতু ওর পক্ষে রাশিয়া ছেড়ে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখাটা এখানেই কোথাও করতে হবে।

এই ধরনের চিঠি পেলে প্রথম যে সন্দেহটা হয় সেটা এই যে, এজেন্ট ধরা পড়ে গেছে এবং চাপে পড়ে ওটা লিখেছে।

তবে জেসন জানত যে সোলোমিন বোকা নয়, কাপুরুষও নয়। তাছাড়া চিঠিটার ভাষাটা এমনই যে ওটা চাপে পড়ে লেখা বলে মনে হয় না।

হ্যারী গ্রান্ট সম্পূর্ণ একমত ছিল। জেসন মঙ্কের সঙ্গে যে মস্কোতে দেখা করাটা খুব বড় ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে, কারণ ওখানে কে.জি.বি.-র লোক থিকথিক করছে। আর জেসন যদি যায় মস্কো তবে ওরা ওকে কড়া নজরে রাখবে। আর উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই এডিকং-এর সঙ্গে দেখা করাটা সম্ভব হবে না।

তবে সোলোমিন লিখেছে যে, ও সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ওর ছুটি প্রাপ্য হবে, এবং ওকে একটা পুরস্কারও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ, কৃষ্ণসাগরের ধারে গুরজাফ-এ ছুটি কাটানোর জন্যে একটা ফ্ল্যাট পেয়েছে।

জেসনরা খবর নিতে শুরু করল, হ্যাঁ ঐ নামের একটা গ্রাম আছে, সেখানে প্রধানতঃ থাকে মাছমারা জেলেরা, লেখক চেকভ এখানে থাকতেন এবং মারাও যান এই গুরজাফ-এ।

এখানে যেতে হলে ইয়াল্টা থেকে বাসে পঞ্চাশ মিনিট, ট্যাক্সিতে পঁচিশ মিনিট লাগে।

প্লেনে যেতে হলে প্রথমে মস্কো যেতে হবে। তারপর কিয়েভ, আবার ওডেসাতে প্লেন বদল করে ইয়াল্টাতে যাওয়া যায়। এটা সোভিয়েতবাসীদের একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলেও বিদেশী বলেই নজরে পড়ে যাবে।

অনেক অনুসন্ধানের পর জেসন মঙ্ক একটা পথ খুঁজে পেল। জলপথে যাওয়াটা হয়ত সুবিধের হবে।

ডলারের লোভে রুশ সরকার ভূমধ্যসাগরে যাত্রীবাহী জাহাজ চালাবার অনুমতি দিয়েছে ব্ল্যাক সী শিপিং কোম্পানীকে। যদিও ঐ সব জাহাজের কর্মচারীর বেশীর ভাগই রুশ এবং কে.জি.বি.-র এজেন্ট, কিন্তু যাত্রীরা বিদেশী, বিশেষ করে পশ্চিমের।

জাহাজে যাওয়ার খরচ কম বলে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক আর বয়স্ক নাগরিকরা যাতায়াত করে এই পথে। তিনটে জাহাজ চলত। এই রুটে, নাম—লিতভা, লাতভিয়া আর আর্মেনিয়া। সেপ্টেম্বর মাসে পাওয়া যাবে আর্মেনিয়া জাহাজকে।

জুলাই মাসের শেষে ব্রিটিশ নিরাপত্তা বিভাগের সহযোগিতায় ব্ল্যাক সী শিপিং কোম্পানীর লণ্ডন শাখার সঙ্গে কৌশলে একটা ব্যবস্থা করা হল। আর্মেনিয়া জাহাজে সিট বুক করা হ'ল অত্যন্ত গোপনে।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল যে ঐ মাসে রুশ-মার্কিন মৈত্রী সমিতির একটা ছোট দল যাচ্ছে আর্মেনিয়া জাহাজে করে। এই সমিতিব সদস্যরা বেশিরভাগই মাঝ বয়সী। তারা রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার বন্ধুত্বে আগ্রহী।

আগস্ট মাসের প্রথম দিকে টেক্সাসের সান আণ্ডোলিও শহরের অধ্যাপক নরমান কেলসন ঐ মৈত্রী সমিতির সঙ্গে নিজেকে জড়ালেন এবং ছ জনের দলটার সঙ্গে সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকেও ঢুকিয়ে নিলেন। এতে কারুরই কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।

আসল নরমান কেলসন কিন্তু একজন প্রাক্তন নথীপত্ররক্ষক ছিল সি.আই.এ-র দপ্তরে। অবসর নেবার পর থাকে সান আন্টনিও শহরে। আর জেসন মঙ্কের সঙ্গে চেহারার মিল আছে খানিকটা, তফাৎ শুধু বয়সের।

আগস্টের মাঝামাঝি জেসন জানালো সোলোমিনকে, যে তার বন্ধু ২৭ এবং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দুপুরে ইয়াল্টার বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘোরানো সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করবে।

* * *

ইন্সপেক্টার ভোলস্কির লাঞ্চ খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছিল, বড় বড় পা ফেলে পুলিশ দপ্তরে ঢুকলো। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চীপ ক্যান্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভোলস্কি। একটা নোটিশ বোর্ডে নজর পড়েছে তার।

বন্ধু তাড়া দিয়ে ভিতরে নিয়ে এল, এদের মতো কম মাইনের চাকুরেরা বড় হোটেলে ঢুকতে পায় না। তাই এখানে খুব ভীড় হয়।

বিয়ার আর স্টু-এর অর্ডার দিয়ে ভোলস্কি বলল, "নোটিশবোর্ডটা দেখেছ, রঙীন পেন্সিল দিয়ে স্কেচ করা একটা বুড়োব ছবি আঁকা আছে ওখানে। লোকটার দাঁতগুলো বিচিত্র। ব্যাপারটা কি?"

"ওহ্, ওটা—", ইন্সপেক্টর নভিকভ বলল, "আমাদের কাছে ও একটা রহস্যময় মানুষ। যা শোনা গেছে, ব্রিটিশ দূতাবাসের এক মহিলার বাড়িতে চুরী করতে দুজন লোক ঢুকেছিল। মহিলা বাধা দেওয়াতে ওকে একজন মেরে অজ্ঞান করে দেয়। মহিলা ওদের একজনকে দেখেছিল?

"এটা কবেকার ঘটনা?"

"সপ্তাহ দুয়েক, তিনও হতে পারে। যাই হোক দূতাবাস অভিযোগ জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রকে। ওরাই ঐ মহিলার বর্ণনা অনুযায়ী চোরটার ছবি আঁকিয়েছে। চেরনভ এটা নিয়ে তদন্ত করছে ওই ছবি নানা জায়গায় সাঁটা হয়েছে। খবর পাবার জন্যে।......এখনও পর্যন্ত কেউ কিছু জানায় নি।"

"লোকটা কে আমি জানি না তবে কোথায় আছে সেটা জানি", ভোলস্কি বলল, "সেকেণ্ড মেডিকাল হাসপাতালে বরফের ওপর শুয়ে আছে।"

ইন্সপেক্টর নভিকভ তাড়াতাড়ি ওকে বলল চেরনভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

রোম, আগস্ট

অ্যালড্রিখ আমেস স্ত্রীকে নিয়ে রোমে এল ২২শে জুলাই, এখানে তার বদলী হয়েছে। এখানে তার জীবনযাত্রা বেশ উন্নত ধরনের। আর ও যে এই জীবনে অভ্যস্ত, আগেও এমন্ ছিল তা জানার উপায় নেই। কারণ গত বছর এপ্রিলে ওকে দেখেছিল যে-সব মানুষ, তাদের একজনও রোমে থাকে না।

এখানকার দপ্তরে প্রধান হলেন অ্যালান উলফ্। প্রবীন সি.আই.এ -অফিসার। প্রথম দর্শনেই ওঁর মনে হয়েছিল অ্যালড্রিখ কোনো কাজের লোক নয়। অল্পদিনের মধ্যেই জানা গেল সে মদ খায়, আর কাজে উৎসাহ নেই। এতে রুশরা খুব একটা দুঃশ্চিন্তায় পড়েনি, তারা খ্রেনকভ নামে একজনকে নিয়োগ করল যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে অ্যালড্রিখের সঙ্গে।

ল্যাঙ্গলের মতো এখান থেকে বিশেষ জরুরী আর গুরুত্বপূর্ণ খবর আর নথি পাচার করতে শুরু করল অ্যালড্রিখ।

আগস্টে মস্কো থেকে আসল লোকটি এলেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। খ্রেনকভ ওকে একটা ঢাকা গাড়িতে করে সোজা নিযে যায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কাছে। এখানেই অপেক্ষা করছিল অ্যালড্রিখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক, নাম কর্ণেল ভ্লাদিমির মেচুলায়েভ, ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টোরেটের একজন ডিরেক্টার।

ভ্লাদিমির অ্যালড্রিখের কাজের খুব প্রশংসা করার পর বলল, "যতো খবর, কাগজপত্র তুমি দিয়েছ সেগুলো খুবই মূল্যবান। তবে একটা ব্যাপারে চিন্তায় পড়েছি আমরা।

একটা ফোটো ওর সামনে রেখে বলল, "চেনো এর নাম জেসন মঙ্ক। তাইতো?"

"হ্যাঁ, ওরই ফোটো।"

"দেখ তোমার রিপোর্টে বলা আছে যে এই জেসন মঙ্ক এস.ই. ডিভিশনের উদীয়মান তারকা, তার অর্থ মস্কোতে এর নিশ্চয়ই দুজন গোপন চর আছে।"

"হ্যাঁ, অফিসের গুজগাজ, ফুসফাস থেকে তাই শুনেছি আমি। ওকে তো পেতেই হবে।"

"সমস্যাটা সেখানেই অ্যালড্রিখ। যে-সব বিশ্বাসঘাতকদের নাম তুমি ফাঁস করে দিয়েছিলে, তাদের প্রায় প্রত্যেককে মস্কোতে ডেকে এনে চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেউই জেসন মঙ্কের নাম করেনি। হয়তো ছদ্ম নামে কাজ করেছে, এ-লাইনে তো এটাই নিয়ম। কিন্তু

ফোটো? ওটা দেখে তো চেনা যাচ্ছে। এখন জানতে হবে আমাদের দপ্তরে কাকে জেসন মঙ্ক নিজের হাতের মুঠোয় পুরেছে।"

"আমি জানি না সেটা। আর ঠিক ধরতেও পারছি না। ৩০১ ফাইলে থাকা উচিত।"

"না। ওতে ছিল না।"

সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগে প্রচুর অর্থ আর কাজের লিস্ট ওকে দেওয়া হয়েছিল। তিন বছর ও রোমে ছিল, এবং গোপনে খবর পাচার করে গেছে। কিন্তু সবার ওপব যে খবরটা প্রাধান্য পাচ্ছিল, সেটা এই যে ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে জানাতে হবে মস্কোতে জেসন মঙ্কের গুপ্তচর কে।"

* * *

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার নভিকভ আর ভোলস্কি যখন লাঞ্চ খেতে খেতে গোপন ঘরে গিয়ে আলোচনা করছিল, তখন এদিকে রুশ সংসদ ডুমাতে তড়িঘড়ি ডেকে পাঠানো হয়েছে প্রতিনিধিদের—কারণ সংবিধান পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে।

রাষ্ট্রপতি চেরকাসভের হঠাৎ মৃত্যুর পর সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অন্তবর্তীকালের জন্যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ইভান মারকভ দায়িত্বভার নিয়েছেন আপাতত ; তিন মাসের জন্যে। সাধারণ নিয়মে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার কথা , এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওটা এগিয়ে এনে অক্টোবর করা যায় কিনা। করলে কি কি অসুবিধা হতে পারে।

সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে—সংশোধনীর আকারে, অস্থায়ী রাষ্ট্রপাতর কার্যকালের মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ানো এবং নির্বাচনটা জুন থেকে পিছিয়ে এসে জানুয়ারীতে করা।

প্রচণ্ড হৈ হল্লা হচ্ছিল সংসদে। দুজন সদস্য এমন গালিগালাজ করছিলেন যে অধ্যক্ষ বাধ্য হয়ে তাঁদের বহিষ্কার করে দেন। এই দুই সদস্য বাইরে রাস্তাতে গিয়েও এমন ঝগড়া শুরু করেন যে শেষমেস পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়।

দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর ফ্যাসীবাদী সঙ্ঘ, ইগর কোমারভের নির্দেশ অনুসারে জোর দিচ্ছিল বাষ্ট্রপতি চেরকাসভের মৃত্যুর পর তিন মাসের বাবধানে নির্বাচন করা হোক। কারণ নির্বাচনের ব্যাপারে এই দল অনেকটা সুবিধাজনক ভাবে এগিয়ে ছিল।

অপর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নয়া কমিউনিস্টরা এবং ডেমোক্র্যাটিক অ্যালোয়েন্সের সংস্কারবাদীরা একবার নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছিল। ভোট হ'ল এবং পরবর্ত্রী নির্বাচনের দিন জুন থেকে জানুয়ারীতে স্থির করা হল।

ভোটের ফলাফল জানাজানি হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যস্ততা জেগে উঠল। বিদেশী দূতাবাসগুলো থেকে টেলিগ্রাম আর ফোনের বন্যা বইতে লাগল।

বৃটিশ দূতাবাসের যখন "গ্রেসী" ফিল্ডস টেবিলে বসে কাজ করছিল তখন ইন্সপেক্টার নভিকভের ফোন এল।

ইয়াল্টা, সেপ্টেম্বর

দারুণ গরম পড়েছিল সেদিন। সমুদ্রের উপকূল ধরে যে বড় সড়কটা চলে গেছে, সেখান দিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে ইয়াল্টার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে একটা ট্যাক্সি। যাত্রী একজন আমেরিকান। জানলাটা খুলে কৃষ্ণ সাগরের ঠাণ্ডা বাতাসকে গাড়ির ভিতরে আসতে দিল। আয়নায় দেখে

নিল মস্কো পুলিশ চেকার কোন গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে কিনা। আসছে না দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল।

জেসন মঙ্ক ছদ্মবেশ নিয়েছে এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকের। চুলে সাদার চিহ্ন। রঙীন চশমা। যেন গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাতে এসেছে সে।

এর আগে মার্শেই থেকে জাহাজে যাত্রা করে নেপলস মস্কো ইস্তামবুল হয়ে এসেছে সে। জাহাজে ওর সঙ্গে ছিল আরও তিন জন মার্কিন, ঐ রুশ-মার্কিন মৈত্রী সঙেঘর সদস্যরা। জাহাজে আলোচনায় তারা জেসনের কথাবার্তা শুনে খুব খুশী। অধ্যাপক জোর গলায় সমর্থন জানিয়েছে রুশ-মার্কিন মৈত্রী বন্ধনের ওপর। এই দেশের মধ্যে সু সম্পর্ক থাকলে পৃথিবীর পক্ষে সেটা যে মঙ্গলজনক এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইয়াল্টাতে এসে ঐ অধ্যাপক প্রথম পা রাখল সোভিয়েত দেশে।

আর্মেনিয়া জাহাজ থেকে পর্যটকরা হাসতে হাসতে নামছে। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে দুজন রুশ অফিসার সকলের পাশপোর্টে নজর বুলিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। অধ্যাপক কেলসনের পোশাক দেখে ওদের বেশ মজা লাগলো। বৃদ্ধ অধ্যাপক, ভালই তো। জেসন মঙ্ক জানে ছদ্মবেশে থাকতে হলে খুব স্বচ্ছন্দ চালে চলতে হয়। তার পরণে ক্রীমরঙের সার্ট, সরু টাই, রূপোর টাইপিন দিয়ে আটকানো। হালকা রঙের ট্রাউজার আর জ্যাকেট। গোল টুপি আর কাউবয়দের জুতো পায়ে।

স্কুল শিক্ষিকা ওকে দেখে দারুণ খুশী। "অধ্যাপক যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে চেয়ারকাবে বসে পাহাড়ের মাথায়।"

"না, না, একটু হাঁটবো সমুদ্রের তীরে। কফি খাবো"।

লোক দেখানো অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে জেসন এগোতে লাগলো শহরের দিকে। পথে অনেকে ওকে দেখে হাসলো।

অনেকক্ষণ এলোমেলো ভাবে ঘুরে, একটা খোলা কফির দোকানে বসে কফি খেয়ে, জেসন নিশ্চিন্ত হল যে কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে যেতে বলল। হাতে গাইড বই, ম্যাপ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ ভাষা, ট্যাক্সি ড্রাইভার বুঝে নিয়ে ওকে নিয়ে চলল। এটা দেখতে হাজার হাজার লোক আসে।

মেন গেটের সামনে নেমে রুবলে ভাড়া চুকিয়ে আরও পাঁচ ডলার বকশিশ দিল। ড্রাইভার দারুণ খুশী।

একজনের যাবার মতো ঘোরানো গেটের কাছে এসে দাঁড়াল জেসন। একপাল ছাত্র এসেছে মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে, তারা একে একে ঢুকছে। জেসন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে ঝকমকে স্যুটপরা একজনকে। কিন্তু না কেউ নেই তেমন।

ভিতরে ঢুকে একটা আইসক্রীম কিনে নিরিবিলি জায়গা দেখে বেঞ্চিতে বসে চুষতে শুরু করল জেসন।

কয়েকমিনিট পরে একজন এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসে বাগানের ম্যাপটা একমনে দেখতে লাগল। ম্যাপের আড়ালে যে তার ঠোঁট নড়ছে এটা কেউ দেখতে পেল না। জেসনের ঠোঁট অবশ্য নড়ছে, কারণ ও আইসক্রীম চাটছে।

"তাহলে বন্ধু, কেমন আছো?" পিটার সোলোমিন মুখ খুলল।

"তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে, দোস্ত", জেসন উত্তর দিল, "কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না তো?"

"না। আমি একঘন্টা আগে এসেছি। আমাকে বা তোমাকে কেউই অনুসরণ করেনি এখনো পর্যন্ত।"

"আমার লোকেরা তোমার কাজে দারুণ খুশী পিটার। তুমি যে সব খবর দিয়েছ তাতে স্নায়ুযুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবে মনে হয়।"

"আমি চাই বেজন্মাগুলোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। কিন্তু তোমার আইসক্রীম গলে গেছে। আমি আনছি আরো দুটো।"

পিটার দুটো আইসক্রীম কিনে এনে একটু কাছে বসল জেসনের।

"একটা ফিল্ম আছে। আমার ম্যাপের তলায় ঢাকা। বেঞ্চে রেখে যাবো।" পিটার বলল।

"তা এটা মস্কোতে পাঠালে না কেন? আমাব লোকেরা সামান্য সন্দেহ করছে।"

"আরো ফিল্ম আছে। কিন্তু সামনাসামনি কথা বলার দরকার ছিল।"

পলিটব্যুরো আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে কি কি হয়েছে সব বলে গেল পিটার আধঘন্টা ধরে।

"এটা সত্যি পিটার? তাহলে কি শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটতে চলেছে?"

"হ্যাঁ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে নিজে বলতে শুনেছি।"

"তাহলে তো অনেক কিছুই বদলে যাবে", জেসন বলল, "ধন্যবাদ গ্রেট হান্টার, এবার আমি যাবো।"

যাবার সময হাত বাড়ালো জেসন।

"এটা কি?" আশ্চর্য হযে তাকাল পিটাব।

একটা আংটি। নিউমেক্সিকোর টেক্সাস অঞ্চলে এই ধরনের আংটির চলন আছে। কারুকার্য করা রূপোব আংটিতে বসানো বেশ বড় একটা নীলকান্ত মণি। সাইবেরিয়ার মানুষ ওটা খুব পছন্দ করবে। দাম খুব কম করে একশো ডলার।

"আমাকে দিচ্ছ?" পিটার অবাক।

জেসনের কাছ থেকে ও কখনও টাকা-পয়সা চায নি। বন্ধুত্বের দান, তাই দামের কথা বলতে সাহস করল না পিটার।

জেসন চলে যেতে যেতে দেখল পিটার আংটিটা তাঁব বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলে পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। সাইবেবিযার ঐ মহান শিকারীকে জেসন সেই দেখল শেষ বারের মতো।

আবার আর্মেনিযা জাহাজে ওঠার পালা। শুল্ক বিভাগ জিনিসপত্রের তল্লাশী করে ছেড়ে দিচ্ছিল। পর্যটকদের তেমনভাবে তল্লাসী করা হয না। তবুও জেসন ফিল্মটা অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে পাছার ফাঁকে এঁটে বেখেছিল।

মস্কোতে পৌঁছে ওটা দূতাবাসে পৌঁছে দিয়ে আমেরিকা ফিরল জেসন, তাকে একটা বেশ বড় রিপোর্ট লিখতে হবে।

॥ সাত ॥

"শুভসন্ধ্যা, ব্রিটিশ দূতাবাস", অপারেটার বলল সোফিসকায়া জেটির নিকটস্থ বাড়ি থেকে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল এক হতচকিত কণ্ঠস্বর—"কি চান?"

"আমি বলশয় থিয়েটারের টিকিট ঘর চাইছি।"

"দুঃখিত, ভুল নম্বরে ডায়াল করেছেন।"

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আড়িপাতার দপ্তর এটা শুনল। ভুল নম্বর প্রায়ই হয়। এমন কিছু ব্যাপার নয় এটা।

দূতাবাসে অপারেটর আরও দুটো কল আসার ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে, একটা ফোন করল ঐ বাড়ির মধ্যেই।

"মিঃ ফিল্ডস?"

"হ্যাঁ!"

"সুইচ বোর্ড থেকে বলছি। এইমাত্র কে যেন বলশয় থিয়েটারের টিকিট-ঘর চাইছিল।"

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ।"

'গ্রেসী' ফিল্ডস ফোন করল জোক ম্যাক ডোনাল্ডকে।

"মস্কোর ফাইনেস্ট থেকে আমাদের বন্ধু একটা ফোন করেছে জরুরী সাংকেতিক ভাষায়। এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।"

দপ্তর প্রধান বলল, "আমাকে নিয়মিত খবর দিতে থেকো।"

ফিল্ডস নিজের ঘড়ি দেখলেন। ফোনটা আসার পর থেকে একঘন্টা পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। এই দপ্তর ভবন থেকে দুটো বাড়ি দূরে একটা পাবলিক বুথে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর নভিকভও নিজের ঘড়ি দেখল। হাতে আরও ৫৫ মিনিট সময় আছে। তারপর আবার ফোন করতে হবে।

আরও দশ মিনিট পরে ফিল্ডস দূতাবাস থেকে বেরিয়ে পড়ল, আস্তে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছল প্রস্পেক্ট মিবার কসমস হোটেলে। এখানে পাবলিক ফোন বুথ আছে।

দূতাবাসে ফোন আসার এক ঘন্টা পরে ও একটা নোটবই বের করে ফোনের ডায়াল ঘোরাল পাবলিক বুথ থেকে ফোন এলে গোয়েন্দাদের ভীষণ অসুবিধা হয়।

"বরিস নাকি?", নভিকভকে কেউ বরিস বলে ডাকে না। ওকে যে নামটা দেওয়া হয়েছে সেটা হল ইয়েভগেনি, কিন্তু 'বরিস' শোনা মাত্র ও বুঝতে পারল ফিল্ডস ফোন করছে।

"হ্যাঁ। যে ড্রইংটা তুমি দিয়েছিলে, তা থেকে কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেখা হওয়া দরকার।"

"ঠিক আছে। হোটেল রোশিয়াতে ডিনার খেতে এসো আমার সঙ্গে।"

এই দুজনের কারুরই রোশিয়াতে যাবার অভিপ্রায় ছিল না, আসলে এটাও একটা সংকেত। ওরা দেখা করবে ত্‌ভেরস্কায়া স্ট্রীটের ক্যারউসেলে। জায়গাটা অখ্যাত। শান্ত পরিবেশ। আরও এক ঘন্টা কাটল।

অন্যান্য বড় ব্রিটিশ দূতাবাসের মতো মস্কোর দূতাবাসের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দপ্তরের একজন থাকে, এই দপ্তরের নাম এম-১৫। এটা হচ্ছে বিদেশী গুপ্তচর বিভাগেরই একটা অঙ্গ, ভুল করে লোকে এর নাম দিয়েছে এম-১৬।

এম ১৫-র কাজ হ'ল দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখা।

দূতাবাসের কর্মীরা বন্দী জীবনযাপন করে না, বিশেষ করে মসকভা নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে একটা বড় বালির চড়া আছে। এটা দূতাবাস কর্মীদের পিকনিক করার প্রিয় জায়গা।

ইন্সপেক্টর হয়ে নরহত্যা বিভাগে বদলী হবার আগে ইয়েভগেনি নভিকভকে এই পিকনিক স্পট সহ পুরো জেলাটার দেখাশোনা করতে হত। ঐ পিকনিক স্পটটার নাম সিলভার উড।

এখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ব্রিটিশ নিরাপত্তা দপ্তরের সেই অফিসারের সঙ্গে যে সদ্য আসা গ্রেসী ফিল্ডস-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

এই তরুণ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে ফিল্ডসের বেশ ভাব জমে যায়, এবং মাঝে মাঝে কিছু টাকা-পয়সা দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল। এইভাবে ইন্সপেক্টর নভিকভ ওর একজন সংবাদ সরবরাহকারী হয়ে উঠেছিল। নিচুস্তরের অফিসার হলেও আজ নভিকভের সময় এসেছে ফিল্ডসকে কিছু ভাল খবর দিয়ে আংশিক ঋণ শোধ করার।

এক কোণে বসে বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে নভিকভ জানালো তার কাছে একটা মৃতদেহের তদন্তের ভার পড়েছে, যে লোকটাব সামনের তিনটে দাঁত স্টিলে বাঁধানো, আর যে স্কেচটা আগে দিয়েছিল ফিল্ডস, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে।

আরও কিছু টাকা-পয়সার লোভ দেখিয়ে ফিল্ডস নভিকভকে বলল ওই মৃতদেহটার একটা ফোটো যেমন করে হোক জোগাড় করতে। দুদিন পরে ফাইল থেকে এক'টা ফোটো ও জোগাড়ও করে ফেলল।

ল্যাঙ্গলে, নভেম্বর

ক্যারী জর্ডন খুব খুশী। একটু আগে ডাইরেক্টার উইলিয়াম কেসী ওকে ডেকে খুব প্রশংসা করেছেন, কারণ ইয়াল্টা থেকে জেসন মঙ্ক যে-সব খবর এনেছে তা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ:

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইউবি আন্দ্রোপভ যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন পশ্চিমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা ছাড়াও নাটো-চুক্তির মৈত্রীবন্ধনকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেন।

সোভিয়েত দেশের মুখাপেক্ষী ছোট ছোট রাজ্যগুলোতে মাঝারি-পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ কবার পরিকল্পনা ছিল রাষ্ট্রপতিব।

তখন আমেবিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন রোনাল্ড রেগন। আর ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচাব। এঁবা দুজনে ঠিক করেছিলেন পশ্চিমের দিকে যত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করাই হোক না কেন তাঁবা কারুর চোখ বাঙানিতে ভয় পাবেন না। ইউবোপের বামপন্থীরা প্রচুর চেঁচামিচি করল, কিন্তু বেগন আর থ্যাচাব তাঁদের বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ থেকে এক ইঞ্চিও সরে এলেন না।

মার্কিন গ্রহ-যুদ্ধ কর্মসূচী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য করেছিল নিজেদের এর মোকাবিলা করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে। তাই করতে করতে আন্দ্রোপভ মারা গেলেন. চেরনেঙ্কো এলেন আব চলে গেলেন। গববাচভ এসেছেন এখনও ওই স্নায়ুযুদ্ধ চালাচ্ছেন এবং শিল্পের জগতে আধিপত্য বিস্তাব করতে চাইছেন।

মিখাইল গরবাচভ পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন । উনি জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট পরিবেশে বড় হ্য়েছেন। কিন্তু পূর্বসুরীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল দুটো ব্যাপারে, প্রথমতঃ তিনি বেশ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং দ্বিতীয়তঃ পূর্বসুরীরা মিথ্যেগুলোতে বিশ্বাস করতেন ইনি তা করেন না। দেশের প্রকৃত রূপটা জানতে চান, এবং জানতে পেরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠেন। সোভিয়েত দেশের শিল্প এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে তিনি পেরিস্ত্রোইকা বা নতুন করে গড়ে তোলার নীতি চালু করলেন।

গ্রীষ্মকালে ক্রেমলিন আর প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভালভাবে বুঝতে পেরে গেল গববাচভেব নীতি কার্যকর হবে না। প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জামে বাজেটের ষাট শতাংশ খরচ হয়ে যাবে। দেশের লোক ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠছিল।

সোভিয়েত দেশ তাদের অগ্রগতির বহর কতটা বজায় বাখতে পারবে এটাই ছিল দেখার জিনিস। শিল্প ক্ষেত্রেও রাশিয়া পিছিয়ে পড়ছে। সোলোমিনের মাইক্রোফিল্মে এইসব তথ্যই দেওয়া ছিল।

ফিল্মে যা লেখা ছিল আর সোলোমিন ইয়াল্টার ঐ পার্কে বসে যা বলেছিল তার সারমর্ম এই যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো যদি এখনকার মতো ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে পারে তবে বছর দুয়েকের মধ্যে রাশিয়ার অর্থনীতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।

খবরটা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আর ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছল। দুজনেই দারুণ খুশী। বিল ক্যাসীকে অভিনন্দন জানানো হ'ল। উনি সেটা ক্যারী জর্ডনকে জানালেন। তারপরেই এই আনন্দে অংশ নেবার জন্যে ডেকে পাঠান হ'ল জেসন মঙ্ককে। সবশেষে জর্ডন বললেন জেসনকে—"তোমার ঐ ৩০১ টা ফাইল আমাকে খুব ভাবায়। ভগবান না করুন, তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তবে তোমার বহাল করা ঐ দুজন অসামান্য এজেন্টকে আমরা পাব কি করে—ঐ লিসাণ্ডার আর গ্রেট হান্টার ওরিয়ন ওদের সঙ্গে আমাদের আরও অন্য কয়েকজনের যোগাযোগ করিয়ে রাখ।"

জেসন কিন্তু তখনকার মতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল। এজেন্ট বহাল করা এবং তাকে চালানো—এটা এই দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো। অন্য কাউকে মেনে নেওয়া সব সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে।

* * *

গোয়েন্দা অফিসার চেরনভ শেষ পর্যন্ত এল মার্কিন দূতাবাসে ৫ই আগস্টের সকাল বেলায়। জোক ম্যাক ডোনাল্ডের ঘরে ঢুকে ও জানালো, "যে লোকটা আপনাদের সহকর্মীর বাড়িতে চুরী করতে ঢুকেছিল তার সন্ধান আমরা পেয়েছি। তবে সে আর বেঁচে নেই।" এই বলে মৃতদেহের ছবিটা বের করে দিল।

"চোরটাকে যে শেষ পর্যন্ত আপনারা খুঁজে বের করেছেন এর জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন রইল। দাঁড়ান মিস স্টোনকে ডেকে পাঠাচ্ছি, উনি সনাক্ত কবতে পারেন কিনা দেখা যাক।"

ফিল্ডস সঙ্গে করে নিয়ে এল সিলিয়াকে। ফোটোটা দেখেই দু হাতে চোখ ঢাকল সে। বীভংস তবে স্কেচের সঙ্গে বেশ মিল আছে আদত মানুষটাব।

'হ্যাঁ, এই লোকটাই.........।"

সিলিয়া চলে যাবার পর ম্যাক ডোনাল্ড বলল চেরনভকে, যে ইন্সপেক্টারের এই কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মস্কো মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধানকে ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি দেবেন। চেরনভ দারুণ খুশী হল।

ম্যাক ডোনাল্ডকে কফি দিয়ে ফিল্ডস যখন নিজের পেয়ালাটা তুলছে, তখন তাকে প্রশ্ন করল ম্যাক ডোনাল্ড, "কি মনে হচ্ছে তোমার?"

"আমার লোক", ফিল্ডস বলল, "খবর দিয়েছে। চোরটাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। জন ডো-র দপ্তরে আমাদের একটা চব আছে, সে এক জায়গায় ওর স্কেচটা দেখেছিল। আর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে ওকে খুঁজে পাওয়ার প্রায় সপ্তাহখানেক আগে থেকে ও জঙ্গলে ছিল। ওকে খুঁজে পাওয়া যায় ২৪শে জুলাই। তার মানে ওকে মেরে ফেলা হয়েছিল অন্ততঃ ১৭ বা ১৮ই জুলাই। অর্থাৎ যেদিন ওই লোকটা সিলিয়ার গাড়িতে ফাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তার পরের দিন। ছোকরাগুলো সময় নষ্ট করে নি একটুও।"

"কোন ছোকরাদের কথা বলছ?" ম্যাক ডোনাল্ড বুঝতে পারছিল না।

"আরে ঐ বেজন্মা গ্রিশিনের দলের ছেলেগুলো।"

"এই গ্রিশিনই কি কোমারভের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিভাগের বড় কর্তা?"

"হ্যাঁ। আগে ও সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেটের জেরাকারী ছিল। নোংরা লোক।"

"আচ্ছা ওই লোকটাকে যদি শাস্তি দেবার জন্যেই মারধোর করে মেরে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলেও প্রশ্ন উঠছে বুড়োটা কে?"

"সেটা তো একমাত্র ওই চোরটাই জানে।"

"আচ্ছা ঐ ভবঘুরেটা কি করে পেল ঐ ফাইলটা?"

"আমার মনে হয় এমন কোনো কাজ করত যেটা লোকচক্ষুতে খুব একটা জানার মতো নয়। হয়তো যেটা ও ভাগ্যগুণে পেয়েছিল, সেটাই ওর পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠেছিল। তবে তোমার ঐ পুলিশ বন্ধুটি ভাল মতো বোনাস পাবে।"

বুয়েনাস এয়ারেস, জুন

আর্জেন্টিনার রাজধানীতে সি.আই.এ. কেন্দ্রের এক তরুণ এজেন্টেরই যাবার আগে মনে হয়েছিল যে, সোভিয়েত দূতাবাসের ভ্যালেরি ইউরিয়েভিচ ক্রুগলভ লোকটা সুবিধের নয়।

ল্যাঙ্গলে থেকে খবর নিয়ে জানা গেল সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভ্যালেরি ছিল মেক্সিকো শহরে, এবং ও একজন রুশ-ল্যাটিন অ্যামেরিকা বিশারদ। কুড়ি বছরের চাকরীতে তিনটি প্রমোশন পেয়েছে।

ভ্যালেরির জন্ম ১৯৪৪ সালে, বাবা ছিলেন কূটনীতিবিদ। বাবার সহায়তায় ও বিখ্যাত কলেজে পড়ে স্প্যানিশ আর ইংরিজী ভাষাটা শিখেছিল। তারপর চাকরী শুরু।
এত বছর পরে এখন ও বুয়েনস এয়ারেসের মস্কো দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী।

সি.আই.এ. জানত ভ্যালেরি কে.জি.বি-র লোক নয়, ও পুরোপুরি কূটনীতিবিদ। কিন্তু গ্রীষ্মকালে হঠাৎ আর্জেন্টিনার এক পদস্থ অফিসারের কাছ থেকে জানা গেল যে ক্রুগলভ বলেছে তাকে মস্কোতে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ; আর কখনো ওকে বিদেশে পোস্টিং দেওয়া হবে না।

ভ্যালেরির চলে যাওয়ার ব্যাপারটা এস. ই. ডিভিশনকে তৎপর করে তুলল। হ্যারী গ্রান্টের কথা অনুযায়ী ভ্যালেরির জায়গায় একজন কাউকে তুলে ধরতে হলে জেসন মঙ্কই যে সেরা লোক এ বিষয়ে জর্ডনও একমত হ'ল।

ভ্যালেরির ফিরে যাওয়ার তখনও একমাস বাকী। একজন মার্কিন 'ব্যবসায়ী' মার্কিন দূতাবাসের এক মহিলা কর্মীকে নিয়ে গেল একটা ভোজসভায়, আসল উদ্দেশ্য ভ্যালেরির সঙ্গে দেখা করা।

ডিনার খেতে খেতে জেসন একটা গল্প শুনিয়ে দিল ভ্যালেরিকে। তার মা ছিলেন লালফৌজের একজন দোভাষী আর বার্লিনের পতনের পর মা এক তরুণ মার্কিন অফিসারকে বিয়ে করে পালিয়ে আসেন পশ্চিম মহাদেশে। তাই জেসন রুশ আর ইংরিজী বলতে পারে। ভ্যালেরি রুশ বলতে পেরে বাঁচলো।

দু সপ্তাহের মধ্যে ভ্যালেরির জীবনে সমস্যা দেখা দিল। ওর বয়স ৪৩, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, দুটো অল্পবয়সী সন্তান আছে। নিজের মা-বাবার সঙ্গে একটা ফ্ল্যাটভাড়া নিয়ে থাকে। ওর যদি বাড়তি কুড়ি হাজার ডলার থাকত তবে মস্কোতে নিজের জন্যে একটা ছোট ফ্ল্যাট কিনতে পারে। আর জেসন এক ধনী পোলো খেলোয়াড়, আর্জেন্টিনাতে এসেছে ঘোড়া কিনতে, নতুন বন্ধুকে ঐ টাকাটা অনায়াসে ধার দিতে পারে।

মার্কিন দপ্তরের প্রধান চেয়েছিলেন টাকাটা দেবার সময় ফোটো তুলে রাখতে। জেসন রাজী হয়নি। এসব ক্ষেত্রে ব্ল্যাকমেল করে লাভ হয়না। যদি নিজের থেকে কাজ করতে এগিয়ে আসে তবেই কাজের কাজ হবে।

গর্বাচভকে পূর্ণ সমর্থন ও প্রশংসা করে জেসন হৃদয় জয় করল ভ্যালেরির। কারণ সে গর্বাচভের অনুগত। জেসন বলেছিল গর্বাচভ মনে প্রাণে চান স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু রাশিয়া আর আমেরিকাতে এমন কিছু বদলোক আছে যারা এটা চায় না। ভিতরে ভিতরে অন্তর্ঘাত চালায়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রদপ্তরেও এমন লোক আছে, ভ্যালেরি যদি তাদের নাম ঠিকানা নতুন এই বন্ধুটিকে জানিয়ে দেয় তবে এর একটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এতদিনে ভ্যালেরি বুঝে গেছে কার সঙ্গে যে বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু মুখে সেরকম ভাব দেখায়নি।

মাছটাকে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে দেরী হ'ল না জেসনের। কি কি করতে হবে, কোন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে সব বুঝিয়ে দিল ভ্যালেরিকে।

বিদায় নেবার সময় রুশ স্টাইলে দুজনে আলিঙ্গন করল। "ভুলে যেও না ভ্যালেরি। আমরা, মানে তুমি-আমি, যারা ভাল লোক তারাই শেষে জয় লাভ করব। এই দুর্যোগ কেটে যাবে। আর আমাকে দরকার পড়লেই ডাকবে। আমি চলে আসব।

ভ্যালেরি চলে গেল মস্কো, জেসন গেল ল্যাঙ্গলেতে।

* * *

ইন্সপেক্টর নভিকভ ফোন করে জানালো বুড়োর ফোটোটা ও চেরনভের ফাইল থেকে সরিয়েছে। ফিল্ডস ওকে জানিয়ে ছিল নভিকভের জন্যে তার পকেটে হাজাব ডলারের একটা খাম আছে।

নভিকভ বিস্ময়ে অভিভূত, সামান্য এইটুকু কাজের জন্যে তার এক বছরের মাইনের সমান টাকা পাচ্ছে।

ইন্সপেক্টরকে আর একটা কাজ করতে বলল ফিল্ডস, ওই ফোটোটা নিয়ে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর সঙেঘর দপ্তরে দেখাতে হবে। ওখানকার ডিরেক্টার কি বলেন সেটা জানা দরকার।

"আমি কি করে যাবো তাঁর কাছে, সম্ভব না।"

"আরে তদন্তকারী অফিসারতো তুমি বটেই, যেন খোঁজ নিতে যাচ্ছ।"

"কিন্তু যদি আমাকে চাকরী থেকে ছাঁটাই করে দেয়?" ইন্সপেক্টার দ্বিধাগ্রস্ত।

"কোন ভয় নেই, তোমার, শুনেছি ঐ বুড়োটা কোমারভের বাড়ির কাছে ঘোরা ফেরা করেছিল।

নভিকভ এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না ; একটা মড়া বুড়োর জন্যে ইংরেজগুলো হাজার ডলার খরচ করছে বোকার মতো কেন।

মস্কো, অক্টোবর,

সাফল্যের শীর্ষে উঠে গেলে যখন আর কিছু পাবার থাকে না, তখন তার যে হতাশা আসে, তেমনি হতাশা এসেছে কর্ণেল আনাতোলি গ্রিশিনের।

অ্যালড্রিখের ফাঁস করে দেবার ফলে যে-সব এজেন্টদের প্রতারণার রূপগুলো জানা হয়ে গিয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনা, জেরা করা এমন কি শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে। গ্রিশিনের সুনাম হয়েছে, মর্যাদা বেড়েছে। বেশিরভাগ বিশ্বাসঘাতকদের হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বা শ্রম-শিবিরে পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা মারা গেছে। মাত্র একজন বেঁচে আছে। আর তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে গ্রিশিনের কথাতেই। তার নাম জেনারেল দিমিত্রি পলিয়াকভ। কুড়ি বছর

সি.আই.এ-র হয়ে কাজ করেছিল। ১৯৫০তে মস্কো ফেরে। তখন তার রিটায়ার করার সময় হয়ে গিয়েছিল।

দিমিত্রি কোন টাকা-পয়সা নেয়নি, আমেরিকানদের কাছ থেকে। সোভিয়েত শাসনব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই রাজী হয়েছিল সি.আই.এ.-র হয়ে কাজ করতে এবং এর জন্যে বিশেষ আলাদা সম্মানও ছিল তার। সামান্য পেনশন নিয়ে ছোট্ট ঘরে জীবন কাটছিল তার। শেষে ১৫ই মার্চ জেনারেল বয়াবভের কথায় দিমিত্রিকে খতম করে দেওয়া হ'ল।

ঐ মার্চ মাসেই বয়ারভ গ্রিশিনকে বললেন যে, বিশ্বাসঘাতকদের ধরার কাজটা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন এই ইঁদুর-ধরা কমিশনটাও ভেঙ্গে ফেলা হোক।

গ্রিশিন রাজী নয়, কারণ যে লোকটা এই এজেন্টগুলোকে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টরটাকে ধরতে হবে। ওরা জেসন মঙ্কের কথা বলছিল। ওকে ধরা মুশকিল, তবে এটা ঠিক যে ওর দলের লোকদের ধরলে ওর নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

বয়ারভের পরিকল্পনা অনুসারে জেসনকে ধরাব জন্যে একটা কমিটি করা হ'ল, তার নাম মোনাখ কমিটি। মঙ্কের রুশ প্রতিশব্দ মোনাখ।

পাভেল ভোলস্কি যদি মনে করত যে মর্গেই ও ফরেনসিক বিশ্লেষণের শেষ কথাটি শুনে এসেছে, তাহলে বেশ ভুল করত। ৭ই আগস্ট সকালে তার ফোনটা বেজে উঠল। তার বন্ধু নভিকভ ব্রিটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের সঙ্গে রেখেঢেকে কিসব যেন কথা বলছিল।

"কুজমিন বলছি", গলাটা শুনে ভোলস্কি একটু হতভম্ব হ'ল।

"অধ্যাপক কুজমিন, সেকেণ্ড মেডিকাল ইনস্টিটিউট থেকে। কয়েকদিন আগে একজন ডোর পোস্ট মর্টেম সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, মনে পড়ে?"

"ও, হ্যাঁ, অধ্যাপক, বলুন কি সাহায্য করতে পারি?'

"ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, আমিই সাহায্য করব আপনাকে। গত সপ্তাহে মসকভা নদী থেকে লিতকারিনোর কাছে একটা শব তোলা হয়েছে।"

"হ্যাঁ জানি। ওটা আমার দপ্তরের আওতায় পড়ে না।"

"তাই পড়ত, কিন্তু অন্য ব্যাপার একটা আছে। দেহটা জলে ছিল প্রায় দু সপ্তাহ। আমি সম্প্রতি ওটার পোস্ট মর্টেম করেছি ভোলস্কি।"

"খুনের কেস নাকি?" ভোলস্কি জানতে চাইল।

"না। সাঁতারের খাটো প্যান্ট পরা ছি', তার মানে গরমে অতিষ্ট হয়ে জলে নেমেছিল।"

"অ্যাকসিডেন্ট কেস, এটা মিলিশিয়ারা দেখবে।"

"না হে, শোন, ওসব আমি জানি না। তবে ওর আঙ্গুলগুলো এমনভাবে ফুলে গিয়েছিল যে হাতে যে আংটি আছে সেটা ওদের নজর এড়িয়ে গেছে। আংটিটা বিয়ের। ভিতরে খোদাই করা আছে 'এন. আই. আকোপভকে ঃ লিভিয়া'।

"কিন্তু...।"

"শোনো, যার আঙ্গুলে বিয়ের আংটি আছে, তার ঘর-সংসারও আছে নিশ্চয়ই। যাদের বাড়ির লোক ও, তারা ২/৩ সপ্তাহ পার হতে দেখে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে পুলিশে অভিযোগ করেনি কি?"

ভোলস্কির মাথায় অন্য চিন্তা এল। নিরুদ্দিষ্ট মানুষ মারা গেছে। ওদের খবরটা দিলে আরও মোটা খাম কি আর আসবে না। তথ্যগুলো লিখে নিল।

নিরুদ্দেশ বিভাগে ওর যে যোগসূত্রটা আছে তাকে ফোন করে জানতে চাইল—"এন. আই. আকোপভ নামের কোন সাংসদ সম্বন্ধে কোন খবর আছে কি?"

রেকর্ড দেখে এসে জানল আছে, কিন্তু কেন এই প্রশ্ন।

"সব তথ্য বিশদে দাও।"

"১৭ই জুলাই থেকে নিরুদ্দেশ। আগের রাতে কর্মস্থল থেকে আর ফেরেনি। খবরটা জানিয়েছেন মিসেস আকোপভ।"

"স্ত্রীর নাম কি লিভিয়া আকোপভ?"

"কি আশ্চর্য তুমি জানলে কি করে? লোকটা আছে কোথায়?"

"সেকেণ্ড মেডিকাল ইনস্টিটিউটের মর্গের মেঝেতে। সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে—অ্যাকসিডেন্ট কেস। নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লাশ।"

"যাক্, এক রহস্য মিটল। ওঁর স্ত্রীকে খবরটা অন্তত দেওয়া যাবে? পরিচয় কিছু পাওয়া গেছে?"

"শুধু এইটুকু জানা গেছে যে আকোপভ ছিলেন আমাদের ভাবী রাষ্ট্রপতি ইগর কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব।"

ওমান, নভেম্বর

এই মাসে ক্যারী জর্ডন বাধ্য হলেন চাকরীতে ইস্তফা দিতে। এডওয়ার্ড লী হাওয়ার্ডের পালিয়ে যাবার জন্যে বা হারিয়ে যাওয়া এজেন্টদের জন্যে নয় কিন্তু। কারণটা ছিল ইরান-বিরোধীপক্ষ। কয়েকবছর আগে নির্দেশ এসেছিল নিকারাগুয়ার বিরোধীপক্ষকে সাহায্য করতে যাতে তারা মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সরকারকে উৎখাত করতে পারে। সি আই. এ-এব ডিরেক্টার বিল ক্যাসী রাজী ছিলেন ঐ নির্দেশ পালন করতে। কিন্তু মন্ত্রী পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ 'না' বলে দিল, এবং এবজন্যে টাকা-পযসাও দেবে না জানিয়ে দিল। ক্ষেপে গিয়ে ক্যাসী তেহরানের বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করলেন।

কার্যসিদ্ধি হবার পর ডিসেম্বর ল্যাঙ্গলেতে খবর গেল। এর পরের বছর ক্যাসী মারা যান। রাষ্ট্রপতি বেগন তাঁব জায়গায় এফ বি.আই-এব ডিরেক্টর উইলিয়াম ওয়েবস্টারকে সি.আই.এ-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত কবলেন। ক্যারী জর্ডন রাষ্ট্রপতিব আদেশ পালন করলেন, কিন্তু এখন একজনের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে, অন্যজন মারা গেছে।

ওয়েবস্টার ডেপুটি ডিরেক্টার (অপারেশন) পদে নিযুক্ত করলেন সি.আই.এ-র অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ অফিসার রিচার্ড গোলৎসকে। পুরানো দিনের ঘটনা জানা থাকলেও সাম্প্রতিক কালের কোন কিছু তাঁর জানা নেই। সদ্য মৃত ডিরেক্টরের আয়রণ সেফ থেকে তিনটে ফাইল চুরি গেছে। ৩০১টা ফাইলের মধ্যে একটাতে তিন জন সাংকেতিক নামধারী এজেন্টেব নাম আছে—লিসাণ্ডার, গ্রেট হান্টার ওরিওন এবং একজন নতুন এজেন্ট ডেলফি।

জেসন মঙ্ক এসব কিছুই জানতে পারেনি। ওমানে ছুটি কাটাচ্ছিল। মাছ ধরাটাই প্রধান নেশা। ভদ্রতার খাতিরে মাসকটে সি.আই.এ-র যে ছোট্ট কেন্দ্রটা আছে, ওখানে দেখা করতে গিয়ে পুরনো সহকর্মীকে দেখে খুব খুশী।

তৃতীয় দিনে কিছু কেনাকাটার জন্যে বের হ'ল জেসন। এক অপূর্ব সুন্দরীর সঙ্গে তার রোমান্স চলছে, তার জন্যে ভাল একটা উপহার কিনতে হবে। একটা লম্বা নলওলা খুব পুরনো দিনের রূপোর কফিপট কিনল।

রাস্তাঘাট চিনতে ঠিকমতো পারেনি বলে বাজার থেকে অনেক ঘোরাঘুরির পর যেখান দিয়ে বের হ'ল সেটা সমুদ্রের দিকে একটা রাস্তায়। এখানে চৌকো মতো উঠোন, এক দিকে দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। একজন ইউরোপীয় উঠোনটা পার হচ্ছিল।

লোকটির পিছনে দুজন আরব। তারা কাছাকাছি গিয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করে মারতে যাবে তখন আর চিন্তা না করে জেসন লাফিয়ে পড়ল একজনকে লক্ষ্য করে। ওর শরীরের চাপে আরবটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। অন্যটা ফিরে আক্রমণ করল জেসনকে। কিন্তু একটু পরেই বেগতিক বুঝে দুজনে ছুটে পালিয়ে গেল, একজনের হাতের ছোরাটা চত্বরে ফেলে' রেখে।

এতক্ষণ ইউরোপীয় লোকটি জেসনের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। ছিপছিপে লম্বা এক তরুণ, গায়ের রঙ জলপাইয়ের মতো। সাদা জামা আর গাঢ় রঙের স্যুট। জেসন কিছু বলতে যাবার আগে লোকটি দ্রুত চলে গেল।

জেসন ছোরাটা তুলল। এটা ওমানের প্রচলিত "কুঞ্জা" ছোরা নয়। এটা ইয়েমেনী "গামন্বিয়া" ছোরা। এ-ধরনের ছোরা ব্যবহার করে ইয়েমেন থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে বসবাসকারী এক ধরনের উপজাতি—আউধালি বা আউলাফি। কিন্তু তারা এই ছোকরা ইউরোপীয়টাকে কেন খুন করতে চাইবে?

জেসন আবার এল সি.আই.এ-এর দপ্তরে।

"সোভিয়েত দূতাবাসে আমাদের যারা বন্ধু আছে তাদের সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে কি এখানে?"

এটা সবাই জানে যে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ হবার পর রুশরা এখানে বেশ গণ্ডগোল পাকাতে চাইছে।

রুশরা কমিউনিস্ট-বিরোধী ওমানে একটা বড় গোছের দূতাবাস খুলেছিল, তারা ব্রিটিশপন্থী সুলতানকে সমর্থন করতে লাগল।

"আমাদের কাছে নেই, তবে ব্রিটিশদের কাছে আছে।"

ব্রিটিশ দূতাবাসে গেল দুজনে।

দূতাবাসের একজন এগিয়ে এসে জানতে চাইল সমস্যাটা কিসের।

জেসন জানাল যে একটু আগে একজন লোককে একটু বিপদে পড়তে দেখেছিল, তার পোশাক পরার ধরনটা রুশদের মতো।

সবাই মিলে দূতাবাসের ওপরতলায় গেল, সেখানে ঐ ইংরেজ অফিসার একটা অ্যালবাম বের করল, তাতে রাশিয়ান দূতাবাসের সকলের ফোটো আছে। ওরা যখন এখানে এসেছিল তখন মনে হয় বিমান বন্দরে, কাফেতে, বা রাস্তায় হাঁটার সময় গোপনে ওদের ফোটো নেওয়া হয়েছে।

অ্যালবামের শেষ ফোটোটার সঙ্গে ঐ লোকটার মিল দেখতে পেল জেসন। আর বিদেশ থেকে দূতাবাসে যারাই আসে তাদের এখানকার পররাষ্ট্র মন্ত্রকে গিয়ে নিজেদের পরিচয়-পত্র দাখিল করতে হয়, তাই ওদের খবরাখবর পেতে অসুবিধে হয়না।

ঐ আক্রান্ত লোকটার পরিচয় পাওয়া গেল, নাম উমর গুনায়েভ, বয়স ২৮, থার্ড সেক্রেটারী, মনে হচ্ছে লোকটা তাতার। জেসন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "না, লোকটা মুসলমান, এবং চেচনিযার অধিবাসী। ও নিঃসন্দেহে কে.জি.বি-র অফিসার। ভূতুড়ে পরিচয় নিয়ে আছে।"

"আমরা কি সরকারের কাছে ওর নামে নালিশ জানাব," ইংরেজটি জানতে চাইল।

"না, না। আমাদের জানতে হবে লোকটার আসল পরিচয়। অভিযোগ করলে তো ওদের সরকার ওকে তুলে নিয়ে অন্য একজনকে পাঠাবে।"

"তুমি এটা ধরলে কি করে জেসন?"

"ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে।"

গুনায়েভ লোকটা শুধু কেজিবি-র অফিসারই নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। জেসনের মনে পড়ছিল বছরখানেক আগে এডেনের একটা বারে বসে গুনায়েভ কমলালেবুর রস খাচ্ছিল, এবং দুজন উপজাতির লোক ওকে চিনতে পারে। এবং প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করেছিল দেশকে অপমানিত করার জন্যে।

৮ই আগস্ট মার্ক জেফারসন মস্কোয় এসে প্রথমেই দেখা করল ডেলি টেলিগ্রাফের স্থানীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যুরো চীফের সঙ্গে।

সংবাদপত্র জগতের এই অসাধারণ প্রবন্ধকারটি বেঁটেখাটো লোক, ছোট দাড়ি আছে। মেজাজ চড়া।

কাগজের অফিসের অন্য কারুর সঙ্গে দেখাটেখা এড়িয়ে গিয়ে ও সোজা চলে গেল ন্যাশনাল হোটেলে। ব্যুরোর চীফকে জেফারসন জানিয়ে দিল যে ও একাই কোমারভের সঙ্গে দেখা করবে, কারুর সাহায্য চাই না।

হোটেলে নিজের ঘরে গিয়ে ও প্রথমেই ফোন করল বরিস কুজনেৎসভের দেওয়া একটা নম্বরে।

"মস্কোয় স্বাগত জানাচ্ছি মিঃ জেফারসন। মিঃ কোমারভ আপনার সঙ্গে দেখা করতে উদ্‌গ্রীব।" চোস্ত ইংরিজীতে বলল কুজনেৎসভ।

কথাটা সত্যি নয় জেনেও জেফারসন কিছু বলল না। আগামী কাল সন্ধ্যে সাতটার সময় সাক্ষাৎকারের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে জানার পর নিশ্চিত মনে জেফারসন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ খাবার পর একটু পায়ে হেঁটে বেড়াবার কথা বলতেই হোটেল ম্যানেজার চমকে উঠল। গাড়ি নিয়ে যান .. ইত্যাদি। জেফারসন কোন কথা শুনতে রাজী নয়। শেষে ঘড়ি, বিদেশী মুদ্রা ইত্যাদি হোটেলে রেখে ম্যানেজারেব পরামর্শ মতো প্রচুব রুবল নিযে বেরল। পথে ভিখারীবা ছেঁকে ধরবে।

দুঘন্টা পরে ক্লান্ত হয়ে ফিরল জেফারসন। এব আগে মাত্র দুবাব সে এসেছিল মস্কোতে। একবার কমিউনিস্ট আমলে, অন্যবার আট বছর আগে ইয়েলেৎসিনের সময়। দুবারই এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল, হোটেল থেকে ব্রিটিশ দূতাবাস। স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার কোন সুযোগ হয়নি।

এবারে ঘোরার সময় দুবার ও বদমাসদের খপ্পরে পড়েছে। একবার তো মনে হচ্ছিল একটা গুণ্ডার দল ওকে অনুসরণ করছে। গাড়ি বলতে ট্যাক্সি, পুলিশ ভ্যান, আর বড়লোকদের যানবাহন। নাঃ, কোমারভকে প্রশ্ন করার তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে ধীরে ধীরে।

কুজনেৎসভের ফোন না-আসা পর্যন্ত আর বেরোবে না ঠিক করে ও লাঞ্চ খাবার আগে 'বার'-এ গেল। একেবারেই ফাঁকা। মাত্র একজন বিদেশী বসে বসে মদ খাচ্ছিল। আস্তে আস্তে দুজনের মধ্যে আলাপ হ'ল। এ লোকটা কানাডা থেকে এসেছে এখানে কাঠের ব্যবসা করতে। মস্কোতে অফিসও নিয়েছে। কিন্তু বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কদিন আগে একজন ওর অফিসে এসে বলল, "এই যে, আমি তোমার ব্যবসার পার্টনার।"

"আপনি ওকে আগে থেকে চিনতেন?" জেফারসন ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। '

'একটুও না। লোকটা মাফিয়া। ব্যবসার সবকাজ লাইসেন্স, পারমিট ইতাদি সব ওরা করে দেবে। মাল পাঠানোর দায়িত্বও নেবে। বদলে লাভের অর্ধেক ওদের দিতে হবে।"

"যদি না দেন?"

"যদি না দিই।" কানাডিয়ানটি বলল, "তবে কোনোদিন ও নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবে না। মাফিয়ারা সেটা কেটে দেবে।"

জেফারসন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, "হায় ভগবান, শুনেছিলাম এখানকার শান্তি-শৃঙ্খলা, অপরাধের ক্ষেত্রে অনেক অবনতি হয়েছে, কিন্তু এতটা, তাতো ভাবতে পারিনি।"

সব মিলিয়ে জেফারসন যেটা বুঝতে পারল সেটা এই যে, কমিউনিজমের উচ্ছেদের পর রাশিয়ায় অপরাধ খুব বেড়ে গেছে। এবং এখানে রুশ মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে.

রাশিয়াতে শত শত বছর ধরে এই ধরনের অপরাধীদের জগৎ রাজত্ব করে এসেছে। তবে আগে এটা ছিল আঞ্চলিক ভিত্তিতে—ছোট ছোট দলে।

স্ট্যালিন এই দুষ্টচক্র ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। হাজার হাজার অপরাধীদের ধরে সাইবেরিয়ার শ্রম-শিবিরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ওরা ওখানে গিয়েও দল তৈরী করে নিজেদের চরিত্র বজায় রেখেছিল। সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপারটা হল এই যে, এমনিতে রাশিয়াতে কমিউনিজম দশ বছর আগেই শেষ হয়ে যেত, যদি না এই অপরাধের জগতের রমরমা থাকত। এরা সব কাজে মাথা গলাত, এবং সরকারী অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সকলকে সাহায্য করত তাদের দরকার অনুযায়ী।

ব্ল্যাক মার্কেটের রমরমা চলছে। আর এটা পুরোপুরি চালায় মাফিয়ারা। মদ, ড্রাগ, বেশ্যাবৃত্তি—জীবনের সব দিকগুলোতে এসব ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ছে বিশ্রীভাবে। আর এর সঙ্গে জুটেছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা। তারা ভয়ে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কিছুই করে না। আর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি।

আর এটা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমমূল্যের রুশ সম্পদ, প্রধানতঃ সোনা, হীরে, দামী ধাতু, তেল, গ্যাস, কাঠ চুরি করে বেআইনীভাবে বাইরে পাচার করা হয়েছিল। কানাডিয়ানটি আরও অনেক কথা বলার পর জেফারসনের নাম জানতে চাইল। শোনার পর তার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি, তার মানে ডেলি টেলিগ্রাফ ও পড়ে না।

ঠিক সাড়ে ছটার সময় গাড়ি এল। জেফারসন বেশ ভাল সাজ-পোশাক করেই ছিল। গেটে কড়া চেকিং-এর পর ভিতরে ঢুকল। গাড়ি বারান্দায় কুজনেৎসভ অপেক্ষা করছিল। ওপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল জেফারসনকে। পাশের ঘরে বসেন কোমারভ।

কোমারভ তাঁর সামনে মদ খাওয়া বা সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন না, এ-কথাটা কিন্তু জেফারসনকে জানান হয়নি।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে কোমারভ এলেন। বয়স প্রায় ৫০, চুলটা ধূসর। ছ'ফুটের একটু কম।

জেফারসন পকেট থেকে ছোট টেপ রেকর্ডারটা বের করে টেবিলে রেখে অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গী করল। কোমারভ সম্মতি দিতেই শুরু হ'ল সাক্ষাৎকার।

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল এই যে, ডুমা রাষ্ট্রপতির শাসনকালকে আরও তিনমাস সম্প্রসারিত করেছে এবং আগামী বছরের নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে এনে জানুয়ারীতে নির্ধারিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তটিকে আপনি কি চোখে দেখছেন?"

কুজনেৎসভ দোভাষীর কাজ করছিল। তার মারফৎ উত্তর এল। "আমি এবং দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘ এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হতাশ হয়েছি একথা খোলাখুলি স্বীকার করছি, কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে এটা আমরা মেনে নিয়েছি। মিঃ জেফারসন, একথা আপনার কাছে

গোপন করার কোন প্রয়োজন নেই যে, বর্তমানে এই দেশ, যাকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি, খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই। দীর্ঘকাল ধরে অযোগ্য সরকারগুলো এর অর্থনীতিকে বিনষ্ট করেছে দুর্নীতি অপরাধ বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশবাসী কষ্ট পাচ্ছে। এই অবস্থা যতদিন চলবে ততদিনই দেশের পক্ষে খারাপ। তবে আমরা আশা করছি নির্বাচন যখনই হোক না কেন আমরা জিতছি।"

দুঁদে সাংবাদিক হিসেবে এটা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না জেফারসনের যে, এই উত্তরটা ছকে কষা, প্রায় মুখস্থ করে বলার মতো।

কয়েকটা প্রশ্ন করার পর জেফারসন বুঝতে পারল কেন কোমারভ খবরের কাগজের লোকদের পছন্দ করেন না। প্রচণ্ড দাম্ভিক, নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস। উত্তরগুলো চাবুকের মতো দিচ্ছেন। রসিকতা করলেও, হাসছেন না।

জেফারসনের সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল কুজনেৎসভের—আমেরিকায় লেখা-পড়া শেখা মানুষটিকে বেশ বিচলিত হতে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু কোমারভের প্রতি তার অচলা ভক্তি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর প্রথম ৬ মাসের মধ্যে কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবেন কোমারভ, এটা জিজ্ঞাসা করতে আবার যন্ত্র চালিতের মতো কঠোর ও শানিত উত্তর এল।

এবার ডেলি টেলিগ্রাফের সম্পাদক তাকে যে-লাইনে প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা মনে পড়ার পর জেফাবসন কোমারভকে প্রশ্ন করল রুশ জাতির যে মহৎ ঐতিহ্য ছিল তাকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে তিনি কি চিন্তা করেন। এর আগের সব প্রশ্নেব উত্তর নিস্পৃহের মতো মুখ করে দিয়ে যাচ্ছিলেন, এই প্রশ্নটা হওয়া মাত্র দারুণ প্রতিক্রিয়া হল তাঁব মধ্যে।

এমনকি জেফারসন বলেছে যে ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন কোমারভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জেফারসনেব মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন কোমারভ।

কুজনেৎসভও বেশ হতচকিত। কোমারভের এই আচরণেব জন্যে বিনীতভাবে জেফারসনকে বলল, "প্রেসিডেন্টের খুব একটা দেবী হবে না, এখুনি ফিরে আসবেন। নিশ্চয়ই কোন বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

একটা টেলিফোন করে তিন মিনিট পরে ফিরে এলেন কোমারভ।

এক ঘণ্টা কাটার পর হঠাৎ কোমারভ আভাস দিলেন সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে জেফারসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, এবং যাবার সময় দরজার কাছে গিয়ে কুজনেৎসভকে ডাকলেন।

দু মিনিট পরে বেরিয়ে এল কুজনেৎসভ। "খুবই দুঃখিত, আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনাকে ফেরার জন্যে গাড়ি দিতে পারা যাচ্ছে না। যে গাড়িতে আপনি এসেছিলেন সেটা একটা জরুরী দরকারে বেবিয়ে গেছে। যদি কিছু মনে না করেন একটা ট্যাক্সি ধরে হোটেলে ফিরে যান।"

মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে কিছু বলল না জেফারসন। বিশাল গেট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছিল সে। যথারীতি কোথাও ট্যাক্সি নেই।

একটু পরে পাশের গলি থেকে চামড়ার কোট পরা দুজন লোক বেরিয়ে এল। তারা জেফারসনের দশগজের মধ্যে এসে সাইলেন্সার লাগান পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল। দুটো বুলেটই লাগল জেফারসনের বুকে। টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লোক

দুটো আরও কাছে এগিয়ে এসে আড়াল করে দাঁড়াল। একজন কোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টেপ রেকর্ডারটা তুলে নিল। অন্যজন ম্যানিব্যাগটা।

কাজ সেরে নিমেষের মধ্যে তারা গলির ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একজন মহিলা আসছিলেন, জেফারসনকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে মাতাল ভেবেছিলেন প্রথমে, পরে খুব কাছে এসে রক্ত দেখে চিৎকার করতে শুরু করলেন।

॥ আট ॥

ঐ খুন হবার জায়গার কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে বসে থাকা একজন মহিলার চিৎকার শুনে ম্যানেজারের ফোন করে অ্যাম্বুলেন্সকে খবরটা চট করে দিয়ে দিল।

অ্যাম্বুলেন্সের লোক প্রথমে এটাকে হার্ট অ্যাটাকের কেস মনে করেছিল, কিন্তু বুকের কাছে দুটো গুলির দাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানিয়ে ছুটে চলে যায় কাছের হাসপাতালে।

একঘন্টা পরে বোতকিন হাসপাতালের ডাক্তার হাত থেকে দস্তানা খুলতে খুলতে ইন্সপেক্টার ভাসিলি লোপাতিনকে বললেন, "কোন আশা নেই, একটা গুলিতে হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে।" ভাসিলি একবার চিন্তা করে নিল কি করা যায়। করার কিছুই নেই, কারণ মস্কোতে এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি, কাকে ধরবে? যে মহিলা. দুজন খুনীকে গাড়ি করে চলে যেতে দেখেছিলেন তাঁর সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না।

মৃতদেহটা ট্রলিতে শোয়ানো। তার সব জিনিসপত্র আলাদা করে রাখা। দামী জ্যাকেটটা তুলে লেবেলটা দেখেই চমকে উঠল ইন্সপেক্টার। লোকটা বিদেশী।

ইন্সপেক্টার ইংরিজী জানে না। ডাক্তার লেবেলটা পড়ে জানালেন যে ওটা লণ্ডনের বণ্ড স্ট্রীটের তৈরি। তাহলে তো লোকটা ব্রিটিশ পর্যটক। দামী হাতঘড়ি, আংটি। মহিলা চিৎকার করায় বোধহয় খুনীগুলো এসব নিয়ে যাবার সময় পায়নি—ইন্সপেক্টারের ধারণা এরকমই হচ্ছিল। কিন্তু ম্যানিব্যাগ নেই কেন?

খুঁজতে খুঁজতে কোটের বুক পকেটে একটা হোটেল-ঘরের চাবী পেল, তাহলে লোকটা ন্যাশনাল হোটেলে উঠেছিল।

ফোনে যোগাযোগ করতেই ন্যাশনাল হোটেলের ম্যানেজার মিঃ স্বেনসন চমকে উঠলেন। বর্ণনা থেকে তো জেফারসনকেই মনে হচ্ছে। ম্যানেজার ছুটে এসে দেখল, নিঃসন্দেহে জেফারসন। কি করবে ভেবে না পেয়ে ওর তাস খেলার সঙ্গী এক ব্রিটিশ কূটনীতিবিদকে খবরটা দিল। বিদেশে নামকরা ব্রিটিশ জার্নালিস্ট খুন হয়েছে—কূটনীতিবিদ তাড়াতাড়ি খবরটা দিল জোক ম্যাক ডোনাল্ডকে।

মস্কো, জুন

ভ্যালেরি ক্রুগলভ প্রায় দশমাস হ'ল দেশে ফিরে এসেছে। জেসন মঙ্ক কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল ভ্যালেরির ব্যাপারে। দেশে ফিরে অনেকে মত পাল্টায়, তারা তাদের দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায় না। কিন্তু ভ্যালেরি তার কথা রেখেছিল এবং সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রকের ভিতরকার অনেক খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, যথা সময়ে। পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলো, যেমন পোলান্ড, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী চেকোশ্লোভাকিয়া ইত্যাদিরা বেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল, সোভিয়েত রাশিয়া এদের কিভাবে মোকাবিলা করবে তা জানা গেল ভ্যালেরির পাঠানো তথ্য থেকে।

মে মাসে এজেন্ট ডেলফি তার বন্ধু জেসনের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

আমেরিকার একটা ছাত্রদল রাশিয়া যাবে সেখানকার শিল্পকলা, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখতে। সিনিয়ার ছাত্র হিসেবে জেসন মক্ষ ঐ দলে ভিড়ে গেল। তারপর দলটা যখন মস্কো এয়ার পোর্টে নামল তখন ডঃ ফিলিপ পিটার্স-এর কাগজপত্র, ভিসা ইত্যাদি সব নিখুঁত ছিল। ভ্যালেরিকে এ-খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই ছাত্রগোষ্ঠীদের তোলা হ'ল হোটেল রাশিয়াতে। একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করছিল ভ্যালেরির জন্যে। ঠিক সময়ে এল। ভাল করে জেসন দেখে নিল কেউ ওদের অনুসরণ করছে কিনা।

ওরিয়েন্টাল মিউজিয়ামের বাথরুমে গিয়ে দুজনের দেখা হল। নাঃ ডেলফির ওপর অত্যাচারের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল। সব খবর ভাল। ডেলফি ফ্ল্যাট কিনেছে। কেউ কোনো সন্দেহও করেনি। বিদেশে কাজ করে বাড়তি টাকা-পয়সা রোজগার করে আজকাল অনেকেই আনছে। এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না এখন।

"তাহলে তোমাদের দেশটাকে পাল্টানো যাচ্ছে," জেসন হাসিমুখে বলল।

দশ মিনিট কথা বলার পর ভ্যালেরি একটা ছোট প্যাকেট দিল জেসনকে বিদেশ মন্ত্রীর দপ্তর থেকে জোগাড় করা গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

হোটেলে ফিরে এসে কাগজপত্র পড়ে জেসন জানতে পারল রাশিয়া তৃতীয় বিশ্বকে দেওয়া তাদেব সাহায্যের পরিমাণ কমাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধও করে দিচ্ছে, ফলে এটা বুঝতে অসুবিধা নেই যে বাশিযাব অর্থনীতি এবাব ভেঙ্গে পড়বে। এই খববটা পশ্চিম বাষ্ট্রগুলোর কাছে আনন্দ সংবাদ।

রাশিযা থেকে ফিবে জেসন তাব নিজেব পদোন্নতিব খবর পেল। ওদিকে নিকোলাই তারকিন, যার ছদ্মনাম লিসাণ্ডাব, সে বদলী হয়ে আসছে পূর্ব বার্লিনের কেজিবি অফিসেব কমাণ্ডার হয়ে।

ন্যাশনাল হোটেলেব ম্যানেজাব আর ব্রিটিশ দূতাবাসের প্রধান ম্যাক ডোনাল্ড বোতাকিন হাসপাতালে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করলেন। কি আশ্চর্য কোটে দুটো গুলির দাগ, সার্টে একটা মাত্র ফুটো। তার অর্থ এই যে অন্যগুলিটা লেগেছিল বুক পকেটে রাখা মানিব্যাগে।

ম্যানেজারের কুড়ি বছরের চাকরী জীবনে এই প্রথম তাঁর হোটেলের কেউ খুন হল। ভদ্রলোক যদি তার কথা শুনে হোটেলের গাড়ি নিয়ে যেতেন তবে এই দশা হত না।

ম্যাক ডোনাল্ড ম্যানেজারকে বললেন জেফারসনের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে। মৃতের সব কিছু লণ্ডনে ফেরৎ পাঠাতে হবে, স্ত্রী আছেন নিশ্চয়ই।

দপ্তরে ফিরে ম্যাক ডোনাল্ড ইন্সপেক্টার লোপাতিনকে ফোন করলেন। "একটা সমস্যা বন্ধু। ব্যাপারটা বেশ খারাপই বলা চলে। ঐ লোকটি একজন নামকরা সাংবাদিক। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দারুণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের দূতাবাসের উচিত ব্যাপারটায় হাত দেওয়া। তবে খুনটা যে টাকা-পয়সার জন্যে হয়েছে এতে সন্দেহ নেই। আর জেফারসনের জিনিসপত্র ও সেই সঙ্গে শবদেহ রিলিজ করার কাগজপত্র তৈরি করে রাখুন, আমাদের দরকার।"

দুটো ভুল করেছিল খুনীরা। তাদের বলা হয়েছিল ম্যানিব্যাগ থেকে সনাক্ত করা যায় এমন সব কাগজপত্র, পরিচয়পত্র ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। আর টেপ রেকর্ডারটা চাই-ই চাই।

ব্রিটিশদের কোন পরিচয়পত্র থাকে না। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন, বাইরে গেলে পাশপোর্ট রাখতে হয়। তাই ঘাতকরা এসব কিছুই পেল না। হোটেলের চাবীটা ওদের নজরে পড়েনি। আর গুলি লেগে ম্যানিবাগটা তো গেছেই, সেই সঙ্গে টেপ রেকর্ডারটাও নষ্ট হয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টার নভিকভ দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিব সঙেঘব কর্মচারী ও নিয়োগ বিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ ঝিলিনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি নিয়ে ১০ই আগস্ট সকাল দশটার সময় দেখা করতে গেল।

"স্যার একটা সিঁদেল চোরের তদন্তের ভার পড়েছে আমার ওপর, তাকে এই বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল বলে খবর আছে। এই ফোটোটা দেখুন, একে কি কখন দেখেছেন আপনি?"

এক সেকেন্ড ছবিটা দেখে চমকে উঠলেন ঝিলিন, "আরে এত জাইৎসেভ? —আমাদের পুরানো বুড়ো ঝাড়ুদার। এ সিঁদেল চোর হতে পারে না কিছুতেই।"

"এর সম্বন্ধে কিছু যদি বলেন.. স্যার।"

"এমন কিছু নেই বলার মতো। এক বছর আগে চাকরীতে এসেছে। সৈন্যবাহিনীতে ছিল আগে। বিশ্বাসী বলেই জানতাম। সোম থেকে শনিবার প্রতি রাতে এসে অফিস বাড়ি পরিষ্কার করে যেত।"

"এখন আব আসছে কি?"

"না। শেয এসেছিল ১৫ই জুলাই। পরপর দুদিন না আঁসায আমবা একজন বিধবাকে ঐ কাজে নিয়েছি।"

তাবপর ফাইল দেখে জানালেন ১৫ই জুলাই কাজ সেবে ভোর বাতের দিকে ও চলে যায়। এখানে ও চুবী করতে আসেনি, সাফাই করতে এসেছিল।

"কিন্তু ইন্সপেক্টার তুমি বলছ ও সিঁদেল চোর তা কি কবে সম্ভব?"

সিলিয়াব নাম না করে ঘটনাটা জানালো নভিকভ।

"দেশে হচ্ছেটা কি? এইভাবে চুরি-চামারি হওয়া ঠিক না। তোমাদের আরও ভালভাবে কাজ করা উচিত ইন্সপেক্টার।"

"আমরা তো শক্ত হাতে কাজ করতে চাই স্যার কিন্তু ওপরতলা থেকে সমর্থন ঠিকমতো পাই না।"

"এ অবস্থা পাল্টে যাবে ইন্সপেক্টার, পাল্টে যাবেই. আব ৬ মাস অপেক্ষা কর, ইগর কোমারভ রাষ্ট্রপতি হয়ে এলেই সব বদলে যাবে।" ঝিলিনের চোখে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"সেতো নিশ্চযই স্যাব। আর একটা কথা ঐ ঝাড়ুদারের বাড়ির ঠিকানা আছে কি?"

ঝিলিন এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

বাড়িতে জাইৎসেভেব মেয়ে খবরটা শুনে খুব কাঁদল। ফোটোটা দেখে বাবার বলে সনাক্ত করল। ঘরের অন্য প্রান্তে বাবার খাটটার দিকে তাকাল, এবার একট বেশি জায়গা পাওয়া যাবে তাহলে।

নভিকভ ফিরে এলে জাইৎসেভ মার্ডার কেসটা এবার ক্লোজ করে দিতে হবে। আর ভোলস্কিকে খবরটা দেওয়া দরকার।

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বর

তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত সিলিকন ভ্যালী সম্মেলনে আসবে না জেনেও সোভিয়েত দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তারা একটা তালিকা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিনিধিদের। স্টেট ডিপার্টমেন্ট সোভিয়েত প্রতিনিধিদের একটা তালিকা পাঠিয়ে দিল সি.আই.এ-র দপ্তরে।

গরবাচভের সংস্কার সাধন শুরু হয়ে গেছে, তাই প্রতিনিধিবা আসতে পারছে। এর আগে নিজেদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো সম্বন্ধে সোভিয়েত রাষ্ট্র খুব বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতো। কোন দেশের সঙ্গে আলোচনায় রাজী হত না।

ঐ তালিকাটা ল্যাঙ্গলেতে আসার পর জেসন মঙ্কের হাতে এল। আটজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী কালিফোর্নিয়াতে আসছে নভেম্বর মাসে। এদের কারুরই নাম তেমন শোনা বলে মনে হল না জেসনের।

আমেরিকাতে সি.আই.এ. আর গোয়েন্দা বিভাগ এফ. বি. আই. এর সম্পর্ক তেমন মধুব নয়, তবুও জেসন ঠিক করল এফ. বি. আই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যে-সব রুশ বিজ্ঞানীর আত্মীয় স্বজন আছে আমেরিকাতে তাদের ব্যাপারে কে.জি.বি. একটু সন্দিগ্ধ থাকে। নিরাপত্তার ব্যাপারেও সেটা বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা থাকে।

তালিকাব ৮টা নামের মধ্যে দুজন সম্বন্ধে এফ.বি.আই-এর দপ্তরে খবব আছে। যে এরা আমেরিকাতে আশ্রয় চেয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, একজনের নামটা সমাপতন ছাড়া আব কিছু না। বাল্টিমোরের পরিবাবটিব সঙ্গে আগত রুশ বিজ্ঞানীদের কোন সম্পর্ক নেই।

অপব নামটি একটু অদ্ভুত। মহিলা এক রুশী-ইহুদী শরণার্থী, ভিয়েনাতে মার্কিন দূতা-বাসের মাধ্যমে আশ্রয চেয়েছিল অস্ট্রিযা যাবাব পথে, এবং তাকে তা দেওয়াও হযেছিল। তিনি আমেবিকাতে এক সন্তানেব জন্ম দেন, এবং ভিন্ন নামে ছেলেটিব বেজিস্ট্রেশনও হয়েছিল।

ইয়েভজেনিয়া বোজিনা এখন নিউইয়র্কে থাকেন, ছেলের যে নামে রেজিস্ট্রেশন হয় সেই নামটা হল ইভান ইভানোভিচ ব্লিনভ। জেসন জানে এর অর্থ হল ইভানের ছেলে ইভান। এবং সন্তানটি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী সন্তান। মনে হয ঐ অস্ট্রিয়া যাবাব পথে ওঁদের বিবাহ হযেছিল। রুশ বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায একটা নাম আছে অধ্যাপক ইভান ইয়ে ব্লিনভ। একটু অস্বাভাবিক নাম। জেসন চলে এল নিউইয়র্কে মিসেস বোজিনার খবর নিতে।

সেই চীপ ক্যান্টিনেই ইন্সপেক্টার নভিকভ দেখা করল ভোলস্কির সঙ্গে।

"তোমার কেসটার সমাধান করে ফেলেছি।"

"কোন্ কেস?"

"ঐ যে জঙ্গলে বুডোব লাশ পাওয়া গিয়েছিল।"

রিপোর্টটায় চোখ বুলোল ভোলস্কি।

"আজকাল দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙেঘর সময ভাল যাচ্ছে না। কোমাবভেব ব্যক্তিগত সচিব নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি।"

নভিকভ মনে মনে উল্লসিত হল খবরটা পেযে। ইংরেজটার কাছ থেকে বেশ কিছু পাওয়া যাবে খবরটা বেচে।

নিউইয়র্ক, সেপ্টেম্বর

রোজিনার বয়স প্রায় চল্লিশ, গাঢ় রঙ, স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী। ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে স্বাস্থ্যবতী ফিরলেন যখন জেসন ওঁর ফ্ল্যাটের লবিতে বসেছিল। ছেলের বয়স আট, বেশ প্রাণবন্ত। অভিবাসন দপ্তর থেকে আসছে শুনেই মহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁর কাগজপত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও এক অজানা আশংকা তাঁকে ঘিরে ধরল। "কি জানতে চান বলুন। আমার কাগজপত্র সব আইনসম্মত। আমি নীতিবিদ ও অনুবাদক হিসেবে চাকরী করি। ট্যাক্স দিই।"

"সেসব আমি জানি শ্রীমতী রোজিনা। খালি একটা কথা জানতে চাই আপনি আপনার ছেলের ভিন্ন নামে রেজিস্ট্রি কেন করিয়েছেন?"

"ওর বাবার নামে নাম দিয়েছি। তাঁর নাম ইভান ইয়েভদো কিমোভিচ ব্লিনভ।"

পেয়ে গেছি, তালিকাতে এই নামই আছে মনে মনে উল্লসিত হল জেসন।

জেসনের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যে কোনো লোকের পেটের কথা টেনে বের করতে ওস্তাদ ও।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে রোজিনার স্বামীর সব খবর ও জোগাড় করে ফেললো।

জন্ম ১৯৩৮ সালে। ওঁর বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন, ওঁর মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। ১৯৪২ সালে স্তালিনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে দৈবক্রমে বেঁচে যান ওঁর বাবা। কিন্তু ১৯৪২ সালের শেষের দিকে জার্মান আক্রমণের সময় বাবা মারা যান। মা পাঁচ বছরের ভানিয়াকে নিয়ে পালিয়ে যান উরাল অঞ্চলে। সেখানে মা তাঁর ছেলেকে স্বামীর আদর্শে গড়ে তোলার সাধনায় ডুবে যান।

ছেলেটি ১৮ বছর বয়সে মস্কোর বিখ্যাত ফিজিক্স/টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবার আবেদন করে এবং ভাগ্যক্রমে সেটা মঞ্জুরও হয়। এখানে অত্যন্ত উচ্চমানের আণবিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হত।

বছর ছয়েক পরে ছেলেটিকে ওরা পাঠিয়ে দেয় আরজামাস-১৬ নামের একটি বিজ্ঞান নগরীতে, যার কথা পৃথিবীর আর কোনো দেশ জানতে পারেনি। এখানে কার্যতঃ তাকে বন্দী জীবন যাপন করতে হত। কারণ এখানকার কাজকর্ম চলত অত্যন্ত গোপনে। সোভিয়েত দেশের জীবনযাত্রার মান অনুসারে ছেলেটি এখানে অনেক বেশী সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত। আর্থিক অবস্থা ভাল, আর বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করার সবরকম সুবিধে পেত।

তিরিশ বছর বয়স হবার আগে ও বিয়ে করল ভালিয়াকে, পেশায় লাইব্রেরিয়ান আর ইংরিজীর শিক্ষিকা। ভালিয়া ওকে ইংরিজী শেখায় যাতে পাশ্চাত্যের বই ইত্যাদি পড়তে পারে। প্রথম কয়েক বছর বেশ সুখেই ছিল তার। কিন্তু ক্রমশঃ সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করে, কারণ দুজনেই মরীয়া হয়ে সন্তান চাইত, আর সেটা কিছুতেই হচ্ছিল না।

শরৎকালে উত্তর ককেশাস অঞ্চলে থাকার সময় তার দেখা হয় ঝেনিয়া রোজিনার সঙ্গে। সোনার খাঁচার জীবনে থাকলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, ছেলেটির স্ত্রী ভালিয়া তখন ছুটি পায়নি।

ঝেনিয়ার বয়স তখন উনত্রিশ, ওর চেয়ে দশ বছরের ছোট। বিবাহ বিচ্ছিন্ন, সন্তান ছিল না। খুব প্রাণবন্ত, উচ্ছল। ভয়েস অফ আমেরিকার বিবিসির খবর শুনতে ভালবাসতো। মানসিক দিক থেকে বিধ্বস্ত বিজ্ঞানীটি ঝেনিয়ার মোহে পড়ল।

তারা পরস্পরকে চিঠি লিখতে রাজী হল। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানীটির সব চিঠিপত্র সেন্সার হত, তাই আরজামাস ১৬-তে বসবাসকারী এক বন্ধুর বাড়ির ঠিকানায় চিঠি আসত বিজ্ঞানীর জন্যে।

দুজনের আবার দেখা হল। বিজ্ঞানীর বিয়েটা শুধু নামমাত্র বিয়ে হিসেবেই ছিল। তৃতীয়বার দুজনের দেখা হয় ইয়াল্টাতে। তখনও দুজনে দুজনকে গভীরভাবে ভালবাসে।

অথচ পনের বছরের বিবাহিতা স্ত্রীকে অকারণে ডিভোর্স করতেও পারছিল না বিজ্ঞানী বিবেকের তাড়নায়।

ঝেনিয়াও সেটা চায়নি। তাছাড়া বিয়ে হতে পারে না, কারণ ঝেনিয়া ইহুদী। সে ইতিমধ্যে ভিসার জন্যে দরখাস্ত করেছে। ইজরায়েলে চলে যেতে চায়। তখন ব্রেঝনেভের আমল, খুব একটা অসুবিধে ছিল না। দুজনে দেহগতভাবে মিলিত হল, এবং ঝেনিয়া চিরকালের মতো তাকে ছেড়ে চলে যায়।

ঝেনিয়া বলল "তারপরের ঘটনা তো আপনার জানা।" অস্ট্রিয়া যাবার পথে আমি আপনাদের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এবং ইয়ালটা থেকে ফেরার ছ সপ্তাহ পরে জানতে পারলাম আমি মা হতে চলেছি।

ইভান জন্মেছে আমেরিকায়, সে এখানকার নাগরিক।

"আপনি ছেলের বাবার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেন নি?"

"কি দুঃখে? সে তার বিবাহিত জীবন নিয়ে থাকুক, তাকে বিব্রত করে লাভ কি?"

"আপনার ছেলে তার বাবার পরিচয় জানে?"

"হ্যাঁ তাকে বলেছি যে তার বাবা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। স্নেহশীল, কিন্তু বহুদূরে থাকেন।"

"মস্কোতে আমার একজন বন্ধু আছে তার মারফতে আবজামাস ১৬-তে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি", জেসন বলেছিল।

"কেন? কি বলবো তাকে?"

"ওঁর জানা উচিত ছেলের কথা। ছেলেটা চিঠি লিখুক। আমি সেটা তার বাবার কাছে পৌঁছে দেব।"

সেদিন রাতে শুতে যাবার আগে ছেলেটি খাঁটি রুশ ভাষায় একটা চিঠি লিখল, 'প্রিয় বাবা....।'

'গ্রেসি' ফিল্ডস দূতাবাসে ফিরল ১১ তারিখে ঠিক দুপুরের আগে।

গুপ্ত ও সুরক্ষিত কনফারেন্স ঘরে মিটিং বসল। ফিল্ডস টেবিলে একটা ফোটো রাখল—মৃত এক বৃদ্ধের।

"খবর পেয়েছি, লোকটা দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের সদর দপ্তরের ঝাড়ুদার ছিল। রাতে যেত, ভোর হবার আগে বেরিয়ে আসত।"

এরপর ফিল্ডস ইগর কোমারভের ব্যক্তিগত সচিব এন. আই. আকোপভের জলে ডুবে মারা যাওয়ার কাহিনীটাও শোনাল।

ম্যাক ডোনাল্ড গভীর চিন্তায় ডুবে পায়চারি করছিল, "ধরা যাক ব্যাপারটা এই আকোপভ ভুল করে ঐ ফাইলটা টেবিলে ফেলে চলে যায়, আর ঝাড়ুদার সেটা হস্তগত করে। তারপর ওটা পড়ে তার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। কি গল্পটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে। ওদিকে আকোপভের গাফিলতির জন্যে ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ল। আর ঐ ঝাড়ুদার ফাইলটাকে সিলিয়া স্টোনের গাড়িতে ফেলে দেয়।"

"কিন্তু কেনই-বা ওর গাড়িতে? তবে লোকটা বলেছিল মিঃ অ্যাম্বাসাডারকে দিতে। কিন্তু বিয়ারের ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

ঝাড়ুদার ধরা পড়ল। তাকে খতম করা হ'ল। সিলিয়ার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল ফাইলটার সন্ধানে। এখন কোমারভও জেনে গেছেন তাঁর ঐ মূল্যবান ফাইল হারিয়েছে, এবং কোথায় গেছে সেটা আন্দাজ করতে পারছেন এবং এর ফল কি হবে বোধ হয় বুঝতে পারছেন না।

ফিল্ডসের এই যুক্তি ম্যাক ডোনাল্ড মানল না, "না, কোমারভ বুঝতে পেরেছেন।" কথাটা বলে পকেট থেকে একটা ছোট টেপ-প্লেয়ার বের করে তাতে ঢোকাল ছোট্ট একটা টেপ।

"এটা হ'ল ইগর কোমারভের সঙ্গে জেফারসনেব সাক্ষাৎকাবেব টেপ।"

"কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম খুনীরা ওটা নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে গিয়েছিল। গুলিও মেরেছিল বুকে। আমি প্লাস্টিক আর ধাতুর এই টুকরোগুলো পেয়েছি জেফারসনের ডানদিকের ভিতরের বুক পকেটে। গুলিটা মানিব্যাগে নয়, লেগেছিল টেপ রেকর্ডারে। যাতে টেপটা চালানোর যোগ্য না থাকে...।"

"তারপর ...।"

"কিন্তু ঐ বুদ্ধু খুনীটা পথে রাস্তায় কোথাও থেমে ওই মূল্যবান টেপটা বেব করে ওখানে একটা নতুন টেপ রেখে দেয়। আর এটা পাওয়া গেছে পাতলা কাগজে মোড়া একটা ব্যাগে ওর প্যান্টের পকেটে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কেন ওকে মরতে হয়েছে। শোন.. ।"

জেফারসনের গলা শোনা গেল। এক সময়ে বন্ধ করার শব্দ। আবার চালু করা হয়েছে তার শব্দও ধরা আছে টেপে।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না," ফিল্ডস বলল।

"অত্যন্ত সহজ। কালা ইশতেহাবটা আমি অনুবাদ করেছি। তাতে এরকম একটা লাইন আছে 'রুশ জাতির যে মহৎ ঐতিহ্য ছিল তাকে নতুন করে গড়ে তোলা' আর জেফারসন ঠিক ঐ ভাষাতেই কোমারভকে প্রশ্ন কবার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ কবে উঠে চলে যান উনি। আর এটাও বুঝে ফেলল যে জেফাবসন ঐ ইশতেহারটা পড়েছে। আর ওঁকে বাজিয়ে দেখার জন্যে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। . তুমি কি মনে কর এটা ব্ল্যাক গার্ডদের ব্যাপার?"

"না, গ্রিশিনের লোক এটা করেছে। তাই জেফাবসনকে সরিয়ে ফেলা হ'ল।"

"তাহলে ম্যাক ডোনাল্ড এবার কি করা হবে?"

"সোজা লণ্ডনে যাব। জানাব যে কোমারভ জেনে গেছে যে আমরা কালা ইশ্‌তেহারের কথা জানি। তাব প্রমাণ ওটাব জন্যে তিনটে লোকের প্রাণ গেছে, আর কি প্রমাণ চাই।"

সান জোসে, নভেম্বর

সিলিকন ভ্যালী প্রকৃত অর্থেই একটা ভ্যালী বা উপত্যকা। একপাশে সান্টাক্রুজ পর্বতমালা, অন্যদিকে হ্যামিলটন রেঞ্জ। এখানে প্রায় হাজার থেকে দু হাজারেব মতো শিল্প গড়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অত্যন্ত উচ্চমানের প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ চলে এখানে, তাই নাম দেওয়া হয়েছে সিলিকন উপত্যকা।

নভেম্বব, এখানকার সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছে নানা দেশের প্রতিনিধি। ঐ আটজন রুশ প্রতিনিধি যখন সান জোসেতে এসে ফেয়াব মন্ট হোটেলে উঠল, তখন লবিতে বসেছিল জেসন। ওর সজাগ দৃষ্টি বুঝতে পারল পাঁচ জন কেজিবি-র লোকও কফি পার্লারে এসে বসেছে।

এখানে আসার আগে এক বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে ওর যা কিছু জানবার জেনে এসেছে। এবার তাব কাজ অধ্যাপক ব্লিনভের সঙ্গে দেখা করা।

ব্লিনভ রাশিয়ার একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। লেনিন পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু ওঁর কোন লেখা পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রকাশ করতে দেয়নি তাঁর সরকার। উনি কিছুটা ক্ষুব্ধ মনে হয়, কেননা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তিনি পাননি। এই সম্মেলনে উনি উন্নততর কণা-পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।

অসাধারণ বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে একজন জেসনও।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ব্লিনভের হোটেলের কামরায় ধাক্কা পড়ল।

"কে" ইংরিজীতে কথাটা শোনা গেল।

"রুম সার্ভিস", জেসন বলল

চেন দিয়ে দরজা আটকান, তাই যতটা খোলা যায় ততটুকু ফাঁক করে অধ্যাপক দেখলেন স্যুটপরা একজন দাঁড়িয়ে। "আমি তো ঘরে খাবার দেবার কথা বলিনি।"

"হ্যাঁ, স্যার, বলেননি। আমি রাতের ম্যানেজার। এটা ম্যানেজারের পক্ষ থেকে উপহার।"

এখানে গত পাঁচ দিনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে অধ্যাপকের। একের সম্পদের অভাব নেই, তাই বলে বিনা পয়সার দারুণ এক প্লেট ফ্রুট আইসক্রীম। নাঃ, অভদ্রতা করে লাভ নেই।

দরজা পুরো খুলল। জেসন এসে টেবিলে ওটা রাখল। এতক্ষণে অধ্যাপক বুঝে গেছেন ব্যাপারটা। কেজিবি বার বার বলে দিয়েছিল রাতে কাউকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমি জানি তুমি কে, শিগ্‌গীর চলে যাও, নইলে আমার লোকেদের আমি ফোন করবো।"

মৃদু হেসে জেসন রুশভাষায় বলল, "যে কোন মুহূর্তে তা কবতে পারেন। তবে তার আগে পাঁচ মিনিট আমার কথা শুনুন।"

"কিচ্ছু শুনবো না। চলে যাও।"

"ঝেনিয়া এখন নিউইয়র্কে আছেন," জেসন কথাটা বলতেই অধ্যাপক কেমন যেন হয়ে গেলেন। ধপ করে বসে পড়লেন খাটে।

"ঝেনিয়া? এখানে? আমেরিকাতে?"

"আপনারা দুজনে ইয়াল্টাতে ছুটি কাটাবার পর ঝেনিয়া ইজরায়েলে যাবার অনুমতি পান। অস্ট্রিয়া যাবার পথে উনি আমাদের দূতাবাসের সাহায্য চান। আমরা ভিসা দিয়ে তাঁকে এখানে এনেছি। উনি তখন আপনার সন্তানের মা হতে চলেছিলেন। এবার এই চিঠিটা পড়ুন।"

দু পাতার চিঠিটা পড়ার পর উনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন দেওয়ালের দিকে। চোখে জল।

"আমার একটা ছেলে আছে। হে ভগবান, আমার একটা ছেলে আছে।"

ছেলেটার একটা ফোটো তুলে দিল তাঁর হাতে।

"ইভান ইভানোভিত ব্লিনভ", জেসন বলল, "ও আপনাকে কখনো দেখেনি। সোচিতে তোলা একটা বিবর্ণ ফোটো দেখেছে শুধু। আপনাকে ভালবাসে খুব।"

"আমার একটা ছেলে আছে", ধবা গলায় বললেন সেই মানুষটি, যিনি হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে পারেন।

"আপনার তো স্ত্রী আছেন?"

"ভালিয়া গত বছর ক্যান্সারে মারা গেছে।"

জেসন একটু হতাশ হয়ে গেল। ওঁর তো আর কোনো পিছুটান নেই। যদি আমেরিকায় থেকে যেতে চান? তাতে তো লাভ হবে না।

"কি চাও তুমি?", অধ্যাপক জানতে চাইলেন।

"এখন থেকে দু বছর পর আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসবো বক্তৃতা দেবার জন্যে। তারপর আপনি এখানে থেকে যাবেন। বড় বিশ্ব বিদ্যালয়ে ফেলোশিপ দেওয়া হবে। নিরিবিলি জায়গায় বড় বাড়ি, ঝেনিয়া, ছেলে আর দুটো গাড়ি।"

"দু বছর পরে কেন?"

"এই দু বছর আপনি আরজামাস-১৬ তে থাকবেন। কিন্তু সব খবর আমরা চাই। বুঝেছেন।"

ব্রিনভ রাজী হলেন। জেসন তাঁকে পূর্ব বার্লিনের ঠিকানাটা মুখস্ত করিয়ে দিল। আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের মধ্যে অদৃশ্য কালি ইত্যাদি ভরে তুলে দিল তাঁর হাতে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে জেসন মনে মনে বলল—তুমি একটা পয়লা সারির ইঁদুর ধরা বেড়াল জেসন।

দুদিন পরে ভক্সহল ক্রুশে স্যার হেনরী কুম্বস-এর অফিসে মিটিং বসলো। উপস্থিত ছিল পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের দুই কন্ট্রোলার, মার্চ ব্যাঙ্ক, রাশিয়া বিভাগের প্রধান এবং ম্যাক ডোনাল্ড।

ঘন্টাখানেক আলোচনার পর সকলে একমত হলেন যে, কালা ইশ্‌তেহার সত্যি সত্যিই চুরী হয়েছে, এবং ইশ্‌তেহারটি জাল নয়, যাতে কোমারভ ক্ষমতায় এলে একদলীয় অত্যাচার শুরু করা ও ইহুদীজাতিকে নির্মূল করার বিষয়টি বিশদে লিপিবদ্ধ আছে।

"ম্যাক ডোনাল্ড, আজ রাতের মধ্যে তোমার রিপোর্ট তৈরী রাখ। আমি ওটা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যাবো। ল্যাঙ্গলেতে আমাদের যেসব সহকর্মী আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। সীন তুমি ওটা দেখবে কি?"

পশ্চিম গোলার্ধের কন্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"এই ঘৃণ্য ব্যাপারটা রুখতেই হবে। আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পেতে হবে ঐ লোকটাকে থামাবার জন্যে।"

কিন্তু এটা হ'ল না। আগস্ট মাস শেষ হবার আগে স্যার কুম্বসকে বলা হ'ল কিংচার্লস স্ট্রীটের পররাষ্ট্র দপ্তরে উচ্চপদস্থ অসামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে।

স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী স্যার রেজিনাল্ড পারফিট ইংল্যাণ্ডের গুপ্তচর বিভাগ এস. আই. এস-এর প্রধান স্যার কুম্বসের দীর্ঘকালের বন্ধু।

দুজনে কথা হচ্ছিল কালা ইশ্‌তেহার নিয়ে। "আমাদের সরকার এর বিরুদ্ধে যাবে কি?" কুম্বস জানতে চাইলেন।

"বোঝা যাচ্ছে না। সরকারীভাবে এই ইশ্‌তেহারের কোনো অস্তিত্ব নেই। এ সম্বন্ধে শুধু জানি আমরা আর আমেরিকানরা। এবং সরকারীভাবে এই দুই সরকারই কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না।"

"সেটা তো সরকারীভাবে। কিন্তু গোপনে কি কিছু করা যায় না।"

নাকটা কুঁকে উঠল স্যার পারফিটের।

"এরকম ক্ষ্যাপাটে শয়তানদের আগেও বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে। তবে খুব নিঃশব্দে। তুমি তো জানোই আমাদের কর্মপদ্ধতি।"

"তবে এটাও ঠিক যত গোপনেই করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত সব ফাঁস হয়ে যায়।" স্যার কুম্বস বললেন।

"আমেরিকানরা ওখানে কিছু নিজের লোক ঢুকিয়ে রেখেছে, তবে তারাও ঠিক সাহস করে না। তবে আমার মনে হয় এটা জানাজানি হবার পর আমাদের সরকার কোমারভকে কোনো

সাহায্য করবে বা রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করবে।' তাই সক্রিয়ভাবে কিছু করতে আমাদের সরকার রাজী হবে না।"

ভ্লাদিমির, জুলাই

মার্কিন পণ্ডিত ডঃ ফিলিপ পিটার্স বছরখানেক ধরে প্রাচ্য শিল্পকলা ও প্রাচীন রুশ পুরাকীর্তি নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। জেসন ঠিক করল পিটার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

আমেরিকান সরকার যা চাইছিল অধ্যাপক ব্লিনভের কাছ থেকে সেইসব খবর তিনি সংগ্রহ করে রেখেছেন, তবে মস্কো গিয়ে সেটা মার্কিন দূতাবাসের কারুর হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝুঁকির সম্ভবনা আছে।

তবে আরজামাস-১৬ থেকে ট্রেনে মাত্র নব্বই মিনিটের দূরত্বে গোর্কি শহরে বহু বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র আছে, সেখানে ওঁর যেতে অসুবিধে নেই। আর ওখান থেকে ভলাদিমির যেতে পারলো সহজে। তবে সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসতে হবে। তারিখ ঠিক হল ১৯শে জুলাই অধ্যাপক ব্লিনভ ওখানকার নাম করা গির্জার পশ্চিম গ্যালারীতে থাকবেন।

ল্যাঙ্গলে থেকে খোঁজ নেওয়া হল ঐ সময়ে পর্যটকদের কোন দল ভ্লাদিমির যাচ্ছে কিনা। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল প্রাচীন রুশ গির্জার স্থাপত্য শিল্পে আগ্রহী একটা দল যাচ্ছে। ডঃ পিটার্স ওরফে জেসন ভ্লাদিমির শহরটা সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নিয়ে ঐ দলে ভীড়ে গেল ক্রেমলিনে পৌঁছে তিনদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখার পর পেট ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে দলের সঙ্গে আর গেল না। সকাল ৮ টায় ট্রেন ধরে ১১টা আন্দাজ পৌঁছে গেল ভ্লাদিমির।

পশ্চিম গ্যালারীতে পাওয়া গেল ব্লিনভকে। এক ইঞ্চি মোটা বড় নোট—নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সংক্রান্ত—ব্লিনভ তুলে দিলেন জেসনের হাতে। আর জেসন প্রফেসারকে দিল ঝেনিয়া আর ইভানের চিঠি, সেইসঙ্গে ইভানের আঁকা কিছু ছবি।"

"সাহস রাখুন অধ্যাপক। আর একটা বছর।" মস্কো থেকে ২০শে জুলাই জেসন ফিরল নিউইয়র্ক। আর ঐ দিনই রোম থেকে ফিরল অ্যালড্রিখ আমেস, তিন বছর ইতালীতে কে.জি.বি.-র হয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করার পর। এর মধ্যে কুড়িলাখ ডলার উপার্জন হয়েছে তার সঙ্গে এনেছে নয় পাতার একটা নোট যাতে সোভিয়েত দেশে সি.আই.এ-এর কতজন গুপ্তচর কাজ করছে তার খবর চাওয়া হয়েছে। নোটে একটা বিশেষ নির্দেশ আছে—জেসন মঙ্ক সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে হবে বেশি।

॥ নয় ॥

আগস্ট মাসের শেষ তারিখে একটা হোটেলে স্যার কুম্বস লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন এস.আই.এস-এর এক বড় কর্তাকে, যিনি কুম্বসের চেয়ে ১৫ বছরের সিনিয়ার।

স্যার নিগেল আরভিনের বয়স ৭৪। অবসর নেবার পর কিছুদিন পরামর্শ দিতেন। গত ৪ বছর হ'ল ডোরসেট কাউন্টিতে নিজের বাড়ি ফিরে গেছেন। এমনিতে অত্যন্ত সদাশয়, কিন্তু প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন এটাও জানে ঘনিষ্ঠ জনেরা।

স্যার আরভিন যখন বড়কর্তা ছিল তখন কুম্বস জার্মানীতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। উনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কেন কুম্বস ওকে এত দূর থেকে ডেকে পাঠিয়েছে।

দোতলায় একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে কথাটা শুরু করল কুম্বস, "রাশিয়ায় কিছু একটা ঘটছে।"

"হ্যাঁ। কাগজে যা পড়ি তার চেয়েও বেশি কিছু", স্যার আরভিন বললেন। অবসর নেওয়ার এতদিন পরেও তাঁর যে অনেক সোর্স আছে এটা কুম্বস জানে।

কালা ইশ্‌তেহার আর সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্টটা তুলে দিল আরভিনের হাতে। "আপনি এগুলো পড়ুন। আমাদের মন্ত্রী পর্যায়ে মিটিং হবে, সেখানে আপনি থাকবেন। যা ভাল বুঝবেন, পরামর্শ দেবেন।"

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বর

অ্যালড্রিখ আমেস ওয়াশিংটনে ফিরে এসে বিশাল বাড়ি, দামী জাগুয়ার গাড়ি কিনে বিলাসে গা ডুবোলেন। আরও সাড়ে চার বছর ও কে.জি.বি.-র হয়ে কাজ করবে, বিনিময়ে দু বছর পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ওর এই জীবনযাত্রায় কেউ সন্দেহ করেনি।

কে.জি.বি আশা করে আছে ঐ ৩০১টা ফাইলের ব্যাপারে কিছু একটা করবে অ্যালড্রিখ। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছিল না, কারণ ইতমধ্যে ল্যাঙ্গলেতে ফিরে এসেছে মিল্টন বিয়ারডেন, আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধের তদারকী করে।

এস ই. ডিভিশনের এসে প্রথমেই মিল্টন চাইল অ্যালড্রিখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কারণ ওর ব্যাপারে মিল্টনও অন্যদের মতো অ্যালড্রিখ সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করত না।

তুখোড় আমলা কেন মালগ্রিউ নিজের এলেমের জোরে এখন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের বড়কর্তা। ফলে কোন কর্মচারী কোথায় যাবে, কাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে--এসবের ভার তার ওপর।

অল্প সময়ের মধ্যে অ্যালড্রিখ আর মালাগ্রিউ এক গেলাসের বন্ধু হয়ে উঠল। আর তারজন্যেই অ্যালড্রিখ পাকাপাকিভাবে থেকে গেলো এস ই ডিভিশনে।

এদিকে সি.আই.এ তার সমস্ত কাজকর্ম কম্পিউটাব দিযে কবাতে শুরু করেছে। আর রোমে থাকাকালীন অ্যালড্রিখও কমপিউটারটা শিখে নিয়েছে। ফলে সব কিছুর সঙ্গে ঐ ৩০১টা ফাইলেব হদিশ কবা তার পক্ষে সম্ভব হবে যদি কোড নম্বরগুলো পেয়ে যায়।

মালগ্রিউযেব দাক্ষিণ্যে অ্যালড্রিখ বেশ কিছু গুপ্তচরের হদিশ পেলেও, সোভিয়েত দেশে, বা বাইবে থেকে যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি চালাচ্ছে এমন চারজনের নাগাল পাযনি। এরা হল—লিসাণ্ডার, পূর্ব জার্মানীতে কে.জি.বি. দপ্তরেব ; গ্রেট হান্টার ওরিওন, মস্কোতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা দপ্তরেব ; মস্কো পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেলফি আর মস্কো থেকে উরাল পর্বতমালার মধ্যে সোভিয়েত আণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলির ভাব নিতে চলেছে একজন, যার সাংকেতিক নাম পেগাসাস।

জেসন মঙ্ক সম্বন্ধে কোন লিখিত তথ্য না পেলেও অ্যালড্রিখ যেটুকু জানতে পারল, তা হ'ল এই যে, এই বিভাগে ওব চেয়ে দক্ষ অফিসার আর নেই। ওর কাজ কবার স্টাইল আলাদা, যা করে একা নিজের দাযিত্বে কবে। কাউকে পরোয়া করে না। অবিবাহিত আর মালাগ্রিউ ওকে পছন্দ করে না। ওই অপছন্দের ব্যাপারটাকে কাজে লাগাল অ্যালড্রিখ।

একদিন মদের ঝোঁকে মালগ্রিউ বলে ফেলল যে, জেসন মঙ্ক বছর দুয়েক আগে আর্জেন্টিনাতে একজন বড়মাপের লোককে দলে টেনেছে।

অ্যালড্রিখ সূত্রটা পেয়ে গেল। দুবছর আগে, আর্জেন্টিনাতে, বড় মাপের অফিসার—সোভিয়েত গুপ্তচর বিভাগও ফেলনা নয়। তারা ঐ সময়ের ভিত্তিতে খোঁজ নিয়ে দেখলো একজন হঠাৎ খুব রাজকীয় স্টাইলে জীবন কাটাচ্ছে—ফ্ল্যাটও কিনেছে...........।

সেপ্টেম্ববেব ১লা তবিখে সমুদ্রেব ধাবে বেড়াতে বেড়াতে স্যাব নাইজেল চিন্তা কবছিলেন কালা ঈশ্‌তেহাব সম্বন্ধে। ব্যাপাবটা উড়িয়ে দেবাব নয়। হঠাৎ অনেকদিন আগেকাব একটা ভয়ংকব ঘটনাব কথা মনে পড়ে গেল তাঁব।

১৯৪৩ সাল, তখন তাঁব বযস মাত্র ১৮, ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভর্তি হযে ইতালীতে বদলী হযেছেন। মন্টি ক্যাসিনোতে একটা সংঘর্ষে আহত হযে সামযিকভাবে অকর্মণ্য হযে বৃটেনে ফিবে আসেন। তাবপব তাঁকে জোব কবে বদলী কবা হয গোযেন্দা বিভাগে।

কুড়ি বছ্ব বযসে লেফটেনান্ট হযে একবাব উনি জার্মানীতে গিযেছিলেন। সেখানে একদিন এক মেজব ওঁকে ডেকে পাঠিযে একটা জিনিস দেখিযেছিলেন। ইহুদীদেব বন্দী-শিবিব। সেই ভয়াবহ দৃশ্য আজও ভুলতে পাবেননি।

বেড়ানো শেষ কবে বাড়ি ফিবলেন। স্ত্রী পেনিলোপি পাবভিন জানালেন চা বাখা আছে বসবাব ঘবে।

যৌবনে পেনিলোপি ছিলেন অসাধাবণ সুন্দবী। গোযেন্দা বিভাগেব এই মানুষটিকে পছন্দ কবেছিলেন দুটি কাবণে—কবিতা পড়ে শোনাতো পেনিলোপিকে,সেই সঙ্গে কম্পিউটাবেব মতো কাজ কবত তাঁব মস্তিষ্ক।

ওঁদেব একটা ছেলে ছিল, সে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে মাবা যায। তাব জন্মদিন আব মৃত্যুদিন ছাড়া অন্য সমযে ইচ্ছে কবে ছেলেব কথা মনে কবেন না।

চা খেতে খেতে স্ত্রী প্রশ্ন কবলেন, "তুমি কি আবাব চ যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। কযেকদিন লণ্ডনে, তাবপব এক সপ্তাহ আমেবিকা। তাবপব কোথায তা জানিনা। হযত আব কোথাও যেতে হবে না।'

শান্তভাবে পেনিলোপি বললেন, "ঠিক আছে। আমাবও বাগানে অনেক কাজ আছে?"

'আমি আব কখনো কোথাও যাবো না যেন অপবাধীব সুবে বললেন স্বামী।

"ঠিক আছে এখন তো চা খাও।'

ল্যাঙ্গলে, মার্চ

প্রথমে বিপদ সংকেত দিল সি আই এ-ব মস্কো কেন্দ্র। ডেলফি যোগাযোগ বাখছে না। গত ডিসেম্বব থেকে। জেসন মঙ্ক টেবিল ছেড়ে উঠছে না, আব টেলিগ্রাফ মাবফত খবব উগবে দিচ্ছে। কিন্তু সাংকেতিক লিপি পাঠোদ্ধাব কবে তাকে জানানো হচ্ছে না।

ক্রুগলভ যদি ঠিক থাকেও, তবে সে সব কটি নিযম ভাঙ্গছে। কিন্তু কেন? মস্কোতে পোস্টেড, যোগাযোগ কবাব সববকম পদ্ধতি কাজে লাগিযেছে, কিন্তু পাওযা যাচ্ছে না। তবে কি শহবে নেই?

ও যদি ঠিক থাকে তবে নিযমানুযাযী খববেব কাগজে সাংকেতিক ভাষায বিজ্ঞাপন দেবাব কথা, তাও নেই।

মার্চ মাস নাগাদ এটা মনে হতে লাগল যে ডেলফিব হয হার্ট অ্যাটাক হযেছে বা গুরুতব কোন অ্যাকসিডেন্ট। নয মাবা গেছে, না ধবা পড়েছে।

উত্তব ইউবোপে সোভিযেত ইউনিযনেব যে সাম্রাজ্য আছে সেগুলো ভাঙ্গতে শুরু কবেছে। বোমানিযায তাদেব বাষ্ট্রপতি চেসেস্কু নিহত হযেছে, পোল্যাণ্ড হাতছাড়া, চেকোস্লোভাকিযা আব হাঙ্গেবী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ কবেছে। গত নভেম্ববে বার্লিন প্রাচীব ভাঙ্গা হযে গেছে।

মস্কোতে বসে মার্কিন গুপ্তচবকে ধবে ফেলতে পাবলে দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিতে পাবে রুশবা।

জেসনের মনে হ'ল হয় ক্রুগলভের অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা দুর্ঘটনামাত্র, নয় কেজিবি তাকে আশ্রয় দিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্য সব কিছুর সঙ্গে বেসরকাবী প্রতিষ্ঠানগুলোর রমরমা খুব বেশি। নানা বিষয়ে গবেষণার জন্যে পলিসি স্টাডি, থিঙ্কট্যাঙ্ক ইত্যাদির কেন্দ্র, নানা বিষয়ের অগ্রগতির জন্যে ফাউণ্ডেসন আর কাউন্সিলের ছড়াছড়ি। নানা ধরনের কাজ করে এরা। খোদ ওয়াশিংটনে ১২০০ এবং নিউইয়র্কে ২২০০ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। নানাভাবে অর্থ সাহায্য করে প্রয়োজনে। তবে এদের মধ্যে মিল আছে দুটো ব্যাপারে—তারা যেমন গ্রহণ করে, তেমন দিয়েও দেয়. আর প্রত্যেকেরই একটা করে সদর দপ্তর আছে। ব্যতিক্রম ছিল একটি ক্ষেত্রে।

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত ছোট, সীমাবদ্ধ সদস্যপদ, সদস্য হবার জন্যে বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে, এবং এই প্রতিষ্ঠানটি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে।

এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটার নাম লিঙ্কন পরিষদ। এবং গ্রীষ্মকালে ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান।

নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী অদৃশ্য এই লিঙ্কন পরিষদ ছিল স্বয়ং স্বয়ম্ভর একটা গোষ্ঠী যাদের প্রধান কাজ ছিল বর্তমানের বিচার্য বিষয়গুলো সম্বন্ধে চিন্তা করা, তার মূল্যায়ন করা এবং আলোচনা করা। বাছা বাছা সদস্য এবং তাঁদের অসাধারণ কর্মদক্ষতাব ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে এঁরা সহজেই যেতে পারতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পব থেকে এর সূত্রপাত—এটা একটা ইঙ্গ-মার্কিন সংগঠন। আশিব দশকের গোড়ার দিকে ফকল্যাণ্ড যুদ্ধের পর পরিষদের সদস্যরা ওয়াশিংটন ক্লাবে সমবেত হয়েছিলেন ডিনার খেতে।

বিশেষ গুণ, যথা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, ষোলো আনা সাধুতা, জ্ঞানবুদ্ধি, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পারা এবং অবিসম্বাদিতভাবে দেশপ্রেম না থাকলে এই পরিষদের সদস্য হবার আমন্ত্রণ কেউ পেত না।

অতি উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারদের নেওয়া হত অবসর গ্রহণের পর। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মবীরদেরও নেওযা হত। এমন দুজন ছিলেন যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ কয়েক শো কোটি ডলারের চেয়েও বেশি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আসতেন বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, বিত্ত, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞরা। সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও বড় অফিসাররা আসতেন।

গ্রীষ্মকালে সদস্য ছিলেন ছ জন ব্রিটিশ, তার মধ্যে একজন মহিলা, পাঁচজন মহিলা সহ চৌত্রিশ জন মার্কিন। সদস্যরা বেশির ভাগই মধ্য বয়স্ক, তবে একজনের বয়স ছিল একাশী বছর।

এই পরিষদের নাম দেওয়া হয় গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কনের নামানুসারে। বছরে একবার করে মিটিং হত, কোন একজন খুব ধনী সদস্যের বাড়িতে।

উইওমিঙ জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে জ্যাকসন হোল নামের উপত্যকা ছাড়িয়ে, ১৯১ নং হাইওয়ে পার হয়ে জেনী হ্রদে পৌছলেন আগন্তুকরা। এর কাছে একশো একর জমিতে একটা বাগান বাড়ি তৈবী করে রেখেছেন ওয়াশিংটনের এক ফাইনান্সিয়ার, নাম সল নাথানসন। জায়গাটা চারপাশ থেকে ঘেরা। অতিথিদের গোপনীয়তা বজায় রাখার পক্ষে আদর্শ জায়গা।

এখানে দু কামরাওলা কুড়িটা কেবিন আছে। একটা বিশাল হলঘর। খাওয়া-দাওয়া আর নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন নাথানসন।

৭ই সেপ্টেম্বর থেকে অতিথিদের আসা শুরু হল একে একে। স্যার নিগেল আরভিংও এসেছেন। তিনি থাকবেন প্রাক্তন মার্কিন সেক্রেটারী অফ স্টেটের সঙ্গে একটা কেবিনে। একে একে এলেন প্রাক্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ক্যারিংটন, ব্যাঙ্কার চার্লস প্রাইস। প্রাক্তন অ্যাটর্নী জেনারেল এলিয়ট রিচার্ডসন। প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারী লর্ড আর্মস্ট্রং, লেডী থ্যাচারও এসেছেন।

হেলিকপ্টারে করে এলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ, যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্রাক্তন সেক্রেটারী অফ স্টেট্ হেনরী কিসিংগার। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ইংল্যাণ্ডের স্যার নিকোলাস হেণ্ডারসনও এসেছেন তার পাশে এসে বসলেন লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার স্যার ইভলিস ডি রথ্স চাইল্ড। নাইজেল আরভিং পাঁচদিন ব্যাপী সম্মেলনের কর্মসূচী দেখছিলেন। পরের দিন সদস্যদের তিনটি কর্মিটিতে ভাগ করা হবে—ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, রণনীতি এবং অর্থনৈতিক।

এই তিনটি কমিটি আলাদা আলাদা ভাবে মিটিং করবে দুদিন। তৃতীয় দিনে তাদের মিটিং-গুলোর ফলাফল নিয়ে আলোচনা হবে। চতুর্থ দিন পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। এই অধিবেশনে নাইজেল বলবেন এক ঘন্টা। পঞ্চম দিনটা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, পরবর্তী ক্রিয়া কর্ম ও সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে।

একটু অন্ধকার কালো মেঘ যে ঘনিয়ে আসছে এটা বুঝতে পারছিলেন নাইজেল। তাঁর সঙ্গে যে কালা ইশতেহারটা আছে—সেটাই প্রধান চিন্তার কারণ।

ভিয়েনা, জুন

অ্যানড্রিখ আমেস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৩০১টা ফাইলেব সন্ধানে। জানতেই হবে সোভিয়েত ব্লকে সি.আই.এ-র চর কারা কারা আছে।

মে মাসে মালগ্রিউ কম্পিউটারের কোড নম্বরটা দিল। আর অ্যালাড্রিখ শেষ পর্যন্ত জেসন মঙ্কের নাগালটা পেয়ে গেল।

জুন মাসে অ্যালড্রিখ গেল ভিয়েনাতে ভ্লাদের সঙ্গে দেখা করতে। সোভিয়েত গুপ্তচর বিভাগের কারুর সঙ্গে মার্কিন মুলুকের মধ্যে দেখা করায় বিপদ আছে। কর্ণেল ভ্লাদিমির মেচুলায়েভ খুব খুশী গুরুত্বপূর্ণ তিনটি খবর পেয়ে। তিনজন লোকের বর্ণনা আছে তাতে।

একজন সেনাবাহিনীর কর্ণেল, এখন আছে প্রতিবক্ষক মন্ত্রকে। আর একজন নামকরা বিজ্ঞানী। অন্য জন কেজিবি-র এক কর্ণেল।

এর তিন দিন পরে ঐ তিনজনের পিছনে মস্কোর গুপ্তচররা সক্রিয় হয়ে উঠল।

তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা লিতভিনভ একটা স্বল্প দৈর্ঘের ছবি করেছে—বুক চেপে ধরে এক· তরুণী মাতা আকাশের দিকে তাকিয়ে কাতর স্বরে বলছে—'মধ্যরাতের এই বাতাসে কি তুমি তোমার ভাই-বোনেদের, তোমার মায়ের করুণ ক্রন্দন শুনতে পাচ্ছ না। আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে মস্কোতে বসে থাকা ফারের টুপি পরা মুষ্টিমেয় কজন। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই—এই জ্বালা, যন্ত্রণা থেকে'.........ক্যামেরা ধীরে ধীরে একজনের মুখটাকে পর্দায় বড় করে তুললো—ইগর কোমারভ বলছেন—প্রিয় রুশী ভাই ও বোনেরা—আর একটু অপেক্ষা

কর, মায়ের এই দৈন্য দশা আমরা ঘোচাবই। রাশিয়া আমার মা, হ্যাঁ আমার প্রিয় মাতৃদেবী, আমি ইগর, তোমার সন্তান আমি আসছি........" সমবেত হাজার দশের লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—কো-মা-র-ভ—কো-মা-র-ভ।

প্রোজেক্টার বন্ধ হল। নাইজেল আরভিন বলতে শুরু করলেন, "এটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আগামী নির্বাচনে জিতে আসার পর ইগর কোমারভ কি করবে।......আপনারা এটাও জানেন যে, রাশিয়াতে আশি শতাংশ ক্ষমতা থাকে রাষ্ট্রপতির হাতে। যা চায় তাই করতে পারে।"

"রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার তুলনায় সেটা তো ভালই হবে", বললেন এক প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

"ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে আমি একটা রিপোর্টের ৩৯টা কপি করে এনেছি সেটা আপনারা পড়ুন।" নাইজেল বললেন, "আর এটা পড়ার পর ওগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

ল্যাঙ্গলে, আগস্ট

সোভিয়েত ব্লকের ভিতর থেকে যে-সব খবর আসছিল তাতে সি.আই.এ. বেশ চিন্তিত। গ্রেট হান্টার ওরিওনের কি হয়েছে কেউ জানে না। নিয়মিত ব্যবধানে ওর অস্তিত্ব জানবার জন্যে যে পদ্ধতি আছে, সেটাতেও ওর খবর পাওয়া যায়নি। হয় সে আত্মগোপন করেছে বা কেউ তাকে গুম করেছে।

পূর্ব জার্মানীর সোর্স থেকে খবর এসেছে পেগাসাসের কোনো চিঠিপত্র আসেনি একমাস হতে চলল।

অধ্যাপক ব্লিনভের কাছ থেকেও কোন সাড়া পাওযা যাচ্ছে না।

বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার পর পুবনো পদ্ধতিতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে লাভ নেই। ব্লিনভকে বলা হয়েছিল দুটো স্প্যানিয়েল কুকুর কিনতে। আরজামাস-১৬ থেকে কোন আপত্তি ওঠেনি, বিপত্নীক নিঃসঙ্গ অধ্যাপকের নিরীহ সখ মাত্র। ব্লিনভের সঙ্গে কথা ছিল মস্কোর একটা কুকুর বিষয়ক পত্রিকায় সাংকেতিক বিজ্ঞাপন দেবেন, তাও আসছে না।

জেসন মঙ্ক দিশাহারা। বারবার খোঁচা দিচ্ছে ওপরওলাদের কাছে। তাঁরা ওকে ধৈর্য ধরে থাকতে বলছেন। জেসনের দৃঢ় বিশ্বাস ল্যাঙ্গলের ভিতর থেকে খবর ফাঁস হচ্ছে। যারা তার কথা বিশ্বাস করতে পারত তারা অবসর নিয়েছে। ওদিকে গুপ্তচরদের ফাঁদে ফেলার জন্যে যে প্রক্রিয়া চলছিল তার জাল ক্রমশ গুটিয়ে আসছিল।

পঞ্চম দিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সবারই মুখ গম্ভীর। একদল কালা ইশ্‌তেহারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অন্যদল বেশ ভাবিত। কিন্তু ওটা নিয়ে কোমারভকে কিছু বললে তিনি সরাসরি অস্বীকার করবেন।

গৃহকর্তা সল নাথানসন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, "গত উপসাগরীয় যুদ্ধে আমার ছেলে যুদ্ধ শেষ হবার সামান্য কিছু আগে নিহত হয়েছে। আমার শান্তি একটাই যে একটা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে।.........আমি মনে প্রাণে এই পাপ আর পাপীদের ঘৃণা করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ রকম একটা জঘন্য পাপী ছিল অ্যাডলফ হিটলার।

সকলে নির্বাক হয়ে শুনছিল নাথানসনের কথা। কালা ইশ্‌তেহারটা ছুঁয়ে তিনি বললেন—"এই দলিলটাও পাপ। যে এটা লিখেছে সেও পাপী। আমরা এটার ব্যাপারে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারি না।"

এই "এটা" যে কি সেটা সবাই বুঝতে পারছিল, এই গণহত্যা, রাশিয়ার ইহুদীদের বিরুদ্ধে এটাও একটা গণহত্যার পরিকল্পনা।

"আমারও মত তাই। আর দ্বিধা করা নয়", বললেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

"কি করা যায়?" এই প্রশ্নটা সবাব মুখে সোচ্চাব হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ আমেরিকার প্রাক্তন সেক্রেটারী আর স্টেট বলে উঠলেন, "এর বিরুদ্ধে অভিযানটা নাইজেল গোপনে করতে পারবে কি?"

সবাই অলিখিত প্রস্তাবটা পাশ কবে দিলেন।

মস্কো, সেপ্টেম্বর

লেফোরতভে জেলে নিজের দপ্তরে বসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্ণেল আনাতোলি গ্রিশিন। তিন জন বিশ্বাসঘাতকের নাম ধাম পেশা জানতে পেরেছে।

প্রথমে ধবা পড়ল কূটনীতিবিদ ক্রুগলভ। সে সব কথা স্বীকাব করল। এখন ঠাণ্ডা জেল কুঠুরীতে বসে চরম পবিণতির অপেক্ষা করছে।

জুলাই মাসে ধবা পড়লেন অধ্যাপক ব্লিনভ। স্বীকাবোক্তির সঙ্গে পূর্ব বার্লিনের গুপ্ত ঠিকানাটাও বলতে হযেছিল তাঁকে ঐ ফ্ল্যাটে হানা দিয়ে কোনো ফল হয়নি অবশ্য।

জুলাইযের শেষের দিকে ফাঁদে ধবা পড়ল পিটাব সোলোমিন। তিনজনকেই যে আমেবিকানটি কথায ভুলিযে বশ কবেছিল তাকে সনাক্ত করতে দেবী হল না গ্রিশিনের। জেসন মঙ্ক।

ঐ তিনজনেব কাছ থেকে জেসন যে-সব কাগজপত্র আব তথ্য জোগাড কবেছে সেটা জানাব পব গ্রিশিনবা স্তব্ধ হযে গেল।

গর্বাচভেব কাছ থেকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নিযে ঐ তিনজনকে জেলখানাব উঠোনে গুলি করে হত্যা কবা হ'ল।

গ্রিশিন নিজেব দপ্তরে ফিবলো। টেলিফোন বাজছিল। সেকেণ্ড চীফ ডাইরেক্টোরেট ফোন কবে জানাল চতুর্থ জনেব হদিশ পাওযা গেছে পূর্ব বার্লিনে। কডা নজবে বাখা হয়েছে তাকে।

গ্রিশিন জানাল বাবো ঘন্টার মধ্যে ও পূর্ব বার্লিনে পৌঁছছে—লিসাণ্ডাবকে ও নিজেব মুঠোয পেতে চায সবাব আগে।

॥ দশ ॥

প্রজেক্ট কমিটিব মিটিংযে পাঁচজন উপস্থিত। ভৌগোলিক-রাজনৈতিক গ্রুপের চেয়ারম্যান, বণকৌশলনীতিব গোষ্ঠীর আব অর্থনৈতিক দলেব চেয়াবম্যানরা, সল নাথানসন নিজে আব মিটিং-এর সভাপতি স্বয়ং নাইজেল আবভিন।

কোমাবভকে হত্যা করার প্রস্তাব নাকচ হযে গেল। কাবণ আগে ফিদেল কাস্ত্রো, চার্লস দ্যগল বা সাদ্দাম হুসেন—এদের হত্যা করার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি।

শেষ পর্যন্ত নাইজেল বললেন তিনটে জিনিস পেলে তিনি একবাব চেষ্টা করে দেখতে পারেন। প্রথমে অর্থ ববাদ্দ, দ্বিতীযতঃ প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা আর তৃতীয়টি হল একজন মানুষ দবকার।

প্রথম দুটো সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুব হল, এবার প্রশ্ন মানুষেব ব্যাপারটা কি।

"সত্যি কথা বলতে কি", নাইজেল বললেন, "এই কোমারভ লোকটা আসল সমস্যা। ও নিছক বাক্‌সর্বস্ব নয়। দক্ষ, আবেগবিধুব, এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে। রুশ জনগণের মনেব মতো মানুষ। ও একটি মূর্তি।"

"সেটা কি?"

"পবিত্র মূর্তি। ধর্মীয় কোন স্মৃতি বা দেব দেবীর বিগ্রহ নয়, একটা প্রতীক। যেন এর মধ্যে কিছু একটা আছে। সব জাতিই কিছু না কিছু চায, কোন ব্যক্তি বিশেষকে বা প্রতীককে, যাকে তারা আঁকড়ে ধরতে পারে, যাকে কেন্দ্র করে তাবা ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে পাবে। তা নাহলে বহুজাতিক বিশাল রাশিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হযে যেতে পাবে। কমিউনিজম অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যাপাব হলেও সমগ্র রাশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হবাব জন্য একটা প্রতীক চায় সকলে। ইংরেজরা যেমন রাজমুকুটকে কেন্দ্র কবে আছে। এই মুহূর্তে কোমারভ রুশবাসীদের সেই প্রতীক, সেই পবিত্রমূর্তি। শুধু আমরা জানি তাব মধ্যে কি ধবনেব পাশবিকতা লালিত হচ্ছে।"

"এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?"

"সম্ভাব্য পথ একটাই। আমবা যদি এই সমীকরণেব মধ্যে আর একটা মূর্তি তুলে ধবতে পারি, যার কাছে রুশবাসীবা অনুগত।

"এরকম কোন মানুষ বাশিযাব নেই।"

"হ্যাঁ ছিল", নাইজেল বললেন, "ছিল বহুদিন আগে। তাকে বলা হত 'সমগ্র বাশিযা' জার।"

ল্যাঙ্গলে, সেপ্টেম্বব

কর্ণেল তাবকিন, সাংকেতিক নাম লিসাণ্ডাব, একটা জরুরী খবব পাঠাল জেসনেব কাছে। একটা পোস্ট কার্ড—পূর্ব বার্লিনেব অপেবা কাফেব খোলা ছাদেব ছবি—খববটা সাদামাটা—"আশার্বাদি আবাব দেখা হবে। শুভেচ্ছা সহ— জোসে-মারিযা"। পোস্ট কবা হযেছে সি আই এ ব নিবাপদ ডাক বাক্সে। কিন্তু স্ট্যাম্পটা বলছে এটা ছাড়া হয়েছিল পশ্চিম বার্লিনে।

সি আই এ-ব লোকেবা কিছু বুঝতে না পেবে পাঠিয়ে দিযেছে জেসনেব কাছে। কিন্তু পোস্ট কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে কোথায একটা গণ্ডগোল আছে। অন্য কোন জাত হলে তাবিখ লিখতো, কিন্তু এটাতে লেখা হযেছে মার্কিন স্টাইলে জেসন
মস্কেব কাছে ওব অর্থ—বাত ৯টায়, এই মাসেব ২৩ তাবিখে। আব 'জোসে মারিযা'—এই স্প্যানিশ নামটার অর্থ হল ব্যাপাবটা জরুরী। আর জাযগাটা নিঃসন্দেহে অপেরা কাফেব খোলা ছাদে।

৩রা অক্টোবব দুই বার্লিন এক হয়ে মিশে যেতে চলেছে। রুশরা তাদেব গুটিযে নেবে অনেকটা, হয়তো তারকিনকে ফিরে যেতে হবে মস্কো। পালানোর উপায় নেই, তার ছেলে-বৌ আছে মস্কোতে। হয়তো ও কোনো জরুরী খবর দিতে চায় জেসনকে।

প্লেনে করে ফিরে এলেন নাইজেল জর্জটাউনে। তার আগে এখানকাব পুরনো বন্ধুকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডের গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ক্যারী জর্ডনেব সঙ্গে ঢুকলেন একটা নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে।

প্রাথমিক কথাবার্তর পব নাইজেল বল[illegible]ন "বাশিযাতে একটা গুরুতর, বরং বলা যায় বেশ খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের দুই দেশের কর্মকর্তাবা আমাদেব সাবধান করে দিযেছেন।"

"তাহলে?" জর্ডন ঠিক বুঝতে পাবছিলেন না ব্যাপারটা।

"কিন্তু একজনকে পাঠাতেই হবে রাশিয়াতে। তুমি একটু কথা বল না ল্যাঙ্গলেতে।"

"লাভ নেই। একজন ছিল, তবে সে যাবে না। বয়স হয়েছে। ঝুঁকি নেবে না।"

"আহা, নামটাই শুনি না।"

"জেসন মঙ্ক। জলের মতো রুশভাষা বলে। আমি আজ পর্যন্ত যত এজেন্ট পরিচালক দেখেছি এর মতো একটাও কেউ নয়।"

"ঠিক আছে, এর সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে বল।" নাইজেলের আবদার ফেলতে পারলেন না ক্যারী জর্ডন।

পূর্ব বার্লিন, সেপ্টেম্বর

অপেরা কাফের খোলা প্রান্তে এসে বসল কর্ণেল তারকিন, ওরফে লিসাণ্ডার। টেবিলে বসে কফির অর্ডার দিয়ে জার্মান খবরের কাগজে চোখ বুলোতে লাগল।

ওর ওপর কেজিবি কিন্তু কড়া নজর রেখে চলেছে। ঠিক সময়ে অপেরা পার্কের উল্টো দিকে একটি পুরুষ ও একটি নারী তারকিনের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল।

ওকে গ্রেপ্তার করতে দেরী হচ্ছিল এই কারণে যে মস্কো থেকে একজন পদস্থ অফিসার আসবে, তার সামনে গ্রেপ্তার করতে হবে লিসাণ্ডারকে।

একটা স্প্যানিশ-মরক্কোর জুতো পালিশওয়ালা কাফেতে ঢুকে এব তার জুতো পালিশ করাতে বলছিল। কেউ রাজী নয়, বরং বিরক্ত। শেষে তারকিনের কাছে আসতেই সে রাজী হ'ল।

ছোট্ট টুল বের করে কাজ শুরু করে দিল পালিশওযালা। নিচুস্বরে কথা হচ্ছিল দুজনে। পূর্ব বার্লিনেব সেই ফ্ল্যাটে পুলিশী হানাব কথাও বলল। জেসন চমকে উঠেছে। তাবকিনকে তাব সঙ্গে পালিযে যেতে বলল। বৌ-ছেলেকে ছেড়ে যেতে পাববে না। আব দশদিন পরে পশ্চিম জার্মানী হয়ে যাবে এটা তখন বৌ-ছেলেকে আনা যাবে।

বেশ কিছু জার্মান মুদ্রা দিল জুতোপালিশওলাকে। ও ধীবে ধীবে বেবিয়ে এল কাফে থেকে।

ওপাশে পার্কেব সেই দুজনের মধ্যে দ্রুত কথা হযে গেল, আব দেবী নয়, এখুনি গ্রেপ্তাব কবতে হবে।

নিমেষেব মধ্যে দুজন লোক ঢুকে তারকিনকে তুলে নিয়ে চলে গেল। প্রায একশো গজ দূবে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখতে লাগল জেসন।

* * *

একটা রেস্টুরেন্টে বসে নাইজেল আর জর্ডন কিঞ্চিৎ মদ্যপান করছিলেন।

"জানো বার্লিন থেকে ফিরে ক্ষেপে লাল হয়ে আছে জেসন। আমাদের সোভিয়েত ডিভিশনে রাশিয়ার কোন চর ঘাপটি মেরে বসে আছে—এ বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ।

"জানো কি এবার সি.আই.এ-র দপ্তরকে ঢেলে সাজানো হয়েছে আর মিস্টার বিয়ারডেনের সুপারিশে অ্যালড্রিখ আমেস আবার ঢুকে পড়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদে। জেসনকে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে ঐ অ্যালড্রিখের হাতেই। আর অ্যালড্রিখ জেসনের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ এনেছে।"

কেন মালগ্রিউও জেসনের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে ওর অবনতি হয়েছে, এমন কাজ দেওয়া হয়েছে যেটা ওর উপযুক্তই নয়। চাকরী ও ছেড়ে দিতে পাবত। কিন্তু জেদী লোক তো, টিকে আছে। ওর বক্তব্য যে সত্যি সেটা ও প্রমাণ করে ছাড়বেই।

মস্কো, জানুয়াবী

জেরা করার ঘর থেকে রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে এল কর্ণেল গ্রিশিন। বাকীরা খুব খুশী তারকিনের পেট থেকে সব খবর বের করে নেওয়া হয়েছে। জেসনের ভর্তি করা

চারজন এজেন্টের তিনজনকে আগেই গুলি করে মারা হয়েছে। এই চতুর্থজনেরও দশা তাই হবে।

মস্কোর ফার্স্ট চীফ ডাইরেক্টোরেট আর একটা খবরে উল্লসিত। জেসনের চাকরী জীবনের মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। সব প্রতিপত্তি চলে গেছে তার।

গ্রিশিনেব ক্ষেপে থাকার কারণ এই যে তারকিনকে গ্রেপ্তার করলেও ঐ জুতো পালিশওলাকে ধরা যায়নি। সব থেকে বড় মাছটাই হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেছে।

দেশের যা অবস্থা তাতে তারকিনকে এক্ষুণি চুপিচুপি সরিয়ে ফেলতে হবে। সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে। খবরের কাগজগুলো বেশি স্বাধীনতা পাচ্ছে।

জেনারেল ক্রাইচুকভ তারকিনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ-পত্রটা রাখলেন রাষ্ট্রপতি গরবাচভের সামনে। কিন্তু সই করতে গিয়েও করলেন না গরবাচভ।

গত আগস্টে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করেছে। মার্কিনরা উপযুক্ত জবার দিচ্ছে। সারা পৃথিবী এই ঘটনার অবসান চাইছে। শান্তির দূত একজন দবকার। গরবাচভ এই ভূমিকাটি নিতে লালায়িত।

"অপরাধ মার্জনা করার অধিকার আমার আছে। একে শত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দাও।"

জেনারেল ক্রাইচুকভ রেগে লাল হয়ে বেরিয়ে গেল। তার চেয়েও বেশি ক্ষেপে উঠল গ্রিশিন। ঠিক আছে এমন জায়গায় পাঠাবো যেখান থেকে ফেরা যায় না।

বেশ কিছু ভয়ঙ্কব বন্দী-শিবির ছিল সোভিয়েত দেশে। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নাম ছিল নিঝনি তাগিল বন্দী শিবিরেব। তারকিনকে এখানেই পাঠাতে হবে।

* * *

কফির অর্ডার দিয়ে জমিয়ে বসলেন নাইজেল আর জর্ডন।

"গত বছর আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তর গুপ্তচর ধরার আট বছরের কর্মসূচী শেষ করেছে। অ্যালড্রিখ আমেসের মুখোশ খুলে গেছে। ২১শে ফেব্রুয়াবী গ্রেপ্তারও হয়।

ডি ডি ও-অফিসের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ৪৫টা অভিযান খতম করা হয়েছে। ২২ জন চর প্রতারণা করেছে—এদের মধ্যে ১৮ জন রুশ।

"মঙ্কের কি হ'ল।" ক্যারী জর্ডন হেসে উঠলেন নাইজেলের কথা শুনে।

"না মঙ্ক খবরটা শোনেনি। ও রাষ্ট্রপতি দিবসের ছুটি ভোগ করছিল। খবরটা পেয়েছিল পরদিন। যেদিন ঐ ভয়াবহ চিঠিটা এসেছিল।

ওয়াশিংটন,

চিঠিটা এসেছিল রাষ্ট্রপতি দিবস অর্থাৎ ২২ তারিখে। অনেক দপ্তর ঘুরে তবে জেসনের হাতে পৌঁছেছে। খামের মধ্যে খাম আবার তাব মধ্যে যে খাম—তাতেই ছিল চিঠিটা। লেখা রুশ ভাষায়, কাঁপা কাঁপা হাতে কেউ লিখেছে, কাগজটা বাথরুমের টয়লেট পেপাবেব মতো।

চিঠির ডানকোণে লেখা "নিঝনি তাগিল।" চিঠিটা এই ঃ

প্রিয় বন্ধু জেসন, যদি কখন এই চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছয়, তবে পৌঁছবার আগেই আমি মারা যাব। টাইফয়েড হয়েছে। মাছি আর উকুন থেকে এসেছে অসুখটা। এরা এই ক্যাম্পটা তুলে দিতে যাচ্ছে ; পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে এই বন্দী-শিবির।

"প্রায় ডজনখানেক রাজনীতিবিদকে মুক্তি দিয়েছে কে একজন, নাম ইয়েলেৎসিন, মস্কোতে থাকে। তাদের মধ্যে একজন হলেন লিথুয়ানিয়ার মানুষ, আমার বন্ধু। ও কথা দিয়েছে এই চিঠিটা লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাকবাক্সে ফেলে দেবে।"

'আমাদের এখান থেকে যেতে হবে প্রথমে ট্রেনে, পরে মহিষটানা গাড়িতে এক নতুন জায়গায়, তবে সেটা আমার দেখা হবে কিনা জানি না। তাই আমি তোমাকে বিদায় জানাচ্ছি আর পাঠাচ্ছি কিছু খবর।"

খবরের মধ্যে ছিল কিভাবে সাড়ে তিনবছর আগে পূর্ব বার্লিন থেকে গ্রেপ্তার হবার পর লেফোরতোভো জেলের কাল কুঠরীতে নিয়ে গিয়ে তার ওপর কি অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ছিল গ্রিশিন। ক্রুগলভ, ব্লিনভ, সোলোমিনের ওপর কি কি অত্যাচার করেছিল গ্রিশিন তার বিস্তারিত বর্ণনা শোনাত আমাকে। ও ধরেই নিয়েছিল আমাকেও মেরে ফেলা হবে। গ্রিশিনের বীভৎস অত্যাচারের ফলে আমার চুল নেই, দাঁত নেই, শরীরের সব অংশও ঠিক মতো নেই, দেহে ঘা আর জ্বর হচ্ছে। তবুও আমি বেঁচে থাকার চেষ্টা করছি তোমার কথা, আমার স্ত্রী আর ছেলের মুখটা চিন্তা করে। যদি মুক্তি পাই কোনদিন এই আশায়। আরও বর্ণনা আছে—ওদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত মাঝে মাঝে। কখন বা মহিষটানা গাড়িতে। "সেখানে জঘন্য অপরাধীরা আমার মুখে টিবি-র বীজাণুভরা থুতু ছিটিয়ে দিত, একবার কাঠ বইতে গিয়ে আমার ডান কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যায়। ভাল হবার পর আমাকেই ঐ কাঁধেই কাঠ বইতে বাধ্য করা হত।" তারকিনকে গুলি করে মারার অনুমতি না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত গ্রিশিন এই ধরনেব অত্যাচার করাব বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিল। শেযে লিখেছে তাবকিন, "আমি যা করেছিলাম, তাবজন্যে আমার কোন অনুশোচনা নেই। হযত এবার আমাব দেশের লোকেবা মুক্তিব স্বাদ পাবে। কোথাও না কোথাও আমাব স্ত্রী আছে, আশাকরি, সে সুখে আছে। আর আমাব ছেলে ইউবি, সে তোমার জন্যে প্রাণ পেয়েছে। এব জন্যে ধন্যবাদ। বিদায় বন্ধু—নিকোলাই ইলিচ।"

চিঠিটা সযত্নে পাট করে রাখল জেসন। মাথায় হাত রেখে শিশুর মতো অঝোরে কাঁদতে লাগল। কাজে বেরোল না। ফোন এসেছিল, একটাও ধরেনি। সন্ধ্যে ৬টার সময় টেলিফোন গাইড থেকে ঠিকানাটা আব একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

আরলিংটনে পৌঁছে যে বাড়িটা খুঁজছিল সেখানে গিয়ে আলতো ভাবে দরজায় টোকা দিল। যে মহিলা দরজা খুললেন তাকে, "শুভ সন্ধ্যা, মিসেস মুল গ্রিউ" বলে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

কেন মুলগ্রিউ মৌজ করে হুইস্কি খাচ্ছিল, হুড়মুড় করে তার দিকে জেসনকে এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "এই, কি চাই এখানে...............।"

কথা শেষ হ'ল না, জেসন দুমদাম ঘুসি মারল মুলগ্রিউয়ের মুখে, চারজনের অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী বলে চারটে ঘুসি। চোয়াল ভেঙ্গে গিয়েছিল মুলগ্রিউয়ের। কাজ শেষ করে নির্বিকারভাবে ফিরে আসে জেসন।

* * *

"তারপর কি হল", জর্ডন জানতে চাইলেন নাইজেলের কাছে।

মিসেস মুলগ্রিউ বুদ্ধি করে পুলিশে খবর না দিয়ে অফিসে খবর দেন। পরে সনাক্ত করেন জেসনকে। বিচার হয়। ঐ চিঠিটার অনুবাদ পড়ার পরে সকলেই জেসনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও আইন নিজের পথে চলল। জেসনের চাকরী চলে যায়।"

"আর মুলগ্রিউয়ের কি হল?"

"এক বছর পরে ওর আর অ্যালড্রিখ আমেসের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। চরম অপমানের মধ্যে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয় ওকে।"

"আর জেসনের কি হল?" নাইজেল জানতে চাইলেন।

"ও শহর ছেড়ে চলে গেছে। পেনশনের বদলে থোক টাকা-পয়সা নিয়ে চলে গেছে ব্রিটিশ উপনিবেশ টার্কিস এবং কাইকোন দ্বীপপুঞ্জে। তুমি তো জানো আমি বলেছি যে ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে ভালবাসে। শেষ যে খবর পেয়েছি, ওখানে ও একটা জাহাজ কিনেছে। আর তার ক্যাপ্টেন ও। জাহাজটা মাঝে মাঝে ভাড়া খাটায়।"

নাইজেল আর জর্ডন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন রেস্টুরেন্ট থেকে।

"তুমি কি সত্যি সত্যিই জেসনকে পাঠাতে চাও রাশিয়ায়?"

"সেটাই মোটামুটি মনে করে রেখেছি।"

"জেসন যাবে না। ও প্রতিজ্ঞা করেছে আর কখনো রাশিয়ায় যাবে না। টাকা-পয়সা দিলেও যাবে না, ভয় দেখালেও না, কোন কিছুর জন্যেও যাবে না ও।

স্যার নাইজেল একটু হেসে বিদায় নিলেন, কয়েকটা ফোন করতে হবে তাঁকে।

॥ এগারো ॥

"ফক্সি লেডী" মাছ ধরার জাহাজটাকে জেটিতে বেঁধে জেসন তার তিনজন ইতালীয় খদ্দেরকে বিদায় দিল।

সহকারী জুলিয়াস যে দুটো ডোবাভোয় মাছ ধরা হয়েছিল সেটা নিয়ে ব্যস্ত। জেসন চলে এল বানানা হাট এ। এখানে সে গত কয়েকবছর ধরে নিয়মিত খদ্দের। তাছাড়া ওর মাছধরা জাহাজের ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপনটা থাকে এই হোটেলে। ফোন এলেও ধরে।

পানশালার রকি যথারীতি জেসনকে তার প্রিয় মদ দিল এক গেলাস। এমন সময় রকির স্ত্রী ম্যাবেল জানাল জেসনের ফোন এসেছে। তিন মাইল দূর থেকে এক মহিলা জানাচ্ছেন আগামীকাল সকাল ৯টার সময় একজন দেখা করতে চাইছে জেসনের সঙ্গে জাহাজ ভাড়া নেবার ব্যাপারে। নাম বলে: মিঃ আরভিন। জেসনকে রাজী হতে হ'ল।

পরদিন সকাল ৯টায় এলেন মিঃ আরভিন। "ফক্সি লেডী" সমুদ্রের বুকে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাবার পর চারটে ছিপ ফেলা হ'ল জলে। মিঃ আরভিন মাছ ধরার ব্যাপারে সবই করছেন, কিন্তু কেমন যেন নিস্পৃহতা রয়েছে তাঁর মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত জেসন প্রশ্নটা করেই ফেলল, "আপনি ঠিক মাছ ধরতে আসেন নি মিঃ আরভিন।"

"হ্যাঁ, তেমন ভালবাসি না।"

"ও। আর আপনিও 'মিস্টার' আরভিন নন, তাই না? প্রথম থেকেই আমি বেশ চিন্তা করছিলাম। বহুদিন আগে ল্যাঙ্গলেতে এসেছিলেন একজন ভি.আই.পি ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের একজন কেউকেটা।"

"দারুণ স্মৃতিশক্তি, মিঃ মঙ্ক।"

"আপনিই কি স্যার নাইজেল আরভিন? আর খেলিয়ে লাভ নেই। এ সব কিসের জন্যে?"

"সামান্য অভিনয়টার জন্যে ক্ষমা চাইছি। তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল, দেখতে চলে এলাম।"

"কি জন্যে?" জেসন কৌতূহলী।

"রাশিয়ার ব্যাপারে।"

এরপর স্যার নাইজেল আর জেসনের শুরু হয়ে গেল কথার লড়াই। জেসন এসব ব্যাপারে আর আগ্রহী নয়। কোমারভের কথা ও শোনে রোডিয়োর মাধ্যমে। উনি প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন রাশিয়ায়। তবে তা নিয়ে জেসন মাথা ঘামাতে চায় না।

কিন্তু স্যার নাইজেল, জানালেন, তিনিও তাঁর মতো কয়েকজন এ-ব্যাপারে বেশ চিন্তিত। একটা কিছু করে কোমারভকে থামাতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত জেসন না বলে দিল স্যার নাইজেলকে, ও সরকারী সমর্থন পাবে না, তাছাড়া বয়স হয়ে গেছে, এখন আর রাশিয়া যাবে না।

জাহাজ ফিরল জেটিতে। ভাড়া চুকিয়ে দিলেন নাইজেল। চলে যাবার আগে বললেন "একটা কাজ করতে হবে। না, না, মাছ ধরার ব্যাপার না। একটা ফাইল দিয়ে যাচ্ছি। এটা কোনো রসিকতা নয়। এটা শুধু তোমার পড়ার জন্যেই লেখা। তোমার কাছে লিসাণ্ডার, ওরিওন, ডেলফি বা পেগাসাস যে-সব নথীপত্র এনে দিয়েছিল এটা তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

জেসনের ব্রহ্মতালুতে কে যেন হাতুড়ি মারল। যন্ত্রের মতো হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে সার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। স্যার নাইজেল তার আগেই নেমে গেছেন জাহাজ থেকে।

এখানে এসে প্রায় সর্বস্ব খবচ কবে জেসন জাহাজ কেনা থেকে লাইসেন্স নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ সারার পর হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল তাই দিযে বেশ দূবে সমুদ্রতীবে একটা কাঠেব বাড়ি কিনেছে।

পরদিন সকালে সমুদ্রের তীরে বসে, এমন সময় স্যার নাইজেল ওখানে এলেন। হালকা মদ দিয়ে আপ্যায়ন করল জেসন তাঁকে।

জেসন ফাইলটা পড়েছে,, তবে বিশ্বাস করতে পারছে না যে তিনজন ইতিমধ্যে খুন হয়ে গেছে। আরভিন জানালেন ওই কালা ইশ্‌তেহারটা ফেরৎ পাবার জন্যে কোমারভ মরীয়া।

"আপনারা কি ওকে একেবারে সবিয়ে ফেলাব কথা ভাবছেন?" জেসন জানতে চাইল।

"সেটা সম্ভব নয়, তবে ওকে 'থামাতে' হবে।" কেন সেটা আবভিন বুঝিয়ে বললেন।

"কিন্তু আপনাবা কি মনে করেন যে এক তীব্র শক্তি হিসেবে কোমারভকে থামানো, তাকে কলঙ্কিত করা এবং এইভাবে তাকে শেষ করে দেওয়া যাবে?"

"হ্যাঁ করি", আরভিন জেসনের মুখের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললেন।

"এটা কখনো কাউকে ছেড়ে যায় না, যায় কি? এই শিকারের হাতছানি। মনে হয় ছেড়ে গেছে, কিন্তু আসলে ওটা লুপ্ত হয়ে থাকে মনের মধ্যে।"

জেসনের মন তখন আর ওখানে নেই, চলে গেছে সুদূর অতীতের জগতে—সেইসব বিস্মৃত ঘটনা ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

"ঠিক আছে স্যার নাইজেল, আপনাব সব কথাই ঠিক, কিন্তু অতি অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছি রাশিয়া থেকে, ওখানে আমি আর যাচ্ছি না। আপনি অন্য কাউকে দেখুন।"

"আমার পৃষ্ঠপোষকতা অনুদার নয়। তোমার কাজের জন্যে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার দেওয়া হবে। ভেবে দেখ।"

জেসন ভাবল—এখনোও জাহাজবাবদ কিছু ধার রয়ে গেছে। বাড়িটাও ভাল নয়, একটা বাংলো কেনা যা়. একটা ট্রাকও কেনা দরকার। এসব করার পরও যা থাকবে তার ১০

শতাংশ সুদে সারা জীবন স্বাচ্ছন্দে কেটে যাবে। তবুও জেসন বলল, "লোভনীয় শর্ত, তবুও বলছি যাব না।"

স্যার নাইজেল তাঁর কোটের পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে জেসনকে দিয়ে বললেন, "এগুলো কেমন করে যে আমার হোটেলের ঠিকানায় এসেছে বুঝতে পারলাম না।"

প্রথম চিঠিতে ফ্লোরিডার ফিনান্স কোম্পানী জাহাজের দাম বাবদ বাকী টাকার জন্যে এক মাসেব নোটিশ দিয়েছে।

দ্বিতীয় চিঠিটা টার্কস এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জের মহামান্য গভর্নরের—মার্কিন নাগরিক জেসন মঙ্ককে এক মাসের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে, তাকে এখানে বসবাসের যে পারমিট দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হয়েছে।

"কাজটা কিন্তু নোংরা হয়েছে", চিঠি দুটো পকেটে পুরতে পুরতে জেসন বলল।

"মানছি সে কথা। কিন্তু আমাদের উপায় নেই।"

"স্যার নাইজেল, আমি রাশিয়া যাবো না।"

হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন স্যার নাইজেল, তাহলে জর্ডনের কথাই ঠিক হ'ল। কালা ইশ্‌তেহারটা ব্যাগে ভরতে ভরতে বললেন নাইজেল, "ঠিক আছে। কিন্তু কোমারভ ক্ষমতায় এলে গণহত্যা শুরু হবেই। আর কোমারভের ডান হাত হবে তখন গ্রিশিন।"

প্রভিডেন্সিয়ালস এয়ারপোর্ট এমন কিছু একটা বড় এয়ার পোর্ট নয়। যাত্রী কম বলে বেশ যত্নআত্তি পাওয়া যায়। পবদিন মিযামি বীচ যাবার জন্যে প্লেন ধরতে এসেছেন স্যার নাইজেল।

বন্দরে ঢুকে এগোচ্ছিলেন নাইজেল প্লেনেব দিকে। হঠাৎ নজব পড়ল বেড়ার দিকে। এগিয়ে গেলেন।

"ঠিক আছে", জেসন মঙ্ক বলল, "কবে এবং কোথায়?"

নাইজেল পকেট থেকে একটা প্লেনের টিকিট বের করলেন। "প্রভিডেন্সিযালস—মিয়ামী-লণ্ডন, ফার্স্টক্লাসের টিকিট, পাঁচ দিন পরের টিকিট। এখানকার ব্যাপাবটা পাঁচ দিনে মেটানো যাবে। আসল কাজটাব জন্যে তিনমাস সময। হিথরোতে একজন দেখা কববে তোমার সঙ্গে। আমি না, কেউ একজন। ডলাবটা ঠিকই পাবে।"

"আর ওই চিঠি দু ।", জেসন সেই চিঠি দুটো বেব কবল।

"পুড়িয়ে ফেলো। ফাইলটা জাল নয়। তবে এ চিঠি দুটো জাল।"

হ্যাঁ হয়ে গেল জেসন। রেগে চেঁচিয়ে উঠল, "স্যার আপনি, আপনি একটা ধূর্ত, পুরনো খচ্চর।"

প্লেনের হোস্টেস ডাকতে এসেছিল স্যার নাইজেলকে। ঐ গালাগাল শুনে আশ্চর্য, হয়ে উঠল। মৃদু হেসে এগিয়ে গেলেন স্যার নাইজেল।

লণ্ডনে ফিরে সাত-আট দিন ভীষণ ব্যস্ত বইলেন স্যার নাইজেল।

জেসনকে তাঁর ভাল লেগেছে। কিন্তু লোকটা দশ বছর এই লাইনে নেই।

এদিকে রাশিয়াতে আমূল পরিব... ঘটে গেছে সর্বস্তরে। এমন কি কমিউনিজমের আমলে যে-সব নাম ছিল, সেগুলো পাল্টে প্রাচীন নামে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে না তো জেসন।

এখন তো ব্রিটিশ বা আমেরিকাব কোন সাহায্য পাবে না ও। এমন কোন বন্ধু নেই যেখানে ও লুকোতে পারবে।

সব বদলালেও নিরাপত্তার ব্যাপারটা বদলায়নি। কেজিবি-র নাম পাল্টে হয়েছে এফএসবি। গ্রিশিন রিটায়ার করলেও যোগাযোগ আছে নিশ্চয়ই। তবে এটা বড় বিপদ নয়, আসল বিপদ

হ'ল দুর্নীতি। কোমারভ, এবং তঁরা সঙ্গে গ্রিশিনের অর্থের অভাব নেই, কারণ দোলগোর কি মাফিয়া বা সব কিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। সরকারী মহলে ঘুষ দিয়ে সব কিছু করানো যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সীমাহীন মুদ্রাস্ফীতি।

ওর ওপরে আছে গ্রিশিনের নিজস্ব ব্ল্যাকগার্ড বাহিনী, হাজার হাজার উন্মত্ত ইয়ং কমব্যাটান্টস, যুব বাহিনী, আর আছে অপরাধ জগতের সর্দারদের নিজস্ব বাহিনী, যারা পথেঘাটে অপরিচিতের মতো ঘুরে বেড়ায়। কোমারভের ডোবারমান কুকুব বাহিনীর কথা না বলাই ভাল—এতগুলো সজাগ শক্তির চোখ এড়িয়ে বিদেশ থেকে কেউ এসে কোমারভকে চ্যালেঞ্জ করবে এই অকল্পনীয়।

আর জেসন মস্কো পৌঁছলে গ্রিশিন সেটা জানতে পারবে না, সেটা ভাবাও মূর্খতা। তাই সবার আগে ব্রিটিশের নিজস্ব বিশেষ বাহিনী থেকে কিছু প্রাক্তনদের নিয়ে একটা নির্ভরযোগ্য দল তৈরী করা। এ-ব্যাপারে সাহায্য করলেন সলনাথানসন। জেসনকে লণ্ডনের একটা গোপন টেলিফোন নম্বর দিলেন জরুরী যোগাযোগের জন্যে। আব দিলেন বাছাবাছা ছ'জন দক্ষ যুবক। তার মধ্যে দুজন আবার রুশ ভাষা অনর্গল বলতে পারে।

নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে কোম্পানীর প্রতিনিধি সেজে একজন বেশ কিছু ডলার নিয়ে মস্কো চলে গেল। দুসপ্তাহ পরে ফিরে এসে যে খবর দিল সেটা উৎসাহিত করার পক্ষে যথেষ্ট।

এরপর পাঁচজন গেল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ নিয়ে জেসনের নির্দেশ অনুযায়ী। তারা বেশ জমিয়ে বসার পর নিজে দেখাশোনা করার জন্যে জেসনেব নিজেব যাওযার দরকাব পডল।

পঞ্চান্ন বছর আগে ব্রিটিশ ছত্রীবাহিনীর হাত থেকে আর্মহেম সেতু বক্ষা কবার জন্য ক্রি এক্স বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন জেনারেল হোরোক্স। সেই বাহিনীব গ্রেনেড বাহিনীতে ছিল এক যুবক অফিসাব, নাম মেজর পিটার ক্যারিংটন ; আব একজনেব সঙ্গে আরভিনেব বিশেষ প্রয়োজন সে হল মেজর নাইজেল ফরবেস।

বাবা মারা যাবার পর ছেলে মেজর ফবেবেস লর্ড উপাধিব অধিকাবী হলেন। স্কটল্যাণ্ডেব এই লর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিচয় দিয়ে একটা অনুবোধ জানালেন—ডজনখানেক লোককে একটু আশ্রয় দিতে হবে আগামী কাল। ছেলে ম্যালকমের সঙ্গে যোগাযোগ কবে একটা দুর্গের থাকার ব্যবস্থা করা হল। আরভিন আশ্বাস দিলেন এতে গুণ্ডাটুণ্ডার কোন ব্যাপার নেই। সামান্য মিটিং হবে, স্লাইড দেখান হবে।

এর ছদিন পরে হিথরো বিমান বন্দরে এসে নামলো জেসন। এসেছে পর্যটকের ছদ্ম আবরণে।

গেট দিয়ে বেরোবার সময় বছর তিরিশের এক যুবক প্রায় কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল—"মিঃ মঙ্ক?" জেসন ঘাড় নাড়ল।

"আসুন আমার সঙ্গে।" যুবকটিকে দেখে জেসনের মনে হল এ আগে সেনাবাহিনীতে ছিল, "আমার নাম সিয়ারান, আমরা যাবো স্কটল্যাণ্ডে।"

আবেয়ডীন বিমান বন্দরে নেমে ল্যাণ্ড রোভারে উঠল জেসন। পথের পাহাড ঘেরা সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছিল জেসন।

এক সময় ফরবেস দুর্গে পৌঁছলো গাড়ি। স্যার নাইজেল আরভিন স্বাগত জানালেন মঙ্ককে।

"আমার আসার খবর পেলেন কি করে?"

আবেয়ডীন বিমানবন্দরে মিচ্ ছিল। ও আগে এসে খবর দিয়েছে। লাঞ্চ খেতে খেতে কথা হচ্ছিল, যে বারোজন আসছে, তারা কেউ জেসনের সঙ্গে যাবে না। টেবিলে পাঁচজন ছিল, স্যার নাইজেল, জেসন, সিয়ারান, মিচ্, যে আরভিন আর জেসনকে সব সময়ে "বস" বলে সম্বোধন করে। আর ওলেগ।

ওলেগের সঙ্গে রুশ ভাষাটা ঝালিয়ে নিতে বলা হল জেসনকে। শরীর ঠিক রাখার জন্যে রীতিমত ব্যায়াম শুরু হয়ে গেল।

দুর্গে কর্মচারী মাত্র দুজন, একজন ঘরদোর দেখাশোনা করার জন্যে, অন্যজন বিধবা মিস ম্যাক গিলিভারি। রান্নাবান্না করাই এর কাজ।

ফোটোগ্রাফার এসে চুলের আর পোশাকের স্টাইল পাল্টে জেসনের অনেক ফোটো তুলল, পাশপোর্ট ইত্যাদিতে কাজে লাগবে। এখানে বদলে যাওয়া রাশিয়া সম্বন্ধে সব কিছু খুঁটিয়ে পড়তে শুরু কবল জেসন।

পরের সপ্তাহে স্যার নাইজেল ফিরলেন লণ্ডন থেকে। প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য বস্তুর দোকান থেকে একটা জিনিস কিনে আনা হয়েছে।

"এটার খবর আপনি পেলেন কি করে?" জেসন আশ্চর্য।

"আমি সব খবর রাখি। জিনিসটা একই, তাই না?"

"হ্যাঁ। হুবহু এক রকমের।"

"তাহলে কাজে লাগবে।" নাইজেল বললেন।

একটা বিশেষভাবে তৈরী সুটকেসও এসেছে। যার মধ্যে কালা ইশ্‌তেহার লুকিয়ে রাখলেও কাস্টমসের সাধ্য নেই ধরে।

পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি এল এস এ এস রেজিমেন্টের জর্জ সিমস। জেসনেরই বয়সী। সকালে লনে গিয়ে ও জেসনকে বলল,—"আমাকে মাবার চেষ্টা করুন।"

যত তৎপরই হোক না কেন, জেসন দেখল লোকটাকে গায়ে হাত পর্যন্ত ছোঁয়ানো গেল না। নতুন ৯ মিলিমিটারের অটোমেটিক পিস্তল নিয়েও ওদের ট্রেনিং হল।

তৃতীয় সপ্তাহেব প্রথম দিনে জেসনের সঙ্গে আলাপ করান হল লণ্ডন থেকে আসা এক যুবক—ড্যানীর সঙ্গে। এই জেসনের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। বইয়ের আকারে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার এনেছে ড্যানী। এব ফ্লপি ডিস্কটা একটা ক্রেডিট কার্ডের মতো দেখতে। এমন কি আর একটা বের করল ভিসা কার্ডের মতো দেখতে। জেসন বুঝতে পারল ড্যানী কম্পিউটার একেবারে গুলে খেযেছে। এই কম্পিউটাব দিয়ে খবর আদান-প্রদানের কায়দাটাও শিখে নিল জেসন।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষে সব কটি প্রশিক্ষক একবাক্যে বলে গেল জেসনকে আব কিছু শেখাবার দরকার নেই।

দুর্গ্ থেকে দক্ষিণ ভার্জিনিয়াব ক্রোজেট শহরে একটা ফোন করল জেসন।

"মা, আমি জেসন বলছি।"

"কেমন আছিস, কবে আসবি। হ্যাঁ, বাবা ভালই আছেন।"

জেসনের দুই ভাই, এক বোন। সকলেই ভার্জিনিয়ার মধ্যেই কিন্তু অন্যত্র থাকে। একমাত্র জেসনই দেশের বাইরে। মনটা বিষাদে ভরে গেল। এবার রাশিয়া থেকে ফিরেই যাবে মা-বাবার কাছে।

পরদিন লণ্ডনে এল জেসন, সঙ্গে সিয়ারান আব মিচ্। স্যার নাইজেলের পাঁচদিন থাকার পর মস্কো যাত্রা করল জেসন।

মস্কোর বিমান বন্দরে কাস্টমস সব কিছু পরীক্ষা করল। ল্যাপটপ কম্পিউটার একটু উল্টে দেখল, আজকাল কোটিপতি ব্যবসায়ীরা সবাই এটা ব্যবহার করে।

জেসন বেরিয়ে এল কাঁচের গেট ঠেলে, ঢুকল সেই দেশে যেখানে সে কখন ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করেছিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ বারো ॥

বলশয় থিয়েটারের সামনে মেট্রোপোল হোটেলে উঠল জেসন। যে ঘরটা চেয়েছিল সেটাই পেল। আটতলার কোণের ঘর, এখান থেকে ক্রেমলিন দেখা যায়।

পরদিন সকালে রিসেপশানে গিয়ে ও তার পাশপোর্টটা নিয়ে মার্কিন দূতাবাসে যাবার কথা বলল, মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, সময় বাড়াতে হবে। প্রথমে না বললেও একশো ডলারের নোটটা পেয়ে দিয়ে দিল ক্লার্কটি। দুপুরের আগেই পাশপোর্ট ফেরৎ দেবার প্রতিশ্রুতি দিল জেসন।

ঘরে ফিরে গিয়ে ডঃ ফিলিপ পিটার্সের ছদ্মবেশ ছেড়ে জেসন মঙ্ক হয়ে উঠল। বেরোলো তার নিজের আসল পাশপোর্ট।

সকাল ১০ নাগাদ বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে। ট্যাক্সি করে চলে এল ওলিম্পিয়া পেন্টা হোটেলে।

ট্যাক্সিটা চলে যাবার পর ও আর হোটেলে না ঢুকে উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

এখানে ওলিম্পিকস হবার সময় অনেক ঘরবাড়ি তৈরী হয়েছিল। ডুরোভা স্ট্রীট পার হবার পর পান্থশালা, তারপর স্কুল পার হয়ে ১৯০৫ সালে তৈরী একটা মসজিদের কাছে এল। লেনিনের সময় মসজিদ গির্জা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিউনিজমের পতনের পর সৌদি আরবের সাহায্যে মসজিদটা আবার তার আগেকার প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

জুতোটা খুলে রেখে ভিতরে ঢুকলো। সর্বত্র প্রাচীনত্বের ছাপ। দেওয়ালে কোরাণের উদ্ধৃতি। মূল প্রবেশ পথের পাশে পা মুড়ে বসল জেসন। নানা জাতের লোকের সমাবেশ সেখানে।

আধঘন্টা পরে তার সামনে বসা একজন বৃদ্ধ উঠে ফিরতে গিয়ে জেসনকে দেখে আশ্চর্য হল। বয়স প্রায় ৭৯, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক তিনটে মেডেল ঝুলছে কোটের বুকে।

দু চারটে কথাবার্তার পর জেসন জানালো এক পুরনো বন্ধুকে খুঁজতে এসেছে বহুকাল পরে। নামটা জানতে চাইলে বলল, "ও ছিল চেচেন। নাম উমর গুনায়েভ। বৃদ্ধর চোখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্ষণিকের জন্যে।

বৃদ্ধ একজন যুবককে ডেকে আনল। সব শুনে সে বলল এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, দেখছি কেউ চেনে কিনা।

ঘন্টা দুয়েক পরে ফিরে এল তিনজন, নতুনটিও যুবক। একজন নামাজ পড়তে চলে গেল। বাকী দুজন দুপাশে বসলো জেসনের।

"রুশ ভাষা জানো?"

"জানি।"

"আমাদের একজন লোকের খোঁজ করছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"তুমি রুশ গুপ্তচর।"

"না। আমেরিকান। এই আমার পাশপোর্ট।"

জাল পাশপোর্ট সবাই জোগাড় করতে পারে। এই ধরনের কথা ওই দুজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল চেচেন ভাষায়।

"ওর জন্যে এই উপহারটা এনেছি।"

ওরা ছোট বাক্সটা খুলে দেখল। দরজার কাছে আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল তাকে চেচেনরা ইশারায় কি যেন বলল। আরও দু ঘন্টা পরে জেসনকে নিয়ে ওরা বাইরে এসে উঠলো একটা গাড়িতে।

বেশ কিছু দুর যাবার পর সামনের সীটে বসা একজন ওর দিকে বাড়িয়ে দিল একটা কালো চশমা। ওটা পরার পর বাইরের আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না জেসন।

মস্কোর মধ্যভাগে একটা গলিতে আছে ছোট্ট একটা কাফে, নাম কাশতান। সেখানে অপরিচিত লোকেরা ঢুকতে পায় না, এমন কি রুশ মিলিশিয়া বাহিনীর লোকেরাও ঢুকতে সাহস করে না।

তার ভিতরে ওরা নিয়ে গেল জেসনকে। একটা টেবিলে বসার পর ওকে কফি দেওয়া হল। সেটা শেষ হতে না হতেই ওখানে এল উমর গুনায়েভ। চেহারা, পোশাক সবকিছুই পাল্টেছে অনেকটা।

'আপনার উপহারটা পেলাম", এই বলে গুনায়েভ বাক্স থেকে বের করল ইয়েমেনী গমবিয়া ছোরাটা। ফলাতে আঙ্গুল বুলোতে লাগল।

"সেই পাথর বাঁধানো চত্বরে ওরা এটা ফেলে গিয়েছিল। খাম খোলার কাজে লাগবে", জেসন বলল।

গুনায়েভ এবাব হাসল, "তা আমার নাম জানতে পারলেন কি করে?"

ওমানের একজন ব্রিটিশ অফিসারের কাছ থেকে।

"আব কি শুনেছেন আমার সম্বন্ধে?"

"অনেক কিছু। শুনেছি গুনাযেভ দশ বছর ফার্স্ট চীফ ডাইবেক্টোরেটে কাজ করার পর কে জি বি থেকে অবসর নিয়েছেন। এবং বর্তমানে অন্য লাইনে কাজ করছেন গোপনে।"

এবাব জোবে হেসে উঠল গুনায়েভ। ওর সঙ্গীদের চাপা উত্তেজনাব অবসান হল, তাদের নেতাব ভাব দেখে।

"গোপনে? এবং অন্য লাইনে?"

"হ্যাঁ, জেনেছি যে উমর গুনাযেভ এখন চেচেনদের একচ্ছত্র নেতা। আর জেনেছি যে গুনাযেভ একজন সনাতনপন্থী, যদিও বদ্ধ নন। চেচেনদের প্রাচীন মূল্যমানগুলোকে তিনি আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।"

"মার্কিন বন্ধু, আপনি অনেক কিছুই ঠিক শুনেছেন। চেচেনদের মূলামান সম্বন্ধে কতটুকু জানেন।"

"এই অবক্ষয়ে ভরা সমাজে চেচেনরা তাদের আত্মসম্মানেব নীতি থেকে বিচ্যুত হয় না। তারা ভাল-মন্দ সব ঋণই চুকিয়ে থাকে।"

"সব ঠিক শুনেছেন। আমার কাছ থেকে কি চান?"

"আশ্রয়। থাকার জায়গা। হোটেল নিরাপদ নয়।"

"কেউ কি আপনাকে খুন করতে চায়?"

"শিগ্‌গীরই চাইবে।"

"কে?"

"কর্ণেল আনাতোলি গ্রিশিন। জানেন ওকে?"

"জানি। ও যা চায় তাই করে, আমি যা চাই তাই করি। তুমি আশ্রয় চাও? পাবে?"

তারপর নিজের তিনজন সঙ্গীকে বলল—"এই বন্ধুটি একবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এর সুরক্ষার ব্যবস্থা তোমাদের হাতে।"

তিনজনে এগিয়ে এসে জেসনের সঙ্গে হাত মেলালো—আমাদের নাম—আসলান, শরিফ, মগোমদ।

খাওয়া হয়নি জেনে গুনায়েভ জেসনকে নিয়ে এল নিজের অফিস ঘরে। বাইরে একটা বড় দোকান আছে, সেটা লোক দেখানোর জন্যে।

গত কয়েক বছর ধরে ভাল ভাল জায়গায় জমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল, আর সেখানে আমেরিকান ও পশ্চিম ইউরোপীয় পার্টনার নিয়ে বিশাল বিশাল ইমারত তৈরী হয়েছে। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ছ'টা হোটেলও কিনেছে গুনায়েভ। এগুলো হল চেচেন মাফিয়াদের বাইরের মুখোশ।

রুশ সরকারী সম্পদ সোনা, হীরে, গ্যাস, তেল ইত্যাদি আমলাদের মারফতে কিনে বিদেশে সরবরাহ করাও এদের অন্যতম ব্যবসা।

শীতকালের শেষের দিকে নির্বোধের মতো চেচনিয়া আক্রমণ করে বসলেন বরিস ইয়েলেৎসিন, ওখানকার প্রেসিডেন্ট দুদায়েভকে বিতাড়িত করতে।

ফলে রুশ রাষ্ট্র সম্বন্ধে চেচেনদের যেটুকু ভাল সম্পর্ক ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে গেল। আর মস্কোতে আত্মগোপন করে থাকা চেচেনদের নেতা হয়ে উঠল উমর গুনায়েভ।

মস্কোর হেলসিঙ্কি স্টেশনের কাছে একটা হোটেলেব সর্বোচ্চ দশ তলায় গুনাযেভের অফিস। এখানে এনে তোলা হল জেসনকে।

সামান্য কিছু খাওয়ার পর কালা ইশ্‌তেহারের রুশ অনুবাদটা গুনায়েভকে পড়তে দিল জেসন। পড়তে পড়তে মুখ চোখ লাল হয়ে গেল। ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল গুনায়েভ। কোমাবভ ক্ষমতায় এলে ইহুদীদের সঙ্গে সব উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করা হবে।

গুনায়েভ ফাইলটা নামিয়ে রেখে বলল, "এর আগে জার, স্তালিন, ইয়েলেৎসিনও চেষ্টা করেছিল। কিছুই করতে পারেনি।"

"এখন কিন্তু ধ্বংস করার অনেক আধুনিক পদ্ধতি বেরিয়েছে", জেসন সাবধান করে দিল।

"আপনি কোমারভকে সরিয়ে দিতে চাইছেন?"

"না। ওতে কাজ হবে না। একজনকে মারলে, আর একজন ক্ষমতায় চলে আসবে"

"আমি কি করতে পারি?", গুনায়েভের এই উত্তরটা শুনে জেসন বুঝতে পারল বরফ গলতে শুরু করেছে।

"আপনি সব পারেন", এই বলে স্যাব নাইজেলের পুরো পরিকল্পনাটা বলল জেসন।

"পাগল হয়েছেন আপনি?", গুনায়েভ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু জেসনও হাল ছাড়ার লোক নয়।

"বেশ, যদি আমি আপনাকে সাহায্য করি, তবে কি করতে হবে আমাকে?"

"আত্মগোপন করে থাকতে চাই। কিন্তু খোলামেলাভাবে। ঘোরাফেরা করবো, অথচ কেউ চিনতে পারবে না। আর যাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যেন দেখা করতে পারি। আমি যে এসেছি সেটা জানতে পেরে যাবেই কোমারভ।"

"আমার বেশ কয়েকটা বাড়ি আছে, আপনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে থাকবেন সেখানে। আর ভিসাটিসা সব আলাদা আলাদা করিয়ে দেব।...আর কি চান?"

একটা কাগজে কয়েক লাইন লিখে গুনায়েভকে দিল জেসন। শেষ লাইনটা পড়ে চমকে উঠল গুনায়েভ, "এত কিছু থাকতে এটা কেন?" জেসন কারণটা বুঝিয়ে বলল।

"আপনি তো জানেন মেট্রোপোল হোটেলের অর্ধেকটা আমার।"

ঠিক হল চারজন রক্ষী পাহারা দেবে জেসনকে।

জেসন হোটেলে ফিরে এল। সেইরাতে ভোরের দিকে দুটো সুটকেশ পৌঁছে গেল জেসনের ঘরে।

বেশিরভাগ মস্কোবাসী ও বিদেশীরা জানে যে রুশ অর্থোডক্স চার্চের প্রধান বেশ রাজকীয় হালে বাস করেন মধ্যযুগের দানিলোভস্কি মঠের মধ্যে। কসাক সৈন্যদের কড়া পাহারায় প্রধান এখান থাকেন। মানে ওঁর অফিস আছে এখানে। কিন্তু বাস করেন অন্যত্র। সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব, চাকর, রাঁধুনী ইত্যাদি আছে। এমন কি দুজন কসাক প্রহরীও আছে।

শীতকালে সর্বপ্রধান ধর্মযাজকের পদে আসীন ছিলেন হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সি-দ্বিতীয়। বয়স ৫০-এর কোঠায়। লেনিনের আমল থেকেই ধর্মগুরু ও গির্জা-মসজিদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট সরকার। বেশিরভাগ ধর্মস্থান বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে-কটা গির্জা চলছিল তাদের কর্মকর্তাদের প্রতিদিন কেজিবি-র কাছে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হত। পুরোহিত সম্প্রদায়কেই সন্দেহের চোখে দেখত সরকারী মহল।

কমিউনিজমের পতনের পর স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া মানুষজনের সঙ্গে- যাজকরাও নবজাগরণের জন্য তৎপর হলেন। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী রুশ জনগণ ঈশ্বরের বাণীতে নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। সুযোগ বুঝে বিদেশী ধর্মপ্রচারকরাও রাশিয়ায় ঢুকতে শুরু করলেন। রুশ সনাতনপন্থীরা এর প্রতিবাদও জানালেন। তারা চাইছিলেন সাবেকী চালে যাজকীয় উচ্চপদে মঠ-মন্দিরে বসে থাকবেন, ভক্ত জন নিজের থেকে আসবে তাঁদের কাছে। কিন্তু দ্বন্দমূলক বস্তুবাদ ইত্যাদি মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠা জনগণ ঠিক প্রাচীন যুগের মানুষের আচরণ ভুলে গিয়েছিল। এই পবিপ্রেক্ষিতে অ্যালেক্সি-দ্বিতীয়ের মতো নরম মনের পণ্ডিত প্রধান ধর্মযাজককে দিয়ে জনগণের মনে উদ্দাম আবেগ জাগিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তিনটে কাজ তিনি করেছিলেন—প্রথমতঃ সমগ্র বাশিয়াকে একশো ভাগে ভাগ করে এক একজন করে বিশপের হাতে ভার দিয়েছিলেন। ফলে অনেক অল্প বয়স্ক যুবকও বিশপ হতে পারল।

দ্বিতীয়তঃ ইহুদী আর . জাতি বিরোধী মনোভাবকে মুছে দিলেন এই বলে যে কোন বিশপ যদি ঈশ্ববেব প্রতি ভালবাসার চেয়ে মানুষের প্রতি ঘৃণাকে প্রাধান্য দেন, তবে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওযা হবে।

তৃতীয়তঃ অনেকেব আপত্তি সত্ত্বেও অ্যালেক্সি-দ্বিতীয় ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি দেন এক অসাধারণ আকর্ষণীয় ক্ষমতাসম্পন্ন তরুণ যাজক ফাদার গ্রিগর রুসাকভকে নিজের ইচ্ছামত ঘুরে ঘুরে প্রচার করার। এই ভ্রাম্যমান যাজককে অনেকে পছন্দ না করলেও অ্যালিক্সির কাছে সব রকমের প্রশ্রয় তিনি পেতেন।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অ্যালেক্সি যখন রাতের প্রার্থনা সেরে উঠছেন তখন সেক্রেটারী এসে একটা চিঠি দি . লণ্ডন থেকে আর্চ বিশপ অ্যানথনি লিখেছেন চিঠিটা। বিষয় হল—যে লোক এই চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করুন, ধর্ম বিপন্ন হতে চলেছে। লোকটি কিছু গোপন বার্তা দেবে।

প্রহরী গিয়ে নিয়ে এল কালো পোশাক পরা এক পাদ্রীকে। "আসুন, আমাদের প্রভু আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

পড়ার ঘরে দেখা হল দুজনের। অ্যালেক্সি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "বল বৎস, লণ্ডনে আমার বন্ধু অ্যান্থলি কেমন আছে?"

জেসন মঙ্ক দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, "ইওর হোলিনেস, আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি লণ্ডনে আর্চবিশপ অ্যানথলিকে চিনি না। আর পোশাক করা থাকলেও আমি পাদ্রী নই। চিঠিটা জাল। আসল কথা হ'ল, ব্যক্তিগতভাবে গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার আছে আমার তরফ থেকে।"

চমকে উঠলেও বাইরে প্রশান্তভাব বজায় রাখলেন। জেসন সব বুঝতে পেরে বলল, "আমার সব কথা শুনুন আগে, প্রথমতঃ আমি রুশ নই আমেরিকান। দ্বিতীয়তঃ খুব শক্তিশালী একটি পশ্চিমী গোষ্ঠীর তরফ থেকে আসছি, যারা রাশিয়া ও গির্জার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। তৃতীয়তঃ আমি কিছু খবর এনেছি যা আমার পৃষ্ঠপোষকরা মনে করেন, আপনি বিশ্বাস করবেন। সবশেষে বলি, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি, খুন করতে নয়। আপনার পাশেই ফোন আছে, চাইলে এক্ষুণি প্রহরীদের ডাকতে পারেন, আমি বাধা দেব না। তবে তার আগে এটা পড়ুন দয়া করে।"

নাঃ, লোকটাকে তো পাগল মনে হচ্ছে না। জেসন দুটো ফাইল অঙ্গরাখার তলা থেকে দুটো ফাইল বের করে রাখল অ্যানক্সির সামনে। একটা সাদা, অন্যটা কালো। জেসন জানালো সাদাটা একটা রিপোর্ট, যেটা পড়লে বুঝতে পারবেন কালোটা জাল নয়।

"কালো ফাইলে কি আছে?"

"এটা জনৈক ইগর ভিক্তোরোভিচ কোমারভের গোপনীয় ও ব্যক্তিগত ইশ্‌তেহার, যিনি খুব শীগ্‌গীবই রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন।"

এমন সময় ফাদাব ম্যাক্সিম কফি নিয়ে ঢুকলেন। অ্যালেক্সি তাঁকে ঘুমোতে যাবাব অনুমতি দিলেন।

"বলুন এবার, কোমারভের ইশ্‌তেহারে কি আছে?"

ফাদার ম্যাক্সিম বেরিয়ে যেতে যেতে শুনলেন শুধু কোমারভ শব্দটা। তখন রাত বারোটা। অন্য সবাই শুতে চলে গেছে। এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে দরজাব চাবীর ফুটোয কান পাতলেন ফাদার ম্যাক্সিম।

রিপোর্টটা পড়ার পর অ্যালেক্সি বলে উঠলেন, "অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কাহিনী। উনি এটা কেন করেছিলেন?"

"বৃদ্ধের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তা কোনদিনও জানতে পারব না আমরা। পড়েছেন তো, উনি মারা গেছেন, আসলে খুন হয়েছেন, অধ্যাপক কুজমিনের রিপোর্টে সে কথা স্পষ্ট করে বলা আছে। কোমারভের ইশতেহার পড়ে নিশ্চয়ই ওঁর মনে কোন তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

আর এক ঘন্টায় কালা ইশ্‌তেহার পড়া শেষ করে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন অ্যালেক্সি-দ্বিতীয়।

'না, না, এ ধরনেব শয়তানী কাজ উনি করতে পারেন না। এটা রাশিয়া, আমাদের প্রভুর তৃতীয় সহস্র বৎসরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা একথা ভাবতেই পারি না। আমরা এ সবের ঊর্ধ্বে।"

"ঊর্ধ্বে থাকতে পারবেন না। হিটলার, স্তালিন যা করেছিল, এরাও তাই করতে চাইছে। ক্ষমতায় এলে ইহুদী চেচেন আর সংখ্যা লঘুদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার কথা আছে এতে, ফলে রাশিয়াতে ধর্মেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। চলবে একনায়কত্বের অত্যাচার। আপনি ধর্মের

নামে জাতির নামে, রাশিয়ার নামে, চুপ করে বসে থাকতে পারবেন কি? এই কোমারভের বিরোধিতা করবেন না?"

"করতেই হবে, কিন্তু কিভাবে করবো? জানুয়ারীতে তো নির্বাচন হতে চলেছে?"

"হিজ হোলিনেস, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিম দেশ থেকে একজন আসবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে, তার নাম এই। তাব সঙ্গে দেখা কববেন দয়া করে, সেই আপনাকে জানাবে আপনার করণীয় কি।" জেসন একটা শক্ত কার্ড দিল তাঁর হাতে।

ট্যাক্সির দরকাব নেই ; হেঁটেই চলে যাবে জেসন। পবিত্র মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আলেক্সি—হায় ভগবান. কি সব হতে চলেছে। হঠাৎ অ্যালেক্সির মনে হ'ল ঘরের বাইরে কার্পেটের ওপর পায়ের শব্দ। দরজা খুললেন, নাঃ, কেউ কোত্থাও নেই।

পরদিন সকালে অ্যালেক্সি দ্বিতীয়েব বাস ভবন থেকে একজন মোটাসোটা মানুষ সন্তর্পণে বেরিয়ে চলে এল হোটেল রোশিয়ায়। একজন প্রহরীর মাধ্যমে যোগাযোগ কবল কর্ণেল গ্রিশিনের সঙ্গে। জানিয়ে দিল গতরাতে কে একজন এসে হিজ হোলিনেসেব সঙ্গে কথা বলছিল, তার মধ্যে কোমাবভ আর কালা ইশতেহার কথাগুলো ছিল। আমি ইগর কোমারভের গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাই খবরটা আপনাকে দিলাম। আমি ফাদাব ক্লিমোভস্কি বলছি।"

গ্রিশিন বলল, 'প্রিয় ফাদার, আমাদেব সামনা-সামনি দেখা হওয়া অত্যন্ত দবকার।"

॥ তেরো ॥

স্লাভিয়ানস্কি স্কোযারে মস্কোব সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে প্রাচীন আর অপূর্ব সুন্দর একটি গির্জা আছে।

এটা প্রথম তৈরী হয ত্রয়োদশ শতকে কাঠ দিয়ে। তখন মস্কো বলতে বোঝাতো ঐ ক্রেমলিন আর তাব আশেপাশের জায়গা। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে পুড়ে যাওয়াব পর ওটা তৈরী হয় পাথর দিয়ে। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত এটা সক্রিয় ছিল। এব নাম ছিল অল সেন্টস ইন কুলিস্কি। কমিউনিজমেব পতনের পব চার বছরেব মধ্যে এটাকে আবার চালু করা হয়। ফাদার ম্যাক্সিম ক্লিমোভস্কি এল এই গির্জাতে। পবণে যাজকেব পোশাক তাই কেউ তাকে সন্দেহ করেনি।

হলঘরের মাঝখানে একজন যাজক কিছু ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন।

নির্ধারিত সময় পাব হবার দু-তিন মিনিট পর থেকে বেশ নার্ভাস হয়ে বারবার ঘড়ি দেখছিল ফাদার ম্যাক্সিম। ও লক্ষ্যই করেনি যে তিনজন লোক ওকে অনুসরণ করতে করতে এতদূর এসেছে।

একজন পাশে এসে শুধু বলল, "ফাদার ম্যাক্সিম?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কর্ণেল গ্রিশিন। আমাব বিশ্বাস আপনি কিছু আমাকে বলতে চান।"

ফাদার গ্রিশিনের চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে সিঁটকে উঠলো। কাজটা ঠিক হচ্ছে তো? কেন ফোন করেছিল জানতে চাইলে ফাদার জানালো যে, সে ইগর কোমারভকে দারুণ শ্রদ্ধা করে, বিশেষ করে তার নীতি ও রাশিয়ার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনাগুলোর জন্যে।

"শুনে খুশী হলাম। এবার বলুন গতরাতের কথা।"

ফাদার আনুপূর্বিক সব বলে গেল. প্রায় মাঝরাতে এক অজানা লোক বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে চলে আসে গির্জায়। পোশাক যাজকের হলেও সোনালী চুল, দাড়ি নেই, নির্ভুল রুশভাষা বললেও

সে বিদেশী। মনে হয় কারুর পরিচয়পত্র এনেছিল বলেই গির্জা-প্রধান ওর সঙ্গে দেখা করেন। কফি দিয়ে ফিরে আসার সময় যা শুনেছিল এবং চাবীর ফুটো দিয়ে যা দেখেছিল আর শুনেছিল সব বলে গেল ফাদার ম্যাক্সিম। এও জানালো কোমারভের নাম এবং কালা ইশ্‌তেহারের প্রসঙ্গ উঠেছিল। গ্রিশিনের নাম উচ্চারিত হয়েছিল শুনে গ্রিশিনের মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

"আপনাকে সব জানিয়ে ভুল করেছি না ঠিক করেছি বুঝতে পারছি না কর্ণেল।"

"ফাদার একেবারে সঠিক কাজটাই করেছেন আপনি। কিছু দেশদ্রোহী একজন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করছে, যিনি খব শিগ্‌গীর রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হবেন। ফাদার, আপনি একজন দেশপ্রেমিক রুশ। আচ্ছা লোকটা কোত্থেকে এসেছিল বলতে পারেন কি?"

"না, সেন্ট্রাল সিটির ধূসর রঙের ট্যাক্সি করে এসেছিল, ফিরে গিয়েছিল পায়ে হেঁটে।"

এইটুকু খবরই যথেষ্ট গ্রিশিনের পক্ষে। সেন্ট্রাল সিটির ট্যাক্সি, মধ্যরাত, যাজকের পোশাক পরা লোক ঐ বাড়িতে গিয়েছিল—খবরটা পেতে অসুবিধে হবে না।

তারপর গ্রিশিন ফাদারকে বলল, "আপনি যে সাহায্য করেছেন, তার জন্যে রুশমাতা আপনাকে কোনদিন ভুলবে না, যথোচিত পুরস্কারও পাবেন। তবে আর একটা কাজ করতে হবে—ঐ বাড়িতে যা যা ঘটবে, কে আসছে—কে যাচ্ছে সব খবর আমার চাই। ফোন করে জানালে এখানে দেখা হবে।"

"বেশ কর্ণেল। আপনার জন্যে আমি সব করবো।"

"নিশ্চয়ই করবেন। একদিন এদেশে একজন নতুন বিশপ হবেন। ঠিক আছে যান, আমি পরে যাবো।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল গ্রিশিন। কালা ইশ্‌তেহার ফিরে এসেছে মস্কোতে। এতদিন চুপচাপ থাকার পর কেউ একজন এসেছে, বেছে বেছে লোকদের দেখাচ্ছে ইশতেহারটা, অর্থাৎ শত্রু সৃষ্টি করতে চাইছে। এখন প্রধান কাজ হবে ঐ লোকটাকে শেষ করে দেওয়া। ফাদার ম্যাক্সিম লোভী লোক। ওর ব্যবস্থাও করতে হবে।

কালো বালাক্লাভা টুপি আর কালো মুখোশ পরা চারজন হানা দেওয়ার কাজটা নিখুঁতভাবে সারলো। সেন্ট্রাল সিটি ট্যাক্সির সদর দপ্তরে ঢুকে ম্যানেজারের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ওরা শুধু গত তিন রাতের কোন ট্যাক্সি কতক্ষণ ভাড়া খেটেছিল শুধু এইটুকু খবর নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে কাজের বিবরণ লেখা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "৫২ নম্বর ড্রাইভার কে?" স্টাফের তালিকা থেকে জানা গেল ৫২ নম্বরের ড্রাইভারেব নাম ভাসিলি। শহরতলীর ঠিকানাও আছে।

ওরা চলে যাবার পর ম্যানেজার চিন্তায় পড়ল—ভাসিলির কপালে দুঃখ আছে, কারুর সঙ্গে হয়তো ঝগড়া করেছে, বা বান্ধবীর সঙ্গে ব্যবহার খারাপ করেছে। যাই হোক, তার কিছু করার নেই।

ভাসিলি খেতে বসেছিল। এমন সময় তার বৌ ঘরে ঢুকলো মুখটা ফ্যাকাশে, তার পিছনেই মুখোশধারী দুজন, হাতে পিস্তল। কেঁপে উঠল ভাসিলি। দুজনে তাকে জেরা করে জেনে নিল ঐ রাতে হোটেল মেট্রোপোল থেকে বেরিয়ে আসা এক যাজককে ও পৌঁছে দিয়েছিল চিস্তি-পেরলোকে। এর বেশি সে কিছু বলতে পারবে না। যাজকের পোশাক, কিন্তু দাড়ি ছিল না।

আর কথা না বাড়িয়ে মুখোশধারীরা চলে গেল।

কর্ণেল গ্রিশিন সবটা শুনলো। হোটেল থেকে বেরুনো লোকটার খোঁজ নেওয়া কষ্টসাধ্য, তবুও চেষ্টা করতে হবে। মস্কো মিলিশিয়া বাহিনীর ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার দিমিত্রি বোরোদিনের কথা মনে পড়ল তার।

বোরোদিন হোটেলে মেট্রোপোলে গিয়ে নিজের পরিচয় দিল। গত তিন রাতে হোটেলে যারা এসেছে তাদের লিস্ট চাই।

লিস্টটা কম্পিউটারে ছাপা হতে শুরু করল। বোরোদিনকে বলা হয়েছিল কারুর নামের আগে 'ফাদার' আছে কিনা দেখতে। নাঃ, সে রকম কোন নাম নেই।

লিস্টটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠল গ্রিশিন। তৃতীয় পাতায় একটা নাম আছে ডঃ ফিলিপ পিটার্স, আমেরিকান গবেষক।

এ নামটা গ্রিশিনের চেনা। দশ বছর আগে এই নামটা তাকে অনেক ভাবিয়ে ছিল। মোটামুটি বর্ণনাও মনে পড়ছে, ঘন কোঁকড়ানো সাদা চুল, রঙীন কাঁচের চশমা। ক্রুগলভ আর ব্লিনভের ওপর যখন অত্যাচাব করা হচ্ছিল তখন তারা ডঃ পিটার্সের ফোটো দেখে সনাক্ত করেছিল।

দশ বছর পরে লোকটা ফিরে এসেছে মস্কোতে, গ্রিশিন এবার ওকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না।

অ্যালড্রিখ আমেসের দেওয়া ফোটোর অ্যালবামটা আলমারী থেকে বেব করল গ্রিশিন। এই তো কমবয়সী জেসন মঙ্কের ফোটো। গ্রিশিন মস্কো এয়ারপোর্টে ফোন করল ডঃ পিটার্স কবে এসেছে, আব বোরোদিনকে বলল ডঃ কবে মেট্রোপোল হোটেলে এসেছে সে খবর নিতে।

এয়ারপোর্ট জানালো ব্রিটিশ বিমানে চেপে সাত দিন আগে এসেছে। আর বোরোদিন খবর দিল ঐ দিনই মেট্রোপোলে উঠেছে, এখনও আছে ৮৪১ নম্বর ঘরে। একটাই বিচিত্র খবর বোরোদিন দিয়েছে—ডঃ পিটার্সেব পাশপোর্টটা হোটেলে জমা নেই। তার মানে অন্য নামে অন্য পাশপোর্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রিশিন বোরোদিনকে বলে দিল হোটেল ম্যানেজারকে সতর্ক করে দিতে যাতে ডঃ পিটার্সের সঙ্গে দেখা হলে এসব কথা না বলে। বললে ফল খুব খারাপ হবে।

সন্ধ্যেবেলায় ৮৪১ নম্বর ঘরে কয়েকবার ফোন এল। কেউ ধরেনি। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে দুজন ঢুকে তন্ন তন্ন কবে খুঁজে কিছুই পেল না।

ঘরটার ঠিক উল্টোদিকেব ঘবের দরজা সামান্য ফাঁক করে একজন চেচেন পুরো ব্যাপারটা দেখেছিল।

বাত ১০টায জেসন [illegible] হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে গেল। দুদিক থেকে দুজন ওকে লক্ষ্য করে চলেছিল। দুজন নিচেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। জেসন করিডর পার হয়ে নিজের ঘরের কাছে গিয়ে উল্টো দিকে টোকা মারলো। ভিতর থেকে একজন একটা সুটকেশ এগিয়ে দিল, জেসন ওটা নিয়ে ঢুকলো ৮৪১ নং ঘরে। প্রথম দুজন গুণ্ডা অন্য লিফটে করে পৌছে দেখল ঘরটার দরজা বন্ধ। চারজনে কথা হ'ল। দু জন করিডরে পেতে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল বাকী দুজন নেমে গেল।

সাড়ে দশটার সময় তারা দেখল যে ঘরটার ওপর ওরা লক্ষ্য রাখছে তার উল্টো দিকের ঘর থেকে একজন বেবিযে লিফটের দিকে চলে গেল।

১০টা ৪৫ মিনিটে হোটেলের তর[illegible] থেকে ফোন এল আরও তোয়ালে চাই কিনা। ধন্যবাদ জানিয়ে না বলল।

১১টার সময় ঘরের [illegible] দিকের ব্যাল্কনীতে গিয়ে দাঁড়ালো জেসন, সঙ্গে সুটকেশটা। দরজাটা একটা তার দিয়ে শক্ত করে জড়ানো। অ্যাডহেসিভ টেপ সেঁটে দিল তার ওপর।

কোমরে জড়ানো একটা মোটা দড়ি বের করে ঝুলিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। ঠিক তলায় ৭৪১ নং ঘর। তার পাশের তিনটে ঘরের বাধা পেরিয়ে ও পৌছে গেল ৭৩৩ নং ঘরের জানলার কাছে।

রাত ১১টা ১০ মিনিটে ঐ ঘরে এক সুইডিশ ভদ্রলোক সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শুয়ে টিভিতে অশ্লীল ছবি দেখছিল। জানলায় টোকা পড়তেই লাফিয়ে উঠে গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়ালো। টিভিটা বন্ধ করল।

জানলাটা খুলে দিল ঐ সুইডিশ ব্যবসায়ী। জেসন ঢুকল, লজ্জিত ভঙ্গীতে জানালো যে ও পাশের ঘরটাতে উঠেছে। বাইরের ব্যাল্কনীতে গিয়ে সিগার ধরিয়েছিল, অসাবধানে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না, তাই এই ব্যাল্কনীতে লাফিয়ে চলে এসেছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে এল ফুটপাথে, সেখানে মগোমোদ একটা ভোলভো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

মধ্যরাতে তিনজন লোক ঢুকলো ৭৪১ নম্বর ঘরে। কিছু কাজ করে চলে গেল কুড়ি মিনিট পরে।

ভোর চারটেব সময় ৭৪১ নম্বর ঘরের ছাদ উড়ে গেল, অর্থাৎ তার ওপরের ৮৪১ নম্বর ঘরটা পুরোপুরি ধ্বস্তূপে পরিণত হয়ে গেল। পরে তদন্তে জানা গিয়েছিল ৭৪১ নম্বর ঘরের ছাদের ঠিক তলায় তিন পাউণ্ডের আর.ডি.এক্স বারুদ ব্যবহার করেছিল কেউ।

পুলিশ, দমকল সবাই ছুটে এল। ইন্সপেক্টার বোরোদিন ৭৪১ নম্বর ঘরে গিয়ে দেখল, কোন জিনিসটাবই আকার হাতের তালুর চেয়ে বড় নয়, তার মানে সব কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। একটা মানুষেব কিছু হাড় উদ্ধার কবা হ'ল। খুঁজতে খুঁজতে বাথরুমে ইট-সিমেন্টের চাবড়াব তলায় পাওযা গেল একটা অ্যাটাচি কেস। প্রায় অক্ষত অবস্থায়। ওটা খুলে দুটো ফাইল বের করে জ্যাকেটের তলায চালান করে দিল বোবোদিন।

চব্বিশ ঘন্টায অনেক পরিবর্তন ঘটতে পারে—কর্ণেল গ্রিশিন কফি খাচ্ছিল—-সামনে দুটো ফাইল, একটা বিপোর্ট অন্যটা কালা ইশতেহার, আব একটা আমেরিকান পাশপোর্ট জেসন মঙ্কের নাম লেখা।

গ্রিশিন বিড বিড় কবে বলল, "একটা পাশপোর্ট মস্কোতে ঢোকার ছিল, আর এটা বেরিয়ে যাবার, কিন্তু বন্ধু, এবার আর ফিরে যেতে পারছ না।"

ঐ দিন আরও দুটো ঘটনা ঘটলো। ব্রায়ান মার্কস নামে এক ব্রিটিশ পর্যটক মস্কোতে এল। আব দুজন ইংরেজ ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত থেকে ভোলভো গাড়ি করে যাত্রা করল মস্কোর উদ্দেশ্যে।

ব্রায়ান এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে মধ্য মস্কোর একটা মাঝারি হোটেলে গিয়ে উঠল। একেই গত সেপ্টেম্বর মাসে স্যার নাইজেল পাঠিয়েছিলেন সব খোঁজখবর নিয়ে আসতে।

একটা চারদিক খোলা গুদামঘরের ওপর দুদিন ধরে নজর রাখল ব্রায়ান, দিনের বেলায় বড় বড় ট্রাক ঢুকছে বেরোচ্ছে। এখানে ঢুকতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।

দোকান থেকে কিছু ব্যাটারী, ইলেকট্রিক তার, সোয়াচ ঘড়ি ইত্যাদি কিনল ব্রায়ান।

সিয়ারান আর মিচের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ত্ভেরস্কায়া স্ট্রীটের ম্যাক ডোনাল্ডের হ্যামবার্জার সেন্টারে।

আরও দুটি বিশেষ সৈন্যদল দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে এসেছিল।

লণ্ডনের একটা গ্যারেজে ঐ ভোলভো গাড়িটা বিশেষ কায়দায় তৈরী করা হয়েছিল. সামনের চাকা দুটোর টিউটপুলোর মধ্যে বেশ ফাঁক রেখে তাতে কয়েকশো সেমটেক্স প্লাস্টিক বিস্ফোরকের ক্যাপসুল ভরা হয়েছে, ওগুলোর সাইজ বুড়ো আঙ্গুলের মতো। আর এগুলোতে আগুন লাগানোর ডিটোনেটারগুলো একটা হাভানা চুরুটের বাক্সের তলায় বেখে ওপরে চুরুট বিছানো হয়েছিল।

মস্কোতে পৌঁছে সিয়ারান আর মিচ আলাদা আলাদা হোটেলে উঠল। সাউথ পোর্টের এক নির্জন জায়গায় ভোলভোটাকে নিয়ে গিয়ে চাকা থেকে ক্যাপসুলগুলো বের করা হ'ল।

তিন পাউণ্ডের ঐ প্লাস্টিক বিস্ফোরক বারোটা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হ'ল, এক একটা সিগারেটের প্যাকেটের সাইজের, ডিটোনেটার লাগান হ'ল প্রত্যেকটিকে।

কর্ণেল গ্রিশিন যেদিন কালা ইশ্‌তেহার আর জেসনের পাশপোর্ট পেল ঠিক তার ছ'দিন পরে কারখানাটার ওপর হামলা হ'ল। প্রহরীটাকে সহজে কব্জা করে সিয়ারান, মিচ আর ব্রায়ান ঢুকলো ভিতরে। একটা বড় মাপের ছাপাখানা। প্লাস্টিক বোমাগুলো লাগিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। ভোলভোটা বেশ কিছু দূর যাবার পর ওরা শব্দটা শুনতে পেল।

তারপরই পুলিশ এল। রাত সাড়ে তিনটের সময় খবর পেয়ে ছুটে এল প্রেসের ফোরম্যান। ঐ কাণ্ড দেখে ও খবর দিল বরিস কুজনেৎসভকে। দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের প্রধান মুখপত্র ছাপা হত এই ছাপাখানায়—কুজনেৎসভ এর প্রধান পরিচালক।

সকাল ৭টায় খবরটা পৌঁছল গ্রিশিনের কাছে।

ভাড়া করা ভোলভোটাকে চাবী সমেত এক জায়গায় ফেলে ঐ তিনজন পরবর্ত্তী প্লেন ধরে চলে গেল হেলসিঙ্কি।

গত দুবছর ধরে প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে "প্রোবুদিশ" ("জাগো") পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে কুজনেৎসভ। আর একটা মাসিক পত্রিকাও ছাপা হত—"রোদিনা" (মাতৃভূমি)।

প্রেসটা যেভাবে ভেঙ্গেছে তাতে দশ সপ্তাহের আগে এখান থেকে কাগজ ছাপা যাবে না। আর রাষ্ট্রপতির নির্বাচন হবে আর ৮ সপ্তাহের পরে। যার অর্থ হ'ল প্রচারের সর্বনাশ হয়ে গেল।

সেদিন সকালে অফিসে ঢুকল ইন্সপেক্টার বোরোদিন বেশ খোশ মেজাজে। কালাইশ্‌তেহার আর পাশপোর্ট এনে দেওয়ায় দারুণ খুশী গ্রিশিন। কোমারভ রাষ্ট্রপতি হলে গ্রিশিন হবে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। তখন বোরোদিনকে পায় কে।

অফিসে ফিসফাস আলোচনা হচ্ছিল দেশপ্রেমিক পার্টির প্রেস ধ্বংস হওয়ার ঘটনাটা নিয়ে। কিছু চিন্তা করার আগে ফোন এল বোরোদিনের।

ফরেনসিকের অধ্যাপক কুজমিন বেশ রেগে গেছেন। মেট্রোপোল হোটেলের ৮৪১ নং ঘর থেকে পাওয়া সব হাড় পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। তারপর যে কথাটা বললেন তাতে চোখ কপালে উঠল বোরোদিনের। শুধু হাড় পাওয়া গিয়েছিল, এক টুকরোও মাংস নয়। আর হাড়গুলোও অধ্যাপকের মতে কুড়ি বছরের পুরনো।

ফরেনসিক রিপোর্টটা পাবার পর মরীয়া হয়ে বেশ কয়েক শো গুপ্তচর লাগিয়ে দিল গ্রিশিন। জেসনকে চাই। কোমারভকে জানাল যে একমাত্র মার্কিন দূতাবাস ছাড়া আর কোথাও লুকোতে পারবে না জেসন। এখানে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল গ্রিশিনের।

চেচেনদের আশ্রয়ে থাকা জেসন ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। মগোমোদ, আসলান আর শরিফ ছায়ার মতো ঘিরে থাকতো তাকে। অবশ্য এর মধ্যে জেসন তার দ্বিতীয় যোগাযোগ করে ফেলেছে।

॥ চোদ্দ ॥

রাশিয়ায় যত সৈনিক, কর্মরত বা অবসর নিয়েছে, তাদের মধ্যে সম্মানের শীর্ষে আছেন সেনাবাহিনীর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভ।

বয়স ৭৩, ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, পেটানো শরীর। একমাথা সাদা চুল, ছুঁচলো পাকানো গোঁফ। যে কোনো ভীড়ে তাঁকে আলাদা করে চেনা যায়। তাঁর অধীনে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করেছে, সবাই শ্রদ্ধা করে তাঁকে। তিনি হয়ে আছেন প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব।

রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে যদি একটু জো-হুজুরি ভাব দেখাতেন, আর অতটা স্পষ্টবাদী না হতেন তবে মার্শাল হয়ে অবসর নিতেন।

লিওনিদ জেইৎসেভ, ওরফে খরগোশের মতো, নিকোলাইও জন্মেছিলেন মস্কোর পশ্চিমদিকে স্মোলেনস্কে, ১৯২৫ সালে। লিওনিদের চেয়ে এগারো বছরের বড়। বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। খরগোশের কথা ওঁর মনে থাকার কথা নয়, তবে বহুকাল আগে পটসডামের বাইরে একটা ক্যাম্পে উনি ওর পিঠ চাপড়ে সাবাশ জানিয়েছিলেন।

এখনও তাঁর মনে পড়ে বাবার সঙ্গে একটা গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাবা হঠাৎ সব ভুলে কপালে বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রশ চিহ্ন এঁকেছিলেন। ছেলে বুঝতে না পেরে জানতে চেয়েছিল বাবা ওটা কি করলেন। চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে বাবা বলেছিলেন একথা যেন আমি কাউকে না বলি।

তখনকার দিনকাল ঐ রকমই ছিল, পার্টির বিরুদ্ধ সমালোচনা করার জন্যে একজন গুপ্তচর সংস্থা এল.কে.ভি.ডি-র কাছে নালিশ জানিয়ে দেয়। বাবা-মা দুজনেই ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় মারা যান। কিন্তু ছেলেকে সরকার "হীরো" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

কিশোর নিকোলাই তাঁর বাবাকে ভালবাসতেন, কাউকেই বলেন নি কিছু, কিন্তু এই সব ধর্মের ব্যাপারটা যে অর্থহীন বাজে ব্যাপাব শিক্ষকের এই উপদেশটাকে শিরোধার্য করেছিলেন।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারের আক্রমণে স্মোলেনস্ক শত্রু কবলিত হয়। নিকোলাই পালিয়ে ছিলেন হাজাব হাজার লোকের সঙ্গে। ওঁর মা-বাবা পালাতে পাবেন নি।

১৬/১৭ বছরেব বলিষ্ঠ যুবক তার দশ বছরের বোনকে পিঠে নিয়ে একশো মাইল হাঁটার পর অন্যদের সঙ্গে একটা ট্রেনে চড়ে পড়ে। ট্রেনটা এসে থামে সুদূর পূর্বপ্রান্তে উরাল পর্বতমালার পাদদেশে চেলিয়াবিনস্ক শহরে।

বোন গালিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অনাথ আশ্রমে। আব নিকোলাই ওখানকার একটা কারখানায় চাকরী করলেন প্রায় দু বছর।

১৯৪২ সালে হিটলারের হাতে প্রচণ্ড মার খেল রুশরা। কিন্তু এক বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ, বিশেষ করে ভারী ট্যাঙ্ক তৈরী করে পাল্টা আক্রমণ চালালো তারা এই ভারী কে.ভি.আই ট্যাঙ্ক চালানোর কাজে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে।

প্রোখোরোভকা সেকটাবে যুদ্ধের সময় জার্মানীর কুখ্যাত প্যানজার বাহিনীব টাইগার ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াইয়ে, নিজেদের ট্যাঙ্কের গুলন্দাজরা মারা যাবার পর ড্রাইভার হওয়া সত্ত্বেও দেখে-শেখা বিদ্যে কাজে লাগিয়ে তিনটে জার্মান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছিলেন নিকোলাই একা।

তারপর ক্যাম্পে ফিরে আসার পর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান নিকোলাই, মাত্র ১৭ বছর বয়সে যুদ্ধ পদকের সর্বোচ্চ পদেব হীরো অফ দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিল নিকোলাইয়ের। এরপর দুবার হীরো উপাধি পেয়েছিলেন।

এই মানুযটির সঙ্গে প্রায় ৫৫ বছর পরে দেখা করতে এসেছে জেসন মঙ্ক।

সামান্য জেনারেল হয়ে অবসর নেবার ফলে মিনস্ক রোডের ধারে তুকোভা এলাকায় ছোট একটা বাংলো বাড়ি করে থাকছিলেন নিকোলাই।

নিকোলাই বিয়ে করেননি। সঙ্গে থাকে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য আর আইরিশ উল্‌ফহাউণ্ড কুকুর। এলাকার সকলেই ওঁকে ডাকে কোলিয়া কাকু বলে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গাড়িতে কর্ণেলের পোশাক পরে এসেছিল জেসন। তাই সকলে সাগ্রহে নিকোলাইয়ের বাড়ির সন্ধান দিল তাকে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর অন্ধকারের মধ্যে এসে দরজায় ধাক্কা দিল জেসন।

রুশ বাহিনীর লোক মনে করে চাকর জেসনকে ভিতরে নিয়ে এল। আগুনের ধারে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত একটা বই পড়ছিলেন নিকোলাই।

কে, কোত্থেকে আসছ—ইত্যাদি প্রশ্নের পর জেসন বলল, "সত্যি কথাটা বলি. আপনাকে আমি রুশ বাহিনীর কেউ নই। আসলে আমি একজন আমেরিকান?"

"তুমি একটা জোচ্চোর। গুপ্তচর। আমি এসব একেবারে পছন্দ করিনা। দূর হয়ে যাও", ক্ষেপে উঠলেন নিকোলাই।

"চলে যাব", শান্তভাবে বলল জেসন, "ছ' হাজার মাইল দূর থেকে এসেছি আধ মিনিটের একটা মাত্র প্রশ্ন করতে।"

"একটা মাত্র প্রশ্ন", কটমটিয়ে তাকিয়ে নিকোলাই বললেন, "কি প্রশ্ন?"

"পাঁচ বছর আগে বরিস ইয়েলেৎসিন যখন আপনাকে অবসর জীবন ছেড়ে চেচনিয়া আক্রমণ করতে ও ওদের রাজধানী গ্রোজনীকে ধ্বংস করতে বলেছিলেন, তখন আপনি. শোনা কথা বলছি, আপনি নাকি যুদ্ধ পরিকল্পনাটা জানার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে বলেছিলেন, 'আমি সৈন্য পরিচালনা করি, ঘাতক নই। এটা জল্লাদদের কাজ।' কথাটা কি সত্যি?"

"কি আসে যায় এতে?"

"সত্যি কিনা? আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করবার অনুমতি দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, সত্যি। আর আমিই ঠিক বলেছিলাম।"

"কেন বলেছিলেন।"

"এটা দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে।"

"আমাকে ছ'হাজার মাইল ফিরে যেতে হবে।"

"ঠিক আছে। গণহত্যা - বা সৈনিকদের কাজ নয় বলেই আমি মনে করি।"

"যে বইটা আপনি পড়ছেন, ওটা আমি পড়েছি। বাজে বই।"

"মানছি। কিন্তু তাতে কি?"

সঙ্গের অ্যাটাচি থেকে কালা ইশ্‌তেহারটা বের করে একটা বিশেষ জায়গায় দাগ দেওয়া অংশটা দেখিয়ে নিকোলাইকে বলল, "দয়া করে এটা একটু পড়ুন।"

"ঠোঁট বেঁকিয়ে নিকোলাই বললেন, "মার্কিনী অপপ্রচার।"

"না। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ।"

চিহ্নিত করা দুটো পাতা পড়ে নিকোলাই, "যতোসব বাজে কথা। কার লেখা?"

"ইগর কোমারভের নাম শুনেছেন?"

"বোকার মতো কথা বোলো না। জানুয়ারীতে উনি রাষ্ট্রপতি হতে চলেছেন।"

"ভাল হবেন, না খারাপ হবেন?"

"তার আমি কি জানি? তবে এরা সবাই ছিপিখোলার প্যাঁচানো স্ক্রুয়ের মতো।"

জেসন ধীরে ধীরে কথার চালে ফাঁসাতে শুরু করলো নিকোলাইকে।

"এবার ওটা পড়ে দেখুন.........বাইরের শত্রুর আক্রমণের এখন কোন সম্ভবনা নেই। তবুও এক বিশেষ বাহিনী তৈরী করা হচ্ছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গণহত্যা করার জন্যে। আপনি ইহুদী,

চেচেন, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান—এদের পছন্দ নাও করতে পারেন, কিন্তু আপনি যখন হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তখন এরাই আপনার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল, তাই না? এবার এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন কোমারভ এদের জন্যে কি ব্যবস্থা নিতে চলেছেন।"

জেনারেল নিকোলায়েভ জেসনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আমেরিকানরা কি ভোদকা খায়?"

"রাশিয়ায় এরকম শীতের মধ্যে খায় বৈকি।"

"তাহলে ওখানে একটা বোতল আছে, নিজেই ঢেলে নাও", প্রায় ২৫ বছরের ছোট একজনকে উদারভাবে হুকুম দিলেন জেনারেল।

জেনারেল ফাইলে মুখ গুঁজলেন আর ভোদকায় চুমুক দিতে দিতে ফোরবেস দুর্গে বসে নাইজেলের কাছ থেকে যা শুনেছিল তখন তা মনে পড়ছিল জেসনের। "ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখায় এখনও যে-সব অফিসার তার মধ্যে অন্যতম হলেন নিকোলায়েভ। এখনও এক কোটি বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ সৈন্যবিভাগের মানুষ 'কোলিয়া কাকু' যা বলবেন সবাই মাথা পেতে শুনবে।

অনেক ঘটনার মধ্যে একটা হ'ল, বুদাপেস্তে হাঙ্গেরীর অসামরিক লোকেরা সৈন্যদলের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। রুশ রাষ্ট্রদূত জেনারেলকে বলেছিলেন, "ওদের মেশিনগান চালিয়ে খতম করে দাও।"

"ওদের মধ্যে ৭০ শতাংশ নারী ও শিশু। আব ওরা তো শুধু ইঁট-পাথর ছুঁড়ছে, ওতে আমাদের ট্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হবে না।"

ভারী মেশিনগান চালালে কি হয় সেটা উনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিজেব মা-বাবাকে মরতে দেখে। বার্লিন, কাবুল, সিরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া যুদ্ধের বেদনাদায়ক স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে যায়নি জেনারেলের।

"ভাগাড়েব জঞ্জাল এটা", এই বলে কালা ইশ্‌তেহাবটা ছুঁড়ে দিলেন জেসনের কোলে, "এব একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি না হলে আমি এতদূর থেকে ছুটে আসতাম না। কোমাবভ যদি সত্যিই বড়মাপেব মহান নেতা হতেন, তাহলে এতদূর থেকে ওঁর পিছনে লাগতে এসেছি কি আমবা অকাবণ?"

"এটা সত্যি হতে পারে না। যে কেউ এটা লিখতে পারে।"

"তাহলে এগুলো পড়ুন, এই ফাইলটাকে কেন্দ্র করে যে তিনজন মারা গেছে তাদের ইতিহাস। খরগোশ, আকোপভ আর ব্রিটিশ সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ডের খবর পড়ার পর গম্ভীর মুখে জেনারেল প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি আশা করছ আমেরিকান?" যদি এসব সত্য হয়, আমি কি করতে পারি, বয়স হয়েছে আমার, অবসর নিয়েছি ১১ বছর হ'ল.........পাহাড় পেরিয়ে এখানে এক কোণে পড়ে আছি.........।"

জেসন উঠে দাঁড়িয়ে ফাইলটা অ্যাটাচিতে ভরতে ভরতে বলল, "এখনও লক্ষ লক্ষ প্রবীণ সৈনিক আছে যারা আপনাকে মানে, আপনার কথা শুনবে।"

"কেউ শুনবে বলে মনে হয়না। তবে আমার মাতৃভূমি তাঁর বহু সন্তানের রক্তে স্নান করেছেন। আর তুমি বলছ, আবার রক্তপাত হবে। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।"

"ঠিক আছে। আপনার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই। তাহলে মস্কো চলে যান, আলেকজান্দ্রোভস্কি গার্ডেনে অমর শহীদদের বেদীতে যে অগ্নিশিখা জ্বলছে সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করুন তারা আপনার কাছ থেকে কি চায়। আমি কিছু চাই না। তারা কি চায় জেনে নিন।"

জেসন চলে গেল। ভোববেলা নাগাদ মস্কোতে অন্য একটা নিবাপদ আশ্রয়ে চলে এল তার চেচেন দেহবক্ষীদের সঙ্গে। সেই বাতেই ঐ ছাপাখানাটা ধ্বংস কবা হয়েছিল।

বৃটেনে যে-সব সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান আছে তাব মধ্যে অন্যতম হ'ল কলেজ অফ আর্জস, তৃতীয় বিচার্ডের সময় থেকে চলে আসছে।

মধ্য যুগে ঘোষকদের কাজ ছিল যুদ্ধেব সময উভযপক্ষেব মধ্যে খববাখবব দেওয়া নেওযা কবা। শান্তিব সময নাইটবা, অভিজাতবা নকল যুদ্ধেব খেলা খেলতেন। তখন ও ঘোষকবা ফলাফল ঘোষণা কবত। যখন বর্মপবা নাইটবা নিজেদেব মধ্যে শক্তি পবীক্ষায নামতেন, তখন তাঁদেব পতাকা আব বর্মেব চিহ্ন দেখে বলে দিত কে কোথাকাব ব্যাবন, আর্ল, বালর্ড। তাবপব বেশ কযেকটা যুগ কেটে গেছে। বহু বৎসব ধবে বীবদেব জাতিধর্ম, আদব কাযদা, সহবৎ ইত্যাদিব জ্ঞান তাদেব কবাযত্ত হযেছিল।

এই বিংশ শতাব্দীতেও ঘোষকবা না থাকলেও বিভিন্ন জাতিব বাজা-বাজডা বা তাঁদেব বংশেব ইতিহাস জানেন এমন কিছু পণ্ডিত আছেন, ডঃ ল্যান্সিলট প্রোবিন তাঁদেব অন্যতম। এঁকে খুঁজে বেব কবেছেন স্যাব নাইজেল। ইউবোপীয বিভিন্ন বাজ পবিবাবেব সঙ্গে ব্রিটিশ বাজ পবিবাবেব মধ্যে বিবাহ বন্ধন হেতু জাতিত্বেব যে-সব মেল বন্ধন হযেছিল সে-সব ইতিহাস ডঃ প্রোবিনেব নখ-দর্পণে।

স্যাব নাইজেল তাঁকে চাযেব নিমন্ত্রণ জানালেন বিৎজ হোটেলে। দামী স্যাণ্ডউইচ, কেক, চা পেযে দাকণ খুশী ডঃ প্রোবিন।

"বাশিযাব বোমান বংশেব উত্তবাধিকাবীদেব সম্বন্ধে কিছু বলুন", অনুবোধ জানালেন স্যাব নাইজেল।

"খুব জটিল প্রশ্ন। উত্তবাধিকাবেব ব্যাপাবটা এখন আব খুব স্পষ্ট নয। কে কোথায ছডিযে ছিটিযে আছে বলা মুশকিল। কিন্তু কেন জানতে চাইছেন?" ডক্টব প্রোবিন বললেন।

"ধকন, কোন একটা কাবণে বশ জনগণ দেশে আবাব জাবেব সমযকাব মতো সাংবিধানিক বাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবতে চায।"

ডঃ প্রোবিন জানিযে দিলেন শেষ জাব ছিলেন ১৭২১ সালে, তাবপব থেকে সকলে সার্বভৌম সম্রাট। সাংবিধানিক কোন ব্যাপাব ছিল না। তাবপব তো জানেন ১৯১৮ সালে একতেবিনবার্গে জাব নিকোলাস, জাবিনা আলেকজান্দ্রা এবং তাঁদেব পাঁচটি সন্তানকে হত্যা কবা হয। ফলে বোমানভেব প্রত্যক্ষ বংশ ধাবাটি নিশ্চিহ্ন হযে যায়। এখন যাবা ঐ বংশেব দাবীদাব তাবা সবাসবি ঐ বংশেব নয।"

"তাব মানে জোবদাব দাবী তোলাব মতো কেউ নেই।"

"না। আমাব বাডিতে এলে বিশাল চার্টে দেখিযে দেবো কে কোন লাইনেব উত্তবাধিকারী।"

"প্রশ্ন হচ্ছে, তত্ত্বগতভাবে বাশিয বাজতন্ত্র ফিবিযে আনতে পাবে কিনা?"

"তত্ত্বগতভাবে পাবে। তবে সেবকম প্রার্থী কই? বোমানদেব বংশধাবাব বিকদ্ধে পাল্টা দাবীও তো উঠতে পাবে?"

পবে যোগাযোগ কবব বলে সেদিনেব মতো মিটিং শেষ হ'ল।

কাজকম সুষ্ঠুভাবে পবিচালনা কবাব জন্যে কেজিবি-কে বেশ কয়েকটা ভাগে ভাগ কবা হযেছিল তাব মধ্যে অষ্টম চীফ ডাইবেক্টোবেট আব যোডশ ডাইবেক্টোবেট-এব উপব ভার

ছিল ইলেকট্রনিক মাধ্যম, রেডিয়ো বা ফোনে আড়িপাতার মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজ। গরবাচভ কেজিবি-র যখন পুনর্বিন্যাস করেন তখন ওই শাখা দুটো মিশে গিয়ে নাম হয় **ফাপাসি** (সরকারী যোগাযোগ ও তথ্য বিষযক ফেডারাল এজেন্সী)।

আনাতোলি গ্রিশিন নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিল যে, জেসন মঙ্ক যেখানেই থাকুক না কেন যারা ওকে পাঠিয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেই, এমনি ফোনের মাধ্যমে বা দূতাবাসের মাধ্যমে করবে না, তার অর্থ ও সঙ্গে করে ট্রান্সমিটার এনেছে।

ফাপাসির এক উপরতলার বিজ্ঞানী গ্রিশিনকে বলল, "আমি যদি ওর জায়গায় থাকতাম তাহলে কম্পিউটার ব্যবহার করতাম, আজকাল সব ব্যবসায়ীরা তাই করছে। যে কম্পিউটারের মাধ্যমে খবর পাওয়া যায় আর পাঠানোও যায়। এটা হয় উপগ্রহের মাধ্যমে। যাকে বলে ইন্টারনেট। আর এর মাধ্যমে কেউ খবর পাঠালে আমরা সেটা ধরতে পারব।"

"আমরা খবরটার চেয়ে বেশি আগ্রহী কোত্থেকে খবর পাঠান হচ্ছে সেটা জানাব", গ্রিশিন বলল।

"কাজটা কঠিন, কেননা যে খবরটা পাঠাবে সে তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাইনে থাকবে, তার মধ্যে কোডটা ভেঙ্গে মানে বের করা সম্ভব নাও হতে পাবে। তবুও দেখি .. .... ।"

যেদিন জেসন দেখা করতে গিয়েছিল জেনারেল নিকোলায়েভের সঙ্গে তার পবদিন **ফাপাসি** একটা নতুন সংকেত ধরতে পারল। গ্রিশিন উত্তেজিত, মোটামুটি জানা গেল গ্রেটার মস্কোব কোথাও থেকে খববটা পাঠান হচ্ছে, তবে যে সাংকেতিক ভাষায় পাঠান হযেছে তাব পাঠোদ্ধার কবা সম্ভব না।

পুরো দুদিন গ্রিশিনের গোযেন্দাবা জেসনেব টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পাবল না। হয় ও নিজেব আস্তানা থেকে বেরোচ্ছে না, কিংবা রুশ-ছদ্মবেশ ধাবণ কবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথবা কেউ ওকে আড়াল করছে—থাকবার গোপন আস্তানা দিযেছে, হয়ত বা প্রহবীও সঙ্গে দিযেছে। কিন্তু কে সেসব দিতে পাবে? গ্রিশিন বেশ চিন্তান্বিত।

রিৎজ হোটেলে ডঃ প্রোবিনেব সঙ্গে কথা হবাব দুদিন পরে ব্রাযান মার্কসকে দোভাষী হিসেবে নিয়ে স্যার নাইজেল এলেন মস্কোতে। তবে ব্রায়ানের নামটা পাশপোর্টে ছিল ব্রায়ান ভিনসেন্ট।

এয়ারপোর্টে ওদের ব্যবসায়ী মনে করে তেমন কেউ মাথা ঘামাল না। স্যার নাইজেল আর ব্রায়ান উঠল ন্যাশনাল হোটেলে, যেখানে উঠেছিল হতভাগ্য সাংবাদিক জেফারসন।

ঘরের চাবী নেবার সময় রিসেপশন থেকে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বলা হ'ল যে, ২৪ ঘন্টা আগে এটা একজন দিয়ে গেছে।

খামটা খোলা হ'ল ঘরে আসার পর। ভিতরে একটা সাদা কাগজ। ওটা কেউ ধরলেও কিছু বুঝতে পারত না, কারণ আসল খবরটা লেখা আছে খামের ভিতর দিকে।

ব্রায়ান খামটা খুলে দেশলাইয়ের আগুনের তলায় ধবার পর সাতটা সংখ্যা ফুটে উঠল। এই ফোন নম্বরটা মুখস্থ করে নিলেন স্যার নাইজেল।

রাত দশটায় ফোন করে যোগযোগ করলেন প্রধান ধর্মযাজক আলেক্সি দ্বিতীয়র সঙ্গে। প্রাথমিক সংকোচ কাটানোর পর ব্যাপারটা জরুরী বিধায় স্যার নাইজেলদের আসতে বললেন আধঘন্টার মধ্যে।

ন্যাশনাল হোটেলের গাড়ি নিয়ে গেলেন স্যার নাইজেল। গাড়ি ফুটপাথের পাশে রেখে দিলেন।

ফাদার ম্যাক্সিম এবারও ওদের দুজনকে পৌছে দিল অ্যালেক্সি—দ্বিতীয়ের ঘরে।

একটু পরে ম্যাক্সিম কফি রেখে গেল। নিজের সামান্য পরিচয় দিয়ে স্যার নাইজেল সরাসরি কাজের কথায় এলেন, "আমি এসেছি এই কথাটা আপনাকে জানাতে যে যে বর্তমান পরিস্থিতি আমরা সবাই, সৎ চিন্তা করে এমন সব মানুষ, তা রাশিয়ার অভ্যন্তরেই হোক বা বাইরেই হোক, জড়িয়ে পড়ছি। আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন নই। তাছাড়া রুশদের এবং বিশেষ করে পবিত্র ধর্মের সুরক্ষার জন্যে ঐ নিষ্ঠুর একনায়কের হাত থেকে বাঁচাতে হবে রাশিয়াকে। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে গির্জা না জড়ালেও পরোক্ষে তো সাহায্য অবশ্যই করতে পারেন, সবার ওপর নৈতিকতার কারণেও গির্জা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।"

আলেক্সি মাথা নেড়ে স্যার নাইজেলের কথায় সায় দিলেন।

"তাহলে তো গির্জা তাঁর অনুগতদের বলতে পারে অন্যদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হতে?"

"পারে", আলেক্সি বললেন, "কিন্তু তাসত্ত্বেও যদি কোমারভ ক্ষমতায় আসে তবে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"কিন্তু আর একটা সম্ভাব্য পথ আছে", এই বলে স্যার নাইজেল সাংবিধানিক সংস্কারের রূপরেখাটা বর্ণনা করলেন আর সেটা শুনে হাঁ হয়ে গেলেন আলেক্সি।

"কিন্তু আবার রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা, জারকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি· জনসাধারণ সেটা মেনে নিতে পারবে না।"

"একবার ভেবে দেখুন রাশিয়ার বর্তমান অবস্থাটা, হালহীন, নোঙ্গরহীন জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে দুলছে, যে কোন মুহূর্তে ভরাডুবি হতে পারে, আর অন্যদিকে অপেক্ষা করে আছে একনায়কতন্ত্রের প্রচণ্ড পীড়নের সম্ভাবনা, আপনি কোনটা বেছে নেবেন?"

"দুটোই খারাপ", বললেন ধর্মযাজক।

"তাহলে মনে রাখুন যে সংবিধানসম্মত সম্রাট একনায়কতন্ত্রকে আসতে দেবেন না। গোটা দেশ চায় একটা প্রতীক, যাকে তারা বিপদের দিনে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, যে প্রতীক জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র রুশবাসীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে। কোমারভ নিজেকে জাতীয় প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছেন, ঐ পবিত্রমূর্তি হিসেবে। তার বিরুদ্ধে কেউ ভোট দেবে না এবং শূন্যতাকে সমর্থন করবে না। অতএব একটা পরিবর্ত পবিত্রমূর্তি প্রয়োজন।

"কিন্তু পুনরুত্থানের কথা প্রচার করার অর্থ— ," প্রতিবাদ জানালেন আলেক্সি-দ্বিতীয়।

"কোমারভের বিরুদ্ধে প্রচার করা নয়, আর যেটা আপনি করতে ভয় পাচ্ছেন। এই প্রচারটা হবে নতুন করে স্থায়িত্ব আনা, যে পবিত্রমূর্তি রাজনীতির ঊর্ধে থাকবে। আপনি রাজনীতিতে মাথা গলাচ্ছেন এমন অভিযোগ করতে। পারলে না কোমারভ। তবে সন্দেহ করতে পারেন আপনাকে। এছাড়া আছে... ...।"

আলেক্সি দ্বিতীয় সম্পূর্ণভাবে স্যার নাইজেলের সঙ্গে একমত হলেও নিজে এগিয়ে এসে কোন কিছুর হাল ধরতে রাজী হলেন না। তখন স্যার নাইজেল বললেন, "ঠিক আছে আপনি নিজে সামনে এসে কিছু না করলেও, যদি অন্য কেউ বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে এগিয়ে এসে কিছু বলে আপনি তাকে সমর্থন করবেন কিনা, নিঃশব্দে হলেও?"

আসলে স্যার নাইজেলের মাথায় ছিল পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো যাজক ফাদার গ্রিগর রুশাকভের কথা, যাঁকে আলেক্সি স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে ধর্মপ্রচার করতে।

যৌবনে ফাদার রুশাকভকে কোন যাজক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থান দেয়নি, অথচ উনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান ও অতি উৎসাহী—তাই উনি চলে যান সাইবেরিয়ার এক ছোট মঠে, তারপর ভ্রাম্যমান যাজক হিসেবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

গোয়েন্দা পুলিশ ওঁর পিছনে লাগে এবং সরকার বিরোধী কথা বলার অভিযোগে পাঁচ বছরের জন্যে শ্রম শিবিরে বন্দী করে রাখে। আদালতে সরকারের দেওয়া উকিলের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন এবং নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থনে যে অসাধারণ যুক্তিপূর্ণ সওয়াল-জবাব করেন যে, বিচারকরা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সরকার সোভিয়েত সংবিধানের মর্যাদা নষ্ট করেছে।

গর্ভাচভের সময়ে যাজকদের জন্যে যে রাজ ক্ষমা ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হয় তার ফলে ফাদার রুশাকভও মুক্তি পান্ এবং স্বভাবোচিত ভঙ্গীতে বিশপদের ভীরুতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। ফলে বিশপরা অভিযোগ করেন আলেক্সির কাছে, যে অবিলম্বে ফাদার রুশাকভকে আবার জেলে পাঠানো দরকার।

অভিযোগের ভিত্তিতে ছদ্মবেশে আলেক্সি শুনতে যান ফাদারেব বক্তৃতা। বক্তৃতা শুনতে শুনতে ওঁর মনে হয়েছিল উনি যদি ফাদার গ্রিগরের মতো বক্তৃতা দিতে পারতেন তবে খৃষ্টধর্মের উন্নতি আরও দ্রুত হত রাশিয়াতে।

ফাদার গ্রিগরের অদ্ভুত গুণ ছিল, তিনি জনসাধারণের ভাষায় বক্তৃত' দিতেন। ধর্মোপদেশ দেবার ভাষায় মিশিয়ে দিতেন বন্দী শিবিবে থাকার সময় শেখা চলতি শব্দ, যুবকরা যে-সব পপ-সঙ্গীতকারদের ভালবাসতো, তাদের নামও অজানা ছিল না ফাদারের। গৃহবধূদেব কি কষ্টে সংসার চালাতে হয় সে কথাও বলতেন অবলীলাক্রমে। আর ভোদকা খেলে যে কঠোব পরিশ্রমের ভাব লাঘব হয় সেসব কথা বললে জনগণ প্রচণ্ড উৎসাহ পেত।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন অবিবাহিত ও কঠোব সংযমী তাপস। অথচ রক্ত মাংসের মানুষ যে-সব প্রলোভনে পড়ে সে সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও ছিল পর্যাপ্ত।

ফলে আলেক্সি-দ্বিতীয় পুলিশেব কাছে ফাদাবের বিরুদ্ধে রিপোর্ট না করে, উল্টে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন এবং নিজের হাতে চা পবিবেষণ কবতে করতে বোঝালেন রাশিয়ার ১৪ কোটি খৃষ্টানদের জন্যে কি কি কবলে তারা আবাব তাদেব সহজ-সরল জীবনে ফিবে যেতে পাববে।

সাবারাত ধবে আলোচনা হয়েছিল দুজনের মধ্যে। পরদিন সকাল থেকে ফাদার গ্রিগরিব বক্তৃতার মূল বক্তব্য হতে লাগল—তোমবা সবাই নিজেব নিজেব বা[illegible] মধ্যে ঈশ্বরকে ভজনা করো। আর গির্জার আশ্রয় নাও। এটা জনসাধাবণকে দারুণভাবে আকর্ষণ করল। এবং টিভিতেও তাঁব সভা আব বক্তৃতাব প্রচাব শুরু হয়ে গেল— সাবা রাশিয়াতে সব
চেয়ে শক্তিশালী বাগ্মী বলে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, এমন কি ইগর কোমারভকে তার মধ্যে ধরলেন।

আলেক্সি-দ্বিতীয় একটু চুপ করে থাকার পর বললেন জারকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তিনি ফাদার গ্রিগরির সঙ্গে কথা বলবেন।

॥ পনেরো ॥

অল সেন্টস ইন কুলিস্কি গির্জায় গ্রিশিনেব সঙ্গে দেখা হ'ল ফাদার ম্যাক্সিমের। ফাদার খবব দিল গতরাতে ইংল্যাণ্ড থেকে একজন এসেছিল আলেক্সি দ্বিতীয়ের সঙ্গে দেখা করতে, সঙ্গে একজন দোভাষীও ছিল। ওদেব কথাবার্তা ঠিকমত শুনতে পায়নি কারণ দোভাষীটি তার বড়কোটাটা দরজার হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তবে তাব মধ্যে যেটুকু কানে এসেছিল তার একটা হ'ল জারকে ফিরিয়ে আনা।"

ফাদার ম্যাক্সিম বুঝতে না পারলেও গ্রিশিন বুঝতে পারল যে, ষড়যন্ত্র হচ্ছে জারকে ফিরিয়ে আনার। সাংবিধানিক সম্রাট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতির করার কিছুই থাকবে না। তাহলে ইগর কোমারভের একনায়ক হবার স্বপ্ন আর সফল হবে না।

"ওদের সম্বন্ধে কিছু না জানলেও ওরা যে গাড়িতে করে এসেছিল তার নম্বরটা নিয়েছি।"

গ্রিশিন নম্বরটা নিয়ে ফাদারকে বলল, "খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনার এই উপকার কখনো ভুলবো না।

গাড়ির নম্বরটা ধরে সহজেই চলে এল ওরা ন্যাশনাল হোটেলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল মিঃ ট্রাবশ ও তার সঙ্গী গাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল। কিন্তু হতাশ হ'তে হ'ল গ্রিশিনকে, কারণ অনেক আগেই মিঃ ট্রাবশ আর তাব সঙ্গী মস্কো ছেড়ে লণ্ডন ফিবে গেছে।

গ্রিশিন ভিসা দরখাস্ত করার অফিসে যোগাযোগ করে মিঃ ট্রাবশ-এর ফোটো চেয়ে পাঠাল। লণ্ডনের রুশ দূতাবাসের কাছ থেকে ফোটোর কপি পাওয়া মাত্র ওটাকে বড় করানো হ'ল। গ্রিশিন নিজে চিনতে পারল না তাই তিন মাইল দূরে কেজিবি থেকে অবসর নেওয়া যে সব কর্মী দটো বিশাল ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে সেখানে গেল গ্রিশিন। ওখানে দেখা করল রাশিয়ার এক পুরনো নামকরা গুপ্তচর জেনারেল দ্রোজদভের সঙ্গে। কেজিবি-র হয়ে ছদ্ম পরিচয়ে শত্রুদের দেশে বহুবছর কাটানোর অভিজ্ঞতা তার আছে।

গ্রিশিন বড করানো ফোটোটা ওর সামনে বেখে জিজ্ঞেস করল, "একে চিনতে পারেন?"

হো হো করে হেসে উঠল দ্রোজদভ, "চোখে কখনো দেখিনি, তবে আমাব বয়সী যাবা ঐ সময়ে চাকবী করতো তাদের মনের মধ্যে চেহারাটা গাঁথা হয়ে আছে। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম শিয়াল। নাইজেল আরভিন। যাট-সত্তরেব দশকে দারুণ সক্রিয় ছিল। পরে ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীব প্রধান হয়েছিল।"

"গুপ্তচর?"

"গুপ্তচরদেব গুরু। তা ওর ব্যাপারে তোমাব এত আগ্রহ কিসেব?"

'গতকাল লোকটা মস্কোতে এসেছিল।"

"হায় ভগবান, আসার কারণটা জানো কি?"

"না", গ্রিশিন বলল বটে, কিন্তু দ্রোজদভ এই 'না' বলাটা পছন্দ করলেন না।

"এ-ব্যাপারে তোমার কিসের মথাব্যথা? তুমি তো এখন আর চাকরী করো না। কোমারভের ব্ল্যাকগার্ডদের দায়িত্বে আছ, তাই না?"

"দেশপ্রেমিকদের শক্তিগুলির সঙ্ঘের নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান আমি", চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলল গ্রিশিন।

ফিরে এসে অভিবাসন দপ্তরে গ্রিশিনের যে চরেরা আছে তাদের বলে রাখলো, "আবার যদি কখনো মিঃ ট্রাবশ ওরফে নাইজেল আরভিন মস্কো আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা যেন পায় সে।

পরদিন সৈন্যবাহিনীর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভ দেশের সবচেয়ে নাম করা পত্রিকা, 'ইজভেস্তিয়া' তে একটা সাক্ষাৎকার দিলেন। সম্পাদকের মতে এটা একটা দারুণ খবর, কারণ এই বৃদ্ধ যোদ্ধা কখনো সাক্ষাৎকার দিতে রাজী হয়নি এর আগে।

এমনিতে মনে হচ্ছিল যে, জেনারেলের আসন্ন ৭৪তম জন্মদিন উপলক্ষে নেওয়া হচ্ছে এই সাক্ষাৎকার আর সেটা শুরুও হয়েছিল তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন দিয়ে।

গাঁকগাঁক করে উত্তর দিচ্ছিলেন জেনারেল নিকোলায়েভ, "আমার দাঁতগুলো আমারই, চশমার দরকার এখনও পড়েনি, আর তো হেঁটে আপনার মতো ছোকরা সাংবাদিকও আমার সঙ্গে পাত্তা পাবে না।"

আলোচনা এক সময়ে দেশের অবস্থার প্রসঙ্গে চলে এল।

"দেশের অবস্থা শোচনীয়, সব কেমন জগা-খিচুড়ী পাকিয়ে গেছে", কোলিয়া কাকু বলল।

"আশাকরি জানুয়ারীর নির্বাচনে আপনি ইগর কোমারভকেই ভোট দেবেন", সাংবাদিক সরল মনে প্রশ্ন করল।

"ওকে ককখনো না। ওরা তো ফাসিস্তের দল। কাঠি দিয়েও ছোঁবে না ওদের।"

"ঠিক বুঝতে পারছিনা", ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাংবাদিক বলতে লাগল, "আমি তো ভেবেছিলাম......।"

"শোনো হে ছোকরা, মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা কোরো না যে আমি ঐ মেকী দেশপ্রেমিক রদ্দিমাল কোমারভের কথার মার প্যাঁচে ভুলেছি। দেশপ্রেম কাকে বলে সেটা আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে লাখলাখ লোকের আত্মাহুতি দেবার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। আর এই কোমারভ লোকটার মধ্যে আদৌ দেশপ্রেম নেই। বাজে লোক।"

"তবে একটা কথা", সাংবাদিক বলল, "তবে এটাও তো ঠিক রাশিয়ার বহু মানুষ মনে করে দেশ সম্বন্ধে কোমারভের পরিকল্পনাগুলো.........।"

"রাশিয়ার জন্যে ওর পরিকল্পনা হ'ল রক্তস্রোত বইয়ে দেওয়া। দেশে অনেক রক্ত তো ঝরেছে। এবার ক্ষান্ত দেওয়া হোক। শোনো হে, এই লোকটা ফাসিস্ত, আর আমি সাবাজীবন ফাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি এখনও লড়বো। জার্মান হোক বা রুশই হোক, ফাসিস্তরা সব সময়েই ফাসিস্ত, ওরা সকলেই শয়তান।"

"কিন্তু রাশিয়ার অবশ্যই...", প্রতিবাদ করল ঐ সাংবাদিক, "দরকার এইসব নোংরা ধুয়ে মুছে সাফ করা। গুণ্ডাবাজী বন্ধ করা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কে করবে, কোমারভ, সেই তো গুণ্ডাদের টাকা নিয়ে দল চালায়। বিভিন্ন নৃজাতিগত মানুষজনকে দমিয়ে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের সরাতে হবে"। দেশের ভার যদি কোমারভ নেয়, তাহলে আসলে ওটা চলে যাবে গুণ্ডাদেরই হাতে। একটা কথা বলে রাখছি ভাই, যারা উর্দি পরে এককালে দেশের হয়ে লড়েছে তারা কোনদিনই এই কালো-পোশাক পরা ঠগদের হাতে দেশকে ছেড়ে দিতে রাজী হবে না।"

"তাহলে আমাদের কি করা উচিত?"

বৃদ্ধ জেনারেল সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পিছনের পৃষ্ঠাটা দেখিয়ে বলল, "এই যাজকটাকে কাল টিভিতে দেখেছিলেন?"

"ফাদার গ্রিগব, যাজক? না, কিন্তু কেন?"

"আমার মনে হয় যাজকটাই ঠিক বলছে। এত বছর ধরে এখানে সব বেঠিক চলছে। ঈশ্বর এবং জার, দুজনকেই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে।"

এই সাক্ষাৎকার বেশ আলোড়ন দৃষ্টি করল, যত না বক্তব্যের জন্যে তার চেয়েও বেশি বক্তার জন্যে, বর্তমান রাশিয়ার সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও প্রাচীনতম এক যোদ্ধা বলেছেন কথাগুলো। ওটা যে "আওয়ার আর্মি" নামের পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল সেটা দেশের সব সেনানিবাসে যায়, ২ কোটি প্রধান সেনারা পড়ে। ওঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষ রেডিয়ো আর টিভির মাধ্যমে প্রচারিত হ'ল।

ইউপিএফ-এর সদর দপ্তরে ইগর কোমারভের সামনে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়েছিল কুজনেৎসভ—"আমি কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিনা মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমি তো জানতাম সারা দেশে যত গোঁড়া সমর্থক আছে আপনার তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জেনারেল নিকোলায়েভ।

কোমারভ আর গ্রিশিন কঠিন মুখ করে কথাটা শুনছিলেন। মাথায় অন্য চিন্তা, জেনারেলের ভীমরতি হয়েছে একথা প্রমাণ করা শক্ত, দ্বিতীয়ত কোমারভ গুণ্ডাদলদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিচ্ছেন এটাতেই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে কোমারভেব ভাবমূর্তি।

দলীয় পত্রিকা দুটোও তো প্রেস ভেঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রকাশিত হচ্ছে না, হ'লে ঐ অপপ্রচারের উপযুক্ত জবাব দেওয়া যেত।

"জেনারেল নিশ্চয়ই কালা ইশ্‌তেহার দেখেছে?"

"আমারও তাই মনে হয়", গ্রিশিন বলল।

"শোনো গ্রিশিন, তুমি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জন, ওদের এই অন্তর্ঘাত থেকে আমায় বাঁচাও। কে করেছে এসব?"

"একজন ইংরেজ নাম আরভিন, আর একজন আমেরিকান নাম জেসন।"

"মাত্র দুজন? তুমি এদের খতম করার ব্যবস্থা কর। শোনো আর ছ'সপ্তাহ পরে ১৫ই জানুয়ারী নির্বাচন, এটা আমি জিততে চাই। আবার শুনছি কিছু যাজক দাবী জানাচ্ছে জারকে ফিরিয়ে আনার। আমি ক্ষমতায় এলে এদের কি অবস্থা করবো ভাবতেই পারবে না।" উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলতে বলতে একটা রুল দিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে টেলিফোনটাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন। রাশিয়ার আশু ভবিষ্যৎ যেন।

"আজ আমি ভ্লাদিমিরে সবচেযে বড় পাবলিক মিটিংয়ে বক্তৃতা দিতে চাই। এরপর প্রতি বাতে টিভি আর বেডিয়ো মাবফৎ আমাব নির্বাচনী ভাষণ সম্প্রসারিত হবে। এব দায়িত্ব নেবে কুজনেৎসভ। আর গ্রিশিন, তোমার একটাই কাজ এই যারা পিছন থেকে ছুবি মারছে, তাদের মুখ বন্ধ কবতে হবে তোমাকে।"

কমিউনিজমের আম‍ে মাত্র একটা ব্যাঙ্ক ছিল, নাবোদনি অর্থাৎ জনগণেব ব্যাঙ্ক। সাম্যবাদ পতনের পর প্রায় ৮০০০ ব্যাঙ্ক গজিয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে অনেক বন্ধ হয়ে গেছে গুণ্ডাদের হস্তক্ষেপে, তারা যে পরিমাণ অর্থ দা ী করছিল তা দেওয়া সম্ভব ছিল না লোকজনের পক্ষে।

বর্তমানে মাত্র ৪০০টাব মতো ব্যাঙ্ক আছে। এর মধ্যে পয়লা সারিব পঞ্চাশটাব মালিক বিদেশী। বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক সেন্ট পিটার্সবার্গ আর মস্কোতে। সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ জগতের সঙ্গে সেরা দশটা ব্যাঙ্কের যোগসাজস আছে।

শীতকালে সবার সেরা ব্যাঙ্কের মধ্যে ছিল মোস্ট ব্যাঙ্ক, স্মলেনস্কি, আব সবচেয়ে বড়টি হ'ল মস্কোভস্কি ফেডারাল ব্যাঙ্ক।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই মস্কোভস্কি ব্যাঙ্কে এল জেসন মঙ্ক। ফোর্ট নক্স দুর্গের মতো কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চেয়ারম্যানের পাহারায় থাকে বিশেষ প্রহরী। একটা বিশেষ পরিচয় নিয়ে জেসন এসেছিল, তাই দেখা হতে বাধা ছিল না।

ইলেকট্রনিক্স মেটাল ডিক্টোরের মধ্যে দিয়ে পার করিয়ে অনেক ঘরের পর চেয়ারম্যান লিওনিদ গ্রিগোরিয়েভিচ বার্নস্তেইন-এর সামনে আসতে পারল জেসন।

টেবিলে কাঁচের ওপর রাখা জেসনের আনা চিঠিটা।

"তা লণ্ডনের খবর কি? সবে এসেছেন এখানে তাই না মিঃ মঙ্ক?"

"কয়েকদিন হ'ল।" লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার এস. এম. রথসচাইল্ড অ্যাণ্ড সন্সের চিঠির কাগজে লেখা চিঠিটা ঠিক থাকলেও স্যার ইভলিন রথসচাইল্ডের সইটা জাল।

"স্যার ইভলিন ভাল আছেন?"

এই সময় হঠাৎ রুশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল জেসন, "ভাল আছেন জানি, তবে এই চিঠির সইটা তাঁর নয়, জাল করা হয়েছে। আমি এসেছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনাকে আঘাত করতে না নিশ্চয়ই।"

"তাহলে কেন এসেছেন?"

গত ১৫ই জুলাই থেকে সব ঘটনা এক এক করে বলল জেসন। প্রথমে কোমারভের বিরুদ্ধে কিছুই শুনতে চাইছিল না চেয়ারম্যান। শেষ পর্যন্ত কালা ইশ্‌তেহারটা ধরিয়ে দিল তার হাতে।

খরগোশ, আকোপভ সাংবাদিক জেফারসন সত্যি সত্যিই মারা গেছে কিনা খবর নিল চেয়ারম্যান তারপর রিপোর্টটা আলাদাভাবে পড়ার পর মুখ থমথমে হয়ে উঠল তার। "মিঃ মঙ্ক, এ তো সর্বনাশের কথা। তাছাড়া ওরা আপনাকে ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। দশ লাখ ইহুদী আছে, এদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে? না না, বিশ্বাস হয় না।"

"আমাদের হয়", জেসন বলল।

"মিঃ মঙ্ক, আপনি তো ইহুদী নন। তবে কোমারভ রাষ্ট্রপতি হতে চলেছে, তখন কি হবে?"

"ওকে আটকাতে হবে।"

"কে আটকাবে?" চেয়ারম্যান বলল।

"অবস্থা পাল্টাবেই —কয়েকদিন আগে জেনারেল নিকোলায়েভ সংস্রব ত্যাগ করেছেন কোমারভের সঙ্গে। সনাতনপন্থী ধর্মযাজকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন।"

"খৃষ্টানরা ইহুদীদের সমর্থন করবে না।"

"কিন্তু সেটাই করাবার চেষ্টা চলছে", জেসন জানালো।

"তাব মানে আপনারা এদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ। চাই, সেনাবাহিনী, ব্যাঙ্ক, সংখ্যালঘু জাতি—প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সাহায্য কববেন। আপনি ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের বক্তৃতা শুনেছেন, যিনি জারকে ফিরিয়ে আনার দাবী করছেন।"

"শুনেছি, নির্বোধের কাজ। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হ'ল নাৎসী ফাসিস্তের চেয়ে জার অনেক ভাল। তা আমায় কি করতে হবে বলুন।"

"আমরা আপনাকে কিছুই বলবো না। আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। আপনি চার ব্যাঙ্কের কনসবটিয়ামের চেয়ারম্যান, দুটো টিভি চ্যানেল আছে আপনার, আর এয়ারপোর্টে আছে নিজস্ব প্লেন।"

"আছে।"

"এখান থেকে কিয়েভ যেতে মাত্র দু ঘন্টা লাগে।"

"কিয়েভ যাবো কেন?", চেয়ারম্যান একটু বিস্মিত হ'ল।

"আপনি বাবি ইয়ার দেখতে যাবেন।"

"আপনি এবার আসতে পারেন মিঃ মঙ্ক", চাপা স্বরে বলল চেয়ারম্যান।

কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছিল জেসন, চেয়ারম্যান জানতে চাইল জেসন ওখানে কখনো গিয়েছিল কিনা। না যায়নি। তবে সব শুনেছে বাবি ইয়ার-এর কথা। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে ওখানে এক লক্ষ নাগরিককে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, তার মধ্যে ৯৫ শতাংশই ছিল ইহুদী।

"আমি একবার ওখানে গিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর জায়গা। দিনের শুভেচ্ছা রইল মিঃ মঙ্ক।"

কুইন ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে কলেজ অফ আর্মসে ডঃ লান্সলট প্রোবিনের সদর দপ্তরের অফিসটা বেশ ছোট।

চার্ট পেতে ডঃ প্রোবিন স্যার নাইজেলকে রোমানভের বংশতালিকা দেখাচ্ছিলেন।

"রোমানভের সিংহাসনের দাবীদার একজন আছেন, কিন্তু তিনি দাবী করবেন না, আর একজন ভীষণভাবে সিংহাসনে বসতে চান, কিন্তু দুটি ব্যাপারে তাঁক বাদ দেওয়া হয়েছে। আরও একজন আছেন, তিনি একজন আমেরিকান। তাঁকে কেউ ডাকে না, আর তাঁর সুযোগও নেই।"

ডঃ প্রোবিনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল অনেকে রোমানভের বংশের বলে দাবী করেছিল। তাদের নিয়ে কাগজে অনেক লেখালিখিও হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কটাই জোচ্চুরী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

"তবে ঐ আমেরিকান দাবীদার, তার কেসটা বিচিত্র। বিপ্লবের আগে দ্বিতীয় নিকোলাসের এক কাকা ছিলেন, নাম গ্র্যাণ্ড ডিউক পল। বলশেভিকবা বিদ্রোহী হয়ে জারকে, তাঁর ভাই আর কাকাকেও হত্যা করে। পলের ছেলে গ্র্যাণ্ড ডিউক দিমিত্রি, রাসপুটিনের হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। ফলে বলশেভিকদের হাতে তাঁক মরতে হয়নি। উনি সাংহাই হয়ে পালিয়ে যান আমেরিকাতে।"

"এর কথা কখনো শুনিনি", আরভিন বললেন, "তারপর কি হ'ল?"

"দিমিত্রি বিয়ে করেছিলেন একটা ছেলেও হয়েছিল, নাম পল। এই পল মার্কিন সৈন্য বাহিনীর মেজর হিসেবে কোরিয়াতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁরও দুটো ছেলে ছিল।"

"তাহলে এরাই তো রোমানভের বংশের পুরুষদের তরফের বংশধর। তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে জারের প্রকৃত বংশধর একজন আমেরিকান?"

"অনেকে তাই মনে করেন। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউকরা রাজবংশ ছাড়া অন্য কোন সাধারণ নারীকে বিয়ে করলে তাঁদের সন্তানরা সিংহাসনের দাবীদার হবার অধিকার হারাবেন এমন একটা নিয়ম আছে। এরা ফ্লোরিডায় থাকে। তবে এদের বাদ দিলেও আর একজন আছে, তার নাম প্রিন্স সেমিয়ন রোমানভ। রক্তের সম্পর্কে এই সবচেয়ে বড় দাবীদার। চারপুরুষের পরের প্রজন্ম। তবে এঁর ব্যাপারেও অসুবিধে আছে। এঁর বয়স ৭০। সিংহাসনে বসলেও বেশি দিন টিকবেন না। আর এঁর কোন ছেলেমেয়ে নেই। আর সবার ওপর ইনি কিছুতেই সিংহাসনের দাবী করবেন না বলে দিয়েছেন। প্রস্তাব দিলেও বলবেন না।"

"খুব একটা সাহায্য করবে না এটা", আরভিন করলেন।

"এর চেয়েও খারাপ খবর এই যে উনি বেপরোয়া লোক, গাড়ির রেসে আগ্রহী, যুবতীদের নিয়ে ফূর্তি করতে ভালবাসেন। তিনবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এমন কি তাস খেলাতেই জোচ্চুরী করেন।"

"কোথায় থাকেন উনি?"

"নরম্যাণ্ডিতে, একটা আপেল খামারে।"

খুব মুশকিলে পড়ে আরভিন জানতে চাইলেন অন্য কোন পথ আছে কিনা।

"আছে, সেটা একেবারে শেষ পন্থা। রুশরা যাকে চাইবে তাকেই তাদের সম্রাট করতে পারবে, আইনটা এতই সহজ-সরল।"

"তার কোন নজীর আছে? কোন বিদেশীকে রুশরা তাদের সম্রাট করেছিল কি কখনো?"

"প্রচুর আছে। রানী প্রথম এলিজাবেথ বিয়ে করেননি, তার মৃত্যুর পর স্কটল্যাণ্ড থেকে ষষ্ঠ জেমসকে এনে রাজা করা হয়। আরও অনেক উদাহরণ আছে। ১৮৩৩ সালে গ্রীকরা তুর্কীদের

কাছ থেকে রাজ্য জয় করে নিয়ে বাভেরিয়ার ওটোকে নিয়ে আসে রাজা করার জন্যে। সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্কেও তাই হয়েছিল। সিংহাসন শূন্য থাকলে দেশের অপদার্থের চেয়ে বিদেশী যোগ্য লোক আনা অনেক ভাল।......কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো, আপনি এত সব কথা জানতে চাইছেন কেন?"

"বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছেন। রাশিয়াতে এমন একজনকে ক্ষমতাসীন করা দরকার যাতে ওখানে বর্তমান দূষিত আবহাওয়া একটু পাল্টায়" —আরভিন এরপর অনেক ধন্যবাদ দিয়ে একটা মোটা অঙ্কের চেক ডক্টরের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন, তবে যাবার আগে বলে গেলেন, "আপনি একটু খেয়াল রাখবেন। এখন ইউরোপে যে-সব রাজবংশ আছে তাদের মধ্যে সেরকম যোগ্য কারুর সন্ধান পেলে জানাবেন। তবে তাকে অনর্গল রুশ ভাষা বলতে হবে।"

ক্রেমলিনের উত্তর দিকে পাঁচ মাইল দূরে মস্কোর প্রধান টিভি সেন্টার। সেখানে বরিস কুজনেৎসভ পৌঁছেছে, সঙ্গে ভ্লাদিমিরে ইগর কোমারভের সভার একটা ভিডিও ক্যাসেট।

বক্তৃতাতে কোমারভ প্রচ্ছন্নভাবে ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের জারকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার দাবী এবং বৃদ্ধ জেনারেলের আবেদনকে নস্যাৎ করে দিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, "অতীতের মানুষরা অতীতের আশা-আকাঙক্ষা নিয়ে বাঁচে। কিন্তু বন্ধুগণ আপনি ও আমি, আমরা সবাই ভবিষ্যতের কথা ভাবি, কারণ ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে।"

পাঁচ হাজার লোকের ঐ সমাবেশ আনন্দে উন্মাদ হয়ে হাততালি দিয়েছিল। এবার ঐ সমাবেশের ক্যাসেটটা টিভির মাধ্যমে দেখানো হবে যাতে পাঁচ কোটি রুশ কোমারভের সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

কর্মসূচীর প্রধান আন্তন গুরভ, কুজনেৎসভের বহুদিনেব আলাপিত বন্ধু। কোমারভের ভক্তও। তার হাতে ক্যাসেটটা তুলে দিয়ে কুজনেৎসভ বলল, "দারুণ ক্যাসেট। আমি ছিলাম ঐ সভায়। তোমারও ভাল লাগবে। তাছাড়া ভাবী রাষ্ট্রপতি প্রতি রাতে তোমাদের এই কমার্সিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে বক্তৃতা দেবেন। প্রচুর টাকাও আসবে, তোমাদের মান-সম্মানও বাড়বে।"

"একটু অসুবিধে দেখা দিয়েছে কুজনেৎসভ। আমি ব্যক্তিগতভাবে কোমারভকে পুরোপুরি সমর্থন করি, তাই তো?"

কর্মসূচী নির্ধারক হিসেবে গুরভ জানে যে টিভির মাধ্যমে যে প্রচার হয় তার প্রভাব অত্যন্ত বেশি। একমাত্র বৃটেনের বি.বি.সি নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রচারে মদত দেয়, এছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র সরকারী টিভিতে শুধু সরকারেরই প্রচার চালানো হয়। তাই রাশিয়ার সরকারী টিভিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ইভান মারকভের বক্তব্য প্রচারিত হচ্ছে এবং হবে। বাকী দুজন প্রার্থীর মধ্যে নয়া-কমিউনিস্ট পার্টির গেন্নাদি জিউগানভ মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। বাকী একজন দেশপ্রেমিক সঙ্ঘের ইগর কোমারভ লড়ে যাচ্ছেন।

বেসরকারী টিভির কমার্সিয়াল চ্যানেলে সময় কিনে নিলে নিজের বক্তব্য পুরোপুরি বলা যায়, তাতে খরচ প্রচুর। গেন্নাদির সেই অর্থ না থাকলেও কোমারভের অভাব নেই।

কুজনেৎসভ একটু বিভ্রান্ত হ'ল, "কি ব্যাপার গুরভ, কিসের অসুবিধে?"

"আমাদের পলিসিতে কিছু রদবদল হয়েছে। ওপর তলার ব্যাপার। জানোতো আমাদের ব্যবসা প্রচণ্ডভাবে ব্যাঙ্ক-নির্ভর।"

"তোমাদের অবস্থা কি এতই খারাপ হয়েছে, যে ব্যবসার এই পরিণতি", কুজনেৎসভ জানতে চাইল।

"না, তা নয়, আমার ওপর নির্দেশ আছে, কোমারভের কোন বক্তৃতা এখান থেকে প্রচারিত হবে না। এমন কি তোমাদের দেওয়া অগ্রিম টাকাও ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে।"

রেগে উঠে দাঁড়াল কুজনেৎসভ, "ঠিক আছে, অন্য কমার্সিয়াল চ্যানেলে যাচ্ছি।"

"কোন লাভ হবে না, সবাই ঐ একই ব্যাঙ্কারের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। মানে হচ্ছে এর পিছনে অন্য ব্যাপার আছে কিছু। কেন জানো? এর বদলে আমরা প্রচার করতে চলেছি ঐ ভ্রাম্যমান যাজকের সব সমাবেশ আর বক্তৃতা। যে যাজক পুনরুত্থান চাইছে—ঈশ্বরের আর জারের।"

কুজনেৎসভ যখন এই দুঃসংবাদ নিয়ে গ্রিশিনের কাছে পৌঁছল, তখন দুজনেই বেশ বুঝতে পারলেন চক্রান্তটা এখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠতে চলেছে।

সেই রাতে ইউরোপের অন্য প্রান্তে স্যার নাইজেল একটা ফোন পেলেন ডঃ প্রোবিনের। কাল সকাল দশটায় আসুন, খবর আছে।

॥ ষোলো ॥

রাশিয়াতে মিলিশিয়া বা পুলিশবাহিনী পরিচালিত হয় সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এম.ভি.ডি-র অধীনে। এর দুটো ভাগ—একদিকে ফেডারেল পুলিশ, অন্যদিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পুলিশ। মস্কো পড়ে আঞ্চলিক পুলিশের হাতে। এম.ভি.ডি-র অধীনে আছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ১,৩০,০০০ পুলিশ।

কমিউনিজমের পতনের পর মাফিয়াদের অত্যাচার এমন বেড়ে যায় যে বরিস ইয়েলেৎসিন বাধ্য হয়েছিলেন সমগ্র পুলিশবাহিনীকে দিয়ে এটা দমন করার জন্যে।

মস্কোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, যার নাম জি.ইউ.ভি.ডি, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপরাধ দমনে আংশিক সাফল্য পেয়েছিল ; তখন এই বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন ভ্যালেন্তিন পেত্রোভস্কি। নিঝনি নভোগোরদের লোক। অত্যন্ত সৎ ও সাহসী অফিসার। এঁকে তুলে এনে বসানো হয় মস্কোতে।

প্রথমেই মাফিয়াদের "ঘনিষ্ঠ" এমন দশ-বারোজন অফিসারকে ছাঁটাই করলেন। তারপর বাকীদের কাছে অন্যলোক মারফৎ ঘুষ দেওয়াবার চেষ্টা করলেন। যারা ফাঁদে পা দিল তারা বিতাড়িত হ'ল। আর যারা এক কথায় ঘুষ দাতাদের ফিরিয়ে দিল, তাদের পদোন্নতি ঘটালেন। কিন্তু ক্যান্সার অনেকদূর ছড়িয়ে গিয়েছিল, ফলে মাফিয়ারা ধরা পড়ার পরেও আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে পুনোর্দ্যমে 'কাজ' চালিয়ে যাচ্ছিল। পেত্রোভস্কির একটা নিজস্ব র‍্যাপিড রি-অ্যাকশান বাহিনী ছিল—এস.ও.বি.আর. নিজেই এদের নেতৃত্ব দিতেন।

উনি বুঝতে পারলেন মস্কোর সবচেয়ে শক্তিশালী মাফিয়া দল— দোলগোরুকি দলটিকে সামলানো বেশ কষ্টকর হয়ে উঠছে। এদের প্রচুর অর্থ, প্রচুর ক্ষমতা।

পেত্রোভস্কি নিজে উঠে পড়ে লাগলেন দোলগোরুকিদের নির্মূল করতে, ফলে তাদের চোখে পরম শত্রু হয়ে উঠলেন তিনি।

প্রথম সাক্ষাতে উমর গুনায়েভ জেসনকে বলেছিল পরিচয়পত্র ইত্যাদি জাল করার দরকার নেই, চাইলে সব পাওয়া যায়। এবার সেটার পরীক্ষা নিতে চাইল।

এবার দেখা করতে হবে জেনারেল পেত্রোভস্কির সঙ্গে, তাই জেনারেল স্টাফ অফিসারের উর্দিই যথেষ্ট। জি.ইউ.ভি.ডি-র এই অফিসারের পোশাক ও পরিচয়পত্র চেচেন-নেতা গুনায়েভ কোত্থেকে জোগাড় করেছিলেন জেসন সে সব প্রশ্ন করেনি।

পেত্রোভস্কি সবকাবী আবাসে থাকতেন না। কমিউনিজমেব পতনেব পব পার্টিব বিভিন্ন অফিস বাড়ি সবকাব নিযে নেয, তাবই একটা বাড়িব টপফ্লোবেব একটা তলা নিচে থাকতেন তিনি।

এম ভি ডি মিলিশিযা বাহিনীব একটা চইকা গাড়িতে কবে ঐ বাড়িতে এল জেসন। মেশিনগান হাতে একজন প্রহবী ওব পবিচযপত্র ইত্যাদি দেখে ভিতবে যেতে দিল।

ওপবে উঠে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটা খুঁজছে জেসন, এমন সময একটা বাচ্চা মেযে বেবিযে এল, হাতে পুতুল। পিছনে তাব মাও ছুটে এসেছেন। দবজাটা একটু খোলা। সার্ট পবা এক ভদ্রলোক, খেতে খেতে উঠে এসেছেন।

জেসনকে দেখে বললেন, 'কর্ণেল সোলোখিন, এমন অসময়ে, কি ব্যাপাব?"

পডাব ঘবে গিযে বসলেন দুজনে। জেসন দেখল যে অপবাধীদেব আতঙ্ক এই অসাধাবণ দক্ষ পুরুষটি প্রায তাবই বযসী।

মদ খায না শুনে খুশী হযে কফিব অর্ডাব দিলেন পেত্রোভস্কি।

ফাইল দুটো বাড়িযে দিল জেসন।

"পবে পডলে হয না?"

"না, বিশেষ জরুবী।"

দ্রুত চোখ বুলিযে নিযে চমকে উঠলেন জেনাবেল, "এটা আসছে কোত্থেকে?"

"ব্রিটিশ গুপ্তচব বিভাগ থেকে। এটা কিন্তু আপনাকে উত্তেজিত কবাব জন্যে নয। তিনজন ইতিমধ্যে মাবা গেছে তাব মধ্যে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক।"

"হ্যা মনে পডছে। ভেবেছিলাম গুণ্ডাদেব কাজ। আপনাব কি ধাবণা এটা কোমাবভেব ব্লাক গার্ডদেব কাজ?

হতে পাবে, তবে দোলগোবকিদেবও কেউ লাগিযে থাকতে পাবে।

'কিন্তু বহস্যময কালো ইশতেহাবটা কোথায?'

'আমাব এই অ্যাটাচিতে।'

"আমাব যা খবব তাতে এটা ইংল্যাণ্ডে থাকা উচিত।'

হ্যাঁ, জেনাবেল ওবাই আমাকে দিযেছে।'

'তবে কি আপনি মস্কোব গুপ্তচব বাহিনীব কেউ নন?"

"আমি আমেবিকান।"

পেত্রোভস্কি ভয পাওযাব কোন লক্ষণ দেখালেন না। এব কাছে বোমা-বন্দুক কিছুই নেই, সে বিষযে তিনি নিশ্চিন্ত।

জেসন ধীবে ধীবে সব কথা বলে গেল। "আপনাব আসল নাম কি?"

"জেসন মঙ্ক।"

'আপনি রুশ ভাষা সুন্দব বলেন। কই কালো ইশতেহাবটা দেখি। কি আছে ওতে?"

"অন্যান্য অনেক বিষযেব সঙ্গে আপনি ও আপনাব বাহিনীব মৃত্যুদণ্ডেব কথা, কোমাবভেব আদেশ।"

ত্রিশ মিনিটে পড়ে শেষ কবে আব পাঁচজনেব মতো জেনাবেলও বললেন, "ঘোড়াব ডিম এটা।"

আব সবাব মতো এবাবও জেসন তাঁকে বিস্তাবিত সব কিছু জানাল।

"না, আমি এ-বিষযে কিছু কবতে পাবব না। তাছাড়া কোমাবভ নির্বাচনে জিতবেনই।"

"নাও পাবেন, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ জেনাবেল নিকোলাযেভ বিরুদ্ধে গেছেন। টিভিও কোমাবভকে বযকট কবেছে।"

"তাহলে তো ফুরিয়েই গেল ব্যাপারটা।"

"না, স্যার। তার চেলা গ্রিশিন আছে, আছে তাদের ব্ল্যাকগার্ড আর সেই সঙ্গে দোলগোরুকি গুণ্ডাদের বাহিনী। শেষ পর্যন্ত কী হবে বলা যায় না।".........ঠিক আছে স্যার আমি চলে যাচ্ছি, খালি আপনার ফোন নম্বরটা দিন আমাকে।"

নম্বরটা সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে গেঁথে ফেলল জেসন, "আমি আসি তাহলে?"

"যান, দেরী করলে গ্রেপ্তার করব।"

দরজার কাছ থেকে বলল, "আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতামই। কোমারভ জিতুন বা হারুন হয়ত নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্যে আপনাকে লড়তে হবে।"

বাচ্চা ছেলের মতো উত্তেজিত ডঃ প্রোবিন, স্যাব নাইজেলকে নিয়ে এসে বসালেন পড়ার ঘরে।

ডেনমার্কের রাজবংশের ইতিহাস বলতে বলতে এক জায়গায় এসে বংশ তালিকায় দেখালেন যে, জার নিকোলাস আর এখানকার সম্রাট জর্জ খুড়তুতো ভাই। এই জর্জের চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলেন প্রিন্স জর্জ অফ উইণ্ডসর। এর প্রপিতামহী ছিলেন জারের মাসী। দুই ডেনিশ রাজকুমারির নাম ছিল ডাগমার আর আলেকজান্দ্রা। এই প্রিন্স জর্জ বিবাহ সূত্রে রোমানভ বংশের সঙ্গে যুক্ত। দ্বিতীয় নিকোলাসের এক সম্পর্কিত বোন এথেন্সে পালিয়ে গিয়ে নিকোলাসকে বিয়ে করেন, তাঁদের মেয়ে রাজকুমারী মারিনার শরীরে তিন ভাগ রক্ত আছে রোমানভ বংশের। এই মারিনার সঙ্গে বিয়ে হয় প্রিন্স জর্জ অফ উইণ্ডসরের। এঁদের দুই ছেলে। মারিনা অর্থোডক্স চার্চের অধীনে সন্তানদের জন্ম দেন।.........এদেব মধ্যে ছোট ভাইটি বেশি ভাল। বয়স ৫৭। জন্মসূত্রে রাজ পরিবারের সন্তান, রানীর সম্পর্কিত তাই। বিয়ে একটাই। কুড়ি বছরের ছেলে আছে। এককালে সেনাবাহিনীতে ছিল। তবে খারাপ দিকটা হ'ল এই যে, ও গুপ্তচর বিভাগে ছিল। রুশ আর ইংরাজী ভাষায় সমান দক্ষতা।"

"কোথায় থাকেন ইনি", নাইজেল প্রশ্ন করলেন।

"গোটা সপ্তাহ লণ্ডনে, শনি ববিবারে গ্রামাঞ্চলে, নাম ডেব্রেট।"

স্যার নাইজেল দেখা করলেন ছোট ছেলের সঙ্গে। সব শুনে তিনি বললেন, "আপনি যা বললেন তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তবে ব্যাপারটা অসাধারণ মনে হচ্ছে। রাশিয়ার ব্যাপারে আমার নজর আছে ঠিকই, কিন্তু.........। তাছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনে মহারানীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"ওটা হবে না, স্যার। তাছাড়া গণভোটের কোন সম্ভাবনা নেই রাশিয়াতে। আর হলেও জনগণ উল্টোটাও চাইতে পারে।"

"ঠিক আছে স্যার নাইজেল, পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে তাহলে এখন অপেক্ষা করা যাক। যাত্রা নিরাপদ হোক স্যার নাইজেল।"

মেট্রোপেল হোটেলের চারতলায় একটা প্রাচীন রুশ ঐতিহ্যবাহী সুন্দর রেস্টুরেন্ট আছে, সকলে বলে বয়ার্স হল. এই বয়ার্সরা ছিলেন জারের পার্ষদ। সাজানো গোছানো জায়গা।

এই হলঘরেই ১২ই ডিসেম্বর জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভের ৭৪তম জন্মদিন উৎসব পালিত হচ্ছিল।

নিকোলাইয়ের সেই বোন যাকে তিনি পিঠে করে একশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন, সে বড় হয়ে স্কুলের শিক্ষিকা হয়েছিল। সহকর্মীকে বিয়েও করে। একটা ছেলে আছে নাম মিশা, জন্মেছিল ১৯৫৬ সালে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। দেশের বাইরে ছিলেন নিকোলাই। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যোগ দিতে চলে আসেন। এর দুবছর আগে বোন চিঠি লিখেছিল যদি কখনো আমাদের কিছু হয়ে যায় তবে তিনি যেন ভাগ্নে মিশার ভার নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭। অবিবাহিত। নিজস্ব কোয়ার্টার নেই। কী করা যায় ভাগ্নেকে নিয়ে?

দশ বছর হলে নাম করা মিলিটারী আকাদেমী নাখিমভে তাকে পাঠান যেত, কিন্তু মিশার বয়স মাত্র ৭ বছর।

তিনবার 'হীরো' মেডেল পাওয়া নিকোলাইয়েব সম্মানে ঐ বয়সেই মিশাকে ভর্তি করা হ'ল ঐ আকাদেমীতে।

১৮ বছর বয়সে মিশা আন্দ্রেইয়েভ লেফটেনান্ট হয়ে বেরিয়ে এল, আব মামার মতো ট্যাঙ্ক ডিভিশনে যোগ দেয়।

এখন ওর বয়স ৪৩, মস্কোর বাইরে সবার সেরা ট্যাঙ্ক ডিভিশনে ও মেজর জেনারেল।

রেস্টুরেন্টে ঢুকতেই পুরনো ওযেটার ভিক্তর ছুটে এল। এককালে নিকোলাইয়ের অধীনে কাজ করেছে। দীর্ঘ সেলাম করে ও বলল—"জেনারেল আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি ৬৮ সালে প্রথমে গোলন্দাজ ছিলাম ট্যাঙ্কের। আপনাদেব সিট ওই কোণে জানলার পাশে।"

অনেকে মুখ ফিবিয়ে তাকাল। তাদেব মধ্যে কয়েকজন ফিসফিস করে বলল, "কোলিকা কাকু"।

"মামা, আবও ৭৪ বছর বাঁচো তুমি", মামা-ভাগ্নে টোস্ট করে মদে চুমুক দিল।

রেস্টুরেন্টেব বার কাউন্টারেব পিছনে একটা উঁচু মঞ্চে গায়িকাবা গান গায। সেদিনও ছিল। তবে তাদের পোশাক রোমানভ রাজকুমারীদেব মতো। কোরাস শেষ হবাব পর, পুরুষ আব নারীর দ্বৈত কণ্ঠে বিখ্যাত রুশ গান "কালিঙ্কা" শোনা গেল। সৈনিক তার প্রেমিকাকে ছেড়ে যুদ্ধে চলে যাচ্ছে, ফিরে আসাব প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

সেনাবাহিনীব প্রাক্তনবা গানটা শেষ হতেই জেনারেল নিকোলাইকে শ্রদ্ধা জানাল উঠে দাঁড়িয়ে, তার স্বাস্থ্য পান করল সবাই। খারাপ লাগছিল না জেনাবেলের।

একদল জাপানী পর্যটক হাঁ করে দেখছিল। ব্যাপারটা জানতে চাইলে ভিক্তর বলল, "যুদ্ধের বীর নায়ক। মহান দেশাত্মবোধক যুদ্ধের মহান সেনানী।" জাপানীরাও তাঁকে অভিনন্দন জানালো।

ভাগ্নে মিশা বহুদিন ধরেই মামার প্রশংসা শুনে এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রেও অন্যায়ভাবে সৈন্যছাড়া আর কাউকে হত্যা করেননি। আজ তাঁর এই সম্মান দেখে তার মন আনন্দে ভরে উঠছিল। ভাবল, চেচনিয়ে যুদ্ধে যদি মামা থাকতেন তবে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হতে দিতেন না।

স্তালিন বা ক্রুশ্চভ কেউই যে-সব অনামী সেনা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিল তাদের স্মৃতি রক্ষার জন্যে কিছু করেননি।

ক্রুশ্চভ চলে যাবার পব পলিটব্যুরো শাশ্বত অগ্নিশিখার ব্যবস্থা করেন মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করিয়ে।

একবার মে-দিবস কুচকাওয়াজের পর মামা তাঁর ভাগ্নেকে একান্তে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন ঐ শাশ্বত অগ্নিশিখার সামনে। "শপথ কোরো এই সব মহান শহীদদের নামে তুমি কখনো এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।"

"শপথ করছি মামা।"

দুজনে কথা হচ্ছিল। "আজকের ইজভেস্তিয়া কাগজ দেখেছো মামা", ভাগ্নে প্রশ্ন করল, "মনে হয় ও জিতেই যাবে। তোমার মুখ বন্ধ রাখাই উচিত।"

"অনেক বয়স হয়ে গেছে। যা দেখি তাই বলি।"

বৃদ্ধ জেনারেলের চোখের সামনে ঐ রেস্টুরেন্টের রুশ রাজকুমারীর পোশাক পরা গায়িকাদের মুখগুলো ভেসে উঠছিল।

"একটা কথা বলে রাখি মিশা, যদি মারা যাই হঠাৎ, আমাকে কিন্তু বিশপ ডেকে গ্রামের বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে কবর দেবে ; বুঝলে?"

"মামা, তোমার মুখে বিশপ, মানাচ্ছে না ঠিক।"

"বোকার মতো কথা বলো না মিশা, যার ৬ মিটার দূরে বিশাল জার্মান বোমা পড়েও ফাটেনি, সে বিশ্বাস করতে বাধ্য ওই ওপরে আর একজন কেউ আছেন। চাকরীর খাতিরে উল্টো কথা বলতে হয়েছে বৈকি। চলো, আমাকে পৌঁছে দিয়ে যাও।"

* * * *

স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে একটা ট্রেন ছুটে চলেছে মস্কোর দিকে। একটা কামরায় দুজন যাত্রী। ব্রায়ান ভিনসেন্ট ঘড়ি দেখে বলল, "আর আধঘন্টা পরে সীমান্ত, আপনি উঠে শুয়ে পড়ুন।" স্যার নাইজেল তাই করলেন।

যথারীতি রুশ অফিসার উঠল এঁদের কামরায়। "পাশপোর্ট প্লিজ। ভিসা নেই কেন?"

"কূটনীতিবিদদের ভিসা লাগে না"—উত্তর দিল ব্রায়ান, "আসলে উনি মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের অসুস্থ পিতা লর্ড অ্যাসকুইথ।"

রুশ ইন্সপেক্টার ভাল করে দেখল—চেহারাতেও মিলছে না, নামও ট্রাবশ বা আরভিন নয়। ওদের ওপর নির্দেশ আছে এঁর খোজ করার। ওরা পাশপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে চলে গেল।

ঝট করে বাঙ্ক থেকে নেমে স্যার নাইজেল এই পাশপোর্ট দুটো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে বাথরুমের গর্ত দিয়ে নিচে বরফের ওপর ফেলে দিলেন।

ভোর বেলায় ওঁরা পৌঁছে গেলেন মস্কো। তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ১৫ ডিগ্রী কম। স্টেশন থেকে বেরোনো মাত্র ছেঁকে ধরেছে ভিখারীরা। এই শীতেও রাস্তাঘাটে শুয়েছিল ওরা। ব্রায়ান স্যার নাইজেলকে সাবধান করে দিল কাউকে একটা পয়সাও না দিতে। একবার দিলে সবাই ছেঁকে ধরবে। কিছু না পেয়ে ভিখারীরা বিশ্রি গালাগাল দিতে লাগল, "বিদেশী, নরকে যা বিদেশী। দাঁড়া কোমারভ আসছে।"

ওঁরা এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি ধরতে যাচ্ছেন, এমন সময় একটা বিশাল মিলিটারী ট্রাক সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, গাদাগাদা মৃতদেহ উপচে পড়ছে পিছন দিক থেকে।

ন্যাশনাল হোটেলে ওঠার কথা, কিন্তু ইচ্ছে করে হোটেলের লাউঞ্জে বসে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যের পর ফিরলেন। জেসন মঙ্কের কাছ থেকে খবর পেয়েই এঁরা এসেছেন। বৃদ্ধ ধর্মযাজকের সঙ্গে এবার স্যার নাইজেলের দেখা করা প্রয়োজন।

জেসন যে খবরটা ল্যাপটপ কম্পিউটার দিয়ে পাঠিয়েছিল তার শব্দটা ধরা পড়ল ফাপসি-র যন্ত্রে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রিশিনকে খবর দেওয়া হল। শব্দ তরঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্ছে, খবরটা আধমাইলের মধ্যে কোন জায়গা থেকে পাঠানো হয়েছিল। এবার খুঁজতে হবে যন্ত্রটা কোথায় আছে।

গ্রিশিনকে ফোন করে ফাদার ম্যাক্সিম জানাল যে, আবার একজন বিদেশী দেখা করতে এসেছে হিজ হোলিনেসের সঙ্গে। প্রায় একঘন্টা ধরে কথা হচ্ছে, তবে কিছুই তেমন শুনতে পারেনি। আর এসেছে ন্যাশনাল হোটেলের গাড়ি নিয়ে। গ্রিশিন ব্যাপারটা বুঝে গেল। ফোন করে দশজন বিশেষ পাহারাদারকে আসতে বলল।

তাদের ওপর হুকুম হ'ল, দুজন লবিতে, দুজন লিফটের কাছে, দুজন রাস্তায়, চারজন গাড়িতে বসে নজর রাখতে লাগল ন্যাশনাল হোটেলের ওপর।

এবার ডেকে পাঠাল একজন তালা-ভাঙ্গিয়েকে। ন্যাশনাল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে ইনটুরিস্ট হোটেল। সেখানে ওকে অপেক্ষা করতে বলা হ'ল, খবর পাওয়া মাত্র ন্যাশনাল হোটেলে আরভিনদের ঘরে ঢুকে তল্লাশী নিতে হবে।

ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত গ্রিশিন, কারণ আরভিন এখানে এসে প্রধান ধর্মযাজকের সঙ্গে দেখা করে যে-সব কথা বলেছিল, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল ফাদার ম্যাক্সিম—কথাটা "রোমানভ রক্ত", "অত্যন্ত উপযুক্ত"—ফাদারের কাছে বোধগম্য না হলেও গ্রিশিন বুঝতে পারছে ষড়যন্ত্রের গতি কোনদিকে এগোচ্ছে। প্রধান ধর্মযাজক যে বিদেশীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ সতেরো ॥

ন্যাশনাল হোটেলের সামনে অপেক্ষা করার সময় গ্রিশিন ডেকে পাঠাল প্রচার অধ্যক্ষ কুজনেৎসভকে, "খবর নাও ট্রাবশ ও আরভিন নামে যে বিদেশী এখানে উঠেছে তার ঘরের নম্বর কত।"

কুজনেৎসভ খবর নিয়ে এল, আরভিন নামেই উঠেছে ২৫২ নম্বর ঘরে, সঙ্গে একজন কমবয়সীও আছে।

তালা ভাঙ্গার লোকটিকে খবর দেওয়া হ'ল ২৫২ নম্বর ঘরের তল্লাশি নিতে হবে।

রাত ৮টার কয়েক মিনিট পরে আরভিন দোভাষীকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন হোটেল ন্যাশনাল থেকে।

এবার একটু দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করা শুরু করল গ্রিশিনের প্রহরীরা। ঘুরতে ঘুরতে আরভিনরা ঢুকলেন আর একটা পুরনো আমলের হোটেল দ্য সিলভার এজ-এ। অতি কষ্টে এক কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসলেন দুজনে। একটু পরে খাবার এল।

গ্রিশিনের খবর পেয়ে তালা-ভাঙ্গার লোকটি ওদিকে ২৫২ নম্বর ঘরে ঢুকে পড়েছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু না পেয়ে ফিরে আসছিল তখন কি মনে করে খাটের তলাটায় নজর দিতেই পেয়ে গেল একটা অ্যাটাচি আপাতদৃষ্টিতে ফাঁকা ছিল ওটা। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটিয়ে তলার ঢাকাটা সরিয়ে দেখল প্রধান ধর্মযাজকের একটা চিঠি আছে। তার ফোটো তুলে নিল চোরটা।

ওদিকে গ্রিশিন চারজন ব্ল্যাকগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলো দ্য সিলভার এজ-এ। সোজা গিয়ে দাঁড়াল আরভিনদের টেবিলের সামনে। "স্যার আরভিন?", ভিনসেন্ট রুশ ভাষাকে ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিল।

"হ্যাঁ, আমিই স্যার নাইজেল ....তবে কার সঙ্গে কথা বলছি আমি।"

"অভিনয় ছাড়ুন। এদেশে ঢুকলেন কি করে?", হিস হিস করে উঠল গ্রিশিনের কণ্ঠস্বর।

"এয়ারপোর্ট দিয়ে।"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে বলছি না............কর্ণেল.........আপনি নিশ্চয়ই কর্ণেল গ্রিশিন—শুনুন আমি বৈধ পাশপোর্ট নিয়েই এসেছি।"

একটু দ্বিধা হ'ল গ্রিশিনের। তবুও মনস্থির করে নিয়ে বলল, "ইংরেজ, আপনি আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযথা নাক গলাচ্ছেন, যেটা আমার পছন্দ নয়। এছাড়া আপনাদের আমেরিকান কুত্তা জেসন মঙ্কও এখানে এসেছে, তাকে ধরবোই, তখন ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।"

"তাহলে শুনুন কর্ণেল গ্রিশিন, খোলাখুলি কথা বলতে আমিও পছন্দ করি। আপনি একজন অত্যন্ত ঘৃণিত ব্যক্তি, এবং আপনি যাঁর অনুগত, সেই লোকটি আরও নীচস্তরের মানুষ।"

দোভাষী ভিনসেন্ট ভয়ে আঁতকে উঠে আরভিনকে বলল, "স্যার কাজটা কি ভাল হচ্ছে?"

"তুমি শুধু রুশভাষায় অনুবাদ করে যাও।"

গ্রিশিন রাগে অপমানে ফুঁসছিল। "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রুশবা অনেক ভুল করে থাকতে পারে, তবে তোমার মতো অপদার্থকে তাদের উচিত নয় মেনে নেওয়া।.........আর সবশেষে বলে রাখি তুমি আর তোমার প্রভু ঐ ছোটলোকটা কোনদিনই দেশের ক্ষমতা হাতে পাবে না। এখনও সময় আছে মন আর মত দুটোই পাল্টাও। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখবে কি? কি করবে তুমি?"

গ্রিশিন খুব শান্ত গলায় বলতে শুরু করল, "আমার ইচ্ছে, প্রথমেই তোমাকে খুন করব। তুমি জ্যান্ত ফিরে যেতে পারবে না রাশিয়া থেকে।"

ভিনসেন্ট সেটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে তার সঙ্গে জুড়ে দিল, "আমি মনে করি সেও।"

যে সব খদ্দেররা খেতে ব্যস্ত ছিল তারা অবাক হয়ে এই কথাকাটি শুনছিল। কিন্তু কেউই নাক গলায় নি।

"এর চেয়ে ভাল কিছু তুমি চাইতে পারতে না", আরভিন বললেন।

গ্রিশিন নাক কুঁচকে অবজ্ঞার সুরে বলল, "কে তোমাকে বাঁচাবে শুনি? এই শূয়োরগুলো।"

শূয়োর শব্দটা ব্যবহার করে দারুণ ভুল করে ফেলল গ্রিশিন। তার বাঁ দিকে কি যেন একটা ধপ করে এসে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একটা ছোরা টেবিলে গেঁথে থরথর করে কাঁপছে। অন্য ধারে মুখ মোছার তোয়ালের আড়ালে একজন বাগিয়ে ধরে আছে ৯ মিঃ মিটারের মেশিনগান।

গ্রিশিন তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্ল্যাকগার্ডদের জিজ্ঞেস করল, "এরা কারা?"

"এরা চেচেন", ফুঁসে উঠল গার্ডটা।

"এরা সবাই কি তাই?"

"মনে হচ্ছে।"

ক্লিক ক্লিক শব্দ হ'ল। প্রায় পঞ্চাশজনের হাতে নানাবিধ অস্ত্র।

"দাঁতে দাঁত পিষে গ্রিশিন বলল, "আমি তোমার ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম, ইংরেজ। দূর হয়ে যাও রাশিয়া থেকে। কখনো ফিরে এসো না, আর তোমার মার্কিন বন্ধুটির আশা ছেড়ে দাও।"

গার্ডদের নিয়ে ফিরে গেল গ্রিশিন।

"আপনি এদের সম্বন্ধে জানতেন আগে থেকে?", ভিনসেন্ট অবাক।

"মনে হচ্ছে খবরটা ঠিক সময় ওদের হাতে পৌঁছেছিল। এবার যাবো কি আমরা?"

চেচেনদের কয়েকজন স্যার আরভিন আর ভিনসেন্টকে পরদিন সকালে প্লেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রেখেছিল।

পরদিন সকালে জেসন মস্কোর একটা ম্যাপ দেখতে ব্যস্ত ছিল তখন গুনায়েভ এল।

"তোমার সঙ্গে কথা আছে", চেচেন নেতা বলল।

"তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ বুঝতে পারছি, আমি সত্যিই দুঃখিত।"

"তোমার বন্ধুরা নিরাপদে ফিরে গেছে। কিন্তু কাল সিলভার এজ-এ যা হয়েছে সেটা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছু না। তোমার কাছে ঋণী বলেই আমি এসব সহ্য করছি। কিন্তু ঋণটা ক্রমশঃ কমে আসছে। আমি তোমার কাছে ঋণী হতে পারি, কিন্তু আমার দলের লোকেরা নয়। তাদের ওভাবে বিপদে ফেলাটা ঠিক হয়নি।"

"দুঃখিত। কিন্তু একটা বিশেষ কাজে ঐ বৃদ্ধর এখানে আসা অত্যন্ত জরুরী ছিল।"

"ঠিক আছে। উনি হোটেল থেকে না বেরোলেই পারতেন।"

"মনে হচ্ছে উনি চাইছিলেন গ্রিশিনের মুখোমুখি হতে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু টাকা দিলে উনি পঞ্চাশজন দেহরক্ষী সহজেই পেতে পারতেন। মস্কোয় এখন এরকম হাজাব হাজার দেহরক্ষী আছে, বেশ কিছু সংগঠনও আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই পাওয়া যেত।"

"নিশ্চয়ই যেত", জেসন বলল, "কিন্তু তারা ভাড়া করা লোক, বিশ্বাসী নাও হতে পারত। গ্রিশিনের তরফ থেকে টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারত। তাই তোমার লোকেদের নিয়েছিলাম।"

"এবার তো গ্রিশিন বুঝে যাবে কারা তোমাকে আড়াল করে রেখেছে", গুনায়েভ বলল, "এবার আমাদের পক্ষে সময়টা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠবে। এর মধ্যে খবর পেয়েছি দোলগোরুকিদের বলা হয়েছে সংঘর্ষ শুরু করতে। আমাদের দলের সঙ্গে লড়াই লাগুক এটা আমি চাই না। ঐ কালা ফাইল নিয়ে কি যে শুরু করেছো তোমরা বোঝা ভার। তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে লড়াই শুরু হচ্ছে এটা ঠিক নয়।"

"দেখো এটা আমাদেরও লড়াই", জেসন বলল, "আমি খানিকটা এগিয়ে দিয়েছি। বাকীটা তোমাদের দায়িত্ব।"

"কি ভাবে?"

"জেনারেল পেত্রোভস্কির সঙ্গে কথা বলো।"

"ওর সঙ্গে, জানো ও আমাদের কত ক্ষতি করেছে।"

"জেনেই বলছি। তবে এটাও ঠিক পেত্রোভস্কি তোমাদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করে দোলগোরুকিদের।" তাছাড়া আমাকে একবার দেখা করতেই হবে প্রধান ধর্মযাজকের সঙ্গে। কয়েকটা জরুরী কথা বলার আছে। সেই সময়ে আমি তোমাদের সাহায্য চাই।"

"উনি তো যাজক, কেউ সন্দেহ করবে না, তুমি পাদ্রীর পোশাক পরে চলে যাও।"

"অসুবিধে আছে। ঐ বৃদ্ধ হোটেলের গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধান ধর্মযাজকের বাড়ি। গ্রিশিনরা গাড়ির সূত্র ধরে নিশ্চয়ই জেনে গেছে ব্যাপারটা, আর ধর্মযাজকের বাড়ির ওপব কড়া নজর রাখবে ওরা।"

আরভিনের পাশপোর্ট আর অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে পাওয়া ফোটোটা বড় করিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিল গ্রিশিন। তারপর গেল কোমারভের কাছে। ফোটাটা উনিও দেখলেন, তারপর প্রধান যাজকের চিঠির যে ফোটোটা চুরী করে আনা হয়েছিল সেটাও দেখলেন। চিঠিতে সম্বোধন আছে "ইওর রয়্যাল হাইনেস"—তলায় স্বাক্ষর করেছেন হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়।

"এটা কি?"

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, এটাই প্রমাণ যে আপনার বিরুদ্ধে বিদেশীরা ষড়যন্ত্র করছে। তারা দেশের অভ্যন্তরে কালা ইশতেহারের প্রসঙ্গ তুলে নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে চাইছে। দ্বিতীয়তঃ আপনার বিকল্প হিসাবে একজনকে রাজসিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে আলেক্সিও জড়িয়ে পড়েছেন।"

"তোমার কি বক্তব্য গ্রিশিন?"

"প্রার্থী না পেলে, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।"

"হুঁ!"

"আপনি জানেন এমন একজনকে.. ....যিনি এই মহৎ মানুষটিকে নিরুৎসাহ করতে পারেন।"

"চিরকালের জন্যে। লোকটা কাজের। পশ্চিমেই বেশি কাজকর্ম করে। অনেক ভাষা জানে আর দোলগোরুকি দলের হয়ে কাজ করে।"

"মনে হচ্ছে এই লোকটাকে কাজে লাগান যেতে পারে", কোমারভ বললেন।

"আমার হাতে ছেড়ে দিন স্যার। দশ দিনের মধ্যে অন্য কোন প্রার্থী থাকবে না", গ্রিশিন কথা দিল।

ফেরার পথে গ্রিশিন চিন্তা করছিল জেসনকে ফাঁসী দেবে, আর তার ফোটো তুলে পাঠিয়ে দেবে স্যার নাইজেলের কাছে।

ডিনার খেয়ে বিশ্রাম করছিলেন জেনারেল পেত্রোভস্কি, এমন সময় ফোন এল। স্ত্রী ফোনটা ধরে বললেন, "একজন আমেরিকান ফোন করছে।"

"জেনারেল পেত্রোভস্কি, কয়েকদিন আগে কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে। একটা খবর দিচ্ছি—কোমারভ আর গ্রিশিন দোলগোরুকি দলটাকে লাগিয়ে দিচ্ছে চেচেনদের বিরুদ্ধে।"

"তা এতে আমার চিন্তার করার কারণ কি?"

"একটা কারণ আছে, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা মস্কোতে এসেছে, অর্থনৈতিক সাহায্যের দ্বিতীয় দফাটার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে। সেই সময় যদি পথে-ঘাটে গুলিগোলা চলে তবে সেটা কি অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের পক্ষে ভাল হবে।"

"বাকীটা বলুন......।"

"ছটা ঠিকানা বলছি। লিখে নিন।"

লেখার পর পেত্রোভস্কি জানতে চাইলেন এরা কারা।

"প্রথম দুটো হ'ল দোলগোরুকি দলের অস্ত্রাগার। তৃতীয়টা একটা জুয়াখেলার ক্যাসিনো, তার মাটির তলার ঘরে ওদের টাকা-পয়সার লেনদেনের কাগজপত্র আছে। বাকী তিনটে গুদামবাড়ি, এখানে কয়েক কোটি ডলারের বেআইনী মাল আছে। আমার কিছু লোক আছে নিচুতলার, তারাই খবরটা দিয়েছে। আপনি দুজনকে চেনেন?"

নাম দুটো শুনে জেলারেল বললেন,—"একজন আমার পদস্থ ডেপুটি, অন্যজন এস.ও.বি.আর বাহিনীর কমাণ্ডার, কিন্তু?"

"এরা নিয়মিত টাকা-পয়সা পায়। দোলগোরুকির কাছ থেকে।"

ফোনটা রেখে জেনারেল ভাবলেন, বিদেশীর কথা যদি ঠিক হয় আব তিনি যদি একাজটা ঠিকমত করতে পারেন তবে রাষ্ট্রপতির নেক-নজরে পড়বেনই। আর কোমারভের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে।

পেত্রোভস্কি অফিসে বেরিয়ে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

শীতকালে গোর্কিপার্কের চারপাশের রাস্তায় জল ঢেলে দেওয়া হয়, এবং সেটা বরফে জমে ওঠে। ওই বরফের ওপর স্কেটিং করা মস্কোবাসীদের প্রিয় খেলা।

অবশ্য দু-একটা রাস্তা ফাঁকা থাকে। এরকম একটা রাস্তায় দুজন পুরুষকে দেখা গেল, একজন গ্রিশিন, অন্যজন অপবাধ জগতের কুখ্যাত লোক, ডাক নাম 'মেকানিক'।

রাশিয়াতে তখন সামান্য খরচ করলেই ভাড়াটে খুনী পাওয়া যেত, তৎসত্ত্বেও মেকানিকের একটা আলাদা খ্যাতি ছিল।

মেকানিক ইউক্রেনের লোক। আর্মিতে মেজর ছিল। বিদেশী ভাষা জানে। সহজেই বিদেশীদের সঙ্গে মিলতে-মিশতে পারে। ফলে মানুষ খুন করা তার কাছে এক লোভনীয় পেশা হয়ে উঠেছিল।

কর্ণেল গ্রিশিনের অধীনে বহু ভাড়াটে নাম করা খুনী থাকা সত্ত্বেও ওকে কেন ডাকা হচ্ছে সেটা ঠিক বঝতে পারঠিল না মেকানিক।

গ্রিশিন ওকে একটা ফোটো দিল, পিছন দিকে নাম-ঠিকানা লেখা, পশ্চিমের একটা দেশের।

"এ একজন প্রিন্স। দেহরক্ষী নেই। কাজটা সহজ। ২৫শে ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটা শেষ করা চাই।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মেকানিক রাজী হ'ল। "তবে তারিখটা নববর্ষের দিন।" গ্রিশিন রাজী হ'ল। পারিশ্রমিক যা চাইলো, তাই দেওয়া হবে।

টিভিতে এক তরুণ যাজককে ঈশ্বর আর জারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেছিলেন, সেটা মেকানিক শুনেছে। তাহলে এই প্রিন্সকে সরিয়ে দেওয়াব ব্যাপারটা কোমাবভেরই স্বার্থে।

"কাজটা কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে", গ্রিশিন মেকানিকের হাতটা চেপে ধরল।

কি জানি কেন ওর স্পর্শটা মেকানিকের ভাল লাগেনি, তবুও মুখে বলল. "আমি কথা দিলে কথা বাখি কর্ণেল।"

গোর্কিপার্কে যখন স্কেটিং চলছিল. তখন শেষরাতের অন্ধকারে পেত্রোভস্কি ঐ ছটা ঠিকানায় হানা দিলেন। গুদামঘবগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী ভোদকা, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম ইত্যাদি উদ্ধার করা হ'ল। অস্ত্রাগাব থেকে যে পরিমাণ গুলিবারুদ, বোমা, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র পাওয়া গেল তা নিয়ে একটা গোটা রেজিমেন্ট সুসজ্জিত হতে পারে। ক্যাসিনো থেকে উদ্ধার করা হ'ল গোপন অর্থ ভাণ্ডারের ঠিকানা আর অর্থ।

দুপুরের দিকে এম.ভি.ডির, আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের দুজন জেনারেল অভিনন্দন জানালেন পেত্রোভস্কিকে।

সেদিন রেডিয়োর খবরে বিশদ বর্ণনা দিয়ে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল ঘটনাটা। কিছু মাফিয়া মারা গেছে পুলিশের গুলিতে। বেশ কজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে. তাদের মধ্যে দু-একজন পুলিশের কাছে বিবৃতিও দিচ্ছে।

শেষের খবরটা সত্যি নয়, কিন্তু দোলগোরুকি গোষ্ঠীকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে এটা পেত্রোভস্কির একটা দারুণ চাল।

মস্কো থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা বিশাল বাড়িতে দোলগোরুকি সঙ্ঘের মিটিং বসেছে। মানসিক আঘাত তো গুরুতর পেয়েইছে। সেই সঙ্গে কোটি কোটি টাকার লোকসান, আর তার চেয়েও এস.ও.বি.আর-এর দুজন পদস্থ অফিসার তাদের সাহায্য করত গোপন খবর সরবরাহ করে তারাও গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। এছাড়া পথেঘাটে গুজব রটছে, যে এই গোপন সংবাদ পুলিশ জানতে পেরেছে কোমারভের ব্লাকগার্ডদের দুজন বড় অফিসারের বেহিসেবী কথাবার্তা থেকে। এদের আপশোস কোমাবভের নির্বাচনে তারা অনেক বেশি টাকা ঢেলেছে, সে সব জলে গেল।

দুপুর তিনটের পর সঙ্গে ভাল মতো দেহরক্ষী নিয়ে উমর গুনায়েভ গেল জেসনের সঙ্গে দেখা করতে। এবার জেসন সোকোলনিকি পার্ক এগজিবিশন সেন্টারের উত্তরে একটা চেচেন পরিবারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

"কি করে কাজটা করলে বন্ধু জানি না, তবে গত কাল একটা বিরাট বোমা ফেটেছে।"

"স্বার্থের ব্যাপার। পেত্রোভস্কি নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কাজটা করেছে।"

"ভাল কথা। দোলগোরুকি এখন আর আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস পাবে না। নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত।"

"সেই সঙ্গে ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে কে কথাটা ফাঁস করেছে সেটা জানতে উদগ্রীব", জেসন জুড়ে দিল।

গুনায়েভ একটা খবরের কাগজ দিল জেসনকে। একটা খবর আছে দেশপ্রেমিক শক্তিদের সঙ্ঘের প্রার্থী কোমারভের পক্ষে ও পিনিয়াস পোল জানাচ্ছে শতকরা ৫৫ ভাগ তাঁকে সমর্থন করবে, এবং এই সমর্থন ক্রমশঃ হারাচ্ছেন উনি। ছ'সপ্তাহ আগেও ছবিটা ছিল অন্যরকম।

"তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কোরো যে নির্বাচনে কোমারভ হেরে যাবেন?"

"বলতে পারছি না জোর দিয়ে।"

জেসন এই মুহূর্তে গুনায়েভকে বলতে রাজী নয় যে, নির্বাচনে কোমারভের পরাজয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না স্যার নাইজেল। মনে পড়ে গেল ফরবেস দুর্গে বসে বৃদ্ধ কি বলেছিলেন ঃ —'চাবী কাঠিটি হ'ল গিডিয়ন। চিন্তা কোরো গিডিয়নের মতো।'

তারপরই জেসন বলল, "আজ রাতে আমি প্রধান যাজক আলেক্সির সঙ্গে দেখা করতে যাব। এই শেষ। তোমার সাহায্য চাই।"

"ঢোকবার জন্যে?"'

"না, বেরোবার জন্যে। গ্রিশিন নিশ্চয়ই ওঁর বাড়িতে কড়া পাহারার রেখেছে। একজন লোক দরকার, তবে আমি যখন বাড়িটার ভিতরে থাকবো, তখন সে ডাকলেই বাকীরা যেন আসে।"

"চলো একটা প্ল্যান তৈরী করা যাক।"

গ্রিশিন নিজের ফ্ল্যাটে শুতে যাবার আয়োজন করছিল, তখনই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। "ঐ আমেরিকানটা আবার এসেছে। হিজ হোলিনেস আলেক্সির দ্বিতীয়ের সম্বন্ধে কথা বলছে," ফাদার ম্যাক্সিম উত্তেজিত হয়ে খবরটা দিল।

"সন্দেহ করেছে কি কিছু।"

মনে হয় না। যাজকের ছদ্মবেশে আসেনি এবার। সাদাসিধে কালো স্যুট পরে এসেছে।"

"কোত্থেকে ফোন করছেন?"

"রান্নাঘর থেকে, কফি চেয়েছেন, তৈরী করছি।"

ফোন রেখে, উল্লসিত গ্রিশিন মনে মনে বলল, 'এবার আর তোমার ছাড়ান নেই আমেরিকান। হাতের মুঠোতে এসে গেছ।' ব্ল্যাকগার্ডদের এক সর্দারকে ফোন করল, "দশজন লোক চাই, তিনটে গাড়ি, হাতিয়ারও। চিস্তি পেরেউলক স্ট্রীটের দু মুখ সীল করে দাও। আমি আসছি আধঘন্টার মধ্যে।

রাত ১টা বেজে ১০ মিনিট ; জেসন উঠে পড়ে শুভরাত্রি জানাল আলেক্সিকে, "আর দেখা করবার দরকার হবে না। ইওর হোলিনেস, আমি জানি আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এই দেশ আর দেশের প্রিয় অধিবাসীদের জন্যে যা যা করা দরকার।"

আলেক্সি জেসনকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। "বিদায় বৎস, আমি চেষ্টা করব নিশ্চয়ই।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জেসন ভাবল উত্তর ককেশাসের কয়েকজন যোদ্ধা পেলেই কাজটা ভালমত হয়ে যাবে।

বাইরে একজন ভৃত্য জেসনের কোটটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"না, কোট চাই না, ধন্যবাদ ফাদার। একটা মোবাইল ফোন বের করে নম্বরটা টিপল জেসন, "মোনাখ"।

উত্তর এল, "১৫ সেকেণ্ড।" কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল জেসন, মাগোমেদ, গুনায়েভের শ্রেষ্ঠ দেহরক্ষী। সদর দরজাটা একটা ফাঁক করল, সরু রাস্তার ওপর একটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে। চারজন লোক, তিনজনের হাতে মেশিন পিস্তল। রাস্তার অন্য মুখে দুটো কালো গাড়ি। বেরোতে হলে ওদের সামনে দিয়েই বেরোতে হবে। যেদিকে একটা গাড়ি ছিল, সেদিক দিয়ে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছিল। এটা যে জেসনকে তুলতে আসছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ট্যাক্সিটা মার্সিডিজের কাছে এসে গ্রেনেড চার্জ করল। উল্টো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে গুঁড়িয়ে দিল অন্য গাড়িগুলোকে। এক দৌড়ে ট্যাক্সির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল জেসন।

ট্যাক্সিটা ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছন ফিরে ছুটতে লাগল। উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাক থেকে গুলির বন্যা বইতে লাগল দাঁড়িয়ে থাকা কালো গাড়িগুলোকে লক্ষ্য করে।

মার্সিডিজটার পেট্রোল ট্যাঙ্কটা বিকট শব্দ করে ফাটল। ট্যাক্সির মধ্যে জেসন পুরু গোঁফের আড়ালে মাগোমেদের ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখতে গেল।

"আমেরিকান, সত্যিই জীবনটাকে বেশ উপভোগ্য করে তুলতে পারো তুমি।"

দূরে পার্কের মধ্যে একটা গাড়িতে বসে গ্রিশিন দেখতে পেল তার পরিকল্পনা শুধু ভেসতেই যায় নি, তার কয়েকজন লোকও নিশ্চয়ই মারা গেছে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে একটা বিশেষ নম্বরে ফোন করল— "ও চলে গেছে। আমি যেটা চাই সেটা অপনি পেয়েছেন তো?

"হ্যাঁ।"

"সেই পুরনো জায়গায়, সকাল ১০টায়।"

অল সেন্টস ইন কুলিস্কি গির্জায় সকাল ১০টায় দেওয়ালের ছবি দেখার ভান করছিল ফাদার ম্যাক্সিম। গ্রিশিন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়াল।

"আমেরিকানটা পালিয়ে গেছে", খুব শান্ত গলায় বলল গ্রিশিন।

"আমি দুঃখিত। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।

"ও ব্যাপারটা আঁচ করল কি করে?"

"হয়তো সন্দেহ করেছিল বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কারণ ও কোমর থেকে মোবাইল ফোন বের করে...... ।"

"না। প্রথম থেকে বলুন", গ্রিশিন উদগ্রীব।

ফাদার বলতে শুরু করল— "আমেরিকানটা আসে ১২-১০ মিনিটে। আমি শুতে যাচ্ছিলাম। দরজায় ঘন্টা বাজল। কসাক প্রহরীই ওকে পথ দেখিয়ে ভিতরে আনে, হিজ হোলিনেস সিঁড়ির মাথায় এসে ওকে ওপরে নিয়ে যেতে বললেন।

"আমাকে ডেকে কফি করতে বললেন আলেক্সি। আমি রান্না ঘরে গিয়ে আপনাকে ফোন করি। মাত্র পাঁচমিনিট সময় লেগেছিল। তারপর ট্রে সমেত কফি নিয়ে ইচ্ছে করে ওঁদের টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে তলার কার্পেটে চিনির পাত্রটা উল্টে ফেলে দিলাম। ঝুঁকে পড়ে তোলার সময় আপনার দেওয়া টেপ রেকর্ডারটা রেখে দিলাম টেবিলের নিচে। তারপর যখন

গুলিগোলা, গ্রেনেড ফাটতে লাগল, তখন চট করে গিয়ে টেপ রেকর্ডরটা তুলে নিয়ে এসেছি।—আর একটা কথা গাড়িতে গ্রেনেড পড়ার আগে লোকটা যাকে ফোন করেছিল তার নাম মোনাখ।"

"টেপটা কোথায়?", গ্রিশিন হাত বাড়াল।

আলখাল্লার তলা থেকে বের করে ওটা দিতে দিতে ফাদার ম্যাক্সিম বলল, "আশা করি আমি কাজটা ঠিকমতো করতে পেরেছি।"

গ্রিশিনের মাঝে মাঝে মনে হয় এই লোভী ফাদারটার গলা দু হাতে টিপে ধরি। হয়তো একদিন তাইই করতে হবে।

অপিসে ফেরার পথে টেপটা দেখতে লাগল গ্রিশিন, আজই নিজের ৬ জন লোককে হারিয়েছে সে। দেখা যাক এতে কি আছে। তারপর ঐ অ্যালেক্সি আর আমেরিকানটাকে একদিন দেখে নেবো।

॥ আঠারো ॥

গ্রিশিন সারা দুপুর ধরে হিজ হোলিনেস আর জেসনের কথাবার্তার টেপটা বারবার শোনার পর পুরোটা একটা কাগজে টুকে নিল। এমন কি দরজা খোলার শব্দ থেকে শুরু করে সবশেষে চেয়ার ঠেলে ওঠার শব্দ পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়ে আছে।

আলোচনার বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে গ্রিশিনদের পক্ষে ভাল নয়। কিন্তু কিভাবে একটা লোক পরপর একটা পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে কাজ করে চলেছে, ভেবে পাচ্ছিল না গ্রিশিন। অবশ্য আসল ক্ষতিটা করে দিয়ে গেছে আকোপভ ঐ কালা ইশ্‌তেহারটা অসাবধানে টেবিলে ফেলে রেখে।

নববর্ষের পর থেকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোমারভের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চলবে। জেনারেল নিকোলায়েভ পরপর রেডিয়ো, টিভি আর খবরের কাগজের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের বিরোধিতা করার জন্যে আহ্বান জানাবেন বর্তমান ও বিশেষ করে সব প্রাক্তন সেনানীদের। ১১ কোটি ভোটারের মধ্যে ২ কোটি সেনানী ভোট দেবে কোমারভের বিরুদ্ধে— এটা ভাবা যায় না। এদিকে কোমারভদের নিজস্ব কাগজ বেরোচ্ছে না। ব্যাঙ্কাররা হাত গুটিয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে প্রতি চারজনে তিনজন হ'ল ইহুদী।

সবশেষে দোলগোরুকি দলটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে জেসন। ছটা জায়গায় এক সঙ্গে পুলিশ হানা দেওয়াতে ওদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। এক জায়গায় জেসন আবার হিজ হোলিনেসকে জানাচ্ছে—ঐ ছটা আস্তানার খবর ফাঁস হয়েছে কোমারভেরই নিজস্ব কাহিনী ব্ল্যাকগার্ডদের কারুর একজনের মুখ থেকে। এই কথাটা যদি দোলগোরুকি নেতাদের কানে যায়, এবং যাবেই, তাহলে তো সর্বনাশের ওপর সর্বনাশ।

আর বড় দুঃসংবাদ হ'ল—দোলগোরুকিদের ক্যাসিনো থেকে পাওয়া অর্থ লগ্নীর যে-সব নথীপত্র উদ্ধার হয়েছে, সেগুলো ঘেঁটিয়ে পরীক্ষা করছে একদল দক্ষ হিসাব-রক্ষক। ওখান থেকে যদি প্রমাণ হয় মাফিয়ারা কোমারভের দলকে অর্থ দিয়েছে, তাহলে দাঁড়াবার আর জায়গা থাকবে না।

আলেক্সি জেসনের আলোচনায় শেষ ভাগটা আরও মারাত্মক—ওখানে হিজ হোলিনেস বলছেন যে, ৩রা জানুয়ারী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মস্কোতে ফিরে আসার পর হিজ হোলিনেস তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলবেন "অযোগ্য ব্যক্তি" হিসেবে ইগর কোমারভের প্রার্থীপদ যেন এখুনি বাতিল করা হয়।

পেত্রোভস্কি যে-সব সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছে কোমারভের বিরুদ্ধে সেগুলো, এবং তার সঙ্গে হিজ হোলিনেসের অনুরোধ নিশ্চয়ই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মারকভ ফেলতে পারবেন না। তাছাড়া নিজেও একজন প্রার্থী হিসেবে কোমারভের মুখোমুখি হতে খুব একটা চান না।

নতুন রাশিয়ার চারজন দেশদ্রোহী ১৬ই জানুয়ারীর পর আত্মপ্রকাশ করবে, আর নেতা হিসেবে প্রথমে থাকবে গ্রিশিন স্বয়ং ব্ল্যাকগার্ডদের কর্তৃত্বে, এবং নতুন রাষ্ট্রপতির আদেশ পালন করবে। দেশদ্রোহীদের দমনের বহু অভিজ্ঞতা তার আছে। তখন সবকটাকে দেখে নেবে ও।

ঐ আলোচনার কপিটা নিয়ে দেখা করতে হবে কোমারভের সঙ্গে, সময় ঠিক হ'ল সন্ধ্যেবেলায়।

সকালে নিকিপার্কের ফ্ল্যাট থেকে অন্য একটা জায়গায় সরে এসেছে জেসন। সেখান থেকে সেই মসজিদটা দেখা যায়, যেখানে মাগোমেদের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল, এবং চাইলে ওরা সেদিনই জেসনকে মেরে ফেলতে পারত। অথচ আজ সেই জেসনের প্রধান দেহরক্ষী।

স্যার নাইজেলকে লণ্ডনে খবর পাঠাল—সব তাঁর পরিকল্পনা মতোই চলছে। খবরটা লিখে বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় রূপান্তরিত করে পাঠাল।

কোলাম্বিয়ার রিকি টেলরের নাম জেসন কখনো শোনেনি, দেখেও নি চোখে, কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

সতের বছরের রিকি এক বিস্ময়কর কম্পিউটার প্রতিভা। মাত্র সাত বছর বয়সে একটা পার্সোনাল কম্পিউটার পেয়ে ও সব কিছু ভুলে ওটা নিয়েই পড়ে থাকত সর্বক্ষণ।

পৃথিবীব্যাপী সব রকমের যোগাযোগের ব্যাপারে 'টেল-কোর' হয়ে উঠেছিল সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রিকির তখন ছাত্রাবস্থা। হাতে পয়সা-কড়িও বিশেষ নেই। সে চাইছিল যেমন করে হোক টেল-কোর-এর অন্দরমহলে ঢুকতে। কয়েকমাস চেষ্টা করার পর সফল ও খানিকটা হয়েছিল বৈকি।

আটটা জোন দিয়ে খবর পাঠাবাব চেষ্টা করছিল জেসন। কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। "অ্যাকসেস" নেই।

তখন ওদিকে আনাতোলিয়ার পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে ইনটারন্যাশানাল টেল-কোর-এর কমার্সিয়াল স্যাটেলাইটটা মহাকাশ দিয়ে মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছিল।

এই কম্পিউটারটা ব্যবহার করা শেখার সময় ওকে বলা হয়েছিল কি কি করতে হবে। আর ধরা পড়ার সম্ভবনা হলে কি করে সবকিছু মুছে দেওয়া যায়। কারণ এটা যদি চালু অবস্থাতে শত্রুর হাতে পড়ে যায়, তবে তারা, ভুল খবর পাঠাতে থাকবে। তাই জেসন কম্পিউটারটাতে কয়েকটা অনাবশ্যক শব্দ জুড়ে রেখেছিল, যেটা তার নিজের লোকেরাই শুধু বুঝতে পারবে। আর তখন সেই প্রাপক অতদূর থেকেই কম্পিউটারকে অকেজো করে দিতে পারবে। সংকেতটা ছিল চারসংখ্যার একটা শব্দ।

কিন্তু স্যাটেলাইটটা চলে যাবার পর জেসন দেখল ওর খবরটা নেয়নি। তার মানে যোগাযোগের ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

লণ্ডন ছাড়ার আগে স্যার নাইজেল ওকে একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কার তা জানা ছিল না জেসনের।

এবার ও নিজেই দুটো খবর একসঙ্গে জুড়ে পাঠাবার চেষ্টা করল। আর তাতে প্রয়োগ করল এই খেলার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিগুলো—সহজাত বুদ্ধি, মনের জোর আর ভাগ্য।

ইগর কোমারভ পুরো নোটটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। "এতো খুবই খারাপ খবর", কোমারভ বললেন, "ওকে আগেই ধরা উচিত ছিল।"

"চেচেন মাফিয়ারা ওকে আশ্রয় দিয়েছে, এটা সবে জানতে পেরেছি আমরা। ওরা মাটির তলায় ইঁদুরের মতো লুকিয়ে থাকে।"

"ইঁদুরদেরও তো মারা হয়। এদের প্রত্যেককে এর দাম চুকোতে হবে।"

"হবে মিঃ প্রেসিডেন্ট। যেহেতু আপনিই দেশের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।"

শত্রুদের খতম করতে হবে এই চিন্তাটা দূরমনস্ক করে দিল কোমারভকে, "কুকর্মের শাস্তি দিতে হবে। ওরা আমাকে, রাশিয়াকে—আমাদের মাতৃভূমিকে আক্রমণ করেছে। এই ধরনের নরকের কীটদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই।"

ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন কোমারভ, একটু সন্ত্রস্ত হয়ে গ্রিশিন বলে উঠল, "আমার কথাটা শুনুন মিঃ প্রেসিডেন্ট, এখন আমি যে খবর সংগ্রহ করেছি তাতে পাশা উল্টে দেবো। আপনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন। শুধু কথা দিন।"

"কী বলছ তুমি?"

"শত্রুদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। গুপ্ত সংবাদ পাচারটা বন্ধ করতে হলে একই সঙ্গে প্রতিরোধ আর কুকর্মের শাস্তি দেওয়া দরকার।"

"মানে ঐ চারজনকেই সরাতে চাও। লোকেরা সন্দেহ করবে না তো?"

"কেন করবে? ব্যাঙ্কারের কথাটাই ধরুন। গত দশ বছরে ৫০ জন ব্যাঙ্কার অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে। মিলিশিয়ার ঐ মানুষটা? দোলগোরুকির-সঙ্গে চুক্তি করলে ওটা সহজ হবে। পুলিশ অফিসার তো আকছার মারা যায় মাফিয়াদের হাতে। আর ঐ জেনারেল? বাড়িতে সিঁদেল চোর ঢুকবে, তারপর জেনারেলকে খতম করে দেবে। এমন ঘটনা আগে যে ঘটেনি তা নয়।.........আর যাজকের ব্যাপারটা আরও সহজ। বাড়ির চাকর চুরী করছিল, কসাকদের গুলিতে চোর মারা যায়, তবে সে মারা যাবার আগে প্রধান যাজককে শেষ করে ফেলেছিল।"

অনেক চিন্তার পরে সম্মতি দিলেন কোমারভ, তবে শর্ত একটা তিনি যেন এসব কিছুই জানেন না, শোনেন নি।

"ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার এইটুকুই জানার ছিল আপনার কাছ থেকে।"

স্পারটাক হোটেলে কজিচকিনের নামে একটা ঘর 'বুক' করা হয়েছিল। তার মাধ্যমে চেচেন দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে জেসন এসে কয়েকটা টেলিফোন করল—"জেনারেল পেত্রোভস্কি? আচ্ছা শুনন আপনি তো ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছেন। কিন্তু কোমারভ আর গ্রিশিন আপনাকে ছাড়বে না। আপনার হাতে যে-সব নথীপত্র ধরা পড়েছে, তাতে অনেক কিছু প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে। তাই বলছি ঐ সরকারী ফ্ল্যাট থেকে যত তাড়াতাড়ি পারেন স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে অন্য কোন ব্যারাকে চলে যান। যান, একটুও দেরী করবেন না।

দ্বিতীয় ফোনটা করল ব্যাঙ্কার লিওনিদ বার্নস্তেইনকে। অফিসে ছিলেন না, বাড়িতে পাওয়া গেল। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, টিভির প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে কোমারভ গ্রিশিন আপনার ওপর ক্ষেপে আছেন, ফ্যামিলি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন খুব দূরে কোথাও চলে যান।

তৃতীয় ফোনটা করল হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সিকে। "ধর্মাবতার, সব কাজ ফেলে আপনি বেশ দূরে কোন মঠে চলে যান। আপনার প্রাণের আংশকা আছে।"

চতুর্থ ফোনটা পেয়ে বৃদ্ধ জেলারেল নিকোলায়েভ কিছু বলার আগে জেসন তাঁকে সাবধান করে বলল, "আপনার বক্তৃতাগুলো কোমারভকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আপনি অন্য কোথাও চলে যান।"

"গুণ্ডা বদমাসদের ভয় করিনা আমি বুঝলে হে। জীবনে কোনদিন পিছু হটিনি। এখন তো অনেক বয়েস হয়ে গেছে", বললেন জেনারেল।

হতাশ হয়ে জেসন ফোন ছেড়ে দিল।

২১শে ডিসেম্বরের রাত। চারটে দল তৈরী। সবচেয়ে বড় দলটা হামলা করল লিওনিদ বার্নস্তেইনের বাড়ি। প্রহরীদের গুলি বিনিময় হ'ল। উভয়পক্ষে কয়েকজন মারাও গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কার মহাশয় নাকি দুদিন আগে সপরিবারে প্যারিস চলে গেছেন।

দ্বিতীয় আক্রমণটা হ'ল কুতুজভস্কি প্রসপেক্টে একটা অ্যাপার্টমেন্টে। গেটের প্রহরীদের ভুয়ো কার্ড দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে ভিতরে ঢুকল দলটা। দুজনকে লিফটে পাহারায় রেখে চারজন উঠে গেল ওপরে। দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পেত্রোভস্কিকে পেল না। মাঝখান থেকে খুন হয়ে গেল তাঁর রাঁধুনী।

হিজ হোলিনেসের বাড়িতে হানা দিতে অসুবিধে হয়নি। কসাক গার্ডদের গুলিতে এদের দুজন মরলেও আলেক্সিকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে ফিরতে হল দলটাকে।

মিনস্ক হাইওয়ের একপাশে নিরালায় একটা কটেজ। দূরে দাঁড়িয়ে রইল দুজন, একজন গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। চাকর ভোলোদিয়া দরজা খুলতেই বুকে গুলি। বাড়ির কুকুরটা ছুটে এসে আততায়ীর গলা কামড়ে ধরেছে। আততায়ীরা ততক্ষণে ঘরের ভিতর। কুকুরটার মাথা উড়ে গেল গুলিতে।

ভিতরের ঘরে পিস্তল হাতে বসে ছিলেন বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ, একটা গুলি লাগল দরজাতে, অন্যটা লাগল সেই আততায়ীর বুকে, যে একটু আগে জেনারেলের কুকুরটাকে খতম করেছে। কিন্তু পরপর তিনটে গুলি ভেদ করে চলে গেল জেনারেলের দেহ।

সকাল দশটার একটু পরে গুনায়েভ এসে দেখা করল জেসনের সঙ্গে।

"বাইরে তো হুলস্থুল পড়ে গেছে। কুতুজভস্কি প্রসপেক্টের রাস্তা দু দিক দিয়ে বন্ধ। একজন সিনিয়ার অফিসারের বাসভবনে কারা নাকি কাল রাতে হামলা করেছে।"

"ওরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিয়েছে দেখছি। গুনায়েভ, একটা নিরাপদ জায়গা থেকে ফোন করতে হবে। এখান থেকে নয়।

আধঘন্টার মধ্যে একটা গুদামবাড়িতে জেসন গেল। সম্পূর্ণ নিরাপদ।

নিজেকে জেনারেল মালেনকভ পরিচয় দিয়ে ইন্সপেক্টার নভিকভের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত খবর আদায় করতে পারল যে বৃদ্ধ জেনারেল নিকোলায়েভ খুন হয়েছেন।

গ্রিশিন তাহলে পাগল হয়ে গেছে দেখছি—জেসন মনে মনে ভাবল।

তারপর জেনারেল পেত্রোভস্কি। জেসন জানিয়ে দিল তাঁর ফ্ল্যাটে গতকাল কি হয়েছে।

"ওরা কিন্তু আপনাকে খুঁজছিল জেনারেল। ঐ কাগজপত্রগুলোর জন্যে। আর শুনেছেন কি কোলিয়া কাকু খুন হয়েছেন। কেন? কোমারভকে নিন্দে করার জন্যে। তা আপনি নিজে কিছু না করুন, অন্তত মিলিশিয়া কলেজিয়ামে খবরটা দিয়ে বলুন ইন্সপেক্টার নভিকভের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

বার্নস্তেইনের পার্সোনাল সেক্রেটারীর কাছ থেকে জানা গেল উনি সপরিবারে প্যারিসে। জেসন এঁর ব্যাপারে আপাততঃ নিশ্চিন্ত। আর সেক্রেটারীকে সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানিয়ে দিল আক্রমণকারীরা কোমারভের ব্ল্যাকগার্ড। সেক্রেটারীকে এটাও বলল জেসন, "তোমার বসকে বলে দাও তিনি যেন তাঁর টিভি কোম্পানীর রিপোর্টারদের বলে দেন এই নিয়ে খোঁজখবর করতে।

তারপর জাতীয় সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ার চীফ রিপোর্টারকে জানিয়ে দিল জেনারেল নিকোলায়েভের মৃত্যু সংবাদ। ঠিকানাটাও দিয়ে দিল।

প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত এর চীফ রিপোর্টারকে পেল জেসন। "শুনুন, গতরাতে হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সি দ্বিতীয়ের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল। খবর নিন। আমার পরিচয়ে কোন লাভ নেই।"

জব্বর খবর। চীফ রিপোর্টার ছুটে গেল জেসনের দেওয়া ঠিকানায়। রাস্তা থেকেই পুলিশ কর্ডন। ভাগ্যক্রমে চেনা ইন্সপেক্টার বেরিয়ে গেল।

"ব্যাপারটা সামান্য চুরীর। একজন গার্ড খুন হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি ইন্সপেক্টার। হিজ হোলিনেসের ওপর আক্রমণ হয়নি তো?"

"কোথেকে এসব বাজে খবর পান।"

"কিন্তু ইন্সপেক্টার প্রধান ধর্মযাজকের বাড়ি চুরী করার মতো কিছু জিনিস থাকে কি?"

এবার ইন্সপেক্টার থতমত খেয়ে গেল।

"চুরী হয়নি বলছেন, তাহলে যারা এসেছিল তারা 'কাউকে' খুঁজছিল, না পেয়ে ফিরে গেছে, তাও তো হতে পারে?"

"শুনুন, এর কোন প্রমাণ নেই, আজেবাজে লিখে বিপদে পড়বেন না যেন", ইন্সপেক্টার সাবধান করে দিল চীফ রিপোর্টারকে।

একটু পরে প্রেসিডিয়ামের পূর্ণ মর্যদার এক জেনারেল ফোন করে ইন্সপেক্টারকে ঠিক সেই সন্দেহই প্রকাশ করলেন, যা একটু আগে চীফ রিপোর্টার করে গেছে।

২৩শে ডিসেম্বর সব সংবাদপত্রে হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল চারটে আক্রমণের ঘটনা। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে কাগজগুলো সব ঘটনা খুঁটিয়ে ছেপেছে।

সকালের টিভি নিউজেও প্রচার চলল ঐ ঘটনার। তাদের বিশ্লেষকদের অভিমতগুলো আরও মারাত্মক। ব্যাঙ্কারের বাড়িতে হামলা, ঠিক আছে, অর্থের লোভে হতে পারে। কিন্তু হিজ হোলিনেসের বাড়িতে সে যুক্তি খাটে না। বৃদ্ধ জেনারেলকেও কি অর্থের লোভে, তা নিশ্চয়ই নয়। পঞ্চাশ ষাটটা ফ্ল্যাটের মধ্যে বেছে নিয়েছে শুধু জেনারেল পেত্রোভস্কির ফ্ল্যাট, কিন্তু কেন?

দুটো কাগজের সম্পাদকীয়তে একথাও বলা হ'ল যে, ঐ চার জায়গার মধ্যে যারা প্রত্যক্ষদর্শী, তারা বলেছে হামলাটা হয়েছিল একেবারে মিলিটারী কায়দায়। অতএব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উচিত এখনই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া এই গুণ্ডাবাজীর।

তারপরের দিন গালের মধ্যে কাগজপুরে গলাটাকে অন্যরকম করে জেসন আবার নানা খবরের কাগজের অফিসে ফোন করতে শুরু করল—বক্তব্য মোটামুটি এই ঃ—

"আমি একজন রুশ। ব্ল্যাকগার্ডদের বাহিনীর এক পদস্থ অফিসার। বেশ কয়েকমাস ধরে দলের খৃষ্টান বিরোধী. ধর্ম-বিরোধী মনোভাব,. যা দেশপ্রেমিকদের শক্তিগুলির সঙ্ঘ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করছে, বিশেষ করে কোমারভ আর গ্রিশিন, তা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। জনসাধারণের সামনে ওরা যা বলে, কার্যতঃ ঠিক তার বিপরীত করে। এরা চার্চ আর গণতন্ত্রকে ঘৃণা করে, এবং দেশে একদলীয় শাসন আনতে চাইছে নাৎসীদের মতো।........এবার আমি মনের কথা খুলে বলতে চাই—কর্ণেল গ্রিশিন কোলিয়া কাকুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল, কারণ উনি কোমারভের নিন্দে করেছিলেন। ব্যাঙ্কার বার্নস্তেইন তাঁর টিভি চ্যানেলে কোমারভের বক্তৃতা আটকে দেওয়াতে তাঁকেও সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল গ্রিশিনের ব্ল্যাকগার্ড। হিজ হোলিনেসও কোমারভদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে জনগণের সামনে মুখ খুলতে চেয়েছিলেন আর জেনারেল পেত্রোভস্কি কোমারভদের অর্থ সাহায্যকারী দোলগোরুকিদের আস্তানায় হামলা করায় তাঁকে খুঁজছিল। এই ব্ল্যাকগার্ডরাই চারটে জায়গায় ওইসব ঘটনা ঘটিয়েছে।"

সাতটা খবরের কাগজের সম্পাদক ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক। তাঁরা খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করে দিলেন।

জেনারেল নিকোলায়েভের মৃত্যু তাঁর ব্যাপারটা সন্দেহাতীত করে দিল। বাকী দুজনের অফিস থেকে ঘটনাকে সমর্থন করা হ'ল। শুধু হিজ হোলিনেসের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না, কারণ তিনি কোন একটা মঠে চলে গেছেন।

দুপুর দু'টো তিনটে থেকে ইগর কোমারভের সদর দপ্তরে ফোনের পর ফোন। কুজনেৎসভ ঘেমে লাল। আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে।

চিৎকার করে প্রত্যেককে এরই কথা বলতে লাগল কুজনেৎসভ—সব মিথ্যে কথা, আমরা আদালতে মামলা করব যদি আপনারা এসব কথা লেখেন আপনাদের কাগজে কোমারভের সঙ্গে যদি হিটলারের তুলনা করেন তবে মান হানির দায়ে পড়বেন।

ওদিকে নিজের অফিসে বসে কর্ণেল গ্রিশিনও ক্ষেপে গেছে। সব কাণ্ড কারখানায় জেসনের হাত আছে ঠিকই, কিন্তু ব্ল্যাকগার্ড দলের কে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাগজওলাদের অতো কথা জানালো? দুহাজার ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে কে ওই কাজটা করেছে? কে সেই সিনিয়ার অফিসার?

পাঁচটা বাজার একটু আগে বরিস কুজনেৎসভ দেখা করার অনুমতি পেল কোমারভের সঙ্গে, যাঁকে ও বীরপূজা করে এসেছে এতদিন।

আমেরিকায় পড়াশোনা করার জন্যে কুজনেৎসভ শিখেছিল যে, জন সমর্থন লাভ করার জন্যে জনসংযোগের প্রথম পাটটা হ'ল, যাই বলো না কেন, যদি অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলা যায়, তবে তা লক্ষ্যভেদ করবেই। আর এই গুণটা কোমারভের মধ্যে দেখে সে ভক্তি করতে শুরু করেছিল তাঁকে। শব্দ ঠিক মতো ব্যবহার করলে তার আবেদন অগ্রাহ্য করা কঠিন। কোমারভ তাঁর বিশেষ গুণটা দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদের দিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছেন।

সেই সঙ্গে কুজনেৎসভের মনে আর একটা মুখ ভেসে উঠল—ঐ তরুণ ভ্রাম্যমান যাজকের। এর বক্তব্যও বেশ জোরালো—ইনি চাইছেন চার্চের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং আর একটি পবিত্র-মূর্তির স্থাপনা।

কোমারভের ঘরে ঢুকে চমকে উঠল কুজনেৎসভ। চারপাশে খবরের কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে, তার মাঝখানে পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন তার নেতা। এ পর্যন্ত সরাসরি কোমারভকে আক্রমণ করে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। "মিঃ প্রেসিডেন্ট, আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি একটা বড় সাংবাদিক সম্মেলন ডাকুন।"

কুজনেৎসভের কথাটা যেন কানে ঢুকছিল না কোমারভের। এর আগে শত অনুরোধেও প্রেস কনফারেন্সের সামনে হাজির হতে রাজী হননি কোমারভ। তিনি সব সময়ে সাজানো সাক্ষাৎকার পছন্দ করেন।

আর একবার অনুরোধ করতেই গর্জে উঠলেন কোমারভ, "আমি সাংবাদিক সম্মেলন পছন্দ করি না।"

"কিন্তু এই সব গুজবের প্রতিবাদ করার ওটাই একমাত্র পথ। ঘটনার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। আপনিই পারবেন।"

"না, ওসব আমি ঘৃণা করি। এবার বলো জনগণের ওপিনিয়ান, পোলের খবর কি?"

"আট সপ্তাহ আগে জনগণের ৭০ শতাংশ ছিল আপনার পক্ষে, সেটা নেমে এসেছে ৪৫ শতাংশে, এবং ক্রমশঃ কমছে। গণতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির জনপ্রিয়তা ২৮ শতাংশ বেড়েছে, এবং ক্রমশঃ তা বাড়ছে। দুদিন দেরী হলে আপনার ভোট কমবে, মারকভের বাড়বে।"

শেষ পর্যন্ত কোমারভ রাজী হলেন সাংবাদিক সম্মেলনের মুখোমুখি হতে।

পরদিন সকাল ১১টায় ন্যাশনাল হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হল। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা উপস্থিত। মুখবন্ধে কুজনেৎসভ বলে রাখলেন কি করে গত কয়েকদিন ধরে দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির সঙ্ঘের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে অপপ্রচার চলছে। সবই মিথ্যা। সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট সেই কথাই বলবেন আপনাদের।

একটু পরে পর্দা সরিয়ে বরাবরের মতো সদম্ভে মঞ্চে এলেন কোমারভ, এবং সেই ভঙ্গীতে অসাধারণ বাগ্মিতায় বলতে শুরু করলেন এক মহান রাশিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা, এবং সেটা সম্ভব যদি জনগণ তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে।

পাঁচ মিনিট ধরে সবাই নিঃশব্দে তাঁর ভাষণ শুনলো। কিন্তু একি? মেঠো বক্তৃতায় যে ধরনের উচ্ছ্বাস আর সাড়া পেতেন, আজ সে সব নেই কেন? হাততালি পড়ছে না কেন?

আবার শুরু করলেন দেশের মহান ঐতিহ্যের কথা, আশ্বাস দিলেন যে দেশকে বিদেশী ব্যাঙ্কার, মুনাফাবাজ আর অপরাধীদের হাত থেকে মুক্ত করবেন ইত্যাদি। সব শেষে সঙ্ঘের নিজস্ব কায়দায় সেলামত জানালেন ডান হাত তুলে।

আবার নিস্তব্ধতা। কুজনেৎসভ দ্রুত চিন্তা করে নিয়ে বলল, "আপনাদের প্রশ্ন কিছু থাকতে পারে নিশ্চয়ই?"

আমেরিকার 'নিউইয়র্ক টাইমস, লণ্ডনের টাইমক্স', আর 'ডেলি টেলিগ্রাফ', 'সি.এন.এন', ইত্যাদিরা উৎসুখ ও উন্মুখ।

লস এঞ্জেলস টাইমসের প্রতিনিধি প্রথম প্রশ্নটা করলেন, "মিঃ কোমারভ, প্রচার অভিযানে আপনি এযাবৎ প্রায় ২০ কোটি ডলার খরচ করেছেন, এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড। এত অর্থ পেলেন কোত্থেকে?"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন কোমারভ ঐ সাংবাদিকের দিকে। কুজনেৎসভ কানে কানে কি যেন বলল, কোমারভ উত্তর দিলেন, "রাশিয়ার মহান জনগণের প্রদত্ত চাঁদা থেকে।"

"কিন্তু এটাতো সমগ্র রুশ জনগণের এক বছরেব আয়। ঠিক কোত্থেকে এল, সেটা বলুন স্যার।"

তারপরই শুরু হয়ে গেল প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

"এটা কি সত্যি যে, আপনি সব বিরোধী পক্ষকে উচ্ছেদ করে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করতে চান?"

"আপনি কি জানেন জেনারেল নিকোলায়েভ আপনার নিন্দা করার তিন সপ্তাহের মধ্যে খুন হয়েছেন?"

"আপনি কি জানেন দু দিন আগে রাত্রে যে সব গণ্ডগোল হয়েছে তার পিছনে আছে আপনাদের ব্ল্যাকগার্ডরা?"

ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, সরকারী টিভি ....সব মিলে একটা নরক কাণ্ড যেন।

সবশেষে উঠলেন ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক, যাঁর সহকর্মী মার্ক জেফারসন নিহত হয়েছেন গত জুলাই মাসে। উনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "মিঃ কোমারভ, কালা ইশতেহার নামের কোনো গোপনীয় দলিলের কথা আপনি কখন শুনেছেন কি?"

প্রায় ৩০/৪০ জন সাংবাদিক হঠাৎ এমন উদ্ভট প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলেন, এ বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানা নেই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল প্রশ্নটা শুনে কোমারভ বেশ বিচলিত।

"কোন ইশতেহার?"

দারুণ ভুল করলেন কোমারভ।

"আমার কাছে যা খবর আছে, স্যার, ওই ইশতেহারে আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী একদলীয় শাসন প্রবর্তনের কথা আছে। দেশকে শাসন করা হবে ২ লক্ষ ব্ল্যাকগার্ড দিয়ে, প্রতিবেশী প্রজাতন্ত্রে আক্রমণ করার কথাও আছে।"

এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল ঘরে। সব দেশীয় রাজ্যের সাংবাদিকরাও হাঁ করে শুনলেন ইংরেজ সাংবাদিকের কথা। এঁর কথা যদি সত্যি হয়, সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন কোমারভের দিকে।

আর একটা ভুল করলেন কোমারভ। মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "এই সব বাজে কথা একটাও আমি আর শুনতে চাই না।" কথাটা বলে উনি গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন মঞ্চ ছেড়ে। পিছনে কুজনেৎসব।

হলঘরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে গ্রিশিন সব শুনে হতাশ, ঘৃণার চোখে তাকাল সাংবাদিকদের দিকে, সময় আসুক সবকটাকে দেখে নেবো।

॥ উনিশ ॥

মস্কোর মধ্যাঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যেখানে মসকাভা নদী চুলের কাঁটার মতো উল্টোদিকে ঘুরে বয়ে যাচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যযুগীয় নোভোদেভিচি কনভেন্ট, আব তাব পাঁচিলেব ছাযায আছে সেই বিরাট এবং ঐতিহ্যবাহী গোবস্থান। কুড়ি একর জমির ওপর প্রায় ২২০০০ কবর আছে এখানে। মোটামুটি এগারোটা বাগানে বিভক্ত। গত দুশো বছব ধবে এখানে সমাহিত করা হচ্ছে দেশেব সেরা মানুষদের।

সম্প্রতিকালেব মধ্যে নিকিতা ক্রুশ্চভের কবরেব কাছেই আছে নভোচব গ্যাগারিনের কবব। শীতকালে এখানে আর নতুন কবে কাউকে কবব দেবার মতো জায়গা ছিল না, কিন্তু যেহেতু জেনারেল নিকোলাই নিকোলায়েভের জন্যে বহু আগে থেকে কবর দেবার জায়গা সংরক্ষিত করে বাখা হয়েছিল তাই ২৬শে ডিসেম্বর মামাকে ওখানে কবর দিতে মিশা আন্দ্রেইয়েভের তেমন কোন অসুবিধে হয়নি।

মামার নির্দেশ অনুসাবে তাঁব শেষকৃত্য যথোচিত ধর্মীয় পদ্ধতিতে করল ভাগ্নে। কুড়িজন জেনারেল, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আর মস্কোর দুজন মেট্রোপোলিটন বিশপ উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত খাঁটি খৃষ্টানের মতো কবরস্থ করা হ'ল জেনারেলকে। সম্মান দেখালো সামরিক বিভাগ।

ফেরার পথে উপ-প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল বুতভ মিশার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, "ভয়ঙ্কর ব্যাপার............ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না।"

"একদিন না একদিন আমি ওদের খুঁজে বের করব, তখন শাস্তি পেতে হবে।"

এরপর সবাই নিজেই নিজের গাড়িতে চড়ে চলে গেল।

*　　　*　　　*　　　*

পাঁচ মাইল দবে স্লাভিয়ানস্কি স্কোয়ারে পিঁয়াজের মতো ডোমওলা একটা গির্জার মঠে, ত্রস্তপায়ে ঢুকল একজন যাজক। তাব কযেক মিনিট পরে এল গ্রিশিন।

"খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?", গ্রিশিন বলল।

"হ্যাঁ, তা পেয়েছি।"

"ভয় পাবেন না ফাদার ম্যাক্সিম। একটু বিপর্যয় হয়েছে বটে, তবে তা সামলে নেব। এখন বলুন হিজ হোলিনেস অ্যালেক্সি হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?"

"জানি না। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারী ট্রিনিটি সেন্ট সেরজিয়াস মঠ থেকে একটা ফোন এসেছিল, সেক্রেটারী ধরেছিল, তা থেকে জানা যায় যে ওঁকে মঠে গিয়ে উপদেশ প্রচার করতে হবে।"—তারপর উনি কসাক দেহরক্ষী আর দুজন সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে চলে যান।"

"আমাকে খবরটা দিলেন না কেন?", একটু অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করল গ্রিশিন।

"বাঃ, আমি কি করে জানবো যে ঐ রাতেই বাড়িতে কেউ আসছে।"

"তারপর.........।"

"তারপর আমি মিলিশিয়াকে খবর দিই, তারা এসে মৃত কসাকটার দেহ নিয়ে যায়, তবে ওরা বলাবলি করছিল যে, আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন হিজ হোলিনেস। পরে সেক্রেটারী আমাকে ফোন করে জানাল যে আলেক্সি মানসিকভাবে বেশ ভেঙ্গে পড়েছেন। যাই হোক উনি গতকাল আবার বাড়ি ফিরে এসেছেন", সবটা জানাল ফাদার।

"শুধু এইটুকু বলার জন্যে আমাকে ডেকেছেন আপনি?", গ্রিশিন সামান্য বিরক্ত হ'ল।

"নিশ্চয়ই না। নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু বলার আছে।"

"ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ফাদার, ইগর কোমারভই শেষ পর্যন্ত জিনবেন।"

"কিন্তু আজ সকালে হিজ হোলিনেস দেখা করতে গিয়েছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে।"

"আপনি কি করে তা জানালেন"।

"উনি ফিরে এসে সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমার কাছাকাছি থাকাটা নিয়ে ওঁরা তেমন মাথা ঘামাননি। উনি বলছিলেন, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মারকভ কি সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন তার কথা।"

"সিদ্ধান্তটা কি?"

"সেটা আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারবো না, আমি ইগর কোমারভকে দারুণ শ্রদ্ধা করি. ....তাই আমি এ ব্যাপারে আর থাকতে চাই না। বিপদ ক্রমশ বাড়ছে।"

সাঁড়াশিত মতো দুটো হাত চেপে ধরল ফাদারের কাঁধ, "আপনি অনেকটা জড়িয়ে পড়েছেন, এখন ফিরে যাবার পথ আপনার বন্ধ হয়ে গেছে। হয় হোটেলের বেয়ারা হতে হবে সব হারিয়ে, নয় একুশ দিন পরে কোমারভের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পাবেন। এবার বলুন সিদ্ধান্তটা কি?"

"নির্বাচনে কোমারভকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হবে না।"

"অসম্ভব একাজ ওরা করতে সাহস করবে না। দেশের অর্ধেক মানুষ আমাদের পক্ষে", চেঁচিয়ে উঠল গ্রিশিন পরিবেশ ভুলে।

"কিন্তু হিজ হোলিনেসের সঙ্গে দুজন জেনারেলও গিয়েছিলেন, তাঁরাও একই অনুরোধ জানান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে। শুধু তাই নয়, নববর্ষের দিন যখন দেশবাসী উৎসবে মেতে থাকবে তখন ঐ জেনারেলরা নিজেদের অনুগত বাহিনী থেকে প্রায় ৪০০০০ সৈন্য নিয়ে আপনাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করবে, ব্লাকগার্ডদের নিশ্চিহ্ন করবে, অভিযোগ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।"

"ওরা তা করতে পারে না। কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই ওদের কাছে", গ্রিশিন বলল।

"ব্ল্যাকগার্ডের একজন সিনিয়ার অফিসার সাক্ষ্য দেবে—হিজ হোলিনেস তাঁর সেক্রেটারীকে একথা বলছিলেন আমি শুনেছি।"

কে যেন ইলেকট্রিকের শক্ দিল গ্রিশিনের গায়ে। কোমারভ বা গ্রিশিন নিজে কোনদিন ডুমার সাংসদ ছিল না, অতএব গ্রেপ্তার এড়ানো যাবে না। আর যদি সত্যিই তেমন কোন ব্লাকগার্ড অফিসার সাক্ষ্য দেয়, তবে তো ওদের জেলে থাকতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত। আর ওরা ধরা পড়লে জেরা করার সময় কি অত্যাচার চলে তা গ্রিশিনের অজানা নয়।

"যান, বাড়ি যান ফাদার ম্যাক্সিম। ওখান থেকে যতটা পারবেন খবর জোগাড় করে আমায় দেবেন। আর পালাবার চেষ্টা করবেন না, কারণ আপনি আমাদের কথা বড় বেশি জেনে ফেলেছেন।"

বাড়ি ফিরলেন ফাদার ম্যাক্সিম। এবং ৬ ঘন্টার মধ্যে তার বৃদ্ধা মাতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন হিজ হোলিনেস। সন্ধ্যের পর তাকে দেখা গেল ঝিতোমির গামী একটা ট্রেনে। আর এখানে থাকা নয়।

শেষ যে খবরটা জেসন পশ্চিমে পাঠিয়েছিল সেটা দুটো কাগজে বড় বড় অক্ষরে লিখে মাইক্রো ফিল্মে ছবি তুলে, ফিল্মেরই ছোট্ট খাপে ভরল।

রাত সাড়ে নটার সময় মগোমোদ আর দুজন দেহরক্ষী এসে জেসনকে নিয়ে গেল নাগাতিনো এলাকার একটা সাদামাটা বাড়িতে। জেসনই ঠিকানাটা দিয়েছিল।

মুখে দাড়ি এক বৃদ্ধ গায়ে শাল জড়িয়ে দরজা খুললেন। বৃদ্ধ যে এককালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক ছিলেন সেটা জেসনের জানা ছিল না। কমিউনিস্ট আমলে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লেখালিখি করার জন্যে তাঁর চাকরী আর ফ্ল্যাট দুই চলে যায়। বর্তমানে দয়া করে তাঁকে রাস্তা সাফাই করার চাকরী দেওয়া হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনে এরকমই অত্যাচার চলত। যেমন চেকোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্দার দুবচেককে শেষ জীবনে কাঠ-কাটার কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

ঐ বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে বহু আগে মস্কোর পথে দেখা হয়েছিল নাইজেলের সঙ্গে। উনি বৃদ্ধর নাম দিয়েছিলেন 'লিসা' অর্থাৎ শিয়াল। একশো ডলার দিয়েছিলেন সাহায্য হিসেবে, আর একটা জিনিস শিখতে বলেছিলেন। মাঝে মাঝে অর্থও দিতেন।

কুড়ি বছর পর নাইজেলের নাম নিয়ে একজন এসেছে বৃদ্ধের বাড়ি।

"একটু কথা বলার আছে শিয়াল।"

বৃদ্ধ জেসনকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

জেসন ওঁর হাতে ফিল্মেব ছোট্ট কৌটোটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল।

মাঝরাতে ছোট্ট মারতি, তার পায়ে একটা কৌটো বাঁধা অবস্থায় আকাশে উড়ে গেল। কয়েক সপ্তাহ আগে ঐ পায়রাটাকে মস্কোতে এনেছিল মিচ আব সিয়ারান। ব্রায়ান ভিনসেন্ট পায়রাটা এনে ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ফিনল্যাণ্ডে।

মারতি ডানা মেলে প্রায় হাজার ফুট ওপরে উঠে নিজের পথ ধরল।

এপাশে গ্রিশিনেব লোকেরা কম্পিউটারের মাধ্যমে কেউ খবর পাঠাচ্ছে কিনা ধরার জন্যে স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। একটা বিপ বিপ শব্দ ভেসে আসতেই ওরা তৎপর। এবার তারা ধরতে পেরেছে কোন বাড়ি থেকে খবরটা পাঠাচ্ছে বিদেশী গুপ্তচর।

মারতির প্রখর বুদ্ধি ও নিজের জায়গার প্রতি সহজাত টানে কনকনে শীতের মধ্যে উড়ে চলেছে উত্তরদিক লক্ষ্য করে। কোথায় ও জন্মেছে, কোথায় ও প্রতিপালিত হয়েছে সেটা ও জানে।

মস্কো ছাড়ার যোল ঘন্টা পরে ক্লান্ত মারতি হেলসিঙ্কির শহরতলীর একটা বাড়ির মাচায় এসে নামল। দুটো গরম তালুর মধ্যে আশ্রয় পেল মারতি। এর তিনঘন্টা পরে স্যার নাইজেল পেয়ে গেলেন ঐ ছোট্ট কৌটোটা।

খবরটা পড়ার পর খুশী হলেন নাইজেল। উনি যা যা চেয়েছিলেন কাজটা সেই মতোই এগিয়েছে। জেসন মঙ্কের এখন একটাই কাজ বাকী। ততক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাকে নিরাপদে মস্কো থেকে তুলে আনা হচ্ছে। তবে ঐ খেয়ালী ভার্জিনিয়াবাসীর মনে কি আছে কে জানে।

মারতি যখন আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছিল তখন দলের সদর দপ্তরের একটা ঘরে ইগর কোমারভ আর গ্রিশিন আলোচনায় ব্যস্ত। বাড়িটা প্রায় ফাঁকা, শুধু কয়েকজন প্রহরী আছে বাইরে।

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে কোমারভ বসে। এইমাত্র ফাদার ম্যাক্সিমের কাছ থেকে পাওয়া খবরটা তাঁকে শুনিয়েছে গ্রিশিন।

কেমন যেন কুঁকড়ে গেছেন কোমারভ, আগেকার তেজ আর নেই। দুর্দান্ত একনায়কদের ক্ষমতা যদি হঠাৎ কেড়ে নেওয়া হয়, তখন তাদের যেমন অবস্থা হয় কোমারভেরও তাই। গ্রিশিন দেখেছে বড় বড় নেতা, মন্ত্রী জেলের ছোট্ট ঘরে বন্দী অবস্থায় কেমন হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সবার করুণাপ্রার্থী হয়।

এবার সব কিছু ছন্নছাড়া হয়ে যেতে বসেছে। এখন কথার ফুলঝুরিতে আর কাজ হবে না। গ্রিশিন বরাবর কুজনেৎসভকে ঘৃণা করে এসেছে ; যার ধারণা ছিল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে সরকারী বিজ্ঞপ্তি আর ইশতেহার। কিন্তু গ্রিশিন জানে যে ক্ষমতার উৎস হ'ল বন্দুকের নল। আর এখন ঐ ক্ষমতা চলে গেছে অন্যের হাতে, আর গেছে ঐ শয়তান আমেরিকান গুপ্তচরটার জন্যে। যার ফলে সঙ্ঘের প্রধান এখন গ্রিশিনের উপর বেশি নির্ভরশীল হতে চলেছেন।

গ্রিশিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির বাহিনীর হাতে মার খেতে রাজী নয়। কোমারভকেও ছাড়তে পারছে না, কিন্তু নিজের প্রাণটাও তো বাঁচানো দরকার।

কোমারভের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, ধাপে ধাপে তাঁর পতন এগিয়ে আসছে। নভেম্বর মাসে মনে হয়েছিল জানুয়ারীর নির্বাচনে তিনি জিতবেনই। কিন্তু কালা ইশতেহারটা চুরি যাবার পর থেকে একের পর এক অঘটন।

কিন্তু ঐ মার্কিন গুপ্তচর, যার ফোটো তিনি শুধু দেখেছেন, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে গ্রিশিনকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। চারদিক থেকেই তিনি ডুবছেন। টিভি প্রচার বন্ধ হ'ল। চার্চ তাঁর বিরুদ্ধে গেল। ব্যাঙ্কারের ব্যাপারটা বোঝা যায়, লোকটা ইহুদী, জেসন নিশ্চয়ই ওকে পড়িয়েছে কালা ইশতেহার।

কিন্তু কেন জনগণ তাঁর মতো এক মহান পরিত্রাতাকে সমর্থন করবে না? কেন তাঁর পতাকার তলায় আসবে না, যিনি রাশিয়া নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিকোলাইয়ের মতো দেশ ভক্ত জেনারেল কেন তাঁর বিরুদ্ধে গেলেন? চার্চ, দোলগোরুকি, সং বাদপত্র, ইহুদী, চেচেন, বিদেশী—এদের সবাইকে ধ্বংস করতে হবে।

সবশেষে বললেন, "এই চারটে হামলা চালানোটাই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।"

"মাফ করবেন", গ্রিশিন বলল, "রণ কৌশলগতভাবে নির্ভুল ছিল পরিকল্পনাটা, আমাদের দুর্ভাগ্য বাকী তিনজনকে যথাস্থানে পাওয়া যায়নি।

কোমারভ ক্ষুব্ধ। দুর্ভাগ্যই বটে। তা না হলে খবরের কাগজ কোথা থেকে খবর পেল আমি আছি এই সবের পিছনে? ঐ বুদ্ধু ছোকরা কুজনেৎসভের কথাতেই বা কেন ডাকতে গেলাম প্রেস কনফারেন্স?

"তুমি যার কাছ থেকে এই খবরটা পেয়েছ সে নির্ভরযোগ্য তো গ্রিশিন?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি তাকে বিশ্বাস করো তো?" প্রশ্ন করলেন কোমারভ।

"একেবারেই না। লোকটা লোভী ও দুর্নীতিগ্রস্ত। ভোগীর জীবন-যাপন করতে চায়। সবই ওকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

জেসনের সঙ্গে হিজ হোলিনেসের কথাবার্তার টেপটা ওই রেকর্ড করেছে।"

"ওরা যা বলছে তা কি কাজে করবে? আচ্ছা গ্রিশিন, তুমি যদি ওদের জায়গায় থাকতে তাহলে কি করতে?"

"ওরা যা করছে তাই করতাম। নববর্ষের মেজাজের সুযোগ নিয়ে আক্রমণ চালাতাম। নববর্ষের আগের রাত থেকে কোন রুশ সোজা চোখ খুলে তাকাতে পারে না ভোদকার প্রভাবে। আমাদের ব্যারাকেও সকলের সেই অবস্থা হবে।"

"কি বলছ গ্রিশিন? তাহলে তো আমরা শেষ? এতদিন যা ভেবে এসেছি, যে স্বপ্ন দেখে এসেছি সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?

গ্রিশিন উঠে চলে এল কোমারভের খুব কাছে, "এর জন্যেই কি এতদূর এগিয়েছি আমরা? না, শত্রুর অভিপ্রায়টা বুঝতে পারাটাই আমাদের সাফল্যের চাবী কাঠি। প্রথম আঘাত হানা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই।"

"আঘাত? কাদের ওপর?"

"মস্কো দখল করুন। রাশিয়াকে দখল করুন। একপক্ষ বাদে যেটা আপনার হতে চলেছিল সেটা জোর করে দখল করতে হবে। শত্রুপক্ষও নববর্ষের দিন উৎসবে মেতে থাকবে। রাতে আমি ৮০,০০০ সৈন্য নিয়ে মস্কো দখল করব। মস্কোর সঙ্গে চলে আসবে সমগ্র রাশিয়া।"

"সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলছ?"

"এটা তো ইউরোপ, রাশিয়ায় নতুন কোন ঘটনা নয়। নববর্ষের দিন রাশিয়া আপনার হয়ে যাবে।"

কোমাবভ স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। টিভি, স্টুডিয়ো থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন, লোকেদের বোঝাচ্ছেন নির্বাচন বন্ধ করে দিয়ে জনগণের অধিকারে অযথা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। জেনারেলদের গ্রেপ্তার করা হবে। ক্যাপ্টেনরা ছুটে আসবে তাঁর কাছে প্রোমোশন পাবার জন্যে।

"তুমি এটা করতে পারবে গ্রিশিন?"

"মিঃ প্রেসিডেন্ট, এই দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে সব কিছুই কেনা যায়। তাই আমাদের মাতৃভূমির জন্যে দরকার ইগর কোমারভের। অর্থ দিয়ে সব সৈন্যদলকে কিনে নেবো। আর নববর্ষের দুপুরে আপনাকে ক্রেমলিনের সরকারী বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবো।"

একটু ভেবে নিয়ে কোমাবভ গ্রিশিনকে বললেন, "কোরো।"

সব সশস্ত্রবাহিনী ঐক্যবদ্ধ করে মস্কো দখল করার কাজটা যদি গোড়া থেকে শুরু করতে হ'ত তাহলে এই চারদিনে গ্রিশিনের পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে উঠত। কিন্তু নির্বাচনে কোমারভ জিতছেনই এটা ধরে নিয়ে প্রতিপক্ষকে কিভাবে সামলাতে হবে তার ছক আগে থেকে কষে রেখেছিল গ্রিশিন। তাই কারা শত্রু আর কারা মিত্র তা মনে মনে স্থির হয়ে ছিল গ্রিশিনের। শত্রুদের মধ্যে প্রথমেই পড়ে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনী, ৩০,০০০ সশস্ত্র দল, তার মধ্যে ৬০০০ মস্কোতে এবং ১০০০ ক্রেমলিনের ভিতরে মোতায়েন থাকে। এদের নেতৃত্বে আছে জেনারেল সেরগেই কোরিন। এরা রাষ্ট্রের অর্থাৎ সরকারের হয়ে লড়বে।

তারপর শত্রু বলতে বোঝায় আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের নিজস্ব ১,৫০,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট এক বাহিনী। তার মধ্যে মস্কোতে আছে মাত্র ৫০০০ জন। তবে কোমারভের নতুন রাশিয়াতে এদের কোন স্থান হবে না, সেই সঙ্গে এই ব্ল্যাকগার্ডদেরও।

এর সঙ্গে দোলগোরুকিরাও চাইছে ওদের শত্রুদের, যথা এম.ভি.ডি বাহিনী আর জেনারেল পেত্রোভস্কির পরিচালিত জি.ইউ.ভি.ডি.কে ধ্বংস করতে হবে।

আর গ্রিশিনের নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে আছে ৬০০০ ব্ল্যাকগার্ড, আর ২০০০০ কমবয়সী ইয়ং কমব্যাটান্ট দল। এই ব্ল্যাকগার্ডরা দারুণ শিক্ষিত সৈন্যদল। চাইলে সব করতে পারে। তবে

এদের ওপর তলার ৪০ জনের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে যে ২১শে ডিসেম্বরের খবরটা ফাঁস করে দিয়েছিল সরকারের কাছে।

২৮শে ডিসেম্বর উপায়ান্তর না দেখে গ্রিশিন ব্ল্যাকগার্ডের প্রথম চল্লিশজনকে আলাদা করে আটকে রাখল। পরে জেরা করে লোকটাকে ধরা যাবে।

মস্কোর একটা ম্যাপ দেখে কখন কোথা থেকে আক্রমণ শুরু করা হবে তার প্ল্যান করছিল গ্রিশিন।

নববর্ষ মস্কোর একটা বড় উৎসব। সবাই মদ খাবে, বাড়ির বাইরে হৈ-হল্লা করতে বেরিয়ে পড়বে। সরকারী সব দপ্তরগুলোতে ন্যূনতম পাহারাদার থাকবে।

গ্রিশিন কল্পনা করতে লাগল—সন্ধ্যে ছটার মধ্যে রাস্তাগুলোর দখল নিতে হবে। তারপর বেশিরভাগ সরকারী দপ্তরে পাহারা কম থাকবে, রাত ১০টার মধ্যে ওগুলোর দখল নিতে হবে। এটা করার পর যুবা-বাহিনী মস্কোতে ঢোকার ৫২টা রাস্তার মুখ বন্ধ করে রাখবে মাত্র ১০৪টা ট্রাক হলেই চলবে। যুবা বাহিনীকে ১০৪টে ভাগে ভাগ করে রাস্তার দুমুখে মোতায়েন করা হবে। শহরের মধ্যে সাতটা জায়গা গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে রেডিয়ো, টিভি কেন্দ্র দখল করা আর কোমারভের বাড়ি পাহারা দেওয়াটা পাবে অগ্রাধিকার। এম.ভি.ডি এবং ও.এম ও. এন বাহিনীর ছাউনী দুটো রাখতে হবে কড়া পাহারায়। দখল নিতে হবে ডুমা অর্থাৎ সংসদ ভবন।

সবশেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। সব কাজ ঠিকমত চললে কার্যসিদ্ধি হবে।

২৯শে ডিসেম্বর মস্কোর বাইরে একটা বাড়িতে দোলগোরুকি দলের সর্বোচ্চ পরিষদের সঙ্গে দেখা করল গ্রিশিন। জেনারেল পেত্রোভস্কির কার্যকলাপের জন্যে ওরা ক্ষেপে ছিল গ্রিশিনের ওপর। কিন্তু যখনই গ্রিশিন বলতে শুরু করল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কোমারভকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিতে চাইছেন না, তখন ওদের মনোভাব পাল্টালো। কোমারভের গ্রেপ্তার এবং ব্ল্যাকগার্ডদের ধ্বংস করার চক্রান্তের কথা শুনে এরা গ্রিশিনের কথা মেনে নিতে রাজী হ'ল। তারপরের কথা শুনে ওরা চমকে উঠল—জালিয়াতি, কালোবাজারী, জোর করে অর্থ আদায় করা, ড্রাগ, বেশ্যাবৃত্তি আর খুনটুন—এসব কাজে তারা অভ্যস্ত, তাই বলে সামরিক অভ্যুত্থান? ঝুঁকিটা বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে না।

"এটা একটা বড় ধর..নর চুরি ছাড়া আর কিছু না, প্রজাতন্ত্রকে চুরি করা। যদি না করো, তবে এম.ভি.ডি, এফ.এস.বি ইত্যাদি সব পুলিশবাহিনী তোমাদের উৎখাত করে ছাড়বে। আর যদি রাজী হও তবে তোমাদের হবে।" [শিনের এই কথায় দলের সর্দার অনেক ভেবে চিন্তে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। ওরা ২০০০ সশস্ত্র লোক দেবে ; কথা দিল।

সেই দিন জেসন ফোন করল জেনারেল পেত্রোভস্কিকে, উনি তখনও এস.ও.বি আর বাহিনীর ব্যারাকে আছেন।

"কি ব্যাপার?", জেনারেল জানতে চাইলেন।

"আপনি আপনার পরিবারের স:- .মিলিত হবার ব্যাপারটা বাতিল করুন। নববর্ষ উৎসবের দিন একটা বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে", জেসন জানাল।

"কেন?"

"কাগজে দেখেছেন, কোমারভের জনপ্রিয়তা ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে, এবং আরও । আপনি কি মনে করেন এটা ও মুখবুজে সহ্য করবে? ওর এখন মাথার ঠিক নেই।"

কামারভ কি করবে? বা করতে পারে?"

"সেটা কথা নয়, গতবার আপনি বলেছিলেন সরকার যদি আক্রান্ত হয়, তবে সরকারই তার মোকাবিলা করবে। অতএব এখানেই থাকুন।"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পেত্রোভস্কি সুটকেসের জিনিসপত্র নামিয়ে রাখলেন।

৩০শে ডিসেম্বর একটা বিয়ার বারের পিছনদিকের ঘরে মিটিং বসেছে, গ্রিশিন, আর নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের নতুন গুণ্ডাবাহিনীর সর্দারের মধ্যে। এই বাহিনীর লোকগুলোর মাথা কামানো, গায়ে হাতে উল্কি আঁকা। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামা ভালবাসে।

টেবিলের ওপর গ্রিশিনের রাখা ডলারের বাণ্ডিলগুলো আড়চোখে দেখে নিয়ে সর্দার বলল, "যে-কোনো মুহূর্তে ডাকলেই ৫০০ জন ছেলে তৈরী হয়ে আসবে। কাজটা কি এখন বলুন?"

"আমার ব্ল্যাকগার্ড দলের পাঁচজন থাকবে তোমাদের সঙ্গে, তোমরা তাদের আদেশ অনুসারে কাজ করবে।"

সর্দার রাজী, দোলগোরুকি ছাড়াই এবার তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এতবড় একটা কাজে।

"কাজটা হ'ল রাত ১১টা থেকে বারোটার মধ্যে মেয়রের অফিস দখল করা। ঐ দিন মদ খাওয়া চলবে না কারুর।"

সর্দার ব্যাপারটা আঁচ করে নিল। সে রাজী। নির্দিষ্ট দিনে কোথায় থাকতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে চলে এল গ্রিশিন।

গাড়িতে বসে মনে মনে হাসল গ্রিশিন। কাজটা হয়ে যাক্, তারপর ইহুদীগুলোর সঙ্গে এদেরও পাঠিয়ে দেওয়া হবে সাইবেরিয়া বন্দী-শিবিরে।

৩১শে ডিসেম্বর সকালে জেসন আবার ফোন করল জেনারেল পেত্রোভস্কিকে।

"আপনার হেলিকপ্টার আছে নিশ্চয়ই। তাদের কয়েকটাকে পাঠিয়ে দিন ব্ল্যাক-গার্ডদের ঘাঁটির ওপব চক্কর দিয়ে আসবে। কেন? ঘুরে আসার পর কথা হবে। আমি পরে ফোন করব।"

আধঘন্টা পরে জেসন আবার ফোন করল, "এই সময়ে মস্কোর সবাই বাড়ির মধ্যে স্ত্রী পুত্র নিয়ে হৈ-হৈ করছে, কিন্তু আপনার হেলিকপ্টারগুলো কি দেখে এল?"

"তোমার কথাই ঠিক আমেরিকান। ওদের ছাউনিতে প্রচুর ট্রাক এসে জড়ো হচ্ছে। সৈন্যদের ব্যস্ত হয়ে ঘোরা ফেরা করতে দেখা গেছে।"

"তাহলে আমি যা বলেছিলাম সেটাই ঠিকঠাক মিলছে তো, আর একটা প্রাক নববর্ষ দিবসের মহড়া হবে। এবার এক কাজ করুন—আপনি ও.এম.ও.এন-এর কমাণ্ডিং অফিসার, রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনীর কমাণ্ডারকে জানেন তো?...........এবার ভেবে দেখুন, যদি কোমারভ ক্ষমতায় আসে, তবে আপনাদের পরিণতি কি হবে? তার বদলে একটা রাত কড়া নজরদারী করা? বা কয়েকটা ফোন করা কি জরুরী নয়?"

ফোনটা নামিয়ে রেখে মস্কোর নক্শাটা ভাল করে দেখতে শুরু করল জেসন। ব্ল্যাকগার্ডদের মূল ঘাঁটিটা ঠিক কোন জায়গায় খুঁজে বের করল। তারপর ফোন করল গুনায়েভকে, "শেষবারের মতো একটা উপকার করো। আর কখনো চাইব না। একটা গাড়ি, তাতে ফোন থাকবে, যার সঙ্গে সারারাত তোমার ফোনের যোগ থাকবে, আর একটা সুইস মেশিনগান।"

॥ কুড়ি ॥

মস্কোর সুদূর পশ্চিমদিকে ভিন্ন ধরনের আবহাওয়া, উজ্জ্বল নীল আকাশ, তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ২ ডিগ্রী কম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল মেকানিক জমিদারের খামার-বাড়ির দিকে।

ইউরোপ যাত্রার ব্যাপারে তার প্রস্তুতি ছিল নিখুঁত, তাই পথে কোন সমস্যা হয়নি। ভোলভো গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে, এতে বন্দুক লুকিয়ে রাখার অনেক জায়গা আছে।

বেলারুশ, পোল্যাণ্ড পার হয়ে সে চলেছে জার্মানী, পরিচয় একজন রুশ ব্যবসায়ী, উদ্দেশ্য সম্মেলনে যোগ দেওয়া।

জার্মানীতে রুশ মাফিয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ভোলভো গাড়ির বদলে জার্মান নম্বর দেওয়া একটা মার্সিডিজ গাড়ি নিল মেকানিক। টেলিস্কোপ লাগানো বন্দুকটা লুকিয়ে রাখার জায়গা এতেও আছে। গাড়ি চলল আরও পশ্চিমদিকে। কাস্টমস পার হতে অসুবিধে হ'ল না।

ওর লক্ষ্যস্থলের একটা রাস্তার ম্যাপ দেখে সব ঠিক করে নিয়ে ঐ খামার বাড়ির কাছাকাছি একটা গ্রামে আস্তানা গাড়ল একটা মোটেলে।

পরদিন সূর্য ওঠার আগে দুমাইল দূরে গাড়িটা পার্ক করে হেঁটে এগিয়ে গেল খামার বাড়িটার দিকে। সকালের সূর্য ওঠার পর একটা বড় বীচ গাছের ডালের ফাঁকে উপুড় হয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতে শুরু করল বাড়িটার দিকে। দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ।

সকাল ৯টার সময় একজনকে দেখা গেল খামার বাড়ির উঠোনে, লোকটা এদিকেই এগিয়ে এসেছে অনেকটা। বাইনোকুলার দিয়ে দেখল মেকানিক। নাঃ, একে তার দরকার নেই।

উঠোনের একপাশে ঘোড়ার আস্তাবল। দশটা আন্দাজ একটা মেয়ে এসে ঘোড়াদের ঘাস দিয়ে গেল।

দুপুর নাগাদ একজন বয়স্ক লোককে উঠোনে দেখা গেল। দ্রুত পাশে রাখা ফোটোটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন, হ্যাঁ, আর ভুল নেই। একেই চাই।

লোকটি ওর দিকে পিছন ফিরে ঘোড়ার গায়ে হাত বুলোচ্ছিল। রাইফেল তুলল মেকানিক। হিস্‌স্ করে একটা শব্দ। গুলিটা লোকটার পিঠে লেগে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ল মানুষটা। দ্বিতীয় গুলিটা লোকটির মাথায় লাগল।

মেকানিক রাইফেলটা কোটের হাতার মধ্যে পুরে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে উল্টোদিকে এগিয়ে গেল। দু'মাইল দূরে ওর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রামাঞ্চলে শীতের সকালে দুটো গুলির শব্দ নতুন কিছু নয়। কেউ খরগোশ শিকার করছে। তারপর খামার বাড়ির জানলা দিয়ে কেউ হয়ত মৃত দেহটাকে দেখতে পাবে। ফোন হবে, পুলিশ আসবে। হয়ত বেরোবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে মার্সিডিজ গাড়িটা বড় সড়কে আরও একশোটা গাড়ির মধ্যে মিশে গেল।

ষাট মিনিট পরে একটা ব্রিজ দিয়ে যাবার সময় আগে থাকতে ঠিক করে রাখা একটা ফোকর দিয়ে রাইফেলটাকে তলার নদীতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল মেকানিক।

হেডলাইটের প্রথম আলোটা দেখতে পেল জেসন সন্ধ্যে ৭টার একটু পরে। ওস্তানাকিনো টিভি সেন্টারের একটু দূরে নিজের গাড়িতে বসেছিল সে। ট্রাক আসছে, একটা নয়, পরপর কয়েকটা।

টিভি সেন্টারের বাড়িটা বিশাল। এখানে ৮ হাজার লোক একসঙ্গে কাজ করে। ট্রাকগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটে ঢুকলো টিভি স্টেশন চত্বরে, দাঁড়ালো গাড়ি দাঁড়াবার জায়গায়।

নববর্ষের আগের রাত, কর্মীসংখ্যা তাই মাত্র ৫০০ জন। তিনটে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল ব্ল্যাকগার্ডরা। কয়েক মিনিটের মধ্যে কবজা করে নিল একতলার কর্মীদের বন্দুক দেখিযে।

টিভি সেন্টারের মেন বিল্ডিং-এর পাশে আর একটা ছোট বাড়ি। সেখান থেকে ফোন কবল পেত্রোভস্কিকে—"শুনুন জেনারেল, যা বলেছিলাম, প্রচুর ট্রাকে করে হাজারখানেক ব্ল্যাকগার্ড এসেছে, তারা ইতিমধ্যে কিছু কর্মীকে বন্দুক দেখিয়ে কোণঠাসা করেছে। আমি তার দুশো গজ দূরে বসে নিজের চোখে সব দেখছি।"

"হায় ভগবান, শেষ পর্যন্ত কোমারভ এটা করে ছাড়ল।"

"আমি তো বলেছিলাম, ও পাগল হয়ে গেছে। এখন কি ঠাণ্ডা মাথার কেউ নেই মস্কোতে যে দেশকে রক্ষা করতে পারে?"

"তোমার নম্বরটা আমাকে দাও আমেরিকান।"

জেসন সেটা জানিয়ে দিল, আর একথাও বলল, "ওবা দখল নিয়েছে, তবে প্রচার শুরু কবতে দেরী আছে। যা হয় করুন।"

ফোনটা নামিয়ে রাখলেন পেত্রোভস্কি, তখনও তিনি জানেন না, আর একঘন্টা পরে তাঁব ব্যারাকেব ওপরেও হামলা হবে।

জেসন ফেরার কথা চিন্তা কবল। সম্ভাব্য সব পথগুলোতে বিপদ থাকতে পাবে। তাই গাড়ির মুখ ঘুরিযে পশ্চিম দিক দিযে মস্কোব দিকে এগোতে শুরু কবল। আশেপাশেব বাড়ির লোকেবা আত্মীযস্বজন নিযে আমোদে ব্যস্ত, মাত্র দু-তিনশো গজ দূবে যে টিভি সেন্টাব দখল করার মতো ঘটনা ঘটছে সেটা তাবা বুঝতে পাবল না।

দশো মিটাব দূব থেকে গর্জে উঠল জেসনের দূবপাল্লাব বাইফেল। একটা ব্ল্যাকগার্ড মবলো। ওব সঙ্গী এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। তবে কযেকটা প্রতিবেশীদেব বাড়ির কাঁচ গুড়িয়ে দিল। আতঙ্কে গৃহকর্তাবা পুলিশে ফোন কবতে লাগল।

জেসনেব গাডিব আলো নেভানো থাকা সত্ত্বেও ইঞ্জিনেব শব্দ লক্ষ্য কবে গুলি চালাতে লাগল ব্ল্যাকগার্ডেরা। কিন্তু জেসন অক্ষত অবস্থায পালাতে পাবল।

ঝিৎনি স্কোযাবে এম.ভি.ডি সদব দপ্তরেব দাযিত্বে ছিলেন জেনাবেল কোজোলভস্কি। তিনিও আগে একটা ফোন পেয়ে তাঁর ছাউনির ৩০০০ মুখ গোমড়া সৈন্যদের ছুটি দেননি।

জেসনের ফোন পেয়ে বললেন, "বাজে কথা, আমি তো টিভির সামনে বসে আছি। তুমি কে। কোত্থেকে খবব পেলে?"

ওঁব অন্য একটা ফোন বাজছিল—কে একজন কাঁপা কাঁপা গলায় জানাল মেন টিভি সেন্টারের সামনে গুলি চলেছে। তাব বাড়ির জানলা ভেঙ্গে চুবমার। পরপর ফোন আসতে লাগল।

তৎপরতা শুরু হয়ে গেল। রাষ্ট্রপতিব বাহিনীর অধিনাযক জেনাবেল কোরিনকে জানানো হ'ল কথাটা।

চারদিক থেকে হাজার হাজার অনুগত সেনারা বেরিয়ে পড়ল। ৩০মিঃ মিঃ কামান লাগানো বড় বড় গাড়ি তৈরী।

যদি সামবিক অভ্যুত্থান হয় তাহলে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রককে দায়িত্ব নিতে হবে ব্যাপাবটা সামলাতে।

গ্রিশিনের সমস্যাটা ছিল একটা, সময়টা ঠিকমতো নির্ধারিত করতে পারাটা। সব সাজানো হয়ে গেলে রেডিয়ো দখল করা হবে। আগে শুরু করলে মুশকিল, দেরী করাও চলবে না।

যে আলফা গ্রুপ আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক দখল করার জন্যে এগোচ্ছিল, তাদের বলা ছিল ঠিক ৯টায় আক্রমণ করতে।

ও এম.ও.এন-এর দুর্গ থেকে ২০০০ কমাণ্ডার বেরিয়ে পড়ল সাড়ে আটটার সময়। বাকীরা ভিতর থেকে দুর্গ সীল করে তৈরী হয়ে রইল। ঠিক ৯টায় আক্রমণ হতেই পাল্টা জবার এল দুর্গ থেকে। গ্রিশিনের আলফা গ্রুপ এটা আশা করেনি। সঙ্গে কামান আনেনি বলে তারা আপশোস করতে লাগল।

আবার জেসনের ফোন এল, "আমি টিভি সেন্টারের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছি।

জেনারেল জানালেন দু হাজার কমাণ্ডো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

"কিন্তু জেনারেল টিভি সেন্টারই তো একমাত্র লক্ষ্য নয়। এম.ভি.ডি সদর দপ্তরও আক্রান্ত হবে। ডুমার ওপরও লক্ষ্য আছে তাদের। ওরা চাইবে ক্রেমলিন দখল করতে।

"সেটা সুরক্ষিত থাকবে। জেনারেল কোরিন ভার নিয়েছেন। আচ্ছা, গ্রিশিনদের দলে কত লোক আছে, জানো কি?"

"ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার।"

"বলো কি? আমাদের তো তার অর্ধেকও নেই।"

"কিন্তু আপনাদের সেনারা ওদের থেকে ভাল। তাছাড়া ওদের পঞ্চাশ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে।"

"সেটা কি করে?"

"ওরা পাল্টা প্রতিরোধটা কল্পনাও করেনি।"

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান ক্রেমলিনে পৌঁছে যথাসম্ভব সুরক্ষার ব্যবস্থা করে নিলেন।

উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খবর পেয়ে চমকে উঠলেন। বিশেষভাবে সজ্জিত পদাতিক বাহিনী এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে এ আশ্বাস দিলেন। প্যারাসুট বাহিনীও তৈরী হ'ল।

এম.ভি.ডি দুর্গের ত্রিশ ফুট উঁচু বিশাল কাঠের গেট বোমা মেরে ভেঙ্গে ফেলেছে ব্ল্যাক-গার্ডরা। দুপক্ষ থেকে চলছে গোলাগুলি।

ওদিকে ক্রেমলিনে চলছে প্রচণ্ড যুদ্ধ। হাতাহাতি লড়াইও শুরু হয়েছে।

হঠাৎ গুনায়েভের ফোন পেল জেসন।

"কি হচ্ছে এসব, জেসন?"

"গ্রিশিন মস্কো দখল করতে চাইছে। সেই সঙ্গে রাশিয়াও।"

"এইমাত্র আমার লোক খবর দিল নিউ রাশিয়া মুভমেন্টের লোকেরা মেয়রের বাড়ি আক্রমণ করেছে।"

"তুমি তো জান গুনায়েভ ঐ মুভমেন্টের সমর্থকরা তোমাদের কি মনে করে? শোধ তুলতে তোমার কিছু লোককে পাঠাচ্ছ না কেন?

এক ঘন্টা পরে ৩০০ চেচেন, ছোরা, পিস্তল আর মিনি মেশিনগান নিয়ে মেয়রের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

ততক্ষণে নিউ রাশিয়ান মুভমেন্টের লোকেরা অনেক ভাঙ্গচুর করে ফেলেছে।

চেচেনরা দুবছর আগে তাদের দেশ আক্রমণ করার কথাটা স্মরণ করে নিল একবার। প্রথম দশ মিনিটের পর আর কোন প্রতিরোধ পেল না চেচেনরা।

ডুমা অর্থাৎ সংসদ ভবন ঘিরে দোলগোরুকিদের সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছিল। সরকারী বাহিনী তাদের চেয়ে যে শক্তিশালী সেটা প্রমাণ পেতে দেরী হ'ল না।

খোদিনকা বিশাল ক্ষেত্রে নেমে পড়েছে সরকারী ছত্রীবাহিনী। ওখানকার সৈন্যরাও আগাম খবর পেয়ে তৈরী।

জেসন আরবাত স্কোয়ারে পৌঁছে দেখল প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ভবন ঘিরে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। একটাও ব্ল্যাকগার্ডকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ক্রেমলিনের দিক থেকে গুলিগোলার শব্দ আসছে।

জেসন পকেট বুক বের করে একটা নম্বর নিল। ফোন করতে হবে।

ট্যাঙ্ক বাহিনীর মেজর জেনারেল মিশা আন্দ্রেইয়েভ নববর্ষের আগের সন্ধ্যায় উৎসবে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এমন সময় ফোন এল।

"আমি আপনার মামার বন্ধু। কোমারভ মস্কোতে সামরিক অভ্যুত্থান শুরুর করে দিয়েছে।"

"বাজে কথা।"

"শুনুন, আপনার পরিচিত যে-কোনো একজনকে ফোন করে মস্কোর খবর নিন। তাছাড়া কোলিয়া কাকুকে গ্রিশিনের আদেশে ব্ল্যাকগার্ডরা খুন করেছে।"

মিশা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে ফোন করল। না, সেরকম কোন দুঃসংবাদ নেই।

ক্লাবে গিয়ে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। রাত ১১টা আন্দাজ আর একটা ফোন এল।

"কর্ণেল দেমিদভ আছেন?"

"তা আমি কি করে বলব।"

"শুনুন, এখানে গুলি চলছে। সাহায্য চাই।"

আবার একটা বাজে ফোন। কোন সাহায্য পাঠাবার দরকার নেই।

একটু পরে বরফ ঢাকা উঠোন পার হয়ে যেতে যেতে একজন সান্ত্রীকে ফোন করতে দেখল, সে বলছে, না যে-কোন অর্থের বিনিময়ে আমি আমার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।

মিশা এগিয়ে গিয়ে ফোনটার লাইন কেটে নতুন নম্বরে ফোন করল। এবার যে খবরটা শুনল সে, তাতে সে স্তম্ভিত। তাহলে সত্যিই আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।

রাত বারোটার এক মিনিট পরে মস্কো থেকে ৪৬ মাইল দূরে অবস্থিত ছাউনী থেকে কামান গার্ডদের ট্যাঙ্কগুলো একে একে বেরোতে শুরু করল। লক্ষ্য মিনস্ক হাইওয়ে হয়ে ক্রেমলিনের ফটক। ২৬টা টি-৮০ ট্যাঙ্ক, আর ৪১টা বি.টি আর-৮০কামান লাইন বেঁধে এগোচ্ছিল।

বড় রাস্তায় পড়ে জোরে চালাতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ষাট মাইল স্পীডে চলছিল সাঁজোয়া গাড়িগুলো। কিছুক্ষণ পরে প্রথম ট্যাঙ্কের ড্রাইভার দেখতে পেলো সামনে থেকে ধূসর স্টীলের দঙ্গল এগিয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে।

মস্কো থেকে দশ কিলোমিটার দূরে যখন ট্যাঙ্কগুলো পুলিশ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখা গেল পুলিশেরা ভোদকার বোতল হাতে কুঁকুড়ে দাঁড়িয়ে গেছে নিজেদের ছোট ছোট ঘরগুলোতে।

মিশা আন্দ্রেইয়েভ ছিল প্রথম ট্যাঙ্কটায়, সামনে ট্রাক সাজিয়ে পথরোধ করা আছে দেখতে পেয়ে অর্ডার দিলেন কামান দাগতে। পরপর দুটো ট্রাক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, তখন রাস্তার দুপাশ থেকে প্রতিপক্ষ গুলি চালাতে শুরু করল আড়াল থেকে। জেনারেল আর তার সহকারী কামানের মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দুপাশটাকে মুড়িয়ে দিতে লাগল। এবার গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাঙ্কগুলো চলে যাবার পর যুবা বাহিনীর অবশিষ্টরা বেরিয়ে এসে তাদের তৈরী অবরোধের অবস্থা দেখে নির্বাক। ধীরে ধীরে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ছ'কিলোমিটার যাবার পর মিশা তার ট্যাঙ্কগুলোর গতি কমিয়ে দিতে বলল এবং দু'ভাগে ভাগ করে একটাকে পাঠাল খোদিনকা বিমানঘাঁটির দিকে, অন্যটাকে ওস্তানকিনো টিভি সেন্টারের দিকে।

ট্যাঙ্কের সারিটা যখন রাস্তা কাঁপিয়ে আরবাত স্কোয়ারের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছিল ক্রেমলিনের দেওয়াল লক্ষ্য করে, তখন ট্যাঙ্কের কেউই লক্ষ্য করেনি যে স্কোয়ারটা থেকে একটু দূরে অনেকগুলো গাড়ির সঙ্গে পার্ক করা একটা গাড়ি থেকে তুলোর জ্যাকেট আর বুট পরা একজন লোক নেমে এসে ট্যাঙ্কগুলোর পিছন পিছন ছুটতে শুরু করেছে।

বোরোভিতস্কি ফটকের কাছে ব্ল্যাকগার্ডদের একটা বি.টি.আর-৮০ সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল. আর তার কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছিল ক্রেমলিন প্রাচীর লক্ষ্য করে। রাষ্ট্রপতির গার্ডরা চারঘন্টা ধরে এই আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখে এখন একটু গুটিয়ে নিয়েছে, অপেক্ষা করছে নতুন সাহায্য আসার জন্যে।

রাত ১টার সময় ক্রেমলিনের ২২৩৫ মিটার লম্বা প্রাচীর, যার মাথাটা এত চওড়া যে পাঁচজন লোক পাশাপশি হাঁটতে পারে। ওটা বাদ দিয়ে বেশিরভাগই দখল করে নিয়েছে ব্ল্যাকগার্ডরা। এই পাঁচিলের ওপর গুটিয়ে আত্মগোপন করে বসে থাকা সরকারী সেনারা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ব্ল্যাকগার্ডদের।

বোরোভিতস্কি স্কোয়ারের পশ্চিমদিক থেকে মিশা আন্দ্রেইযেভের ট্যাঙ্ক বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্ল্যাকগার্ডদের ওপর। একটা গোলাতেই উড়ে গেল সাঁজোয়া গাড়িটা।

এব চার মিনিট পরে জেনারেল আন্দ্রেইয়েভের টি-৮০ ট্যাঙ্কটা ক্রেমলিন টাওয়ারের ফটক ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

মামার মতো ভাগ্নে ট্যাঙ্কের খোলের মধ্যে বসে পেরিস্কোপে চোখ রেখে বসে থাকে না। চূড়োর ঢাকাটা খুলে কোমব পর্যন্ত শরীরটা বেরিয়ে আছে, মাথায় হেলমেট, চোখে কালো চশমা।

ব্ল্যাকগার্ডদের দুটো গাড়ি হামলা করার চেষ্টা করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দ্রুত এপাশে ওপাশে ছুটে পালানো ব্ল্যাকগার্ডগুলোকে ট্যাঙ্কের সার্চ লাইটে খুঁজে নিয়ে খতম করা হচ্ছিল একের পর এক।

গ্রিশিন স্বপ্নেও ভাবেনি সরকার পক্ষ ট্যাঙ্ক এনে ফেলতে পারবে। এখন আপশোস হচ্ছে কেন ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান আনেনি সঙ্গে।

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক চাপটা পড়ল বেশি করে, পায়ে হাঁটা সৈন্যরা ট্যাঙ্ককে যমের মতো ভয় করে, এদেব ওপর পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ব্ল্যাকগার্ডরা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। যে যে-দিকে পারল ছুটে গিয়ে চার্চে, বড় বড় প্রাসাদে, ক্যাথেড্রালে ঢুকে আত্মগোপন করতে লাগল।

অন্যত্র ও.এম.ও.এন-ব্যারাকে আলফা গ্রুপ প্রথমটা বেশ এগোলেও ক্রমশঃ পিছু হটতে লাগল। সিটি হলের কাছে চেচেনরা নিউ রাশিয়া মুভমেন্ট দলটাকে খতম করে ফেলেছে।

জেনারেল পেত্রোভস্কির সেনারা দোলগোরুকি মাফিয়াদের মোকাবিলা ভাল মতোই করল। সর্বত্র, খোদিনকা বিমান ঘাঁটি, ডুমা ইত্যাদি জায়গাতে প্রচণ্ড মার খেতে লাগল গ্রিশিনের বাহিনী। ত্রাহি ত্রাহি রব। সকলে সাহায্য চেয়ে বেতারে খবর পাঠিয়ে চলেছে।

টিভি সেন্টার কিন্তু তখনও গ্রিশিনের ২০০০ ব্ল্যাকগার্ডদের দখলে। হঠাৎ তারা জানলা দিয়ে দেখল কামান বসানো ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসছে সার বেঁধে।

ক্রেমলিন গড়ে উঠেছে নদীর ওপর ঢালু বাঁধ বেঁধে। এই বাঁধগুলোতে প্রচুর গাছ আর ঝোপঝাড়। পশ্চিম প্রাচীরের তলায় আছে আলেকজান্দ্রোভস্কি গার্ডেনস। গাছের সারের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ চলে গেছে বোরোভিতস্কি ফটকের দিকে। প্রাচীরের ভিতর দিকে যে যুদ্ধ চলছিল, তাদের কেউই লক্ষ্য করল না যে একটা লোক ঐ পথ দিয়ে এসে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে গেল।

খিলানের তলা দিয়ে যাবার সময় আন্দ্রেইয়েভের ট্যাঙ্কের আলো পড়েছিল ঐ লোকটার গায়ে, কিন্তু তুলো ভরা জ্যাকেটটা তাদের প্যাড দেওয়া জারকিনের মতো দেখতে হওয়ায়, আর মাথায় বড় কারের টুপিটা তাদের টুপির মতো মনে হওয়ায় ট্যাঙ্কের সেনারা নিজেদের লোক বলে মনে করেছিল। হয়ত অচল ট্যাঙ্ক থেকে নেমে কোথাও আশ্রয় খুঁজছে। তাছাড়া ওদের লক্ষ্য তো কালো পোশাক পরা গ্রিশিনের ব্ল্যাকগার্ডরা।

খিলানের তলা দ্রুত পার হয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জেসন সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগল।

ক্রেমলিনের প্রাচীরে মোট ১৯টা গম্বুজ আছে। তারমধ্যে তিনটের ফটক ব্যবহার করা হয়। যার দুটো সরকারী কাজে প্রয়োজন মতো খোলা-বন্ধ করা হয়। খালি একটার কোন গেট নেই। সব সময়ে খোলা। কাউকে পালাতে হলে এটা দিয়েই পালাতে হবে। আর সেখানেই পাহারা দিচ্ছে জেসন।

জেসন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে রুশ ইতিহাসের হাজার বছরের পুরনো অস্ত্রাগার, ধন-সম্পদের কোষাগার ইত্যাদি দেখা যায়। ব্ল্যাকগার্ডদের একটা ট্রাক জ্বলছিল সেই আলোতে জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ঠিক দুটোর পর গ্রেট প্যালেসের দেওয়ালের পাশে মানুষের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। কালো পোশাক পরা একজন ছুটে এসে অস্ত্রাগারে ঢুকে পড়ল। ঠিক একটা টায়ার দপ্ করে জ্বলে উঠতেই হলুদ আলোতে লোকটার মুখ দেখতে পেল জেসন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ও চেঁচিয়ে লোকটাকে ডাকল, "গ্রিশিন।" এর ফোটো বহুবার দেখেছে জেসন।

লোকটা ফিরে তাকাল, জেসনকে এক নজর দেখে নিয়ে হাতের এ কে-৪৭ স্বয়ংক্রিয় রাইফেল চালাতে শুরু করল। একটা গাছের আড়ালে চলে গেল জেসন। ওদিকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল গ্রিশিন।

জেসন মাটিতে শুয়ে পড়ে একটু এগোল, তারপর বুকের কাছ থেকে সুইস অটোমেটিক পিস্তলটা নিয়ে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। গ্রিশিনের হাত থেকে ছিটকে পড়ল একে-৪৭ রাইফেলটা।

মিউজিয়ামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গ্রিশিন। তিনতলা ভবন। ৫৫টা শো কেস আছে। কোটি কোটি টাকার হস্তশিল্পের কাজ, জারের সোনার মুকুট, সিংহাসন, সোনা, রূপো, চুনী, পান্না, হীরে, মুক্তো। এখানে সাজানো আছে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে।

অন্ধকারটা সয়ে আসার পর ভিতরটা ধীরে ধীরে দেখতে পেল জেসন। কে যেন একটা শো-কেস খোলার চেষ্টা করছে। গড়িয়ে এগিয়ে গেল।

সামনের দিকে গুলি চালালো কেউ। গ্রিশিন পালাচ্ছিল, জেসন সাবধানে তাকে অনুসরণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে গ্রিশিনের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মিউজিয়ামের দামী দামী জিনিসগুলোকে নষ্ট করছে।

এগোতে এগোতে এক জায়গায় গিয়ে জেসন বুঝতে পারল যে গ্রিশিন যে প্যাসেজে ঢুকেছে, তার বেরোবার অন্য পথ নেই।

ওটাই শেষ হলঘর। এখানে একটা প্রাচীন কালের স্বর্ণখোচিত চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি রাখা আছে, তার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। চারপাশে কাঁচের বড় বড় জানলা। সামান্য দূরে জারিনা এলিজাবেথের কোচ গাড়িটা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মেঘ সরে যেতে চাঁদের আলোয় ঘরটা একটু আলোকিত হয়ে উঠল। জেসন দেখল জারিনার গাড়ির পিছনে একটা বিন্দু হঠাৎ চক চক করে উঠল।

ঐ বিন্দুর চার ইঞ্চি জায়গাটা লক্ষ্য করে দু হাত চেপে ধরে পিস্তল চালাল জেসন।

ধপ্ করে কি যেন পড়ল মেঝেতে। একটু সময় নিয়ে এগিয়ে গেল জেসন। গ্রিশিন পড়ে আছে চিৎ হয়ে। গুলিটা বাঁ রগ দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে।

পিস্তলটা পকেটে পুরে একটু ঝুঁকে গ্রিশিনের হাত থেকে রূপোর ঝকঝকে জিনিসটা খুলে নিল এটাই চাঁদের আলোতে চক্‌চক্ করে উঠেছিল নীলকান্ত মণি বসানো রূপোর আংটি। জেসন নিজের দেশের পাহাড় অঞ্চল থেকে ওটা কিনেছিল, এবং ইয়াল্টার একটা পার্কে বসে একজনকে দিয়েছিল সেটা উপহার হিসেবে। তারপব লেফোর্তোভো জেলের উঠোনে পড়ে থাকা একটা মৃতদেহের হাত থেকে ওটা টেনে খুলে নিয়েছিল কেউ।

আংটিটা পকেটে পুরে নিজের গাড়িব দিকে এগিয়ে গেল জেসন। মস্কোর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

উপসংহার

১লা জানুয়ারী সকালে মস্কো ও সমগ্র রুশবাসী চমকে উঠল খবরটা শুনে। টিভি ক্যামেরাতে দেখানো হচ্ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহ।

ক্রেমলিনের ভিতরে বহু গির্জা, এমন কি মিউজিয়ামের ভিতরেও ক্ষতি হয়েছে অকল্পনীয়। নিভে আসা বড় বড় ট্রাক থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দ্রুত ফিরে এসেছেন মস্কো। বিকেলের দিকে তাঁর একান্ত সাক্ষাৎকার হ'ল হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়ের সঙ্গে। তিনি জানিয়ে দিলেন ১৬ই জানুয়ারী নির্বাচন হবে না, এবং দেশে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তার জন্যে দেশ জুড়ে গণভোট নেওয়া হোক।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এটা প্রথমে মানতে চাননি, পরে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে রাজী হয়েছিলেন। কোমারভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিদায় নিলেও এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট প্রার্থীকে হারানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত কাজেব লোক, দক্ষ প্রশাসক। রাষ্ট্রপতি না হলেও, প্রধানমন্ত্রীর পদ নিশ্চয়ই পাবেন।

সেই দিন সন্ধ্যায় মারকভ ডুমার সব সদস্যদেব আহ্বান জানালেন জরুরী অধিবেশনে যোগ দিতে।

৪ঠা জানুযারী অধিবেশন বসল। ১৬ই জানুযারী নির্বাচন বাতিল, এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাব প্রশ্নটি উথাপিত হ'ল। কমিউনিস্ট গোষ্ঠী দেখল তাদের হাত থেকে রাষ্ট্রপতির পদটা দূবে সরে যাচ্ছে, তাই তারা তীব্র প্রতিবাদ শুরু কবে দিল। কিন্তু অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কোমারভের দলের সদস্যদেব আলাদা আলাদা ডেকে ...ঠয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাদের ভবিষ্যৎ কি—এবং তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করলেই ওবা বাঁচবে, তা নাহলে এই অভ্যুত্থানের পর পরিণতি কি হবে সেটা ভেবে দেখতে।

ভোটে কমিউনিস্টরা হেরে গেল। ৫ই জানুয়ারী রাশিয়ার সুদূর উত্তরের ভাইবর্গ বন্দরের ডকে নিরাপত্তা অফিসার পিওতর গ্রোমভ ইতিহাসের পাতায় একটা পাদটীকা জুড়ে দিল। সূর্য উদয় হবার অল্প পরে ও সুইডিশ মালবাহী জাহাজ "ইনগ্রিড-বি'-এব ওপর লক্ষ্য রাখছিল। জাহাজটা অল্প পরে গোটেবোর্গ বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

গ্রোমভ ঠিক যখন ফিরে আসতে যাবে, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়ল জেটির ওপর রাখা মালপত্রের পাশ দিয়ে নীলবঙের জ্যাকেট পরা দুজন ছুটছে গ্যাংওয়ের দিকে, যেটা এখনই জাহাজের দিক থেকে টেনে নেওয়ার কাজ শুরু হতে যাচ্ছিল।

গ্রোমভ চিৎকার করে ওদের দাঁড়াতে বলল। ওরা না শুনে ছুটছে দেখে গুলি চালাল সে। নাবিক দুজন দাঁড়িয়ে পড়ল। কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছিল ওরা সুইডেনের লোক। গ্রোমভের কেমন যেন সন্দেহ হ'ল, অন্য লোকটার টুপি টেনে খুলতেই বেরিয়ে পড়ল এক পরিচিত মুখ—"আমি আপনাকে চিনি। আপনি ইগর কোমারভ।

কোমারভ আর কুজনেৎসভকে গ্রেপ্তার করে আনা হ'ল মস্কোতে। এবং ভাগ্যের কি পরিহাস তাদের জায়গা হ'ল সেই লাফোর্তোভ কারাগারে।

সারা দেশ জুড়ে বিতর্ক চলতে লাগল—ধর্ম আর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে।

১৪ জানুয়ারী বিকেলে মস্কোর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিলেন ভ্রাম্যমান তরুণ যাজক ফাদার গ্রিগর রুশাকভ। দেশের আট কোটি জনতা আগ্রহ সহকারে শুনল তাঁর বাণী।

তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই সাদামাটা। গত ৭০ বছর ধরে রুশরা দুই দেবতার পূজো করে এসেছে, একটা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অন্যটা কমিউনিজম। দুটোই ব্যর্থ। অতএব ফিরে চলো সবাই তাদের সেই সুপ্রাচীন দেবতার আশ্রয়ে।

বিদেশীদের ধারণা ছিল গত ৭০ বছরে দেশের সব মানুষ শিল্পায়নের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্নতর শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ মানুষ গ্রামে থাকে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত হয়ে। ৬০০০ মাইল দীর্ঘ এই দেশে আছে প্রায় ১০০,০০০ ধর্মযাজকের অধীনস্থ প্যারিস (যাজকের এলাকা), আর বিশপের অধীনস্থ এলাকায় সেটা ১০০ ভাগে বিভক্ত এবং এদের সবার ওপরে আছেন হিজ হোলিনেস আলেক্সি দ্বিতীয়, যিনি বিশপদেরও ওপরে।

ফাদার ম্যাক্সিমকে বিশেষ ভার দেওয়া হয়েছিল আরভিন আর জেসনের বিরুদ্ধে কর্ণেল গ্রিশিনের কাছে গোপন তথ্য পাচার করার। এতে ফাদার ম্যাক্সিম ব্ল্যাকগার্ডের অধিনায়ক গ্রিশিনের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠে ওদের গোপন কথা জানতে পারতেন।

দুবার আরভিন আর জেসনকে উনি পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ দুবারে সেটা সম্ভব হয়নি, তাঁরা নিজেরাই লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন।

আরভিনের তৃতীয় উপদেশ ছিল, শত্রুকে এটা বোঝাবার চেষ্টা করবে না যে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযান চলছে না, বরং তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বিপদ একটা ছিল, এবং তার মোকাবিলা করার পর সেটা কেটে গেছে।

দ্বিতীয়বার মস্কো আসার পর স্যার নাইজেল আরভিন ইচ্ছে করে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে শিবিরে ঐ চোর মেকানিককে সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাঁর ঘরে ঢুকে ফোটো আর হিজ হোলিনেসের জাল চিঠিটা যাতে চুরী করে নিতে যেতে পারে।

চিঠিটাতে লেখা ছিল হিজ হোলিনেস রাশিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান (এটা মিথ্যে কথা, উনি চিন্তা করছিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে)। এবং যাঁকে চিঠিটা পাঠান হচ্ছে, তিনিই হলেন ই নির্বাচিত ব্যক্তি যাঁকে সিংহাসনে বসানো হবে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ চিঠিটা অন্য একজন প্রিন্সের নামে লেখা হয়েছিল, তাঁর নাম প্রিন্স সেমিয়ন, যিনি নরম্যাণ্ডির একটা খামার বাড়িতে থাকতেন, ঘোড়া আর বান্ধবী নিয়ে।

ষড়যন্ত্রের অন্য অধ্যায়টি হ'ল জেসনের দ্বিতীয়বার হিজ হোলিনেসের বাড়ি যাওয়া আর ফাদার ম্যাক্সিমকে সুযোগ করে দেওয়া টেবিলের তলায় টেপ রেকর্ডার রাখতে। কিন্তু সেই টেপটা তৈরী হয়েছিল লণ্ডনে। আলেক্সির কণ্ঠস্বর নকল করে জেসনের সঙ্গে আলোচনার ভান করা হয়। গ্রিশিনের হাতে পৌঁছে ছিল ঐ জাল ক্যাসেট।

দোলগোরুকি দলের ওপর জেনারেল পেত্রোভস্কি হামলা চালাবেন না, এটা স্থির হয়ে গিয়েছিল চেচেনদের কাছ থেকে পাওয়া খবর পাবার পর। আর ক্যাসিনোর তলার ঘর থেকে পাওয়া কাগজপত্রে এমন কিছু তথ্য ছিল না যা দিয়ে প্রমাণ করা যেত যে ওরা গ্রিশিনকে অর্থ সাহায্য করে।

জেনারেল নিকোলায়েভও কোমারভের নিন্দা করে আর কোনো বক্তৃতা দিতেন না, নববর্ষের পর থেকে। ওখানেও মিথ্যাচার করা হয়েছিল।

সবার ওপর হিজ হোলিনেসের কোন ইচ্ছেই ছিল না অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার। উনি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন কোনভাবেই রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান না।

কিন্তু কোমারভ বা গ্রিশিন দুজনের কেউই এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারেনি। তাই তাড়াহুড়ো করে ঐ চার জায়গায় হামলা করতে উদ্যত হ'ল। এটাই হবে ধরে নিয়ে জেসন ঐ চার জায়গাতেই আগে ভাগে সতর্ক করে দিয়েছিল। শুধু একজন শোনেননি তাঁর কথা, ফলে প্রাণ দিতে হ'ল। এসব না করলে কিন্তু কোমারভই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়ী হতেন।

২১শে ডিসেম্বর পরের অধ্যায়—কালা ইশতেহারের ব্যাপারটা যে ব্ল্যাকগার্ডদের মধ্যে থেকেই কেউ সাধারণের কাছে ফাঁস করেছে এই সন্দেহটাও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল কোমারভ-গ্রিশিনের মাথায়।

রাজনীতিতে সাফল্য এনে দেয় আরও সাফল্য; ব্যর্থতা ঠেলে দেয় আরও ব্যর্থতার দিকে।

ফাদার ম্যাক্সিম গ্রিসিনের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন সরকার পক্ষ বেশি শক্তিশালী, তাই সরকারী বাহিনীকে অপ্রস্তুতের মধ্যে রেখে তাড়াতাড়ি আক্রমণের ব্যবস্থা করল গ্রিশিন। আর জেসনের কাছ থেকে অগ্রিম খবর পেয়ে সরকার পক্ষ আগে থাকতে প্রস্তুত থেকেছিল।

ততবেশি ধর্মপ্রাণ না হলেও স্যার নাইজেল বাইবেল পড়তেন। এবং বাইবেলের সব কটি চরিত্রের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল হিব্রু যোদ্ধা গিডিয়ন।

স্কটল্যাণ্ডের দুর্গে বসে তিনি জেসনকে শিখিয়ে ছিলেন—গিডিয়ন ছিলেন প্রথম বিশেষ বাহিনীব অধিনায়ক এবং রাত্রিবেলায় চকিত আক্রমণের ব্যাপারটার তিনিই পথিকৃৎ।

দশহাজার স্বেচ্ছা সৈনিকদের মধ্যে গিডিয়ন বেছে নিয়েছিলেন মাত্র ৩০০ জনকে, যারা শক্তিতে, বুদ্ধিতে ছিল অতুলনীয়। জেজেরীল উপত্যকায় শিবির খাটিয়ে থাকা মিডিয়ান্টিদের বিরুদ্ধে হঠাৎ দারুণ আলো জ্বালিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঐসব বাছাই করা সৈন্য, এবং জয় লাভ করেছিল। প্রতিপক্ষ ভয়ে লড়তেই পারেনি। তারা পালাবাব সময় ভুল করে নিজেদের লোকদেরই হত্যা করেছিল। ঐ একই ভুল করেছিল গ্রিশিন, মিথ্যা খবরে বিভ্রান্ত হয়ে ব্ল্যাকগার্ডের হাইকমাণ্ডের সবাইকে গ্রেপ্তার করে ছিল।

লেডী আরভিন এসে টিভিটা বন্ধ করে দিযে স্বামীকে বললেন, "চলো নাইজেল, আলুব জন্যে আগেভাগেই চাষ শুরু করা যাক। মাটি কোপাতে ভালবাসেন না আরভিন, তবে স্ত্রীকে এতই ভালবাসেন যে, তাঁর জন্যে তিনি সব করতে পারেন।

ঠিক দুপুর বারোটার পর 'ফক্সি লেডী"—মাছ ধবাব স্টিমারটা, টার্টল কোভ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিল। অর্ধেক পথ যাবার পর, "সিলিভ'র ডীপ" স্টিমারেব আর্থার ডীন এগিয়ে এলেন, তাঁর স্টিমারে দুজন ডুবুরী বসে।

"হাই জেসন, বাইরে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। ইউরোপে, একটু কাজ ছিল।"

"কেমন কাটল।"

"বেশ মজার।"

"পরে দেখা হবে" এই বলে পূর্ণগতিতে "সিলভার ডীপ"-কে চালিয়ে চলে গেলেন ডীন।

ঢেউ দুলে উঠল। বাতাসে ভেসে এল লোনা গন্ধ।

সুইচটা টিপে "ফক্সি লেডী"-র মুখ ঘুরিয়ে দ্বীপ থেকে বেশ দূরে নিয়ে গেল তার স্টিমারকে, এখন জেসন যাবে আরও গভীর সমুদ্রের দিকে, নির্জন সমুদ্রে, খোলা নীলাকাশের